"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বকোষ

ক

ক ১ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার রেখা কুণ্ডলী ও মধ্যস্থ শূন্যস্থান সদাশিব। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ককারের নাম— ক্রোধী, ঈশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তেজস, শান্তি, বাসুদেব, জয়, অনল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষিণস্কন্ধ, বিশাম্পতি, অনন্ত, পার্থিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমাত্মক, বর্গান্ত, মুখী, ব্রহ্মা, সথান্ত, অন্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, পুষ্পা, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশ্বরী, মুখ্য, কামরূপ, গজেন্দ্রক, শ্রীপুর, রমণ ও রক্তকুসুমা।

কামধেনু-তন্ত্রে ককারতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে,— "ককারের বামরেখা জবাপুষ্প ও অলক্তকবর্ণ, দক্ষিণরেখা শরচ্চন্দ্র তুল্য, অধোরেখা মরকতপ্রভ, মাত্রা শঙ্খকুন্দসদৃশ ও সাক্ষাৎ সরস্বতী, অঙ্কুশাকৃতি কুণ্ডলী কোটিবিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং মধ্যদেশের শূন্যস্থান সদাশিব কোটি-চন্দ্র সমবর্ণ। শূন্যগর্ভে কৈবল্যপ্রদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ব্ববর্ণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কাম-রূপিণী, অব্যয়া, কামনীয়া প্রভৃতি সুন্দরী ও সর্ব্বদেবগণের মাতা। ককারের ঊর্দ্ধকোণে কামা নাম্নী ব্রহ্মশক্তি, বাম-কোণে জ্যেষ্ঠা নাম্নী বিষ্ণুশক্তি ও দক্ষিণকোণে বিন্দুনাম্নী সংহাররূপিণী রৌদ্রশক্তি। ককারস্থ দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা ইচ্ছা শক্তিমান্, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্ ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্। আত্মবিদ্যা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্ব্বদা ককারে অবস্থিত আছে। পঞ্চদেবময় ককার ত্রিপুরাদেবীর আসনস্বরূপ, ঈশ্বর, সেই ককারস্থ ত্রিকোণে অবস্থান করেন। জবা, অলক্তক ও সিন্দুরসম রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, কদম্ব-কোরকাকৃতি স্তনদ্বয়বিশিষ্টা; রত্ন, কঙ্কণ, নূপুর, অঙ্গদ, রত্নহার ও পুষ্পহারাদিশোভিত কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিলে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।"

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। ক অনুবন্ধ থাকিলে, সেই ধাতু চুরাদিগণীয় বুঝিতে হইবে। (কশ্চুরাদিঃ। কবিকল্প।) চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে।

৩ পাণিনি ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ। কক্, কন্, কপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়েরও ক অবশিষ্ট থাকে।

ক (ক্লী) কায়তি শব্দং করোতি জীবো যস্মিন্ সতীতি শেষঃ, কৈ-ড, (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১।) ১ মস্তক। ২ (কায়তি শব্দায়তে স্রোতোবেগেন) জল। ৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংযম্যতে, কচ্-ড) কেশ, চুল।

ক (পুং) কচতি দীপ্যতে যেন জ্যোতিষা, কচ্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ প্রজাপতি। ৪ দক্ষ। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। ৭ বায়ু। ৮ যম। ৯ সূর্য্য। ১০ আত্মা। ১১ রাজা। ১২ গ্রহ। ১৩ ময়ূর। ১৪ মন। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। ১৭ ধন। ১৮ শব্দ। ১৯ প্রকাশ। ২০ পক্ষী। ২১ রুদ্র। ২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (ত্রি) সর্ব্বনাম শব্দ, কে কি প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কই (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম কবয়ী, কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপৃষ্ঠী। (Cojus Cobojus) অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা এই মৎস্য জলশূন্য স্থানে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। কই মাছ তালগাছে উঠিতে পারে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, বস্তুতঃ ইহারা কর্ণদেশস্থ কাঁটার অবলম্বন রাখিয়া উচ্চস্থানে উঠিতে সমর্থ, সমভূমিতেও ঐরূপ ভাবে বহুদূর চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যশোর জেলায় এই মৎস্য বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ঐ সকল কই অন্যান্য দেশের কই অপেক্ষা বৃহদাকার ও সুস্বাদু। বৈদ্যক-

মতে ইহার গুণ,—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকরী, বায়ু ও কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকর। বৈদ্যগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের যূষ পথ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ২ কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কইলা (দেশজ) গোবৎস, বাছুর।

কঈ (দেশজ) কই মাছ। [কই দেখ।]

কউতর (দেশজ, কপোত শব্দের অপভ্রংশ) পায়রা।

কএক (দেশজ) ১ কতকগুলি, কতিপয়। ২ কিঞ্চিৎ।

কএথা (দেশজ) কপিত্থ, কয়েদ বেল।

কএদ্ (আরবী) আটকান, অবরোধ, বদ্ধ।

কএদখানা (পারস্য) কারাগার, যেখানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

কএদী (আরবী কএদ্ শব্দজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কঁয্য (ত্রি) কং সুখমস্যাস্তি, কম্-যস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তি তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮)। সুখী।

কঁয়ু (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্য, কম্-যুস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তি-তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখশালী।

কঁবুল (পারস্য শব্দজ) নীলকণ্ঠোক্ত বর্ষলগ্নকালীন গ্রহযোগ-বিশেষ।

কংশ (পুং, ক্লী) মদ্যাদির পানপাত্র।

কংশহরীতকী (স্ত্রী) শোথরোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—বেলছাল, সোনা-ছাল, গাম্ভারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় একত্র ।২॥ সের, ১॥৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই সময়ে ১০০টা হরীতকী ঢিলভাবে পুটুলী করিয়া তাহাতে সিদ্ধ করিতে দিবে; ।৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে এই ক্বাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ।২॥ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং ১০০টি হরীতকী সহ মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৴ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে ৴২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকী ১টি ও ।০ তোলা পরিমিত লেহ সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। (চক্রদত্ত)

কংস (ক্লী, পুং) কামাতে কাময়তি বা অনেন পাতুম্, কম্ স (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২।) ১ মদ্যাদি পান করিবার পাত্র; ইহার পর্য্যায় পানভাজন, কংশ ও কাংস্য। ২ ধাতুদ্রব্য। ৩ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পান-পাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক; বৈদ্যকমতে আট সেরকে আঢ়ক বা কংস বলে। ৫ কাঁসা। সাত ভাগ তাম্র ও দুই ভাগ বঙ্গ, এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাংস্য, কংসাস্থি ও তাম্রার্দ্ধ। চীন ও ভারতবর্ষে কাঁসার বাসন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে খাগড়ার কাঁসার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার বাসন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাঁসার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৪৩২। কাঁসা পরীক্ষা করিলে, এই কয়েক ধাতু বাহির হয়।—

তামা	...	৪০·৪ ভাগ।
দস্তা	...	২৫·৪ ভাগ।
রূপদস্তা	...	৩১·৬ ভাগ।
লৌহ	...	২·৬ ভাগ।

বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্ম্মণরৌপ্য (German Silver) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার যন্ত্র-পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস্তে শাস্তি শত্রূন্, কংস্-স) অসুরবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ঋতুস্নাতা উগ্রসেনপত্নী সুযামুন নামক পর্ব্বত দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সৌভপতি দ্রুমিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কামবশে অধীর হইয়া উঠিল এবং কৌশলে পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিল। উগ্রসেনপত্নীর পতি অপেক্ষা তাহার গৌরবা-ধিক্য দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ভীতভাবে তাহাকে 'কস্য ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রুমিল পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারম্বার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিল,—অনেকানেক মানবপত্নী ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যভিচার জন্য তোমারও কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি আমায় 'কস্য ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এজন্য তোমার 'কংস' নামক শত্রুবিজয়ী পুত্র উৎপন্ন হইবে।" (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) দুরাচার কংস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বসুদেবের সহিত তাহার ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, 'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রহস্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে,' এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

দৈব-কৌশলে বসুদেব অষ্টমপুত্র কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দঘোষের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পরে সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই কংস নিহত হইয়াছিল। [কৃষ্ণ দেখ।]

কংস ১° নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্ডী-প্রণেতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙ্গদেশে; ইহার তটে দেবীর মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা—

"আনিয়াত বিশ্বম্ভর, মঠ গড়াও সত্বর,
কলিঙ্গে করিবে তোমা পূজা।
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে,
অনুবল দিমু হনুমান॥"

এই নদী বর্ত্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলাস্থ কংসবাঁস নদী বলিয়া বোধ হয়। [কংসবাঁশ দেখ।]

২ তৈরভুক্তের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ২৩৯।)

কংসক (ক্লী) কংস-সংজ্ঞায়াং কন্। হীরাকসবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পুষ্পকাসীস ও নয়নৌষধ। [কাসীস দেখ।] (দ্বিতীয়ং পুষ্পকাসীসং কংসকং নয়নৌষধম্। হেম ৪। ১২৩।)

কংসকর, প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)।

কংসকার (পুং) কংসং তন্ময়পাত্রং করোতি, কংস-কৃ-অ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কাঁসারি। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে কাঁসারির উৎপত্তি; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে আছে,—বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাগর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশনস্ বলেন,—ক্ষত্রিয়াগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে তন্তুবায় ও কংসকারের উৎপত্তি। সুতরাং এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি শঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সৎশূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টজলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কংসকৃষ্ (পুং) কংসং কৃষ্টবান্, কংস-কৃষ-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

কংসজিৎ (পুং) কংসং জিতবান্, কংস-জি-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসবণিক্ (পুং) কংসস্য বণিক্, ৬তৎ। ১ কাঁসার ক্রয়-বিক্রয়কারী। ২ কাঁসারি।

কংসবতী (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের কনিষ্ঠপত্নী।

কংসবাঁস, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। দেশীয়েরা ইহাকে কাঁসবাঁশ নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া হইতে দ্বিধারা হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বে আসিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনায় লায়চনপুর।

কংসহান্ (পুং) কংসং হতবান্, কংস-হন্-ক্বিপ্। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু।

কংসা (স্ত্রী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা ও দেবভাগের পত্নী।

কংসার (ক্লী) কংসবৎ আকারমৃচ্ছতি, কংস-ঋ-অণ্। অস্থি, কাঁসার ন্যায় শুক্লবর্ণ অস্থি।

কংসারাতি (পুং) কংসস্য অরাতিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ কংস-শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু। (কংসারাতিরধোক্ষজঃ। অমর।)

কংসারি (পুং) কংসস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসাস্থি (ক্লী) কংসমস্থীব, উপমিং। ১ ধাতুবিশেষ, কাঁসা। ২ কংসার।

কংসিক (ত্রি) কংসেন আঢ়কমানেন আহৃতম্, কংস-ঠিঞ্ (কংসাট্টিঠন্। পা ৫। ১। ২৫।) এক আঢ়ক বা আট সের পরিমাণে যে বস্তু আহরণ করা হইয়াছে।

কংসোদ্ভবা (স্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস-উৎ-ভূ-অচ্-টাপ্। সুগন্ধি মৃত্তিকাবিশেষ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আঢ়কী, তুবরী, কাক্ষী, মৃদাহ্বয়া, সৌরাষ্ট্রী, পার্ব্বতী, কালিকা, পর্পটী ও সতী। বৈদ্যোক্ত অনেক ঔষধেই ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন এই মৃত্তিকার নিতান্ত অভাব হওয়ায়, পরিভাষার উপদেশানুসারে ইহার পরিবর্তে পঙ্কপর্পটী ব্যবহার হইয়া থাকে।

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্°। গমন করা। (ককিঙ্ ব্রজনে। কবি°দ্রু।)

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° অক° সেট্°। ১ গর্ব্ব। ২ চপল হওয়া। ৩ ইচ্ছা হওয়া। (কক্ ঙিচ্ছাগর্ব্বচাপল্যে। কবি°দ্রু)।

ককৎস্থ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

ককন্দ (পুং) ককো গর্ব্বাদিকং ভবত্যস্মাৎ, কক-অন্দচ্। স্বর্ণ। (ককন্দঃ কনকে পুংসি। শব্দার্থিঃ।)

ককর (পুং) কক্-অরচ্। পক্ষীবিশেষ।

ককরঘাট (পুং) কং বিষং করহাটে অস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ হস্য ঘঃ। মূলবিষবৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মূলভাগ (শিকড়) বিষাক্ত।

ককরাউল, দ্বারভাঙ্গার একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্গা নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড় বোনা হয়, এই কাপড় নেপালীরা বড় ভালবাসে। এখানে প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। প্রতিবর্ষে মাঘমাসে এখানে মেলা হয়।

ককরাল, বদায়ুন জেলার দাতাগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার জন্য এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহীর হস্তে তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাঁহার সৈন্য-সামন্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন।

ককরালা নগরে হিন্দুর দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ্ আছে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে; এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই, ডাকঘর ও পুলিষ আছে।

ককর্দ্দু (পুং) হিংসা। "ককর্দ্দবে বৃষভো যুক্ত আসীৎ।" ঋক্ ১০।১০২।৬। ককর্দ্দবে শত্রূণাং হিংসনায়। (ভাষ্য।)

ককশিঁহ (কঙ্করশৃঙ্গ?),—একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশে মরবাশ হইতে সিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, বরদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অসংখ্য শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও ১২টি মন্দির নষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক মন্দিরে ৫.৬ ফিট উচ্চ এক একটী শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে বোধ হয়, উহা ৮।৯ শত বর্ষের পুরাতন।

ককাইর (কঙ্কাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষা° ২০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি ১৮°৩৩´ পূঃ; মহানদীর দক্ষিণতট এবং দুর্গ পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে যুদ্ধকালে ৫০০ সৈন্য যোগাইতে হইত। ১৮০৯ খৃঃ, রাজার বেদখল হইল, কিন্তু অপাসাহেবের পলায়নকালে তখনকার রাজা কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতি বর্ষে ৫০০ টাকা কর দিতে হয়।

ককাটিকা (স্ত্রী) ১ ঘাড়, কৃকাটিকা। ২ ললাটের অস্থি।

ককান (দেশজ) ১ অতিশয় রোদনকালে দম্ বন্ধ হওয়ার মত হওয়া। ২ কাতরতাপ্রকাশ।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রোদনকালে একটানা শব্দবিশেষ। ২ কাতরোক্তি।

ককুঞ্জল (পুং, স্ত্রী) কং জলং কুজয়তি যাচতে, ক-কুজ-অলচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্ হ্রস্বশ্চ।) চাতকপাখী।

ককুৎ [দ্] (স্ত্রী) কং সুখং কারয়তি প্রাপয়তি গৃহস্থান্ ইতি-শেষঃ, ক-কু-ণিচ্-ক্বিপ্-তুগাগমঃ হ্রস্বশ্চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবয়ববিশেষ, ঝুঁট্। ২ ধ্বজ। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন। ৫ পর্ব্বতশৃঙ্গ।

ককুৎসল (স্ত্রী বৈদিক) ককুদ্ নামকং স্থলং অবয়ববিশেষঃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ককুদ্ নামক বৃষাবয়ব, ঝুঁট্।

ককুৎস্থ (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুদ্-স্থা-ক। সূর্য্য-বংশীয় পুরঞ্জয় নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শশাদ। পুরঞ্জয়ের রাজ্যশাসনকালে স্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহা-দিগকে পুরঞ্জয়ের সাহায্য লইতে উপদেশ দেন; তদনুসারে দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া, বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্‌স্থলে আরোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্য-গণ পরাজিত হওয়ায়, দেবগণ প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'ককুৎস্থ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৯।৬।১১।)

ককুদ্ (স্ত্রী) [ককুৎ দেখ।]

ককুদ (পুং, ক্লীং) কং সুখং কৌতি সূচয়তীতি, ক-কু-ক্বিপ্-তুক্ চ। ১ বৃষের ঝুঁট্। ২ প্রধান। ৩ রাজচিহ্ন। ৪ পর্ব্বতাগ্রভাগ।

ককুদাক্ষ (ত্রি) ককুদং রাজচিহ্নং অক্ষোতি, ককুদ-অক্ষ-অণ্। রাজচিহ্নধারক।

ককুদাবর্ত্ত (পুং) ককুদি আবর্ত্তঃ, কর্ম্মধা। বৃষের ককুদ স্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ।

ককুদ্মৎ (পুং) ককুদস্ত্যস্য, ককুদ-মতুপ্। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ ঋষভক নামক বৈদ্যোক্ত দ্রব্যবিশেষ। ৪ উর্ম্মী, ঢেউ।

ককুদ্মতী (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়িতো মাংসপিণ্ডোঽস্ত্যস্যাম্, ককুদ-মতুপ্-ঙীপ্। নিতম্বদেশ।

ককুদ্মিন্ (পুং) ককুদমস্তি, ককুদ্-মিনি। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ রৈবতরাজা, ইঁহার পিতার নাম রেবত; বলদেব ইঁহার জামাতা।

ককুদ্মিসুতা (স্ত্রী) ককুদ্মিনঃ রৈবতস্য সুতা, ৬তৎ। রেবতী, কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের ভার্য্যা।

ককুন্দর (ক্লী) কস্য শরীরস্য কুং অবয়ববিশেষং দৃণাতি, ককু-দৃ-খচ্-মুম্ চ। নিতম্বস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ গর্ত্তদ্বয়।

ককুপ্ [ভ্] (স্ত্রী) কং বাতং স্কুভ্-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ শোভা। ৪ চম্পকমালা। ৫ শাস্ত্র। ৬ প্রবেণী।

ককুভ্ (স্ত্রী) কং সুখং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি, ক-স্কুভ-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অপর নাম 'কুহু'। রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমে সঙ্গীত-

দামোদরোক্ত ককুভের যেরূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। কারণ কামোদী রাগিণীর ধ্যান ককুভার বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর মিশ্র প্রণীত সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে,

"সুপোষিতাঙ্গী রক্তিমণ্ডিতাঙ্গী চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা বিচিত্রা দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা ॥"

ককুভার অঙ্গ সুন্দর ও বর্দ্ধিত, রক্তিরসে মণ্ডিত, মুখ চন্দ্রের মত, চম্পকমালা পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমণীয়া, মনোহরা, দানশীলা ও কটাক্ষযুক্তা।

"ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সম্পূর্ণা ককুভা মতা।
তৃতীয়মূর্চ্ছনোৎপন্না শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা ॥"

সম্পূর্ণা ককুভা রাগিণী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মূর্চ্ছনা হইতে উৎপন্না, ইহা শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—ধ নি স রি গা ম প ধ।

২ দিক্। ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ, ধর্ম্মের পত্নী। [অন্যান্য অর্থ ককুপ্ শব্দে দেখ।]

ককুভ (পুং) কস্য বায়োঃ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক-কু-ভা-ক। কং বাতং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক-স্কুভ্-ক, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ অর্জ্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ, মেদঃ, ব্রণ ও হৃদ্রোগনাশক। [অর্জ্জুন দেখ।] ২ বীণার প্রান্তদেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার উপরিদেশে যে বস্ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলাবু অর্থাৎ বস্। ৫ রাগবিশেষ। ৬ শিব। ৭ পক্ষিবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ, এখানে কশ্যপাদি বাস করেন। (লিঙ্গপুং ৪৯।৬০)

ককুভা (স্ত্রী) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। [ককুভ্ দেখ।]

ককুভাদনী (স্ত্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [নলী দেখ।]

ককুভাদিচূর্ণ (ক্লী) হৃদ্রোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, হরীতকী, শঠী, কুড়, পিপুল ও শুঁট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণে গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ককুম্ভতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ("একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী ষট্‌কে ককুম্ভতীতি।" কাত্যা০।)

ককুহ (ত্রি) কস্য সূর্য্যস্য কুং স্থানং জিহীতে অতিক্রামতীব, ক-কু-হা-ক। ১ অতিশয় উন্নত। ২ মহৎ।

ককেরুক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে জন্মে।

ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nauclea parvifolia.)

এই গাছ হিন্দীতে—কায়েম, কুমায়ুনে—কলম্ব, পঞ্জাবে—কমল বা কয়ম্, মহারাষ্ট্রে—কদম, তামিল ভাষায়—নীর-কদম্ব বা যোট কদিমি, তেলগুতে—বট কয়মী এবং বাঙ্গালার কেহ কেহ চকোর বলে। এই গাছ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহা ভারতের গঞ্জাম ও গুমসরে, বোম্বাই প্রদেশে, কানাড়া ও সণ্ডার বনজঙ্গলে, নয়মলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সাঁল্লা নামক স্থানে, শিবালিক গিরিমালা হইতে বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত নানাস্থানে, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্য্যে লাগে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তায় ঘরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ইহার এক ঘনফুট্ ওজনে প্রায় বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না।

ককোরা, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এখানে প্রতিবর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়, সেই সময়ে কাণপুর, দিল্লী, ফরুথাবাদ এবং রোহিলখণ্ডের নানা স্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা এখানকার পুণ্যসলিলা গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ব্যবসায় মন দেয়। সেই সময়ে এখানে হাট বসে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়া থাকে। গৃহস্থের আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়।

কক্ক (ধাতু) ভ্বা০ পর০ অক০ সেট্০। হাস্য করা। (কক্ক হাসে। কবি০ক০দ্রু০।)

কক্কট (পুং, স্ত্রী) কক্ক-অটন্। মৃগবিশেষ, অশ্বমেধযজ্ঞে এই মৃগের আবশ্যক হইত। (মহীধর)

কক্কুল (পুং) কক্ক-উলচ্। বকুল বৃক্ষ।

কক্কোল (পুং) ককতে প্রকাশতে, কক্-কিপ্ ; কোলতি সংস্ত্যায়তি, কুলজ্বলাদিত্বাৎ ণ ; কক্ চাসৌ কোলশ্চেতি, কর্ম্মধা০। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোষফল, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষ্য, স্থূলমরিচ, কক্কোলক, মাধবোচিত, কাল, কটুফল ও মরিচ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিকারক ; মুখের দুর্গন্ধ, হৃদ্রোগ, কফ ও বায়ুজন্য রোগ এবং নেত্ররোগনাশক। (ভাবপ্র০।)

কক্কোলক (ক্লী) কক্কোলস্য ইদম্ বা স্বার্থে কক্কোল-কম্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [কক্কোল দেখ।] ২ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত সপ্তম বর্ষ পর্ব্বত। (বিষ্ণু পু০ ২। ৪ অঃ।)

ককৃথ (ধাতু) ভ্বা০ পর০ অক০ সেট্০। হাস্য করা। (ককৃথ হাসে। কবি০ক০দ্রু০।)

কক্খট (পুং) ১ কঠিন। ২ (কক্খতীতি, কক্খ-অটন্) (ত্রি) হাস্যযুক্ত।

কক্খটপত্র (পুং) কক্খটানি প্রকাশান্বিতানি পত্রাণি যস্য, বহুব্রী•। বৃক্ষবিশেষ, (Corchorus olitorius.) যাহা হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পট্ট, বাজশন, শাণি ও চিম।

কক্খটী (স্ত্রী) কক্খতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্, কক্খ-অটন্-ঙীপ্। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—খটিকা, বর্ণলেখা, কঠিনী, খটী। [খড়ি দেখ]

কক্ষ (পুং) কষতীতি, কষ-স, (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২। বৃ তৃ বদ্ হন্ কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয়।) ১ বাহুমূল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুষ্কতৃণ। ৫ কচ্ছ। ৬ শুষ্কবন। ৭ পাপ। ৮ বন। ৯ রন্ধ্র। ১০ ভিত্তি। ১১ পার্শ্ব। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ। ১৩ কক্ষারোগ, কাঁকবিড়ালি-রোগবিশেষ। [কক্ষা দেখ।] ১৪ কাছা। ১৫ অঞ্চল, আঁচল। ১৬ গ্রহগণের ভ্রমণপথ। ১৭ প্রতিযোগিতা, বিরোধ। ১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ রাজান্তঃপুর। ২১ মহিষ। ২২ বহেড়া। ২৩ জন্তুগণের শব্দ। ২৪ সাদৃশ্য, তুল্যতা। ২৫ সেকরার পরিমাণবিশেষ, এক রতি। ২৬ ভারতোক্ত জাতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ।]

কক্ষক (পুং) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ।

কক্ষতু (পুং) কক্ষ ইব তনুতে, কক্ষ-তন্-ডু। বৃক্ষবিশেষ।

কক্ষধর (স্ত্রী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্ব।) সুশ্রুতোক্ত বক্ষঃ ও কক্ষদেশের মধ্য মর্ম্মস্থানবিশেষ। এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পক্ষাঘাত হইয়া থাকে।

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-পা-ক। কচ্ছপ, কাছিম।

কক্ষরুহা (স্ত্রী) কক্ষে জলপ্রায়ে রোহিত, কক্ষ-রুহ-ক। নাগরমুথা; ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কক্ষশায় (পুং) কক্ষে শুষ্কতৃণে শেতে, কক্ষ-শী-ণ। কুকুর।

কক্ষশায়িনী (স্ত্রী) কক্ষ-শী-ণী ঙীপ্। কুকুরী, মাদী কুকুর।

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেতে, কক্ষ-শী-উণ্। কুকুর।

কক্ষসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও অবিক্ষিতের পৌত্র। ২ ঋষিবিশেষ, ইঁহার পুত্রের নাম অভিপ্রতারী।

কক্ষা (স্ত্রী) কক্ষ-টাপ্। ১ হস্তী বাঁধিবার রজ্জু। ২ চন্দ্রহার। ৩ প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গবিশেষ। ৭ কাছা। ৮ বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১০ রাজার অন্তঃপুর। ১১ আঁচল। ১২ রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন,—বামপার্শ্বে ও বগলে বেদনাযুক্ত যে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা বলে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্তজন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইহাতে পদ্মমৃণালসংলগ্ন কর্দ্দম, গুলঞ্চ ও ঝিনুক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গিরিমাটি ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের মূল, মুথা, কলার মূল, পদ্মমৃণালের গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।)

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বস্ত্রম্। কৌপীন।

কক্ষাবান্ [ৎ] (পুং) কক্ষা সাম্যমস্যাস্তীতি, কক্ষা-মতুপ্, মস্য বঃ মুনিবিশেষ।

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষায়া অবেক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুরপালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্যানপালক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কবি। ৫ লম্পট। ৬ দ্বাররক্ষক।

কক্ষিন্ (ত্রি) কক্ষং পাপমস্ত্যস্য, কক্ষ-ইনি। পাপী।

কক্ষীকৃত (ত্রি) কক্ষ-চ্বি-কৃ-ক্ত। আয়ত্তীকৃত, অধীন।

কক্ষীবান্ (পুং) ঋষিবিশেষ। ইঁহার পিতার নাম দীর্ঘতমা।

কক্ষেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্র। দশ অপ্সরাগর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ঘৃতাচী গর্ভজাত পুত্রের নাম কক্ষেয়ু।

কক্ষোত্থা (স্ত্রী) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উত্তিষ্ঠতি, কক্ষ-উৎ-স্থা-ক-টাপ্। ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্য (স্ত্রী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় ভবম্, কক্ষা-যৎ। ১ নিক্তির বাটী। (ত্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবম্) কক্ষোৎপন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ প্রকোষ্ঠ। ৭ সাদৃশ্য। ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ পার্শ্বভাগ।

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-যৎ-টাপ্। ১ কাছদড়ী, কাছি। ২ হস্তী বাঁধিবার চর্ম্মরজ্জু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—চুষা, বরত্রা, বুষা, দুষ্যা, দূষ্যা ও কক্ষা। ৩ প্রকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চন্দ্রহার। ৬ সাদৃশ্য। ৭ উদ্‌যোগ। ৮ বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। ১০ চন্দ্রহার বাঁধিবার দড়ি। ১১ গুঞ্জা। ১২ অঙ্গুলি। ১৩ কোমরবন্ধ।

কক্ষ্যাবান্ (পুং) কক্ষ্যা অস্ত্যস্য, কক্ষ্যা-মতুপ্, মস্য বঃ। হস্তী।

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [কক্ষাবেক্ষক দেখ।]

কখন (দেশজ) কোন্ সময়ে।

কখনও (দেশজ) কোন সময়ে।

কখ্যা (স্ত্রী) কখ-যৎ টাপ্। (কক্ষা দেখ।)

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উদ্‌গচ্ছতি, কক্-অচ্-নুম্‌চ। ১ পক্ষিবিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কাঁক বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লৌহপৃষ্ঠ, সদংশবদন, খর, রণালঙ্করণ, [illegible]

আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশারু, লোহপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, ও দীর্ঘপাৎ। ২ যম। ৩ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। ৪ যুধিষ্ঠির, অজ্ঞাত বাসকালে তিনি 'কঙ্ক' নামে বিরাটরাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ৫ কংসাসুরের ভ্রাতা। ৬ ক্ষত্রিয়। ৭ শাল্মলীদ্বীপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্ব্বত। ৮ চূত নামক রাজা। ৯ শূরদেবের কনিষ্ঠ। ১০ জনপদবিশেষ। (মার্কং ৫৮। ৮) মহাভারতে লিখিত আছে, রাজসূয়যজ্ঞকালে এখানকার লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্ত উপহার লইয়া গিয়াছিল; এই জনপদ নেপালে অথবা তিব্বতের পূর্ব্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয়। ১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী।

কঙ্কা (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের ভ্রাতৃবধূ।

কঙ্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ্, কক্, অটন্ বা (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪। ১৮।) কবচ, বর্ম্ম। (কঙ্কটঃ পুংসি সন্নাহে তদ্বৎ কঙ্কটকোঽপি চ। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কটক (পুং) কঙ্কট-স্বার্থে কন্। কবচ।

কঙ্কটেরী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলুদ। (কঙ্কটেরী হরিদ্রায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কণ (ক্লী) কং ইতি কণতি, কং-কণ-অচ্। ১ হস্তাভরণবিশেষ, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—করভূষণ ও কৌতুক। ২ হস্তসূত্র। ৩ ভূষণমাত্র। ৪ শেখর। ৫ (কমিত্যব্যয়ং জলং, তস্য কণা) (পুং) জলকণা।

কঙ্কণী (স্ত্রী) ককি গতৌ-ঘঞ্, কঙ্কে গমনে অণতি শব্দায়তে, কঙ্ক-অণ-অচ্ ঙীষ্। কং ইতি কণতি, কংকণ পচাদ্যচ্ ঙীষ্ ইতি বা। ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কণীকা (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ্ (লুক্)-ঈকন্, ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ (চঙ্কণঃ কঙ্কণ চ। উণ্ ৪। ১৮।) ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কত (ক্লী) কঙ্কতে শিরোমলং প্রাপ্নোতি, ককি-অতচ্। ১ কাঁকুই, চিরুণী। ২ (পুং) বৃক্ষ। ৩ অল্পবিষ প্রাণিবিশেষ।

কঙ্কতদেহী (পুং, স্ত্রী) প্রাণিবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার নাম সিডিপ (Cydippe.) ইহার আকৃতি শ্লেষ্মপিণ্ডের স্তায়, তাহাতে চিরুণীর স্তায় দাঁড় আছে।

কঙ্কতিকা (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। ১ চিরুণী; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রসাধনী, কঙ্কতী, কঙ্কত, প্রসাধন, কেশমার্জ্জন, ফলী, ফলিকা ও ফলি। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কেশস্থ ধূলী, জন্তু, মলা ও শিরোরোগনাশক, কান্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রসন্নতাকারক।

কঙ্কতী (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্। চিরুণী।

কঙ্কত্রোট (পুং) কঙ্কবৎ ত্রোটয়তি, কঙ্ক-ত্রুট-ণিচ্-অচ্। কঙ্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং ত্রাতীতি বা, কঙ্ক-ত্রা অটন্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) মৎস্যবিশেষ; ইহার সাধারণ নাম কাঁকিলা, সংস্কৃতপর্য্যায়—জলব্যধ।

কঙ্কত্রোটি (পুং) কঙ্কস্য ত্রোটিরিব ত্রোটিশ্চঞ্চুর্যস্য, মধ্যপদলো°। মৎস্যবিশেষ; সংস্কৃতপর্য্যায় জলসূচি, সাধারণ, নাম কাঁকিলা।

পঙ্কপক্ষ (ক্লী) কঙ্কস্য পক্ষং ৬-তৎ। কঙ্কপক্ষীর পালক।

কঙ্কপত্র (পুং) কঙ্কস্য পক্ষিবিশেষস্য পত্রমিব পত্রং যস্য। ১ বাণ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কপত্রী [ন্] (পুং) কঙ্কস্য পত্রমস্যাস্তি, কঙ্ক-পত্র-ইনি। বাণ।

কঙ্কপর্ব্বা [ন্] (পুং) কঙ্কবৎ পর্ব্ব অস্য। সর্পবিশেষ।

কঙ্কপুরী (স্ত্রী) কং সুখং কায়তি সূচয়তি, ক-কৈ-ক কঙ্কাপুরী, কর্ম্মধা°। কাশীপুরী।

কঙ্কমালা (স্ত্রী) কঙ্কং করচাপল্যং মলতে ধারয়তি, কঙ্ক-মল-অচ্-টাপ্। করতালী।

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্কস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ সন্দংশ, সাঁড়াশি। ২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধারের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কঙ্কপক্ষীর মুখের স্তায়, ইহা মসূরাকৃতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ। সুশ্রুতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণিত আছে,—"কঙ্কমুখ যন্ত্র সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শল্যগ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হয় এবং সর্ব্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়া সকল যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ৩ বাণবিশেষ।

("ব্যাঘ্রসিংহমুখান্ বাণান্ কাককঙ্কমুখানপি।"
রামা° ৬। ৭৯ অঃ।)

কঙ্কর (ত্রি) কং সুখং কিরতি ক্ষিপতি,ক-কৄ-অচ্। ১ কুৎসিত। ২ (ক্লী) কং জলং কীর্য্যতে অত্র, ক-কৄ-আধারে অপ্। তক্র, ঘোল। ৩ কাঁকর। (Nodular limestone) ভারতবর্ষে এই সকল স্থানে কাঁকর পাওয়া যায়—আলীগড়, আলাহাবাদ, অমৃতসহর, খাম্বে (কাম্বে), চম্পারণ, চাঁদসী, গিরোয়া, গুজরাট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাঁদেশ, কৈম্বাতুর, ঢাকা, ধোলপুর, এতাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জোনপুর, ঝালাবার খেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মুলতান্, মুর্শিদাবাদ, মথুরা, মজাফরপুর, মহিসুর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পূর্ণিয়া, শাহারণপুর, সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহভূম, সীতাপুর, সুলতানপুর, তিনেবল্লী, উৎরোলা, বর্ধা, বালিয়া,

বান্দা, বাঁকুড়া, বস্তি, বিজনী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ-সহর। ৪ কর্কশ।

কঙ্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশ্চঞ্চলঃ, লস্য রঃ। ১ নিকোচক বৃক্ষ। ২ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।]

কঙ্কলোড্য (ক্লীং) কঙ্ক ইব লোড্যতে আলোড্যতে, কঙ্ক-লোড-ণ্যৎ। কঙ্কলোড়া, চিঞ্চোড়মূল। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—গুরু, অজীর্ণকারী ও শীতল।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে; ইহার কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

কঙ্কবাজ (পুং) কঙ্কস্য বাজ ইব বাজঃ পক্ষোঽস্য, মধ্যপদলো; ১ পঙ্কপত্র নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কবাজিত (পুং) কঙ্কস্য বাজো জাতোঽস্য, কঙ্কবাজ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণ।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ, ৬তৎ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। প্রয়োগানুসারে এই উদ্ভিদ্দ্বারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কঙ্কশায় (পুং) কঙ্ক ইব শেতে, কঙ্ক শী-ণ। কুকুর।

কঙ্কা (স্ত্রী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগন্ধিকা।

কঙ্কাল (পুং) কং শিরঃ কালয়তি ক্ষিপতি, কং-কল-ণিচ্-অচ্। শরীরাস্থি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, করঙ্ক ও অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার। ত্বক্‌মাংস বিনষ্ট হইলেও অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অভ্যন্তরং গতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিণাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্‌মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥"

বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাতে শিরা ও স্নায়ুর দ্বারা মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (সুশ্রুত শারীর-স্থান)। চরকের মতে,—

"ত্বঙ্‌মাংসাদিরহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শারীরাস্থিচয়ঃ কঙ্কাল-সংজ্ঞো ভবতি। স চ কঙ্কালঃ ষড়ঙ্গো ভবতি যথা শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি॥"

ত্বক্ ও মাংসাদি রহিত স্বস্থানে অবস্থিত দেহের অস্থি সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কঙ্কাল ছয় অংশে বিভক্ত—চারি শাখা, পঞ্চম মধ্যাঙ্গ ও ষষ্ঠ মস্তক। ঊর্দ্ধশাখাদ্বয়কে বাহু ও অধঃশাখাদ্বয়কে সক্থি বলে।

য়ুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরাও কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা,—উত্তমাঙ্গ বা মস্তক (Head) মধ্যাঙ্গ বা স্কন্ধ (Trunk) এবং শাখা (Extremities).

কঙ্কাল।
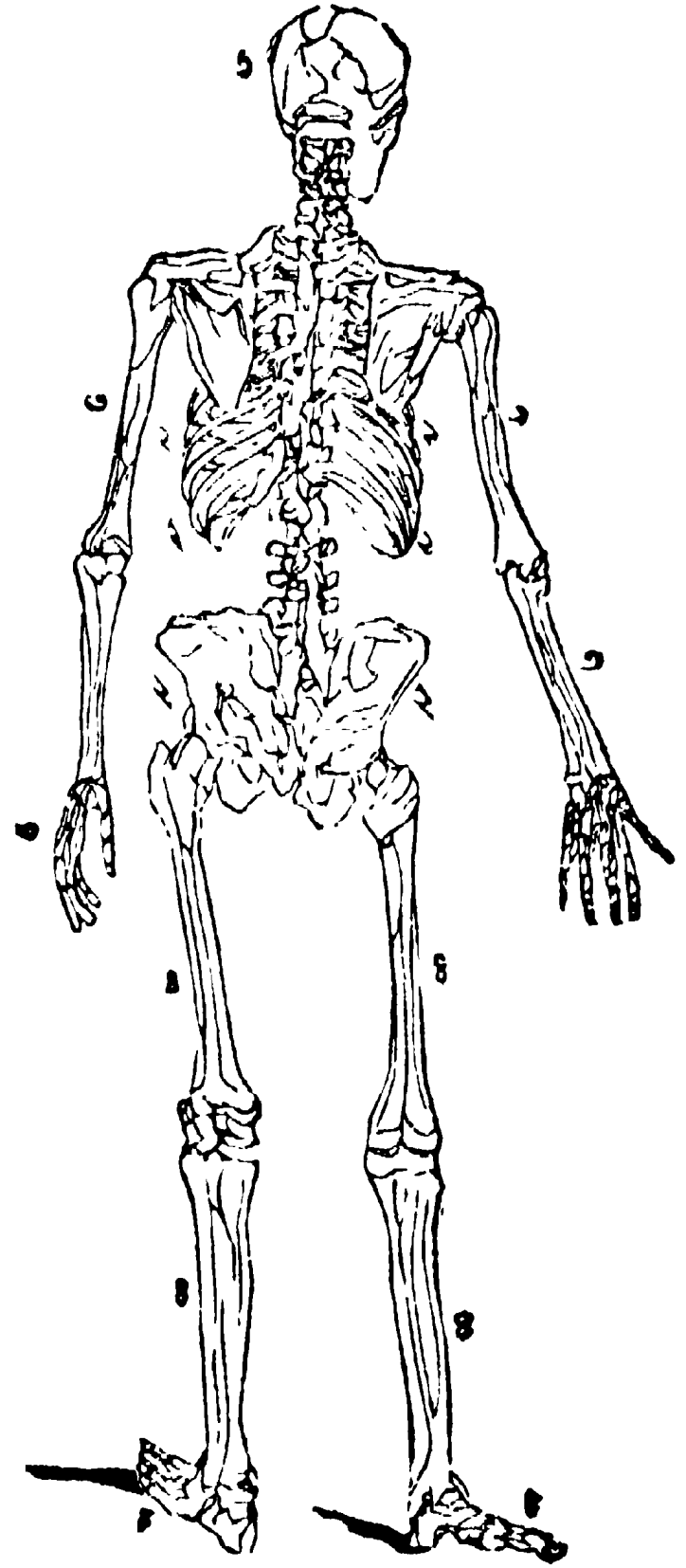
১ চিহ্নিত অংশ মস্তক। ২ মধ্য, ৩ ঊর্দ্ধ ও ৪ অধঃশাখা।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার—"কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ডকে কপাল; দন্তের অস্থিখণ্ডকে রুচক; নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থিত অস্থিকে তরুণ; হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলকাস্থি বলে। (১)

(১) "কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংস-গণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি, দশনাস্তু রুচকানি, ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষি-কোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি, শেষাণি নলকসংজ্ঞানি।" (সুশ্রুত)

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছিলেন, বেদজ্ঞেরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা ৩০৬ খানি। কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০২। যথা—

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ...	১৫
পদতল ও গুল্‌ফে	১০
গোড়ালিতে	১
জঙ্ঘাতে	২
জানুতে	১
উরুদেশে	১
এইরূপ অপর পাদে	৩০
দুই হাতে ৩০টি করিয়া	৬০
কটিদেশে	১
মলদ্বারে	১
যোনিদেশে	১
দুই নিতম্বে	২
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২
পৃষ্ঠে	৩০
বক্ষে	৮
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২
গ্রীবাদেশে	৯
কণ্ঠদেশে	৪
দুই তনুতে	২
দন্তে	৩২
নাসিকাতে	৩
তালুতে	৩
গণ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২টি করিয়া ...	৬
মস্তকে	৬

সর্ব্বশুদ্ধ ৩০২ খানি।

চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। উলূখল অর্থাৎ দন্তমূলে ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, শলাকা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্ষ্ণিতে ২, কূর্চ্চনিম্নে ২, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্‌ফে ৪, অরত্নির অস্থি ৪, জঙ্ঘায় ৪, জানুতে ২, কুনুইয়ে ২, উরুতে ২, বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, যোনি বা লিঙ্গে ১, ত্রিকদেশে ১, গুহ্যদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবায় ১৫, জক্রুতে ২, হন্বস্থি ১, হনুমূলবন্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, নাসিকায় ৩, উভয়পার্শ্বে পঞ্জরাস্থি ২৪ খানি করিয়া ৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিকা ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ ও বক্ষদেশে ১৭। (এইরূপে শরীরের অস্থিসমষ্টি ৩৬০।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকঙ্কালে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৩ খানি অস্থি আছে। যথা—করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুতে ২৩, বক্ষে ২৬, বস্তিদেশে ১১, উৰ্দ্ধ-শাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা শক্‌থিতে ৬৪ খানি।

কশেরু মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাকশেরুকা (Cervical vertibiæ), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরুকা (Dorsal vertibiæ), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম কটিকশেরুকা (Lumbar vertibræ)। কশেরু বা মেরুদণ্ডের তলভাবে ত্রিকাস্থি (Sacrum) উপরে থাকে। যদিও ত্রিকাস্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই সন্নিহিত অস্থি বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে ত্রিকোণাকার, এই জন্য ইহার নাম ত্রিক (Sacrum), ইহা ৫।৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকায় গঠিত, তাহার নাম ত্রিকক-শেরুকা (Sacral vertibræ)। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে অধকশেরুকা (Coccyx), ইহা পশ্বাদির লাঙ্গুলের অভ্যন্তর অস্থিরূপে থাকে। মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মানবজাতির অধঃকশেরুকার অস্থি ক্ষুদ্র, স্বল্পায়তন এবং চারি পাঁচ খানির অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে শ্রোণীফলকাস্থি (Os Innominata) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, কটাস্থি (Ilium), বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) এবং উপস্থাস্থি (Pubis)।

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষঃস্থল (Chest or Thorax) ইহার পশ্চাদ্‌ভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা, সম্মুখভাগে বুকাস্থি, উভয়-পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পর্শুকা ও তাহাদের উপাস্থি আছে। পর্শুকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। কেবল উপরের উভয় পার্শ্বের ৭ খানি বুকা-স্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই সাতখানি স্বাভাবিক পর্শুকা এবং নীচের উভয়পার্শ্বের ৫ খানিকে কৃত্রিম পর্শুকা বলা যায়।

বয়োবৃদ্ধদিগের বুকাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ খণ্ডে এবং শিশুদিগের আরও কতকগুলি অংশে গঠিত দেখা যায়। যৌবন-কালে যখন বুকাস্থি দুইখণ্ড থাকে, তাহার উপরের খণ্ডকে মুষ্টি (Manubrium) কহে। বয়োবৃদ্ধির সময়ে বুকাস্থি এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরিভাগ সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, তাহার নাম অগ্রকড়া (Ensiform or xiphoid cartilage) নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (Frontal bone), ২ খানি পার্শ্বকপালাস্থি (Parietal bone), ১ খানি পশ্চাৎ কপালাস্থি (Occipital bone) ১ খানি কীলকাস্থি (Sphen-

oid), ২ খানি শঙ্খাস্থি (Temporal bone) এবং ১ খানি ঝোঁঝিরাস্থি (Ethmoid) আছে। মুখমণ্ডলে ২ খানি নাসাস্থি (Nasal bone), ২ খানি মাঢ়াস্থি (Superior maxillary), ২ খানি তাল্বস্থি (Palate), ২ খানি গণ্ডাস্থি (Malar), ২ খানি অশ্রুজননাস্থি (Lachrymal), ২ খানি অধোবেষ্টনাস্থি (Inferior Turbinated), ১ খানি ফালাস্থি (Vomar) এবং হন্বস্থি (Inferior Maxillary) আছে। [কপাল ও মুখ দেখ।]

কঙ্কালের ঊর্দ্ধশাখায় অংসফলকাস্থি (Scapula), জত্রুস্থি (Clavicle), চক্রদণ্ডাস্থি (Radius), প্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) মণিবন্ধ (Carpus), করভ বা হস্ততল (Metacarpus) ও অঙ্গুল্যস্থিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাস্থি ও জত্রুস্থি শ্রোণীফলকাস্থির মতন। হস্তে মণিবন্ধ, করভ ও অঙ্গুল্যস্থি আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সমশুদ্ধ ৮ খানি অস্থি দুই থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ খানি, তাহাদের নাম নাবাস্থি (Scaphoid), অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি (Semi lunar), কোণাস্থি (Cuneiform), বর্ত্তুলাস্থি (Pisiform)। দ্বিতীয় থাকেও ৪ খানি, তাহাদের নাম সমদ্বিপার্শ্বাস্থি (Trabezium), চতুষ্কোণাস্থি (Trapezoid), স্থূলাস্থি (Os magnum), ও বড়িশাস্থি (Unciform)।

অঙ্গুলির অস্থিসকলকে অঙ্গুল্যস্থি (Phalanges) কহে, প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে ৩ খানি করিয়া অস্থি থাকে। প্রত্যেকটি অপর পর্ব্ব এবং করতলের অস্থি হইতে পৃথক্, এইজন্য প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে পারে।

অধঃশাখায় ঊর্ব্বস্থি (Femur), জানুফলকাস্থি (Patella), জঙ্ঘাস্থি (Tibia), নলকাস্থি (Fibula), গুল্ফ (Tarsus), প্রপদ (Metatarsus) ও পদতল (Toes) আছে।

অঙ্গের অস্থি মধ্যে ঊর্ব্বস্থি সর্ব্ববৃহৎ। ইহার শিরোভাগ শ্রোণীফলকাস্থি হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। জঙ্ঘাস্থি পদের সম্মুখ ও অন্তভাগে থাকে; ইহার শিরোভাগ অধোভাগ হইতে বড়, ইহার উপরটা দেখিতে বাদামী, উপরের দুইটি বাদামী জামর উপর ঊর্ব্বস্থির গাঁইট (Condyles) অবস্থিত। নলকাস্থি জঙ্ঘাস্থির ঠিক পার্শ্বে এবং পদের বাহভাগে স্থাপিত। ইহা দেখিতে লম্বা, ক্ষীণ, অধিকাংশই তিনপার্শ্বাক্ত এবং শেষ দিকে বর্দ্ধিত। জানুফলকাস্থি (Patella Knee-pan) দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিতান্ত সরু, অগ্রভাগ অল্প কুব্জ এবং দেখিতে তন্তুময়, পশ্চাদ্ভাগ বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। গুল্ফ সাতখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, যথা—গুল্ফাস্থি (Astragalus), ২ পার্ষ্ণ্যস্থি (Os calcis), নাবাস্থি (Navicular), ৪ ঘনাস্থি (Cuboid), ৫ অভ্যন্তরকোণাস্থি (Internal Cuneiform), ৬ মধ্যকোণাস্থি (Middle cuneiform) ৭ বাহ্যকোণাস্থি (External cuneiform)।

প্রপদ ও পদাঙ্গুলির অস্থিসকলের গঠনপ্রণালী প্রায় করভ ও অঙ্গুলির অস্থির মত। পদাঙ্গুলির অস্থিগুলি লম্বা, বড় কৃশ এবং করাঙ্গুলির অস্থিসকল অপেক্ষা ঘেঁস ঘেঁস থাকে। পায়ের দুইটা বুড়া আঙ্গুল ছাড়া অপরগুলি ছোট।

এতদ্ভিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অণ্বস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মণিবন্ধ ও গুল্ফ প্রভৃতি স্থানে অণ্বস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে কলা অর্থাৎ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সন্ধিস্থান ঝিল্লিদ্বারা আবৃত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থিদ্বারা আবৃত দেখা যায়। অস্থির গর্ভ পীতবর্ণ স্নেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাহাকে মজ্জা বলে। অস্থিসমূহের গাত্রে কোথাও গর্ত্তবৎ খাত, কোনখানে উচ্চতা দেখা যায়।

দেহের অস্থিময় গর্ত্ত (Acetabulum) সকল কপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

কঙ্কালকেতু (পুং) দানববিশেষ।

কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কঙ্কালমালী [ন্] (পুং) কঙ্কালানাং মালা অস্ত্যস্তি, কঙ্কাল-মালা-ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬।) মহাদেব।

কঙ্কালমালিনী (স্ত্রী) কঙ্কালমালিন্ ঙীপ্। কালী।

কঙ্কালয় (পুং) কঙ্কালং যাতি, কঙ্কাল-যা-ক। দেহ, শরীর।

কঙ্কালী (স্ত্রী) কঙ্কাল-ঙীপ্। মহাকালীমূর্ত্তি। কমন্দা রাজ্যের অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দুর্গ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহার চারি দিক্ ভূমিসাৎ হইয়াছে, যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গে কঙ্কালীদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশমূর্ত্তি। এই দুর্গ ও কঙ্কালীদেবীর মূর্ত্তি বহুপ্রাচীন, প্রায় ৮।৯ শত বৎসর হইবে।

দুর্গ হইতে মকরধ্বজ (চেদিসংবৎ ৭০০), গোপালদেব (চেদি সম্বৎ ৮৪০), এবং যশোরাজ (চেদি সংবৎ ১১১০) প্রভৃতি কয়েক জনের শিলানুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কঙ্কু (পুং) কঙ্কতে উদ্ধতং প্রাপ্নোতি, কঙ্ক-উন্। ১ উগ্রসেনের

পুত্র, কংসাসুরের ভ্রাতা। সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহ্ন, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান এই আটটি কংসের ভ্রাতা ছিল। ২ ধান্যবিশেষ।

কঙ্কুষ্ঠ (ক্লী) কঙ্কোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কঙ্ক-স্থা-ক-ষত্বঞ্চ। পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, ইহা নালিক ও রেণুক নামে দ্বিবিধ, নালিক রৌপ্যবর্ণ ও রেণুক স্বর্ণবর্ণ; উভয়ের মধ্যেই রেণুকই অধিক গুণশালী, উভয়ের গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণকারক; ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

কঙ্কূষ (পুং) ককি-উষন্। আভ্যন্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর-প্রদেশ।

কঙ্কেরু (পুং) কঙ্কতে লৌল্যং প্রাপ্নোতি ভক্ষণায়েতি শেষঃ, ককি এরু। কাকবিশেষ, দ্বারবলিভুক্।

কঙ্কেলি (পুং) কং সুখং তদর্থং কেলির্যত্র, বহুব্রী°। অশোক-বৃক্ষ। (কঙ্কেলিঃ পুংস্যশোককে। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কেল্ল (পুং) ককি-এল্ল। বাস্তূক শাক, বেতো শাক।

কঙ্কেল্লি (পুং) কঙ্ক-বাহুলকাৎ এলি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। ("স্ত্রিয়াং ত্বশোকে কঙ্কেল্লিঃ।" অমর)

কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ 'গণপত্যারাধন' নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কস্থ (ক্লী) কং সুখং থলতি অনেন, কং-থল-বাহুলকাৎ ড ১ পাপভোগ।

•কঙ্গিয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Roscoea pentandra.)

কঙ্গু (স্ত্রী) কং সুখম্ অঙ্গয়তি, কং-অগি-ণিচ্-কু। ধান্য-বিশেষ। কাঙ্গনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ, ও কঙ্গু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি প্রকার—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কঙ্গুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গুর গুণ—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতবর্দ্ধক, বৃংহণ, গুরু, সুশ্লেষ্ম-নাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

কঙ্গুকা (স্ত্রী) কঙ্গু স্বার্থে কন্-টাপ্। ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুজুড়িয়া (দেশজ) কঙ্গুর ন্যায় এক প্রকার তৃণ।

কঙ্গুনী (স্ত্রী) কঙ্গুনীয়তে কঙ্গুশব্দেন জ্ঞায়তে কঙ্গু-নী বাহুলকাৎ ড-ঙীষ্। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকাগনী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিণক, জ্যোতিকা, পারাবতপদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—ধাতুশোষক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রূক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টি-কারক, গুরু ও ভগ্নসন্ধানকারী।

কঙ্গুনীপত্রা (স্ত্রী) কঙ্গুন্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, মধ্যপদ-লো°। পণ্যান্ধা নামক তৃণবিশেষ।

কঙ্গুল (পুং) কঙ্গুং লাতি গৃহ্লাতি অনেন, কঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাত।

কঙ্গূ (স্ত্রী) কাঙ্গনী ধান। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গূর (পুং) কঙ্গূং লাতি অনেন, কঙ্গূ-লা-ক, লস্য রঃ। হস্ত।

কচ (পুং) কচতে শোভতে শিরসি, কচ-পচাদ্যচ্। ১ কেশ, চুল। ২ শুষ্ক ব্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবে ঘ) বন্ধ। ৫ শোভা। ৬ বৃহস্পতি পুত্র। মহাভারতে ইহাঁর চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবনিহত অসুরগণকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ঐ বিদ্যা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া গুরুপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্য্যসাধনের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রূরমতি অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে দুইবার বিনাশ করিল। শুক্র-কন্যা দেবযানী স্নেহবশতঃ পিতাকে অনুরোধ করিয়া দুইবারই তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্যেরা কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মদ্য সহ শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল; তখন দেবযানীও তাঁহার জীবনের জন্য পিতাকে অত্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবারেও কন্যার অনু-রোধে তাঁহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, কচ কোথায় আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কচকে বাঁচাইতে হইলে আমায় প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে? দেব-যানী বলিলেন,—উভয়ের বিচ্ছেদই আমার তুল্য কষ্টদায়ক, অতএব উভয়েরই যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তদ্রূপ বিধান করুন। তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, কচ! তুমি দেব-যানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমায় জীবিত করিও। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রোদর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সম্বন্ধদোষে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবযানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া 'তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন;

কচও ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ক্ষত্রিয়পত্নী হইবে' বলিয়া দেবযানীকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় অভিশাপ দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ফল হইলেও, আমি যাহাকে বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।" (ভারত সম্ভব° ৩৬ অঃ।)

কচকি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus monodactylus.)

কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহো গ্রহণং যত্র, বহুব্রী°। কেশাকর্ষণযুক্ত যুদ্ধ।

কচঙ্কন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতূনামনেকার্থত্বাং, কচ-কন্ অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সমুদ্র।

কচঙ্গন (ক্লী) কচস্য জনরবস্য অঙ্গনম্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সন্ধিঃ। কররহিত বিক্রয়স্থান, নিষ্কর হাটতলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নির্ঘ্নুট ও পণ্যাজির।

কচঙ্গল (পুং) কচ্যতে রুদ্ধাতে বেলয়া, কচ-বাহুলকাৎ অঙ্গলচ্। কচস্য মেঘস্য অঙ্গং লাতি গৃহ্লাতি বা লা-ক। সমুদ্র।

কচটা (দেশজ) মর্দ্দিত।

কচটান (দেশজ) মর্দ্দন করা, চট্‌কান।

কচড়া (দেশজ) দীর্ঘস্থূল রজ্জু, কাছি।

কচনার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata and Purpuroa)

কচপ (ক্লী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্ (উষি-কুটি-দলি-কচিখজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩। ১৪২। উষ্, কুট, দল, কচ, খজ, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ। ২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কচপক্ষ (পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচপাশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচনাল (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি কচ-মল-অণ্। ধূম। কেহ কেহ 'খতমান'ও বলিয়া থাকেন।

কচরিপুফলা (স্ত্রী) কচস্য রিপুঃ ফলমস্যাঃ, বহুব্রী°। শমীবৃক্ষ।

কচরকচর (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কোন কথা বিরক্তভাবে বারংবার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর করা কহে।

কচহস্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচা (স্ত্রী) কচ্যতে রুদ্ধ্যতে শৃঙ্খলাদিভিরিতি শেষঃ। কচ-অচ্-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সন্ধিচ্যুতি। ৪ দণ্ড। ৫ যষ্টি। ৬ তৃণবিশেষ।

কচাকচি (অব্য) কচেষু কচেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং, কচীহারে-ইচ্, পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ১ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ। ২ বিবাদ। চলিত ভাষায় কচ্‌কচি কহে।

কচাকু (ত্রি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক-উন্। ১ দুঃশীল। ২ দুরাধর্ষ। ৩ (পুং) সর্প।
(কচাকুস্ত দুরাধর্ষে দুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।)

কচাগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম্, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ। ২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ ত্রসরেণুর অষ্টমভাগ।

কচাচিত (ত্রি) কচৈঃ আলুলায়িতকেশৈরাচিতো ব্যাপ্তঃ, ৩তৎ। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্ত। ("কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌ গজৌ।" কিরাতার্জ্জুনীয়।)

কচাটুর (পুং) কচবৎ মেঘ ইব অটতি শূন্যে ভ্রমতি, কচ অট-উরচ্। পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক্', সংস্কৃতপর্য্যায়, শিতিকণ্ঠ, দাত্যুহ, কাকমদ্গু।

কচান (দেশজ) অঙ্কুরিত হওয়া, গজান।

কচামোদ (ক্লী) কচম্ আমোদয়তি সুগন্ধিকরোতি, কচ-আ-মদ-ণিচ্-অচ্। বালা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালা দেখ।]

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ। ২ বৃথা বাক্যব্যয়।

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নূতন উৎপন্ন।

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুষ্করিণীর ধারে গাছ এই দেখিতে পাওয়া যায়। (Arum fornicatum.)

কচিরি।

এই গাছ বঙ্গদেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে। ইহার বৃন্ত প্রকাশিত, পত্রগুলি তলদেশের প্রায় মধ্যভাগে বৃন্তসংযুক্ত, পত্রাংশের

চা[illegible] [illegible]বিশিষ্ট ও হৃদয়াকার; ইহা কচু ফুলের ন্যায় ত্রিক[illegible] ফুলের ডাঁটা ঊর্দ্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয়; ফুলের বহির্[illegible] ফুলের ডাঁটার মত সমান, ইহার মধ্যে দুই তিনটি বীজ জন্মে।

কচু (দেশজ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় কচ্বী, বিতণ্ডা। রাজবল্লভমতে ইহার গুণ—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রমতে, দুর্গোৎসবের নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মান (মানক) কচু, বাঁশপোর বা বাঁশপোল, শোলা-কচু, ঢেঁকি-বাঁশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও গুঁড়িকচুই (যাহার শাক খায়) প্রধান।

মানকচু—ইহা দোয়াঁশ ও ফাসমাটীতে অতি উত্তম জন্মে, খিয়ারমাটীতে বাড়ে না; পলি মাটীতেও হয়, তবে বড় সুবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং বীজের চারা হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটীতে যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চারা জন্মে। গাছ না তুলিলেও চারা হয়, কিন্তু অল্প। এই চারা তুলিয়া লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চারা বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া লইয়া লাগাইতে পারা যায়। গৃহস্থেরা বাটীতে এইরূপে দুই চারিটী গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটা-চারার মান খুব বড় হয়।

যাহারা মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চারা লাগান কর্ত্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত সময়। অন্য সময়েও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সময় চারা পাওয়া যায় না, মুখ কাটিয়া লাগাইতে হয়। মাঘমাসের পূর্ব্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া লাগাইলে চারা ভাল হয় না, শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়, কারণ যত নীচ পর্য্যন্ত মাটী আল্‌গা থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে লাঙ্গল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে চাষারা কার্য্যের সুবিধার জন্য লাঙ্গল দিয়াই চাষ দেয়, কিন্তু কোদালি দ্বারা কোদ্‌লাইয়া দিলেই ভাল হয়। খনা বলিয়াছেন—"কোদালে মান, তিলে হাল।" লাঙ্গল দিয়া চষিয়া বা কোদ্‌লাইয়া দিয়া, মাটী গুঁড়াইয়া চূর্ণবৎ করিয়া দিতে হয়, ঘাস মুথা বাছিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে দুই ফিট্ কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চারা লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটীর মধ্যেও দুই ফিট্ কি দেড়হাত ফাঁক রাখা আবশ্যক।

চারা যেমনই হউক না কেন (অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগাইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিয়ত পরিষ্কার ও গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে আল্‌গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মানকচুতে ছাইয়ের সারই প্রশস্ত। ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। আজকাল অনেক স্থলে পাথুরিয়া কয়লা চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেজে গাছের উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাষ্ঠ, তৃণ, লতা, পাতা, আবর্জ্জনা, গোময় পোড়াইয়া ছাই করা কর্ত্তব্য। পোড়া মাটীও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোময় বা অন্য সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং সে সার দেওয়ায় কোন ফল হয় না। খনা বলেন—"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।" "ওলে কুটী মানে ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ভাই।" নদীর ধারে কচু পুঁতিলে কচু খুব লম্বা হয়—এইজন্য পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালার ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে। খনা বলেন—"নদীর ধারে পুতলে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু।" গৃহস্থেরা নিজ বাটীতে দুই চারিটা কচু পুতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত গভীর ও এক হাত বেড় গর্ত্ত করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটীতে গর্ত্তটী ভরিয়া একটী চারা কি পুরাতন মানের মোথা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যে কয়টা ইচ্ছা সেই কয়টা গাছ করিতে পারা যায়।

মানকচু দুইবৎসর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহা প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহা বড় সুস্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। উক্ত জেলায় ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই দুই জেলায় যত্ন করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত স্থূল মানকচু জন্মে। মাটী বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই।

যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

মানকচুর গুণ—সুস্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, ঈষৎ কটু। ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

মানকচুর অনেকগুলি ব্যঞ্জন অতি সুন্দর হয়। যশো-

হরের মানকচু ব্যতীত অপরস্থানের মানকচু কুটিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে ডাল্না, কালিয়া, অম্ল, চচ্চড়ি প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। যশোহরে "কচুর মুড়কী" ও "কচুর মোহনভোগ" নামে দুই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তত হয়, তাহা অতি সুখাদ্য।

"কচুর মুড়কী"—প্রথমত কচুগুলি ডুমি ডুমি করিয়া (ছানার মুড়কীর ছানা যেরূপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, সেইরূপে কাটিয়া লইয়া) সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে ঘৃতে অত্যল্প ভাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে চিনি বা গুড়ের রস পাক করিয়া, খইয়ের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বীচ মারিয়া লইয়া ভাজা কচুর টুকরাগুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়া আসিতে থাকে, তখন এলাচীর গুঁড়া, ইচ্ছানুসারে কর্পূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

"কচুর মোহনভোগ"—কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া রাখ। পরে জ্বালে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ও এলাচি দিয়া ঈষৎ ভাজিয়া লও। পরে তাহাতে চিনির রস বা চিনির জল ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। জল বা রস মরিয়া আসিলে কচু কড়ার গায়ে না লাগিয়া যায়, এজন্য ঈষৎ দুগ্ধ দেওয়া প্রয়োজন। পরে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়া লও।

এই দুই মিষ্টান্নের জন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘৃত সহিবে না।

বাশপোল ও শোলাকচু—ইহা দোয়াঁস ও পলি মাটীতে ভাল হয়। ইহার ক্ষেতে পূর্ব্ব হইতে সার দিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ষায় যে জমিতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই জমিতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না।

ইহাও মানকচুর মত মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। শিকড়ের চারায় আবাদ করা যাইতে পারে। ইহার চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই হইয়া থাকে। মানকচুর ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাওয়া সম্ভব, সুতরাং দুইমাস বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুতিতে হয়, মাঘমাস পর্য্যন্তও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট করিতে হয়, বেশীর ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল আট্‌কাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আলি বান্ধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিম্ন স্থানে অর্থাৎ যেখানে জল আট্‌কাইয়া রাখা যাইতে পারে, এরূপস্থানে ঐরূপ নিয়মে চারা লাগাইলে, গৃহস্থের প্রয়োজনমত ফসল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত বাছিয়া বড় বড়গুলি উঠাইতে হয়। প্রতিবৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। এই কচু উত্তম তরকারি, মুখ ধরে না।

ঢেকিবাঁশপোর কচু।—ইহা সাধারণতঃ বাঁশপোল অপেক্ষা বড় হয় বলিয়া ঢেকিয়া বাঁশপোর বলে। ইহার আবাদ বাঁশপোলের তুল্য। রঙ্গপুরে ইহা অধিক জন্মে।

নারিকেলীকচু—ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার আবাদপ্রণালীও ঐরূপ। ইহাতে ঈষৎ নারিকেলের গন্ধ আছে।

যশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইহার অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হইয়া থাকে।

মুখীকচু—ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর কোথাও কোথাও কয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে।

ইহার নিমিত্ত হাল্‌কা পলি ও দোয়াঁস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। কঠিন ও বেলে মাটীতে ইহা ভাল হয় না। গোলআলুর মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়।

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া তুলিতে হয়। মাঝারি কচুগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এই গুলিতে অঙ্কুর বাহির হইলে, উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাগাইয়া দিতে হয়; অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া পরিপুষ্টগুলি অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান যাইতে পারে ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমিতে সার দেওয়া উচিত। ছাই ও গোময় দুইই দেওয়া যাইতে পারে, তবে ছাইই ভাল। মই দিয়া ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টী সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক জোল পরস্পর দেড় ফুট অন্তর হইবে। প্রত্যেক জোলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়া গোড়ায় মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে ততই গোড়ায় মাটী চাপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর গোল আলুর মত গোড়ার শিকড়ে মাটী চাপা দিয়া, সেইরূপে কান্দী বান্ধিয়া দিবে। ক্ষেত্রে যাহাতে জল জমিতে না পায়, তাহাতে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ইহার ফুলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কচু উঠান যায়। যদি ভালরূপ ফসল হয়,

তাহা হইলে ইহার এক একটা গাছে পাঁচ ছয় সের কচু হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ফসলে বিস্তর উপকার পায়। ভদ্রলোকে বড় ব্যবহার করে না।

চৌমুখীকচু—ইহাকে চৌমুয়া কচুও বলে। দোয়াঁস মৃত্তিকাতেই ইহা অধিক হয়, থিয়ার মৃত্তিকাতেও হয়। গারো পর্ব্বতে ইহারি আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি সামান্য পাওয়া যায়।

ইহার গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই চোখ কাটিয়া ও মুখী ভাঙ্গিয়া লইয়া পুতিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্য সকল সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইহার ক্ষেত্রের পাট হইতে চারা বসান সবই মানকচুর ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিন রাখিবে, ততই আস্বাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। দুই বৎসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই সুস্বাদু। ইহার তরকারী সিদ্ধ, ভাজা ও বড়া বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও হয়। সকলেরই ইহার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্ত্তব্য।

গুঁড়ি কচু—ইহার শাকই লোকে খাইয়া থাকে। গুঁড়ি কচুর মধ্যে "অমৃতমান" নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। ইহাতে মোটে মুখ ধরে না এবং খাইতে বড় স্বাদু। ইহার পাতা পর্য্যন্ত খাইতে পারা যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাতা খুব বড় বড় হয়, ডাঁটায় ও পাতার তলায় খড়ির গুঁড়ার মত একপ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নিকিষ্টের প্রমাণ একটি প্রবাদে জানা যায়—"মিঠে কথা অমৃতমান, শুনলে পরে জুড়ায় প্রাণ।"

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই পুষ্করিণীর ধারে গুঁড়ি কচু আপনি জন্মে। যত্নপূর্ব্বক ইহার আবাদ করিতে হয় না।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীর "অরন্ধন পর্ব্ব" হইয়া থাকে। এই দিন সকলেই পূর্ব্ব দিনের পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা মনসাদেবীর পূজা দিয়া থাকে। কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যঞ্জন। এই দিন কলিকাতায় ২টা কচুর ডাটা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। কৃষকশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাদ্য। কচু শাকের ঘণ্টে হিং, নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজা প্রভৃতি দিয়া রাঁধিলে অতি সুন্দর উপাদেয় তরকারী হইয়া থাকে।

কচুরী (দেশজ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পূরিকা। ভাবপ্রকাশের মতে, মাষকলাইএর সহিত লবণ, আদা ও হিং মিশ্রিত করিয়া ময়দার মধ্যে তাহা পূরণ করিবে। পরে তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহাকে কচুরী বা পূরিকা কহে। তৈলপক্ক কচুরীর গুণ—মুখরোচক, মধুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও চক্ষুর তেজোনাশক। ঘৃতপক্ক কচুরী চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈলপক্কের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কচ্চট (ক্লী) কু কুৎসিতং চটতি, কু-চট্‌ অচ্‌, বাহুলকাৎ কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত। ২ জলপিপ্পলী।

কচেল (ক্লী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ্‌। লেখ্যপত্র বাঁধিবার সূত্রাদি।

কচকচ্‌ (দেশজ) ১ অব্যক্তশব্দ। ২ অনর্থক বাক্য।

কচ্‌কচী (দেশজ) ১ মৌখিক কলহ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য উচ্চারণ।

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু চর-অচ্‌, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মলিন। ২ কুৎসিত। ৩ (ক্লী) (কেন জলেন চর্য্যতে ব্যবহ্রিয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তক্র, ঘোল। (কচ্চরং কুৎসিতে বাচ্যলিঙ্গং তক্রে নপুংসকম্‌। (মেদিনী) ৪ দুর্বৃত্ত।

কচ্চিৎ (অব্য) কাম্যতে, কম্‌-বিচ্‌; চীয়তে নিশ্চীয়তে, চি-কিপ্‌, (পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্ত দত্বম্‌।) কচ্চ চিচ্চ দ্বয়োঃ সমাহার ইতি বা। ১ প্রশ্ন। ২ হর্ষ। ৩ মঙ্গল। ৪ স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ।

কচ্চিদধ্যায় (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে ভঙ্গীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। (ভারত স° ৫ অঃ।)

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছদ্যতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক-ছদ্‌-ড কং জলং ছাতি পরিচ্ছিনত্তি বা, ক-ছো-ক। (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ জলের নিকটবর্ত্তী স্থান, কাছাড়। ২ নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ। ৩ নদী পর্ব্বতাদির সমীপস্থান। ৪ নৌকার অবয়ববিশেষ। ৫ পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল, (কাছা)। ৬ বৃক্ষবিশেষ, তুঁদগাছ। ৭ জলময় দেশ বা স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯ (স্ত্রী) ঝিঁঝিঁ পোকা, ঝিল্লি। ১০ মুখ সম্পুট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। ১২ কূর্ম্মের খোলা। ১৩ (স্ত্রী) বারাহী।

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি প্রদেশ। অক্ষা° ২২°৪৬´ হইতে ২৪° উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২২´ হইতে ৭১°৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরপূর্ব্ব এবং দক্ষিণপূর্ব্বসীমা রণ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি বা লকপৎ নদী।

রণ বা জলা উষরভূমিতে খড়িয়ার দ্বীপ, পচ্ছম ও বন্নী নামক ভূভাগ।

কচ্ছের এই কয়েকটী প্রধান বিভাগ—১ পাবর, ২ গর্দা, পথক, ৩ অব্‌ড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা; ৫ কাঠা বা কাণ্ঠী; ৬ মীয়াণি এবং ৭ বাগড়।

পাবর বিভাগেই পূর্ব্বে কাঠিজাতির রাজধানী ছিল। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল, রণের দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্ব্বড় গিরিমালা। পাবরের প্রধাননগর ভুজ, এই নগর ১৬০৫ সংবতে খঙ্গার কর্তৃক স্থাপিত হয়।

জামঅবড়ার নামানুসারে অবড়াসা বিভাগের নাম হইয়াছে, এই বিভাগ চাপ্পড় গিরিমালা ও আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

মীয়াণি বিভাগ পাবরের পূর্ব্বে, মীয়াণাজাতি হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়া থাকে, তাহারই নাম কাঠি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি উক্ত উপসারের নাম করিয়াছিলেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. Ch. I)

পেরিপ্লাস্ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে একটি দ্বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওখমণ্ডলকে পেরিপ্লাস বর্ণিত বারকে দ্বীপ বলিয়া মনে করেন। আমাদের বিবেচনায় বারকে দ্বারকা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মাগধী ভাষায় দ্বারকা স্থানে বারববাঅ বা বরববাঅ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এখনও জৈনবণিকেরা কোথাও কোথাও মাগধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্ কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া বারকে নামে দ্বারকায় উল্লেখ করিয়াছেন।

টলেমি বর্ণিত উক্ত কান্থি বা কাণ্ঠি উপসাগরের নাম হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কাণ্ঠিবিভাগের নাম হইয়াছে।

ইতিহাস—কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)।

প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে কচ্ছপ্রদেশের তেজ নামক প্রাচীন নগর সুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, তেজকর্ণ নামে একজন রাজা ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (Asiatic Researches, Vol. IX. 231.)। উইলসন সাহেবের মতে ষ্ট্রাবো বর্ণিত সিগর্ত্তিন্ (ত্রীগর্ত্ত) নামক জনপদের বর্ত্তমান নাম কচ্ছ। (Ariana Antiqua, 212.) ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে মিনান্দর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন।

৬৪০ খৃং অব্দে, চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্ আগমন করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জনপদ মালবরাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্ লোকের বাস।"

পূর্ব্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে কাঠিয়া পাবরগড়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারে ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শম্মারা প্রবল হইয়া উঠিলে কাঠিদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হয়। তৎপরে খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাম অবড়া কর্তৃক কাঠিয়া এককালে কচ্ছপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

তারীখুল্ সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—

"খাফীরের মৃত্যুর পর দেশের সকল মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অমরের পুত্র এবং পৃথুর পৌত্র দুদাকে সিংহাসন প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক কর দিতে আসিলেন। দুদার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। সিংহার দুদাকে ভয় দেখাইয়া জানাইলেন যে কচ্ছপ্রদেশের শম্মাজাতি ঠাঠা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এখন তাঁহার প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংবাদ পাইবামাত্র দুদা সসৈন্যে কচ্ছপ্রদেশে আসিলেন, এখানকার সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপরে শম্মা জাতীয় লাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদূত হইয়া এবং কচ্ছের ঘোটকাদি উপহার লইয়া দুদার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দুদা ধন রত্ন ও খিলাত দ্বারা রাজদূতের সম্মান রাখিলেন।" এই ঘটনা দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

শম্মা বা জাড়েজা (ঝাড়েজা) রাজগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাসুরের পুত্র বাণাসুর ও তাঁহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক একজন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া মিসর (ইজিপ্ট) হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উর্ম্মার নামক বন্দরে পোতারোহণ করিয়াছিলেন; সুরাষ্ট্রের ওশম্ নামক গিরিতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

পশপৎ (অশ্বপতি) মুসলমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগপৎ বহুদিন সুরাষ্ট্রে ছিলেন, এখনও সুরাষ্ট্রের চূড়াসমা-বংশীয়েরা গজপতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজ-শাহকে বিনাশ করিয়া খাম্বাৎ (কাম্বে) অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র শম্মা। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ; তিনি মক্বাণী জাতীয়া কুলুবা নাম্নী একজন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জেহ বা তেজকরের জন্ম। তেজ-কর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে জাম-নেত নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন বীরপুরুষ, একজন রাঠোরকন্যা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে জাম নৌতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নৌতিয়ারের পুত্রের নাম জাম উধরবন্দ্। উধরবন্দের প্রপৌত্র জাম অবড়া, ইনি কচ্ছের আড়াগা বিভাগের স্থাপয়িতা। ইঁহার পুত্র জাম লাখিয়ার, তিনি সিন্ধুপ্রদেশে নগরসামই নামক স্থানে রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোদী-রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লাখা ঘুরারা (ধোড়ার)। লাখার পুত্র উনড়। উনড়ের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাতীয় উক্ত কয়-জনেই সিন্ধুপ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তাঁহার দুই ভায়ের প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ করিলেন। কিন্তু দেশের সকলেই তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইল, কাজেই মোড় ও মানই উভয়ে কচ্ছপ্রদেশে পলাইয়া আসিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেশে দুই ভায়ের কুটুম্ব বাগম্ চাবড়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাব-ড়াকেও যমালয়ে পাঠাইয়া এবং সাতপ্রকার বাঘেলাজাতিকে স্ববশে আনিয়া কচ্ছপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়।

উক্ত পাঁচজন রাজার মধ্যে ৪র্থ লাখা ফুলানির নামই কচ্ছপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখা ফুলানির পালিয়া আছে।

১৩৭৬ সম্বতে লাখা ফুলানি খেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাঠিজাতিকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখা ফুলানির মৃত্যু হয়; আবার কেহ বলেন তাঁহার জামাতা তাঁহাকে বিনাশ করেন। ১৪০১ সম্বতে ফুলানির ভ্রাতুষ্পুত্র পুবরা গহানি রাজা হন। অল্পদিন রাজত্বের পর যক্ষের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজী নাম্নী আপন বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। রাজী লাখা জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়া আনেন। লাখা জাম বুজির পুত্র এবং জাম জাড়ার পোষ্য-পুত্র। ১৪০৬ সম্বতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তৎ-পরে সাদ্ধের পুত্র জাড়া রাজা হইলেন, তাঁহা হইতে জাড়েজা-বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুত্র রত রায়ধন রাজা হন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গজন কচ্ছের পশ্চিমাংশস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন করিতেন।

১৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুত্র জাম হামীরজী শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম বারল হালা কর্তৃক নিহত হন। রাবল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি কাঠিয়াবাড়ে আসিয়া নবানগর পত্তন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে হামীরজীর পুত্র খঙ্গার জন্মভূমি ছাড়িয়া আহ্মদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এখানে মহ্মুদ শাহের সাহায্যে ১৫৪৮ খৃঃ (১৬০৫ সম্বতে) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভুজনগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর মহারাও শ্রীপ্রাগ্মলজী রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাতা রেবজীকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। প্রাগ্মলের ভ্রাতা নাগলজী কোতারা, কোটরি, নঙ্গর, গোদ্রা প্রভৃতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। জাড়েজাবংশীয়েরা নানা শাখায় বিভক্ত। অনেকেই মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহ পরিত্যাগ করেন নাই।

[জাড়েজা রাজবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ]

কচ্ছপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া এই কয়প্রকার জাতি বাস করে। কোলি, মীয়াণা, চাবড়া; বাঘেলা রাজপুত, ভংসালী, লোহাণা বা লবাণা, সংহার, ভাটিয়া, বারড়, ভখীয়া, ছুগর, দল, ঝালা, থাণ্ডাগরা, মায়ড়া, কনডে, পশায়া, পেহা, মোকলসী, মোকা. রেলডীয়া, বরং ও বেরার রাজপুত।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঔদীচ, সারস্বত, পোখর্ণা, নাগর, সাচোরা, শ্রীমালী, গির্ণারা, মোঢ় ও রাজগুরু ব্রাহ্মণ। মিস্ত্রী, কন্দোই, মোনি, সুরাঠিয়া, মূঢ় ও বাইড়া নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারুণা ও তুম্বেল এই তিন প্রকার চারণ।

কচ্ছে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত মুসলমান হইয়াছে, তাহারা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—মেহমণ, বোহোরা,

কচ্ছের জাড়েজা রাজবংশাবলী।

লাখা গোড়ারা।

জাম উনড়　মনাই (কেরবংশের আদিপুরুষ)　মুড়　ওথ　বের্য্যর　সাঙ্ক　ইথো　ফুল

জাম তমাচি　সার

জাম সাঙ্ক　ফুল

জাম জাড়া　বিজ্জি　জামলাখা ফুলানি　গোড়

গহো　(পোষ্যপুত্র) জামলাখা জাড়েজা　লাখিয়ার

রত রায়ধন　পুরবা বা পুরা　সেট　দেদ

ওথজি (রাজধানী অন্তাপুর)　দেদা বা দাদর (দেদাবংশের আদিপুরুষ)　গজন (রাজধানী বারা)　হোথি (হোথিবংশের আদিপুরুষ)

গহো বা গোড়　ফুল　দল　জিহাজি　হালা (হালাদিগের আদিপুরুষ)　জিওজি

জাম রায়ধন

বেহন　বুট্ট (বুট্টাবংশের আদিপুরুষ)　বারাচ　কুবের

জাড়া　অব্ড়া (অব্ড়াবংশের আদিপুরুষ)

মোড় (মোড়বংশের আদিপুরুষ)

মুন্মোজি　দিসর

ভট　হরধল

কায় বা কান্থো　বারাচ (বারাচবংশের আদিপুরুষ)　রেলরিও　হরিপাল

আমরজী　বেরাবল　পাচাবিও　বাবংসী　নাগীয়　উন্তিয় (উন্তিবংশের আদিপুরুষ)　রাবজী　উনড়

উমাচি

লাখা

ভীমজী　আমরজী　মোকলসী　বায়া　জিহাজী　হরভম

হামীরজী　ভীমজী　দাদর (বাগড়ের)　হরধল

লাখা

অলিয়াজী　রাও খঙ্গার　সাহেবজী　রায়ব　কামাবাই　জাম রাবল (১৫৩৯ খৃঃ নবনগরস্থাপনকর্তা)

ভারমল

ভোজরাজ　মেঘ

খঙ্গার (২য়)　তমাচি

রায়ধন (২য়)

রেবাজী (প্রাগ্‌মলজী কর্ত্তৃক নিহত)　নাগলজী　প্রাগ্‌মলজী (মৃত্যু ১৭১৫ খৃঃ)

কান্থোজী (মোর্ব্বীরাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা)　হালব　গোড়জী (জন্ম ১৬৮১ খৃঃ)

দেশলজী (জন্ম ১৭০৭ খৃঃ)

লখপৎ

গোড়জী (২য়)

রায়ধন (৩য়, জন্ম ১৭৬৩ খৃঃ)　পৃথ্বীরাজ

মানসিংহ (পুরে রাও ভারমলজী ২য়)　* কেশরবাই　লাদুব

† শ্রীদেশলজী (২য়, জন্ম ১৮১৬ খৃঃ)

---

* জুনাগড়ের নবাবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।　† জাড়েজাবংশাবলীতে এই রাজার নাম শেষ পাওয়া যায়।

আগরীয়া, আগা, ভাণ্ডারী, ভট্টি, দারাড়, মঙ্গারিয়া, ওটার, পাড়িয়ার, ফুল, রাজড়, রায়মা সেড়াত, বেহন, হালিপুত্রা, নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিঙ্গোরা ও হিঙ্গোরাজা।

এখন কচ্ছপ্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে।

ভূতত্ত্ব—কচ্ছপ্রদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিণভাগে সাগরপ্রান্তে উর্ব্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে। এখনাকার গিরিমালা এক একটি স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্ব্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম গিরিমালা আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার স্তর, শ্লেটের মাটি, স্লেট ও চুণ পাওয়া যায়।

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত।

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পরিবর্ত্তে নালা আছে, বর্ষাকালে চারিদিক্ জলময় হইলে ঐ নালা দিয়া জল বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

(কচ্ছপ্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India, Vol. I, VI ; Indian Antiquary, Vol. V. P. 167-172 ; Journal A. S. Bengal, I. 296 ; Trans, Roy. A. S. II. 569 ; Travel's in Western India, P. 3 3 421 ; Burnes's Narative of a visit to the Court of Sind, p. 236 ; Postans's Cutch, p. 135 ; Trans. Bombay, Lit. Soc. II. p. 239 ; Bombay Government Selection, No. XIII, XV ; Arch ological Survey of Western India, II ; Report on the Architectaral and Archaeological Remains in the province of Katch by D. P. Khakhar &c.)

কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ছৃণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্-ড। জলপ্রান্ত। ("নদীকচ্ছোদ্ভবং কান্তমুচ্ছ্রিতং ধ্বজসন্নিভম্।" ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।)

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্। তুন্নবৃক্ষ, তুঁদ।

কচ্ছটিকা (স্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলম্ অটতি প্রাপ্নোতি, কচ্ছ-অট্-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্, অত ইত্বঞ্চ। কচ্ছ, কাছা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়— কচ্ছ, কক্ষা, কচ্ছা, কচ্ছোটিকা ও কচ্ছাটিকা।

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহারা আসামের নাগাপর্ব্বতে বাস করে। [নাগা দেখ।]

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছে অনূপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছম্ আত্মনো মুখসম্পুটং পাতীতি বা ; কচ্ছ-পা-ড। ১ কাছিম। সংস্কৃত পর্য্যায়—কূর্ম্ম, কমঠ, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, বহুলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চগুপ্ত, ক্রোড়াঙ্গ, পঞ্চনখ, গুহ্য, পীবর ও জলগুল্ম। বৈদিক নাম অকূপার। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতেঽকূপারো ন কূপমৃচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতীতি বা কচ্ছেন পিবতীতি বা। কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ। অয়মপীতরো নদীকচ্ছ এতস্মাদেব কমুদকং তেন ছাদ্যতে।" (নিরুক্ত ৪। ১৮)

ইংরাজীতে স্থলকচ্ছপকে টর্টইস্ (Tortoise) এবং সমুদ্র-কচ্ছপকে টার্টল (Turtle (কহে। ইহার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম চিলোনিয়া (Chelonia)।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। আরিষ্টটল্ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং সমুদ্রকচ্ছপ। য়ুরোপীয় প্রাণিতত্ত্ববিদেরা কচ্ছপজাতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ (Testudo), জলা কচ্ছপ (Emys), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (Chelydos), সমুদ্রকচ্ছপ (Chelonia) এবং কোমল কচ্ছপ (Trionyx)।

ফরাসী প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—চারসিয়ান বা স্থলকচ্ছপ (Chersites), ইলোদিয়ান্ বা বিলকচ্ছপ (Elodites), পোটেমিয়ান্ বা নদীকচ্ছপ (Potamites), থালসিয়ান্ বা সমুদ্রকচ্ছপ (Thalassites)

সকল কচ্ছপের মুণ্ড সর্পাদি সরীসৃপের মত, একখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, কিন্তু করোটি সকল জাতির সমান নয়।

স্থলকচ্ছপের মস্তক অণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ বিষম; দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাসিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎ-ভাগে চাপা। অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ। পার্শ্বকপালাস্থি পশ্চাৎ কশেরুর মধ্যে ঝুঁকিয়া আছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ শঙ্খাস্থি আছে। ঐ দুই মধ্যে মস্তকের বড় স্বরাস্থির গর্ত্ত।

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাসাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় নাসিকাচ্ছিদ্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতের ন্যায় অস্থিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। ইহা ফলাস্থি, মাঢ্যস্থি, হন্বস্থি এবং দুই ললাটাস্থি দ্বারা গঠিত।

জলাকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সম্মুখ ললাট বিস্তৃত হইলেও অক্ষকোটর পর্য্যন্ত পৌছে না।

কোমল কচ্ছপের মুণ্ড সম্মুখদিকে বসা এবং পশ্চাদ্দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাদের পার্শ্বকপালের সূক্ষ্মাস্থি ললাটের পশ্চাদ্ভাগ, শঙ্খাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা লম্বা, এবং নাসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র।

কচ্ছপের নীচের কস কুম্ভীরের কসের ন্যায়। কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের মত। ইহাদের অস্থিসকল পাখীর অস্থির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন।

জলায় কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্য্যে আসে না। বঙ্গদেশের কেবল নীচ লোকেরা এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে লাগে। কেহ ইহা খায়, আবার কেহ ইহার অস্থিতে কাঁচকড়া প্রস্তুত করে।

স্থলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহারা এককালে অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেয়। সাগরবেষ্টিত দ্বীপসমূহে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে প্রস্রবণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা নানাস্থানে গর্ত্ত করিয়া রাখে, পথিকেরা পথে জল না পাইলে সেই গর্ত্ত ধরিয়া জলের সন্ধান করিতে পারে।

আমরা মহাভারতে গজকচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু এখানকার চাথাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিলে সেই ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডারুইন সাহেব চাথাম দ্বীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আর্কিপেলেগো দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাত্র মাংস ওজনে প্রায় ২॥০ মণ (২০০ পাউণ্ড) একটা কচ্ছপ সাত আট জন লোকে তুলিতে পারে কি না সন্দেহ। এই জাতীয় কচ্ছপের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের লাঙ্গুলও বড় হয়। এই কচ্ছপেরা যখন জলশূন্য স্থানে থাকে, অথবা জল পান করিতে পায় না, তৎকালে গাছের পাতার রস পাইয়া থাকে।

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাছের পাতা খায়। চাথাম দ্বীপবাসীরা বলে যে এখানকার স্থলকচ্ছপেরা ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে নিম্ন ভূমিতে ফিরিয়া আসে। কোন কোন স্থানে স্থলকচ্ছপেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অপর সময়ে জল খাইতে পায় না। তবু তাহারা জীবিত থাকে। পথে পিপাসা হইলে উক্ত দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়া তাহার থলি হইতে জল লইয়া পান করে, ঐ জল অতি পরিষ্কার, খাইতে কিছু কটু। সেখানকার স্থলকচ্ছপ প্রত্যহ দুই ক্রোশ হাঁটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়, পুরুষ সুখাবেশে মত্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধ্বনি ২০০ হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন দ্বীপনিবাসিগণ বুঝিতে পারে, এইবার কচ্ছপের ডিম্বপ্রসবের সময় হইয়াছে। যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে গর্ত্ত মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিম দেখিতে সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭।৮ টি ডিম থাকে। ইহারা বধির, এই জন্য কেহ পশ্চাদ্দিক্ দিয়া ধরিতে আসিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে।

বিলকচ্ছপ—অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের স্বভাব স্বতন্ত্র। স্থলকচ্ছপের মত ইহারা আস্তে চলে না, ইহারা জলে ও স্থলে অতি শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহারা কেবল শাকসব্জীতে সন্তুষ্ট নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্তু মৎস্যাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই গোলাকার, শম্বুকাদির মত চূর্ণোৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর বিলের ধারেই গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক ডিম নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানাপ্রকার। এসিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, য়ুরোপে ২, এবং আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীকচ্ছপ—এই জাতীয় কচ্ছপ সর্ব্বদাই জলে বাস করে, সময়ে সময়ে ডাঙ্গায় উঠে। ইহারা অধিক বড় হয়, বড় হইলে এক একটা ওজনে পঁয়ত্রিশ সাড়ে পঁয়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১৩½ ইঞ্চি। জলমধ্যে এবং জলের উপরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। দেহের নিম্নভাগ দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নীলের মত। কিন্তু উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার উপর ছোট ছোট ফিট্‌কী দেখা যায়। রাত্রি আসিলে ইহারা আপনাদিগকে নিরাপদ্ মনে করে, এই সময়ে নদীতটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় অথবা নদীর উপর ভাসমান কোন কাঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের স্বর অথবা অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড় মৎস্যপ্রিয়, ইহারা ছোট ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরসাৎ করে। শিকার অথবা আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহারা তীরবৎ মস্তক ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে শীঘ্র ছাড়ে না, দষ্টস্থান ছিঁড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে, একবার কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। স্ত্রীলোকে একবারে ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে। স্ত্রীলোকের বয়সানুসারে ডিমের কমিবেশী হয়।

সমুদ্র-কচ্ছপ—সমুদ্রজলে সন্তরণ জন্ম এই জাতীয় কচ্ছপের মৎস্যের ন্যায় ডানা আছে, এরূপ অপর কোন জাতীয় কচ্ছপের নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সন্তরণোপযোগী। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহারা প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাতা-লতা খাইবার জন্য উপকূলে উঠিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা সমুদ্রের জলে নিস্পন্দভাবে ভাসিতে থাকে, দেখিলেই মৃত বলিয়া বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌গণই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তবে যে যে সামুদ্রিক কচ্ছপের গাত্র হইতে কস্তুরিকার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, তাহারা ঝিনুকাদি ধরিয়া খায়।

ডিম পাড়িবার সময় এই জাতীয় স্ত্রীগণ রাত্রিকালে পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া অনেক দূরে কোন দ্বীপমধ্যে বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে দুই ফিট্ একটি গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তে এককালে ১০০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, সূর্য্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে। ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। তখন শ্বেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ্। স্থলে পক্ষী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় কুম্ভীর ও সামুদ্রিক মৎস্যগণ ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র জীবিত থাকে। যে কয়টি বাঁচে, তাহারা সমুদ্র গর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। তখন এক একটি ওজনে ২০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের লোকেরা ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের খুব বড় খোলা পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা ঐ খোলার নৌকা, কুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্ম্মাণ করে।

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উহা আবার ৯।১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোলা পৃষ্ঠাবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দেখ।]

ভগবান্ মনুর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য পঞ্চনখান্তর্গত।

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধা খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥" মনু ৫।১৮।

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীব চিত্রঃ
কলসসদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ।
অরুণসমবপুর্ব্বা সর্ষপকারচিত্রঃ
সকলনৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥
অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামবপুর্ব্বা বিন্দুবিচিত্রোহব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ সোহপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ॥
বৈদূর্য্যত্বিট্‌স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো
গূঢচ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ।
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা
কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬৪ অঃ)

যে কচ্ছপের বর্ণ স্ফটিক ও রজতের ন্যায়, দেহের উপর নীলপদ্মের মত চিহ্নিত, যাহার মূর্ত্তি কলসের ন্যায়, পৃষ্ঠ মনোহর। অথবা যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সর্ষপের ন্যায় চিহ্নিত, এরূপ কচ্ছপ বাটীতে রাখিলে রাজার মহত্ত্ব-প্রকাশ করে।

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র, অথবা যাহার মাথা সাপের মত বা গল, স্থূল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ট্র বৃদ্ধি করে।

যে কচ্ছপ বৈদূর্য্যবর্ণ, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণ, গূঢচ্ছিদ্র ও মনোহর পৃষ্ঠদণ্ডবিশিষ্ট, তাহা ক্রীড়াবাপী প্রভৃতি অথবা জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়।

বৈদ্যক মতে কচ্ছপমাংসের গুণ,—বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, স্রোতঃসংশোধক, শোণদোষনাশক। ইহার চর্ম্ম পিত্তনাশক, পদ কফহারক ও ডিম্ব শুক্রবর্দ্ধক ও মধুর।

২ অবতার বিশেষ, [কূর্ম্ম দেখ।] ৩ নন্দীবৃক্ষ। ৪ কুবেরের নিধি বিশেষ। ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিশ্বামিত্রের পুত্র; হরিবংশে বিশ্বামিত্রের এই কয়েকটি পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—দেবরাজ, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্ষ, রেণুমান্, সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, বিশ্রুত, মধুচ্ছন্দা, প্রভৃতি, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত। ৭ সর্পবিশেষ।

কচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপ-স্বার্থে কন্ অত ইত্বম্‌ টাপ্ চ। ক্ষুদ্র পীড়কাবিশেষ। প্রমেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। সুশ্রুত মতে ইহার লক্ষণ,—দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও বায়ু এই রোগের উৎপাদক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার চিকিৎসা—এই রোগে প্রথমতঃ স্বেদক্রিয়া করিয়া, হরিদ্রা, কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপী (স্ত্রী) কচ্ছপ-ঙীষ্, (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ।

পা ৪। ১। ৬৩।) ১ কচ্ছপী। ২ পীড়কাবিশেষ। [কচ্ছপিকা দেখ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম 'কাছুয়া সেতার'। ইহার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা বলিয়াই ইহার নাম কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা। স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্টিডো ও কচ্ছপী এই তিনই একজাতীয় যন্ত্র। এখনকার য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিতও কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কচ্ছপী হইতেই গীটারের সৃষ্টি বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়। জর্ম্মণ জাতিরা গীটারকে 'জিতার' নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর অবয়বভেদ মাত্র। [সেতার দেখ।] সরস্বতীর বীণা।

কচ্ছরুহা (স্ত্রী) কচ্ছে রোহতি, কচ্ছ-রুহ-ক-(ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩। ১। ১৩৫।) টাপ্। দূর্ব্বা। (কচ্ছরুহা স্ত্রী দূর্ব্বায়াম্। শব্দার্থ।)

কচ্ছা (স্ত্রী) কচং পশ্চাৎপ্রদেশং ছাদয়তি, কচ-ছদ্-ণিচ্-ড টাপ্। ১ পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল। ২ কাছা। ৩ ঝিঁঝিঁপোকা। ৪ বারাহী।

কচ্ছাট, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরদদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৯। ৫৫)

কচ্ছাটিকা (স্ত্রী) কাচ্ছ এব বাহুলকাৎ অটন্ স্বার্থে কন্ টাপ চ। কচ্ছ, কাছা।

কচ্ছু (স্ত্রী) কষতি দেহং, কষ-উ ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১। ৮৬। পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ।) ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্তর্গত রোগবিশেষ; খোষ বা পাঁচড়া। মাধবানদানোক্ত ইহার লক্ষণ,— কণ্ডূ, দাহ ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক যে পীড়কা হয়, তাহাকে পামা কহে; হস্তদ্বয় ও পাছায় তীব্রদাহযুক্ত যে পামা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কচ্ছু।

ইহার চিকিৎসা—১। সোমরাজী, কালকাসুন্দা, চাকুন্দা, হরিদ্রা ও গণিয়ারি প্রত্যেক সমভাগে দধির মাত ও কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২। বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে তিন দিবসেই কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেষণ করিয়া দুই পল গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৪। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হরিদ্রা কল্ক সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ৬। চতুর্গুণ দূর্ব্বার রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। (চক্রদত্ত)।

কচ্ছুঘ্নী (স্ত্রী) কচ্ছুং হন্তি কচ্ছু-হন্-টক্ (অমনুষ্যকর্ত্তৃকে চ। পা ৩। ২। ৫৩।) ঙীপ্। ১ পটোল। ২ বণিক্ দ্রব্যবিশেষ।

কচ্ছুর (ত্রি) কচ্ছুরস্যাস্তি, কচ্ছু-র হ্রস্বশ্চ (কচ্ছ্বা হ্রস্বত্বঞ্চ। পা ৫। ২। ১০৭ কাশিকা ৩।) ইতি র। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ পামর।

কচ্ছুরা (স্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ডূং রাতি দদাতি কচ্ছু রা-ক (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩। ১। ১৩৬।) টাপ্। ১ শূকশিম্বী। ২ দুরালভা। ৩ শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, ক্ষীরুই বৃক্ষ। ৬ বেশ্যা স্ত্রী।

কচ্ছুরাক্ষস তৈল (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছুরোগনাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—সর্ষপতৈল /৮ সের, কল্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকষ, গন্ধক, সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুণ্ঠী, কুড়, পিপ্পলী, বিষলাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক এক তোলা। আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা, প্রত্যেক এক পল। গোমূত্র ১৬ ষোল সের। মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়।

কচ্ছুমতী (স্ত্রী) কচ্ছুঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্যাম্, কচ্ছু-মতুপ্-ঙীপ্। ১ শূকশিম্বী, আলকুশী। ২ কচ্ছুরোগযুক্তা স্ত্রী।
(কচ্ছুমতী শূকশিম্ব্যাং কচ্ছুযুক্তে তু বাচ্যবৎ। শব্দাব্ধি।)

কচ্ছূ (স্ত্রী) কষতি হিনস্তি দেহম্, কষ-উ, ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১। ৮৬।) রোগবিশেষ। [কচ্ছু দেখ।]

কচ্ছোটিকা (স্ত্রী) কচ্ছ অটন্ বাহুলকাৎ কন্ অত ইত্বং-টাপ্ চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছা।
(কচ্ছা কচ্ছোটিকা কক্ষা পরিধানাপরাঞ্চলে। হেম ৩। ৩৩৯।)

কচ্ছোর (ক্লী) কেনশিরসা চ্ছুর্য্যতে লিপ্যতে, ক-চ্ছুর ঘঞ্। শটী।

কচ্লান (দেশজ) ১ ধৌতকরা। ২ বারংবার এক কথা বলা।

কচ্লা (দেশজ) ধৌতবস্ত্র।

কচ্বী (স্ত্রী) কচু-ঙীপ্। কচু নামক কন্দবিশেষ।

কজ (ক্লী) কে জলে জায়তে, ক-জন্-ড। কমল, পদ্ম।

কজ্জিঙ্গ (পুং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ। ভীষ্মপর্ব্ব)। সিংহলী দিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থান "কজঙ্গেলে নিয়ঙ্গমে" নামে উক্ত হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং "কি-চ-হো-খি-লো" (কজুঘীর বা কজিঙ্গর) নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই জনপদ প্রায় ২০০০লি (দেড় শত ক্রোশ) এখানকার ভূমি সমতল, উর্ব্বরা, যথারীতি কর্ষিত হয় এবং এখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। আবহাওয়া—গরম; অধিবাসীরা সরল, তাহারা বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিয়া থাকে। এখানে ৬।৭টি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্দির আছে,

অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে। কয়েক শত বর্ষ হইল, এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,—তৎপরে নিকটস্থ রাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধিবাসীরা অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্য হস্তী বাস করে। উত্তর সীমাতে গঙ্গার নিকটে একটি অত্যুচ্চ বৃহৎ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে, ইহা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে।”

চম্পা হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কজেরি নামে একটী গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন।

কজ্জল (ক্লী) কু কুৎসিতং জলম্ অস্মাৎ, কুৎসিতং চক্ষুঃস্থ-দূষিতং জলং দূরীভূতং ভবত্যস্মাৎ, বহুব্রী, কোঃ কদাদেশঃ। অঞ্জন, কাজল। ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আয়ুর্ব্বেদমতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ—১। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁটের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র এই সকল দ্রব্যে ৭ বার সীসা নিষিক্ত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

২। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, ঘৃত, বিষকন্দ, ছাগদুগ্ধ, মধু, এই সমুদায়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাদ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩। ডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে তেঁতুল পত্রের রস রাখিয়া তাহাতে কুঁচের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দ্দন করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহিত সূর্য্যাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জুন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্র চূর্ণ করিয়া, চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

৫। বেণামূলের কাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়।

[অঞ্জন দেখ।] ২ কৃষ্ণবর্ণ, কাল। ৩ (পুং) (কুৎসিতমপি দ্রব্যজাতং লতাগুল্মাদিকং জালয়তি জীবয়তি, বর্ষণেন ইতি শেষঃ কু-জল-ণিচ্-অচ্-হ্রস্বঃ, কদাদেশশ্চ।) মেঘ। (কজ্জলস্তু পুমান্ মেঘেঽঞ্জনেঽপি চ। শব্দাব্ধি।) ৪ কামরূপের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (কালিকাপু°)

কজ্জলধ্বজ (পুং) কজ্জলং ধ্বজ ইব যস্য, বহুব্রী। প্রদীপ-শিখা। (প্রদীপঃ কজ্জলধ্বজঃ। হেম ৩।৬৮৩।)

কজ্জলরোচক (পুং ক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্জল-রুচ-ণিচ্-অচ্-স্বার্থে কন্। দীপাধার, দেরকো, পিলসুজ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতরু. দীপধ্বজ ও জ্যোৎস্নাবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোঽস্ত্রী দীপবৃক্ষকে। শব্দাব্ধি।)

কজ্জলা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, (cyprinus atratus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কজ্জলী ও অনগুা।

কজ্জলিত (ত্রি) কজ্জলং জাতমস্য, কজ্জল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) যাহা কাজল করা হইয়াছে।

কজ্জলী (স্ত্রী) কজ্জলমিবাচরতি, কজ্জল-কিপ্-(নাম ধাতু) অচ্-ঙীষ্ চ। মিশ্রিত পারদ ও গন্ধক। সাধারণতঃ কজ্জলীসমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্র খলে মর্দ্দন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পারদ গন্ধকে মিশ্রিত হইলেই কাল হইয়া উঠে, পরে সুচিক্কণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জলী প্রস্তুত হয়। ঔষধবিশেষে দ্বিভাগ গন্ধক দ্বারাও কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে।

কজ্জলীতীর্থ (ক্লী) কাজল। [কজ্জল দেখ।]

কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-অট্। জলজ শাকবিশেষ, কাঁচড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জলভূ, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী ও জলতণ্ডুলীয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মকারক, ধারক, শীতল, পিত্ত ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বায়ুনাশক।

কঞ্চটাদি (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁট, প্রত্যেক ২ তোলা ✓॥৹ অদ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓৹ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিলে অতিবেগবান্ অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রদত্ত।)

কঞ্চটাবলেহ (পুং) বৈদ্যকোক্ত অতীসারাদি রোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কাঁচড়াদাম ✓১ সের, তালমূলী ✓১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ✓৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ঐ কাথে চিনি ✓১ সের দিয়া পাক করিবে; চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু ✓৹ এক

পোয়া মিশ্রিত করিবে। দোষ, বল ও কাল বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা অতীসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

কঞ্চড় (পুং) কঞ্চতে শোভতে, কচি-অড়ন্, ইদিত্বান্নুম্। কাঁচড়াবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঞ্চট, কাচ, চক্রমর্দ্দ ও অম্বুপ।

কঞ্চার (পুং) কং জলং চাবয়তি রশ্মিভিরিতি শেষঃ; ক-চর-ণিচ্-অচ্। সূর্য্য। (কঞ্চারস্তু পুমান্ রবৌ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্চিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-ণ্বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। বংশশাখা, কঞ্চী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কুঞ্চিকা, ধূস্তু ও ক্ষুদ্রস্ফোট।

কঞ্চী (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-অচ্ ইদিত্বাৎ-নুম্,-ঙীপ্। বংশশাখা।

কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্ব্বশরীরে দীপ্যতে, কচি-বাহুলকাৎ উকন্ ইদিত্বাৎ নুম্। ১ সর্পত্বক্, সাপের খোলস্। ২ বর্ম্ম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারবাণ ও বাণবার। ৩ স্ত্রীলোকের বক্ষআবরণ, কাঁচুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চোল, কঞ্চুলিকা, কূর্পাসক ও অঙ্গিকা। ৪ পুত্রাদির জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে প্রভুর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক ভৃত্যেরা যে বস্ত্র গ্রহণ করে।

(কঞ্চুকো বারবাণে স্যান্নির্ম্মোকে কবচেঽপি চ।
বর্দ্ধাপকগৃহীতাঙ্গস্থিতবস্ত্রে চ চোলকে। মেদিনী।)

৫ বস্ত্রমাত্র।

("দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহতপ্রভান্।
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।" ভাগবত ৮।৭।১৫।)

৬ জামা।

কঞ্চুকালু (পুং) কঞ্চুকোঽস্যাস্তি, কঞ্চুক-আলুচ্। সর্প। কঞ্চুকালুঃ পুমানহৌ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্চুকী [ন] (পুং) কঞ্চুকোঽস্ত্যস্য, কঞ্চুক-ইনি। ১রাজাদিগের অন্তঃপুররক্ষক; ভরত মতে ইহার লক্ষণ, বিবিধ গুণশালী।

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।"

সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অন্তঃপুরচারী বৃদ্ধ বিপ্রকে কঞ্চুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৌবিদল্ল, স্থাপত্য ও সৌবিদ। ২ যব। ৩ ছোলা। ৪ সর্প। ৫ লম্পট। ৬ জোঙ্গক বৃক্ষ। ৭ আবদ্ধকবচ, বর্ম্মিত ব্যক্তি।

কঞ্চুকা (স্ত্রী) কঞ্চয়তি রোগাদিকমুপশময়তি, কঞ্চ-ণিচ্-বাহুলকাৎ উকন্-ঙীষ্। ১ ঔষধবিশেষ। ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।

কঞ্চুলিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে অঙ্গানি আবৃণোতি, কচি-উলচ্ ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বঃ টাপ্ চ। কাঁচলি। ("ত্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্।" অমরুশতক।)

কঞ্চূল (ক্লী) কচি-উলচ্, স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ।

কঞ্জ (পুং) কে জলে শিরসি চ জায়তে, কম্-জন্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ কেশ, চুল। ৩ (ক্লী) অমৃত। ৪ পদ্ম।

(কঞ্জঃ কেশে বিরিঞ্চৌ চ কঞ্জং পীযূষপদ্মযোঃ। মেদিনী।)

কঞ্জক (পুং) কঞ্জতে বাক্যমুচ্চারয়িতুং শক্নোতি, কজি-ণ্বুল্। পক্ষিবিশেষ, ময়না।

কঞ্জগিরি। কামরূপের সীমান্ত পর্ব্বতবিশেষ।

"উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥"

যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল।

কঞ্জকী (স্ত্রী) কঞ্জক-ঙীপ্। ময়না।

কঞ্জজ (পুং) কঞ্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জাতঃ, কঞ্জ-জন-ড। ব্রহ্মা। ভাগবতে ব্রহ্মার নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে,—মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে, বিষ্ণু সমুদায় আপনাতে লীন করিয়া জলশায়ী হইয়া রহিলেন। এইরূপে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় নাভি হইতে একটি পদ্মকোষ উৎপাদন করিলেন, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ভাগ° ৩। ৩। ১৯।।) ২ কাম।

(কঞ্জজো ব্রহ্মকামযোঃ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জন (পুং) কং সুখং জনয়তি, কম্ জনি-অণ্। ১ কন্দর্প। ২ পক্ষিবিশেষ, ময়না। (কঞ্জনস্তু পক্ষিভেদে কামেঽপ। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জনাভ (পুং) কঞ্জং পদ্মং নাভৌ অস্য, কঞ্জনাভি সংজ্ঞায়াং অচ্। বিষ্ণু। ("ব্যজ্যেদং স্বেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে।" ভাগবত ৩। ৯। ৪৪।)

কঞ্জর (পুং) কং জলং জৃণাতি আকর্ষতি জারয়তি বা, কম্-কজি-অরন্। ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ উদর। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ অগস্ত্যমুনি। ৭ আকন্দগাছ।

কঞ্জল (পুং) কঞ্জতে পঠিতুং শক্নোতি কজি-কলচ্। মদন-পক্ষী, ময়না। (কঞ্জলঃ পুমান্ পক্ষিভেদে। শব্দাব্ধি।)

কঞ্জলতা (স্ত্রী) লতাবিশেষের নাম (Asclepius odoratissima)

কঞ্জার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্-জৃ-ণিচ্-অণ্। কজি-আরন্ বা (কঞ্জিমৃজিভ্যাং চিৎ। উণ্ ৩। ১৩৭।) ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ ব্যঞ্জন।

কঞ্জিকা (স্ত্রী) কঞ্জতে ভূমিং ভিত্বা উৎপদ্যতে, কজি-খূল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিবৃক্ষ, বামুনহাটী।

কঞ্জিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলাদিগের অধিকারে ছিল। তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তার করপীড়নে প্রজা মাত্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

এখানকার প্রথম বুন্দেলা শাসনকর্ত্তা দেবীসিংহ, তাঁহার পুত্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুর্গ চতুষ্কোণাকার, চারি পার্শ্বে ৪টি গড়বাটী এখন ভগ্নপ্রায় পড়িয়া আছে।

১৭২৬ খৃঃ, কুর্ব্বাইয়ের নবাব হসন-উল্লা খাঁ শাহজীর বংশধর বিক্রমাদিত্যকে কঞ্জিয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য পিপ্‌রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বংশধর অমৃতসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিষ্কর পঞ্চ-গ্রামের আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোবার প্রতাপে হসনউল্লা বিতাড়িত হইলেন। পেশোবা আপন প্রিয় কর্ম্মচারী খণ্ডরাও ত্রিম্বককে এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, খণ্ডরাওয়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বল্লাল পেশোবাকে কঞ্জিয়া ও মলহার-গড় ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইতাবা লইলেন। এই বর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। সাতান্ন সালের বিদ্রোহের সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অমৃত-সিংহকে আপনাদিগের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু অমৃতসিংহ অল্প দিন মধ্যেই অপমানিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুন্দেলাগণ নগর লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে সার হিউগ্ রোজ সসৈন্যে বুন্দেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হন। ইংরাজ সেনাপতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া বুন্দেলাগণ ছত্রভঙ্গ হইল।

১৮৬০ খৃঃ, এই নগর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন সাগর জেলার সামিল হইল।

অক্ষা ২৪°২৩´৩০´´ উঃ, এবং ৭৮°১৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কট (পুং) কটতি মদবারি বর্ষতি, কট-অচ্। ১ হস্তীর গণ্ডস্থল।

("ঘন্দস্থিনঃ কটকটাহতটং মিমঙ্‌ক্ষোঃ।" শিশুপা°।)

২ কটিদেশ। ৩ কটিদেশের পার্শ্বস্থ স্থান। ৪ মাঁদুর। ৫ দরমা। ৬ তৃণবিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত দড়ী, এই দড়ীর দ্বারা মরাই বেষ্টন করা হয়, ইহার সাধারণ নাম 'বড়'। ৪ তৃণাদি নির্ম্মিত পরদা। ৫ তৃণাদি নির্ম্মিত আসন। ৬ তক্তা। ৭ অতিশয়। ৮ শর। ৯ সময়। ১০ তৃণ। ১১ শব। ১২ শবরথ। ১৩ ওষধি-বিশেষ। ১৪ শ্মশান। ১৫ রাক্ষসবিশেষ। ১৬ (ত্রি) কটয়তি প্রকাশয়তি ক্রিয়াং, কট্-ণিচ্-অচ্। ক্রিয়াকারক। ১৭ পাশা খেলিবার উপকরণবিশেষ।

("ত্রেতাহৃতসর্ব্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ।
নর্দ্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।" মৃচ্ছক°।)

কটক (পুং, ক্লী) কটাত্তে নির্গমাত্তে অস্মাৎ নির্ঝরিণ্যাদিভিঃ, কট্-বুন্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫। ৩৫) ১ পর্ব্বতের মধ্যদেশ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নিতম্ব ও মেখলা। ২ বলয়। ৩ চক্র। ৪ হস্তিদন্তের ভূষণ। ৫ সৈন্ধবলবণ। ৬ রাজধানী। ৭ সৈন্য। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে সৈন্যগণ সন্নিবেশিত হয়। ১০ সানু, পর্ব্বতের সমতল ভূমি।

কটক। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য-জেলা। অক্ষাং ২০° ১´ ৫০´´ ও ২১° ১০´ ১০´´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫° ৩৫´ ৪৫´´ ও ৮৭° ৩´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৩৮৭৮ বর্গমাইল।

সীমা—কটকজেলার উত্তরসীমা বৈতরণীনদী এবং ধামরানদীর মোহনা; দক্ষিণে পুরী জেলা; পূর্ব্বে বঙ্গোপ-সাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অর্দ্ধস্বাধীন করদরাজ্যসমূহ।

এই জেলা ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত। ১—সমুদ্রের ধারে জলা ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জঙ্গল ভূভাগ অনেকটা সুন্দরবনের জঙ্গলাদির ন্যায়, কিন্তু গঙ্গাতটের বনশোভা যেমন দর্শকের নয়নপ্রীতিকর এখানে তাহার অভাব আছে।

২—শস্যশ্যামল ধান্যভূমি, এই ভূভাগের একদিকে সমুদ্রতট এবং অপরদিকে গিরিমালা, ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছও বিস্তর জন্মে।

৩—পার্ব্বতীয় ভূভাগ; ইহা কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। এই ভূভাগ হইতে শালতক্তা, লাক্ষা, গঁদ, তসরকীট, মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৫০০ ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিন্দুদিগের অতি পবিত্র দেবস্থান বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

কটকের পাহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

আসিয়া পাহাড় (আলমগীর)—এই পাহাড় অনেকটা জায়গা যুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পূর্ব্বে

এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আসিতেন। ইহার চারিটী বড় শৃঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপা নদীর দিকে, তাহার বর্ত্তমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি উচ্চ মস্‌জিদ্ আছে। ১৭১৯-২০ খৃঃ অঃ, উড়িষ্যার শাসন কর্ত্তা সুজা উদ্দীন এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদ্ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে—

"একদিন মুহম্মদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার দলবলও ছিল। নেমাজের সময়ে সকলে নল্‌তিগিরি শৃঙ্গে নামিলেন। গিরিশৃঙ্গ দুলিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহম্মদ নল্‌তিগিরিকে অভিশাপ করিয়া এখন যেখানে মস্‌জিদ্ আছে, সেইখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। যেখানে মুহম্মদ নেমাজ করিয়াছিলেন, এখনও তথায় তাঁহার পদচিহ্ন একখানি প্রস্তরের উপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে জল পাওয়া যাইত না, মুহম্মদ আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিবামাত্র স্বচ্ছসলিল প্রস্রবণ উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ন ও সেই প্রস্রবণ এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। সুজাউদ্দীন্ কটকে আসিবার কালে হরাকপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি গিরিশৃঙ্গোত্থিত নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার অনুচরবর্গ নেমাজ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই গিরিশৃঙ্গাভিমুখে যাইতে চাহিল। কিন্তু সুজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, যদি আমরা উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তবে ফিরিবার সময়ে সকলে ঐ গিরিশৃঙ্গে গিয়া নেমাজ করিব। সুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সসৈন্যে শৃঙ্গোপরি আসিয়া নেমাজ করিলেন। এইখানে তিনি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।"

হিন্দুরা এই শৃঙ্গকে মণ্ডপ বলিয়া থাকেন। শৃঙ্গের নীচেই মণ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরা মণ্ডযজ্ঞ করিতেন।

উদয়গিরি—আসিয়া গিরিমালার ৪টি শৃঙ্গের মধ্যে উদয়গিরিও একটি। আসিয়া গিরিমালার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধগণের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। শৃঙ্গের উচ্চভাগ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে এখানে যে অনেক সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধচৈত্য ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে মূর্ত্তি দেখিতে পান। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট্, একখানি পাথর খুদিয়া এই মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক জঙ্গলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। পদ্মপাণির বামহস্তে পদ্ম; নাসিকা, বাহু ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ডানহাত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পদ্মপাণির মূর্ত্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কূপ কাটা হইয়াছে, কূপ বিস্তারে ২৩ ফিট্, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্য্যন্ত ২৮ ফিট্, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহা দৈর্ঘে সাড়ে ৯৪ ½ ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে দুইটা বড় বড় থাম আছে, এখন থামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শৃঙ্গের ৫০ ফিট্ উপরে জঙ্গল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়া আছে, বৌদ্ধরাজাদিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতিগণের সমাবেশ হইত। বৌদ্ধদিগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে অনেকগুলি দেবদেবী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেবদ্বেষী মুসলমানেরা অনেক মূর্ত্তির মস্তক ও বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানকার হিন্দুরা ঐ সকল মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এই জঙ্গল মধ্যে একটী বৃহৎ তোরণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যাননিমিলত নেত্রে বসিয়া আছেন। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণের সোজা পাথরখানি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিতরে যেন সহস্র নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, পাহাড় কাটিয়া কত যত্নের সহিত ঐ পদ্মগুলি খোদাই করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে কতকগুলি সশস্ত্র নরনারীমূর্ত্তি। মধ্য-স্তবকে কুসুমমালা বিভূষিত। চতুর্থ স্তবকে হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষরমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সকলেই ফুলমালা দিয়া আবদ্ধ। শেষ স্তবক দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়, কি সুন্দর কুসুমচিত্র! আহা এই নির্জ্জন বনমধ্যে কে সাধ করিয়া পাথরে ফুলের মালা গাঁথিল, ভাবিতে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

তোরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়। গৃহখানির চারিদিক কাঁটা গাছে ঢাকা। গৃহমধ্যে এক প্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি ৫½ ফিট উচ্চ। দেবদ্বেষী যবনেরা ইহার দক্ষিণ হস্ত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

অচল-বসন্ত—আসিয়া গিরির আর একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের নীচে মাঝিপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে,

পূর্ব্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুরাজগণের আবাস ছিল। এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ ও সুদৃঢ়প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বড়দেলী—আসিয়াগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার পাদদেশে এখানকার দুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুসলমান ও মার্হাট্টাদিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমে যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, এখানকার রাজা অবাধ্য হইয়া বৃটীশের অধীনতা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হইল। এখন সেই প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

নল্‌তিগিরি—এই গিরিও আসিয়া গিরির অংশ, কেবল মধ্যে বিরূপানদীর দ্বারা দুইটী স্বতন্ত্র হইয়াছে। মটকদনগর পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় একটা জন্মে না। গিরির নিম্ন শৃঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, পূর্ব্বকালে উহাই বৌদ্ধমন্দিররূপে সুশোভিত ছিল। মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে, ৭।৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সকল এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান লক্ষিত হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ গোরস্থান নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর পড়িয়া আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি। এখানকার লোকে ঐ সকল মূর্ত্তিকে অনন্তপুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

নল্‌তিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহস্র ফিট। এই শৃঙ্গের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। ইহারই ৫০০ ফিট নিম্নে হাতিখাল নামে একটি গুহা আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এইখানে ছয়টি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকট প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অদূরে দুইটি সিংহোপরি শতদল-আসনা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমরাবতী—এই পাহাড়কে এক্ষণে সকলে চটীয়া পাহাড় বলে। পাহাড়ের পূর্ব্বপাদদেশে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটী পাথর দিয়া যেরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এই ভগ্নদুর্গের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের লোকেরা এই দুর্গের পাথর খুলিয়া লইয়া রাস্তায় লাগাইয়াছে। এই ভগ্ন দুর্গের এক দিকে ২টি সুসজ্জিত ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্দ্ধ মাইল জুড়িয়া নীলপুকুর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে।

মহাবিনায়ক—বারুণীবাণ্টা গিরিমালায় একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ অতি পূর্ব্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়ায় পূর্ব্বসৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শৈবযাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে এক স্থান দেখিতে হস্তী শুণ্ডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক বা গণেশমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাড়ের দক্ষিণমুখ শিব এবং বামমুখ গৌরী বলিয়া পূজিত হয়। এখান হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার জলেই দেবার্চ্চনা হয়। প্রপাতের নিকট শিবের অষ্টলিঙ্গ আছে।

নদী—কটক জেলা তিন প্রধান নদীতে বিভক্ত, উত্তরে কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী নদী মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় পূজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডব এই নদীতে আসিয়া তর্পণ ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিখণ্ডকে পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী দেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেলা শস্যশালিনী। নদীগুলি উচ্চ স্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত নয়, অথবা অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কটক জেলাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কটক জেলায় জম্বু, বাকুদ প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে।

নগর—কটক জেলার এই কয়েকটি নগর—১ কটক, ২ যাজপুর, ৩ কেন্দ্রাপাড়া, ৪ জগৎসিংহপুর।

১ কটক—যেখানে মহানদী দ্বিধারা হইয়া দ্বীপাকার হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটজুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অবস্থিত। অক্ষা ২০°২৯´ ৪´´ উঃ, দ্রাঘি ৮৫° ৫৪´ ২৯´´ পূঃ।

কটক নগর আজকালের সহর নয়। মাদলাপঞ্জীর মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে কেশরীবংশীয় কোন নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও অনেক পূর্ব্বে আর এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবগুপ্তের অনুশাসন পত্রে কটকের উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন, অতএব ঐ সময়ে সেই কটক বিদ্যমান

ছিল। (Indian Autiquray, Vol. V. 60.) কটকনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে চৌদ্বার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে সাধারণে কটকচৌদ্বার বলিয়া থাকে। এক সময়ে এই স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পঞ্জীর মতে এই নগর সর্পযজ্ঞ কালে রাজা জনমেজয় কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, এই কটকচৌদ্বারই ভবগুপ্তের অনুশাসনোক্ত কটক হইবে। যদিও কটকচৌদ্বারের আর পূর্ব্বশ্রী নাই. কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন নগরের পার্শ্বে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উৎকল-রাজ চোরগঙ্গার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ জলা-শয় খনন করা হইয়াছিল, এখনও এখানকার লোকে এই জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কটকনগরেও বড়বাটী নামে একটি দুর্গ আছে। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গভীম এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ, আহ্মদশাহের শাসনকালে এই দুর্গের উত্তরপশ্চিম প্রাকারসংযুক্ত ও পূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মিত হয়। দুর্গটি দুই দফা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে গড়খাই কাটা, দুর্গের মধ্যে একটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন অকবরীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা বাটী ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান কার্য্যালয় আছে।

২ যাজপুর—এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু-দিগের পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এইখানে আমাদের পুরাণোক্ত বিরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর যাজপুর সবডিভি-সনের প্রধান স্থান।

[যাজপুর ও বিরজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ কেন্দ্রাপাড়া—এই নগর মহানদীর চিত্তরতলা নাম্নী শাখার উত্তরে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রদিগের সময়ে এখানে একজন ফৌজদার ছিলেন, কুজঙ্গের রাজা তৎকালে নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্যই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

উদ্ভিজ্জ—কটক জেলায় ধান বেশ জন্মে, এখানে বিয়ালী, দোকসলী ও সাথিয়া ধানই প্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, এখানে সেইরূপ 'শারদ' জন্মে। আমনের ন্যায় শারদও নানাপ্রকার। বুট, ছোলা, মুগ, ব্রীহি, অড়হর, প্রভৃতি ডাল, সরিষা, তামাক, হলুদ, মেথী, পানমৌরী, পিয়াজ, রশুন, তিসি, খসা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঔষধবৃক্ষের মধ্যে—আমলা, আক্রাস্তা, অর্জ্জুন, অর্ক, আশুয়াবট, অশ্বগন্ধা, অশোক, আম, বেল, ভৃঙ্গরাজ, বামন-হাটি, বকুল, বজ্রমূলা, ভালিয়া, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণা, বাসং, ভূতারি, বায়গোবা, বরকোলি, ভূঁই-বারুণী, বাকুচী, অনন্তমূল, চিরেতা, চিতামূল, লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, ধুতুরা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, দুধিয়া-লতা, গজপিপুল, ঘৃতকুমারী, গোলঞ্চ, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদাম, হরিতকী, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী জায়-ফল, কৃষ্ণপর্ণী, কাঁটাকুসুম, কুচিলা, কালাদানা, কামরাঙ্গা, খেৎপাপড়া, কাসন্দী, মুথা, মটমটিয়া, মানকচু, মহানিম, নিম, নাগেশ্বর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নালতে, পলাশ, রক্তচন্দন, তেঁতুল, তালমূলী, সোমরাজ, সজিনা, সোঁদাল, শালপাণী, সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে কটকজেলা নিতান্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই; কৃষকেরাও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

[বালেশ্বর, পুরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কটকট (ত্রি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিত্বম্। ১ অত্যন্ত। ২ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৩ (পুং) মহাদেব। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটকটা (অব্য) কটকট-ডাচ্ (অব্যক্তানুকরণাদ্ দ্ব্যজবরার্ধা-দনিতৌ ডাচ্। পা ৫। ৪। ৫৭।) অনুকরণ শব্দবিশেষ।

("মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোরৈরন্যোহন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ॥"
ভারত বন ১৫৭ অঃ।)

কটকার (ত্রি) কটং করোতি, কট-কৃ অণ্। শিল্পকার জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে গোপনে বৈশ্য কর্ত্তৃক এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। মাদুর, দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদিগের ব্যবসায়।

কটকী [ন্] (পুং) কটকো হস্যাস্তি, কটক-ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ (ত্রি) কটকযুক্ত।

কটকীয় (ত্রি) কটকায় হিতঃ, কটক-ছ। বলয়াদি প্রস্তুতের উপকরণ, স্বর্ণাদি।

কটকোল (পুং) কটতি প্রবতি, কট্-অচ্; কটস্ত কোলো ঘনীভাবো যত্র, বহুব্রী। নিষ্ঠীবনপাত্র, পিক্‌দানী।

(কটকোলঃ পুংসি পতদ্‌গ্রহে। শব্দাব্ধি।)

কটখাদক (ত্রি) কটং তৃণাদিকং সর্ব্বমেব খাদতি, কট-খাদ-ণ্বুল্। ১ সর্ব্বভক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক। ৩ (পুং) কাচকলস। ৪ কাক। ৫ শৃগাল।

কটঘোষ (পুং) কটপ্রধানো ঘোষঃ, মধ্যপদলো°। ১ গোয়াল-পাড়া। ২ পূর্ব্বদেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটঙ্কট (পুং) কটং শবং কটতি আলয়া আবৃণোতি, কট-কট্ বাহুলকাৎ খচ্। ১ অগ্নি।

("কটঙ্কটায় ভাবায় নমঃ পঞ্চপলায় চ।" অগ্নিপু°।)

২ স্বর্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র।

কটঙ্কটেরী (স্ত্রী) কটঙ্কটং বহ্নিজং সুবর্ণতুল্যং বা কান্তিম্ ঈরয়তি জ্ঞাপয়তি, কটঙ্কট ঈর-অণ্-ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা।

কটচ্চুরি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কট-চ্চুরী নামে উক্ত হইয়াছে। (নাগর ২৭০।৪)

পূর্ব্বকালে কটচ্চুরি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কল-চুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।]

কটদান (ক্লী) কটো দেহবর্ত্তনং দীয়তেঽত্র কট-দা-ল্যুট্। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বপরিবর্ত্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্য। দেশভেদে নাম 'করোট দেওয়া।'

কটন (ক্লী) কটেন তৃণাদিনা অন্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন-অচ্। গৃহাচ্ছাদন, চাল।

কটনগর (ক্লী) পূর্ব্বদেশীয় নগরবিশেষ।

কটপল্বলা (ক্লী) প্রাগ্‌দেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটপূতন (পুং) কটস্থ শবস্ত পূতাং তনোতি কটপূ-তন-অচ্। প্রেতবিশেষ। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শব ভক্ষণ করে।

"অমেধ্যং কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥" মনু ১২।৭১।

কটপ্রূ (পুং) কটে শ্মশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। (ক্বিব্বচি-প্রচ্ছি-শ্রিস্রুদ্রু-প্রজ্বাং দীর্ঘোঽসম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২।৫৭।) ১ মহাদেব। ২ রাক্ষস। ৩ বিদ্যাধর। ৪ পাশাক্রীড়ক।

(কটপ্রূঃ পুংসি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে তথা স্যাদক্ষদেবতে। মেদিনী।)

৫ কীট। ৬ বহুরূপী। (কটপ্রূঃ কামরূপী কীটশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কটপ্রোথ (পুং, ক্লী) কটস্ত কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ ৬-তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব।

(কটপ্রোথঃ স্ফিচি পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্যানাং হস্তেন ভঙ্গঃ। ১ হাত দিয়া শস্য ছেঁড়া। ২ (কটস্য সৈন্যসংঘস্য ভঙ্গো যস্মাৎ) রাজবিনাশ।

(কটভঙ্গস্তু শস্যানাং হস্তচ্ছেদে নৃপাত্যয়ে। মেদিনী।)

কটভী (স্ত্রী) কটবদ্ ভাতি, কট-ভা-ড-ঙীষ্। ১ জ্যোতিষ্মতী-লতা, নয়াফট্‌কী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু ও তিক্ত রস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমন-কারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক ও স্মৃতিশক্তিপ্রদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কটভী, জ্যোতিষ্ক, কঙ্গুনী, পারাবত-পদী, পণ্যালতা ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নাস্তিক, শোণ্ডী, পাটলী, ফিণিহী, মধুরেণু, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈড়র্য্য ও শ্যামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বায়ু, কফ ও অজীর্ণরোগনাশক। কটভী শ্বেত ও নীলভেদে দ্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার ফলেরও ঐ সকল গুণ, তবে ফল কফশুক্রকারী। [অপরা-জিতা দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ।

কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিণ্বাদ্যৌষধীনাং মালা সাধন-ত্বেন অস্যাঃ অস্তি, কটমালা-ইনি-ঙীপ্। মদিরা; কিণ্বাদি ঔষধসমূহের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কটম্ব (পুং) কটতি, কট-অম্বচ্ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪।৮২।) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আব্রিয়তে শত্রুরনেন) বাণ। (কটম্বস্তু বাদ্যভিদি বাণে। শব্দাব্ধি।)

কটম্বরা (স্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট-বৃ-অচ্-টাপ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কটম্ভর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্ত্তি, কট-ভৃ-অচ্, মুম্ চ (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃ বৃজিধারিসহিতাপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬।) ১ শোণাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃক্ষ।

কটম্ভরা (স্ত্রী) কটম্ভর-টাপ্। ১ রাজবালা। ২ প্রসারিণী, গন্ধভাদুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। ৫ কলম্বিকা। ৬ গোলা। ৭ পুনর্ণবা। ৮ মূর্ব্বা।

(কটম্ভরা প্রসারিণ্যাং গোলায়াং গজযোষিতি।
কলম্বিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ষাভূমূর্ব্বয়োরপি॥
হেম অনে ৪।২৪৬-৭)

কটরকটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটরমটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ছোলাভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণকালে যে শব্দ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রণো যুদ্ধকৃতোহস্য, বহুব্রী। ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ।]

(কটব্রণঃ পুমান্ ভীমে। শব্দাব্ধি।)

কটশর্করা (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্টরসত্বাৎ যস্যাঃ, বহুব্রী। গাঙ্গেষ্টীলতা, নাটাকরঞ্জা।

(কটশর্করা তু নাটাকরঞ্জকে স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কটা (স্ত্রী) কটুকী। ২ (দেশজ) রুক্ষ গৌরবর্ণ, কটাসে।

কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছ্রেণ জীবিকাং নির্বাহয়তি, কট-কাকু (কটিকাযিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩।৭৭।) পক্ষী।

কটাক্ষ (পুং) কটৌ অতিশয়িতৌ অক্ষিণী যত্র, কট-অক্ষি-ষচ্ (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩।) কটং গণ্ডং অক্ষতি ব্যাপ্নোতি, কট-অক্ষ-অচ্ বা। ১ অপাঙ্গ দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন।

("ইত্যলং উপজীব্যানাং মান্যানাং ব্যাখ্যানেষু কটাক্ষনিক্ষেপেণ।" সাহিত্যদং।)

কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টনেন জাতোহগ্নিঃ ৩-তৎ। তৃণাদি বেষ্টনের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করা হয়।

"উভাবপি তু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥"

মনু ৮।২৭৭।

কটাটঙ্ক (পুং) শিব।

কটাৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটায়ন (ক্লী) কটস্থ আসনবিশেষস্য অয়নং উৎপত্তিস্থানং, ৬-তৎ। বেণামূল। (কটায়নস্তু বীরণে। শব্দাব্ধি।)

কটার (পুং) কটং কন্দর্পমদং ঋচ্ছতি, কট-ঋ-অণ্। ১ কামী। ২ লম্পট।

কটাল (ত্রি) কটোহস্যাস্তি কট-লচ্-আত্বং (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) মন্দ গণ্ডযুক্ত।

কটাস (কটাক্ষ)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিতস্তানদীতীরবর্তী একটি তীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই তীর্থ দর্শন করিতে বিস্তর লোক আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং বর্ণিত 'পুণ্য প্রস্রবণ' ছিল।

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপাদিকং আহন্তি নিবারয়তি, কট-আ-হন্-ড। ১ কাছিমের খোলা। ২ দ্বীপবিশেষ। ৩ পাক-পাত্রবিশেষ, কড়া। ৪ ভাজনাখোলা। ৫ কটং শক্রং আহন্তি। অল্পশৃঙ্গযুক্ত মহিষশাবক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্ক্কর। ৮ কূপ। ৯ সূর্য্য। ১০ মাথার খুলি। ১১ কাছাড়।

কটাহক (ক্লী) কটাহ-স্বার্থে কন্। কড়া।

কটি (পুং, স্ত্রী) কট্যতে বস্ত্রাদিনা সংব্রিয়তেহসৌ, কট-ইন্। শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাঁকাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কট, শ্রোণিফলক, শ্রোণী, ককুদ্মতী, শ্রোণিফল, কটী, শ্রোণি, কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করভ।

সুশ্রুত মতে কটিদেশে পাঁচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে গুহ্য, যোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ত্রিক স্থানে ১ খানি, অস্থিসংঘাতক ১, অস্থিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুন্নসেবনী। স্নায়ু ৬০, পেশী উভয় নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ মর্ম্ম অস্থিমর্ম্ম ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অনতি নিম্নে কুকুন্দর নামক দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা হইতে কোনরূপে শোণিতস্রাব হইলে স্পর্শ-জ্ঞানশূন্য ও নিম্ন শরীরের চেষ্টা (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি) বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্শ্বান্তরে প্রতিবদ্ধ নিতম্ব নামক মর্ম্মদ্বয়, তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃকায়ের শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম মূত্রাশয় বা বস্তি; অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য কারণে তাহার উভয় দিক্ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হয়। এক পার্শ্বভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটিদেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচাক ও কেশের মধ্যস্থলে দুই দুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রুত শারীর ৫।৬ অঃ।)

কটিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা কটিরস্যাঃ, কটি-কন্-টাপ্। যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি সুন্দর।

কটিকূপ (ক্লী) কটিদেশস্থং কূপম্, মধ্যপদলোং। নিতম্বস্থ গর্ত্তদ্বয়, ককুন্দর।

কটিতট (ক্লী) কটিরেব তটং স্থানম্। কটিদেশ।

কটিত্র (ক্লী) কটিং ত্রায়তে, কটি-ত্রৈ-ক। ১ পরিধেয় বস্ত্র। ২ চন্দ্রহার। ৩ কটিবর্ম্ম। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ।

("মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ।
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্॥" ভাগ ৬।১৬।৩০।)

কটিদেশ (ক্লী) কটিনামকং দেশং অবয়বম্, মধ্যপদলোং। কোমর, কাঁকাল।

কটিন্ (ত্রি) কটোহস্তস্য, কট-ইনি (বৃঙ্গণকঠজিল ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কটিযুক্ত। [কটি দেখ।]

কটিপ্রোথ (পুং) কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ, ৬তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্ফিক্, পুলক, কটিপ্রোথ, কটি, প্রোথ ও পুল।

কটিভূষণ (ক্লী) কটের্ভূষণম্, ৬-তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, চন্দ্রহার।

কটিমালিকা (স্ত্রী) কটৌ মালেব, কটিমাল-কন্-ইত্বম্। চন্দ্রহার।

কটিরোহক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চাদ্ভাগং রোহতি, কটি-রুহ-ণ্বুল্। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্তীতে আরোহণ করে।

কটিল্ল (পুং) কটতি লতায়াং উৎপন্নতে, কট্-বাহুলকাৎ ল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কটিল্লক (পুং) কটিল্ল-স্বার্থে কন্। করেলা।

কটিবন্ধ (পুং) কটির্বধ্যতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ্। কোমরবন্ধ, যাহা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখা যায়।

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্ষসংজ্ঞায়াং কন্। কটিদেশ। (স্যাৎ কটিশীর্ষকঃ স্ফিচি। শব্দাব্ধি।)

কটিশূল (পুং) কটিস্থঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্ম্মধা০। কটিদেশস্থ শূলরোগ, কফ ও বায়ুজন্য কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। গরুড় পুরাণের মতে—ইহার ঔষধ, একভাগ কুড় ও দুইভাগ হরীতকী উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ হয়। [শূল দেখ।]

কটিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কট্যাঃ শৃঙ্খলা, ৬-তৎ। কটিদেশে ধারণের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঘুঙুর।

কটিসূত্র (ক্লী) কট্যাং ধার্য্যং সূত্রম্, মধ্যপদলো০। ১ চন্দ্রহার। ২ ঘুন্সি। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাস সূত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

কটী [ন্] (ত্রি) কটঃ গণ্ডস্থলং প্রাশস্ত্যেনাস্যাস্তীতি কটঅস্ত্যর্থে ইনি (বৃন্দন্ কঠজিলসেনি ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০) হস্তী।

কটী (স্ত্রী) কটি-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১। ১ পিপ্পলী। ২ শ্রোণিদেশ।

কটীতল (পুং) কট্যাং তলমাস্পদমস্য। অস্য কটিদেশধারণপ্রসিদ্ধেঃ কটীতল ইতি খ্যাতিঃ। বক্রখড়্গ, তলবার।

কটীর (পুং) কট্যতে আশ্রিয়তেঽসৌ, কট্যতে গম্যতেঽনেন ইতি কর্ম্মণি করণে বা কট-ইরন্ (কৃশৃপৃকটিপটিশৌটিভ্য ইরন্। উণ্ ৪। ৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪ কটি। (ক্লী) কট্যতে আশ্রিয়তে ইদং বাসসা ইতি কর্ম্মণি কট-ইরন্। কটি।

কটীরক (পুং) কটীর-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা, কন্। ১ জঘন। ২ কন্দর, গিরিগহ্বর। (পুং, ক্লী) কটি।

কটু (ক্লী) কটতি সদাচারমাবৃণোতীতি। কট-উণ্। ১ অসৎকার্য্য। ২ ভূষণ।

কটু (পুং) কটতি তীক্ষ্ণতয়া রসনাং মুখং বা আবৃণোতি, যদ্বা কটতি বর্ষতি চক্ষুর্মুখনাসিকাদিভ্যো জলং দ্রাবয়তীতি। কট্-উণ্ (অণশ্চ (১।৮) উণাদিসূত্রে চকারাৎ) কটিবটিভ্যাং চ।) ঝাল। বাভটমতে কটুরসের লক্ষণ—জিহ্বা চিম্ চিম্ করিয়া অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালাস্রাব হয়, এবং গণ্ডদ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে ইহার গুণ—মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, ভুক্ত বস্তুর পরিশোধক, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাবকারক, ইন্দ্রিয়সকল প্রফুল্লজনক; অলসক, শোথ, উদর্দ্ধ, অভিষ্যন্দ, স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ ও মলনাশক; অন্নের রুচিকারক; কণ্ডূ, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে স্রোতঃসকল আবৃত এবং শ্লেষ্মার উপশম করে।

কটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, গ্লানি, অবসাদ, কৃশতা, মূর্চ্ছা, প্রাপ্তি, কণ্ঠদাহ, শারীরিক তাপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা; এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুল্য জন্য ভ্রম, মদ, বেদনা, কম্প, সূচীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহুপার্শ্বে অন্যান্য বায়ুজন্য বিকার উপস্থিত হয়। ২ চাঁপাগাছ। ৩ চীনকর্পূর। ৪ পটোল। ৫ কটীলতা। (স্ত্রী) ৬ কটুকী। ৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮ রাইসর্ষপ। (ত্রি) ৯ তিক্ত। ১০ কষায়। ১১ বিরস। ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অপ্রিয়। ১৪ তীক্ষ্ণ। ১৫ উষ্ণ। ১৬ সুরভি। ১৭ দুর্গন্ধ। ১৮ কুৎসিত। ১৯ কটুরসবিশিষ্ট। ২০ (ক্লী) অকার্য্য।

কটুক (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ং, কটু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। ২ (কটু-স্বার্থে কন্) (ত্রি) অপ্রিয়। ("দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্।"
ভারত অনুদ্যূত ৭৭। ১

(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ সুগন্ধি তৃণ। ৬ কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাটা।

কটুকত্রয় (ক্লী) কটুকানাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬-তৎ। ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ।

কটুকত্ব (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ, কটুক-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কটুতা।

কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দো মূলমস্য। ১ সজিনাগাছ। ২ আদা। ৩ লশুন। (কটুকন্দঃ পুমান্ শিগ্রৌ শৃঙ্গবেররসোনয়োঃ। মেদিনী।)

কটুকফল (ক্লী) কটুকং ফলমস্য, বহুব্রী। কক্কোল।

কটুকভক্ষী [ন্] (পুং) গোত্রপ্রবরবিশেষ।

কটুকরঞ্জ (পুং) নাটা করঞ্জ।

কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুকা সতী রোহতি, কটুক-রুহ-ণিনি। কটকী।

কটুকবল্লী (স্ত্রী) কটুকা চাসৌ বল্লী চেতি, কর্ম্মধা। কটকী।

কটুকা (স্ত্রী) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ কটকী, ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—জননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্ব্বা, দ্বিজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধী, কটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুরোহিণী, কটুকরোহিণী, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পামঘ্নী, কটম্বরা, কচুম্ভরা ও অশোকা। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অরুচি, শ্বাস ও জ্বরনাশক। ২ তাম্বুলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ।

কটুকাদ্যলৌহ (ক্লী) শোথাধিকারের বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ কটকী, ত্রিকটু, দন্তিমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কটুকীগ্রাম। চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ৪২। ৮২)

কটুকাটব্য (ক্লী) কটু চ তৎ কাটব্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ অত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গালাগালি।

কটুকালাবু (পুং) কটুকশ্চাসৌ অলাবুশ্চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ।

কটুকী (স্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্-ঙীষ্। কটকী।

কটুকীট (পুং) কটু তীক্ষ্ণঃ দংশনেন দুঃখপ্রদঃ কীটঃ কর্ম্মধা। মশক, মশা। (কটুকীটস্তু মশকে। শব্দাব্ধি।)

কটুকীটক (পুং) কটুকীট-স্বার্থে কন্। মশক।

কটুক্বাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ কাণঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। টিট্টিভ পক্ষী।

(টিট্টিভস্তু কটুক্বাণ উৎপাদ শয়নশ্চ সঃ। হেম ৪। ৩৯৬।)

কটুগ্রন্থি (ক্লী) কটুস্তীব্রো গ্রন্থিমূলস্য, বহুব্রী। ১ পিপ্পলী মূল। ২ শুণ্ঠী।

কটুঙ্কতা (স্ত্রী) কটু দূষিতং করোতি, কটু-কৃ-ড নুম্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) তস্য ভাবঃ, কটুঙ্ক-তল্-টাপ্। নিত্যকর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠুরতা।

(নিত্যকর্ম্মসমাচারনিষ্ঠুরত্বে কটুঙ্কতা। হারা।)

কটুচাতুর্জাতক (ক্লী) চতুর্ভ্যো জাতকং স্বার্থে অণ্, কটু চ তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচ এই চারিটী বস্তুবোধক।

কটুচ্ছদ (পুং) কটুচ্ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। টগর বৃক্ষ। (কটুচ্ছদস্তু টগরে। শব্দাব্ধি।)

কটুতা (স্ত্রী) কটু-তল্-টাপ্। ১ উগ্রতা। ২ তীক্ষ্ণতা। ৩ অপ্রিয়তা। ৪ কর্কশতা।

কটুতিক্তক (পুং) কটুশ্চাসৌ তিক্তশ্চেতি, কটুতিক্ত অল্পার্থে-কন্। ১ শোণগাছ। ২ চিরাতা।

কটুতিক্তা (স্ত্রী) বিপাকে কটুঃ স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ।

কটুতিক্তিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডী (স্ত্রী) কটু তীব্রং তুণ্ডমস্যাঃ, কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। লতাবিশেষ, তিক্তঝিঙা। কটুতরাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিক্ততুণ্ডী, তিক্তাখ্যা, কটুকা।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত; কফ, বমন, বিষ, অরোচক, রক্ত ও পিত্তনাশক, স্রোতঃশোধক এবং বিরেচক।

কটুতুম্বী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ তুম্বী চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজা ও তুম্বিকা।

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, শ্বাস, বায়ু, কাস, শোথ, ব্রণ, শূকবিষ, পাণ্ডু, কৃমি ও কফনাশক, শোধক এবং লঘুপাকী। [অলাবু দেখ।]

কটুতৈল (ক্লী) কটু তীক্ষ্ণং তৈলং কর্ম্মধা। সরিষার তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপক, কটুরস ও পাকে কটু, লঘু, শরীরের কৃশতাকারক, লেখন, উষ্ণস্পর্শ ও উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তদূষিতকর, কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি, শ্বিত্র (ধবল) কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। রাইসরিষা ও শ্বেতসরিষার তৈলও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্ষপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক রোগনাশক তৈল প্রস্তুত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্তুতের পূর্ব্বে তৈলে মূর্চ্ছাপাক দিতে হয়।

কটুতৈলের মূর্চ্ছাপাক এইরূপ—দৃঢ় কড়ায় করিয়া তৈল মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, ফেনশূন্য হইলে উনুন বা চুল্লী হইতে নামাইয়া মঞ্জিষ্ঠা, আমলা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, নালুকা ও বহেড়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বস্তুই শিলে পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। ৴৪ চারিসের তৈলের উপযুক্ত

দ্রব্য পরিমাণ,—মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল ।৬ সের।

কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬তৎ। ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। বাভটে লিখিত আছে,—ত্রিকটু স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

কটুদলা (স্ত্রী) কটু দলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। কর্কটী, কাঁকুড়।

কটুনিষ্পাব (পুং) কটুশ্চাসৌ নিষ্পাবশ্চেতি, কর্ম্মধা। নদী-তীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিশেষ।

কটুপত্র (পুং) কটু তীব্রং পত্রং যস্য, বহুব্রী। পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া।

কটুপত্রিকা (স্ত্রী) কটু পত্রং যস্যাঃ কটুপত্র কপ্-টাপ্-অচ্-ইত্বম্। কণ্টকারীবৃক্ষ। [কণ্টকারী দেখ।]

কটুপাক (ত্রি) কটুঃ পাকেঽস্য। ১ যে সকল দ্রব্য পাক কালে কটু হয়। ২ যে সকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণবহুলদ্রব্য কটুপাক হইয়া থাকে। কটুপাক দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

কটুপাকী [ন্] (ত্রি) কটুঃ পাকোঽস্যাস্য কটুপাক-ইনি। কটুপাকযুক্ত দ্রব্য।

কটুফল (পুং) কটু ফলমস্য, বহুব্রী। পটোল। [পটোল দেখ।]

কটুফলা (স্ত্রী) কটু ফলমস্যাঃ বহুব্রী। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কটুভঙ্গ (পুং) কটু একৈকদেশভঙ্গশ্চ যস্য। শুণ্ঠী।

কটুভদ্র (ক্লী) কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্। ১ শুণ্ঠী। ২ আর্দ্রক, আদা।

কটুভাষী [ন্] (ত্রি) কটু কর্কশং ভাষতে কটু-ভাষ-ণিনি। যে কটুবাক্য বলে।

কটুমঞ্জরিকা (স্ত্রী) কট্বী তীক্ষ্ণা মঞ্জরী অস্তি অস্যাঃ, কটুমঞ্জরী অচ্-ঙীস্-সংজ্ঞায়াং কন্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। অপামার্গ, অপাং। [অপামার্গ দেখ।]

কটুমোদ (ক্লী) কটুরেব মোদঃ গন্ধোঽস্য, বহুব্রী। জ্বরাদি নাশক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কটুম্ভরা (স্ত্রী) কটু বিভর্ত্তি, কটু-ভৃ-খচ্-মুম্-টাপ্। ১ কটকী। ২ গন্ধভাদুলে।

কটুর (ক্লী) কটতি বর্ষতি মন্থনেন গুণান্তরং বা, কট-উরন্ তক্র, ঘোল। [তক্র দেখ]

কটুরব (পুং) কটুঃ কর্কশো রবো ধ্বনি র্যস্য, বহুব্রী। ভেক, ব্যাঙ্।

কটুরোহিণী (স্ত্রী) কটু চাসৌ রোহিণী চেতি কর্ম্মধা। কটুঃ সতীরোহতি কটু-রুহ-ণিনি-ঙীপ্ বা। কটকী।

কটুলিঙ্গ গৌড়জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়।

কটুবর্গ (পুং) কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ। সুশ্রুতে এই সকল দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, করেণুকা, এলা, যমানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গ, বামনহাটী মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী; সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্ঝক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমাল, কাসমর্দ্দ, ক্ষবক, খরপুষ্প, কটফল, সুরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, কাকমাচী বিষমুষ্টি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অন্যবিধ সজিনা মূলা, লশুন, মৌরী, কুড়, দেবদারু, বল্গুজফল, গুগ্গুল, মুথা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্যসকল। ধুনা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণের অন্তর্ভুত।

কটুবার্ত্তাকী (স্ত্রী) কট্বী চাসৌ বার্ত্তাকী চেতি, কর্ম্মধা। শ্বেত কণ্টকারী।

কটুবিপাক (ত্রি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যস্য, বহুব্রী। কটুপাক দ্রব্য।

কটুবীজা (স্ত্রী) কটু বীজং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল।

কটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনাং শৃঙ্গায় প্রাধান্যায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কটু-শৃঙ্গ-অল্-অচ্। গৌরসুবর্ণ শাকবিশেষ।

কটুস্নেহ (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহো যস্য, বহুব্রী। ১ সর্ষপ। ২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। ৩ (কর্ম্মধা) কটুতৈল, সরিষার তৈল।

কটূৎকট (ক্লী) কটুষু উৎকটম্, ৭তৎ। আদা।

কটূৎকটক (ক্লী) উটূৎকট-সংজ্ঞায়াং কন্। শুঁট।

কটোদক (ক্লী) কটায় প্রেতায় দেয়মুদকং। প্রেতের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়।

কটোর (ক্লী) কট্যতে বৃষ্যতে নিষিচ্যতে বা ভক্ষ্যদ্রব্যং যত্র, কট-ওলচ্, লস্য রত্বম্। পাত্রবিশেষ, বাটী, কটোরা।

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্। বাটী।

কটোরা (স্ত্রী) কটোর-টাপ্। বাটী। মৃত্তিকানির্ম্মিত বাটীর ন্যায় ক্ষুদ্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা' বা 'কট্রা' বলা হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ বাটী মাত্রকেই কটোরা বা কট্রী বলিয়া থাকে।

কটোল (পুং) কটোতি আবৃণোতি সদাচারং অন্তরসং বা' কট-উলচ্ (কপিগডিগণ্ডিকটিপাটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১৬৭।) ১ কটুরস। ২ (ত্রি) কটুরসযুক্ত দ্রব্য।
(কটোলঃ কটুঃ কটোলশ্চাণ্ডালঃ উজ্জ্বলদত্ত।)

কটোলবীণা (স্ত্রী) কটোলস্য চণ্ডালস্য বীণা বাদ্যবিশেষঃ, ৬তৎ। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষঃ, ইহার সাধারণ নাম কেন্দুড়া।

(কটোলবীণা কেন্দুড়াহ্বয়যন্ত্রকে। শব্দাব্ধি।)

কট্‌কট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটে (দেশজ) ১ শুষ্ক, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা বয়সের অনুপযুক্ত কথা বলে। ৩ যে সকল জন্তু 'কট্‌কট' শব্দ করে, যেমন কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি। ৪ চালক। ৫৺জগন্নাথদেবের প্রসাদবিশেষ।

কট্‌কিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা দেওয়ার নাম।

কট্‌কিনাদার (পারস্য) যে ব্যক্তি এক বৎসরের জন্য জমি ইজারা লয়।

কট্‌কেনা (দেশজ) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন নিয়মে পালন করা। "ভুলিয়া সে মাটী, দিবে ছড়াঝাটি, রাধিকার এটী কট্‌কেনা।" রাসু।

কট্‌কী (দেশজ) কটুকীশব্দের অপভ্রংশ, ঔষধবিশেষ।

কট্‌ফল (পুং) কটতি কটুতয়া অন্যরসং আবৃণোতি, কট-কিপ্‌। কট্‌ ফলং যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়ফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য, শ্রীপর্ণী, কাফল, পরুষকুমুদী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচিনাশক।

কট্‌ফলা (স্ত্রী) কটু ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। ১ গাম্ভারী গাছ। ২ বৃহতী। ৩ কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫ বার্ত্তাকী। ৬ মৃগের্ব্বারু।

কট্‌ফলাদি [বৃহৎ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গি, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিঙ্গ্‌, বেড়েলা, শোনাছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী চাকুন্দে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, সমুদায় ১ তোলা, ৩২ তোলা জলের সহিত জ্বাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণমূলের শোথ, হনুগত রোগ, মুখরোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্ম জন্য বধিরতা নষ্ট হয়।

কট্‌বঙ্গ (পুং) কটু অঙ্গমস্য, বহুব্রী। ১ শোনাগাছ। (কটু উগ্রং বীর্য্যব্যঞ্জকং অঙ্গং কলেবরমস্য) ২ দিলীপ নামক সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

(কট্‌বঙ্গস্তু দিলীপকে। সূর্য্যবংশরাজভেদে শ্যোনাকে। শব্দাব্ধি।)

[খট্বাঙ্গ দেখ।]

কট্‌বর (ক্লী) কটতি বর্ধতি রসান্তরং, কট্‌-ষ্বরচ্‌ (ছিত্বর ছত্বর ধীবর পীবর মীবর চীবর তীবর নীবর গহ্বর কট্‌বরসংযদ্বরাঃ। উণ্‌ ৩।১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ঘোল। ২ ব্যঞ্জন (কট্‌বরং ব্যঞ্জনম্‌। উজ্জ্বল।)

কট্‌বরতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের তৈলবিশেষ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

স্বল্প কট্‌বরতৈল—তিলতৈল /৪ সের, কট্‌বর ।।৪ সের ও সচললবণ, শুঁট, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা সমুদায়ে /১ সের, কল্কের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শীত ও দাহযুক্ত জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কট্‌বরতৈল,—তিলতৈল /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দধিমাত /৪ সের, তক্র /৪ সের, গোড়ালেবুর রস /৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁট, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে /১ সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বিবিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

কট্‌বার (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

(কট্‌বারো না শস্ত্রভেদে। শব্দার্ণ।)

কট্‌বী (স্ত্রী) কট্যতে কটুরসতয়া স্বাদ্যতে অনুভূয়তে বা, কট-উন্‌-ঙীপ্‌। ১ কটুকী। ২ কটুরসযুক্ত।

কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজানাতি বা, কঠ-ণিনে লুক্‌ (কঠচরকাল্লুক্‌। পা ৪।৩।১০৭।) মুনিবিশেষ।

ইনি বেদের কঠশাখার প্রবর্ত্তক। মহাভষ্য মতে ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইহার প্রবর্ত্তিত শাখা 'কাঠক' নামে প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিতা লোপ হইয়া গিয়াছে। কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও 'কঠ' নামে অভিহিত। ইহাঁদের সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাখীদিগের সংস্রব ছিল। রামায়ণেও কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হইয়াছে—

"পণ্ডকাভিশ্চ সর্ব্বাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥"
অযোধ্যা ৩২। ১৮।

হরদত্তের মতে, কঠশাখারও বহ্বৃচাদি আছে।

"বহ্বৃচাদাবপ্যস্তি কঠশাখা।"

[সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭। ৪। ৩৮ সূত্র দেখ।]

১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাধ্যায়ী। ৩ ঋকবিশেষ। ৪ স্বর-বিশেষ। ৫ ব্রাহ্মণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্‌বিশেষ।

("ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরি।" মুক্তিকোপনিষৎ)

৮ দুঃখ। ৯ কষ্ট।

কঠকোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) তর্কাদিপূর্ণ উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠমর্দ্দ (পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদ্নাতি, কঠ-মৃদ্-অণ্। শিব। (কঠমর্দ্দো মহাদেবে। শব্দাব্ধি।)

কঠর (ত্রি) কঠ্-অরন্। কঠিন।

(কঠরঃ কঠিনে ত্রিষু। শব্দাব্ধি।)

কঠবল্লী (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠশাখা (স্ত্রী) কঠেন প্রোক্তা শাখা, মধ্যপদলো°। যজুর্ব্বেদান্তর্গত কঠপ্রণীত শাখাবিশেষ।

কঠশাঠ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠশ্রোত্রীয় (পুং কঠশ্রুতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি-ষ্যঞ্। ১ কঠশ্রুতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে।

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোক্‌রা।

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহন্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ তাদৃশং কং শিরো যস্য। দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী।

কঠিকা (স্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্। খড়ী।

কঠিঞ্জর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জৄ-নিচ্-খচ্-মুম্‌চ। কঠি-জৄ-অণ্ বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) তুলসীবৃক্ষ; ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, লোণিকা, অজুকা, পর্ণিকা, পত্রপুষ্পক, সুবর্চ্চলা, কুরুবক, কুন্তলিকা, কুরণ্টিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে তুলসী দুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

[তুলসী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কঠিন (ত্রি) কঠ-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২। ৪৯।) দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কঠর, কক্খট, ক্রূর, কঠোর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়, জঠর, মূর্ত্তিমৎ, মূর্ত্ত, কক্খট, কঠোল, প্রঠ, কর্কর, কাঠর ও কঠারিত। ২ নিষ্ঠুর। ৩ দুর্ব্বোধ, যে সকল বিষয় সহজে বুঝা যায় না। ৪ তীক্ষ্ণ। ৫ দুঃসহ, যাহা সহজে সহ্য করা যায় না।

("নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীম্।"
বিক্রমোর্ব্বশী।)

৬ স্তব্ধ। ৭ (স্ত্রী) পাত্রবিশেষ, স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনমপিনিষ্ঠুরে স্যাৎ স্তব্ধেঽপি ত্রিষু নপুংসকং সংস্থাল্যাম্।
মেদিনী।)

কঠিনচিত্ত (ত্রি) কঠিনং চিত্তং যস্য, বহুব্রী। নির্দ্দয়

কঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-তল্-টাপ্। ১ দৃঢ়তা। ২ নিষ্ঠুরতা। ৩ তীক্ষ্ণতা। ৪ দুঃসহতা। ৫ দুর্বোধতা। ৬ ভয়ানকতা।

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমস্য, বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াম্বা কন্। কচ্ছপ।

কঠিনা (স্ত্রী) কঠিন-টাপ্। ১ শর্করা। ২ মিছরি, গুড়ের সার, গুড়ের নিম্নদেশে যে শক্ত দানা দানা জমিয়া থাকে।

(কঠিনী তু খটিকা স্যাৎ কঠিনা গুড়শর্করা।
হেম° অনে° ৩। ৩৮২)

কঠিনিকা (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। ১ কঠিনী, খড়ী। ২ স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনিকা চ কঠিনী স্থাল্যাঞ্চ খটিকায়াঞ্চ। শব্দাব্ধি।)

কঠিনীভূত (ত্রি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্, চ্বি। যে সকল দ্রব বস্তু শক্ত হইয়া যায়।

কঠিনী (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) খটিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাকশুক্লা, অমিলা ধাতু, কক্খটী, খটী, খড়ী, বর্ণলেখিকা, ধাতুপল ও কাঠনিকা।

("গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সসম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥" (হিতোপদেশ।)

[খড়ী দেখ।]

কঠিন্যাদিপেয়া (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত পেয়বিশেষ। ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৩ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, একত্র ঈষৎ কুটিয়া কোন মৃৎপাত্রে ১/১ সের জলের সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছাঁকিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরের অংশ নির্ম্মল হইবে। সেই স্বচ্ছ জলপানে গ্রহণী, আমাশয় ও রক্তপিত্তের উপশম হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অম্লপিত্তের; এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশুঁট ২ তোলা যোগ করিলে রক্তাতিসারের উপকার হইয়া থাকে।

কঠিল্ল (পুং) কঠতি ভোজনে দুঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কঠিল্লক (পুং) কঠিল্ল-স্বার্থে কন্। ১ করেলা। ২ পুনর্নবা। ৩ তুলসী।

(কঠিল্লঃ পুংসি চ কঠিল্লকঃ স্যাৎ কারবেল্লকে। শব্দাব্ধি।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ ঙীষ্। ১ কঠশাখাধ্যায়ীর পত্নী। ২ ব্রাহ্মণী।

কঠের (পুং) কঠতি কৃচ্ছ্রেণ জীবতি, কঠ-এরক্ (পতিকঠি-কুঠিগডিগুডিদংশিভ্য এরক্। উণ্। ১।৫৯।)

কষ্টে যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, দরিদ্র।

কঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠেরু (পুং) কঠ-এরু। চামরের বাতাস। (কঠেরুমম্বরৌ পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কঠোর (ত্রি) কঠতি পারুষ্যমাচরতি, কঠ-ওরন্ (কঠিচকিভ্যা-মোরন্। উণ্। ১।৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। (কঠোরঃ কঠিনঃ পূর্ণশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

("কঠোরতারাধিপলাঞ্ছনচ্ছবিঃ।" মাঘ ১। ২০।)

৩ জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ সূক্ষ্মবোদ্ধা। ৭ নিষ্ঠুর। ৮ ক্রূরকর্ম্মা। ৯ ভয়ানককর্ম্মা।

কঠোরগিরি, শৈলবিশেষ। অরুণাচল ও ত্রিচিনপল্লীর মধ্য-বর্ত্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে, এখানে নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন।

কঠোল (ত্রি) কঠ-ওলচ্। ১ কঠোর। ২ কঠিন।

কড় (ত্রি) কড়তি মাদ্যতি, কড়-পচাদ্যচ্। ১ মূর্খ। ২ পাগল। ৩ ভক্ষ্যদ্রব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্ম্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ বিশেষ। (বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ হয়, এজন্য তাহাদিগকে এক একগাছি শঙ্খের 'কড়' পরান হয়।) ৫ গালা নির্ম্মিত বালা। ৬ মৎস্য ধরিবার সূত্রবিশেষ।

কড়ক (ক্লী) কড্যতে অদ্যতে, কড়-অচ্-সংজ্ঞায়াং কন্। করকচ লবণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সামুদ্র, ত্রিকূট, অক্ষীব, বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ ও উদধিসম্ভব। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অগ্নিদীপক, ভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাহী, কফকারক, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ ও অরুক্ষ।

কড়কচ (ক্লী) সামুদ্রলবণ। (কড়কং স্যাৎ কড়কচং সামুদ্র-লবণে দ্বয়ম্। শব্দাব্ধি) এই লবণ সাদা ও কাল দুই প্রকার হইয়া থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা কড়কচ ভিন্ন কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ কিছু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈন্ধবলবণের ন্যায় বিশুদ্ধ, এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাদিগের সৈন্ধব ও সামুদ্র উভয় লবণ ভোজনের বিধান আছে।

কড়কন (দেশজ) ১ ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যাওয়া। ২ অঙ্কুরিত হওয়া, গজান। ৩ ভয় দেখাইয়া শাসান।

কড়কড় (দেশজ) ১ শুষ্ক। ২ ঝরঝরে। ৩ মেঘের শব্দ।

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাশক্তিং গময়তি জনয়তি কড়-গম-ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। (কড়ঙ্গো না সুরা-ভেদে দেশভেদেঽপি কীর্ত্তিতঃ। শব্দাব্ধি।)

কড়ঙ্গর (পুং) কড়াৎ ভক্ষণীয় শস্যাদেঃ সকাশাৎ গিরয়তে ক্ষিপ্যতে কড়-গৃ-খচ্। কড়ং ভক্ষণীয় শস্যাদকং গিরতি আত্মনঃ সকাশাৎ কড়-গৃ-অচ্ বা। ১ আগড়া। (বুষে কড়ঙ্গরঃ। হেম ৪। ২৪৮।) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রভৃতির ফলশূন্য গাছ বা খোষা।

কড়ঙ্গরীয় (ত্রি) কড়ঙ্গরং বুষং অর্হতি কড়ঙ্গর-ঘন্। তুষ বা আগড়া ভক্ষক, গরু প্রভৃতি পশু।

("নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈরামৃশ্যতে জানপদৈন কশ্চিৎ।" রঘু ৬। ৯।)

কড়ত্র (ক্লী) গড্যতে সিচ্যতে জলাদিকম্, গড়-অত্রন্ গকারস্য ককারঃ (গেড়েরাদেশ্চ কঃ। উণ্। ৩। ১০৬। গড় ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় হয় এবং আদিস্থিত গকারের স্থানে ককার হয়।) পাত্রবিশেষ।

কড়ম্ব (পুং) কড়-অম্বচ্ (কৃকদিকড়ি কটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্। ৪। ৮২। কৃ-কদ্-কড়্ কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্ প্রত্যয় হয়।) ১ শাকের ডাঁটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ। (কড়ম্বোঽগ্রভাগঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ কোণ। ৪ অঙ্কুর। ৫ কুঁড়ি। ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ (দেশজ) বংশরক্ষক শিশু।

কড়ম্বক (পুং) কড়ম্ব-স্বার্থে-কন্। শাকের ডাঁটা।

(নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যাং। শব্দাব্ধি।)

[কড়ম্ব দেখ।]

কড়ম্বী (স্ত্রী) কড়ম্বো ভূয়সা বিদ্যতে হস্যাঃ, কড়ম্ব-অচ্ (অর্শ আদিভ্যো ঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭।) ঙীষ্। কলমীশাক।

[কলম্বী দেখ।]

কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২ শক্ত। ৩ দৃঢ়।

কড়বক (পুং) অপভ্রংশ নিবন্ধের অধ্যায়, বিরামসূচক সর্গ। (অপভ্রংশ নিবন্ধো হস্মিন্ সর্গাঃ কড়বিকাভিধাঃ। সাহিত্যদ°।)

কড়া (দেশজ, কটাহশব্দের অপভ্রংশ) ১ লৌহ নির্ম্মিত পাক-পাত্র, কটাহ। ২ ঘাঁটা, কোন বস্তুর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া যে দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ ধাতু নির্ম্মিত বলয়। ৪ কপর্দ্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ্ণ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ।

কড়াই (দেশজ) ১ কটাহ। ২ কলায়।

কড়াকড়া (দেশজ) ১ শক্ত শক্ত। ২ অতিশয় উগ্র।

কড়াং (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কড়ার (পুং) গড় সেচনে-আরন্, কড়াদেশশ্চ (গড়েঃ কড় চ। উণ্ ৩।১৩৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ দাস। ৩ দানমানবিধি। (কড়ারঃ পিঙ্গলে দাসে দানমানবিধাবপি। শব্দাব্ধি।) ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কালনিরূপণ। ৬ অঙ্গীকার। ৭ ক্ষতাদি স্থানের প্রলেপ বিশেষ।

কড়ালিঙ্গী (পুং) উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন—ইহারা "কড়ালিঙ্গী" নামে পরিচিত। ইহাঁরা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার জন্য সর্ব্বদা লিঙ্গের উপর একটী লৌহ কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কড়ি (দেশজ) ১ কপর্দ্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ যে বৃহৎ স্থূল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

কড়িকা (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ি।

কড়িকান (দেশজ) শুকান. শুষ্ক হওয়া।

কড়িকৃষ্ট (দেশজ) কৃপণ।

কড়িতুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনং গ্রহণং যস্য' (পৃষোদরাদিত্বাৎ টস্য ডঃ।) খড়্গ, তরবারি। (কড়িতুলশ্চ খড়্গাকে। শব্দাব্ধি।)

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী, অর্থবান্।

কড়িয়ালা (স্ত্রী) লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু।

কড়ুয়া (দেশজ) কটু, ঝাল।

কড়্লী (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ, কুড়ুল।

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা সুরসুরি দেওয়া।

কড়েরাঁড় (দেশজ) বালবিধবা।

কড়্কড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। যেমন কড়্কড় করিয়া আকাশ ডাকা।

কুড়্কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Rottboella Perforata)

কড়্খা (দেশজ) স্তুতিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া রাজাদিগকে স্তব করে।

কড়্চা (পারস্য) যে খাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির উসুল বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ফর্দ্দে লিখিত হয়।

কড়মড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ, কঠিন দ্রব্যের চর্ব্বণ শব্দ।

কণ (পুং) কণতি অতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি, কণ-পচাদ্যচ্। ১ অতিসূক্ষ্ম। ২ বস্তুর অতি অল্পাংশ। ৩ চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ।

("কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।" মনু ১১।৯২।)

কণগুগ্গুলু (পুং) কণশ্চাসৌ গুগ্গুলুশ্চেতি, কর্ম্মধা। গুগ্গুলুবিশেষ, মহিষাক্ষ গুগ্গুলু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গন্ধরাজ স্বর্ণকণ, সুবর্ণ, কনক, বংশপীত, সুরভি ও পলঙ্কষ; রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি; বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক, এবং রসায়ন।

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ জীরশ্চেতি, নিত্য কর্ম্মধা। শ্বেতজীরক, সাদাজীরা।

কণজীরক (ক্লী) কণং ক্ষুদ্রং জীরকম্, কণজীর-স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্রজীরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—হ্রস্বগন্ধি ও সুগন্ধ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতজনক, এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারনাশক। [জীরক দেখ।]

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। অস্ত্রবিশেষ, বর্‌ষা।

("অয়ঃকণপচক্রাশ্মভুশুণ্ড্যুদ্যতবাহবঃ।" ভারত আদি।)

[কুণপ দেখ।]

কণ্ফট, (কণ্ফট্) (হিন্দী, পুং) কণ্ = কর্ণ, ফট্ বা ছিদ্র। শৈব-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণী দেখা যায়,—সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীরা যোগাবলম্বন করিয়া সাধনার পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগী শ্রেণী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। "কণ্ফট্" ঐরূপ একটী শ্রেণীর নাম। ইহাঁরা উভয়কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাঁদিগকে "কণ্ফট্-যোগী" বলে। কেবল যে কণ্ফট্ যোগীদিগকেই কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাই কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন। অন্য শ্রেণী হইতে ইহাদের আরও একটু বিশেষত্ব আছে,—কণ্ফটেরা ঐ ছিদ্রদ্বয়ে এক একটি কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত হয়। দীক্ষার সময় এই কুণ্ডল প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলকে যোগীরা মুদ্রা বলেন, ইহার আরও একটী নাম দর্শন, এইজন্য কণ্ফট্ যোগীরা "দর্শন-যোগী" নামেও গণ্য হন। এই কুণ্ডল ভিন্ন ইহারা ২।৩ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটী কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পশমের সূতায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে "নাদ" ও পশমের সূতাটিকে "সেলি" বলিয়া থাকে। নাদ, সেলি ও দর্শন বিশিষ্ট যোগী দেখিলে সহজেই

তাঁহাকে কণ্ফট্-যোগী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভস্মলেপন ও বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ইহারা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোরক্ষনাথই হঠযোগের প্রচারকর্ত্তা। কণ্ফট্ যোগীরাও এই জন্য আদিগুরুর প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় কণ্ফট্-যোগীরাও নানা গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভিপ্রায় মত কেহ কেহ শিষ্যকে মস্তক মুণ্ডন করিতে, কেহ বা শিষ্যকে কর্ণে মুদ্রা ধারণ করিতে, কেহ বা শিষ্যকে জ্যোৎমার্গে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ দিয়া থাকেন।

[জ্যোৎ-মার্গ দেখ]

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই শিবপূজায় কাল যাপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইহাদের আশ্রম। কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেকে একত্রে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন।

কণ্ফট্-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদাসীন। কেহ কেহ বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের উপাধি নাথ।

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই সকল স্থান কণ্ফট্ যোগীদের তীর্থভূমি। পেসবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি "গোরক্ষক্ষেত্র" নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকট একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই "সুড়ঙ্গ" ও দ্বারকার "গোরক্ষক্ষেত্র" কণ্ফট্ যোগীদের অতি শ্রদ্ধেয় তীর্থ। নেপালের পশুপতিনাথ, মেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাতার নিকট দমদমায় "গোরক্ষ-বাসলী" নামক একটি স্থান আছে, সেখানে তিনটি মনুষ্য-মূর্ত্তি এবং শিব, কালী ও হনুমান প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূজকেরা মূর্ত্তি ৩টিকে দত্তাত্রেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। ত্রিবেণীর ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর নামক একটি শিব-মন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্ফট্ যোগী সম্প্রদায়ের অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্টগঙ্গা নামে একটি জলাশয় আছে, যোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই জলাশয়কে প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে একটি যোগী বাস করেন, তাঁহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও আছে; ইহাকে লোকে যোগীরাজ বলিয়া থাকে। এই যোগী-রাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যোগীরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন মন্দির ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,—কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে "মহানাদ" অর্থাৎ মহাশব্দ উত্থিত হয়। দেবতারা সেই শব্দে চমকিত হন এবং তথায় উপনীত হইয়া জটেশ্বরের লিঙ্গ ও বশিষ্ঠগঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্খের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে।

কণ্ফট্ যোগীদের মধ্যে চৌরাশীজন সিদ্ধযোগীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাত্ম্য-বর্ণন স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গি, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থন, ভৈরব সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্টক, স্থিরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কর্ণে পূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডী-শ্বরময়, অক্ষায়, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিণী, ভল্লটী, নাগ-বোধ ও খণ্ডকাপালিক—ইহারা মহাসিদ্ধ।

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান। পূর্ব্বে এখানে ইহাদের একটি মন্দির ছিল, আল্লাউদ্দীন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থলেই মস্জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে ঐ মস্জিদের নিকট পুনর্বার একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাও অরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় মুসলমান-দিগের ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে একজন যোগী আবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহার দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে।

কণ্ফট্ যোগীরা বলেন—এখনও অনেকগুলি সিদ্ধযোগী পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন এবং আজও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোস্বামীরাও এই কণ্ফট্ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধীনস্থ শত শত যোগী আবশ্যক হইলে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধাদিও করেন।

কণভ (পুং) কণ ইব ভাতি, কণ-ভা-ক। অগ্নিপ্রকৃতি কীটবিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও শরীরের অবসন্নতা হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

কণভক্ষ (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-অণ্। কণাদমুনি।

কণভক্ষক (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-ণ্বুল্। পক্ষিবিশেষ, ভারিট পক্ষী।

কণভুক্ [জ্] (পুং) কণান্ ভুঙ্‌ক্তে, কণ-ভুজ্-ক্বিপ্। কণাদ ঋষি।

কণলাভ (পুং) কণানাং লাভো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ পেষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ, জাঁতা। ২ (কণলাভঃ সাদৃশ্যেন অস্ত্যস্তি, কণ্‌লাভ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্।) আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী। (অথাবর্ত্তঃ কণলাভে। শব্দাব্ধি।)

কণশঃ ([স্] (অব্য) কণ-বীপ্‌সার্থে শস্। অল্পে অল্পে।

কণা (স্ত্রী) কণ-টাপ্। ১ জীরা। ২ কুম্ভীরমক্ষিকা, কুমীরে পোকা। ৩ পিপুল। (কণা জীরক-কুম্ভীরমক্ষিকা-পিপ্পলীষু চ। মেদিনী।) ৪ শ্বেতজীরা। ৫ অন্ন।

("কদলীফলমধ্যস্থং কণামাত্রমপক্ককম্।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্, দীর্ঘত্বঞ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) খঞ্জনপক্ষী। [খঞ্জন দেখ।]

কণাটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈরন্। খঞ্জনপক্ষী।

কণাটীরক (পুং) কণাটীর-স্বার্থে কন্। খঞ্জনপক্ষী।

(কণাটীনঃ কণাটীরঃ কণাটীরক ইত্যপি খঞ্জনে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।)

কণাদ (পুং) কণং অত্তি ভক্ষয়তি, কণ-অদ্-অণ্। ১ মুনিবিশেষ। ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা; ইহাঁর অন্য নাম ঔলুক্য, কণভক্ষ, কণভুজ ও কাশ্যপ।

মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনসূত্রকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি।

ভাবপদার্থ এই ছয়টি—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম্ম, ৪ সামান্য, ৫ বিশেষ, ৬ সমবায়।

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশংকালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।" বৈশে সূ ১।১।৫।

দ্রব্য প্রথম পদার্থ—ইহা নয় প্রকার। যথা—

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ।

যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে আমরা গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই গন্ধ জলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে ঐ গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়া জলে গন্ধ অনুভূত হয়। যেমন নূতন কোন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে নূতন পাত্রের গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অনুভূত হয়।

যাহাতে কেবলমাত্র শুক্লরূপ আছে কিম্বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে, তাহাকে জল বলে। শুক্ল পীত প্রভৃতি নানাবিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ দ্রবত্ব না থাকাতে পৃথিবীকে জল বলা যাইতে পারে না। যাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে তেজ বলে। যে স্পর্শ কোনরূপ পাক দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই অথবা অনুষ্ণ ও অশীতল, সেই স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। যাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আকাশ স্বীকার করার কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দূরীকরণার্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"ন চ বায়ৱবয়বেষু সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়ৌ কারণগুণপূর্ব্বকঃ শব্দ উৎপদ্যতামিতিবাচ্যং অযাবৎদ্রব্যভাবিত্বেন বায়োর্বিশেষগুণত্বাভাবাৎ।" সিদ্ধা, মু।

প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই শব্দ হইতে স্থূল বায়ুতে স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বলা যাইতে পারে না যে হেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ নয়, তাহা বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্যমান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয়নাশকে শব্দনাশের কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য।" ২ অ ১ আ ২৭ সূ।

অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকা অসম্ভব বলিয়া শব্দই একমাত্র আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপকহেতু)।

জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে কাল বলে।

দূরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্ বলে।

কৃতজ্ঞান প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

যে পদার্থ থাকাতে আমরা সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করি এবং বিজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে।

গুণ—গুণপদার্থ ২৪টি যথা—রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ, সংখ্যা,

পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও ধর্ম্ম। (বৈশে সূ° ১।১।৬)

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। (বৈশে সূ° ১।১।৭।)

সামান্য—দুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম্ম বা জাতিবিশেষ, যে পদার্থ থাকায় পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে। (বৈশে সূ° ১।২।৩।)

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। (বৈশে সূ° ৭। ২।২।) যেমন দ্রব্যের সহিত তাহার পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ ইত্যাদি।

অভাব—চারি প্রকার; প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। [অভাব দেখ।]

কণাদ বলেন, অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়।

কণাদের মতে, প্রমাণ দুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উপমান ও অনুমানের অন্তর্ভূত।

মহর্ষি কণাদই সর্ব্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।

"সদকারণবন্নিত্যম্।" বৈশে সূ° ৪।১।১।

আমরা যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, ঐ সমুদায় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়।

তাঁহার মতে, অদৃষ্ট কারণ বিশেষ দ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ত্ব আপন সূত্র মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপস্কারে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ।"

যে হেতু দৃষ্টকারণসত্ত্বে অদৃষ্টকারণ কল্পনার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিতেন, তাহারই জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে পরমাণু বা জড়তত্ত্ব কণাদ আপনসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চ্চা বা আদর না থাকিলেও, য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদর করিয়া থাকেন। খৃঃ জন্মের ৪৪০ পূর্ব্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিটস্ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিকিউরাস্ এই মত সবিশেষ প্রচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের মত, তাঁহার মত লুক্রেসিয়া প্রকাশ করিয়া যান। লুক্রেসিয়া তৎকৃত কাব্যদর্শনে লিখিয়াছেন—

"Nunc age, qua motu genitalia materiai
Corpora res varias gignant, genitasque resolvant
Et qua vi facere id cogantur, quaeve sit ollis
Reddita mobilitas magnum per inane meandi
Expediam." II. 61-64 *

পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়।

এখন কথা এই, পরমাণুবাদ সর্ব্বপ্রথমে কে প্রচার করিলেন, মহর্ষি কণাদ না গ্রীসের ডেমক্রিটস?

কণাদ কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫।৬ হাজার বর্ষের লোক হইয়া পড়েন। তবে ভগবদ্গীতায় বৈশেষিকের মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার রচনা হইবার পূর্ব্বে মহর্ষি কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ডেমক্রিটসের অনেক পূর্ব্বে কণাদের জন্ম। অতএব বোধ হইতেছে মহর্ষি কণাদই সর্ব্বাগ্রে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। ডেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি, সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি সন্ন্যাসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক বৈশেষিক মত লিখিয়া যান।

কণাদ যে অঙ্কুর রোপণ করিয়া যান, ভারতে তাহার সুফল ফলিল না। সুদূর য়ুরোপ খণ্ডে ডেলটন সাহেব তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন, এখন য়ুরোপে পরমাণুবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত।

[পরমাণু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না; কারণ কণাদ—সূত্রের কোনখানেই ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া

* "Thus the Great World's eternally renewed;
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply;
Some creatures flourishing, while others die,
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind.
If you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stay,
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign foes, or gravity they move.'

কণাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন।

তবে কি কণাদ নাস্তিক ছিলেন অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল? না, তাহা হইতে পারে না। যিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বৈশে সূ° ১।২।৩।

যিনি আত্মকর্ম্ম সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন সূত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ত্ববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের কোন অংশে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বিত্বৈব পাকজোৎপত্তৌ বিভাগেন বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতং বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

দ্বিত্বোৎপত্তি, পাক দ্বারা রূপাদির উৎপত্তি, ও বিভাগজ বিভাগের উৎপত্তিতে যাহার বুদ্ধি বিচালিত হয় না, তাহাকে বৈশেষিক জানিবে।—সেই কণাদঋষি যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদসূত্রের (১।১।৩) ব্যাখ্যাকালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"তদিত্যনুক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি।" তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ঈশ্বরশব্দের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। [ঈশ্বরশব্দ ২৯২ পৃঃ দেখ।]

২ স্বর্ণকার।

কণারক। উড়িষ্যার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রংশ করিয়া কেহ কেহ কণারক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [কোণারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার সংস্কৃত নাম চিপ্প ও কুনখ। [কুনখ দেখ।]

কণিক (পুং) কণৈব, কণ-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। ১ কণা। ২ শত্রু। ৩ আরাতির নিয়মবিশেষ। ৪ গোধূমচূর্ণ, ময়দা। ৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ।

"কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্বচঃ॥"

ভারত সম্ভব ১৪১ অঃ।

কণিকা (স্ত্রী) কণাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ-ঠন্ (অতইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু। ২ অগ্নিমন্থ, গণিকারিকা বৃক্ষ। ৩ কণা। ৪ তণ্ডুলবিশেষ। জলাদির সূক্ষ্মাংশ।

("ত্বামুত্থাপ্য স্বজলকণিকা শীতলেনানিলেন।" মেঘ।)

(কণিকাত্যন্তসূক্ষ্মে চ গণিকার্য্যাং লবেঽপি চ। শব্দাব্ধি)

কণিত (ক্লী) কণ আর্ত্তনাদে-ভাবে-ক্ত। পীড়িতের যাতনা-সূচক শব্দ। (পীড়িতানাস্ত কণিতং হেম ৬। ৪৭।)

কণিশ (ক্লী) কণো বিদ্যতেঽস্য, কণ-ইনি (কনিন্), কণিনঃ শেরতে অস্মিন্, কণিন্-শী-ড। শস্যমঞ্জরী, ধান্যাদির শীষ।

কণিষ্ঠ (ত্রি) কণ-ইষ্ঠন্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ১ অন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য অপেক্ষা হীন।

কণী (ত্রি) কণ-ঈকন্। অল্প।

কণীক (স্ত্রী) কণ-ঙীপ্। কণিকা।

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মৃকণিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৭।৭০। মৃ ও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।) ১ পল্লবী, ছোট ডাল। ২ নিনাদ, শব্দ। (কণীচিঃ পল্লবীপ্রোক্তা নিনাদেঽপি চ দৃশ্যতে। উজ্জ্বলদত্ত।) (স্ত্রী) ৩ পুষ্পিতা লতা। ৪ গুঞ্জা, কুঁচ। ৫ শকট, গাড়ী।

(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুঞ্জয়োঃ শকটে স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণীয়ঃ [স্] (ত্রি) কণ-ঈয়সুন্ (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতর-বীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) কনিষ্ঠ।

কণীয়ান্ [স্] (পুং) কণ-ঈয়সুন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ হীন।

কণুই (দেশজ) কফোণি শব্দের অপভ্রংশ। হস্তের মধ্যদেশের সন্ধিস্থল। [কফোণি দেখ।]

কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রদ্ধার ব্যাঘাত। (দেশজ) কন্যা শব্দের অপভ্রংশ) নববধূ। এ দেশের বিবাহকালে কন্যাকে কণে বা কনে বলে।

কণের (পুং) কণ-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু বৃক্ষ।

কণেরা (স্ত্রী) কণের-টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী।

কণেরু (স্ত্রী) কণ-এরু। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু।

(কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণ্‌কণ্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলস্পর্শে বা হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কণকণে (দেশজ) যাহাতে কণ্‌কণ্ করে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেমন কণ্‌কণে জল ইত্যাদি।

কণ্ট (ত্রি) কটি-অচ্। কণ্টক।

কণ্টক (পুং ক্লী) কটি-ণ্বুল্। ১ সূচীর অগ্রভাগ। ২ ক্ষুদ্র শত্রু। ৩ রোমাঞ্চ। ৪ মৎস্য প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষের

* "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" বৈশে সূ ১।২। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ পাওয়া যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম।

ক্ষপরাদিবিশেষ, কাঁটা। ৬ নৈয়ায়িক প্রভৃতির দোষোক্তি।
(কণ্টকো ন স্ত্রিয়াং ক্ষুদ্রশত্রো মৎস্যাদি কীকসে।)
নৈয়ায়িকাদি দোষোক্তৌ স্যাদ্রোমাঞ্চদ্রুমাঙ্গয়োঃ। মেদিনী।
৭ কর্ম্মস্থান। ৮ দোষ। ৯ বিঘ্ন। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর।
১২ বিরক্তিজনক। ১৩ কেন্দ্র। (লগ্নাম্বুদ্যূন কর্ম্মাণিকেন্দ্র-
মুক্তঞ্চ কণ্টকম্।" জ্যোতিষ।) ১৪ কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকদেহী [ন্] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানো দেহোহস্যাস্তি কণ্টকদেহ-ইন। ১ যাহার কণ্টকাবৃত শরীর (পুং) ২ সজারু। ৩ মৎস্যবিশেষ।

কণ্টকদ্রুম (পুং) কণ্টকপ্রধানো দ্রুমঃ, কণ্টকেন আচিতো বা দ্রুমঃ, মধ্যপদলো°। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, বাবলা প্রভৃতি। ৩ কাঁটাল গাছ।

কণ্টকপক্ষক (ত্রি) কণ্টকং পক্ষে যস্য ততঃ স্বার্থে কন্। যাহার পক্ষে অর্থাৎ ডানায় কাঁটা থাকে। কৈ মাছ প্রভৃতি।

কণ্টকপঞ্চমূল (ক্লী) করমচা, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া। বৈদ্যক মতে ইহারা রক্তপিত্ত, সর্ব্বপ্রকার মেহ, মূত্রদোষ, তিন প্রকার শোথ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

কণ্টকপ্রাবৃতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রাবৃতা ব্যাপ্তা, ৩তৎ। ঘৃত-কুমারী।

কণ্টকফল (পুং) কণ্টকৈরাচিতং ফলং যস্য, মধ্যপদলো°। ১ কাঁটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ।

কণ্টকভুক্ [জ্] (পুং) কণ্টকান্ ভুঙ্‌ক্তে কণ্টক-ভুজ-ক্বিপ্। উষ্ট্র, উট, ইহারা কাঁটাগাছ খাইতেই অধিক ভালবাসে।

কণ্টকবৃন্তাকী (স্ত্রী) কণ্টকৈরাচিতা বৃন্তাকী, মধ্যপদলো°। বার্ত্তাকু, বেগুন।

কণ্টকশৃঙ্গ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, মহাভদ্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯। ৫৫)

কণ্টকশ্রেণী (স্ত্রী) কণ্টকানাং শ্রেণী যস্যাম্, বহুব্রী কণ্টকারী।

কণ্টকস্থল (পুং) অগ্নিকোণস্থ দেশবিশেষ। (মার্ক)

কণ্টকাগার (পুং) কণ্টকঃ আগারো যস্য, অথবা কণ্টকং আগরাত, কণ্টক-আ-গৃ-অচ্। সরটনামক জন্তু, গিরগিটি।

কণ্টকাঢ্য (পুং) কণ্টকৈরাঢ্যঃ, ৩তৎ। কুব্জকবৃক্ষ।

কণ্টকার (পুং) কণ্টকমৃচ্ছাত, কণ্টক-ঋ অণ্। ১ শিমূলগাছ। ২ বইচগাছ।

কণ্টকারিকা (স্ত্রী) কণ্টকান্ ইয়র্ত্তি ঋচ্ছতি বা, কণ্টক-ঋ-ণ্বুল-টাপ, ইত্বঞ্চ। কণ্টকারী নামক বৃক্ষবিশেষ।

কণ্টকারী (স্ত্রী) কণ্টকার ঙীপ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Solanum Jacquini) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—নিদিগ্ধিকা, স্পৃশী, ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, কুলী, ক্ষুদ্রা, দুস্পর্শা, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী, দুষ্প্রধর্ষিণী, নিদিগ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রফলা, কণ্টালিকা ও চিত্রফলা।
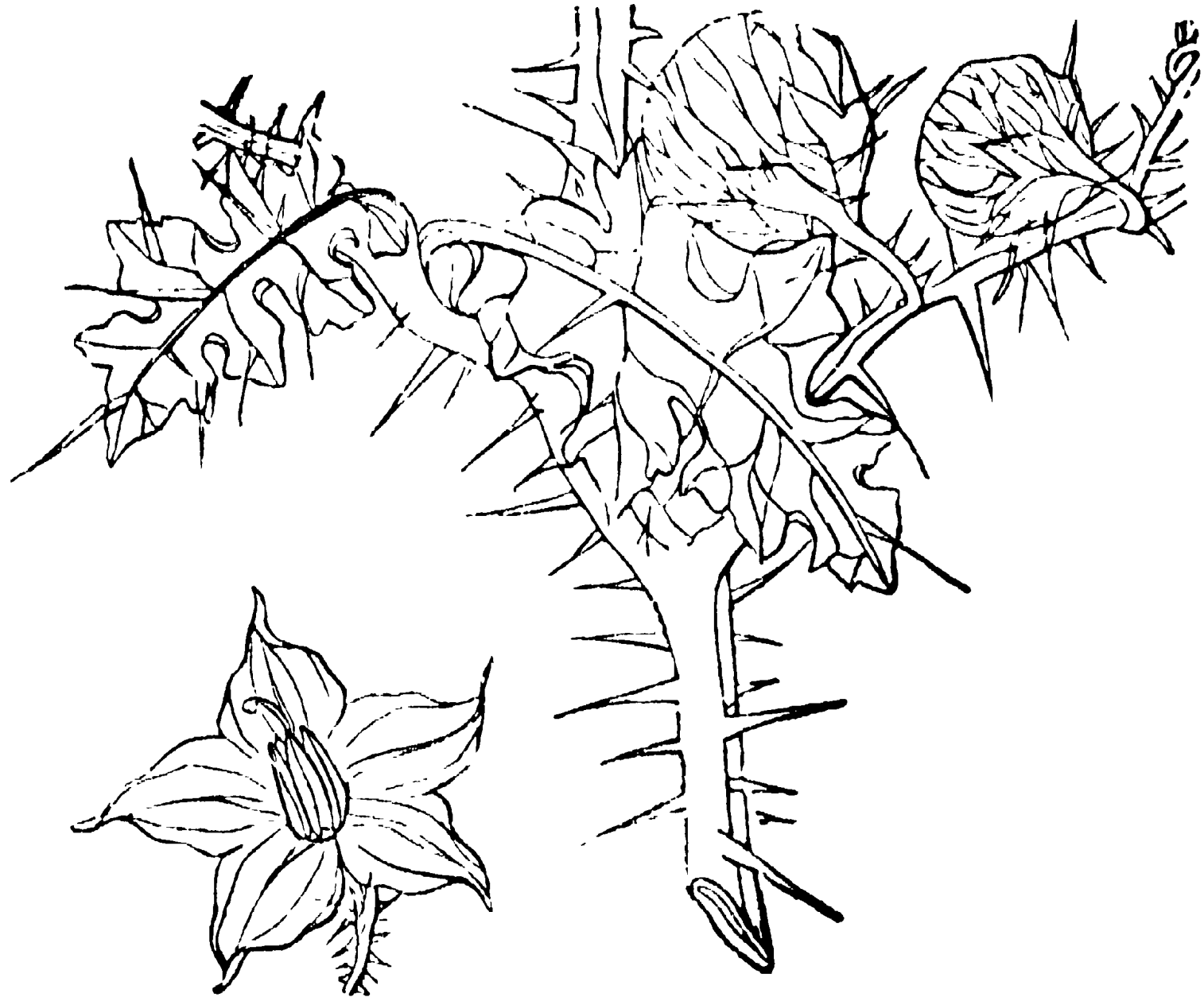
কণ্টকারী বৃক্ষ।

এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী বা ভটকটেরী কহে। শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা, পশ্চিমে কটীলা বা কটাশীলা, দক্ষিণে দোরূলিকাফল, তামিলে কন্দনঘত্রী এবং তৈলঙ্গে বক্কুদ কায়া বা নোলমুল্লকু বলে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত ও কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক; কাস, শ্বাস, জ্বর, শ্লেষ্মা, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নাশক।

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্য্যায় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বৃহতী বলে। বৃহতী—ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কণ্টকারী শ্বেত ও নীল ভেদে দ্বিবিধ; শ্বেত কণ্টকারীর নাম শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রা, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী, ইহার গুণও ঐরূপ, বিশেষতঃ ইহা, গর্ভপ্রদ। ইহাদের মূল, অভাবে সমস্ত অংশ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, শীতকালে ফুল ধরে। ফল দেখিতে রাঙ্গা হয়।

কণ্টকারীর ফলের গুণ—তিক্ত, রসে ও পাকে কষায়, বীর্য্যানঃসারক, ভেদক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত ও অগ্নিবৰ্দ্ধক, হাল্কা; কফ, বাত, কণ্ডু, কাস, মেদ, ক্রিমি, ও জ্বররোগনাশক। মতান্তরে এই ফল তীক্ষ্ণ, হালকা, কটু, দীপন, কফ, উষ্ণ এবং শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফনাশক।

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ—কটু, তিক্ত, রেচক, পিত্তকর, মূত্রকারক, হিক্কা, ছর্দ্দি, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কফ, কণ্ডু, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টিকারী কটু ও বাতরেচক, পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্কুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার করা যায়।

দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টিকারীর ধূম ও উত্তাপ বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফনিঃসারক।

কণ্টকারীঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। ইহা স্বল্প, অপর ও বৃহৎ ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্প,—কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঞ্চ ৩০ পল, ৬০ সের জলের সহিত ক্বাথ করিবে, ।৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া এই ক্বাথের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতাধিকা ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অপর,—কণ্টকারীর ক্বাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থে রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চাবধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ,—মূল পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর ক্বাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচললবণ, যবক্ষার, বেলশুঁট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্নবা, আতইচ, দুরালভা, আমরুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলকী, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, এই সমস্তের কল্কসহ পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও কফরোগ নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন স্বরভেদ রোগাধিকারে একরূপ কণ্টকারী ঘৃত আছে, তাহা এইরূপ—কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বারা (অভাবে আটগুণ জলদ্বারা) ক্বাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে স্বরভঙ্গ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর বলাবল দৃষ্টে ॥৹ অর্দ্ধতোলা হইতে ঘৃতের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। অনুপানও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্ণদুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

কণ্টকার্য্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জ্বরাধিকারের পাচনবিশেষ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁট, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্‌তা ও কট্‌কী, সমুদায়ে ২ তোলা, অৰ্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে পিত্ত শ্লেষ্মা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

কণ্টকাল (পুং) কণ্টং কণ্টকব্যাপ্তং ফলং কালয়তি উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-ণিচ্-অণ্। কণ্টকৈঃ কণ্টকাকীর্ণফলৈরলতি শোভতে, কণ্টক-অল-অচ্ ইতি বা। ১ কাঁঠাল গাছ। ২ মাদার। (কণ্টকালস্তু পনসে মন্দারে। শব্দার্থচি।)

কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈরলতি, কণ্টঃ কালয়তি বা, কণ্টক-অল, কণ্ট-কল বা-উকঞ্। যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকাশন (পুং) কণ্টকং অশ্নাতি, কণ্টক-অশ-ল্যু। উষ্ট্র, উট্।

কণ্টকাষ্ঠীল (পুং) কণ্টকঃ অষ্ঠীলেব যস্য, বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ; ইহার অপর নাম কুলিশ।

কণ্টকিত (ত্রি) কণ্টকো রোমাঞ্চো জাতোঽস্য, কণ্টক-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১ রোমাঞ্চিত। ২ কণ্টকযুক্ত।

কণ্টকিনী (স্ত্রী) কণ্টকাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ্টক-ইনি-ঙীপ্। ১ বার্ত্তাকী, বেগুন। ২ শোণঝিণ্টি। ৩ মধু খর্জ্জুরী।

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকযুক্তং ফলং যস্য, বহুব্রী। ১ কাঁটাল গাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।
(কণ্টকিফলঃ পুমান্ পনসে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।) [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো ইস্যাস্য, কণ্টক-অস্ত্যর্থে ইলচ্। বাঁশবিশেষ, বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা (স্ত্রী) কণ্টকিনী চাসৌ, লতাচেতি, কর্ম্মধা। শসার লতা।

কণ্টকী [ন্] (পুং) কণ্টকো ইস্যাস্তি, কণ্টক-ইনি। ১ মৎস্য। ২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়নাগাছ। ৪ গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাঁশ। ৬ কুলগাছ। ৭ কাঁটাল। ৮ (ত্রি) কাঁটাযুক্ত।

কণ্টকী (স্ত্রী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ-ঙীষ্। বার্ত্তাকী-বিশেষ; কাঁটাবেগুন। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণ্ডূ ও কচ্ছুনাশক এবং দোষঘ্নক। [বেগুন দেখ।]

কণ্টকীদ্রুম (পুং) কণ্টকী চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা (পৃষো-দরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ (কণ্টকী এব দ্রুমঃ) বার্ত্তাকীবৃক্ষ।

কণ্টকাফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকাচিতং ফলমস্য বহুব্রী (পৃষোদরাদিত্বাৎ) দীর্ঘঃ। কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকুরণ্ট (পুং) কণ্টঃ কণ্টকপ্রধানঃ কুরণ্টঃ মধ্যপদলো°। ঝিণ্টি, ঝাঁটি। [ঝিণ্টি দেখ।]

কণ্টতনু (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা তনুর্যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। বৃহতী।

কণ্টদলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। কেতকী ফুল।

কণ্টপত্র (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গারা, পানিফল।

কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্র-স্বার্থে কন্। শৃঙ্গাটক, পানিফল।
(কণ্টপত্রকঃ শৃঙ্গাটকে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টপত্রফলা (স্ত্রী) ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ।

কণ্টপাদ (পুং) বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ।

কণ্টফল (পুং) কণ্টং কণ্টকান্বিতং ফলং, মধ্যপদলো°। ১ ছোট গোক্ষুর। ২ কাঁটাল। ৩ ধুতরা। ৪ লতাকরঞ্জ। ৫ তেজঃফল। ৬ এরণ্ডফল। ৭ (বহুব্রী) ঐ সকল ফলের গাছ।

কণ্টফলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং ফলং যস্যাঃ। দেবদালীলতা।

কণ্টল (পুং) কণ্টঃ অস্ত্যস্য, কণ্ট-অলচ্। কণ্টেন কণ্টকেন অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল-অচ্, ইতি বা। বাবলাগাছ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সূক্ষ্মপুষ্প।

কণ্টবল্লী (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা বল্লী, মধ্যপদলো°। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কণ্টবৃক্ষ (পুং) কণ্টঃ কণ্টকবহুলো বৃক্ষঃ, মধ্যপদলো°। তেজঃফলবৃক্ষ।

কণ্টাকারী (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ। (অথবিকঙ্কতে কণ্টাকারী পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কণ্টাফল (পুং) কটি-ভাবে অপ্, কণ্টা কণ্টকোপলক্ষিতং ফলং যস্য। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।
(কণ্টাফলস্তু পনসে পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কণ্টার্ত্তগলা (স্ত্রী) নীলঝিণ্টি।

কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল-উণ্। ১ বাঁশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকী। ৪ বাবলা।

কণ্টাহ্বয় (ক্লী) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে, কণ্ট-আ-হ্বে-ক। পদ্মের গেঁড়ো।

কণ্টী [ন্] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অস্ত্যস্তি, কণ্ট-ইনি। ১ কলায়। ২ অপামার্গ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর।

কণ্ঠ (পুং) কণ্-ঠ (কণেষ্ঠঃ। উণ্ ১। ১০৫।) ১ গলদেশ, গ্রীবার সম্মুখভাগ। সুশ্রুতের মতে এইস্থানে ৪ খানি তরুণাস্থি ও মণ্ডলা নামক ৩টি অস্থিসন্ধি আছে। কণ্ঠনাড়ীর উভয়-পার্শ্বে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কোনরূপে সেই ধমনী বিদ্ধ হইয়া গেলে মূকতা, স্বরবিকৃতি ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

২ অনেকস্থলে গ্রীবার সমুদায় অংশও কণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কণ্ঠব্যতীত গ্রীবার অন্যান্য অংশে কণ্ডরা ৪, কূর্চ্চ ১, অস্থি ৯, অস্থিসন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবার উভয়পার্শ্বে সিরা ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল সিরা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত, শারীর।) গৌতমতন্ত্রের মতে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ-স্বরযুক্ত, ধূম্রবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্মের অবস্থান।

("তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণৈর্মহাপ্রভম্॥
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্য মহাদ্ভুতম্।")

৩ ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ। ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ।
(কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে। (উজ্জ্বলদত্ত।)

৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিতস্থান।
("খাতাদ্বাহ্যোহঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্ব্বকুণ্ডেষ্বয়ং বিধিঃ।"তিথ্যাদিতত্ত্ব।)
৭ মুনি। ৮ ফেন। (শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ-স্বার্থে কন্। কণ্ঠ। [কণ্ঠ দেখ।]

কণ্ঠকূণিকা (স্ত্রী) কণ্ঠ ইব কণ্ঠধ্বনিরিব কূণয়তি, কণ্ঠ-কুণ-

ণ্বুল্-টাপ্, অত ইত্বম্। বীণা, কণ্ঠস্বরের ন্যায় ইহার স্বর অতি সুস্পষ্ট।

(বীণা পুনর্ঘোষবতী বিপঞ্চী কণ্ঠকূণিকা। হেম ২। ২০১।)

কণ্ঠগত (ত্রি) কণ্ঠে গতঃ, ৭তৎ। ১ কণ্ঠস্থ। ২ কণ্ঠাগত।

কণ্ঠতলাসিকা (স্ত্রী) কণ্ঠতলে অশ্বানাং কণ্ঠদেশে আস্তে, কণ্ঠতল-আস-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বং। অশ্বের গ্রীবাবেষ্টক চর্ম্ম-রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠদঘ্ন (ত্রি) কণ্ঠঃ পরিমাণমস্য, কণ্ঠ-দঘ্নচ্ (প্রমাণেহয়সজ্ দঘ্নঞ্ মাত্রচঃ। পা ৫। ২। ৩৭।) গল পরিমাণ।

কণ্ঠধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ২৬)

কণ্ঠনালী (স্ত্রী) কণ্ঠগতা নাড়ী, মধ্যপদলো° ঙস্য লত্বম্। কণ্ঠ-দেশস্থিত স্থূলধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় এবং শব্দাদিও এই নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কণ্ঠনীড়ক (পুং) কণ্ঠে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরোভাগে নীড়ং যস্য, কণ্ঠনীড়-কপ্। চিলপক্ষী। (কণ্ঠনীড়কো না চিল্লে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠনীলক (পুং) কণ্ঠং ধারকস্য কণ্ঠাদিকমূৰ্দ্ধদেহং নীলয়তি স্বশিখাকজ্জলেন নীলবর্ণং করোতি, কণ্ঠ-নীল-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মসাল। ২ চিল্পাখী।

(কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোল্কায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠপাশক (পুং) কণ্ঠে পাশ ইব কায়তি প্রকাশতে, কণ্ঠ-পাশ-কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ কণ্ঠরজ্জু। কণ্ঠপাশকঃ।

(হস্তিনাং কণ্ঠরজ্জৌ চ কণ্ঠরজ্জৌ নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠবন্ধ (পুং) কণ্ঠে বন্ধঃ, ৭তৎ। গলবন্ধন, গলার ফাঁস।

কণ্ঠভূষা (স্ত্রী) কণ্ঠস্য ভূষা অলঙ্কারঃ, ৬তৎ। গলদেশের অল-ঙ্কার, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গ্রৈবেয়, গ্রৈব, রুচক ও নিষ্ক।

কণ্ঠমণি (পুং) কণ্ঠে ধার্য্যো মণিঃ, মধ্যপদলো°। গলদেশে ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল।

কণ্ঠমালা (স্ত্রী) কণ্ঠে ধার্য্যা মালা হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো°। স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণবিশেষ।

কণ্ঠরত্ন (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং রত্নম্, মধ্যপদলো°। কণ্ঠদেশে ধারণীয় রত্ন।

কণ্ঠলতা (স্ত্রী) কণ্ঠে লতা ইব, উপমি°। অশ্বের গলদেশস্থ রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠরোগ (পুং) কণ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যপদলো°। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরজাত রোগসকল। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে কণ্ঠনালীতে অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিণী ৫ প্রকার, কণ্ঠশালুক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, শতঘ্নী, শিলাঘু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী।

রোহিণী—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কণ্ঠরোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে। বায়ু জন্য রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্ত জন্য রোহিণীরোগে অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত মাংসাঙ্কুর শীঘ্র বাহির হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্ জ্বর হইয়া থাকে। কফজন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাকে এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীর-ভাবে পাকিয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য নয়। রক্তজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবমিশ্র বলেন—ত্রৈদোষিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সদ্য নষ্ট হয়; কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ রাত্রির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণী সাত রাত্রির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে।

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ-ধারণ এবং নস্য হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, চিনি ও মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্সার কাথ দ্বারা কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে আগারধূম (কোল), শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

কণ্ঠশালুক—কুপিত কফ দ্বারা কুলের আঁটির ন্যায়, কাষ্ঠবৎ বা শূকবৎ বেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে একবার ভোজন করাইবে।

অধিজিহ্ব—রক্তমিশ্রিত কফ কর্ত্তৃক জিহ্বার উপর জিহ্বাগ্রের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়।

বলয়—শ্লেষ্মার দ্বারা গলনালীতে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় রোগ বলে, এই রোগ অসাধ্য।

বলাস—শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্ত্তৃক গলদেশে বেদনাযুক্ত শোথ

জন্মিলে এবং রোগীর মর্ম্মচ্ছেদি দারুণ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে বলাসরোগ কহে, এই রোগ অসাধ্য।

একবৃন্দ—গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া উঠে, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট এবং ভার ও কোমল বোধ হয়, তাহার নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিবে।

বৃন্দ—রক্তপিত্ত জন্য গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয়া রোগীর অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হইলে তাহাকে বৃন্দরোগ বলে, ইহাতে বেদনা হইলে বাতজ বলা যায়।

শতঘ্নী—গলনালীতে মোটা পলিতার মত, কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত অথচ মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্য শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

শিলায—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলার ভিতর আমলকীর আঁঠির মত স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি জন্মে, ভুক্ত দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলায রোগ বলে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। সুশ্রুতমতে ইহার নাম গিলায়ু রোগ।

গলবিদ্রধি—সমস্ত গলদেশ ফুলিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। এই রোগ যদি মর্ম্মস্থানগত না হয় অথচ সুপক্ক হয়, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

গলৌঘ—কফ ও রক্ত জন্য গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া অন্ননালী বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে বায়ুর গতি নষ্ট ও তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলে।

স্বরঘ্ন—এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হয়, সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয় (রোগী কিছু চিনিতে পারে না) এবং শ্বাসের পথ আবৃত হয়।

মাংসতান—এই রোগে গলদেশের ফুলা ক্রমে বাড়িয়া কণ্ঠনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুলা বিস্তৃত, অতি ক্লেশদায়ক ও লম্বমান হয়। ইহাতে রোগী বাঁচে না।

বিদারী—এই রোগে পিত্তের প্রকোপ জন্য গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ, দাহ ও বেদনাযুক্ত ফুলা হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস খসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ জন্মে।

সাধারণতঃ কণ্ঠরোগ মাত্রেই,—১। দারুহরিদ্রা, নিমছাল, শালদুধ, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিবে, অথবা হরীতকীর কষায় মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২। কটকা, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৩। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁট, সাজিমাটী, যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই সকলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা করিবে, এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোণামূলের ছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে। (চক্রদত্ত।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে কণ্ঠরোগ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে সামান্য কণ্ঠশোথ (Simple Sore throat), ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথ (Ulcerated Sore throat), গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Quinsy or Tonsilitis), সাংঘাতিক কণ্ঠশোথ (Malignant Sore throat), সান্নিপাতিক কণ্ঠরোগ (ঝিল্লীচ্ছাদন) বা ডিফ্থিরিয়া (Diphtheria)

কণ্ঠশোথ হইতে কণ্ঠে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও জ্বর হয়। প্রথমে বাধা না পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহ্বা ফোলে এবং খারাপ হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট ছোট পীতবর্ণ ফুলা হয়। তৃষ্ণা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জ্বলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগ্রন্থিও তত ফুলিয়া উঠে, তাহাতে পূয জন্মে। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে আরাম বোধ হয়। কখন কখন ফাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা চাই, নাহিলে সাংঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপ হইলে কঠিন জ্বর হয়।

সামান্য কণ্ঠশোথে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী।

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কণ্ঠশোথ হইলে ডাল্কামরা। বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা হইলে গ্লোনোনিনম্। জ্বরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট্। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠশুষ্ক, শিরঃপীড়া এবং মুখ লাল হইলে বেলেডোনা। কণ্ঠ আড়ষ্ট, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে মার্কুরিয়াস্।

ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাংশুবর্ণ

অথচ অরিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইট্রিক। দুর্গন্ধ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য ঘটিলে ব্যাপ্টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজিটেবলিস্।

গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Tonsilitis)—গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগও নানাপ্রকার। স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাঁচ হইতে দশ বর্ষের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ সকল ঋতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। শীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈতৃক দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্ডমালা-রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগ জন্মাইবার পূর্ব্বে রোগী বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকে, কখন কখন সামান্য পেটের গোলমাল হয়। এই রোগ হইলে শীতবোধ, কম্পন, চর্ম্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া অথবা ক্ষুধামান্দ্য, অসুখবোধ, প্রত্যঙ্গে ব্যথা বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্য হইতে অতি দারুণ যন্ত্রণা প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। ঢোক গিলিবার সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাসি, ছেপ বা কফ ফেলিবার ইচ্ছা, কণ্ঠে দোষের সঞ্চার, কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস, কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, কখন কখন রোগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। কোন কোন স্থলে গলার ফুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ফুলা কাটিয়া না দিলে কথা কহিবার সময়, বমি করিবার সময় অথবা কাসিবার সময় ফাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও ফাটিয়া থাকে, এ অবস্থায় ফাটিলে রোগী অধিক কষ্ট ভোগ করে না, ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অনেকটা শোয়াস্তি বোধ করে। ৫।৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়। শ্বাসবন্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, নচেৎ নয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাত্রে গরম জলে খানিকটা কর্পূর ও আধছটাক ভিনিগার রাখিয়া হাঁ করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিবে। ধূম লাগিয়া যদি কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে মৃদুবিরেচক এবং প্রাতঃকালে ভেদক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে লবণ ও রাইসরিষা মিশাইয়া তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া রাখিবে। পূর্ব্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুলা কাটিয়া দিতেন। আবার কেহ কস্টিক্ দিয়া পোড়াইয়া দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল, মন্দভোজী, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিবে। ২ ড্রাম লুনার কস্টিক ২ ঔন্স চোঁয়ান জলে মিশাইয়া তুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। দিবসে ডিকক্সন্ অব সিন্কোনা, টিঞ্চর সিন্কোনা এবং এসেটেট্ অব আমোনিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধটি কিয়ৎকাল কণ্ঠে রাখিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই রোগে পদতল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে—এই রোগে বেলেডোনা, মার্কুরিয়াস্, হেপার আর্সেনিক, সাইলেসিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের এক প্রকার কণ্ঠশোথ হয় তাহাকে ইংরাজীতে থ্রস (Thrush) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎসক ছাল্লা বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে এক প্রকার কোড়ক জন্মে। মুখে প্রথমে ছোট সাদা দাগ হয়, তাহা দেখিতে বাতির ফোঁটার মত। রোগীর জ্বর বোধ, তন্দ্রা, উদরাধ্মান, শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু স্তন্যপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চট্‌চটে ও সবুজ ভেদ হয়। এই রোগে মধু দিবে। ২ ভাগ কার্ব্বনেট অব সোডা ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার মিশাইয়া দুই গ্রেণ হইতে পাঁচ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম ওয়াটার, বিসমথ্ চক্ ইত্যাদিও উপকারক।

হোমিওপ্যাথিমতে—নরম তুলি দিয়া বোর‍্যাক্স বাহ্য প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা ক্ষত হইলে মার্কুরিয়াস্, পরে সাল্‌ফার দিবসে ও রাত্রে খাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অম্ল হইলে পালসেটিলা বা নাক্স দিবে। রোগ কঠিন হইয়া উঠিলে ছয় কিম্বা বার ঘণ্টা অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম্, পরে এসিড নাইট্রিক্ প্রয়োগ করিবে।

সাঙ্ঘাতিক কণ্ঠশোথ (বিদারী)—এই রোগ সচরাচর শরৎকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়, ইহা বহুব্যাপী ও সংক্রামক। ইহার লক্ষণ—শীত, কম্পন, তাপ, দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ে বেদনা, বমন, ভেদ, চক্ষু জলময় ও জ্বালাযুক্ত, ওষ্ঠ খুব রক্তবর্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও গোলমেলে, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট বোধ, কণ্ঠ লাল হইয়া ফোলে। কণ্ঠের উপর নানা আকারে

নালি যা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ নালি উপরে নাসিকা এবং নীচে নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মধ্যে মধ্যে এলোমেলো বকে, নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুর্গন্ধ অনুভব করে। গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ বসিয়া পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাঙ্ঘাতিক জানিবে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জ্বর হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোনা। মুখে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ, গাঢ় কফযুক্ত, গলগ্রন্থি নালিযুক্ত হইলে, শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গা গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর মার্কুরিয়াস্। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে রস। এ ছাড়া সালফার, সাইলিসিয়া আর্সেনিক, এসিড নাইটিক প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

ত্বকৃছাদন (Diptheria)—কণ্ঠের মধ্যে শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম ঝিল্লি (False membrane) জন্মে; এই কণ্ঠরোগকে ডাক্তারেরা ডিফ্‌থিরিয়া বলেন। (অপর নাম Cynanche maligna বা Angina maligna)। এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগের প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বায়ুর দোষে, এবং শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম ঝিল্লি গলগ্রন্থি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন তালুমূলে, কখন শ্বাসনলী (Larynx and Trachea) পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শ্বাসনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

লক্ষণ—কণ্ঠের ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ দেখায়। সহজ পীড়াতে জ্বর, গলায় অল্প বেদনা, গ্রীবার গ্রন্থি কিছু ফুলিয়া উঠে ও ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্রে শব্দ, অল্প অল্প শ্বাসও হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা—১ নাসাত্বকৃছাদন (Nasal Diptheria), কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী প্রায়ই বাঁচে না। ২ ত্বাকৃছাদনিক কাশ (Diphtheric Caoup)—এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা সাংঘাতিক। ৩ বহিত্বকৃছাদন (Cutaneous Diphtheria)—সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর ত্বকের যে স্থানে ক্ষত থাকে বা ছড় হয়, উহাতে কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মিতে দেখা যায়।

রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন হইলে ১ পক্ষ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হইলে দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা—২ ড্রাম কষ্টিক্ ৬ ড্রাম চোয়ান জলে দ্রব করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলার ভিতর লাগাইবে। কেহ কেহ ষ্ট্রং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১০ গুণ জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে বলেন। শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে ১ ড্রাম টিঙ্কর ফেরিমিউরিয়স্ ৪ ঔন্স জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। জ্বরের সময় ১ ফোঁটা টিঙ্কর একোনাইট ১ ঔন্স জল দিয়া তাহার অর্দ্ধ ড্রাম ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথী—অধিক জ্বর, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ও শিরঃপীড়া থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিস্ফুড়ি হইলে এবং গলা হইতে স্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত কফ জন্মিলে মার্কুরিয়াস্, ১ ঘণ্টা অন্তর। এ ছাড়া আর্সেনিক, হাইড্রেষ্টিস্ প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠশুণ্ডী (স্ত্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ;—দূষিত কফ ও রক্ত তালুমূলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় যে শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণ্ঠশুণ্ডী। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠশুণ্ডী গলশুণ্ডী ও তালুশুণ্ডী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।

চিকিৎসা—১। গলশুণ্ডীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, বচ, মধু ও সৈন্ধব, অথবা কুড়, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ২। উক্ত ঔষধ সকল ঘৃতসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। সিউলী গাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী রোগ বিনষ্ট হয়। ৪। আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী ও নিমছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলশুণ্ডী নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কণ্ঠসজ্জন (ক্লী) কণ্ঠে সজ্জনম্ ৭তৎ। কণ্ঠে লগ্ন হইয়া আলিঙ্গন।

কণ্ঠসূত্র (ক্লী) কণ্ঠে সূত্র ইব উপমিং। ১ মালা। ২ আলিঙ্গন বিশেষ।

"যং কুর্ব্বতে বক্ষসি বল্লভস্য স্তনাভিঘাতং নিবিড়োপঘাতাৎ পরিশ্রমার্ত্তাঃ শনকৈর্বিদগ্ধাস্তৎ কণ্ঠসূত্রং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥"

রতিশাস্ত্র।

কণ্ঠস্থ (ত্রি) কণ্ঠে তিষ্ঠতি, কণ্ঠে-স্থা-ক। মুখস্থ, যাহা অত্যন্ত অভ্যাস করা হইয়াছে।

কণ্ঠস্থালী। চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৩। ১৬) [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

কণ্ঠা (দেশজ) ১ কণ্ঠদেশস্থ হাড়। ২ মৎস্যের কণ্ঠদেশ।

কণ্ঠাগত (ত্রি) কণ্ঠে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্গমনোন্মুখ, কণ্ঠে উপস্থিত।

"পঞ্চপ্রাণ কণ্ঠাগত হল তার আসি।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি॥"

দুঃখীশ্যাম—গোবিন্দম° ৬১।

কণ্ঠাগ্নি (পুং) কণ্ঠে কণ্ঠাভ্যন্তরে অগ্নিঃ পাচকাগ্নির্যস্য, বহুব্রী। পক্ষী, ইহাদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই পরিপাক হইয়া যায়।

কণ্ঠাভরণ (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং আবরণম্, মধ্যপদলো°। গলদেশের অলঙ্কার।

কণ্ঠার। স্বর্গভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিষ্যোক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—দুর্গা দুর্গাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার কণ্ঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। দুর্গাসুরের কণ্ঠ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কণ্ঠার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতিরা বাস করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে। কণ্ঠারবাসীরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।

(ব্রহ্মখণ্ড ৫৬। ৩৯-৪১)

কণ্ঠাল (পুং) কঠি-আলচ্। ১ ওল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌকা। ৪ খনিত্র। ৫ উষ্ট্র। ৬ গুণ, দড়ীবিশেষ। ৭ বৃক্ষবিশেষ।

কণ্ঠালা (স্ত্রী) কণ্ঠাল-টাপ্। ১ জালের দড়ী। ২ বামুনহাটী। (শব্দার্থি)। দ্রোণিবিশেষ। (কণ্ঠালা তু দ্বয়োর্দ্দ্রোণীপ্রভেদে না ক্রমেলকে। (মেদিনী।)

কণ্ঠিকা (স্ত্রী) কণ্ঠো ভূষ্যতয়া অস্ত্যস্যাঃ, কণ্ঠ-ঠন্-টাপ্। কণ্ঠাভরণবিশেষ, একনরী মালা। (হারা যষ্টিভেদাদেকাবল্যেকযষ্টিকা, কণ্ঠিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।)

কণ্ঠী (স্ত্রী) কণ্ঠ-অল্পার্থে ঙীপ্। ১ গলদেশ। ২ অশ্বের গলবেষ্টন করিবার চর্ম্মদড়ী প্রভৃতি।

কণ্ঠীধারী (দেশজ) ১ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষ্ণব।

কণ্ঠীরব (পুং) কণ্ঠাৎ রবো যস্য, বহুব্রী। ১ সিংহ। ২ মত্তহস্তী। ৩ পায়রা, কপোত।

কণ্ঠীরবী (স্ত্রী) কণ্ঠীরব-ঙীষ্। বাসকবৃক্ষ। [বাসক দেখ।]

কণ্ঠীল (পুং) [কণ্ঠাল দেখ।]

কণ্ঠেকাল (পুং) কণ্ঠে কালঃ বিষপানজো নীলিমা যস্য অলুক্‌সমা°। মহাদেব। (কণ্ঠেকালঃ শঙ্করো নীলকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠোগ্রৌ ধূর্জটি ভীমভর্গৌ। হেম ২। ১১৯।)

কণ্ঠ্য (ত্রি) কণ্ঠে ভবঃ, কণ্ঠ শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ (যতোঽনাবঃ পা ৬। ১। ২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বর্ণ সকল। *। অকুহবিসর্জ্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। সি° কৌ°। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি বর্ণকে কণ্ঠ্যবর্ণ কহে। কণ্ঠায় কণ্ঠস্বরায় হিতম্, যৎ। ৩ কণ্ঠস্বরের উপকারী।

(যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ। সুশ্রুত।)

কণ্ঠ্যবর্ণ (পুং) কণ্ঠ্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি কণ্ঠ্যবর্ণ।

কণ্ডন (ক্লী) কডি ভাবে ল্যুট্ ইদিত্বাৎ মুম্। ১ চাউল নির্ম্মল করা, কাড়া। ২ (কর্ম্মণি ল্যুট্) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার গুঁড়া বাহির করা হয়, কুঁড়ো।

("ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ভিষক্ পশ্চাৎ শালীতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ।" সুশ্রুত।)

কণ্ডনী (স্ত্রী) কণ্ড্যতে তুষাদিরপনীয়তে অনয়া, কডি-করণে ল্যুট্, ইদিত্বাৎ মুম্। উদূখল, উখলি।

কণ্ডরা (স্ত্রী) কডি-অরন্ ইদিত্বাৎ মুম্ টাপ্ চ। ১ মহানাড়ী। ২ মহাস্নায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতমতে—সর্ব্বাঙ্গে ১৬টি কণ্ডরা আছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে ৪। এই সকল কণ্ডরা দ্বারা শরীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারা যায়। হস্ত ও পদগত কণ্ডরার প্ররোহ বা প্রান্তসীমা নখ; গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কণ্ডরাগণের প্ররোহ মেঢ্র; পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাগণের প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, উরু, বক্ষ, অক্ষ ও স্তনপিণ্ড। (ভাবপ্রকাশ।)

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে, তাহা বাতপীড়িত হইলে বাহুদ্বয়ের কার্য্য বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বিশ্বাচী।

কণ্ডরীক (পুং) সপ্তজাতিস্মর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কণ্ডাগ্নি (পুং) পক্ষী।

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অনুচর।

কণ্ডিকা (স্ত্রী) কডি-ণ্বুল্-টাপ্। বেদের একদেশ, অধ্যায় প্রপাঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ।

কণ্ডু (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহাঁর পিতার নাম কণ্ড। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে কণ্ডুমুনি গোমতী তীরে উৎকট তপস্যা আরম্ভ করেন, ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হাবভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকাল তাহার সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। বহুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন, প্রম্লোচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া উঠিল।

তাহাতে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইল, তিনি পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন। ২ (স্ত্রী) কণ্ডূয়তি শরীরং, কণ্ডু-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১। ৩৮।) একপ্রকার চুলকানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। [চুলকণা দেখ।]

কণ্ডুক (পুং) কণ্ডূ-কন্। ১ কণ্টক। ২ কণ্ড।

কণ্ডুর (পুং) কণ্ডূং রাতি দদাতি, কণ্ডূ-রা-ক-(আতোঽনুপসর্গে। পা ৩। ২। ৩।) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ করলালতা। ২ কুন্দর তৃণ।

কণ্ডুরা (স্ত্রী) কণ্ডুর-টাপ্। ১ শূকশিম্বী, আলকুশী। ২ অত্যম্লপর্ণী।

কণ্ডূ (স্ত্রী) কণ্ডূয়-সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, অলোপো যলোপশ্চ। ১ চুলকানি। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—খর্জ্জু, কণ্ডূয়া, কণ্ডূতি ও কণ্ডূয়ন।

চিকিৎসা,—দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, পামা, দদ্রু, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

৩ গুঞ্জাফল (কুচ) ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গে কণ্ডূ, দারণ, কুষ্ঠ ও কাপাল রোগ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের বিশেষ উপকারী। [হরিদ্রাখণ্ড দেখ।]

কণ্ডূক (ক্লী) কণ্ডূ-স্বার্থে কন্। কণ্ডূ।

কণ্ডূকরী (স্ত্রী) কণ্ডূং করোতি, কণ্ডূ-কৃ-ট-ঙীপ্। শূকশিম্বী, আলকুশী।

কণ্ডূঘ্ন (পুং) কণ্ডূং হন্তি, কণ্ডূ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধ, সোঁদালু। ২ শ্বেত সর্ষপ।

কণ্ডূঘ্নবর্গ (পুং) কণ্ডূঘ্নানাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ। চন্দন, বেণামূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুটজ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দশটি কণ্ডূঘ্নবর্গ। (চরক।)

কণ্ডূতি (স্ত্রী) কণ্ডূয়-ভাবে ক্তিন্, অলোপো যলোপশ্চ। কণ্ডূয়ন, চুলকান।

("সুভগ! ত্বৎকথারম্ভে কর্ণে কণ্ডূতি লালসা।" সাহিত্যদ°।)

কণ্ডূমকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ। এই কীট দংশন করিলে রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ, বমন, অতিসার প্রভৃতি হইয়া প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

কণ্ডূয়ন (ক্লী) কণ্ডূয়-ভাবে ল্যুট্। ১ চুলকান। ২ চুলকণা।

("যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।" ভাগবত ৭। ৯। ৪৫।)

(বৈদিক) ৩ দীক্ষিতদিগের চুলকাইবার জন্য দ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণশৃঙ্গ; গাত্রে কণ্ডূ উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ শৃঙ্গের দ্বারা চুলকাইয়া থাকেন। (কর্ক।)

কণ্ডূয়নক (ক্লী) কণ্ডূয়ন-স্বার্থে কন্।

কণ্ডূয়নী (স্ত্রী) কণ্ডূয়ন-ঙীষ্। কৃষ্ণশৃঙ্গ।

কণ্ডূয়া (স্ত্রী) কণ্ডূ-যক্ (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা। ৩। ১। ১০২।) অ-টাপ্। কণ্ডূ। (কণ্ডূয়নঞ্চ কণ্ডূয়া কণ্ডূকার্থে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূরা (স্ত্রী) কণ্ডূং রাতি, কণ্ডূ-রা-ক-টাপ্। আলকুশী। (কণ্ডূরাস্ত্রী শূকশিম্ব্যাম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূল (পুং) কণ্ডূ-অস্ত্যর্থে লচ্। ১ কণ্ডূকারক ওল প্রভৃতি। (ত্রি) ২ কণ্ডূযুক্ত।

কণ্ডোল (পুং) কডি বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ নল বাঁশ প্রভৃতি নির্ম্মিত ধান্যাদি রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিট, পিটক ও পেটক। ২ উষ্ট্র। ৩ গুজরাটের থান জেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। কণ্ডোল সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে—

"থান কণ্ডোলা মাণ্ডবা নবসে বাব কুবা।
রাণা পেলা রাজীবা থান বাবরীয়া হুবা॥"

কণ্ডোলক (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে কন্। কণ্ডোল। (হেম ৪।৮৩।)

কণ্ডোলবীণা (স্ত্রী) কণ্ডোল ইব বীণা, কণ্ডোলস্য বীণা বা। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেঁদড়া। সংস্কৃত পর্য্যায়—চাণ্ডালিকা, চণ্ডালবল্লকী, চণ্ডালিকা ও কটোলবীণা।

কণ্ডোলী (স্ত্রী) কণ্ডোলস্তদ্বদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ, কণ্ডোল-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ঙীষ্। কণ্ডোলবীণা।

কণ্ড্বোঘ (পুং) কণ্ডূনাং ওঘঃ সমূহো যস্মাৎ। শূককীট, শূয়াপোকা। এই পোকাস্পর্শে প্রথমতঃ কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া, পরে তাহা পাকিয়া উঠে। [শূককীট দেখ।]

কণ্ব (ক্লী) কণ্যতে অপোহ্যতে, কণ-বন্। ১ পাপ। ২ ভূতযোনিবিশেষ। ৩ মুনিবিশেষ, ইনি ঘোরপুত্র ও অঙ্গিরস গোত্রসম্ভূত। ঋক্‌সংহিতার অষ্টম অষ্টক ইঁহার নামে প্রসিদ্ধ। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কণ্বশাখার প্রবর্ত্তক।

বেদে আরও কয়েকজন কণ্বের নাম পাওয়া যায়; যথা—কণ্বনার্ষদ, কণ্বশ্রায়স, কণ্বকাশ্যপ। ইঁহারা সকলেই কণ্ববংশীয়। মেনকা-পরিত্যক্ত শকুন্তলা সম্ভবতঃ কণ্বকাশ্যপ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ কণ্ব নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"কণ্বঃ সুখময়ঃ তত্ত্ববিদ্যাপ্রভাবাৎ নত্বয়ং সংসারজন্যসুখময়ঃ নহি তত্ত্বজ্ঞানিনাং কচিৎ সংসারাসক্তিঃ অবিদ্যাধর্ম্মাভাবাৎ।" কণ্ব অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা প্রভাবে সুখময়, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের অবিদ্যা অভাব জন্য সংসারে কোনরূপ

আসক্তি নাই, সুতরাং সংসার জন্য সুখময়ও নহেন। ৪ পুরুবংশীয় রাজবিশেষ, তপস্যাবলে ইনিও মুনি হইয়াছিলেন। ৫ রাজবিশেষ, প্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিথির পিতা। মতান্তরে অজমীঢ়ের পুত্র। ৬ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। (ত্রি) ৭ বধির।

৮ তীর্থবিশেষ, (ভারত ৩। ৮২। ৪৪।) (ত্রি) ৯ বিদ্যাক্রিয়াকুশল। ১০ মেধাবী। ১১ স্তুতিকারক। ১২ স্তবনীয়, যাহাকে স্তব করা হয়।

কণ্বরথন্তর (ক্লী) কণ্বেন গীতং রথন্তরম্, মধ্যপদলো। সাম গানবিশেষ।

কণ্বসুতা (স্ত্রী) কণ্বস্য প্রতিপালিতা সুতা। শকুন্তলা। একদা বিশ্বামিত্রের উগ্রতপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্নের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদ্‌গর্ভে একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন। মেনকা সেই সদ্যঃ প্রসূতা কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়। দৈববশে কণ্বমুনি সেই কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন এবং দয়ার্দ্র চিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া, তনয়ার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। [শকুন্তলা দেখ]

কণ্বাশ্রম (পুং) কণ্বস্য আশ্রমঃ, ৬তৎ। ১ কণ্বমুনির আশ্রম, এই আশ্রম মালিনীনদীতীরে অবস্থিত; এই স্থান আদি ধর্ম্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। (ভরত)। ২ কোটার দক্ষিণে চম্বল নদীর নিকট একটী কণ্বাশ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট মৌর্য্যবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কণ্বস্মৃতি (স্ত্রী) কণ্বেন প্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যপদলো°। শুক্লযজুর্ব্বেদ হইতে কণ্বমুনি সংগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কৎ (অব্য) ১ ঈষৎ, অল্প। ২ কুৎসিত। ৩ কাথ। (আরব্য) ৪ খদির।

কত (পুং) কং জলং শুদ্ধং তনোতি, ক-তন্ ড। ১ নির্ম্মলী বৃক্ষ। ২ মুনিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র। ৩ (দেশজ) কি পরিমাণ। ৪ অধিক পরিমাণ।

কতক (পুং) তক্ হাসে বাহুলকাৎ ঘ; কস্য জলস্য তকঃ হাসঃ প্রকাশোঽস্মাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল ও তিক্তমরিচ। এই গাছ বঙ্গে নির্ম্মলী, উত্তরপশ্চিমে নির্ম্মল বা নির্ম্মলী, উৎকলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকমু, ইন্দুপ চেত্ত, অথবা চিল্ল; তামিল ভাষায় তেত্তমরম্ বা তেত্তকোত্তে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিঞ্জ এবং সিংহলে ইঙ্গিবি বলে। (Strychnos potatorum)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহার ফল দ্বারা জলসংশোধন করিয়া লইতেন। [সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ দেখ।] ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥" মনু ৬।৬৭।

কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না।

এই গাছ ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গলায়, দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলের কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি ৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠে তক্তা হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত বহুবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, পাকিলে কাল হয়। ইহার বকল হরিতাভ ধূসর বর্ণ, রেসমের মত পরিষ্কার রোঁএ আচ্ছন্ন। ইহার শ্বেতসার আস্বাদহীন।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কতকের গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুহিতকর, রুচিকর এবং ক্রিমিদোষ ও শূলদোষনাশক। বীজের গুণ জলনির্ম্মলকারী।

ভাবপ্রকাশ মতে ফলের গুণ—জল পরিষ্কারক, নেত্রের হিতকারী; বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষায় চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে মধু ও কর্পূরের সহিত নির্ম্মলী ঘষিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—শীতল ও শুষ্ক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে পেটব্যথা ভাল হয়, ইহা চক্ষুর হিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিফ-ই-সারিফী নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে—মেহ ও মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কোন প্রকার পীড়ায় নির্ম্মলী বিশেষ উপকারী।

তামিল বৈদ্যদিগের মতে পক্ব ফলের গুড়া বমনকারক।

কার্কপাট্রিক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্ম্মলী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধযাত্রাকালে ঐ ফল সেনাদিগের কাছে রাখা ভাল, কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহা নির্ম্মলী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। জল পরিষ্কার হয় বলিয়া ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (Clearing nut)

২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীকা। রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় কতকের উল্লেখ করিয়াছেন। বুর্ণেলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু অপর টীকাকারদিগের উক্তি অনুসারে কতক টীকাকার ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হওয়াই সম্ভব। কতক টীকাকার গ্রন্থারম্ভে কালহস্তিকের স্তব করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে তিনি দক্ষিণদেশবাসী।

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিলা খ্যাতে নির্ম্মলাখ্যফলদ্রুমে। শব্দাব্ধি।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাণ।

কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম।

কতদ্রোণ (পুং) সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

কতফল (পুং) কতং জলপ্রসাদকং ফলমস্য, বহুব্রী°। ১ নির্ম্মলীবৃক্ষ। ২ (কর্ম্মধা) নির্ম্মলীফল।

কতম (ত্রি) কিম্-ডতমচ্। বহু পদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থ।

কতমাল (পুং) কস্য জলস্য তমায় শোষণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, ক-তম-অল্-অচ্। অগ্নি; ইহার পাঠান্তর কচমাল ও খচমাল।

কতর (ত্রি) কিম্-ডতরচ্। দুইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি। (যস্তেনমস্তুসিতদা কতরো বরস্তে। নৈষধ।)

কতি (ত্রি) কা সংখ্যা পরিমাণং এষাম্, কিম্-ডতি (কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ডতি চ। পা ৫।২।৪১।) ১ কি পরিমাণ, কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র।

কতিচিৎ (অব্য) কতি-চিৎ। কতকগুলি, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

কতিথ (ত্রি) কতি-পূরণে ডট্, থুক্চ। (ষট্‌কতিকতিপয়চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ।

কতিধা (অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়ক্-পুক্চ। কতকগুলি, কিছু।

কতিবিধ (ত্রি) কতিঃ বিধা প্রকারোঽস্য, বহুব্রী। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিরা (লা)। হিমালয় ও পারস্যাদি দেশজাত সাদা বৃক্ষনির্য্যাস। গঁদের মত, জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ—শীতল, বাতনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিবিধ মেহরোগনাশক।

কতিশঃ (অব্য) কতি-বীপ্সার্থে শস্ (সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫।৪।৪৩) কত কত।

কতীমুষ (ক্লী) অগ্রহারের নাম।

কতেক (দেশজ) কতিপয়, কয়েক।

কতেহার। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বাংশের প্রাচীন নাম।

কৎকৎ (দেশজ) দুঃখে বা শোকে বুক ধড় ধড় করা।

কত্তৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং তৃণং, কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে চ জাতৌ। পা ৬।৩।১০৩।) ১ সুগন্ধি তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, বাঙ্গলায় রামকর্পূর ও হিন্দীতে সোধিয়া বা রোহিষ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজগ্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত, সুশীতল; রোহিষতৃণ, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্যামক, ধ্যামক, পূতি; মুদ্গল ও দেবদগ্ধক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটুপাক, তিক্ত ও কষায় রস, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল কাস ও জ্বর নাশক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কটু ও তিক্ত রস; কফদোষ, শস্ত্র ও শল্যদোষ এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (কত্তৃণং তৃণভিৎপুংস্যোঃ। মেদিনী।)

কত্তোয় (ক্লী) কু কুৎসিতং তোয়ং যত্র, বহুব্রী। মদ্য। (কত্তোয়মপি মস্তকে। শব্দাব্ধি।)

কত্রি (ত্রি) কুৎসিতাস্ত্রয়ঃ, (ত্রৌচ। পা ৬।৩।১০১। বার্ত্তিক।) কুৎসিত তিনটি পদার্থ।

কত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাতাদি অর্থে ঢকঞ্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দ সমূহ। কত্রি, উম্ভি, পুষ্কল, মোদব, কুম্ভী কুণ্ডিন, নগরী, মাহিষ্মতী, বর্মতী, উখ্যা ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ কত্র্যাদিগণের অন্তর্ভূত।

কৎপয় (ক্লী) কৎ সুখকরং পয়োঽস্য বহুব্রী। ১ সুখকর জলাশয়। ২ (কর্ম্মধা) সুখকর জল।

কৎলু খাঁ, (কুৎলু খাঁ)—একজন লোহানি আফগান। কৎলু খাঁর সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে। এই সুযোগে (১৫৮০ খৃঃ) কৎলু পাঠানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। ক্রমে কৎলু খাঁর তত্ত্বাবধানে চারিদিক্ হইতে পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কৎলু তাঁহাদিগের সাহায্যে সলিমাবাদে সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মির্জা নজাৎকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসন্তপুর, এমন কি দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় সম্রাট্ অকবর মির্জা আজীজকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কৎলুর কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ মোগলমারীর নিকট দামোদর নদীর তীরে মোগলপাঠানের যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খাঁ ও শাহকুলী মহরম কৎলুকে হারাইয়া দেন। ১৫৮৩ খৃঃ, অকবরের কর্ম্মচারীর সঙ্গে কৎলু খাঁর সন্ধি হয়, তদনুসারে কৎলু উড়িষ্যা আপন দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট অকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। কৎলুকে শাসন করি-

যায় জন্য মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্তা হইয়া আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাঁধিল। কৎলু সম্রাটের সৈন্যদিগকে পরাজয় ও বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন, এই সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। কিছুদিন পরেই কৎলুখাঁর মৃত্যু হইল। কৎলুর প্রধান উজীর ইসা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দেন।

কৎসবর (ক্লী) কৎস-বৃ-অপ্। স্কন্ধ। (ক্লীবে কৎসবরং মতং স্কন্ধে। শব্দাব্ধি।)

কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্ থমু (কিমশ্চ। পা ৫।৩।২৫।) কিরূপে।

("কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাম্ প্রভো।" ম ৫।২।)

কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্ত্তরি-ণ্বুল্। ১ বক্তা। ২ যাঁহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ৩ নাটকের বর্ণনাকারী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—একনট ও কথাপ্রাণ। ৪ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ।

("বাহ্যক্তসাধ্যনিয়মচ্যুতোঽপি কথকৈরুপাধিরুদ্ভাষ্যঃ।"

অহু° চিন্তা।)

কথকতা (স্ত্রী) কথক-তল্-টাপ্। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা।

কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্ত্তৃক পুরাণাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। [পাঠ ও পারায়ণ দেখ।] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতার সৃষ্টি হইবার কারণ কি?—এদেশের জন-সাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না; কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের সহজেই মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গালায় যেরূপ কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে।

এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্ত্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলায় সোণামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন।

রামধন গোবরডাঙ্গা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাত-নামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরণির কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহ জন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কথকেরা রামধনের 'সাট' অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

কথকতার 'সাট'কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী-উ= ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রিবর্ণনা, মধ্যাহ্নবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্যাবর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতা-কালে আবশ্যক মত বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।

কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপন-পূর্ব্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলো-চ্চারণপূর্ব্বক কথার সূচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত-বাঙ্গলা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে। তৎপরে কথক যে বিষয়ের কথকতা হইবে, তাহাই বলিতে থাকেন। যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্ত্তব্য।

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকতা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়া যায়, প্রতিদিন তাহা হইতে এক এক বিষয়ের কথা হইয়া থাকে, সেই এক এক বিষয়কে কেহ কেহ 'পালা' বলিয়া থাকেন; যেমন বামনভিক্ষা, ধ্রুবচরিত্র প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি।

৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কথকথার বড় আদর ছিল। তৎকালে অনেক ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়কার প্রবীণলোকেরা কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই; দুই এক জন ছাড়া সেরূপ ভাল কথকও আর দেখা যায় না।

কথঙ্কথিক (ত্রি) কথং কথমিতি পৃষ্টম্বেনাস্ত্যস্য, কথং কথং বাচনকাৎ ঠন্। প্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে।

কথঙ্কথিকতা (স্ত্রী) কথঙ্কথিকস্য ভাবঃ, কথঙ্কথিক তল্-টাপ্। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

(প্রশ্নঃ পৃচ্ছা অনুযোজনম্ কথঙ্কথিকতা। হেম ২। ১৭৭।)

কথঙ্কার (অব্য) কথং কৃ-ণমুল্। কিরূপে, কেমন করিয়া।

("কথঙ্কারমনালম্বা কীর্ত্তির্দ্যামধিরোহতি। শিশুপালবধ।")

কথঞ্চন (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে। ২ কোনরূপে, কোন উপায়ে।

কথঞ্চিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ কোনরূপে।

কথন (ক্লী) কথ-ভাবে ল্যুট্। কথা, বাক্য।

কথনীয় (ত্রি) কথ অনীয়র (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত।

কথম্ (অব্য) কস্মিন্ প্রকারে, কিম্ থমু-কাদেশশ্চ (কিমশ্চ। পা ৫। ৩। ২৫।) ১ হর্ষ। ২ নিন্দা। ৩ কিরূপ। ৪ সম্ভ্রম। ৫ প্রশ্ন। ৬ সম্ভাবনা।

(কথম্ হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারার্থে চ সম্ভ্রমে।
প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ। মেদিনী।)

কথমপি (অব্য) কথঞ্চ অপিচ, দ্বন্দ্ব। ১ কোন প্রকারে। ২ অতিযত্নে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগৌরবে। ৫ দৃঢ়রূপে।

কথম্ভাব (পুং) কথম্-ভূ-ঘঞ্। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ ভাবাপন্ন।

কথম্ভূত (ত্রি) কথম্-ভূ-ক্ত। ১ কিরূপ। ২ কিরূপে উৎপন্ন।

কথয়িতব্য (ত্রি) কথ ণিচ্-তব্য। (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বলিবারযোগ্য, বক্তব্য।

কথা (স্ত্রী) কথ-অঙ্ (চিন্তিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চশ্চ। পা। ৩। ৩। ১০৫।) টাপ্। ২ প্রবন্ধের বহুমিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা। ৩ নৈয়ায়িকগণ বিবিধ বক্তা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-বিশিষ্ট বাক্যসন্দর্ভকে 'কথা' বলেন।

"তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্যতরস্বরূপযোগ্য-
ন্যায়ানুগতবচনসন্দর্ভঃ কথা।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

পদার্থের যাথার্থ্য নিশ্চয় কিম্বা প্রতিপক্ষ পরাজয় প্রয়োজক বাক্যকে কথা বলে। ন্যায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নৈয়ায়িকদিগের মতে, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যাহাদের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্ত্তৃক স্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিতে কোন তর্ক করেন না ও অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্য যুক্তি প্রভৃতি বলিতে ও বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়ে, সমর্থ কি বিপক্ষ পরাজয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধিকারী। যথা—

"কথাধিকারিণস্তু তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্যতরাভিলাষিণঃ সর্ব্বজনসিদ্ধানুভবাপলাপিনঃ শ্রবণাদিপটবঃ অকলহকারিণঃ কথোপযিকব্যাপারসমর্থাঃ।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতে বাদি প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরিগ্রহকে "কথা" বলে। যথা—

"বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা।"
সর্ব্বদর্শনসং—অক্ষপা° দ°।

৩ বার্ত্তা। ৪ বাক্য। ৫ বিবরণ।

কথাক্রম (পুং) কথায়াঃ ক্রমঃ প্রসঙ্গঃ, ৬ তৎ। কথাপ্রসঙ্গ।

কথাদি (পুং) পাণিনি-উক্ত ঠক্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দগণ-বিশেষ;—কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা, বিতণ্ডা, কুষ্ঠবিদ্, জনবাদ, জনেবাদ, জনোবাদ, বৃত্তিসংগ্রহ, গুণ, গণ ও আয়ুর্ব্বেদ, এই কয়েকটী কথাদিগণের অন্তর্গত।

কথানক (ক্লী) কথয়তি অত্র, কথ-বাহুলকাৎ আনক্। ১ গল্প। ২ কথাবিশেষ। বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথা গ্রন্থকে কথানক কহে।

কথান্তর (ক্লী) কথায়া অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবসর। ২ অন্যকথা। ৩ কলহ।

কথাপীঠ (ক্লী) কথায়াঃ পীঠমিব, উপমি। কথাপ্রস্তাব সূচক প্রস্তাবনা।

কথাপ্রবন্ধ (পুং) কথায়াঃ প্রবন্ধঃ ৬ তৎ। গল্পের পুস্তক।

কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ নানাবিধ কথোপকথন। ২ (ত্রি) (কথায়াং প্রসঙ্গো যস্য, বহুব্রী) অবিশ্রান্ত গল্পকারক। ৩ বিষবৈদ্য। ৪ বাতুল। (কথাপ্রসঙ্গো বাতুলে বিষবৈদ্যে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।)

৫ বার্ত্তা। ৬ গোষ্ঠীবচন, দুই চারিজন একত্রিত হইয়া কথায় কথায় যে সকল গল্প করে।

("মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল চক্রতুঃ।" কথা স° সা°।)

কথাপ্রাণ (ত্রি) কথায়া প্রাণিতি জীবতি, কথা-প্র-অন্-অচ্। কথায়াং প্রাণাঃ জীবনোপায়া যস্য ইতি বা। ১ কথক। ২ নাটকরচয়িতা।

কথাভাস (পুং) ন্যায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত অসৎ তর্কমূলক বাক্য।

কথাবার্ত্তা (স্ত্রী) কথা চ বার্ত্তা চ দ্বন্দ্ব। বিবিধ কথা।

কথাময় (ত্রি) কথা-ময়ট্। কথাপূর্ণ।

কথামুখ (ক্লী) কথায়া আমুখম্ ৬তৎ কথাগ্রন্থের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ।

কথাযোগ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ।

("পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।" হিতোপ।)

কথারম্ভ (পুং) কথায়াঃ আরম্ভঃ, ৬ তৎ। কথার আরম্ভ।

কথালাপ (পুং) কথায়াঃ আলপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন।

কথাশেষ (ত্রি) কথা মাত্রং শেষো যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত; মৃত্যুর পর যে ব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং) কথার শেষ, কথাসমাপ্তি।

কথাসরিৎসাগর (পুং) সংস্কৃত কথাগ্রন্থবিশেষ; সোমদেব ভট্ট নামক জনৈক কবি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদের জন্য পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশাম্বীরাজ বৎসরাজের পুত্র ও নরবাহন দত্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।

[গুণাঢ্য, সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র দেখ।]

কথি (দেশজ) কোথায়, কোন্ স্থানে।

কথিক (ত্রি) কথ-ঠন্। কথক, পুরাণবক্তা।

কথিত (ত্রি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, যাহা বলা হইয়াছে। ২ বর্ণিত, যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত। ৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশ্বর, বিষ্ণু। ৭ (ভাবে ক্ত) (ক্লী) কথন।

কথিতপদতা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থবাচক দুইটি শব্দ এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি।

("রতিলীলাশ্রমং ভিন্তে সলীলমনিলো বহন্।" (সাহিত্যদ°।)

এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশ্রম বলিলেই অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আবার অনেক স্থলে এই দোষ গুণের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—

"কথিতঞ্চ পদং পুনঃ।

বিহিতস্যানুবাগত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধি॥

দৈন্যেঽথ লাটানুপ্রাসে হনুকম্পায়াং প্রসাদনে।

অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে হর্ষে হবধারণে॥"

বিহিতানুবাদ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দীনতা, লাটানুপ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্ষ ও অবধারণে কথিতপদতা দোষ না হইয়া গুণই হইবে।

(সাহিত্যদ° ৭ম পরি°।)

কথীকৃত (ত্রি) অকথা কথা সম্পদ্যমানা ক্রিয়তে, কথা-চ্বি-কৃ-ক্ত। কথামাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত।

("অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ।" কুমার। ৪। ১৩।)

কথোদয় (ত্রি) কথায়াঃ উদয়ঃ প্রকাশো যস্য, বহুব্রী। ১ কথা হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) কথায়াঃ উদয়ঃ) কথার উত্থাপন।

কথোদ্‌ঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ।

"সূত্রধারস্য বাক্যম্বা সমাদায়ার্থমস্য বা।

ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্‌ঘাতঃ স উচ্যতে॥"

সাহিত্যদ° ৬ষ্ঠপার।

প্রথম অভিনেতা সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদ্‌ঘাত কহে।

রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং বেণীসংহারে সূত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

কথোপকথন (ক্লী) কথায়াং উপকথনং, ৭তৎ। কথার উপর কথা, বিবিধ কথা, দুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন।

কথ্য (ত্রি) কথ-যৎ। ১ বলিবার উপযুক্ত বিষয়। ২ বলিবার যোগ্য পাত্র। ("ভরতস্য সমীপে তেনাহং কথ্যঃ কথকন।" রামা ২। ২৭ অঃ।)

কথ্যমান (ত্রি) কথ-কর্ম্মণি-শানচ্। যাহা বলা হইতেছে।

কদ্ (দেশজ) কপিত্থ, কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।]

কদ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (ত্রি) জলদাতা। ৩ সুখদায়ক।

কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কাশতি প্রকাশতে, কদ-কৈ-ক। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।

(অথোল্লোচো বিতানং কদকো হপি চ। হেম।)

কদক্ষর (ক্লী) কু কুৎসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অক্ষর। ২ (বহুব্রী) (ত্রি) যাহার হস্তাক্ষর কুৎসিত।

কদগ্নি (পুং) কুৎসিতো অগ্নিঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মন্দাগ্নি। ২ (ত্রি) মন্দাগ্নিযুক্ত।

কদধ্বা [ন্] (পুং) কুৎসিতো হধ্বা, কোঃ কদাদেশঃ। নিন্দিত পথ। সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ ও কাপথ।

কদন (ক্লী) কদ্যতে দুঃখং প্রাপ্যতে অনেন, কদ-ণিচ্-ল্যুট্ ঘটাদিত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ্দ। ৩ যুদ্ধ। ৪ মারণ, বিনাশ।

কদন্ন (ক্লী) কুৎসিতং অন্নং, কোঃ কদাদেশঃ। কুৎসিত আহার।

("হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।

কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥" (উদ্ভট।)

কদত্তনাদ। মান্দ্রাজের মালবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ রাজ্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি নাদরাজ্য। ইহার অবস্থান ১১°৩৬´ হইতে ১১°৮৮´ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৭৫°৩৬´ হইতে

৭৫°৫২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়। এই রাজ্য সমুদ্রোপকূল হইতে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্য প্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট আছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দ্দারের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা তেক্কালঙ্কুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন, অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে স্থাপিত করেন।

ইহার রাজধানী কত্তিপুরম্ (কীর্ত্তিপুর ?)।

কদন্নভোজী [ত্রি] কুৎসিতং অন্নং ভুঙ্‌ক্তে, কোঃ কদাদেশঃ কদন্ন ভুজ-ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ জঘন্য ভোজন করে।

কদপা। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে কর্ণুল জেলা, পূর্ব্বে নেল্লুর, দক্ষিণে উত্তর অরুকড় ও কোলার জেলা এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা। ভূমিপরিমাণ ৮৭৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১১, ২১, ০৩৮। জমির খাজনা ১৬১৭৪৩৲ টাকা।

এই জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্ব্বতীয়, দক্ষিণপশ্চিম ও পশ্চিমভাগ সমতল। দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য-শৈল ত্রিপতী। পালকোণ্ডা ও শেষাচল নামে দুইটী পাহাড় এই জেলাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ নিম্ন আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় দুইটী পেন্নার (পিণাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পালকোণ্ডার অর্থ 'দুগ্ধ-শৈল', বোধ হয় এখানে সুন্দর গোচরণক্ষেত্র থাকায় ঐ নাম হইয়া থাকিবে।

এই জেলার পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর দুইটী শাখা কুণ্ডের্ ও সগালের্। এ ছাড়া পাপঘ্নী, বেরৈর, ও চিত্র-বতী নামে আরও কয়েকটী নদী আছে।

এখানে বনজঙ্গলও অনেক, ঐ সকল জঙ্গল হইতে ভাল ভাল কাঠও পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ—এখানে লৌহ, তামা, চূণাপাথর, শ্লেট, ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে পিণাকিনী নদীর ধারে চেণ্নুরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ—ছোলা, কম্বু, কোঁড়া, ধান, গম, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার অংশু জন্মে।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ থাকায় মুসলমানেরা সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে জয় করিল। ১৫৬৫ খৃঃ, তালিকোটের দুর্ঘটনার পর, কর্ণা-টিক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডের অধীনস্থ প্রধান প্রধান মুসলমান সামন্তগণ নানাস্থান আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গুরুমকুণ্ড নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রাদি প্রচলন করিয়াছিলেন।

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমান-দিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল; মহারাষ্ট্রধীরগণ ১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়া-ছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরা আবার দখল করিল। নবীখাঁ নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭৩২ খৃঃ) মহারাষ্ট্র-দিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিল। এই সময় হইতে এখানকার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি নিজাম মুজঃফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই লুক-রেন্দীপল্লী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ, মহারাষ্ট্রীয়েরা কদপানগর জয় করিলেন, কিন্তু এই সময়ে নিজামের সৈন্যদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না।

মহিসুরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই তিনি গুপ্তভাবে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,—উভয়ে মিলিয়া করমণ্ডল উপকূল জয় করিবেন, জয়লব্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি কদপা লইবেন এইরূপ ঠিক্‌ঠাক্ হইল। অনেকবার যুদ্ধ চলিল। ১৭৮২ খৃঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে কদপার শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলে

কতকগুলি ইংরাজসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখা হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই ইংরাজ সৈন্যদিগকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর কদপায় কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭৯০ খৃঃ, নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৭৯২ খৃঃ, সন্ধিপত্রানুসারে টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত কদপা জেলা ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে জায়গিরি দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়া পলিগারেরা কদপার দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাকা পরিশোধের জন্য ইংরাজদিগকে কদপা প্রদান করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার পার্ব্বতীয় স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারেরা মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহাদের এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাজেরা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করায় পলিগারেরা একে একে বশ্যতা স্বীকার করে। তাহাদের বংশধরেরা এখনও কদপার নানা স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খৃঃ, কোন মস্‌জিদ্ লইয়া এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বিনাশ করিল।* এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন পলিগার গবর্ণমেণ্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল। তদবধি কদপায় শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শৈব, ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত যনদী, যেরুকল, চেঞ্চুবর ও সুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে।

কদপা জেলার প্রধান নগর—কদপা, বদভেল, প্রোদ্দতুর, জম্মলমড়ুগু, কদিরি, দমনপল্লী, পুলিবেন্দল, রায়চোটি, বেম্পলী, বয়লপদ।

২ কদপানগর। এই নগর অক্ষা ১৪°২৮´ ৪৯´´ উঃ দ্রাঘি° ৭৮° ৫১´ ৪৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কদপা শব্দ সংস্কৃত কৃপা শব্দের অপভ্রংশ। কেহ বলেন, গদপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদপ শব্দের অর্থ 'দ্বার', ত্রিপতী যাইবার পথ বলিয়াই গদপ (কদপা) নাম হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজাদিগের সময়ে কদপার বেশ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, তাহারই পার্শ্বে বর্ত্তমান কদপা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুর্পার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন।

কদপত্য (ক্লী) কুৎসিতং অপত্যম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুপুত্র। ২ (বহুব্রী) যাহার পুত্র অতিশয় মন্দ।

কদব। মহীশূর রাজ্যের তুমকুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল আবাদ হয়। ইহার লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮,১৪৮। এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কদব ও গব্বি নামক দুইস্থলে এই নদীর গড়ে দুইটি হ্রদ আছে। এ জেলার সদর থানা গব্বি। এখানে একটি ম্যাজিষ্ট্রেটী আদালত ও ৯টী থানা আছে।

এই জেলার দবিঘাটার নিকট পর্ব্বতে কাচবৎ একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (Horn-blende) বলে। এই ধাতু কাচশলাকার ন্যায়, লম্বা ও সরু। ইহা ৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণব্লেণ্ড, যাহা সবুজবর্ণ তাহাকে অ্যাক্টিনোলাইট (Actinolite), আর যাহা সাদা তাহাকে ট্রিমোলাইট (Tremolite) বলে। এই পদার্থে ম্যাগনেসিয়া, চূর্ণ ও লৌহের অংশ আছে।

এই জেলার কদবগ্রামে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, সিমশা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছেন।

কদভ্যাস (পুং) কুৎসিতোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধা। মন্দ অভ্যাস, কু অভ্যাস।

কদম (দেশজ) ১ কদম্ববৃক্ষ। ২ কদম্বফল। ৩ মহিমা। ৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ।

কদমা (দেশজ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, বঙ্গ, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ইহার প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

কদমীলতা (দেশজ) লতাবিশেষ।

কদম্ব (পুং) কদি অম্বচ্। (কৃকদিকড়িকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪।৮২। কৃ, কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়।)

১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীপ, প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য ও কর্ণপূরক। কদম্বকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটী ভাষায় কদবেচ্চু, তামিলে বেল্ল কদম্ব, তৈলঙ্গে কোদম্ব, রুদ্রথা, কদিমীমান্নু বা কদম্প চেতু কহে।

এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে জন্মে। এক একটী গাছ ৭০।৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌকা ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, এই জন্য ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর দেবতার পূজায় এই ফুল দেওয়া যায়। কদম্ব গাছ হইতে মদ্য বাহির হয়, এই জন্য মদ্যের একটী নাম কাদম্বরী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "বলরামকে গোপগোপীগণের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন, হে মদিরে! তুমি যাহার অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করিলেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তম মদিরাগন্ধ পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ উদয় হইল। তিনি কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিলেন; তিনি তাহাদের সহিত একত্র মদিরা পান করিলেন।

কাদম্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ লিখিত আছে—"একদিন বলরাম একাকী শৈলশিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ল কদম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অকস্মাৎ মদগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাত্রিতে মদ্যপান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদপিপাসা বলবতী হইলে তিনি কদম্ব বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। বর্ষার বৃষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে পড়িয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। সেই বারিপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর বিচলিত হইল, তাঁহার শারদীয় মুখশশী ঈষৎ চঞ্চললোচনে ঘুরিতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দবিধায়িনী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন হ'ন বলিয়া তাহার নাম কাদম্বরী হইল।

(কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা।

হরিবংশ ৯৭ অঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে কদম্বের গুণ মধুর, কষায় ও লবণরস, শীতল, গুরু, বিরেচক, বিষ্টম্ভকারী, রুক্ষ, কফ, শুক্র ও বায়ুবর্দ্ধক।

নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কদম্বক প্রভৃতি কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়ক তৃণ। ৪ (ক্লী) সমূহ।

(কদম্বং নিকুরম্বে স্যান্নীপসর্ষপয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

৫ মধু। (মাক্ষিকন্তু কদম্বং স্যাৎ। হেম। ৪।২।) ৬ (কং উপস্থেন্দ্রিয়ং দময়তি) জিতেন্দ্রিয়। ৭ (কদং কদনং বিনাশং বাতি গচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ।

("স এব সৌম্য নিত্যং রাজতে মূলে বিশ্বকদম্বস্য পরমো বৈ পুরুষ আত্মা।" শ্রুতি।)

কদম্ব (কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি। এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে তাপীনদীর দক্ষিণ হইতে গোপরাষ্ট্র (গোয়া) পর্য্যন্ত কাদম্বরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি পাঠ করিলে এই জাতি সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় কিন্তু এই জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইহারা অনার্য্য অথবা আর্য্য, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদের মতে, ইহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমনিবাসী, বর্ত্তমান কুড়ুম্ব জাতির নামের সহিত এই জাতিরও অনেকটা সংস্রব আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়; কুড়ুম্ব স্বতন্ত্র অনার্য্য জাতি, এই জাতির সহিত যে পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে কাদম্বগণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের শাখা তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই জাতি যে কোন সময়ে সভ্যতাবলে আর্য্যদিগের সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা ঠিক।

কদম্ব জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ তাঁহারা অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অসুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে একজন কদম্বরাজকে অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অসুররাজের বিবরণ এইরূপ— কদম্বাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙ্গের জন্য দেবতারাও তাহার কিছু করিতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে ভয় করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে

যাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইন্দ্র মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিয়া গাহিতে গাহিতে কদম্বাসুরকে দেখা দিলেন। বিজনে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী ইন্দ্রের নিকট শিবলিঙ্গ রাখিয়া তাহার মনোমোহিনীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। কদম্ব চিরদিনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা শিবময় হইল।"

কদম্বকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি? বোধ হয় পূর্ব্বে, এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত, (অসুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণকর্ত্তা এই জাতিকে অসুর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন।

কদম্বজাতি সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। দক্ষিণদেশের প্রবাদ ও কর্ণাটী গ্রন্থানুসারে কদম্বদিগের প্রথম রাজা ত্রিনেত্রকদম্ব। দক্ষিণদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি ১৬৮ খৃঃ অব্দের লোক হইবেন।

ময়ূরবর্ম্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাসুরের নিধনকালে মহাদেবের ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম কদম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক ত্রিনেত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিনেত্র বা ত্রিলোচন কদম্ব, তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী* (অপর নাম জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাজধানী স্থাপন করেন।† ইহার পুত্র মধুকেশ্বর, তৎপুত্র মল্লিনাথ, পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা। চন্দ্রবর্ম্মার দুই পুত্র, একজনের নাম চন্দ্রবর্ম্মা (২য়) অপরের নাম পুরন্দর। চন্দ্রবর্ম্মা (২য়)র দুই পত্নী, এক পত্নীকে তিনি বল্লভাপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ময়ূরবর্ম্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবর্ম্মার বনবাসেই মৃত্যু হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসন্তান হওয়ায় ময়ূরবর্ম্মা বানবাসীর রাজা হইলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা বানবাসীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ময়ূরবর্ম্মার পুত্র ত্রিনেত্রকদম্ব (২য়) চণ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোকর্ণতীর্থ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা হৈব ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

* বনবাসী জনপদ পুরাণে বনবাসক বা বানবাসক নামে অভিহিত।

† কাহার মতে মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতে ত্রিনেত্রকদম্বের জন্ম।

শিলালিপির বিবরণানুসারে ময়ূরবর্ম্মাই বানবাসীর প্রথম রাজা, শিব ও পৃথিবী হইতে তাঁহার জন্ম। শিলালিপি অনুসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশকারিকা এইরূপ—

ময়ূরবর্ম্মা (১ম)
|
কৃষ্ণবর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (১ম)
|
বিষ্ণুবর্ম্মা
|
মৃগবর্ম্মা
|
সত্যবর্ম্মা
|
বিজয়বর্ম্মা
|
জয়বর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (২য়)
|
শান্তিবর্ম্মা (১ম)
|
কীর্ত্তিবর্ম্মা (১ম)
|
আদিত্যবর্ম্মা
|
চট্ট, চট্টুর বা চট্টগ
|
জয়বর্ম্মা (২য়) বা জয়সিংহ
|
মাবুলি — তৈলপ (১ম) — শান্তিবর্ম্মা (২য়) (শক ১০১০) — চোকি — বিক্রম (বিক্রমাঙ্ক)

তৈলপ (১ম)
|
কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়) বা কীর্ত্তিদেব (১ম) ওরফে তৈলনসিংহ (শক ৯৯৯)

শান্তিবর্ম্মা (২য়)
|
তৈলপ (২য়) শক ১০২১ ও ১০২২
|
তৈলম
|
কীর্ত্তিদেব (২য়) — কামদেব বা তৈলমন অঙ্ককার (শক ১১০৩ এবং ১১১৮)
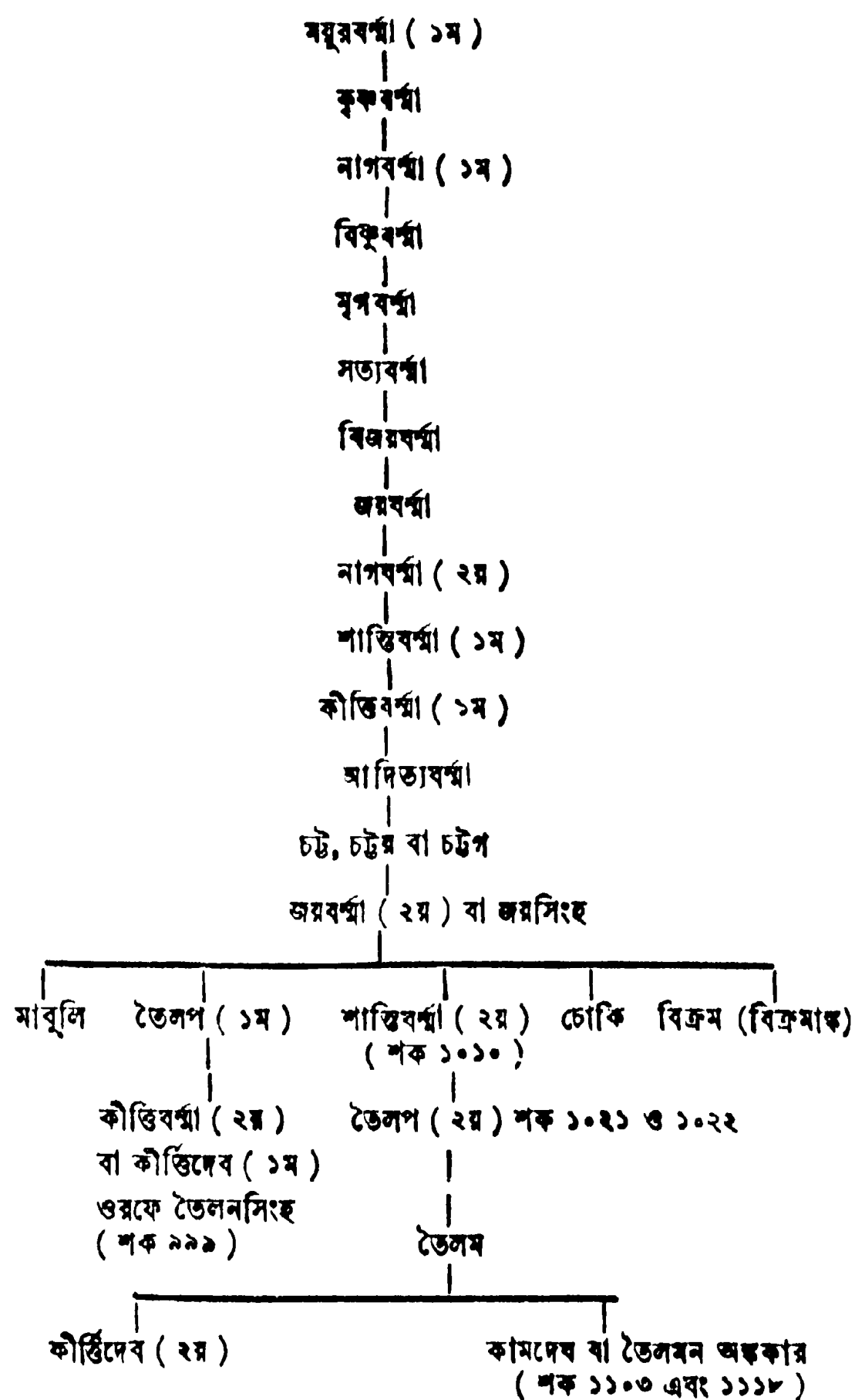
এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে—

কুণ্ডমরস বা সত্যাশ্রয় (শক ৯৪১),—ময়ূরবর্ম্মা ২য় (শক ৯৫৬ ও ৯৬৬),—চামুন্দরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০),—হরিকেশরী (শক ৯৭৭),—ময়ূরবর্ম্মা ৩য় (শক ১০৫৩।)

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামণ্ডলেশ্বর কদম্বের উল্লেখ আছে। মহামণ্ডলেশ্বরদিগের ক্ষমতা রাজগণ অপেক্ষা হীন, তাঁহারা এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পেমট্টি নামক বাদ্যযন্ত্র বাদিত, হনুমান্-চিহ্নিত পতাকা উড্ডিত। তাঁহারা সিংহচিহ্নিত মোহর ব্যবহার করিতেন।

বর্ত্তমান বেলগাম্ নামক জেলায়ও কয়েকজন কদম্ব রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজধানী পলাশিকা (বর্ত্তমান হল্‌সি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ-বর্ম্মা ও মৃগেশবর্ম্মাই প্রধান। তাঁহারা অঙ্গিরস গোত্রীয়। কাকুস্থ সম্ভবতঃ ৩৮০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে কাকুস্থ বর্ম্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়—

কাকুস্থবর্ম্মা
|
শান্তিবর্ম্মা
|
মৃগেশবর্ম্মা
|
রবিবর্ম্মা — ভানুবর্ম্মা — শিবরথ
|
হরিবর্ম্মা

চালুক্যেরা প্রবল হইলে কদম্ববংশের অধঃপতন হয়, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার শিলালিপিতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ ষষ্ঠ-দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইঁহার অপর নাম শিবচিত্ত। ইঁহার সময়ে গোপকপুরীতে গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (Dynasties of the Kanarese Districts p. 89।)

প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর রাজাদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্য আহবমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত অনহিলবাড়ের রাজা কর্ণের বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৬, Forbes Rasmala I p. 107., Bomday Branch of the Royal Asiat. Toc. IX. 921 দেখ।]

কদম্বক (ক্লী) কদম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সমূহ। ("কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্।" ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ। (পুং) (কদম্ব ইব কায়তি প্রকাশতে) ৩ হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। ৫ দারুহরিদ্রা।

কদম্বকোরক ন্যায় (পুং) কদম্বপুষ্পের চতুর্দ্দিকস্থ কেশর-সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিমাত্র শব্দের সহিত এককালে বহু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল; ইহাকেই কদম্বকোরক ন্যায় কহে।

কদম্বগোলক ন্যায় (পুং কদম্ব গোলাকার, তাহার গাত্রের চতুর্দ্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের এক ভাব থাকিলে, তথায় 'কদম্বগোলক ন্যায়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্বদ (পুং) কদম্ব-দো-খঞর্থে ক। সর্ষপ।

কদম্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদম্বস্যেব পুষ্পমস্যাস্তি, কদম্বপুষ্প-অর্শ আদিত্বাৎ-অচ্-টাপ্। মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদম্বপুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ কদম্বপুষ্প-ঙীপ্। মুণ্ডিরী।

কদম্ববায়ী [ন্] (পুং) কদম্ব ইতি বাদঃ সংজ্ঞা অস্যাস্ত, কদম্ব-বাদ-ণিনি। নীপজাতীয় কদম্ববিশেষ।

("কদম্ববাদিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কণ্টকিতৈরিব।
সমন্ততো ভ্রাজমানং কদম্বকদম্বকৈঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কদম্বী (স্ত্রী) কদম্ব-ঙীষ্। দেবদালী লতা। [দেবদালী দেখ]

কদর্ (আরব্য) মর্য্যাদা, সম্মান।

কদর (ক্লী) কং জলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, ক-দৃ-অচ্। ১ পায়সবিশেষ, ছেঁড়া পায়স। ২ (পুং) শ্বেতখদির, কাঁটা-বাবলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সোমবল্ক, ব্রহ্মশল্য, খদিরো-পম, শ্বেতসার, খদির ও সোমবল্কল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষনিবারক। ৩ করাৎ। ৪ অঙ্কুশ। ৫ ক্ষুদ্ররোগ-বিশেষ। সুশ্রুতোক্ত ইহার লক্ষণ,—কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও রক্তকে দূষিত করিয়া বেদনা ও স্রাবযুক্ত কুলের আঁটির ন্যায় যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর।

চিকিৎসা—অস্ত্রদ্বারা কদর উৎপাটিত করিয়া তপ্ততৈল বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোঽর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থন (ক্লী) কু-অর্থ-ল্যুট্। ১ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থনা (স্ত্রী) কদর্থন-টাপ্। বিড়ম্বনা।

কদর্থিত (ত্রি) কু-অর্থ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূষিত। ২ বিড়ম্বিত। ৩ ঘৃণিত।

কদর্থীকৃত (ত্রি) অকদর্থং কদর্থং করোতি, কদর্থ-চ্বি-কৃ-ক্ত। ১ মন্দীকৃত। ২ বিফলীকৃত।

কদর্য্য (ত্রি) কুৎসিতোঽর্য্যঃ স্বামী, কুগতীতি সমাসঃ। ১ ক্ষুদ্র। ২ কৃপণ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, যে লোভীব্যক্তি আত্মা ধর্ম্মকার্য্য স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থসঞ্চয় করে,

তাহাকে কদর্য্য কহে। ("কৃপণস্তু মিতম্পচঃ। কীনাশস্তদ্ধলঃ ক্ষুদ্র-কদর্য্যাদৃঢ়মুষ্টয়ঃ। কিম্পচানো। হেম ৩। ৩২।)

কদর্য্যভাব (পুং) কদর্য্যস্য ভাবঃ, ৬তৎ। ১ কুৎসিত ভাব। ২ অশ্লীল ভাব।

কদল (পুং) কদ-বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ কলাগাছ। ২ চাকুলে লতা। ৩ ডিম্বিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছ।

কদলক (পুং) কদল-স্বার্থে-কন্। কলাগাছ।

কদলা (স্ত্রী) কদল-টাপ্। ১ চাকুলে। ২ কজ্জলীগাছ। ৩ ডিম্বিকা। ৪ শিমুলগাছ।

(কদলা ডিম্বিকায়াঞ্চ শাল্মলী ভূরুহেঽপি চ। মেদিনী।)

কদলী [ন্] (পুং) কদলো হস্ত্যস্তি, কদল-ইনি। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ ওষধিবিশেষ, কলা।

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে চলিত কথায় 'কলা' বলে। ইহার সংস্কৃত নাম কদলী। সংস্কৃতে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে—বারণবুসা, রম্ভা, মোচা, অংশুমৎফলা, কদল, কাষ্ঠিল, বারণবুষা, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্ম্মণ্বতী। এই সকল নামের সার্থকতা আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এ জন্য এদেশে ইহা নানাবিধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবশ্যকীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের সকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।—ইহার গাছকে উদ্ভিত্তত্ত্ববিদেরা কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। যাহার কাণ্ডে অর্থাৎ গুঁড়িতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। যাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার শেষ ভাগ অর্থাৎ কাণ্ডকোষ, যাহাকে বাঙ্গালায় কলার খোলা, বাস্না বা বাক্লা বলে তাহার সমষ্টিমাত্র। কলাগাছের পিণ্ড-মূল (এঁটে) (roots, stalks) আছে, এই পিণ্ডমূল হইতেই একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটি সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা (Pith) উঠে, ইহারই চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের ন্যায় আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে কোমল কাণ্ড বলে। কালে ঐ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয়, তখন ইহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু শুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এক একটী পাতা ৬।৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয় ইহার পাতার "মধ্যপর্শুকা" হইতে পাতার ধার পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে অশ্বত্থ পাতার মত জালের ন্যায় সূক্ষ্ম শিরাবিন্যাস নাই, সুতরাং একটু প্রবল বাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়। কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশু-বিশিষ্ট। কলাগাছের মজ্জা যাহাকে বাঙ্গালায় থোড় বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান পাকান রসাধার শিরার সমষ্টিমাত্র। মজ্জা দণ্ডই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গালায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্ব্বে ইহার স্কন্ধদেশ হইতে একখানি "অসিফলক" নির্গত হয়। বাঙ্গালায় তাহাকে পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তলার দিকে কাটিয়া যায়, আর মোচা নিম্নমুখে ঝুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, গুপারি, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত-মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় "বেলদো" বলে।

মোচা কলাগাছের স্কন্ধ হইতে উর্দ্ধমুখী হইয়া নির্গত হয়, শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কোণাকার, লম্বে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড় প্রায় ৬ ইঞ্চি হয়। একটি মোচার অনেকগুলি বিভাগ থাকে, প্রতি বিভাগে দুই সার পুষ্পমুকুল এক একখানি বেগুনে চর্ম্মবৎ পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্তে আবৃত থাকে। প্রত্যেক সারে ৯টি বা ১০টি পুষ্প থাকে। প্রত্যেক পুষ্পেই ফল হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুংপুষ্পগুলি (Male-flowers) নিম্নের শ্রেণীতে স্ত্রীপুষ্প বা উভলিঙ্গ পুষ্পগুলি (Female of Herma-phrodire flowers) উপরের শ্রেণীতে থাকে। প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, অমনি তাহাদের আবরক পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্তখানি খসিয়া যাইতে থাকে। গোড়ার দিক্ হইতে পুষ্পগুলি ফলে পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালায় এই পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্ত-গুলিকে চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক মোচায় ৯ হইতে ১ থাক [illegible] ধরে। এক এক থাককে

রাজ্যসীমা বিস্তার করেন। তৎপরে তিনি তাহার দক্ষিণস্থিত মিসিয়া (৬ খৃঃ অঃ), পানোনিয়া (৯ খৃঃ অঃ), নোরিকাম্ (১৫ খৃঃ পূঃ), রিটিয়া (১৫ খৃঃ পূঃ) ও গালিয়া-বলজিকা প্রভৃতি প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক সুশাসন প্রতিষ্ঠা দ্বারা শান্তিস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। ৯ খৃষ্টাব্দে ভেরুসের পরাজয়ের পর, তিনি রাইন অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হন নাই, তাঁহার বংশধর টাইবেরিয়াস্ শিল্ভা টিউটোবার্গেসিসের বিপত্তির প্রতিশোধ লইয়া জর্ম্মানিকাস্‌কে প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করেন এবং ১৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর দানিউবের মার্কোমন্নি প্রদেশের রাজা মারোবোডুয়াস্ সহিত সন্ধি করিয়া তিনি স্বীয় পিতার নির্দ্দিষ্ট আত্মপক্ষ সুরক্ষার বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে রাইন্ নদীতীরে, উত্তর ও নিম্ন জর্ম্মণিতে, দানিয়ুব সীমান্তে এবং পানোনিয়া ও মিসিয়ার চারিদিকে রোমীয় লিজন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজসরকারের নিয়োজিত লিগেটগণ ঐ সকল সেনাদলের অধিনায়ক হইতেন। আবশ্যক-মতে স্থানে স্থানে ছাউনী ও সৈনিকোপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে ছিপে চড়িয়া সেনাদল অহরহঃ গমনাগমন করিয়া আততায়ী শত্রু অথবা বিদ্রোহী প্রজার মনে ভীতি উৎপাদন করিত।

অগাষ্টাস্ রোমসাম্রাজ্যের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণ সকলেই সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। গেয়াস, ক্লডিয়াস্ ও নীরো দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ ও অত্যাচারনিবন্ধন রোম ও ইতালীবাসীকেই উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। রাজ্যের অপর কোন স্থানে তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই। নীরোর মৃত্যুর পর, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট্‌গণের বিরোধজনিত যুদ্ধে রোমসাম্রাজ্যের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, ভেস্পেসিয়ান্ তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া যান। ওথো, ভিটেলিয়াস্ ও ভেস্পেসিয়ানের পরস্পর যুদ্ধের অবসরে ৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সিভিলিসের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ট্রাজান্ হাড্রিয়ান্ ও আন্টোনিয়াসদ্বয় স্ব স্ব অসাধারণ শক্তিবলে রোমসাম্রাজ্যের বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পুনরাবির্ভাব করিতে সমর্থ না হইলেও, সুশাসন ও শান্তিস্থাপনে পারদর্শী হইয়াছিলেন। ক্লডিয়াস্ বৃটেন জয় করিতে অগ্রসর হন। আগ্রিকোলা (৭৮-৮৪ খৃঃ অঃ) তথাকার উত্তর দেশ জয় করিয়া "হাড্রিয়ান্-প্রাচীর" দ্বারা রোমকাধিকার নির্দ্দেশ করিয়া যান। ১০৭ খৃষ্টাব্দে বর্ব্বরজাতির আক্রমণে ভীত হইয়া ট্রাজান্ নিম্ন দানিয়ুব প্রদেশে অভিযান করেন এবং ডাকিয়ারাজ ডুসেবালাস্‌কে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। তদবধি ২৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশ রোমাধিকারে ছিল। সম্রাট্ ট্রাজান আরাবিয়া-পিট্রিয়া প্রদেশ রোমসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

মার্কাস্ ঔরেলিয়াসের রাজত্বকালে (১৬২-১৭৫ খৃঃ) মার্কোমন্নি প্রভৃতি অসভ্যজাতি সীমান্ত হইতে দলে দলে আসিয়া রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তাহারা ধীরে ধীরে উত্তর দানিয়ুব প্রদেশ অতিবাহন করিয়া ক্রমশঃ রিটিয়া, নোরিকাম ও পানোনিয়া প্রদেশ লুণ্ঠন ও বিধ্বস্ত করিয়া আল্‌স্ অতিক্রমপূর্ব্বক ইতালী প্রান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। এই বৈদেশিক বর্ব্বরদিগের সহিত রোমরাজকে চতুর্দ্দশ বর্ষ যুদ্ধ করিতে হয়।

রোমের সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তেও ঐরূপ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়াছিল। পার্থিয়া, আর্মেনিয়া ও ইউফ্রেটিস্ তীরবর্ত্তী প্রদেশে রোমের রাজনৈতিক সম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ট্রাজান যে সকল স্থান অধিকার করিয়া যান, হাড্রিয়ান তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কিন্তু সেপ্টিমিয়াস্ সেভারাস্ পুনরায় সীমান্ত প্রদেশে রোমীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া পূর্ব্বাবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটান। ১৮০ খৃষ্টাব্দে মার্কাস্ ঔরেলাসের মৃত্যু ঘটে। তদবধি ২৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনবিশৃঙ্খলায় রোমসাম্রাজ্যে একটী ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়, কিন্তু সেপ্টিমিয়াস সেভেরাস, ডেসিয়াস্ ক্লডিয়াস, ঔরেলিয়ান্ ও প্রোবাস্ প্রভৃতি রণদুর্দ্মদ সম্রাট্‌গণের কঠোর শাসনে তাহা ধ্বংসমুখ হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু সুবিশাল রোমসাম্রাজ্যে রাজকীয় শক্তির সুব্যবস্থা-সংস্থাপনার্থ বিশেষ কোন নৈতিক পন্থা অবলম্বিত হয় নাই। খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে কার্য্যতঃ ও অংশতঃ যাহা কিছু সাধিত হইয়াছিল; খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে রোমসাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্ত্তা বা লিজনের অধিনায়কগণের পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে ভয়াবহ ধারাবাহিক যুদ্ধবিগ্রহ সমুৎপাদিত হইয়াছিল, তাহাতেই রোমসাম্রাজ্যের বিধিবদ্ধ গ্রন্থি সমূহ শিথিল হইয়া যায়; ঐ সকল প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিগণ রাজমুকুট শিরে ধারণ করিবার জন্য ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ২১১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাসের মৃত্যুর পর হইতে ২৮৪ খৃষ্টাব্দে ডাওক্লিসিয়ানের রাজ্যারোহণ পর্য্যন্ত কিছু কম ২৩ জন সম্রাট্ অগাষ্টাসের সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেবল মাত্র তিনজনের অতীব শোচনীয় মৃত্যু হইয়াছিল। ডিসিয়াস্ গথজাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন, ভালেরিয়ান্ সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অন্ধকার মধ্যে কলুষপূর্ণ জীবনের অবসান করেন এবং ক্লডিয়াস্ সেই দুর্দ্দিনের মহামারীতে জীবন হারাইলেন।

রাজমুকুট-আহরণোদ্দেশে জনসংক্ষয়কারী এই সকল অভিমানী সম্রাট্‌গণ "টাইরান্ট" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোমোডাস্ নিজ বুদ্ধিদোষে ও অত্যাচারিতায় ক্রমশঃ রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইলেন। প্রথমে তিনি পিতার সমৃদ্ধ সেনাদল লইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনবৎসর-কাল তিনি স্বীয় পিতার বিশ্বস্ত পূর্ব্বতন রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া লইতেন। কিন্তু অচিরে তিনি পারিষদবর্গের প্ররোচনায় উৎসন্নের পথে প্রেরিত হইলেন। মদ্য-পান ও বেশ্যাসক্তি দোষে তাঁহার জীবন কলঙ্কময় হইয়া উঠিল মস্তিষ্কবিকৃতির সঙ্গে তিনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে তাঁহার শত্রুদল জীবননাশের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিল। তাঁহারাই ভগিনী লুসিয়াস্ ভেরুসের বিধবা পত্নী ও ক্লডিয়াস্ পম্পিয়েনাসের দ্বিতীয়-পরিণীতা রমণী লুসিল্লা ভ্রাতার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আম্ফিথিয়েটার হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সম্রাট্ কোমোডাস গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। ১০৯খৃঃ অঃ ৩১ ডিসেম্বর লুসিল্লা নির্ব্বাসিত হইলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুতে সাধারণে শোকপ্রকাশ না করিয়া সাধারণের রাজধানীর প্রিফেক্ট পার্টিনাক্সকে তৎপদে অভিষিক্ত করিতে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল। তখন অন্যতম কন্সল সোসি য়াস্ ফাল্কো তাঁহার প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসনাধিকারে প্রয়াস পান। পার্টিনাক্সের অভ্যুদয়ে তিনি সদলে বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন।

কোমোডাসের মৃত্যুর ৮৬ দিন পরে (১৯৩ খৃঃ অঃ ২৮এ মার্চ) ৩শত "প্রিটোরীয় গার্ডস্" নামক রক্ষিসৈন্য অলক্ষিতভাবে প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া পার্টিনাক্সকে নিহত করে। তদনন্তর তাহারা নগরপ্রাচীরস্থ উচ্চভূমে দাঁড়াইয়া উচ্চমূল্যে রোমসাম্রাজ্য বিক্রয় করিতে থাকে। অবশেষে ও সম্রাটের শ্বশুর সার্ভিয়াস্ সাল্-পিসিয়ানাস্ ও প্রসিদ্ধ ধনী সিনেটর ডিডিয়াস্ জুলিয়ানাস্ ক্রেতা-রূপে অগ্রসর হন। সেই দিনে সেইক্ষণে ডিডিয়াস্ প্রত্যেক সৈন্যকে দুইশত পাউণ্ড মুদ্রা দিবার অঙ্গীকারে রাজপদ গ্রহণ করেন। তৎকালে এই রক্ষি-সেনাদল অর্থলাভের আশায় জুলি-য়ানাস্কে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া নগর মধ্যে লইয়া চলিল; কিন্তু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে সন্নিবেশিত প্রিটোরীয়-গার্ডস্ দলের এইরূপ অন্যায় অত্যাচার সাধারণের অন্তরে অসন্তোষাগ্নি জ্বালা-ইয়া দিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহা রোমের সুদূরপ্রান্তে যাইয়া উপনীত হইল। তখন বৃটেন সিরিয়া ও ইল্লিরিকামস্থিত রোমীয় সেনাবৃন্দ প্রিটোরীয় সেনাদলের পার্টিনাক্স হননরূপ ঘৃণিত ব্যবহারের জন্য শোকপ্রকাশ করিলেন এবং এই অসদুপায়লব্ধ অর্থ যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তখন তাহারা স্ব স্ব সশক্ত অধিনায়কের অধীনে পরিচালিত হইয়া উপরোক্ত হত্যা-কারীদিগকে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইল। বৃটেনস্থিত লিজনের নায়ক ক্লোডিয়াস্ আল্‌বিনাস্, সিরিয়ার সেনাপতি ও পিস্‌সেন্নিয়াস্ নাইগার এবং পানোনিয়া সেনাদলের অধ্যক্ষ সেপ্টি-মিয়াস্ সেভেরাস্ পার্টিনাক্সের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়া পরস্পরে পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া সিংহাসন পাইবার আশায় যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। লুগ্‌ডুনাম্ রণক্ষেত্রে হেলেস্‌পন্ট ও সাইলিসিয়ার যুদ্ধে এবং বৈজয়ন্তী নগর অবরোধকালে ভীষণ যুদ্ধে আল্‌বিনাস্ ও নাইগার-পরিচালিত প্রতিপক্ষ রোমকসৈন্য নায়কসহ নিহত হইল। ধরা নররক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বীরাগ্রণী সেপ্টিমিয়াস্ সেভেরাস্ এইরূপে শত্রুপক্ষ নাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। বিখ্যাত নীতিবৎ পাপিনিয়ান্ তাঁহার অধিকারকালে প্লৌটিনাসের পর "প্রিটোরিয়ান্ প্রিফেক্ট" হইয়াছিলেন। উক্ত পাপিনিয়ান্ ব্যতীত, তদ্বংশীয়গণের অধি-কারকালে পলাস্ ও উলপিয়ান্ নামক অপর দুইজন্ ব্যবহারবিৎ সমুদ্ভূত হন। তাঁহাদের লেখনী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে রোমের রাজনীতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রথমা পত্নীর বিয়োগে সেভেরাস্ এমেসাবাসী জুলিয়া ডোম্না নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ঐ রমণী রোমসাম্রাজ্ঞী হইয়াও এবং নানা সদ্‌গুণে ভূষিতা হইলেও চরিত্রহীনতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই রাজমহিষীর গর্ভে কারাকাল্লা ও গেটা নামে দুইটী চরিত্রহীন ও পাশবপ্রকৃতি প্রতিমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। ২০৮ খৃষ্টাব্দে যষ্টিপরবৃদ্ধ সেভেরাস্ পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া বৃটেনবিজয়ে গমন করেন। কিন্তু রণজয় করিয়াও তিনি পুত্র-দ্বয়ের অসদ্ব্যবহারে ভগ্নমনোরথ হন। কারাকাল্লা তাঁহার শেষ দিনে তাঁহাকে গোপনহত্যার ষড়যন্ত্র করেন। বিশ্বস্ত লিজনের সতর্কতায় তিনি রক্ষা পান। সেভেরাস কঠোর শাসনপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া পুত্রকে নানারূপ পীড়ন করেন ও ভয় দেখান। তাহাতেও পুত্রের চরিত্র সংশোধিত হইল না দেখিয়া তিনি অব-শেষে ৬৫ বর্ষ বয়সে ১৮ বৎসর রাজত্ব করিয়া ইয়র্ক নগরে চির-শান্তি ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বীয় পুত্রদ্বয়কে সৈন্যদলে সমক্ষে বলিয়াছিলেম যে, তোমরা এই সেনাসঙ্ঘেরই পুত্র; কিন্তু দুর্ভাগ্য পুত্রদ্বয় পরস্পরে মিল রাখিতে পারে নাই।

সম্রাটের মৃত্যুর পর, সৈন্যদল ভ্রাতৃদ্বয়কে রোমের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তখন তাহারা অর্দ্ধনির্জ্জিত কালিডোনীয়-দিগকে শান্তিসুখে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃকৃত্য সমাপনান্তে রাজ-তক্তে উপবেশনার্থ রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। গল ও ইতালী অতিক্রম করিতে না করিতেই উভয় ভ্রাতার মনোবিবাদ ঘটিল। এমন কি সেনেট ও সাধারণ প্রজাবর্গ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহারা পরস্পরে মুখ দেখা-দেখি করিতেন না, সুতরাং পিতার আদেশ মত তাহারা রাজ্য-বিভাগ করিয়া লইলেন। জ্যেষ্ঠ কারকাল্লা য়ুরোপ ও পশ্চিম

আফ্রিকা প্রদেশ পাইলেন এবং গেটা এসিয়া ও মিশর প্রদেশ লইয়া আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্তিওককে রাজধানী স্থাপন করিলেন। দুইটী কেন্দ্রে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পুনরায় আন্তর্জাতিক বিবাদের সূত্রপাত হইল। য়ুরোপীয় সেনেটর রোমে রহিলেন এবং এসিয়াবাসী পূর্ব্ববিভাগীয় সম্রাটের পদানুসরণ করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে মাতা জুলিয়া উভয়ের কল্পনা ব্যর্থ করিবার অভিপ্রায়ে উভয়কে স্বগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা পান; কিন্তু কারকাল্লার ষড়যন্ত্রে সেইখানেই গুপ্তঘাতকদিগের হস্তে গেটা জীবন হারান।

ভ্রাতাকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া কারাকাল্লা প্রাণের আশঙ্কা জানাইয়া সেনাবৃন্দ ও দেবমন্দিরের সমক্ষে জীবন ভিক্ষা চাহিলেন। সেনেট ও সেনাদলকর্তৃক আশ্বস্ত হইলে তিনি যথারীতি মৃত সম্রাটের সৎকার করাইয়া ২১২ খৃষ্টাব্দে একেশ্বর অধীশ্বর হইলেন।

গেটার মৃত্যুর একবৎসর পরে তিনি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববিভাগীয় প্রদেশসমূহের শান্তিবিধানার্থ তদ্দেশে গমন করেন। তাঁহার শাসনে পূর্ব্বরাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। আলোকসান্দ্রিয়ার ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইল। ওপিলিয়াস্ মাক্রিনাশ দেওয়ানী (civil) বিভাগের এবং আড্‌ভেণ্টাস্ সামরিক বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। সম্রাটের আত্মম্ভরিতাই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার অনাচারে সেনাদলও ক্রমশঃ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিতে লাগিল। মাক্রিনাশ ভবিষ্যদ্বাণীর বশবর্ত্তী হইয়া সাম্রাজ্য পদলাভে সচেষ্টিত রহিলেন। ২১৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ্চ এডেসা হইতে কড়্‌হিতে তীর্থযাত্রাকালে কারাকাল্লা মার্সিয়ালিস্ নামক জনৈক শরীররক্ষীর হস্তে নিহত হইলেন।

কারাকাল্লার মৃত্যুর পর তিনদিন পর্য্যন্ত রোম সিংহাসন রাজশূন্য থাকে। তৎপরে শ্রেষ্ঠপ্রিফেক্ট আড্‌ভেণ্টাসের অভিমতে সকলেই মাক্রিনাশকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু তিনি অতি অল্পকাল মধ্যেই স্বীয় দশমবর্ষীয় পুত্র ডায়াডুমেনিয়ানাসকে আণ্টোনিনাস্ নাম ও রাজোপাধি দান করিয়া রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল বালকের মোহনমূর্ত্তিতে মুগ্ধ করিয়া সেনাবৃন্দের বিত্তহরণপূর্ব্বক স্বীয় সংশয়পূর্ণ সিংহাসন সুদৃঢ় করিবেন। তিনি এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া রাজমাতা জুলিয়া ডোম্নার ভগিনী জুলিয়া মিসাকে অন্তিওকের রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গমনের আদেশ দেন। এই রমণী বহুধনরত্ন ও স্বীয় সোইমিয়াস্ ও মামিয়া নাম্নী বিধবা কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া এমেসায় উপনীত হন এবং অপযশ শিরোধার্য্য করিয়া তনয়া সোইমিয়াসের পুত্র বাসিয়ানাসকে সম্রাট্ করিয়া কারাকাল্লার বিবাহিতাপত্নীগর্ভজাত পুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। সেনাদল মিসার ধনে পুষ্ট হইয়া বাসিয়ানাসকে অন্তিওকস্ নামে সম্রাট্ বলিয়া গ্রহণ করিল। সাক্রিনাস ফাঁফরে পড়িলেন। কুচক্রে পড়িয়া তিনি অন্তিওকের অদূরবর্ত্তী ইম্মির যুদ্ধে পরাজিত হইলেন! তাহার সঙ্গে, পুত্র ডিয়াডুমেনিয়ানাসের অদৃষ্ট বিচূর্ণ হইয়া গেল। শত্রুমিত্র সকলেই বিজেতার ছত্রতলে সমাগত হইল। কারাকাল্লার কল্পিত পুত্র বাসিয়ানাস্ এমেসার সূর্য্যমন্দিরের দেব-মূর্ত্তির নামানুসারে ইলাগাবালাস্ অন্তিওকাস্ নাম ধারণ করিয়া ইম্মির যুদ্ধ হইতেই রোমসাম্রাজ্যেশ্বর হইলেন (খৃঃ অঃ ২১৮, ৭ই জুন)।

সোইমিয়াসের পুত্র রাজা হইলেন এবং মামিয়ার পুত্র আলেকসান্দার তাঁহার সহযোগিরূপে রাজসংসারে পরিচালিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু নব্যসম্রাট্ মাসতুত ভ্রাতার ঈর্ষায় কাতর হইয়া প্রাণবিনাশের চেষ্টা পান। প্রিটোরিয়ান্ গার্ডস্ দল বালক আলেকসান্দারের প্রাণরক্ষার জন্য অগ্রসর হন। একদিন এই প্রিটোরিয়া গার্ডস্ দল তাহাকে রাজপথে আনিয়া নিষ্ঠুররূপে হত্যা করে (২২২ খৃঃ অঃ ১০ মার্চ্চ)। সেনাদল মাক্রিনাসের প্রাণনাশকারী ১৭শ বর্ষীয় আলেকসান্দারকে সিংহাসন দান করেন। তদনুসারে আলেকসান্দার সেভেরাস্ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্রাট্ হন। আলেকসান্দার দুর্ভাগ্যবশতঃ পারস্যাভিযান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাইন নদীতীরে স্বীয় সেনাদল সমবেত করিলেন এবং মাক্সিমিন্ নামক একজনকে নূতন সেনাদল গঠন ও তাহাদের শিক্ষার ভার দিলেন। ঐ ব্যক্তি ক্রমে প্রধান সেনানায়ক পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের চরিত্রদোষে ও অত্যাচারে উত্তরোত্তর প্রপীড়িত হইয়া সৈন্যদল ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহার জীবন নাশ করিল এবং তদ্দণ্ডেই তাঁহারা মাক্সিমিন্‌কে (২৩৫ খৃঃ অঃ ১৯এ মার্চ্চ) সম্রাট্‌পদে আরোহণ করাইল।

মাক্সিমিন্ থ্রেসবাসী সামান্য কৃষকসন্তান উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী 'টাইরাণ্টের' ন্যায় সাধারণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে মানস করিলেন। অর্থলোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দেবমন্দিরের পূজাব্যয় হ্রাস করিয়া ও প্রতিমার সঞ্চিত অর্থ লইয়া আপনার উদরপূরণের চেষ্টা পাইলেন। তাঁহার এই ধর্ম্মনাশকর লুণ্ঠনকার্য্যে সমগ্র সাম্রাজ্যবাসী ও সেনাবৃন্দ উদ্ধত হইয়া উঠিল। থিসড্রস্ নগরে আফ্রিকার প্রোকন্সল গর্ডিয়ানাসের অধীনে ষড়যন্ত্রকারী দল সম্রাটের ধ্বংসসাধন করিল।

অশীতিপরবৃদ্ধ গর্ডিয়ানাস্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদ্রোহী দলে লিপ্ত হইয়া স্বীয় পবিত্র জীবন আন্তর্জাতিক বিপ্লবজনিত রক্তপাতে কলুষিত করিলেন। বৃদ্ধ গর্ডিয়ান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সদ্‌যুক্তি সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র কনিষ্ঠ গর্ডিয়ান্ বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত তাহা রক্ষায় তৎপর

কার্থেজ নগরে তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রিটোরীয় গার্ডস্-সেনাদলের নায়ক ভিটালিয়ানাস্ নগররক্ষার জন্য নিযুক্ত হইলেন। তিনি স্বীয় অত্যাচারিতায় সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া সেনেট ও নগরবাসীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। প্রজাবিপ্লবে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল, তখন গর্ডিয়ানদ্বয় অর্থলোভে সেনাদলকে বশীভূত করিয়া আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিয়া রাখিলেন; কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। ২৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই মৌরিটানিয়ার শাসনকর্তা কাপিলিয়ানাস্ অরক্ষিত কার্থেজ প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। কনিষ্ঠ গর্ডিয়ান্ রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ গর্ডিয়ান্ আত্মহত্যা করিলেন। তিনি ৩৬ দিন মাত্র রাজত্ব করেন।

এদিকে গর্ডিয়ানদ্বয়ের মৃত্যুতে আনন্দাশ্রুপাত করিয়া রোমীয় সেনেটরগণ মাক্সিমাস্ ও বাল্‌বিনাস্‌কে একত্র সম্রাটপদে বরণ করিলেন। মাক্সিমাস্ রাজশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত রহিলেন এবং সুবাগ্মী ও কবি বাল্‌বিনাস্ রাজবিধির প্রভাব-বিস্তারে যত্নবান্ হইলেন। মাক্সিমাস্ সৌরমতীয় ও জর্ম্মণ জাতিকে পরাজিত করিয়া সেনানায়কত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন এই সম্রাটদ্বয় বিজয়োৎসবে মত্ত হইয়া দেবমন্দিরসমূহে পূজাদানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অকস্মাৎ একটী জনসঙ্ঘ সেই সুখশান্তি ভঙ্গ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল যে, “গর্ডিয়ান্ বংশধরকে লইয়া তিনজন সম্রাট্ নির্ব্বাচন করা হউক।” সম্রাট্‌দ্বয় স্বল্পসেনা লইয়া তাহাদের গতিরোধের বৃথা চেষ্টা পাইলেন, তাহারা বৃদ্ধ গর্ডিয়ানের পৌত্র এবং কনিষ্ঠ গর্ডিয়ানের ভ্রাতুষ্পুত্র গর্ডিয়ান্‌কে সিজার নাম দিয়া সর্ব্বসমক্ষে সমুপস্থিত করিল। এই বিরোধ উপশমিত হইলে রোম আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

রণজয়ী উদ্ধতস্বভাব মাক্সিমাসের সহিত বিশাল রোমসাম্রাজ্যে সুশাসন বিস্তারকালে বাল্‌বিনাশের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সমগ্র নগর কাপিটোলাইন্-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়াছিল। সম্রাট্‌দ্বয় রাজ অন্তঃপুরের নিভৃতকক্ষে বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদল প্রিটোরিয় গার্ডস্ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া সেনেটের নির্ব্বাচিত সম্রাট্‌দ্বয়ের অঙ্গ রাজাভরণশূন্য ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন (২৩৮ খৃঃ ১৫ই জুলাই)।

এইরূপে একে একে ছয়জন দুর্ভাগ্য সম্রাট্ কএকমাসের মধ্যে বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীর হস্তে জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিল, গর্ডিয়ান্ প্রজাপুঞ্জের অনুগ্রহে রাজতক্তে উপবেশন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মাতার অনুগৃহীত খোজা তাঁহার বাল্যবয়সে বিস্তর আধিপত্য করিতে লাগিলেন। তাহারা প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ হইয়াও নিশ্চিন্ত হইল না। অবশেষে তাহারা বালক সম্রাটের দুই চক্ষু অন্ধ করিয়াদিল, তখন (২৪৩ খৃঃ অঃ) সম্রাট্ প্রাণভয়ে প্রধান মন্ত্রীর নিকট পলাইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ও প্রিটোরিয়-প্রিফেক্ট মিসিথিয়াস্ সম্রাটের পক্ষ হইয়া মিসোপোটেমিয়া-আক্রমণকারী পারস্যপতিকে পরাজিত করেন এবং সেই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য তিনি ২৪২ খৃষ্টাব্দে জানাসের মন্দিরদ্বার খুলিয়া দিলেন।

পারস্যসৈন্যকে বিতাড়িত করিয়া সম্রাট্ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং তাহাদিগকে ইউফ্রেটস্‌তীর হইতে টাইগ্রীস্ সীমান্ত পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া সেনেটকে স্বীয় সচিবের প্রখর বুদ্ধির পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মিসিথিয়াসের মৃত্যুতে সম্রাট্ গর্ডিয়ানের সমৃদ্ধির অবসান হইল। তিনি আরব-দেশজাত প্রসিদ্ধ দস্যু ফিলিপ্‌কে প্রিফেক্ট পদে নিয়োগ করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই ডাকিয়া আনিলেন। ফিলিপ্ সাম্রাজ্যলাভে প্রয়াসী হইয়া সৈন্যগণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত সৈন্যদল আবোরাস্ নদীতীরে তাঁহার মস্তক দেহযষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া অধিনায়ক ফিলিপকেই রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন।

ফিলিপ পূর্ব্বদেশ হইতে রোমে আসিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি রোমবাসীর অন্তর হইতে স্বীয় নীচ-বংশোদ্ভবতা লোপ করিবার জন্য পবিত্র ক্রীড়া-সমূহের প্রচলন করিলেন। অগাষ্টাসের পর ক্লডিয়াস, ডোমিসিয়ান্ ও সেভেরাস ব্যতীত আর কেহ এই ক্রীড়ার প্রবর্ত্তন করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব কালের ২৪৯ খৃষ্টাব্দে মিসিনায় লিজনদিগের মধ্যে ঘোর-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। মারিনাস্ নামক রাজানুগৃহীত জনৈক সেনাপতি বিদ্রোহিদলের নেতৃত্বগ্রহণ করেন। তখন সম্রাট্ ডিসিয়াস্ নামক জনৈক সেনেটরকে বিদ্রোহদমনে প্রেরণ করিলেন। ডিসিয়াস্ অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজাদেশে সেনাদলের শাসনভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মিসিয়ার লিজনসমূহের অনুরোধে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেনাদল তাঁহাকেই রাজমুকুট পরাইয়া সদলে অগ্রসর হইলেন এবং ভেরোণার যুদ্ধে ফিলিপ্‌কে পরাভূত করিয়া ডিসিয়াস্‌কে রোমীয় জগতের সম্রাট্ বলিয়া মনোনীত করিলেন।

ডিসিয়াস্ কএকমাস নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিয়াই সীমান্ত আক্রমণকারী গথ-জাতিকে দণ্ডবিধানার্থ দানিয়ুব তীরে উপনীত হইলেন। এদিকে এক দল ডাকিয়া-প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মিসিয়ার অন্যতম রাজধানী মার্সিয়ানোপোলিস্ অবরোধপূর্ব্বক বর্ব্বরগণ বহু অর্থ অধিকার করিয়া লইল। গথ-সেনাপতি নিভা ডিসিয়াস্‌কে সদলে অগ্রসর হইতে দেখিয়া

পলায়ন করিলেন। গথগণ পশ্চাতে হটিয়া থ্রেসের নিকটবর্ত্তী হিমাস্ পর্ব্বতের পাদমূলস্থ ফিলিপোপোলিস-নগর অবরোধ করিল। ডিসিয়াস তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়াও বর্ব্বরসৈন্সের ভয়ে অগ্রসর হইলেন না। শত্রুদল একদিন অকস্মাৎ সম্রাটের শিবির আক্রমণ করিল, রোমকসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইলে ফিলিপোপোলিস্ শত্রুর হস্তগত হইল। ডিসিয়াস্ নবীন উদ্যমের সহিত পুনরায় সৈন্যদল গঠন করিয়া আততায়ীদিগকে শাস্তিদানে ও রোমের প্রণষ্টগৌরব উদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন; কিন্তু এবার তিনি রোমকজাতির অবনতির প্রধান কারণ বুঝিতে পারিলেন। উৎকোচ-গ্রহণরূপ মহাকলঙ্কসলিলে তখন সমগ্র রোমই নিমজ্জিত, তাহাদের মস্তিষ্ক অর্থলালসায় বিকৃত এবং রীতি-নীতি হীনাবস্থা-পন্ন। সম্রাট্ এই জাতীয় অবনতির আমূলসংস্কারের জন্য ভালেরিয়ান্কে নিযুক্ত করিলেন। গথ জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া তিনি এই জাতীয়-কালিমা উন্মূলন করিতে অবসর পাইলেন না। সিসিয়া প্রদেশের ফোরাম ট্রেবোনিয়াই নামক নগর সান্নিধ্যে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটিল। সম্রাট্ সপুত্র এই যুদ্ধে নিহত হইলেন।

রোমীয় লিজন তখন ভগ্নমনোরথ হইয়া ডিসিয়াসের পুত্র হষ্টিলিয়ানাস্কে সম্রাট্ করিলেন (২৫১ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর) এবং গাল্লাস্ তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে নিযুক্ত হই-লেন। তাঁহারা গথ-শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থদানে তাহাদিগকে বশীভূত করিলেন। এই দুর্দ্দিনের সময় অকস্মাৎ হষ্টিলিয়ানাসের মৃত্যু হয়। লোকে গাল্লাসের প্রতি সন্দেহকটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেও বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। তাহারা তাঁহার সদ্গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করিল।

গথ-হস্তে রোমক প্রভাব খর্ব্ব ও বর্ত্তমান সম্রাটের দৌর্ব্বল্য অবগত হইয়া নূতন বর্ব্বরসম্প্রদায় পার্ব্বতীয় স্রোতের ন্যায় রোমসাম্রাজ্যে উপনীত হইল। পানোনিয়ার শাসনকর্ত্তা এমি-লিয়ানাস্ রাজার নিশ্চেষ্ট ভাবকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং সেনাদল লইয়া বহির্গত হইলেন এবং বর্ব্বরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দানিয়ুব নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেন। এমিলিয়ানাসের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সেনাদল সেই রণক্ষেত্রেই তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল।

সম্রাট্ গাল্লাস্ এই সংবাদ পাইয়া বিদ্রোহিসেনাদলকে ও সহযোগীকে, সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য স্পোলেটো-রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তখন গাল্লাসের পক্ষীয় সেনাদল এমিলিয়া-নাসের বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিল। গাল্লাস্ ও তাঁহার পুত্র ভোলুসিয়ানাস্ সেনাদলের হস্তে নিহত হইলেন এবং তাহা হইতেই অন্তর্বিগ্রহের অবসান হইল (২৫৩ খৃঃ অঃ)।

উক্ত বর্ষের মে মাসে এমিলিয়ানাস্ রাজসম্মান লাভ করিলেন। তিনি সেনেটের হস্তে শাসনবিভাগের ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং রোম-রাজ্য রক্ষার অভিপ্রায়ে উত্তর ও পূর্ব্বদিকে বর্ব্বরজাতির বিরুদ্ধে সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হইলেন; কিন্তু তাঁহার এ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হয় নাই। কারণ গাল্লাস্ ইতিপূর্ব্বেই ভালেরিয়ান্কে সৈন্যসংগ্রহার্থ গল ও জর্ম্মণিতে প্রেরণ করেন। ভালেরিয়ান দলবল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উভয়ের সংঘর্ষের পূর্ব্বে সেনাহস্তে এমিলিয়ানাস্ নিহত হইলেন (২৫৩ খৃঃ অঃ আগষ্ট)।

সেন্সর ভালেরিয়ান্ ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রমে সাম্রাজ্যেশ্বর হইলেন; কিন্তু পুত্র গাল্লিয়েনাসের হস্তে রাজকার্য্যের কতক ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। ইহাতে রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। ফ্রাঙ্কস্, গথ, আলেমন্নি ও পারসিকগণ উপর্য্যু-পরি রোমসাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজা স্বয়ং যুদ্ধার্থ পূর্ব্বাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন, গাল্লিয়েনাস্ রাইন তীরে ছিলেন। সেনাপতি পস্থুমাস ফ্রাঙ্কাসদিগকে পরাজিত করিয়া গলরাজ্য রক্ষা করিলেন এবং আলেমন্নিদিগকে রোমীয় প্রজাবর্গ পরাস্ত করেন। বর্ব্বরজাতিকে পরাস্ত করিয়াও গাল্লিয়েনাস্ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; কারণ তৎকালে সেনেট মহাষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তিনি মিলান নগর সন্নিকটে সহস্র আলেমন্নি-সৈন্য পরাভূত করিয়া মার্কোমন্নি-রাজতনয়া পীপার পাণিগ্রহণ করেন।

যখন গথজাতি বন্যাস্রোতের ন্যায় গ্রীসের প্রদেশসমূহ ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত ছিল, তখন পারস্যরাজ সাপুর গুপ্তভাবে আর্ম্মেনিয়া-পতি খুস্রুকে নিহত করিয়া তদধিকারভুক্ত প্রদেশ স্বীয় রাজ্যসীমা-ভুক্ত করেন। ইহাতে আর্ত্তস্তরাক্সের পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া ইউ-ফ্রেটিস নদীর উভয় তীর মরুভূমে পরিণত করেন। ভালেরিয়ান্ তাহার প্রতিবিধানার্থ ইউফ্রেটিস্ তীরে উপনীত হইলেন। নদী অতিক্রম করিবামাত্রই পারস্যসম্রাট্ শাহ সাপুরের সৈন্যদল তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিল (২৬০ খৃঃ অঃ)। এই সময়ে বিখ্যাত বীর ডিমোস্থেনিস কাপাডোকিয়ার রাজধানী সিজারিয়া-রক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। শাহ সাপুর অশ্বারোহণ করিয়া রোমক-সম্রাটের কণ্ঠদেশ পদদলিত করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার চর্ম্মে খড় পুরিয়া পারস্যবিজয়ের কীর্ত্তি স্বরূপ রাজপথে স্থাপন করেন।

গাল্লিয়েনাস্ পিতার মৃত্যুতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন। তিনিই এখন রাজচ্ছত্রাধিপ। তাঁহার বাগ্মিতাগুণে, কবিত্ব-পাঠে, উদ্যানপারিপাট্যে এবং উৎকৃষ্ট পাচকতায় সকলেই তাঁহার উপর প্রীত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় নীচপ্রকৃতির

সম্রাট্ আর রোমসিংহাসন কলঙ্কিত করে নাই। তাঁহার এই শ্রীহীন রাজ্য ক্রমশঃ বৈদেশিকের বিপ্লবে বীভৎস আকার ধারণ করিল। বর্ব্বরগণ রোমসাম্রাজ্য আলোড়িত করিতে লাগিল। আলেকসান্দ্রিয়ায় আন্তর্জাতিক বিপ্লব, সমুপস্থিত হইল। সিসিলি-দ্বীপে দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব জন্য রাজকর রহিত হইয়া গেল। ইসৌরিয়ায় ট্রিবেল্লিয়ানাস্ রাজদ্রোহিতাচরণ করিতে লাগিলেন। দ্বাদশবর্ষ যাবৎ ক্রমাগত এইরূপ বিপ্লবে বিরক্ত এবং পঞ্চদশবর্ষ-ব্যাপী মহামারীতে রোমনগর ধ্বস্তপ্রায় দেখিয়া তিনি বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আলেকসান্দ্রিয়ার প্রায় অর্দ্ধাংশেরও অধিক লোক দুর্ভিক্ষের প্রকোপে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন সেনাবর্গ "স্বেচ্ছাচারী রাজার পাপে রাজ্যনষ্ট" জ্ঞান করিয়া দানিয়ুব নদীকূলে ঔরেওলাসের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া আড্ডার রণক্ষেত্রে গাল্লিয়েনাস্কে পরাভূত করিল। গভীর রাত্রে গুপ্তচরের দ্বারা তাঁহার নিধন-সাধন হইয়াছিল (২৬৮ খৃঃ অঃ ২০এ মার্চ)। মৃত্যুকালে সম্রাট্ স্বীয় রাজ-পরিচ্ছদ ও বেশভূষা পাভিয়ার সেনানায়ক ক্লড়িয়াস্কে অর্পণ করিয়া রাজতক্তদানের ব্যবস্থা করিয়া যান। তদনুসারে ইল্লিরিয়ান্ সীমান্তের অধিনায়ক ক্লডিয়াস্ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মিলান হস্তগত ও ঔরিওলাস্ নিহত হইলে তিনি সেনাদল সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু গথ ও বর্ব্বর-জাতির সহিত সৌরমতীয় ও অন্যান্য জর্ম্মণজাতি জল ও স্থলপথে যুদ্ধ করিয়া রোমসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে ব্যাপৃত হইলে, ক্লডিয়াস্ সসৈন্যে তাহাদিগকে বিমুখ করেন। পুনরায় নাইসাসের যুদ্ধে ক্লডিয়াস্ যুদ্ধবিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই সময়ে সম্রাটের প্রধান শত্রু টেট্রিকাস্ পশ্চিমাঞ্চলে ও জেনোবিয়া পূর্ব্বপ্রদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে চেষ্টা পান। প্রথমে তাঁহাদিগকে দণ্ডবিধানার্থ সম্রাট্ বিশেষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। অতঃপর তিনি মিসিয়া, থ্রেস ও মাকিডোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৌরবের তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিতে না করিতেই মড়কের রোগে আক্রান্ত হইয়া শিরমিয়াস্ নগরে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুসজ্জায় তিনি ঔরেলিয়ান্কে রাজতক্ত দানের অভিমত প্রকাশ করিলেও, তাঁহার ভ্রাতা কুইন্টিলিয়াস্ ১৭ দিনের জন্য আকুইলেইয়া নগরে রাজছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন। ঔরে-লিয়ানের শুভাগমনে শত্রুদল দানিয়ুব নদীর পরপারে যাত্রা করিল।

শিরমিয়াস্-নগরবাসী কৃষকসন্তান সামান্য সৈনিক হইতে অদৃষ্টচক্রে ও ক্লডিয়াসের অনুগ্রহে সাম্রাজ্যপদ লাভ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের ৪ বৎসর, ৯ মাসের মধ্যে "গথিক যুদ্ধের" অবসান হইয়াছিল। জর্ম্মণজাতি কৃতদুষ্কর্ম্মের উপযুক্ত শাস্তিলাভ করিল। একুইটেন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা টেট্রিকাস্ রাজছত্র লাভের প্রয়াসে বিদ্রোহী হইয়া ঔরেলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিলে সম্রাট্ সদলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। আন্টোনিনাসের প্রাচীর হইতে হার্কিউলিস্ স্তম্ভ পর্য্যন্ত সম্রাট্ শান্তিবিস্তার করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন (২৭১ খৃঃ)।

অতঃপর উক্ত বর্ষেই তিনি পামিরা ও পূর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বরী জেনোবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করেন। ঐ রাজকুলকামিনী রূপে গুণে সমলঙ্কৃতা ছিলেন। গ্রীক্, সিরীয় ও মিশর ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার স্বামী বীরশ্রেষ্ঠ ওডেনেথাস্ সেনেটকর্ত্তৃক সিরিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। জেনোবিয়া স্বামীর মৃত্যুর পর একক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পারস্যরাজ এমন কি, রোমসম্রাট্ গাল্লিয়েনাসের সেনাপতিও তাঁহার হস্তে পরাভূত হয়। এই সময়ে তিনি স্বীয় রাজ্যসীমা বিথিনিয়া-সীমান্ত হইতে ইউফ্রেটিস-তীর পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। শস্য-শালী মিসর-রাজ্য তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

সম্রাট্ ঔরেলিয়ান্ বিথিনিয়ায় আসিয়া পৌছিলে সকলে তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিল। আন্কিরা ও তিয়ানা পদানত হইল। জেনোবিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। অন্তিওক ও এমেসার যুদ্ধে (২৭২ খৃঃ অঃ) পরাজিত হইয়া জেনোবিয়া পুনরায় তৃতীয়-বার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মিসরবিজয়ী সেনাপতি জাবদাস ও তিনি স্বয়ং রণক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করিয়া-ছিলেন। এদিকে সম্রাটের বিশ্বস্ত সেনাপতি প্রোবাস একটী বাহিনী লইয়া মিশর জয় করিলেন। তখন রাণী জেনোবিয়া রাজধানীর দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। তৎকালে পামিরা নগরীর সমৃদ্ধিগৌরব রোমের সমকক্ষ ছিল। সম্রাট্ পামিরা অবরোধ করিলেন। পারস্যপতি সাপুরের মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলাহেতু সাহায্যলাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া এবং মিশরজয়ান্তে প্রোবাস্কে সদলে সমাগত দেখিয়া জেনোবিয়া পলায়ন করিলেন; কি অনুসরণকারী সেনাদলের হস্তে ধৃত হইয়া তিনি সম্রাট্ সকাশে আনীত হইলেন। সম্রাট্ রাণীর প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সম্রাট্ রণজয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতেই পামিরাবাসী জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া রোমকশাসনকর্ত্তা ও দুর্গস্থ সেনাদলকে নিহত করিল। এই সংবাদে সম্রাট্ পুনরায় পামিরায় প্রত্যাগমন করিয়া নগর ধ্বংস করিলেন এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবকযুবতী ও বালকবালিকা তাঁহার কঠোর আদেশে নিধনপ্রাপ্ত হইল। এখান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মিসরের বিদ্রোহ দমন করেন। দলপতি-ফার্ম্মাস্ নিহত হন।

বিজয়গৌরবে উন্মত্ত হইয়াও সম্রাট্ বন্দী রাজাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন নাই। জেনোবিয়াকে তিনি টিভোলীর

উদ্যানবাটিকায় সযতনে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাগণের সহিত সম্ভ্রান্তবংশীয় রোমকগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। টেট্রিকাস ও তাঁহার পুত্র পুনরায় রাজসম্পদ্ ভোগ করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিকের বিদ্রোহ দমন ও বিভিন্ন স্থান বিজয় করিয়া তিনি সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে শান্তিবিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ ২৭৪ খৃঃ অঃ অক্টোবর মাসে ভালেরিয়ানের কারারোধের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারস্য-বিজয়ে অভিযান করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় জনৈক সেক্রেটারীর অযথা অত্যাচারে ও প্রজার সর্ব্বস্বহরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে জীবননাশের ভয় দেখাইলেন। তখন উক্ত রাজকর্ম্মচারী প্রাণরক্ষার জন্য আরও কতকগুলি রাজকর্ম্মচারীকে স্বদলে ভুক্ত করিয়া লইলেন। সম্রাট্ তাহাদিগকেও ভয় দেখাইবার জন্য অপরাধিরূপে বিচারে নিহত ব্যক্তিবর্গের এক তালিকা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া সকলকে দেখাইলেন। যাহারা তাহা নয়নগোচর করিল, তাহারাই বুঝিল—সম্রাট্ আমাদের প্রাণনাশের জন্য এই ভয়াবহ স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছেন। তখন তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া সম্রাটকে বিদূরিত করিবার উপায় দেখিতে লাগিল। বৈজন্তী হইতে হিরাক্লিয়ায় আগমনকালে ২৭৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট্ স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মুকাপোর হস্তে নিহত হইলেন। রোমবাসী এতদিনে একজন উদারচেতা রাজকুমার ও যুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি হারাইলেন।

সেনাদল ও সেনেট যখন সম্রাটের অযথা মৃত্যুর কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং আপনাদের ক্ষতি উপলব্ধি করিলেন, তখন তাঁহারা সেই কপট ও বিশ্বাসঘাতক রাজকর্ম্মচারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিলেন। লিজনদল ঘোষণা করিলেন "একের পাপে ও বহুলোকের প্রলোভনে আমারা প্রিয়তম সম্রাট্কে লোকান্তরে প্রেরণ করিয়াছি; তাঁহার স্বর্লোকে দেবগণ পার্শ্বে স্থান হউক এবং আপনারা তাঁহার পদে একজন উপযুক্ত অধীশ্বর নিয়োগ করুন" (২৭৫ খৃষ্টাব্দ, ৩রা ফেব্রুয়ারী)। তৎপরে সেনাদল তাহাদের মধ্য হইতে একজন সেনানায়ককে রাজপদ দানের জন্য অনুরোধ করিল। ৮ মাস বিচারের পর রাজতক্তে উক্ত বর্ষের ২১ শে সেপ্টেম্বর সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রধান সেনেটের টাসিটাস্ ৭৫ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সম্রাট্ ঔরেলিয়ান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আলানী নামক শক জাতির সংযোগে পারস্যবিজয়ের প্রস্তাব চালাইতে ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটায় পারস্যযাত্রা রহিত হইল দেখিয়া এবং রোম অরাজক জানিয়া বর্ব্বরগণ রোমসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইল। আলানীগণ সন্ধির নির্দ্ধারিত অর্থলাভে বঞ্চিত হইয়া পণ্টাস, কাপাডোকিয়া,সাইলিসিয়া ও গালাসিয়া প্রদেশ অধিকার করিল। তখন টাসিটাস্ আলানীদিগের সহিত পূর্ব্বসন্ধিসর্ত্ত পূরণ করিয়া অপরাপর শকজাতীয় আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিলেন। বৃদ্ধবয়সে অনভ্যস্ত যুদ্ধ বিগ্রহে অসাধারণ পরিশ্রম্ করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি ৬ মাস ২০দিন রাজত্বের পর কাপাডোকিয়ায় দেহত্যাগ করিলেন (২৭৬ খৃষ্টাব্দে ১২ এপ্রিল)।

টাসিটাসের ভ্রাতা ফ্লোরিয়ানাস সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববিভাগের প্রসিদ্ধ সেনাপতি প্রোবাস্ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। তিন মাস সম্রাট্পদে অভিষিক্ত থাকিয়া উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে ফ্লোরিয়ানাস্ স্বীয় উদ্ধত সেনাবৃন্দের হস্তে টার্সস নগরে নিহত হন এবং ইল্লিরিকামবাসী কৃষকসন্তান সেনাপতি প্রোবাস্ ৩রা আগষ্ট সম্রাট্ নির্ব্বাচিত হইলেন। সৈন্যগণ আফ্রিকা, পণ্টাস, রাইন, দানিয়ুব, ইউফ্রিটিস্ ও নীলনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে মান্য ও স্পর্দ্ধাজ্ঞাপক অগাষ্টাস্ উপাধি দান করিল।

ঔরেলিয়ানের মৃত্যুর পর, রোমের শত্রুগণ সম্রাট্দিগকে বলহীন জানিয়া মস্তকোত্তোলন করিতেছিল। অগাষ্টাস্ প্রোবাস্ তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য সেনেটের হস্তে রাজ্যশাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। রিটিয়াবাসিগণ, সৌরমতীয়জাতি ও ইসৌরিয়ান্জাতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কোপ্টাস্ ও টলেমৈ-প্রদেশের নগরসমূহ এবং জর্ম্মনির অন্তর্গত ৭০টী সমৃদ্ধিশালী জনপদ তিনি বর্ব্বর জাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তদ্দেশবাসীদিগকে কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়ক সাটার্ণিনাস্ পূর্ব্বাঞ্চলে এবং গলরাজ্যে বোনোসাস্ ও প্রোকিউলাস্ বিদ্রোহী হইলে তিনি ২৮১ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে বিশেষ শিক্ষা দিয়া রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনে যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে তিনি কৃষিকার্য্যের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। তিনি বেতনভোগী সেনাদল-পালনের অনাবশ্যকতা জানাইলে, ২৮২ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজমুণ্ড দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। পরে তাহারা মর্ম্মপীড়িত হইয়া মৃত সম্রাটের বিজয়কীর্ত্তিস্থাপনোদ্দেশে কতকগুলি স্মৃতিস্তম্ভ গ্রথিত করিয়াছিল।

লিজনের আবেদন-মতে প্রিটোরীয়-প্রিফেক্ট কারুস্ ৭০বৎসর বয়ঃক্রমকালে রোমসাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। তাহার কারিনাস্ ও নিউমেরিয়াস্ নামক পুত্রদ্বয় তখন প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত। এই রণনিপুণ সম্রাট্ রাজতক্তে উপবেশন করিয়াই পুত্র কারিনাস্কে সিজার উপাধি দিয়া গলের বিদ্রোহ-শান্তি

করিতে প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং রোমক জাতির চিরপোষিত পারস্ত-বিজয়াশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পুত্র নিউমেরিয়ান্‌কে সঙ্গে লইয়া পারস্তসাম্রাজ্যসীমান্তে উপনীত হইলেন। কিন্তু সন্ধি হইল না। সম্রাট্ কেরুস্ মিসোপোটেমিয়া ছারখার করিয়া সিলিউকিয়া ও ক্টেসিফোন্ নগর অধিকার করিলেন। তদনন্তর তাইগ্রীস নদীতট পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়বৈজয়ন্তী লইয়া যান, এই সময়ে পারসিকগণ সদলে ভারতসীমান্তে আসিয়া আত্মরক্ষা করেন। রোমকগণ আশা করিয়াছিলেন, পারস্তসাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আরব ও মিশররাজ্য রোমের পদানত হইবে এবং শকপ্রভাব খর্ব্ব হইয়া রোম মুক্তি পাইবে, কিন্তু অকস্মাৎ ২৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫এ ডিসেম্বর বজ্রাঘাতে সম্রাটের মৃত্যু হওয়ায় তাহাদের সে আশাভরসা লুপ্ত হইয়া গেল।

সৈন্যগণ কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ান্ ও কারিনাস্‌কে একযোগে সম্রাট্ করিলেন। কিন্তু বজ্রাঘাত নিবন্ধন কেরুষের মৃত্যুতে ঈশ্বরের ক্রোধ মনে করিয়া রোমকগণ আর তাইগ্রীস্ অতিক্রম করিলেন না। তাহারা পারসিকদিগের পদানুসরণ পরিত্যাগ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

কারিনাস্ গালিক যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও তাঁহার ব্যভিচারি-প্রকৃতি তাঁহাকে সাধারণে ঘৃণিত করিয়া তুলিল। তিনি ইন্দ্রিয়-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য কএক মাসের মধ্যে ৯টী রমণীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া পুনর্ব্বার ত্যাগ করিলেন। তিনি কুসঙ্গী-দিগের মধ্য হইতে একজনকে পরামর্শদাতা ও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। একজন জালিয়াত তাঁহার নাম-স্বাক্ষরের অধিকারী হইল। তাঁহার রাজত্বে আমোদপ্রমোদ, নৃত্যগীত, ব্যায়াম, ক্রীড়া, সার্কাস ও আম্ফিথিয়েটারে জৈবিক ক্রীড়া সমুদয় সমাহিত হইতে লাগিল। এই সময়ে রোম হইতে প্রায় ৯শত মাইল দূরে নিউমেরিয়ানের মৃত্যু ঘটে (২৮৪ খৃষ্টাব্দে ১২ই সেপ্টেম্বর)।

কেরুষপুত্র নিউমেরিয়ানের মৃত্যুর পর, সকলে মন্ত্রিবর আপেরকে রাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষী দেখিয়া তাঁহাকেই ষড়যন্ত্রকারী ও সম্রাটের হত্যাকারী বলিয়া স্থির করিলেন। সম্রাটের শরীর রক্ষিদলের সেনাপতি ডাইওক্লিসিয়ান্ দুর্ব্বৃত্তের বিচারভার গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহার বক্ষে স্বীয় তরবারি আমূল বসাইয়াদিলেন।

কারিনাস্ এখন একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি রোম-সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য বলে বলীয়ান্ হইয়া সৈন্যসামন্ত লইয়া ডাইওক্লিসিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন; কিন্তু নিজের পাপেই নিজের শক্তি ও জীবন হারাইলেন। মিসিয়ারাজ্যের অন্তর্গত মার্গাস্ নগর সমীপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সেনাদলের অধি-নায়ক ডাইওক্লিসিয়ান্ ও কারিনাস্ স্ব স্ব সেনাদল সমবেত করিলেন। পারস্তপ্রত্যাগত সেনাদল রণক্লিষ্ট ছিল। তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইল না। কারিনাস্ নিজের পাপ প্রবৃত্ত চরিতার্থের জন্য যে ট্রিবিউনের পত্নীর সতীত্ব অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই গোপনে ২৮৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে শিবির মধ্যে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। এই ব্যভিচারী রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবের শান্তি হইল এবং ডাইওক্লিসিয়ান রাজমুকুট ধারণ করিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রাজদণ্ড হস্তে লইয়া অগাষ্টাস্ ও মার্কাস্ আন্টোনিনাসের পদানুসরণপূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি মাক্সিমিয়ান্‌কে সহযোগী রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসনভার দিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। উভয়ের মানসিক প্রবৃত্তিনিচয় ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও কখনও সম্রাট্দ্বয়ের মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই।

ডাইওক্লিসিয়ান্ রোমসাম্রাজ্যকে শত্রুপরিবেষ্টিত দেখিয়া ইহার চারি অংশেই এক একজন সমকক্ষ সম্রাট্ রাখা আবশ্যক বোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি স্বীয় রাজ-শক্তিকে পুনরায় দুইভাগ করিয়া গালেরিয়াস্ ও কনস্তান্সিয়াস্ নামক সেনাপতিদ্বয়কে সমান ভাগ করিয়াদিলেন। তাঁহারা রাজসম্মানের দ্বিতীয় স্থান (Second honours of the imperial purple) লাভ করিলেও আপন আপন নির্দ্দিষ্ট বিভাগে পরস্পরে সমান শক্তি-সঞ্চালন করিতে সমর্থ ছিলেন। কনস্তান্সিয়াস্ স্পেন, গল ও বৃটেনের শাসনভার পাইলেন, গালেরিয়াস্ দানিয়ুবতীরবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন, মাক্সিমিয়ান্ ইতালী ও আফ্রিকা প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিলেন এবং স্বয়ং ডাইওক্লিসিয়ান থ্রেস, ইজিপ্ত ও এসিয়াস্থ ধনধান্যপূর্ণ রাজ্যসমূহের শাসনভার লইয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিভাগের সম্রাট্ বলিয়া পূজিত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের মিলিত শক্তিই সমগ্র রোমসাম্রাজ্যে প্রভুত্ববিস্তার করিয়াছিল। ডাইওক্লিসিয়ান্ গালেরিয়াস্‌কে এবং মাক্সিমিয়ান্ কনস্তান্সিয়াস্‌কে কন্যাদান করিয়া এবং উভয়কে সিজার উপাধি দিয়া পরস্পরে আত্মীয়তা সুদৃঢ় করিয়া লইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ আনুলিনাস্-বংশীয় একজন সিনেটরের ক্রীতদাসপুত্র। তিনি বুদ্ধি ও বাহুবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইলেন। রাজা হইয়া একবর্ষ পরেই ২৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাক্সিমিয়ান্‌কে স্বীয় সহযোগী করিয়া লন। তৎপরবর্ত্তী বর্ষে তাহারা বাগাণ্ডীবাসী বিদ্রোহীদিগকে দমন করেন। এই সময় হইতে রোম-সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বর্ব্বর-জাতি, রোমকসৈন্য, রাজস্ব-সংগ্রাহকগণ ও স্বয়ং রাজ্যেশ্বরদিগের

অপূর্ব্ব অত্যাচারে প্রপীড়িত গলজাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পণ্টাস্ উপকূলে ফ্রাঙ্কঔপনিবেশিকগণ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। আফ্রিকা, গ্রীস্ ও এসিয়ার উপকূলে অহরহঃ লুণ্ঠন চলিতেছিল। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় বূলোঁ নগরে অবস্থিত মেনাপীয় সেনাধ্যক্ষ কারোসিয়াস্ ইংলিস্প্রণালী উত্তরণপূর্ব্বক বৃটেন অধিকার করিল।(২৮৯ খৃঃ অঃ)।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়ান্ হতাশ হইলেন, কিন্তু পুনরায় সিজারদ্বয়ের সহযোগিতা লাভ করিয়া তাঁহারা নববলে বৃটেন আক্রমণ করিলেন। কনস্তান্সিয়াস্ এই অভিযানে নায়ক হইয়াছিলেন। ২৯২ খৃষ্টাব্দের বূলোঁ নগরের যুদ্ধে কারৌসিয়াস্ পরাজিত হইল এবং তাঁহার কতক সৈন্য আত্মসমর্পণ করিল। অতঃপর কনস্তান্সিয়াস্ নৌযুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মন্ত্রী আলেক্টাস্ রাজাকে নিহত করিয়া ২৯৪ খৃষ্টাব্দে বৃটেনাধিকার লাভ করিলেন। রোমক প্রিফেক্ট আস্ক্লিপিওডাস্ রণতরী লইয়া আলেক্টাস্কে আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিলেন। কনস্তান্সিয়াস্ বৃটেনবাসীকে রাজভক্তই দেখিলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান প্রোবাসের ন্যায় রোমসাম্রাজ্যভিত্তি দৃঢ় করিতে সংকল্প করিয়া সীমান্তস্থিত দুর্গাদি সুরক্ষিত করিলেন। ইজিপ্ত হইতে পারস্য পর্য্যন্ত শিবির সন্নিবেশিত হইল। অন্তিওক, এমেসা ও দামাস্কাসে অস্ত্রাগারে স্থাপিত হইয়াছিল। এইরূপে সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হইলে গথ, ভাণ্ডাল, গেপিডি, আলেমন্নি প্রভৃতি বর্ব্বরজাতিগণের বলদর্প হত হইল এবং তাহারা রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। আলেমন্নিগণ লাঙ্গ্রে ও বিন্দেনিসার যুদ্ধে কনস্তান্সিয়াসের হস্তে পরাজিত হইল। গলবাসী আলেমন্নি জাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইল।

রাইন্ ও দানিয়ুব সীমান্ত সুশাসিত হইল; কার্পি, বাস্তার্নি ও সৌরমতীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহন করিতে আদিষ্ট হইলেন। দক্ষিণ বিভাগে ৫টী মূরজাতি বিদ্রোহ ঘটাইল। জুলিয়ান্ কার্থেজে এবং আকিলিয়াস্ আলেকসান্দ্রিয়ার রাজছত্র ধারণ করিলেন। ব্লেম্মাইস্গণ পুনরায় মিশর লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। ডাইওক্লিসিয়ান আলেকসান্দ্রিয়া আক্রমণপূর্ব্বক অভিযানের সূত্রপাত করিলেন। বুশিরিস্ ও কোপ্টোস্ বিধ্বস্ত হইল। এই অভিযানে ডাইওক্লিসিয়ান পিথাগোরস, সলোমন ও হার্মিস প্রভৃতি পণ্ডিতগণের গ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়া কিমিয়াবিদ্যার ইতিহাসের অনেকটা লোপ করিয়া গিয়াছেন।

মিশর-বিজয়ান্তে তিনি পারস্যবিজয়ে যাত্রা করিলেন। রোমসাম্রাজ্যের চতুর্বিভাগের সমবেত বাহিনী তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইবার ব্যবস্থা হইল। গালেরিয়াস্ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্তিওককে ছাউনী করিয়া তাঁহারা মিসোপোটেমিয়ার প্রান্তরে উপনীত হইলেন। উপর্য্যুপরি তিনটী যুদ্ধে রোমীয় সেনা পরাস্ত হইয়াও নিরুদ্যম হইল না। তাহারা পুনরায় ভীমবেগে আক্রমণ করিল। আর্ম্মেনিয়ারাজ তিরিদেতিস্ ইউফ্রেটিস্ নদী সন্তরণপূর্ব্বক অপর পারে পলায়ন করিলেন। এদিকে গালেরিয়াস্ নববলে আর্ম্মেনিয়া আক্রমণ করিলেন। পারস্যপতি জয়গর্ব্বে মত্ত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের বিশেষ আয়োজন করেন নাই। পারস্যরাজ নারশেষ নানাস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াও কোন শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে পারিলেন না। যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া তিনি মিসিয়ার মরুদেশে পলায়ন করিলেন। গালেরিয়াস্ তাঁহার পত্নী ও পুত্রকে বিশেষ যত্নের সহিত ও সসম্মানে রণক্ষেত্রে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে সন্ধির প্রস্তাব হইল। পারস্যরাজ রোমের বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং ইন্তিলিন, জাবদিসিন্, আর্জ্জানিন, মোক্সিন ও কার্দ্দুইন প্রদেশ এবং ইবেরিয়ার রাজকর্তৃত্ব রোমসম্রাটের হস্তে প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিরিদেতিস্ও পিতৃসম্পদ লাভ করিলেন।

রোমরাজ্যকে নানাবিপদ্পাত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি ৩০৩ খৃষ্টাব্দের ২০এ নবেম্বর একটী বিজয় মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে তিনি দুই মাস মাত্র রোম রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় বিভাগীয় রাজধানী নিকোমিডিয়ায় ৩০৮ খৃষ্টাব্দে উপনীত হন। এই দীর্ঘ যাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। তখন তিনি অধীনস্থ সেনাগণকে এবং প্রজা-সাধারণকে নিকোমিডিয়ার প্রশস্ত প্রান্তরে সমবেত করিয়া বলিলেন, "রোমমুকুট স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া আমি অবশিষ্ট জীবন নির্জ্জনে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" তদনন্তর তিনি ডালমেসিয়ার অন্তর্গত সলোনা নগরে গমন করিলেন (৩০৫ খৃঃ ১লা মে)। ঐ দিনেই তাঁহার সহযোগী অন্যতম সম্রাট্ মাক্সিমিয়ান্ তাহার মিলান রাজধানীতে ঐরূপ ভাবে ঘোষণা দিয়া স্বয়ং লুকানিয়া নামক গণ্ডগ্রামে যাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

ডাইওক্লিসিয়ান্ ও মাক্সিমিয়াম্ রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর, রোমরাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। কনস্তন্সিয়াস্ ও গালেরিয়াস্ সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন বটে, কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেন না। গালেরিয়াস্ ও কনস্তান্সিয়াস্ পূর্ব্বমত অগাষ্টাস্ উপাধি ধারণ করিলেন এবং গালেরিয়াস্ স্বীয় ভাগিনেয় মাক্সিমিন্ ও ইতালীর সেনানায়ক সেভেরসকে সিজার করিয়া চারিবিভাগে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা দেখিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা বিশেষ ফলবতী হইল না। পশ্চিম বিভাগে কনস্তান্তাইন এবং আফ্রিকা ও ইতালীতে

মাক্সেন্টিয়াস্ বিদ্রোহী হইয়া তত্তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কালেডোনিয়ায় বর্ব্বরদিগকে পরাভূত করিয়া সম্রাট্ কনস্তান্সিয়াস্ কালকবলে নিপতিত হইলেন (৩০৬ খৃঃ ২৫এ জুলাই)। তখন গালেরিয়াস্ রাজ্যের বিভ্রাট্ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পুত্র কনস্তান্তাইনকে সিজার উপাধিসহ তদ্বিভাগের কর্ত্তা করিলেন এবং পূর্ব্বকথিত সেভেরাস্‌কে অগাষ্টাস্ উপাধি দিলেন।

কনস্তান্তাইনের এরূপ সৌভাগ্যবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া মাক্সিমিয়ানের পুত্র এবং গালেরিয়াসের জামাতা মাক্সেন্টিয়াস্ রাজৈশ্বর্য্যলাভের আশ্বাসে উক্ত বর্ষের ২০এ অক্টোবর উৎকণ্ঠিত রোমকগণকে স্বদলে আনয়ন করিয়া রোম-নগরে বিদ্রোহধ্বজা উড্ডীন করিলেন। পুত্রের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান্ বিদ্রোহিপক্ষ অবলম্বন করিলে অনেকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার ছত্রতলে আসিয়া উপনীত হইল। সম্রাট্ সেভেরাস্ স্বীয় সহযোগীর পরামর্শানুসারে সদলে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নগরদ্বার রুদ্ধ এবং সৈন্যদলকে তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া মাক্সিমিয়ানের পক্ষাবলম্বনে উদ্যত দেখিয়া তিনি রাভেন্নায় পলাইয়া গেলেন। এখানে মাক্সিমিয়ানের অধীনস্থ সেনা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সেভেরাস্ বন্দী ও নিহত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধ মাক্সিমিয়ান্ আল্পস্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ৩০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ দরবারে কনস্তান্তাইনকে আহ্বানপূর্ব্বক অগাষ্টাস উপাধি ও স্বীয়কন্যা ফষ্টাকে দান করেন।

সেভেরাসের নিধন সংবাদ পাইয়া রোমবাসীকে দণ্ডবিধানার্থ গালেরিয়াস্ ইল্লিরিকাম হইতে সসৈন্যে যাত্রা করেন। নার্নি-নামক স্থানে উপনীত হইলে সৈন্যগণ তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিতেছে দেখিয়া তিনি পলায়ন করিলেন। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যে ছয় জন সম্রাট্ (মাক্সিমিয়ানের অধীনে কনস্তান্তাইন ও মাক্সেন্টিয়াস্ এবং গালেরিয়াসের অধীনে লাইসিনিয়াস্ ও মাক্সিমিন) রাজ্যশাসন করিতেছিলেন (৩০৮ খৃঃ)। বৃদ্ধ সম্রাট্ মাক্সিমিয়ান স্বীয় পুত্রের জন্য সমগ্র পশ্চিমবিভাগ হস্তগত করিতে ষড়যন্ত্র করিলেন, কনস্তান্তাইন ফ্রাঙ্কজাতিকে পরাস্ত করিতে রাইন নদীতটে অগ্রসর হইলে বৃদ্ধ সম্রাট অর্থদানে সেনাদলকে বশীভূত করিতে চেষ্টা পান। কনস্তান্তাইনের জয়দৃপ্ত সৈন্যের সমক্ষে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া মাক্সিমিয়ান মার্শাএল নগরে আশ্রয় লইলেন। বিপক্ষসৈন্য নগর অবরোধ করিলে নগরবাসী তাঁহাকে শত্রুকরে সমর্পণ করে এবং কনস্তান্তাইনের আদেশে ৩১০ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাহারা তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে। ইহার এক বৎসর পরে ৩১১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অত্যধিক পানদোষে পীড়িত হইয়া গালেরিয়াস্ ভবলীলা শেষ করেন।

গালেরিয়াসের মৃত্যুতে প্রাধান্য লইয়া লিসিনিয়াস ও মাক্সিমিনের বিরোধ ঘটে। অবশেষে মাক্সিমিন প্রাচ্য বিভাগের এসিয়া খণ্ড এবং লিসিনিয়াস্ য়ুরোপখণ্ড অধিকার করিয়া লন। হেলেস্‌পন্ট ও থ্রেসীয় বস্ফরাস, উভয়ের অধিকারসীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সময়ে রোমসাম্রাজ্যের উন্নতিবিধান জন্য লিসি-নিয়াস ও কনস্তান্তাইন একমত হইলেন, কিন্তু মাক্সিমিন ও মাক্সেন্টিয়াস্ একযোগ হইয়া গোপনে আন্তর্জাতিক বিপ্লবের কুটিল কল্পনা পোষণ করিতে লাগিলেন।

সম্রাট্ মহাত্মা কনস্তান্তাইন ১ম, ৩০৬ ও ৩১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক ও আলেমন্নি-জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জিত করেন। তৎপরে ৩১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ইতালীবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুরিণ রণক্ষেত্রে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ভেরোণা অবরোধ করেন। মাক্সিণ্টিয়াসের সেনাপতি রুরিসিয়াস্ পম্পিয়ানাস্ নগররক্ষায় ব্রতী ছিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর পম্পিয়ানাস্ পরাজিত হইলেন। কনস্তা-ন্তাইন স্বীয় বাহিনী লইয়া রোমের নিকটবর্ত্তী সেক্স-রুব্রা নামক স্থানে আসিলেন, তখন সম্রাট্ সুখনিদ্রায় সুপ্ত ছিলেন। শত্রুকে অকস্মাৎ নগর সম্মুখে উপনীত দেখিয়া তিনি যুদ্ধসজ্জা করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে ত্যাগ করিল, তখন তিনি মিল্‌ভিয়ান সেতু পার হইয়া পলাইতে উদ্যত হইলেন। সমবেত জনতা তাহাকে নদীর জলে ফেলিয়া দিল। বর্ম্মভারে তিনি অতল জলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তাঁহার বংশীয় সকলে বিজয়ী সম্রাটের আদেশে নিহত হইল।

সম্রাট্ কনস্তান্তাইন এক্ষণে সহযোগী লিসিনিয়াসের সহিত স্বীয় ভগিনী কনস্তান্সিয়ার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলেন। ৩১৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে উভয়ে মিলান নগরে সমবেত হইলেন। বিবাহোৎসবে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতেই উভয়কেই পুনরায় রণক্ষেত্রে গমন করিতে হইল। কনস্তান্তাইন ফ্রাঙ্কজাতির ঔদ্ধত্য নিবারণার্থ রাইন-তটে গমন করিলেন এবং লিসিনিয়াস্ বিদ্রোহী মাক্সিমিনের দর্পচূর্ণ করিতে বৈজন্তিনগর অধিকার-পূর্ব্বক উক্ত বর্ষের ১৩ এপ্রিল তারিখে হিরাক্লিয়ায় পরস্পরে সম্মুখীন হইলেন। মাক্সিমিন পরাস্ত হইয়া নিকোমিডিয়ায় পলাইয়া যান। এখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৩১৪ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তাইন ও লিসিনিয়াস্ রোমীয় জগতের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। সহযোগী সম্রাটদ্বয় বলদর্পে উত্তেজিত হইয়া একাধিপত্য লাভের আশায় পরস্পরে যুদ্ধবিগ্রহে মাতিয়া উঠিলেন। কনস্তান্তাইনের অন্যতম ভগিনীপতি বাসিয়ানাস্ সিজার উপাধি লাভ করিয়া ইতালীর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতে লিসিনিয়াসের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া

উঠিল। তিনি তাঁহার অধিকারে আশ্রয়-লব্ধ অপরাধীদিগকে অপর সম্রাটদ্বয়ের অধিকারে বিচারার্থ প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এই সূত্রে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। ৩১৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই অক্টোবর পানোনিয়ার অন্তর্গত কিবালিস্ নগর সন্নিকটে ঘোর সংঘর্ষণের পর, লিসিনিয়াস্ পরাজিত হইয়া ডাকিয়া হইতে থ্রেসে পলায়ন করিলেন। শেষোক্ত স্থানের মার্দ্দিয়া রণক্ষেত্রে দ্বিতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হইল। লিসিনিয়াসের সেনাদল এবারও রাত্রির অন্ধকারে পলায়ন করিল।

তুইবার উপর্য্যুপরি পরাজয়ে লিসিনিয়াস্কে শ্রীভ্রষ্ট দেখিয়া কনস্তান্তাইনের দয়া হইল। তিনি সন্ধির প্রস্তাব দ্বারা উভয়ের মনোমালিন্য দূর করিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পানোনিয়া, ডালমাসিয়া, ডাকিয়া, মাকিদোনিয়া ও গ্রীস প্রদেশ পশ্চিম সাম্রাজ্যাংশ ভুক্ত করিয়া লইলেন। ক্রীস্পাস্ ও কনিষ্ঠ কনস্তান্তাইন পশ্চিমের সিজার নিযুক্ত হইলেন। এবং কনিষ্ঠ লিসিনিয়াস্ পূর্ব্বরাজ্যের সিজার পদ পাইলেন।

এই ঘটনার ৮ বৎসর পরে, ৩২৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই কনস্তান্তাইন সহযোগী লিসিনিয়াসের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। হেব্রুস্ নদী উত্তরণপূর্ব্বক তিনি ভীমবেগে স্বীয় শত্রুকে আক্রমণ করেন। লিসিনিয়াস্ আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া বৈজন্তী দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে অবরুদ্ধ হইয়া পুনরায় কাল্সিডনে ও পরে নিকোমিডিয়ায় পলায়ন করিলেন। অবশেষে ভগিনী কনস্তান্তিয়ার প্রার্থনায় সম্রাট্ কনস্তান্তাইন স্বীয় ভগিনীপতি লিসিনিয়াসের নিকট হইতে রোমসাম্রাজ্যের অধিকার কাড়িয়া লইলেন। তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা মার্টিনিয়ানাস্কে ঐ সঙ্গে অন্তর্হিত করা হইল। লিসিনিয়াস্ থেসেলোনিকা নগরে নজরবন্দী রহিলেন, পরে রাজদ্রোহিতার অপরাধে তিনিও শমনভবনে প্রেরিত হইলেন। ডাইওক্লিসিয়ান সুশাসনব্যবস্থার জন্য যে রোমসাম্রাজ্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়া যান, সেই দিন হইতে ৩৭ বৎসর পরে ৩২৪ খৃষ্টাব্দে রোমসাম্রাজ্য পুনরায় একচ্ছত্রাধীন হইল। রাজ্যবিভাগগুলির একীকরণফলে ও রাজকার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি স্বনামে কনস্তান্তিনোপল নগরী স্থাপন করিলেন এবং আলেকসান্দার সেভেরাস্ যে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছিলেন, তিনি তাহার সম্যক্ প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন।

সম্রাট্ কনস্তান্তাইনের তুই পত্নী ছিল। প্রথমা মিনার্ভিনার গর্ভে একমাত্র ক্রীস্পাস্ এবং দ্বিতীয় পত্নী ফষ্টার গর্ভে কনস্তান্তাইন ২য়, কনস্তান্সিয়াস্ ও কনস্তান্স জন্মগ্রহণ করেন। কনস্তান্সিয়াস্কে সিজার উপাধিসহ গলপ্রদেশের শাসনভার অর্পণ করায় ক্রিস্পাসের হৃদয়ে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এই সময়ে রাজার জীবননাশের সঙ্কল্পে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ক্রিস্পাস্ ধৃত ও নিহত হন। সম্রাট্ কনস্তান্তাইন ১ম, তাঁহার জীবনে বিংশ ও ত্রিংশ বার্ষিক রাজ্যভোগোৎসব সমাপন করিয়া ৩৩৭ খৃষ্টাব্দ, ২২মে, নিকোমিডিয়ার আকুইরিয়ন্ প্রাসাদে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার ফষ্টার গর্ভজাত পুত্রত্রয় রাজ্যাধিকারী হন। জ্যেষ্ঠ কনস্তান্তাইন্ নূতন রাজধানী; কনস্তান্সিয়াস্ থ্রেস ও পূর্ব্ববর্ত্তী জনপদ সমুদায় এবং কনস্তান্স ইতালী, আফ্রিকা ও ইল্লিরিকাম্ লাভ করেন। এই সময়ে নারশেষের পৌত্র ও হরমুজের পুত্র সাপুর প্রাচ্য রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া স্বকীয় শাসন-প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন। কনস্তান্সিয়াস্ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পারস্যপতিকে হারাইতে পারিলেন না। ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে শিঙ্গাড়ার যুদ্ধে রোমকগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যগণ পারস্যরাজের সহায়তা করিয়াছিল।

ইত্যবসরে মস্সেগেটীর অধীনে শকগণ পারস্যের পূর্ব্বভাগ লণ্ডভণ্ড করিতেছিল। পারস্যরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া রোমসম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। এদিকে ভ্রাতৃদ্রোহী কনস্তান্তাইন্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কনস্তান্সের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তদ্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁহার আগমনে ভীত কনস্তান্সের প্রেরিত ইলিরীয় সেনাদল পলায়নপর হইয়া একদিকে কনস্তান্তাইনকে ছলে ভুলাইয়া লইয়া যায় এবং গোপনে তাঁহাকে সদলে হত্যা করে (৩৪০ খৃঃ মার্চ্চ)। ইহার ঠিক দশবর্ষ পরে ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মাগ্নেন্টিয়াস্ নামক জনৈক রাজদ্রোহী মার্শেলিয়ানাসের উত্তেজনায় কনস্তান্সকে নিহত করেন। কনস্তান্সিয়াস্ মাগ্নেন্টিয়াস্কে অব্যাহতি দিলেন না। ভ্রাতৃদ্রোহের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য পারস্যযুদ্ধ পরিহার করিয়া তিনি ভেট্রানিওর সহিত মিলিত হইতে বাসনা করিলেন। ভেট্রানিও সদলে উপনীত হইলে তাঁহার পক্ষীয় সেনাদল কনস্তান্সিয়াসের পক্ষ অবলম্বন করিল, তখন তিনি সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং প্রুসায় নজরবন্দিরূপে কালাতিপাত করিতে বাধ্য রহিলেন। সিলিউকাস্ পর্ব্বতের সমীপস্থ যুদ্ধে মাগ্নেন্টিয়াস্ ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্সিয়াস্ একক ছত্রপতি হন। ৩৫১ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তিনি গাল্লাসের সহিত স্বীয় কন্যা কনস্তান্তিনার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে রাজকীয়কার্য্যের সুবন্দোবস্তের জন্য নিয়োগ করেন। ৩৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্সিয়াসের রাজ্য নিষ্কণ্টক হইলেও গাল্লাসের অত্যাচার ও আধিপত্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তদ্দর্শনে সম্রাট্ তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি কৌশলে স্বীয় তনয়ার প্রাণসংহার করিয়া জামাতাকে মিলানে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া বার্বাসিও নামক সেনাপতির সাহায্যে তাঁহাকে পেটোভিও নামক স্থানে বন্দী করিলেন।

তদনন্তর পোলা নামক স্থানে কারাবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তিনি ভ্রাতৃপুত্রদের সকলকেই প্রায় নিহত করেন, কেবল সাম্রাজ্ঞী ইউসিবিয়ার মধ্যস্থতায় জুলিয়াস্ আথেন্স নগরে নির্ব্বাসিত হইয়া জীবনাতি-পাত করিতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু এখানে তাঁহাকে অধিক কাল বাস করিতে হয় নাই। ইউসিবিয়ার অনুরোধে তিনি কনস্তান্সিয়াসের ভগিনী হেলেনাকে বিবাহ করিয়া সিজার উপাধিসহ আল্পস্ পর্ব্বতের অপর পার্শ্ববর্তী প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে তাঁহাকে মিলানে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। এখানে মাত্র ২৪ দিন থাকিয়া তিনি গলরাজ্যশাসনে বহির্গত হন। (৩৫৫ খৃঃ অঃ)

৩৫৭-৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ কনস্তান্সিয়াস্ পূর্ব্ববিভাগ পরিদর্শনে আসিয়া কাদি, সৌরমতীয় ও লিমিগান্তিস্ প্রভৃতি জাতিকে বশে আনয়ন করেন। শেষোক্ত বর্ষে তাঁহাকে পারস্যরাজ সাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়। এই যুদ্ধে বক্ষে বাণবিদ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটে, তাহাতে তিনি ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমিদা নগর লইয়া ধ্বংস করেন। ইহাতে রোমকগণ উত্তেজিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময়ে বর্ব্বরগণ পারস্য-রাজের পক্ষত্যাগ করায় তাঁহার বলহ্রাস ঘটে। ৩৬০ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ শিঙ্গাড়া ও মিসোপোটেমিয়া অধিকার করে এবং ভীর্থা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারস্যপতি পলায়ন করেন। অতঃপর সম্রাট্ কনস্তান্সিয়াস্ স্বীয় সেনাপতির কার্য্যে বিরক্ত হইয়া স্বয়ং দানিয়ুব তীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে রওনা হইলেন। বেশাব্দে-দুর্গ অবরোধকালে বর্ষাঋতু সমাগত দেখিয়া রোমক সম্রাট্ সদলে অস্তিওকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ছাউনী করিলেন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপতিত হইয়া সম্রাট্ কনস্তান্সিয়াস্ ফ্রাঙ্ক আলেমন্নি প্রভৃতি জর্ম্মণির অসভ্য অধিবাসিবৃন্দকে গল-রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে নানাশাস্ত্রবিদ্ জুলিয়ান্ গলের শাসনকর্ত্তা হন। ইনি যুদ্ধবিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ না করিলেও ৩৫৭-৩৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকটী যুদ্ধে জর্ম্মণির বর্ব্বরদিগকে পরাস্ত করিয়া রাইন নদীর অপর পার পর্য্যন্ত রোমরাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের এই প্রতিভা ও সৌভাগ্য সম্রাটের চক্ষুঃশূল হইল। তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট আদেশ পাঠাইলেন যে, ত্রিবিউনের নিকট তোমার চারিটী লিজন পূর্ব্বাঞ্চলে পাঠাইবে। এই সংবাদে সেনাদল উত্তেজিত হইল। তাহারা পারস্য অভি-যানের অত্যধিক কষ্ট সহ্য করিতে চাহিল না। তাহারা সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করিয়া জুলিয়ানের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে স্বীকৃত হইল। তাহারা সম্রাট্ ভবনে ভোজনান্তে রাত্রিকালে পরামর্শ করিয়া আগ্রহে ও উদ্বেগে রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া "জুলিয়ান্ অগাষ্টাস্" নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ঘোররবে চীৎকার করিতে লাগিল। প্রভাতে তাহারা বলপূর্ব্বক রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া জুলিয়ান্কে সসম্মানে ধরিয়া আনিল এবং সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল। এই সূত্রে উভয়পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। জুলিয়ান্ ৩৬১ খৃষ্টাব্দে বাসিল নগরের সন্নিকটে স্বীয় সেনাদল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেনাপতি নেবিত্তাকে রিটিয়া ও নোরিকামের মধ্য দিয়া এবং জোভিয়াস্ ও জোভিনাস্কে আল্পস্ অতিক্রম করিয়া উত্তর ইতালীতে যাইতে আদেশ করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বয়ং দানিয়ুব নদী বক্ষে বিপুলবাহিনী বাহিয়া শিরমিয়ামে আসিয়া তাঁহাদের সহিত একত্র সমবেত হইলেন। এদিকে কনস্তান্সিয়াস্ স্বীয় বাহিনী লইয়া পথপর্য্যটনে অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, দারুণ পরিশ্রম ও দুশ্চিন্তানিবন্ধন স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় মোপসুক্রীন্ নগর শিবিরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ২৪ বৎসর রাজত্ব ভোগ করিয়া ৪৫ বৎসর বয়সে এই রোগে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি যুবক জুলিয়ানকে সম্রাট্ মনোনীত করিয়া যান।

জুলিয়ান রাজাসনে আসীন হইয়া গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত নানা বিষয়ের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পূর্ব্বতন পৌত্তলিক মতাবলম্বী ছিলেন, সুতরাং খৃষ্টানসম্প্রদায় তাঁহার অধিকার-কালে বিশেষ প্রশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি জেরু-সালেমের প্রাচীন মন্দির-সংস্কারান্তে পারস্য-বিজয়ে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। মাওগামাল্কা দুর্গধ্বংসের পর পারসিকগণ হতাশ হইলেও রোমক-সৈন্যের বিপক্ষতাচরণ করিতে ছাড়ে নাই। ৩৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৬এ জুন জুলিয়ান্ স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বিপক্ষ-সৈন্যের নিক্ষিপ্ত বড়শা তাঁহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইলে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভান্তে তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পুনরায় রণক্ষেত্রে চলিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহার মৃত্যু আসন্ন জানিয়া তাঁহাকে সে কার্য্য হইতে বিরত করিলেন। মৃত্যুর শয্যায় তিনি দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ প্রিস্কাস ও মাক্সিমাসের সহিত আত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়াছিলেন।

জুলিয়ানের মৃত্যুর পর রোমীয় সৈন্যের অধিনেতা বীরবর জোভিয়ান্ সেনাদলের আগ্রহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন সুখসাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ৩৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী অপরিমিত পানভোজন-নিবন্ধন দাদাস্তানা নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রোমক-সাম্রাজ্য দশদিন কাল প্রভুশূন্য থাকে। নির্ব্বাচনক্রমে ভালেণ্টি-

নিয়ান্ ২৬শে ফেব্রুয়ারী সম্রাট্ পদ লাভ করেন। তিনি উক্ত বর্ষের মার্চ মাসে স্বীয় ভ্রাতা ভালেন্সকে কনস্তান্তিনোপল রাজধানীসহ রাজ্যভাগ সমর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং মিলানে থাকিয়া ইল্লিরিকাম্, ইতালী, গল প্রভৃতি পাশ্চাত্য-রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ৩৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জুলিয়ানের নিকটাত্মীয় প্রোকোপিয়াসের বিদ্রোহ এবং তৎসাময়িক জর্ম্মণ যুদ্ধ তাঁহাকে বিশেষরূপ বিব্রত করিয়া তুলে। শেষোক্ত যুদ্ধের সময় প্রেসবর্গের অন্তর্গত ব্রেগেসিও নগরে স্বীয় দুষ্ঠনারিয় সৈন্যগণকে তিরস্কার কালে মনের আবেগে তাঁহার একটী রক্তস্থলী বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৩৭৫ খৃঃ নবেম্বর)। তাঁহার ভ্রাতা ভালেন্স আরও তিন বৎসর কাল প্রাচ্য সিংহাসনে আসীন থাকিয়া ৩৭৮ খৃষ্টাব্দে গথ-সমরে পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে নিহত হন।

ভালেণ্টিনিয়ানের মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গ্রাসিয়ান্ ট্রিভস্ প্রাসাদে অবস্থিত ছিলেন। তিনি রাজপদের অধিকারী হইলেও সেনাদল ব্রেগেসিও রণক্ষেত্রে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ২য় ভালেণ্টিনিয়ান্‌কে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। তখন গ্রাসিয়ান্ চারি বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিমাতার তত্ত্বাবধানে মিলান নগরে রাখিয়া স্বয়ং আল্পস্-বহির্ভূত-প্রদেশ শাসনে অগ্রসর হন। ৩৭৫-৩৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রাসিয়ানের, ৩৭৫-৩৯২ পর্য্যন্ত ভালেণ্টিনিয়ানের এবং ৩৬৪-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভালেন্সের রাজ্যকাল। সুতরাং ৩৭৫-৩৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমজগৎ তিন জন সম্রাটের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। ভালেন্সের জীবদ্দশায় পূর্ব্ববিভাগে রোমজাতির প্রাদুর্ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যু হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন কল্পনা করা যায়।

গথ জাতির হস্তে ভালেন্সের মৃত্যুর পর, পূর্ব্ব-রোমরাজ্য উৎসন্নপ্রায় দেখিয়া সম্রাট্ গ্রাসিয়ান্ স্বীয় খুল্লতাতের সাহায্যার্থ আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই খুল্লতাতের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হইয়া ভাবী বিপদ নিবারণার্থ বৃটেন ও গলবিজেতার নির্ব্বাসিত পুত্র থিওডোসিয়াস্‌কে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করেন। ৩৯২ খৃষ্টাব্দে ২য় ভালেণ্টিয়ানের মৃত্যুর পর হইতে ৩৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১ম থিওডোসিয়াস্ রোম সাম্রাজ্যের এক মাত্র অধীশ্বর ছিলেন। এই সময়ে, ভিসিগথ, অষ্ট্রোগথ, ভাণ্ডাল, সুয়েবী, আলানী ও হূণ প্রভৃতি বর্ব্বর জাতি রোমসাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সাম্রাজ্যে সুশাসন-প্রতিষ্ঠা দূরে থাকুক, ইহাদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে বলক্ষয় হইয়া রোমকজাতি ক্রমশঃই হীনতেজা হইয়া পড়িতেছিলেন।

আর্ব্বোগাষ্টিস্ নামক জনৈক সেনাপতি ৩৯১ খৃষ্টাব্দে ভালেণ্টিনিয়ান্‌কে হত্যা করিয়া স্বয়ং ইউজিনিয়াস্ নাম ধারণপূর্ব্বক পশ্চিম সাম্রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লাভ করেন। রাজ্যাপহারক ইউজিনিয়ান্‌কে পরাভূত করিয়া থিওডোসিয়াস্ রোমের একচ্ছত্রাধিপতি হইলেন। তিনি খৃষ্টানধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া পৌত্তলিকধর্ম্মের অবসাদ ঘটাইয়াছিলেন। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী মিলান নগরে সম্রাট্ থিওডোসিয়াসের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ আর্কেডিয়াস্ পূর্ব্বরাজ্যভাগ লইয়া কনস্তান্তিনোপলে রাজপাট স্থাপন করিলেন এবং কনিষ্ঠ ওনোরিয়াস্ পশ্চিম বিভাগের অধীশ্বর রহিলেন।

৩৯৫ খৃষ্টাব্দে ওনোরিয়াস্ পশ্চিমরাজপাটে উপবিষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজকীয় প্রতিভা না থাকায় রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। আফ্রিকায় গিল্‌ডোর বিদ্রোহ, আলারিক ও রাদাগাইসাসের ইতালী আক্রমণ, জর্ম্মণকর্ত্তৃক গলরাজ্য উৎসাদন, ষ্টিলিকোর ও রুফিনিয়াসের ষড়যন্ত্রে গথজাতির পরাভব, আলারিকের মৃত্যু, কনস্তান্তাইনের অভ্যুদয় ও পতন, ষ্টিলিকোর হত্যা প্রভৃতি কারণে রোমসাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর বলক্ষয় হইতে থাকে।

ওনোরিয়াসের পর হীনবীর্য্য নিম্নোক্ত কয়জন রাজা পশ্চিমসাম্রাজ্য-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ৪২৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় ভালেণ্টিনিয়ান্ রাজাসনে উপবেশন করেন। তৎপরে যথাক্রমে ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে মাক্সিমাস্, উক্ত বৎসরেই অবিতাস্, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে মেজরিয়ানাস্, ৪৬১ খৃষ্টাব্দে সেভেরাস, ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে এন্থিমিয়াস, ৪৭২ খৃষ্টাব্দে ওলিব্রিয়াস, ৪৭৩ খৃঃ অঃ গ্লিসেরিয়াস্, ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে জুলিয়াস্ নেপোস্ এবং ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে রোমুলাস অগাষ্টালাস্ পশ্চিম রোমসাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। শেষোক্ত সম্রাট্ পরে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের হস্তে রোমরাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিলে পশ্চিমসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। ওনোরিয়াসের শাসনকাল হইতে অগাষ্টালাসের আধিপত্য পর্য্যন্ত আটিলা ও হূণজাতির উপদ্রবে সমগ্র পশ্চিম রোমরাজ্য বিধ্বস্ত হইয়াছিল। প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়ে অন্যান্য শাসন-সমিতির অপেক্ষা খৃষ্টধর্ম্মাধ্যক্ষ পোপেরই আধিপত্য বাড়িয়া উঠিয়াছিল। পোপ গ্রেগরি দি গ্রেট বা ১ম এর সময় ধর্ম্মশক্তি রাজশক্তিকে অতিক্রম করিল।

[পোপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মহাত্মা থিওডোসিয়াসের পুত্র আর্কেডিয়াস্ ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ৪০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে গাইনাসের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তৎপরে তাঁহার পুত্র ২য় থিওডোসিয়াস্ ৪০৮ হইতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ এবং মার্সিয়ান্ ও আর্কেডিয়াস্-তনয়া ফুলচেরিয়া ৪৫০ হইতে

৪৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তদনন্তর নিম্নোক্ত রাজগণ রোমীয় সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন—

নাম	খৃষ্টাব্দ

১ লিও ১ম ৪৫৭—৪৭৪
২ লিও ২য় ৪৭৪—৪৭৪
৩ জেনো ৪৭৪—৪৯১, ইনি ২য় লিওর পিতা।
৪ আনাষ্টাসিয়াস্ ৪৯১—৫১৮ ইনি সাইলেন্টিয়ারি উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।
৫ জাষ্টিন্ ১ম বা জ্যেষ্ঠ ৫১৮—৫২৭
৬ জাষ্টিনিয়ান্ ৫২৭—৫৬৫, ইনি জাষ্টিনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
৭ জাষ্টিন্ ২য় বা কনিষ্ঠ ৫৬৫—৫৭৮, ইঁহার অধিকারকালে ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্ম হয়।
৮ টাইবেরিয়াস ২য় ৫৭৮—৫৮২, ইনি কনস্তান্তাইন উপাধি লইয়া রাজ্যশাসন করেন।
৯ মরিস্ ৫৮২—৬০২, ইনি কাপাডোকিয়াবাসী অবশেষে গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হন।
১০ ফোকাস্ ৬০২—৬১০, শেষোক্ত বর্ষে শত্রুহস্তে নিহত।
১১ হিরাক্লিয়াস্ ৬১০—৬৪১
১২ হিরাক্লিয়াস্ (২য়) ৬৪১—৬৪১, ইনি ১১ সংখ্যকের পুত্র, কনস্তান্তাইন নাম গ্রহণ করেন।
১৩ হিরাক্লিওনাস্ ৬৪১—৬৪১, ১২ সংখ্যকের ভ্রাতা, নির্ব্বাসিত হন।
১৪ কনস্তান্স (২য়) ৬৪১—৬৬৮, হিরাক্লিয়াস্ কনস্তান্তাইনের পুত্র।
১৫ কনস্তান্তাইন্ ৪র্থ ৬৬৮—৬৮৫, উপাধি প্রগোনেটাস্।
১৬ জাষ্টিনিয়ান্ (২য়) ৬৮৫ রাজ্যাধিকার, ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাসিত ৭০৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্তি ও ৭১৫ খৃষ্টাব্দে নিহত।
১৭ লিওন্টিয়াস্ ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার ও ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য হইতে বিতাড়িত।
১৮ আপ্সিমার টাইবেরিয়াস্ ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।
১৯ ফিলিপিকাস্ বার্ডেনিস্ ৭১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ ও ৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিহত।
২০ আনাষ্টাসিয়াস্ (২য়) ৭১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনপ্রাপ্তি, ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও ৭১৯ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।
২১ থিওডোসিয়াস্ (৩য়) ৭১৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যপ্রাপ্তি, কিন্তু ৭১৮ খৃষ্টাব্দে প্রজার মনোরঞ্জনার্থ সিংহাসনত্যাগ।
২২ লিও (৩য়) ৭১৮—৭৪১, ইনি ইসৌরীয় দেশবাসীর পুত্র।
২৩ কনস্তান্তাইন্ (৫ম) ৭৪১—৭৭৫।
২৪ লিও (৪র্থ) ৭৭৫—৭৮০, ইঁহার উপাধি 'ছাজারে' ছিল।
২৫ কনস্তান্তাইন্ (৬ষ্ঠ) ৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাতা ইরেণের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, অবশেষে ৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন।
২৬ ইরেনে ৭৯৭—৮০২, ২৫ সংখ্যকের মাতা, শেষোক্ত বর্ষে রাজ্যবহিষ্কৃত হন।
২৭ নিসেফোরাস্ ৮০২—৮১১
২৮ ষ্টৌরেসিয়াস্ ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, ২৭ সংখ্যকের পুত্র। উক্ত বৎসরেই স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করেন।
২৯ মাইকেল ৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ৮১৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।
৩০ লিও (৫ম) ৮১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিকার এবং ৮২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত-শত্রুর হস্তে নিহত। ইনি আর্ম্মেণিয়জাতীয় ছিলেন।
৩১ মাইকেল (২য়) ৮২০—৮২৯, ইনি 'দি ষ্টামারার" বা তোত্‌লা বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।
৩২ থিওফিলাস্ ৮২৯—৮৪২
৩৩ মাইকেল (৩য়) ৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া সুদীর্ঘ রাজ্যশাসন করিয়া ৮৬৭ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।
৩৪ বাসিল ৮৬৭—৮৮৬, ইনি 'মাকিদোনিয়' বলিয়া পরিচিত।
৩৫ লিও (৬ষ্ঠ) ৮৮৬—৯১১, ইনি 'দার্শনিক বলিয়া' খ্যাত।
৩৬ আলেকসান্দার ৯১১—৯১২, ইনি ৬ষ্ঠ লিওর ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র কনস্তান্তাইন ৭মের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন করেন।
৩৭ কনস্তান্তাইন্ ৭ম 'পোর্ফাইরোজেনিটাস্' ৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, কিন্তু পিতামহ রোমানাস্ কর্ত্তৃক ৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত, অবশেষে ৯৪৫—৯৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুনরায় সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজ্যশাসন।
৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, রোমানাস্ (১ম) বা লেকাপেনাস্ এবং তাঁহার তিন পুত্র খৃষ্টোফার, ষ্টিফেন ও কনস্তান্তাইন্ ৮ম, ইঁহারা যথাক্রমে ৯১৯, ৯২১ ও ৯২৮ খৃষ্টাব্দে শাসনাধিকার প্রাপ্ত এবং ৯৪৪ ও ৯৪৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত।
৪২ রোমানাস্ (২য়) বা (কনিষ্ঠ) ৯৫৯—৯৬৩, ইনি ৬ষ্ঠ কনস্তান্তাইনের পুত্র।
৪৩ নিসেফোরাস্ (২য়) বা (ফোকাস্) ৯৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজতক্তে উপবিষ্ট এবং ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত।

৪৪ জন জিমিস্কেস্ ৯৬৯—৯৭৬

৪৫ ৪৬ বাসিল (২য়) ও কনস্তান্তাইন (৯ম) ৯৭৬—১০২৫ এবং কনস্তান্তাইন ৯ম, পরে ১০২৫-১০২৮ খৃঃ।

৪৭ রোমানাস্ (৩য়) ১০২৮—১০৩৪, ইনি 'আর্গাইরাস্' বলিয়া পরিচিত।

৪৮ মাইকেল (৪র্থ) ১০৩৪—১০৪১, ইনি 'পাফ্লাগোণীয়' বলিয়া বিখ্যাত।

৪৯ মাইকেল (৫ম) ১০৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন ও ১০৪২ খৃষ্টাব্দে রাজ্য বিতাড়িত হন। ইনি 'কালাফেট্' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

৫০ ৫১ জোই এবং কনস্তান্তাইন (১০ম) ১০৪২—১০৫৪।

৫২ থিওডোরা ১০৫৪—১০৫৬, ইনি সম্রাট্ জোই'র ভগিনী।

৫৩ মাইকেল (৬ষ্ঠ) ১০৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। ইঁহার অন্য নাম ষ্ট্রাটিওটিকাস্।

৫৪ আইজাক্ (১ম) বা কোম্নেনাস্ ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে রাজপদে নিয়োগ এবং ১০৫৯ খৃষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ।

৫৫ কনস্তান্তাইন (১১শ) বা (ডুকাস্) ১০৫৭—১০৫৯, ইনি আইজাকের সহিত একযোগে রাজত্ব করেন, ইঁহার পর ১০৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমসাম্রাজ্যে বৈদেশিকের আক্রমণজনিত ঘোর বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়।

৫৬ ইউডোকিয়া ও রোমানাস্ (৩য়) ১০৬৭—১০৭১।

৫৭ মাইকেল ৭ম (বা আন্দ্রোনিকাস্ ১ম) এবং কনস্তান্তাইন (১২শ) একযোগে ১০৭১ খৃঃঅঃ।

৫৮ মাইকেল ৭ম, উক্ত বর্ষেই একেশ্বর সম্রাট্ হন। ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে স্বেচ্ছায় সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়।

৫৯ নিসেফোরাস্ (৩য়) বা (বোটানিয়েটিস্) ১০৭৮ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যপদপ্রাপ্তি ও ১০৮১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুতি।

৬০ আলেক্সিয়াস্ ১ম বা (কোম্নেনাস্) ১০৮১—১১১৮।

৬১ জন কোম্নেনাস্ ১১১৮—১১৪৩

৬২ মান্থএল কোম্নেনাস্ ১১৪৩—১১৮০

৬৩ আলেক্সিয়াস্ (২য়) বা (কোম্নেনাস্) ১১৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার, কিন্তু ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত।

৬৪ আন্দ্রোনিকাস্ (১ম) কোম্নেনাস্ ১১৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য-প্রাপ্তি ও ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে শত্রুহস্তে নিহত।

৬৫ আইজাক্ ১ম (আঞ্জেলাস্) ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার ও ১১৯১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত; কিন্তু ১২০৩—১২০৫ খৃঃ পর্য্যন্ত পুনরায় রাজ্যশাসন। এই সময়ে হিন্দুস্থানে দাসবংশীয় পাঠানসর্দ্দার কুৎব উদ্দীন্ কর্তৃক দিল্লী-রাজধানীতে পাঠানশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬৬ আলেক্সিয়াস্ (৩য়) আঞ্জেলাস্ ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ ও ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুতি এবং ১২০৫ খৃঃ পুনর্ব্বার শাসনভারপ্রাপ্তি।

৬৭ আলেক্সিয়াস্ (৪র্থ) আঞ্জেলাস্ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পিতা আঞ্জেলাসের সহযোগে রাজ্যশাসন করেন, কিন্তু অচিরে ১২০৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

৬৮ আলেক্সিয়াস্ (৫ম) বা আঞ্জেলাস্ মৌর্জুফ্লে ১২০৪ খৃষ্টাব্দ সিংহাসনাধিকার এবং ঐ সময়ের অব্যবহিত পরেই শত্রুকর্তৃক রক্ষিত ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়।

কনস্তান্তিনোপলের লাটিনজাতীয় সম্রাট্‌বৃন্দ।

৬৯ বলডুইন্ (১ম) ১২০৪—১২০৬, ইনি ফ্লাণ্ডার জাতির একজন কাউণ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

৭০ হেন্‌রী ১২০৬—১২১৬

৭১ পিটর কুর্টিনে ১২১৭—১২১৯

৭২ রবার্ট ১২১৯—১২২৮

৭৩ বলডুইন্ (২য়) ১২২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া ১২৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন। অবশেষে মাইকেল পেলিওলোগাস্ কর্তৃক উক্ত বর্ষে তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

এই সময়ে নিস্-নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চারিজন মাত্র গ্রীক্‌সম্রাট্ রোমসাম্রাজ্যের কতকাংশ স্বতন্ত্রভাবে শাসন করিতে থাকেন :—

থিওডোর লাস্কারিস্ (১ম) ১২০৬—১২২২ খৃঃ।

জন ডুকাস্ ভালেসিস্ ১২২২—১২৫৫।

থিওডোর ডুকাস্ লাস্কারিস্ ১২৫৫—১২৫৯।

জন লাস্কারিস্ ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পেলিওলোগাস্‌বংশীয় নরপতিগণ রোমসাম্রাজ্যে প্রভাব বিস্তার করেন।

পেলিওলোগাস্‌বংশীয় গ্রীক্‌সম্রাট্‌গণ।

৭৪ মাইকেল ১২৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি কনস্তান্তিনোপল জয় করিয়া ১২৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

৭৫ আন্দ্রোনিকাস্ (২য়) ১২৮২—১৩৩২, মাইকেল এই

সময়ে ১২৯৫—১৩২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহার সহযোগি-রূপে রাজ্যশাসন করেন।

৭৬ আন্দ্রোনিকাস্ (৩য়) ১৩২৮ ও পরে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দুই-বার রাজপদ পান। শেষোক্ত বর্ষ হইতে ১৩৪১ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি তুর্কজাতির সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও আহত হন। এই সময় হইতে তুর্কসাম্রাজ্যের প্রভাব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় দ্বিতীয়া পত্নী আনের গর্ভজাত সন্তান জন পেলিওলোগাস্ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

৭৭ জন (১ম) ১৩৪১—১৩৯১, রাজ্যাধিকার কালে তিনি নবমবর্ষীয় বালক ছিলেন। এই জন্য রাজমাতা আন রাজ্যপরিচালনার্থ স্বীয় স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধু জন কাণ্টাকুজেন্‌কে রাজপরিদর্শক (Regent) নিযুক্ত করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার প্রভাবদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া শত্রুপক্ষ তাঁহাকে রাজদ্রোহী ও ধর্ম্মদ্বেষী বলিয়া ঘোষণা করে এবং তাহারা তাঁহার মাতাকে কারারুদ্ধ করিলে তিনি ডেমোটিকা নগরে স্বীয় মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার সেনাদল অচিরে তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি অসভ্য সার্ব্বীয় জাতির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে নৌসেনাপতি আপোকোকাস্ ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ জন (John of Apri, the Patriarch) রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। রাজ্যে অত্যাচার ও অনাচার-স্রোত প্রবাহিত হইল। নৌসেনাপতি নিহত হইলেন। রাজ্যময় ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত দেখিয়া রাণী আন্ কাণ্টাকুজেনের নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা রদ করিবার জন্য ধর্ম্মাধ্যক্ষ জনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, পক্ষান্তরে জন তাঁহাকে রাজ্য ও ধর্ম্মচ্যুতির ভয় দেখাইলেন। এই গোল-যোগের অবসরে কাণ্টাকুজেন সদলবলে উপস্থিত হইয়া কনস্তান্তিনোপল অবরোধ করিলেন। রাজ্ঞী আন সংবাদ পাইয়া তাঁহার পদানত হইলেন। আক্রমণকারী স্বীয় কন্যার সহিত রাজকুমার জনের বিবাহ দিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন (১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে)।

এইরূপে ছয় বৎসর অত্যাচারের পর কাণ্টা-কুজেনের শাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপিত হইল। কিন্তু আন্দ্রোনিকাসের বংশধর আর রাজা রহিল না; কৌশলে কাণ্টাকুজেনই রাজ্যেশ্বর হইলেন। তখন জন স্বীয় অধিকারপ্রাপ্তির আশায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, কাণ্টাকুজেনের অনুগৃহীত যুরোপবাসী তুর্ক সেনাদল তাঁহাকে পরাজিত করিল। তখন কাণ্টাকুজেন বালক-রাজের সহিত পুনর্মিলনের আশা অল্প জানিয়া স্বীয় পুত্র মাথিউ কাণ্টাকুজেনের সহ-যোগে রাজ্যশাসন করিতে বাসনা করিলেন। ১৩৫৫ খৃঃ তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুত্রের হস্তে শাসনভার অর্পণ করেন; কিন্তু মাথিউ কাণ্টাকুজেন ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

৭৮ মানুএল ১৩৯১—১৪২৫।

৭৯ জন (২য়) মানুএলের সহিত ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ ও ১৪০২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যত্যাগ করেন।

৮১ জন (৩য়) ১৪২৫—১৪৪৮।

৮২ কনস্তান্তাইন্, ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে সাম্রাজ্যসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯মে তুর্কসেনা কর্ত্তৃক কনস্তান্তিনোপল অবরোধ ও জয়কালে নিহত হন।

রোমসাম্রাজ্যের অধঃপতন।

সম্যক্ সমুন্নত রোমকজাতির উদ্যমে এতকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে যে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য পরিপুষ্ট হইয়া সমগ্র সভ্যজগতকে আলোকিত করিয়াছিল, যাহার সুবিমল সভ্যতা ও বীরত্বপ্রতিভায় অসভ্য বর্ব্বরগণ এবং সমৃদ্ধিসম্পন্ন আসিরীয়, পারস্য প্রভৃতি জনপদবাসিগণ রক্তস্রোতে ধরা রঞ্জিত করিয়াও পরাভূত হইয়াছিল, সেই সুমহান্ রাজতন্ত্রের কিরূপে বিলয়সাধন ঘটিল, রোমের রাজচরিত্র ও ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে তাহার একটী পূর্ণ-চিত্র প্রকাশিত হইতে পারে। অমানুষিক অত্যাচার ও অসীম বীরত্বে রোমীয় নেতৃবর্গ রাজপদাভিষিক্ত হইয়া প্রজাসাধারণের প্রাণে যে ভয় সমুৎপাদিত করিয়াছিলেন, তাহাই রোমসাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিল। সিপিও সাল্লা ও সিজারের অদ্ভুত বীরত্ব ও রণজয়কালীন নৃশংস নরহত্যা তাৎকালিক সুসভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতিসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। তদুপরি রোমের রাজনৈতিক প্রভাব—পূর্ব্বতন সেনেট, এসেম্নি, কমিসিয়া ও মাজিষ্ট্রেসি প্রভৃতি রাজকীয় বিধিবলে—অধিকৃত রাজ্যমধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিলেও তত্তদ্‌বিভাগের শাসনকর্ত্তৃগণ প্রজার সর্ব্বস্বলুণ্ঠনে বিরত থাকিতেন না। তাঁহারা রোমের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ প্রজাবর্গকে বিশেষরূপে জানাইয়াছিলেন। তাৎকালীন সমগ্র সভ্যজগৎ রোমকজাতির ভয়ে সর্ব্বদাই কম্পিত ও বিচলিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ অগাষ্টাসের রাজবিধি পরিবর্ত্তন হইতে রোমসাম্রাজ্যে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা সমুদিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অরাজকতা ও অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় নাই। কারণ তথায় রাজবংশ পরম্পরাগত ছিল না। বীরত্বপ্রতিভায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেনানায়কগণই অধিকাংশ স্থলে সম্রাট্ পদে নির্ব্বাচিত হইতেন। বার্দ্ধক্যজন্য বা অপর কোন কারণে তাঁহার সামর্থ্যরাহিত্য ঘটিলে অর্থলোলুপ সেনাসম্প্রদায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত বা নিহত করিয়া একজন প্রতিভাবান্ নবীন বীর সেনানায়ককে তৎপদে বরণ করিত। কখন কখন তাহারা অর্থের লোভে সম্ভ্রান্তবংশীয় ধনিসন্তানগণকে রাজসিংহাসনে বসাইতে দ্বিরুক্তি করিত না। রাজসিংহাসনের এইরূপ দুরবস্থা দেখিয়া সম্রাট্‌গণ ধনলালসায় স্বতঃই স্বেচ্ছাচারী "Tyrant" হইয়াছিলেন। পরন্তু তাঁহারা লুণ্ঠনোদ্দেশে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন এবং তাঁহাদের অধীনস্থ সেনাবৃন্দও রাজ্যজয়ান্তে ধনাপহরণের আশায় উদ্দৃপ্ত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইত। বর্ত্তমান সভ্যজগতে যুদ্ধসময়ে বা যুদ্ধাবসানে যে সকল ক্ষুদ্রতম অত্যাচারের কথা শুনা যায়, রোমীয় যুদ্ধের তুলনায় তাহা অতি সামান্য, সে সকল কাহিনী শুনিতে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন কলুষিত হইয়া উঠে। কার্থেজ ধ্বংস, সাইরাকিউজের পতন এবং এসিয়াস্থ বিভিন্ন প্রদেশ বিজয়ান্তে যে অত্যাচার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা অমানুষিক! নররক্তে রোমীয় জগৎ (Roman world) ও ভূমধ্যসাগর রঞ্জিত হইয়া ভয়াবহ নরহত্যার ভীষণতম দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল।

রোমরাজ্যের এই নিদারুণ আধিপত্যকালে ষ্টৈইক্, প্লেটোনিষ্ট, আকাডেমিক্ ও ইপিকিউরিয়াস্ প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অর্থলিপ্সা ও জীবহিংসা বিসর্জ্জন দিয়া জীবাত্মার মঙ্গল কামনায় শান্তিসুখের উদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিলেন। সংসারের ঘোর ঝঞ্ঝাবাত হইতে অপসৃত হইয়া তাঁহারা রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেন এবং একজন সম্রাট্ মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে সমগ্র সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে আপনাপন জ্ঞানচর্চ্চায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ষ্টৈইক্‌গণ বৈশেষিকের ন্যায় আণবিক ও ভৌতিক সিদ্ধান্তে (Contemplation of original matters) মত্ত রহিলেন, প্লেটোর শিষ্যসম্প্রদায় আত্মার অবিনশ্বরত্ব (Immortality) প্রতিপাদনে সচেষ্টিত হইলেন, আকাডেমিকগণ সাংখ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত জগতের বস্তুসত্তা স্বীকার না করিয়া তর্ক ও মীমাংসার সাগরে নিমজ্জিত (Lost in scepticism) রহিলেন এবং এপিকিউরীয় সম্প্রদায় চার্ব্বাকের মতানুসারী হইয়া পরমেশ্বরে ঐশীশক্তি আরোপ করিতে অস্বীকার (denied the providence of a supreme power) করিলেন। তর্কে পাড়িয়া বা সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাঁহারা কখন দেবমন্দিরের অবমাননা করেন নাই। রোমীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণও এই দার্শনিক শিক্ষার ফলে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে কুসংস্কারের ছায়া লইয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। বলবতী অর্থ-লালসা নিবন্ধন তাঁহারা দেবমন্দিরাদি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিলেও কখন দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিতে প্রয়াস পান নাই, কেবলমাত্র তাঁহারা দেব-অঙ্গ হইতে আভরণগুলি খুলিয়া লইতেন। তাঁহারা দেবপ্রতিমা সমক্ষে নরহত্যা নিষেধ করিয়া যান। ফ্লাবিয়বংশীয় রাজগণের শাসনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমন্দিরে উপাসকগণের প্রদত্ত উপহারসমূহ রক্ষার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, জ্ঞানবৃদ্ধির সহকারে দুর্দ্ধর্ষ ও নৃশংস-প্রকৃতি রোমকগণের হৃদয়ে কোমল ও কমনীয়তা আশ্রয় করিয়াছিল। সেই উগ্র ও প্রচণ্ডপ্রকৃতির রোমকগণ ক্রমশঃ নরহত্যাজনিত পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আপনাদের আত্মা কলুষিত করিতে বিরত হইলেন। তাঁহারা ভার্জ্জিল, সিসিরো প্রভৃতির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের ভাব ও ভাষানুশীলনে নিরত রহিলেন। চিত্তের শান্তি হেতু আর তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহে চিত্ত বিকৃত করিতে চাহিলেন না। এতদ্ভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা প্রাচ্যসমৃদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। সুখসম্পদে মত্ত হইয়া তাঁহারা অলস হইয়া পড়িলেন এবং তজ্জন্য ক্রমশঃই জাতীয় উদ্যম হারাইতে লাগিলেন। রোমীয় নগরবাসীর অপরিমিত সমৃদ্ধিরাশি অবলোকন করিয়া বৈদেশিক বর্ব্বরগণ উপর্য্যুপরি সেই সকল স্থান ধ্বস্ত করিয়াছিল। ইতালী আলস্যসলিলে নিমজ্জিত হইলেও গল, স্পেন, বৃটেন প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রদেশসমূহ শক্তিহীন হন নাই, তথাপি তাঁহারা অর্থের দাস হইয়াও রোমকজাতির গৌরবরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। ঐতিহাসিক গিবন্ লিখিয়াছেন :—

But though the tranquil and plentiful state of the Empire was felt and confessed by the provincials as well as the Romans, though the latent causes of decay and corruption might escape the eye of contemporaries, yet Rome was gradually declining and slowly verging towards dessolution. A secret poison had been introduced by the long peace and lethargic inactivity into the bowels of the Empire. Military spirit no longer existed; the fire of enterprise was extinguished, and the commanding genius of Rome forsook the polluted

habitations of a luxurious and effeminate people. The improvement of arts, whilst it refined, had gradually enervated the country ; the splendour of their cities served only to allure the impending rapacity of hardy race of Barbarians.

জ্ঞানোন্নতিসহকারে রোমরাজগণের হৃদয়েও স্বজাতিপ্রিয়তার প্রভাব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সম্রাট্ হাদ্রিয়ান্ ও আন্টোনাইনদ্বয় দয়াপরবশ হইয়া হতভাগ্য ক্রীতদাস জাতির মুক্তি বিধান জন্য নূতন রাজবিধির প্রচার করেন। তৎকালে প্রভুগণ স্ব স্ব ক্রীতদাসগণের উপর অযথা অত্যাচার করিত। এমন কি, তাহাদের জীবনমৃত্যু সকলই প্রভুর ইচ্ছাধীনে ছিল। রাজানুশাসনের আশ্রয় লাভ করিয়া তাহারা সকলেই মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন হইল, সাধারণ লোকে তাহাদের উপর কোন আধিপত্য করিতে পারিল না। তাহারা মুক্ত হইয়া রাজানুগ্রহলাভের আশায় বিশেষ বিশ্বস্তভাবে দিনপাত করিতে লাগিল। অনেকে পারিতোষিক স্বরূপ রাজপ্রদত্ত ভূমি পাইয়া গণ্যমান্য হইয়া উঠিল। শিক্ষাগুণে কেহ কেহ রাজনৈতিক সমিতিতে স্বীয় প্রভুর পার্শ্বে উপবেশন করিবারও অধিকার লাভ করিয়াছিল। এইরূপে ক্রীতদাসগণ হস্তচ্যুত হওয়ায় সম্ভ্রান্ত রোমকগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজ্যলিপ্সা ও পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর তাঁহাদের মনকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। অদৃষ্টচক্রে ও প্রতিভাবলে যিনি যখনই রাজমুকুট শিরে ধারণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তিনিই তখন সময়োচিত ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সাম্রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় রাখিতে কাহারও তাদৃশ আগ্রহ উপস্থিত হয় নাই।

সমগ্র সাম্রাজ্যে কাব্য ও সাহিত্যের উন্নতি প্রয়াসে পূর্ব্বোক্ত সম্রাট্‌দ্বয় যথাসাধ্য পোষকতা করিয়াছিলেন। সুদূর বৃটেন রাজ্যের উত্তরোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ অলঙ্কার-শাস্ত্রাধ্যয়নের কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল। দানিয়ুব ও রাইন্ নদীর কূলে হোমর ও ভার্জ্জিলের ওজস্বিনী গীতি প্রতিধ্বনিত হইত। গ্রীকগণ পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষ আলোচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। টলেমি ও গালেনের নাম আজিও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যজগতে তাহার স্মৃতি জাগাইতেছে। লুসিয়ানের কবিত্বপ্রতিভা আর নাই। পূর্ব্বপুরুষগণের সেরূপ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া আর রোমে কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সোফিষ্টগণ সুবক্তার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মধ্যভাগে উৎসাহসম্পন্ন পাশ্চাত্য রোমক জাতির মধ্যে অবসাদ ও অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ক্রীতদাস লঙ্গিনাস্ বলিয়াছিলেন ;— "In the same manner (says he) as some children always remain pigmies, whose infant limbs has been too closely confined ; thus our tender minds, fettered by the prejudices and habits of an unjust servitude, are unable to expand themselves, or to attain that well proportioned greatness which we admire in the the ancients, who living under a popular government, wrote with the same freedom as they acted." (Gibbon Chap, I.)

এইরূপে দর্শন ও কাব্যামোদে যতই লোকের মন মাতিয়া উঠিল, ততই তাহারা পূর্ব্বপুরুষগণের শৌর্য্যবীর্য্য ছাড়িয়া কোমলা কলাবিদ্যাসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। রোমকজাতি মনুষ্যসমাজের নির্দ্দিষ্টস্তর হইতেও অধঃপতিত হইল। অন্যের সহায়তা ব্যতীত আর তাহাদের মাথা তুলিয়া রাজন্যসমাজে মুখ দেখাইবার উপায় রহিল না।

জ্ঞানসাগর উত্তরণ-কামনায় বৈশেষিক সেতু অতিক্রমপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ববাদরূপ ভেলায় আরোহণ করিয়াও রোমকগণ একবারে পৌত্তলিকতার আশ্রয়-বন্দর ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। তাহারা যেমন জাতীয় ইষ্টদেব জুপিটারের (বৃহস্পতির) পূজাপ্রচারমানসে ও বিজিত রাজ্যসমূহে তদ্দেবের উপাসক বৃদ্ধি সহকারে মন্দিরাদি স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভিন্নধর্ম্মা সূর্য্যোপাসক পারসিকগণ মিথ্রের উপাসনা-বিস্তার কামনায় পাশ্চাত্য জনপদে আধিপত্যস্থাপনে সচেষ্টিত ছিলেন। অহুরমজদের শিষ্যসম্প্রদায় তৎকালে জ্ঞানালোকের বিমলতম জ্যোতি লাভ করিয়া জগতের অন্যতম সভ্য গ্রীক ও রোমক প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সেই জ্ঞানজ্যোতি বিকিরণ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে উদ্ধতস্বভাব জুপিটার-পূজক রোমকসম্প্রদায় বাহুবলে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া স্বধর্ম্মের প্রচার-সঙ্কল্প পোষণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দুইটী ভিন্নধর্ম্মাক্রান্ত পরস্পর-বিরোধী জাতির স্বধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ও সম্যক্ সমুন্নত পারসিকগণের সহিত উপর্য্যুপরি যুদ্ধে রোমকগণ উত্তরোত্তর বলক্ষয় করিয়াছিলেন। চিরশত্রুতা পোষণ করিয়া তাঁহারা উভয়েই আত্মপক্ষ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। পারসিকদিগের বীর্য্যবল ও ধর্ম্মবল অপনয়নের সঙ্গে রোমকজাতিরও আভ্যন্তরিক প্রভাব ও ধর্ম্মপ্রাণতা ক্রমশঃই হীনতেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমন সময়ে রোমাধিকৃত পালেস্তিন ভূমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা যীশু আত্মবাদ প্রচার করিয়া ধনলিপ্সু রোমকগণের হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিলেন। সম্রাট্ কনস্তান্তাইন ১ম ও থিওডোসিয়াস্ খৃষ্টধর্ম্মের বিমল প্রতিভা লাভ করিয়া পৌত্তলিকতার অনাচার বন্ধ করিলেন। দেব-

মন্দিরে বলি রহিত হইয়া গেল। মন্দিরে পূজা ও উৎসবের আয়োজন হইত বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশ্বাস বা হৃদয়ের আগ্রহ ছিল না। পৌত্তলিকপূজা ও আরাধনা ছাড়িয়া যখন তাহারা জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে শিখিল, তখন তাহারা প্রকৃত সত্যধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিল। ক্রমে তাহারা হিংসা-দ্বেষ ভুলিল। পরস্বাপহরণ বা পরের জীবন-নাশ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইতে আর তাহারা অভিরুচি প্রকাশ করিল না। বিমল স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করিয়া তাহারা ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাধীন হইয়া রহিল। ক্রমে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি জড়ের ন্যায় নির্ব্বিকার ও নিশ্চেষ্ট হইয়া একমাত্র ধর্ম্মান্বেষণেই ব্যাপৃত রহিল। যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই ঐশ্বর্য্যসুখে মত্ত ছিলেন তাঁহারাও এপিকিউরিয়াসের "নাচ গাও পান কর প্রফুল্লিত মন।" রূপ ধর্ম্মতত্ত্বেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে সম্রাট্ সার্লিমেনের অভ্যুদয়ে ও তাঁহারই সহানুভূতিতে সমগ্র য়ুরোপ ভূমে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মের এই অমিত-প্রভাব পশ্চিম সাম্রাজ্যে যতদূর বিস্তারলাভ করিয়াছিল, পূর্ব্বাঞ্চলে ততদূর পারে নাই। রোমকগণ খৃষ্টধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া ক্রমশঃই আপনারা ধর্ম্ম-স্রোতে ভাসমান হইলেন। রোমুলাস্ অগাষ্টুলাসের ৪৭৬ খৃঃ রাজাসন ত্যাগ হইতে যতই প্রজাতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই নবধর্ম্মে দীক্ষিত খৃষ্টান্সম্প্রদায়ের আধিপত্য রোমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। খৃষ্টান্ রোমক প্রজাবৃন্দ সুশিক্ষা-গুণে লৌকিক-রাজ্যে রাজার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মগুরুকেই আধ্যাত্মিক জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তুলিলেন। ধর্ম্মপ্রচার ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তিনি রোমক-সমাজে 'রাজগুরু' বলিয়া পূজিত হইলেন। রোমের পোপ খৃষ্টান্জগতের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন প্রাদেশিক নৃপতিবর্গের উপর আধিপত্য চালাইতে লাগিলেন। তিনিই নরপতির পতি; রোমের সার্ব্বভৌমত্ব তাঁহার করতলগত। তিনি ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মবিধি-লঙ্ঘনকারী রাজাকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারিতেন। এমন কি, সুদূর ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী একসময়ে পোপের শাসনে ধর্ম্মসীমা বহির্ভূত (Excommunicated) বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। শারীরিক বলের অপেক্ষা এক্ষণে রোমের মানসিক বা নৈতিক বল অধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল।

[খৃষ্টান্, যীশু ও পোপ শব্দ দেখ।]

এই নূতন ধর্ম্মবলে রোমকগণ প্রকাশ্যে হীনবল না হইলেও ধর্ম্মাভিব্যক্তির কোমলতায় তাহাদের উদ্দামচিত্তবৃত্তিসমূহ শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অনভ্যস্ত ও অশিক্ষিত রহিলেন। এমন সময়ে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কানগরে ইস্লাম্ ধর্ম্মের অভ্যুদয়। প্রবর্ত্তক মহম্মদ যেরূপে প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় পুণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা রোমক ও মুসলমানজাতির ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মহম্মদের মদিনায় পলায়ন হইতেই ইস্লামধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে মহম্মদীয়গণ অস্ত্রধারণপূর্ব্বক আপনাদের প্যাগম্বরকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের ইস্লাম-ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বা বিরোধীকে শস্ত্রবলে পদানত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অচিরে আরববাসী পবিত্র ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সুযোগ্য আলী ধর্ম্মগুরু ও সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইলেন। ক্রমে আরবীয় ও সারাসেনগণ ধর্ম্মবলে ও নবীন উদ্যমে পারস্য, সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা ও সুদূর স্পেনরাজ্য অধিকার করিল। হতবীর্য্য রোমকগণ ইঁহাদের সময়ে পরাজিত হইলেন। খৃষ্টান্-দিগকেও এই সময়ে নানা নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল।

[মহম্মদ ও মুসলমান দেখ।]

মুসলমানসাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে প্রতিভাশালী খলিফাগণের আবির্ভাব ঘটিল। খলিফা সুলেমানের রাজত্ব সময়ে আরবগণ ৭১৬ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল অবরোধ ও ফ্রান্স আক্রমণ করেন। ওম্মইদ ও আব্বাসাইদবংশীয় খলিফাগণের যত্নে মুসলমানগণ জ্ঞান ও সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন খলিফা ওমার ও হারুণ-অল্রসিদের বীরত্ব ও প্রতিভার পরিচয় ইতি-হাসে বিশদরূপে বিবৃত আছে। খলিফাগণের ভোগবিলাসই মুসলমান প্রভাবের কাল হইল। অর্জ্জিত সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিল। স্থানে স্থানে খলিফার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা বা সেনাপতিগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপনে যত্নশীল হইলেন (৭৮১ হইতে ৯৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)। দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড মুসলমানরাজ্যে পরিণত হইল। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে তুর্কজাতি মহাপ্রভাব-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বলবীর্য্যে রোমসম্রাট্গণ পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যস্ত হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। সাল্জুকবংশীয় তুর্কসর্দ্দার তুঘরালবেগ ও জাফর পারস্য জয় করিয়া খলিফাগণের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। সর্দ্দার আল্প্ আর্সলান্ গ্রীকসাম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়াকে পরাস্ত করিয়া রাজদণ্ড হস্তগত এবং উক্ত সাম্রাজ্ঞী ও সম্রাট্ রোমানাস্ ডাইওজেনিস্কে বন্দী করিলেন (১০৬৪ খৃঃ)। তৎপরে ১০৭২ খৃষ্টাব্দে মালিক শাহ এসিয়ামাইনর ও জেরুজালেম অধিকার করিয়া বসিলেন। ইহার পরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মোগলসর্দ্দার চেঙ্গিস্ খাঁ ও শেষভাগে তৈমুরলঙ্গ রোমসাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিলেন। তদনন্তর ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে তুর্ক হস্তে রোমসম্রাট্

কনস্তান্তাইনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রোমসাম্রাজ্যের অবসান ঘটে। [পারস্য, তুরুস্ক, কনস্তান্তিনোপল, সিরীয়া প্রভৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এদিকে য়ুরোপ ভূভাগেও গ্রীক, ফ্রাঙ্ক, বুলগেরীয়, হাঙ্গেরীয়, রুষ, লম্বর্ডস, নর্ম্মান প্রভৃতি জাতি সভ্যতালোকে ক্রমশঃই উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম, ১০ম ও ১১শ শতাব্দ খৃষ্টধর্ম্মের প্রাধান্য (the reign of the gospel and the church) বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, বোহেমিয়া, সাক্সনি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, পোলণ্ড ও রুষিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বিভিন্ন বর্ব্বরজাতি খৃষ্টধর্ম্মের আলোক পাইয়া পশ্বাচার হইতে বিরত হয়।

খৃষ্টধর্ম্মের দীক্ষাগুণে প্রত্যেক জাতি বা বিভিন্ন দলের সর্দ্দার-গণ রাজা বা মহাত্মা উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও পক্ষান্তরে আপনাপন অধীনস্থ প্রজা বা প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে ক্যাথলিক মত বিস্তার করা ধর্ম্মকর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। হলষ্টিন্ হইতে ফিন্লণ্ড পর্য্যন্ত বল্টিকসাগরোপ-কূলে বস্তুতঃ ধর্ম্মযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে লিথুয়ানিয়াবাসী জনগণের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা হইতে পৌত্তলিকতার রাজত্ব বিলুপ্ত হয়। জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে নর্ম্মাণ, হাঙ্গেরীয় ও রুষিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির পরস্ব-লুণ্ঠনপিপাসা বিলয় পায় এবং ধর্ম্মযাজকগণের যত্নে য়ুরোপভূমে রাজবিধির প্রতিষ্ঠা সহকারে শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ রাজা উপাধি মাত্র লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন।

রোমনগর ও তাহার প্রত্নতত্ত্ব।

রোমনগরই রোমসাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী। য়ুরোপের অন্তর্গত ইতালী রাজ্যে প্রবাহিত টাইবার নদীর কূলে সমুদ্রতট হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৪১° ৫৩´ ৫২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ১২° ২৮´ ৪০´´ পূঃ।

টাইবার নদীর উভয়কূলবর্ত্তী ক্রমোচ্চ নিম্ন পার্ব্বত্য প্রদেশো-পরি এই নগর স্থাপিত। এখানকার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, এই স্থান এক সময়ে একটী সুবিস্তীর্ণ সামুদ্র-প্রান্তরে পর্য্যবসিত ছিল। কালে সমুদ্রের সেই পলিময় বেলাভূমি নিকটবর্ত্তী কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমে ও গলিত ধাতবস্রাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ অসমানভাবে নিক্ষিপ্ত স্তূপরাশিতে সমাচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। পরে তাহাই বিভিন্ন প্রস্তর-স্তরে রূপান্তরিত হইয়া এক একটী গণ্ডশৈলে পরি-ণত হয়। এইরূপ কতকগুলি শৈলশিখরে ও তাহার সানুময় ভূভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রোম মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নগরমধ্যবর্ত্তী সমতল প্রান্তরসমূহের ভূগর্ভস্থ স্তরে এখনও সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বিদ্যমান দেখা যায়। উহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, নগরসান্নিধ্যে এক সময়ে আগ্নেয়-গিরি অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ আগ্নেয়-পর্ব্বতের ধাতবস্রাব রহিত হইয়াছে।

লাগো ব্রাকিয়াণো ও রোমের নিকটস্থ আলবান্ শৈল-শ্রেণীর মধ্যে কতকগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ (Craters) দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ সকল পর্ব্বত হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও বালুকাদি ও ধাতবনিঃস্রাব নির্গত হইয়াছিল। ভূগর্ভ-নিহিত ভগ্ন মৃৎপাত্র, ব্রোঞ্জ ধাতুনির্ম্মিত শস্ত্রাদি ও নরকঙ্কাল তাহা প্রমাণ করিতেছে। প্রথমোক্ত দ্রব্যাদি তুফাস্তরে (Tufa mass) এবং শেষোক্ত নিদর্শন আল্বান্ পর্ব্বতনিঃসৃত বিপুল লাভা প্রবাহের মধ্যে নিমজ্জিত দেখা যায়। এই লাভাস্রোত (Flood of lava) রোমের ৩ মাইল দূরস্থিত সিসিলিয়া মেটে-লার সমাধিমন্দির পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিল। রোম-নগরের অন্তর্গত ৯ বা ১০টী পর্ব্বত বালুকা, ভস্ম ও প্রস্তরচূর্ণ মিশ্রণে (conglomerated sand and ashes) গঠিত। ভূতত্ত্ব-বিদ্গণ ঐরূপ প্রস্তর-স্তরকেই 'তুফা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রোমনগরের ভূমিভাগ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত ;—১ টাইবার নদীর বামকূলে অবস্থিত সমতল ও উপত্যকা ভূমি। উহা সমুদ্রসৈকতজ পলিময় প্রান্তরে পূর্ণ, ২ উক্ত সমতলক্ষেত্রো-পরি আগ্নেয়-গিরিজাত শৈলময় ভূভাগ এবং ৩ টাইবার নদীর দক্ষিণকূলে জনিকিউলান্ ও ভাটিকান্ পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী সানুময় সমতল ভূখণ্ড।

প্রাচীনতমকালে এই স্থান সমুদ্রগর্ভে ছিল। এখনও এখানে তাহার বহুতর নিদর্শন রহিয়াছে। সুন্দর স্বর্ণবর্ণ বালুকারেণু এবং মৃদ্ভাণ্ডপ্রস্তুতোপযোগী শ্বেতধূসর মৃত্তিকা তাহার প্রমাণ ও প্রধান উল্লেখযোগ্য বস্তু। জনিকিউলান্ পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রচুর পরিমাণে হরিদ্রাবর্ণের বালুকারাশি বিদ্যমান থাকায় উহা স্বর্ণ-পর্ব্বত (Golden hill) নামে কথিত হইয়া থাকে। এখনও ঐ পর্ব্বতশিখরস্থ মোণ্টোরিও বিভাগের S. Pietro গির্জ্জায় স্বর্ণ-পর্ব্বতের (Monte d' Oro) উল্লেখ রহিয়াছে।

উপরোক্ত তিনপ্রকার আগ্নেয়স্তর (Volcanic deposits) ও পলিময় ভূমি (Alluvial deposits) ব্যতীত আবেন্তাইন্ ও পিঙ্কিয় শৈলমালার মধ্যে একপ্রকার চূর্ণপাথরের স্তর দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্ববর্ণিত তুফা বা তিউফা শৈলস্তরগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে গঠিত হইয়াছে। আগ্নেয়গিরি উদ্গারিত বালুকা ও ভস্ম-স্তর দীর্ঘকাল জলবায়ুর প্রকোপে এবং উপরিস্থিত গলিত ধাতব পদার্থসমূহের চাপবিশেষে কোথাও ভঙ্গপ্রবণ কোমল প্রস্তরে

(Soft and friable rocks) পরিণত হইয়াছে এবং কোথাও বা উপরোক্ত কারণে বালুকণার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

পালেটাইন শৈলের সমীপদেশে যে সকল অগ্নিময় রক্তবর্ণ ভস্মরাশি নিপতিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা একটী বনমালার উপরে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে, কারণ সেই দগ্ধ ভস্মরাশির প্রবাহে বিমর্দ্দিত ও দগ্ধ হইয়া বৃক্ষকাষ্ঠ কয়লায় পরিণতি পাইয়াছে, এরূপ প্রচুর নিদর্শন সেইস্থানে পাওয়া যায়। এই সকল তুফা পর্ব্বতের স্থানে স্থানে এইরূপ পাথুরে কয়লার স্তর বিরাজিত আছে। কোথাও কোথাও কয়লাকারে পরিণত দগ্ধ বৃক্ষশাখাদিও সাবয়বে সুরক্ষিত দেখা যায়। রোমুলাসের প্রসিদ্ধ রোম-প্রাচীর এইরূপ প্রস্তর (conglomerate of tufa and charred wood) গঠিত। উহার "স্কালি কাকি" (Scalœ caci) বিভাগে বৃক্ষাবয়বের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য-সমৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতার মুকুট-মণি রোমরাজধানী সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে কতই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সহ্য করিয়াছে, ঐতিহাসিক যুগে প্রভাতকালীন অরুণোদয়ের ন্যায় রাজ্যোন্নতির ক্রমবিকাশ-সমৃদ্ধির কতই বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটীরও মূলচিত্র অঙ্কিত করা কঠিন ব্যাপার। প্রাচীন রোমসাম্রাজ্যের বাণিজ্য-সমৃদ্ধির পরিবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন-শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোমরাজধানীর কত পরিবর্ত্তন ও কত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা একমাত্র Forum Romanum, Velabrum, Campus Martius (বর্ত্তমান রোমের বহুজনতাপূর্ণ অংশ) এবং বিভিন্ন উপত্যকাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। একসময়ে যে উপত্যকাবলী জলাভূমিপূর্ণ ও দুর্গম ছিল (Dionys. ii. 50, Ov. *Fast*, vi. 401), পরবর্ত্তিকালে তাহাই জলরাশিপরিশূন্য সুরম্য প্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। প্রাচীন রোমরাজ্যের স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠতম নিদানভূত ভূগর্ভস্থ জলপ্রণালীর (Cloacæ) দ্বারা ঐ সকল দূষিত জলরাশি নিষ্কাশিত হইয়া সেই-স্থানকে কৃষিক্ষেত্র ও উদ্যান উপবনাদির উপযোগী করিয়াছে। (Varro *Ling. Lat.*, IV. 149)। একসময়ে চূড়াবিলম্বী যে শৈলশিখরসমূহ গ্রামাদিতে সমাচ্ছাদিত ছিল এবং প্রত্যেক পর্ব্বত-শিখরবাসিগণ আপনাপন গ্রামাদি রক্ষার্থ যে পর্ব্বতের অত্যুচ্চদেশে এক একটী গ্রাম্যদুর্গ (Village forts) স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহারা তৎকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে আপনা-দিগকে নিরাপদ্ রাখিবার জন্য সেই পর্ব্বতগাত্র দুরারোহ ও দুর্গম করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে যখন ঐ সকল গ্রামবাসিগণ পরস্পরে ভেদভাব ভুলিতে শিথিল এবং সমগ্র রোম গ্রামণীগণের সামাজিক শাসনদণ্ড উচ্ছেদ করিয়া এক রাজকীয় শাসনশৃঙ্খলার (Government) বশবর্ত্তী হইল, তখন হইতেই রোমনগরীর একটী প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইতে লাগিল। যে শৈলমালা স্বীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরস্পর বিরোধী অধিবাসী প্রজাবৃন্দের আত্মরক্ষার উপযোগী হইয়াছিল এবং নিরুপদ্রব থাকিয়া নির্ব্বিঘ্ন-বাসের প্রত্যাশায় যে সকল পার্ব্বত্য-শিখরভূমে বহুসংখ্যক নরনারী দলবদ্ধ হইয়া বাস করিয়াছিল; এক গবর্মেণ্টের শাসনাধীন হওয়ায় সেই সকল পার্ব্বত্যভূমি আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইল না। শ্রেণীবদ্ধ সুদৃশ্যময় অট্টালিকা সমৃদ্ধিতে এক্ষণে রোমনগরকে ভূষিত করাই গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা অভীষ্ট কার্য্যসাধনে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাদের এই অদ্ভুত কীর্ত্তি (gigantic engineering works) জগতের ইতিহাসে একটী অলৌকিক ঘটনা।

এই সময়ে রোমবাসীর উৎসাহে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরগুলি সমতল হইয়া বাসযোগ্য অধিত্যকায় পরিণত এবং দুর্গম চূড়া ও পর্ব্বতগাত্রগুলি কাটিয়া সুগম ঢালু ও সোপানস্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। পরে ঐ সকল স্থানও কর্ত্তিত হইয়া রোমীয় কীর্ত্তি-মালায় বিভূষিত হয়। ভেলিয়াশৃঙ্গের সমতলীকরণ (levelling) এবং ট্রাজান-ফোরামনির্ম্মাণার্থ তথাকার পর্ব্বতসানু উৎখনন (Excavation) রোমীয় বাস্তুবিদ্যার (Engineering) চরম নিদর্শন।

মধ্যযুগেও (Middle ages) এই বাস্তুবিদ্যার প্রভাব সম-ভাবে বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে কাম্পাস্ মার্শিয়াসের সীমানা হইতে কাপিটোলাইন্ আর্কের (Capitoline Arx) প্রবেশার্থ আরা কিওলীর অন্তর্গত সেণ্ট-মারিয়া পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী বিলম্বিত করা হইয়াছিল। কারণ ইহার পূর্ব্বে উপরোক্ত ফোরামের পার্শ্বদেশ ঘুরিয়া ভিন্ন এইস্থানে আসিবার আর অন্য পথ ছিল না। মধ্যস্থলে কতকগুলি সরল পর্ব্বতচূড়া দণ্ডায়মান থাকিয়া গমনাগমনের পথ রোধ করিয়াছিল।

মধ্যযুগে রোমসাম্রাজ্যমণ্ডলের স্থাপত্য-নিকেতনে যে সৌভাগ্যরেখা সমুদিত হইয়াছিল, আজিও তাহা সমস্রোতে ভাসমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান রোমগবর্মেণ্টের ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের "piano regolatore" নামক প্রস্তাবানুসারে স্থাপত্যকার্য্য ধীরে ধীরে সুসম্পন্ন হইতেছে। মধ্যযুগে যে শৈলচূড়া ভাঙ্গিয়া সমতল অধিত্যকায় পরিণত এবং প্রণালীপথে স্থির-জল প্রবা-হিত করাইয়া যে উপত্যকাগুলি সাধারণের বাসযোগ্য করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান পূর্ত্তবিভাগীয় বিশদ-ব্যবস্থায় তৎসমুদায়ই একটী সম্পূর্ণ সমতল প্রান্তরে (uniform level) পর্য্যবসিত

করিবার আয়াস হইতেছে এবং তদুপরি আমেরিকাদেশের নগরসমূহের অনুকরণে বৃক্ষশ্রেণীসজ্জিত দাবার ছকের (Chessboard plan) ন্যায় প্রশস্ত চতুষ্ক রাস্তার দ্বারা নূতন রোমনগর গঠনের কল্পনা সুসিদ্ধ করা হইতেছে।

পুনঃপুনঃ অগ্নিসংযোগে রোমনগরী ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত হওয়ায়, ইহার প্রান্তসীমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং প্রাচীন রোমরাজধানী কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। অগ্নির দ্বারা ভস্মীভূত স্থানবিশেষের ঐরূপ ধ্বস্তস্তূপ এবং অপরাপর কারণে বিধ্বস্ত প্রাচীন নিদর্শনসমূহ কোন কোন স্থানে ৪০ ফিট্ নিম্ন ভূগর্ভ মধ্যে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। উপত্যকাদির মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঐরূপ ধ্বস্তকীর্ত্তিরই অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও উহার প্রকৃত তথ্য নিরূপণে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন।

বর্ত্তমান রোম অপেক্ষা প্রাচীন রোমে শৈত্যের আধিক্য ছিল। তৎকালে রোমনগরের মধ্যস্থলে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ম্যালেরিয়াজরের প্রকোপ অত্যন্ত কম ছিল, কিন্তু এখন তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। রোমের উপকণ্ঠস্থিত হাদ্রিয়ানের উদ্যানাবাস (villa of Hadrian) এবং তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর নিকুঞ্জকানন যাহা একসময়ে স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত ছিল, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর বলিয়া সাধারণে ঘোষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে একমাত্র সুপ্রণালীবদ্ধ জলই নালীর জন্য কাম্পানার (Campagna) স্বাস্থ্য-খ্যাতি প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ স্থান তৎকালে বহুজনপূর্ণ থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্যোন্নতির নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহা বলিয়া যে তৎকালে আদৌ জররোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, একথা বলা যায় না। পালেটাইন্ ও অন্যান্য শৈলচূড়া ফেব্রিস্ দেবীর উদ্দেশে স্থাপিত বেদীসমূহ এবং এস্কুইলাইন্ পর্ব্বতোপরি মেফাইটিসের স্মৃতি ও সম্মানার্থ প্রদত্ত উপবন দর্শন করিলে স্বতঃই মনে রোগ-প্রাবল্যের উদ্বোধন করিয়া দেয়। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দ হইতেই রোমের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তৎপূর্ব্বে ঐ স্থান নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। *Monografia di Rome* (vol iii, 1878.) পাঠে জানা যায় যে, উক্ত শতাব্দে রোম-নগরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বসতি ছিল। সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রোমনগরীও তৎকালে তদুপযোগী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া সমগ্র সভ্যজগতে রোমসাম্রাজ্যের কীর্ত্তিগৌরব বিকাশ করিয়াছিল।

তৎকালে রোমনগরে *Tufa, Lapis Albanus, Lapis Gabinus, Silex, Lapis Tiburtinus, Pulvis Puteolames* (pozzolana) প্রভৃতি প্রস্তরে অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিট্রুবিয়াস্, প্লিনি প্রভৃতি স্ব স্ব গ্রন্থে এই সকল প্রস্তর ও তাহার গাঁথনীর মসলার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সূর্য্যপক্ক ও পাঁজা-পোড়া ইষ্টকেরও তৎকালে যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। আবার কোন সময়ে প্রাচীন রোমের কোন প্রসিদ্ধ অট্টালিকা বা প্রাচীর ইষ্টকে নির্ম্মিত হয় নাই, কেবল প্রাচীর, খিলান ও গৃহতল প্রভৃতি কংক্রীট্ (concrete) করিতেই কাজে লাগিত। গৃহতল সুদৃঢ় করিবার জন্য কুচা ইট্, পাথর ও সিমেণ্ট-বিশেষের ব্যবহার ছিল। রোমকগণ সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, tectorium, opus albarium, Structura testacea প্রভৃতি নামধেয় সিমেণ্ট, পলস্তারা (Stucco) ও গাঁথনির মসলা (Mortar) তাঁহাদের দ্বারাই উদ্ভূত হইয়াছিল। মৃদ্ভাণ্ড-চূর্ণ বা সুরকিচূর্ণ ও পোজোলানা নামক লাল বালুর ন্যায় আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবজ পদার্থবিশেষের দ্বারা প্রস্তুত সিমেণ্টবৎ মসলায় তাহারা গৃহতলের মর্ম্মর-প্রস্তর আটিয়া লইত। প্রাচীরাদির উপর প্রায় ৫ ইঞ্চি পুরু ৩ বা ৪ স্তবক পলস্তারা (Coats of stucco) দেওয়া হইত। প্রথমে পোজোলিনা ও চূণ এবং সর্ব্বোপরি শ্বেতমর্ম্মর-প্রস্তর চূর্ণের (Opus albarium) মসৃণ পালিশ দিয়া বিচিত্র বর্ণচিত্র সম্পাদন করিয়া লইত। কোন কোন মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকায় এইরূপ সূক্ষ্ম শ্বেতমর্ম্মরচূর্ণ পলস্তারার ব্যবহার দেখা গিয়াছে। বিট্রুবিয়াস্ লিখিয়াছেন যে, মসলা ও পলস্তারার জন্য এখানে সমুদ্র ও নদীকূলজাত এবং ভূমিজ (pit-sand) বালুকাই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম শতাব্দে সর্ব্বপ্রথমে রোমনগরে মর্ম্মরপ্রস্তরের প্রচলন হয়। বিখ্যাত বাগ্মী ক্রেসাস্ গ্রীক্-ভোগবিলাসের রসাস্বাদনে উৎসুক হইয়া ৯২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে স্বীয় পালেটাইন্ শৈলস্থ প্রাসাদে হাইমেসিয়ান্ মর্ম্মরের স্তম্ভ গ্রথিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিলাসবশবর্ত্তিতাকে উপহাস করিয়া প্রসিদ্ধ প্রজাতন্ত্রাগ্রণী মঃ ব্রুটাস্ তাঁহাকে 'Palatine Venus' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তৎপরে ৫৮ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এমিলিয়াস্ স্কাউরাসের কাষ্ঠনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চের ৩৬০টী স্তম্ভ ও 'সিনা'র নিম্নভাগ গ্রীক্দেশীয় মর্ম্মরপ্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পরে, সম্রাট্ অগাষ্টাসের শাসনকালে মর্ম্মরপ্রস্তরের আদর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কি সাধারণ ও সম্ভ্রান্তব্যক্তির গৃহ, কি রাজকার্য্যালয় বা প্রাসাদ সকল স্থানেই চাক্‌চিক্যময়ী মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তর বিরাজ করিয়াছিল।

স্তম্ভাদি নির্ম্মাণার্থ এখানে প্রধানতঃ শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরেরই অধিক প্রচলন ছিল। ঐ প্রস্তরসমূহ গাত্রবর্ণের ঈষৎ পার্থক্য

অনুসারে স্থানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত, কিন্তু দেশের বা স্থানের নামানুসারে উহা চারিটী বিশিষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ১ লুণা নদীতীর জাত *Marmor Lunense*,—দোগনা ডি টেরার করিন্থিয়ান্ স্তম্ভগুলি এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ২ আথেন্সের নিকটবর্ত্তী হাইমেটাস্ শৈলজাত Marmor Hymettium,—ভিঙ্কোলীর S. Pietro স্তম্ভগুলি এবং S. Maria Maggiore মন্দিরাভ্যন্তরের ৪২টী স্তম্ভ এই প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছিল। ইহার গাত্রে ধূসর ও নীলবর্ণের সরু সরু রেখা আছে। লুণার মর্ম্মর পাথর অপেক্ষা ইহার দানা অনেক মোটা। ৩ আথেন্স নগরের নিকটস্থ পেণ্টেলিকাস্ পর্ব্বতজাত Marmor Pentelicum,—ইহার দানা সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ। ভেটিকানের কুমার অগাষ্টাসের আবক্ষ-প্রতিমূর্ত্তি এই প্রস্তরে কর্ত্তিত হয়। ভাস্করেরা দেবমূর্ত্তি বা মনুষ্যমূর্ত্তি খোদাই করিবার জন্য এই দেশীয় মর্ম্মরের আদর করিয়া থাকে। ৪ পেরোস্ দ্বীপের সুন্দর Marmor Parium,—ইহার গঠন Crystal পাথরের ন্যায়।

এতদ্ভিন্ন সেই প্রাচীনকালে রোমনগরে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবহার দেখা যায়, তন্মধ্যে প্লিনি, ষ্ট্রাবো, ষ্টাটিয়াস্ প্রভৃতি বর্ণিত নিম্নোক্ত নয় প্রকার মর্ম্মরই প্রধান। রোমের কোন্ কোন্ স্থানে উক্ত নয়টী শ্রেণীর কোন্ কোন্ বর্ণের প্রস্তর গঠিত হইয়াছিল, তাহার নাম ও নিদর্শন অতি সংক্ষেপেই উল্লিখিত হইল।

১ Marmor Numidicum ও M. Libycum জাতীয় মর্ম্মরের বর্ণ উজ্জ্বল ও গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, কোন কোন স্থলে কমলালেবুর ন্যায় লোহিতাভও দেখা যায়। কনষ্টান্টিনের প্রসিদ্ধ খিলান সংযুক্ত ৭টী স্তম্ভে ও প্যান্থিয়ানের ৬টীতে নিদর্শন রহিয়াছে। ২ M. Carystium মর্ম্মরের বর্ণ সবুজ ও সাদা মিশ্রিত কচি ঘাসের ন্যায়। ফষ্টিনার মন্দির স্তম্ভে ইহা গ্রথিত আছে। ৩ M. Phrygium ও M. Synnadicum ঈষৎ অনুজ্জ্বল, কিন্তু বর্ণ ঘোর বেগুণী হইতে ক্রমশঃ লালের আধিক্যযুক্ত। মধ্যে মধ্যে সিন্দূরের ডোরাটানা আছে। প্রবাদ Atys এর রক্তচিহ্ন উহাতে মাখান ছিল, তাহা আজিও রহিয়াছে। (Stat. *Silv.* i. 5, 36.)। S. Lorenzo fuori Mura ও S. Paoli fuori স্তম্ভে উহার স্মৃতি বিদ্যমান। ৪ M. Iasium কৃষ্ণাভ লাল, অলিভ্ ফলের ন্যায় সবুজ ও সাদা রঙের চক্রবিশিষ্ট। গ্রীকোষ্টাসিস্ ও মরার এগ্রিপ্ মন্দিরে ইহার নিদর্শন দেদীপ্যমান। ৫ M.Chium বর্ণ আয়াশিয়াম-মর্ম্মরের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল। বাসিলিকা জুলিয়া ও সেণ্ট পিটার্স মন্দিরে এই প্রস্তরের পাটাতন ও স্তম্ভাদি নির্ম্মিত দেখা যায়। ৬ Rosso antico রক্তের ন্যায় উজ্জ্বল লালবর্ণ। S. Prassedes উচ্চ বেদী এবং Rospigliosi Casino dell' Aurora র ১২ ফিট্ উচ্চ দুইটী স্তম্ভ এই উজ্জ্বল মর্ম্মরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭ Nero antico বা M. Tænarium স্পার্টা রাজ্যের টিনারাস্ অন্তরীপ হইতে সমানীত, Ara Cœle গীর্জ্জার উপাসনাস্থানে (Choir) ইহার নিদর্শন আছে। ৮ Lapis Atracius—থেসেলির অন্তর্গত আট্রাক্স নামক স্থানে পাওয়া যায়। বর্ণ-বৈচিত্র্যনিবন্ধন স্থাপত্যকার্য্যে ইহার সমধিক সমাদর। লেটার্ণ বাসিলিকার (Lateran Basilica) ২৪টী স্তম্ভ এবং নেভের নিক্ (niches in the nave) গুলি এই সুদৃশ্যময় প্রস্তরে গঠিত। ৯ The oriental Alabaster বা onyx নামক মর্ম্মর আরব, দামাস্কাস ও নীলনদ-তীরবর্ত্তী থেবিস্ নামক জনপদের নিকট হইতে রোমে আনীত হইয়াছিল। ইহা অর্দ্ধস্বচ্ছ এবং তাহার মধ্যে মধ্যে সমকেন্দ্র চক্রাবলী ও তরঙ্গায়িত স্তররেখা (Marks of wavy strata) দৃষ্ট হইয়া থাকে। পালেটাইন শৈলে এবং কারাকাল্লার স্নানাগারে ঐ প্রস্তরের নিদর্শন আছে। এতদ্ভিন্ন দানাদার (Granite and basalts) পাথর শ্রেণীর মধ্যে আলেকসান্দ্রিয়াজাত Opus Alexandrinum, লাসিডিমোনিয়াজাত Lapis Lacedæmonius এবং L. pyrrho paecilus ও L. psaronius নামক লোহিতবর্ণ প্রস্তরেরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়।

ঐ সকল প্রস্তর লইয়া স্থাপত্যকার্য্যে যে সকল শিল্পবিদ্যার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, রোমনগরে তিনটী বিভিন্নযুগে তিনটী বিভিন্নদেশীয় বা জাতীয় স্থাপত্যবিদ্যার সমাদর বাড়িয়া ছিল। রোমনগর স্থাপনের প্রথম কয়েক শতাব্দ ধরিয়া যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত ও তাহাতে যে সকল কাল্পনিক স্থাপত্যকৌশল চিত্রিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের গঠন ইট্রাস্কান্-ধরণের ; তৎপরে রোমে গ্রীক্ গঠনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। সেই প্রাচীনতম কালে রোমকরাজগণ পালেটাইন শৈলোপরিস্থ মন্দিরাদি এবং অপরাপর স্থানের মন্দিরাদি নির্ম্মাণকল্পে গ্রীকদেশীয় ভাস্কর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সকল স্থাপত্যবিদ্গণের নিকট হইতে রোমকগণও স্থাপত্যবিদ্যা অভ্যাস করে। ক্রমে তাহারা জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্যবিদ্যা-বিষয়ক নানা শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া জাতীয় জীবনের গৌরববর্দ্ধক রোমীয়স্থাপত্য (Roman architecture) নামে স্বতন্ত্র শিল্পবিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে বিট্রুবিয়াস্ ও সি-মিউটিয়াস্; নীরোর রাজ্যকালে সেভেরাস্ ও সেলার এবং ডোমিসিয়ানের রাজ্যকালে রাবিরিয়াস্ প্রভৃতি সম্ভবতঃ আথেন্সনগরে স্থাপত্যশিল্প শিক্ষা করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। শিল্পবিদ্যার কৃতিত্ব-প্রদর্শনবিষয়ে

রোমকদিগের বিশেষ গুণপনা না থাকিলেও, ইঞ্জিনিয়ারী কার্য্যে তাঁহারা বেশ সুদক্ষ ছিলেন। এই কারণে স্থাপত্যভাণ্ডারে অত্যল্পকালের মধ্যে নূতন ও বিশুদ্ধ রোমীয়-প্রথার পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

প্রথমে তুফাস্তরের Opus quadratum পাথরে রোমুলাসের প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছিল। তৎপরে গ্রেট্ সার্ভিয় প্রাচীরে অপেক্ষাকৃত কঠিন Peperino প্রস্তরের গাঁথনী চলিয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দে মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় গৃহাদির শিল্পশোভা-সম্পাদনার্থ travertine প্রস্তরের কর্ণিস, খিলান প্রভৃতি নির্ম্মাণ হইতে থাকে, পরে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দের মধ্যভাগে ভেস্পে-সিয়ান্ মন্দিরের ও কোলোসিউম্ (Colosseum) নামক জগদ্বিখ্যাত অট্টালিকা প্রভৃতির গৃহভিত্তি ও দেওয়াল নির্ম্মাণ কার্য্যে এই প্রস্তর প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

উপরোক্ত বিভিন্নশ্রেণীর প্রস্তরসমূহ একত্র গ্রথিত করিতে রোমক রাজমিস্ত্রিগণ যে মসলা ও সিমেন্ট ব্যবহার করিত, তাহা অনুধাবন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। একপ্রকার পাথরের প্রাচীরের বা গৃহভিত্তির কোন স্থানে গুরুভার আবশ্যক হইলে, তাহারা সেই স্থানে তদনুরূপ গুরুত্বের পাথরই বসাইত। পূর্ব্বকথিত কোলোসিয়াম প্রাসাদে চাপের আবশ্যকতা নিবন্ধন গাথ্নিকৌশলে ঐরূপ অনেক জটিলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সেই সময়ে ইষ্টক গাঁথনীর পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হইয়াছিল। ২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পান্থিওন প্রাসাদের গৃহতলে অথবা দেওয়ালবিশেষে মর্ম্মর বসাইবার জন্য ত্রিকোণাকার ইষ্টকের পাটাতন বা জমি করা হইয়াছিল। সেভারাসের সময়ে ও তৎপরবর্ত্তী কালে ফ্লাবীয় যুগাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছিল, ঐ ক্ষুদ্র ইষ্টকের গাঁথনি মসলার গুণে এতাদৃশ দৃঢ়তর হইয়াছিল যে, অদ্যাপিও তাহার নিদর্শনগুলি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের চিত্তাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্নে ইষ্টকনির্ম্মিত কীর্ত্তিগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল:—

নাম	তারিখ	ইষ্টক-মান
জুলিয়াস সিজারের রোষ্ট্রা	৪৪ খৃঃ পূঃ	১॥০ ইঞ্চি
এগ্রিপ্পার পান্থিওন	২৭ "	১॥০ "
টাইবেরিয়াসের প্রিটোরীয়শিবির	২৩ "	১।-১৸০ "
নীরোর জলপ্রণালী	৬২ "	১-১।০ "
টাইটাসের স্নানাগার	৮০ "	১॥০ "
ডোমিসিয়ানের প্রাসাদ	৯০ "	১॥০ "
হাড্রিয়ানকৃত ভিনাস ও রোমের মন্দির	১২৫ "	১॥০ "
সেভেরাসের প্রাসাদ	২০০ "	১ "
ঔরেলীয় প্রাকার	২৭১ "	১।-১৸০ "

মসলা ও সিমেন্ট দ্বারা মর্ম্মরপ্রস্তরের গাঁথনী ব্যতীত রোমকেরা অন্যান্য গাঁথনির উপরও মর্ম্মরের পাত (Marble lining) বসাইতে জানিত। প্রাচীন Concord মন্দিরের গর্ভগৃহের তুফানির্ম্মিত অভ্যন্তর ভিত্তিপ্রাচীর সুরঞ্জিত মর্ম্মর দ্বারা সুসজ্জিত করিবার জন্য তাহারা নানা দ্রব্যের মিশ্রিত পলস্তারা প্রস্তুত করিয়া দেওয়ালের গায়ে লাগাইয়া দিত। ঐ concrete cement backing লাভা, কুঁচাইট, মর্ম্মরখণ্ড, তুফাখণ্ড ও ট্রাভার্টাইন্ প্রভৃতি দ্রব্যের মিশ্রণে (অর্থাৎ মিস্ত্রির ঘরে যাহা কিছু থাকিত, তাহাই একত্র করিয়া) উহা প্রস্তুত হইত। কখন কখন গৃহভিত্তি অথবা প্রাচীরাদি এই মিশ্র মসলায় পরিমাণমত ঢালাই করিয়া লইত। তদনন্তর ঐ পলস্তারার উপর মর্ম্মর-পাত বসাইয়া আঁকড়ীযুক্ত ধাতব বন্ধনী (Clumpes of metal, hooked at the end) দ্বারা দেওয়ালগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইত। ৬৪ খৃষ্টাব্দে নীরোর রাজত্বকালে অগ্নি-সংযোগে সমগ্র নগর ভস্মীভূত হইলে তিনি নগরবহিঃপ্রাচীর দহনসহিষ্ণু পদার্থ (Fireproof materials) দ্বারা নির্ম্মাণের জন্য একটী বিধি প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে পোড়া ইট্ অথবা পেপারিণো পাথরে গাঁথনীর ব্যবস্থা হয়। তৎকালে পাকা রাস্তা নির্ম্মাণেরও যথেষ্ট প্রয়াস চলিয়াছিল। লাভা-সম্ভূত দৃঢ়ীভূত বেসাল্ট পাথরের চতুষ্কোণ টুকরা কাটিয়া তদ্দ্বারা রাস্তা বাঁধান হইয়াছিল। উহার উপরিভাগ বৃত্তাকার এবং উভয় পার্শ্বে খাদ কাটিয়া বারিপাতজ বা গৃহনিঃসৃত জলধারাগমনের পয়োনালী প্রস্তুত হয়। সেই প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন অদ্যাপিও শনিমন্দিরের সম্মুখস্থ Clivus Capitolinus নামক স্থানের কতকাংশে বিদ্যমান আছে।

রোমরাজধানী হইতে বিভিন্ন প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার্থ প্রাচীন রোমক-সমাজ ঐরূপ কএকটী সুবৃহৎ রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল রাস্তা যে যে স্থান দিয়া রোমের প্রসিদ্ধ প্রাচীরগুলি ভেদ করিয়া গিয়াছে, তত্তৎ স্থানে এক একটী প্রবেশদ্বার নির্ম্মিত ছিল। ঐ সকল তোরণদ্বার ভগ্ন ও বিধ্বস্ত হইলেও তাহাদের নিদর্শন একবারে দৃষ্টিবহির্ভূত হয় নাই। সেই প্রাচীন কালে বিভিন্ন প্রদেশে গমনার্থ সর্ব্বসমেত ১৯টী রাস্তা তত্তদ্দেশাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আপিয়া, লাটিনা, লবিকানা, টাইবারটিনা, নোমেন্টানা সালারিয়া, ফ্লামিনিয়া, গাবিনা ঔরেলিয়া, পর্টুয়েন্সিস, অষ্টিয়েন্সিস্ ও আর্ডিয়াটিনা প্রভৃতি বারটী রাস্তা প্রধান। যে কয়টী পথ টাইবার নদী অতিক্রম করিয়া পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে গিয়াছে, সেই সেই পথের সম্মুখে নদীর উপর এক একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উপরে যে রোমের সীমান্ত প্রাচীরের উল্লেখ করা হইয়াছে তন্মধ্যে রোমক ইতিবৃত্তের জনয়িতা রোমুলাসের কথিত প্রাচীরের (Wall of Romulus) নিদর্শনই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তৎপরে রোমপতি সার্ব্বিয়াস্ টালিয়াসের সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রাচীর (Wall of Servius Tullius) উল্লেখযোগ্য। এই অতীত কীর্ত্তির ধ্বস্তনিদর্শন অধুনা ভূমিগর্ভ হইতে বাহির হওয়ায় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার পর ২৭২-৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুবিখ্যাত ঔরেলীয় ও প্রোবাস্ প্রাচীর (Wall of Aurelian and Probus) নির্ম্মিত হয়। তদনন্তর ৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ লিও দি ফোর্থ টাইবার নদীর পশ্চিম পারে একটী নির্ম্মাণ করান। তৎপরে ১৫৬০ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নদীর পশ্চিমকূলবর্ত্তী ভাটিকানাস্ ও জেনিকিউলাস্ পর্ব্বত পরিবেষ্টনপূর্ব্বক রোমসম্রাট্‌গণ এক সুদৃঢ় ও সুবৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া নগরের পশ্চিমপার্শ্ব সুরক্ষিত করিয়াছিলেন।

স্থাপত্যবিদ্যার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমকগণ শিল্পবিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রোমক-প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের আধিপত্যকালে রোমনগরে যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশিষ্ট নিদর্শন অদ্যাপিও সুরক্ষিত থাকিয়া প্রাচীন শিল্পের গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতেও প্রজা ও রাজতন্ত্রীয় উক্ত যুগদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেরও যথেষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের প্রাচীনত্ব নিরূপণের কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আবেণ্টাইন্ ও এস্কুইলিনাস্ বিভাগের সার্ব্বীয় প্রাচীরের সমীপে ও তন্নদেশে প্রাচীন ব্রোঞ্জ-যুগের চক্‌মকী নির্ম্মিত যুদ্ধাস্ত্র ও চারুচিত্রসম্বলিত বিশেষ বিশেষ মৃৎপাত্র নিহিত ছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এস্কুলাইন্ পর্ব্বতোপরিস্থ সুবৃহৎ গার্ম্নিয়েনাস-থিলানের সন্নিকটে মৃত্তিকা মধ্য হইতে একটী প্রাচীন সমাধি-প্রাঙ্গণ (necropolis) আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাতে প্রাচীন ফিনিকীয় বা ইট্রাস্কানদিগের নানা প্রকার শিল্পপূর্ণ সমাধিস্তম্ভ ও মৃৎপাত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি দগ্ধ মৃৎপুত্তলির প্রতিকৃতি মিশর, আসিরীয়া, প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদসমূহের প্রাচীন পুত্তলীর অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই সকল নিদর্শন দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইতিহাসোক্ত প্রাচীন রোমকজাতির পূর্ব্বেও এখানে আর একটী প্রাচীনতম জাতি বাস করিত। ডিওন কেসিয়াসের লেখনী হইতে জানা যায়, 'রোমা কোয়াড্রাটা' স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে পালেটাইন শৈলে আরও একটী নগর বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনযুগের কীর্ত্তি ও স্মৃতিচিহ্নসমূহের বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কেন না, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। রোমকজাতির ইতিবৃত্তের প্রারম্ভ হইতে যে সকল ক্ষীণ স্মৃতির নিদর্শন অদ্যাপি রক্ষিত রহিয়াছে, অথবা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিংবা কিংবদন্তীপরম্পরা বা ঐতিহাসিক আখ্যান যাহা আজিও লোক-সমাজে প্রচারিত রাখিয়াছে, নিম্নে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত হইল; ঐ সকল পবিত্র অতীত কীর্ত্তিসমূহের প্রত্যেকটীর আমূলবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে এক একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

পালেটাইন শৈলোপরিস্থ কীর্ত্তিনিদর্শন।

সর্ব্বপ্রথমে পালেটাইন্ শৈলোপরিস্থ রোমা-কোয়াড্রাটার 'রোমুলাসের প্রাচীর' উল্লেখযোগ্য। এই প্রাচীর-পরিবৃত বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে কিউরি ভেটারিস্, সেপ্টেলাম্ লারাম, ফোরাম রোমানাম্, নগরদ্বার, জুপিটার ভিক্টরের মন্দির, সার্কাস্ মাক্সিমাস্ প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে। তদনন্তর রোমীয় রাজযুগে (৭৫৩ হইতে ৫০৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ) সার্ব্বীয়াসের প্রাচীর এবং দুর্গ (agger of Servius), ভূগর্ভস্থ-জলনালী (cloacæ), টালিয়ানাম্ বা মামের্টাইন কারাগৃহ (Tullianum or Mamertine prison), বন্দরপ্রাচীর (the great quay wall) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফোরাম্ রোমানাম্ ও তাহার চতুর্দ্দিকে যে কএকটী পবিত্র মন্দির ও অট্টালিকাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। নিম্নে তাহার নামমাত্র উদ্ধৃত করা গেল :—

I Basilca Julia, ইহার নিকটে Tabernæ Veteres নামক দোকানশ্রেণী ও তাহার অদূরে Tabernæ Argentariae বা সেক্‌রাপটী এবং Tabernæ Novæ, 2 Altar of Saturn. 3 Altar of Vulcan. 4 Curia of Diocletian, 5 Comitium. 6 Original and existing Rostra, 7 Græcostasis, 9 Basilica Porcia, Basilica Æmilia, 10 Temple of Janus, 11 Umbilicus Romæ, Milliarium, 12 Temple of Saturn, 13 Vicus Jugarius, Vicus Tuscus, 14 Temple of Castor (এখানে সেনেট ও ট্রিবিউনাল সভার অধিবেশন হইত) ইহারই পার্শ্বে Tribunal Aurelium প্রতিষ্ঠিত। 15 Temple of divus Julia, Temple of Vesta, 16 The Regia or the residence of the pontifex maximus, I7 Palace of Caligula, I8 Atrium Vestæ, 19 Arch of Fabius, 20 Temple of Faustina, 21 Temple of Concord, 22 Temple of Vespesian, 23 The Porticus xii. Deorum Consentium 24 Arch of Severus.

25 Temple of Jupiter Victor, 26 Statue of Cybela, 27 Temple of Jupiter Stator, 28 Domus Tiberiana, 29 House of Livia 30 Palace of Augustus and Area Apollinis, 31 Temple of Victory, 32 Flavian Palace, 32 Domus Gelotiana, 33 The great Stadium, 34 Hadrian's Palace 35 Palace of Severus, 36 Velia and Germalus, 37 Summa Sacra Via নামক পথের ধারে অগাষ্টাস্ দ্বারা সংস্কৃত Ædes Larum ও Secellum Larum. 38 Velabrum,

কাপিটোলাইন শৈলোপরিস্থ প্রাচীন কীর্ত্তি।

1 Temple of Jupiter Capitolianus, 2 Tabularium, 3 Forum Jullia 4 Forum of Augustus, 5 Forum Pacis, 6 Forum Nerva, 7 Forum of Trajan. 8 Trajan's column, 9 Temple of Trajan, 10 Temple of Fortuna Virilis, 11 Porticus Octaviæ, 12 Temple of Neptune 13 Temple of Venus and Rome. এই সকল মন্দিরের সংস্পর্শে আরও অনেকগুলি মন্দির আছে। উহাদের প্রত্যেকটীতে ভিন্ন ভিন্ন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।

কিলিয়ান্ শৈলস্থিত ধ্বস্ত স্তূপরাশি পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক বুন্সেন্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এখানকার অট্টালিকাদির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—১ ভেক্টিটিয়াসের প্রাসাদ যেস্থানে নির্ম্মিত ছিল, তদুপরে সম্রাট্ কোমোডাস্ একটী সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রাসাদ হইতে সুবিখ্যাত 'কলোসিয়াম্' বাটিকায় যাতায়াতের জন্য সুড়ঙ্গ ছিল। এখানকার মিনার্ভা-মেডিকার মন্দিরের গঠন দেখিয়া মনে হয়, উহা কোন সময়ে কোন প্রাচীন প্রাসাদের স্নানাগারের অংশবিশেষ ছিল। ঐ স্নান ভবনে মিনার্ভা দেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল, পরবর্ত্তিকালে তথায় সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীর নামেই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সাল্লাষ্টের বাসভবন, সম্রাট্ টাইবেরিয়াস্ কৃত সেনানিবাস (Praetorian camp), ২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে এগ্রিপ্পা বিনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ 'Pantheon' প্রাসাদ বা দেবমন্দির ও তৎসংলগ্ন সুবৃহৎ দালান (Thermae of Agrippa) এবং Firemen's barracks, Golden House of Nero ও জুলিয়াস্ সিজার প্রতিষ্ঠিত Septa Julia প্রভৃতি আরও বহুতর অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত গৃহে প্রথমে Comitia Centuriataর সভ্য-নির্ব্বাচনার্থ সম্মতিগ্রহণ (vote) করা হইত। পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে ঐ স্থানে ক্রীতদাস-বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়।

রোমের প্রাচীন ক্রীড়ামণ্ডপ ও রঙ্গালয় সমূহের বিবরণ প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হওয়ায় এখানে আর বিশেষরূপে আলোচিত হইল না। সার্কাস্ মাক্সিমাস্, সার্কাস্ ফ্লামিনিয়াস্, কালিগুলার সার্কাস্, হাড্রিয়ানের সার্কাস্ প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা গেল। লিভি ১৭৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিরচিত এম, এ মিলিয়াস্ লেপিডাসের রঙ্গালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ৫৩—৫২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পম্পি প্রস্তরনির্ম্মিত রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ভিনাস্ ভিক্ট্রিক্সের মন্দিরের সহিত এই রঙ্গালয় সংলগ্ন ছিল। ইহার পর মার্সেলাসের রঙ্গমঞ্চ ১৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বিরচিত হয়। এতদ্ভিন্ন কলোসিয়ম্ প্রভৃতি বিভিন্ন আম্ফিথিয়েটারের নিদর্শন রোমরাজধানীতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। [রঙ্গালয় দেখ।]

প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরববর্দ্ধক হইলেও আমরা রোমের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খিলান, স্তম্ভ, সমাধিস্তম্ভ ও সেতু প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করিলাম না। ১৯৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফোরাম বোয়ারিয়াম ও সার্কাস মাক্সিমাসের বিস্তৃত তোরণদ্বার (Triumphal Arches) স্থাপিত হইয়াছিল।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ১২ শ শতাব্দ মধ্যে নানাস্থানে খৃষ্টধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কষ্টাঞ্জার গোলাকার ধর্ম্মমন্দির রোমের তাৎকালীন স্থাপত্যশিল্পের চরম নিদর্শন। ইহার পর অর্থাৎ ১২০০ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমীয় শিল্পের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়কে ঐতিহাসিকগণ কস্‌মতিযুগ (Era of Cosmati) বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ যুগে কস্‌মতিবংশীয় ৭ জন উপযুক্ত কারিকর বংশানুক্রমে রোমের নানা মন্দির স্বস্ব শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। রোমের ধর্ম্মমন্দির সমুখস্থ মণ্ডপ (Campanili) ও ধর্ম্মযাজকগণের প্রাসাদগুলি একবারে শিল্পনৈপুণ্যহীন নহে। দেশীয় শিল্পের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সম্রাট্ নিরোর রাজ্যকালে প্লৌটিয়াস্ লটারানাস্‌কৃত 'লেটারন্ প্রাসাদ'—নির্ম্মিত হয়। (সম্রাট্ কনস্তান্তাইনের রাজ্যকালে ভেটিকান্ প্রাসাদ গৃহের পত্তন হইয়াছিল। পরে আনুমানিক ১২০০ খৃঃ পোপ ৩য় ইনোসেণ্ট ও পরে ১২৭৭—১২৮০ খৃষ্টাব্দে ৩য় নিকোলাস্ বহু যত্নে উহার আকার পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ;) কুইরিনাল-প্রাসাদ—ইহাই বর্ত্তমান ইতালীপতি ইমানুএলের রাজভবনরূপে গৃহীত হইয়াছে। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ৩য় গ্রেগরী ফ্লামিনিও পোঞ্জিওর দ্বারা উহার কার্য্যারম্ভ করান, কিন্তু পরবর্ত্তী পোপগণের অধিকারে ফন্টানা ও মদার্ণা নামক স্থপতিদিগের দ্বারা উহার কার্য্য সমাধা হয়।

ফ্লোরেণ্টাইন যুগ।

১৪৫০-১৫৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রোমের ফ্লোরেণ্টাইন যুগ। এই সময়ে মিনো দা ফিলোলে বা Mino di giovanni, Bramante, Baldassare Peruzzi প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থপতিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাদের জীবদ্দশায় রোমীয়-শিল্প কলাবিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ইহার পর ভিগ্‌নোলা (১৫০৭-১৫৭৩), কার্লো মদার্ণা (১৫৫৬-১৬৩৯), বার্ণিনি (১৫৯৮-১৬৮০), কার্লো ফন্টানা (১৬৩৪-১৭১৪ খৃঃ) প্রভৃতি স্থপতিগণ স্থাপত্যবিদ্যার উৎকর্ষ সাধনে অগ্রসর হইলেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তখন রোমবাসী স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য বিস্মৃত হইয়া মাইকেল আঞ্জিলোর চিত্রনৈপুণ্যে মোহিত হইতেছিলেন। তৎপরে সুদক্ষ রাফেল, কনিষ্ঠ আণ্টানিও দা সাঙ্গালোজাক্, সাম্সোভিনো প্রভৃতি চিত্রকরগণ (artist) স্ব স্ব মনোমত কল্পনা চিত্রে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করায় প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের অবসাদ ঘটিয়াছিল।

বর্ত্তমান যুগ।

ফ্লোরেণ্টাইন্ যুগের অবসানে ধীরে ধীরে কএকজন স্থপতির অভ্যুদয় ঘটিলেও চিত্রবিদ্যার প্রাধান্য ও উৎকর্ষতা নিবন্ধন রোমক স্থূলশিল্পের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম কলাবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের ও চিত্রবিদ্যার যথেষ্ট আদর বাড়িতে লাগিল। নানা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া রোমকগণ মোহন বাঁশরী নিনাদে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিয়া লইলেন। আর কেহ প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের পক্ষপাতী রহিলেন না। এই সময়ে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহা কদাকার ও শ্রীহীন।

খৃষ্টীয় ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দে রোমকদিগের পছন্দ করিবার শক্তি লোপ পায়। এই সময়ে Cosmati বা Renaissauee যুগের শিল্পচাতুর্য্য আদৌ অট্টালিকাদি পরিশোভিত করে নাই—সামান্যরূপে অট্টালিকাদি গ্রথিত হইলেও তাহাতে বাসিলিকাসমূহের সরল গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হয় নাই। ১৯শ শতাব্দে উহার কতক পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রোমরাজধানীরূপে পুনর্গৃহীত হইবার পর, রাজকর্ম্মচারিগণ স্থাপত্যশিল্পের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হন। কোসোপরি স্থাপিত Cassa di Risparmio নামক প্রাসাদ ও টাইবার নদীতীরস্থ কএকটী অট্টালিকা Strozzi ও ফ্লোরেণ্টাইন্ প্রাসাদের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। পিয়াজ্জা নিকোসিয়ার একটী অট্টালিকা 'ব্রামাণ্টের 'পালাজ্জো গিরৌদ' প্রাসাদের এবং ব্রিষ্টল হোটেল ভিনিসের একটী সুন্দর প্রাসাদের অনুরূপ প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের যত্নে S. Paolo fuori le Muiaর বাসিলকা প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তির জীর্ণসংস্কার সাধিত হইতেছে।

এখানকার মিউজিয়ম ও চিত্রমন্দির (galleries) দেখিবার জিনিস। মিউজিয়ম গৃহে ভাস্কর শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ প্রতিমূর্ত্তিসমূহ এবং চিত্রমন্দিরে নানাদেশীয় সুললিত চিত্রাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে। বিদ্যোন্নতির প্রতিজ্ঞাসূচক এখানে কয়টী সুন্দর পাঠাগার নির্ম্মিত হইয়াছে। [পুস্তকালয় দেখ।]

রাজবিধি ও সাহিত্য।

রোমকজাতি সভ্যতামার্গে আরোহণ করিয়াই সভ্যজাতির গৌরবজ্ঞাপক কতকগুলি রাজবিধির প্রবর্ত্তন করিয়া যান, উহাই ইতিহাসে "Roman Law" নাম পরিচিত। প্রথমে পেট্রিসিয়ান, প্লিবিয়ান ও ক্লায়েণ্ট এই তিনটী বিভাগে রোমকদিগকে বিভক্ত করিয়া রাজশাসনপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যখন রোমীয় সৌভাগ্যমার্ত্তণ্ড বিমলজ্যোতিতে মধ্যগগনে আসিয়া সমুপস্থিত হইয়াছিল, তখন অগাষ্টাস্-কেন্দ্রভূত রাজনীতি য়ুরোপীয় সমগ্র সভ্য জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কমিসিয়া, ট্রিবিউন, মেজিষ্ট্রেসি, প্রিটর, কুইষ্টর প্রভৃতি রাজব্যবস্থানুসারে রোমরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেই রোমীয় জুরিস্প্রুডেন্স আজিও সংস্কৃতরূপে সমগ্র য়ুরোপীয় সভ্যজাতির শাসনপদ্ধতিতে বিরাজিত রহিয়াছে।

রাজবিধিপ্রণয়ন সাপক্ষে রোমীয়-সাহিত্যের (Roman Literature) অভ্যুদয় হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০ হইতে ৮০ অব্দ মধ্যে লিভিয়াস আন্দ্রোনিকাস, নিভিয়াস, প্লৌটাস, ইন্নিয়াস, পোর্সিয়াস্, কেটো, টেরেন্স, লুসিয়াস্ প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ ৮০ হইতে ৪২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের মধ্যে সিসিরো, সিজার, হর্টেন্সিয়াস, ও সাল্লাষ্ট, লুক্রেসিয়াস্ ও কাটুলাস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাগ্মিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া রোমীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করিয়া যান। তদনন্তর অগাষ্টান যুগে (৪২ খৃঃ পূঃ হইতে ১৭ খৃঃ অঃ) ভার্জ্জিল, হোরেশ, টাইবুল্লাস, প্রোপার্সিয়াস্, ওভিদ্ প্রভৃতি সুকবি ও ঐতিহাসিক লিভি প্রাদুর্ভূত হন। ইহার পর ১৭—১৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে টাসিটাস্, জুভিনাল, সেনেকাদ্বয়, লুকান, কুইণ্টিলিয়াস্, মার্শাল, ভালেইয়াস্, ভালেরিয়াস্, মাক্সিমাস্, পেট্রোনিয়াস্, ফ্রাসিয়া, ভেলেরিয়াস্ ফ্লাকাস, প্লিনি প্রভৃতি বহু ঐতিহাসিক, পদার্থ-বিদ্, কবি সাহিত্য লেখক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ট্রাজান ও হাড্রিয়ানের রাজ্যাবসানে রোমক-সাহিত্যেরও একরূপ অবসান ঘটে। জুভিনালের মৃত্যুর পর খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দে সুইটোনিয়াস্ অলাস গেলিয়াস্; ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দে ডোনেটাস, সার্ভিয়াস্ ও মাক্রোবিয়াস্ সাহিত্যভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রোমহরণ (ক্লী) হরিতাল। (রসেন্দ্রসারস°)

রোমহর্ষ (পুং) রোম্নাং হর্ষঃ। রোমাঞ্চ।

"বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।" (গীতা ১।২৯)

রোমহর্ষণ (ক্লী) রোম্নাং হর্ষণং। ১ রোমাঞ্চ। (অমর)

রোম্নাং হর্ষণং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ রোমাঞ্চকর।

"সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্।" (গীতা ১৮।৭৪)

(পুং) ৩ সূত, ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য।

"অস্ত তে সর্ব্বরোমাণি বচসা হৃষিতানি যৎ।

দ্বৈপায়নস্ত ভগবংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ।

ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ॥" (কূর্ম্মপু° ১ অঃ)

[রোমহর্ষণ শব্দ দেখ।]

৪ বিভীতকবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

রোমহর্ষিত (ত্রি) রোমহর্ষ জাতার্থে ইত্যচ্। সঞ্জাতপুলক, রোমাঞ্চিত।

রোমাখ্য (ক্লী) রোম ইতি আখ্যা যস্য। শাম্ভবলবণ।

রোমাঞ্চ (পুং) রোম্নাং অঞ্চঃ উদ্গমঃ। রোমহর্ষণ। ইহা একটী সাত্ত্বিকভাব।

"স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥" (সা°দ° ৩।১৬৬)

হর্ষ, অদ্ভুত ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

"হর্ষাদ্ভুতভয়াদিভ্যো রোমাঞ্চো রোমবিক্রিয়া।"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

রোমাঞ্চকী(ন্) (পুং) নাগভেদ।

রোমাঞ্চিকা (স্ত্রী) রোমাঞ্চ উৎপাদ্যত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি রোমাঞ্চ-ঠন্। রুদন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°)

রোমাঞ্চিত (ত্রি) রোমাঞ্চঃ সঞ্জাতোঽস্যেতি, রোমাঞ্চ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ইতি ইতচ্। জাতপুলক, রোমাঞ্চবিশিষ্ট, পর্য্যায়—হৃষ্টরোমা। (ত্রিকা°)

"স চ শান্তির্গতে বহ্নৌ পরিতুষ্টেন চেতসা।

হর্ষরোমাঞ্চিততনুঃ প্রবিবেশাশ্রমং গুরোঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০০।২০)

রোমান্ত (পুং) হস্তের উপরিভাগ।

রোমান্তীজ্বর (পুং) জ্বরবিশেষ। হামজ্বর। এই জ্বরে প্রতি রোমকূপে হাম নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে কফ ও পিত্তের আধিক্য এবং কাস ও অরুচি হয়।

"রোমকূপোন্নতিসমা রোগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ।

কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥" (মাধবনি°)

রোমালী (স্ত্রী) রোম্নাং আলী-শ্রেণির্যত্র। ১ বয়ঃসন্ধি। (শব্দমালা) রোম্নাং আলী। ২ রোমাবলী।

"নিধিনিঃক্ষেপস্থানস্তোপরি চিহ্নার্থমিব লতা নিহিতা।

লোভয়তি তব তনূদরি জঘনতটাদুপরি রোমালী॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৩৮)

রোমালু (পুং) রোমবিশিষ্ট। রোমন্-আলুঃ। পিণ্ডালু।

রোমালুবিটপী(ন্) (পুং) রোমালুরিব বিটপী বৃক্ষঃ। কোঙ্কণ-দেশপ্রসিদ্ধ কুম্ভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

রোমাবলী (স্ত্রী) রোম্নাং আবলী। নাভির ঊর্দ্ধ লোমশ্রেণী, পর্য্যায়—রোমলতা, রোমালী, লোমরাজি। এই রোমাবলী যৌবনের প্রারম্ভে হইয়া থাকে।

"নীরান্তীরমুপাগতা শ্রবণয়োঃ সীম্নি স্ফুরন্নেত্রয়োঃ

শ্রোত্রে লগ্নমিদং কিমুৎপলমিতি জ্ঞাতুং করং ন্যস্যতি।

সৈবালাঙ্কুরশঙ্কয়া শশিমুখী রোমাবলীং প্রোঞ্ছতি

শ্রান্তাস্মীতি মুহুঃ সখীমবিদিতশ্রোণীভরা পৃচ্ছতি॥" (রসমঞ্জরী)

রোমাশ্রয়ফলা (স্ত্রী) রোমাশ্রয়ং ফলমস্যাঃ। ঝিঙ্গিরিষ্টা ক্ষুপ।

রোমোদ্গতি (স্ত্রী) রোম্নাং উদ্গতিঃ উদ্গমঃ। রোমাঞ্চ।

রোমোদ্গম (পুং) রোম্নামুদ্গমঃ। রোমাঞ্চ।

রোমোদ্ভেদ (পুং) রোম্নামুদ্ভেদঃ। রোমাঞ্চ।

"স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদস্তরলতরতারাকুলদৃশো

ভয়োৎকম্পোত্তুঙ্গস্তনযুগভরাসঙ্গসুভগঃ।" (প্রবোধচন্দ্রো° ১ অ°)

রোম্বিল্লবেঙ্কটবুধ, তর্কভাষাভাবপ্রণেতা।

রোয়াক্ (আরবী) গৃহের ছাদ। (দেশজ) গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বর।

রোরবণ (ক্লী) অতিশয় শব্দ, ভীষণ শব্দ।

রোরুক (ক্লী) জনপদভেদ।

রোরুদা (স্ত্রী) রুদ-যঙ্ রোরুদ-অ-টাপ্। অতিশয় রোদন।

রোল (পুং) ১ পানীয়ামলক। (শব্দচ°) ২ আদ্রশুণ্ঠী। ৩ তালীশপত্র।

রোলদেব (পুং) একজন চিত্রকর। (কথাসরিৎসা° ৫০।৩৭)

রোলম্ব (পুং) রৌতীতি রু-বিচ্, রোঃ কূজন্ সন্ লম্বতি স্থানাৎ স্থানান্তরং গচ্ছতীতি রো-লম্ব-অচ্। ভ্রমর। (ত্রিকা°)

রোশংসা (স্ত্রী) ইচ্ছা।

রোশনাই (পারসী) আলোকমালার বাহুল্য।

রোশন আরা (বেগম), মোগলসম্রাট্ শাহজহানের কনিষ্ঠা কন্যা। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীরাজধানীতেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং শাহজাহানাবাদের স্বরচিত রোশন আরা উদ্যানে তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে।

রোশন উদ্দৌলা রস্তম জঙ্গ, সম্রাট্ মহম্মদ শাহের অনুগৃহীত একজন ওমরাহ। ইঁহার প্রকৃত নাম জাফর খাঁ ইনি ১৭২২ খৃঃ দিল্লী রাজধানীর কোতয়ালী চবুত্রার নিকটে সোনেরী মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি মুসল-

মানগণের শিক্ষার্থ দিল্লীর কাজিপাড়ার নিকটে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করান। উহা রোশন উদ্দৌলা মসজিদ্ নামে খ্যাত ও সোণার পাত দিয়া মণ্ডিত ছিল। এই বিদ্যামন্দিরের ছাদে দাঁড়াইয়া পারস্য-পতি নাদিরশাহ দিল্লীবাসীর হত্যাকাণ্ডসাধন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে রোশন উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে।

রোশন উদ্দৌলা (নবাব), হায়দরাবাদের নিজামের ভ্রাতা, ইনি সুশিক্ষিত ও সদাচারী ছিলেন। ১৮৭০ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

রোশনচৌকী (পারসী) সানাই প্রভৃতি যন্ত্রযোগে ঐক্যতান বাদন। নহবৎ যেমন একস্থানে পাটাতনের উপর বসাইয়া বাদিত হয়, রোশনচৌকী সেইরূপ বরযাত্রা বা দেবযাত্রার সম্মুখে একটী চৌকীতে বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। রাজারা বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে গমন করিলে সেই গৃহের চতুর্দ্দিকে রোশন-চৌকী বাজান হয়।

রোশেনাবাদ, বাঙ্গালার ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৫৮৯ বর্গমাইল। ৫৩টী পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত। পার্ব্বত্যত্রিপুরার রাজা ইহার অধিকারী। ইংরাজগবর্মেণ্টকে বার্ষিক ১৫৩৬১০৲ টাকা রাজস্ব দিতে হয়।

রোশেনীয়া, মুসলমানধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভেদ। বয়াজিদ্ আন্‌সারী নামক জনৈক মুসলমান সাধু ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি পীর-ই-রোশান নামে আফগান সমাজে পরিচিত ছিলেন।

বয়াজিদ্ কান্দাহার সীমান্তবর্ত্তী কানিগুরম জেলার বুর্দ্-বংশীয় আফ্‌গান জাতির মধ্যে আবহুল্লা নামক একজন বিদ্বান্ ও স্বধর্ম্মনিরত মুসলমানের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার যত্নে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি গর্ব্বিত হইয়া উঠিলেন এবং অর্থচিন্তায় অশ্বব্যবসায়ী হইয়া সমরকন্দ রাজ্যে গমন করেন। এস্থান হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কালিঞ্জরে মোল্লা সুলেমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। পিতা পুত্রের এই অধর্ম্মাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গাত্রে অস্ত্রাঘাত করেন ও পুত্রকে ইসলামধর্ম্মের আদেশসমূহ পালন করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া লন, কিন্তু তাহাতেও পুত্রের বিকৃত চিত্ত পরিবর্ত্তিত হয় না। ক্ষতস্থান আরোগ্য হইবামাত্র তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিন্‌গহর নামক স্থানে আসিয়া ধর্ম্মমত বিস্তারে প্রয়াস পান। তিনি হুমায়ুন বাতশাহের পুত্র মীর্জা মহম্মদ হেকিমের সমসাময়িক ছিলেন। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের সমকালে ৯৪৯ হিঃ তিনি প্রাধান্যলাভ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মমত স্থাপন করেন। খাঁ দৌরান্ ইহার পূর্ব্বে কাবুলে মীর্জা মহম্মদ হেকিমের সভায় মিঞা বয়াজিদের সহিত বিচারে তৎকালীন মুসলমান সাধুগণকে পরাস্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। প্রবাদ, বয়াজিদ্ পাঠশালায় বর্ণবিন্যাসও শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিগুণে দর্শনাদির মীমাংসাতত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠাগ্রে ছিল, তিনি কোরাণের প্রসিদ্ধ বাক্যসমূহের অতি সরল ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার প্রতি-কথায় জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বিরাজ করিত। তিনি 'আত্মবাদ' প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে যে হিন্দু আত্মার স্বরূপ বুঝিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুসলমান অপেক্ষা পূজ্য। যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই এবং যে আত্মার অবিন-শ্বরত্ব স্বীকার করে না, সে অজ্ঞ; সুতরাং সেই অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তির ঐশিক ঐশ্বর্য্যের কোন অধিকার নাই। ঐরূপ অজ্ঞ ও জীবন্মৃত ব্যক্তির বংশধরেরাও যখন মৃতবৎ আচরণ করিবে, তখন জীবিত ও জ্ঞানীরাই ঐ সম্পত্তির প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে। এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি অনেকগুলি অজ্ঞলোকের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দিয়া ছিলেন এবং তিনি ও তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় প্রথমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা আমীর ওমরাহ প্রভৃতি ধনাঢ্য মুসলমানগণের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছিলেন। লব্ধসম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ তিনি একস্থানে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং আবশ্যক মতে স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

দস্যুবৃত্তিতে লিপ্ত থাকিলেও বয়াজিদ্ বা তাঁহার পুত্র চতুষ্টয় কখনই ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহারা সংযমী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, কখনও কোনরূপ কুকার্য্যে নিরত হন নাই। তিনি একেশ্বরোপাসনাকারীর ধনলুণ্ঠন বা তাহাকে কোনরূপ অযথা পীড়ন করিতেন না। তিনি এই সময়ে ইস্‌লামধর্ম্মের ক্রিয়াকর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। নিত্য ৫ বার 'নমাজ' করিতেন। এমন কি, একেশ্বরে বিশ্বাসী ভিন্ন অন্য কাহারও হস্তে নিহত পশুমাংস ভোজন করিতেন না। তিনি একদিন আপনার পিতা আবহুল্লাকে বলিলেন যে, পয়গম্বর মহম্মদ-বর্ণিত সরিয়াৎ রাত্রির ন্যায়, তরিকাৎ তারকার ন্যায়, হকিকৎ চন্দ্রের ন্যায় এবং মারিফৎ সূর্য্যের ন্যায়। আত্মাকে উজ্জ্বল করিবার মারিফৎ ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ইসলামধর্ম্মের সরিয়াৎ বা পঞ্চাঙ্গ সাধন মুসলমানমাত্রেরই কর্ত্তব্য। নিত্য ঈশ্বরের নামজপ, ভজনগান এবং তসবিয়া ও তহলীল্ করা মুসলমানমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

বয়াজিদ্ রচিত কএকখানি উপদেশ গ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা আরবী, পারসী, হিন্দী ও পেশু (আফ্‌গানী) ভাষায় লিখিত। তাঁহার "মক্‌সুদ-অল্-মুমেনিন্" গ্রন্থ আরবী ভাষায় রচিত। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে, পরম পিতা পরমেশ্বর মিঞাজী জব্‌রাইলের দ্বারা তাঁহাকে ঐশ-প্রেম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'খায়র-অল্-রিযান্' নামক গ্রন্থখানি উপরোক্ত চারিটী

তাবায় লিখিত। ইহাতে বয়াজিদের প্রতি স্বয়ং পরমেশ্বরের উপদেশের কথা আছে। হাল্‌নামাখানি তাঁহারই ধর্ম্মমতের ইতিবৃত্ত। এই ধর্ম্মমত অনেকটা সুফিমতের অনুরূপ।

বয়াজিদের এই অভিনব ধর্ম্মমতে বিশ্বস্ত হইয়া দলে দলে আফগানগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। কাবুল, কান্দাহার, য়ুসুফজৈ প্রভৃতি প্রদেশবাসী তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া একটী শক্তিসম্পন্ন আফ্‌গান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। সেই উদ্ধত সাম্প্রদায়িকগণ তদানীন্তন সমৃদ্ধ মোগলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সম্রাট্‌ অকবরশাহের রাজত্বকাল হইতে শাহজহানের সমৃদ্ধির অবসান পর্য্যন্ত রোশোনিয়াগণ দিল্লীশ্বরের প্রতিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। বয়াজিদের জীবিতাবস্থায় এই সম্প্রদায় শক্তির শীর্ষ-সীমায় উপনীত হয়। তখন তাহারা ধর্ম্মগুরু বয়াজিদকে আপনাদের অধিনায়ক করিয়া অকবরের শান্তিময় রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল। আফগানিস্থানের অন্তর্গত ভাতাপুরে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

বয়াজিদের ওমারশেখ, কামালউদ্দীন, নূরউদ্দীন ও জেলাল-উদ্দীন নামে চারিপুত্র এবং কামালখাতুন নামে কন্যা ছিল। মিঞা বয়াজিদের মৃত্যুর পর জলালউদ্দীন ধর্ম্মগুরু হইয়া গদিতে উপবেশন করেন। ১০০৭ হিজিরায় তিনি গিজনী অধিকার করিলে অকবর-প্রেরিত সেনাপতির হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওমারশেখের পুত্র মিঞা আহাদাদ্‌ গদীতে উপবেশন করেন। তিনি ১০৩৭ হিজিরায় জাহাঙ্গীরের সেনাপতির হস্তে নবাগড় দুর্গে নিহত হন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী আহাদ্‌ বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

অতঃপর আহাদাদের পুত্র আবদুল্‌ কাদের গদীতে আরোহণ করেন। তিনি শাহজহানের সভায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। ১০৪৩ হিজিরায় তিনি কালকবলে পতিত হইলে পেশাবরে সমাধিস্থ হন। ইহার পর মোগলের ষড়যন্ত্রে একে একে বয়াজিদবংশ লোপ পায়। শাহজাহানের রাজত্বকালে নূর-উদ্দীনের পুত্র মীর্জা দৌলতাবাদ যুদ্ধে নিহত হন। জালাল উদ্দীনের এক পুত্র করিমদাদ্‌ মোগল-সেনাপতি সৈয়দ খাঁর কৌশলে ১০৪৮ খৃষ্টাব্দে ভবলীলা শেষ করেন এবং অপর পুত্র আল্লাদাদ্‌ খাঁ রসিদখানি উপাধি সহ দাক্ষিণাত্যের ৪ হাজারি মনসব্‌দার হন। ১০৫৭ হিঃ ভারতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

রোষ (পুং) রুষ্‌-ঘঞ্‌। ১ ক্রোধ।

"মুঞ্চসি কিং মানবতীং ব্যবসায়াদ্‌ দ্বিগুণমন্যুবেগেতি।
স্নেহভবঃ পয়সামিঃ সান্ত্বেন চ রোষ-উদ্দিষতি॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৪৯)

রোষণ (পুং) রোষতি তচ্ছীলঃ রুষ (ক্রুধমণ্ডার্থেভ্যশ্চ। পা ৩।২।১৫১) ইতি যুচ্‌। ১ পারদ। ২ হেমঘর্ষণোপল। (মেদিনী) ৩ উষরভূমি। (ত্রি) ৪ ক্রোধন।

রোষণতা (স্ত্রী) রোষণস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। রোষণের ভাব বা ধর্ম্ম, ক্রোধ।

রোষময় (ত্রি) রাগযুক্ত।

রোষাক্ষেপ (পুং) ভীতিপ্রদর্শন।

রোষাবরোহ (পুং) দেবাসুর যুদ্ধকালে দেবযোদ্ধৃভেদ।

রোষিন্‌ (ত্রি) রুষ-ইনি। রোষযুক্ত, রুষ্ট।

রোষ্টৃ (ত্রি) রুষ-তৃচ্‌। রোষযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

রোহ (পুং) রোহতীতি রুহ-অচ্‌। ১ অঙ্কুর। (ত্রি) ২ রোহণীয়।

"তেন রোহমায়ন্নুপ মেধ্যাসঃ" (শুক্লযজুঃ ১৩।৫৩)
'রোহং রোহণীয়স্বর্গং' (বেদদীপ০)

রোহক (পুং) রুহ-ণ্বুল্‌। ১ প্রেতভেদ। (ত্রি) ২ রোঢ়া।

"সিনীবালীমনুমতিং কুহূং রাকাঞ্চ সুব্রতাং।
যোক্ত্রাণি চক্রুর্বাহাণাং রোহকাংস্তত্র কণ্টকান্‌॥" (ভার০ ৮।৩৪।৩২)

রোহগ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (জটাধর)

রোহণ (ক্লী) রোহত্যনেনেতি রুহ-করণে ল্যুট্‌। ১ শুক্র। (রাজনি০) ২ জন্ম। ৩ প্রাদুর্ভাব। (পুং) রোহত্যস্মিন্নিতি রুহ অধিকরণে ল্যুট্‌। ৪ পর্ব্বতবিশেষ, পর্য্যায়—বিদূরাদ্রি।

"অপারপুলিনস্থলীভুবি হিমালয়ে মালয়ে
নিকামবিকটোন্নতে দুরধিরোহণে রোহণে।
মহত্যমবভূধরে গহনকন্দরে মন্দরে
ভ্রমন্তি ন পতন্ত্যহো পরিণতা ভবৎকীর্ত্তয়ঃ॥"
(রাজেন্দ্রকর্ণপূ০ ৫২)

রোহণদ্রুম (পুং) ১ চন্দনবৃক্ষ। ২ মলয়াগুরু। (বৈদ্যকনি০)

রোহণা, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২০° ৩২´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ২৫´ পূঃ। নগরের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্রনদী প্রবাহিত আছে, উহাতে সময় সময় ভয়ানক বন্যা হয় বলিয়া, তীরভূমে একটী বিস্তৃত বাঁধ আছে। ঐ বালুকাময় তীরে প্রতিসপ্তাহে হাট বসে। প্রতিবৎসর মাঘমাসে এখানে একটী মেলা হয়। শতাব্দ পূর্ব্বে কৃষ্ণজী সিন্দে নামক জনৈক ব্যক্তি এখানকার দুর্গ নির্ম্মাণ করান। তিনি হায়দরাবাদ ও ভোঁসলে গবর্মেণ্ট হইতে ২০০ শত অশ্বারোহীসেনা পালন করিবার অঙ্গীকারে এই নগর নিষ্কর ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এখানে অহিফেন, ইক্ষু ও এলাচাদি চাসের উদ্যান আছে।

রোহৎপর্ব্বা (স্ত্রী) বল্লিদূর্ব্বা। (রাজনি০)

রোহতক (রোহিতক), পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন।

অক্ষাং ২৮°১৯´ হইতে ২৯°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘিং ৭৬°১৭´ হইতে ৭৭°৩০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৮১১ বর্গমাইল।

গোহানা, ঝাজর, শাঁপলা ও রোহতক নামক চারিটী উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। ঝাজর, শাঁপলা ও রোহতক তহসীলের সংযোগের মধ্যস্থলে দুজানা ও মহরাণা নামক সামন্তরাজ্যদ্বয় অবস্থিত। রোহতক নগরে জেলার বিচার-সদর প্রতিষ্ঠিত।

যমুনা ও শতদ্রু নদীর উপত্যকা দেশকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহারই ঠিক্ মধ্যস্থলে এই জেলা অবস্থিত। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-শোভা সাধারণের চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তবে পার্ব্বত্য ভূমের ক্ষুদ্র জঙ্গলে বন্যশূকর, হরিণ, খরগোস এবং বন্যকুক্কুট, পেরু প্রভৃতি পশু ও পক্ষী প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় মৃগয়াপ্রিয় শিকারীদিগের বিশেষ আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই স্থান প্রাচীন হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী মহীম নগরই ইহার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দীন ঘোরী ভারতবিজয়কালে এই স্থান অধিকার ও ধ্বংস করেন। তদনন্তর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় সংস্কৃত হয়। কিন্তু উক্ত বৎসর হইতে ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানের কোন ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধির কথা শুনা যায় নাই। শেষোক্ত বর্ষে সম্রাট্ ফরুখসিয়ার সমগ্র হরিয়ানা বিভাগ স্বীয় মন্ত্রী রুকন্ উদ্দৌলাকে দান করেন। অমাত্যপ্রধানও পক্ষান্তরে ঐ সম্পত্তি ফৌজদার খাঁ নামক এক জন বেলুচীস্থানবাসী ওমরাহকে দান করিয়া ১৭৩২ খৃঃ অঃ তাঁহাকে ফরুক নগরের নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করিলেন। নূতন নবাব রাজতক্তে উপবেশন করিয়া বর্ত্তমান হিসার, রোহতক ও গুরগাঁও জেলার কতক অংশ এবং পাতিয়ালা ও ঝিন্দ রাজ্যের কতক অংশ শাসন করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা নির্ব্বিরোধে ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর দিল্লী সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গে তাঁহারও অদৃষ্টচক্র ভাঙ্গিয়া পড়িল আলমগীর-হত্যায় ও সম্রাট্ শাহ আলমের নাম মাত্র সিংহাসনাধিকারে রাজ্যে অরাজকতার লক্ষণ সূচিত হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী বৎসরে পাণিপথ রণক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রশক্তির অধঃপতনের সঙ্গে মোগলশক্তিও হতবল হইল। ফরুখনগরের নবাব প্রতিপালকের দুরবস্থায় আপনাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিয়া অনুমান করিলেন। তিনি সামর্থ্যহীন হইয়া নাম মাত্র মসনদের শোভাবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সৌভাগ্যান্বেষী শিখসর্দ্দারগণ দস্যুবৃত্তি ও অর্থলালসা ছাড়িয়া রাজ্য জয়পূর্ব্বক রাজপাট স্থাপনে মনোনিবেশ করেন, তাহাতে উত্তরোত্তর নবাব বিপর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের জাটসর্দ্দার জবাহির সিংহ কর্ত্তৃক রাজ্যবহিষ্কৃত হইয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় ২০ বৎসরকাল উত্তর ভারতের অরাজকতা-নিবন্ধন হরিয়ানায় নানারূপ বিশৃঙ্খলা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। নবাব ফৌজদারের পুত্র কিছুকালের জন্য পৈতৃক সম্পত্তি অধিকারপূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর নজফ্-খাঁ এই স্থান জয় করিয়া আপনার জনৈক অনুচরকে দান করেন। তাহার পর সর্দ্ধানারাজ্ঞী বেগম সমরুর স্বামী ওয়াল্টার রিন্হার্ডট্ ইহার কতকাংশ জায়গীর সূত্রে ভোগ করিতে থাকেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ এই সকল বিশৃঙ্খলা হইতে রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু সুসমৃদ্ধ সিন্দে-রাজশক্তি শিখদিগকে দমন করিতে পারিলেন না। শিখগণ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিয়া স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে সিন্দেরাজ হরিয়ানা বিভাগের অধিকাংশ কৈথাল ও ঝিন্দের সর্দ্দারকে সমর্পণ করিয়া উপদ্রবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

ইত্যবসরে সৌভাগ্যান্বেষী সৈনিক জর্জ্জ টমাস হরিয়ানার অপরার্দ্ধ হস্তগত করিয়া একটী জলপথ স্থাপনান্তর স্বয়ং রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি ঝাজরের নিকট জর্জ্জগড় নামক স্থানে ও হিসার জেলার হাঁসিতে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া আপনার অধিকার সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সেনানায়কের অধীনে পরিচালিত মহারাষ্ট্রদল টমাসকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তৎপর বর্ষে ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক শতদ্রু হইতে শিবালিক পাদমূল পর্য্যন্ত ইংরাজশাসনভুক্ত করেন।

এই সময়ে কৈথল ও ঝিন্দের শিখসর্দ্দারগণ এই জেলার উত্তরাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ ঝাজরের নবাবকে দক্ষিণ, দাদ্রি ও বাহাদুরগড়ের নবাবকে পশ্চিম এবং দুজানার নবাবকে মধ্যভাগ শাসনার্থ ভাগ করিয়া দেন। শেষোক্ত নবাব শিখ ও ভট্টিজাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া রাজ্যশাসনে অসমর্থ হইলে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সেই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনার্থ ইংরাজসৈন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে বর্ত্তমান জেলার কএকটী পরগণা ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কৈথল-রাজের মৃত্যুর পর এবং ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দের সর্দ্দারের নিকট কতক ভূভাগ কৌশলে হস্তগত করিয়া রোহতক জেলা গঠিত হয়। শেষোক্ত বর্ষেই হিসার ও শির্ষা বিভাগ রোহতক হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পাণিপথ (বর্ত্তমান কর্ণাল) জেলা স্বতন্ত্র শাসনভুক্ত করা হয়।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীরাজধানীস্থ ইংরাজ রেসিডেন্টের অধীনে একজন পলিটিকাল এজেন্ট এস্থান শাসন করিতে থাকেন। পরে উহাকে যুক্তপ্রদেশের সাধারণ রাজনিয়মের শাসনাধীন করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই জেলা ইংরাজরাজের হস্তচ্যুত হয় এবং ফরুখ নগর, ঝাঝর, ও বাহাদুরগড়ের নবাবত্রয় শুরগাঁও হিসারবাসী বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া এইস্থানে আধিপত্য করেন। পরে শির্ষা ও হিসারের ভট্টিসর্দ্দারগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলে তাঁহারা রোহতক আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। দিল্লী ইংরাজের হস্তগত হইবার পর পঞ্জাবী সেনাদলের সাহায্যে ইংরাজরাজও এখানে শান্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঝাঝর ও বাহাদুরগড়ের নবাবদ্বয় ধৃত হইয়া ইংরাজবিচারে দণ্ডিত হইলেন। দিল্লীনগরে ঝাঝরপতির ফাঁসী হইল। তাঁহার আত্মীয়গণ লাহোর নগরে বন্দী রহিলেন। ঝিন্দ, পাতিয়ালা ও নাভা রাজবিদ্রোহের সময় ইংরাজরাজের সহায়তা করায় পারিতোষিকস্বরূপ ঝাঝর রাজসম্পত্তির ভাগ পাইলেন। ইহার পর রোহতক পঞ্জাবগবর্মেণ্টের অধীন হয় এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঝাঝর জেলার কতকাংশ রোহতক জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানকার মধ্যে রোহত, ঝাঝর, বতানা, গোহনা কালানৌর, মহীম, বেরী, বাহাদুরগড়, বরোদা, মণ্ডলানা, কান্হৌর, সিংহী, খড়খণ্ডা প্রভৃতি নগর প্রধান। রোহতক সদরের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার।

ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। ভায়াচারা ও তপ্পাদারী নামে দুইটী জমি জমার প্রথা আছে। যে সকল প্রজারা কৃষিকার্য্য করে না, ভূম্যধিকারী তাহাদের উপর একটী স্বতন্ত্র কর ধার্য্য করিয়া থাকেন। উহাকে "কমিনি" বলে। অনাবৃষ্টি জন্য এখানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়া থাকে। ১৮২৪, ১৮৩০, ১৮৩২, ১৮৩৭, ১৮৬০-৬১ ও ১৮৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বর্ষে এই জেলায় প্রায় ৯০ হাজার লোকে অনাহারে ও মহামারীতে কালকবলে পতিত হয়, তাহার উপর গোমহিষাদি বিনষ্ট হওয়ায় প্রজাবর্গকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এবার জলাভাবে ঘাস পর্য্যন্ত জ্বলিয়া যায়। সুতরাং গোমহিষাদি খাদ্যাভাবে মরিতে আরম্ভ করে। দুর্দ্ধর্ষ জাট, ভট্টি ও মুসলমান প্রজাবর্গ অন্নকষ্টে পীড়িত হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। ক্ষুদ্র ডাকাইতিতে পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে জাটগণ বাদ্‌লীর বাজার লুণ্ঠন করিল। এই সময় লোকের দুর্দ্দশা এরূপ হইয়াছিল যে, তাহারা এক পয়সার জন্য উষ্ট্রবিক্রয় করিতে এবং একবেলার রুটীর জন্য একটী গোরু বেচিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। একে একে জেলার সকল গো মহিষ নষ্ট হইয়াছিল। ৩৬টী জাতির মধ্যে ৩৪টী জাতি প্রায় লোপ পাইল. রহিল এক কসাই আর ব্যবসায়ী। যাহার যাহা ছিল একজন ছুরি বসাইয়া তাহা আত্মসাৎ করিয়া লইল এবং অপর পণ দিয়া পাল্লায় ন্যায্যগণ্ডা ওজন করিয়া ঋণগ্রস্ত অধিবাসিবৃন্দকে ফাঁকি দিল।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ৫৮৭ বর্গমাইল। এখানে বিলক্ষণ ইক্ষুর চাস আছে।

৩ উক্ত জেলার প্রাচীন নগর ও বিচার সদর। দিল্লী হইতে হইতে ৪২ মাইল উত্তরপশ্চিমে হিসার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৩৮´ পূঃ। এই নগর অতি প্রাচীন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার সেই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই। বর্ত্তমান নগরের অদূরে উত্তরদিকে খোক্‌রাকোট নাম স্থানে বহু প্রাচীনত্বের নিদর্শন দেখা যায়। এক সময়ে এই স্থান যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, ধ্বস্ত স্তূপগুলি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। কিংবদন্তী এইরূপ ১১৬০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের রাজত্বকালে এই সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট নগরের পুনরায় জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল; মতান্তরে প্রকাশ খৃষ্ট পূঃ ৪র্থ শতাব্দের মধ্যভাগে ঐ স্থান সংস্কৃত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন সময়ে এই স্থান উত্তরোত্তর ভিন্ন ভিন্ন সর্দ্দারের অধীনে হস্তান্তরিত হয়। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজাধিকৃত একটী জেলারূপে পরিগণিত হইতে থাকে। তদবধি উহা ইংরাজাধিকারেই রহিয়াছে। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটী ঘোড়ার মেলা হয়।

রোহতকী, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী বেণিয়া জাতির একটী শাখা।

রোহতাঙ্গ (রোহিতাঙ্গ), পঞ্জাব প্রদেশের হিমালয় শৃঙ্গোপরিস্থ একটী গিরিসঙ্কট। কর্ণাল জেলায় অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°২২´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১৭´২০´´ পূঃ। এই পথ লাহুলের অন্তর্গত কোকসর হইতে কুলু বিভাগের পলচান্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। পথের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা ১৬ হাজার ফিট্ উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় ২০ হাজার ফিট্ উচ্চ এক একটী শৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। সুলতানপুর ও কাঙরা হইতে যে প্রশস্ত পথ লেহ্ ওয়ারখন্দ গিয়াছে, তাহা এই রাস্তার উপর দিয়া চন্দ্রা ও ভাঁগা নদীর উপত্যকা দেশ অতিক্রম করিয়া বারালাচায় পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাস ব্যতীত সকল সময়ই এই রাস্তা গমনাগমনের উপযোগী থাকে।

রোহন্ত (পুং) রুহ্যাদিতি রুহ্ (রুহিনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ

যিদাশিষি। উণ্ ৩।১২১) ইতি ঋচ্। ১ বৃক্ষভেদ। ২ বৃক্ষমাত্র। (উজ্জ্বল)

রোহন্তী (স্ত্রী) রুহ-ঝচ্, ষিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লতাভেদ। ২ লতামাত্র।

রোহরি, (লোহ্‌ড়ী) সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। কোহিস্থান লইয়া ইহার ভূপরিমাণ ৫৪১০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম ও উত্তরে সিন্ধুনদী, উত্তরপূর্ব্ব ও পূর্ব্বে বহাবলপুর ও জয়শালমীর রাজ্য এবং দক্ষিণে খয়েরপুর-জেলা। মীরপুর নগর ইহার বিচার সদর।

রেজিস্তান নামক মরুপ্রদেশ ও শিকারপুরের সমতল প্রান্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত। মধ্যে মধ্যে বনমালাপরিশোভিত গণ্ডশৈলশ্রেণী বিরাজিত। ঐ পর্ব্বতগুলি বালুকাস্তূপমাত্র। কালবশে দৃঢ়পৃষ্ঠ ও অরণ্যমণ্ডিত হইয়া স্থানীয় শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। একসময়ে সিন্ধুনদী ঐ সকল গণ্ডশৈলের পার্শ্ব দিয়া অরোর নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে কোন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে স্রোতোগতি বখর শৈলের মধ্য দিয়া ফিরিয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধুনদোৎক্ষিপ্ত বালুকারাশির বিকারেই ঐ শৈলমালার উৎপত্তি। রেজিস্তান বিভাগের রেন্ নদী একসময়ে মূল-সিন্ধুরূপে খরস্রোতে প্রবাহিত ছিল। এক্ষণে মন্দগতি হওয়ায় উহার পরিসর কমিয়া গিয়াছে এবং উভয় পার্শ্ব বালুকাপূর্ণ মরুপ্রান্তরে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন চাসবাসের সুবিধার্থ এখানে কএকটী কাটা-খাল আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বনারা ১৩ মাইল, লুণ্ডি ১৬ মাইল, অরোর ১৬ মাইল, দহর ২৬ মাইল, মসু ৩২ মাইল, কোরাই ২৩ মাইল, মহারো ৩৭ মাইল ও দেঙ্গ্রো ১৬ মাইল লম্বা। এই সকল খাল হইতে স্থানীয় ভূম্যধিকারীরা আবার ৫৭টী খাল কাটিয়া স্ব স্ব এলাকা মধ্যে লইয়া গিয়াছেন। এখানে দহরি (২০ মাইল লম্বা), গরবার (১০ মাইল লম্বা), কাদেরপুর (১২ মাইল লম্বা) এবং চজ্যান (২০ মাইল লম্বা) নামক কয়টী বিস্তৃত বাঁধ আছে।

এখানে মৃদ্ভাণ্ড, কার্পাসবস্ত্র ও চূণের বিস্তৃত কারবার আছে। ঘোট্‌কী ও খয়েরপুর ধর্কি নগরে উৎকৃষ্ট ফর্সি, নস্যদান, কাঁচী ও রন্ধনপাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। রোহরি হইতে নানাবিধ শস্য, সাজিমাটী, চূণ, তৈল, পশম, রেশমীকাপড়, নীল ও খাদ্যোপযোগী ফলাদি বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেট্ রেলপথের রোহরি, সজ্বি, পানো-অকিল, মহা-শের, ঘোট্‌কী, শিরহদ্-মীরপুর, খয়েরপুর-ধর্কি ও রেহতী-ষ্টেসন এই উপবিভাগে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

২ উ[illegible]কটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৫৫০ বর্গ-মাইল। [illegible] হিস্তানবিভাগ ১১৩৫ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার একটী নগর। সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলে একটী পর্ব্বতসানুর উপরি অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৫৬´ পূঃ। প্রবাদ ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ রুকন্ উদ্দীন শাহ এই নগর স্থাপন করেন। মুসলমানগণের আধি-পত্যের সময় এখানে অনেকগুলি মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। তন্মধ্যে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবরশাহের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা ফতে খাঁ নানা শিল্প ও কারুকার্য্য-সমন্বিত জুমা-মস্‌জিদ এবং ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে মীর মুশান শাহ ইদগাহ্ মসজিদ্ প্রতিষ্ঠা করাইয়া ছিলেন।

১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কল্‌হোরা-রাজ মীর মহম্মদ স্বীয় বন্ধু খয়েরপুরাধিপতি মীর আলীমুরাদের নিকট হইতে পয়গম্বর মহম্মদের একগাছি দাড়ির চুল পান। তিনি সেই দেবস্মৃতি-রক্ষার্থ নগরের উত্তরাংশে "বার-মুবারক" নামক এক চতুষ্কোণ ধর্ম্মভবন নির্ম্মাণ করান। ঐ মসজিদের মধ্যস্থলে চুণী ও পান্না-বিমণ্ডিত একটী স্বর্ণ কৌটায় সেই শ্মশ্রুকেশ সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে ঐ কেশ দেখাইবার সময় এখানে একটী ক্ষুদ্র মেলা বসে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। তদবধি এখানে স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছে। নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ষ্টেট্ রেলপথ বিস্তারে বাণিজ্যের বৃদ্ধিসহকারে নগরেরও সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলপথ গমনার্থ নগরের সম্মুখেই সিন্ধুবক্ষে একটী সুন্দর লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে করাচীবন্দর গমন করিতে হইলে রোহরির মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। রোহরির অপর পারে সিন্ধুবক্ষস্থ চরের উপর পীর খ্বাজা খিজিরের পীঠস্থান আছে। ঐ স্থানে হিন্দু ও মুসলমান একত্র পূজা দিয়া থাকে।

রোহস্ (ক্লী) উচ্চ প্রদেশ। (ঋক্ ৬।৭১।৫)

রোহসেন (পুং) মৃচ্ছকটিক নাটকোক্ত ব্যক্তিভেদ।

রোহা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবা জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০০ বর্গমাইল। এই মহকুমার অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বতময় ও জঙ্গলাবৃত, কেবলমাত্র কুণ্ডলিকা নদী প্রবাহিত উপত্যকাপ্রদেশই কর্ষণোপযোগী ও উর্ব্বর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। রোহা-অষ্টমী নামে পরিচিত। কুণ্ডলিকা নদীর বামকূলের মোহানা হইতে ১২ ক্রোশ দূরে রোহানগর অবস্থিত। ইহার অপরতীরে অষ্টমী গ্রাম। অক্ষা° ১৮°২৫´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৯´২৫´´ পূঃ। এই দুইটী স্থানই রোহা মিউনিসিপালিটীর অধীন। রোহার শস্যভাণ্ডার হইতে বোম্বাই নগরে চাউলাদি সরবরাহ হইয়া থাকে। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে অক্সেণ্ডেন্ এই স্থানকে "Esthemy" নামে

উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও যথেষ্ট ছিল।

রোহার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছপ্রদেশের অঞ্জার বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রধান বন্দর। অঞ্জার নগর হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২ হাজার মণ বোঝাই জাহাজাদি এই বন্দরে অনায়াসে আসিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রতটের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সেইজন্য স্থানীয় ক্ষুদ্র দুর্গ পরিত্যক্ত হওয়ায় ভগ্নাবস্থায় পতিত রহিয়াছে। এখানে একটী নূতন বাঁধ নির্ম্মিত হওয়ায় স্থানীয় পানীয় জলের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রোহি (পুং) রোহতীতি রুহ (হৃপিষিরুহীতি। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। ১ বীজ। ২ বৃক্ষ। ৩ ধার্ম্মিক।

রোহিক (পুং) বনরোহি নামক মৃগ, বনরোহ। গুণ—ইহার মাংস হিত ও বলকর, বাত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (অত্রিস০ ২২ অ০)

রোহিকাপ্রিয় (পুং) মহাকরঞ্জ। (বৈদ্যকনি০)

রোহিণ (পুং) রোহতীতি রুহ (রুহেশ্চ। উণ্ ২।৫৫) ইতি ইনন্। ১ কালভেদ, দিবাভাগের নবম মুহূর্ত্তের নাম রোহিণ। এই সময়ের মধ্যে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ করিতে হয়। কুতপমুহূর্ত্তে শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া রোহিণকালের মধ্যে শেষ করিবে।

"আরভ্য কুতপে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদারোহিণং বুধঃ।
বিধিজ্ঞো বিধিমাস্থায় রৌহিণস্তু ন লঙ্ঘয়েৎ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ইহার নামান্তর রৌহিণও লিখিত আছে।

(পুং) ২ ভূতৃণ। ৩ বটবৃক্ষ। ৪ রোহিতকবৃক্ষ। (রাজনি০)
৫ শাল্মলদ্বীপস্থ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু০ ১২১।৯৬)
৬ কট্‌ফলবৃক্ষ। (রত্নমালা)

রোহিণি (স্ত্রী) রোহিণীনক্ষত্র। (শব্দরত্না০)

রোহিণিকা (স্ত্রী) রোহিণ্যেব স্বার্থে কন্ টাপ্, হ্রস্বশ্চ। কোপাদি দ্বারা রক্তবর্ণা স্ত্রী। (জটাধর)

রোহিণিনন্দন (পুং) রোহিণীপুত্র, বলরাম।

রোহিণিসেন (পুং) রোহিণী নক্ষত্রের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত তারকামণ্ডলী।

রোহিণী (স্ত্রী) রুহ-ইনন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ স্ত্রী-গবী।

"প্রীত্যা নিযুক্তাল্লিহতীঃ স্তনন্ধয়া-
ন্নিগৃহ্য পারীমুভয়েন জানুনোঃ।
বর্দ্ধিষ্ণুধারাধ্বনি রোহিণীঃ পয়-
শ্চিরং নিদধ্যৌ দুহতঃ স গোদুহঃ॥" (মাঘ ১২।৪০)

২ তড়িৎ। ৩ কটুম্ভরা। ৪ সোমবল্ক। ৫ মহাশ্বেতা। (বৈদ্যকরত্নমা০) ৬ লোহিতা। (মেদিনী) ৭ জিনদিগের বিদ্যা দেবীবিশেষ। (হেম) ৮ কাশ্মরী। ৯ হরীতকী। ১০ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি০) ১১ কপিলবর্ণ বর্ত্তুলাকার বিরেচনে প্রশস্ত হরীতকী। (রাজব০) ১২ বসুদেবের ভার্য্যা, ইনি কশ্যপপত্নী সুরভির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পুত্র বলরাম (হরিবংশ) ১৩ সুরভিকন্যা। (কালিকাপু০) ১৪ নববর্ষীয়া কন্যা।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা চ রোহিণী।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

১৫ পঞ্চবর্ষীয়া কন্যাকেও রোহিণী কহে, রোগীদিগের রোগনাশের জন্য এই কুমারীকে পূজা করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

"রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা কালিকা স্মৃতা।"
(দেবীভাগ০ ৩।২৬।৪২)

"রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ।"
(দেবীভাগ০ ৩।২৬।৪৮)

রোহিণীকে পূজা করিতে হইলে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

মন্ত্র—"রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্‌জন্মসঞ্চিতানি বৈ।
যা দেবী সর্ব্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্॥"
(দেবীভাগ০ ৩।২৬।৫৬)

এই কুমারীপূজায় নানাবিধ সুখসম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে।

১৬ হিরণ্যকশিপুর কন্যা। (ভারত ৩।২২০।১৮) ১৭ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত চতুর্থ নক্ষত্র। পর্য্যায়—রোহিণী, ব্রাহ্মী। এই নক্ষত্র শকটাকার এবং পঞ্চতারাত্মক, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা, এই নক্ষত্রে বৃষরাশি হয়।

রোহিণী নক্ষত্র চন্দ্রের অতিশয় প্রিয়তমা, চন্দ্রের সপ্তবিংশতি পত্নী হইলেও চন্দ্র রোহিণীর নিকট থাকিতেন, নক্ষত্রপত্নীগণ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া দক্ষের নিকট এই বৃত্তান্ত বলেন, দক্ষ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চন্দ্রকে অভিশাপ দেন, রোহিণীর জন্য চন্দ্র দক্ষের অভিশাপে যক্ষ্মরোগাক্রান্ত হন। (কালিকাপু০)

এই নক্ষত্র ঊর্দ্ধমুখ, সর্পজাতি, শতপদ চক্রানুসারে এই নক্ষত্রে নামকরণ হইলে এই নক্ষত্রের চারিপাদে "ও, ব, বী, বু" এই চারিটী অক্ষর আদি নাম হইবে।

"কম্বুকণ্ঠি! শকুলাকৃতৌ নভো মধ্যমাগতবতি প্রজাপতৌ।
পঞ্চভে গজকুপক্ষলিপ্তিকা নিঃসৃতাঃ সুমুখি! সিংহলগ্নতঃ॥"
(কালিদাসকৃত রাত্রিলগ্ননি০)

পাঁচটী নক্ষত্রযুক্ত শকটাকার রোহিণী নক্ষত্র আকাশ পথে মস্তকের উপর প্রকাশিত হইলে, সিংহলগ্নের তিনদণ্ড ৩৮ পল অতীত হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাত বালক, কুশল কুলীন, সুচারুদেহ, ধনী, মানী ও কামুক হইয়া থাকে। (কোষ্ঠীপ্র০)

অষ্টোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে সূর্য্যের দশা এবং বিংশোত্তরী মতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে চন্দ্রের দশা হয়। নক্ষত্রের পরিমাণাদি অনুসারে ভোগ্যভুক্তাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর দিন রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে জয়ন্তীযোগ হইয়া থাকে। এই রোহিণী নক্ষত্র রাত্রিকাল পাইয়া যদি পরদিনেও থাকে, তাহা হইলে যতক্ষণ রোহিণী থাকে, ততক্ষণ উপবাস করিতে হয়। রোহিণী থাকিতে পারণ করিতে নাই। [জন্মাষ্টমী দেখ]

১৮ গলরোগ ভেদ।

ইহার নিদান ও চিকিৎসার বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে। গলরোগ ১৮ প্রকার, তাহার মধ্যে রোহিণী ৫ প্রকার।

নিদান—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে দূষিত করিয়া কণ্ঠরোধকারী মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করিলে তাহাকে রোহিণী রোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে।

বাতজ রোহিণীর লক্ষণ—বাতজ রোহিণীরোগে জিহ্বার চারিদিকে অতিশয় বেদনাবিশিষ্ট কণ্ঠরোধকারক, মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্ত জন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর শীঘ্রউদ্গত হয়, এবং অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে রোগীর অতি প্রবলবেগে জ্বর হয়। কফজলক্ষণ—কফ জন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও অল্পপাকবিশিষ্ট হয়, এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ লক্ষণ—ত্রিদোষজ রোহিণী রোগে উপরি উক্ত তিনটী দোষের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীরপাকী হয়, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে, প্রায়ই ইহাতে জীবনের হানি ঘটে।

রক্তজ লক্ষণ—রক্তজন্য রোহিণী রোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা পরিবৃত এবং পিত্তজ রোহিণীর ন্যায় লক্ষণ হইয়া থাকে, এই রোগ সাধ্য।

ত্রৈদোষিক রোহিণী রোগ রোগীর জীবন সদ্যঃ নষ্ট করে, কফজ রোহিণী তিন দিনের মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী ৫ দিনের মধ্যে ও বাতজ রোহিণী ৭ দিনের মধ্যে জীবন নষ্ট করিয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—সাধ্য রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ এবং নস্য হিতকারক। বাতজ রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে, এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ রোহিণী রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, চিনি ও মধু মিলিত করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও পরূষ ফলের ক্বাথদ্বারা কবল করিতে হইবে। কফজ রোহিণীতে গৃহধূম, শুণ্ঠি, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণদ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

শ্বেত অপরাজিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তী, ও সৈন্ধবদ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্য ও কবল করিলে কফজ রোহিণী রোগ প্রশমিত হয়। পিত্তজাদিভেদে পিত্তাদিনাশক ঔষধ ব্যবহারে ঐ সকল লক্ষণ নিরাকৃত হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° রোহিণীরোগচি°)

১৫ শরীরের বষ্ঠত্বক্। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৪ অ°)

১৬ অশ্বের মুখরোগভেদ। (জয়দত্ত ২৯ অ°)

১৭ জলচর পক্ষিবিশেষ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

(ত্রি) ১৮ স্থূল।

"নৈব হ্রস্বা ন মহতী ন কৃশা নাপি রোহিণী। নীলকুঞ্চিত-কেশী চ তয়া দীব্যাম্যহং ত্বয়া" (ভারত ২।৬১।৩৩)

রোহিণীকান্ত (পুং) রোহিণ্যাঃ কান্তঃ। রোহিণীপতি চন্দ্র।

রোহিণী চন্দ্রব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীচন্দ্রশয়ন (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

রোহিণীতনয় (পুং) রোহিণ্যাস্তনয়ঃ। রোহিণীর পুত্র। বলরাম।

রোহিণীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

রোহিণীত্ব (ক্লী) রোহিণী ভাবে ত্ব। রোহিণী নক্ষত্রের ভাব বা ধর্ম্ম। (শতপথব্রা° ২।১।২।৬)

রোহিণীপতি (পুং) রোহিণ্যাঃ পতিঃ। চন্দ্র। (হেম) ২ বসুদেব। ৩ বৃষভ।

রোহিণীপ্রিয় (পুং) রোহিণ্যাঃ প্রিয়ঃ। রোহিণীপতি।

রোহিণীভব (পুং) ১ রোহিণীর পুত্র, বলরাম। ২ বুধগ্রহ।

রোহিণীযোগ (পুং) রোহিণ্যা যোগঃ। রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, জন্মাষ্টমীর দিন রোহিণী নক্ষত্র হইলে রোহিণীযোগ হয়, এই রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে জয়ন্তীযোগও কহে। [জন্মাষ্টমী দেখ]

রোহিণীরমণ (পুং) রোহিণ্যা রমণঃ। ১ বৃষভ। (রাজনি°) ২ বসুদেব। ৩ চন্দ্র।

রোহিণীবল্লভ (পুং) রোহিণ্যা বল্লভঃ। ১ চন্দ্র। ২ বসুদেব।

রোহিণীব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

রোহিণীশ (পুং) রোহিণ্যা ঈশঃ। ১ চন্দ্র। ২ বসুদেব।

রোহিণীভেদ (পুং) রোহিণীনক্ষত্রের চতুর্দিকে [illegible] শকটাকারে।

রোহিণীসুত (পুং) রোহিণ্যাঃ সুতঃ। ১ রোহিণীর পুত্র, বলরাম। ২ বুধগ্রহ।

রোহিণেয় (পুং) রৌহিণেয়, মরকতমণি। (রাজনি॰)

রোহিণ্যষ্টমী (স্ত্রী) রোহিণীযুক্তা অষ্টমী। রোহিণী নক্ষত্রযুক্তা ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী, জন্মাষ্টমীর দিন রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হইলে তাহাকে রোহিণ্যষ্টমী কহে।

"কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ রোহিণ্যামর্দ্ধরাত্রেঽর্চ্চনং হরেঃ।
কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্॥"
(গরুড়পু॰ ১৩২ অ॰) [জন্মাষ্টমী শব্দ দেখ]

রোহিণ্যাদ্যঘৃত (ক্লী) গুল্মাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। (চরক চিকি॰ ৫ অ॰)

রোহিৎ (পুং) রোহতীতি রুহ (হ্রস্বরুহিযুধিভ্য ইতি ত। উণ্ ১।৯৯) ১ সূর্য্য। (মেদিনী) ২ বর্ণভেদ। ৩ মৎস্যভেদ, রুই মাছ।

"কফপিত্তকরা মৎস্যা রোহিতং মদগুরং বিনা।" (বৈদ্যক)

মৎস্যমাত্রই কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, কিন্তু রোহিত ও মদগুরমাছ কফ ও পিত্তবর্দ্ধক নহে। ৩ ঋষ্যমৃগ।

"মনুষ্যরাজায় মর্কটঃ শার্দ্দূলায় রোহিৎ" (শুক্লযজু॰ ২৪।৩০)
'একো রোহিৎ ঋষ্যঃ' (বেদদীপ॰)
(ত্রি) ৪ রোহিতবর্ণবিশিষ্ট।
"রোহিৎশ্যাবা সুমদংং" (ঋক্ ১।১০০।১৬)
'রোহিৎ রোহিতবর্ণা' (সায়ণ)
(স্ত্রী) ৫ মৃগী। ৬ লতাভেদ। ৭ বড়বা।
"যুক্ষ্বাহ্যরুষী রথে হরিতো দেবা রোহিতঃ" (ঋক্ ১।১৪।১২)
'রোহিতঃ রোহিচ্ছব্দাভিধেয়াস্ত্বদীয়া বড়বাঃ' (সায়ণ)

৮ নদী। 'রোহন্তি আভির্বীজানি তজ্জলেন হি বীজানি প্ররোহন্তীতি তথাত্বং।' (নিঘণ্টু ১।১৩।১৮) এই অর্থে এই শব্দ নিগমে প্রায়ই বহুবচনান্ত প্রয়োগ আছে, এই জন্য এই শব্দ বহুবচনান্ত।

রোহিত (ক্লী) রুহ-(রুহেরশ্চ লোবা। উণ্ ৩।৯৪) ইতি ইতন্। ১ কুঙ্কুম। ২ রক্ত। ৩ ঋজু শক্রধনুঃ।

"বিদ্যুতোঽশনিমেঘাংশ্চ রোহিতেন্দ্রধনূংষি চ।
উল্কানির্ঘাতকেতূংশ্চ জ্যোতীংষ্যুচ্চাবচানি চ॥" (মনু ১।৩৮)

(পুং) ৪ মীনবিশেষ, রোহিতমৎস্য (Labris Rohita) রুইমাছ।

"ইন্দীশো জিতপীযূষো বাচাবাচামগোচরঃ
রোহিতো নো হিতঃ প্রোক্তো মদগুরো মদগুরোঃ প্রিয়ঃ॥"

ইহার লক্ষণ—এই মৎস্য কৃষ্ণবর্ণ, শল্কযুক্ত, কুক্ষিদেশ শ্বেতবর্ণ এবং বক্র, বৃত্তাকার ও লোহিতবর্ণ, মৎস্যের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ। গুণ—ঈষদুষ্ণ, বলকর, বাতনাশক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

"কৃষ্ণঃ শল্কী শ্বেতকুক্ষিশ্চ মৎস্যো
যঃ শ্রেষ্ঠোঽসৌ লোহিতবৃত্তবক্ত্রঃ।
কোষ্ণং বল্যং রোহিতস্যাপি মাংসং
বাতং হন্তি স্নিগ্ধমুগ্রাতিবীর্য্যম্॥" (রাজনি॰)

ভাব-প্রকাশ মতে পর্য্যায় ও গুণ—

রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তপক্ষতি, কৃষ্ণপক্ষ, ঝসশ্রেষ্ঠ ও রোহিত, এই মৎস্য সকল মৎস্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুণ—শুক্রবর্দ্ধক, অর্দ্দিতরোগনাশক, ঈষৎকষায় সংযুক্ত, মধুররস, বায়ুনাশক ও ঈষৎ পিত্তকারক। (ভাবপ্র॰)

হারীতে লিখিত আছে যে, এই মৎস্য শৈবাল ভোজন করে এবং স্বপ্নরহিত বলিয়া দীপনীয় ও লঘুপাক।

"শৈবালাহারভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ॥"
(হারীত ১।১১ অ॰)

৫ স্বনামখ্যাত হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র। (দেবীভাগ॰ ৭।১৫।১৫)
৬ মৃগভেদ। ৭ রোহিতকবৃক্ষ। (মেদিনী)
৮ অগ্নিঘোটক।
"রোহন্তি আরোহন্তি রথং বহন্ত্যাদিবমিতি রোহিতঃ"
(নিঘণ্টু ১।১৫)
৯ রক্তবর্ণ। (ত্রি) ১০ রক্তবর্ণবিশিষ্ট।
"নমো রোহিতায় স্থপতয়ে বৃক্ষাণাং পতয়ে নমঃ"
(শুক্লযজু॰ ১৬।১৯)
১০ নদীভেদ। (জৈনহরি ৫।৪।২)

রোহিতক (পুং) রোহিত এব স্বার্থে কন্। (Amoora Rohitaka syn Andersonia Rohitaka) বৃক্ষবিশেষ, দাড়িমপুষ্পক নামক স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। এই বৃক্ষ দুই প্রকার, শ্বেত ও রক্তবর্ণ। চলিত রোঢ়া, রয়না, কড়ার। পর্য্যায় রোহী, প্লীহশত্রু, দাড়িমপুষ্পক, রোহীতক, রোহিণ, কূটশাল্মলি, দাড়িমপুষ্প, সদাপ্রসূন, কূটশাল্মলি, বিরোচন, শাল্মলিক। গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল, কৃমি, ব্রণ, প্লীহা ও রক্তনেত্ররোগনাশক। (রাজনি॰) ২ হরিণবিশেষ। ৩ কুসুম্ভবৃক্ষ। ৪ দেশভেদ। [রোহতক দেখ।]

রোহিতকারণ্য (ক্লী) স্থানভেদ। (ভারত উদ্যোগপ॰)

রোহিতকূট, পর্ব্বতভেদ। (জৈনহরি ৫।১।১২)

রোহিতকূল (ক্লী) জনপদভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা॰ ১৪।৩।১২)

রোহিতকূলীয় (ক্লী) সামভেদ।

রোহিতগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

রোহিতপুর (ক্লী) রোহিতক নগর। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। [রোটাসগড় দেখ।]

রোহিতবৎ (ত্রি) রক্তাক্তযুক্ত। (লাট্যায়ণ ১।৪।৪)

রোহিতবস্তু (ক্লী) নগরভেদ। (ললিতবি°)

রোহিতা (স্ত্রী) রোহিত-টাপ্, (বর্ণাদনুদাত্তাত্তোপধাতো নঃ। পা ৪।১।৩৯) ইতি পাক্ষিকো ঙীষ্, তকারস্য নকারাদেশশ্চ ন। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। পক্ষে ঙীষ্ ও তস্থানে ন করিয়া রোহিণী পদ হয়।

'রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা।' (জটাধর)

রোহিতাক্ষ (পুং) রক্তচক্ষুঃ। রক্তলোচন।

রোহিতাঙ্গ, দেশভেদ। [রোহতক দেখ।]

রোহিতাঙ্কি (ত্রি) রক্তচিহ্নবিশিষ্ট।

রোহিতাশ্ব (পুং) রোহিতোঽশ্বো যস্য। ১ অগ্নি। ২ হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র। (মেদিনী)

রোহিতিকা (স্ত্রী) রোহিতো বর্ণোঽস্ত্যস্যা ইতি রোহিত-ঠন্, টাপ্। রাগাদি দ্বারা রক্তবর্ণ। (জটাধর)

রোহিতেয় (পুং) রোহিত এব স্বার্থে ঢ। রোহিতবৃক্ষ।

"প্লীহারী রোহিতেয়ঃ স্যাৎ রক্তপুষ্পশ্চ রোহিতঃ।"

রোহিদশ্ব (পুং) অগ্নি। (ঋক্ ১।৪৫।২)

রোহিন্ (পুং) অবশ্যং রোহতীতি রুহ আবশ্যকে ণিনি। ১ রোহিতকবৃক্ষ। ২ অশ্বত্থবৃক্ষ। ৩ বটবৃক্ষ। (মেদিনী)

রোহিলখণ্ড, যুক্তপ্রদেশের ছোটলাট বাহাদুরের অধীন একটী শাসনবিভাগ। বিভাগীয় কমিসনের কর্তৃত্বাধীন। অক্ষা° ২৭°৩৫´ হইতে ২৯°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২´ হইতে ৮০°২৮´পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৮৮৩ বর্গমাইল। বিজনৌর, মোরাদাবাদ, বুদাউন, বরেলী, পিলিভিৎ ও শাহজহানপুর জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে সর্ব্বসমেত ১১৩২৭ খানি গ্রাম ও নগর আছে, তন্মধ্যে বরেলীর জনসংখ্যা লক্ষাধিক, শাহজহানপুর প্রায় ৭৫ হাজার, মোরদাবাদ ৬৭ হাজার, আমরোহা ৩৬ হাজার, বুদাউন্ ৩৪ হাজার, পিলিভিৎ ৩০ হাজার, চন্দৌসী ২৮ হাজার, শম্ভল ২২ হাজার, নাগিনা ২০ হাজার, নজিবাবাদ ১৮ হাজার, তিলহার ১৫ হাজার, বিজনৌর ১৫ হাজার, কোরকোট ১৫ হাজার, শাসাবান্ ১৫ হাজার, আওনলা ১৩ হাজার, কিরাতপুর ১৩ হাজার, সরাইতরণী ১১ হাজার ও চাঁদপুর প্রায় ১১ হাজার। এই ১৮টী প্রধান নগর ব্যতীত আরও ২৮টী ক্ষুদ্র নগর আছে। নগরসমূহে স্থানীয় বাণিজ্যের প্রভাব নিতান্ত মন্দ নহে। আউধ-রোহিলখণ্ড ও কুমায়ুন-রোহিলখণ্ড রেলপথ এখানে বিস্তৃত থাকায় স্থানীয় ব্যবসার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

রোহিলা আফগান জাতি এক সময়ে এই বিস্তৃত বিভাগে বাস করে এবং তাহারা স্বকীয় বীর্য্য-বলে এইস্থান অধিকার করিয়া আফগান শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তদবধি এই স্থান রোহিলখণ্ড নামে আখ্যাত হয়। দুর্দ্ধর্ষ রোহিলাজাতির বীরপ্রকৃতি ও যুদ্ধবিগ্রহের পরিচয় রোহিলা শব্দে এবং বিভাগীয় ইতিবৃত্ত প্রতি জেলার তত্তন্নামক শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

রোহিল্লা (রোহেলা), ভারতবাসী আফগান (পাঠান) জাতির একটী শাখা। ইহারা প্রধানতঃ য়ুসুফজৈ আফ্‌গাননামে পরিচিত। দিল্লীতে পাঠান-আধিপত্যকালে ভারতে আসিয়া ইহারা নানা রাজ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে আফগান-সর্দ্দারগণ জায়গীর বা শাসনকর্তৃত্ব লইয়া স্ব স্ব প্রাধান্যস্থাপনে যত্নবান্ ছিলেন। পঞ্জাবের পেশবার বিভাগে ভারতাক্রমণকারী কএকদল আফগান উপনিবেশ স্থাপন করিলেও, ভারতের অন্যান্য স্থানে আফগানগণ বসবাস করিবার সুবিধা পায় নাই। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ বাবরশাহ যখন ভারতে রাজপাট স্থাপন করেন, তখন হইতে অরঙ্গজেবের শাসনকাল পর্য্যন্ত ভারতে পাঠানদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন ও প্রতাপশালী যোদ্ধা রাজপুত বা হিন্দু-রাজন্যগণের শাসনসময়ে আফগানগণ মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, মোগল-প্রভাবের উত্তরোত্তর অবসান হইতে দেখিয়া লুণ্ঠন দ্বারা ধনাহরণের চেষ্টায় বা সৈনিকবৃত্তি লাভের আশায় দলে দলে আফগানজাতি পার্ব্বত্য-অধিত্যকা ছাড়িয়া কর্ম্মান্বেষণে ভারতে আসিয়া পদার্পণ করিল। দুএকজন রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইলেও অধিকাংশই দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিয়াছিল।

হিন্দুস্থানবাসী এই আফগানজাতি তৎকালে রোহিল্লা নামে পরিচিত ছিল। হিন্দুগণ কেন তাহাদের রোহিলা নাম দিয়াছিলেন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। পস্তভাষায় রোহশব্দে পর্ব্বত এবং রোহেলাহ্ শব্দে পর্ব্বতবাসী বুঝায়। এতদ্ভিন্ন তারিখ্-ই-শাহী ও ফিরিস্তায় আফগানস্থানের অন্তর্গত রোহ্ নামক জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ স্থান স্বাত ও বাজৌর হইতে ভক্করের অন্তর্গত শিবি নগর পর্য্যন্ত এবং হাসন-আবদাল হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ এই রোহ্ নামক জনপদ বা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে সমাগত আফ্‌গানজাতি ভারতে রোহিলা নামে পরিচিত হইয়াছিল। উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতে বিশেষতঃ হায়দরাবাদে আফগান ঔপনিবেশিকগণ "রোহেলা" নামে কথিত হইয়া থাকে। উত্তরভারতবাসী আফগানজাতি সাধারণতঃ পাঠান নামেই পরিচিত।

অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগলসাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিলে, নানাস্থানে নেতৃগণ আপন আপন প্রভুত্ব-সংস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী আফগানগণ

দস্যুবৃত্তি দ্বারা উদর পূরণ করিতে ছিলেন। সৌভাগ্যান্বেষী আফগানসেনানী দাউদ মোগলসরকারে ক্রীতদাসরূপে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় সদ্‌গুণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। অবশেষে সেই ব্যক্তি স্বীয় প্রভু শাহ আলমকে নিহত করিয়া কাতিহর নামক স্থানে প্রাধান্যলাভের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পুরুষকারে বিমোহিত হইয়া আফগানগণ তাঁহার বশীভূত ও দলভুক্ত হইতে লাগিল। দাউদ প্রথমজীবনে লুণ্ঠনকালে একটী জাট-বালককে অপহরণ করিয়া লালনপালন করেন। ঐ বালকের নাম আলী মহম্মদ। আলী প্রতিপালক দাউদকে নিহত করিয়া স্বয়ং আফগানসম্প্রদায়ের অধিনেতা হইলেন এবং স্বীয় সাহস ও কার্য্যতৎপরতাগুণে শীঘ্রই কাতিহরের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি বহুশত আফগান যোদ্ধাকে স্বকার্য্যে নিয়োগ করিয়া আপনার বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

দিল্লীর রাজসরকারের দুরবস্থা দেখিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ মোগলসম্রাটের গর্ব্ব আরও খর্ব্ব করিলেন। তাহাতে আলী মহম্মদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়া গেল। অনেক শিক্ষিত আফগানসেনা ও সেনাপতি তাঁহার পক্ষে আসিয়া যোগ দিল। মহম্মদ এইরূপে বলীয়ান্ হইয়া ভাবী প্রতিযোগীর বিরোধের আশঙ্কা অপনোদনার্থ স্বীয় খুল্লতাত রহমৎ খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। রহমৎ তৎকালে রোহিলখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান আফগান-সর্দ্দার, তিনি আলীর নিকট হইতে কিছু জায়গীর লইয়া তাঁহার সহযোগে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। রহমতের পিতা শাহ আলম্ বাদলজে আফগান। তিনি কান্দাহার ত্যাগ করিয়া কাতিহরে আসিয়া বাস করেন। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে রহমতের জন্ম হয়।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড নামক সুবৃহৎ দেশভাগ আলী মহম্মদের অধিকারভুক্ত হয় এবং সম্রাট্ তাঁহাকেই তথাকার শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ৫ বৎসর নির্ব্বিরোধে রাজ্যশাসন করিবার পর ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সুবাদার সফদরজঙ্গের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধে। এই সময়ে সম্রাট্ মহম্মদশাহ উজীরের পক্ষাবলম্বন করায় আলীমহম্মদ বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিনি নজর-বন্দিরূপে দিল্লীতে রক্ষিত হইলেও তাঁহার অধীনস্থ দুর্দ্ধর্ষ আফগানগণ ক্রমশঃই অত্যাচার ও উপদ্রব আরম্ভ করিল। তখন সম্রাট্ আলীকে সরহিন্দের শাসনকর্ত্তৃত্ব দান করিয়া তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আবদালীর ভারতাক্রমণে সুযোগ পাইয়া আলীমহম্মদ পুনরায় রোহিলখণ্ড হস্তগত করিয়া লইলেন এবং অতি সতর্কতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। শাসন-শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করিবার অত্যল্প কাল পরেই ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কালগ্রাসে নিপতিত হন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র ফয়জুল্লা খাঁ ও আবদুল্লা খাঁ আবদালীর সহিত কান্দাহার যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং অপর নাবালক চতুষ্টয়ের উপর রাজ্যভার না দিয়া আলী স্বীয় খুল্লতাত রহমৎ খাঁকে 'হাফিজ' অর্থাৎ রাজ্যের প্রধান অভিভাবক ও রহমতের জ্ঞাতিভ্রাত দুণ্ডীখাঁকে সেনাপতি করিয়া যান।

আলীমহম্মদের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি ও বিজ্‌নোরের জায়গীরদার নাজির খাঁ দুণ্ডীখাঁর কন্যাকে বিবাহ করিয়া নাজিব উদ্দৌলা নামগ্রহণপূর্ব্বক বিজনোরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করিলেন। মধ্য অন্তর্ব্বেদীতে বঙ্গসবংশীয় আফগান কাএমজঙ্গ ফরুখাবাদে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া আফগানশাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়ে উজীর সফ্‌দারজঙ্গ তাহাদের দর্প খর্ব্ব করিবার মানসে প্রথমে সেনা-পতি কুতব উদ্দীন্‌কে প্রেরণ করেন। দুণ্ডী খাঁ-পরিচালিত রোহিল্লার হস্তে কুতবের পরাজয় ও প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে সফদর কাএমজঙ্গের সহায়তায় ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। বদাউনের যুদ্ধে হাফিজ রহমৎ ও দুণ্ডী খাঁর হস্তে কাএমজঙ্গ নিহত হইলে তিনি আর রোহিলখণ্ড আক্রমণ না করিয়া কাএমের পুত্র আহ্মদ খাঁকে ফতেয়াবাদে আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে বিশেষরূপে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও পরাজিত হওয়ায় সফদর প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন এবং আফগানগণ আলাহাবাদ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে।

এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া সফদর মহারাষ্ট্রসেনাপতি মলহর-রাও হোলকর ও জয়াপ্পাসিন্দের সাহায্যে পুনরায় রণক্ষেত্রে উপ-স্থিত হইলেন। আহ্মদ খাঁ রহমৎ ও দুণ্ডীখাঁর সাহায্য লাভ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রসেনা রোহিলখণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক আহ্মদখাঁকে পরাজিত করিল। আহ্মদ খাঁ পুনরায় ফরুখাবাদ সিংহাসন পাইলেন।

এই সময়ে ফয়জুল্লা খাঁ, আবদুল্লা খাঁ, হাফিজরহমৎ ও দুণ্ডী খাঁর মধ্যে রাজ্যবিভাগ লইয়া গোলযোগ ঘটিল। অবশেষে চারি-জনেই আলীর সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী গাজীউদ্দীনকর্ত্তৃক সম্রাট্ আহ্মদশাহের রাজ্যচ্যুতি এবং সফদর-জঙ্গের মৃত্যু ও সুজা উদ্দৌলার অযোধ্যা-মসনদ্ প্রাপ্তিতে রোহিল্লা জাতির অদৃষ্টরবি ক্রমশঃই তিমিরাবৃত লইয়া আসিতে লাগিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবদালী ৩য় বার ভারত আক্রমণ করিলেন। এবার তিনি পূর্ব্বকথিত নাজিব উদ্দৌলাকে সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী করিয়া গেলেন। গাজি উদ্দীনের এ ক্ষমতাহ্রাস ভাল লাগিল না, তিনি মহারাষ্ট্রীয়ের সহযোগে তাঁহার সর্ব্বনাশে সমুদ্যত

হইলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-সেনা নাজিব উদ্দৌলাকে রোহিলখণ্ডে তাড়াইয়া দেয়। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে তাহারা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নাজিবকে স্বরাজ্যভ্রষ্ট করেন। হাফিজ-রহমৎ ও অন্যান্য রোহিলা সর্দ্দারেরা মরাঠাদিগের গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইয়া সুজা উদ্দৌলার সাহায্য প্রার্থনা করেন। উক্ত বর্ষে নবেম্বর মাসে মিলিত সেনাদলের নিকট পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় দল পলাইয়া যায়।

মহারাষ্ট্রী-সেনার পলাইবার আরও কারণ ছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আবদালী ৪র্থ বার ভারতাক্রমণার্থ পঞ্জাবে পদার্পণ করেন। পঞ্জাব তৎকালে মহারাষ্ট্র অধিকারে ছিল। রাজ্যরক্ষার্থ মহারাষ্ট্রগণ রোহিলাদিগকে ছাড়িয়া আবদালীর সম্মুখীন হইবার উদ্‌যোগ দেখিতে লাগিলেন। ১৭৬০খৃষ্টাব্দে আবদালী নাজিব উদ্দৌলা, হাফিজ রহমৎ ও অন্যান্য রোহিল্লা সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথযুদ্ধে মহারাষ্ট্রশক্তি বিধ্বস্ত হইলে আহ্মদশাহ আবদালী বিজয়ঘোষণান্তে শাহ আলমকেই দিল্লীর সম্রাট্ মনোনীত করিয়া নাজিব উদ্দৌলাকে প্রধান মন্ত্রী ও সুজা উদ্দৌলাকে উজীর করিয়াছিলেন। তিনি হাফিজ রহমৎ ও দুণ্ডী খাঁকে যথাক্রমে এতাবা এবং আগ্রা ও কাল্‌পী প্রদেশ দান করিলেন। অন্যান্য রোহিল্লা সর্দ্দারগণ অন্তর্বেদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ভোগ করিবার অধিকার পাইলেন। এই সময়ে কএকবৎসর মাত্র রোহিল্লাগণ শান্তিময় সুখরাজ্য ভোগ করিয়াছিল।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে সুজা উদ্দৌলার সহিত ইংরাজের বিরোধ ঘটে এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে তাহা কতকটা স্থগিত থাকে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আফগানগণ পুনরায় এতাবা ও দোয়াবের মধ্যবর্ত্তী জেলা সমুদায় আক্রমণ করিলে ক্লাইবের মনে নানা কুচিন্তার উদয় হইতে থাকে,কিন্তু ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে নাজিব উদ্দৌলার মৃত্যুতে তৎপুত্র জাবিতা খাঁ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু রোহিল্লা জাতির গর্ব্ব অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়া গেল। উক্ত বর্ষেই রোহিলখণ্ডে দুণ্ডীখাঁর মৃত্যু হওয়ায় রোহিল্লাগণ আর মহারাষ্ট্রীয় গতিরোধ করিতে পারিল না। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাহারা দশবর্ষ পরে পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করিল। জাবিতা খাঁ বিপদ্ নিকটবর্ত্তী জানিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। উক্ত বর্ষে ২৫এ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের সহিত একটা চুক্তি করিয়া সম্রাট্ নগরে প্রবেশ করিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদল রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। জাবিতা খাঁ ও হাফিজরহমৎ প্রভৃতি রোহিল্লা সর্দ্দারগণ এবং স্বয়ং সুজা উদ্দৌলা মহারাষ্ট্রীয় সেনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। মহারাষ্ট্রদল পাণিপথযুদ্ধের প্রতিহিংসাসাধনার্থ রোহিলখণ্ড উৎসাদিত করিয়া অযোধ্যালুণ্ঠনে অগ্রসর হইলে উজীর সুজা উদ্দৌলা কলিকাতার ইংরাজগবর্মেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও রোহিলখণ্ড বিভাগের কতকাংশ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে সভার প্রেসিডেণ্ট কার্টিয়ারের আদেশে সর্ রবার্ট বেকার মধ্যস্থ হইয়া মহারাষ্ট্র, রোহিল্লা ও সুজা উদ্দৌলার সম্মিলনের চেষ্টা পান। উক্ত বর্ষের ২৫এ মে পর্য্যন্ত সন্ধির প্রস্তাব চলিল, কিন্তু বিশেষ কিছু হইল না। বর্ষারম্ভে মহারাষ্ট্রীয়দল গঙ্গা পার না হইয়া ফিরিয়া গেল। রোহিল্লাগণ এবং জাবিতা খাঁ পত্নীপুত্র লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। উজীর বেকার সাহেবকে লইয়া অযোধ্যায় চলিলেন।

এদিকে হেষ্টিংস মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। মহারাষ্ট্র, রোহিল্লা, উজীর ও মোগলসম্রাটের পরস্পরের স্বার্থ ও সম্বন্ধ রক্ষা করাই তাঁহার মূল জল্পনা হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রগণ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণে বিরত থাকিলেও তদ্দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। রোহিল্লাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদের সূচনা হইল। রোহিল্লাসর্দ্দার সর্দ্দার খাঁ বক্সির মৃত্যুতে তাঁহার পুত্রগণ উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উত্থাপন করিল। হাফিজ-রহমতের পুত্র ইনায়ৎ খাঁ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। এই সময়ে অন্যতম রোহিল্লা সর্দ্দারগণ ক্রমঃশই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, সর্দ্দার শেখ কবীর ভবলীলা সম্বরণ করিলেন, ফরুখাবাদের মুজঃফরজঙ্গ অকর্ম্মণ্যতানিবন্ধন দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন এবং জাবিতা খাঁ স্বজাতির সহানুভূতি হারাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তিনি দিল্লীশ্বরের প্রধান মন্ত্রিত্বের আশায় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মহারাষ্ট্রদলে মিলিত হইলেন।

উক্ত বর্ষের শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লীপ্রবেশ করিলে, নজফ্ খাঁ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। মহারাষ্ট্রদল তখন আর প্রকাশ্যতঃ সম্রাট্‌কে কোনরূপ সম্মান না দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে আলাহাবাদ ও কোরা প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। এই সংবাদে ভীত হইয়া সুজা উদ্দৌলা ইংরাজগবর্মেণ্টকে সাহায্যপ্রার্থনাপূর্ব্বক পত্র লিখিলেন। কোড়া ও আলাহাবাদ লইয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়-সেনাপতি হাফিজরহমতের সহিত সম্মিলিত হইবার আশায় গঙ্গা পার হইয়া রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

হাফিজরহমতের সহিত মহারাষ্ট্রদলের সন্ধির প্রস্তাব চলিতে দেখিয়া হেষ্টিংস চিন্তাযুক্ত হইলেন। তিনি অযোধ্যার উজীরের পক্ষ ও ইংরাজের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সেনাপতি সর্ রবার্ট বেকারের

অধীনে একদল ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রদিগকে রোহিলখণ্ড হইতে তাড়ানই মুখ্য উদ্দেশ্য রহিল। সেনাধ্যক্ষ বেকার সুজা উদ্দৌলার সহিত সর্ত্ত সাব্যস্ত করিয়া দুই দল ইংরাজ, ছয়দল সিপাহী ও একদল কামানবাহী সৈন্য লইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে অযোধ্যা হইতে রোহিলখণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অযোধ্যার সেনাদল ও ইংরাজসৈন্য রোহিল্লাদিগকে সাহায্য করিবে জানাইয়া, সুজা-উদ্দৌলা হাফিজ রহমৎকে পত্র লিখিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ প্রস্তাবে হাফিজ রহমৎ সম্মত হইলেন না; তিনি জাবিতা খাঁ ও মহারাষ্ট্র-পক্ষাবলম্বন করিলেন দেখিয়া সেনাপতি বেকার সদলে রামঘাট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এইস্থানে নদীর অপরপারে মহারাষ্ট্রগণ সদলে অবস্থান করিতেছিলেন। হাফিজ রহমৎ শঠতাপূর্ব্বক এতদিন মহারাষ্ট্র বা সুজার দলে যোগদান করেন নাই, মহারাষ্ট্রসেনাপতি আর বিলম্ব না করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা পাইলেন। মহারাষ্ট্রগণ নদী পার হইয়া হাফিজ রহমতের শিবির-সম্মুখস্থ রোহিল্লাদুর্গ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন না।

এদিকে ২১ মার্চ্চ হাফিজ রহমৎ উপায়শূন্য হইয়া সুজার প্রস্তাবে সম্মতিদানপূর্ব্বক তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দিলেন। ইহাতে মহারাষ্ট্রগণ পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। কএকবার আক্রমণের ভয় দেখাইয়া তাহারা ইংরাজ ও সুজাকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছিলেন, অবশেষে মে মাসে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারগণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা বাধ্য হইয়া উত্তর-ভারত ত্যাগ করিল। তাহাতে উজীর ও ইংরাজের অদৃষ্ট-লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন এবং মহারাষ্ট্রশক্তি জন্মের মত লোপ পাইল। এই ভীষণ বিবাদে মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলেন। তাহারা একত্র যে লক্ষাধিক অশ্বারোহী সেনা ও ১০ কোটী তঙ্কা রাজস্ব আদায় করিয়া মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের পত্তন করিতেছিলেন, তাহাই সকল সর্দ্দারগণ বিভাগ করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র-শক্তির অবসান ঘটে।

এই যুদ্ধবিগ্রহে উজীরের বিলক্ষণ ব্যয় হওয়ায় তিনি রোহিল্লাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্যমুদ্রার দাবী করিয়া পাঠাইলেন। হাফিজ রহমৎ অর্থপ্রদানে অস্বীকৃত হওয়ায়, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবার আদেশ হইল। কিন্তু সুজা প্রথমে যুদ্ধ করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতে চান নাই। তখন হেষ্টিংস বারাণসীর সন্ধি অনুসারে তাঁহাকে ৫০ লক্ষ সিক্কামুদ্রার আলাহাবাদ ও কোরা বিক্রয় করিলেন। অতঃপর রোহিল্লাদিগকে তাড়াইবার বন্দোবস্ত চলিতে লাগিল। উজীর তাহাতে সায় দিলেন বটে, কিন্তু সৈন্যসাহায্য করিতে চাহিলেন না।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সুজা মহারাষ্ট্রদিগকে দোয়াব হইতে তাড়াইয়া দিয়া জাবিতা খাঁ ও অন্যান্য রোহিল্লা সর্দ্দারগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার মনের গতি ফিরিল। তিনি রোহিল্লাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় হেষ্টিংসের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সেনাপতি বেকারের উপর যথারীতি আদেশ প্রেরিত হইল। দেখিতে দেখিতে ইংরাজসৈন্য অযোধ্যাপ্রান্তে উপনীত হইল। কর্ণেল চাম্পিয়ানের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইয়াও হাফিজ রহমৎ-প্রার্থিত অর্থদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। উক্ত বর্ষের ২৩এ এপ্রিল সাহজহানপুর জেলার মিরাণপুর কাট্‌রায় যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে হাফিজরহমতের সঙ্গে প্রায় দুই সহস্র রোহিল্লা প্রাণবিসর্জ্জন করিল। ইহার পর ফয়জুল্লা খাঁ রোহিল্লাদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া রামপুর, তরাই ও অবশেষে গড়বালের পর্ব্বতসানুদেশে পলাইয়া আত্মরক্ষার্থ সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। জুনমাসে ইংরাজ ও উজীরসৈন্য পর্ব্বত-সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া ভয়ে তিনি সন্ধির সর্ত্তে অনুমোদন করিলেন।

ইংরাজসৈন্য ও উজীর তদনন্তর সেই স্থান ত্যাগ করিলে পাঁচ সহস্র রোহিল্লা লইয়া ফয়জুল্লা রামপুরে আসিয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অবশিষ্ট রোহিল্লাসৈন্য সর্দ্দার সহ রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া জাবিতা খাঁর এলাকায় আসিয়া বাস করিল। এই যুদ্ধে রোহিল্লাজাতির উপর যে অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা মহামতি বার্কের ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের বক্তৃতায় ও লর্ড মেকলের বিবরণীতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে।

রোহিশা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রতট হইতে একপোয়া দূরে ও উনানগরের ৪ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। পালিতানা রাজবংশের মধ্যে এইরূপ একটী আচার দৃষ্ট হয় যে, যখন কোন সর্দ্দার গদিতে আরোহণ করিবেন, তখন তিনি তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষকর্ত্তৃক বিজিত এই রোহিশা নগরী হইতে একখণ্ড প্রস্তর লইয়া যাইবেন। ইহার ১॥০ ক্রোশ উত্তরে 'চিত্রাসর' নামক একটী সুবিস্তৃত বাঁধ। ইহার চারিদিক্ অট্টালিকাদি পরিশোভিত।

রোহিশালা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার

সর্দারেরা জুনাগড়ের নবাব ও বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

রোহিষ (ক্লী) ১ কত্তৃণ, গন্ধতৃণ। হিন্দী অগিয়াঘাস। (পুং) ২ রোহিকমৃগ। ৩ রক্তচিত্রক। (জয়দত্ত)

রোহীতক (পুং) রোহীত এব স্বার্থে কন্। রোহিতকবৃক্ষ।

রোহীতকঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধবিশেষ। এই ঔষধ দ্বিবিধ স্বল্প ও মহৎ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ রোহীতক ছাল ২৫ পল, কুল শুঁঠা ৩২ পল, পাকার্থ জল ৫৭ সের, শেষ ১৪ সের ২ পল। কল্কার্থ পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল, রোহীতক ছাল ৫ পল, পাকের জল ১৬ সের। পরে যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে প্লীহা ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহাযকৃদধি°)

মহারোহীতকঘৃত। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের, ক্বাথার্থ রোহীতক ছাল ১২॥০ সের, কুল শুঁঠা ৮ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, হিঙ্গু, যমানী, ধনে, বিট্‌লবণ, জীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশশার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, পাকের জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক শেষ করিয়া নামাইতে হয়। এই ঘৃতের মাত্রা ॥০ আনা হইতে দুই বা তিন তোলা। অনুপান মাংসরস, যূষ ও দুগ্ধ প্রভৃতি। এই ঘৃত বিশেষ বলকর এবং ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও তজ্জন্য শূল, কুক্ষিশূল, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হইয়া থাকে। প্লাহা যকৃদধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঘৃত। (ভৈষজ্যরত্না° প্লীহাযকৃদধি°)

রোহীতকলোহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রোহীতক ছাল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ; এই সকল দ্রব্যের সমান লৌহ। এই সমস্ত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান দোষের বল বিবেচনা করিয়া স্থির করা আবশ্যক। ইহা সেবনে প্লীহা, অগ্রমাস ও শোষ বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লীহাযকৃদধি°)

রোহীতকলোহ (ক্লী) প্লীহাধিকারে লৌহভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—রোহিতক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতা, ও মুতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ এবং এই সকলের সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ও অনুপান রোগের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে অগ্রমাস ও যকৃৎরোগ ভাল হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহারোগাধি°)

রোহীতকাদ্যচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রোহীতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কটুকী, মুতা, নিশাদল, আতইচ, শুঁঠ, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সকল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ১ মাষা। অনুপান শীতল জল। এই ঔষধ সেবনে সত্বর যকৃৎ পীড়া উপশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° প্লাহাযকৃদধি°)

রোহীতকারিষ্ট (পুং) অরিষ্ট ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রোহীতক ছাল ১২॥০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ উত্তমরূপে ছাকিয়া লইয়া ইহাতে ২৫ সের গুড় গুলিয়া দিতে হইবে, পরে ধাইফুল ১৬ পল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, হরীতকী, বহেড়া ও আমলা প্রত্যেক ১ পল পরিমাণ চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহা একটী ভাণ্ডে করিয়া তাহার মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া এক মাস কাল রাখিয়া দিতে হইবে। এব মাস পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া ছাকিয় লইতে হইবে। এই অরিষ্ট অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিতে হয়। এই অরিষ্ট দিবাভাগে ২ বার বা ৩ বার সেবনীয়। ইহ সেবনে প্লাহা, গুল্ম, উদরী প্রভৃতি বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° প্লাহাযকৃদধি°

রৌক্ম (ত্রি) রুক্ম-অণ্। রুক্মনির্ম্মিত। সুবর্ণনির্ম্মিত। "

"যজ্ঞোপবীতং দেবঞ্চ শুভে রৌক্মে চ কুণ্ডলে।" (মনু ৪২। ৩

রৌক্মিণেয় (পুং) ১ রুক্মিণীগর্ভসম্ভব। ২ প্রদ্যুম্ন।

রৌক্ষক (পুং) রুক্ষের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

রৌক্ষায়ণ (পুং) রুক্ষের গোত্রাপত্য ঋষিভেদ।

রৌক্ষ্য (ক্লী) রুক্ষস্য ভাবঃ রুক্ষ-ষ্যঞ্। রুক্ষতা, কর্কশতা

"তৈলং যদ্রৌক্ষ্যদোষঘ্নং তৈলং যচ্চান্দ্রকং স্মৃতং।

তেন ত্বাং স্নাপয়াম্যদ্য জগন্মাতরমম্বিকাম্॥"

(দেবীপু° মহানবমীস্নানপ্রে

রৌচনিক (ত্রি) ১ রোচনাদ্বারা রঞ্জিত। হরিদ্রাভ। (ক্লী) ২রু মূলে অশ্ববৎ কঠিন মল।

রৌচ্য (পুং) রুচেরপত্যমিতি রুচি-ষ্যণ্। মনুবিশেষ, মনু। রুচি প্রজাপতির পুত্রের নাম রৌচ্য।

"রৌচ্যাদয়স্তথান্যেঽপি মনবঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।

রুচেঃ প্রজাপতেঃ পুত্র রৌচ্যো নাম ভবিষ্যতি॥"

(মৎস্যপু° ৯ অ°

রৌচ্য ত্রয়োদশ মনু, এই মন্বন্তরে সুপর্ব্বা প্রভৃতি দেবতা, ই দিবস্পতি এবং ধৃতিমান্, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মো সুতপা, নিষ্প্রকম্প, চিত্রসেন, বিচিত্র, নয়কৃৎ, নির্ভয়, দৃঢ়, সুনে ক্ষত্রবুদ্ধি ও সুব্রত এই সকল মনুপুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু°)

২ বিষকাষ্ঠদণ্ড। (হেম) রৌচ্যাস্তেদমিতি অণ্। ৩ মন্বন্তরবিশেষ।

"জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠো গুণৈর্যুক্তো দক্ষসাবর্ণিকে শ্রুতে।
নিশাময়ত্যবিরলং রৌচ্যং শ্রুত্বা নরোত্তমঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১০০।৩৯)

রৌট, অনাদর। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রৌটতি। লোট্ রৌটতু। লিট্ রুরৌট্। লুঙ্ অরৌটীৎ। ণিচ্ রৌটয়তি। লুঙ্ অরুরৌটৎ।

রৌড়, অনাদর। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ রৌড়তি। লুঙ্ অরৌড়ীৎ।

রৌঢ়ীয়, (পুং) বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ভেদ।

রৌদ্র (ক্লী) রুদ্রস্যেদং বা রুদ্রো দেবতা যস্য রুদ্র-অণ্। শৃঙ্গারাদি রসের অন্তর্গত রসবিশেষ, পর্য্যায় উগ্র। এই রস ক্রোধের আশ্রয়। এই রসের বিষয় সাহিত্যদর্পণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—এই রসের স্থায়িভাব ক্রোধ, রক্তবর্ণ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র, শত্রু ইহার আলম্বন, শত্রুদিগের চেষ্টা, উদ্দীপন, মুষ্টিপ্রহার, পতন, বিকৃতচ্ছেদ, অবদারণ, সংগ্রাম ও সম্ভ্রমাদি দ্বারা এই রস উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ভ্রূবিক্ষেপ, ওষ্ঠনির্দ্দংশ, বাহুস্ফোটন, তর্জ্জন, আত্মাবদানকথন এই সকল এই রসের অনুভাব। আক্ষেপ, ক্রূরসন্দর্শনাদি, উগ্রতা, বেগ, রোমাঞ্চ, স্বেদ, বেপথু, মত্ততা, মোহ ও অমর্ষাদি ইহার ব্যভিচারিভাব।

"রৌদ্রঃ ক্রোধঃ স্থায়িভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ।
আলম্বনং রিপুস্তত্র তচ্চেষ্টোদ্দীপনং মতম্॥
মুষ্টিপ্রহারপতনবিকৃতচ্ছেদাবদারণৈশ্চৈব।
সংগ্রামসম্ভ্রমাদ্যৈরস্যোদ্দীপ্তির্ভবেৎ প্রৌঢ়া॥
ভ্রূবিভঙ্গোষ্ঠনির্দংশবাহুস্ফোটনতর্জ্জনাঃ।
আত্মাবদানকথনমায়ুধোৎক্ষেপণানি চ॥
অনুভাবাস্তথাক্ষেপক্রূরসন্দর্শনাদয়ঃ।
উগ্রতাবেগরোমাঞ্চস্বেদবেপথবো মদঃ।
মোহামর্ষাদয়শ্চাত্র ভাবাঃ স্যুর্ব্যভিচারিণঃ॥" (সা°দ°৩।২৩২)

রৌদ্ররসের সহিত হাস্য, শৃঙ্গার ও ভয়ানকরসের সহিত বিরোধ।

"রৌদ্রস্য হাস্যশৃঙ্গারভয়ানকরসৈরপি।
ভয়ানকেন শান্তেন তথা বীররসঃ স্মৃতঃ॥"(সাহিত্যদ° ৩।২৪২)

(পুং) রুদ্রস্যায়মিতি রুদ্র-অণ্। ২ রুদ্রতেজঃ, পর্য্যায় ঘর্ম্ম, প্রকাশ, দ্যোত, আতপ। (অমর) ইহার গুণ—কটু, রুক্ষ, স্বেদ, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণানাশক, দাহ ও বৈবর্ণ্যজনক এবং চক্ষুরোগবৰ্দ্ধক। (রাজব°)

জ্যোতিষে রৌদ্রের ৭টী নাম দেখিতে পাওয়া যায়। জঠর, পিঙ্গল, রৌদ্র, ঘোরাখ্য, কালসংজ্ঞিত, অগ্নিনামা ও হত এই ৭টী রৌদ্র।

প্রতিবৎসর একএকটী রৌদ্র অধিপতি হইয়া থাকে। যেরূপ, রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি প্রতিবৎসর এক একটী হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই সপ্ত রৌদ্রের মধ্যে এক একটী হইয়া থাকে, কোন বৎসর কোন রৌদ্র অধিপতি হইবে, তাহা গণনা দ্বারা স্থির করিতে হয়।

"জঠরঃ পিঙ্গলো রৌদ্রো ঘোরাখ্যঃ কালসংজ্ঞিতঃ।
অগ্নিনামা হতো রৌদ্রঃ সপ্ত রৌদ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"(জ্যোতিষ)

কোন কোন গ্রন্থে 'হত' এই নাম স্থলে প্রাণদাহ এই নাম লিখিত আছে।

এই রৌদ্রের ফল এইরূপ লিখিত আছে,—যে বৎসর পিঙ্গল রৌদ্র হয়, সেই বৎসর প্রজাক্ষয়, বহুরোগ ও সর্ব্বজীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে; জঠর রৌদ্র হইলে ব্রণাদি পিত্তরোগ ও মানবদিগের নানাবিধ ক্লেশ; অগ্নি নামক রৌদ্র হইলে উত্তাপ দ্বারা পৃথিবী শুষ্ক এবং জীবসমূহের নানাবিধ রোগ; রৌদ্রনামক রৌদ্রে চিত্তোদ্বেগ, নানা রোগ ও ব্রণাদি পীড়া; ঘোরনামক রৌদ্রে—অতিশয় উত্তাপ এবং বহুবিধ রোগ; কালনামক রৌদ্রে জীবসকল উত্তাপে অতিশয় পীড়িত এবং ব্রণাদি নানাবিধ রোগ ভোগ করিয়া থাকে।*

৩ হেমন্তঋতু। (হেম) ৪ যম। (ধরণি) ৫ কার্ত্তিকেয়। (ভারত ১।৩৮।১৩) (ত্রি) রুদ্র-অণ্। ৬ তীব্র।

"জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ।
ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ॥"
(বিজয়রক্ষিতধৃত হরিবংশবচন)

৭ ভীষণ। (মেদিনী) ৮ রুদ্রসম্বন্ধী। ৯ রুদ্রের উপাসক।

---

* "পিঙ্গলো রৌদ্রনামা চ কালরূপঃ প্রজাক্ষয়ম্।
স্পর্শনে বহুরোগঃ স্যাৎ সর্ব্বজীবসমুদ্ভবঃ।
জঠরো রৌদ্রনামা চ ঘোরধূম্রঞ্চ কারয়েৎ।
ব্রণাদিপিত্তরোগঞ্চ নানাক্লেশকরো নৃণাম্।
অগ্নিনামা যদা বর্ষে রৌদ্রো ভবতি নাম্নথা।
উত্তাপেন ক্ষিতিং শুষ্যেৎ নরাণাং রোগদো ভবেৎ।
রৌদ্রনামা মহারৌদ্রো ব্যাধেশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্।
চিত্তোদ্বেগং ব্রণং কুর্য্যান্নানারোগসমন্বিতম্।
ঘোরনামা মহারৌদ্রো ঘোরধূম্রঞ্চ কারয়েৎ।
উত্তাপেন সদা দগ্ধং নানারোগসমন্বিতম্।
কালনামা মহারৌদ্র উত্তাপে পীড়নং সদা।
নানারোগসমাযুক্তং ব্রণাদি কণ্ডুকং ভবেৎ॥" (জ্যোতিষ)

১০ বৃহস্পতি ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ। ১১ কেতুভেদ। ১২ অপদেবতাভেদ। এই অর্থে রৌদ্রশব্দ বহুবচনান্ত। ১৩ জাতিবিশেষ। ১৪ আদ্রানক্ষত্র। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রুদ্র। এই জন্য রৌদ্রনামে অভিহিত। ১৫ সামভেদ। ১৬ লিঙ্গভেদ।

রৌদ্রক (ক্লী) রুদ্রেণ কৃতং রুদ্র-(কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮) ইতি বুঞ্। রুদ্রকর্ত্তৃক কৃত।

রৌদ্রকর্ম্মন্ (ত্রি) রৌদ্রং কর্ম্ম যস্য। ভীষণকর্ম্মা, রৌদ্রকর্ম্মকারী। (ক্লী) ২ ভীষণ এইরূপ কর্ম্ম।

রৌদ্রগণ, ফলিত-জ্যোতিষোক্ত গণভেদ। এই গণে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি প্রতিদিন পাপাচারী হয়। (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

রৌদ্রতা (স্ত্রী) রৌদ্রস্য ভাবঃ তল টাপ্। রৌদ্রত্ব, রৌদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম।

রৌদ্রদর্শন (ত্রি) রৌদ্রং দর্শনং যস্য। ভীষণাকৃতি।

রৌদ্রধ্যানী, জৈনসম্প্রদায়ভেদ। (স্থবিরা° ১৭৮)

রৌদ্রপাদ (ক্লী) রৌদ্রস্য নক্ষত্রবিশেষস্য পাদং। আদ্রানক্ষত্রের পাদভেদ।

রৌদ্রমনস্ (ত্রি) রৌদ্রং মনোযস্য। ভয়ানক মনোযুক্ত। নিষ্ঠুরচিত্ত। ক্রূর।

রৌদ্রাগ্ন (ত্রি) রুদ্র ও অগ্নিসম্বন্ধীয়।

রৌদ্রায়ণ (পুং) রুদ্রের গোত্রাপত্য।

রৌদ্রাশ্ব (পুং) পুরুর পুত্র ও তদ্বংশীয় একজন রাজা।

রৌদ্রি (পুং) রুদ্রের গোত্রাপত্য।

রৌদ্রী (স্ত্রী) রৌদ্র-ঙীপ্। ১ রুদ্রজটা। (মেদিনী) ২ চণ্ডী। মহামায়া চামুণ্ডাদেবী রুরুনামক মহাদৈত্যকে বিনাশ করিয়া মহারৌদ্রী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

"এক এব মহাদৈত্যো রুরুস্তস্থৌ মহামৃধে।
স চ মায়াং মহারৌদ্রীং রৌরবীং বিসসর্জ্জ হ॥" ইত্যাদি।
(বরাহপু° ত্রিশক্তিমা°)

রৌদ্রীভাব (পুং) রুদ্রের ধর্ম্ম।

রৌধ (পুং) রোধস্যাপত্যং রোধ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। রোধের অপত্য।

রৌধাদিক (ত্রি) রুধাদিগণসম্বন্ধীয়।

রৌধির (ত্রি) রুধির-অণ্। রুধির সম্বন্ধীয়।

রৌপ্য (ক্লী) রূপ্যমেব অণ্। রূপ্য, রূপা। (রাজনি°) চলিত রূপা বা রূপো। ইহা একটী খনিজ পদার্থ এবং অষ্ট ধাতুর মধ্যে গণ্য। এই ধাতু হইতে নানারূপ অলঙ্কার ও ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত রোগে আয়ুর্ব্বেদ মতে স্বর্ণ বা লৌহযোগে রৌপ্যঘটিত ঔষধ প্রয়োগের বিধি আছে। ডাক্তার এমার্সন ঐ ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

এই ধাতু নানাস্থানে নানা নামে পরিচিত। হিন্দী, বাঙ্গলা, মরাঠী, দক্ষিণী, গুজরাটী ও ভোটে—চাঁদী, রূপা ও রূপ্পা; সিন্ধু প্রদেশে—রূপো, তামিল—বেল্লী, বেণ্ডি; তেলগু—বেল্লী, কাণাড়ী—বেল্লী; আরব—ফেদ্দা, ফিজা; পারস্য—সিম্, নুক্রাহ্; সংস্কৃত—শ্বেত, রজত, রৌপ্য; সিঙ্গাপুর—পেটী, রিঙ্গি; ব্রহ্ম—নোয়ে, চীন্—যিন্, পেকিন্; মলয়—পেরাক্, শলকা; যবদ্বীপে—শলাকা; মলয়ালম্—রিয়াকি; তুর্কী—খুসমুস্; ইংরাজী—Silver; দিনেমার—Solva; ওলন্দাজ—Silver; জর্ম্মণি—Silber, ফরাসী—Argent, ইতালী—Argento, লাটিন্—Argentum; পোলিস্—Srebro; পর্ত্তুগীজ—Prate; রুষ—Serebro, স্পেন—Plate; সুয়েডিস্—Silfver, হিব্রু—কেসেফ্।

কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য জগতে বহু পূর্ব্বকাল হইতেই রূপার আদর ও ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। ঋক্‌সংহিতায় (৮।২৯।২২) এবং বৈদিক ব্রাহ্মণাদিযুগেও ঋষিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার জানিতেন। পুরাণাদি এবং মন্বাদি স্মৃতিতে রূপার উল্লেখ দেখা যায়। স্মৃতিকারগণ ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের নিকট রৌপ্যদানগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহারা পতিত হইবেন না। এই সকল রত্ন তৎকালে ব্রাহ্মণগণ দেবসেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া দিতেন। [রজত দেখ]

প্রতীচ্য ভূমেও প্রাচীনকালে রূপার প্রচলন ছিল। মোজেসের লেখনীতে তাহা বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম পুস্তক বাইবেল গ্রন্থের জেনেসিস্ বিভাগে (xx. 16) প্রথমে রূপার উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত বিভাগের xxiii. 15, অংশে রূপার বাণিজ্যপ্রভাবের কথা আছে। জসুয়ায় (vi 18-19) লিখিত আছে "এই সকল অভিশপ্ত বস্তু হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু স্বর্ণ বা রৌপ্য যাহা আছে এবং লৌহ ও পিত্তল নির্ম্মিত পাত্রাদি ভোগবিলাসের সম্পত্তিরূপে সঞ্চয় না করিয়া দেবার্থে নিয়োগ করাই সর্ব্বতোভাবেই উচিত।" বাস্তবিক বাইবেল গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সংহিতা যুগ হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী নানাস্থানের হিন্দুগণ এই আচার বেদবৎ পালন করিয়া আসিতেছেন।

খনিতে রূপা কখন মূলধাতুরূপে, কখন বা ক্লোরিদ্, সালফাইড্ মিশ্রণে অথবা সীসক, স্বর্ণ, রসাঞ্জন, সেঁকো ও তাম্রাদিযোগে মিশ্রধাতুরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ মিশ্রধাতুকে যে প্রথায় পরিষ্কার করিতে হয়, সেই প্রণালীকে ইংরাজীতে Process of Amalgamation বলে। পরিষ্কৃত রৌপ্য চাঁদি

নামে অভিহিত। ইহাতে খাদ (Alloy) যোগ দিয়া সাধারণতঃ মুদ্রা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন কখন কোন ভিন্ন পদার্থের সহযোগে (Affected by re-agents) উহার প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া উহাদ্বারা অঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্য্যের উপযোগী অস্ত্রাদি (Surgical instruments) ও রসায়নকার্য্যের আবশ্যকীয় পাত্র-বিশেষ প্রস্তুত করিতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের নানাস্থানে, বিশেষতঃ কর্ণুলজেলা মথুরা ও মহিসুর প্রদেশে এবং লাসা, সানষ্টেট্, মার্ত্তাবান্, আসাম, কোচিন-চীন, যুনান্, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে মিশ্র অবস্থায় রূপা পাওয়া গিয়াছে।

রৌপ্যের দর সকল সময়ে সমান থাকে না। পূর্ব্বে রূপার দর অধিক ছিল, কিন্তু আমেরিকাতেও সোণা ও রূপার খনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে রূপার বাজার নরম পড়িয়াছে। ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ১ তোলা (১৮০ গ্রেণ) সোণার দাম ১৫ বা ১৬টী তুল্যমান রৌপ্যমুদ্রা ধার্য্য ছিল, কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৩ তোলা রূপা = ১ তোলা সোণার দাম চড়িয়াছিল, পরে এক সময়ে ২৭৲ হইতে ২৯৲ কোম্পানীর মুদ্রায় ১ ভরি পাকা সোণার দাম হইয়াছিল। সোণার বাজার প্রায় স্থির থাকায় এক্ষণে রূপার দর অনেকটা স্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রচলিত ২২৴০ রৌপ্যমুদ্রায় সভ্রেণ গিণীর ১ ভরি অর্থাৎ পাকা ১৫৲ তঙ্কায় ১ খানি গিণী। মুসলমান-রাজগণের রাজত্বে প্রচলিত সিক্কা মুদ্রার তুলনায় বর্ত্তমান মুদ্রা ৴০ এক আনা কম।

ইংলণ্ডের ৩য় এড্‌ওয়ার্ডের শাসনকালে রূপার দাম কম ছিল। রাণী এলিজাবেথের রাজ্যকালে তাহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। তৎপরে মেক্সিকো ও পেরুরাজ্যে রূপার খনি বাহির হওয়ায় ক্রমশঃ দর নামিতে থাকে এবং ১ম চার্লসের রাজত্বসময়ে তাহা এলিজাবেথিয় যুগের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যে বিক্রীত হয়। এইরূপে ইংলণ্ডেও টিউডরগণের রাজত্ব-কালের মধ্যভাগে রূপার যে দর ছিল, তাহার পাঁচ আনা আন্দাজ দর বলবৎ থাকে এবং ক্রেসির সময়কার দরের অর্দ্ধেক হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইংলণ্ডে মধ্যযুগে রূপার দর অধিক ছিল। তৎকালে ১ ঔন্স সোণা ১০ ঔন্স রূপার বিনিময়ে পাওয়া যাইত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডলার মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায় উহার পরিমাণ ১ : ১৫ অর্থাৎ ১৫টী স্বর্ণডলার পরিমিত একটী রৌপ্যডলার নির্দ্ধারিত হয়। আমেরিকার এই নূতন বিধিতে রূপার দর অত্যধিক বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীগণ ফাঙ্ক মুদ্রা প্রচলন করেন। তাহাতে ফরাসী-মন্ত্রী গডিন্ রূপার দাম কমাইয়া উহার পরিমাণ ১ : ১৫৷০ করিয়া দেন। তাহাতে বাজারে রূপার খেলা চলিতে লাগিল। ১৫টী ডলার পরিমিত রূপা দিয়া কেহ ১ ডলার পরিমিত সোণা ক্রয় করিতে পারিত না। মুদ্রাঙ্কণের পর উহা "Standard coin" বা প্রচলিত মুদ্রারূপে গৃহীত হওয়ায় সহজেই লোকে ১৫টী ডলার মুদ্রাবিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা ক্রয় করিতে পারিল। এই রৌপ্যমুদ্রায় কর্ম্মচারীদিগের বেতন দিবারও বেশ সুবিধা হইল। কারণ খাঁটিরূপা ১৫ ডলার পরিমাণ ও ১৫টী ডলারমুদ্রার মূল্য অনেক স্বতন্ত্র হইল। লোকের ঘরে যত রূপা ছিল, তাঁহারাও টাক্‌শালে আনিয়া চাঁদিরূপার মুদ্রা গড়াইয়া লইলেন, ইহাতে বাজারে রৌপ্য-মুদ্রার অধিক প্রচলন হইল। দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার পক্ষেও রৌপ্যমুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অধিক উপলব্ধি হইতে লাগিল। কেন না একটী স্বর্ণমুদ্রা না ভাঙ্গাইলে অথবা তন্মূল্যের দ্রব্য ক্রয় না করিলে স্বর্ণমুদ্রার বিনিময় সহজসাধ্য ছিল না। রৌপ্যমুদ্রার প্রচলনে এই অসুবিধা অপনোদিত হইল বটে, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন অনেক কমিয়া আসিল।

রূপা ও সোণার মূল্য আইনমতে ধার্য্য করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উক্ত উভয়প্রকার মুদ্রার বিনিময়ই সাব্যস্ত করা হইল। কিন্তু ঋণ পরিশোধ কালে স্বর্ণমুদ্রাদানে ক্ষতির আধিক্য দেখিয়া তাঁহারা এই bi-metallic system রহিত করিয়া দিলেন এবং সমগ্র স্বর্ণমুদ্রা ফ্রান্সে প্রেরণ করিলেন। ফরাসী-রাজসরকারে পূর্ব্ব হইতেই রূপার দর কম (under-valued) ধার্য্য হওয়ায়, তাঁহারা আমেরিকার bi-metallism প্রথা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং তাঁহারা দেশের রৌপ্যমুদ্রা আমেরিকাকে প্রত্যর্পণ করিলেন।

আমেরিকা হইতে স্বর্ণ স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া তদ্দেশ-বাসীরা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় উভয়প্রকার মুদ্রাপ্রচলনের প্রস্তাব করিলেন। তদনুসারে রূপার দর ১ : ১৬ ধার্য্য হইল। ইহাতে পুনরায় গোল বাধিল, রাজ্য পুনরায় রৌপ্য বা রৌপ্য-মুদ্রাশূন্য হইল এবং স্বর্ণমুদ্রা তাহার স্থান অধিকার করিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকার টাকশালে একটীও রূপার মুদ্রা প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমেরিকার Statute Book নামক রাজবিধিতে রূপাকে সোণার সমমূল্য (silver a legal tender equally with gold) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ তৎ পরবর্ত্তিকালে সোণারূপার দর বাজারে উঠিতেছে ও নামিতেছে। জর্ম্মণগণও ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর স্বর্ণমুদ্রার মূল্যানুরূপে এক প্রকার রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। ক্যালিফোর্ণিয়া ও

অষ্ট্রেলিয়ায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজারে যুগ-প্রলয় ঘটিয়াছে।

শোধিতরূপা রূপার পাত বা রূপালি (Silver leaf) সাধারণতঃ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ঔষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। হেকিমগণ আমলকীফলের (Phyllanthus Emblica) সহিত রূপার পাত অজীর্ণ অথবা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যজনিত রোগে সেবনের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যোজকত্বগোষরোগে (Conjunctivitis) Argentum Nitrus ১০ গ্রেণ জলে মিশাইয়া কজ্জল দিলে উপকার দর্শে। জালা অধিক বোধ হইলে যন্ত্রণাস্থানে লবণজল লাগাইয়া দিলে বেদনার উপশম হয়। কচ্ছপ্রদেশের ভুজনগরের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বেরেন্ সাহেব স্নায়ুর বলকারক ঔষধরূপে রৌপ্যভস্মের উল্লেখ করিয়া যান। উহার প্রস্তুত-প্রণালী—একভাগ সেঁকোবিষ অর্দ্ধগ্রেণ নেবুর রস ও ।/০ ভাগ রূপার পাত খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা নববস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। যথেষ্ট উত্তাপে অভ্যন্তরস্থ ঔষধ ভস্মীভূত হইলে তাহাকে পুনরায় লইয়া ঐ রূপে বস্ত্র ও মৃত্তিকালেপন দ্বারা চতুর্দ্দশবার দগ্ধ করিলে রৌপ্যভস্ম প্রস্তুত হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রূপার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। রূপার বাসন বা খেলানা প্রস্তুত করিতে ক্ষার বিশেষ কার্য্য করে। নাইট্রিকএসিড্ রূপার উপর বিশেষ কার্য্য করে, হাইড্রোক্লোরিক ও উত্তপ্ত সাল্ফিউরিক এসিড্ এবং উত্তপ্ত লবণজল ও একোয়া-রিজিয়া কতক পরিমাণে রূপান্তর ঘটাইতে সমর্থ।

নাইট্রিকএসিডে বাজারে রূপা (Commercial silver) ডুবাইলে বিশুদ্ধ রূপা পাওয়া যায়। পাত্রে যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ থাকে, তাহা জাল দিলে ক্লোরাইড্ অব সিল্ভার বাহির হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রূপার যে কয়টী মিশ্রপদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল,—

Suboxide of silver, Molybdate of Suboxide of silver, Protoxide of silver, Peroxide of silver, Sulphide of silver, Sub & Proto Chloride of silver, Bromide of silver, Iodide of silver, Sulphate of Silver Nitrate of silver বা Luner caustic. এতদ্ভিন্ন রৌপ্য হইতে triphosphate, pyrophosphate, metaphosphate, Carbonate, borate, chlorate, monochromate, bichromate ও arseniate প্রভৃতি লবণ বাহির হইয়া থাকে।

ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে হইলে শোধিত রৌপ্যের অভাবে কান্তলৌহ দেওয়া যাইতে পারে।

"সুবর্ণমথবা রৌপ্যং মৃতং যত্র ন লভ্যতে।
তত্র কান্তেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥" (ভাবপ্র০)

(ত্রি) ২ রৌপ্যবিশিষ্ট।

"স্বর্ণরৌপ্যায়সৈঃ শৃঙ্গৈঃ সঙ্কুলাং সর্ব্বতো গৃহৈঃ।"
(ভাগবত ৪।২৫।১৪)

রৌপ্যগিরি, প্রাচীন বিদেহরাজের অন্তর্গত একটী শৈল।

রৌপ্যময় (ত্রি) রৌপ্য-স্বরূপে ময়ট্। রৌপ্যস্বরূপ, রৌপ্যনির্ম্মিত।

রৌপ্যমুদ্রা, (Silver coinage) রৌপ্য ধাতু হইতে প্রস্তুত রাজচিহ্নাঙ্কিত রৌপ্যচক্র বা চতুষ্কোণ খণ্ড। ইহা মুদ্রা বা তঙ্কা নামে রাজাদেশে কার্য্যব্যাপারে বিনিময়স্বরূপ গৃহীত হইতে থাকে। ইংরাজরাজত্বে বর্ত্তমান যেরূপ রৌপ্যমুদ্রা বা টাকা=ষোল আনা বা ৬৪টী তাম্রমুদ্রা প্রচলিত আছে,মুসলমান অধিকারে সেরূপ সিক্কা প্রভৃতি মুদ্রা ছিল,ঐ মুদ্রার পরিমাণও স্বতন্ত্র। প্রাচীন হিন্দুরাজগণের অধিকারে নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজগণের অধিকারে ছেনী কাটা বা ছাঁচে ঢালাই যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিই কিছু কিছু খাদ মিশ্রিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সার্জ্জন মেজর সেকল্টন (Surgeon Major Sheklton) এক খানি পত্রিকায় ১০২ প্রকার স্বর্ণমোহর, ৩২ প্রকার হুণ বা পাগোডা, ১ প্রকার অর্দ্ধপাগোডা, ২৪ প্রকার সোণার ফানম্ (পরিমাণ ২·৬ হইতে ৫·৯ গ্রেণ) ও ২১ প্রকার বৈদেশিক স্বর্ণমুদ্রা, এবং রৌপ্যের মধ্যে ৪৫৬ প্রকার রূপী, ২৩ প্রকার আধুলী, ৬ প্রকার ফানম্ ও ১টী দামড়ী মুদ্রার খাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া যান।

আবুলফজলের লেখনী হইতে জানা যায় যে, ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুনের নিকট হইতে দিল্লীসিংহাসন অধিকার করিয়া শেরশাহ প্রথমে ভারতে স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করেন। ঐ শেরশাহী মুদ্রার এক পৃষ্ঠে ইস্লামধর্ম্মের নিশানা ও অপর পার্শ্বে পারস্যভাষায় শেরশাহের নাম লেখা ছিল। তাহার পূর্ব্বে ভারতে আরব-দেশীয় রূপার দরহাম্, স্বর্ণ দিনার ও তামার ফুলাস্ প্রচলিত থাকে। পাঠান ও মোগলের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল মুদ্রাও এদেশে আনীত হয়। প্রাচীন হিন্দু ও শক-রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা সেই বিপ্লবের দিনে একরূপ লোপ পাইয়াছিল। [বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রাতত্ত্ব শব্দে দেখ।]

সম্রাট্ অকবর শাহ শেরশাহীমুদ্রার সংস্কার করিয়া চতুষ্কোণ রৌপ্য জালালীমুদ্রা প্রচলন করেন। উহার ওজন ১১।০ মাষা। ইহাকে 'চারি-ইয়ারী' মুদ্রাও বলিত। কারণ ইহার চারিকোণে মহম্মদ, আবুবকর, ওমার ও ওস্মানের নাম এবং কিনারায় আলীর নাম খোদিত ছিল। তৎকালে ভারতের নানাস্থানে

নানারূপ মাষাপরিমাণ প্রচলিত থাকায় মুদ্রাবিশেষের ওজন-নির্দ্দেশের বড়ই অসুবিধা ছিল। অধ্যাপক কোলব্রুক্ অকবর-শাহের রাজ্যকালের বহুসংখ্যক পরিষ্কার স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার ওজন লইয়া ১৭০.৫ গ্রেণ মাষার গড় ধার্য্য করেন। অর্থাৎ এক একটী বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা ১৭৪.৪ গ্রেণ পরিমাণে অকবর-শাহের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর, শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সময়ে যে সকল মুদ্রা অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণও ১৭৫ গ্রেণ। মহম্মদশাহের রাজত্বকালে সুরাট্, দিল্লী, আহ্মদাবাদ ও বাঙ্গালায় ঐরূপ ওজনের মুদ্রাই ঢালাই হইয়াছিল। সুতরাং মোগলাধিকারের আকবরী, জাহাঙ্গীরী, শাহজহানী, আলমগিরী, মহম্মদশাহী, আহ্মদশাহী, শাহআলমী (১৭৭২ খৃঃ) মুদ্রা একরূপই ছিল। মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য হিন্দু-রাজাধিকৃত প্রদেশে মোগলসম্রাট্‌গণের নাম রাখিয়া স্বতন্ত্র মুদ্রাঙ্কণ চলে। ইংরাজের আধিপত্য-বিস্তারের সঙ্গে প্রচলিত মুদ্রারও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। নানাস্থানে নানারূপ মুদ্রা প্রচলিত থাকায় ও দ্রব্যবিনিময়ে মুদ্রার মূল্যবিভ্রাট্ ঘটায় ইংরাজকোম্পানি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩৫ ধারা দ্বারা শাহআলমের রাজত্বকালে ১৯ বর্ষে সিক্কামুদ্রার সহিত দিল্লীর প্রাচীনমুদ্রার সমান করিয়া লন। মোগল সম্রাট্‌গণের সুরাটী মুদ্রার পরিমাণ ১৭৮.৩১৪ গ্রেণ ছিল। উহাতে ১৭২.৪ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপা থাকায় উহার মূল্য দিল্লী মুদ্রার সহিত সমান ছিল। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে সুরাটী মুদ্রা ১৭৯ গ্রেণ ওজন ১৬৪.৭৪ বিশুদ্ধ রূপায় পুনরায় ঢালাই হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ বোম্বাই ও মান্দ্রাজের মোহর ও টাকা ১৮০ গ্রেণ ধার্য্য করিয়া ঢালাই করান। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্কটী টাকা ১৭০ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপায় প্রস্তুত হইত, তৎপরে ১৬৬.৪৭৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ বা ১৭৬.৪ গ্রেণ ওজনে ঐ টাকা প্রস্তুত হয়। পরে ১৮০ গ্রেণ ওজনই চলিত হয়।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় প্রথমে যে সিক্কা মুদ্রা ঢালাই করেন, তাহার এক পৃষ্ঠায় "হমি-ই-দিন্-ই-মহম্মদ, সয়া-হি ফজলউল্লা সিক্কা জাদ বরহফত কিস্‌বর শাহআলম বাদশা" এবং এবং অপর পৃষ্ঠে 'মুর্শিদাবাদ' ও মোগলসম্রাট শাহআলম্ বাদশাহের 'সৌভাগ্যশালী রাজ্যের ১৯শ বর্ষ' অঙ্কিত হয়। পশ্চিম-ভারতের ফরুখাবাদ, বারাণসী ও সাগর নগরের টাঁকশালে যে মুদ্রা প্রস্তুত হয়, তাহার এক পৃষ্ঠে ঐরূপ নাম ও উল্টাদিকে 'ফরুখাবাদ' নগর এইরূপ মুদ্রাঙ্কণ আছে। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই মিণ্টের টাকায় ঐরূপ স্থানের নামের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত মুদ্রার এক পার্শ্বে রাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন মূর্ত্তির দুই ধারে Queen Victoria লেখা এবং উল্টাদিকে One Rupee এক রূপেয়া। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারত ইংরাজ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ১৮৬২ খৃঃ যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট মণ্ডিত আবক্ষ মূর্ত্তির পার্শ্বে Queen Victoria এবং উল্টা পিঠে One Rupee India 1862 লেখা হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৬ আনায় এক টাকা হয়। কিন্তু রূপা বা তামার আনা মুদ্রা হয় নাই। তামার অর্দ্ধ আনা বা দুই পয়সা, এক পয়সা, অর্দ্ধ পয়সা ও পাই পয়সা প্রস্তুত হইয়াছিল। উহাতে সিংহ ও ইউনিকরণ মূর্ত্তি এবং Auspicis regis at Senatua Anglae লেখা ছিল। উহার অপর পার্শ্বে 'East India Company—Half anna, দো পাই' লেখা থাকে। ঐ তাম্র মুদ্রাগুলির পরিমাণ—

ডবল পয়সা—২০০ গ্রেণ (Troy)
এক পয়সা—১০০ „ „
অর্দ্ধ পয়সা— ৫০ „ „
পাই পয়সা—৩৩⅓ „ „

বাঙ্গালায় প্রথমে যে স্বর্ণমোহর প্রচলিত ছিল, তাহাতে ৯৯।০ ভাগ সোণা ॥০ খাদ দেখা যায়। ১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ ধারা অনুসারে $\frac{11}{12}$ সোণা ও $\frac{1}{12}$ খাদ মিশাইবার ব্যবস্থা হয়। পরে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ বিধিতে ঐ খাদ ধার্য্য করিয়া ৩০ টাকা মূল্যে এক খানি ডবল মোহর, ১৮০ গ্রেণ ওজনের ১৫ টাকা মূল্যে মোহর, ১০ টাকা মূল্যে ⅔ মোহর এবং ৫ টাকা মূল্যে ⅓ মোহর প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২৩ নং মুদ্রাধারা (Indian Coinage Act XXIII of 1870) রাজবিধি রূপে গৃহীত হইয়া ঐরূপ মোহরাঙ্কনই প্রচলিত হয়। কেবল ডবল মোহরের মূল্য ৩২ টাকা ধার্য্য থাকে। মুদ্রার পরিমাণ মোহরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৬০ গ্রেণ ও ৯১৬.৬৬৬ কস্ (touch)। মুর্শিদাবাদে যে আসরফি মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার পরিমাণ ১৯০.৮৯৫ গ্রেণ (troy) সিন্দে ও হোলকর-রাজ প্রাচীন উজ্জয়িনীতে রৌপ্যমুদ্রা চালাইতেন। হায়দরাবাদে আসফ্‌জাহী রাজবংশের আধিপত্য কালে সামসিরি ও হালী সিক্কা ও তামার ঢেবুয়া চলিত ছিল। ত্রিবাঙ্কুরে ফানম্ ও চক্রম্ মুদ্রা চলিত।

আসামে দুই প্রকার রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটীর ওজন ৫৬৯ গ্রেণ ও অপরটী ৫৮৯৫ গ্রেণ। এরূপ বৃহৎ মুদ্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

রৌপ্যায়ণ (পুং) রূপ্যের গোত্রাপত্য।

রৌপ্যায়ণি (পুং) রূপ্যের গোত্রাপত্য।

রৌম (ক্লী) রুমায়াং লবণাকরে ভবং, রুমা-অণ্। শাম্ভরিলবণ। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

রৌমক (ক্লী) শাম্ভরিলবণ। রুমনদী হইতে এই লবণ জন্মে, এই জন্য ইহার নাম রৌমক হইয়াছে।

"শাকম্ভরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যা রৌমকস্তথা।" (ভাবপ্র°)

রৌমকীয় (ত্রি) রোমক চতুর্ষু অর্থেষু (কৃশাখাদিভ্যশ্ছণ। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রোমকদেশবাসী। ২ রোমকদেশ। ৩ রোমকদেশের অদূরভব। ৪ রোমকদেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমণ্য (ত্রি) রোমণদেশবাসী বা রোমণসম্ভব। (পা° ৪।২।৮০)

রৌমলবণ (ক্লী) রৌমং লবণমিতি। শাম্ভরিলবণ। (রত্নমা°)

রৌমশীয় (ত্রি) রোমশ চতুর্ষু অর্থেষু (কৃশাখাদিভ্যশ্ছণ্। পা ৪।২।৮০) ইতি ছণ্। ১ রোমশ দেশবাসী। ২ রোমশভব। ৩ রোমশদেশের অদূরভব। ৪ রোমশ দেশ হইতে নিবৃত্ত।

রৌমহর্ষণক (ত্রি) রোমহর্ষণ সংযুক্ত।

রৌমহর্ষণি (পুং) রোমহর্ষণ ঋষির গোত্রাপত্য।

রৌম্যায়ণ (ত্রি) রোমণসম্বন্ধীয়। (পা° ৪।২।৮০)

রৌম্য (পুং) মহাদেব। (মহাভারত ১৩।১৭) বহুবচনপ্রয়োগে অগ্নির অনুচর অপদেবতাবিশেষকে বুঝায়।

রৌরব (পুং) রুরুর্জন্তুবিশেষস্তস্যায়মিতি রুরু-অণ্। ১ ঘোর। ২ নরকবিশেষ, রৌরব নরক। (মেদিনী) এই নরক দুই হাজার যোজন বিস্তৃত। এই নরক অতি ভয়ানক, যাহারা কূট-সাক্ষী এবং মিথ্যাবাদী, তাহাদের এই নরক হইয়া থাকে।

"রৌরবে কূটসাক্ষী তু যাতি যশ্চানৃতী নরঃ।
তস্য স্বরূপং বদতো রৌরবস্য নিশাময়॥
যোজনানাং সহস্রে দ্বে রৌরবো হি প্রমাণতঃ।
জানুমাত্রপ্রমাণস্তু তত্র শ্বভ্রং সুদুস্তরম্॥" ইত্যাদি।

(মার্কপু° পিতাপুত্রনামাধ্যায়) [নরকশব্দে দেখ]

(ত্রি) ৩ চঞ্চল। ৪ ধূর্ত্ত। ৫ ঘোর। (শব্দরত্না°) রুরো-র্মৃগস্যেদমিতি অণ্। ৬ মৃগসম্বন্ধী।

"কার্ষ্ণরৌরববাস্তানি চর্ম্মাণি ব্রহ্মচারিণঃ।
বসীরন্নানুপূর্ব্বেণ শাণক্ষৌমাবিকানি চ॥" (মনু ২।৪১)

(ক্লী) ৭ সামভেদ। (ঐত° ব্রা° ৩।১৭)

রৌরব, শৈবধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ। অভিনবগুপ্ত ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

রৌরবক (ক্লী) রুরুণা কৃতং (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪।৩।১১৮) ইতি রুরু-বুঞ্। রুরু কর্ত্তৃক কৃত।

রৌরুকিন্ (পুং) রুরুকপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ভেদ।

রৌশর্ম্মন্ (পুং) আতঙ্কদর্পণপ্রণেতা বাচস্পতির ভ্রাতা ও প্রমোদের পুত্র। ইনি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।

রৌহিক (ত্রি) রুহ ইব (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৩।১০৮) ইতি ইবার্থে ঠক্। রুহের ন্যায়; রুহতুল্য।

রৌহিণ (ক্লী) রোহিণমেব স্বার্থে অণ্। দিনমানের নবম মুহূর্ত্ত, একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধে পূর্ব্বাহ্লকালে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া রৌহিণকাল লঙ্ঘন করিতে নাই, অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে শ্রাদ্ধ সমাপন করিতে হইবে। যদি সঙ্গব মুহূর্ত্তের পর রৌহিণ পর্য্যন্ত তিথি লাভ হয় এবং পর দিন তিন মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ তিথি যদি থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধ হইবে। কিন্তু উভয় দিন যদি সঙ্গব মুহূর্ত্ত লাভ হয়, তাহা হইলে কিন্তু পরদিনে শ্রাদ্ধ হইবে।

"ততশ্চ পূর্ব্বদিনে সঙ্গবাৎ পরং রৌহিণপর্য্যন্তং তিথের্লাভে পরদিনে মুহূর্ত্তত্রয়মাত্রে তত্তিথিলাভে পূর্ব্বদিনে শ্রাদ্ধং।"(শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

(পুং) রুহ-ইনন্ স্বার্থে অণ্। ২ চন্দন বৃক্ষ। (ত্রিকা°)

রৌহিণক (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৫)

রৌহিণায়ন (পুং) রোহিণস্য গোত্রাপত্যং রোহিণ অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি অপত্যার্থে ফঞ্। রোহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণি (পুং) ১ সামভেদ। ২ রোহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিণেয় (পুং) রোহিণ্যা অপত্যমিতি রোহিণী (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২২) ইতি ঢক্। ১ বলদেব, (ভারত ১।১৯২।১৯) ২ বুধগ্রহ। (অমর) ৩ পুরুষোত্তমস্থিত তীর্থপঞ্চকের অন্যতম তীর্থবিশেষ। পুরুষোত্তমে যাইয়া পঞ্চতীর্থ করিতে হয়, পুরুষোত্তমস্থ পঞ্চতীর্থ করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না।

"মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (তীর্থতত্ত্ব)

(ক্লী) ২ মরকত মণি। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ গোবৎস। (মেদিনী)

রৌহিণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

রৌহিণ্য (পুং) রোহিণের গোত্রাপত্য।

রৌহিত (ত্রি) ১ রোহিতমৎস্য সম্বন্ধীয়। ২ রোহিতমনুর পুত্র। ৩ কৃষ্ণের পুত্রভেদ।

রৌহিতক (ত্রি) রোহিতক কাষ্ঠসম্ভূত।

রৌহিত্যায়নি (পুং) রৌহিত্যের গোত্রাপত্য।

রৌহিদশ্ব (পুং) বসুমনার বংশধর। রোহিদশ্বের গোত্রাপত্য।

রৌহিষ (ক্লী) রোহতীতি রুহ—(রুহের্বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।৪৮) ইতি টিষচ্, ধাতোশ্চ বৃদ্ধিঃ। কত্তৃণ, রোহিষতৃণ, পর্য্যায় দেব-জগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতীক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক, ধূপগন্ধিক। গুণ—তিক্ত, কটুপাক, হৃদ্য, ও কণ্ঠব্যাধি, পিত্ত, অম্ল, শূল, কাস ও জরনাশক। (ভাবপ্র°)

(পুং) ২ মৃগবিশেষ। (অমর) ৩ রোহিতমৎস্য। (অজয়পাল)

রৌহিষী (স্ত্রী) রোহিষ-ঙীপ্। ১ মৃগী। ২ দূর্ব্বা।

(সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

রৌহী (স্ত্রী) স্ত্রী মৃগ।

ল

ল, লকার। যবর্গের তৃতীয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অষ্টাবিংশ বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। এই বর্ণ উচ্চারণে অভ্যন্তর প্রযত্ন, জিহ্বাগ্র দ্বারা দন্তমূলের ঈষৎ স্পর্শ, এইজন্য এইবর্ণের ঈষৎ স্পৃষ্টতা, বাহ্যপ্রযত্ন সংবার, নাদ ও ঘোষ, অল্প প্রাণ।

বঙ্গভাষায় ইহার লিখনপ্রণালী—

বামদিক্ হইতে দক্ষিণ দিকে তিনটী কুণ্ডলী করিয়া ঊর্দ্ধাধোভাবে একটী রেখা করিলে এই অক্ষর হইয়া থাকে, এই তিনটী কুণ্ডলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিশক্তি অবস্থিত আছেন।

"কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্তা বামাদ্দক্ষগতা ত্বধঃ।
পুনরূর্দ্ধগতা রেখা তাসু নারায়ণঃ শিবঃ।
ব্রহ্মশক্তিশ্চ সন্তিষ্ঠেৎ ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

ইহার নাম বা পর্য্যায় চন্দ্র, পূতনা, পৃথ্বী, মাধব, শক্র, বলানুজ, পিণাকীশ, ব্যাপক, মাংস, খড়্গী, নাদ, অমৃত, দেবী, লবণ, বারুণীপতি, শিখা, বাণী, ক্রিয়া, মাতা, ভামিনী, কামিনী, প্রিয়া, জ্বালিনী, বেগিনী, নাদ, প্রদ্যুম্ন, শোষণ, হরি, বিশ্বাত্মা, মন্ত্র, বলী, চেতঃ, মেরু, গিরি, কলা ও রস।*

ইহার ধ্যান—

"চতুর্ভুজাং পীতবস্ত্রাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্।
সর্ব্বদা বরদাং ভীমাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্॥
যোগীন্দ্রসেবিতাং নিত্যাং যোগিনীং যোগরূপিণীম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং দেবীং নাগহারোপশোভিতাম্।
এবং ধ্যাত্বা লকারস্য তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

এইরূপে ধ্যান করিয়া লকার দশবার জপ করিতে হয়। এই লকার কুণ্ডলীত্রয়সংযুক্ত, পীত বিদ্যুল্লতাকার, সর্ব্বরত্নপ্রদায়ক, পঞ্চদেব ও পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিশক্তি ও ত্রিবিন্দুময় এবং আত্মাদি তত্ত্বের সহিত এই বর্ণকে হৃদয়দেশে ভাবনা করিতে হয়।

"লকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলীত্রয়সংযুতম্।
পীতবিদ্যুল্লতাকারং সর্ব্বরত্নপ্রদায়কম্॥
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা।
ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা।
আত্মাদিতত্ত্বসহিতং হৃদি ভাবয় পার্ব্বতি॥" (কামধেনুতন্ত্র)

মাতৃকান্যাসে এই বর্ণ—ককুদ্ দেশে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই, প্রয়োগ করিলে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে।

"ব্যসনঞ্চ লবৌ" (বৃত্তরত্না০টীকা)

ল, (ক্লী) লীয়তেঽত্রেতি লী অভিধানান্নিক্তপপদেঽপি ডঃ। ১ পৃথিবীবীজ। 'লমিতি পৃথ্বীবীজং' 'লং' এই মন্ত্র পৃথিবীর বীজ। ভূতশুদ্ধিকালে এই মন্ত্রদ্বারা ন্যাস করিতে হয়। ২ অদ্ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। "অদ্ লৌ ভক্ষণে", এইস্থলে ল অনুবন্ধ অর্থাৎ "ইৎ"বিশেষ, কেবল অদ্ধাতুই বুঝাইবে। ৩ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত লঘু সংজ্ঞক গণবিশেষ। ছন্দের লক্ষণে লকার বলিতে একটী লঘুবর্ণ বুঝাইবে।

"গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।" (ছন্দোম০)

(পুং) ৪ ইন্দ্র। ৫ মেদিনী)

ল' (ইংরাজী Law শব্দ) রাজবিধি, আইন।

লই (হিন্দী) নেওয়া। গ্রহণ।

লওন (দেশজ) ১ গ্রহণ। ২ অবনত হওন।

লওয়াজিম্ (আরবী) আবশ্যকীয় বস্তু। গৃহের আস্‌বাব্।

লওয়ান (দেশজ) ১ চাতুরীপূর্ব্বক ভুলাইয়া আনয়ন। ২ তোষামোদদ্বারা মতানুবর্ত্তন করণ। ৩ মনোরঞ্জক বাক্যে রমণীকে কুপথে প্রবর্ত্তন।

লক্ (দেশজ) ১ রেশমী সূত্র।

লক্, রসোপাদান, আস্ত্ররসাস্বাদন। চুরাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ লাকয়তি। লোট্ লাকয়তু। লুঙ্ অলীলকৎ।

লক্‌লক্ (দেশজ) মুখব্যাদানপূর্ব্বক জিহ্বাকম্পন দ্বারা অব্যক্ত শব্দ।

লকচ (পুং) লকুচ বৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

লকত্রাই, বঙ্গের পার্ব্বত্যত্রিপুরার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। পার্ব্বত্য অধিবাসীদিগের দেবতা বিশেষের নাম হইতে এই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। ইহা পার্ব্বত্য ত্রিপুরার উত্তরদিকে ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া শ্রীহট্টের সমতলক্ষেত্রে মিশিয়াছে। গিরিশৃঙ্গ থেঙ্পুই ও সিম্ বাসিয়া যথাক্রমে ১৫৮১ ফিট ও

---

* "লশ্চন্দ্রঃ পূতনা পৃথ্বী মাধবঃ শক্রবাচকঃ।
বলানুজঃ পিণাকীশো ব্যাপকো মাংসসংজ্ঞিতঃ॥
খড়্গী নাদোঽমৃতং দেবী লবণং পৃথিবীপতিঃ।
শিখাবাণী ক্রিয়া মাতা ভামিনী কামিনী প্রিয়া॥
জ্বালিনী বেগিনী নাদঃ প্রদ্যুম্নঃ শোষণো হরিঃ।
বিশ্বাত্মমন্ত্রো বলী চেতো মেরুর্গিরিকলারসঃ॥" (তন্ত্রশাস্ত্র)

১৫৫৪ ফিট্ উচ্চ। এই পার্ব্বত্য ভূভাগে বাঁস ও শালবন আছে। বর্ত্তমান মানচিত্রে ইহা লাঙ্গতারাই নামে লিখিত।

লকবল্লী, মহিসুর-রাজ্যের কদুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫০৪ বর্গ মাইল। ৭৯৯ খানি গ্রাম লইয়া এই উপ-বিভাগ গঠিত। চন্দ্রদ্রোণ বা বাবাবুদন শৈলমালা এই উপ-বিভাগের দক্ষিণাংশে বিস্তৃত আছে। বাবাবুদন শৈলের সর্ব্বত্র এবং বনমালা-সমাকীর্ণ জাগর উপত্যকায় কাফিচাষের বহু বিস্তৃত উদ্যানরাজি বিরাজিত দেখা যায়। পশ্চিমাংশে ভদ্রানদীর উভয় কূলে লকবল্লী গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত শাল ও সেগুণ বন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৪২´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪১´ ৪০´´। রাজা বজ্রমুকুট রায়ের সুপ্রাচীন রাজধানী রত্নপুরী ইহার সন্নিকটেই অবস্থিত। যেদেপল্লী নগরে বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত আছে।

লকার (পুং) ল-স্বরূপে কারঃ। লস্বরূপবর্ণ, লকার এই অক্ষর।

"অনুকূলাং বিমলাঙ্গীং কুলজাং কুশলাং সুশীলসম্পন্নাং।
পঞ্চলকারাং ভার্য্যাং পুরুষঃ পুণ্যোদয়াল্লভতে॥" (উদ্ভট)

লকি, পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১২৬৯ বর্গ মাইল। অক্ষা° ৩২° ১৬´ হইতে ৩২° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ২৫´ ১৫´´ হইতে ৭০° ১৮´ ৪৫´´ পূঃ মধ্য। কুরাম ও তোচী-বিধৌত উপত্যকার দক্ষিণ প্রান্তর লইয়া এই তহসীল গঠিত। এখানে মারবাত্ নামক একটী জাতির বাস আছে। তাহাদের প্রাধান্যহেতু পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী লোকে ইহাকে মার্ব্বাৎ বিভাগ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া থাকে। কিন্তু লকি নগরে রাজকীয় সদর প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরকারী বিবরণীতে উহা লকি নামে গৃহীত হইয়াছে।

এই স্থান বালুকাপূর্ণ বলিয়া কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা নাই। গম্ভীলা প্রভৃতি পর্ব্বতগাত্রবাহী কএকটী স্রোতস্বিনী ভিন্ন এখানে ভালরূপ জল সরবরাহ হয় না। অধিকাংশ নদীতেই বর্ষা ব্যতীত অপর ঋতুতে জল থাকে না। কেবল বালুময় জলখাত পতিত থাকে মাত্র। যেখানে বালুর মাত্রা কম, সেই খানে অধিবাসিগণ একত্র হইয়া বাস করে। উহাই এক একটী গ্রামরূপে গণ্য। বর্ষার সময় জলপ্রবাহ গ্রাম সন্নিকটস্থ নিম্নভূমে সঞ্চিত হইবার জন্য গ্রামবাসিগণ নালা কাটিয়া দেয় এবং সেই খাতে বাঁধ দিয়া জল বাধিয়া রাখে। অনেক গ্রামে তাহারা এক একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও কাটিয়া লয়, কিন্তু বালুকাময় মৃত্তিকায় তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন অধিবাসিগণ একমাত্র গম্ভীলা নদী হইতে অথবা ১০ হইতে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত দূরবর্ত্তী পর্ব্বত মধ্যস্থিত জলখাত বা পুষ্করিণী হইতে জল আনয়ন করিয়া থাকে। গাধা বা বলদের পৃষ্ঠে জলের মশক চাপাইয়া রমণীরাই জল আনে, কখন কখন তাহারা নিজেও কিছু কিছু সঙ্গে লয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং মার্ব্বাৎ বা লকি তহশীলের বিচার সদর। গম্ভীলা নদীর দক্ষিণকূলে এড্ওয়ার্ডসাবাদের ১৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৩৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৫৭´ পূঃ। এই নগরের অপর পারে পূর্ব্বতন ঈশানপুর নগর ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে শিখগবর্মেণ্টের রাজস্বসংগ্রাহক ফতে খাঁ তিবানা এখানে দুর্গ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে একটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। গম্ভীলা নদীর প্রবল বন্যায় নগরভাগ জলপ্লাবিত হওয়ায় এবং কুরম ও গম্ভীলা-সঙ্গমস্থ খাড়ি-জাত মশকের দৌরাত্ম্যে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী ঐ রাজধানী পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অপর পারস্থিত বালুকাপূর্ণ উচ্চ বেলাভূমে নগর পরিবর্ত্তন করেন। এখানে পূর্ব্বে মীণাখেল, খোয়েদাদখেল ও সৈয়দখেল নামে তিনটী গ্রাম ছিল, ঈশানপুরের অধিবাসীরাও পরে নূতন নগরে আসিয়া সমবেত হয় এবং কয়টী গ্রামের লোক একত্র হওয়ায় একটী সমৃদ্ধিশালী নগর গঠিত হয়। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এই নগর অপেক্ষাকৃত শ্রীসম্পন্ন।

লকি, সিন্ধুপ্রদেশের করাচী জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী।
[লখি দেখ।]

লকি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শিকারপুর জেলার একটী নগর।
[লখি দেখ।]

লকুচ (পুং) লক্যতে ইতি লক স্বাদে+বাহুলকাচ্চুচঃ। বৃক্ষ-বিশেষ। চলিত ডহুয়া, মাদার। পর্য্যায়—লিকুচ, শাল, কষায়ী, দৃঢ়বল্কল, ডহু, কার্শ্য, শূর, স্থূলস্কন্ধ। ইহার গুণ—তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, লঘু, কণ্ঠদোষহর, দাহজনক ও মল-সংগ্রহকারক।

ভাবপ্রকাশমতে পর্য্যায়—ক্ষুদ্রপনস, ডহু। আমগুণ—উষ্ণ, গুরু, বিষ্টম্ভকর, মধুর, অম্ল, ত্রিদোষবর্দ্ধক, রক্তকর, শুক্র ও অগ্নিনাশক, চক্ষুর অহিতকর। সুপক্কগুণ—মধুর, অম্ল, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বৃষ্য ও বিষ্টম্ভক।" (ভাবপ্র°)

লকুচগ্রাম, বিন্ধ্যপাদমূলস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্রহ্ম খ° ৮।৬২)

লকুট (পুং) লগুড়।

লকুটিন্ (ত্রি) লগুড়-হস্ত। লগুড় লইয়া গমনকারী।

লকুল (পুং) ল অক্ষরের অনুপ্রাসযুক্ত। ল বহুল।

লকুলিন্ (পুং) মুনিবিশেষ।

লকুল্য (ত্রি) লকুলসম্বন্ধীয়।

লক্কা (আরবী) ১ বিস্তৃতপুচ্ছ পারাবতভেদ (Fantailed pigeon)। ২ লক্কা পায়রার মত ফিট্‌ফাট্‌ অর্থাৎ নির্গুণ ব্যক্তিকে বুঝায়।

লক্কাপায়রা (দেশজ) কপোতভেদ। ইহাদের পুচ্ছ প্যাখম ধরা ময়ূরপুচ্ছের মত। বর্ণ নানা প্রকার দেখা যায়।

লক্কক (পুং) রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৮।৪৩৪)

লক্ত (ত্রি) রক্তবর্ণ, লাল।

লক্তক (পুং) রক্তেন রক্তবর্ণেন কায়তীতি কৈ-ক রস্য লত্বং, বা লক্যতে হীনৈরাস্বাদ্যতে অনুভূয়তে লক কর্ম্মণি ক্ত, ততঃ স্বার্থে কঃ। ১ অলক্তক, আলতা।

"প্রকৃত্যা লক্তকরসপ্রাখ্যৌ তত্রসবর্জ্জিতৌ।
তথৈব রেজতুস্তস্যাশ্চরণৌ পদ্মবর্চ্চসৌ॥" (রামায়ণ ২।৬০।১৬)

২ জীর্ণবস্ত্রখণ্ড, চলিত-নেকড়া, পর্য্যায়—কর্পট, নক্তক। (ভরত)

লক্তকর্ম্মন্ (পুং) লক্তং রক্তবর্ণং করোতীতি কৃ-মনিন্। রক্তবর্ণ লোধ্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

লক্তনচন্দ্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৭।১১৭৪)

লক্ষ, ১ দর্শন। ২ অঙ্ক। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্ লক্ষয়তি-তে। লোট্-লক্ষয়তু-তাং। লুঙ্ অললক্ষৎ-ত।

লক্ষ (ক্লী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-অচ্। ১ ব্যাজ। ২শরব্য, লক্ষীভূত।

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥" (মনু ৭।৫৪)

৩ পদ। ৪ চিহ্ন। ৫ সংখ্যাভেদ, লক্ষসংখ্যা, একশত হাজার লাক্, দশ অযুত সংখ্যা।

"তস্যৈকাদশভিমিত্রৈঃ সহাষাতৈর্যুতস্য চ।
লক্ষমভ্যধিকং দেব বর্ত্ততে বরবাজিনাম্॥"
(কথাসরিৎসা° ৪৩।১০৯)

সংখ্যাভেদ অর্থে লক্ষশব্দ ক্লীব ও স্ত্রী এই দুই লিঙ্গই হইয়া থাকে।

লক্ষক (ক্লী) লক্ষয়তীতি লক্ষ-ণ্বুল্। লক্ষণের নিমিত্ত অর্থবোধক শব্দ।

"যাদৃশার্থস্য সম্বন্ধবতি শক্তস্ত যদ্ভবেৎ।
তত্র তল্লক্ষকং নাম তচ্ছক্তিবিধুরং যদি॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

লক্ষণ (ক্লী) লক্ষ্যতেঽনেনেতি লক্ষ-ল্যুট্। যদ্বা লক্ষেরট্ চ। উণ্ ৩।৭) ইতি নপ্রত্যয়স্তস্যাড়াগমশ্চ। ১ চিহ্ন। ২ নাম। (মেদিনী) লক্ষ্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি লক্ষণং। যাহাদ্বারা জানা যায়, তাহাকে লক্ষণ কহে। এই লক্ষণ দ্বিবিধ ইতরভেদানুমাপক ও ব্যবহারপ্রযোজক। (ন্যায়মত)

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।
লক্ষণস্বনভিজ্ঞানাং তদভিজ্ঞানসূচকম্॥" (বোপদেব)

কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের নিয়ামক অভিধান এবং অনভিজ্ঞদিগের অভিজ্ঞানসূচকই লক্ষণপদবাচ্য। লক্ষে লক্ষার্থের অভিনিবেশকে লক্ষণ কহে। সমান ও অসমানজাতীয় ব্যবচ্ছেদই লক্ষণার্থ।

"সমানাসমানজাতীয়ব্যবচ্ছেদো লক্ষণার্থঃ" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

৩ দর্শন। (পুং) ৪ সৌমিত্রি, লক্ষ্মণ। ৫ সারসপক্ষী। (শব্দরত্না°) ৬ চামচ। (দিব্যা° ৫১৩।১৫)

৭ রোগবিনিশ্চায়ক শারীরিক চিহ্নাদি। জ্বর বা কোনরূপ ব্যাধি হইলে মনুষ্য শরীরে কতকগুলি চিহ্নের বিকাশ হইয়া থাকে। সেইগুলি লক্ষ্য করিয়া চিকিৎসক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া থাকে। শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও সহজভেদে রোগ চারি প্রকার। ইহাদের লক্ষণও স্বতন্ত্র। ইংরাজীতে ইহাকে (Symptoms) বলে।

লক্ষণক (পুং) লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণজ্ঞ (ত্রি) লক্ষণং জানাতীতি জ্ঞা-ক। লক্ষণবেত্তা, যিনি লক্ষণ অবগত আছেন।

লক্ষণত্ব (ক্লী) লক্ষণস্য ভাবঃ ত্ব। লক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

লক্ষণলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষণাভেদ। [লক্ষণা দেখ]

লক্ষণবৎ (ত্রি) লক্ষণং বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লক্ষণবিশিষ্ট, লক্ষণযুক্ত।

লক্ষণসন্নিপাত (পুং) ১ অঙ্কপাত। ২ দ্রব্যবিশেষে কোন চিহ্ন বা নিশানা অঙ্কিতকরণ।

লক্ষণা (ক্লী) লক্ষ (লক্ষেরট্ চ। উণ্ ৩। ৭) ইতি নস্তস্যাড়াগমশ্চ, লক্ষণমস্ত্যস্যেতি অচ্, ততষ্টাপ্। ১ হংসী। ২ সারসী। ৩ অপ্সরোবিশেষ।

"অম্বিকা লক্ষণা ক্ষেমা দেবী রম্ভা মনোরমা।"
(ভারত ১।১২৩।৫৯)

৪ শক্যসম্বন্ধ।

তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি হেতু (তাৎপর্য্যের বোধ হয় না, এই জন্য) শক্যার্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণা কহে।

"লক্ষণা শক্যসম্বন্ধস্তাৎপর্য্যানুপপত্তিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

কেবল শব্দার্থ ধরিয়া অর্থবোধ বা শাব্দবোধ করিতে হইলে অনেক স্থলে তাৎপর্য্যের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ তাৎপর্য্য বোধ হয় না, এইজন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যবোধের জন্য আর কোন কষ্ট হয় না, অতিসহজেই এই লক্ষণাশক্তিবলে তাৎপর্য্যের বোধ হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, "গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ গঙ্গাপদস্য শক্যার্থে প্রবাহরূপে ঘোষস্যান্বয়ানুপপত্তিস্তাৎপর্য্যানুপপত্তির্ব্বা যত্র প্রতিসন্ধীয়তে তত্র লক্ষণয়া তীরস্য বোধঃ,

সা চ শক্যসম্বন্ধরূপা, তথাহি প্রবাহরূপশক্যার্থসম্বন্ধস্য তীরে গৃহীতত্বাৎ তীরস্য স্মরণং ততঃ শাব্দবোধঃ” (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাৎপর্য্যার্থগ্রহণের জন্য শক্যসম্বন্ধের নাম লক্ষণা। এখন ইহার উদাহরণ দ্বারা দেখা যাউক। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' গঙ্গাতে ঘোষ বাস করে, এই একটী বাক্য; গঙ্গা বলিলে প্রবাহাদিময় জলরূপকে বুঝায়। প্রবাহময়জলে ঘোষ বাস করিতে পারে না, লোক ভূমিতেই বাস করিয়া থাকে, জলে বাস করা অসম্ভব, অতএব এই স্থলে শব্দার্থের কোন প্রতীতি হয় না, গঙ্গায় বাস করে, ইহাতে কোন অর্থ বোধই হইল না, অতএব ইত্যাদিরূপ স্থলে অর্থবোধের জন্য লক্ষণাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। লক্ষণা স্বীকার করিলে অনায়াসেই তাৎপর্য্যার্থের বোধ হইয়া থাকে। 'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে' এই শব্দ বলিয়াছি, জলময় গঙ্গায় বাস যখন অসম্ভব, তখন গঙ্গার সমীপে কি আছে? ইহার অনুসন্ধান করিলে প্রথমেই তীর দেখিতে পাই, অতএব গঙ্গা শব্দের অর্থ লক্ষণাদ্বারা গঙ্গাতীর বলিলে আর কোন গোল থাকে না, এবং ইহাতে তাৎপর্য্যেরও উপপত্তি হয়; অতএব এইস্থলে তাৎপর্য্যের উপপত্তি হওয়ায় শাব্দবোধেরও কোন ব্যাঘাত হইল না। অতএব এইস্থলে গঙ্গাতীরে শক্যসম্বন্ধরূপা লক্ষণা হইল। এইরূপ যে যে স্থলে তাৎপর্য্যার্থ ধরিয়া অর্থ প্রতীতি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় লিখিত আছে যে,

“জহৎস্বার্থাঽজহৎস্বার্থা নিরূঢ়াধুনিকাদিকাঃ।
লক্ষণা বিবিধাস্তাভির্লক্ষকং স্যাদনেকধা॥” (শব্দশক্তি°)

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার মতে এই লক্ষণা জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা, নিরূঢ়া ও আধুনিকাদিভেদে অনেক প্রকার।

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে,—

“মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়ান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে।
রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণাশক্তিরর্পিতা॥”

(সাহিত্যদ° ২।১৩)

যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধ হইয়া তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থযুক্ত হইয়া রূঢ়ি (প্রসিদ্ধ) বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যে শক্তি দ্বারা অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, তাহার নাম লক্ষণা।

শব্দের তিনপ্রকার শক্তি—লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও অভিধা। এই তিন প্রকার শক্তি দ্বারা সকল স্থলেই অর্থবোধ হইয়া থাকে। অর্থবোধের জন্য এই তিন প্রকার শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এই তিন প্রকার শব্দের শক্তি যদি স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে কিছুতেই সকল স্থলে অর্থ প্রতীতি হয় না। এই জন্য শব্দশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ শব্দের তিন প্রকার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অভিধা ও ব্যঞ্জনার বিষয় তত্তৎশব্দে জ্ঞাতব্য। এইস্থলে লক্ষণার বিষয় কিছু লেখা হইতেছে। লক্ষ্যার্থই লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধ হইয়া থাকে। বক্তার যাহা লক্ষ্য, তাহাই মূল করিয়া যে শক্তি দ্বারা ঐ মূল অর্থের প্রতীতি হইবে, সেই স্থলেই লক্ষণা হইবে।

“বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুস্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥”

(সাহিত্যদ° ২।১১)

কাব্যপ্রকাশে লক্ষণার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

“মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণা রোপিতা ক্রিয়া॥”

(কাব্যপ্রকাশ ২।৯)

মুখ্যার্থের বাধা হইলে তাহার যোগে প্রসিদ্ধ শব্দের বা প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যাহা দ্বারা অন্য অর্থ লক্ষিত হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে। “সা শব্দস্যার্পিতা স্বাভাবিকেতরা ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা বা শক্তির্লক্ষণা নাম” (সাহিত্যদ° ২ পরি°)

শব্দ সম্বন্ধে অর্পিত স্বাভাবিকেতর অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে ভিন্ন, বা ঈশ্বরানুদ্ভাবিত শক্তিবিশেষই লক্ষণাপদবাচ্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এই লক্ষণা পণ্ডিতগণ-কল্পিত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—এই শক্তি স্বাভাবিকী ও ঈশ্বরানুদ্ভাবিতা। বিদ্বদ্‌গণ শব্দের শক্তি কল্পনা করিলেই যে তাহা গ্রহণীয় হইবে তাহা নহে। লক্ষণা অবিধা ও ব্যঞ্জনা এই তিনটী শক্তি ঈশ্বরানুভাবিতা হইয়াছে। অতএব এই শক্তি দ্বারা তাৎপর্য্যার্থের গ্রহণ করিতেই হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে কিছুতেই সকল স্থলে তাৎপর্য্যার্থের বোধ হইবে না।

'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ' কলিঙ্গ সাহসিক, এই বাক্য বলিলে কলিঙ্গ শব্দ দেশবাচক, কলিঙ্গ বলিলে কলিঙ্গ দেশকে বুঝায়, কলিঙ্গদেশ সাহসিক, এই অর্থ সঙ্গত হয় না, অতএব এইস্থলে 'কলিঙ্গদেশ সাহসিক' এই মুখ্যার্থের বাধা। এই স্থলে কলিঙ্গকে যোগ করিয়া কলিঙ্গ শব্দে কলিঙ্গদেশবাসী এইরূপ অর্থ করিলেও অনায়াসেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যে অর্থ প্রতীতি হয়, সেই অর্থগ্রহণ করিতে কেন না হইবে, অতএব এই স্থলে লক্ষণাশক্তি দ্বারা কলিঙ্গ শব্দে কলিঙ্গদেশবাসী লোকসমূহ সাহসিক বুঝাইতেছে, এবং সেই লক্ষণাশক্তি বলেই এখানে ঐরূপ অর্থ প্রতীতি সহকারে বক্তার প্রয়োজন সিদ্ধি হইতেছে। অতএব এইস্থলে লক্ষণার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধি হওয়ায় ইহা প্রয়োজনসিদ্ধির উদাহরণ বুঝিতে হইবে।

রূঢ়ির উদাহরণ—'কর্ম্মণি কুশলঃ' কর্ম্মেতে কুশল, এইস্থলে কুশল শব্দের মুখ্যার্থ কি? 'কুশং লাতি ইতি কুশলঃ' যিনি কুশ-

গ্রহণকারী তিনিই কুশল, ইহা ভিন্ন কুশল শব্দের আর একটী অর্থ দক্ষ, এই অর্থটী রূঢ়ার্থ, এই রূঢ়ার্থ সিদ্ধির জন্য কুশগ্রহণকারী এই মুখ্যার্থের বাধা জন্মাইয়া লক্ষণাশক্তি দ্বারাই দক্ষ এই অর্থের গ্রহণ হইল এবং ইহাতে অনায়াসেই তাৎপর্য্যার্থেরও সিদ্ধি হইল। কর্ম্মবিষয়ে দক্ষ এইরূপ অর্থবোধ হওয়ায় রূঢ়ি বা প্রয়োজন সিদ্ধি হইয়া তাৎপর্য্যার্থের বোধ হইয়াছে।

রূঢ়ির সিদ্ধি ও প্রয়োজনের সিদ্ধির জন্য লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ লক্ষণা স্বীকার না করিলে রূঢ়ার্থেরও সিদ্ধি হয় না এবং প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই দুই দুইটী বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইহা স্বীকার করা হইয়াছে।

এখন রূঢ় শব্দের বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সঙ্কেতযুক্ত নামকে রূঢ় কহে। যে নাম প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয় না, সমুদায়ের অর্থ অনুসারে প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া সমুদায়ের অর্থ অঙ্গীকৃত হয়, তাহাকে সঙ্কেতযুক্ত রূঢ় কহে। যেমন গো প্রভৃতি শব্দ। গম্ ধাতু ডোস্ প্রত্যয় করিয়া গো শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, গম্ ধাতুর অর্থ গতি বা গমন, ডোস্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্ত্তা। সুতরাং গোশব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ গমনকর্ত্তা। এই অর্থ অনুসারে গো শব্দের প্রয়োগ হয় না, কারণ তাহা হইলে গমনকর্ত্তা মনুষ্যাদিতেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে এবং শয়ন ও উপবেশন অবস্থায় অর্থাৎ যে অবস্থায় গমনক্রিয়া থাকে না, সেই অবস্থায় প্রকৃত গোতে গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না।

এই দুইটী দোষের যথাক্রমে দার্শনিক নাম অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি। অতিব্যাপ্তি—অতিশয় সম্বন্ধ বা অতিরিক্ত সম্বন্ধ। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাকে অতিক্রম করিয়া অন্যের সহিত সম্বন্ধ হইলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। সম্বন্ধযোগ্য স্থলকে অতিক্রম করিয়া বলাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, সম্বন্ধযোগ্য স্থলে আদৌ সম্বন্ধ থাকিবে না। সম্বন্ধযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ থাকিয়াও সম্বন্ধের অযোগ্য স্থলেও যদি সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলেই অতিব্যাপ্তি দোষ হইয়া থাকে।

উক্ত স্থলে ব্যুৎপত্তি অনুসারে গমনশীল গো পশুতে গো শব্দের প্রয়োগ হইবার কোনও বাধা হয় নাই, অথচ গমনশীল মনুষ্যাদিতেও গো শব্দের প্রয়োগ হইতে পারিতেছে। গমনশীল মনুষ্যাদি গো শব্দের সম্বন্ধের যোগ্যস্থল নহে। এই অযোগ্য স্থলে সম্বন্ধ হইতেছে বলিয়া অতিব্যাপ্তিদোষ ঘটিতেছে।

অব্যাপ্তি শব্দে অসম্বন্ধ বুঝায়। কোন অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ থাকিবে না, ইহা অসম্ভব। সুতরাং যে স্থলে সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে স্থলে সম্বন্ধ না থাকিলেই অসম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। যেমন শয়ান বা উপবিষ্ট গো পশুও গো বটে, তদবস্থাতেও তাহার সহিত গো শব্দের সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিন্তু গো শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ অনুসারে শয়নাদি অবস্থায় গো পশুর সহিত গো সম্বন্ধ থাকিতে পারিতেছে না, এইজন্য অব্যাপ্তি দোষ হইতেছে। গো শব্দ যৌগিক বলিলে উক্তরূপ অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষ হয়, সুতরাং গো শব্দ যৌগিক নহে, রূঢ়।

কোন কোন প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্ত বুঝায় বটে, কিন্তু সকল প্রত্যয় ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্ত বুঝায় না। সাধারণতঃ ক্রিয়াকর্ত্তাকেই বুঝিয়া থাকে। এস্থলে ডোস্ প্রত্যয়ের অর্থ ক্রিয়াকর্ত্তা। সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ ঘটিতেছে। ক্রিয়া করিবার যোগ্য পর্য্যন্তই ডোস্ প্রত্যয়ের অর্থ, ইহা মানিয়া লইলে আপত্তি হইতে পারে যে, যে পাচক ব্যক্তি যে সময়ে পাক করে না, সে সময়েও তাহাকে পাচক বলা যায়। কেননা তৎকালে পাক না করিলেও তাহার পাক করিবার যোগ্যতা আছে। এইরূপ শয়ান বা উপবিষ্ট গো পশু তৎকালে গমন না করিলেও গমন করিবার যোগ্যতা তাহার রহিয়াছে বলিয়া শয়নাদিকালেও গোশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। সুতরাং গো-শব্দ যৌগিক হইলেও অব্যাপ্তিদোষ হইতেছে না, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্তরূপে কথঞ্চিৎ অব্যাপ্তিদোষের পরিহার করিতে পারিলেও কিছুতেই অতিব্যাপ্তিদোষের পরিহার হইতে পারে না। সুতরাং গো শব্দ রূঢ় ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গমনকর্ত্তা এই অবয়বার্থ (গমধাতু ও ডোস্ প্রত্যয়ের অর্থ) গোশব্দের ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত মাত্র, কিন্তু প্রবৃত্তিনিমিত্ত নহে। গো-শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত গোত্ব জাতি। যে অর্থ অবলম্বন করিয়া শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়, বা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে ব্যুৎপত্তিনিমিত্ত এবং যে অর্থ অবলম্বনে শব্দের প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োগ হয়, তাহাকে প্রবৃত্তিনিমিত্ত বলে। অতএব গোত্বজাতি বা গোত্বজাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গোশব্দের প্রয়োগ হয় বলিয়া ঐ অর্থে গোশব্দের সঙ্কেত অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, ঐ সঙ্কেত গো—এই বর্ণাবলীগত গোশব্দের ঘটক, গম্ ধাতু বা ডোস্ প্রত্যয়গত নহে। পাচক শব্দ যৌগিক রূঢ় নহে। কারণ পাচক এই বর্ণাবলীর কোন অর্থবিশেষে সঙ্কেত নাই। অবয়ব সঙ্কেত অর্থাৎ পচ্ ধাতু বুণ্ প্রত্যয়ের সঙ্কেত দ্বারাই পাককর্ত্তারূপ অর্থের অবগতি হইতে পারে। সমুদায়ের সঙ্কেত স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। এইজন্য, পাচক শব্দ রূঢ় নহে, যৌগিক।

পূর্ব্বে যে সঙ্কেতের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সঙ্কেত দুই প্রকার আজানিক ও আধুনিক। যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া

আসিতেছে, যাহা নিত্য, তাহা আজানিক এবং যে সঙ্কেত অনাদিকাল চলিয়া আসিতেছে না, কালবিশেষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক। আজানিক সঙ্কেতের অপর নাম শক্তি। আধুনিক সঙ্কেতের অপর নাম পরিভাষা। গো গবয়াদি সঙ্কেত আজানিক, এবং চৈত্র মৈত্রাদি সঙ্কেত আধুনিক। আজানিক সঙ্কেত শক্তি অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, অনাদিকাল হইতে সেই শব্দের সেই অর্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা অনুসারে যে শব্দ যে অর্থ প্রতিপাদন করে, সে অর্থে সে শব্দের অনাদিকাল হইতে প্রয়োগ হয় না। কেননা আধুনিক সঙ্কেত বা পরিভাষা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরিভাষা সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে পারিভাষিক অর্থবোধ একান্ত অসম্ভব।

[রূঢ় শব্দ দেখ।]

এইরূপ রূঢ়শব্দ সিদ্ধির জন্য লক্ষণা স্বীকৃত হইয়াছে। গোশব্দ ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ গমনশীল মনুষ্যাদিকে না বুঝাইয়া গোপশু এবং কুশলশব্দে কুশগ্রাহী অর্থ না বুঝাইয়া দক্ষ এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছে। এইরূপ যে যে স্থলে রূঢ়শব্দের সিদ্ধি হইবে, তথায় লক্ষণা হইবে। প্রয়োজন সিদ্ধির বিষয় পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে।

সাধারণ ভাবে লক্ষণার লক্ষণ বলা হইল। এই লক্ষণা আবার নানা প্রকার। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ও সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ প্রভৃতিতে ইহার বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। উপাদান লক্ষণা ও লক্ষণলক্ষণা প্রভৃতি ভেদেও এই লক্ষণা অনেক প্রকার।

"মুখ্যার্থস্যেতরাক্ষেপো বাক্যার্থেঽন্বয়সিদ্ধয়ে।
স্যাদাত্মনোঽপ্যুপাদানাদেষোপাদানলক্ষণা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৪)

বাক্যার্থে অন্বয়বোধের জন্য অর্থাৎ বাক্যের অর্থবোধক অন্বয়-সিদ্ধির জন্য যে স্থলে মুখ্যার্থের ইতর অর্থের গ্রহণ হয়, সেই স্থলেই ইহা মুখ্যার্থের উপাদান হেতু হইয়াছে, এইজন্য ইহাকে উপাদান-লক্ষণা বলা হয়।

"অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পরস্যান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৭)

যে স্থলে পরের (ভিন্নার্থের) অন্বয়সিদ্ধির জন্য মুখ্যার্থ নিজের অর্পণ অর্থাৎ স্বার্থপরিত্যাগ করে, তথায় এই লক্ষণা হয়। এই লক্ষণা উপলক্ষণ হেতুই হইয়া থাকে। এই জন্য ইহার নাম লক্ষণলক্ষণা। এই লক্ষণা সারোপা ও অধ্যবসানা ভেদে দ্বিবিধ।

"আরোপাধ্যবসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।"
(সাহিত্যদ° ২।১৬)

এইরূপে লক্ষণা সকল চত্বারিংশদ্‌ভেদযুক্ত।

"তদেবং লক্ষণা ভেদাশ্চত্বারিংশন্মতা বুধৈঃ।" (সাহিত্যদ° ২।২১)

এই সকল লক্ষণার ভেদ শব্দ ও শব্দার্থ লইয়া আলোচিত হইয়াছে। [শব্দ ও শব্দশক্তি দেখ]

লক্ষণা (লখ্‌না), যুক্তপ্রদেশের এতাবাজেলার ভর্থানা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৬°৩৮´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°১১´৩০´´ পূঃ। নগরমধ্যে রাজা যশোবন্ত সিংহ C. I. E.'র প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। উক্ত মহাত্মা নগরে একটী ধর্ম্মমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার আয়ে এখানে কালিকাজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থ কর আদায়ের ব্যবস্থা আছে। এখানে ঘৃত ও তূলার বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে তহসীলী কাছারী ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভর্থানায় তহসীলি স্থানান্তরিত হওয়ায়, পূর্ব্বের কাছারী গৃহে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

লক্ষণাদোন, মধ্যপ্রদেশের সিওনীজেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৫৮৩ বর্গমাইল। ২ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

লক্ষণালৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লক্ষণা-মূল, হস্তিকর্ণপলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা, অশ্বগন্ধামূল প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ ১২ তোলা, এই সকল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধসেবনের পর চিনির সহিত দুগ্ধ পান বিধেয়। এই ঔষধবিশেষ বলকর। এই ঔষধসেবনে স্ত্রীদিগের কন্যা-প্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্রপ্রসব হয়। বাজীকরণাধিকারে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

লক্ষণিন্ (ত্রি) ১ লক্ষণ বা চিহ্নযুক্ত। ২ লক্ষণজ্ঞ।

লক্ষণীয় (ত্রি) লক্ষণা দ্বারা জ্ঞাতব্য বা বোধব্য।

লক্ষণোরু (ত্রি) উরুদেশে চিহ্ন বা লক্ষণযুক্ত। (পা° ৪।১।৭০)

লক্ষণ্য (ত্রি) ১ লক্ষণযুক্ত। ২ লক্ষণার্হ। ৩ দৈবশক্তিসম্পন্ন আদর্শ পুরুষ। (দিব্যা° ৪৭৪।২৭)

লক্ষদত্ত (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎস° ৫৩।৮)

লক্ষপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (ঐ ৫৩।৯)

লক্ষসিংহ (রাণা), মিবারের এক জন রাণা। বীরবর হামিরের পৌত্র ও ক্ষেত্রসিংহের পুত্র। তিনি আনুমানিক ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে সমারূঢ় হন। রাজ্যশাসন ভার গ্রহণ করিয়াই তিনি পিতৃপুরুষদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিয়াই বিজয়বিলাসসুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত প্রথমে মারবার রাজ্যের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বিজয়গড়ের পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার-পূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় বিজয়কীর্ত্তির অক্ষয়স্তম্ভ স্বরূপ তদুপরি বেদনোর দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই সময়ে তাঁহার অধিকৃত ভীল প্রদেশের অন্তর্গত জাবুরা নামক স্থানে

রৌপ্য ও টিনের খনি আবিষ্কৃত হয়। তিনি বহু যত্নে ঐ খনিজ রৌপ্য উত্তোলন করিয়া স্বীয় রাজ্যের সমৃদ্ধি গৌরব শত গুণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাণা লক্ষ অম্বর রাজ্যের অন্তর্গত নগরাচলনিবাসী শঙ্খিল রাজপুতদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন। সম্রাট্ মহম্মদশাহ লোদী এই সময়ে রাজপুতনা আক্রমণ করিলে রাণালক্ষ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বেদনোর দুর্গ সম্মুখে মুসলমান সেনার সহিত রাজপুত সৈন্যের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক পাঠানসেনা ভূপতিত হইল এবং অবশিষ্ট পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়ন করিল।

লক্ষের রাজ্যকালে বিধর্ম্মী মুসলমানগণ হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধাম আক্রমণ করে। ধর্ম্মক্ষেত্র গয়াপুরী মুসলমান কবল হইতে উদ্ধার করিবার মানসে তিনি সসৈন্যে তৎপ্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধযাত্রায় সঙ্গে রাজার তীর্থযাত্রাও উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি সুদীর্ঘ কাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় মিবারের ভাবী রাণা চণ্ডকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া মারবারপতি রণমল্ল বিবাহের প্রস্তাবসহ নারিকেল প্রেরণ করিলেন। তৎকালে চণ্ড রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন না। কার্য্য-ব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং বৃদ্ধ রাজা রণমল্লের রোষোৎপাদনের ভয়ে স্বয়ং সেই নারিকেল গ্রহণ করেন। সেই কন্যার গর্ভে মুকুলজীর জন্ম হয়। মুকুলজী পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিলে রাণা তাঁহার উপরে প্রজাপালনভার প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার রাজ্যভারপরিত্যাগের পর পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি মত জিতেন্দ্রিয় বীর চণ্ড বালক মুকুলের পক্ষ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

লক্ষ বৃদ্ধকালোচিত ধর্ম্মব্রতাচরণে সঙ্কল্প করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিরুদ্ধে গয়াধামে গমন করিলেন। এখানে মুসলমান-হস্তে তাঁহাকে জীবন উৎসর্গ করিতে হয়।

মহারাণা লক্ষ শিল্পোন্নতির বিশেষ সহায়তা করিয়া যান। আলাউদ্দীন্ বিজাতীয় বিদ্বেষে যে মিবার রাজ্য শশ্মানভূমে পরিণত করিয়াছিলেন, রাণা জাবুরার আকরলব্ধ উপস্বত্ব হইতে সেই মরুপ্রদেশে অমরাপুরীসদৃশ এক নগরী নির্ম্মাণ করিলেন। লোকমনোহর সৌধমালা ও মন্দিরনিচয় মিবারবক্ষ পরিশোভিত করিয়াছিল। তিনি বহু অর্থব্যয়ে একটী সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি একেশ্বরের উপাসনার জন্য একটী সুবৃহৎ ভজনমন্দির স্থাপন করেন। উহা এখনও বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকের জলাভাব দূর করিবার জন্য তিনি উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত কএকটী দীর্ঘিকা খনন করিয়া রাজ্যের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করেন।

তাঁহার অনেকগুলি সন্তান সন্ততি ছিল। চণ্ডই তাহার মধ্যে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ; কিন্তু তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। অধুনা অগুণা, পানোর ও আরাবল্লীর নানা প্রান্তবাসী লুণাবৎ ও ডুলাবৎ বংশীয় সর্দ্দারগণ লক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

লক্ষা (স্ত্রী) লক্ষয়তীতি লক্ষ অচ্-টাপ্। লক্ষ, দশাযুতসংখ্যা, একশতহাজার। (মেদিনী)

লক্ষান্তপুরী (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষিত (ত্রি) লক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ দৃষ্ট।

"যৈঃ সাদিতা লক্ষিতপূর্ব্বকেতূন্
তানেব সামর্ষতয়া নিজঘ্নুঃ।" (রঘু ৭।৪৪)

৩ অঙ্কিত। ৪ লক্ষণাশ্রয়। ৫ লক্ষণা শক্তিদ্বারা বোধিত অর্থ। ৬ অনুমিত।

লক্ষিতব্য (ত্রি) নির্দ্দেশ্য।

লক্ষিতলক্ষণা (স্ত্রী) লক্ষিতে লক্ষণা। লক্ষণাভেদ, যে স্থলে লক্ষিতার্থে লক্ষণা হয়, তাহাকে লক্ষিতলক্ষণা কহে।

[লক্ষণা শব্দ দেখ।]

লক্ষিতা (স্ত্রী) লক্ষ-ক্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্। পরকীয়ান্তর্গত নায়িকাভেদ, এই নায়িকা পুংশ্চলীভাবনিপুণা। উদাহরণ—

"যদ্ভূতং তদ্ভূতং যদ্ভূয়াৎ তদপি বা ভূয়াৎ
যত্তবতু তত্তবতু বা বিফলস্তব গোপনোপায়ঃ॥" (রসমঞ্জরী)

"পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে॥
আজি প্রভু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে,
সোহাগ পড়ুক মরে সতিপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পেয়ে, দেখিতে আইনু ধেয়ে,
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব কী করিলে॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন,
আলুথালুবেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই, ভ্রষ্ট হই, তোমা বিনা কার নই,
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সেজন না মরিলে॥"

(ভারতচন্দ্র-রসমঞ্জরী)

লক্ষীসরাই (লক্ষ্মীসরাই), বাঙ্গালার মুঙ্গেরজেলার অন্তর্গত একটী রেলষ্টেসন। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের 'কর্ড' ও 'লুপ' লাইন মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এই স্থান ২৬২ মাইল। এখানে কিউল নদীর উপরে একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মিত আছে। সেতুর পশ্চিম পার্শ্বে লখি-সরাই নগর।

বর্ত্তমানে লখিসরাই-জংসন কিউল-জংসন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌ, যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর।

[লখ্‌নৌ দেখ।]

লক্ষ্মন্ (ক্লী) লক্ষয়ত্যনেন লক্ষ্যতে ইতি বা লক্ষ-মনিন্। ১ চিহ্ন।

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥" (শকুন্তলা ১অ০)

২ প্রধান। (অমর)

লক্ষ্মণ (ক্লী) ১ চিহ্ন। (শব্দরত্না০) ২ নাম। (ভরত) লক্ষ্মীরস্ত্যস্যেতি লক্ষ্মী পামাদিত্বাৎ ন, লক্ষ্ম্যা অচ্ছেতি গণসূত্রেণাস্য বোধ্যং। (ত্রি) ৩ শ্রীবিশিষ্ট। (পুং) লক্ষ্মণমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ৪ সারস। (হেম) ৫ শ্রীরামভ্রাতা, সুমিত্রানন্দন। ৬ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পুত্র।

লক্ষ্মণ, রামায়ণোক্ত একজন অদ্বিতীয় বীর ও রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুমিত্রাগর্ভসম্ভূত বলিয়া তিনি সৌমিত্রি নামেও খ্যাত। লঙ্কাযুদ্ধে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদকে নিহত করিয়াছিলেন।

অধ্যাত্মরামায়ণে লিখিত আছে যে, অতিশয় সুলক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া লক্ষ্মণ এই নাম হইয়াছিল।

"ভরণাদ্ভরতো নাম লক্ষ্মণং লক্ষ্মণান্বিতম্।
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারমেবং গুরুরভাষত॥"(অধ্যাত্মরামা° ১।৩।৪৫)

রামায়ণের বালকাণ্ডে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অপর প্রাণের ন্যায় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। রাম উপবেশন করিলে উপবিষ্ট হইতেন, গমনোদ্যত হইলে পশ্চাদ্গমন করিতেন, শয়ান হইলে পাদদেশে উপবেশন করিতেন, তিনি আজন্ম ছায়ার ন্যায় ভ্রাতার অনুগামী ছিলেন। রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি লক্ষ্মণ ধনুর্হস্তে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচররূপে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেন। যে দিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম তাড়কাদি রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সে দিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিয়াছেন। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বনপথে খাদ্যদ্রব্যের অভাবহেতু মহামুনি বিশ্বামিত্র বালকদ্বয়কে অনাহারক্লেশ অপনোদনার্থে একটী মন্ত্রদান করেন। তদনন্তর উভয় ভ্রাতায় গোতমাশ্রমে উপনীত হইয়া অহল্যা উদ্ধারান্তে রাজর্ষি জনকভবনে আসিলেন, হরধনুভঙ্গান্তে রাম সীতার এবং লক্ষ্মণ ঊর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঊর্ম্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে দুই পুত্র জন্মে।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেক সংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন, "আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি।" এই কথা শ্রবণে রামের স্নিগ্ধ আদরের "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। তিনিও স্বল্পভাষী ছিলেন সত্য, তথাপি রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যে দিন কৈকেয়ী অভিষেকব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যুতুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ তখন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিতচিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই, এই গর্হিত আদেশ পালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের জন্য ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, 'যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও, রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও, এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও।' সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বনগমনে বাধা না দিয়া বরং তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদসহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজি হইতে কুসুমচয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইতেন; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীতে অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরীতীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ

করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেন। কখন শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বনপন্থায় নাল-শেষ নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেন। আবার কখনও চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কখনও বা তিনি কোমল দর্ভাঙ্কুর ও বৃক্ষপর্ণ দ্বারা রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষা করিতেন, কখনও বা দেখিতে পাই, তিনি কালিন্দী উত্তীর্ণ হইবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠগুলি শুষ্ক ও বন্য ও বেতসলতা দ্বারা সুসংবদ্ধ করিয়া মধ্যভাগে জম্বুশাখা দ্বারা সীতার উপবেশন জন্য সুখাসন রচনা করিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—"এই সুন্দর তরুরাজি-পূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালা রচনার জন্য একটী স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর এক দিন কৃষ্ণসর্পসঙ্কুল গভীর অরণ্যে অনশন ও পর্য্যটনক্লিষ্ট সীতার সুন্দর মুখখানি একটু হতশ্রী দেখিয়া রামচন্দ্রেরও সেই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" রামের এবম্বিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া লক্ষ্মণ বলিলেন—"আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।"

এইখানে দশাননভগিনী শূর্পণখা আসিয়া রামের প্রেম-ভিখারিণী হইলে রাম তাহাকে লক্ষ্মণের সমীপে প্রেরণ করেন। সংযমী, জিতেন্দ্রিয় ও অনাহারক্লিষ্ট লক্ষ্মণের রমণীপ্রেম আদৌ ভাল লাগে নাই। তিনি সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া তাহার নির্লজ্জতার পুরস্কার দিলেন। সূর্পণখার প্রার্থনায় রাক্ষস-সেনাপতি খরদূষণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় ভ্রাতার শাণিত শরে রাক্ষসকুল নির্ম্মূল হইল। সূর্পণখার বাক্যে সীতার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া দশানন ঈর্ষাপর ও ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাহরণ করিলেন। স্বর্ণমৃগরূপধারী মারীচ রামশরে নিহত হইল। কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিল; লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সৎকার করিলেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—বনে আসিবার সময় তাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—"দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই করিয়া দিব। খনিত্র, পিটক এবং ধনুর্হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।" বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্ততঃ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন।

অতঃপর দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ে সম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তায়িত মহাবাহু সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণ-হীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে স্নেহার্দ্র-হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয় প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দনুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিতচিত্তে দান করিয়াছেন, ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু সেই জগৎপূজ্য রামচন্দ্র আজ বানরাধি-পতির শরণ লইবার জন্য এখানে উপস্থিত। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। রামের দুরবস্থাদর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর। রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন রাম আহত

শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপে রক্ষা করে, কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন ;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্ন ভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজলচক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃতকল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমলভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন, "তুমি যেরূপ বনে আমার অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি যমালয়ে তোমার অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ ?"

রামায়ণী যুদ্ধে বীরবর লক্ষ্মণ বিশেষ বলবীর্য্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সহযোগী সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করা ব্যতীত তিনি স্বীয় ভুজবলে অতিকায়, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে স্বয়ং শমনভবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেঘনাদ নিধনে তাহার কৃতিত্ব ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষ অনাহারী ও জিতেন্দ্রিয় না হইলে ইন্দ্রজিৎকে কেহ নিধন করিতে পারিবে না এইরূপ বর ছিল। লক্ষ্মণ বনবাসকালে সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত মন্ত্রই তাহা অনশনক্লেশ নিবারণের সহায় হইয়াছিল।

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়া গিয়াছেন। রক্ষোকুলের বিনাশসাধন হইলে যে দিন রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘর্ষের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শত শত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতে ছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সতীত্ব পরীক্ষার সময় সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসংকল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন,—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলনেত্রে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করে নাই। ভ্রাতৃস্নেহে তিনি স্বীয়-অস্তিত্বশূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। সীতাকে উদ্ধার করিয়া রাম অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তিবশতঃ তাঁহার মাথায় ছত্র ধরিয়াছিলেন। তিনি রাজকার্য্যে ভ্রাতার সহায়তা করিতেন। কিছুদিন পরে প্রজাকুল সীতার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহজনক জল্পনা উত্থাপন করিলে রাম তাঁহাকে বনবাস দিবার পরামর্শ করেন। লক্ষ্মণ এই গুরুভার লইয়া পরমারাধ্যা সীতাদেবীকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময় হইতে লক্ষ্মণের চিত্তবিকৃতি ঘটে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় তিনিই মহামুনির আশ্রম হইতে সীতাদেবীকে আনয়নার্থ গমন করেন। সীতার পাতালপ্রবেশের পর, একদিন কালপুরুষ আসিয়া রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে মন্ত্রণাগৃহে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবে না অনুমতি দিয়া রাম লক্ষ্মণকে দ্বারপালরূপে রক্ষা করেন। অকস্মাৎ রোষমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা আসিয়া রামের সাক্ষাৎ জন্য অগ্রসর হইলে তিনি আদেশ জানাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন, কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপের ভয়ে জ্যেষ্ঠের নিকট প্রবেশাধিকারের অনুমতি লইবার জন্য গৃহে প্রবিষ্ট হন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে, তিনি সরযূসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

অধ্যাত্মরামায়ণের মতে লক্ষ্মণ "শেষ" নাগের অবতার।

লক্ষ্মণের চরিত্রে আদ্যন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। একদা লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছেন, "জল হইতে উদ্ধৃতমীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" বনবাসাজ্ঞা অত্যন্ত অন্যায় এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈবশক্তির ফল বলিয়া মনে করিবে না ? আরব্ধকার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসংকল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকেয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন ? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মূঢ় ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্য্যাতন প্রাপ্ত হন—"মূঢ়ৈর্হি পরিভূয়তে।" ধর্ম্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন ? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে

ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?"

লক্ষ্মণের এই ওজস্বিতাপূর্ণ পুরুষকাভিব্যক্তিতে ভরতের মত করুণরসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদপূর্ণ কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। কোনরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ে লক্ষ্মণ নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র "হায়, আজ মাতা কৈকেয়ীর আশা পূর্ণ হইল" বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।"

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে "আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না" "আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে" "পুরুষকার অবলম্বন করুন" ইত্যাদিরূপ উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—"দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ্য করিবে?"

রামের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?" তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, "রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র।"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্য প্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাপ অনশনকৃশ ভরত রামের চরণ প্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ-স্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়াছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্র শীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই ভীষণ শীতকালের রাত্রিতে মৃত্তিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযূতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্র শীতে কিরূপে সরযূতে স্নান করেন।"

এই লক্ষ্মণ পূর্ব্বে ভরতের প্রতি অতিক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট এক দিন বলিয়াছিলেন, "দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—গ্রাম্যসুখে রত মূর্খ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বন্ধুকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক কয়েকটি কথা ছিল—

'যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনু-

সরণ করিও না।' কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা "পুনশ্চ" জুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন। আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালীর পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।"

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভৎ'সনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্ব্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী যুবককে তেজস্বিনী সীতা যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে "কোথা রে লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন দুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে "তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছ, রামের কোন অশুভ হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেবি! তুমি আমার নিকট দেবতাস্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রী-লোকের বুদ্ধি স্বভাবতঃই ভেদকারী; তাহারা বিমুক্তধর্ম্মা, ক্রূরা ও চপলা। তোমার কথা তপ্তলৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে,—আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি"—এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সীতাকে বলিলেন, "বিশালাক্ষি! এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।" ক্রোধস্ফুরিতাধরে এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ব্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃপ্ত মহিমা সর্ব্বত্র অনাবিল,—শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র। সীতা কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ূরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদবন্দনাকালে তাঁহার নূপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি।" কিষ্কিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাস-মুখরনিস্বন শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জিত হইতেন; এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধু পুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদবিহ্বলাক্ষী নমিতাঙ্গযষ্টি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাহার বিশাল শ্রোণী-স্খলিত কাঞ্চীর হেমসূত্র লক্ষ্মণের সম্মুখে মৃদুতরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তখন লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপ দুই একটী ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজার্হ মনে হয়।

লক্ষ্মণ, কএকজন গ্রন্থকার ও পণ্ডিত। ১ শুক্লবংশটীকা-রচয়িতা। ২ চূড়ামণিসার, দৈবজ্ঞবিধিবিলাস ও রমলগ্রন্থ নামক তিন খানি জ্যোতিগ্রর্ন্থপ্রণেতা। ৩ পরমহংসসংহিতা-রচয়িতা। ৪ সমস্তার্ণবপ্রণেতা। ৫ বৈদ্যকযোগচন্দ্রিকা বা যোগচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি দত্তের পুত্র এবং নাগনাথ ও নারায়ণের শিষ্য। ৬ মহাভাষ্যাদর্শপ্রণেতা। মুরারি পাঠকের পুত্র। ৭ পদ্যামৃততরঙ্গিণীধৃত একজন কবি। ৮ মৃচ্ছকটিকটীকা-প্রণেতা লল্লা দীক্ষিতের পিতা ও শঙ্কর দীক্ষিতের পুত্র।

লক্ষ্মণ, ১ একজন হিন্দু মহারাজ ছিলেন। কোসামস্থ শিলাফলকে ঐ সম্বত উৎকীর্ণ দেখা যায়। ২ কচ্ছপঘাত বংশীয় একজন রাজা বজ্রদামনের পিতা। ইনি খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন কায়স্থ রাজা। রাজা কেশব সেনের পৌত্রও নারায়ণের পুত্র। ঐতিহাসিক আবুলফজল্ এই নারায়ণকে "নৌজেব্" নামে ও সেন বংশের শেষ স্বাধীন রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

লক্ষ্মণ আচার্য্য, ১ চণ্ডীকুচপঞ্চশতীপ্রণেতা। ২ জগন্মোহন নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা। ৩ পাদুকাসহস্র, বিরোধপরিহার ও বেদার্থবিচারপ্রণেতা।

লক্ষ্মণকবচ (ক্লী) ১ লক্ষ্মণের স্তুতিজ্ঞাপক স্তোত্রভেদ। ২ ধরণীবিশেষ।

লক্ষ্মণ কবি, ১ কৃষ্ণবিলাসচম্পূরচয়িতা। ২ চম্পুরামায়ণ নামক গ্রন্থের যুদ্ধকাণ্ডপ্রণেতা।

লক্ষ্মণকুণ্ডক (ক্লী) তীর্থভেদ।

লক্ষ্মণগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। জয়পুর রাজ্যের অধীনস্থ সামন্ত শীকর বংশীয় সর্দ্দাররাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্ত্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপিত হয়। এই নগর দুর্গাদি দ্বারা পরিরক্ষিত এবং জয়পুর নগরের অনুকরণে নির্ম্মিত। এখানে ধনী মহাজনদিগের কএকটী সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে।

লক্ষ্মণগড়, রাজপুতনার আলবার সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। আলবার নগর হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান তৌর নামে পরিচিত ছিল। রাজা প্রতাপ সিংহ দুর্গনির্ম্মাণান্তে এই স্থানের নাম পরিবর্ত্তন করেন। নজফ্ খাঁ এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণ গুপ্ত, কাশ্মীরবাসী একজন শৈব-দার্শনিক। উৎপল ও ভট্টনারায়ণের শিষ্য। তিনি ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র (পুং) কীরগ্রামের একজন হিন্দু সামন্তরাজ। উপাধি রাজানক। ইনি ত্রিগর্ত্ত (জালন্ধর)-রাজ জয়চন্দ্রের অধীনে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার মাতা লক্ষ্মণিকা ত্রিগর্ত্ত-রাজপুঙ্গব হৃদয়চন্দ্রের কন্যা। কীরগ্রামের শিববৈদ্যনাথ মন্দিরে ইঁহার প্রশস্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

লক্ষ্মণঠাকুর, মিথিলার একজন রাজা। মহারাজ শিবসিংহের পূর্ব্বপুরুষ।

লক্ষ্মণতীর্থ, পুরাণোক্ত একটী প্রাচীন তীর্থ। এই নদীর পূতসলিলে অবগাহন করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। নারদপুরাণ উ° ৭৫ অধ্যায়ে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

ইহা দক্ষিণভারত-প্রবাহিত প্রসিদ্ধ কাবেরী নদীর একটী শাখা। কুর্গ রাজ্যের ব্রহ্মগিরিসন্নিহিত কুর্চ্ছিগ্রামের পার্শ্ব-দেশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে মহিসুররাজ্যের মধ্য দিয়া সাগরকট্টে নগর সম্মুখে কাবেরীসঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ৭টী বাঁধ বাঁধিয়া জলপ্রণালীযোগে শস্যক্ষেত্রাদিতে জলসরবরাহ করা হইয়া থাকে। এই সকল বাঁধের মধ্যে হানাগোদ বাঁধই প্রধান।

উৎপত্তি-স্থান হইতে পর্ব্বতবক্ষে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া আসিলে ব্রহ্মগিরিতে একটী সুবৃহৎ জলপ্রপাত দৃষ্ট হয়, ঐ প্রপাতই প্রসিদ্ধ লক্ষ্মণতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে স্নানোপলক্ষে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। যে পথ দিয়া এই তীর্থে আসিতে হয়, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। পথের দক্ষিণপার্শ্বে দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গ এবং বামপার্শ্বে সুগভীর নদীখাত। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সুঁড়ি-পথে যাত্রিগণ গমনাগমন করিয়া থাকে। অন্যমনস্ক হইলেই পতনের সম্ভাবনা। বীভৎস দৃশ্য ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসিবৃন্দ পথের ধারে স্থানে স্থানে তীর্থযাত্রিগণের আরও ভয়োৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণদাস, শ্রীসূক্তভাষ্যরচয়িতা।

লক্ষ্মণদেব, তর্কভাষা-সারমঞ্জরী-প্রণেতা মাধবদেবের পিতা।

লক্ষ্মণদেশিক, একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিজয় আচার্য্যের পৌত্র ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-দীপদানপদ্ধতি, কুণ্ডমণ্ডপবিধি, তারাপ্রদীপ, শারদাতিলক, শব্দার্থচিন্তামণিনাম্নী শারদাতিলকটীকা ও তন্ত্রপ্রদীপ নামে তারা-প্রদীপটীকা প্রণয়ন করেন।

লক্ষ্মণদ্বিবেদিন্, উপসর্গদ্যোতকত্ববিচার, দ্বিকর্ম্মবাদ ও সারসংগ্রহ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লক্ষ্মণনায়ক, জনৈক নায়কসর্দ্দার। ইনি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে বালঘাটের অন্তর্গত পরশবাড়া নামক স্থানে একটী জনপদ স্থাপন করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণপণ্ডিত, সারচন্দ্রিকা নামে রাঘবপাণ্ডবীয় টীকা ও সুক্তি-মুক্তাবলী-রচয়িতা।

লক্ষ্মণপতি, গৌরীজাতকপ্রণেতা।

লক্ষ্মণপ্রসূ (স্ত্রী) লক্ষ্মণস্য প্রসূর্জননী। সুমিত্রা। (শব্দরত্না°)

লক্ষ্মণভট্ট (পুং) গীতগোবিন্দটীকা-প্রণেতা।

লক্ষ্মণভট্ট, ১ কাব্যপ্রকাশটীকাপ্রণেতা চণ্ডীদাসের একজন সুহৃৎ। গ্রন্থকার স্বীয় টীকায় বন্ধুবরের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ২ পদ্যরচনা ও রত্নমালাপ্রণেতা। ৩ মহাভারত-টীকা-রচয়িতা। ইনিই সম্ভবতঃ ভারতভাবদীপ প্রণেতা নীলকণ্ঠের গুরু। ৪ হৌত্রকল্পদ্রুমপ্রণেতা নারায়ণভট্টের পুত্র। ইনি বাঘেলসর্দ্দার রাজা ভাবসিংহদেবের অনুমত্যনুসারে উক্ত গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। ৫ আচাররত্ন, আচারসার, গুরুশতক-টিপ্পণ ও গোত্রপ্রবররত্নরচয়িতা। রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণ-ভট্টের পৌত্র ও রামেশ্বর ভট্টের প্রপৌত্র। ৬ লক্ষ্মণভট্টীয় নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা।

লক্ষ্মণমাণিক্য, বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বারভূঁয়ার একজন, ভুলুয়ায় ইঁহার রাজধানী ছিল, ভূম্যধিকারসূত্রে ইনি মেঘনার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকগুলি পরগণার উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার এই ভূঁয়াবংশের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে পুরুষ-পরম্পরায় নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ঐ সকল অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, আদিশূরবংশীয় বঙ্গজকায়স্থশ্রেণী-সমুদ্ভূত রাজা বিশ্বম্ভর রায়* চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ড-তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রি হওয়ায় মেঘনার একটী চোরাবালুর চরে নঙ্গর করিয়া সেই রাত্রি তথায় বাসের বন্দোবস্ত করেন। রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন, "তুই যে স্থানে অদ্য নিদ্রিত রহিয়াছিস্, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমুদায় স্থানেরই তুই একমাত্র অধীশ্বর হইবি।" রজনীপ্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বপ্নবিবরণ আলোচনা করিয়া উহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়াই গ্রহণ

* ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতেও, ইনি আদিশূরবংশীয় কায়স্থ সন্তান। এখনও ভুলুয়া পরগণার শ্রীরামপুর গ্রামে এই বংশীয় অনেক দরিদ্রকায়স্থের বাস আছে।

করিলেন এবং সেই স্থান অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অরুণোদয়েই রওনা হইলেন। প্রভাতে তিনি প্রশান্ত নদীবক্ষে দিগ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া ভ্রমক্রমে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ান। এইজন্য তিনি সেই স্থানের নাম ভুলুয়া রাখেন।

প্রবাদ, ১০ই মাঘ অথবা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। তৎপূর্ব্বেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। প্রবাদ-বর্ণিত কালনির্ণয়ে আস্থা স্থাপন না করিয়াও আমরা লক্ষ্মণমাণিক্যের বংশলতা হইতে জানিতে পারি যে, রাজা বিশ্বম্ভরের ১১শ পুরুষে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের মৃত্যু ও লক্ষ্মণের জন্ম এতদুভয়ের মধ্যে ৩৫০ বৎসর।

এদিকে ঐতিহাসিক প্রমাণেও জানা যায় যে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপপতি রাজা কন্দর্পনারায়ণ জীবিত ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহারই সমসাময়িক। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর, বালক রামচন্দ্র রায় রাজা হন। বালক রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণমাণিক্য বিশেষ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন। এই শ্লেষোক্তি চন্দ্রদ্বীপে রামচন্দ্র রায়ের কর্ণে উপনীত হইলে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভুলুয়া আক্রমণার্থ রণতরীসমূহ সজ্জিত হইতে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহার দলবল অস্ত্র শস্ত্র লইয়া মেঘনা অতিক্রম করিয়া এবং ভুলুয়ায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজা লক্ষ্মণকে সংবাদ প্রেরণ করিল। ভুলুয়ারাজ কোন আশঙ্কা না করিয়া প্রতিবেশী রাজার সম্বর্দ্ধনার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইলেন, তাঁহার শরীররক্ষী প্রহরিদল কেহই সঙ্গে আসিল না। শত্রুর নৌকায় আরোহণ করিবামাত্রই তিনি বন্দিভাবে চন্দ্রদ্বীপে আনীত হইলেন। এখানে কারাগৃহে অবস্থানকালে একদিন রামচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময়ে লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহাকে নিষ্ঠুররূপে আহত করায় তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রচার করেন। রাজাদেশ অচিরেই প্রতিপালিত হইল।

[বিস্তৃত বিবরণ বারভূঁয়া শব্দে দেখ।]

লক্ষ্মণমাথুরকায়স্থ, লক্ষ্মণোৎসব ও বৈদ্যসর্ব্বস্ব নামক বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা। অমরসিংহের পুত্র।

লক্ষ্মণরাজদেব (পুং) চেদীরাজ্যের কলচুড়িবংশীয় একজন রাজা। কেয়ূরবর্ষ ১ম যুবরাজদেবের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ৯৫০ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হন। ইনি রাজকন্যা রাহড়ার পাণিপীড়ন করেন। তদীয় তনয়া বোম্বাদেবীর সহিত পশ্চিম-চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের বিবাহ হয়। রাজ-দৌহিত্র ২য় তৈলপ ৯৭৩-৯৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রভূত প্রভাবের সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

বিলহরি-ফলক হইতে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মণরাজদেব কোশলাধিপতিকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমপ্রদেশ জয় করিতে গমন করেন এবং গুজরাতে সোমেশ্বরলিঙ্গের উপাসনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মণবন্দ্যোপাধ্যায়, একজন বাঙ্গালী কবি। ইনি সম্ভবতঃ বশিষ্ঠকৃত অধ্যাত্মরামায়ণের বঙ্গানুবাদ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই রামায়ণ গ্রন্থের দুইশতবৎসরের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মণবেদান্তাচার্য্য, ন্যায়প্রকাশিকা নাম্নী শ্রীভাষ্যটীকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মণশাস্ত্রিন্, অমরকোষব্যাখ্যাপ্রণেতা। বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীর পুত্র।

লক্ষ্মণসিংহ, শতকোটীমণ্ডলপ্রণেতা।

লক্ষ্মণসেন (পুং) বাঙ্গালার সেনবংশীয় একজন রাজা। বল্লালসেনের পুত্র। ইঁহার সময়ে মুসলমানসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে। যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকাপ্রণেতা শূলপাণি, হলায়ুধ, পশুপতি, জয়দেব ও ধোয়ীকবি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই সকল পণ্ডিতগণের সহবাসে তিনিও একজন সুকবি হইয়া উঠেন। পদ্যাবলীতে তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাচীন তাম্রলিপিতে তিনি দক্ষিণাব্ধিবিজয়ী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আগমনে উৎকোচগ্রাহী পণ্ডিতগণের প্ররোচনায় বৃদ্ধরাজা কিরূপে রাজ্য ছাড়িয়া জগন্নাথ-দর্শনচ্ছলে পলাইয়া যান, তাহাও সাধারণের অবিদিত নাই। কুলশাস্ত্রে তিনি কুলপদ্ধতিসংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

[সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষ্মণসোমযাজিন্, সীতারামবিহারকাব্যপ্রণেতা। ওর্গণ্টি-শঙ্করের পুত্র।

লক্ষ্মণস্বামিন্, কাশ্মীরস্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণ-মূর্ত্তি।

(রাজতর° ৪।২৭৬)

লক্ষ্মণা (স্ত্রী) লক্ষ্মণমস্ত্যস্যা ইতি অর্শ আদিত্বাদচ্, টাপ্। ১ শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°) ২ সারসী। ৩ ঔষধিভেদ। (মেদিনী) পর্য্যায়—লক্ষ্মণাকন্দ, পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, তুলিনী, মঞ্জিকা, অশ্রবিন্দুচ্ছদা, পুচ্ছদা। গুণ—মধুর, শীতল, স্ত্রীবন্ধ্যতানাশক, রসায়ন, বলকর ও ত্রিদোষ-নাশক। (রাজনি°)

২ মদ্রাধিপতির এক কন্যা। (ভাগবত ১০।৫৮।৫৭)

৩ দুর্য্যোধনের কন্যা, এই কন্যা যখন স্বয়ম্বরা হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব এই কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

"দুর্য্যোধনসুতাং রাজন্ লক্ষ্মণাং সমিতিঞ্জয়ঃ।
স্বয়ম্বরস্থামহরৎ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ॥" (ভাগবত ১০।৬৮।১)

৪ জবাগাছ। ৫ মুচুকুন্দবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

লক্ষ্মণাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [লক্ষ্মণ আচার্য্য দেখ।]

লক্ষ্মণাজটা (স্ত্রী) লক্ষ্মণামূল।

লক্ষ্মণাদিত্যরাজপুত্র, জনৈক কবি। ইনি ক্ষেমেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। কবিকণ্ঠাভরণে ইঁহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

লক্ষ্মণাবতী, বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী। ইহার অপর নাম গৌড়। গৌড়েশ্বর মহারাজ লক্ষ্মণসেন (মতান্তরে সেনবংশীয় শেষ রাজা লছমণিয়া) গৌড় রাজধানীর নানাবিধ সংস্কার সাধন করিয়া "লক্ষ্মণাবতী" নাম রাখিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী মুসলমান ঐতিহাসিকগণও এই নগরকে "লখ্‌নৌতী" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে মিন্‌হাজ এই নগরে বাস করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাবতীর তোরণদ্বার এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অদ্যাপি যাহা গৌড়রাজধানীতে বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গৌড় শব্দে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অধ্যবসায়ে এই প্রাচীন জনপদের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকাংশ বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সেনবংশীয় রাজগণের জীবনেতিবৃত্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইতেছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বিবৃত হইবে।

[গৌড়, বাঙ্গালা ও সেনরাজবংশ দেখ]

লক্ষ্মণোরু (ত্রি) [লক্ষণোরু দেখ।]

লক্ষ্মণ্য (পুং) লক্ষ্মণপুত্র। (ঋক্‌ ৫।৩৩।১০)

লক্ষ্মবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যপথ।

লক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষয়তি পশ্যতি উদ্‌যোগিনমিতি লক্ষি (লক্ষের্মুট্‌ চ। উণ্‌ ৩।১৬০) ঈপ্রত্যয়ো মুড়াগমশ্চ। ১ বিষ্ণুপত্নী। পর্য্যায়—পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, হরিপ্রিয়া, ইন্দিরা, লোকমাতা, মা, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, রমা, জলধিজা, ভার্গবী, হরিবল্লভা, দুগ্ধাব্ধিতনয়া, ক্ষীরসাগরসুতা। (কবিকল্পলতা)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লক্ষ্মীর উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে নারদ নারায়ণকে লক্ষ্মীর উৎপত্তি ও পূজাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সৃষ্টির অগ্রে রাসমণ্ডলস্থিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বামভাগ হইতে লক্ষ্মীদেবী উৎপন্ন হন। তিনি অতিশয় সুন্দরী ও তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা, তাঁহার অঙ্গসকল শীতকালে সুখজনক উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল, কটিদেশ ক্ষীণ, স্তনদ্বয় কঠিন ও নিতম্ব অতি বিশাল। এই দেবী স্থিরযৌবনা এবং তাঁহার বর্ণ শ্বেতচম্পকতুল্য। তাঁহার মুখমণ্ডল শারদীয় কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভাকেও লজ্জা দেয়। লোচনদ্বয় শরৎকালীন মধ্যাহ্নের সুবিকসিত পদ্মকেও তিরস্কার করে। এই দেবী উৎপন্না হইয়াই সহসা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দুই রূপে বিভক্ত হন। এই উভয় মূর্ত্তিই রূপে, বর্ণে, তেজে, বয়সে, প্রভায়, যশে, বস্ত্রে, ভূষণে, গুণে, হাস্যে, দর্শনে, বাক্যে, মধুরস্বরে, নীতিতে ঠিক সমান। এই দুই মূর্ত্তি রাধিকা ও লক্ষ্মী। কৃষ্ণের বামাংশসম্ভূতা মূর্ত্তি লক্ষ্মী এবং দক্ষিণাংশসম্ভূতা দেবীই রাধিকা। রাধিকা উৎপন্ন হইয়াই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন। পরে লক্ষ্মীও কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে উভয়কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া উভয়েরই অভিলাষ পূরণ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ দক্ষাংশ হইতে দ্বিভুজ ও বামাংশ হইতে চতুর্ভুজ এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরে দ্বিভুজ মূর্ত্তিতে কৃষ্ণ রাধিকাকে গ্রহণ করেন এবং স্বীয় চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি লইয়া লক্ষ্মীর প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সমুদয় বিশ্ব লক্ষ্য করেন বলিয়া তিনি দেবীগণের মহতী—এই জন্য মহালক্ষ্মী নামে খ্যাতা। এইরূপে দ্বিভুজ কৃষ্ণ রাধিকাকান্ত এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীকান্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা ও গোপগোপীর সহিত গোলোকে থাকিলেন এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ উভয়েই সর্ব্বাংশে তুল্য। এই লক্ষ্মীদেবী শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা। বৈকুণ্ঠধামই তাঁহার পূর্ণাধিষ্ঠান নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি প্রেমে নারায়ণকে আবদ্ধ করিয়া সকল রমণীগণের প্রধানা হইলেন। এই লক্ষ্মীদেবী ইন্দ্রের সম্পত্তিরূপিণী স্বর্গলক্ষ্মীরূপে, পাতালে ও মর্ত্ত্যে রাজগণের নিকট রাজলক্ষ্মীরূপে, গৃহিগণের গৃহে গৃহলক্ষ্মীরূপে, কলাংশ দ্বারা গৃহিণী ও সম্পদ্‌রূপে, গোগণের প্রসূতি সুরভিরূপে, যজ্ঞকামিনী দক্ষিণারূপে, ক্ষীরোদসাগরের কন্যারূপে, চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলে, রত্নে, ফলে, নৃপপত্নীতে, দিব্যস্ত্রীতে, গৃহে, সমস্ত শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃতস্থানে, দেবপ্রতিমাতে, মঙ্গলঘটে, মাণিক্যে ও মুক্তা প্রভৃতিতে শোভারূপে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে যেখানে সামান্যরূপও শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লক্ষ্মীদেবী অবস্থিতা জানিতে হইবে; কারণ লক্ষ্মীদেবীই একমাত্র শোভার আধার। তাঁহার অবস্থান ব্যতীত শোভা থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীদেবী যেখানে বিরাজিত থাকেন না, তাহা হতশ্রী হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীদেবী প্রথমে বৈকুণ্ঠধামে নারায়ণ কর্ত্তৃক পূজিত হন। পরে ব্রহ্মা ও মহাদেব তাঁহাকে পূজা করেন। অনন্তর ক্ষীরোদসাগরে বিষ্ণু, ভারতে স্বায়ম্ভুব মনু, মানবেন্দ্রগণ, ঋষীন্দ্রগণ, মুনীন্দ্রগণ, সাধুগৃহিগণ ও পাতালে নাগগণ যথাক্রমে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মা ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী হইতে সমস্ত পক্ষ ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা দিয়াছিলেন, তদবধিই ত্রিলোক মধ্যে সেই পদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে।

চৈত্র, পৌষ ও ভাদ্রমাসে শুদ্ধ ও মঙ্গলজনক দিনে বিষ্ণু তাঁহার পূজা করেন, পরে ত্রিলোকবাসীও এই তিনমাসে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া থাকে। মনু পৌষমাসের সংক্রান্তিদিনে প্রাঙ্গণ-মধ্যে লক্ষ্মীর পূজা করেন, ক্রমে ইহাও জগতে প্রচারিত

হয়। পরে রাজেন্দ্র, মঙ্গল, কেদার, বলদেব, সুবল, ধ্রুব, ইন্দ্র, বলি, কশ্যপ, দক্ষ প্রভৃতি সকলে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

এইরূপে সেই সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বজন কর্ত্তৃক বন্দিত ও পূজিত হইতেছেন। লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠে পূর্ণভাবে এবং চরাচর ব্রহ্মাণ্ডে অংশভাবে বিরাজিত আছেন।"

নারদ নারায়ণের নিকট লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি প্রভৃতির বিবরণ শুনিয়া তাঁহার মনে একটী মহা সংশয় উপস্থিত হয়, এই সংশয় নিবারণের জন্য তিনি ভগবানের নিকট প্রশ্ন করেন যে, 'লক্ষ্মীদেবী রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হন, কিন্তু লোকে তিনি সিন্ধুতনয়া নামে কিরূপে খ্যাতা হইলেন? সাগরমন্থন করিয়া দেবগণ কিরূপেই বা লক্ষ্মীকে লাভ করেন? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করিয়া কৃতার্থ করুন।'

তখন ভগবান্ নারদের প্রশ্নে ঈষদ্ হাস্য করিয়া কহিলেন, নারদ! পূর্ব্বে দুর্ব্বাসা মুনির অভিশাপে দেবরাজ, দেবসমূহ ও মর্ত্ত্যবাসী সকলে শ্রীভ্রষ্ট হইলে লক্ষ্মীদেবী রুষ্ট হইয়া পরম দুঃখিতান্তঃকরণে স্বর্গাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-ধামে গমন করিয়া মহালক্ষ্মীতে লীন হইলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় কামোন্মত্ত-ভাবে রম্ভাকে লইয়া শৃঙ্গারে প্রবৃত্ত ছিলেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ দুর্ব্বাসামুনি শঙ্করকে পূজা করিবার জন্য সেইস্থান দিয়া গমন করেন, দেবেন্দ্র মুনীন্দ্রকে দেখিয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তাঁহাকে প্রণাম করাতে মহামুনি দুর্ব্বাসা তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পারিজাতপুষ্প প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন যে, এই পুষ্প সকল পাপনাশক ও সকল প্রকার মঙ্গলনিদান। তিনি আরও বলেন যে, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীহরির চরণে নিবেদিত এই পুষ্প মস্তকে ধারণ না করেন, তিনি স্বগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হন।

ইন্দ্র তখন অতিশয় কামোন্মত্ত ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ ছিল না। সুতরাং দুর্ব্বাসা প্রস্থান করিলে পর তিনি ভ্রম-বশতঃ ঐ পুষ্প লইয়া ঐরাবতের মস্তকে প্রদান করেন। ঐরাবত ঐ পুষ্প মস্তকে ধারণ করিয়াই ইন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিল, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ স্বজনগণের সহিত শ্রীভ্রষ্ট হইল, ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া রম্ভাও তখন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন ইন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল।

ইন্দ্র নিরানন্দভাবে অমরাবতীতে গমন করিলেন। অমরা-বতীতে যাইয়া তিনি পুরী অমরাবতী নিরানন্দময়, শত্রুসমূহে পরিপূর্ণ, দীনভাবাপন্ন এবং বন্ধুবান্ধববর্জ্জিত দেখিলেন, পরে দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি আমার প্রপৌত্র, নিরন্তর শ্রীর আশ্রয়ে তুমি উজ্জ্বলা দীপ্তি ধারণ করিয়াছিলে, তুমি লক্ষ্মীসদৃশী শচীর ভর্ত্তা, তথাচ সর্ব্বদা তুমি পরস্ত্রীতে লোভ করিয়া থাক, পূর্ব্বে তুমি গৌতমের অভিশাপে ভগাঙ্গ হইয়া-ছিলে, পুনর্ব্বার লজ্জাবিহীন হইয়া পরস্ত্রীরমণে লোভ করিয়াছ। যে পরস্ত্রীরমণ করে, তাহার শ্রী ও যশ নষ্ট হয়। ইত্যাদিরূপে ইন্দ্রকে তিরস্কার করিয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে কহিলেন, এখন ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে পুনরায় লক্ষ্মীপ্রাপ্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন।

অনন্তর ইন্দ্র অতি কঠোর-ভাবে নারায়ণের উদ্দেশে তপস্যারম্ভ করিলেন। নারায়ণ ইন্দ্রের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকে সিন্ধু-কন্যারূপে জন্ম লইতে আদেশ করিলে দেব ও দানবগণ মিলিয়া সমুদ্র-মন্থন করিয়াছিলেন। এই সমুদ্রমন্থনে ইন্দ্র সম্পৎস্বরূপিণী লক্ষ্মী লাভ করেন। নারায়ণের আজ্ঞায় তাঁহার নিজাংশ হইতে সিন্ধুকন্যারূপে লক্ষ্মী প্রাদুর্ভূত হন। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ্মী দেবগণ প্রভৃতিকে বরদান করেন, লক্ষ্মীর কৃপায় ইন্দ্র রাজ্য ও শ্রীযুক্ত হইয়াছিলেন। তখন সকলে মিলিয়া লক্ষ্মী দেবীর স্তব করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৩৩-৩৬ অ°)

লক্ষ্মীচরিত।

লক্ষ্মী কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করেন এবং কোথায় বা অবস্থান করেন না, তাহার বিষয় পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—এই লক্ষ্মীচরিত্র পরম পবিত্র, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করেন, তাঁহার অশেষ প্রকার কল্যাণ সাধিত হয়। লক্ষ্মী দেবী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইলে পরে অঙ্গিরা, মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাকে পূজা ও স্তব করিয়া বলিয়াছিলেন, মাতঃ! আপনি দেবতাদিগের গৃহে ও মর্ত্ত্যলোকে গমন করুন। জগ-জ্জননী লক্ষ্মী মুনীন্দ্রদিগের সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে কহি-লেন, আমি ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি ক্রমে দেবগণের গৃহে ও মর্ত্ত্য-লোকে গমন করিব। হে মুনীন্দ্রগণ! ভারত মধ্যে আমি যাহাদিগের গৃহে গমন করিব, তাহার বিষয় শ্রবণ কর।

আমি পুণ্যবান্ সুনীতিজ্ঞ গৃহস্থ এবং রাজাদিগের গৃহে স্থির ভাবে থাকিয়া তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিব। গুরু, দেবতা, মাতা, পিতা, বান্ধব, অতিথি এবং পিতৃলোক যাহাদিগের প্রতি রুষ্ট থাকেন, আমি তাহাদিগের গৃহে গমন করিব না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা চিন্তা করে এবং সদা ভয়ভীত, শত্রুগ্রস্ত, যে অতি পাতকী, যে ঋণগ্রস্ত বা অতিশয় কৃপণ, সেই সকল পাপিষ্ঠের গৃহে পদার্পণ করিব না। যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, যে সর্ব্বদা শোকপীড়িত, মন্দবুদ্ধি, যে

সর্ব্বদা স্ত্রীর বশীভূত, যাহার স্ত্রী ও মাতা বেশ্যা, যে ব্যক্তি কটুভাষী, নিরন্তর কলহ করে, যাহার গৃহে নিরন্তর কলহ হয়, যাহার গৃহে স্ত্রীলোক প্রধান, তাহাদের গৃহে প্রবেশ করিব না। যে ব্যক্তি হরিপূজা ও হরির গুণ কীর্ত্তন করে না, অথবা যাহার হরির প্রশংসা করিতে ইচ্ছা নাই, যে ব্যক্তি কন্যা-বিক্রয়, আত্ম-বিক্রয়, ও বেদ-বিক্রয় করে, যে নরহত্যাকারক, হিংসক, তাহাদিগের গৃহ নরক তুল্য, তথায় আমি যাইব না। যে ব্যক্তি কার্পণ্য-দোষে দূষিত হইয়া মাতা, পিতা, ভার্য্যা, গুরুপত্নী, গুরুপুত্র, অনাথা, ভগিনী, কন্যা এবং আশ্রয়রহিত বান্ধবদিগকে পোষণ না করিয়া সর্ব্বদা ধনসঞ্চয় করে, আমি কদাচ তাহাদের নিকট গমন করিব না। যে ব্যক্তির দন্ত অপরিষ্কৃত, বস্ত্র মলিন, মস্তক রুক্ষ, গ্রাস ও হাস্য বিকৃত এবং যে মন্দবুদ্ধি মূত্র-বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার সময় মূত্রাদি ত্যাগ-কর্ত্তাকে দর্শন করে, যে ব্যক্তি আর্দ্রপদ ধুইয়া শয়ন করে বা চরণ না ধুইয়া শয়ন করে, যে বস্ত্রহীন হইয়া নিদ্রা যায়, সন্ধ্যাকালে বা দিবাভাগে শয়ন করে, তাহাদিগের গৃহে আমি কখনও চরণ অর্পণ করিব না। যে ব্যক্তি অগ্রে মস্তকে তৈল প্রদান করিয়া পশ্চাৎ অন্য অঙ্গ স্পর্শ করে বা গাত্রে তৈল প্রদান করে, তৈল মর্দ্দন করিয়া যে বিষ্ঠামূত্র-ত্যাগ, প্রণাম বা পুষ্প চয়ন করে, যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন এবং ভূমি খনন করে, যাহার গাত্রে ও পদে মলা থাকে, তাহারা আমার কৃপা পায় না। যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্ব্বক আত্মদত্ত কিংবা পরদত্ত ব্রাহ্মণের বৃত্তি বা দেবতার বৃত্তি হরণ করে, তাহার গৃহে আমার স্থান নাই। যে মন্দবুদ্ধি, শঠ, দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞকারক, পাপী এবং মন্ত্র ও বিদ্যা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি গ্রামযাজী, চিকিৎসক, পাচক ও দেবল, যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ বিবাহকর্ম্ম বা অন্য ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করে এবং দিবাভাগে মৈথুন আচরণ করে, আমি এই সকল ব্যক্তির গৃহে গমন করি না। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ গণেশখ০ ২১, ২২ অ০)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা কেশব মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনা লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, দেবি! তুমি কোন স্থানে নিশ্চল হইয়া অবস্থান কর, লক্ষ্মী তদুত্তরে বিষ্ণুকে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবতি নিশ্চলা॥

শ্রীরুবাচ।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোজ্জ্বলা।
অকলহা বসতির্যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥
ধান্যং সুবর্ণসদৃশং তণ্ডুলা রজতোপমাঃ।
অন্নঞ্চৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহম্॥" (স্কন্দপু০ লক্ষ্মীচরিত্র)

যে স্থলে শুক্লবর্ণ পারাবত সকল থাকে, যে স্থলে গৃহিণী সুন্দরী ও কলহ-হীনা, তথায় আমি অবস্থান করি। যে যে স্থলে ধান্য সুবর্ণসদৃশ এবং তণ্ডুল রজতবর্ণ, অন্ন তুষরহিত অর্থাৎ পরিষ্কৃত, তথায় আমার অবস্থিতি জানিবে। যাহারা প্রিয়বাক্যভাষী, বৃদ্ধোপসেবী, প্রিয়দর্শন, অল্পপ্রলাপী এবং অদীর্ঘসূত্রী, যাহারা ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যাবিনীত, অগর্ব্বিত, জনানুরাগী ও যাহারা পরোপতাপী নহে, আমি সর্ব্বদা এই সকল পুরুষে অবস্থান করি। যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান ও দ্রুত ভোজন করে, সুগন্ধ পুষ্প পাইয়া ঘ্রাণ করে না, নগ্না-স্ত্রীকে দর্শন করে না, সেই সকল লোক আমার প্রিয়। যে পুরুষে ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটী মহাগুণ আছে, তিনি আমার প্রিয়।

আমলক ফল, গোময়, শঙ্খ ও শুক্ল বস্ত্র, পদ্মোৎপল, চন্দ্র, মহেশ্বর, নারায়ণ, বসুন্ধরা ও উৎসব-মন্দির এই সকল স্থলে লক্ষ্মী নিত্য অবস্থান করেন।

যে সকল স্ত্রী গুণভক্তিযুক্তা, পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, এবং পতির ভুক্তাবশেষ ভোজন করে, সদা সন্তুষ্টা, ধীরা, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যযুক্তা, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা, শ্যামা, মৃগাক্ষী, সুশীলা, পতিব্রতা এই সকলগুণযুক্তা স্ত্রীতে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি।

পূতি ও পর্য্যুষিত পুষ্পঘ্রাণ, বহুব্যক্তির সহিত শয়ন, ভগ্নাসনে উপবেশন এবং যিনি কুমারীগমন করেন, লক্ষ্মী তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করেন। চিতাঙ্গার, অস্থি, বহ্নি, ভস্ম, দ্বিজ, গাভী, তুষ, গুরু এই সকল দ্রব্য পাদ দ্বারা সংস্পর্শকারী লক্ষ্মীহীন হইয়া থাকে।

(স্কন্দপু০ লক্ষ্মীকেশবসংবাদে লক্ষ্মীচরিত্র)

গরুড়পুরাণ ১১৪ অধ্যায় এবং মার্কণ্ডেয়-পুরাণ প্রভৃতিতেও এই লক্ষ্মীচরিত্র বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা।

স্বর্গে দেবগণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মী পূজিত হইয়াছিলেন, এইজন্য ভারতেও তিনি লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে। বিষ্ণু এই তিনমাসে লক্ষ্মীপূজা করিয়াছিলেন, এইজন্য এই তিন মাসেই লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। এই তিনমাসে যে তিনবার পূজা হইয়া থাকে, চলিত কথায় তাহাকে লক্ষ্মীর 'খন্দপালা' পূজা কহে। লক্ষ্মী পূজা করিয়া তদুদ্দেশ্যে হবিষ্যাশী হইয়া নিয়মপালন করিতে হয়। ইহাকে চলিত কথায় 'পালুনী' কহে।

শুক্লপক্ষে বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়। শুক্লপক্ষীয় বৃহস্পতিবারে শুভ তিথিনক্ষত্রের যদি যোগ না হয়, হইলে

রবি ও সোমবারে পূজা করা যাইতে পারে, এই পূজায় বৃহস্পতিবার মুখ্য এবং রবি ও সোমবার গৌণ। বৃহস্পতিবারে যদি পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী বা পূর্ণিমা তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ তিথিতে পূজা করাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহার মধ্যে আরও একটু বিশেষ আছে যে, পৌষমাসে দশমী, চৈত্রমাসে পঞ্চমী এবং ভাদ্রমাসে পূর্ণিমা তিথি বিশেষ উপযোগী। তিথি প্রতিপদ, একাদশী, ষষ্ঠী, চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজা নিষিদ্ধ। সংক্রান্তি, প্রথমমাস, অপরাহ্ণকাল, ত্র্যহস্পর্শ দিন, ও রাত্রিকালে এই পূজা করিতে নাই। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই চারিটী নক্ষত্র ও কৃষ্ণপক্ষে কখন পূজা করিবে না।

একটী আঢ়কধান্য পূর্ণ করিয়া তাহা নানাভরণভূষিত করিবে, পরে ঐ আঢ়ক সুগন্ধ শুক্লপুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হয়। এই পূজায় পৌষমাসে পিষ্টক, চৈত্রমাসে পরমান্ন এবং ভাদ্রমাসে পিষ্টক ও পরমান্ন এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা পূর্ব্বমুখে পূজা করিতে হইবে। যিনি যথাবিধানে এই লক্ষ্মীপূজা করেন, তিনি ইহলোকে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকেন। লক্ষ্মীদেবীর পূজা স্ত্রীলোকে করিবে, এইরূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে লক্ষ্মীপূজা হইবে, তথায় ঘণ্টাবাদ্য করিতে নাই। ঝিণ্টী ও কাঞ্চন পুষ্পদ্বারা লক্ষ্মীপূজা করিবে না। পদ্মদ্বারা লক্ষ্মীপূজা বিশেষ শুভজনক। *

এই লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মী, নারায়ণ, ও কুবের এই তিনজনের পূজার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দিনে সরস্বতীর পূজা এবং সরস্বতী পূজার দিনও লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লক্ষ্মীদেবী শ্বেতবর্ণা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

"শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা মনোহরা
শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুপ্রভাপ্রচ্ছাদিতাননা ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০ প্রকৃতিখ০ ৩৫ অ০)

কিন্তু অন্য স্থলে ইনি গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যে ধ্যানে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে, সেই ধ্যানানুসারে ইনি গৌরবর্ণা।

ধ্যান—

"পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্ ॥
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥"

স্কন্দপুরাণোক্ত ধ্যান—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদসমাবহাম্ ॥
গৌরবর্ণাঞ্চ দ্বিভুজাং সিতপদ্মোপরিস্থিতাম্।
বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থাঞ্চ জগচ্ছোভাপ্রকাশিনীম্ ॥"

'শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। পরে লক্ষ্মী, পদ্মালয়া, পদ্মা, কমলা, শ্রী, ধৃতি, ক্ষমা, তুষ্টি, পুষ্টি, কান্তি, মেধা, বিদ্যা, রমা, শ্রুতি, হরিপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া ও নারায়ণপ্রিয়া ইহাদিগকে লক্ষ্মীবীজ 'শ্রীং' এই মন্ত্রে পূজা ও লক্ষ্মী নারায়ণ এবং বৃহস্পতি কুবের ইহাদিগেরও পূজা বিধেয়।

"ধ্যায়েদাদ্যাং সদা দেবীং পূজাকালে বিশেষতঃ।
ততঃ পূজাদিকং কুর্য্যাৎ শ্রীং লক্ষ্মীং নম ইত্যূচা ॥

---

* "পৌষে চৈত্রে তথা ভাদ্রে পুণ্যেষু স্থিরঃ শ্রিয়ম্।
সিংহে ধনুষি মীনে চ স্থিতে সপ্ততুরঙ্গমে ॥
প্রতাব্দং পূজয়েল্লক্ষ্মীং শুক্লপক্ষে গুরোর্দ্দিনে।
নাপরাহ্ণে ন রাত্রৌ চ নাসিতে ন ত্র্যহস্পৃশি ॥
দ্বাদশ্যাঞ্চৈব নন্দায়াং রিক্তায়াঞ্চ নিরংশকে।
ত্রয়োদশ্যাং তথাষ্টম্যাং কমলাং নৈব পূজয়েৎ ॥
ন পূজয়েৎ শনৌ ভৌমে ন বুধে নৈব ভার্গবে।
পূজয়েত্তু গুরোর্বারে চাপ্রাপ্তে রবিসোময়োঃ ॥
গুরুবারে হি পূর্ণা চ যত্নেন যদি লভ্যতে।
তত্র পূজ্যা তু কমলা ধনপুত্রবিবর্দ্ধিনা ॥
ন কুর্য্যাৎ প্রথমে মাসি নৈব কৃত্যাদ্বিসর্জ্জনম্।
ন ঘণ্টাং বাদয়েৎ তত্র নৈব ঝিণ্টীং প্রদাপয়েৎ ॥
পৌষে চ দশমী শস্তা চৈত্রকে পঞ্চমী তথা।
নভস্যে পূর্ণিমা জ্ঞেয়া গুরুবারে বিশেষতঃ ॥
আঢ়কং ধান্যসম্পূর্ণং নানাভরণভূষিতম্।
সুগন্ধিশুক্লপুষ্পেণ শুক্লপক্ষে প্রপূজয়েৎ ॥
পৌষে তু পিষ্টকং দদ্যাৎ পরমান্নঞ্চ চৈত্রকে।
পিষ্টকং পরমান্নঞ্চ নভস্যে তু বিশেষতঃ ॥
গুরুবারসমাযুক্তা নভস্যে পূর্ণিমা শুভা।
কমলাং পূজয়েত্তত্র পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
একেন কমলেনৈব কমলাং পূজয়েদ্যদি।
ইহলোকে সুখং প্রাপ্য পরত্র কেশবং ব্রজেৎ ॥
প্রাঙ্মুখী পূজয়েল্লক্ষ্মীং পশ্চিমাননসংস্থিতাম্।
গন্ধপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদ্যুপচারকৈঃ ॥
গন্ধদ্বারেতি মন্ত্রেণ গন্ধেনাবাহয়েদসৌ।
শ্রিয়ে জাত ইতি দ্বাভ্যাং পুষ্পৈরাবাহয়েত্ততঃ ॥"

(স্কন্দপুরাণধৃত স্মৃতি)

ন কৃষ্ণপক্ষে রিক্তায়াং দশমী দ্বাদশীষু চ।
শ্রবণাদি চতুর্ঋক্ষে লক্ষ্মীপূজাং ন কারয়েৎ ॥ (কালচন্দ্রিকা)

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া পদ্মা কমলা শ্রীর্ধৃতিঃ ক্ষমা।
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা কান্তির্মেধা বিদ্যা রমা শ্রুতিঃ॥
হরিপ্রিয়া তথা বিষ্ণোঃ প্রিয়া নারায়ণস্তু চ।
এতাভিঃ সপ্তদশভির্লক্ষ্মীবীজাদিনার্চ্চয়েৎ॥
লক্ষ্মীনারায়ণাভ্যাঞ্চ নমোঽন্তেন প্রপূজয়েৎ।
ধীষণঞ্চ কুবেরঞ্চ পূজয়েত্তদনন্তরম্॥" (স্কন্দপু° লক্ষ্মীচ°)

তন্ত্রসারে লক্ষ্মীর মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"অথ বক্ষ্যে প্রিয়ে মন্ত্রান্ শ্রীসৌভাগ্যফলপ্রদান্।
যস্যাঃ কটাক্ষমাত্রেণ ত্রৈলোক্যমপি বর্দ্ধতে॥" (তন্ত্রসার)

'শ্রীং' এই একাক্ষর বীজই লক্ষ্মীর মন্ত্র, এই মন্ত্রে পূজা করিলে নানাবিধ সুখসৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে।

পূজাপ্রণালী—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পূজা প্রণালী অনুসারে পীঠন্যাসাদি সকল কর্ম্ম করিবে। পরে লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়া পীঠপূজাদি করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাষিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥"

এই ধ্যানে যথাবিধানে পূজা করিয়া বিসর্জ্জনাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে। লক্ষ্মী মন্ত্রের পুরশ্চরণ দ্বাদশ লক্ষ জপ।

মন্ত্রান্তর—'ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং' এই লক্ষ্মীর মন্ত্র চতুর্বর্গ ফলপ্রদ। এই মন্ত্রে পূজাদি করিলে সুখসৌভাগ্যাদি সম্পদ্ লাভ হয়। ইহা ভিন্ন 'নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা' এই দশাক্ষর মন্ত্রও সকল অভীষ্ট সিদ্ধিপ্রদ।

মহালক্ষ্মীমন্ত্র—'ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং হেসা জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে মহালক্ষ্মীর পূজা করিতে হয়।

এই সকল পূজার পদ্ধতি ও নিয়ম তন্ত্রসারে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (তন্ত্রসার) তন্ত্রসারে লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, যিনি প্রতিদিন লক্ষ্মীদেবীর স্তব ও কবচ পাঠ করেন, তাঁহার দরিদ্রতা থাকে না এবং নানাবিধ সুখ-সৌভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। [শ্রী দেখ।]

আশ্বিনী পূর্ণিমার দিন কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা ও কার্ত্তিকী অমাবস্যার দিন দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে।

[দীপান্বিতা ও কোজাগরী শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য]

২ দুর্গা।

"স্তুতিঃ সিদ্ধিরিতি খ্যাতা শ্রিয়া সংশ্রয়ণাচ্চ বা।
লক্ষ্মীর্বা ললনা বাপি ক্রমাৎ সা কান্তিরুচ্যতে॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

৩ সম্পত্তি। ৪ শোভা। ৫ ঋদ্ধ্যোষধ। ৬ বৃদ্ধিনামৌষধ। ৭ ফলবান্ বৃক্ষ। (মেদিনী) ৮ সীতা। ৯ বীরপত্নী। (শব্দরত্না°) ১০ স্থলপদ্মিনী। ১১ হরিদ্রা। ১২ শমী। ১৩ দ্রব্য। ১৪ মুক্তা। (রাজনি°) ১৫ মোক্ষপ্রাপ্তি। (চণ্ডীটীকায় নাগেশভট্ট) ১৬ পদ্ম। ১৭ শ্বেততুলসী। ১৮ মেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

লক্ষ্মী, একজন বিদুষী স্ত্রীকবি। [লক্ষ্মীদেবী দেখ।]

লক্ষ্মীক (ত্রি) লক্ষ্মীবন্ত। সৌভাগ্যযুক্ত।

লক্ষ্মীকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধভেদ। আগমসার, কূর্ম্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

লক্ষ্মীকান্ত (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ কান্তঃ। ১ নারায়ণ। ২ কল্লোলেশ-লক্ষ্মীকান্ত নামক দেবতাভেদ।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ (ভট্টাচার্য্য), রথপদ্ধতিপ্রণেতা। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা গিরীশচন্দ্রের প্রার্থনানুসারে প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীকুমার তাতাচার্য্য, লঘুভাবপ্রকাশিকা ও সারচন্দ্রিকা-রচয়িতা।

লক্ষ্মীকুলার্ণব (পুং) তন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীগৃহ (ক্লী) লক্ষ্ম্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ১ রক্তোৎপল। ২ লক্ষ্মীবেশ্ম, লক্ষ্মীর আলয়।

লক্ষ্মীচন্দ্র মিশ্র, শৈবকল্পদ্রুমপ্রণেতা।

লক্ষ্মীজনার্দন (পুং) লক্ষ্ম্যা সহিতো জনার্দনঃ। শালগ্রাম-শিলা বিশেষ। ইহার লক্ষণ—একদ্বারে চারিটী চক্র বিদ্যমান, নবীন নীরদতুল্য অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং বনমালারহিত শালগ্রাম শিলাকে লক্ষ্মীজনার্দ্দন কহে।

"একদ্বারে চতুশ্চক্রং নবীননীরদোপমম্।
লক্ষ্মীজনার্দ্দনো জ্ঞেয়ো রহিতো বনমালয়া॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ও দেবীভাগ° ৯।২৪।৫৯)

২ লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীতাল (পুং) লক্ষ্মীযুক্তস্তালঃ। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ তালভেদ, তৌর্য্যত্রিকের পরিচ্ছেদবিশেষ।

"দ্বৌ লো পূর্ব্বৌ বিরামান্তৌ দ্রুতৌ গু দবিরামকঃ।
বিরামান্তৌ দ্রুতৌ লশ্চ দ্রুতৌ লঘুবিরামকঃ॥"
(সঙ্গীতদামো° লক্ষ্মীতাল)

লক্ষ্মীত্ব (ক্লী) লক্ষ্মীভাবে ত্ব। লক্ষ্মীর ভাব বা ধর্ম্ম। সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য।

লক্ষ্মীদত্ত, ১ সহমচন্দ্রিকাটীকা ও হিল্লাজদীপিকাটীকা-রচয়িতা। ২ পাণ্ডবচরিতকাব্যপ্রণেতা। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র।

লক্ষ্মীদত্ত আচার্য্য, আকাশনিরূপণ নামক ন্যায়গ্রন্থ, বচনভূষণ (বেদান্ত) এবং পদার্থদীপিকা ও সংগ্রহ নামক ব্যাকরণ প্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস (পুং) যোগশতকগ্রন্থপ্রণেতা।

লক্ষ্মীদাস, ১ অনুমান-লক্ষণপ্রণেতা। ২ যোগশতক নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ৩ কেরলবাসী একজন কবি। ইনি শুকসন্দেশ কাব্য রচনা করেন। ৪ ভাস্করাচার্য্যকৃত সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের গণিততত্ত্বচিন্তামণি নামক প্রসিদ্ধ টীকাকার, বাচস্পতি মিশ্রের পুত্র ও কেশবের পৌত্র। ইনি ১৫০১ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ সমাপন করেন।

লক্ষ্মীদেব, মঙ্খের সমসাময়িক একজন পণ্ডিত। শ্রীকণ্ঠচরিত কাব্যে ইহার উল্লেখ আছে।

লক্ষ্মীদেবী (স্ত্রী) মিথিলারাজ চন্দ্রসিংহের মহিষী। লছিমা ও লখিমা নামে প্রসিদ্ধ। বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মিসরুমিশ্র ও মিতাক্ষরা-টীকারচয়িতা বালম্ভট্ট তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। রাণী স্বয়ং পণ্ডিতদিগের যত্নে মিতাক্ষরাব্যাখ্যান নামক প্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা-টীকা রচনা করেন।

লক্ষ্মীধর, ১ একজন কবি। পদ্যাবলীতে ইঁহার উল্লেখ আছে। ২ দ্রাবিড়বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ভোজপ্রবন্ধে ইহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ৩ অলঙ্কারমুক্তাবলীপ্রণেতা। ৪ চক্রপাণিকাব্য ও নলবর্ণনকাব্যরচয়িতা। ৫ পিঙ্গলটীকাপ্রণেতা। বৃত্তরত্নাকরাদর্শে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ৬ স্মৃতিকল্পদ্রুম বা গৃহস্থকাণ্ডরচয়িতা। ৭ গণিতপ্রদীপপ্রণেতা। ইনি নাগনাথের ভ্রাতা ও নিম্বদেবের পুত্র। ৮ ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা-রচয়িতা; ইনি কোণ্ডভট্টের শিষ্য এবং যজ্ঞেশ্বর ভট্টের পুত্র। ৯ ইষ্টিকারিকা-প্রণেতা। শ্রীকণ্ঠের পুত্র ও বিদ্যাধরের পৌত্র। ১০ বিরুদ্ধবিধিবিধ্বংস নামক গ্রন্থের রচয়িতা। মল্লদেবের পুত্র ও বামনের পৌত্র।

লক্ষ্মীধর আচার্য্য, নামচিন্তামণি, ন্যায়ভাস্কর ও ভগবন্নামকৌমুদীরচয়িতা। বিট্‌ঠলাচার্য্যের পুত্র। অনন্তানন্দ রঘুনাথ যতি ও শ্রীকৃষ্ণ সরস্বতীর নিকট ইনি শিক্ষা সমাপন করেন।

লক্ষ্মীধর কবি, অদ্বৈতমকরন্দ ও ন্যায়মকরন্দ-রচয়িতা।

লক্ষ্মীধর দেশিক, আনন্দলহরীটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীধর ভট্ট, ১ কুণ্ডকারিকা-রচয়িতা। ২ কৃত্যকল্পতরু-প্রণেতা। ইনি কান্যকুব্জাধিপতি রাজা গোবিন্দচন্দ্র দেবের মন্ত্রী ও মহাসন্ধিবিগ্রহিক হৃদয়ধরের পুত্র। দানকল্পতরু, রাজধর্ম্মকল্পতরু ও ব্যবহারকল্পতরু নামে ইহার রচিত আরও তিনখানি খণ্ডগ্রন্থ পাওয়া যায়। উহা সম্ভবতঃ উক্ত কৃত্যকল্পতরুরই অন্তর্ভুক্ত।

লক্ষ্মীধরসেন, একজন বৈদ্য পণ্ডিত। কাকুৎস্থসেনের পুত্র ও সাঙ্গ সেনের পৌত্র। তত্ত্বচন্দ্রিকা নাম্নী চিকিৎসাসংগ্রহটীকা প্রণেতা শিবদাসসেন ইঁহার প্রপৌত্র।

লক্ষ্মীনরসিংহ, ১ বিলাস নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। বিশেষণবৈয়র্থ্য নামক ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনাথ (পুং) বিষ্ণু।

লক্ষ্মীনাথ, গোপালার্চ্চনচন্দ্রিকা রচয়িতা।

লক্ষ্মীনাথ ভট্ট, পিঙ্গলার্থপ্রদীপপ্রণেতা রায়ভট্টের পুত্র ও নারায়ণের পৌত্র। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ২ একজন পণ্ডিত। বৃত্তমৌক্তিকপ্রণেতা চন্দ্রশেখর ইঁহার পুত্র।

লক্ষ্মীনাথ মিশ্র, লীলাবতীটীকা ও সিদ্ধান্তশিরোমণিটীকা নামক দুইখানি টীকা ইহার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

লক্ষ্মীনাথ শর্ম্মন্, শিশুপালবধব্যাখ্যা রচয়িতা। নারায়ণ শর্ম্মার পুত্র ও বংশীধর শর্ম্মার পৌত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ, ১ উপশমার্ঘ্য, কাশীস্তোত্র, কৃষ্ণাষ্টক, দেব্যাষ্টক, নীরাজনপদ্মালিলক্ষণবিবিক্তি, পাংশুলাবৃত্তিপ্রকাশ, প্রাতঃস্মরণাষ্টক, ভারতীনীরাজন, মঙ্গলদশক, মদনমুখচপেটিকা, রামচন্দ্রপঞ্চদশী, রামপঞ্চদশীকল্পলতিকা, বিন্ধ্যবাসিনীদশক, বিশ্বেশ্বরনীরাজন, বিষ্ণুনীরাজন, শঙ্করাষ্টক, শিবদশক, শিবস্তোত্র, সূর্য্যষট্‌পদী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। ২ তত্ত্বপ্রকাশিকাব্যাখ্যা নামক বেদান্তগ্রন্থরচয়িতা। ৩ দায়াধিকারিক্রমপ্রণেতা। ৪ লঘুসংগ্রহ নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ৫ শ্রুতবোধটীকাপ্রণেতা।

লক্ষ্মীনারায়ণ, কুর্গরাজ্যের দেওয়ান। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তালুপ্রদেশবাসী গৌড়গণ বিদ্রোহী হয়। ক্রমে সেই বিদ্রোহবহ্নি দক্ষিণ-কাণাড়া হইয়া কুর্গরাজ্যে বিস্তারলাভ করে। এই সময়ে অপ্রস্বর নামক একজন রাজদ্রোহীর প্ররোচনায় দেওয়ান লক্ষ্মীনারায়ণ ইংরাজের শত্রু হইয়া উঠেন। কিন্তু বিশ্বস্ত কুর্গসেনার সাহায্যে শীঘ্রই দেওয়ানজীর উদ্যম ব্যর্থ হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ (পুং) লক্ষ্ম্যান্বিতো নারায়ণঃ। শালগ্রাম-শিলাবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—যে শালগ্রাম শিলার একদ্বারে চারিটী চক্র, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বনমালাবিভূষিত, অর্থাৎ বনমালা চিহ্নযুক্ত।

"একদ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালাবিভূষিতং।
নবীননীরদাকারং লক্ষ্মীনারায়ণাভিধম্।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু০)

লক্ষ্মী ও নারায়ণ।

লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার, ব্যবস্থারত্নমালা নামক দীধিতিকার। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গদাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

লক্ষ্মীনারায়ণ যতি, ন্যায়ামৃতরচয়িতা ব্যাসতীর্থ বিদ্যুর গুরু।

লক্ষ্মীনারায়ণ (রাজা), কোচবিহারের একজন রাজা। বালগোস্বামীর পুত্র ও নরনারায়ণের পৌত্র। ইনি রাজা মানসিংহকে ১০০৫ হিঃ সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক স্বরাজ্যে লইয়া যান। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণব্রত, ব্রতবিশেষ।

লক্ষ্মীনিবাস, শিবাদিত্যকৃত নাম্নী ... টীকাপ্রণেতা।

রত্নপ্রভাসূরির শিষ্য ও শ্রীরঙ্গের পুত্র। ইনি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থরচনা করেন।

লক্ষ্মীনিবাস (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ নিবাসঃ। লক্ষ্মীর নিবাসস্থান।

লক্ষ্মীনৃসিংহ (পুং) লক্ষ্মীযুতো নৃসিংহঃ। শালগ্রামশিলাবিশেষ। লক্ষণ—দ্বিচক্র, বিস্তৃতাস্য ও বনমালাবিভূষিত, এই শালগ্রাম গৃহীদিগের পক্ষে বিশেষ শুভপ্রদ।

"দ্বিচক্রং বিস্তৃতাস্যঞ্চ বনমালাবিভূষিতম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহং বিজ্ঞেয়ং গৃহিণাঞ্চ সুখপ্রদম্॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৹)

লক্ষ্মীনৃসিংহ, ১ সর্ব্বতোবিলাস নামক সত্যনিধিবিলাসের টীকাকার। ২ অনঙ্গ-সর্ব্বস্ব ভাণ-রচয়িতা। নৃসিংহাচার্য্যের পুত্র। ৩ অমলানন্দকৃত বেদান্তকল্পতরুর আভোগ নামক টীকা ও তর্ক-দীপিকাপ্রণেতা। কোণ্ড ভট্টের পুত্র।

লক্ষ্মীনৃসিংহকবচ, (ক্লী) ধারণীয় মন্ত্রৌষধবিশেষ।

লক্ষ্মীনৃসিংহ ভট্ট, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। রমলসার-রচয়িতা শ্রীপতির পিতা।

লক্ষ্মীপতি, ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি ইষ্টদর্পণো-দাহরণ, জাতকচিন্তামণি, জৈমিনিসূত্রটীকা, ধ্রুবভ্রমণ, নীলকণ্ঠীটীকা, পদ্মকোষপ্রকাশ, পারাশরী-টীকা, মকরন্দসারিণী, মুহূর্ত্তসংগ্রহটীকা, শম্ভুবিচার, শীঘ্রবোধটীকা, ষোড়শযোগব্যাখ্যান, সম্রাড়্ যন্ত্র, সারণী, হিল্লাজদীপিকাটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ নৃপনীতি-গর্ভিত নামক বৃত্তকার। ৩ শিক্ষানীতি নামক কাব্যপ্রণেতা। ৪ শ্রাদ্ধরত্নরচয়িতা। ইনি ইন্দ্রপতির শিষ্য। ৫ ছন্দোনাম বিচরণা-প্রণেতা রামচন্দ্রের গুরু।

লক্ষ্মীপতি (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পতিঃ। ১ বাসুদেব। ২ নরপতি, রাজা।

"অথ ক্ষমামেব নিরস্তবিক্রমশ্চিরায় পর্য্যেসি সুখস্য সাধনম্।
বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষকার্ম্মুকং জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্॥"
(কিরাত ১।৪৪) ৩ লবঙ্গ বৃক্ষ। ৪ পূগ।

লক্ষ্মীপাশা, বাঙ্গালার যশোহরজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধুমতীর তীরে অবস্থিত। এখানে রাঢ়ীয়শ্রেণীর বহু কুলীন ব্রাহ্মণের বাস আছে।

লক্ষ্মীপুত্র (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ পুত্রঃ। ১ কামদেব। ২ ঘোটক। ৩ কুশ। ৪ লব। ৫ (দেশজ) ধনবান্ ব্যক্তি। লক্ষ্মীর বরপুত্র।

লক্ষ্মীপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ।

লক্ষ্মীপুর, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ বা ঘাট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। অক্ষা৹ ১৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৮৩° ২০´ পূঃ। এই পথ দিয়া পার্ব্বতীপুর হইতে জয়পুর যাওয়া যায়।

লক্ষ্মীপুর, একটী প্রাচীন দেবতীর্থ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লক্ষ্মীপুর-মাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ লিখিত আছে।

লক্ষ্মীপুষ্প (পুং) লক্ষ্মীযুক্তং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টং পুষ্পমিবাস্য। ১ পদ্মরাগমণি। (ক্লী) লক্ষ্মীপ্রিয়ং পুষ্পং। ২ পদ্ম।

লক্ষ্মীপূজা (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যাঃ পূজা। ১ লক্ষ্মীদেবীর পূজা। ২ ব্রত-বিশেষ। [লক্ষ্মীশব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীপেঁচা, পেচকজাতীয় ক্ষুদ্রাকার পক্ষিভেদ (Strix flammea)। ইহাদের গাত্রবর্ণ হরিদ্রারঞ্জিত সিন্দূরবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ছাপ আছে। [পেচক শব্দ দেখ।]

লক্ষ্মীফল (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ স্তনজং ফলং যত্র। বিল্ববৃক্ষ (রাজনি৹)

লক্ষ্মীমল্ল (দেওয়ান), একজন শিখসর্দ্দার। সিন্ধুপ্রদেশে শিখাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎপ্রদেশ শাসনার্থ নানাস্থানে শাসনকর্ত্তা নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। সাবনমল্ল ও মূলরাজ যে সময়ে মূলতান প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীমল্ল উত্তর-দেরাজাতের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র দৌলত রায় উক্ত প্রদেশ শাসন করেন।

লক্ষ্মীযজুস্ (ক্লী) মন্ত্রভেদ।

লক্ষ্মীয়া, বাঙ্গালায় প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের একটী শাখা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তরসীমান্তবর্ত্তী তোক গ্রামে মূল নদকে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে মেঘনা-ধলেশ্বরীসঙ্গমের অদূরে ধলেশ্বরীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে (অক্ষা° ২৩° ৩৪´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩৪´ পূঃ)। ঢাকা জেলার প্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ বন্দর এই নদীর কূলে অবস্থিত। এই নদীর জল পরিষ্কার ও সুশীতল, উভয় তীরে বনরাজি বিরাজিত থাকায় তটশোভা বিশেষ মনোহারিণী হইয়াছে। বৎসরে পাঁচ মাস মাত্র এই নদীতে জুয়ার ভাটা খেলে। এক মাত্র একদালা নামক স্থানে এই নদী পার হওয়া যায়। বর্ত্তমানে ব্রহ্মপুত্রের স্থানে স্থানে চর পড়ায় এই নদীর জলস্রোতেরও একান্ত অভাব ঘটিতেছে।

লক্ষ্মীরমণ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ রমণং। নারায়ণ।

লক্ষ্মীবৎ (পুং) লক্ষ্মীঃ শোভাঽস্ত্যস্যেতি মতুপ্, মস্য বঃ। ১ পনসবৃক্ষ। (শব্দমালা) ২ শ্বেতরোহিতবৃক্ষ। (রাজনি৹) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) (ত্রি) ৪ শ্রীযুক্ত। ৫ ধন-বান্। পর্য্যায়—লক্ষ্মণ, শ্রীল, শ্রীমান্।

"শেষে ধরাভরাক্রান্তে শেষে বিশ্বম্ভরঃ শ্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন পশ্যন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্॥" (উদ্ভট)
৩ অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি৹)

লক্ষ্মীবতী, মৌখরীরাজ ঈশানবর্ম্মার মহিষী।

লক্ষ্মীবর্ম্মদেব (পুং) মালবের পরমারবংশীয় একজন হিন্দুরাজা। রাজা যশোবর্ম্মার পুত্র। ইনি রাজ্যাপহারী অজয়বর্ম্মার নিকট হইতে মালবরাজ্যের কতকাংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্বনামে রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি উজ্জয়িনী-সিংহাসনে

অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও পরে পৌত্র উদয়বর্ম্মদেব সিংহাসন অধিকার করেন।

লক্ষ্মীবল্লভ (পুং) লক্ষ্ম্যাঃ বল্লভঃ। ১ বিষ্ণু। ২ প্রাচীন গ্রন্থকারভেদ।

লক্ষ্মীবসতি (স্ত্রী) পদ্মপুষ্প।

লক্ষ্মীবহিষ্কৃত (ত্রি) ধনহীন। ঐশ্বর্য্যশূন্য। চলিত কথায় 'লক্ষ্মীছাড়া' বলে।

লক্ষ্মীবাঈ, একজন মহারাষ্ট্র ভূম্যধিকারিণী। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় চান্দার বিদ্রোহী দলপতি বাবু রাওকে কৌশলে ধৃত করিয়া ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। [চান্দা দেখ।]

লক্ষ্মীবার (পুং) বৃহস্পতিবার—ঐ দিন লক্ষ্মীর পূজা প্রশস্ত।

লক্ষ্মীবিলাস তৈল, বাতব্যাধিরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—মঞ্জিষ্ঠা, চোরকাঁচকী, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ব্যাঘ্রী (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), বচ, গুবাকবৃক্ষের ছাল, গুড়ত্বক্, গন্ধতৃণ, শটী, হরীতকী, বহেড়া, আমলা ও মুতা প্রত্যেক ২ পল; এই গন্ধকল্ক দ্বারা তিল তৈল ৪ সের প্রথম পাক করিবে। পরে জটমাংসী, মুরামাংসী দনা, চম্পকপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, গুড়ত্বক্, গেঁটেলা, বালা, কুড়, মরুবকপুষ্প, পিড়িংশাক প্রত্যেক ২ পল এবং গন্ধবিরাজা, কুন্দুরখোটী, নখী, নালুকা শুলফা প্রত্যেক ১ পল; ইহার দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক পাক করিবে। অতঃপর এলাইচ, লবঙ্গ, শিলারস, শ্বেতচন্দন, জাতীপুষ্প, খাটাশী, কাঁকলা, অগুরু, লতাকস্তুরী, কুম্কুম্ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ২ তোলা, কর্পূর ১ তোলা বা ৬ মাষা ৪ রতি. এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। পাক সাঙ্গ হইলে তৈল হইতে খাটাশী উদ্ধৃত করিয়া উত্তমরূপ শিলাপেষিত করিয়া তৈলে মিশ্রিত করিয়া দিবে। অন্যবিধ—বিল্বাদি পঞ্চপল্লব ক্বাথ দ্বারা প্রথম কল্ক পাক করিবে, গন্ধাম্বু দ্বারা দ্বিতীয় কল্ক এবং অগুরু ধূপিত গন্ধবারি দ্বারা তৃতীয় কল্ক পাক করিবে। এই তৈলেও গন্ধ দ্রব্য সকল শোধন করিয়া লইতে হইবে। ইহা ব্যবহারে বিবিধ বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। ইহা মহাসুগন্ধি তৈল নামে খ্যাত।

উল্লিখিত সমস্ত দ্রব্য দ্বিগুণ পরিমাণে তৈলে দিয়া পাক করিলে উহাকে লক্ষ্মীবিলাস তৈল কহে। (ভৈষজ্যরত্না° বাতাধি°)

লক্ষ্মীবিলাসরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—অভ্র ৮ তোলা; পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জৈত্রী, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা; বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ডমূল, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলেমূল, বেড়েলামূল, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা করিয়া লইতে হইবে। পরে এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র পানের রসে মাড়িয়া ৩ গুঞ্জা প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান দুগ্ধ, দধি ও কাঁজি প্রভৃতি। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার জ্বর, প্রমেহ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধি°)

২ কাসাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—পারদ, হরিতাল প্রত্যেকে দুই ভাগ, খর্পর, বঙ্গ, কান্তলৌহ, অভ্র, তাম্র, কাংস্য, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কেশুরের রসে ভাবনা দিবে, পরে উহা কুলত্থকলায়ের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া এলাচি, জাতীফল, তেজপাতা, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেকে এক একভাগ মিশাইয়া চণক পরিমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুকাইতে হইবে। অনুপান শীতলজল। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার কাস আশু প্রশমিত হয়। ঔষধসেবনকালীন পথ্য—মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও স্নিগ্ধভোজন। শাক, অম্ল, ভাজা ও পোড়া জিনিস নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ক্ষয়কাস, শ্বাস, হলীমক, পাণ্ডু, শোথ, শূল, প্রমেহ, ও অর্শ প্রভৃতি রোগেও বিশেষ উপকারক।

(রসেন্দ্রসারস° কাসাধি°)

৩ বাতব্যাধিনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী;—কৃষ্ণঅভ্র, পারদ, গন্ধক, বেড়েলা, নাগবলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কৃষ্ণধুস্তুরবীজ, হিজলবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, গোক্ষুরবীজ, ভাঙ্গের বীজ, জাতীফল, জৈত্রী, কর্পূর প্রত্যেকে ২ তোলা; স্বর্ণভস্ম ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চণক পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান ত্রিফলার জল বা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে। এই ঔষধ পুষ্টিকারক, বলকর এবং বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ প্রভৃতি রোগনাশক। (রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধিকা°)

৪ রসায়ন ও বাজীকরণ রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তালা, পারদ, গন্ধক, কর্পূর, জায়ফল, জৈত্রী; বৃদ্ধদারক বীজ, ধুস্তুরবীজ, ভাঙ্গের বীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, হিজলবীজ, প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিয়া তিনরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে ঘোর সন্নিপাত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ঔষধ সেবনানন্তর দুগ্ধ, দধি, মাংস, সুরা প্রভৃতি পানে কামবৃদ্ধি ও বৃদ্ধ যুবার ন্যায় হয়। কদাচ শুক্রক্ষয় ও লিঙ্গ শিথিল হয় না। মত্তহস্তীর ন্যায় বলী হইয়া নিত্য শত স্ত্রীসংসর্গে সক্ষম হয়। নেত্রের তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মহাত্মা নারদের উপদেশে জগৎপতি ভগবান্ বাসুদেব এই রস সেবনে লক্ষ নারীর বল্লভ হইয়াছিলেন। (রসেন্দ্রসারস° রসায়নাধিকা°)

লক্ষ্মীবেষ্ট (পুং) লক্ষ্মীযুক্তো বেষ্টঃ। শ্রীবেষ্ট নামক সুগন্ধ দ্রব্য, সবলনির্যাস। (রাজনি°) চলিত তার্পিন্ (Turpentine)

লক্ষ্মীশ (পুং) লক্ষ্মাঃ ঈশঃ। ১ বিষ্ণু। ২ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি। ৩ আম্রবৃক্ষ।

লক্ষ্মীশ সূরি, জৈনসূরিভেদ। পরমারাধ্যের পুত্র ও মন্ত্রদেবতা-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থরচয়িতা বিষ্ণুদেবের পিতা।

লক্ষ্মীশ্রেষ্ঠা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, মিথিলার একজন রাজা। ইনি উষাহরণ নাটকপ্রণেতা হর্ষনাথের প্রতিপালক ছিলেন।

লক্ষ্মীসখ (পুং) ১ লক্ষ্মীর প্রিয়পাত্র বা বরপুত্র। ২ রাজা বা ধনী ব্যক্তি।

লক্ষ্মীসনাথ (ত্রি) রূপ ও ঐশ্বর্য্যশালী।

লক্ষ্মীসাগর সূরি, জৈনসূরিভেদ। ইনি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ইহার শিষ্য শুবশীল গণি পঞ্চশতীপ্রবন্ধসম্বন্ধ ও মাতৃ-পঞ্চাশিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীসিংহ, রঙ্গপুরের একজন রাজা। রাণী কমলেশ্বরীর পুত্র। (দেশাবলী)

লক্ষ্মীসিংহ নরেন্দ্র, আসামের ইন্দ্রবংশবংশীয় একজন রাজা। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হন।

লক্ষ্মীসমাহ্বয়া (স্ত্রী) লক্ষ্ম্যা সহ আহ্বয়ো যস্যাঃ। সীতা। (শব্দর°)

লক্ষ্মীসহজ (পুং) লক্ষ্ম্যা সহ জাতঃ ইতি জন-ড, ক্ষীরাব্ধিজাত-ত্বাদস্য তথাত্বং। চন্দ্র। শব্দরত্না°)

লক্ষ্মীসূক্ত (ক্লী) শ্রীসূক্ত। [শ্রীসূক্ত দেখ]

লক্ষ্মীসেন (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (৬৬।১৭৩)

লক্ষ্মীস্তোত্র (ক্লী) লক্ষ্মীদেবীর স্তব।

লক্ষ্মেশ্বর (লক্ষ্মীশ্বর), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-মরাঠা এজেন্সীর মিরাজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৫° ৭´ ১০´´ উঃ এবং ৭৪° ৩০´ ৪০ পূঃ। এখানে কএকটী প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

লক্ষ্ম্যারাম (পুং) লক্ষ্ম্যা আরামঃ। বনভেদ। (শব্দমা°)

লক্ষ্য (ক্লী) লক্ষ্যতে যদিতি লক্ষ-ণ্যৎ। শরবেধ স্থান। পর্য্যায়—লক্ষ্য, শরব্য, প্রতিকার, বেধ্য, বেধ। (ত্রি) ২ দর্শনীয়। ৩ ব্যাজ।

রোমাঞ্চলক্ষ্যেণ স গাত্রযষ্টিং
ভিত্বা নিরাক্রামদরালকেশ্যাঃ॥" (রঘু ৬। ৮১)

৪ অনুমেয়। ৫ লক্ষণাশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ।

"অর্থো বাচ্যস্ত লক্ষ্যশ্চ ব্যঙ্গশ্চেতি ত্রিধামতঃ।"(সাহিত্যদ° ১০)

বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ এই তিন প্রকার অর্থ যে স্থলে লক্ষণা-শক্তি দ্বারা প্রতীত হয় তাহাকে লক্ষ্য কহে। [লক্ষণাশব্দ দেখ]

লক্ষ্যক্রম (ত্রি) ১ যে অজ্ঞাত প্রণালীদ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর আকার ও ইঙ্গিত উপলব্ধি হয়। ২ কাব্যোক্তিতে অনির্দ্দেশ্যবোধক জ্ঞান, যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক থাকে না।

লক্ষ্যতত্ত্ব (ক্লী) ১ চিহ্নানুশীলন জ্ঞান। ২ দৃষ্টান্তদ্বারা যে জ্ঞান জন্মে।

লক্ষ্যতা (স্ত্রী) লক্ষ্যস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। লক্ষ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, লক্ষ্যত্ব।

লক্ষ্যভেদ (পুং) চিহ্নিতস্থান বিচ্ছিন্নকরণ। অর্জ্জুন আকাশ-মার্গে ন্যস্ত মৎস্যচিহ্ন চক্রপথে বিদ্ধ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্যবীথী (স্ত্রী) লক্ষ্যাবীথী। ১ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধক পন্থা। ২ ব্রহ্মলোকমার্গ, দেবযান পথ।

লক্ষ্যবেধিন্ (ত্রি) চিহ্নবিদ্ধকারী।

লক্ষ্যসুপ্ত (ত্রি) নিদ্রার ভানকারী।

লক্ষ্যহন্ (ত্রি) লক্ষ্যং হন্তি হন-ক্বিপ্। ১ লক্ষ্যভেদকারী। ২ তীর।

লখ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লখতি। ইদিৎ লখি লখধাতু লঙ্খতি। লুঙ্ অলঙ্খীৎ।

লখ্তার (থান্-লখ্তার), বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৪৯´ হইতে ২৩° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪৬´ হইতে ৭২° ৩´ পূঃ। থান্ ও লখ্তার নামক দুইটী ভূসম্পত্তি ও আহ্মদাবাদ জেলার কএকটী গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪৭ বর্গমাইল।

এখানে নদী বা শৈল নাই। অধিকাংশস্থানই সমতল অথচ পর্ব্বতসানুস্থিত উপলখণ্ডে পূর্ণ। তুলা ও শস্যাদির চাসই অধিক। ধের ও বোরাশ্রেণীর মুসলমানগণ স্থানীয় কার্পাস হইতে একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তত করে। থানের কুম্ভার জাতির মৃৎ-শিল্প প্রশংসাযোগ্য। জ্বররোগ ব্যতীত এখানে আর অন্য পীড়ার প্রাদুর্ভাব নাই। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ।

এখানকার সর্দ্দারগণ তৃতীয়শ্রেণীর সামন্ত বলিয়া গণ্য। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্তে ইহারাও ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকারে বাধ্য হন। বর্ত্তমান সর্দ্দার ঠাকুর কর্ণসিংহজি (১৮৮৪) ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহার সেনাসংখ্যা ৪০০। ইনি স্বরাজ্যে পণ্যদ্রব্যের কোন শুল্ক গ্রহণ করেন না। জুনাগড়ের নবাব ও ইংরাজরাজকে কর দিতে হয়।

লখন্দৈ (লক্ষণদই), বাঙ্গালায় প্রবাহিত বাঘমতীনদীর একটী শাখা। নেপালের পর্ব্বতমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া ইতার্হা গ্রামের সন্নিকট দিয়া মুজঃফরপুরজেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। শৌরান্ ও বাসিয়াড় নামক দুইটী জলধারায় পুষ্টকলেবর হইয়া দক্ষিণাভিমুখগতিতে দ্বারবঙ্গ-মুজঃফরপুর রাস্তার ৭।৮ মাইল দক্ষিণে বাঘমতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। উক্ত রাস্তা নদ

উপরিস্থ লৌহসেতুর উপর দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই নদীতে সীতামাঢ়ী পর্য্যন্ত নৌকাযোগে যাওয়া যায়। রাজাপতি, ঢুমড়া, বেলাহী, শেরপুর ও রাজখণ্ড নীলকুঠী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

লখনোর, রোহিলখণ্ডের রামপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। পূর্ব্বে এই স্থান কাটারিয়া জাতির রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান কালে শাহাবাদ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেকগুলি ধ্বস্ত নিদর্শন পড়িয়া আছে।

লখনৌতী (লক্ষ্মণাবতী), যুক্তপ্রদেশের শাহারণপুর জেলার নাকুর তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এক্ষণে ধ্বংসাবস্থায় পতিত ও শ্রীভ্রষ্ট। অক্ষা° ২৯° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৬´ পূঃ। প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী ভগ্নদুর্গ এখানে বিদ্যমান আছে।

এই নগর ও তাহার উপকণ্ঠস্থিত পাঁচখানি গ্রামে পূর্ব্ব হইতে তুর্কজাতির একটী উপনিবেশ ছিল। বহুকাল বলবীর্য্য ও সমৃদ্ধি-হীন হইয়া তথায় বসবাস করিলেও, খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে তাহারা ক্রমশঃ দলপুষ্ট হইয়া শক্তিসঞ্চারে প্রয়াস পায়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে শাহারাণপুরের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা বাপু সিন্দে তাহাদের ঔদ্ধত্য দমনে বদ্ধপরিকর হন। অবশেষে জর্জ টমাসের অধীনে প্রেরিত সাহায্যকারী সেনাদল উপনীত হইয়া দুর্গপ্রাচীর ভঙ্গ করিলে তুর্কগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

লখহাণ্ডাই, বাঙ্গালার ত্রিহুতজেলায় প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী।

লখাত, আসামপ্রদেশের শ্রীহট্টজেলার সীমান্তস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। খসিয়া শৈলের পাদমূলে অবস্থিত। এখানে প্রতি সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। পার্ব্বত্য খশ ও সন্‌তেঙ্গ জাতি তথায় পর্ব্বতজাত নানাদ্রব্য লইয়া আইসে।

লখি, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশান্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বলুচস্থানের হালা বা ব্রাহুই পর্ব্বতশ্রেণীর সহিত সংযোজিত। ইহা প্রায় ৫০ মাইল লম্বা। উচ্চতা ১৫০০ হইতে ২ হাজার ফিট্। অক্ষা° (মধ্যের) ২৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫০´ পূঃ। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেবান্ নগর সান্নিধ্যে এই পর্ব্বতাংশ ক্রমশঃ সিন্ধুনদের সমতল বেলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতবক্ষে স্থান বিশেষে সীসক, রসাঞ্জন ও তাম্র পাওয়া যায়।

লখি, সিন্ধুপ্রদেশের করাচীজেলার সেবান উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সিন্ধুনদের পশ্চিমকূলের অদূরে ও লখি-গিরিসঙ্কটের প্রবেশপথে অবস্থিত। সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথ লখিনগর হইয়া গিরিপথের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানে উক্ত রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এখান হইতে প্রসিদ্ধ ধারাতীর্থ দুই মাইল। ঐ উষ্ণ প্রস্রবণে গমনার্থ প্রশস্ত রাস্তা আছে॥

লখি, সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ৫১´৩০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ৪৪´ পূঃ। এই নগর হইতে সিন্ধু, পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের রুক্-জংসন ৩॥০ মাইল মাত্র। এই নগর বহু প্রাচীন। যখন বর্ত্তমান শিকারপুর বিভাগ বনমালায় সমাচ্ছন্ন তখন সিন্ধুপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বৰ্দ্ধিকা ও লর্খানা বিভাগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়াই লখি-নগর পরিগণিত ছিল। এখন সে সৌন্দর্য্য অনেক নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লখিমপুর, আসামপ্রদেশের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্ত্তী ভূভাগ লইয়া গঠিত। অক্ষা° ২৬° ৫১´ হইতে ২৭° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩° ৪৯´ হইতে ৯৬° ৪´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১১৫০০ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থানই জঙ্গলাবৃত ও পর্ব্বতময়। মধ্যে মধ্যে পার্ব্বত্য-জাতির বাস আছে। ইংরাজরাজের বর্ত্তমান জরীপে বাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ৩৭২৩ বর্গমাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ডিব্রু নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ডিব্রুগড় নগর ইহার বিচার সদর।

এই জেলার উত্তর সীমায় দফ্‌লা, মীরী, আবর ও মিশ্‌মী শৈলশ্রেণী; পূর্ব্বে মিশ্‌মী ও সিঙ্‌ফো-শৈলমালা, দক্ষিণে পাটকৈ পর্ব্বত ও নাগাশৈলের অববাহিকাপ্রদেশ এবং পশ্চিমে দরঙ্গ ও শিবসাগর জেলার প্রান্ত-প্রবাহী মরা-মরণাই, দিহিঙ্গ ও দিসঙ্গনদী। উত্তর ও পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত শৈলমালায় তত্তন্নামীয় পার্ব্বত্যজাতির বাস থাকায় অদ্যাপি পর্ব্বতপ্রান্তে ইংরাজাধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। দক্ষিণসীমা লইয়া ইংরাজরাজ ও ব্রহ্ম-গবর্মেণ্টের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। এখন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকৃত হইলেও তদ্দেশবাসী বহুসংখ্যক পার্ব্বত্যজাতি আজিও স্বাধীনভাবে পর্ব্বতবক্ষে বিচরণ করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্ত্তী সমতল প্রান্তর শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র মণ্ডিত। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমায় চূড়াবিলম্বী পর্ব্বতসমূহ বনমালায় বিভূষিত হইয়া আসাম-উপত্যকার এই শ্রেষ্ঠ স্থানকে নানা মনোরম দৃশ্যে পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদ নানাশাখা বিস্তারপূর্ব্বক হিমালয়-কন্দর পথে নির্গত হইয়াই আসাম-উপত্যকা বিধৌত করিয়া নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছে। নদীকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। বাঁশবন ও ফলবৃক্ষ পরিবেষ্টিত গ্রামসমূহ সেই শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে বিরাজিত থাকিয়া গ্রামবাসী প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রনদই এখানকার প্রধান। বর্ষার সময় এই নদে সদিয়া পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াত করে, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যায়। ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাগুলি "ব্রহ্মকুণ্ড"তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে। দিবঙ্গ ও দিহঙ্গ নামক শাখা-নদীদ্বয় হিমালয়পাদনিঃসৃত হইয়া এখানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। দিহঙ্গই তিব্বতের প্রসিদ্ধ ৎসানপু নদী। এতদ্ভিন্ন সুবর্ণশ্রী নব-দিহিঙ্গ, ডিব্রু, বুড়ী-দিহিঙ্গ, তিঙ্গরাই নদী ও লোহিতনদী ব্রহ্মপুত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও বৃদ্ধির জন্য এখানকার কোন নদী বা জলায় বাঁধ দেওয়া হয় নাই। প্রাচীন আসামরাজগণ রাজ্যের মঙ্গলার্থ যে সকল স্থান বাঁধ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাই অদ্যাপি সেইভাবে রক্ষিত আছে। উহার কোন কোনটী সামান্য-রূপে সংস্কৃত হইয়াছে মাত্র। বন্যবিভাগের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে "রবার" নামক প্রসিদ্ধ বৃক্ষনির্য্যাসই প্রধান। এতদ্ভিন্ন রেশম, মোম ও নানাবিধ ওষধি পাওয়া যায়। হস্তী, গণ্ডার, বন্যমহিষ, মিথুন নামক বন্যগোরু, হরিণ ও ভল্লুক প্রভৃতি পশু ও নানা জাতীয় পক্ষী বনপ্রদেশে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ড বা পরশুরামকুণ্ড এখানকার প্রধান তীর্থ। এখানে ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা প্রবাহিত। প্রতি বৎসর বহু তীর্থ-যাত্রী পর্ব্বতোপরিস্থ এই তীর্থসন্দর্শনে আসিয়া থাকে। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ দেও ডুবি (রাক্ষসকুণ্ড)—একটী গভীর পর্ব্বতগহ্বর। দিসঙ্গ নদী যেখানে নাগাশৈল পরিত্যাগ করিয়াছে, সেইস্থানে অবস্থিত।

এই স্থানের ইতিবৃত্ত অনেকাংশে আসামের ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট। আসাম অধিকার-মানসে পূর্ব্বাঞ্চলবাসী রাজন্যবর্গ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া প্রথমেই লখিমপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই, বাঙ্গালার পালরাজগণ এক সময়ে এতদ্দেশে প্রভাববিস্তারপূর্ব্বক হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালার বারভূঁয়ারাজগণ আত্মকলহে প্রপীড়িত হইয়া বিবাদবিরহিত এই নিবিড় প্রদেশপ্রান্তে আসিয়া আর একটী উপনিবেশ স্থাপন করেন। অদ্যাপি বাঁশকাটা ও লখিমপুরনগর-সন্নিহিত দীর্ঘিকাদ্বয় তাহাদের কীর্ত্তিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। শানবংশীয় চুটিয়াগণই প্রথমে পূর্ব্ব হইতে আসাম আক্রমণ করে। তাহারা বারভূঁয়াদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া সুবর্ণশ্রী নদীতীরে বাস করিয়াছিল; কিন্তু এই রাজ্যসম্ভোগ তাহাদের অদৃষ্টে অধিক কাল ঘটে নাই। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দে আহম রাজগণ আসাম অধিকারপূর্ব্বক প্রাধান্য স্থাপন করেন। চুটিয়া-জাতি ঐ সময়ে কিছুকালের জন্য আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দরঙ্গজেলায় পলাইয়া আইসে। এখানে তাহারা যে স্থানে বাস করিয়াছিল তাহা অদ্যাপি চুটিয়া নামে পরিচিত।

এই আহমগণও শানজাতীয়। তাহারা পোঙ্গ-রাজ্যের পার্ব্বত্য-ভূভাগ হইতে দলবলে অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসামে আসিয়া সমুপস্থিত হয় এবং বলসঞ্চয় করিয়া ক্রমে একটী দুর্দ্ধর্ষ জাতি হইয়া উঠে। এই সময়ে তাহারা বাহুবলে উদ্দৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত উপত্যকাভূমে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করে। মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের প্রেরিত সেনাপতি মীরজুম্লাকে তাহারা পরাভূত করিয়া বঙ্গসীমান্ত হইতে তাড়াইয়া দেয়। এই বংশীয় মহাপ্রতাপান্বিত রাজা রুদ্রসিংহের শাসনকালে আসামরাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিয়াছিল।

[আহম ও আসাম দেখ।]

রাজা গৌরীনাথের রাজ্যকালেই লখিমপুরে আহমবংশের শাসকশক্তির লোপ হয়। দুর্ব্বল রাজা গৌরীনাথ বিদ্রোহিদলের ষড়্‌যন্ত্রে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত ও নিম্ন আসামে নির্ব্বাসিত হন। তদনন্তর শত্রুপক্ষীয়েরা সেই সমৃদ্ধ রাজধানী ধ্বস্ত করিয়া দেয়। এই সময়ে মোয়ামারিয়া বা মরনজাতি ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং খম্‌তীরা সদিয়া-বিভাগ লুণ্ঠন করিয়া উৎসাদিত করিতে থাকে। সেই অরাজক রাজ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় নাই, রাজ্যাপ-হারক বড় গোঁসাঞী কিছুতেই সুশাসনব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। প্রজাবর্গ উপদ্রব ও অত্যাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই-বার জন্য রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। অবসর বুঝিয়া ব্রহ্মরাজ উপর্য্যুপরি লখিমপুর-আক্রমণ করিলেন,যুদ্ধবিগ্রহে আরও জনক্ষয় ঘটিল। জনশূন্য প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়াও লখিমপুর নগরের সম্মুখে পুনরায় যুদ্ধার্থ আয়োজন করিল, দুর্দ্ধর্ষ ব্রহ্ম-সৈন্যের সমক্ষে হতবল আসামীগণ দাঁড়াইতে পারিল না। তাহারা পরাস্ত হইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিজেতৃদল পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের সমূলে নিহত করিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসৈন্য লখিমপুর হইতে বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু লখিমপুরের অদৃষ্টে অত্যাচারস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইংরাজরাজ নামে মাত্র আসাম প্রদেশ অধিকার করিলেন। তাঁহারা তখনও এতদ্দেশে সুশাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। ডিব্রুগড় উপবিভাগের অন্তর্গত মটকবিভাগ তৎকালে দেশীয় সর্দ্দারের অধীনে শাসিত হইত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধসর্দ্দারের মৃত্যুর পর, তাঁহার বংশধরগণ ইংরাজরাজের প্রস্তাব-মত রাজ্যশাসন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পদচ্যুত হন। এই বৎসরে ইংরাজরাজ উত্তর-লখিমপুর ও শিবসাগর-বিভাগ রাজা পুরন্দর সিংহের নিকট হইতে [illegible] ঐ রাজা
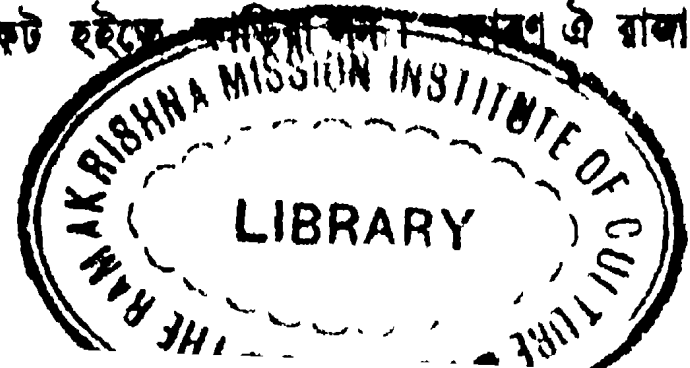
রাজ্যশাসনে অকর্ম্মণ্য ছিলেন এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবর্গ অযথা অত্যাচারপূর্ব্বক করসংগ্রহ করিয়া প্রজাবর্গ প্রপীড়িত করিতেছিল। এই অরাজকতার মধ্যে পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতিরা দলে দলে অবতীর্ণ হইয়া রাজ্যলুণ্ঠনপূর্ব্বক জনশূন্য করিয়া ফেলে। এই সময়ে সদিয়া-নগরে একজন খম্‌তী সর্দ্দার স্থানীয় শাসনকর্ত্তারূপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ একজন সেনানায়কের অধীনে সদিয়া নগরে একদল সিপাহী স্থাপন করেন। উহার চারবৎসর পরে অকস্মাৎ একদিন পার্ব্বতীয় খম্‌তীগণ পর্ব্বত হইতে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজসেনানী ও পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর হোয়াইট্‌সহ সিপাহীদিগকে নিহত করে। তখন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ আসামপ্রদেশের পূর্ণ-শাসনভার গ্রহণ করিয়া পার্ব্বতীয় শত্রুর আক্রমণ নিবারণের বিধিমত চেষ্টা করেন। তদবধি এখানে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়।

আবর, আহম, দফলা, কাছাড়ী, খম্‌তী, কুকী, লালঙ্গ, মণিপুরী, মটক, চুটিয়া, মিকির, মিশমী, নাগা, নেপালী, রাভা, সাঁওতাল, শিম্পো প্রভৃতি অসভ্যজাতি এই জেলার পার্ব্বত্য-প্রদেশে বাস করে। ঔপনিবেশিক হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কায়স্থ, আগরবালা বেণে ও কলিতা (ইহারা অসভ্য ও পার্ব্বতীয় আসাম-রাজগণের পৌরোহিত্য করিত, বর্ত্তমানকালে সকলেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা এখানে সৎশূদ্র বলিয়া পরিগণিত।) প্রভৃতি জাতি বিদ্যমান আছে।

এই সুদূর পূর্ব্বপ্রান্তে ইস্‌লামধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে নাই। মোগল-সম্রাটের অধিকারকালে মুসলমান সৈন্য আসাম-প্রদেশে প্রবেশ লাভ করিলেও জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে না পারিয়া এতদ্দেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আহম রাজগণ রাজসমৃদ্ধি বৃদ্ধিমানসে কয়েক ঘর মুসলমান কারিকর রাজধানীতে আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন, ঐ সময়ে ঢাকা নগর হইতেও কয়েক ঘর মুসলমান দোকানদার লখিমপুরে আসিয়া বাস করে; উহারা সকলেই ফরাইজী মতাবলম্বী। মরন বা মোয়ামারীগণ বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। শক্তিউপাসক আসাম-রাজগণের অত্যাচারে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএক বার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। অবশেষে বৈষ্ণবগণেই প্রাধান্য লাভ করে।

এখানকার অধিবাসীদিগের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। লবণ, অহিফেন প্রভৃতি কএকটী দ্রব্য ব্যতীত তাহারা আপনা-দের আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই পরিশ্রমদ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। কার্পাস-বস্ত্রাদি ব্যতীত এখানকার লোকে রেশমীবস্ত্র বয়ন করে। এখানে দুই প্রকার রেশম প্রস্তুত হয়। উহার কীট এড়িয়া ও মুগা নামে প্রসিদ্ধ। স্ত্রীলোকেরাই প্রধানতঃ রেশমীকাপড় প্রস্তুত করে। পুরুষরা বাগানে পোকা পালন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্য ও সরিষা হইতে তৈল প্রস্তুত করা পুরুষদিগের অপর আর একটী প্রধান কার্য্য।

এখানকার চা-বাগানে উৎকৃষ্ট চা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ চা এবং কার্পাস বস্ত্র, মুগা ও এণ্ডি-রেশমের কাপড়, মাটির বাসন, পাটী, মাদুর, রবার ও মোম এস্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে বাঙ্গালায় রপ্তানী হইয়া থাকে। সদিয়ায় গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে প্রতিবৎসর একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে ধুবড়ী, ডিব্রুগড় ও কাছাড় যাতায়াতের জন্য রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথে এবং ষ্টীমার ও নৌকাযোগে নদীপথে এখানকার বাণিজ্য চালিত হইতেছে।

২ উক্ত জেলার উত্তরস্থ একটী উপবিভাগ, উত্তর-লখিমপুর নামে খ্যাত। ভূপরিমাণ ৭৭৫০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে দফ্‌লা ও মীরীশৈল এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ। লখিমপুর নগর ইহার সদর।

৩ উত্তর-লখিমপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সুবর্ণশ্রীনদীর গড়িয়াজান শাখার কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°১৪´৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৪°৭´১০´ পূঃ। এখানে ইংরাজ-রাজের একটী ছাউনী আছে।

লখিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের খেরী জেলার একটী তহসীল। অক্ষা° ২৭°৪৭´১৫´´ উঃ হইতে ২৮°২৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২০´ হইতে ৮১°৪´ পূঃ মধ্য। ভূ-পরিমাণ ১০৭৮ বর্গমাইল। খেরী, শ্রীনগর, ভুর, পৈলা ও কুকড়া-মৈলানী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ খেরীজেলার প্রধান নগর ও লখিমপুর তহসীলের সদর। উল নদীর দক্ষিণকূলে ১ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫৬´ ৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৯´ ২০´´ পূঃ। এই নগরটী বাণিজ্যবাহুল্যহেতু বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লখীপুর (লক্ষ্মীপুর), আসামের গোয়ালপাড়া জেলার দক্ষিণস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। গারোশৈলের উত্তরপাদমূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ২´৫০´´ পূঃ। এখানে মেচপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদারের প্রাসাদ বিদ্যমান। ইনি স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন।

লখীপুর (লক্ষ্মীপুর), আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার পূর্ব্ব-দিক্‌স্থ একটী গণ্ডগ্রাম। বরাক্ ও ঝিরী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গ্রামপ্রান্তে মণিপুর-মহারাজের একটী কাছারী আছে।

লখেরা, লাক্ষা বা গালা হইতে চুরি প্রভৃতি অলঙ্কার ও খেলনা প্রস্তুতকারী জাতিবিশেষ। সম্ভবতঃ সংস্কৃত লাক্ষাকারু শব্দের

অপভ্রংশে লখেরা শব্দের উৎপত্তি। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ইহারা আপনাদিগকে পটবাস জাতির অন্যতম শাখা এবং তাহাদের ন্যায় কায়স্থজাতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করে। অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, পার্ব্বতীর বিবাহকালে, দেবাদিদেব মহাদেব হিমালয়-কন্যার হস্তের বলয় প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতীর, গাত্রমল লইয়া এই জাতির সৃষ্টি করেন। এই জন্য ইহারা দেববংশী নামেও খ্যাত আছে। আর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের বলয় প্রস্তুত করিবার জন্য এই জাতির সৃষ্টি করেন। তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে যে, ইহারা প্রথমে যদুবংশীয় রাজপুত ছিল। পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন মানসে কুরুরাজ যে জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ইহারা সেই গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্যে দুর্য্যোধনের সহায়তা করায় নিন্দিত ও সমাজচ্যুত হয়। তদবধি ইহারা সেই গালার ব্যবসা দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে।

ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। ইচ্ছা করিলে ইহারা বিবাহবন্ধনও ছেদন করিতে পারে। সকলে মদ্য ও মাংস খায়। বিহার অঞ্চলে ইহারা লহেরী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লগ, ১ খঞ্জ। ২ গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° খঞ্জার্থে অক° গত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লগতি। লিট্ ললাগ। লুট্ লগিতা। লুঙ্ অলগীৎ। ণিচ্ লগয়তি। ইদিৎ লগি লগধাতু লট্ লঙ্গতি।

লগড় (ত্রি) চারু। (ত্রিকা°)

লগত (পুং) বেদাঙ্গজ্যোতিষপ্রণেতা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ। লগধ এইরূপ নামও পাওয়া যায়।

লগরি, পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ।

লগা (দেশজ) বাঁশের ধ্বজা, নদীতে নৌকা চালাইতে ইহা ব্যবহৃত হয়। কোনস্থানে নৌকা বাঁধিতে হইলে লগা পুতিয়া তাহাতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে। লগার মাথায় "আঁকসী" বাঁধা হয়।

লগালিকা (স্ত্রী) চারিচরণাত্মক ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে চারিটী অক্ষর। প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ গুরু এবং অপর দুইটী লঘু।

লগিত (ত্রি) লগ-কর্ম্মণি ক্ত। সঙ্গযুক্ত, চলিত লাগা।

লগী (দেশজ) লগা।

লগুড় (পুং) দণ্ড, চলিত লাঠী, বংশাদিময় দণ্ডকে লগুড় কহে। (অমর) ২ লৌহময় অস্ত্রভেদ। (সুভূতি)

ইহার আকৃতি ও পরিমাণাদির বিষয় শুক্রনীতিতে এইরূপ লিখিত আছে।

"লগুড়ঃ সূক্ষ্মপাদঃ স্যাৎ পৃথ্বংশঃ স্থূলশীর্ষকঃ।
লৌহবদ্ধাগ্রভাগশ্চ হ্রস্বদেহঃ সুপীবরঃ॥
দণ্ডাকারো দৃঢ়াঙ্গশ্চ তথা হস্তদ্বয়োন্নতঃ।
উত্থানং পাতনঞ্চৈব পেষণং পোথনং তথা॥
চতস্রো গতয়স্তস্য পঞ্চমী নেহ বিদ্যতে।
দৃঢ়কায়ঃ পত্তিবর্গস্তেন যুধ্যেত শত্রুভিঃ॥" (শুক্রনীতি)

লগুড়ের পাদদেশ সূক্ষ্ম, অংশ পৃথু এবং শীর্ষ স্থূল হইবে, ইহার অগ্রভাগ লৌহদ্বারা বদ্ধ, সুপীবর ও হ্রস্বদেহ, দণ্ডের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অঙ্গ অতিদৃঢ় এবং পরিমাণ দুইহাত। দৃঢ়কায় পদাতি সকল এইরূপ লগুড়ের দ্বারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। উত্থান, পাতন, পেষণ ও পোথন ইহার এই চারি প্রকার গতি।

লগে (দেশজ) সঙ্গে। সম্পর্কে।

লগ্ন (ক্লী) লগতি ফলে ইতি লগ সঙ্গে (ক্ষুব্ধসন্তেধ্বান্তলগ্নেতি। পা ৭।২।১৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। রাশিদিগের উদয়। অহোরাত্রের মধ্যে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, সুতরাং অহোরাত্রে দ্বাদশটী লগ্ন কল্পিত হইয়াছে। 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' (দীপিকা) প্রতিদিবারাত্রের মধ্যে যথাক্রমে দ্বাদশটী রাশির উদয় হইয়া থাকে। ঐ এক এক রাশির উদিতকালের মানকে লগ্নমান কহে।

পৃথিবী ৬০ দণ্ড একবার আপনার কক্ষে আবর্ত্তন করে। ইহাকেই পৃথিবীর আহ্নিকগতি বলা যায়। এই এক আহ্নিকগতিবশতঃ পৃথিবী মেষাদিক্রমে দ্বাদশটী রাশি অতিক্রম করে। সুতরাং ইহাদ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, একরাশি অতিক্রম করিতে প্রায় ৫ দণ্ডকাল লাগে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিতে হইলে সকল লগ্নের লগ্নমান সমান হয় না, ইহার কারণ পৃথিবীর আকাশ সম্পূর্ণ গোল নহে, সেই জন্য লগ্নমানের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্যের উদয়কালে যে লগ্নের উদয় অর্থাৎ পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে উদয়লগ্ন এবং সূর্য্যের অস্তগমনকালে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে অস্তলগ্ন কহে। এই লগ্নমান সকল দেশে সমান নহে।

কলিকাতা ও তাহার পশ্চিমস্থ দেশসমূহের অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান—

রাশি	দ°। প°। বি°	রাশি	দ°। প°। বি°
মেষ	৪।৭।০	তুলা	৫।৩৭।০
বৃষ	৪।৪৯।৪০	বৃশ্চিক	৫।৪৫।২০
মিথুন	৫।২৮।৪০	ধনু	৫।১৭।২০
কর্কট	৫।৪০।২০	মকর	৪।৩৩।২০
সিংহ	৫।৩১।০	কুম্ভ	৩।৫৭।০
কন্যা	৫।২৯।০	মীন	৩।৪৭।০

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের অয়নাংশশোধিত লগ্নমানের তালিকা।

রাশির নাম।	নবদ্বীপ, বৰ্দ্ধমান, ঢাকা ও তৎসূত্র সমপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	মুরশিদাবাদ ও তাহার সমসূত্র পাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	চট্টগ্রাম ও তাহার সমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	রঙ্গপুর ও তাহার সমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।	কুচবিহার ও তৎসমসূত্রপাতস্থিত পূর্ব্বপশ্চিম দেশের লগ্নমান।
	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°	দ° প° বি°
মেষ	৪ । ৬ । ৫০	৪ । ৬ । ৩১	৪ । ৮ । ৪	৪ । ১ । ৩৬	৫ । ৫৫ । ৫১
বৃষ	৪ । ৪৯ । ৪৭	৪ । ৪৯ । ৩৩	৪ । ৪৯ । ৩	৪ । ৪৬ । ২৮	৪ । ৫৫ । ৫১
মিথুন	৫ । ২৮ । ৪৯	৫ । ২৮ । ৪৬	৫ । ২০ । ২২	৫ । ২৯ । ২৯	৫ । ২০ । ২১
কর্কট	৫ । ৪০ । ৩৫	৫ । ৪০ । ৪১	৫ । ৪৯ । ৪০	৫ । ৪৪ । ৩২	৫ । ৪০ । ৩০
সিংহ	৫ । ৩৩ । ২২	৫ । ৩৩ । ৩৩	৫ । ৩২ । ৪	৫ । ৩৯ । ৩১	৫ । ৪১ । ৪৭
কন্যা	৫ । ২৯ । ৪০	৫ । ৫০ । ০	৫ । ২৮ । ২০	৫ । ৩৩ । ২০	৫ । ৩৮ । ২০
তুলা	৪ । ৪৬ । ৪০	৫ । ৩৮ । ১৫	৫ । ৩৪ । ২০	৫ । ৩১ । ২৭	৫ । ৩৮ । ১৬
বৃশ্চিক	৪ । ৪১ । ৩৫	৪ । ৪০ । ৪৮	৫ । ৩৯ । ২৫	৫ । ৪৭ । ৪৭	৫ । ৪৮ । ৩৮
ধনু	৫ । ১৭ । ২	৫ । ১৭ । ২০	৫ । ১৬ । ৩২	৫ । ২৬ । ২৫	৫ । ২৯ । ২৮
মকর	৩ । ৫৭ । ৩	৪ । ৩৩ । ৪০	৪ । ৩৫ । ২৬	৪ । ৩১ । ২৩	৫ । ৩৫ । ২৬
কুম্ভ	৪ । ৪২ । ৪১	৩ । ৫৫ । ৪৯	৩ । ৫৮ । ১৮	৩ । ৫৬ । ৫	৩ । ৫৯ । ৪০
মীন	৩ । ৪৭ । ২০	৩ । ৪৬ । ৯	৩ । ৪৭ । ৩৯	৩ । ৪৯ । ৪০	৩ । ৩ । ৪০

এই তালিকার যে লগ্নমান লিখিত হইল, এই সকল লগ্নমান যে সকলকালেই সমভাবে থাকিবে, তাহা নহে। সূর্য্যের অয়নগতিবশতঃ ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ সরিয়া যায়, সুতরাং লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ প্রভেদ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসরের পঞ্জিকায় অয়নাংশ-শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া লগ্নমান স্থির করা হইয়া থাকে। ৬৬।৮ মাস পরে সূর্য্য এক অংশ সরিয়া গেলেও এই লগ্নমান অনুসারে লগ্ন স্থির করিলে প্রায়ই ঠিক হয়। সামান্য ২।১ পলের তারতম্য হইতে পারে।

প্রাচীন লগ্নমান—

রামোগবেদৈর্জ্জলধিস্তু মৈত্রৈর্বাণোরসৈঃ পঞ্চখসাগরৈশ্চ।
বাণঃ কুবৈদৈর্ব্বিষয়োক্ষযুগ্মৈঃ ক্রমাৎ ক্রমান্মেষতুলাদিমানম্॥"

(জ্যোতিঃসারস॰)

	দ॰ প॰		দ॰ প॰
মেষ, মীন	৩ । ৪৭	কর্কট, ধনু	৫ । ৪০
বৃষ, কুম্ভ	৪ । ১৭	সিংহ, বৃশ্চিক	৫ । ৪১
মিথুন, মকর	৫ । ৬	কন্যা, তুলা	৫ । ২৯

প্রাচীন লগ্নমানের সহিত বর্ত্তমান কালের লগ্নমানের কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত তালিকা দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

লগ্ননিরূপণপ্রণালী—কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের লগ্ননিরূপণ করিতে হইলে অর্থাৎ কোন একটী বালকের জন্ম হইলে কিংবা কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক একটী প্রশ্ন করা হইলে বালকটীর কোন লগ্নে জন্ম হইয়াছে অথবা কোন লগ্নে প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা জানিতে হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্ন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সেই দিনের রবিভুক্তি স্থির করিতে হয়। সাধারণঃ রবিভুক্তি অর্থে রাশিমান বা লগ্নমানের যত অংশ রবিকর্ত্তৃক ভুক্তি হইয়াছে, বা যতখানি অংশ রবি ভোগ করিয়াছেন। রবি এক এক মাসে এক এক রাশিতে অবস্থিতি করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী রাশি ভোগ করে। যে মাসে যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হয়, তাহার সপ্তমরাশিতে রবি অস্ত যায়। যেমন বৈশাখমাসে সূর্য্যের মেষরাশিতে উদয় ও তাহার সপ্তম তুলা, তাহাতে অস্ত হয়। সূর্য্য প্রত্যহ রাশির কিঞ্চিদংশ

করিয়া অগ্রসর হইয়া মাসান্তে রাশির সীমান্তপ্রদেশে উপনীত হয়। এইরূপে সমস্ত রাশিটী রবিকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া থাকে, সূর্য্যের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইতে যে পরিমিতকাল অতিবাহিত হয়, তাহাকে সূর্য্যের দৈনিক রবিভুক্তি কহে। উদয়-লগ্নের রবিভুক্তিকে উদয়-রবিভুক্তি এবং অস্তলগ্নের রবিভুক্তিকে অস্ত-রবিভুক্তি বলা হয়।

লগ্নমানকে মাসের দিন-সংখ্যাদ্বারা হরণ করিলে লব্ধ ভাগ-ফলই দৈনিক রবিভুক্তি হইবে। অন্য উপায় দ্বারাও রবিভুক্তি জানা যায়, কিন্তু এই উপায় দ্বারাই সূক্ষ্মরূপে রবিভুক্তি স্থির হইয়া থাকে।

"লগ্নদণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎসংখ্যা ক্রমতঃ পলম্।
বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমন্ততে॥" (দীপিকা)

লগ্নমানের দণ্ডপলকে দ্বিগুণ করিয়া তাহার দণ্ডকে পল এবং পলকে বিপল করিলে দৈনিক রবিভুক্তি স্থির হইবে। যেমন মেষ লগ্নমান ৪। ৭ পল, ইহার দ্বিগুণ করিলে ৮। ১৪ পল হইবে, এস্থলে ৮ দণ্ডকে পল করিলে ৮ পল ১৪ বিপল দৈনিক রবিভুক্তি হইবে, ইহা স্থির করিতে হইবে। এই যে নিয়ম বলা হইল, ইহা ৩০ দিন মাস স্থলেই ঠিক সূক্ষ্ম হয়। মাসের কমিবেশীতে সময়েরও একটু তফাৎ হইয়া থাকে।

রবিভুক্তি স্থির করিবার আরও একটী নিয়ম আছে।

"লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয়ন্তথা দিনৈঃ।
ষষ্টিভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে॥" (জ্যোতিঃসারস°)

যে মাসের যে লগ্নের যতদিনের রবিভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নফলকে দ্বিগুণ করিয়া গুণফলকে মাসের অতীত দিনসংখ্যাদ্বারা পুনরায় গুণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিবে, পরে ভাগফলকে দণ্ড ও ভাগাবশিষ্টকে পল মনে করিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত দণ্ডপল অভীষ্ট দিনের রবিভুক্তি হইবে।

এইরূপে রবিভুক্তি স্থির করিয়া দিবাভাগে জন্মগ্রহণ করিলে বা প্রশ্ন হইলে উদয় লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হয় এবং রাত্রি-কালে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অস্তলগ্নের রবিভুক্তি জানা আবশ্যক। এইরূপে নির্দ্দিষ্টদিনের উদয় বা অস্ত লগ্নের রবিভুক্তি বাদে লগ্নের অবশিষ্টভোগ্য অংশ যাহা থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নের মান ক্রমান্বয়ে যোগ করিবে, যখন দেখা যাইবে যে ইষ্ট দণ্ডপলাদি সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে শেষ লগ্নের দণ্ডপলাদির মধ্যে অন্ত-র্নিহিত হইয়াছে, এবং শেষ লগ্নের পূর্ব্বে লগ্নের দণ্ডপলাদিকে অতিক্রম করিয়াছে, তখন জানিবেন যে, উক্ত শেষ লগ্নটীই ইষ্টদণ্ডের উদিত লগ্ন অর্থাৎ উক্ত লগ্নেই জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

একটী উদাহরণ দিলে ইহা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইবে। ১২৯৯ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯ ঘটিকায় একটী শিশুর জন্ম হইয়াছে, ঐ শিশুর কোন লগ্ন হইবে, ইহা স্থির করিতে হইলে প্রথমে রবিভুক্তি স্থির করিতে হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষরাশিতে সূর্য্য উদয় এবং বৃশ্চিক রাশিতে অস্তমিত হইয়াছেন। এই শিশুর রাত্রিকালে জন্ম হওয়ায় অস্তলগ্ন হইতে ধরিতে হইবে। দিবাভাবে জন্ম হইলে দিবালগ্ন এবং রাত্রিতে অস্তলগ্ন ধরিতে হয় ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫। ৪০। ২০ বিপল, ঐ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ৩২ দিনে শেষ হইয়াছে, সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩২ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিভুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক মাসের দিনসংখ্যা যত হইয়াছে, সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিভুক্তিকে গুণ করিলে সেই দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যায়। এই স্থলে দৈনিক রবিভুক্তি বাদ দিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে লগ্নমান স্থির করা যাইতে পারে।

যথা—

বৃশ্চিক লগ্নমান—৫। ৪০। ২০ / মাসের দিনসংখ্যা ৩২ = ০ দ ১০ পল ৩৮ ৳ বি০

দৈনিক রবিভুক্তি ০। ১০।। ৩৮৳ বিপল। × দৈনিক রবি-ভুক্তি ২২ জন্ম তারিখ = ৩। ৫৪। ৫৮। ৪৫ অনুপল। ঐ দিন ইংরাজী ৬। ৩৭ মিনিট গতে সূর্য্য—অস্ত গিয়াছেন, অতএব রাত্রি ৯ টার সময় জন্ম হইলে ২। ২৩ মিনিট রাত্রির সময় জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। এবং ইহাকে দণ্ডপলাদিতে পরি-ণত করিলে ৫। ৫৭। ৩০ বিপল হইবে। সুতরাং ঐ সময় রাত্রি-জাত দণ্ডপলাদি হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বৃশ্চিক লগ্নমান ৫। ৪০। ২০ হইতে উক্ত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের রবিভুক্ত ৩। ৫৪। ৫৮।৪৫ বাদ দিলে ১। ৪৫। ২১। ১৫ বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমান থাকিবে, তাহার সহিত পর পর লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। এইরূপে যোগ করিতে করিতে যখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সমষ্টীকৃত লগ্নমানের মধ্যে যে রাশিতে জাত দণ্ড পতিত হইয়াছে, তখন সেই রাশিতে লগ্ন হইয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বৃশ্চিক লগ্নের অবশিষ্ট ভোগ্যমানের মধ্যে জাত দণ্ডের সময় পতিত হইত, তাহা হইলে ইহার পরবর্ত্তী লগ্নমান আর যোগ করিতে হইবে না।

এ স্থলে বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান—১। ৪৫। ২১। ১৫।
ধনুর্লগ্নমান—৫। ১৭। ২০। ০
সমষ্টি—৭। ২। ৪১। ১৫

পূর্ব্বে ৫। ৫৭। ৩০ বিপল জাতদণ্ড নির্ণীত হইয়াছে। বৃশ্চিকভোগ্য লগ্নমান অতিক্রম করিয়া ধনু লগ্নমানের মধ্যবর্ত্তি-

কালে জাতক ভূমিষ্ট হওয়ায় ধনুর্লগ্নে তাহার জন্ম হইয়াছে স্থিরীকৃত হইল। যদি জাতক রাত্রি ৯ টার সময় না জন্মিয়া রাত্রি ২ টার সময় জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে পর পর লগ্নমান ক্রমশঃ যোগ করিতে হইত।

এইরূপ নিয়মে লগ্নস্থির করিতে হয়। দিবাভাগে জন্ম হইলে সূর্য্যোদয়কাল হইতে ধরিয়া লগ্ন স্থির করিতে হয়।

লগ্নস্থির না হইলে জাতকের ফলাফল কিছুই নির্ণীত হয় না, এইজন্য বিশেষ যত্নসহকারে লগ্ন নিরূপণ করা আবশ্যক, লগ্ন নিরূপিত হইলে নিঃসন্দেহ শাস্ত্রোক্ত ফল ফলিয়া থাকে। অনেক জ্যোতির্বিদ্ লগ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই ফল কিছুতেই মিলে না। এইজন্য শাস্ত্রে লগ্নপরীক্ষার বহুবিধ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইতেছে।

অনেক সময়ে এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে, যখন কোন শিশু জন্ম গ্রহণ করে, তখন সেখানে ঘটিকা যন্ত্র না থাকায় অথবা নিশ্চিতরূপে সময় নিরূপণ করিতে না পারায় আনুমানিক সময় ধরিয়া লগ্ন স্থির করা হয়, কিন্তু আনুমানিক সময় ধরিয়া যে লগ্ন নিরূপিত হয়, তাহা প্রকৃত কি না, তাহা পরীক্ষার নানা উপায় আছে। যথা—

সন্দেহলগ্নপরীক্ষা।

বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীন ইহার অন্যতম লগ্ন হইলে ধাত্রী সধবা এবং প্রসূতি দ্বিবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হয়; মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ ইহার অন্যতম লগ্ন হইলে ধাত্রী বিধবা এবং প্রসূতি একবস্ত্রা হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে।

"যুগ্মে চ সধবা ধাত্রী অযুগ্মে বিধবা স্মৃতা।
অযুগ্মাদ্বস্ত্রমযুগ্মং যুগ্মাদ্যুগ্মং ক্রমাদ্বুধৈঃ॥ (বৃহজ্জাতক)

জাতকচন্দ্রিকায় বর্ণিত হইয়াছে যে, মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহ বাটীর পূর্ব্বভাগে ও সূতিকাগৃহের স্ত্রীলোকসংখ্যা ৫ জন; কন্যা, বৃষ ও মকর লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর দক্ষিণাংশে ও স্ত্রীলোকসংখ্যা ৪ জন; কুম্ভ, তুলা ও মিথুন লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর পশ্চিমাংশে ও স্ত্রীলোক সংখ্যা ৭ জন; মীন, কর্কট ও বৃশ্চিক লগ্নে সূতিকাগৃহ বাটীর উত্তরাংশে ও স্ত্রীলোকসংখ্যা ৩, ৬ বা ৭ জন জানিতে হইবে।

মেষ, কর্কট, তুলা, বিছা ও কুম্ভ ইহাদের মধ্যে একটী জন্মলগ্ন অথবা লগ্নের উদিত নবাংশ রাশি স্বরূপ হইলে বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে; ধনু, মীন, মিথুন ও কন্যা লগ্ন হইলে উত্তরদিকে; বৃষ লগ্ন হইলে পশ্চিমদিকে; সিংহ ও মকর লগ্ন হইলে বাস্তুর দক্ষিণভাগে সূতিকাগৃহ হইবে। স্থিরলগ্নে জন্ম হইলে সূতিকাগৃহের একটী দ্বার; দ্ব্যাত্মক লগ্নে দুইটী দ্বার, এবং চরলগ্নে হইলে বহু দ্বার হয়। বৃহজ্জাতকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, কেন্দ্রস্থিত বলবান্ গ্রহ যে দিকের অধিপতি, সূতিকাগৃহের দ্বার সেই দিকে নির্ণয় করিবে। কেন্দ্রস্থিত বহু গ্রহ বলবান্ হইলে বহুদ্বার হয়, আর যদি কেন্দ্রে গ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জন্মলগ্ন হইতে রাশিদিক্ অনুসারে সূতিকাগৃহের দ্বার নির্ণয় করিবে।

মেষ ও বৃষলগ্নে সূতিকাগৃহের পূর্ব্বভাগে, মিথুন লগ্নে অগ্নিকোণে, কর্কট ও সিংহলগ্নে দক্ষিণভাগে, কন্যালগ্নে নৈঋত কোণে, তুলা ও বৃশ্চিক লগ্নে পশ্চিমভাগে, ধনুর্লগ্নে বায়ুকোণে, মকর ও কুম্ভলগ্নে উত্তরভাগে এবং মীনলগ্নে ঈশানকোণে শিশুর প্রসব ও শয্যাস্থান নিরূপণ করিতে হয়।

শিশুর মস্তক পতন দ্বারা লগ্ন রাশির যে দিক্, সেই দিকেই শিশুর মস্তক পতিত হয়, অর্থাৎ মেষ, সিংহ ও ধনু লগ্নে পূর্ব্বশিরা; বৃষ, কন্যা ও মকর লগ্নে দক্ষিণশিরা; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ লগ্নে পশ্চিমশিরা; কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন লগ্নে উত্তরশিরা হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। কোন কোন মতে লগ্নস্থ গ্রহ অথবা লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহের যে দিক্ সেই দিকে প্রসবগৃহ বা প্রসবগৃহের দ্বার এবং শিশুর মস্তক পতন নিরূপণ করিতে হইবে। আবার কোনও মতে লগ্নের দ্বাদশাংশপতির দিক্ হইতে সূতিকাগৃহের দ্বার নিরূপিত হয়।

রাশ্যধিপ গ্রহের স্থিতি অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—চন্দ্র যে রাশিতে থাকেন, সেই রাশির অধিপতি গ্রহ জন্মকুণ্ডলীচক্রে যে রাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই রাশিতে অথবা সেই রাশির পঞ্চম বা নবম রাশিতে কিংবা সপ্তম রাশি হইতে পঞ্চম বা নবম রাশিতে জন্ম লগ্ন হইবে। এই নিয়ম প্রায় অধিকাংশ স্থলেই মিলিতে দেখা যায়। চন্দ্র রাশ্যধিপতির অবস্থিতি স্থান হইতে উক্ত যে ৬টী স্থানে জন্মলগ্নের সম্ভাবনা লিখিত হইল, ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে পূর্ব্বাপর রাশিতেই লগ্ন হইয়া থাকে।

"চন্দ্ররাশ্যধিপো যত্র তত্ত্রিকোণমথাপি বা।
তৎসপ্তমং ত্রিকোণং বা জাতলগ্নমুদাহৃতম্॥"

রবিস্থিত নক্ষত্র অনুসারে লগ্নপরীক্ষা।—যদি দিবা দুই প্রহরের মধ্যে জন্ম হয়, তাহা হইলে রবি যে নক্ষত্রে আছেন, সেই নক্ষত্রে অর্থাৎ সেই নক্ষত্রঘটিত যে রাশি অথবা রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে সপ্তম নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশি জন্মলগ্ন হয়। দিবা দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে দ্বাদশ নক্ষত্রঘটিত যে রাশি সেই রাশিই জন্মলগ্ন হয়। সন্ধ্যার পর

রাত্রি ২ প্রহরের মধ্যে জন্ম হইলে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে সপ্তদশ বা উনবিংশ নক্ষত্র এবং রাত্রি দুই প্রহরের পর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি নক্ষত্রবর্ত্তিত যে রাশি তথায় লগ্ন হইবে। চন্দ্ররাশ্যধিপ ও রবিভোগ্য নক্ষত্র এই যে দুইটী নিয়ম কথিত হইল, এই দুইটী নিয়মানুসারে প্রায়ই লগ্ন নিরূপণ করিতে দেখা যায়। এবং এই অনুসারেই লগ্ন প্রায়ই স্থির হইয়া থাকে।

"যস্মিন্ ঋক্ষে স্থিতো ভানুস্তস্মাদেব সপ্তমেঽপি বা।
যাবদ্দ্বিপ্রহরং জ্ঞেয়ং পশ্চাদ্বাদশভে পুনঃ॥
সপ্তদশভে তু রাত্রৌ যাবদ্‌যামো ভবেদ্দ্বয়ম্।
চতুর্ব্বিংশতিভে পশ্চাজ্জাতলগ্নমুদাহৃতম্॥" (বৃহজ্জাতক)

জন্মলগ্নে যদি শীর্ষোদয় হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু মস্তক দ্বারা, পৃষ্ঠোদয় হইলে পাদ দ্বারা এবং উভয়োদয় হইলে হস্ত দ্বারা প্রসূত হইয়া থাকে। আর জন্ম লগ্নে যদি শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকে, তাহা হইলে সুখে এবং পাপগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে কষ্টে প্রসব জানিতে হইবে। ইহাতে মনিত্থনামে এক জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন যে, লগ্নপতি বা লগ্নের নবাংশপাত যদি বক্রী হয়, অথবা যদি কোন বক্রী গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহা হইলে বিপরীতভাবে অর্থাৎ হস্তপদাদি দ্বারা গর্ভস্থ শিশু প্রসূত হয়। বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল বলেন যে, শীর্ষোদয় লগ্নে গর্ভস্থ শিশু উর্দ্ধোদর, উর্দ্ধমুখ ও নিম্নপৃষ্ঠ হইয়া এবং পৃষ্ঠোদয় লগ্নে অধোমুখ ও উর্দ্ধপৃষ্ঠ হইয়া প্রসূত হয়।

মেষ, বৃষ বা সিংহ ইহার অন্যতম লগ্নে যদি জন্ম হয়, এবং যদি তাহাতে শনি বা মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে গর্ভস্থ শিশু নাড়ীবেষ্টিত হইয়া প্রসূত হইয়াছে জানিতে হইবে। লগ্নের উদিত নবাংশ যে রাশির স্বরূপ হইবে, সেই রাশিতে জাতকের যে অঙ্গ নিরূপিত হয়, সেই অঙ্গেই নাড়ীবেষ্টিত ছিল জানা যায়। জন্মলগ্ন রাশি ও লগ্নের নবাংশ স্বরূপ রাশি এই উভয়ের মধ্যে যে রাশি বলবান্ হয়, সেই রাশির সঞ্চরণ স্থানে প্রসবস্থান কল্পনা করিতে হইবে। লগ্ন বা নবাংশ রাশি চরসংজ্ঞক হইলে গৃহের বাহিরে, প্রবাসে, পথিমধ্যে বা পরকীয় স্থানে প্রসব স্থির করিতে হইবে। স্থিরসংজ্ঞক রাশি হইলে স্বগৃহে, স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়গৃহে, প্রসব কল্পনা করিতে হইবে।

দীপবর্ত্তি দ্বারা লগ্নের অংশ নিরূপণ।—স্নেহময় চন্দ্র যদি রাশির আরম্ভে থাকেন, তাহা হইলে প্রদীপে তৈলপূর্ণ ছিল, সেইরূপ মধ্যভাগে থাকিলে প্রদীপে অর্দ্ধতৈল এবং শেষভাগে থাকিলে প্রদীপে স্বল্পতৈল ছিল জানা যায়। কেহ বলেন, চন্দ্রের পূর্ণাপূর্ণত্বভেদে তৈলস্থিতি নিরূপণ করিতে হয়। কিন্তু যদি প্রদীপের বর্ত্তি কেবল দগ্ধ হইতেছে এইরূপ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে লগ্নের আরম্ভে প্রথমভাগে জন্ম হইয়াছে। সেই বর্ত্তির অর্দ্ধেক দগ্ধ হইলে লগ্নের মধ্যভাগে এবং বর্ত্তি অধিকাংশ দগ্ধ হইলে শেষভাগে জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে।

লগ্নই জাতকের শরীর, এইজন্য বিশেষরূপে লগ্নপরীক্ষা আবশ্যক। জাতকের পিতৃরিষ্টি, মাতৃরিষ্টি, স্বীয়রিষ্টি প্রভৃতি দ্বারাও লগ্ন নিরূপিত হইয়া থাকে। জাতকের লগ্নে কি কি বিষয় চিন্তা করিতে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

"শরীরবর্ণাকৃতিলক্ষণানি যশোগুণস্থানসুখাসুখানি।
প্রবাসতেজোবলদুর্বলানি ফলানি লগ্নস্য বদন্তি সন্তঃ॥
তনো রূপঞ্চ জ্ঞানঞ্চ বর্ণঞ্চৈব বলাবলম্।
শীলং বৈ প্রকৃতিশ্চাথ তনুস্থানান্নিরীক্ষয়েৎ॥
আরোগ্যপূজাগুণমানবৃত্তমায়ুর্বয়োজাতিরশেষসখ্যং।
ক্লেশাকৃতী লক্ষণরূপবর্ণান্তভাগিনেয়ন্তু বপুস্তনৌ স্যাৎ॥
আকৃতিঃ প্রকৃতির্দোষা গুণাগুণবয়োরসাঃ।
পুংস্ত্রীচেষ্টাস্বভাবশ্চ গ্রামাদি স্থিতিকর্ম্ম চ॥
লগ্ননাথবশাদ্বাপি লগ্নসংস্থগ্রহাদপি।
বক্তব্যং দৈববিদুষা প্রাচীনমুনিসম্মতাৎ॥"
(পরাশর, শম্ভুহোরা ইত্যাদি)

লগ্নে দেহের পরিমাণ; রূপ, বর্ণ, আকৃতি, শরীরচিহ্ন, যশঃ, গুণ ও নির্গুণ, সুখ ও দুঃখ, প্রবাস ও স্বদেশবাস, সবল ও দুর্ব্বল, জ্ঞান, চরিত্র, স্বভাব, আরোগ্য, প্রশংসা, মান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বয়োমান অর্থাৎ আয়ুর স্থূল পরিমাণ, জাতি, ক্লেশ, ভাগিনেয়বধূ, পুংস্ত্রীবিচার, চেষ্টা, কটু, লবণ ও তিক্তাদিরস, পিতামহী, মাতামহ, পুত্রের ভাগ্য, শত্রুর মৃত্যু, বৈদ্য, শ্যালকপুত্র, শ্বাশুড়ীর মাতা, পিতামহের সম্পত্তি, স্বদেশভাগ্য ও বিদেশভাগ্য, মস্তক, সূতিকাগার ও কীর্ত্তি এই সকল চিন্তা করিতে হয়। অর্থাৎ এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ চিন্তা করিতে হইলে লগ্ন হইতেই দেখিতে হয়।

জাতকালঙ্কারে উক্ত হইয়াছে যে, লগ্ন ও লগ্নপতি উভয়ই বলবান্ হইলে লগ্নভাবোত্থ ফলের বৃদ্ধি এবং দুর্ব্বল হইলে ফলের হানি হইয়া থাকে। এইরূপ অন্যান্য ভাবস্থলেই ভাবরাশির ও ভাবপতির শুভাশুভ অনুসারে শুভাশুভ কল্পনা করিতে হইবে।

"লগ্নলগ্নাধিপৌ স্যাতাং বলাধিকতরৌ যদি।
তৎফলানাং প্রবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ধীনো হানিকরঃ স্মৃতঃ॥
এবং ভাবেষু সর্ব্বেষু ভাবভাবেশয়োর্বলাৎ।
ততো জ্ঞেয়ুষি বক্তব্যা হানির্বৃদ্ধিশ্চ কোবিদৈঃ॥"
(জাতকালঙ্কার)

এক লগ্নের উপরই সমস্ত ভাবফলের নির্ভর করে, লগ্নের গোলযোগ হইলে সমস্ত ফলেরই গোল হইয়া থাকে। এইজন্য লগ্নই সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। লগ্ন স্থির না

হইলে জাতকের জীবনের শুভাশুভ নির্ণীত হয় না। লগ্ন হইতে রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা—লগ্ন, ধন, সোদর, বন্ধু, পুত্র, রিপু, পত্নী, নিধন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় এই দ্বাদশ গৃহকে দ্বাদশ লগ্ন কহে, যথা ধন লগ্ন, সোদর লগ্ন, বন্ধু লগ্ন ইত্যাদি। কিন্তু রাশিতে রবির উদয় কালরূপ লগ্নই প্রধান। উহাকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য বিষয় চিন্তা করিতে হয়। লগ্নভাবফলবিষয়ে অতিসংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"যদ্‌যদ্‌ভাবপতির্বিলগ্নভবনাৎ ষষ্ঠাষ্টরিঃফোপগঃ।
ভাবাদ্‌ভাবপতির্ব্ব্যয়াষ্টরিপুগস্তদ্ভাবনাশং বদেৎ॥" (দীপিকা)

যে যে ভাবপতি লগ্ন হইতে অথবা ভাবস্থান হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে সেই সেই ভাবোত্থ ফলের হানি হয়। অতএব কোন ভাবের শুভাশুভ বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, সেই ভাবপতি লগ্ন হইতে এবং সেই ভাবস্থান হইতে কোথায় আছেন, যদি উভয় স্থান হইতেই শুভ স্থান স্থিত হন, তাহা তদ্‌ভাবফলের সম্পূর্ণ শুভ এবং শুভাশুভ স্থান যোগে ফলেরও শুভাশুভ কল্পনা করিতে হয়।

বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপলের মত এই যে, কেবল ষষ্ঠস্থান ভিন্ন অন্য স্থানস্থ শুভগ্রহ ভাববৃদ্ধিকর হইয়া থাকেন, ষষ্ঠস্থ অশুভ গ্রহ অশুভপ্রদ হইলেও শত্রুনাশক হইয়া থাকেন। লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান দুঃস্থান, এই স্থানস্থিত গ্রহ বা এই ভাবপতি অশুভপ্রদ হইয়া থাকেন। অতএব গ্রহদিগের ষষ্ঠাষ্টম ও দ্বাদশ সম্বন্ধ হইলেই ফলের ন্যূনতা কল্পনা করিতে হইবে। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে,—

"অরাতিব্রণয়োঃ ষষ্ঠে চাষ্টমে মৃত্যুরন্ধ্রয়োঃ।
ব্যয়স্থ দ্বাদশস্থানে বৈপরীত্যেন চিন্তনম্॥" (দীপিকা)

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুভ ও স্বামিগ্রহের যোগে শুভফল হইয়া থাকে; কিন্তু ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ স্থানসম্বন্ধে বিশেষ বিধি এই যে, উহা বিপরীতক্রমে চিন্তা করিতে হয়, অর্থাৎ শুভগ্রহ এই স্থানে থাকিলে অশুভ এবং অশুভগ্রহ থাকিলে শুভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ লগ্নরিষ্টি।—মেষ লগ্নে যদি জন্ম হইয়া লগ্নে চন্দ্র, মঙ্গল এবং মকর ভিন্ন অন্য কোন রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে জাতবালকের তিন দিন মধ্যে মৃত্যু হয়। যদি বৃষ লগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্ন বৃহস্পতি বা শনি হইতে ষষ্ঠস্থানে থাকে, অর্থাৎ শনি ও বৃহস্পতি ধনুরাশিতে থাকে, আর অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকে, তাহা হইলে জাতকের চতুর্দ্দশ দিনে মৃত্যু হয়। মিথুনলগ্নে জন্ম হইয়া কর্কটে শনি, সপ্তমে রবি থাকিলে মিথুনলগ্নরিষ্টি হয়। কর্কটলগ্নে জন্ম হইয়া তুলায় বা কুম্ভে যদি বৃহস্পতি থাকে এবং রাহু বা মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্কটলগ্নরিষ্টি; যদি সিংহ-লগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র লগ্নে অবস্থিতি করে ও মকর ভিন্ন অন্য রাশিতে শনি ও রবি থাকে, তাহা হইলে সিংহলগ্নরিষ্টি, যদি কন্যালগ্নে জন্ম হয় এবং ঐ লগ্নে চন্দ্র আর বৃহস্পতির কেন্দ্রে শনি থাকে, তাহা হইলে কন্যালগ্নরিষ্টি, তুলালগ্নজাত ব্যক্তির ষষ্ঠে শুক্র এবং লগ্নে চন্দ্র থাকে, তাহাতে তুলালগ্নরিষ্টি, বৃশ্চিক-লগ্নজাত ব্যক্তির কর্কটে চন্দ্র, ধনুর্লগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে বৃহস্পতি এবং মঙ্গলে শনি থাকে, মকরলগ্নজাত ব্যক্তির মেষে চন্দ্র ও সিংহে রবি, কুম্ভলগ্নজাত ব্যক্তির চতুর্থে চন্দ্র বা কন্যা অথবা তুলায় শুক্র, মীনলগ্নজাত ব্যক্তির লগ্নে চন্দ্র ও বৃশ্চিকে শনি থাকিলে এই সকল লগ্নরিষ্টি হয়। এই সকল রিষ্টি হইলে জাতকের মৃত্যু হইয়া থাকে।

প্রত্যেক লগ্নকে সূক্ষ্ম করিয়া ষড়্‌বর্গ করা হইয়া থাকে, এই ষড়্‌বর্গ যথা—লগ্ন, হোরা, দ্রেক্কাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ও ত্রিংশাংশ। ইহা ভিন্ন লগ্নের স্ফুটসাধন করিলে আরও সূক্ষ্ম হয়। স্ফুট ব্যতীত অংশ সূক্ষ্ম হয় না। সিংহলগ্নে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিলে স্ফুটসাধন করিলে সিংহলগ্নের কত অংশ কত কলায় জন্মিয়াছে, তাহা জানা যায়। [স্ফুটসাধন দেখ]

লগ্নফল—যদি মেষ, সিংহ বা ধনুর্লগ্ন হয়, আর সেই স্থানে যদি রবি থাকে, তাহা হইলে জাতক গৃহস্থ, ধর্ম্মপালক, বন্ধুবর্গের হিত-কারী, উদ্ধত, বলবান্, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, ক্ষমাশীল, মানী, উদারচিত্ত, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়। কিন্তু কর্কট, কিংবা তুলা লগ্ন হইলে আর ঐ লগ্নের ৮ অংশের মধ্যে রবি অবস্থিতি করিলে বক্রচক্ষু, নেত্ররোগ ও শিরঃপীড়া হয় এবং জাত ব্যক্তি প্রায় আত্মশ্লাঘী, ঘৃণারহিত ও পুত্রহীন হইয়া থাকে। ঐ রবির উভয় পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার পিতৃরিষ্টি হয়। যদি মেষ, বৃষ, কিংবা কর্কট লগ্ন হয়, তথায় পূর্ণ বা বলবান্ চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতক রূপবান্, প্রিয়-দর্শন, গুণবান্, ধনী, গর্ব্বিত ও ভাগ্যবান্ হয়। উক্ত তিন রাশি-ভিন্ন লগ্নগত চন্দ্র ক্ষীণ হইলে এবং উহার সহিত কিংবা উহার সপ্তমে কোন শুভগ্রহ না থাকিলে মানব মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণশীল, ক্ষীণদেহ ও অবস্থার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ কখন হ্রাস বা কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঐ চন্দ্রের উভয় পার্শ্বে কিংবা উহার সপ্তমে শনি ও মঙ্গল থাকিলে জাতক অল্পায়ু ও তাহার মাতৃরিষ্টি হয়।

শুভগ্রহ দৃষ্ট হইয়া মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, সাহসী, বলবান্, দাম্ভিক ও বীরপুরুষ হয় এবং ঐ মঙ্গলের সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে সেই জাতক ঐশ্বর্য্য-শালী ও রাজসদৃশ হয়। কিন্তু পাপদৃষ্ট হইলে ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ জাতক কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর বা ত্বক্‌দোষ-

বিশিষ্ট, ক্রূরচেষ্টান্বিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদ্যমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, উদর বা দন্তরোগী ও অর্শাদি গুহ্যরোগী হইয়া থাকে।

লগ্নে বিশেষতঃ মিথুন ও কন্যালগ্নে বুধ অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তি মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুবর্গের হিতকারী, কৌতুকী, ধনী, সম্বক্তা, বণিক্ বা শাস্ত্রবেত্তা হয়। কিন্তু লগ্নস্থ বুধ শনি বা মঙ্গলের দ্বারা দৃষ্ট হইলে জাতক, বাচাল, মিথ্যাবাদী, মন্দমতিসম্পন্ন, শঠ, অবিশ্বাসী, প্রবঞ্চক, কপটহৃদয়, চোর বা উন্মাদ হয়।

মকর ভিন্ন অন্য কোন লগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিতি করিলে জাতক বুদ্ধিমান্, স্বধর্ম্মানুরত, বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সদুপদেষ্টা, লোকপূজ্য, রাজসম্মানিত, ভাগ্যবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

লগ্নে শুক্র থাকিলে জাতক বিলাসী, গুণবান্, সুন্দরী স্ত্রী অথবা বহু ললনাযুক্ত, শিল্পশাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীত ও কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়, সদালাপী ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। যদি তুলা লগ্ন হয় এবং তাহাতে শুক্র থাকে, আর কুম্ভরাশিতে বৃহস্পতি থাকে, তাহা হইলে পুরুষ সুন্দর এবং তাহার স্ত্রীগণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হয়। কিন্তু লগ্নগত শুক্র পাপযুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মানব নীচসঙ্গপ্রিয়, নীচামোদরত, অপব্যয়ী, ক্রীড়াসক্ত ও পরস্ত্রীরত হয়।

যদি তুলা, ধনু, কুম্ভ বা মীনরাশি লগ্ন হয়, আর লগ্নে শনি থাকে, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহু লোকপ্রতিপালক হয়। মতান্তরে বৃষ, মিথুন বা কন্যালগ্নে শনি থাকিলে উক্ত প্রকার ফল হইয়া থাকে। ঐ শনির সপ্তমে বৃহস্পতি থাকিলে মানব পরম ঐশ্বর্য্যশালী হয়। কিন্তু লগ্নগত শনি অন্য রাশিতে থাকিলে মানব কান্তিহীন, অশোভন, দন্তযুক্ত, সর্ব্বদা ব্যাধিপীড়িত, নীচাশয় ও সুখবিহীন হয়। মেষ হইতে কন্যা পর্য্যন্ত এই ৬ রাশির মধ্যে কোন রাশি লগ্ন হইলে এবং রাহু তথায় থাকিলে মানব অন্য গ্রহরিষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করে, ইহার বিপরীত হইলে রাহু অশুভফলপ্রদ হয়। কেতু লগ্নে থাকিলে লগ্নাধীন ফল হ্রাস হইয়া থাকে। লগ্নস্থিত গ্রহ যেরূপ ফলপ্রদ হয়, তদ্রূপ লগ্নাধিপতি দ্বারাও ফল নির্ণয় করা যায়।

লগ্নাধিপফল—লগ্নাধিপতি লগ্নে অবস্থিতি করিলে জাতক ভাগ্যবান্, রিপুজয়ী, বহু পরিজনযুক্ত ও স্বীয় বন্ধুবর্গের শ্রেষ্ঠ হয়। লগ্নাধিপ দ্বিতীয় স্থানে থাকিলে মনুষ্য স্বীয় যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে। লগ্নাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকিলে জাতক দাম্ভিক, অভিমানী, ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা প্রতিবাসীর বশতাপন্ন এবং ভ্রমণরত হইয়া থাকে। চতুর্থ স্থানে থাকিলে জাতক পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, উত্তম বাসস্থান ও ভূমিলাভ করে এবং সেই ব্যক্তি প্রায় কৃষিকার্য্যে সফলকাম হয়। লগ্নাধিপ পঞ্চম স্থানে থাকিলে মানব সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, অলস, বিলাসপ্রিয়, কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্ হয়। লগ্নাধিপ ষষ্ঠে থাকিলে তজ্জন্য পীড়া, শত্রুবৃদ্ধি বা বধ-বন্ধন হয়, কিন্তু শুভগ্রহদৃষ্ট হইলে মাতুল বা পিতৃব্যদ্বারা উপকৃত হইবার সম্ভাবনা। লগ্নাধিপ সপ্তম স্থানে থাকিলে যৌবনাবস্থায় একাধিক স্ত্রীলাভ, বাসস্থানের পরিবর্ত্তন, বিদেশ যাত্রা ও শত্রুবৃদ্ধি হয় এবং জাতক প্রায় নিজ বুদ্ধিদোষে স্বীয় অনিষ্ট সাধন করে এবং কোন ব্যবসা দ্বারা তাহার ধন ও প্রতিপত্তিলাভ হয়। লগ্নাধিপ অষ্টম স্থানে থাকিলে মানব রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভয়ার্ত্ত ও সর্ব্বদা বিপদাপন্ন হয়। কিন্তু লগ্নাধিপতি শুভ ও বলবান্ হইলে স্ত্রীধন বা কোন সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। লগ্নাধিপ নবম স্থানে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্, বিদ্বান্, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক বা পোতবণিক্ হয়। লগ্নাধিপ দশম স্থানে থাকিলে মান্য, উচ্চপদ, কার্য্যসফলতা ও কোন সমাজের প্রাধান্য লাভ হয়। লগ্নাধিপ একাদশ স্থানে থাকিলে বহু মিত্র, প্রচুর অর্থাগম, উৎসাহ, বৃদ্ধি ও উত্তম বাহন হয়। লগ্নাধিপতি দ্বাদশ স্থানে থাকিলে দুর্ভাবনা, বন্ধনভয়, ঋণ, নির্ব্বাসন, ক্ষীণদেহ, শোক ও গুরু শত্রু হয়।

দ্বিতীয়পতি লগ্নে থাকিলে মনুষ্য ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। তৃতীয়াধিপতি লগ্নে থাকিলে বহু ভ্রমণ ও বাসস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং জাতক পরিজন বেষ্টিত, কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী হয়। চতুর্থাধিপতি লগ্নে থাকিলে বন্ধুবাহন ও স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান্, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত ও স্বীয়বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্লেশযুক্ত, শত্রুদ্বারা পীড়িত, অল্পায়ু, কিংবা ষষ্ঠাধিপতি গ্রহদত্ত পীড়াদ্বারা সর্ব্বদা অসুস্থ হয়। সপ্তমাধিপতি লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বিবাহ, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশ যাত্রা হয়। অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকিলে বিপদ, শোক, অল্পায়ু, বা সেই গ্রহানুযায়ী দীর্ঘস্থায়ী পীড়া হয়। নবমাধিপতি লগ্নে থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যা বা বাণিজ্যদ্বারা ধনী ও বহুভ্রমণশীল হয়। দশমাধিপতি লগ্নে থাকিলে মানব ক্ষমতাশালী, গণ্য মান্য ও কীর্ত্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে প্রচুরপরিমাণ আয়, বহুমিত্র ও পদে পদে উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি লগ্নে থাকিলে অপব্যয়ী, সতত বিপদাপন্ন ও অল্পায়ু হয়।

লগ্ন ও লগ্নপতি শুভগ্রহ দ্বারা বেষ্টিত হইলে জাতক সৌভাগ্যশালী ও যশস্বী হয়। এইরূপ প্রণালীতে লগ্নের ফল বিচার করিতে হয়। (দীপিকা, জাতককৌ° ইত্যাদি)

(পুং) লগ-ক্ত নিপাতনাৎ সাধুঃ, যদ্বা লসজ্জ-ক্ত তস্য নত্বং।

২ স্তুতিপাঠক। পর্য্যায়—প্রাতর্জ্জেয়, স্তুতিব্রত, সূত। (জটাধর) (ত্রি) ৩ সক্ত। ৪ লজ্জিত। (মেদিনী)

লগ্নকঙ্কণ, বোম্বাই প্রদেশের চিৎপাবন ব্রাহ্মণগণের বিবাহ কালে বর ও কন্যার হাতের কব্জিতে যে সূত বাঁধিয়া দেওয়া যায়।

লগ্নকাল (পুং) লগ্নস্য কালঃ। লগ্নসময়।

লগ্নগ্রহ (পুং) ১ দৃঢ়সংশ্লিষ্ট। ২ লগ্নস্থিত গ্রহ।

লগ্নদিন (ক্লী) লগ্নস্য দিনং। লগ্নের দিন, বিবাহদিন, যে দিনে বিবাহলগ্ন স্থির হইয়াছে, তাহাকে লগ্নদিন কহে।

লগ্নদৃষ্টি (স্ত্রী) লগ্নে নক্ষত্রাদির দৃষ্টি।

লগ্নদিবস (পুং) লগ্নদিন।

লগ্নদেবী (স্ত্রী) পুরাণবর্ণিত প্রস্তরময় গাভী।

লগ্নপত্র (ক্লী) লগ্নস্য পত্রং। বিবাহের দিনস্থিরকরণ। বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বিবাহের দিন ও যে লগ্ন স্থির করা হয়, তাহাকে লগ্নপত্র কহে।

"লগ্নপত্র করিয়া নারদ মুনি যায়" (অন্নদাম°)

লগ্নফল, লগ্নবিশেষে জন্মহেতু জীবের শুভাশুভ ফলভোগ।

লগ্নবেলা (স্ত্রী) লগ্নস্য বেলা। লগ্নকাল, লগ্ন সময়।

লগ্নায়ু (ক্লী) লগ্নের পরিমাণানুসারে নির্দ্দিষ্ট আয়ুষ্কাল। (ফলিত জ্যোতিষ।)

লগ্নাহ (পুং) লগ্নদিন, বিবাহদিন।

লগ্নিকা (স্ত্রী) নগ্নিকা, চলিত নেঙ্‌টা স্ত্রীলোক।

লগ্নিকাশ্রম, মঠভেদ। (বৃহন্নীল° ২০)

লগ্‌বগ্‌ (দেশজ) যে সকল ধ্বজাদি দৃঢ় নহে, উচা করিলে হেলিয়া ঢুলিয়া পড়ে, তাহাকে লগ্‌বগ্‌ করা কহে।

লগ্‌বগীয়া (দেশজ) কোমল, যাহা দৃঢ় নহে।

লঘ, লঘি লঘধাতু, ১ শোষণ, অল্পীকরণ। ২ গতি, গমন। ৩ ভোজননিবৃত্তি। শোষণার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। গত্যর্থে ভ্বাদি° আত্মনে°। লট্ লঙ্ঘতি-তে। লিট্ ললঙ্ঘ-ঙ্ঘে। লুট্ লঙ্ঘিতা। লুঙ্ অলঙ্ঘীৎ, অলঙ্ঘিষ্টাং। সন্ লিলঙ্ঘিষতি-তে। যঙ্ লালঙ্ঘ্যতে। যঙ্‌লুক্ লালঙ্ঘি। ৪ দীপ্তি। লঙ্ঘন। চুরাদি। লট্ লঙ্ঘয়তি। লুঙ্ অললঙ্ঘৎ।

লঘট্ (পুং) লঙ্ঘতে মধ্যস্থানমস্পৃষ্ট্বা উত্তরস্থানে পততি প্লুতং ইতস্ততো গচ্ছতি বা লঙ্ঘ (লঙ্ঘের্নলোপশ্চ। উণ্ ১।১৩৪) ইতি অটি, নলোপশ্চ ধাতোঃ। ১ বায়ু।

লঘটি (পুং) লঘ-গতৌ-অটি, ইদভাবঃ। বায়ু।

লঘন্তী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লঘরি, অসভ্যজাতি বিশেষ।

লঘিত্র, অস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ইহার আকার, প্রকার ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে।

"লঘিত্র ভুগ্নকায়ং স্যাৎ পৃষ্ঠে গুরু পুরঃ শিতম্।
শ্যামং পঞ্চাঙ্গুলিব্যাসং সার্দ্ধহস্তসমুন্নতম্॥
ৎসরুণা গুরুণা নদ্ধং মহিষাদি নিকর্ত্তনম্।
বাহুদ্বয়োত্থমোক্ষেপৌ লঘিত্রে বল্গিতে মতে॥" (ধনুর্ব্বেদ)

লঘিত্রের কায়া ভুগ্ন অর্থাৎ কোলকুঁজো, পূর্ব্বভাগ স্থূল ও গুরুভারযুক্ত, সম্মুখভাগ তীক্ষ্ণ, ব্যাস পাঁচ অঙ্গুলি ও বর্ণ কাল। ইহার মুট অতি বৃহৎ এবং ইহার দ্বারা মহিষ প্রভৃতি কর্ত্তিত করা যায়। দুই হাতে উঠান ও প্রহার, এই দুই ক্রিয়া ভিন্ন ইহার তৃতীয় ক্রিয়া নাই।

লঘিমন্ (পুং) লঘোর্ভাবঃ লঘু (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা। পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্। ১ লঘুত্ব। ২ অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ। সাধনা দ্বারা এই ঐশ্বর্য্যলাভ হইয়া থাকে।

"ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পদ্‌ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ।" (পাতঞ্জলদ° বিভূতিপা° ৪৬)

যোগিগণ সংযম সিদ্ধিদ্বারা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত জয় করিতে পারিলে তাহাদিগের অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। লঘুত্বকে লঘিমা বলে, যে ব্যক্তির লঘিমা শক্তির সিদ্ধি হয়, সেই ব্যক্তি তূলার ন্যায় লঘু হইতে পারে এবং তাহার জলাদির উপরে অনায়াসে বিচরণ করিবার শক্তি জন্মে। ৩ অবহুমতত্ব। ৪ হ্রস্বত্ব।

"অগ্রে লঘিমা পশ্চাৎ মহতাপি বিধীয়তে নহি মহিমা।
বামন ইতি ত্রিবিক্রমমভিদধতি দশাবতারবিদঃ॥" (আর্য্যাসপ্তশতী ৬০)

লঘিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘুঃ, লঘু-ইষ্ঠ। অতিশয় লঘুত্বযুক্ত। ব্যাকরণোক্ত শ্লেষাত্মক প্রয়োগভেদ। বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনে সীতা ও রাবণের উক্তি প্রত্যুক্তিতে সপ্তমাক্ষর বর্জ্জন দ্বারা "দশবদনপ্লানি" "স্বাতা যুধি" ও "উচ্চৈঃ পদম্" শব্দে লঘুত্বের মাত্রা পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে।

লঘিষ্ঠসাধারণ গুণনীয়ক, অঙ্কবিশেষ (Least Common multiple)।

লঘীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরেষাং বা অতিশয়েন লঘুঃ লঘু-ঈয়সুন্। অতিশয় লঘুত্বযুক্ত।

"ন বৈ সমৃদ্ধিং প্লালয়তে লঘীয়ান্
যস্মাৎ সমানেষ্যতি রাজপুত্রি।" (ভারত ২।৭২।১৪)

লঘু (ক্লী) লঙ্ঘতেঽনেনেতি লঙ্ঘ (লঙ্ঘিবংহ্যোর্নলোপশ্চ। উণ্ ১।৩০) ইতি কু, ধাতোর্নলোপশ্চ। ১ শীঘ্র। ২ কৃষ্ণাগুরু। (মেদিনী) ৩ লামজ্জক। (রাজনি°) ৩ হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যানক্ষত্র, এই তিনটী নক্ষত্র লঘুগণ।

"লঘুহস্তাশ্বিনপুষ্যাঃ পণ্যরতিজ্ঞানভূষণকলাসু।" (বৃহৎস° ৯৮।৯)

৪ কাল পরিমাণ বিশেষ। পঞ্চদশক্ষণ পরিমাণ কালকে লঘু কহে। পঞ্চকাষ্ঠা পরিমাণ কালে একক্ষণ হয়।

"ক্ষণান্ পঞ্চ বিদুঃ কাষ্ঠাং লঘুতা দশ পঞ্চ চ।

লঘূনি বৈ সমাম্নাতা দশ পঞ্চ চ নাড়িকাঃ॥" (ভাগ° ৩।১১।৭)

(পুং) ৫ প্রাণায়ামবিশেষ। যে স্থানে প্রাণায়ামের নিয়মানুসারে দ্বাদশ মাত্রার প্রাণায়াম হয়, তাহাকে লঘু প্রাণায়াম কহে। ইহাতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই তিনই হইবে।

"লঘুমধ্যোত্তরীয়াখ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিধোদিতঃ।

তস্য প্রমাণং বক্ষ্যামি তদলর্ক শৃণুষ্ব মে॥

লঘুর্দ্বাদশমাত্রস্তু দ্বিগুণঃ স তু মধ্যমঃ।

ত্রিগুণাভিস্তু মাত্রাভিরুত্তমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ২৯। ১৩-১৪)

(ত্রি) ৬ অগুরু, গুরুত্বহীন।

"তৃণাদপি লঘুস্তূলস্তূলাদপি চ ভিক্ষুকঃ।

ন নীতো বায়ুনা কস্মাদর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া॥" (উদ্ভট)

৭ মনোজ্ঞ। ৮ ইষ্ট। ৯ নিঃসার। (মেদিনী)

"শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।

মহার্ণবপরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্॥" (রঘু ১২। ৬৬)

১০ ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, লঘুসংজ্ঞা, অ, ই, উ, ঋ, ও ৯কার এই সকল বর্ণ লঘু। "হ্রস্বো লঘুঃ দীর্ঘো গুরুঃ" সংযোগের পূর্ব্বে যদি লঘুবর্ণ থাকে, তাহা হইলে গুরু হয়। ১১ ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত লঘুগণভেদ। ছন্দের লক্ষণে 'ন' এই শব্দ থাকিলে তিনটী লঘু, 'ভ' শব্দে আদিগুরু এবং শেষ দুটী লঘু, 'য' শব্দে আদি লঘু, 'জ' আদি ও শেষ লঘু, 'র' লঘু, 'স' প্রথম দুইটী লঘু 'ত' শেষ লঘু 'ল' একটী মাত্র লঘু বুঝাইয়া থাকে।

মস্ত্রিগুরুস্ত্রিলঘুশ্চ নকারো ভাদিগুরুঃ পুনরাদিলঘুর্যঃ।

জো গুরুমধ্যগতো রলমধ্যঃ সোঽন্তে কথিতোঽন্তলঘুস্তঃ॥

গুরুরেকো গকারস্তু লকারো লঘুরেককঃ।" (ছন্দোম°)

১২ রোগমুক্ত। (রাজনি°) রোগ শরীর হইতে মুক্ত হইলে শরীর লঘু হইয়া থাকে। ১৩ বায়ু ও অগ্নিগুণবহুল। (সুশ্রুত) ১৪ আকাশগুণভূয়িষ্ঠ। (স্ত্রী) ১৫ পৃক্কা নামক ঔষধি। পিড়িংশাক। (মেদিনী)

লঘু আচার্য্য, ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র বা ত্রিপুরাস্তোত্র, দেবীস্তোত্র ও লঘুস্তবপ্রণেতা। লঘুপণ্ডিত নামেও প্রসিদ্ধ।

লঘুকঙ্কোল (পুং) বৃক্ষভেদ (Pimenta Acris)

লঘুকণ (পুং) শুক্লজীরক। (বৈদ্যকনি°)

লঘুকণ্টকী (স্ত্রী) লজ্জালু, লজ্জাবতীলতা (Mimosa pudica)।

লঘুকর্কন্ধু (পুং) ভূমিবদর, মেটেকুল (Zizyphus)। (বৈদ্যকনি°)

লঘুকর্ণী (স্ত্রী) মূর্ব্বা, মূর্গা। (বৈদ্যকনি°) মরাঠী-মোরবেল।

লঘুকায় (পুং) লঘুঃ কায়ো যস্য। ১ ছাগ। (ত্রি) ২ ক্ষুদ্রশরীর।

লঘুকাশ্মর্য্য (পুং) লঘুঃ কাশ্মর্য্যঃ। কট্‌ফলবৃক্ষ। (রাজনি°)

লঘুকৌমুদী (স্ত্রী) বরদরাজকৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণগ্রন্থ।

লঘুক্রম (ত্রি) দ্রুতগমন। (অব্য) দ্রুতপাদবিক্ষেপে।

লঘুক্রিয়া (স্ত্রী) ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কার্য্য।

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘড়ম্বরে।

দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥"

লঘুখট্টিকা (স্ত্রী) লঘুখট্টিকা। ক্ষুদ্র খট্টা, পর্য্যায়—আসন্দী।

লঘুখর্তর (ক্লী) প্রাচীন বংশভেদ। খরতর গচ্ছ। [জৈনশব্দ দেখ]

লঘুগঙ্গাধর (পুং) উদরাময় রোগে প্রযোজ্য চূর্ণক (ঔষধ) ভেদ।

লঘুগণ (পুং) লঘুর্গণঃ। অশ্বিনী, পুষ্যা ও হস্তানক্ষত্র।

"উগ্রঃ পূর্ব্বমঘান্তকাঞ্জবগণস্ত্রিণ্যুত্তরাণি স্বভূ-

র্ব্বাতাদিত্যহরিত্রয়ং চরগণঃ পুষ্যাশ্বিহস্তা লঘুঃ॥" (দীপিকা)

লঘুগর্গ (পুং) লঘুর্গর্গ ইব। ত্রিকণ্টকমৎস্য, গর্গর মৎস্য, চলিত গাঁগড়া মাছ। (হারাবলী)

লঘুগোধূম (পুং) হ্রস্বগোধূম, ছোট গম। গুণ—স্নিগ্ধ, শুক্র, বৃষ্য, কফঘ্ন, আমদোষকর, মধুর, বীর্য্য ও পুষ্টিকর। (রাজনি°)

লঘুচন্দন (ক্লী) কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

লঘুচিত্ত (ত্রি) লঘু চিত্তং যস্য। ক্ষুদ্রচিত্ত, দুর্ব্বলচিত্ত।

লঘুচিত্ততা (স্ত্রী) চঞ্চলমনার ভাব ধর্ম্ম। চিত্তের স্থৈর্য্যহীনতা।

লঘুচিন্তামণিরস (ত্রি) রসৌষধ বিশেষ।

লঘুচির্ভিটা (স্ত্রী) লঘুশ্চির্ভিটা। মৃগের্বারু, ছোট কাকুর (Colocynth)।

লঘুচেতস্ (ত্রি) লঘু চেতো যস্য। ক্ষুদ্রচিত্ত, নীচাশয়।

লঘুচ্ছদা (স্ত্রী) মহাশতাবরী। (বৈদ্যকনি°)

লঘুচ্ছেদ্য (ত্রি) সহজে যাহা কাটা বা ধ্বংস করা যায়।

লঘুজঙ্গল (পুং) লাবকপক্ষী। (ত্রিকা°)

লঘুতর (ত্রি) অতিলঘু, চলিত হাল্‌কা।

লঘুতা (স্ত্রী) লঘু-ভাবে তল্-টাপ্। লঘুত্ব, হীনতা, ক্ষুদ্রত্ব, অল্পত্ব, লঘুর ভার বা ধর্ম্ম।

লঘুদন্তী (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা দন্তী। ক্ষুদ্রদন্তীবৃক্ষ। ছোট দন্তী। (ভাবপ্র°) [দন্তী দেখ।]

লঘুদুন্দুভি (পুং) লঘুর্দুন্দুভিঃ। বাদ্যভেদ, ড্রগড়বাদ্য। (শব্দরত্না°)

লঘুদ্রাক্ষা (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা দ্রাক্ষা। কাকলীদ্রাক্ষা। (রাজনি°) কিস্‌মিস্।

লঘুদ্বারবতী (স্ত্রী) বর্ত্তমান দ্বারবতী নগরী।

লঘুনাভমণ্ডল (ক্লী) মণ্ডলাত্মক চক্রভেদ।

লঘুনামন্ (ক্লী) লঘু লঘুবর্ণযুক্তং নাম যস্য। অগুরু। (শব্দচ°)

লঘুনারায়ণোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

লঘুপঞ্চমূল (ক্লী) লঘু ক্ষুদ্রং পঞ্চমূলং। ক্ষুদ্রপঞ্চমূলপাচন, শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই ৫টী লঘুপঞ্চমূল। এই পাচন—লঘু, স্বাদু, বলকর, পিত্তানিলনাশক, নাত্যুষ্ণ, বৃংহণ, গ্রাহক, জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীনাশক। (ভাবপ্র০)

লঘুপণ্ডিত (পুং) একজন নৈয়ায়িক। ইনি লঘুপণ্ডিতীয় নামক ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। [লঘু আচার্য্য দেখ।]

লঘুপতনক (পুং) ১ দ্রুত পতনশীল। ২ হিতোপদেশোক্ত কাক।

লঘুপত্রক (পুং) লঘূনি পত্রাণি যস্য কপ্। রোচনী, গুণ্ডা-রোচনী। (শব্দচ০)

লঘুপত্রফলা (স্ত্রী) লঘু উড়ুম্বরিকা। (রাজনি০)

লঘুপত্রী (স্ত্রী) লঘূনি পত্রাণি যস্যাঃ ঙীষ্। অশ্বত্থবৃক্ষ। (রাজনি০)

লঘুপরাশর (পুং) স্মৃতিশাস্ত্রভেদ।

লঘুপর্ণী (স্ত্রী) ১ মূর্ব্বা। ২ শতমূলী। (রাজনি০)

লঘুপাক (পুং) লঘুঃ পাকঃ যস্য। পাকে লঘু, যাহা শীঘ্র পরি-পাক হয়, তাহাকে লঘুপাক কহে।

লঘুপাকিন্ (ত্রি) চীনাধান্য, চিনে ধান। (পর্য্যায়মু০)

লঘুপাতিন্ (ত্রি) ১ শীঘ্র পতনশীল। ২ কাক।

লঘুপাণ্ডুরপুষ্পক (পুং) দ্বীপান্তর খর্জ্জূরিকা। (বৈদ্যকনি০)

লঘুপিচ্ছিল (পুং) লঘুঃ পিচ্ছিলঃ। ভূকর্ব্বুদারক, কাঞ্চনগাছ।

লঘুপুলস্ত্য (পুং) পুলস্ত্যকৃত ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

লঘুপুষ্প (পুং) লঘূনি ক্ষুদ্রাণি পুষ্পাণি যস্য। ভূমিকদম্ব। (রাজনি০)

লঘুপ্রযত্ন (ত্রি) অল্পচেষ্টা আলস্যপ্রিয় বা কুঁড়ে।

লঘুফল (পুং) লঘু উড়ুম্বর, ছোট ডুমুর। (বৈদ্যকনি০)

লঘুবদর (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো বদরঃ। ক্ষুদ্র কুল, মেটোকুল। পর্য্যায়—সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, দুস্পর্শ, মধুর, দরহার, শিখি-প্রিয়। পক্বফলগুণ—মধুরাম্ল, কফবাতনাশক, রুচিকর, স্নিগ্ধ, ঈষৎ পিত্তার্ত্তি, দাহ ও শোষনাশক। (রাজনি০)

লঘুবদরী (স্ত্রী) ভূবদরী। (রাজনি০)

লঘুবুদ্ধপুরাণ (ক্লী) ললিতবিস্তর গ্রন্থের একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

লঘুব্যাস, বৃত্তিবল্লভ নাটক-রচয়িতা।

লঘুব্রাহ্মী (স্ত্রী) লঘুঃ ক্ষুদ্রা ব্রাহ্মী। ক্ষুদ্রব্রাহ্মী। পর্য্যায় জলোদ্ভবা, সূক্ষ্মপত্রা। (রাজনি০)

লঘুভণ্টী (স্ত্রী) চিঙ্কোটক, চলিত চেঁচকো। (বৈদ্যকনি০)

লঘুভব (পুং) ১ নিম্নপদ। ২ নিকৃষ্ট জন্ম।

লঘুভাগবত (ক্লী) ভাগবতপুরাণের একখানি চূর্ণক।

লঘুভাব (পুং) ১ হাল্কা। ২ গুরুত্বহীন। ৩ সহজসাধ্য।

লঘুভুজ্ (ত্রি) লঘু লঘুপাকদ্রব্যং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ক্বিপ্। ১ লঘু-পাকদ্রব্য ভোজনকারী। ২ অল্পভোজী।

লঘুভোজন (ক্লী) যাহা সহজে ও অল্পসময়ের মধ্যে পরিপাক হয়, এরূপ পথ্য আহার।

লঘুমন্থ (পুং) লঘুঃ ক্ষুদ্রো মন্থঃ। ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ, চলিত ছোট গনিয়ারি (Premna spinosa)। (রাজনি০)

লঘুমাংস (পুং) লঘু স্বল্পং মাংসং যস্য। (রাজনি০) তিত্তির-পক্ষী। (ত্রিকা০)

লঘুমাংসী (স্ত্রী) গন্ধমাংসী, সূক্ষ্ম জটামাংসী। (রাজনি০)

লঘুমূত্র (ক্লী) বীজগণিতোক্ত অঙ্কবিশেষ (The lesser root of an equation)। ২ যাহার আরম্ভ প্রাঞ্জল।

লঘুমূলক (ক্লী) লঘু মূলং যস্য কপ্। হ্রস্বমূলক, নেপালমূলক।

লঘুযম (পুং) যমোক্ত স্মৃতিবিশেষ।

লঘুরাশি (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশি বিশেষ, বহুরাশির বিপরীত।

লঘুলতা (স্ত্রী) ১ কারবেল্লক, উচ্ছে গাছ। ২ অনন্তা, অনন্তমূল। (বৈদ্যকনি০)

লঘুলয় (ক্লী) লঘু শীঘ্রং লীয়তে ইতি লী-অচ্। ১ বীরণ মূল॥ (অমর) ২ পীতোশীর। (বৈদ্যকনি০)

লঘুবাসস (ত্রি) পরিচ্ছন্ন ও সূক্ষ্মবাসপরিধানকারী।

লঘুবিক্রম (পুং) দ্রুত গমন।

লঘুবিষ্ণু (পুং) বিষ্ণু-কথিত স্মৃতি বিশেষ।

লঘুবৃত্তি (ত্রি) নীচ কার্য্যাবলম্বী। নিকৃষ্ট জীবনবৃত্তি।

লঘুবেধিন্ (ত্রি) শীঘ্র বেধকারী। বেধকার্য্যে সুনিপুণ।

লঘুশমী (স্ত্রী) শমীবৃক্ষভেদ।

লঘুশঙ্খ (পুং) ক্ষুদ্রশঙ্খ, ছোটশাঁক। (বৈদ্যকনি০)

লঘুশান্তিপুরাণ, ক্ষুদ্র উপপুরাণভেদ।

লঘুশিবপুরাণ, উপপুরাণভেদ।

লঘুশিখরতাল (পুং) সঙ্গীতোক্ত তালভেদ।

লঘুসত্ত্ব (ত্রি) লঘুপ্রকৃতিক। লঘুচিত্ত।

লঘুসদাফলা (স্ত্রী) লঘু সদা ফলং যস্যাঃ সা লঘুসদাফলা। লঘুডুম্বরিকা, ছোট ডুমুর। (রাজনি০)

লঘুসার (ত্রি) লঘুঃ অল্পঃ সারো যস্য। অল্পসারযুক্ত।

লঘুসুদর্শন (ক্লী) আয়ুর্ব্বেদোক্ত চূর্ণৌষধভেদ।

লঘুস্থানতা (স্ত্রী) চঞ্চলতা। যাহারা একস্থানে অধিক সময় থাকিতে পারে না।

লঘুহস্ত (পুং) লঘুঃ ক্ষিপ্রকারী হস্তো যস্য। শীঘ্রবেধী, যিনি অতিদ্রুত বাণক্ষেপ করিতে পারেন।

"ভূয়ঃ খড়্গপ্রহারেণ লঘুহস্তো দ্বিধাকরোৎ॥"

(কথাসরিৎসা০ ৪২।১৩৩)

লঘুহস্ততা (স্ত্রী) লঘুহস্তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লঘুহস্তত্ব, লঘুহস্তের ভাব, ধর্ম্ম বা কার্য্য। শীঘ্র বাণক্ষেপ। ক্ষিপ্রকারিতা।

লঘুহস্তবৎ (ত্রি) লঘুহস্ত সদৃশ। ক্ষিপ্রকারী।

লঘুহারিত, হারিত ঋষি-প্রবর্ত্তিত স্মৃতিশাস্ত্রভেদ।

লঘুহৃদয় (ত্রি) চঞ্চল চিত্ত। অস্থির মতি।

লঘুহেমদুগ্ধা (স্ত্রী) লঘুর্হেমদুগ্ধা। লঘুদুম্বরিকা, ছোট-ডুমুর। (রাজনি°)

লঘুকরণ (ক্লী) ১ হাল্‌কা করণ, কমান। ২ গণিতোক্ত অঙ্ক-বিশেষ।

লঘূক্তি (স্ত্রী) লঘুঃ উক্তিঃ। লঘুকথন, অল্পকথন।

লঘূত্থানতা (ত্রি) ১ সহজে উত্থান সমর্থ। ২ উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন (Good-health)। (দিব্যা° ১৫৬।১৩)

লঘূদুম্বরিকা (স্ত্রী) ছোট ডুমুর। (রাজনি°)

লঘ্বঞ্জীর (ক্লী) অঞ্জীরভেদ।

লঘ্বত্রি (পুং) অত্রিঋষি-প্রবর্ত্তিত স্মৃতিভেদ।

লঘ্বাদ্যুড়ুম্বরাহ্বা (স্ত্রী) লঘু উড়ুম্বরিকা, ছোট ডুমুর।

লঘ্বানন্দ (ত্রি) লঘুঃ আনন্দো যস্ত। ১ অল্প আনন্দযুক্ত। (পুং) ২ অল্প-আনন্দ।

লঘ্বানন্দরস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ; মরিচ ৮ ভাগ, সোহাগা চারিভাগ, ভৃঙ্গরাজ ও অম্লবেতসের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান পাণের রস। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, অরুচি, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর ও বাতশ্লেষ্মরোগ আশু প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুরোগাধি°)

২ বাতব্যাধি রোগোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বিষ প্রত্যেক একভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, সোহাগা চারিভাগ, ভৃঙ্গরাজ ও দাড়িমের রসে প্রত্যেকটী পাঁচ বার ভাবনা দিয়া দাড়িমের ক্বাথে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান দোষ অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ-সেবনে ভ্রম ও দাহের সহিত বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(রসেন্দ্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধি°)

লঘ্বার্য্যসিদ্ধান্ত (পুং) আর্য্যসিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ।

লঘ্বাশিন্‌ (ত্রি) লঘু অল্পং লঘুপাকং দ্রব্যং বা অশ্নাতি অশ-ণিনি। লঘুভোজী, অল্পভোজী, যাহারা লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করে।

লঘ্বাহার (ত্রি) লঘুঃ আহারঃ যস্য। লঘুভোজী, যিনি অল্প আহার করেন। (পুং) ২ লঘু ভোজন।

লঘ্বী (স্ত্রী) লঘু-ঙীপ্‌। ১ লাঘবযুক্তা, অতি ক্ষুদ্রা। ২ স্যন্দনভেদ। ৩ পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৪ হস্তিকোলী।

লঙ্ক (পুং) ব্যক্তি বিশেষ। (পাণিনি ৪।১।৯৯)

লঙ্কক, মঙ্খের ভ্রাতা। পূর্ণ নাম অলঙ্কার। (শ্রীকণ্ঠচরিত)

লঙ্কটঙ্কটা (স্ত্রী) ১ সুকেশ রাক্ষসের মাতা ও বিদ্যুৎকেশের কন্যা। (রামায়ণ ৭।৪।২৩) ২ সন্ধ্যার কন্যা।

লঙ্কা (স্ত্রী) রমন্তেঽস্যামিতি রম্‌ বাহুলকাৎ কঃ রস্য লত্বং (উণ্‌ ৩।৪০) টাপ্‌। রক্ষঃপুরী, রাবণের রাজ্য।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে এই লঙ্কা পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত।

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃসৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।"

(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, লঙ্কাপুরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণা, এই পুরীর প্রাকার সকল সুবর্ণনির্ম্মিত। দক্ষিণসমুদ্রের তীরে ত্রিকূট-নামে একটী পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের শিখরে মধ্যম সমুদ্র সমীপে ত্বষ্টা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া ইন্দ্রের জন্য এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। এই পুরীতে পক্ষিগণও গমন করিতে সমর্থ নহে। রাক্ষসগণ সুখে এই পুরীতে বাস করিত। রাক্ষসেরা অমরাবতী সদৃশ এই লঙ্কানগরী প্রাপ্ত হইয়া ভয়ানক দুরাধর্ষ হইয়াছিল।

"ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্‌।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমাম্বুধিসন্নিধৌ।
পতত্রিভিশ্চ দুষ্প্রাপাং টঙ্কচ্ছিন্নাং চতুর্দ্দিশম্‌॥
শক্রার্থং মৎকৃতা পূর্ব্বং প্রযত্নাৎ বহুবৎসরৈঃ।
বসন্ত তত্র দুর্দ্ধর্ষাঃ সুখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥
লঙ্কাদুর্গং সমাসাদ্য শত্রূণাং শত্রুসূদনাঃ।
দুরাধর্ষা ভবিষ্যন্তি রাক্ষসৈর্বাহুভির্বৃতাঃ॥"

(অগ্নিপু° কপিলদর্শন নামাধ্যায়)

রামায়ণে লিখিত আছে যে, দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট নামে একটী পর্ব্বত আছে, তাহার শিখরে অমরাবতীর ন্যায় বিশালা লঙ্কানামে একটী পুরী আছে। ঐ রমণীয়া পুরী হেমময় প্রাকার ও পরিখায় পরিবৃত এবং তোরণ সকল সুবর্ণ ও বৈদুর্য্য-মণিদ্বারা রচিত ও সকল স্থান যন্ত্রসমূহে সুসজ্জিত। রাক্ষস-দিগের বাসের জন্য বিশ্বকর্ম্মা অতি যত্নসহকারে এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। রাক্ষসগণ এই পুরীতে বাস করিয়া অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর ভয়ে রাক্ষসগণ এই পুরী পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিছুদিন এই পুরী রাক্ষসশূন্য অবস্থায় থাকে।

পরে কুবের বিশ্রবার আদেশে লঙ্কাপুরীর অধীশ্বর হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। পরে রাবণ যখন তপোবলে বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিল এবং জানিতে পারিল যে, লঙ্কাপুরী আমাদের পূর্ব্বপিতৃপুরুষের নিবাসভূমি। তখন রাবণ

এই পুরী ছাড়িয়া দিবার জন্য কুবেরের নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। কুবের রাবণের ভয়ে ঐ পুরী ত্যাগ করিয়া যাইলে রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হন। (রামায়ণ উত্তরকা°)

[রাবণ দেখ।]

'উপনিবেশ' শব্দে লঙ্কার বর্ত্তমান অবস্থিতি নিরূপণ করিবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রামচন্দ্র কপিসৈন্য সঙ্গে লইয়া সীতা উদ্ধারের জন্য লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। সেই লঙ্কা কোথায়? তাহার বর্ত্তমান নাম কি? সেই লঙ্কাপুরীর উৎপত্তি এবং তাহার প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নে যথাসম্ভব প্রমাণ উদ্ধৃত হইল ;—

বর্ত্তমান দেশীয় ও বিদেশীয় ভৌগোলিকগণ একবাক্যে বলেন, এখন যাহাকে আমরা সিংহল বা সিলোন বলি, তাহারই প্রাচীন নাম লঙ্কা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের পুরাণাদি-শাস্ত্রকারগণ লঙ্কা ও সিংহলকে দুই স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই জানিতেন। মহাভারত ও পুরাণাদিতে তাহা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

"সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ।"

মহাভারত বন ৫১ অং, ২২ শ্লো°।

"লঙ্কা কালাজিনাশ্চৈব শৈলিকা নিকটাস্তথা ॥ ২০

ঋষভাঃ সিংহলাশ্চৈব তথা কাঞ্চীনিবাসিনঃ ॥" ২৭

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮ অধ্যায়।

এতদ্ভিন্ন ভাগবত ৫।১৯।৩০, বৃহৎসংহিতা, ১৪।১৫, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লঙ্কা ও সিংহল দুইটী স্বতন্ত্র দ্বীপ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে।

রামায়ণে দক্ষিণদেশীয় স্থানাদির উল্লেখকালে লিখিত আছে— মলয় পর্ব্বতের পরে তাম্রপর্ণী নদী, এই নদী সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদী উত্তীর্ণ হইয়া পাণ্ড্যনগর, এই নগরের পুরদ্বার স্বুবর্ণনির্ম্মিত। পরে সাগরের নিকটে উপস্থিত হইবে, সমুদ্র পার হইয়া সাগরের মধ্যে অগস্ত্যনিবেশিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। অপর পারে শতযোজন-বিস্তৃত অতিশয় প্রভাযুক্ত একটি দ্বীপ আছে, এইখানে রাবণ বাস করে। যথা—

* * মলয়স্য মহৌজসঃ ॥

দ্রক্ষ্যথাদিত্যসঙ্কাশমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্।

ততস্তেনাভ্যনুজ্ঞাতাঃ প্রসন্নেন মহাত্মনা ॥

তাম্রপর্ণীং গ্রাহজুষ্টাং তরিষ্যথ মহানদীম্।

সা চন্দনবনৈশ্চিত্রৈঃ প্রচ্ছন্নদ্বীপধারিণী ॥

কান্তেব যুবতী কান্তং সমুদ্রমবগাহতে।

ততো হেমময়ং দিব্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্ ।

যুক্তং কপাটং পাণ্ড্যানাং গতা দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।

ততঃ সমুদ্রমাসাদ্য সম্প্রধার্য্যার্থনিশ্চয়ম্ ॥

অগস্ত্যেনান্তরে তত্র সাগরে বিনিবেশিতঃ।

চিত্রসানুনগঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রঃ পর্ব্বতোত্তমঃ ॥

জাতরূপময়ঃ শ্রীমান্ অবগাঢ়ো মহার্ণবম্।

দ্বীপস্তস্যাপরে পারে শতযোজনবিস্তৃতঃ ॥

তত্র সর্ব্বাত্মনা সীতা মার্গিতব্যা বিশেষতঃ।

তে হি দেশাস্ত বধ্যস্য রাবণস্য দুরাত্মনঃ।"

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪১ সঃ। ১৫—২৫ শ্লোঃ।

মলয় পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম পশ্চিমঘাট, এই পর্ব্বতের যে স্থান হইতে তাম্রপর্ণী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানকে এখনও অগস্ত্যাদ্রি বলে। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro.p.48) তাম্রপর্ণী নদী তিনবেল্লী প্রদেশের মধ্য দিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর তীরে সমুদ্রের নিকটে যে পাণ্ড্যনগর স্থাপিত ছিল, তাহাকে প্রাচীন আরব্য ও গ্রীক ভৌগোলিকগণ 'কোলকে' ও 'কোএল' এবং নিকটস্থ সাগরকে কোলকিকস্ * বলিতেন। সমুদ্র পার হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বত। ইহাই সিংহল দ্বীপের বর্ত্তমান মহিন্তল পর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, বোধ হয় তৎকালে তাম্রপর্ণী নদী-প্রবাহিত ভূমিখণ্ড দক্ষিণাংশে আরও অনেকটা বিস্তৃত ছিল। এই নদী অতিক্রম করিয়াই সিংহলদ্বীপে যাইতে হইত, এজন্য সিংহলদ্বীপকে পৌরাণিককালে তাম্রপর্ণ বলিত। গ্রীসের প্রাচীন পুরাবিদ্গণ বলেন, পাণ্ড্যনগর মুক্তা আহরণ জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাভারতের মতে, সিংহলদ্বীপে লোকে মুক্তা আহরণ করিত। রাজসূয়-যজ্ঞকালে সিংহলদ্বীপের লোকেরাই রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্তা উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসঙ্ঘাস্তথৈব চ।

শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্ ॥"

সভাপর্ব্ব ৫১। ৩৬।

রামায়ণেই আবার অপর স্থানে লিখিত আছে, হনুমানাদি বানরগণ সীতান্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণদেশ অতিক্রম করিয়া এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব পর্ব্বতগহ্বরে উপস্থিত হয়। এই স্থানের নাম ঋক্ষবিল। ইহার চারিদিকেই দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী। বানরগণ এইস্থানে আসিয়া ক্লান্ত ও পথভ্রান্ত হইল। (তাহারা পূর্ব্বে সুগ্রীবের নিকট শুনিয়াছিল, মহেন্দ্র পর্ব্বতের পরে, সমুদ্রের পরপারে রাবণনিবাস লঙ্কাদ্বীপ ; কিন্তু এই স্থানের বিষয় তাহারা পূর্ব্বে কখন অবগত হয় নাই।) অনেক অনুসন্ধান করিতে

* কোলকিকস্ সাগরের বর্ত্তমান নাম মান্নার উপসাগর। (Lassen.)

করিতে এই ভয়ঙ্কর গহ্বর মধ্যে এক যোজন গমনের পর তাহারা এক রমণীয় স্থান দেখিতে পাইল। সেই স্থানে নীল, বৈদূর্য্য মণি ও পদ্মিনী সকল পতঙ্গদলে পরিবৃত রহিয়াছে, রজত ও কাঞ্চননির্ম্মিত বিমানসকল শোভা পাইতেছে, মুক্তা-জালে সমাবৃত সুবর্ণগবাক্ষযুক্ত হেম ও রজতনির্ম্মিত গৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে (ইত্যাদি।) তাহারা অনতিদূরে একজন তপস্বিনীকে দেখিতে পাইল। এই তপস্বিনীর নিকট হইতেই সকলে জানিতে পারিল,—

"ময়ো নাম মহাতেজা মায়াবী বানরর্ষভ।
তেনেদং নির্ম্মিতং সর্ব্বং মায়য়া কাঞ্চনং বনম্॥
পুরা দানবমুখ্যানাং বিশ্বকর্ম্মা বভূব হ।
স তু বর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্ত্বা মহাবনে॥
পিতামহাদ্বরং লেভে সর্ব্বমৌশনসং ধনম্।
বিধায় সর্ব্বং বলবান্ সর্ব্বকামেশ্বরস্তদা॥
উবাস সুখিতং কালং কঞ্চিদস্মিন্ মহাবনে।
তমপ্সরসি হেমায়াং সক্তং দানবপুঙ্গবম্॥
বিক্রম্যৈবাশনিং গৃহ্য জঘানেশঃ পুরন্দরঃ।
ইদঞ্চ ব্রহ্মণা দত্তং হেমায়ৈ বনমুত্তমম্॥"

কিষ্কিন্ধ্যা ৫১ সঃ। ১০—১৫ শ্লো।

মহাতেজা মায়াবী ময়দানব মায়াবলে এই কাঞ্চনময় বনভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে দানবদিগের বিশ্বকর্ম্মা ছিলেন। তিনি এই মহাবনে সহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট হইতে বরস্বরূপ ঔশনস-রচিত সর্ব্বপ্রকার শিল্পশাস্ত্র লাভ করেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও স্বসৃষ্ট ভোগ্য বিষয়ের ভোক্তা হইয়া কিছুকাল সুখে এই বনে বাস করেন। সেই সময়ে হেমা নাম্নী অপ্সরাতে আসক্ত হওয়ায় দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন। তৎপরে ব্রহ্মা হেমাকে এই অনুত্তম বন প্রদান করেন।

মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের মতে সিংহলদ্বীপের একটি বিভাগের নাম ময়। বর্ত্তমান আদমশৃঙ্গ বা শ্রীপাদশৈল ও তন্নিকটস্থ স্থান ময়রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। (Tennent's Ceylon, Vol. I. p. 337 n.) যদিও মহাবংশে সিংহল, নাগদ্বীপ ও তাম্রপর্ণ এক দ্বীপের পর্য্যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এই বৌদ্ধমত অনেকটা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ প্রথমেই মহাবংশপ্রণেতা সিংহল এই নাম লইয়াই গোল বাধাইয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে এই স্থানের নাম সিংহল ছিল না, বঙ্গরাজকুমার বিজয়-সিংহ এই দ্বীপ জয় করিলে তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম 'সিংহল' হয়। কিন্তু সেই সময়ের অনেক পূর্ব্বে যে এই স্থানকে সিংহল বলিত, তাহা মহাভারতের অনেকস্থলেই উক্ত হইয়াছে। এ ছাড়া তাম্রপর্ণ (সিংহল) ও নাগদ্বীপ যে দুইটি স্বতন্ত্র, তাহা সকল পুরাণ পাঠেই জানা যায়।

রাম কপিসৈন্য সঙ্গে সাগরতীরে উপনীত হইবার পর নল ১০০ যোজন পরিমিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, সেই সমুদ্রতীর হইতে লঙ্কার বেলাভূমি ১০০ যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ।

কেহ কেহ বলেন, রামেশ্বরদ্বীপ হইতে সেতু আরম্ভ হইয়াছিল, এবং বর্ত্তমান আদম্স্ ব্রিজকেই কেহ কেহ নল-নির্ম্মিত সেতু বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু উহা আধুনিক লোকদিগের কল্পনামাত্র। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে নলসেতু হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান আদমসব্রিজকে আমরা নলসেতুর নিদর্শন বলিতে প্রস্তুত নহি। যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থান সেই নলসেতুর প্রস্তরখণ্ড বলিয়া অনেকে মনে করেন, সে গুলি সমুদ্রস্রোতে স্তূপীকৃত বালি অথবা বেলেপাথর (Sandstone) মাত্র। ভূতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ খণ্ড সকল নিতান্ত আধুনিক সময়ে গঠিত। (Ouden Nieuw Oost Indien, Ch. XV. P. 218.) ইহার নিকটেই সমুদ্রের স্বচ্ছসলিল মধ্যে বিস্তর প্রবাল দেখা যায়। কালে প্রবালসমূহ ঐ খণ্ড সকলে মিলিত হইয়া দ্বীপাকারে পরিণত হইবে।—অনেকের মতে পূর্ব্বে সিংহলদ্বীপ ভারতবর্ষের সহিত মিলিত ছিল। বিশেষতঃ বর্ত্তমান রামেশ্বর দ্বীপ হইতে সিংহলের বেলাভূমি ১০০ যোজন নহে।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে পালিগ্রন্থ মহাবংশ প্রথম রচিত হয়। ঐ মহাবংশের মতে সিংহলের অপর নাম লঙ্কা। কিন্তু ঐ সময়ে (খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে) প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং সিংহল-দ্বীপে গমন করেন। তিনি সিংহল দ্বীপকে লঙ্কা বলেন নাই। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতকে লোকে লঙ্কা বলে। সেখানে যক্ষ প্রভৃতি বাস করে।" সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, হিউএন্সিয়াংএর সময়েও সিংহল-দ্বীপকে কেহ কেহ লঙ্কাদ্বীপ বলিত না। সিংহল-দ্বীপের সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব্বে লঙ্কা নামে একটি সামান্য পর্ব্বত থাকিলেও সমগ্র সিংহলকে আমরা রামায়ণোক্ত লঙ্কা বলিতে পারি না। সিংহলে লঙ্কা-পাহাড় আছে শুনিয়াই কেহ যদি সিংহলকেই লঙ্কা বলিতে চান, তাহা হইলে অনেকে কাশ্মীরের অন্তর্গত লঙ্কা দ্বীপকে অনায়াসেই রাবণের লঙ্কা বলিতে পারেন।* কেবল একটি নামের মিল পাইলে প্রাচীন জনপদাদির অবস্থিতি নিরূপিত হইতে পারে

* J. A. S. Bengal. Vol. XXXV. pt. i. p. iii,

না। সেই সেই স্থানের ভূতত্ত্ব, চতুঃসীমা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির সহিত বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট স্থানাদির ভূতত্ত্বাদির সৌসাদৃশ্য হইলে তবে সেই সেই প্রাচীন জনপদাদির কতকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

আমরা লঙ্কা-সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতানুসারে লঙ্কা ও সিংহল দুইটি স্বতন্ত্র দ্বীপ। এখন দেখা যাউক, কোন স্থানকে আমরা লঙ্কা বলিতে পারি।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—

"ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্।
দক্ষিণস্তোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুধিসন্নিধৌ।
পতত্রিভিশ্চ দুষ্প্রাপাং টঙ্কচ্ছিন্নাং চতুর্দ্দিশম্॥
শক্রার্থং মৎকৃতা পূর্ব্বং প্রযত্নাদ্বহুবৎসরৈঃ।
বসন্তু তত্র দুর্দ্ধর্ষাঃ সুখং রাক্ষসপুঙ্গবাঃ॥"

দক্ষিণ সাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতের মধ্যম শিখরে সাগরের নিকটে ৩০ যোজন-বিস্তীর্ণা স্বর্ণ-প্রাকার ও তোরণাদিশোভিত লঙ্কাপুরী। এই পুরী পক্ষি-দিগেরও দুর্গম। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া বহুযত্নে আমার (বিশ্বকর্ম্মা) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। হে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ! সেই স্থানে সুখে বাস কর।

রামায়ণেও লিখিত আছে,—

"দক্ষিণস্তোদধেস্তীরে ত্রিকূটো নাম পর্ব্বতঃ॥ ২২
সুবেল ইতি চাপ্যন্যো দ্বিতীয়ো রাক্ষসেশ্বরাঃ।
শিখরে তস্য শৈলস্য মধ্যমেঽম্বুরসন্নিভে॥ ২৩
শকুনৈরপি দুষ্প্রাপে টঙ্কচ্ছিন্নে চতুর্দ্দিশি।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণা শতযোজনমায়তা॥ ২৪
স্বর্ণপ্রাকারসংবীতা হেমতোরণসংবৃতা।
ময়া লঙ্কেতি নগরী শক্রাজ্ঞপ্তেন নির্ম্মিতা॥" ২৫

(উত্তরকাণ্ড ৫ম সর্গ।)

হে রাক্ষসগণ! দক্ষিণসাগরের তীরে ত্রিকূট নামক পর্ব্বত এবং তাহার মত আর একটি সুবেল নামক পর্ব্বত আছে। সেই শৈলের মধ্যম শিখর মেঘসদৃশ, বিশেষতঃ পাষাণ সকল চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, উহা পক্ষীদিগেরও দুর্গম। আমি (বিশ্বকর্ম্মা) সেই শিখরে ইন্দ্রের আদেশে লঙ্কা নির্ম্মাণ করিয়াছি, ঐ নগরী ত্রিশযোজনবিস্তৃত, একশত যোজন আয়ত, স্বর্ণপ্রাকার-শোভিত এবং হেমময় তোরণে পরিবৃত।

আবার অপর স্থানে লিখিত আছে,—

"শিখরস্তু ত্রিকূটস্য প্রাংশু চৈকং দিবিস্পৃশম্।
সমন্তাৎ পুষ্পসংছন্নং মহারজতসন্নিভম্॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং বিমলং চারুদর্শনম্।
নিবিষ্টা তস্য শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা॥
দশযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা।
সা পুরী গোপুরৈরুচ্চৈঃ পাণ্ডুরাম্বুদসন্নিভৈঃ॥
সকাঞ্চনেন শালেন রাজতেন চ শোভতে।
প্রাসাদৈশ্চ বিমানৈশ্চ লঙ্কা পরমভূষিতা॥"

(লঙ্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

যাহার মহোচ্চ শিখর আকাশ স্পর্শ করিয়াছে, সেই ত্রিকূট-পর্ব্বত পুষ্পসমাচ্ছন্ন হওয়ায় সুবর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। সেই গিরি শতযোজন বিস্তীর্ণ বিমল চারুদর্শন, তাহারই শিখরে রাবণপালিতা লঙ্কাপুরী। সেই লঙ্কাপুরী দশযোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতিযোজন আয়ত। সেই নগরী পাণ্ডুবর্ণ মেঘসদৃশ সুবর্ণ ও রজত প্রাসাদ এবং বিমানসমূহে বিভূষিত।

রামায়ণের মতে লঙ্কায় নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্ জন্মে—

"চম্পকাশোকবকুলশালতালসমাকুলা।
তমালপনসচ্ছন্না নাগমালা-সমাবৃতা॥
হিন্তালৈরর্জ্জুনৈর্নীপৈঃ সপ্তপর্ণৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
তিলকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈশ্চ সমন্ততঃ॥"

(লঙ্কাকাণ্ড ৩৯ সর্গ।)

চম্পক, অশোক, বকুল, শাল, তাল, তমাল, পনস, নাগ-কেশর, হিন্তাল, অর্জ্জুন, কদম্ব, সপ্তপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পাটল।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ
তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ
স্যাদ্রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥
যথোজ্জয়িন্যাঃ কুচতুর্থভাগে
প্রাচ্যাং দিশি স্যাদ্ যমকোটিরেব।
ততশ্চ পশ্চান্ন ভবেদবন্তী
লঙ্কৈব তস্যাঃ ককুভি প্রতীচ্যাম্॥"

গোলাধ্যায় ৩।৪৪—৪৬।

যখন লঙ্কায় সূর্য্যোদয় হয়, তখন (তাহার নব্বই অংশ পূর্ব্বে) যমকোটিতে মধ্যাহ্ন, সিদ্ধপুরে সূর্য্যোস্ত এবং রোমকপত্তনে দ্বিপ্রহর রাত্রিকাল। যমকোটি উজ্জয়িনীর ঠিক পূর্ব্বে নব্বই অক্ষাংশ দূরে অবস্থিত, আবার লঙ্কা যমকোটির ঠিক পশ্চিমে, উজ্জয়িনী পশ্চিমে নয়।

স্কন্দপুরাণের কুমারিকা-খণ্ডের মতে লঙ্কাদেশে ৩৬০০০ গ্রাম আছে।

"ষট্‌ত্রিংশচ্চ সহস্রাণি লঙ্কাদেশঃ প্রকীর্ত্তিত।"

(কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অধ্যায়)

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে—"লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর।"

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত ১২। ৩৯)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—যবদ্বীপের পর মলয়দ্বীপ, এই মলয় নামক দ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতের সানুদেশে লঙ্কাপুরী।

"তথাচ মলয়দ্বীপং মেরুমেব সুসংবৃতম্‌।
মণিরত্নাকরং স্ফীতমাকরঃ কমলস্য চ॥
অনেকযোজনাবিষ্টে চিত্রসানুদরীগৃহে।
তস্য কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণে॥
নির্য্যূহবহুবিচিত্রা হর্ম্ম্যপ্রাসাদমালিনী।
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্‌যোজনমায়তা॥
নিত্যপ্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী।
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্‌।
আবাসো বলদৃপ্তানাং তদ্বিদ্যাদ্দেববিদ্বিষাম্‌॥"

(ব্রহ্মাণ্ডে অনুষঙ্গপাদে ৫৩ অঃ।)

সাধারণে লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা বলিয়া থাকেন। রামায়ণে এক-স্থানে লিখিত আছে,—

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্‌।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণকরমণ্ডিতম্‌॥" কিঃ ৪০।৩০

উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জানা যাইতেছে, যবদ্বীপের কাছেই সুবর্ণ ও রূপ্যকদ্বীপ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহিত রামায়ণের বিশেষ ঐক্য হইতেছে।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে লঙ্কা ভারতবর্ষের একটি নগর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যেই গণিত হইত। ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে,—

"অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খদ্বীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥ ১৪
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমন্ততঃ॥ ৪১॥
ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ।"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮ অঃ)

অতএব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে মলয়দ্বীপের অন্তর্গত লঙ্কাপুরী বলিলে, পৌরাণিক মতে তাহা ভারতবর্ষ ছাড়া নহে। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইতেছে না।

যবদ্বীপকে এখন সকলে "যাবা" বলিয়া থাকেন। ভারতমহা-সাগরে এই দ্বীপটীর অবস্থিতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তাহা বলা অনাবশ্যক।

তবে যবদ্বীপের নিকটেই যে লঙ্কা ছিল, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ নির্দ্দেশ করিতেছে, লঙ্কাপুরী মলয়দ্বীপের অন্তর্গত। এক্ষণে পূর্ব্ব-উপ-দ্বীপের অন্তর্গত শ্যামদেশের দক্ষিণস্থিত বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মলয় প্রায়োদ্বীপ বলে, উহা যবদ্বীপের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার মলয়জাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, তাহারা সুমাত্রা দ্বীপস্থ মেনঙ্কাবু নামক স্থানে পূর্ব্বে থাকিত, উহা তাহাদের আদি-বাসস্থান এবং ঐ স্থানকে তাহারা মলয় বলিত। *

এই মলয়জাতির ভাষা এখনও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপ হইতে অষ্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে।† ভারতমহাসাগরের দ্বীপসমূহে প্রায় এক ভাষা প্রচলিত থাকায় সহজেই বোধ হয় এই মলয়ভাষী ভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন জাতিগণ পূর্ব্বে একজাতি ছিল, কেহ অসভ্যাবস্থায় থাকিয়াও কালক্রমে সভ্য হইয়াছে, কেহ বা সভ্য হইয়াও পুনরায় অবস্থাভেদে নিতান্ত অসভ্য হইয়া পড়িয়াছে।

এই মলয়ভাষী জাতিগণ রক্ষঃ বা রাক্ষস জাতি বলিয়া রামায়ণাদিতে উক্ত হইয়াছে। এখনও যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ফ্লোরিসদ্বীপে এক প্রকার কদাকার ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্যজাতি বাস করে, ‡ তাহাদের সকলকেই রক্ক § বলিয়া থাকে। তাহা-দের স্বভাবও রাক্ষসের মত। ঐ দ্বীপের মধ্যেই নরান্তক নামে নামে একটী নগর আছে, এই নামটিও সংস্কৃত নরান্তক¶ শব্দের বিকৃত পাঠ বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। এই দ্বীপের নিকটেই এখনও রাম, লক্ষ্মণ, নীল ও নল প্রভৃতি রামায়ণোক্ত বীরগণের নামানুসারে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপও রহিয়াছে।

যাহা হউক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতানুসারে স্বীকৃত হইতেছে মলয়ের মধ্যেই লঙ্কাপুরী। রামায়ণের মতে, এই মলয়ের নাম সুবর্ণ-দ্বীপ, উহার বর্ত্তমান নাম সুমাত্রা।

বর্ত্তমান মানচিত্রে দেখিতে পাই, সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর পূর্ব্বাংশে পর্ব্বতের সানুদেশে ও সমুদ্রের নিকটে 'সোনীলংকা' নামক একটি নগর রহিয়াছে, উহা "স্বর্ণলঙ্কা" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই বোধ হয়। আবার এই দ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী হীরক অন্তরীপের (Diamond Pt.) নিকট একটি বন্দরকে এখনও

* Crawfurd's Indian Archipelago, Vol II. p. 371-2 গ্রীসদেশীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ এই মলয়কেই Chersoneaus Area অর্থাৎ স্বর্ণদ্বীপ বলিতেন।

† English Cyclopaedia, Vol. xi. p. 656.

‡ English Cyclopaedia (Geography), Vol. II. p. 1045 ; III, 704,

§ সংস্কৃত রক্ষঃশব্দের প্রাকৃত রূপ।

¶ নরান্তক শব্দের অর্থও রাক্ষস। রাবণের একজন সেনাপতির নামও নরান্তক।

'লঙ্কা' বলে। এখনও এই দ্বীপের উত্তরপশ্চিমাংশে কাঞ্চনগিরি (Golden Mt.) রহিয়াছে।* ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ হইতেছে, রামায়ণোক্ত 'লঙ্কাপুরী' অথবা 'সুবর্ণদ্বীপ' বর্ত্তমান সুমাত্রাদ্বীপকে বুঝাইত। সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও ফ্লোরিস দ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে প্রবাহিত বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে এখনও এখানকার বুগী জাতিরা 'লঙ্কাই' সাগর বলিয়া থাকে। এতদ্দ্বারাও লঙ্কার কতকটা স্থান নির্ণয় হইতে পারে। বহুবার ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপ্লবে সুমাত্রার দক্ষিণস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ সমুদ্রগর্ভশায়ী হইয়াছে, প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের সেই অংশই সম্ভবতঃ 'লঙ্কাই' সাগর নামে পরিচিত হইয়াছে।

যদিও এই সুমাত্রাদ্বীপে হিন্দুজাতি এখনও বাস করেন না, যদিও হিন্দুনির্ম্মিত মন্দিরাদির কিছুমাত্র ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় না, কিংবা ইতিহাসেও লিখিত নাই, কিন্তু এমন অনেক প্রমাণ আছে, যদ্দ্বারা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনের পর হইতে ভারতবাসী হিন্দুগণ স্বর্ণলাভের আশায় এই স্থানে আগমন করিতেন।† সুমাত্রার মধ্যস্থল হইতে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের নানা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও হিন্দু-প্রাধান্যের যথেষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে।

এই দ্বীপে এখনও মঙ্গল, ইন্দ্রগিরি, ইন্দ্রপুর ইত্যাদি হিন্দু-প্রদত্ত সংস্কৃত নাম নগর ও নদীবিশেষে রহিয়াছে। এখন মলয়জাতি যে স্থানকে আপনাদিগের আদিজন্মভূমি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, পৃথিবীর অপর সকল স্থান অপেক্ষা যে স্থানে সমধিক সুবর্ণ উৎপন্ন হইত, এখনও সেই স্বর্ণময়ী ভূমির নিকট দিয়া ইন্দ্রগিরি নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নামগুলি পাঠেও স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয়, যে এক সময়ে হিন্দুগণ এই সুমাত্রাদ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপে অলকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১৯।১৪)

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ইহাই 'কাঞ্চনপাদ' নামে মলয়দ্বীপের মধ্যেই উক্ত হইয়াছে। "তথা কাঞ্চনপাদস্তু মলয়স্যাপরস্তু হি।" ব্রহ্মাণ্ড ৫৩ অঃ

† রামের পর হইতে এই লঙ্কাদ্বীপে অনেকেই স্বর্ণলাভাশায় গমনাগমন করিতেন। স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত নিম্নলিখিত বচনের দ্বারা তাহা কতকটা প্রমাণিত হইতেছে।

"ভবিষ্যন্তি কলৌ কালে দরিদ্রা নৃপমানবাঃ।
তেঽত্র স্বর্ণস্য লোভেন দেবতাদর্শনায় চ ॥৪০
নিত্যমেবাগমিষ্যন্তি ত্যক্ত্বা রক্ষঃকৃতং ভয়ম্ ॥"৪১ নাগরখণ্ড ৯৪অঃ

রাম স্বর্গারোহণ করিলে পর তৎপুত্র কুশ লঙ্কায় আগমন করিয়াছিলেন, তাহাও নাগরখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে। [নাগরখণ্ড ১৮৮ অঃ ৯০-৯২ শ্লোক দেখ]। এই সুমাত্রার পার্শ্বেই রূপৎ নামে একটী দ্বীপ আছে, উহা রামায়ণোক্ত রূপ্যক দ্বীপ বলিয়াই অনুমিত হয়।

২ শাখা। ৩ শাকিনী। ৪ কুলটা। (মেদিনী) ৫ খাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—কলালত্রিপুটা, কাস্তিকা, রক্তণাম্বিকা। ইহার গুণ—রুচিকর, শীতল, পিত্তনাশক, বাতকারক ও গুরু। (রাজনি॰)

লঙ্কা (দেশজ) কু-অরিচ। [লঙ্কামরিচ দেখ।]

লঙ্কাদাহিন্ (পুং) লঙ্কাং দহতি তচ্ছীলঃ দহ-ণিনি। হনুমান্।

লঙ্কাদ্বীপ, ভারত মহাসাগরস্থিত একটী দ্বীপ। রামায়ণোক্ত রাক্ষসপতি রাবণ এখানে রাজত্ব করিতেন। [লঙ্কা দেখ।]

লঙ্কাধিপতি (পুং) লঙ্কায়া অধিপতিঃ। রাবণ। (জটাধর)

লঙ্কানাথ, লঙ্কাদ্বীপের অধিপতি। রাক্ষসরাজ রাবণ। অর্কচিকিৎসা ও নিবন্ধসংগ্রহ নামক দুইখানি বৈদ্যকগ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

লঙ্কাপিকা, লঙ্কায়িকা (স্ত্রী) পৃক্কা, চলিত পিড়িং শাক। (শব্দরত্না॰) লঙ্কোপিকা পাঠও পাওয়া যায়।

লঙ্কামরিচ, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ। ইহার ফল বা বীজকোষ 'লঙ্কা' নামে প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের সমতলক্ষেত্রে, কাশ্মীরের নিম্নতর শৈলমালাসমূহে এবং চন্দ্রভাগা-প্রবাহিত উপত্যকা ভূমির ৬৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানেও এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পর্ব্বতজাত লঙ্কা স্বভাবতঃই বেশী ঝাল হইয়া থাকে। কাশ্মীরের পার্ব্বত্য-প্রদেশে ৭ প্রকার লঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায়। দৈর্ঘ্য, গঠন ও বর্ণ দ্বারা উহাদের পার্থক্য উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালায়ও ৫টী বিভিন্ন জাতীয় লঙ্কা জন্মে। কিন্তু পার্ব্বতীয় লঙ্কার ন্যায় তাহা ঝাল হয় না। লঙ্কার আকৃতি প্রধানতঃ লম্বা, কতকগুলি চেপ্টা, চৌকা, বক্রাকার, তীক্ষ্ণমুখ, ছিদ্রিদ্রক, মসৃণগাত্র বা অমসৃণ গাত্রবিশিষ্ট, বর্ণ প্রায়ই লোহিত, তবে কোন কোন স্থানে শ্বেত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা লাল, সবুজ সাদা বা হরিদ্রাবর্ণ যুক্তও দেখা যায়।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং যুরোপীয় রাজ্যসমূহে লঙ্কামরিচ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—মির্চ্চ, বাঙ্গরু, লালমিরিচ, মরচা, মির্চ্, গাছমিরচ্; বাঙ্গালা—লালমরিচ, লঙ্কামরিচ, গাছমরিচ; ভোট—সুরু-ফমশা; কুমায়ুন—মাটিংসা-বঙ্গরু; কাশ্মীর—মির্ত্তজ্-আ-বঙ্গুন, মির্চ-বাঙ্গুম্; গুর্জ্জর—লালমিরিচ, মরচু; কচ্ছ—মিরচু; মরাঠী—মিরশিঙ্গা; তামিল—মিলগাই, মুলাগাই, মোল্লঘে, মোল্লাগু; তেলগু—মিরপাকয়, মেরপুকাই; মলবার—কপু মোলেগু, কপ্পল-মেলক; কণাড়ী—মেনসিনাকায়ি; সংস্কৃত—মরিচফলম্; আরব—ফিল্‌ফিলে, অহমুর; পারস্য—ফিল্‌ফিলে-সুর্খ, পিল্‌পিলে-সুর্খ; সিঙ্গাপুর—মিরিশ, রত্ত-মিরিশ; ব্রহ্ম—নায়ু-শি, না-যোপ; ইংরাজী—Chilly. ফরাসী—Poivre de Guinée, poivre du Brésil,

d' Inde. এবং অন্যান্য রাজ্যে—Red pepper ও chilly বা Chilensis প্রভৃতি নামে পরিচিত।

উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের Solanaceæ বিভাগের Capsicum শ্রেণীমধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা লঙ্কাফলকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার আস্বাদ ঝাল ও কটু। চৈ, গোলমরিচ প্রভৃতি যেরূপ খাদ্যাদির ঝাল-আস্বাদ বৃদ্ধি করিতে ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া যায়, সেইরূপ লঙ্কাও রন্ধনকালে ব্যঞ্জনাদিতে বাটনা বা ফোড়ংরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা বেণেতি মসলার মধ্যে গৃহীত হইয়াছে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের বিশ্বাস—লঙ্কা আমেরিকায় প্রথমে উৎপন্ন হইত। দক্ষিণআমেরিকার চিলিবিভাগে প্রথমে লঙ্কা দেখা গিয়াছিল, তদবধি উহার ইংরাজি নাম চিলি হইয়াছে। ইহার উৎকট কটুত্ব দারুণ শীতের ন্যায় তীব্র বলিয়াও হয় ত Chill শব্দ হইতে Chilly নামকরণ হইয়া থাকিবে; কিন্তু অধিক সম্ভব চিলিদেশ হইতে প্রথমে উহা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সমানীত হয়। এই দ্বীপপুঞ্জ প্রাচীনকালে লঙ্কা ও মহালঙ্কা নামে প্রচারিত ছিল। সেই লঙ্কাদ্বীপ হইতে উহা ভারতে আইসে বলিয়া উহা এখানে লঙ্কা নামেই খ্যাত হইয়াছে। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে Bontius চিলি ও ব্রেজিলদেশজাত লঙ্কার উল্লেখ করিয়াছেন। (*Jac.* Bontii, Dial. V. p. 10.) ফরাশীরাজ্যে প্রচলিত লঙ্কার নামদৃষ্টে বোধ হয় যে, গিনি, ভারত ও ব্রেজিলই এককালে লঙ্কা উৎপাদনের প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ হোভ বোম্বাই প্রদেশে লঙ্কা উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছিলেন। বিদেশজাত এ দ্রব্য ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া তিনি কৌতূহল প্রকাশ করেন নাই। তৎকালে গোয়া প্রদেশে যে মরিচ উৎপন্ন হইত, তাহা সাধারণে গোয়াই-মরিচ নামে পরিচিত ছিল।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে য়ুরোপে প্রথম লঙ্কার চাস হয়। তাঁহারা বলেন, উহার পরবর্ত্তিকালে ভারতে লঙ্কা আমদানী হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ্ হইতে ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জে ও পরে ভারতে আনিয়া থাকিবেন, কিন্তু এ মীমাংসা যুক্তি-সঙ্গত নহে, কারণ যে হিন্দুগণ এক সময়ে সুমাত্রা, যব, বলি ও লঙ্কা প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কি আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তী মহালঙ্কা-দ্বীপজাত 'লঙ্কা' নামক এই উদ্ভিজ্জ ভারতে আনয়ন করেন নাই? গোল মরিচের ন্যায় কটু জানিয়া তৎকালীন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব গ্রন্থে উহাকে "মরিচ" জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং অধিক সম্ভব গোলমরিচের ন্যায় সদ্‌গুণসম্পন্ন নহে দেখিয়া উহা তৎকালে অনাদৃত হইয়াছিল। তাই বৈদ্যকগ্রন্থে কুমরিচ নামে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। লঙ্কাদ্বীপজাত বলিয়া ইহা লঙ্কা বা লঙ্কামরিচ নামে পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার গুণ—কোপন, বিদাহী, অর্শবৃদ্ধিকর, অম্লকর, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ইত্যাদি। [মরিচ শব্দ দেখ।]

লঙ্কাচাসের জন্য মৃত্তিকার বিশেষ সার দিবার আবশ্যক করে না। কোদাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া উহা সামান্য ভাবে সার সংযুক্ত করিলেই যথেষ্ট হয়, পরে ঐ ক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধভাবে মেরুপৃষ্ঠাকারে মৃত্তিকারাশি উত্তোলিত করিয়া তাহাতে গাছগুলি রোপণ করিতে হয়। প্রথমে একস্থানে বীজ ছড়াইয়া গাছ উৎ-পাদন করা হইয়া থাকে। ৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চারা বড় হইলে রোপণ করাই নিয়ম। চারাগুলি ১॥০ বা ২ হাত অন্তর পুঁতিয়া সেই ক্ষেত্রে উত্তমরূপ জলসেক আবশ্যক এবং ক্ষেত্রে অপর কোন আগাছা না জন্মে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

উপরে লঙ্কার জাতিবিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে Red Pepper বলে, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম *Capsicum annuum* এবং বাঙ্গালায় উহা লাল গাছমরিচ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আর একটী জাতি *C. frutescens* ইহার ইংরাজী নাম Chilly, Goat pepper, Cayenne pepper, Spur pepper। এই জাতীয় লঙ্কার গাছগুলি ঝোপা ঝোপা এবং লঙ্কা উপরোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহা গাছমরিচ প্রভৃতি নামে পরিচিত; কিন্তু হিমালয় প্রদেশে "খর্সানি", মলয়ালমে "চবে লোম্বোক চীনা মরিচ ও লদামেরা", শিঙ্গাপুরে "ঘাস মিরিশ' নামে খ্যাত। দক্ষিণ আমেরিকা, বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় লঙ্কা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাই আমাদের দেশে চীনে লঙ্কা বা সূর্য্যমুখী লঙ্কা বলিয়া খ্যাত। C. grossum শ্রেণীর লঙ্কা বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে কামরাঙ্গা লঙ্কা বা কাফ্রি লঙ্কা বলিয়া খ্যাত। ইহা অতিশয় ঝাল। কৃষকেরা এই জাতীয় লঙ্কার চাস করে না। কোন কোন উদ্যানে সখের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্যানপালক এই লঙ্কার গাছ রাখে। ইহার ফল-গুলি সিন্দূরের ন্যায় গাঢ় লোহিতবর্ণ, দেখিতে ঠিক রামবেগুণের মত। ঝালের উগ্রতা দেখিয়া লোকে ইহাকে কাঁচা বা ব্যঞ্জনা-দিতে দিয়া খায় না। য়ুরোপীয়গণ প্রায়ই অম্লের আচারে অথবা বীজ বাহির করিয়া অন্যান্য মসলা তন্মধ্যে পুরিয়া এই লঙ্কা ভিনি-গারের মধ্যে ডুবাইয়া রাখে। বাঙ্গালীরা "আম্‌তৈল" প্রভৃতি আচারে লঙ্কা ভিজাইয়া রাখে। C. minimum বা C. fastigiatum ধান্যের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার হয় বলিয়া ধানীলঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন বদরী ফল বা বটফলের ন্যায় লালবর্ণ ও গোলাকার আর এক প্রকার লঙ্কা দেখা যায়। উহাকে লোকে

বোঁচ ফলের নামানুসারে বুঁচিলঙ্কা বা কুলে লঙ্কা বলে। চন্দ্রমণি-লঙ্কা নামে ছোট লঙ্কার আর একটী শ্রেণী দেখা যায়।

কাচা, পাকা, শুক্‌না ও আচারে ভিজান সকল প্রকার লঙ্কাই লোকে খায়। ব্যঞ্জনাদির ঝাল ও আচারাদির গন্ধ বৃদ্ধি করিতে লঙ্কার ব্যবহার অধিক হয়। বাঙ্গালায় লঙ্কার কাথ হইতে ঝোলাগুড়ের ন্যায় একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার আস্বাদ ঝাল। অম্লদ্রব্যজাত 'জাম'বা'জেলির' সহিত ইহা মিশাইয়া খাইতে উত্তম লাগে। ইংলণ্ডেও লঙ্কাসেবনের যথেষ্ট সমাদর আছে। শুক্‌না লঙ্কা ঢেঁকিতে কুটিয়া ও জাঁতায় পিষিয়া পরে বস্ত্রে ছাঁকিয়া বোতলে রাখিলে নষ্ট হয় না। কারি পাউডারের সঙ্গে এই লঙ্কাচূর্ণ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজজাতির লঙ্কাপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় :—"Try a chili with it, Miss Sharpe,' said Joseph, really interested. 'A chili ?' said Rebecca, gasping. 'Oh yes !' . . . 'How fresh and green they look,' she said, and put one into her mouth. It was hotter than the curry ; flesh and blood could bear it no longer."—*Vanity Fair*, ch. iii.

বৈদ্যকগ্রন্থে লঙ্কা কু-মরিচ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা দীপন, অগ্নিকর ও বলবর্দ্ধক। বেদনাযুক্ত স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিলে সেই স্থান লাল হইয়া উঠে এবং বেদনা নাশ করে। আল্‌জিহ্বা বাড়িলে অথবা জিহ্বামূলে কাঁটা হইলে সেই স্থানদ্বয়ে লঙ্কা ঘসিয়া বা টিপিয়া ধরিলে উপকার দর্শে। সাময়িক বা দূষিত গলক্ষতরোগে লঙ্কাসিদ্ধ জলের কুলকুচা অথবা জিহ্বামূলে জল রাখিয়া কুলকুল্ করিলে বেদনার উপশম হয়। চিনি ও কতিলা সহযোগে লঙ্কার লোজেঞ্জস্ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে স্বরভঙ্গদোষ বিদূরিত হয়। গায়ক ও বক্তাদিগের এই লোজেঞ্জ অতি প্রিয়। ইহা ম্যালেরিয়ানাশক ও গলগণ্ডনিবারক। কুকুরের কামড়ানি ক্ষতে ও সর্পদষ্ট স্থানে লঙ্কা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষনাশ করে। মদাত্যয়রোগে (Delirium Tremens) ২০ গ্রেণমাত্রা সেবনে ফল দর্শে। গলক্ষতে একবোতল জলে ৪ ড্রাম লঙ্কা সিদ্ধ করিয়া সেই জল লাগাইলে ক্ষতস্থান শুকাইয়া আইসে। পাঁচড়ায় নারিকেলতৈলে উত্তমরূপে লঙ্কা চোঁয়াইয়া লাগাইলে আরোগ্য হয়। অজীর্ণরোগে রেউচিনি, লঙ্কা ও শুঁট সমভাগে পেষণপূর্ব্বক বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবে। বিসূচিকারোগগ্রস্ত রোগীকে অহিফেনমিশ্রিত লঙ্কার কাথের সহিত হিঙ্গুবীজ মিশাইয়া স্বল্প মাত্রায় খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে আরক্তজ্বরে (Scarlatina) এইরূপ একটা লঙ্কার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনের ব্যবস্থা আছে। চা খাইবার চামচের দুই চামচ লঙ্কাচূর্ণ ও দুই চামচ লবণ খলে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তাহাতে এক পাইণ্ট (Pint) উত্তপ্ত জল ঢালিয়া দিবে। ঐ জল শীতল হইলে কার্পাসবস্ত্রে ছাঁকিয়া তাহাতে পুনরায় অর্দ্ধ পাইণ্ট মাত্রা ভিনিগার মিশাইয়া লইবে। প্রাপ্তবয়স্কের পক্ষে চাপানের ১ চামচ প্রতি ৪ ঘণ্টা অন্তর। বালকগণের বয়স ও রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Bucholz ও Braconnot লঙ্কা (capsicum) হইতে রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা Capsicin নামক একটী পদার্থ আবিষ্কার করেন। ইহাই লঙ্কার সার বা কটুত্ব (acridity)। Capsiacinএর দানা বর্ণহীন $C_9 H_{14} O_2$; ৫৯° সেণ্টি° উত্তাপে গলিয়া যায় এবং ১১৫°C উত্তাপে উপিতে থাকে।

লঙ্কারি (পুং) রামচন্দ্র।

লঙ্কারিকা (স্ত্রী) পিড়িংশাক।

লঙ্কাবতার, সমন্তভদ্রকৃত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থভেদ।

লঙ্কাশিজ, বৃক্ষভেদ (Euphorbia Tirucalli)।

লঙ্কাস্থায়িন্ (পুং) লঙ্কাবৎ তিষ্ঠতীতি স্থা-ণিনি। বৃক্ষবিশেষ, লঙ্কাসিজ। (শব্দচ°) লঙ্কায়াং তিষ্ঠতীতি। (ত্রি) ২ লঙ্কাবাসী, যাহারা লঙ্কায় অবস্থান করে।

লঙ্কেশ (পুং) লঙ্কায়া ঈশঃ পতিঃ। রাবণ। (ত্রিকা°)

লঙ্কেশ্বর (পুং) ১ রাবণ। কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ, প্রাকৃত কামধেনু ও শিবস্তুতি নামক তিনখানি গ্রন্থ ইহার বিরচিত বলিয়া প্রকাশ। [লঙ্কানাথ দেখ।] ২ লঙ্কাদ্বীপস্থ শিবলিঙ্গভেদ।

লঙ্কেশ্বররস (পুং) কুষ্ঠরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ, অভ্র, তাম্র, গন্ধক, হরিতাল, শিলাজতু, অম্লবেতস এই সকল তিন দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান—মধু ও ঘৃত। ইহা ভিন্ন ত্রিফলা, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, পাটলা, মূলা, কট্‌কী ও হরিদ্রাকাথ অনুপানেও সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধসেবনে কুষ্ঠরোগে বিশেষ উপকার হয়। (রসেন্দ্রসারস° কুষ্ঠরোগাধি°)

লঙ্কেশবনারিকেতু (পুং) অর্জ্জুন। "লঙ্কেশস্ত বনারিঃ হনুমান্ স কেতুর্যস্ত সঃ" (ভারত ৪।১২।৯৪ শ্লোকে নীলকণ্ঠ)

লঙ্কোপিকা (স্ত্রী) পৃক্কা। (শব্দরত্না°)

লঙ্কোয়িকা (স্ত্রী) পৃক্কা। (শব্দরত্না°)

লঙ্খনী (স্ত্রী) অশ্বরশ্মির অংশভেদ।

লঙ্গ (পুং) লঙ্গতীতি লগ-গতৌ-অচ্। ১ সঙ্গ। ২ বিড়প, জার, উপপতি। (মেদিনী)

লঙ্গ (দেশজ) লবঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ লবঙ্গ।

লঙ্গক (পুং) উপপতি। জার।

লঙ্গতারাই, পার্ব্বত্য ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। ইহার প্রধান শৃঙ্গ কেজঙ্গপুই ১৫৮১ এবং সিম্ বাসিয়া ১৫৪৪ ফিট্ উচ্চ। [লক্‌বাই দেখ।]

লঙ্গদত্ত, একজন প্রাচীন কবি।

লঙ্গফুল (দেশজ) ১ গুল্মভেদ (Lonicera quinqnelocularis)। ২ স্ত্রীলোকদিগের একপ্রকার অলঙ্কারভেদ, ইহা কর্ণে কিংবা নাসিকায় ব্যবহৃত হয় ও লবঙ্গ ফুলের ন্যায় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

লঙ্গর (পারসী) লৌহনির্ম্মিত বড়শীর ন্যায় বক্রাকার শলাকা-ভেদ। সমুদ্রবক্ষে অথবা নদীতে পোত আট্‌কাইয়া রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যক। প্রধানতঃ ইহাতে বড়শীর ফলার ন্যায় দুইটী বা চারিটী বৃহদাকার বক্র শলাকা একত্র গাঁথা থাকে। এক একটী জাহাজের লঙ্গর ৫০।৬০ মণ পর্য্যন্ত ভারি হয়। ইহার এদেশে প্রচলিত নাম লোঙড়্ বা নোঙর।

লঙ্গরীন্, আসাম প্রদেশের খসিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী সামন্ত-রাজ্য। ইউ-বোর নামক একজন সর্দ্দার এখানকার অধিকারী। চূণের কারবার জন্য এখানে যে চূণাপাথর উত্তোলিত হয়, তাহার শুল্কগ্রহণই ইহার প্রধান রাজস্ব। ধান্য, ছোলা, লঙ্কা ও হরিদ্রা এখানকার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। এখানে কয়লার খনি আছে।

লঙ্গল (ক্লী) ১ লাঙ্গল। ২ লাঙ্গল নামক জনপদ।

লঙ্গাই, আসামের শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী নদী। আসাম-সীমার বাহির হইতে উদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে উত্তরপূর্ব্ব-গতিতে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও লুসাইশৈলের মধ্য দিয়া এই জেলার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া করিমগঞ্জের নিকট শরমা বা বরাক নদীর কুশীয়ারা শাখায় মিলিত হইয়াছে। এই নদীর উভয়কূলে জারুল (Lagerstrœmia Flos-Reginæ) ও নাগেশ্বর (Mesua ferrea) বৃক্ষের বন আছে। এই বনভাগের একস্থানে গবর্মেণ্টের হাতী ধরিবার খেদা আছে।

লঙ্গিম, লঙ্গিময় (ত্রি) সংযোগের উপযুক্ত।

লঙ্গুল (ক্লী) লাঙ্গুল। (উজ্জ্বল)

লঙ্গূলিয়া, দক্ষিণভারতের মধ্যপ্রদেশ বিভাগে প্রবাহিত একটী নদী। সংস্কৃত নাম লঙ্গল এবং তেলগু ভাষায় নাগুল নামে কথিত। গোণ্ডবামা পর্ব্বতের কালাণ্ডী নামক স্থানের নিকট হইতে উদ্ভূত তিনটী পার্ব্বত্য জলধারার সঙ্গম হইতে এই নদীর উৎপত্তি। অনন্তর দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে জয়পুর রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন ও গঞ্জাম জেলার ভিতর দিয়া চিকাকোলের দক্ষিণে সমুদ্রে পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষে ২৪টী খিলানযুক্ত একটী সুন্দর সেতু নির্ম্মিত আছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া "গ্রেট্ ট্রাঙ্করোড্" নামক রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকায় সেতুর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই নদীর তীরে শিঙ্গাপুর, বিরাম, রায়গড্ড (রায়গড়), পার্ব্বতীপুর, পালকোণ্ডা ও চিকাকোল নগর অবস্থিত। সালুর ও মকুবা নামক দুইটী শাখা নদী ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে।

লঙ্গূর, যুক্তপ্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত। অক্ষা° ২৯° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ পূঃ। এইস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৪০১ ফিট্ উচ্চ। এখানে জলসরবরাহের সুবিধা না থাকায় ঐ দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লঙ্ঘক (ত্রি) ১ অতিক্রমকারী। ২ নিয়মভঙ্গকারী। ৩ সীমা-বহির্গামী।

লঙ্ঘন (ক্লী) লঙ্ঘ-ল্যুট্। উপবাস।

"জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিলভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ॥" (চক্রপাণি জ্বরাধি°)

নবজ্বরে প্রথমে লঙ্ঘন দিতে হয়। তাহা দ্বারা বাতপিত্ত কফের পরিপাক, অগ্নির দীপ্তি, শরীরের লঘুতা, জ্বরের উপশম এবং ভোজনে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। বাতজজ্বরে; ভয়, ক্রোধ, শোক, কাম ও পরিশ্রমজনিতজ্বরে; ধাতুক্ষয়জনিতজ্বরে এবং রাজযক্ষ্মজনিতজ্বরে লঙ্ঘন বিধেয় নহে। যাহারা বায়ুপ্রধান, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, মুখশোষযুক্ত, ভ্রমযুক্ত এবং বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা দুর্ব্বল এই সকল ব্যক্তিরও লঙ্ঘন কর্ত্তব্য নহে।

লঙ্ঘনবিহিতজ্বরেও অধিক লঙ্ঘন দ্বারা দুর্ব্বল হওয়া বিধেয় নহে। বিশেষতঃ অধিক লঙ্ঘন দ্বারা অস্থিসন্ধিতে বা সমস্ত শরীরাবয়বে বেদনা, কাশ, মুখশোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, মনের চঞ্চলতা বা ভ্রান্তি, অধিক উদ্গার, মোহ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে যথারীতি উপবাস দেওয়া হইলেই সম্যক্‌রূপে মল, মূত্র ও বায়ুর নিঃসরণ, শরীরের লঘুতা, ঘর্ম্মনির্গম, মুখ ও কণ্ঠপরিষ্কার, তন্দ্রা ও ক্লান্তির নাশ, আহারে রুচি, একসময়ে ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয়, অন্তঃকরণের প্রসন্নতা এবং বিশুদ্ধ উদ্গার প্রভৃতি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। (সুশ্রুত)

২ প্লবন, চলিত ডিঙ্গান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অগ্নি লঙ্ঘন করিতে নাই।

"ন চাগ্নিং লঙ্ঘয়েদ্ধীমান্নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ।
ন চৈনং পাদতঃ কুর্য্যাৎ মুখেন ন ধমেদ্বুধঃ॥"(কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫অ°)

৩ অতিক্রম।

"ন চাপ্যধর্ম্মঃ কল্যাণ বহুপত্নীকতা নৃণাং।
স্ত্রীণামধর্ম্মঃ সুমহান্ ভর্ত্তুঃ পূর্ব্বস্য লঙ্ঘনে॥" (ভারত ১।১৬১।৩৬)

৪ অশ্বের গতিভেদ, অশ্বের প্লুত গতির নাম লঙ্ঘন।

'প্লুতস্তু লঙ্ঘনং পক্ষিমৃগগত্যনুহারকম্' (হেম)

৫ লাঘবকর বিধি। ৬ লঘুভোজন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৭ অবমাননা।

"অন্যস্যাপি স্ববংশস্য লঙ্ঘনা ক্রিয়তে হি যা।
তাং নালং ক্ষত্রিয়ঃ সোঢ়ুং কিং পুনঃ পিতৃমারণম্।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ১৩৪।৩৩)

লঙ্ঘনক (ত্রি) ১ যদ্দ্বারা লঙ্ঘন করা যায়। ২ সেতু।
(দিব্যা° ৩৪০।২২)

লঙ্ঘনীয় (ত্রি) লঙ্ঘ-অনীয়র্। লঙ্ঘনের যোগ্য, লঙ্ঘনার্হ, লঙ্ঘনের উপযুক্ত।

লঙ্ঘনীয়তা (স্ত্রী) লঙ্ঘনীয়-তল্-টাপ্। লঙ্ঘনীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, লঙ্ঘনীয়ত্ব, লঙ্ঘন।

লঙ্ঘালঙ্ঘি (দেশজ) ১ লাফালাফি। ২ পুনঃ পুনঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন। ৩ ঘুসোঘুসি।

লঙ্ঘিত (ত্রি) লঙ্ঘ-ক্ত। কৃতলঙ্ঘন, যিনি লঙ্ঘন করিয়াছেন।

লঙ্ঘ্য (ত্রি) লঙ্ঘ-যৎ। লঙ্ঘনীয়।

লছ, লক্ষ্ম, চিহ্ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লচ্ছতি। লিট্ ললচ্ছ। লুঙ্ অলচ্ছীৎ।

লছমন্ (হিন্দি) লক্ষ্মণ।

লছমনগড়, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের শেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শীকর-সর্দ্দার রাও রাজা লক্ষ্মণসিংহ কর্তৃক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [লক্ষ্মণগড় দেখ।]

লছমনজি, খন্দভাষার একখানি ব্যাকরণপ্রণেতা।

লছমিচাঁদ, কুমায়ুনের চাঁদবংশীয় একজন রাজা।

লছমিনারায়ণ, বারাণসীবাসী একজন ঐতিহাসিক। ইনি গুল্-এ-রাণা নামক এক তজকিরা প্রণয়ন করেন।

লছমিরাম, একজন হিন্দু কবি। ইনি স্বীয় কবিত্বশক্তির জন্য সুকুর উপাধি লাভ করেন।

লছমিবাই, বরদারাজ মলহররাওর মহিষী। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইঁহার একটী পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

লছিমাদেবী, মিথিলার একজন রাজমহিষী। [লক্ষ্মীদেবী দেখ]

লজ, ১ ভৎর্সনা। ২ দীপ্তি। ৩ লজ্জা। ৪ ভর্জ্জন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লজ্জার্থে অক° আত্মনে°। দীপ্ত্যর্থে অক°। লট্ লজতি। ইদিৎ লজি লঞ্জধাতু লঞ্জতি। লিট্ ললাজ, ইদিৎপক্ষে ললঞ্জ। লুঙ্ অলজীৎ, অলাজীৎ।

লজ্জার্থে লট্—লজতে। লিট্ লেজে। লুট্ লজিতা। লুঙ্ অলজিষ্ট। সন্ লিলজিষতে। যঙ্ লালজ্যতে। যঙ্লুক্ লালক্তি। ণিচ্ লাজয়তি। লজ্জতে। ললজ্জে। লজ্জিতা। লজ্জিষ্যতে। অলজ্জিষ্ট। লজ-অদন্ত চুরাদি। ভাষণ। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লজয়তি। লজ্জ-ক্ত। লজ্জিত, লগ্ন।

লজকারিকা (স্ত্রী) লজং লজ্জাং করোতীব কৃ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। লজ্জালুলতা। (শব্দমালা)

লজর, পার্ব্বত্য জাতিভেদ। (দেশজ) নজর, দৃষ্টি।

লজবর্দ্দ, বদাকসানের অন্তর্গত একটী নগর।

লজ্জকা (স্ত্রী) ১ বনকার্পাসী Gossypium। ২ ব্রাহ্মণশ্রেণী ভেদ। (সহ্যা° ২।৫।১৫)

লজ্জরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনি°)

লজ্জা (স্ত্রী) লজ্জনমিতি লস্জ ব্রীড়নে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ টাপ্। অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ, ব্রীড়া, অনুচিত কর্ম্ম করিলে পরে জানিতে পারিবে এই যে ভয়। চলিত লাজ, পর্য্যায়—মন্দাক্ষ, হ্রী, ত্রপা, ব্রীড়া, অপত্রপা, মন্দাস্য, লজ্যা, ব্রীড়, ব্রীড়ন। (শব্দরত্না°)

"লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্ব্বালপ্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ॥"
(কুমারস° ১।৪৮)

২ লজ্জালু। (রাজনি°) ৩ বরাহক্রান্তা। (চক্রদ°)

লজ্জাকর (ত্রি) লজ্জাজনক।

লজ্জান্বিত (ত্রি) লজ্জয়া অন্বিতঃ। লজ্জাযুক্ত।

লজ্জাপ্রদ (ত্রি) লজ্জাদানকারী।

লজ্জালু (পুং স্ত্রী) লজ্জেবাস্য অস্ত্যর্থে আলুঃ। স্বনামখ্যাত ক্ষুপবিশেষ। (Mimosa pudica) লজ্জাবতীলতা। ভিন্নদেশীয় নাম—হিন্দী—লজালু, লজ্জাবতী; বাঙ্গালায়—লাজক, লাজুকীলতা, লজ্জাবতী; কুমায়ুন—লাজবান্তী; পঞ্জাব—লাজবন্তী; পস্ত—ঝান্দ; মরাঠী—লাজালু, লাজরি; গুর্জ্জর—লাজালু-ঋষামুনি; তামিল—তোতলবড়ি; তেলগু—পেঙ্গনিদ্রা-কণ্ঠী, অওপত্তি; কণাড়ী—মুড়ুগুড়বরে; ব্রহ্ম—তকয়ুম্; সংস্কৃত—বারাহক্রান্তা, লজ্জালু; পর্য্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচিনী, সমঙ্গী, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অস্ত্ররোধিনী, রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জবিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী, মহৌষধি।

ভারতের উষ্ণপ্রধান দেশমাত্রেই, বিশেষতঃ নিম্ন বঙ্গে এই গাছ প্রভূত পরিমাণে জন্মে। তথায় রাস্তার উভয় পার্শ্বই সপুষ্প লজ্জাবতীর জঙ্গলে সমাবৃত দেখা যায়। যদি কোন পথিক ঘটনাক্রমে সেই বনের মধ্য দিয়া গমন করে, তাহা হইলে তাহার পশ্চাদ্ভাগে সমস্ত পত্রই অবনত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে।

গুণ—কটু, শীতল, পিত্তাতিসার, শোফ, দাহ, শ্রম, শ্বাস,

ব্রণ, কুষ্ঠ ও কফনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে—শীতল, তিক্ত, কষায়, কফপিত্তনাশক, রক্তপিত্ত, অতীসার ও যোনি-রোগনাশক।

Ainslie বলেন, মলবার উপকূলবাসী পাথরীর বেদনায় ইহার শিকড়ের কাথ পান করে। করমণ্ডল উপকূলবাসী বাইতীজাতি অর্শ ও ভগন্দর রোগে ইহার শিকড়ের কাথ এবং দুই বা ততোধিক পরিমাণ দুগ্ধের সহিত দিবাভাগে ইহার পত্রচূর্ণ সেবন করে। ভগন্দর ক্ষতোপরি ইহার রস লাগাইয়া দিলে উপকার দর্শে। পঞ্জাব প্রদেশেও পূর্ব্বোক্তরূপে লজ্জাবতীর মূল ও পত্রের ব্যবহার আছে। অজ্ঞ কুসংস্কারাপন্ন লোকে নির্দিষ্ট ঋতুতে পত্র ও শিকড় তুলিয়া দেয়। মূলোৎপাটনের শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা একটী উৎসব সম্পন্ন করে। ঐ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে মূল উৎপাটন করা হয়, তাহা পিত্তজ পীড়ায় ও জ্বরাদিতে উপকারক। দ্বিতীয় সপ্তাহে উত্তোলিত পত্রমূলাদি কামলা, অর্শ প্রভৃতি রোগে এবং তৃতীয় সপ্তাহের মূলাদি কুষ্ঠ, বসন্ত ও মামড়ী রোগে (Scab) বিশেষ ফলদায়ক হয়। কোঙ্কণ জেলায় ইহার পত্র বাটিয়া কোরণ্ডের উপর দিবার ব্যবস্থা আছে এবং ইহার রস সমমাত্রায় ঘোড়ার মূত্রের সহিত মাড়িয়া যে অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহা চক্ষুপক্ষের ত্বগ্‌রোগে (cornea) লাগাইয়া দিলে বিশেষ ফল দান করে। উহা ত্বগুপরি লেপন করিলে প্রথমে জ্বালাবোধ হয় এবং সেই স্থান লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে। তখন ঐ স্থানে নূতন বেদনা জন্মে এবং পরে ঐ পূর্ব্ব বেদনা নাশ হইয়া থাকে। স্ফোটকাদিতে তুলার সহিত ইহার পত্ররস নিষিক্ত করিয়া ক্ষত মধ্যে পূরিয়া দিলে উপকার দর্শে।

রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, লজ্জালু লতার সরু সরু শিকড়ে শতকরা ১০ ভাগ tannin থাকে। হীরাকসের (Salt of iron) সহিত মিশ্রিত করিলে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়।

২ লজ্জালুভেদ। [চুম্বিকা শব্দ দেখ] (ত্রি) লজ্জা অস্ত্যর্থে আলু। ৩ লজ্জাশীল, চলিত লাজুক।

লজ্জাবৎ (ত্রি) লজ্জা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লজ্জাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

লজ্জাশীল (ত্রি) লজ্জা এব শীলং যস্য। লজ্জাযুক্ত। লাজুক। স্ত্রিয়াং টাপ্।

লজ্জাশূন্য (ত্রি) নির্লজ্জ।

লজ্জাহীন (ত্রি) যাহার লজ্জা নাই। লজ্জাশূন্য।

লজ্জিত (ত্রি) লজ্জাযুক্ত।

লজ্জিতভাব, গ্রহগণের ষড়্‌ভাবের অন্তর্গত এক ভাব।

"পুত্রগেহগতঃ খেটো রাহুযুক্তো যথা তথা।
রবিমন্দকুজৈর্যুক্তো লজ্জিতো গ্রহ এব চ।" (ফলিত জ্যোতিষ)

কোন গ্রহ যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম গৃহে রাহুর সহিত মিলিত ভাবে অবস্থান করে, অথবা রবি কিংবা শনি বা মঙ্গলের সহিত মিলিত হইয়া লগ্নাদি দ্বাদশ স্থান মধ্যে যে কোন স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই গ্রহ লজ্জিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের পুত্র (পঞ্চম) স্থানে লজ্জিত কোন গ্রহ থাকে, তাহার সকল সন্তানই নষ্ট হয়, কেবল একটীমাত্র জীবিত থাকে।

লজ্জিরী (স্ত্রী) লজ্জালুকা। (রাজনি°)

লজ্জিকা (স্ত্রী) লজ্জালুকা লতা। লাজুকা। (রাজনি°)

লজ্জ্যা (স্ত্রী) লজ্জা। (শব্দরত্না°)

লঞ্চা (স্ত্রী) ১ উপহার, উপঢৌকন। ২ উৎকোচ।

লঞ্ছম (ক্লী) শস্যভেদ (Eleusine coracana)।

লঞ্জ, ভাসন, দীপ্তি। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লঞ্জয়তি। লঙ্ অললঞ্জৎ।

লঞ্জ (পুং) লঞ্জয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-অচ্। ১ পদ, চরণ। ২ কচ্ছ, কাছা। ৩ পুচ্ছ, লেজ। ৪ অনিদ্রা। ৫ লাম্পট্য। ৬ লক্ষ্মী। ৭ স্রোত।

লঞ্জিকা (স্ত্রী) লঞ্জয়তি শোভতে ইতি লঞ্জ-ণ্বুল্, টাপ্ অত ইত্বং। গণিকা, বেশ্যা। (হেম)

লট, ১ বাল্য। ২ উক্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° উক্ত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লটতি। লোট্ লটতু। লুঙ্ অলটীৎ।

লট (পুং) লটতি যথেচ্ছয়া বদতি লট্-অচ্। ১ প্রমাদবচন, অনবহিত হইয়া বাক্যকথন। ২ দোষ। (বিশ্ব) ৩ পাগল। ৪ নির্ব্বোধ। ৫ চৌর।

লটক (পুং) লটতীতি লট্ (ক্বুন্ শিল্পিসংজ্ঞয়োরপূর্ব্বস্যাপি। উণ্ ২। ৩২) ইতি ক্বুন্। দুর্জ্জন, অসাধু ব্যক্তি।

লটকন, শুকজাতীয় পক্ষিভেদ (Psittacus minor)

লটপর্ণ (ক্লী) লটমুগ্রং পর্ণমস্য। গুড়ত্বক্। (রাজনি°)

লট্, ব্যাকরণোক্ত সংখ্যাবিশেষ। ব্যাকরণমতে লটের ১৮টী বিভক্তি আছে, ইহার মধ্যে ৯টী পরস্মৈপদ এবং ৯টী আত্মনেপদ। এই লট্ বর্ত্তমানকালবোধক, 'বর্ত্তমানে লট্' বর্ত্তমানকালে লট্ বিভক্তি হইয়া থাকে। মুগ্ধবোধমতে ইহার নাম কী ও কলাপমতে বর্ত্তমানা। [ধাতু দেখ।]

লট্‌কান (দেশজ) ১ বৃক্ষবিশেষ (Bixa orellana)। ইহার ফলের বীজে একপ্রকার লাল রঙ্গ পাওয়া যায়। উহাকে 'লটকানের রঙ্গ' বলে। ঝুলাইয়া দেওন। ৩ ফাঁসি দেওন।

লট্‌খট (হিন্দী) ১ স্বল্পায়াসে যাহা নির্ব্বাহযোগ্য নহে। ২ বিরক্তিজনক।

লটখটিয়া (দেশজ) ১ গোলমালযুক্ত। ২ যাহা সহজসাধ্য নহে।

লট্‌পট (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দভেদ। ২ বৃহৎ বস্ত্র পরিধান করিলে খড়মড় শব্দ হয় বলিয়া লোকে বলে 'বড় কাপড় লটপট করে'। ৩ দীর্ঘ বিলম্বিত ও পরস্পরের সংস্পর্শে অব্যক্ত শব্দকারী। "লট্‌পট জটাজুটজাল"। ৪ বেদনার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ বা এপিট ওপিট পড়া। যেমন কাটা ছাগলের মত লটপট কো'চ্ছে'।

লটাপাটি (দেশজ) পরস্পরে বিবাদকালে বাহুতে জড়াজড়ি করিয়া ভূমিতে পড়ন। ২ ঝুটাপুটি।

লটুআ, লটুকখুরে (দেশজ) লম্পট। (লোচ্চা পুরুষ)

লট্ট (পুং) দুর্জ্জন। (শব্দরত্না°)

লটনভট্ট, একজন প্রাচীন কবি।

লট্‌ (পুং) লুটতীতি লট (অশ্রুপ্রবিলটীতি। উণ্‌ ১। ১৫১) ইতি কন্‌। জাতিবিশেষ, নেটুয়া, এই জাতি সঙ্করজাতি। ২ রাগভেদ। ৩ তুরঙ্গম। (উজ্জ্বল)

লট্‌কা (স্ত্রী) লট্বা।

লট্বা (স্ত্রী) লট্ব-কন্‌-টাপ্‌। ১ করঞ্জভেদ, চলিত নাটাকরঞ্জ। ২ বাদ্যভেদ। ৩ পক্ষিবিশেষ, গ্রামচটক পক্ষী। (মেদিনী) ৪ কুসুম্ভ। ৫ ভ্রমরক। ৬ শিলী। ৭ তূলিকা। ৮ দ্যূত।
"লট্বা তু তূলিকা খ্যাতা লট্বা দ্যূতেঽপি দৃশ্যতে।" (ব্যাড়িরভসৌ)
৯ চূর্ণকুন্তল। ১০ দুশ্চরিত্রা স্ত্রী। ১১ মিষ্ট খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

লঠুয়া (হিন্দী) লম্পটশব্দের অপভ্রংশ। বাঙ্গালায় লটুয়া বলে।

লড়, ১ বিলাস। ২ উৎক্ষেপণ। ৩ উপসেবা। ৪ বীপ্সা। ৫ উন্মন্থন, পীড়িতীভাব ও উৎক্ষিপ্তাভাব। ৬ ভাষণ। বিলাসার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। ভাষণার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। উপসেবার্থে চুরাদি°। বীপ্সার্থে চুরাদি° আত্মনে° ক্ষেপার্থে অদন্ত চুরাদি°। উন্মন্থনার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লড়তি। লোট্‌ লড়তু। লিট্‌ ললাট। লুঙ্‌ অলড়ীৎ। চুরাদি লট্‌ লাড়য়তি, লুঙ্‌ অলীলড়ৎ। চুরাদি° আত্মনে° লট্‌ লাড়য়তে। লুট্‌ অলড়িষ্ট। উপসেবার্থে লট্‌ লাড়য়তি।

লড়ক (পুং) জাতিবিশেষ।

লড়্‌চড়্‌ (দেশজ) বিভিন্ন প্রকার, পরিবর্তন, অন্যরূপ। যথা— কথা যেন লড়্‌চড়্‌ হয় না। ইত্যাদি।

লড়ন (ক্লী) লড়-ল্যুট্‌। স্পন্দন, দোলন।

লড়ন (দেশজ) যুদ্ধ বা কুস্তি কার্য্য।

লড়হ (ত্রি) ১ মনোজ্ঞ। সুন্দর (ত্রিকা°) ২ জাতিবিশেষ।

লড়হচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লড়া (দেশজ) ১ যুদ্ধকার্য্য। ২ কম্পন।

লড়াই (দেশজ) যুদ্ধ।

লড়াক (দেশজ) যোদ্ধা।

লড়াককুকড়া (দেশজ) যে সকল কুকুড়া লড়াই করে।

লড়াচড়া (দেশজ) নড়াচড়া, সঞ্চলন।

লড়ান (দেশজ) ১ নড়ান। ২ যুদ্ধ করান।

লড়ালড়ি (দেশজ) পরস্পর যুদ্ধ।

লড়ি (দেশজ) লাঠি, যষ্টি।

লডোলে (লাটোল), বড়োদা রাজ্যের বিজাপুর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। গাইকবাড়ের শাসনাধীন।

লড্ড (ত্রি) দুর্জ্জন। (ত্রিকা°)

লড্ডু (পুং) লড্ডুক, লাড়ু।

লড্ডুক (পুং) পিষ্টকবিশেষ, চলিত লাড়ু। গুণ—দুর্জ্জর ও গুরু।
"তৈলেন হবিষ পক্বং ভবেৎ চূর্ণঞ্চ লড্ডুকঃ।" (শব্দচ°)
ঘৃত বা তৈলদ্বারা পক্ব হইয়া চূর্ণ হইলে লড্ডুক হয়।

লড্ডুকেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (শিব° ৫৪। ১। ৯)

লড়্‌বড়্‌ (দেশজ) নড়্‌বড়, অস্থির, অস্থায়ী।

লণ্ড (ক্লী) লণ্ড্যতে উৎক্ষিপ্যতে ইতি লণ্ড-ঘঞ্‌। পুরীষ, চলিত ল্যাড়।
"সমেধমানেন সকৃষ্ণবাহুনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্‌।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাত লণ্ডং বিসৃজন্‌ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥"
(ভাগ° ১০।৩৭।৮)

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী। টেম্‌স্‌নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাসাদতুল্য নানা অট্টালিকায় ও কলকারখানায় এই নগর বিভূষিত রহিয়াছে। [ইংলণ্ড ও বৃটেন্‌ দেখ।]

লণ্ডভণ্ড (দেশজ) ১ নষ্ট, ধ্বংস। ২ লুটপাট।

লণ্ড্রজ (ফরাসী শব্দজ) লণ্ড্রজাত, ইংরেজজাতি, লণ্ডনজাত।
"পূর্ব্বাম্নায়ে নবশতং ষড়শীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ফিরঙ্গভাষয়া তন্ত্রাস্তেষাং সংসাধনাৎ ভুবি॥
অধিপা মণ্ডলানাঞ্চ সংগ্রামেষ্বপরাজিতাঃ।
ইংরেজা নব ষট্‌ পঞ্চ লণ্ড্রজাশ্চাপি ভাবিনঃ॥"
(মেরুতন্ত্র ২৩ প্রকাশ)

লতা (স্ত্রী) লততি বেষ্টয়তে বাহুমিতি লত পচাদ্যচ্‌ টাপ্‌। শাখাদিরহিত গুড়ূচ্যাদি, ব্রততী। পর্য্যায়—বল্লী, বল্লি, বেল্লি, প্রভৃতি। লতা যদি শাখা ও পত্রসমাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতানিনী কহে, ইহার পর্য্যায় বীরুধ, গুল্মিনী, উলপ। (অমর) অমাবস্যার দিনে লতা ও বীরুধ ছেদ করিতে নাই, করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।
"অপ্‌সু তস্মিন্নহোরাত্রে পূর্ব্বং বিশতি চন্দ্রমাঃ।
ততো বীরুৎসু বসতি প্রয়াত্যর্কং ততঃ ক্রমাৎ॥

ছিনত্তি বীরুধো যস্ত বীরুৎসংস্থে নিশাকরে।
পত্রং বা পাতয়ত্যেকং ব্রহ্মহত্যাং স বিন্দতি ॥"
(বিষ্ণুপু° ২।১২ অ°)

২ শাখা। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ পৃক্কা, পিড়িংশাক। ৫ অশনপর্ণী। ৬ জ্যোতিষ্মতী। ৭ লতাকস্তূরিকা। ৮ মাধবীলতা। ৯ দূর্ব্বা। ১০ কৈবর্ত্তিকা। ১১ সারিবা। ১২ বৃহতী। (রাজনি°) ১৩ সুন্দরী নারী, স্ত্রীলোকমাত্র।

"নত্বাং পরলতাং পশ্যন্ অযুতং যস্ত সাধকঃ।
প্রজপেৎ স ভবেৎ শীঘ্রং বিস্তায়া বল্লভঃ স্বয়ং ॥"
(তন্ত্রসার শ্যামাসা°)

১৪ অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১।১২১।৭২০)

১৫ শ্বেতসারিবা। ১৬ শ্বেতযূথিকা। ১৭ জাতীফুলের গাছ। ১৮ রক্তপটল গাছ। (বৈষ্ককনি°) ১৯ মেরুর কন্যা ও ইলাবৃতের পত্নীভেদ। ২০ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ। প্রতিচরণে ১৮টী অক্ষর। ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ১৭ গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু।

লতাকর (পুং) নর্ত্তনকালে নর্ত্তকীগণের হস্তবিন্যাসভেদ।

লতাকদম (দেশজ) লতাবিশেষ (Urtica naucliflora)

লতাকরঞ্জ (পুং) লতারূপঃ করঞ্জঃ। করঞ্জবিশেষ (Guilandina Bonduc)। হিন্দী—কণ্টকরেজ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দুস্পর্শ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল, কুবেরাক্ষী। ইহার পত্রগুণ—কটু, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক। বীজগুণ—দীপন, পথ্য, শূল, গুল্ম ও বিষনাশক। (রাজনি°)

লতাকস্তূরিকা (স্ত্রী) লতারূপা কস্তূরী, তদ্বৎ গন্ধত্বাৎ, ততঃ স্বার্থে কন্। লতাকস্তূরী, সংস্কৃত পর্য্যায়—কটু, দক্ষিণদেশজা। ইহার গুণ—তিক্ত, স্বাদু, বৃষ্য, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা ও মুখরোগনাশক। (পথ্যাপথ্যবি°)

লতাগৃহ (পুং ক্লী) লতানির্ম্মিতং গৃহং। লতাদ্বারা প্রস্তুত গৃহ, লতা দ্বারা যে ঘর প্রস্তুত করা যায়।

লতাঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। (বৈষ্ককনি°)

লতাজিহ্ব (পুং) লতেব জিহ্বা যস্য। সর্প। (শব্দমা°)

লতাডুমুর (দেশজ) ডুমুর বৃক্ষভেদ (Ficus vagans)।

লতাতরু (পুং) লতেব দীর্ঘস্তরুঃ। ১ নারঙ্গ বৃক্ষ। ২ তালবৃক্ষ। (শব্দমালা) ৩ শালবৃক্ষ। (ত্রিকা°) ৪ পুষ্পলতিকাভেদ, তরুলতা নামে প্রসিদ্ধ।

লতাতাল (পুং) হিন্তালবৃক্ষ, হেঁতালগাছ। (রাজনি°)

লতাদ্রুম (পুং) লতেব দ্রুমঃ দীর্ঘত্বাৎ। লতাশাল, সংস্কৃত পর্য্যায় তার্ক্ষ, অশ্বকর্ণ, কুম্বিক, বজ্র, দীর্ঘ। (রাজনি°)

লতানন (পুং) নৃত্যকালীন হস্তবিন্যাসভেদ।

লতাম্বু (ক্লী) ১ পুষ্প। ২ লতার ডগা।

লতাপনস (পুং) লতায়াং পনসমিব ফলমস্য। ফল-লতা বিশেষ, চলিত তরমুজ। পর্য্যায় চেলাল, চিত্রফল, সুখাশ, রাজভেমিষ, নাটাম্র,। সেতু। (ত্রিকা°)

লতাপর্কটীডুমুর (দেশজ) ডুমুরভেদ (Ficus hederacea)।

লতাপর্ণ (পুং) বিষ্ণু।

লতাপর্ণী (স্ত্রী) ১ তালমূলী। ২ মধুরিকা, মউরি। (বৈষ্ককনি°)

লতাপৃক্কা (স্ত্রী) লতাপ্রতানা পৃক্কা। সমুদ্রান্তা, চলিত পিড়িংশাক। (শব্দমা°)

লতাপ্রতানিনী (স্ত্রী) লতাপ্রতানোঽস্ত্যস্যেতি ইনি। শাখাপ্রচয়বতী লতা। পর্য্যায়—বীরুধ, গুল্মিনী, উলপ, বীরুধা, বরুধ, প্রতানা, কক্ষ। (জটাধর)

লতাফল (ক্লী) লতায়াং ফলমস্য। পটোল।

"বাস্তুকরকারবেল্লশ্চ বার্ত্তাকুশ্চ শুভপ্রদা।
লতাফলঞ্চ শুভদং সর্ব্বং সর্ব্বত্র নিশ্চিতম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ১০২ অ°)

লতাবৃহতিকা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (পর্য্যায়মু°)

লতাভদ্রা (স্ত্রী) লতয়া ভদ্রা যস্যাঃ। ভদ্রালী বৃক্ষ। (শব্দমা°)

লতাভবন (ক্লী) লতানির্ম্মিতং ভবনং। লতাগৃহ।

লতামউয়া (দেশজ) গুল্মভেদ। (Achyranthes alternifolia)

লতামণি (পুং) লতাসদৃশো মণিঃ। প্রবাল। (ত্রিকা°)

লতামণ্ডপ (পুং) লতাগৃহ।

লতামরুৎ (স্ত্রী) লতায়াং মরুৎ যস্যাঃ। পৃক্কা। (শব্দরত্না°)

লতামাধবী (স্ত্রী) লতাপ্রধানা মাধবী। মাধবীলতা।

লতামাল (দেশজ) লতাবিশেষ (Uvaria Fornicata)।

লতামৃগ (পুং) শাখামৃগ, বানর।

লতাম্বুজ (ক্লী) শসাভেদ।

লতাযষ্টি (স্ত্রী) লতা যষ্টিরিব। মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দমা°)

লতাযাবক (পুং) লতায়াং যাব ইব যস্য কন্। প্রবাল।

লতারসন (পুং) লতেব রসনা যস্য। সর্প। (হারাবলী)

লতার্ক (পুং) লতা অর্ক ইব তীব্রা যস্য। হরিৎপলাণ্ডু, দুদ্রুম। (অমর)

লতালক (পুং) হস্তী। (ত্রিকা°)

লতালয় (পুং) লতানির্ম্মিতঃ আলয়ঃ। লতাগৃহ।

লতাবলয় (পুং) ১ লতাগৃহ। ২ যিনি হস্তে বলয়াকারে লতা জড়াইয়াছেন।

লতাবৃক্ষ (পুং) শল্লকী বৃক্ষ। (রাজনি°)

লতাবেষ্ট (পুং) লতয়েব আবেষ্টো বেষ্টনং যত্র। ষোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অন্তর্গত তৃতীয় প্রকার রতিবন্ধ।

"বাহুভ্যাং পাদযুগ্মাভ্যাং বেষ্টয়িত্বা স্থিরঃ রমেৎ।
লঘুলিঙ্গতাড়নং যোনৌ লতাবেষ্টোঽয়মুচ্যতে॥" (রতিমঞ্জরী)

২ পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বত দ্বারকানগরীর দক্ষিণ-দিকে অবস্থিত।

"দক্ষিণস্যাং লতাবেষ্টঃ পঞ্চবর্ণো বিরাজতে।
ইন্দ্রকেতুঃ প্রতীকাশঃ পশ্চিমস্যাং তথা ক্ষুপঃ॥" (হরিব° ১৫৫।১৬)

লতাবেষ্টন (ক্লী) আলিঙ্গনভেদ। ভুজবল্লীদ্বারা বন্ধন।

লতাবেষ্টিত (পুং) ১ লতাবেষ্ট। ২ আলিঙ্গনভেদ। (ত্রি) ৩ লতাদ্বারা বেষ্টিত।

লতাবেষ্টিতক (ক্লী) লতায়েব বেষ্টিতং বেষ্টনং যত্র। কন্। আলিঙ্গনভেদ।

'উদ্ধৃষ্টকং পীড়িতকং লতাবেষ্টিতকং তথা।' (শব্দমা°)

লতাশঙ্কুতরু (পুং) লতাশালবৃক্ষ। (ত্রিকা°)

লতাশঙ্খ (পুং) শালবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

লতাশৈল, নামরূপের অন্তর্গত একটী গিরি। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৬৫১)

লতাসাধন (ক্লী) লতয়া সাধনং। তন্ত্রোক্ত সাধনবিশেষ। এই সাধনের প্রধান অধিকরণ স্ত্রী, এইজন্য ইহাকে লতাসাধন কহে। এই সাধনের বিষয় তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—এই সাধন করিতে হইলে একটী স্ত্রী আনিয়া প্রথমে যথাবিধি ইষ্টদেবার পূজা করিয়া ঐ স্ত্রীর কেশে শত, কপালে শত, সিন্দূরমণ্ডলে শত, দুই স্তনে দুই শত, নাভিদেশে শত এবং যোনিদেশে শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে, পরে উত্থিত হইয়া পুনরায় তিনশত জপ করিতে হয়। এইরূপে সহস্রজপ করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অন্যপ্রকার—মহারাত্রিতে একটী ঋতুমতী নারী লইয়া তাহার যোনিদেশে ইষ্টদেবতাকে পূজা করিয়া জপ করিতে হইবে, এই-রূপে তিন দিন পূজা ও জপ বিধেয়। তিনশত করিয়া জপ করিতে হয়, পর পর দিবস হইতে ৬০ করিয়া অধিক জপ বিধেয়। পরে চক্রবক্ত্রে অষ্টোত্তর শতজপ করিয়া নবপুষ্পাঞ্জলি দিয়া পুনরায় অষ্টোত্তর শত জপ করিবে, তৎপরে পূর্ণাহুতি দিয়া আবার অষ্টোত্তর শত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিলে ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধ হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিলে ধনবান্, বলবান্, বাগ্মী এবং যোষিৎদিগের প্রিয় হইয়া থাকে।

"লতায়াঃ সাধনং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব হরবল্লভে।
শতং কেশে শতং ভালে শতং সিন্দূরমণ্ডলে॥
স্তনদ্বন্দ্বে শতদ্বন্দ্বং শতং নাভৌ মহেশ্বরি।
শতং যোনৌ মহেশানি উত্থায় চ শতত্রয়ম্॥
এবং দশশতং জপ্ত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সাধনং ভুবি দুর্লভম্।
রজোঽবস্থাং সমানীয় তদ্যোনৌ স্বেষ্টদেবতাম্॥
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ ত্রিদিনং পূজয়েন্মনুম্।
শতত্রয়ঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদধিকং প্রত্যহং জপন্॥
অষ্টোত্তরশতং পূর্ব্বং চক্রবক্ত্রে জপেদ্বুধঃ।
ততস্তাং নবভিঃ পুষ্পৈর্যজেদষ্টোত্তরং শতম্॥
ততঃ পূর্ণাহুতিং দত্ত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতং।
ধনবান্ বলবান্ বাগ্মী সর্ব্বযোষিৎপ্রিয়ঙ্করঃ।
ষোড়শাহেন চ ভবেৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥"
(মায়াতন্ত্র ১২শ পটল)

এই সাধনের বিষয় অন্নদাকল্পে ১৬শ পটল এবং গুপ্ত-সাধনতন্ত্রে ৪র্থ পটলে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

লতিআম (দেশজ) আম্রলতিকা (Willoughbeia edulis)। এই লতায় যে আম্রফল উৎপন্ন হয়, তাহার আস্বাদ বৃক্ষজ আম্রের ন্যায় নহে।

লতিকা (স্ত্রী) লতা।

"ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতা হন্ত মলয়াৎ-
তদেকাং ত্বদ্গেহে বিনয়বতি নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরেণোক্তৈবং নবকুসুমিতা চূতলতিকা-
ধুনানা মূর্দ্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥" (উদ্ভট)

লতু (পুং) লা-কতু (উণ্ ১।৭৮)

লতোদ্গম (পুং) লতায়া উদ্গমঃ। অবরোহ। (ত্রিকা°)

লত্তিকা (স্ত্রী) লত-ঘাতে (কৃতিভিদিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।১৪৭) ইতি তিকন্-টাপ্। গোধা। (উজ্জ্বল)

লথিয়া, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জামানিয়ার ১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ ২৬ ফিট্ উচ্চ একটী স্তম্ভ আছে। ঐ স্তম্ভের শিরোদেশ নানা শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। মাথায় যে দুইটী নারীমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, তাহা ভগ্ন হওয়ায় এক্ষণে স্তম্ভের পার্শ্বদেশে রক্ষিত হইয়াছে।

লদনী (স্ত্রী) একজন বিদুষী স্ত্রীকবি।

লদাক্, কাশ্মীরের পূর্ব্বাংশস্থিত একটী প্রদেশ। মহারাজের অধীনস্থ একজন শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত। [লাদক দেখ।]

লনী (দেশজ) ননী, নবনীত, মাখন।

লন্দৌর, যুক্তপ্রদেশের দেহরাদুন জেলার অন্তর্গত একটী শৈলা-বাস। এই নগরে ইংরাজরাজের একটী ছাউনী আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪৫৯ ফিট্ উচ্চ, হিমালয়ের সানুদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°২৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৮´৩০´´ পূঃ। মসূরী শৈলমালার অন্তর্গত হইলেও ইহা স্বতন্ত্র ক্যাণ্টন্মেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের

শাসনাধীন। এই নগর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পীড়িত ইংরাজ-সেনার স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত হয়। মসুরী নগর ও লন্দোর এখন একটী নগর বলিয়া গণ্য। [মসুরী দেখ।]

লন্ধৌরা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার রূঢ়কী তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। রূঢ়কী হইতে ২১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৮´২৫´´ পূঃ´´। এই নগরে পরিখা-পরিবেষ্টিত একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। উক্ত পরিখা এখন নগরের আবর্জ্জনা দ্বারা ভরাট করা হইতেছে। দুর্দ্ধর্ষ সর্দ্দার রামদয়াল সিংহের গুজর জাতীয় আত্মীয় স্বজনের এখানে বাস। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঐ গুজরগণ বিশেষ অত্যাচার করায় নগর ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হয়।

লপ, ভাষ, কথন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট লপতি। লোট্ লপতু। লিট্ ললাপ। লুঙ্ অলাপীৎ, অলপীৎ। লুট্ লপিতা। লৃট্ লপিষ্যতে। সন্ লিলপিষ্যত। যঙ্ লালপ্যতে। যঙ্লুক্ লালপ্তি। ণিচ্ লাপয়তি। লুঙ্ অলীলপৎ। অপ+লপ=অপলাপ, অপহ্নব। আ+লপ= আলাপ, আভাষণ। অনু+লপ=অনুলাপ, পুনঃ পুনঃ কথন। প্র+লপ=প্রলাপ, নিরর্থক কথন। বি+লপ=বিলাপ, পরিদেবন। সং+লপ=সংলাপ, পরস্পর কথন। অনু+লপ= অনুলাপ, বারংবার কথন।

লপন (ক্লী) লপ্যতেঽনেনেতি লপ করণে ল্যুট্। ১ মুখ। ভাবে ল্যুট্। ২ ভাষণ, কথন।

"প্রকটয়তি রাগমধিকং লপনমিদং বক্তি মাণমাবহতি।
প্রাণয়তি চ প্রতিপদং দূতিশুকস্যেব দয়িতস্য॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৮১)

'শুকস্যেব দয়িতস্য লপনং সম্ভাষণং পক্ষে বদনম্' (তট্টীকা)

লপিত (ক্লী) লপ-ভাবে ক্ত। ১ বচন। (ত্রি) ২ কথিত। লপিতমস্যাস্তীতি অচ্। ৩ বচনযুক্ত। (অথর্ব্ব° ৪।৩৮।৯)

লপিতা (স্ত্রী) শার্ঙ্গিকা নাম পক্ষীভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

লপেট (দেশজ) পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া বন্ধন। সহযুক্ত।

লপেটা (দেশজ) জরির চিত্রকার্য্যযুক্ত বিনামা বিশেষ।

লপেটিকা (স্ত্রী) পবিত্র তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

লপেত (পুং) বালরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাভেদ।(পারস্করগৃহ্য°১।১৬)

লপ্সিকা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, লপ্সী।

"সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যস্যেৎ লবঙ্গমরিচাদিকম্॥
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা॥" (ভাবপ্র°)

প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃতে সমিতা (ময়দা) উত্তমরূপে ভাজিয়া দুগ্ধে শর্করা ও ভৃষ্ট সমিতা নিক্ষেপ করিতে হইবে। পরে উহা জ্বাল দিয়া ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচাদি মসলা দিতে হয়, অনন্তর ইহা সুসিদ্ধ হইলে নামাইতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইলে তাহাকে লপ্সিকা কহে। গুণ—বৃংহণ, বলকর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরুপাক ও রুচিকর। এই খাদ্যদ্রব্যকে একপ্রকার মোহনভোগ বলা যাইতে পারে। মোহনভোগ সুজী দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। লপ্সী সমিতা (গোধূমচূর্ণ) দিয়া প্রস্তুত করিবার বিধান আছে।

লপ্সুদ (ক্লী) কূর্চ, দাড়ি (ছাগলপ্রভৃতির)। (ছান্দো° ব্রা° ১৬।১।৩৮)

লপ্সুদিন্ (ত্রি) কূর্চযুক্ত (ছাগাদি)।

লব, ১ ভ্রংশন। ২ শব্দ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° শব্দার্থে অক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ, লবি লবধাতু লট্ লম্বতে। লোট্ লম্বতাং। লিট্ ললম্বে। লুঙ্ অলম্বিষ্ট। ণিচ্ লম্বয়তি-তে। লুঙ্ অললম্বৎ-ত। অব+লব=অবলম্বন। আশ্রয়করণ। বি+লব=বিলম্ব, বিলম্বকরণ। আ+লব=আলম্বন, আশ্রয়।

লব্ধ (ত্রি) লভ-ক্ত। প্রাপ্ত, যাহা লাভ করা হইয়াছে।

"অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদপক্ষয়াৎ।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥" (হিতোপ°)

২ উপার্জ্জিত।

লব্ধক (ত্রি) প্রাপ্ত। যিনি পাইয়াছেন।

লব্ধকাম (ত্রি) অভীষ্টসিদ্ধ। যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

লব্ধকীর্ত্তি (ত্রি) যশস্বী। প্রতিষ্ঠাবান্।

লব্ধচেতস (ত্রি) পুনঃপ্রাপ্তচিত্ত। যিনি পুনর্ব্বার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

লব্ধজন্মন্ (ত্রি) প্রাপ্তিজন্ম। জন্মগ্রহণ।

লব্ধদত্ত (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৩।৮)

লব্ধধন (ত্রি) ধনবান্।

লব্ধনামন্ (ত্রি) লব্ধং নাম যস্য। খ্যাতনামা, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লব্ধনাশ (পুং) প্রাপ্ত বস্তুর নাশ। পূর্ব্বধনের বিনাশ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ (ত্রি) লব্ধা প্রতিষ্ঠা যেন। যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বিখ্যাত ব্যক্তি।

লব্ধপ্রশমন (ত্রি) সৎপাত্রে অর্পণ। 'লব্ধস্য ধনস্য সৎপাত্রে প্রতিপাদনম্' (মনু ৭।৫৬ কুল্লুক)

লব্ধলক্ষ্য (ত্রি) অভিলষিত বস্তু প্রাপ্তি। যিনি লক্ষ্য বস্তু লাভ করিয়াছেন। শরব্যের ভেদনার্থ প্রাপ্ত বাণাদি।

লব্ধবর (ত্রি) লব্ধঃ বরো যেন। যিনি বরলাভ করিয়াছেন, বরপ্রাপ্ত।

লব্ধবর্ণ (ত্রি) লব্ধা বর্ণা যশাংসি যেন। পণ্ডিত।

"কৃচ্ছ্রলব্ধমপি লব্ধবর্ণভাক্ তং দিদেশ মুনয়ে সলক্ষণম্।"(রঘুব°১১।২)

লব্ধবিদ্য (ত্রি) লব্ধা বিদ্যা যেন। পণ্ডিত, যিনি বিদ্যালাভ করিয়াছেন।

লব্ধব্য (ত্রি) লভ-তব্য। লাভার্হ, লাভের উপযুক্ত। "লব্ধব্য-মর্থং লভতে মনুষ্যঃ" (হিতোপদেশ)

লব্ধশব্দ (ত্রি) লব্ধনাম। খ্যাত।

লব্ধসিদ্ধি (ত্রি) লব্ধা সিদ্ধিঃ যেন। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

লব্ধা (স্ত্রী) লভ-ক্ত-টাপ্। নায়িকাভেদ।

'খণ্ডিতোৎকণ্ঠিতা লব্ধা তথা প্রোষিতভর্তৃকা।
কলহান্তরিতা বাসসজ্জা স্বাধীনভর্তৃকা ॥' (জটাধর)

এই লব্ধা শব্দে বিপ্রলব্ধা বুঝিতে হইবে। [বিপ্রলব্ধা দেখ]

লব্ধানুজ্ঞ (ত্রি) লব্ধা অনুজ্ঞা যেন। যিনি অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

লব্ধাবকাশ (ত্রি) লব্ধঃ অবকাশঃ যেন। যিনি অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লব্ধাবসর (ত্রি) যিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পেন্সনপ্রাপ্ত।

লব্ধি (স্ত্রী) লভ-ক্তিন্। ১ লাভ, প্রাপ্তি। ২ গ্রহণ।

লব্ধোদয় (ত্রি) লব্ধঃ উদয়ঃ উৎপত্তির্যস্য। ১ জাত, উৎপন্ন। (কুমারস° ১।২৫) ২ যিনি সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

লব্ধিম (ত্রি) প্রাপ্ত, উপার্জ্জিত। (ভট্টি ৭।৬৫)

লভ, প্রাপ্তি, লাভ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° অনিট্। লট্ লভতে। লোট্ লভতাং। লিট্ লেভে। লুট্ লব্ধা। লৃট্ লপ্স্যতে। লুঙ্ অলব্ধ, অলপ্সাতাং, অলপ্সত। সন্ লিপ্সতে। যঙ্ লালভ্যতে। যঙ্লুক্ লালম্ভীতি, লালব্ধি। ণিচ্ লম্ভয়তি লুঙ্ অললম্ভৎ। আ+লভ=আলম্ভ, স্পর্শ, বধ। উপ+লভ =উপলব্ধি, অনুভব। উপ+আ+লভ=ভৎসনা। সম্+ আ+লভ=স্পর্শ, অনুলেপন। বি+প্র+লভ=বিপ্রলম্ভ, প্রতারণা, বঞ্চনা।

লভন (ক্লী) প্রাপণ।

লভস (পুং) লভ (অত্যবিচমীতি। উণ্ ৩।১১৭) ইতি অসচ্। ১ বাজিবন্ধনরজ্জু। ২ ধন। ৩ যাচক। (উজ্জ্বল)

লভ্য (ত্রি) লভ্যতে ইতি লভ (পোরদুপধাৎ। পা ৩।১।৯৮) ইতি যৎ। ১ ন্যায্য। (অমর) ২ লব্ধব্য, লাভের যোগ্য।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুধা-শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈব আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং ॥"
(মুণ্ডকোপনি° ৩।২।৩)

লমক (পুং) রমতে ইতি রম (রমেরশ্চ লোপঃ। উণ্ ২।৩৬) ইতি ক্বুন্ রস্য লত্বং। ১ বিড়ঙ্গ, জার, উপপতি। ২ তীর্থশোধক। (উজ্জ্বল) ৩ বিলাসী।

লমান, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর, বারবাড় প্রভৃতি জেলাবাসী জাতিবিশেষ। চারণ-বঞ্জারি নামে প্রসিদ্ধ। রাজপুতনার মারবাড় প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চাবন হোলকর, মধু, পবার, রতথার ও সিন্দে প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। বর ও পাত্রপক্ষের উপাধি সমান হইলে ইহারা বিবাহ দেয় না, তদ্ভিন্ন বিবাহ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে আর কোন বাধা নাই। ইহারা হিন্দু, সকলেই টিকিরাখে, কিন্তু বেশভূষা ও পরিচ্ছদাদি বড়ই অপরিচ্ছন্ন। এমন কি, সপ্তাহে দুই বারের অধিক পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করেন না।

গোকুলাষ্টমী, শিমগা, দশেরা ও দিবালী উৎসবে ইহারা বিশেষ সমারোহ করে। বিবাহকার্য্যে গ্রামস্থ যোষীরাই ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি ভিন্ন ইহাদের মধ্যে আর অন্যতম সংস্কার নাই। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। সন্তানাদি হইলে প্রসূতির ৪০ দিন অশৌচ থাকে।

বিবাহসম্বন্ধে পাকা করিবার সময় বরের পিতাকে কন্যার হস্তে ১০ হইতে ১০০ৎ টাকা, জামা, কাপড় বা ঘাঘরা ও ১টী হইতে ৪টী ষাঁড় দিয়া থাকে এবং কন্যার পিতার নিকট হইতে বর একখানি উড়ানি ও পাগড়ী পায়। বিবাহের দিন বর কন্যালয়ে যায়, বরযাত্র সঙ্গে যায় না। কেবল একটী বা দুইটীমাত্র লোক সঙ্গে যায়। যাত্রাকালে প্রথামত বরকে ধর্ম্ম-গুরুর প্রণামী স্বরূপ ১টী টাকা উড়ানির কোণে বাঁধিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ তাহাদের কোন ধর্ম্ম গুরু নাই, উহা সংস্কারমাত্র। বর কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা পাত্রকে সম্ভাষণপূর্ব্বক গৃহে বসায় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান কার্য্যে ব্রতী হন। যথারীতি সিন্দূরদানাদি সমাপ্ত হইলে দেবতা ও গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া বর ও কন্যা বাসরগৃহে গমন করে। তদনন্তর উপস্থিত আত্মীয়েরা নাড়ু ভক্ষণ করিয়া গৃহে যায়। বর শ্বশুরালয়ে দুই তিন মাস বাস করে। বর পিতৃগৃহে সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া বিবাহের ভোজ দেয়।

বিবাহিত পুরুষ বা রমণীর মৃত্যু হইলে ইহারা শব দাহ করে। অবিবাহিত ব্যক্তিমাত্রই সমাহিত হইয়া থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে সকলে স্নান করিয়া বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া আইসে। মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনের অশৌচ হয় না। তৃতীয় দিনে জাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। কোনরূপ শ্রাদ্ধাদি হয় না। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে জাতীয় পঞ্চায়তের হস্তে তাহা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

লমেতাঘাট, নর্ম্মদা তীরবর্তী শৈলভেদ।

লমুঘন্, কাবুলের অন্তর্গত প্রবর্তী প্রদেশ, [illegible] এ মুলক। (বেহাকী) [লম্পাক দেখ।]

লম্ব (পুং) জাতিবিশেষ।

লম্পক (পুং) জৈন-সম্প্রদায়ভেদ। [শৈল দেখ।]

লম্পট (ত্রি) বিড় গ, উপপতি।

"অথেতরাত্রবীদ্বৈবং যদ্যপি স্ত্রীষু লম্পটঃ।
তথাপি ন স দুঃখেহস্মিন্নীদৃশঃ স্তাত্তথাবিধঃ॥"(কথাসরিৎ ৪৭।১০১)

২ আসক্ত। "যথেহিকমুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্॥" (ভাগ০ ৯।১৫ অ)

৩ কামুক, লোচ্চা।

লম্পা (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ জনপদভেদ।

লম্পাক (পুং) ১ লম্পট। ২ পুরাণোক্ত দেশভেদ। অপর নাম মুরণ্ড। (ভারত দ্রোণপর্ব ১১৯।৪২) ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ও কাবুলের অন্তর্গত বর্ত্তমান লম্‌ঘন্ প্রদেশ প্রাচীন লম্পাক জনপদ বলিয়া অনুমিত হয়।

৩ পদ্মনাভকৃত স্বরশাস্ত্রভেদ।

লম্পাটহ (পুং) পটহবাদ্য। (হারাবলী)

লম্ফ (পুং) প্লুতগতি, চলিত লাফ্।

লম্ফঝম্ফ (দেশজ) লাফান ঝাপান, অতিশয় আস্ফালন করা।

লম্ফন (ক্লী) লাফান।

লম্ব (পুং) লম্বতে ইতি লবি অবস্রংসনে অচ্। ১ নর্ত্তক। ২ অঙ্গ। ৩ কান্ত। ৪ উৎকোচ।

'প্রাভৃতং ঢৌকনং লম্বোৎকোচঃ কৌশলিকামিষে।
উপাচারঃ প্রদা নন্দা হারো গ্রাহ্যায়নেহপি চ॥' (হেম)

৫ অঙ্গভেদ।

'চরলম্বগমাভেদাঃ পাটকোহঙ্কাদিচালনে।' (শব্দমালা)

৬ ক্ষেত্রাদিতে লম্বমান রেখা বা সূত্র। ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমানরেখা, সরলরেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে রেখা থাকে।

"দ্বিভুজে ভুজয়োর্যোগস্তদন্তরগুণোভুবাহৃতো লব্ধ্যা।
দ্বিস্থা ভূরূণযুতা দলিতাবাধে তয়োঃ স্তাতাং॥
স্বাবাধাভুজকৃত্যোরন্তরমূলং প্রজায়তে লম্বঃ।
লম্বগুণং ভূম্যর্দ্ধং স্পষ্টং ত্রিভুজে ফলং ভবতি॥" (লীলাবতী)

৭ দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ ৪৩।২২) (ত্রি) ৮ দীর্ঘ।

"দূরতঃ শোভতে মূর্খো লম্বশাটপটাবৃতঃ।
তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে॥" (চাণক্য)

৯ লম্বমান।

"পাণ্ড্যোহয়মংসার্পিতলম্বহারঃ।" (রঘু ৬।৬০)

১০ জ্যোতিষোক্ত বিষুবরেখার সমান্তররেখাভেদ। ১১ মুনিভেদ। ১২ জ্যোতিষোক্ত গ্রহদিগের গতিভেদ।

লম্বক (পুং) লম্ব-স্বার্থে কন্। ১ লম্ব। ২ যন্ত্রবিশেষ। ৩ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশযোগ।

লম্বকর্ণ (পুং) লম্বৌ কর্ণৌ যস্য। ১ছাগ। ২ অঙ্কোটবৃক্ষ।(মেদিনী) ৩ রাক্ষস। ৪ হস্তী। ৫ শ্যেনপক্ষী। (রাজনি°) ৬ শশক, খরগোষ।

"লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ" (ভাবপ্র°)

লম্বঃ কর্ণঃ কর্ম্মধা°। ৭ দীর্ঘশ্রোত্র। (ত্রি) ৮ তদ্যুক্ত, দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট।

"লম্বোদর্য্যো লম্বকর্ণাস্তথা লম্বপয়োধরাঃ॥" (ভারত ৯।৪৬।৩৪)

লম্বকেশ (পুং) লম্বঃ কেশ ইবাগ্রভাগো যস্য। দীর্ঘাগ্রযুক্ত কুশময় বিষ্টর।

"ঊর্দ্ধকেশো ভবেৎ ব্রহ্মা লম্বকেশস্তু বিষ্টরঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তকো ব্রহ্মা বামাবর্ত্তস্তু বিষ্টরঃ॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

বিবাহকালে বরের উপবেশনের জন্য বিষ্টর দিতে হয়। কতকগুলি কুশ লইয়া তাহার অগ্রভাগে বামাবর্ত্তে সার্দ্ধদ্বিতয় (আড়াইপেচ) বেষ্টন করিয়া অগ্রগুলি নিম্নের দিকে লম্বমান করিয়া দিলে বিষ্টর হয়। [বিষ্টর দেখ] (ত্রি) ২ দীর্ঘকেশযুক্ত।

লম্বকেশক (পুং) মুনিভেদ।

লম্বজঠর (ত্রি) লম্বোদর, লম্বা পেটা।

লম্বজিহ্ব (ত্রি) রাক্ষসভেদ।

লম্বজ্যা, লম্বজ্যকা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত জ্যা-রেখাভেদ। Sine of co-latitude

লম্বদন্তা (স্ত্রী) লম্বা দন্তা ইব ফলানি যস্যাঃ। ১ সৈংহলী পিপ্পলী। (রাজনি°) (ত্রি) ২ বৃহদ্দশনবিশিষ্ট।

লম্বন (ক্লী) লম্বতে ইতি লম্ব-ল্যুট্। ১ নাভিলম্বিত কণ্ঠিকাদি, নাভিলম্বিতহার, পর্য্যায় ললন্তিকা। (অমর) ২ অবলম্বন, আশ্রয়। ৩ ঝোলান, দোলন। ৪ আশ্রয়গ্রহণ। (পুং) লম্ব-ল্যু। ৫ কফ। (শব্দচ°)

লম্বপয়োধরা (স্ত্রী) ১ লম্বমান স্তনযুক্ত স্ত্রী। ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ।

লম্ববীজা (স্ত্রী) লম্বানি বীজানি যস্যাঃ। সৈংহলী পিপ্পলী। (রাজনি°)

লম্বমান (ত্রি) লম্ব-শানচ্। লম্বায়মান বস্তু।

লম্বর (দেশজ) ১ আড়ম্বর। ২ ইংরাজী number শব্দের অপভ্রংশ।

লম্বস্ফিচ্ (ত্রি) লম্বা স্ফিক্ যস্য। বিপুলনিতম্ব।

লম্বা (স্ত্রী) ১ লক্ষ্মী। ২ গৌরী। ৩ তিক্তুতুম্বী। (মেদিনী) ৪ দক্ষকন্যাবিশেষ। (হরিবংশ) ৫ স্থাবরবিষের অন্তর্গত পত্র-বিষ। (সুশ্রুতকল্প°) ৬ হিমালয়কন্যা।

"তত্তস্যাস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা দেবীমম্বামথাব্রবীৎ।
গচ্ছস্ব লম্বে শীঘ্রং ত্বং বাণ সংরক্ষণং কুরু॥" (হরিবংশ)

(দেশজ) ৭ দীর্ঘ।

লম্বাংশ, জ্যোতিষোক্ত অক্ষাংশ রেখা বিশেষ। ইংরাজীতে ইহাকে Complement of latitude বা Co-latitude বলে।

লম্বাই (দেশজ) লম্বমান। খাড়াই।

লম্বাই চৌড়াই (দেশজ) ১ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিস্তৃত। ২ বেশী বাগাড়ম্বর।

লম্বাকাঁটা হরিণাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

লম্বাক্ষ (পুং) মুনিভেদ।

লম্বানটীজাম (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Eugenia claviflora)

লম্বানি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়জেলাবাসী ভ্রমণশীল জাতিবিশেষ।

লম্বামুখ (দেশজ) যাহার মুখ একটু লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ।

লম্বালম্বি (দেশজ) সোজাসুজি। সমান লম্বমানভাবে।

লম্বিকা (স্ত্রী) লম্বতে বা লম্বা-ণ্বুল্-টাপি অত ইত্বং। তালূর্দ্ধ সূক্ষ্মজিহ্বা, চলিত আলজি, পর্য্যায় ঘণ্টিকা, সুধাস্রবা, গলশুণ্ডিকা, অলিজিহ্বা, অলিজিহ্বিকা। (শব্দরত্না°)

লম্বিকাকোকিলা (স্ত্রী) দেবতাভেদ।

লম্বিন্ (ত্রি) লম্বযুক্ত। লম্বিত।

লম্বিত (ত্রি) লম্ব-ক্ত। ১ স্রংসিত।

"ত্বদধরচুম্বনলম্বিতকজ্জলমুজ্জ্বলয়প্রিয়লোচনে।"

(গীতগোবি° ১২। ১৮) ২ মাংস। বৈদ্যকনি°)

লম্বিয়া, পঞ্জাবপ্রদেশের বুসাহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। কুনাবর হইতে ক্রমশঃ উত্তরে হিমালয়পৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অক্ষা° ৩.°১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২০´ পূঃ। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ।

লম্বুক (পুং) ১ নাগভেদ। ২ জ্যোতিষোক্ত পঞ্চদশ যোগ।

লম্বুষা (স্ত্রী) সাতনল হার।

লম্বোদর (পুং) লম্বমুদরং যস্য। ১ গণেশ। (অমর) ২ নৃপবিশেষ। (ভাগবত ১২। ১। ২২) (ত্রি) ৩ ঔদরিক, পেটুক।

"ততো লম্বোদরেণেত্য পুংসারোপিতবাহুকঃ।
সম্পাদিতঃ স যাতস্তদ্ধনং কেশরিণীকৃতে॥"

(কথাসরিৎসা° ৩০। ১০২)

লম্বোষ্ঠ (পুং) লম্ব ওষ্ঠো যস্য, ওষ্ঠোষ্ঠয়োঃ সমাসে ইতি অকারলোপেন সাধুঃ। ১ উষ্ট্র। (রাজনি°) (ত্রি) ২ লম্বমান ওষ্ঠযুক্ত। ৩ ক্ষেত্রপাল দেবতাবিশেষ।

"যুগান্তো বাহুকশ্চাথ লম্বোষ্ঠো বসবস্তথা।"

(প্রয়োগসার ক্ষেত্রপালপ্র°)

লম্বৌষ্ঠ (পুং) ১ উষ্ট্র। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ দীর্ঘ ওষ্ঠবিশিষ্ট।

লম্ভ (পুং) ১ লাভ।

লম্ভক (ত্রি) প্রাপক।

লম্ভন (ক্লী) লম্ভি লভধাতু ল্যুট্। ১ প্রতিলম্ভ। ২ ধ্বনি। ৩ লাঞ্ছনা।

লম্ভা (স্ত্রী) লম্ভি লভ-অচ্ টাপ্। বাটশৃঙ্খলা। (হারাবলী)

লম্ভাড়ি, দাক্ষিণাত্যের আর্কটবিভাগবাসী এক ভ্রমণশীল জাতি।

লম্ভুক (ত্রি) নিত্যগ্রাহী, যে প্রতিদিন গ্রহণ করে।

লয়, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ লয়তে। লুঙ্ অলয়িষ্ট।

লয় (পুং) লী-অচ্। ১ বিনাশ। ২ সংশ্লেষ। ৩ প্রলয়।

বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, অখণ্ড বস্তু অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তির যে নিদ্রা, তাহাকে লয় কহে।

"অখণ্ডবস্ত্বলম্বনেন চিত্তবৃত্তের্নিদ্রা" (বেদান্তসা°)

সুবোধিনী টীকা-মতে—এই লয় দুই প্রকার, প্রথম প্রকার লয় যথা—শমদমাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান দ্বারা নির্বিকল্পক সমাধিতে পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তির লীনতারূপ যে অবস্থা, তাহাকে লয় কহে। অতিশয় উত্তপ্ত লৌহতলে ক্ষিপ্ত জলবিন্দুর ন্যায় অর্থাৎ ঐ লৌহপাত্রে জলনিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায়, সেই রূপ যোগাঙ্গাদির অনুষ্ঠানে নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম দুঃখাদি হইতে পারে না। জল যেরূপ লৌহাগ্নিতে শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তিও পরমানন্দব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, সুতরাং চিত্তবৃত্তিই যখন লীন হইয়া গেল, তখন চিত্তের বৃত্তি যে বিক্ষেপাদি তাহা আর উপস্থিত হয় না। মূর্চ্ছাবস্থার ন্যায় আলস্যাদিতে চিত্তবৃত্তির বাহ্য শব্দাদিবিষয় গ্রহণ করিতে না পারিয়া প্রত্যক্ আত্মস্বরূপে অনবভাসন হেতু চিত্তবৃত্তির যে শুদ্ধীভাব, তাহাই দ্বিতীয় লয়, তামসিক যে কোন বিকার দ্বারা চিত্তবৃত্তি যখন শুদ্ধ বা জড় হইয়া থাকে, তখনই এই লয় হয়।

৪ তৌর্য্যত্রিকের সাম্য, নৃত্য গীত ও বাদ্যাদির যে সমতা তাহাকেও লয় কহে। যে স্থলে গীতাদি সমতা পায়, গীতবাদ্যাদির তাল বা সমান সময়। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে যে, হৃদয়, কণ্ঠ ও কপাল এই তিনস্থলে লয়ের স্থিতি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, লয় ৪০ প্রকার, ভগবান্ একমাত্র লয়ে বশীভূত এবং জনার্দ্দন ইহাতে লীন আছেন।

লয় যথা—দ্বিপদী, বলতিকা, ঝল্লিকা, ছিন্নখণ্ডিকা, বামভ্রুব, ছিন্না, খণ্ডধাবা, ফড়ক্কক, জম্ভটিকা, কলতিক, খণ্ডক, খরিক, চতুরস্র, অর্দ্ধচতুরস্র, নর্ত্তক, ত্র্যস্র, ষষ্ঠী, উদ্দালনা, অবকৃষ্টা, নন্দঘটী, কাদম্ব, চর্চ্চরী, ঘট্টা, মিশ্র, অর্দ্ধবনিতা, অতিচিত্র, সময়, বলিত, অর্দ্ধদল, আবিদ্ধ, টঙ্কবক, চিত্র, বিচিত্রিক, আস্ত্রী, বিকৃতধাবা, মুকুল, বিলোলক, রমণীয় ও করকণ্টক, এই ৪০ প্রকার লয়।* (সঙ্গীতদামো°)

* অথ লয়াঃ হৃদিস্থিতিঃ কণ্ঠস্থিতিঃ কপালস্থিতিরিতি লয়ত্রয়ং। অপরে তু—
দ্বিপদী তালবলতিকা ঝল্লিকা ছিন্নখণ্ডিকা।
বামভ্রুবস্তথাচ্ছিন্না খণ্ডধাবা ফড়ক্ককঃ॥

(ত্রি) ৫ আবরণাত্মক।

"যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমোমূঢ়ং লয়ং জড়ম্।
যুঞ্জ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়াহিংসয়াশয়া ॥"(ভাগ° ১১।২৫।১৫)

•(ক্লী) ৬ লামজ্জক। (ভাবপ্র°)

লয়ন (ক্লী) ১ বিশ্রাম, শান্তি। ২ বাটী, বিশ্রামস্থান। ৩ আশ্রয়-গ্রহণ।

লয়পুত্রী (স্ত্রী) লয়স্ত পুত্রীব। নর্ত্তকী। (শব্দরত্না°)

লয়যোগ (পুং) তন্ত্রোক্তসাধন যোগভেদ। (প্রাণতো° ২৪০।১।১)

লয়লীমজনু, পারস্তোপাখ্যানোক্ত নায়ক নায়িকাভেদ। ইহাদের প্রেমের চিত্র অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কএকখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

লয়াদা, বাঙ্গালার ছোটনাগপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী শৈল-শ্রেণী। সিংহভূম জেলা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

লয়ারম্ভ (পুং) লয়স্ত আরম্ভো যস্মাৎ। নট। (ত্রিকা°)

লয়ালম্ব (পুং) লয়মালম্বতে ইতি লম্ব-অণ্। নট। (ত্রিকা°)

লরাবর, মধ্যভারতের ভোপাল এজেন্সীর ধার ও দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্গত একটী বিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গমাইল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় জায়গীরদার রামচন্দ্র রাও পোবারের মৃত্যুর পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক বৃত্তিদান করিয়া ঐ সম্পত্তি ধার ও দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়।

লরেন্স (লর্ড Sir John Lawrence Bart. K.C.B) ভারতের একজন ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ ধর্ম্মশালায় লর্ড এল্‌গিনের (Alexander Bruce Earl of Elgin and Kincardine) মৃত্যু হওয়ায় এবং ওহাবী নামক মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহিতার ষড়্‌যন্ত্র লক্ষ্য করিয়া লণ্ডনস্থ মন্ত্রিসভা ভয়ভীতচিত্তে মহামতি সরজন লরেন্সকে ভারতের গবর্ণর জেনারল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত করিয়া পাঠান। তদনুসারে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া লর্ড লরেন্স রাজকার্য্যভার গ্রহণ করেন। ভারতে আসিয়াই তিনি অম্বালা অভিযানের অবসান দেখিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইলেন, কারণ তৎকালে চীনের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও ধর্ম্মোন্মত্ত মুসলমান-গণের বিদ্রোহিতা ইংরাজের বাণিজ্যস্বার্থের অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে মহাসমারোহে লাহোরে দরবার করিয়া ৬ শত রাজন্যবর্গে পরিবৃত হইয়া ভারতরাজ্যে শান্তি বিধান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বাঙ্গালা-গবর্মেণ্ট ভোটান জাতির উপদ্রবে বিশেষরূপ উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন। এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মালকাষ্টার, ডান্সফোর্ড, রিচার্ডসন্, গাফ্, পিউ প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদলকে নানাদিক্ হইতে ভোটান আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে ইংরাজসৈন্য ভোটান অভিমুখে প্রধাবিত হইল। নানাস্থানে যুদ্ধ করিয়াও ভোটানবাসী ইংরাজ-বাহিনীকে পরাস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। ইংরাজ-রাজ ভোটানের দেবরাজের যে সকল প্রদেশ ভারতসীমান্তভুক্ত করিয়া লইলেন, তজ্জন্য তিনি ভোটান-পতিকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন। ইহা হইতে রক্তক্ষয়কারী ভোটানযুদ্ধের অবসান হয়।

এই সময়ে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতি সর হিউরোজ পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে সর উইলিয়ম্ রোজ মান্সফিল্ড কে, সি, বি, নিযুক্ত হন। ইনি শতদ্রু, পঞ্জাব, সিপাহীবিদ্রোহ ও ক্রিমিয় যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

উক্ত বর্ষেই রাজপ্রতিনিধি লরেন্স পঞ্জাব ও অযোধ্যায় প্রজা-বৃন্দের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ ৪ শত মাইল দৈর্ঘ্য ও ৭০ মাইল প্রস্থ স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজের লাট হারিশ এই সময়ে বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এই মহামারীতে প্রায় ৮ লক্ষ লোক কালকবলে নিপতিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মহিসুররাজের রাজ্যাধিকার লইয়া মহিসুরে গোলমাল উপস্থিত হয়। মহিসুররাজ উপর্য্যুপরি আপনার প্রার্থনা জানাইয়া লর্ড ডালহৌসী, কানিং, এল্‌গিন্ ও লরেন্সকে আবেদন পাঠান। লরেন্স ধীরভাবে ও বিচক্ষণতার সহিত সে কার্য্যের মীমাংসাভার ভারতসচিবের (Conservative Secretary of State for India) হস্তে সমর্পণ করেন। ভারতসচিব মহিসুররাজের দত্তকপুত্রকে রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মিশর ও আবিসিনীয় যুদ্ধে ভারত হইতে দেশীয় সেনাদল সুদূর পশ্চিমে প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের ভারত-প্রতিনিধি

জম্ভটিকা কলতিকঃ খণ্ডকঃ খুরিকস্তথা।
কথিতশ্চতুরস্রোঽর্দ্ধশ্চতুরস্রোঽথ নর্ত্তকঃ।
ত্র্যস্রঃ ষড়্‌ঙ্গালনাবকুট্টা নন্দঘটীত্যপি।
কাবষশ্চর্চ্চরী খট্টা মিশ্রোঽর্দ্ধবনিতা ততঃ।
অতিচিত্রঃ সময়শ্চ বলিতোঽর্দ্ধদলস্তথা।
আবিদ্ধস্ত টঙ্কবকস্ততশ্চিত্রবিচিত্রকৌ।
অগ্রী বিকৃতধাবা চ মুকুলোঽথ বিলোককঃ।
রমণীয়স্ততশ্চৈব করকণ্টকসংজ্ঞকঃ।
চত্বারিংশদিমে প্রোক্তা লয়া লয়বিশারদৈঃ।
অয়েন বস্তো ভগবান্ জয়ে লীনো জনার্দ্দনঃ। (সঙ্গীত দামোদর)

লখ্‌নৌ নগরে একটী রাজদরবারের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে তথাকার উত্তরপশ্চিম-ভারতবাসী তালুকদার, জমিদার ও অযোধ্যার প্রজাসাধারণ ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রতি সম্মাননা ও ইংরাজ গবর্মেন্টের প্রতি রাজভক্তির চরম নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল।

এই বৎসরে রুষরাজ-সেনাপতিগণ মধ্য এসিয়ার বোখারা-রাজ্যে ও উজ্‌বেকিস্থান প্রদেশে আসিয়া তথাকার আমীরকে আশ্রয় দান করেন। আমীরপুত্র বিদ্রোহী প্রজাবর্গের সহিত মিলিত হইয়া পিতৃসিংহাসন অধিকারে সচেষ্ট ছিলেন। রুষসেনার আশ্রয়প্রাপ্তিতে স্বীয় রাজপদ সুদৃঢ় করিয়া আমীর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রুষদিগকে বোখারায় স্থান দান করিলেন। রুষের আগমনে ভারতের বিপদের কারণ হইবে জানিয়া লর্ড লরেন্স আফগানপতি ও ইংরাজমিত্র দোস্ত মহম্মদের পুত্র শের-আলীকে কাবুল-সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজজাতির ও রাজ্যের মঙ্গলবিধানে তৎপর হইলেন। শের-আলী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইলেন এবং একজন আফগানরাজপুঙ্গব রুষসেনাদলে মিলিত হইয়া রাজ্যাধিকারে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই দারুণ গোলযোগের সময় মহামতি লরেন্স বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার এই নিরপেক্ষ রাজনীতিকে রাজনীতিজ্ঞেরা "as masterly inactivity" বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তিনি ভারতে প্রজার সুখবৃদ্ধির জন্য খাল বিস্তার করিয়া যান। তৎকালে তিনি ভারতের সর্ব্বত্র খালবিস্তারের (complete canalisazation of India) প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা বহুকোটী টাকা ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং রাজকোষ হইতে অর্থের সঙ্কুলান না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিদ হয়। তাঁহার আদেশে ভারতের গবর্মেণ্ট স্কুল সমূহে বাইবেল গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব ত্যাগ করিয়া ২৭শে মার্চ তারিখে বৃটেনরাজ্যে ফিরিয়া যান। ভারতসাম্রাজ্ঞী তাহাকে (Baron Lawrence of the Panjab and Grately in the county of Southamton) মর্য্যাদা এবং নানাবিধ মান্যসূচক উপাধি ও পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লরেন্স (সর-হেনরী), একজন ইংরাজ সেনাপতি। তিনি সিপাহীবিদ্রোহকালে, অযোধ্যার বিদ্রোহিদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। লখ্‌নৌ অবরোধকালে ও চিন্‌হুতের যুদ্ধে তিনি ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। চিন্‌হুতের যুদ্ধে বিদ্রোহিদল জয়লাভ করিয়া বীরদর্পে রেসিডেন্সী আক্রমণ করে। তাহাদের একটী গোলা হেন্‌রী লরেন্সের কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তাহার আঘাতে ৪ঠা জুলাই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

লর্ড (ইংরাজী) ১ ধনাঢ্য ব্যক্তির সম্মানসূচক উপাধি। ২ মহাপ্রভু, খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক যীশুখৃষ্ট ইনি Lord, the saviour অর্থাৎ মহাপ্রভু ও পরিত্রাতা বলিয়া খৃষ্টানসমাজে পূজিত। ৩ পরমপিতা পরমেশ্বর।

লর্ড গাফ্‌, একজন ইংরাজসেনাপতি। [গাফদেখ।]

লর্ড লেক, একজন ইংরাজসেনাপতি। [লেক দেখ।]

লর্ব্ব, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লর্ব্বতি। লুঙ্‌ অলর্ব্বীৎ। লিট্‌ ললর্ব্ব। লুট্‌ লর্ব্বিতা।

লল, ঈপ্সা। অদন্তচুরাদি° উভয়° সক° সেট্‌। লট্‌ ললয়তি, লালয়তি-তে।

ললজ্জিহ্ব (পুং) ললন্তী জিহ্বা যস্য। ১ উষ্ট্র। ২ কুক্কুর। (ত্রি) ৩ হিংস্র। (মেদিনী) ৪ চলদ্‌রসনাযুক্ত।

"তাবচ্চ প্রকটীভূয় ভগবান্ ভৈরবাকৃতিঃ।
উদ্ভাসির্লল্লজ্জিহ্বঃ কৃত্বা হুঙ্কারমভ্যধাৎ॥"(কথাসরিৎ° ১০৬।১২৭)

ললৎ (ত্রি) লড় শতৃ ডস্য ল। ১ বিলাসযুক্ত। ২ উন্মত্তবিশিষ্ট। ৩ জিহ্বাক্রিয়াবিশিষ্ট। ৪ ভক্ষণবিশিষ্ট। ৫ উৎক্ষেপবিশিষ্ট।

ললদম্বু (পুং) ললৎ চলদম্বু যত্র। ১ লিম্পাক। (জটাধর)

ললন (ক্লী) লল-ল্যুট্‌। ১ কেলি। (হেম) ২ চালন। (নাগোজীভট্ট)

"দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বা ললনভীষণা॥" (দেবীমাহাত্ম্য)

(পুং) লল্যতে ঈপ্স্যতে ইতি লল-কর্ম্মণি ল্যুট্‌। ৩ বাল। ৪ সাল। ৫ প্রিয়াল। (রাজনি°)

ললনা (স্ত্রী) ললয়তি ঈপ্সতি কামান্ লল-ল্যুট্‌-টাপ্‌। কামিনী।

"রতিলুলিতললিতললনা ক্রমজললববাহিনি মুহুর্যত্র।
শ্লথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ॥" (কলাবি° ১।৫)

২ নারীভেদ। ৩ জিহ্বা। (মেদিনী) ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮, ১০, ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। ৫ অন্য প্রকার ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে, তন্মধ্যে ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। ৬ গাথাভেদ।

ললনাপ্রিয় (ক্লী) ললনানাং প্রিয়ং। ১ হ্রীবের। (রাজনি°) (পুং) ২ কদম্ব। ৩ কামিনীবল্লভ, স্ত্রীদিগের প্রিয়।

ললনিকা (স্ত্রী) ললনা।

ললন্তিকা (স্ত্রী) ললন্তোব স্বার্থে কন্। ১ নাভিলম্বকণ্ঠিকাদি, সংস্কৃত পর্য্যায় লম্বন, নাভিলম্বিতহার। ২ গোধা। (শব্দমালা)

ললাক (পুং) মেহন।

ললাট (ক্লী) ললং ঈপ্সাং অটতি জ্ঞাপয়তি অট-অণ্। অবয়ব-বিশেষ, চলিত কপাল। সংস্কৃত পর্য্যায়—অলিক, গোধি,মহাশঙ্খ, শঙ্খ, ভাল, কপালক, অলীক, ললাটক। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, যাহাদের ললাট উন্নত, বিপুল ও বিষম, তাহারা নির্ধন এবং যাহাদের ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, তাহারা ধনবান্। এইরূপ শুক্তিবিশাল হইলে ধার্ম্মিক ও শিরাল হইলে পাপকারী, স্বস্তিকাদি-রেখা ও উন্নতশিরা থাকিলে ধনবান্, সংবৃত হইলে কৃপণ, ও উন্নত হইলে নৃপ এবং নিম্ন হইলে পাপকারী হইয়া থাকে। ললাটের উপরি যাহার তিনটী রেখা আছে, তাহার শতবর্ষ পরমায়ু, এইরূপ চারিটী রেখা থাকিলে ৯৫ বৎসর পরমায়ু ও রাজা, রেখা না থাকিলে ৯০ বৎসর পরমায়ু, রেখা ছিন্ন ভিন্ন হইলে পুংশ্চল, কেশান্ত পর্য্যন্ত থাকিলে ৮০ বৎসর পরমায়ু, ৫, ৬, ৭ বা বহুরেখা থাকিলে ৫০ বৎসর, বক্র হইলে ৪০ বৎ-সর এবং ভ্রূলগ্নগামী রেখা হইলে ৩০ বৎসর এবং বামদিকে বক্ররেখা হইলে বিংশতিবৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে। রেখা ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু হয়।* (গরুড়পু০)

সামুদ্রিকেও ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা সামুদ্রিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহারা ললাট দেখিয়া মানবে আয়ু ও শুভাশুভ প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ললাটক (ক্লী) ললাটমেব ললাট-কন্। ১ প্রশস্তললাট। (শব্দরত্না°) ২ ললাটমাত্র। (ধনঞ্জয়)

ললাটন্তপ (ত্রি) ললাটং তপতীতি ললাটন্তপ (অসূর্য্যললাটয়ো-র্দৃশিতপোঃ। পা ৩।২।৩৬) ইতি খশ্ মুম্। ১ ললাট-তাপক, ললাটতাপকারী। ২ সূর্য্য।

"হবির্ভুজামেধবতাং চতুর্ণাং মধ্যে ললাটন্তপসপ্তসপ্তিঃ।"(রঘু ১৩।৪১)

* "উন্নতৈর্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈর্বিষমৈস্তথা।
নির্দ্ধনা ধনবন্তশ্চ অর্দ্ধেন্দুসদৃশৈর্নরাঃ।
আচার্য্যাঃ শুক্তিবিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ।
উন্নতাভিঃ শিরাভিশ্চ স্বস্তিকাদিভির্ধনেশ্বরাঃ।
নিম্নৈর্ললাটৈর্বধার্হা ক্রূরকর্ম্মরতাস্তথা।
সংবৃতৈশ্চ ললাটৈশ্চ কৃপণা উন্নতৈর্নৃপাঃ।
ললাটোপস্থতা-স্ত্রিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণাম্।
নৃপত্বং স্যাচ্চতসৃভিরায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ।
অরেখেনায়ুর্নবতির্বিচ্ছিন্নাভিশ্চ পুংশ্চলাঃ।
কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ুর্নরো ভবেৎ।
পঞ্চভিঃ সপ্তভিঃ ষড়্‌ভিঃ পঞ্চাশদ্বহুভিস্তথা।
চত্বারিংশচ্চ বক্রাভিস্ত্রিংশদ্ ভ্রূলগ্নগামিভিঃ।
বিংশতির্বামবক্রাভিরায়ুঃক্ষুদ্রাভিরল্পকম্।
ন পৃথু-বাসেন নিত্তে ক্রমো চাষ ললাটকম্।" (গরুড়পু: ৬৫ অ০)

ললাটপুর (ক্লী) নগরভেদ। (পা০ ৫।৪।৭৪)

ললাটফলক (ক্লী) কপাল।

ললাটরেখা (স্ত্রী) কপালের রেখা। ললাটলেখা। প্রবাদ আছে যে, বিধাতা জাতকের ষষ্ঠী জাগর-বাসরে অর্থাৎ ৬ দিনের দিন রাত্রে ললাটে অক্ষর-সমূহের শুভাশুভ লিখিয়া দিয়া থাকেন।

ললাটাক্ষ (ত্রি) ললাটে অক্ষিণী যস্য। শিব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দুর্গা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

ললাটিকা (স্ত্রী) ললাটে ভবোঽলঙ্কারঃ (কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫) ইতি কন্। স্বর্ণাদিরচিত ললাটাভরণ, কপালের গহনা। পর্য্যায় পত্রপাশ্যা। (অমর) ২ ললাটস্থ চন্দন। পর্য্যায় শঙ্খচর্চ্চী। (শব্দরত্না°) ৩ তিলক।

"তদা প্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে ললাটিকা চন্দনধূসরাঙ্গকা।
ন জাতু বালা লভতেস্ম নির্বৃতিং-
তুষারসংঘাতশিলাতলেষ্বপি॥" (কুমার ৫।৫৫)

ললাটূল (ত্রি) উচ্চ কপালযুক্ত।

ললাটেন্দুকেশরী, উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় একজন রাজা।
[উড়িষ্যা দেখ।]

ললাট্য (ত্রি) ললাট সম্বন্ধীয়।

ললাম (ক্লী) লড় বিলাসে ক্বিপ্, তম্ অমতি প্রাপ্নোতীতি অম-গতৌ অন্ ড়স্য লত্বং। ১ চিহ্ন। ২ ধ্বজ। ৩ শৃঙ্গ। ৪ প্রধান। ৫ ভূষা, ভূষণ।

"পৌত্রস্তব শ্রীললনাললামং
দ্রষ্টা স্ফুরৎ কুন্তলমণ্ডিতানাং।" (ভাগ° ৩।১৪।৪৮)

৬ বালধি। ৭ পুণ্ড্র। ৮ তুরঙ্গ। ৯ প্রভাব। (মেদিনী) ১০ অশ্বললাটে অঙ্কবর্ণচিহ্ন। ১১ গবাদির ললাটচিহ্ন। ১২ অশ্বের ভূষণ। এই শব্দ পুং ক্লী এই দুই লিঙ্গই হয়।

"ললামোঽস্ত্রী ললামাপি প্রভাবে পুরুষে ধ্বজে।
শ্রেষ্ঠভূষাপুণ্ড্রশৃঙ্গপুচ্ছচিহ্নাশ্বলিঙ্গিষু॥"
(রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত যাদব)

(ত্রি) ১৩ রম্য, শ্রেষ্ঠ।

"ললামৈর্হরিভির্যুক্তঃ সর্ব্বশব্দসহৈর্যুধি।
রাজ্ঞাং মধ্যে মহেষ্বাসঃ শান্তভীরভ্যবর্ত্তত॥"(ভারত ৭।২২।১৩)

ললামক (ক্লী) পুরোন্যস্তমাল্য; ললাটোপরি লম্বমান মাল্য।
'তদৈব মাল্যং পুরঃ সম্মুখভাগে ন্যস্তং ললাটপর্য্যন্তমাজতং ললামকং তিলকমিব ইতি ইবার্থে কঃ'। (ভরত)

ললামগু (পুং) শিশ্ন।

ললামন্ (ক্লী) ললাম।

"প্রধানধ্বজশৃঙ্গেষু পুণ্ড্রবালধিলক্ষ্মসু।
ভূষাবাজিপ্রভাবেষু ললামং স্যাৎ ললাম চ॥" (রুদ্র)

২ পুরুষ। (রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত যাদব)

ললামবৎ (ত্রি) সুন্দর অলঙ্কৃত।

ললামী (স্ত্রী) কর্ণভূষণবিশেষ, কানের গহনা। পর্য্যায় উৎ-ক্ষিপ্তিকা। (শব্দমালা)

ললিত (ক্লী) লল-ক্ত। ১ শৃঙ্গারভাবজ ক্রিয়াবিশেষ। সুকুমার-রূপে ভ্রূনেত্রাদির ক্রিয়ার সহিত করচরণাদির অঙ্গবিন্যাস।

"ভ্রূনেত্রাদিক্রিয়াশালিসুকুমারবিধানতঃ।

হস্তপদাঙ্গবিন্যাসস্তরুণ্যা ললিতং বিদুঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

সুকুমাররূপে অঙ্গবিন্যাস মসৃণ হইলে তাহাকে ললিত কহে।

"সুকুমারাঙ্গবিন্যাসে মসৃণো ললিতং ভবেৎ।" (ভরত)

উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে, যে স্থলে অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার এবং ভ্রূবিলাসাদি দ্বারা মনোহর হয়, তথায় ললিত হইয়া থাকে।

"বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।

সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

"সভ্রূভঙ্গং করকিশলয়াবর্ত্তনৈরাপতন্তী

সা লিম্পন্তী ললিতললিতা লোচনস্তাঞ্জনেন।

বিন্যস্যন্তী চরণকমলে লীলয়া স্বৈরযাতে-

নিঃশঙ্কা চ প্রথমবয়সা নর্ত্তিতা পঙ্কজাক্ষী॥"(অমরটীকায় ভর°)

(পুং) লল্যতে ঈপ্সতে ইতি লল কর্ম্মণি ক্ত। ২ রাগবিশেষ। এই রাগ প্রাতঃকালে গান করিতে হয়। ইহার রূপ—এই রাগ প্রস্ফুটিত সপ্তচ্ছদ (পুষ্পমাল্যধারী, যুবা, অতিশয় গৌরবর্ণ, লোচনশ্রী অলস, (ভাবে ঢলঢল) বিলাসবেশে বিভূষিত হইয়া প্রভাতকালে গৃহ হইতে বিনির্গত হইতেছেন।

"প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমাল্যধারী যুবাতিগৌরোঽলসলোচনশ্রীঃ।

বিনিঃসরন্ বাসগৃহাৎ প্রভাতে বিলাসিবেশো ললিতঃ প্রদিষ্টঃ॥"

গানসময়—

"প্রাতর্গেয়াস্ত দেশাগো ললিতঃ পটমঞ্জরী।

বিভাষা ভৈরবী চৈব কামোদা গোণ্ডকীর্য্যপি॥"(সঙ্গীতদামো°)

(ত্রি) ৩ সুন্দর, মনোহর, মনোজ্ঞ।

"অথ তস্য বিবাহকৌতুকং ললিতং বিভ্রত এব পার্থিবঃ।"(রঘু ৮।১)

৪ ঈপ্সিত। (মেদিনী) ৫ চলিত। (বিশ্ব)

ললিতক (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ।

ললিতকান্তা (স্ত্রী) ললিতা কান্তা চ। মঙ্গলচণ্ডিকা, দুর্গা। লোকে মঙ্গলকামনায় এই দেবীর পূজা করিয়া থাকে।

"যৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।

বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥

রক্তকৌষেয়বস্ত্রা চ স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।

নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥" (তিথিতত্ত্ব)

ললিতচৈত্য (পুং) চৈত্যভেদ।

ললিততাল (পুং) সঙ্গীতের তালভেদ।

ললিতপদ (ত্রি) ১ সুন্দর পদযুক্ত। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর আছে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০ বর্ণ গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু।

ললিতপুর (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।১৮৭)

ললিতপুর (লালিতপুর), যুক্তপ্রদেশের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। ঝাঁসি-বিভাগের অন্তর্গত ও তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ১৯৪৭ বর্গমাইল। অক্ষা° ২৪°৯´৩´´ হইতে ২৫°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১২´২০´´ হইতে ৭৯°২´১৫´´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তর ও পশ্চিমে বেতবা (বেত্রবতী) নদী, দক্ষিণপশ্চিমে নারায়ণ নদ, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল ঘাটমালা ও সাগর জেলা, দক্ষিণপূর্ব্বে ও পূর্ব্বে উর্চ্ছারাজ্য ও ধসান নদী; এবং উত্তরপূর্ব্বে যামুনী নদী। ললিতপুর নগর ইহার বিচার সদর।

বুন্দেলখণ্ডের পার্ব্বত্যপ্রদেশ লইয়া এই জেলা গঠিত। সেই ক্রমোচ্চনিম্ন পার্ব্বত্য ভূমিভাগে বেত্রবতী ও যামুনী নদী প্রবাহিত। দক্ষিণের বিন্ধ্যাচল-সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ বনমালাসমাচ্ছন্ন লালবর্ণের কঙ্কর পূর্ণ ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ পলিমাটি দৃষ্ট হয়; উহা স্থানবিশেষে মোড়ি ও মার নামে খ্যাত।

এই সমগ্র জেলাই নদীমালায় পূর্ণ। বিন্ধ্যপাদনিঃসৃত নানা গিরিনদী পর্ব্বতগাত্রবিধৌত করিয়া এই জেলার মধ্যদিয়া যমুনা নদীতে মিশিয়াছে। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী এই ক্রমোচ্চ-নিম্ন অববাহিকার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সমগ্র জেলাটী যেন নদীসমূহে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতম নদীর মধ্যে বেত্রবতী, ধসান ও যমুনা উল্লেখযোগ্য।

নদী ভিন্ন এখানে অনেকগুলি বড় বড় বাঁধ ও দীর্ঘিকা আছে। তন্মধ্যে তালবেহাত সর্ব্বাপেক্ষা বড়, উহার জলকর প্রায় ৪৫৩ একার। ধৌরীসাগর, দুধী, বাড় প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন দীর্ঘিকা আজিও স্থানীয় কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। স্থানীয় বন-মালার মধ্যে বালাবহৎ ও লক্ষ্মণজীর বন উল্লেখযোগ্য। এখানে সহারিয়া নামে এক পার্ব্বত্যজাতির বাস আছে। তাহারা বন-জাত মহুয়া, চিরোঞ্জী, লাক্ষা, মধু, মোম, গঁদ ও অন্যান্য মূলাদি নিকটবর্ত্তী নগরাদিতে আনিয়া বিক্রয় করে। ঐ সকল বনে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, হায়না, নেকড়ে, বনবরাহ, বন্যকুক্কুর ও শাম্বর, চিতল, চৌশিঙ্গা প্রভৃতি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ললিতপুরের প্রাচীন কোন ইতিহাস নাই, পূর্ব্বে এখানে অসভ্য গোঁড় জাতির বাস ছিল। এখনও বিন্ধ্যশৈলমালার চূড়া-দেশে সেই পার্ব্বত্যজাতির প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরাদি সেই অতীত

স্মৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সময়েও পর্ব্বত প্রান্তস্থিত কএকটী গ্রামে এখনও গোঁড়জাতির বাস দেখা যায়।

পরবর্ত্তিকালে এখানে আর্য্য উপনিবেশ স্থাপিত হইলে সেই গোঁড়গণ ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ হইয়া তাহারই অনুরাগী হয় এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা শিক্ষা ও সভ্যতা গুণে সমুন্নত হইয়া উঠে। তাহাদের স্থাপত্যবিস্তার পরিচয় স্বরূপ আজিও অট্টালিকা ও জলনালীসমূহ এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহাদের অধঃপতনের পর মহোবার চন্দেলবংশীয় রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। বান্দা ও হামীরপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। তৎপ্রসঙ্গে এই রাজবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। [বান্দা ও হামীরপুর দেখ।]

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে এই চন্দেল রাজবংশের অধঃপতন ঘটে। তখন এই জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণের শাসনাধীন হয়। ঐ সামন্তগণ দিল্লীর মুসলমান-রাজগণের প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে দুর্দ্ধর্ষ বুন্দেলা জাতি এই প্রদেশ আক্রমণ ও অধিকার করে। তাহারা প্রথমে ঝাঁসীতে ও পরে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বর্ত্তমান ললিতপুর জেলা চন্দেরীর বুন্দেলরাজ্যের অন্তর্গত এবং এখানকার রাজবংশ রাজা রুদ্রপ্রতাপের বংশধর। ১৭০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদ্বংশীয় নয়জন রাজা চন্দেরীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে দিল্লীর মোগলসম্রাট্‌গণও মধ্যে মধ্যে এইস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। অবশেষে নবম রাজা রামচাঁদ তীর্থযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যায় গমন করিলে, তাঁহার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ এই প্রদেশে প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক দিন এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্রকে তাঁহারা অধিকাংশ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিতে বাধ্য হন। ইহার দুই বৎসর মধ্যে জনৈক অমাত্যের প্ররোচনায় রাজকুমার গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুরপ্রহ্লাদ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল এবং শাসনকার্য্যে অকর্ম্মণ্য ছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তগণ পূর্ব্বাভ্যস্ত লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে উপদ্রব করিতে থাকে। রাজা মুরপ্রহ্লাদ কিছুতেই তাহাদিগকে বশে রাখিতে পারিলেন না। উপর্য্যুপরি এইরূপ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে করিতে যখন তাঁহারা ১৮১১ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া সিন্দেরাজের প্রজাবর্গের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন গোয়ালিয়রপতি তাহার প্রতিহিংসা সাধনে অগ্রসর হইলেন। মহারাজের আদেশে সিন্দে-সৈন্ত চন্দেরী আক্রমণ করিল। গোয়ালিয়র-সেনাপতি জিন্ বাপ্তিস্তে (Jean Baptiste) সদলে অগ্রসর হইয়া কোট্রাবংশী, রাজবাড়া ও ললিতপুর দুর্গ অধিকার করিলেন। মুরপ্রহ্লাদ ঝাঁসীতে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নগররক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কএক সপ্তাহকাল অবরোধের পর ভীমবেগে যুদ্ধ করিয়া চন্দেরী-সৈন্ত আত্মসমর্পণ করিল। একজন ঠাকুর সামন্তের বিশ্বাসঘাতকতায় চন্দেরী শত্রুহস্তগত হইল। দেখিতে দেখিতে তালবেহাৎবাসীও সিন্দে রাজকরে আত্মসমর্পণ করিলেন। সিন্দে মহারাজ তখন সেই প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে তথাকার শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিলেন।

গোয়ালিয়ার-মহারাজ অনুকম্পা করিয়া পূর্ব্বতন জায়গীরদারদিগকে তাঁহাদের জায়গীর ফিরাইয়া দিলেন এবং রাজা মুরপ্রহ্লাদ স্বীয় ভরণপোষণের জন্ত ৩১ খানি গ্রাম পাইলেন।

ইহার পর ৩৫ বৎসর কাল এই প্রদেশে শান্তি বিরাজিত ছিল। সিন্দেরাজের নির্দ্দিষ্ট শাসনপ্রণালীতে এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে লাগিল, কিন্তু অকস্মাৎ বুন্দেলাগণ পূর্ব্বরাজকে নায়ক মনোনীত করিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন সিন্দেমহারাজ পুনরায় কর্ণেল বাপ্তিস্তেকে রাজ্যে শান্তি বিধানার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বন্দোবস্তানুসারে ললিতপুররাজ্য তিন ভাগ হইল। একভাগ রাজা মুরপ্রহ্লাদ পাইলেন ও দুইভাগ সিন্দেরাজের রাজ্যভুক্ত রহিল, রাজা মুরপ্রহ্লাদ এই ক্ষুদ্র রাজ্য লইয়াও আপনার অধীনস্থ ঠাকুর সামন্তদিগের সহিত বিবাদ করিতে করিতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে স্বীয় কলহপূর্ণ জীবনের অবসান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মর্দ্দনসিংহ রাজা হইলেন। উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পরে মহারাজপুর-যুদ্ধের অবসানে সিন্দেরাজ গোয়ালিয়ার-সেনাদলের ভরণপোষণ-ব্যয়ভার-বহনের জামিন স্বরূপ ইংরাজ-রাজ-করে চন্দেরী রাজ্যের নিজ অংশ সমর্পণ করিলেন।

ইংরাজগবর্মেণ্ট ঐ সম্পত্তি লাভ করিয়া উহাকে একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত করিয়া লইলেন, কিন্তু সন্ধির মর্ম্মানুসারে সিন্দে মহারাজের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও প্রজাবর্গের স্বাধিকার রক্ষা করিতে ইংরাজগবর্মেণ্ট স্বীকৃত রহিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এই প্রস্তাব মতে কার্য্য চলিয়াছিল। বাণপুররাজ মর্দ্দনসিংহ আপনার সম্মানহ্রাসে দুঃখিত হইয়া এই সময়ে বুন্দেলা-সর্দ্দারদিগকে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে রাজা মর্দ্দন সিংহ বিদ্রোহিদলে পরিবৃত হইয়া ঝাঁসী ও গোয়ালিয়ার বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করেন। এইরূপে বহুশত বিদ্রোহী সেনা এবং

ইংরাজের দেশীয় অনেক সেনানায়ককে সপক্ষে আনয়ন করিয়া রাজা মর্দ্দনসিংহ আপনাকে বাণপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে বাণপুরে কামান প্রস্তুতের জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। রাজা ক্রমশঃ সাগর জেলার উত্তরাংশে আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছেন দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সেনাপতি সর হিউ রোজের অধীনস্থ সেনাদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিল। রাজা মর্দ্দনসিংহ বনবধিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চন্দেরী অভিমুখে পলাইয়া আসিলেন। মার্চ্চ মাসে ইংরাজ-সৈন্য তাঁহাকে ললিতপুর হইতে বাণপুর ও তালবহৎ অভিমুখে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য করিল। রাজার পরাজয়ে অধীনস্থ সেনাদল ভীত হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। ঐ সময়ে গোয়ালিয়রের বিদ্রোহদমনার্থ ইংরাজ-সৈন্য চন্দেরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় বিদ্রোহিদল পুনরায় চন্দেরী-রাজ্য হস্তগত করিয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসে ইংরাজসৈন্য পুনরায় ললিতপুর আক্রমণ করিল। বুন্দেলা-গণ ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা ললিতপুর ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই বিদ্রোহের সময় বুন্দেল ঠাকুর সর্দ্দারগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব প্রকাশ করিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর এখানে শান্তি স্থাপিত হয়। অশিক্ষিত সর্দ্দারগণ ইংরাজগবর্মেণ্টের কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া শান্তিময় জীবন বহন করিতে বাধ্য হইল। তদবধি আর এখানে কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নাই।

এই জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরের নিকট ঠাকুর সর্দ্দারদিগের নির্ম্মিত বাসভবন ও দুর্গ দৃষ্ট হয়। সকল দুর্গের অধিকাংশই ধ্বংসাবস্থায় পতিত। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ললিত-পুর-বিজয়ের পর সেনাপতি সর হিউ রোজ উহার অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া দেন। এখন আর ঐ ঠাকুরেরা পথিকের নিকট অযথা কর আদায় করিতে পারেন না। বিন্ধ্যশৈলশ্রেণীর সমু-ন্নত শৃঙ্গে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ গুলি প্রাচীন গোঁড় অধিবাসীদিগের কীর্ত্তি। বর্ত্তমান জৈন অধিবাসিবৃন্দের উদ্‌যোগে এখানে একটী সুচারু মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী তহসাল। ললিতপুর, বংশী, তালবেহাৎ ও বালাবেহাৎ পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত। ভূরিমাণ ১০৫৯ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। ঝাঁসী হইতে সাগর যাইবার পথে সজাদ নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত। এই নদী যামুনী নদীর একটী শাখা। রাণী ললিতা দেবীর নামানুসারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল। প্রবাদ—একদা রাজা সুমেরুসিংহ জলোদরীরোগে আক্রান্ত হইয়া সপত্নীক অযো-ধ্যায় তীর্থযাত্রা করেন। বর্ত্তমান ললিতপুরের সন্নিধানে আসিয়া রাজা ও রাণী রাত্রিবাস করিলেন। রাত্রে রাণী স্বপ্ন দেখিলেন যে, "নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে কাই (Conferve) উত্তোলন করিয়া ভক্ষণ করিলে রোগ আরোগ্য হইবে।" তদনুসারে প্রাতে রাজা রাণীর স্বপ্নাদেশ পালন করিলেন। রাজা রোগ-মুক্ত হইলেন। তিনি রাণীর স্বপ্নের কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিয়া রাণীর নামানুসারে সেই স্থানে ললিতাপুর নগর স্থাপন করিলেন। এখনও রাজার প্রতিষ্ঠিত "সুমেরুসাগর" বিদ্যমান রহিয়াছে।

এখানকার একটী মসজিদে হিন্দুকীর্ত্তির নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, মুসলমানগণ হিন্দু মন্দিরটীকে সামান্য পরিবর্ত্তন দ্বারা মসজিদে রূপান্তরিত করিয়াছেন। ঐ মন্দিরে নাগরী অক্ষরে একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ১৪১৫ সম্বৎ দৃষ্ট হয়। উক্ত ফলকে পাঠানরাজ ফিরোজ শাহ "রাজাধিরাজ-পতে শ্রীসুরতান পেরোজশাহী" নামে বর্ণিত হইয়াছেন। অধিক সম্ভব, মালবের খিলজিবংশীয় রাজগণ হিন্দুকীর্ত্তি নাশ করিয়াছিলেন।

ললিতপুরাণ (ক্লী) বৌদ্ধপুরাণভেদ। [ললিতবিস্তর দেখ]

ললিতপ্রহার (পুং) অল্প প্রহার।

ললিতললিত (ক্লী) অতি সুন্দর।

ললিতলোচন (ত্রি) সুন্দরচক্ষুঃ। (স্ত্রী) বিদ্যাধর বাণদত্তের কন্যা।

ললিতবনিতা (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী।

ললিতবিস্তর (পুং) বুদ্ধদেবের (শাক্যসিংহ) জীবনচরিতবিষয়ক সুপ্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থভেদ। [গাথা দেখ।]

ললিতব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ। ২ দেবপুত্রভেদ। ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

ললিতা (স্ত্রী) ললিত-টাপ্‌। ১ কস্তুরী। ২ নারী। (রাজনি°) ৩ নদীবিশেষ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

পুরাকালে ব্রহ্ম-নন্দন বশিষ্ঠ নিমিরাজার শাপে দেহহীন এবং রাজর্ষি নিমিও বশিষ্ঠশাপে দেহহীন হন। তখন বশিষ্ঠ ব্রহ্মার উপদেশে কামরূপপীঠে সন্ধ্যাচলে কঠোর তপোঽনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন, বশিষ্ঠ এই বরপ্রভাবে অমৃতকুণ্ড নামে এক মহাকুণ্ড নির্ম্মাণ করেন, এই কুণ্ডের পূর্ব্বে ললিতা নামে মনোহারিণী ও দক্ষিণসাগরগামিনী এক নদী আছে, মহাদেব এই নদীকে অবতারিত করেন। বৈশাখ মাসের শুক্লাতৃতীয়ার দিন এই নদীতে স্নান করিলে শিবলোক-

প্রাপ্তি হয়। ললিতানদীর পূর্ব্বতীরে তগবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণু লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন। যাহারা শুক্লাদ্বাদশীতে ললিতাস্নান করিয়া এই পর্ব্বতে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করে, তাহাদের ইহলোকে নানাসুখ ও পরলোকে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে। (কালিকাপু॰ ৮১ অ॰)

বৃহন্নীলতন্ত্রের ২॰ অধ্যায়ে এই তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে।

২ গোপীবিশেষ। এই গোপী শ্রীরাধিকার সখী। শ্রীমতী রাধিকার প্রধানা অষ্টসখীর মধ্যে একজন। গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীমতী রাধিকার লোমকূপ হইতে এই সকল গোপীর উৎপত্তি হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰)

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে, যিনি ললিতা, তিনিই দুর্গা এবং রাধিকা, ইহাতে কোন ভেদ নাই।

"যা দুর্গা সৈব ললিতা ললিতা সৈব রাধিকা।
এতাসামন্তরং নাস্তি সত্যং সত্যং হি নারদ॥"
(পদ্মপু॰ পাতালখ॰ রাসলীলা)

৩ রাগিণীভেদ। সঙ্গীতদামোদরের মতে এই রাগ মেঘ-রাগের পত্নী।

"ললিতা মালসী গৌড়ী লাটী দেবকিরী তথা।
মেঘরাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুমধ্যমাঃ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

হনুমন্মতে এই রাগিণী হিন্দোলরাগের পত্নী, সোমেশ্বরমতে বসন্তরাগের পত্নী। এই রাগিণী যথা—স, গ, ম, ধ, নি, স। অথবা স, রি, গ, ম, প, ধ, নি, স ইহা প্রথম। ধ, নি, স, গ, ম, ধ ইহা দ্বিতীয়। ইহার স্বরূপ ও ধ্যান—

"রিপুবর্জ্যা চ ললিতা ঔড়বা সত্রয়া মতা।
মূর্চ্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সম্পূর্ণাং কেচিদূচিরে।
ধৈবতত্রয়সংযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা॥

ধ্যান—

প্রফুল্লসপ্তচ্ছদমাল্যকণ্ঠা সুগৌরকান্তির্যুবতী সুদৃষ্টিঃ।
বিনিশ্বসন্তী সহসা প্রভাতে বিলাসবেশা ললিতা প্রদিষ্টা॥
(সঙ্গীতরত্নাকর)

ললিতাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

ললিতাতৃতীয়াব্রত (ক্লী) যোষিদ্ব্রতভেদ।

ললিতাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের কর্কোটবংশীয় একজন বিখ্যাত রাজা। ইহার উপাধি মুক্তাপীড়। দুর্লভবর্দ্ধনের পুত্র। মহারাজ তারাপীড়ের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহারাজ চন্দ্রাপীড় ইহাকে চীনসম্রাট্ সুয়েন্ সঙ্গের সভায় দূতরূপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি কনোজরাজ যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৭২৩-৭৬॰ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করেন। [কাশ্মীর দেখ।]

ললিতাদিত্য (২য়), কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ।]

ললিতাদিত্যপুর (ক্লী) ললিতাদিত্যকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

ললিতাপঞ্চমী (স্ত্রী) আশ্বিন মাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথি, এই দিনে ললিতাদেবীর (পার্ব্বতী) পূজা হইয়া থাকে।

ললিতাপীড় (পুং) কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য।

ললিতাপুর, প্রাচীন নগরভেদ। এখানে ললিতাদেবী বিরাজিত আছেন। (বৃহন্নীল॰ ২২) [ললিতপুর দেখ।]

ললিতাব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

ললিতাষষ্ঠী (স্ত্রী) ব্রতভেদ।

ললিতাসপ্তমী (স্ত্রী) ললিতাখ্যা সপ্তমী। ভাদ্রমাসের শুক্ল-সপ্তমী ব্রতবিশেষ, এই সপ্তমীতিথিতে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করা হয়, এই জন্য ঐ ব্রতের নাম ললিতাসপ্তমীব্রত, ইহাকে কুক্কুটী-ব্রতও কহে।

ললিত্থ, প্রাচীন জনপদভেদ। (মার্ক॰ ৫৭।৩৭) বামনপুরাণে (১৩।৩৮) নলিঙ্গ এবং অপরাপর পুরাণে কলিঙ্গ পাঠ দৃষ্ট হয়।

ললিথ (পুং) জাতিবিশেষ।

ললীতিকা (স্ত্রী) তীর্থভেদ। চম্পাজনপদে অবস্থিত।
(ভারত ৩।৮৪।১২৬)

ললাান (ক্লী) জনপদভেদ। (রাজতর॰ ৬।১৮৩)

লল্ল (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ। লল্লাচার্য্য।

লল্ল, বিধানমালাপ্রণেতা। ঢুণ্ঢিরাজ লল্লোপাধ্য নামে আর একজন পদ্ধতিকার দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচিত মৃতপত্নীকাধান, স্বর্গদ্বারেষ্টিসত্রপ্রয়োগ ও হৌত্রসামান্য গ্রন্থ দেখিলে বোধ হয় যে উভয়েই এক ব্যক্তি।

লল্ল, জ্যোতিষরত্নকোষ, গণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এবং শিষ্যধী-বৃদ্ধিদ-মহাতন্ত্র নামক জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা ত্রিবিক্রম ভট্টের পুত্র। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিতে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

লল্ল(চ্ছন্দ), ছিন্দবংশীয় একজন রাজা। মলহণের পুত্র ও বৈর-বর্ম্মার পৌত্র। ইহার মাতা অণহিলা চুলুকীশ্বরবংশীয় ছিলেন।

লল্লবারাহসুত (পুং) ১ লল্ল এবং বারাহের পুত্র। ২ নক্ষত্র-সমুচ্চয়প্রণেতা।

লল্লাদীক্ষিত, মৃচ্ছকটিকটীকা-রচয়িতা। লক্ষ্মণের পুত্র এবং শঙ্কর দীক্ষিতের পৌত্র। ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

লল্লিয়শাহী, কাবুলের শাহিবংশীয় একজন হিন্দু রাজা। ইহার অপর নাম কমলুক। উদ্ভাণ্ডপুরে ইহার রাজধানী ছিল। রাজ-তরঙ্গিণীতে (৫।১৫৪) বর্ণিত আছে, মহারাজ প্রভাকরদেবের মন্ত্রী গোপালবর্ম্মা ইহার পুত্র তোরমাণকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া-

ছিলেন। খোরাসানপতি আমরু ইবন্ সেইর সমসাময়িক (৮৭৪-৯০১ খৃঃ) ছিলেন।

লল্লুজীলাল (পুং) একজন গ্রন্থকার।

লব (ক্লী) লূ-অপ্। ১ জাতীফল। (শব্দচ০) ২ লবঙ্গ। ৩ লামজ্জক। ৪ ঈষৎ। (পুং) লবণমিতি লূ-অপ্। ৫ লেশ।

"বক্রেতরাগ্রৈরলকৈস্তরুণ্যশ্চূর্ণারুণান্ বারিলবান্ বমন্তি।" (রঘু ১৬।৬৬)

৬ বিনাশ। ৭ ছেদন। ৮ কালভেদ। অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, দুই কাষ্ঠায় এক লব।

'অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠা কাষ্ঠাদ্বয়ং লবঃ।' (হেম)

৯ পক্ষিভেদ, লাবানামক পক্ষী। (রাজনি০) ১০ কিঞ্জল্ক। ১১ পক্ষ। ১২ গোপুচ্ছলোম। (রঘুটীকায় মল্লিনাথধৃত বৈজয়ন্তী) ১২ রামচন্দ্রের পুত্র। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লিখিত আছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীর গর্ভাবস্থায় লোকাপবাদ-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে লক্ষ্মণের প্রতি আদেশ দেন, লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া গিয়া বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইসেন। সীতা বাল্মীকির আলয়ে যমজ দুইটী সন্তান প্রসব করেন, এই পুত্রদ্বয়ের নাম লব ও কুশ। বাল্মীকি এই পুত্রদ্বয়কে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কৃত করিয়া রামায়ণ গান শিক্ষা দেন। লব ও কুশ রামচন্দ্রের সভায় রামায়ণ গান করিলে রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করেন। (রামায়ণ উত্তরকা০) [সীতা ও রাম শব্দ দেখ।]

লবক (পুং) ১ ছেদক। ২ দ্রব্যভেদ।

লবঙ্গ (ক্লী) লুনাতি শ্লেষ্মাদিকমিতি লূ (তরত্যাদিভ্যশ্চ। উণ্ ১।১১৯) ইতি অঙ্গচ্। স্বনামখ্যাত বণিক্দ্রব্যভেদ। (Caryophyllus aromaticus = Cloves) হিন্দী—লোঙ্, লোঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও কলিঙ্গ—লবঙ্গকলিকা, লবিঙ্গ; তামিল—কিরম্বের, কিরাম্বু, ইলবঙ্গ-অপ্পু, করুবাপ্পুইক্রম্বু; তৈলঙ্গ—লবঙ্গলু, দ্রাবিড়—লবঙ্। মলয়ালম্—ছঙ্কি, শিঙ্গাপুর—বরল; পারস্য—মেথক্; বাঙ্গালা—লঙ্গ, লবঙ্গ। সংস্কৃত পর্য্যায়—দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ, শ্রীপ্রসূন, লবঙ্গক, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, শ্রীপুষ্প, রুচির, বারিসম্ভব, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণকুসুম, চন্দনপুষ্প।

এই বৃক্ষ মালাক্কা দ্বীপে প্রভূত জন্মে। ওলন্দাজ বণিকেরা যখন আম্বয়না দ্বীপে লবঙ্গের চাস একচেটিয়া করিতে সচেষ্ট ছিলেন, তখন কোন সুযোগে দক্ষিণভারতে ও অন্যান্য গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে উহার চাস বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বাজারে বাণিজ্যার্থ আনীত যে লবঙ্গ আমরা দেখিতে পাই উহা উক্ত বৃক্ষের ফুল-কলিকামাত্র।

উত্তম সারযুক্ত মৃত্তিকায় লবঙ্গ রোপণ করাই নিয়ম। প্রথমে যথারীতি মৃত্তিকার পাট করিয়া ১২ ইঞ্চ অন্তর এক একটী ফল পুতিতে হয়। ৫ সপ্তাহের মধ্যে গাছের কলা বাহির হইয়া থাকে। ঐ সময়ে গাছের উপর আতপতাপ না লাগে, এই-রূপ ভাবে আচ্ছাদন দেওয়া আবশ্যক। সময় মত জমিতে জল না দিলে গাছ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। গাছ ৪ ফিট্ আন্দাজ বড় হইলে এক একটী উঠাইয়া ৩০ ফিট্ অন্তর পুতিতে হয়। বালুকাময় অথবা আগ্নেয়-শৈলোদ্গারিত মৃত্তুমে রোপণ করিলে ইহার ফল অধিক হয়। বৃক্ষরোপণের ছয় বৎসর পরে ফল হইতে আরম্ভ হয় এবং ১২ বৎসর পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদনন্তর বৃক্ষের প্রৌঢ়াবস্থা। ঐ সময়ে এক একটী বৃক্ষে বৎসরে ৴৩ হইতে ৴৩।০ পর্য্যন্ত ফুল পাওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ কমিতে থাকে। সুমাত্রা দ্বীপে প্রায় এক বৎসর অন্তর ফুল হয়। সেখানে ২০ হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত গাছ জীবিত থাকে। ঐ সময়ে গাছের পল্লবগুলি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যায়। আম্বয়না দ্বীপে ১২ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত গাছের ফুল ধরে না। তার পর প্রচুর ফুল হয়। ৭৫ হইতে ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ফল হইতে দেখা যায়। এই কারণে প্রতি ৮ বৎসর অন্তর তথায় লবঙ্গের চাস হইয়া থাকে। তাহাতে ফুলকলিকার হ্রাস উপলব্ধি হয় না।

ফুলকলিকাগুলি উজ্জ্বল লালবর্ণ হইলেই বৃক্ষ হইতে তুলিয়া লওয়া হয়। হাতে করিয়া এক একটী কলিকা উত্তোলন করাই প্রকৃষ্ট উপায়, কারণ তাহা হইলে ফুল নষ্ট হইবার কোন ভয় থাকে না। উচ্চ ডালে যে ফুল থাকে, তাহা ছিঁড়িয়া লইবার জন্য একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইবার উপযোগী সিঁড়ি ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় গাছের নিম্নে কাপড় বিছাইয়া বৃক্ষোপরি বংশযষ্টি দ্বারা আঘাত করা হইয়া থাকে। এই প্রথায় গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া গাছ নষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। ইহার পর উত্তোলিত কলিকাগুলিকে নিয়মিত প্রণালীতে শুকাইয়া কটাশেবর্ণ (Brown) হইয়া আসিলে থলিতে ভরা হয়। সুমাত্রা দ্বীপে মাদুরের উপর কলিকা বিছাইয়া সূর্য্যতাপে শুকান হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যান্য স্থানে চেটাইর উপর মাদুর বিছাইয়া তদুপরি লবঙ্গ-কলিকা ছড়াইয়া দেয় এবং তাহাই মৃদু অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া কলিকাগুলিকে ধূমনিষিক্ত বা স্বেদযুক্ত করিয়া লয়; কিন্তু এই ধূমনিষিক্ত করিবার পূর্ব্বে কখনই গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লয় না। যখন লবঙ্গগুলি অঙ্গুলদ্বয়ের মধ্যে টিপিলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই তাহা বাণিজ্যের উপযোগী হইয়া থাকে।

লবঙ্গের কলিকা ও তাহার বোঁটা জলে চোঁয়াইলে এক প্রকার সুগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। উহা বর্ণহীন এবং কখন কখন সামান্য হরিদ্রাবর্ণের হইতে দেখা যায়। সুগন্ধি দ্রব্য

(perfumery) এবং বসা, সাবান ও মত্তের গন্ধবৃদ্ধি করিতে উহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। জর্মণরাজ্যে কার্ব্বলিক এসিডের সহিত উহা মিশান হইয়া থাকে। ৪ ঔন্স লবঙ্গ তৈল এক গালন স্পিরিটে মিশাইয়া লইলে লবঙ্গসার (essence of cloves) প্রস্তুত হয়।

বেনকুলেন, পিনাং, আম্বয়না ও জাঞ্জিবর জাত লবঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঔষধার্থ যে সকল লবঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তাহা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট ও তীব্র কটু এবং নখাগ্র দ্বারা পেষণ করিলে তৈল বাহির হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের বাজারে যে সকল লবঙ্গ পাওয়া যায়, উহা পুরাতন বৃক্ষজাত, উহা বিশেষ কোন কার্য্যে লাগে না। আকৃতি, বর্ণ ও আভ্যন্তরিক তৈল পরীক্ষা করিলেই লবঙ্গের প্রভেদ সহজে নির্ণীত হইতে পারে।

লবঙ্গ উত্তেজক, বায়ুনাশক ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত। দীর্ঘকালস্থায়ী উদরাময়ে, পাকস্থালীর বেদনায় ও গর্ভাবস্থায় নিরতিশয় বমন হইতে থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারক। ডাঃ ঐন্সলি, শারীরিক অবসন্নতা ও অজীর্ণ রোগে দিবসে দুই বা তিনবার লবঙ্গের কাথ সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাঁহার মতে অর্দ্ধ পাইণ্ট উত্তপ্তজলে ১ ড্রাম লবঙ্গচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া তাহার ১ বা ২ ঔন্স প্রতিবার সেবনীয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ও অগ্নিমান্দ্যে চিরতা ও লবঙ্গের কাথ বিশেষ উপকারপ্রদ। ইহাতে পিপাসা, বমন, উদরাধ্মান ও পেটের বেদনা উপশম হয়। গেঁটেবাত, শিরঃপীড়া ও দন্তশূলে লবঙ্গতৈল লাগাইলে উপকার দর্শে। হেকিমী মতে ইহার গুণ—উত্তেজক ও শ্লেষ্মনাশক, বিষনাশক ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর, হৃদয়ের যাতনা-নিবারক, বলকর ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

তাম্রপাত্রে অথবা পাথরে পদ্মমধু লইয়া লবঙ্গ ঘসিয়া চক্ষের পাতায় পালকে করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের জলপড়া ও যোজকত্বগোষ (Conjunctivitis) নিবারিত হয়। লবঙ্গ প্রদীপের শিখায় পুড়াইয়া ভক্ষণ করিলে খুস্‌খুসে কাসি বিদূরিত হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনাদিতে গরম মসালার সঙ্গে ও পাণে লবঙ্গ সিদ্ধ করিয়া খাইবার ব্যবস্থা বাঙ্গালায় অধিক প্রচলিত।

ইংরাজী ভৈষজ্যতত্ত্বে লবঙ্গ-তৈল-বিশেষ Oleum Caryophylli নামে পরিচিত। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাতে Engenol বা Engenic acid, Salicylic acid, Caryophyllic acid, Carmufellic acid ও সামান্য মাত্রায় tannic acid পাওয়া গিয়াছে।

প্রতিবৎসর ১১০৯৮৪১৲ টাকার লবঙ্গ জাঞ্জিবর, আদেন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে বাঙ্গালা, বোম্বাই, ও মান্দ্রাজে আমদানী হয় এবং প্রতিবৎসর এখান হইতে প্রায় ৩৬১২৪৯৲ টাকা মূল্যের লবঙ্গ ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড, হংকং, ষ্ট্রেট্‌সেটল্‌মেণ্ট্‌, এসিয়ায় তুরুষ্ক, আদেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, কটু, নেত্রহিতকর, দীপন, পাচন, রুচিকর, কফ, পিত্ত ও অস্রদোষনাশক, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, আধ্মান, শূল, আশুবিনাশক, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়নাশক। (ভাবপ্র° রাজনি°)

"বিরহানলসন্তপ্তা তাপিনী কাপি কামিনী।
লবঙ্গানি সমুৎসৃজ্য গ্রহণে রাহবে দদৌ॥" (উদ্ভট)

লবঙ্গক (ক্লী) লবঙ্গ স্বার্থে কন্। লবঙ্গ। (শব্দরত্না°)

লবঙ্গকন্দপত্রী (স্ত্রী) লঘু তালীশপত্র। (বৈদ্যকনি°)

লবঙ্গকলিকা (স্ত্রী) লবঙ্গ। (রাজনি°)

লবঙ্গলতা (স্ত্রী) পুষ্পলতাবিশিষ্ট।

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥" (জয়দেব)

২ রাধার সখী বিশেষ।

লবঙ্গাদি (পুং) অজীর্ণাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগা একত্র সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ইহা অপামার্গ ও চিতার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। অগ্নির বলাবল অনুসারে উপযুক্ত মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° অজীর্ণাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার মাত্রা এক রতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

লবঙ্গাদিচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণীরোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। এই চূর্ণ স্বল্প ও বৃহদ্‌ভেদে দুই প্রকার। প্রস্তুতপ্রণালী—স্বল্পলবঙ্গাদি চূর্ণ—লবঙ্গ, আতাইচ্, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণের মাত্রা ১০ রতি হইতে ২০ রতি, অনুপান তণ্ডুলোদক, মধু বা ছাগদুগ্ধ। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও অতীসার প্রভৃতি উদররোগ আশু প্রশমিত হয়।

বৃহল্লবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, আতইচ, মুতা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষা, ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণজীরা, সচল লবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিট্‌লবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, গুড়ত্বক্, এলাচ, পিপলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িম ফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেনা, সোহাগার খই, বালা, কুটজ মূলের ছাল, জামছাল, আমছাল, কটকী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ প্রত্যেকে

সমভাগ চূর্ণ। এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অনুপান মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতীসার ও প্রদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাচি, বনযমানী, যমানী, মুথা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্ফা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জৈত্রী, জায়ফল, দারুহরিদ্রা, নলদ (জটামাংসী), রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শটী, মউরী, মেথি, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লোহ প্রত্যেক সমভাবে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিয়া লইবে, মাত্রা এক মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত বাড়াইতে হইবে। এই চূর্ণ অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক। ইহা ভিন্ন অন্যান্য উদররোগেও বিশেষ উপকারী।(ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণীরোগাধি°)

৩ স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, জায়ফল; শ্বেতধূনা, শুল্ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস সুন্দিমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতাইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী অতিসার, জ্বর ও আমরক্তাতিসার হইলে ইহা প্রয়োজ্য। এই চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে ভিজাইয়া তিনদিন ভাবনা দিতে হয়।

৪ গুল্মরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, যমানী, শুঁঠ, বচ, ধনিয়া, চিতামূল, ত্রিফলা, পিপুল, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, এলাইচ, বনযমানী (অজমোদা) ও ইন্দ্রযব সমভাগে চূর্ণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে সকল প্রকার গুল্ম, অর্শ, শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

লবঙ্গাদিমোদক, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ।
(চিকিৎসাসার°)

লবঙ্গাদিবটী, অগ্নিমান্দ্যরোগাধিকারোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, শুঁঠ, মরিচ ও সোহাগার খই প্রত্যেক সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া এবং অপামার্গ ও চিতামূলের কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যাধি°)

লবঙ্গাদিবটী (স্ত্রী) অজীর্ণরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লবঙ্গ, জাতীফল, ধনে, কুড়, সাদাজীরা; কালবাহড়া, এলাচি, দারুচিনি, সোহাগা, কড়িভস্ম, মুথা, বচ, যমানী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, প্রত্যেকে এক ভাগ; পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে অর্দ্ধভাগ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া পাণের রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে গ্রহণী, আমদোষ, পেটবেদনা, প্রবাহিকা, জ্বর, কফজনিত-শূল, কুষ্ঠ, অম্ল; পিত্ত, প্রবলবায়ু, মন্দাগ্নি ও কোষ্ঠগতবাত প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসার° অজীর্ণরোগাধি°)

লবট (পুং) কাশ্মীরস্থ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
(রাজতরঙ্গিণী ৬।১৭৬,২০৪)

লবণ (ক্লী) লুনাতি জাড্যমিতি লূ-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু, পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বং। ক্ষাররসযুক্ত দ্রব্য।

বিভিন্ন স্থানীয় নাম। হিন্দী—লোণ; নমক্, নূন, লবণ, নিমোক; বোম্বাই—নমক, নিমক; মরাঠী—মীঠ, গুর্জ্জর—মিঠু, তামিল—উপ্পু; তেলগু—লবণম,উপ্পু; কণাড়ী—উপ্পু, মলয়ালম্—উপ্পু, লবণম্; ব্রহ্ম—শ; শিঙ্গাপুর—লুণু; আরব—মিলহুল আজিন, পারস্য—নমক্, নমকে, খুর্দ্দানি, মুমকে তায়াম্; যব—উয়া; চীন—য়েন; ইংরাজী—Sea-salt, common salt, table-salt, ফরাসী—Sel Commun, sel de Cuisine, sel Marin; জর্ম্মণ—Chlorantrium Kochsalz, দিনেমার ও সুইডিস্—Salt, ইতালী—Chloruro-di-Sodio, Sal commune, স্পেন—Sal.

ভারতে প্রধানতঃ দুই প্রকার লবণের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম সাদা লবণ (Sodium Chloride) এবং দ্বিতীয় কৃষ্ণলবণ বা বিট্‌লবণ। বিট্‌লবণে সাধারণ লবণের ভাগ থাকিলেও উহাতে অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণ থাকায় উহা অনেকাংশে ভেষজগুণযুক্ত হইয়াছে। স্থানবিশেষে ঐ গুণের অনেক তারতম্য লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ বিট্‌লবণে Sulphuret of iron পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ক্লোরাইড্ ও কার্ব্বনেট অব সোডিয়াম্ উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে আমলকী ও হরীতকী মিশাইলে যে গুণ পাওয়া যায়, বিট্‌লবণে প্রধানতঃ সেই গুণ থাকে।

হিন্দুগণ স্মরণাতীতকাল হইতেই লবণের ব্যবহার জানিতেন। অথর্ব্ববেদ ৭।৭৬।১, আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ২।১৬।২৪, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪।১৭।৭, শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৫।৪।১২, আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ১।৮।১০, গোভিল ২।৩।১৩ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে লবণের বহুলপ্রচার দেখা যায়। মহামুনি সুশ্রুত স্বকৃত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে লবণের নিম্নোক্ত কয়টী ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট, সৌবর্চ্চল, রোমক ও উদ্ভিদ প্রভৃতি লবণ সকল পর পর ক্রমে উষ্ণ, বায়ুনাশক, এবং কফ ও পিত্তকর এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বক্রমে স্নিগ্ধ, স্বাদু ও মলমূত্রের সঞ্চয়কর। সৈন্ধব, স্বচ্ছ, বিট, পাক্য, সাম্ভার, সামুদ্র, পক্তিম, যবক্ষার, উষক্ষার ও সুবর্চ্চিকা প্রভৃতি লবণবর্গ।

ইহাদের গুণ লবণরস, পাচক ও সংশোধক। ইহা দ্বারা রস-সমূহের বিশ্লেষণ এবং শরীরের ক্লেদ ও শৈথিল্য সাধিত হয়। ইহা সকল রসের বিরোধী উষ্ণগুণযুক্ত ও মার্গবিশোধক এবং সকল শরীরাংশের কোমলতাসাধক। এই রস অধিকমাত্রায় সেবন করিলে গাত্রে কণ্ডু, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোক, বিবর্ণতা, মুখে ও নেত্রে ব্রণ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পুরুষত্বহানি ও অম্লোদ্গার প্রভৃতি পীড়া হয়।

সৈন্ধব লবণ—চক্ষুর হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নি-বৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, মধুররস, বৃষ্য, শীতল, দোষনাশক এবং উক্ত সকল লবণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও ফলদায়ক।

সামুদ্র লবণ—পরিপাকে মধুর, অনতি উষ্ণ, অবিদাহী, ভেদক, ঈষৎ স্নিগ্ধ, শূলনাশক এবং নাতিপিত্তবর্দ্ধক।

সৌবর্চ্চল লবণ—পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধনাশক, মুখপ্রিয়, সুরভি ও রুচিকর।

রোমক (পাংশুলবণ)—তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণ, স্ত্রীসংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, পাকে কটু, বায়ুনাশক, লঘু, বিষ্যন্দী, সূক্ষ্ম, মলভেদক ও মূত্রকর। ঔদ্ভিদলবণ লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, হৃদয় ও শ্লেষ্মলঙ্ঘকর, বায়ুর অনুলোমকারী, তিক্ত, ও কটু। গুটিকালবণ কফ, বায়ু ও ক্রিমিশান্তিকর, লেখনকর, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকর, পাচক ও ভেদক। উষক্ষার (ক্ষারমৃত্তিকাসম্ভূত লবণ)—ইহা বালু-কেয় অর্থাৎ বালুকাজাত পর্ব্বতের মূলদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন, কটু ও ছেদনকর। [এই সকল লবণের বিষয় তত্তদ্-শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এই সকল লবণের মধ্যে সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্, সামুদ্র ও সাম্ভার এই পাঁচটীকে পঞ্চলবণ কহে। একলবণ বলিলে সৈন্ধব, দ্বিলবণ বলিলে সৈন্ধব ও সচল, ত্রিলবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল ও বিট্, চতুর্লবণ বলিলে সৈন্ধব, সচল, বিট্ ও সামুদ্র এবং পঞ্চলবণ বলিলে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী বুঝিতে হইবে। চরকে কিন্তু পঞ্চলবণ স্থলে সাম্ভার লবণের পরিবর্ত্তে ঔদ্ভিদ লবণ গৃহীত হইয়াছে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৬ অ০)

সংস্কৃত গ্রন্থে যেমন সৈন্ধব অর্থাৎ সিন্ধুপ্রদেশজাত পার্ব্বত্য লবণ (Rock-Salt), সামুদ্র অর্থাৎ সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক সমুদ্র-জলজ লবণ বা কর্কচ, রোমক অর্থাৎ রুমানদীজলজাত এবং শাকম্ভরী বা শাম্ভর হ্রদজাত লবণ, পাংশুজ ও উষাসূত অর্থাৎ লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন লবণ, বিট্লবণ, সৌবর্চ্চল বা সোঞ্চল অর্থাৎ কালানিমক, ঔদ্ভিদ অর্থাৎ রেহা বা কালর লবণ এবং গুটিক প্রভৃতি লবণের উল্লেখ আছে, সেইরূপ বর্ত্তমান রসায়ন-বিজ্ঞানে সাধারণ লবণেরও (Sodium chloride = NaCl) দুইটী বিভাগ আছে। উহারা সাধারণতঃ Rock-Salt ও Sea Salt নামে পরিচিত। কিন্তু ভারতে তদ্ভিন্ন Marsh Salt ও Earth salt নামে আরও দুইটী শ্রেণী-ভেদ নির্ণীত হইয়াছে।

ভারতবাসী জনসাধারণ খাদ্যদ্রব্যের সহিত প্রধানতঃ যে কয় প্রকার লবণ ব্যবহার করে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

১ পঞ্জাবী-সৈন্ধব (লাহোরী ও সৈন্ধব-লবণ)—ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণদিকে উৎপন্ন হয়। "কোহাটী" ও নিমক-সবজ নামক লবণদ্বয় সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরভাগে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন হিমালয় প্রদেশের মণ্ডিরাজ্য হইতে আর একপ্রকার লবণের আমদানী হইয়া থাকে।

২ দিল্লীর "সুলতানপুরী" লবণ—ইহা দিল্লীর লবণাক্ত মৃত্তিকা খনি (Pit-brine salt) হইতে প্রস্তুত হয়।

৩ শাম্ভরলবণ—রাজপুতনার শাম্ভরহ্রদের জল হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ দিদ্দলবণ—রাজপুতনার দিদ্বানা বিভাগের মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত হয়।

৫ কৌশিয়া-লবণ—রাজপুতনার পঞ্চভদ্রা (পচবদ্রা) নামক স্থানের মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। মধ্যভারতেও এই লবণ প্রচলিত।

৬ ফলোড়ী-লবণ—রাজপুতানার ফলোড়ীপ্রদেশের মৃত্তিকাজাত।

৭ বরাগড়া-লবণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগে প্রস্তুত হয়।

৮ কোঙ্কণী-লবণ—বোম্বাই-উপকূলজাত।

৯ কর্কচ ও বনবার (কর্কচ) লবণ—মান্দ্রাজ উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১০ পঙ্গা (পাংশু)-লবণ—বাঙ্গালার সমুদ্রোপকূলে যে লবণ সাধা-রণতঃ প্রস্তুত হয়।

১১ খারি (ক্ষার) লবণ—লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে যে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

১২ পাক্‌বা বা নিমক্-শোর—সোরা (Saltpetre) হইতে যে লবণ পাওয়া যায়।

১৩ নেফ্‌রফুলী অর্থাৎ লিভারপুল-লবণ—ইংলণ্ড, জর্ম্মণী ও ফ্রান্সরাজ্য হইতে যে লবণ ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। উহা প্রধানতঃ Liverpool Salt নামে কথিত। বর্ত্তমান-কালে এই পরিষ্কৃত লবণ ভারতবাসী জনসাধারণের ব্যবহার্য্য হইয়াছে। তবে কোন কোন স্থানে কর্কচ ও সৈন্ধবের প্রচলন আছে। গোড়া-হিন্দু ও হিন্দু-বিধবাগণ সৈন্ধব ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১৪ সুফ্‌রী-লবণ—সিংহলদ্বীপে প্রস্তুত হয়।

১৫ অযুদিয়াপুরী-লবণ—লোহিতসাগরের উপকূলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৬ আদেন-লবণ—আদেন নগরের নিকট প্রস্তুত হয়। এই লবণ প্রায় প্রতিবৎসর ৩৩ হাজার টন্ আমদানী হয়।

১৭ মস্কট ও মস্কটসেদ্ধা—পারস্য উপসাগর উপকূলে প্রস্তুত।

১৮ লেন্চা লবণ—তিব্বতদেশে উৎপন্ন।

১৯ মণিপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্রদেশজাত বিভিন্ন প্রকার লবণ।

এই সকল লবণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও লিভারপুল সহর হইতে যে 'Cheshire Salt' কলিকাতা, চট্টগ্রাম, রেঙ্গুন ও ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হয়, তাহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে, মৃত্তিকাস্তর বিশেষে লবণের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারা যায়। ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লানফোর্ড ও মেড্‌লিকোট—কোহাট, কাঙড়া, বাহাদুরখেল, মণ্ডি, লবণপর্ব্বত ও হিমালয়-সন্নিহিত শিবালিক পর্ব্বতভাগে প্রচুর লবণের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইওসিন বা নিউমুলিটিকস্তরে-সিলিউরীয়-যুগস্তরে, পেলিওজোইক্-স্তরে, জিপসাম্-স্তরে এবং প্রাচীন ও আধুনিক টার্সিয়ারি-যুগস্তরে সৈন্ধব লবণস্তর (beds of rock-salt) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখনও কোহাট প্রভৃতি স্থানের লবণ-খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইতেছে।

যুগান্তরীয় মৃৎস্তর হইতে প্রাপ্ত লবণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানের সাগরোপকূলে ও হ্রদতীরে স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

মান্দ্রাজ—এই প্রেসিডেন্সীতে পূর্ব্বে সমুদ্রের লবণ-জল বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ প্রস্তুত করিত। স্থানবিশেষে লবণাক্ত মৃত্তিকা অথবা ক্ষারজ ভস্ম জলনিষিক্ত করিয়া সেই লবণাক্ত জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া লইত। শেষোক্ত প্রথা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রথমোক্ত প্রণালীতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাই স্থানীয় লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বোম্বাই হইতে কতক লবণ এখানে আমদানী হয়।

বাঙ্গালা—পূর্ব্বে মেদিনীপুর ও যশোহর জেলায় লবণ প্রস্তুতের প্রধান কারখানা ছিল। বেহার, ভাগলপুর ও মুঙ্গের বিভাগে কতক পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইত। কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী সোরার কলসমূহে সোরা হইতে লবণ বাহির করিয়া লওয়া হইত। উড়িষ্যায় এখনও সূর্য্যোত্তাপে লবণজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারাও পাঙ্গা-লবণ প্রস্তুত হইত।

বেরার—এখানে লোণার-হ্রদের জল হইতে এবং আকোলার অন্তর্গত পূর্ণা বিভাগের লবণজলপূর্ণ কূপ হইতে লবণ তৈয়ারী হইত। এখন আর এখানে লবণ প্রস্তুত হয় না।

রাজপুতনা—শাম্ভরহ্রদ, দিদ্‌বানাহ্রদ ও কাচোর-রেবাসা হ্রদের জল হইতে প্রভূত লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বোম্বাই—সমুদ্রের লবণজল সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উপকূলদেশে বহুপূর্ব্ব হইতেই লবণ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কাম্বে উপসাগর তীরে, কচ্ছের রণপ্রদেশে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং ঠানায় লবণ প্রস্তুতের কারখানা (Thana salt-works) আছে। ইংরাজরাজ লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে কাম্বের নবাবকে বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা ক্ষতিপুরণ স্বরূপ দিয়া ঐ লবণের ব্যবসা রহিত করিয়া দেন।

পঞ্জাব—এখানে প্রধানতঃ সৈন্ধব লবণই উত্তোলিত হয়। সিন্ধুনদীর অপর পারে বন্নু জেলায় কোহাট ও কালাবাগ এবং লবণগিরিতে (Salt-range) প্রভূত সৈন্ধব উৎপন্ন হয়। কালাবাগ ও লবণগিরির সৈন্ধব সিলিউরীয় যুগস্তরীয়, কাঙড়ায় ও কোহাটে মণ্ডিস্তরের (Mandi deposits) অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন এখানে গুরগাঁও জেলায় লবণাস্বাদযুক্ত কূপজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা শাম্ভর-হ্রদজাত লবণ হইতে নিকৃষ্ট।

যুক্তপ্রদেশ—লবণাক্ত কূপবারি হইতে এই বিভাগের নানাস্থানে লবণ প্রস্তুত হয় ; কিন্তু ইহা অপরাপর স্থানজাত লবণের ন্যায় বিশুদ্ধ নহে। এখানকার লবণে Sodium Sulphate, magnisium sulphates, sodium carbonate ও nitre মিশ্রিত দেখা যায়। বুলন্দসহর ও মুজঃফরনগরে সামান্য পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়।

আসাম—লবণাক্ত কূপ এবং জোরহাট ও সদিয়ার লবণ-প্রস্রবণ হইতে প্রভূত পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়। কাছাড়, মণিপুর ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশেও ঐরূপ কূপের লোণাজল হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ সভ্যজাতিরা বাঁশের চোঙ্গে লবণজল ফুটাইয়া লবণ প্রস্তুত করে।

ব্রহ্ম—পেগুর টার্সিয়ারি যুগস্তরীয় পর্ব্বতসমূহে বহুশত লবণ-প্রস্রবণ আছে। উহা হইতে স্থানীয় লোকে লবণ প্রস্তুত করে। আকায়াব হইতে মাণ্ডই পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলে সমুদ্রজল হইতে সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হয়।

ভারত গবর্মেণ্ট লবণের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লবণের প্রতিমণ ২।৹ টাকা শুল্ক ধার্য্য করেন। খৃষ্টীয় বিংশশতাব্দের প্রারম্ভে ঐ শুল্কের হার ২৲ টাকার কম হয়। বর্ত্তমান সময়ে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বাজারে

./০ আনা সের লবণ বিক্রয় হইতেছে। পূর্ব্বহারে প্রতি সের /১৫ দরে বিক্রয় হইত। তখন প্রতি মণের ৩৸/০ মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান হারের লবণ উহা অপেক্ষা প্রায় ১৲ টাকা কম হইয়াছে। পূর্ব্বহারে ভারতের নানাস্থানে যেরূপ হারে লবণ বিক্রয় হইত, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

স্থানের নাম	টা	আ	পা	স্থানের নাম	টা	আ	পা
শ্রীহট্ট	৪	৩	৪	লাহোর	৩	৫	৪
কামরূপ	৪	০	০	মুলতান	৩	৫	৪
কলিকাতা	৩	১৪	০	করাচী	৩	১	০
কটক	৩	৬	৬	সক্কর	৩	৫	৪
পাটনা	৩	৮	০	বোম্বাই	৩	৮	৯
কাণপুর	৩	৪	৯	সুরাট	৩	১	০
মীরাট	৩	৫	৬	হোসঙ্গাবাদ	৪	৭	০
জয়পুর	৩	৫	৪	জব্বলপুর	৪	৫	৬
আবু	৩	৮	০	আকোলা	৪	০	০
লাখ্নৌ	৩	৫	০	সিকন্দরাবাদ	৪	৭	০
সীতাপুর	৩	৮	০	মহিসুর	৪	৭	০
ইন্দোর	৩	১২	০	শিমোগা	৪	০	০
গোয়ালিয়র	৩	১৪	০	মান্দ্রাজ	২	১২	৬
				বেরেলি	৩	৫	৪

মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লবণের উপর শুল্ক-আদায়ের ব্যবস্থা ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৩৮ ধারা অনুসারে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট সর্ব্বপ্রথম প্রতি মণ (৮২২/৭ পাউণ্ড) লবণের উপর ১৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য করেন। ক্রমে প্রতিমণের শুল্ক ৩।০ তিন টাকা চার আনা পর্য্যন্ত উঠে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালার লবণশুল্ক অধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া ভারতরাজ-প্রতিনিধি ভারতের সর্ব্বত্রই সমান শুল্ক গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া প্রতিমণ ২৷৷০ ধার্য্য করেন; কিন্তু সীমান্ত প্রদেশে গোলমাল ঘটিবার ভয়ে কোহাট ও মণ্ডির লবণ-খনির উপর তিনি কোন কর ধার্য্য করেন নাই। কেবল কোহাট-খনি হইতে যে লবণ আফগান সীমান্তে যাইত, তাহার প্রতি মণ (শিক্কা ওজন=১০২ পাউণ্ড) ৷৷০ আনা ধার্য্য হইয়াছিল। মণ্ডির খনিজাত হৈম-লবণের তদপেক্ষা অধিক শুল্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজী লবণ অপেক্ষা তাহাও অনেক কম। লবণের এই শুল্কগ্রহণের জন্য ইংরাজ-গবর্মেণ্ট দেশীয় রাজা, সর্দ্দার ও জমিদার-দিগকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজস্বের কতকাংশ মকুব করিয়া দেন।

বাণিজ্য ও কারবার জন্য ভারতে যত প্রকার লবণ প্রচলিত আছে, ভারত গবর্মেণ্টের রাজবিবরণীতে তাহার একটী তালিকা দৃষ্ট হয়। ঐ সকল বিভিন্ন প্রকার লবণ বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইয়াছে :—

১ খনিজ বা সৈন্ধব লবণ (Rock-salt)—কোহাট, মণ্ডি প্রভৃতি স্থানের খনি হইতে এই লবণ বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে আমদানী হয়।

২ হ্রদ ও কূপজ লবণ (Lake and Pit salt)—শাম্ভর, দিদ্‌বানা, পচভদ্রা ও দিল্লীর লবণের কারখানায় ইহা প্রস্তুত হয়।

৩ সামুদ্র লবণ (Sea salt ও Pit salt)—ভারতের সমুদ্রোপ-কূলবর্ত্তী বিভিন্ন স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪ আনূপ লবণ (Marsh salt)—লবণাক্ত জল হইতে উৎপন্ন। দিল্লী প্রভৃতি স্থানের লোণামাটী খুঁড়িয়া লওয়ায় যে খাত হইয়াছে, সেইরূপ খাত-জল হইতে প্রস্তুত।

৫ খাড়িজ লবণ (Swamp salt)—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জলখাড়ি-সমূহের লবণাক্ত কর্দ্দম হইতে গৃহীত। সমুদ্রজল ঐ সকল খাড়িতে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পায় না, পরে স্বভাবতঃ শুকাইয়া মাটির উপর দানাকারে নিপতিত থাকে। উহা বিশুদ্ধ। উহাতে প্রায় ৯৭ ভাগ Chloride of sodium থাকে।

৬ ক্ষিতিজ-লবণ (Saline efflorescence) বর্ষা ঋতুর পর স্থানবিশেষে নুন ফুটিয়া উঠে। যে স্থানে এরূপ লবণ ফুটিয়া উঠে, সেই সকল স্থানে কখন বৃক্ষাদি জন্মে না। এই জাতীয় লবণ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে খরিয়ার, লোণহা, রেহ্ ও কল্লার-সোরা (সোরার কলে যে মাটিতে সোরা শুকান হয়, সেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত) বলে।

৭ ক্ষারলবণ (Earth salt)—হিন্দুস্থানে ইহাকে খারি নিমক বলে। গোয়ালিয়ার, পাতিয়ালা ও মধ্যভারতে এই লবণ উৎপন্ন হয়।

৮ নিমক সোর (Saltpetre salt)—সোরা হইতে যে মিশ্র-লবণ প্রস্তুত হয়।

উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে যতগুলি লবণখনি আছে, তৎ-সমূহের মধ্যে যেরূপ স্তরে লবণ অবস্থিত থাকে, তাহা বিশেষ আলোচনার জিনিষ। এই সকলের মধ্যে লবণগিরির স্তর-সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শৈলমালা ৭১°৩০´ হইতে ৭৩°৩০´ দ্রাঘিমা পূর্ব্বে এবং ৩২°২৩´ হইতে ৩৩° উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সিন্ধুসাগর দোয়াবের অধিত্যকাভূমি ও কোহি-স্থানবিভাগ লইয়া লবণশৈল গঠিত। ইহার একপ্রান্তে ঝিলাম নদী ও অপরপ্রান্তে সিন্ধুনদ। প্রায় ১৫২ মাইল বিস্তীর্ণ এই পার্ব্বত্যপ্রদেশে যেরূপ সুগভীর স্তরে লবণরাশি নিহিত রহিয়াছে

নিম্নে সাধারণের অবগতির জন্য সেই স্তরসমূহের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল—

নাম		স্তরের ঘনত্ব
বর্ত্তমান গঠিত স্তর—		
Debris of gypsum	...	১৫০ ফিট্
চূর্ণপাথর স্তর—		
Nummulitic limestone	...	২০০ ফিট্
কয়লাস্তর—		
Coal alumshab marl	...	২০ ফিট্
বেলে পাথরস্তর—		
Green sandstone	...	৬০০ ফিট্
Blue marl	...	১২৫ ফিট্
Red sandstone	...	৬০০ ফিট্
লবণস্তর—		
Upper layer of white gypsum		৫ ফিট্
Brick red marl	...	১৩০ ফিট
Brown gypsum	...	১৪০ ফিট্
Lower layer of white gypsum		২০০ ফিট্
Salt marl and salt	...	৬০০ ফিট্

এই লবণগিরিবিভাগে প্রধানতঃ মেও-খনি, বার্চ্চ-খনি, কালাবাগ-খনি ও নূরপুর খনি হইতে সৈন্ধব লবণ উত্তোলিত হইয়া থাকে।

কোহাটের লবণময় প্রদেশ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪৭´ হইতে ৩৩°৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৩৫´ হইতে ৭২°১৮´ পূঃ। এখানে জুট্টা, মাল্‌গিন্, নড়ি, খরক ও বাহাদুর-খেল নামক স্থানে খনি আছে। ভারতের প্রায় ৬০ হাজার বর্গমাইল স্থান এবং কান্দাহার, বাল্‌খ ও গজনি প্রভৃতি ভূভাগে এই লবণ প্রচলিত।

মণ্ডির লবণখানি হিমালয়দেশের মণ্ডিরাজ্যে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। গুমা ও দ্রাঙ্গ নামক স্থানে দুইটী খনি আছে। ইংরাজরাজত্বে মণ্ডি-লবণ বিক্রয় হয় বলিয়া মণ্ডিরাজকে ইংরাজ-সরকারে বার্ষিক কর স্বরূপ লবণের লভ্যাংশ দিতে হয়। এতদ্ভিন্ন Delhi salt works, Sambhar salt-lake, Didwana salt marsh, Pachbadra salt works, Luni and Falodisalt ও Tibet or Lencha salt নামে কতকগুলি বিশিষ্ট স্থানীয় লবণের প্রচলন দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদে সার্জ্জি-খার প্রভৃতি আরও কতকগুলি লবণ (Sodium salts) ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সকলের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। [ক্ষার ও সোরা দেখ।]

বাঙ্গালায় লবণ প্রস্তুতের প্রণালী।

লবণের বাণিজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের স্বহস্তে পরিচালিত হইতেছে; তাঁহাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহ লবণ প্রস্তুত করিলে তৎক্ষণাৎ সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়। বঙ্গদেশে যে সকল লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তৎসমুদায় ইংরাজরাজ ক্রয় করিয়া লইয়া, আট বা ততোধিক গুণ মূল্যে তাহা প্রজাদিগের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করেন। এই একচেটিয়া বাণিজ্যে গবর্মেণ্টের বার্ষিক প্রায় ৩ কোটি টাকা লভ্য হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য-সম্পাদনার্থ তাঁহারা বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বহু সংখ্যক কার্য্যালয় সংস্থাপন ও অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের সুশাসন জন্য স্থানে স্থানে অনেক ইংরাজরাজপুরুষ নিযুক্ত আছে। বঙ্গদেশীয় লবণের কারখানার ব্যবস্থাপক সাহেবেরা কলিকাতায় অবস্থিতি করেন এবং তাঁহারা যেখানে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করেন, ঐ গৃহ "সল্টবোর্ড" নামে খ্যাত। ঐ বোর্ডের অধীনস্থ সমস্ত কার্য্যালয়ে একই নিয়মে কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে সকল স্থানের লবণপ্রস্তুতপ্রণালী না লিখিয়া কেবল প্রস্তুত বিষয়ে প্রসিদ্ধ তমলুকেরই উল্লেখ করিলাম।

তমলুক নগর কলিকাতার ২২ ক্রোশ দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদীতটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এই নগর সমৃদ্ধ ও বাণিজ্য-কার্য্যে বিখ্যাত ছিল; সম্প্রতি সে খ্যাতি লুপ্তপ্রায়; কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু লবণ সম্বন্ধে এই নগর সামান্য নহে। এখানে যে কুঠি আছে, তাহা হইতে প্রতি বৎসর ৯।১০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হয় এবং উহা হইতে কোম্পানির প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

তমলুকের সদরকুঠীর অধীন পাঁচটী কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে তমলুক, মহিষাদল, জলামুঠা, আরঙ্গাবাদ এবং ডুমমুড়ের আড়ঙ্গই প্রধান ও বিশেষ বিখ্যাত; আবার প্রত্যেক আড়ঙ্গের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যালয় আছে। এই ক্ষুদ্র কার্য্যালয়ের নাম "হুদ্দা"। এই সকল হুদ্দায় দারোগা, মোহরর, আদলদার, জেলদার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্ট অনেক কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত থাকে; তাহারা কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভে পর্য্যন্ত লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধীয় কার্য্য নিযুক্ত থাকে। কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভে লবণসমিতির (সল্ট-বোর্ড) সাহেবেরা কোন্ আড়ঙ্গে কত লবণ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই পরিমাণের নাম "তায়দাদ"। ঐ তায়দাদ অনুসারে প্রত্যেক হুদ্দার কার্য্যকারকেরা নিজ নিজ হুদ্দার অন্তর্গত প্রজাদিগকে ডাকাইয়া কে কত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিবে ও কি প্রকারে মূল্য লইবে, তাহা নির্দ্ধারিত করে এবং তদ্বিবরণপূর্ণ এক এক মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হয়। এই

নির্দ্ধারণ-ক্রিয়ার নাম "সওদাপত্র" এবং যে কাগজে তাহা লিখিত হয় তাহার নাম "হাতচিটা"। যে সকল ব্যক্তিরা এইরূপে সওদাপত্র স্থির করিয়া হাতচিঠা লয়, তাহারা "মলঙ্গ" নামে খ্যাত। লবণ-প্রস্তুতের কার্য্যে অত্যল্প লাভ। সুতরাং কেবল এই কার্য্যে কেহই দিনপাত করিতে পারে না, মলঙ্গী মাত্রেই লবণ প্রস্তুত করা ব্যতীত কৃষিকার্য্যও করে, পরন্তু ঐ উভয় কার্য্যও তাহাদের দারিদ্র্য দূর হয় না, সকলেই বিপুল ঋণগ্রস্ত ও অত্যন্ত দরিদ্র।

তম্লুকের লবণ তত্রত্য ভাগীরথী, হলদী, টেঙ্গরাখালী, রায়-খালী প্রভৃতি কএকটী নদীর জলে প্রস্তুত হয়, সুতরাং লবণ প্রস্তুত-করণের কার্য্যালয় সকল ঐ নদীতটে নির্ম্মিত আছে। মলঙ্গীরা যথোপযুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা চারি অংশে বিভাগ করে। তাহার প্রথমাংশের নাম "চাতর"; উহা সর্ব্বা-পেক্ষা বৃহৎ এবং তাহাতে লবণের মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়; দ্বিতীয়াংশের নাম "জুরি" অর্থাৎ কুণ্ড; লবণাক্ত জল রাখিবার জন্য উহার প্রয়োজন; তৃতীয়াংশের নাম "মাদা" অর্থাৎ লবণ ছাঁকিবার স্থান; চতুর্থ "ভুঁরি ঘর" অর্থাৎ লবণ পাক করিবার গৃহ; এই অংশ-চতুষ্টয়ের সমষ্টির নাম "খালাড়ি" বা "মলঙ্গ।" এইরূপ এক এক খালাড়ির জন্য দুই তিন বিঘা জমির প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে,খালাড়ির অন্যান্যাংশ হইতে চাতর বৃহৎ; তজ্জন্য এক বিঘা বা ততোধিক স্থান আবশ্যক হয়। মলঙ্গীরা তাহা অতি সাবধানে পরিষ্কার করে, তথা হইতে কয়েক অঙ্গুলীপরিমিত মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে ও চতুর্দ্দিকে বাঁধ দিয়া ঐ স্থান তিন অংশে বিভাগ করে। তৎপরে ঐ ক্ষেত্রত্রয় খনন করিয়া তদুপরি মই দিয়া ভূমি চৌরস করিয়া লয়। ঐ চৌরাস করা ভূমি ৮।১০ দিবস রৌদ্রে শুকাইলে তাহার উপরিভাগের মৃত্তিকা, ইষ্টক-প্রাচীরে লোণা লাগিলে যে প্রকার চূর্ণ জন্মে তদ্রূপ, চূর্ণ হইয়া যায়। চূর্ণ প্রস্তুত হইলে তদুপরি পাঁচ ছয় জন মনুষ্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই সমস্ত উত্তমরূপে দলিত করে, পরে এক সপ্তাহ তাহা রৌদ্রে শুষ্ক হইলে ঐ চূর্ণ খুন্তীদ্বারা চাঁচিয়া একত্র করে। অনন্তর কোটালের জলে চাতর সিক্ত থাকিলে ও রৌদ্রের সাহায্য পাইলে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে উৎপন্ন হয়। অপর বন্যার জলে চাতর ধৌত হইলে তথা কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে অত্যন্ত বর্ষায় বা কোয়াসায় অথবা মেঘে আকাশ সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকিলে লবণোৎপত্তির হানি জন্মে। পৌষ ও মাঘ মাসে জোয়ারের জলে জুরি নামক কুণ্ড সকল পরিপূর্ণ না হইলে লবণ-প্রস্তুত-কার্য্যের হানি ঘটে।

একটী জুরি নির্ম্মাণ করিতে চারি কাঠা ভূমির আবশ্যক। ঐ ভূমিতে ৫ কি ৬ হস্ত গভীর এক হাত দৈর্ঘ্য ও এক হাত প্রস্থ একটী গর্ত্ত খনন করিয়া এক পয়োনালী দ্বারা কোন কোন নদীর সহিত সংযুক্ত করিলে উক্ত জুরি প্রস্তুত হয়। কোটালের দিবস উক্ত নালা দিয়া নদীর লবণাম্বুতে জুরি পরিপূর্ণ হইলে, মলঙ্গীরা নালা রুদ্ধ করিয়া সযত্নে ঐ জল রক্ষা করে। বর্ষাকালে জুরি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; কার্ত্তিক-মাসে সেই জল সেচনপূর্ব্বক জুরি পরিষ্কার করে। কোটালের লবণাম্বু দ্বারা তাহা পূরণ করাই লবণ-প্রস্তুত-করণ কার্য্যের এক প্রধান উপাদান; সাবধানে এই কার্য্যটী সম্পন্ন না হইলে সকল শ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। চাতর জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার নাম "সাজন"। কার্ত্তিক মাসে চাতর প্রস্তুত করিলে ক্রমাগত তিন মাস তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা জন্মিতে পারে, মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রারম্ভে তাহা পুনরায় জোয়ারের জলে সিক্ত করিয়া খনন না করিলে ও তদুপরি ভস্ম ও মাদার অকর্ম্মণ্য মৃত্তিকা না ছড়াইয়া দিলে তাহাতে লবণ-মৃত্তিকা উত্তমরূপে জন্মে না।

খালাড়ির তৃতীয়াঙ্গের নাম মাদা; এই মাদা প্রস্তুত করি-বার জন্য মলঙ্গীরা দ্বাদশ হস্ত পরিধি ও ৪।।০ হস্ত উচ্চ এক মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করিয়া তদুপরি ১।।০ হস্ত গভীর ও ৫ হস্ত পরিমিত মালসাবয়ব এক গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখে এবং মৃত্তিকা, ভস্ম, বালুকাদি দ্বারা তাহার তল এইরূপ সুদৃঢ় করে যে, তাহা জলের অভেদ্য। তদনন্তর তাহার তলে "কুড়ি" নামক একটী মৃৎপাত্র স্থাপন করিয়া এক বংশ-নল দ্বারা তাহার সহিত স্তূপের সন্নিকটস্থ এক প্রকাণ্ড জালার সংযোগ করিয়া দেয়। ঐ জালার নাম "নাদ", এবং তাহাতে ৩০।৩২ কলস জল ধরিতে পারে।

চাতরে লবণ-মৃত্তিকা প্রস্তুত হইলে মলঙ্গীরা পূর্ব্বোক্ত কুঁড়ির উপর বংশনির্ম্মিত একখানি ছাকনি ও তদুপরি কিঞ্চিৎ খড় রাখিয়া ঐ মৃত্তিকায় মাদার গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিয়া পাদ দ্বারা তাহা উত্তমরূপে চাপিয়া দেয় ও জুরি হইতে কলসী কলসী লবণ-জল তদুপরি ঢালিতে থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ৮০ কলস জল ঢালিলে তাহা লবণ-মৃত্তিকা-ধৌত করিয়া ক্রমশঃ বংশনল দ্বারা নাদে আসিয়া পতিত হয়, কিন্তু তৎসমুদায় জল লবণ-মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ হয় না। উক্ত ৮০ কলস জলের ৩০।৩২ কলস মাত্র নাদে আসিয়া পড়ে, অবশিষ্ট ঐ জল মৃত্তিকার সহিত সংলগ্ন থাকে। নাদে জল পড়া রহিত হইলে মলঙ্গীরা ঐ লবণ-জল এক পৃথক্ কলসীতে রাখিয়া দেয় এবং মাদার-ধৌত মৃত্তিকা চাতরে নিক্ষেপ করিবার জন্য স্থানান্তরে রাখিয়া নূতন লবণ-মৃত্তিকা দিয়া ঐ মাদার পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় নূতন মৃত্তিকা ছাঁকিতে আরম্ভ করে।

লবণ জলে দিবার ঘরের নাম ভুনুরি ঘর; তাহা চাতরের সন্নিকটেই নির্ম্মিত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ ২০। ২৫ হাত, এবং প্রস্থ ৭ বা ৮ হাত। মলঙ্গীমাত্রেই ঐ ঘর উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘ, এবং তাহার দক্ষিণ ভাগাপেক্ষা উত্তর ভাগ অধিক উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করে; তাহার কারণ এই যে দক্ষিণ ভাগ তাহাদিগের আবাসস্থান, তাহা অধিক উচ্চ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উত্তর-ভাগে লবণজালের উনুন নির্ম্মাণ করিতে হয়; তজ্জাত-ধূমনির্গমনের নিমিত্ত উহা উচ্চ না করিলে গৃহমধ্যে অবস্থিতি করা কঠিন হইয়া উঠে। উক্ত উনুন মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত হয়; তাহা তিনহস্ত উচ্চ। ঐ উননের উপরিভাগে কর্দ্দম দিয়া তদুপরি দুই শত বা দুই শত পঁচিশটী মিছরির কুন্দাকার ছোট ছোট মৃৎপাত্র স্থাপিত করিতে হয়; ঐ পাত্রের নাম "কুঁড়ি", তাহার প্রত্যেকটীতে দেড় সের জিনিস আঁটে। তৎসমুদায় উনুনের উপর কাদায় স্থাপিত করিলে যে অবয়ব হয়, তাহা পার্শ্বে প্রদর্শিত হইল; মলঙ্গীরা তাহাকে "ঝাঁট" এবং যে মৃৎপিণ্ডের উপর তাহা স্থাপিত করে, তাহাকে "ঝাঁটচক্র" কহে।

```
V
VV
VVV
VVVV
VVVVV
VVVVVV
VVVVVVV
VVVVVVVV
VVVVVVVVV
ঝাঁট।
```

উনুনে অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া তত্রস্থ সমস্ত কুঁড়ি-পাত্রের এক পিণ্ড হইয়া উঠে। চারি পাঁচ বা ছয় ঘণ্টাকাল তাহাতে নাদের লবণ-জল পাক করিলে দুই ঝোড়া লবণ প্রস্তুত হয়। ঐ ঝোড়া উনুনের পার্শ্বে স্থাপিত থাকে, এবং তাহা হইতে যে জল নিঃসৃত হয়, তাহা ঝোড়ার নিম্নস্থ তৃণের উপর পড়িয়া লবণের স্থূল-পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। ঐ লবণ-পিণ্ডের নাম "গাছা-লবণ"; অন্য লবণাপেক্ষায় তাহা বিশেষ নির্ম্মল; কিন্তু মলঙ্গীরা ঐ লবণ কোম্পানিকে না দিয়া অনায়াসে গোপনে অন্যকে বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া গাছা-লবণ প্রস্তুত করণের নিষেধ আছে।

লবণপাকের অন্য আর একটী নাম পোক্তান। কারখানায় এই পোক্তান শব্দটীরই ব্যবহার হইয়া থাকে। দুই ঝোড়া লবণ পোক্তান হইলে কোম্পানীর আদলদার নামক কর্ম্মচারী আসিয়া তাহা কাষ্ঠে মুদ্রা (মোহর) দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেয়। ঐ মুদ্রার নাম আদল, ঐ আদল হইতে আদলদার নাম সৃষ্টি হইয়াছে।

লবণের মোহর হইলে উহা মলঙ্গীর খটিতে রাখা হয়, তথায় একদিন ও একরাত্রি থাকিয়া শুকাইলে গোলাঘরের মৃত্তিকার উপর স্তূপাকারে রাখিয়া দেয়। দশ কি বার দিন গোলাঘরে রাখিয়া পরে বাহিরে আনিয়া গোলাঘরের সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখে। ঐ স্তূপের নাম "বহির কাঁড়ি"। ১০।১৫ দিন ঐ কাঁড়িতে থাকিয়া লবণ শুষ্ক হইলে পর পোক্তান দারোগা আসিয়া উক্ত লবণ মলঙ্গীর নিকট হইতে ওজন করিয়া লয় ও উক্ত পরিমাণ মলঙ্গীর হাতচিঠায় তুলিয়া দেয়। লবণ ওজন করিবার সময় ওজনদার (কয়াল) অনবরত নিম্নোক্ত প্রকার নূতন পদ বলিতে থাকে,—

"রামগোপালে পঞ্চুড়ে
মাল দিতে হবে পঞ্চুড়ে ॥
জল্‌দি চলো ভইয়া রে।
এক পাও দিতে হবে পঞ্চুড়ে" ॥

পোক্তান-দারোগা কর্ত্তৃক লবণ ওজন হইলে তখন তাহা কোম্পানির হইল। তাঁহারা ঐ লবণ ঘাটনারায়ণপুর নামক স্থানে আনয়ন করিয়া আপনাদিগের গোলা পূর্ণ করেন; অবকাশ-মতে তাহা লবণবিক্রেতাদিগকে আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় থাকেন। মলঙ্গীরা কোম্পানির নিকট লবণের মূল্য আড়ঙ্গ ভেদে মণ করা ।৵০ আনা বা ।৵১০ আনা করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকে; পরে কোম্পানির ঐ লবণ ৩।৵১৭।০ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। সুতরাং ক্রয়বিক্রয়ের মূল্য কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বেতন ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় ব্যতীত তাঁহারা মণ করা অন্যূন ২৷৷০ টাকা লাভ করিয়া থাকেন।

লবণ, অসুরবিশেষ। রামায়ণে লিখিত আছে,—সত্যযুগে দৈত্যবংশে লোলার মধুনামে একপুত্র জন্মে, এই মধু মহাদেবের উদ্দেশে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া এক শূললাভ করে। মহাদেবের শূলপ্রাপ্ত হইয়া মধু অতিশয় বলীয়ান্ হয়। কিন্তু মধু দৈববলে বলীয়ান্ হইয়াও পরমধার্ম্মিক ছিল, কাহারও কোন অনিষ্টাচরণ করিত না। পরে মধু পুনর্ব্বার তপশ্চরণ করিয়া এই শূল যাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে থাকে, মহাদেবের নিকট এই বর প্রার্থনা করে, কিন্তু মহাদেব তাহাকে এই বর না দিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র এই শূলপ্রাপ্ত হইবে, এইবর দেন।

বিশ্বাবসুর কন্যা অনলার গর্ভে কুম্ভীনসী নামে এককন্যা হয়। মধু কুম্ভীনসীকে বিবাহ করিলে তদীয় গর্ভে লবণের জন্ম হয়। ক্রমে লবণ অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। মধু পুত্রকে দুর্ব্বিনীত দেখিয়া রুষ্ট ও শোকাবিষ্ট হইয়া তাহার হস্তে শূল দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল। লবণ এই শূলপ্রভাবে ত্রিলোকের অবধ্য হইয়া পড়িল। লবণের ভীষণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া ঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। তখন ভগবদবতার রামচন্দ্র ইহাকে বধের জন্য ভরতকে আদেশ করিলে শত্রুঘ্ন স্বয়ং তাহাকে বধ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। শত্রুঘ্নের

প্রার্থনায় রামচন্দ্র তাহাকেই লবণবধার্থে প্রেরণ করেন। "লবণের হস্তে শূল থাকিলে দেবদানবাদি যে কেহ যুদ্ধার্থ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, সেই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে" শত্রুঘ্ন ইহা অবগত হইয়া যখন তাহার হস্তে শূল ছিল না, সেই সময় তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করেন। শত্রুঘ্নের হস্তে লবণ নিহত হইলে দেবগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তদীয় মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পরে দেবগণ তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন, তখন শত্রুঘ্ন দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করেন, "দেববিনির্ম্মিত এই লবণাসুরের মনোহারিণী মধুপুরী (মথুরা) অবিলম্বে জনসমূহে পরিপূর্ণা হউক" দেবগণ তাহাই হইবে, এই বর দিয়া প্রস্থান করেন। পরে শত্রুঘ্ন এই নগরীতে দ্বাদশবর্ষকাল অবস্থিতি করিয়া অযোধ্যা-নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। (রামায়ণ অযোধ্যাকা° ৭৩-৮৪ অ°)

২ রাক্ষসবিশেষ। (মেদিনী) ৩ সমুদ্রবিশেষ, লবণ-সমুদ্র। এই সমুদ্রের উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে এইরূপ আছে,— শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে সপ্তপুত্র হয়। বিরজা এই সপ্তপুত্রের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, একদা বিরজা শৃঙ্গারে আসক্তচিত্তা হইয়া শ্রীহরির সহিত পুনরায় বিহার করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠপুত্র অপর ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ভয়ে তথায় জননীর ক্রোড়ে আগমন করিল। হরি নিজপুত্রকে ভীত দেখিয়া বিরজাকে ত্যাগ করিলেন। বিরজা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট গমন করিলেন, বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়তম হরিকে নিকটে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিরজা শৃঙ্গারে অতৃপ্তমনা হইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, কোন প্রাণী আর তোমার জলপান করিবে না, অপর পুত্রগণ ইক্ষু প্রভৃতি সমুদ্র হইবে। বিরজার শাপে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র লবণ সমুদ্র হইয়াছিল। বিরজার সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপে সপ্তসমুদ্রে পরিণত হইয়াছিল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৩ অ°)

(ত্রি) লবণেন সংসৃষ্টঃ লবণ-ঠক্ (লবণাৎ ঠক্। পা ৪।৪।২৪) ইতি ঠকোলুক্ যথা লবণো রসোঽস্ত্যস্মিন্নিতি অর্শ আদ্যচ্। ৪ লবণরসযুক্ত। ৫ লাবণ্যযুক্ত।

লবণ, চট্টলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ১৫।৪৫)

লবণকিংশুকা (স্ত্রী) মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি°)

লবণক্ষার (পুং) লবণস্য ক্ষারঃ। লোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণখনি (পুং) লবণাকর, লবণের খনি, যেস্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণজল (ত্রি) লবণং জলং যস্য। ১ লবণসমুদ্র। (ক্লী) লবণং জলং। ২ লবণাক্ত জল, লোণাজল। ৩ লবণমিশ্রিত জল।

লবণজলধি (পুং) লবণসমুদ্র। (ভাগবত ৫।১৭।৯১)

লবণজলনিধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামায়ণ ৫।৩১।৬২)

লবণতা (স্ত্রী) লবণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লবণের ভাব বা ধর্ম্ম, লবণত্ব, লবণাক্ত, লবণরসযুক্ত।

লবণতৃণ (ক্লী) লবণরসবিশিষ্টং তৃণং। তৃণবিশেষ। চলিত লোণা ঘাস। সংস্কৃত পর্য্যায়—লোমতৃণ, তৃণাম্ল, পটুতৃণক, অম্লকাণ্ড। গুণ—অম্ল, কষায়, স্তনদুগ্ধনাশক, অম্লবৃদ্ধিকর। (রাজনি°)

লবণতোয় (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭।২১)

লবণত্রয় (ক্লী) লবণস্য ত্রয়ং। ত্রিবিধলবণ, সৈন্ধব, বিট, সচল।

লবণত্ব (ক্লী) লবণধর্ম্মান্বিত। লোণা।

লবণদ্বয় (ক্লী) দ্বিবিধ লবণ, সচল ও সৈন্ধব।

লবণনিত্য (ত্রি) প্রতিদিন লবণরসাস্বাদনশীল। (শব্দচ°)

লবণধেনু (স্ত্রী) লবণনির্ম্মিতা ধেনুঃ। দানার্থ লবণাদি-নির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণে এই ধেনুদানের বিধান এইরূপ আছে—মহীতল প্রথমে গোময়াদি দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া তাহার উপর কুশচর্ম্ম আস্তরণ করিতে হইবে, ঐ চর্ম্মের উপর ষোড়শপ্রস্থ পরিমাণ লবণের দ্বারা একটী কল্পিত ধেনু প্রস্তুত করিবে। চারিপ্রস্থ দ্বারা ইহার বৎস প্রস্তুত করিতে হয়, ইক্ষুদণ্ড দ্বারা এই ধেনুর পাদ, সুবর্ণদ্বারা মুখ ও শৃঙ্গ, রৌপ্যদ্বারা খুর, গুড়দ্বারা মুখ, ফলময় দন্ত সকল, শর্করা দ্বারা জিহ্বা, গন্ধদ্রব্যে ঘ্রাণ, রত্নদ্বারা নেত্রদ্বয়, পত্রদ্বারা কর্ণদ্বয়, নবনীত দ্বারা স্তন, সূত্রদ্বারা পুচ্ছ, তাম্রময় পৃষ্ঠ, কুশময় রোম, কাংস্যের দ্বারা দোহনীপাত্র করিবে; পরে এই ধেনুকে ঘণ্টাভরণে ভূষিত করিতে হয়। তদনন্তর সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিয়া এই ধেনুকে যুগ্মবস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে। সংক্রান্তি, গ্রহণ, ব্যতীপাতাদিযোগ ও উত্তম-কালে দান করা বিধেয়। যথাবিধানে ধেনু দান করিয়া ইহার দক্ষিণা সুবর্ণ দিতে হয়। দানান্তে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন স্বশক্ত্যা কনকেন তু।
ইমাং গৃহাণ ভো বিপ্র রুদ্ররূপে নমোঽস্তু তে॥
রসজ্ঞা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতা।
কামং কামদুঘে কামা ক্ষারধেনো নমোঽস্তু তে॥"

(বরাহপু° শ্বেতোপা° লবণধেনুমা°)

যথাবিধানে এই লবণধেনু দান করিলে ইহলোকে বিবিধ-সুখ ও অন্তকালে রুদ্রলোকে গতি হইয়া থাকে।

"লবণধেনুং বক্ষ্যামি তাং নিবোধ মহীপতে।
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে ॥
ধেনুং লবণময়ীং কৃত্বা ষোড়শপ্রস্থসংযুতাম্।
বৎসং চতুর্ভী রাজেন্দ্র ইক্ষুপাদাংশ্চ কারয়েৎ ॥
সৌবর্ণমুখশৃঙ্গাণি ক্ষুরা রৌপ্যময়াস্তথা।
মুখং গুড়ময়ং তস্যা দন্তাঃ ফলময়া নৃপ ॥
জিহ্বাং শর্করয়া রাজন্ ঘ্রাণং গন্ধময়স্তথা।
নেত্রে রত্নময়ে কুর্য্যাৎ কর্ণৌ পত্রময়ৌ তথা ॥
শ্রীখণ্ডং শৃঙ্গকোটৌচ নবনীতময়াঃ স্তনাঃ।
সূত্রপুচ্ছাং তাম্রপৃষ্ঠাং দর্ভরোমাং পয়স্বিনীম্ ॥
কাংস্যোপদোহাং রাজেন্দ্র ঘণ্টাভরণভূষিতাম্।
সুগন্ধপুষ্পধূপৈশ্চ পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
আচ্ছাদ্য বস্ত্রযুগ্মেন ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥" ইত্যাদি।
(বরাহপু° শ্বেতোপাখ্যানে লবণধেনুমা°)

লবণপত্তন, চট্টলের অন্তর্গত একটী নগর। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৫।৩৪)

লবণপাটলিকা, লবণপালালিকা (স্ত্রী) লবণের থলী।

লবণপুর (ক্লী) নগরভেদ।

লবণভেদ (পুং) লবণক্ষার, লোণার ক্ষার। (বৈদ্যকনি°)

লবণমদ (পুং) লবণস্য মদঃ। লোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণমন্ত্র (পুং) লবণ উৎসর্গকালীন মন্ত্রবিশেষ।

লবণমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। এই মেহরোগে রোগীর লবণতুল্য প্রস্রাব হয়। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

লবণযন্ত্র (ক্লী) ঔষধপাকের জন্য লবণপূর্ণ যন্ত্রবিশেষ।
"ঊর্দ্ধং তজ্জলহীনং চেৎ যন্ত্রং ডমরুকাহ্বয়ম্।
তদ্যন্ত্রং লবণৈঃ পূর্ণং লবণাখ্যমিতীরিতম্ ॥" (বৈদ্যক)

ডমরুকাহ্বয় ঊর্দ্ধদেশে জলহীন করিয়া উহা লবণদ্বারা পূর্ণ করিলে এই যন্ত্র হইবে।

লবণবর্ষ, কুশদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৬।৩৬)

লবণবারি (ত্রি) লবণজল, লবণসমুদ্র।

লবণব্যাপৎ (স্ত্রী) অশ্বের অত্যন্ত লবণভক্ষণজনিত পীড়াবিশেষ।
"প্রভূতং লবণং যস্য ভোজনে বাজিনো ভবেৎ।
কেবলং বাততশ্চাস্য ব্যাপৎ সুমহতী ভবেৎ ॥" (জয়দ° ৬° অ°)

অশ্ব সকল যদি প্রভূত লবণ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে বায়ু কুপিত হইয়া তাহার সুমহতী পীড়া হইয়া থাকে, এই পীড়াকে লবণব্যাপৎ কহে।

লবণসমুদ্র (পুং) লবণসাগর। (ত্রিকা°)

লবণস্থান (ক্লী) জনপদভেদ।

লবণা (স্ত্রী) লুনাতি যা-লূ ল্যু-টাপ্। ১ নদীভেদ। ২ দীপ্তি। (মেদিনী) ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী। (রাজনি°) ৪ চুক্রিকা। ৫ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৬ লবণশাক।

লবণাকর (পুং) লবণস্য আকরঃ। লবণের খনি, যে স্থান হইতে লবণের উৎপত্তি হয়।

লবণাখ্যা, চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটী লাবণ-প্রস্রবণ।

লবণাচল (পুং) লবণনির্ম্মিতঃ অচলঃ। দানার্থ লবণাদিনির্ম্মিত পর্ব্বত। লবণের পর্ব্বত প্রস্তুত করিয়া দান করিতে হয়, তাহাকে লবণাচল কহে। মৎস্যপুরাণে এই পর্ব্বতদানের বিধান আছে।
"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি লবণাচলমুত্তমম্।
যৎপ্রদাতা নরো লোকং প্রাপ্নোতি শিবসংযুতম্ ॥"
ইত্যাদি। (মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

ষোড়শ দ্রোণ পরিমাণ লবণ লইয়া তাহার পর্ব্বত করিতে হইবে, অর্থাৎ পর্ব্বতাকারে স্থাপিত করিতে হইবে, এই পরিমাণ লবণে প্রস্তুত করিলে তাহা উত্তম, যদি কেহ ইহাতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তদর্দ্ধ পরিমাণ দ্বারা করিলে মধ্যম, ইহাতেও অশক্ত হইলে তাহার অর্দ্ধপরিমাণ দ্বারা অধম পর্ব্বত প্রস্তুত করিবে, কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তি দ্রোণ পরিমাণের ঊর্দ্ধ যথাশক্তি তাহার দ্বারা এই পর্ব্বত করিতে পারিবে। যে পরিমাণে পর্ব্বত প্রস্তুত হইবে, তাহার চতুর্থভাগের দ্বারা বিষ্কম্ভ পর্ব্বত করিতে হইবে। পর্ব্বতদানের বিধানানুসারে সুবর্ণাদি দ্বারা ব্রহ্মাদি ও লোকপালাদি নির্ম্মাণ করিয়া যথাবিধানে তাঁহাদের পূজা করিয়া দান করিতে হইবে। দানের সময় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—
"সৌভাগ্যরসসম্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ।
তদাত্মকত্বেন চ মাং পাহি পাপান্নগোত্তম ॥
যস্মাদন্নরসাঃ সর্ব্বে নোৎকটা লবণং বিনা।
প্রিয়ঞ্চ শিবয়োর্নিত্যং তস্মাৎ শান্তিপ্রদো ভব ॥
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতং যস্মাদারোগ্যবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পর্ব্বতরূপেণ পাহি সংসারসাগরাৎ ॥"(মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। এই পর্ব্বত দান করিয়া দক্ষিণাদান ও ব্রাহ্মণভোজনাদি করাইতে হয়। এইরূপ বিধি অনুসারে যিনি লবণপর্ব্বত দান করেন, তিনি ইহলোকে বিবিধ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া উমালোকে কল্পকাল বাস করেন, তৎপরে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। (মৎস্যপু° ৭৭ অ°)

লবণাদ্যমোদক, লবণযোগে প্রস্তুত মোদকৌষধবিশেষ। ইহা উদরাময় ও অগ্নিমান্দ্যরোগে হিতকর। (চিকিৎসাসার)

লবণান্তক (পুং) লবণস্য অন্তকঃ। শত্রুঘ্ন, ইনি লবণাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। (রঘু ১৫।৪০)

লবণাব্ধি (পুং) লবণসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৭)

লবণাব্ধিজ (ক্লী) লবণাব্ধৌ লবণসমুদ্রে জায়তে ইতি জন-ড। সামুদ্র-লবণ। (রাজনি°)

লবণাম্বুরাশি (পুং) লবণস্য অম্বুরাশিঃ। লবণসমুদ্রের জলসমূহ। (রঘু ১২।৭০)

লবণাম্ভস্ (পুং) লবণজল। সমুদ্র।

লবণার (স্ত্রী) লবণক্ষার, সোণার ক্ষার।

লবণারজ্ঞ (ক্লী) সোণার ক্ষার। (রাজনি°)

লবণার্ণব (পুং) লবণসমুদ্র। (রামা° ১।১৭০)

লবণালয় (পুং) লবণস্য আলয়ঃ। লবণাসুরের আলয়, মধুপুরী। শত্রুঘ্ন লবণাসুরকে বধ করিয়া এই নগর মথুরা নামে আখ্যাত করেন। (রামা° ৪।৪১।৩৪) [লবণ দেখ।]

লবণাশ্ব (পুং) ভারতবর্ণিত জনৈক ব্রাহ্মণ। (ভারত বনপর্ব্ব)

লবণিমন্ (পুং) লবণস্য ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ্ পা ৫।১।১২৩) ইতি ইমনিচ্। লবণের ভাব বা ধর্ম্ম।

লবণোত্তম (ক্লী) লবণেষু উত্তমং। সৈন্ধব, সর্ব্বপ্রকার লবণের মধ্যে সৈন্ধব সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

লবণোত্তমাদিচূর্ণ, অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী:—সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, ইন্দ্রযব, যবের তণ্ডুল, ডহরকরঞ্জবীজ ও ঘোড়ানিমের ছাল প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া উত্তমরূপে মিলাইয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা ২ মাষা পরিমাণ। ইহা তক্রের সহিত পান করিলে অর্শোরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অর্শোরোগাধিকার)

লবণোত্তমাদ্যচূর্ণ (ক্লী) অর্শোরোগাধিকারে চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সৈন্ধব, চিত্রক, ইন্দ্রযব, করঞ্জমূল ও মহাপিচুমর্দ্দমূল, এই সকল মূলের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা লইয়া একত্র উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে এই ঔষধ হয়। এই ঔষধের পরিমাণ ৮ মাষা, অনুপান ঘোল। অর্শোরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি°)

লবণোত্থ (ক্লী) লবণাদুত্তিষ্ঠতীতি উদ্-স্থা-ক। সোণার ক্ষার।

লবণোত্থা (স্ত্রী) হ্রস্ব জ্যোতিষ্মতী লতা, ছোট লতা, কট্‌কী।

লবণোৎস (পুং) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৩৩১)

লবণোদ (পুং) লবণং উদকং যস্য, উত্তরপদস্য চেত্যুদকস্যোদাদেশঃ। লবণসমুদ্র। (অমর)

লবণোদক (ত্রি) ১ লবণমিশ্রিত জল। ২ সমুদ্র।

লবণোদধি (পুং) লবণসমুদ্র। (রামা° ৫।৭৪।১৬)

লবন (ক্লী) লূ-ভাবে ল্যুট্। ছেদন। (অমর)

লবনী (স্ত্রী) ১ ফলবৃক্ষবিশেষ। (Anona Reticulata) নোণা, পর্য্যায়—গ্রামজা, অগ্রিমা। (শব্দচ°)

লবনীয় (ত্রি) লূ-অনীয়র্। ছেদনীয়।

লবন্য (পুং) জাতিবিশেষ। (রাজতর° ৭।১২০১)

লবরাজ (পুং) কাশ্মীরস্থ একজন ব্রাহ্মণ। (রাজতর° ৮।১৩৪৭)

লবলী (স্ত্রী) লবং লেশং লাতীতি লা-ক, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, চলিত নোয়াড়। পর্য্যায়—সুগন্ধমূলা, শন্দু, কোমলবল্কলা। ফলগুণ—অম্ল, সুগন্ধি ও কফবাতনাশক। (রাজনি°)

লববৎ (ত্রি) ক্ষণস্থায়ী।

লবশস্ (অব্য) খণ্ড খণ্ড। মুহূর্ত্তের জন্য।

লবাক (পুং) লবার্থং ছেদনার্থং অকতীতি অক-অচ্। ছেদন দ্রব্য। (উজ্জ্বল)

লবাণক (পুং) লূয়তেঽনেনেতি লূ (আণকো-লূ-ধূ-শিঙ্ঘিধাঞ্‌ভ্যঃ। উণ্ ৩।৮৩) ইতি আণক। দাত্রাদি ছেদনদ্রব্য।

লবি (ত্রি) লূয়তেঽনেনেতি লূ (অচইঃ। উণ্ ৪।১৩৮) ই। ছিদ্র।

লবিত্র (ক্লী) লূয়তেঽনেনেতি লূ (অর্ত্তি-লূ ধূ-সূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্র। দাত্র।

লবেরণি (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

লব্‌দরিয়া, সিন্ধুপ্রদেশের, শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। অক্ষা° ২৭°১৫´ হইতে ২৭°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°২´ হইতে ৬৮°২৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২০৭ বর্গমাইল।

২ উক্ত তালুকের একটী নগর। এখানে দুইটী ফৌজদারী আদালত আছে।

লব্ধিসাগর, শ্রীপালকথাপ্রণেতা।

লব্য (ত্রি) ছেদনযোগ্য।

লব্বয়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ। মলবার উপকূলেও ইহাদের বাস আছে। ইহারা আরব ও পারস্যদেশীয় ঔপনিবেশিক মুসলমানগণের সন্তান। অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে ইরাকের শাসনকর্ত্তা হাজাজ্-ইবন্ য়ুসুফের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া তদ্দেশবাসী আরব ও পারসিকগণ এদেশে আসিয়া বাস করে। এতদ্ভিন্ন যে সকল আরব ও পারস্যদেশীয় মুসলমান বণিক্ পশ্চিমভারতের বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বদা ভারতে যাতায়াত করিত, তাহাদের অনেকেই এ স্থানের অধিবাসী হইয়া পড়ে। ঐ বণিক্‌সম্প্রদায় খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজ বণিক্‌দলের প্রভাবে উক্ত মুসলমান বণিক্‌সম্প্রদায়ের বাণিজ্য ক্রমশঃই খর্ব্ব হইয়া আইসে। ভারতবাসী ঐ সকল মুসলমান-বংশধরগণই বর্ত্তমানে লব্বয় নামে পরিচিত। ইহারা প্রধানতঃ মলবারী ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

ইহাদের মুখাকৃতি ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দেখিলে অনুমান হয় যে, নানা বৈদেশিক রক্তের সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা

স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ গঠন। আচার-ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চর্ম্ম, মুক্তা, মূল্যবান্ পাথর, চাউল ও নারিকেল বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাফাই সম্প্রদায়ভুক্ত ও সুন্নীমতাবলম্বী। ধর্ম্মকর্ম্মে ইহাদের বেশ আস্থা আছে। অধিকাংশ লোকেই চর্ম্মের ব্যবসা করিয়া থাকে। ব্যবসার জন্য তাহারা সুদূর সিংহলদ্বীপে গমন করে।

লশ, শিল্পযোগ। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লাশয়তি। লুঙ্ অলীলশৎ।

লশুন (ক্লী) অশ্যতে ভুজ্যতে ইতি অশ (অশের্লশ্চ। উণ্ ৩৫৭) ইতি উনন্, লশাদেশশ্চ ধাতোঃ, রশুন। পর্য্যায়—মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, রসোন, ম্লেচ্ছকন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ। গুণ—অম্লরস দ্বারা উন, গুরু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, অশুচি, কৃমি, হৃদ্রোগ ও শোফনাশক, রসায়ন। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, যখন পক্ষীন্দ্র গরুড় সুররাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া গমন করেন, তখন ঐ অমৃত হইতে এক বিন্দু অমৃত ভূমণ্ডলে নিপতিত হয়, ঐ ভূপতিত অমৃতবিন্দু হইতে লশুনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই লশুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসযুক্ত, কেবল ইহাতে অম্লরস নাই। 'রসেন উনঃ' অর্থাৎ অম্লরস দ্বারা উন বা অল্প এইজন্য পণ্ডিতগণ ইহার 'রসোন' এইরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুর রস।

লশুন—মাংসবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোষক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, বিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, আমদোষ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কৃমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক। লশুনসেবনকারী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক; কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অত্যন্ত জল, দুগ্ধ ও গুড় বিশেষ অহিতজনক। লশুন ভোজনকারীর এই সকল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভাবপ্র°)

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে, লশুন ভক্ষণ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং দ্বিজাতিদিগের ইহা অভক্ষ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিজাতি কদাপি লশুন ভক্ষণ করিবেন না।

"লশুনং গৃঞ্জনং চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥" (মনু ৫।৫)

লশুন, গৃঞ্জন, পলাণ্ডু, কবক ও অমেধ্যপ্রভব অর্থাৎ বিষ্ঠাদিজাত বস্তু দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য। কুল্লূকভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'দ্বিজাতিগ্রহণং শূদ্রপর্য্যুদাসার্থং' দ্বিজাতি পদদ্বারা পর্য্যুদাসার্থ অর্থাৎ অপ্রশস্তার্থ বুঝাইতে শূদ্রও ভক্ষণ করিবে না; যদি করে, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। লশুন দ্বিজাতিদিগের অভক্ষ্য, শূদ্র দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত নহে, অতএব শূদ্র লশুন ভক্ষণ করিতে পারিবে, ইহা শাস্ত্রের অভিমত নহে।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মতেই যদি কোন দ্বিজাতি জ্ঞানপূর্ব্বক লশুন ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত হইবেন। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে তাঁহাকে কেবল চান্দ্রায়ণ এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণাদি করিয়া পুনঃসংস্কার আবশ্যক, নচেৎ তিনি অব্যবহার্য্য ও পতিত থাকিবেন।

"ছত্রাকং বিড়্‌বরাহঞ্চ লশুনং গ্রাম্যকুক্কুটম্।
পলাণ্ডুং গৃঞ্জনঞ্চৈব মত্যা জগ্ধ্বা পতেদ্দ্বিজঃ॥
অমত্যৈতানি ষড় জগ্ধ্বা কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চরেৎ।
যতিশ্চান্দ্রায়ণং বাপি শেষেষূপবসেদহঃ॥"
(মনু ৫।১৯-২০, যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।১৭৬)

[পলাণ্ডু শব্দে দেখ।]

লশুনাদ্যতৈল, কর্ণরোগে উপকারক ঔষধভেদ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিল তৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—লশুন, আমলা, ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণরন্ধ্রে দিলে বধিরতা নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

লশূন (পুং) রসেন উনঃ, রস্য লত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সস্য শঃ অকারলোপশ্চ। লশুন।

লষ, ১ কান্তি। ২ ইচ্ছা। ৩ স্পৃহা। ৪ শিল্পযোগ। ভ্বাদি° উভয়° পক্ষে চুরাদি° পরস্মৈ° অক°। স্পৃহা ও কান্ত্যর্থে সক° সেট্। লট্ লষতি-তে। লিট্ ললাষ, লেষে। লুঙ্ অলষীৎ অলাষীৎ। অলষিষ্ট। লুট্ লষিতা। ৺চুরাদিপক্ষে ণিচ্ লাষয়তি। লুঙ্ অলীলষৎ। সন্ লিলষিষতি-তে। যঙ্ লালষ্যতে। যঙ্‌লুক্ লালষিত। অভি+লষ=অভিলাষ।

লষণ (ক্লী) বাঞ্ছন।

লষণাবতী (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লষমণ (পুং) লক্ষ্মণ।

লষমাদেবী, রাজকন্যাভেদ। অপর নাম লক্ষ্মীদেবী।

লষ্ব (পুং) লাষয়তি নৃত্যে শিল্পং যুনক্তীতি লষ (সর্ব্বনিঘৃষ্বেরিষেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্‌প্রত্যয়েন সাধুঃ। নর্ত্তক। (উজ্জ্বল)

লস, ১ শ্লেষণ। ২ ক্রীড়া। ৩ শিল্পযোগ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। শিল্পযোগার্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লসতি। লিট্ ললাস। লুঙ্ অলসীৎ অলাসীৎ।

চুরাদিগকে লট্‌লাসয়তি। লুঙ্‌ অলীলসৎ। উৎ+লস=উল্লাস, সমুৎ+লস=সমুল্লাস, স্ফূর্তি। বি+লস=বিলাস।

লসক (পুং) নর্ত্তক। নট।

লসা (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্‌, টাপ্‌। হরিদ্রা। (হারা°)

লসিকা (স্ত্রী) লসতীতি লস-অচ্‌ ততঃ কন্‌ ততঃ টাপ্‌ অত ইত্বং। লালা।

"লালায়াং পিচ্ছলা খ্যাতা লসিকা লাসিকা তথা॥" (শব্দচ°)

লসীকা (স্ত্রী) ১ ইক্ষুরস। ২ ত্বঙ্‌মাংসমধ্যগত রস।

"লসীকা উদকবিশেষঃ, যথাহ চরকঃ—যত্ত্বঙ্‌মাংসান্তরান্তরে উদকং তল্লসীকাশব্দং লভতে" (বিজয়রক্ষিতকৃত প্রমেহরোগব্যা°)

লস্‌জ্‌, ব্রীড়া। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্‌, নিষ্ঠায়ামনিট্‌। লট্‌ লজ্জতে। লঙ্‌ অলজ্জিষ্ট।

লসোফরঞ্চ (ক্লী) নগরভেদ।

লস্কর, অর্ণবপোতাদি-পরিচালক কর্ম্মচারিভেদ।

লস্করপুর, উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত একটী বিভাগ। মুসলমান অধিকারে পুটিয়া ভূসম্পত্তি এই নামে অভিহিত ছিল। মুর্শিদ-কুলী খাঁর সময়ে ১৫টী পরগণা লইয়া এই বিভাগ গঠিত হয়। রাজস্ব ১২৫৫১৬৲ টাকা।

লস্করী, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা রামাৎ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। রামানন্দীদের মত ইহারা তিলককে সিংহাসন করে, কিন্তু তাহাদের মত রক্তবর্ণ শ্রী না করিয়া শ্বেতবর্ণ শ্রী (উর্দ্ধ-পুণ্ড্রের মধ্যরেখা) ধারণ করিয়া থাকে। অযোধ্যায় এই সম্প্র-দায়ী বৈষ্ণবদিগের একটী আস্তানা আছে। এই সম্প্রদায়ী বৈরাগীরা কখন কখন সাম্প্রদায়িক তিলকের পরিবর্ত্তে ললাট-দেশে গোপীচন্দন, কখন বা সমগ্র মুখমণ্ডলে আপন আপন ইচ্ছা-মত রামরজোনামক মৃত্তিকা বিশেষ লেপন করিয়া থাকে। ইহাদের অন্যান্য আচার-প্রকরণ রামানন্দীদিগের মত। [রামাৎ দেখ।]

লস্ত (ত্রি) লস-ক্ত। ১ ক্রীড়িত। ২ শিল্পযুক্ত।

লস্তক (পুং) ধনুকের মধ্যভাগ। (অমর)

লস্তকিন্‌ (পুং) লস্তকোঽস্ত্যস্যেতি লস্তক-ইন্‌, ধনুঃ। (শব্দমালা)

লস্প্‌জনী (স্ত্রী) বড় সূচী। (শতপথব্রা° ৩।৫।৩।২৫)

লসবারী, (নাসবারি), রাজপুতনা আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। রামগড় নগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে এবং আলবার রাজধানী হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৩৩'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৫৪'৪৫" পূঃ। এই স্থানে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লস্‌বারীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজের হস্তে প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র শক্তির পরাভব ঘটে।

মহারাষ্ট্র-সৈন্য গোপনে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া সেনাপতি লর্ড লেক তাহাদের গতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গভীর রজনীতে এই গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। ১লা নবেম্বর দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধের পর, ইংরাজপক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া লর্ড লেক প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ পদাতিক সেনাদল তাঁহার সাহায্যার্থ উপনীত হইলে, তিনি কএক দণ্ড বিশ্রামের পর পুনরায় যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এবার সিন্দে সৈন্য ভীমবিক্রমে ইংরাজ-দিগকে আক্রমণ করিল। মহারাষ্ট্র সৈন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া ভারতে গৌরব রক্ষা করিয়াছিল; অবশেষে তাহারা বহু সৈন্য ক্ষয়ে ভীত হইয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিল। ৭১টী কামান ও রসদাদি লাভ করিয়া ইংরাজ কোম্পানী রণজয়ী হইলেন।

লহড় (ক্লী) ১ কাশ্মীরের অন্তর্গত একটী জনপদ। বর্ত্তমান লাহোর বলিয়া অনুমিত হয়। ২ তদ্দেশবাসী। (বৃহৎস° ১৪।২২)

লহনা (দেশজ) বাকী পড়া বা ধার পড়া টাকা (Outstanding)।

লহর (পুং) ১ জাতিবিশেষ। ২ কাশ্মীরান্তর্গত লোহর জনপদ।

লহর (দেশজ) জলপ্রণালী। নহর।

লহরা, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। পাল-লহরা রাজ্যের রাজধানী। [পাল-লহরা দেখ।]

লহরি (রী) (স্ত্রী) মহাতরঙ্গ। পর্য্যায়—উল্লোল, কল্লোল। (হেম)

"সরিত ইব যস্য গেহে শুষ্যন্তি বিশালগোত্রজা নার্য্যঃ।
ক্ষারাম্বেব স তৃপ্যতি জলনিধিলহরিষু জলদ ইব॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৬১৩)

লহার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গা-ধিষ্ঠিত নগর। সিন্ধু নদের দক্ষিণকূলের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৫°১১'৫০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৫৯'৫" পূঃ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য এই দুর্গ আক্রমণ করিলে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তখন দুর্গ মধ্যে ৫০০ সেনা রক্ষিত ছিল। কর্ণেল পপহাম দুর্গাবরোধের পর দুর্গের উপর গোলা বৃষ্টি করিতে থাকেন। এই সংঘর্ষে কিল্লাদার ও তাঁহার কয় জন অনুচর মাত্র জীবিত ছিলেন। সেনাদল প্রাণের মমতা না করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল।

লহারপুর, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গমাইল। লহারপুর নগরের ২ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কেশরীগঞ্জ নামক নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই পরগণার মধ্যভাগে ১০ হইতে ৩০ ফিট্‌ উচ্চ একটী অধিত্যকা ভূমি বিলম্বিত দেখা যায়। ঐ উচ্চ ভূমির উত্তরাংশ তরাই নামে খ্যাত। এখানকার মৃত্তিকা কঠিন 'মাটিয়াড়'। উহার দক্ষিণভাগের ভূমি উর্ব্বর 'দোমাট'।

মোগল-সম্রাট্‌ অকবর শাহের রাজত্বকালে রাজা টোডর

মল্ল ১৩টী তপ্পা লইয়া এই পরগণার গঠন করেন। গৌড় ও জানবার রাজপুতগণ এখানকার স্বত্বাধিকারী। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য অরাজক দেখিয়া গৌড়রাজ চন্দ্রসেন সীতাপুর আক্রমণ করেন। তাঁহারই বংশধরগণ এই সম্পত্তির অধিকারী। স্থানীয় জানবার রাজপুতগণ কুশী পরগণার সৈন্দুর গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করায় 'সৈন্দুরী' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা গৌড়রাজবংশের পূর্ব্বে এখানে সমাগত হইয়াছিল।

২ উক্ত পরগণার প্রসিদ্ধ নগর। ঘর্ঘরনদ-তীরবর্ত্তী মল্লাপুর নগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪২´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´২৫´´ পূঃ। এই নগরে প্রায় ১১৫০০ লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান আধাআধি।

এই নগরে ১৩টী মসজিদ্, ২টী মুসলমানের সমাধিমন্দির, ৪টী হিন্দুদেবমন্দির ও ২টী শিখদিগের মন্দির বিদ্যমান আছে। রবি-উস্-সানি মাসে এখানে একটী মেলা হয় এবং মহাসমারোহে মহরম-পর্ব্ব নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফিরোজ তোগলক বরাইচে সৈয়দ সালর মসায়ুদের সমাধিমন্দির সন্দর্শনে আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করেন, উহার ৩০ বৎসর পরে লহরী নামক একজন পাসী এই নগর অধিকার করিয়া উহার লহারপুর নাম দেন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি শেখ তাহির গাজি পাসীদিগকে সমূলে নিহত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গৌড় রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে নগর হইতে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজস্বসচিব ও সেনাপতি রাজা টোডর মল্ল এই নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লহুল (লাহুল), পঞ্জাবপ্রদেশের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ৩২°৮´ হইতে ৩২°৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪৯´ হইতে ৭৭°৪৬´৩০´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২২৫৫ বর্গমাইল। উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত চম্বা পর্ব্বতমালা ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে কক্সামগিরিমালার মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তর-পশ্চিম সীমায় চম্বাশৈল। উত্তর ও পূর্ব্বে লাদকের অন্তর্গত রূপসু উপবিভাগ, দক্ষিণপশ্চিমে কাঙড়া ও কুলু এবং দক্ষিণপূর্ব্বে স্পিতি বিভাগ।

হিমালয়ের সানুদেশস্থিত এই উপত্যকা ভূমি গণ্ডশৈলে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যদিয়া তুষারমণ্ডিত হিমশিখর-বিগলিত চন্দ্রা ও ভাগা নামক নদীদ্বয় পার্ব্বত্য বেলা ভূমি ভেদ করিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত রহিয়াছে। ঐ নদীদ্বয় বড়-লাচা গিরিসঙ্কটের ঢালু প্রদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৫০০ ফিট্ উচ্চস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া তাণ্ডী গ্রামের নিকট মিলিত হইয়াছে, পরে চন্দ্রভাগা নামে চম্বার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের সমতল ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশের উভয় পার্শ্বেই চিরতুষারাবৃত ও সমুন্নত হিমালয়শিখর বিরাজিত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন সেই ভয়াবহ ও বনমালা-সমাচ্ছন্ন পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া নদীদ্বয় এই ক্ষুদ্র উপত্যকা মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। বড়-লাচা গিরিপথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬২২১ ফিট্ উচ্চ এবং তাহার উত্তরপূর্ব্বে যে সকল শৈলমালা সমুন্নত শিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহারাও ১৯ হইতে ২১ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ। এই নদীদ্বয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডেও একটী বিস্তৃত পর্ব্বতপঙ্‌ক্তি দৃষ্ট হয়। উহার শিখরদেশও বরফে আবৃত। দক্ষিণদিকের শৃঙ্গটী ২১৪১৫ ফিট্ উচ্চ। এই স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ১২ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বরফ জমিয়া থাকে, ঐ বরফরাশি ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া চন্দ্রা ও ভাগার কলেবর পুষ্টি করিতেছে।

এই পার্ব্বত্য উপত্যকার অধিকাংশ স্থানই লোকালয়শূন্য। মনুষ্যের বাসোপযোগী নগর বা গ্রামাদি দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মকালে কুলুবাসী রাখালেরা এই বিভাগে মেষচারণে আসিয়া থাকে। তৎকালে তাহারা আপন আপন বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। হিমালয়ের পুষ্পমালমণ্ডিত পার্ব্বতীয় শিখরের সৌন্দর্য্যরাশির মধ্যে রাখালদিগের কুটীরগুলি বড়ই মনোরম। এইরূপ কতকগুলি কুটীর যেখানে আছে, সেইখানেই এক একটী নদীপ্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে লামা বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত কোণাকার গৃহ ও বৌদ্ধসঙ্ঘারামাদি স্থানীয় বন্যবৃক্ষের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

চন্দ্রাতীরবর্ত্তী কোক্‌সার হইতে ভাগাতীরে অবস্থিত দার্চা পর্য্যন্ত প্রায়ই বাসোপযোগী স্থান নাই। এই উপত্যকাভূমের নিম্নভূভাগে অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে মানবজাতির বাসোপযোগী গ্রামাদি দৃষ্ট হয়। ১১৩৪৫ ফিট্ উচ্চ অধিত্যকাভূমে কাঙ্‌শের নামক গ্রাম অবস্থিত। ইহাপেক্ষা উচ্চ স্থানে আর কোন গ্রাম নাই। রোহতঙ্গ ও বারলাপ গিরিপথ দিয়া লাদক ও ইয়ারখন্দ যাইবার প্রশস্ত পথ এই উপত্যকাদেশে বিস্তৃত রহিয়াছে। এখনও বণিকেরা এইপথ দিয়া যাতায়াত করে।

বিখ্যাত চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন। পূর্ব্বকালে এখানে

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং এইস্থান তিব্বতরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে ভোটরাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব সমুপস্থিত হইলে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া লাদকের শাসনভুক্ত হয়। কোন্ সময়ে এই স্থান তিব্বতীয় অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে লাদকের শাসনপদ্ধতির সংস্কারসংঘটনের পূর্ব্বে যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিছুকাল এইস্থান ঠাকুরসামন্তগণের অধীনে শাসিত হইয়াছিল। স্থানীয় উক্ত সর্দ্দারগণ সকলেই চম্বারাজকে কর দিতেন। এখনও ঐ সর্দ্দারদিগের ৪।৫টী বংশ তৎপ্রদেশ শাসন করিতেছে। তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের ঐ সম্পত্তি জায়গীরদাররূপে দখল করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দে রাজা জগৎসিংহের পুত্র বুধসিংহের রাজত্বকালে ইহা কুলুরাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা জগৎসিংহ মোগল-সম্রাট্ শাহজহান ও অরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন। বুধসিংহের অধিকার হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাহল কুলুরাজের অধিকারে থাকে। তদনন্তর উহা ইংরাজরাজের শাসনাধীন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তগণই প্রধান। ইহারা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিলেও ভুটিয়া বা তিব্বতীয় রক্ত ইহাদের শরীরে প্রবাহিত রহিয়াছে। কুনেত নামক পার্ব্বত্য জাতি ভারতীয় ও মঙ্গোলীয় জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বর্ত্তমান ঠাকুরদিগের উদ্‌যোগে এখানে ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। নিম্নতম উপত্যকা-ভাগে কএকঘর ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মযাজকের বাস আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পুরোহিতেরা উভয় ধর্ম্মান্বিত। অনেক স্থলেই তিব্বতীয় প্রথার ধর্ম্মচক্র দৃষ্ট হয়। পর্ব্বতোপরি অনেকগুলি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে চন্দ্রা ও ভাগা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত গুরুগণ্ডাল-মঠই প্রধান। এখানকার অধিবাসীরা মদ্যপায়ী ও লম্পট। কিলাং, কার্দ্দোঙ্গ ও কোলঙ্গ গ্রামই এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অধিবাসীরা পশম, সোহাগা, গৃদ্ধত, ছাগ, ভেড়া ও ঘোড়ার ব্যবসা লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানে অতিশয় শীত বিদ্যমান। চৈত্রমাসে কার্দ্দোঙ্গের বায়ুর তাপ ৪৬° F, জ্যৈষ্ঠে ৫৯° F, এবং আশ্বিনে ২৯° F, তৎপরে ক্রমশঃ কম হইতে থাকে।

লহিক (পুং) ব্যক্তিভেদ। [লহোড় দেখ।]

লহোড় (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।৩।৩৮)

লহ্ব (পুং) ১ ঋষিভেদ। ২ তদ্বংশধরগণ। (বৃহদারণ্যক ৩।৩।১)

লা ১ গ্রহণ। ২ দান। অদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ লাতি। লিট্ ললৌ। লুঙ্ অলাসীৎ।

লাইৎ-মাও-দো, আসামের খসিয়া-পর্ব্বতমালার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩১৭ ফিট্ উচ্চ।

লাইরা, (লেহিরা), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। সম্বলপুর নগর হইতে ৮৸০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। লেহিরা গণ্ডগ্রাম (অক্ষা° ২১°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪° ১৭´ পূঃ) এখানকার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সমগ্র সম্পত্তির ভূপরিমাণ ৪৬ বর্গমাইল।

লেহিরা-সর্দ্দার কোন যুদ্ধে সম্বলপুররাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। তদনুসারে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে সম্বলপুররাজ লাহিরার বর্ত্তমান সর্দ্দারবংশের সেই পূর্ব্বপুরুষকে এই সম্পত্তি দান করেন। এই সর্দ্দারগণ গোঁড়জাতীয়। ১৭৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহে এখানকার সর্দ্দার শিবনাথ সিংহ ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে যোগদান করেন নাই। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নাবালক পুত্র বৃন্দাবন সিংহ জায়গীরী-মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হন।

লাউ (দেশজ) অলাবু।

লাউমাচা (দেশজ) লাউগাছ উঠাইবার বংশমঞ্চ।

লাওবা, আসামবিভাগের খসিয়া ও জয়ন্তী পার্ব্বত্য জেলাদ্বয়ে অবস্থিত একটী শৈলশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৪৬৪ ফিট্ উচ্চ।

লাও-বের-সাৎ, খসিয়া ও জয়ন্তী-পার্ব্বত্য জেলায় অবস্থিত শৈলভেদ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪০০ ফিট্।

লাও-সিম্নিয়া, আসামের খসিয়া ও জয়ন্তী পার্ব্বত্য বিভাগে অবস্থিত একটী গিরিমালা। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৭৭৫ ফিট্।

লাক্ (দেশজ, লক্ষ শব্দের অপভ্রংশ) লক্ষ।

লাক্‌সাম, ত্রিপুরার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থানে আসাম-বেঙ্গল রেলপথের একটী জংসন আছে।

লাকাদোঙ্গ্, আসামপ্রদেশের জয়ন্তী শৈলমালার দক্ষিণে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই স্থান সরমার শাখা হরিনদীতীরবর্ত্তী বোরঘাট হইতে ৬ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এখানে একটী ক্ষুদ্র কয়লার খনি আছে। এই খনি হইতে উত্তোলিত কয়লা প্রায় ইংরাজী উৎকৃষ্ট কয়লার অনুরূপ। ইংরাজগবর্মেণ্ট এই খনির স্বত্বাধিকারী। লাকাদোঙ্গ্ হইতে কুলীটানা গাড়ীতে বোরঘাটে আনিয়া কয়লা নৌকা বোঝাই হইত। তাহাতে অনেক খরচ পড়ে বলিয়া এখন কয়লা উত্তোলনকার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

লাকাবাদর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়-বিভাগের ঝালাবাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত-রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫ বর্গ-

মাইল। এখানকার সর্দ্দার বড়োদার গাইকবাড়কে বার্ষিক ১৫৪৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৪৲ টাকা রাজকর দিয়া থাকেন।

লাকিনী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ। তন্ত্রে এই যোগিনীর বিষয় বর্ণিত আছে। দুর্গোৎসবপদ্ধতিতে 'লাং লাকিনীভ্যো নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

লাকুচ (ত্রি) লকুচ-বৃক্ষভব।

লাকুচি (পুং) লকুচের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ (ত্রি) লাক্ষ বা লক্ষী শব্দের অপপ্রয়োগ।

লাক্ষকী (স্ত্রী) সীতা।

"রাঘব তে ইয়ং সীতা দ্বারকেশস্য রুক্মিণী।
বিষ্ণোঽবতারমাত্রস্য লক্ষীর্যা কমলালয়া॥
লক্ষণঃ কমলা দাস্তো যস্তাঃ সা লাক্ষকী মতা।
এবং শতসহস্রাণামীশ্বরী রাবিকাধিকা॥"

(পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৫৫ অধ্যায়)

লাক্ষণ (ত্রি) ১ লক্ষণসম্বন্ধীয়। ২ লক্ষণবিৎ।

লাক্ষণি (পুং) লক্ষণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষণিক (পুং) লক্ষণমধীতে বেদা বা লক্ষণ (কতৃকথাদি-সূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। ১ লক্ষণাভিজ্ঞ, লক্ষণবেত্তা। ২ লক্ষণা শক্তি দ্বারা প্রতিপাদক অর্থ। 'লক্ষণয়া প্রতিপাদকঃ লাক্ষণিকঃ' (সাহিত্যদ°) লক্ষণাত্মক বৃত্তিমৎ পদত্বই লাক্ষণিকত্ব। 'লক্ষণাত্মকবৃত্তিমৎ পদত্বং লাক্ষণিকত্বং' (সারসু°) বিভক্তিতত্ত্বার্থবাদে লিখিত আছে যে, শব্দ ৬ প্রকার শক্ত, লাক্ষণিক, রূঢ়, যোগরূঢ়, যৌগিক, ও যৌগিকরূঢ়।

"শক্তো লাক্ষণিকো রূঢ়ো যোগরূঢ়শ্চ যৌগিকঃ।
কচিৎ যৌগিকরূঢ়শ্চ শব্দঃ যোঢ়া নিগদ্যতে॥"

(বিভক্তিতত্ত্বার্থবা°) [লক্ষণা দেখ]

লাক্ষণ্য (ত্রি) লক্ষণবিৎ।

লাক্ষা, কামরূপের দক্ষিণে প্রবাহিত একটী নদী। (কালিকাপু° ১৭ অঃ) রামপালের দক্ষিণেও এই নদী প্রবাহিত। (দেশাবলী)

লাক্ষা (স্ত্রী) লক্ষ্যতেঽনয়েতি লক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্ যদ্বা-'বাহুলকাৎ রাজতেরপি সঃ' কপিলিকা-দিত্বাৎ বা লত্বং (উণ্ ৩।৬২) রক্তবর্ণ বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, চলিত লাহা, গালা। সংস্কৃত পর্য্যায়—রাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, খদিরিকা, রক্তা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, কৃমিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধমাদিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি।

বিভিন্ন দেশে লাক্ষা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—লাক্ষা, লা, লাহা; বাঙ্গালা—গালা; গুজরাত—লাক্; তামিল—কোম্বুরুক্কী; তৈলঙ্গ—কোম্মলক, লত্তুক, লক্ক; মলয়ালম্—অম্বলু; ব্রহ্ম—থেজিক্; শিঙ্গাপুর—লকদ; মহারাষ্ট্র—লাখ্; কলিঙ্গ—অরগু।

আশনা, বট, মহুয়া, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষ-ত্বকে লাক্ষাকীটের (Coccus lacca) অবস্থানহেতু যে রক্তবর্ণ নির্য্যাস উৎপন্ন হয়, তাহাই লাক্ষা বা গালা নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, লাক্ষাকীট বৃক্ষবিশেষের ত্বক্ ভক্ষণ করিয়া যে মল ত্যাগ করে, তাহাই জলবায়ু ও বৃক্ষের রসগুণে লাক্ষায় পর্য্যবসিত হয়। এই লাক্ষা বা গালা উৎপাদনের জন্য ভারতবর্ষের স্থান-বিশেষে চাস হইতে দেখা যায়। তত্তৎস্থানের অধিবাসীরা এক বৃক্ষ হইতে লাক্ষা কীট লইয়া অপর বৃক্ষে ছাড়িয়া দেয়, সেই কীট হইতে বৃক্ষত্বকে নূতন কীটের উৎপত্তি হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই নূতন কীটবংশ বৃক্ষকে ছাইয়া ফেলে। যখন লাক্ষা-কীটে বৃক্ষের আপাদ-মস্তক আচ্ছন্ন হয়, তখন আর বৃক্ষটী সজীব থাকে না, বরং রসহীন হওয়ায় তাহার পত্রাদি ঝরিয়া যায় এবং গুঁড়ি হইতে সমগ্র পল্লবাদি লাক্ষামলে আবৃত হইয়া মলসংযুক্ত হরিদ্রাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। লাক্ষাপালনকারি-গণ উপযুক্ত সময়ে ঐ লাক্ষামল সুপরিপক্ক হইয়াছে জানিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে আনে। ঐ লাক্ষা দেশীয় বাণিজ্যের একটী পণ্যদ্রব্য মধ্যে গণ্য। উহা হইতে নানাপ্রকার খেলানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। খেলানা প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে উহাকে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে সেই জল ক্রমশঃ লাল হইয়া উঠে। সেই লোহিতবর্ণ জল শুকাইয়া গাঢ় হইলে পর যে লাল রঙ্ তলায় জমে, তাহা পুনরায় শুকাইয়া লইলে 'Lac dye' প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাই বাণিজ্য-দ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হয়। আমাদের দেশের অলক্তক নামক কার্পাস-পত্র (তুলার পাত) এই লাক্ষার রঙ্গেই প্রস্তুত।

ময়লাযুক্ত লাক্ষাকে সাধারণতঃ লোকে থাম্লাখ্ বা লাক্ষার থাম্‌ বলে। লাক্ষা ভিজাইয়া পরিষ্কৃত করিবার পর উহা এক একটী ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় চূর্ণ হইয়া যায়। উহা লাক্‌দানা বা Seed-lac নামে পরিচিত। এই দানাগুলি অগ্নির উত্তাপে সামান্য পরিমাণ রঞ্জন যোগে গলাইয়া যে পাতগালা (Shell-lac) প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালায় ও হিন্দুস্থানে তাহা চাপ্‌ড়া-গালা বা চাঁচ্-গালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোতামের ন্যায় ক্ষুদ্র ও গোলাকার মোটাগুলি বড়া-গালা বা Button-lac নামে প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষের স্থানবিশেষে লাক্ষার উৎপত্তি ও পরিমাণ স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের ও আসামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে এবং মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে প্রচুর গালা জন্মে। যুক্তপ্রদেশে তদপেক্ষা

অনেক কম। পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিভাগে তত অধিক জন্মে না। ব্রহ্মের কোন কোন স্থানে পর্য্যাপ্ত ও কোন কোন স্থানে অল্প উৎপন্ন হয়। শ্যাম, সিংহল, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে এবং চীনসাম্রাজ্যে অল্পবিস্তর লাক্ষা জন্মিয়া থাকে। ঐ সকলের মধ্যে শ্যাম, আসাম ও ব্রহ্ম-দেশজাত লাক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মনুসংহিতা ও মহাভারতে লাক্ষার উল্লেখ আছে। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের জতুগৃহদাহকথা কাহারও অবিদিত নাই। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে লাক্ষার যে বহুল প্রচলন ছিল, তাহা এই সুবৃহৎ অট্টালিকা-নির্ম্মাণেই উপলব্ধি করা যায়। এই জতুগৃহই তৎকালীন লাক্ষা-শিল্পের (Lac-industry) প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ভারতীয় লাক্ষার ইংরাজী নাম Lac এবং লাক্ষাজাত দ্রব্য-গুলি Lacquer ও Lackered ware" নামে পরিচিত, ইতিহাস অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, ভারত হইতে এই দ্রব্য আরবীয় বণিক্‌দিগের দ্বারা সুদূর পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে নীত হইত। তাঁহারা এই দ্রব্য লাখ্ নামেই বিক্রয় করিতেন। আনুমানিক ৮০-৯০ খৃষ্টাব্দে পেরিপ্লাসের লেখনী হইতে জানা যায় যে, Ariako দেশের মধ্য হইতে বহু প্রকার লাক্ষাজাত দ্রব্য লোহিত-সাগরের পশ্চিমোপকূলস্থিত Barbarikē বন্দরে আমদানী হইত। উক্ত গ্রন্থকার অলক্তক বর্ণেরও (Lac-dye) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। Ælian-কৃত প্রাণিতত্ত্বে (২৫০খৃষ্টাব্দে) লাক্ষাকীটের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, ভারতীয়গণ বৃক্ষে ঐ কীট পালন করে। তাহারা উহা যথাসময়ে ধরিয়া গুঁড়া করে এবং সেই গুঁড়া জলে ভিজাইয়া যে রঙ্ পায়, তাহাতে গৈরিক বসন ও জামা প্রভৃতি রঞ্জিত করিয়া থাকে। ঐরূপ রঞ্জিত বস্ত্রাদি তৎকালে পারস্যরাজসমীপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইত। (Nat. Animal Vol IV. 46) গার্সিয়া বলেন যে, আরবীয় বণিক্‌গণ লাক্ষাকে 'লাক্ সুমুত্রী' বলিতেন, অধিক সম্ভব, পেগুজাত লাক্ষা প্রথমে সুমাত্রার বাণিজ্যভাণ্ডারে আনীত হইত। উক্ত দ্বীপের বন্দর হইতেই আরবীয় বণিক্‌গণ উক্তদ্রব্য ক্রয় করিতেন বলিয়া তাহারা উহাকে লক্‌সুমুত্রী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে Della Decima (III 365), ১৫১০ খৃঃ (Varthema, 238), ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে Barbosa, ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে Correa প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ ভারতীয় এবং পেগু, মার্ত্তাবান্ ও করমণ্ডল উপকূলজাত লাক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন। গার্সিয়া ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে পত্রাদি আঁটিবার জন্য গালার বাতি এবং আবুল ফজল আইন্-ই-অকবরীতে গালার পালিশের কথা লিখিয়াছেন। উক্ত শতাব্দে ভ্রমণকারী লিন্‌সোটেন (Linschoten) মলবার, বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্যের লাক্ষার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গড়বাল জেলার বিস্তৃত বনভূমে ও অযোধ্যার দক্ষিণপূর্ব্ববিভাগের বনরাজিতে প্রচুর লাক্ষা জন্মে। মৃজাপুরের গালার কারখানায় অযোধ্যাজাত লাক্ষারই অধিক আমদানী হইয়া থাকে। পঞ্জাবে সামান্য মাত্রায় গালা উৎপন্ন হয়। সিন্ধুপ্রদেশে হায়দরাবাদের অরণ্যবিভাগে যে গালা জন্মে, তাহার অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিদ্ধ খেলানাদি নির্ম্মাণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য বনভূমে যে পরিমাণ গালা উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্থানীয় লোকে গালার চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। উহার অধিকাংশই রেলপথে চালিত হইয়া কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে আনীত হয় এবং তথা হইতে জাহাজে বোম্বাই হইয়া য়ুরোপে যায়। মধ্যপ্রদেশে বাহে-লিয়া, রাজহোড়, ভিরিজা, কুর্কু, ধান্নক, নহিল ও ভোই প্রভৃতি অসভ্যজাতিরা এবং স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ লাক্ষা সংগ্রহ করিয়া পটুয়াদিগের নিকট বিক্রয় করে। লাক্ষাবৃত বৃক্ষপল্লব যাহা বনান্তরাল প্রদেশ হইতে সহরে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়, তাহাকে লাক্ষাদণ্ড বা Stick-lac বলা যায়। মহিসুরে এবং ব্রহ্মরাজ্যের শানষ্টেট্ ও উত্তরব্রহ্মবিভাগে প্রচুর লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লাক্ষাদণ্ড কলিকাতায় আনীত হয়, পরে তথা হইলে চাঁচগালা প্রস্তুত হইয়া য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশজাত লাক্ষার বৈদেশিক বাণিজ্যই প্রধান। তবে বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে তদপেক্ষা অনেক অল্প-পরিমাণে লাক্ষা দেশান্তরে প্রেরিত হয়। দেশীয় লোকের ব্যবহারার্থ কতক পরিমাণ এদেশে থাকে। বাঙ্গালার বীরভূম, ছোট-নাগপুর ও উড়িষ্যাবিভাগে বিস্তর লাক্ষার চাস আছে। সিংহভূম, পুরুলিয়া ও হাজারিবাগ হইতে প্রতি বৎসর অনেক লাক্ষা কলিকাতায় আমদানী হয়। বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী, ঝালিদা প্রভৃতি স্থানে বড়াগালা এবং মৃজাপুরে চাঁচ্‌গালার কারখানা আছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে গার্ণেট গালা প্রস্তুতের দুইটী কারখানা দৃষ্ট হয়। অধুনা দুইটীই য়ুরোপীয় বণিক্ দ্বারা পরিচালিত।

বাঙ্গালায় বৎসরে দুইবার গালা সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রথম কার্ত্তিক হইতে পৌষ পর্য্যন্ত এবং দ্বিতীয়বারে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত। সময়ের তারতম্যানুসারে ইহা কুসুমী, রঙ্গিণ, বৈশাখী, জলচালা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নামে প্রসিদ্ধ।

বনে দাবানল, অনাবৃষ্টি অথবা অত্যধিক কুয়াসা হইলে লাক্ষা-কীট নষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পিপীলিকা মাত্রই ইহাদের

বিশেষ অপকারক। ইহারা বৃক্ষে উঠিয়া লাক্ষাকীটের স্ত্রী-কোটর-(Female cell)গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ তদুপরি শুভ্র সুমিষ্টরসসম্পন্ন মোমবৎ সাদাছাল খাইতে আরম্ভ করে। তাহাতে কোটরস্থ কীট পরিপুষ্ট হইতে না হইতেই বায়ু ও উত্তাপের প্রখরতায় নষ্ট হইয়া যায়। যে বৃক্ষে পিপ্‌ড়া ধরে, সে গাছের গালা আর পুষ্ট হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন Galleria ও Tinea শ্রেণীর আরও দুই প্রকার কীট ইহাদিগের অপকার করে। উহারা কেবল স্ত্রী-লাক্ষাকীটের রঙের অংশ ও শিশু কীটগুলিকে খাইয়া থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা লাক্ষার বিভিন্ন পদার্থের সমাবেশ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সকল পদার্থে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায় এবং উহা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যে ব্যবহৃত হয় বলিয়া, উহা এত অধিক আগ্রহের সহিত পণ্যদ্রব্যরূপে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অধ্যাপক হাচেট্ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পল্লবমণ্ডিত লাক্ষায় (Stick lac) ৬৮ ভাগ রঞ্জন, ১০ ভাগ রঙ্, ৬ ভাগ মোম, ৫৸৹ভাগ আটাবৎ পদার্থ, ৬৸৹ভাগ মাড় ও ৪ ভাগ ধূলাগুঁড়া ইত্যাদি আছে। লাক্ষাচূর্ণে (Seedlac) ৮৮°৫ রঞ্জন, ১২৸৹ রঙ্, ৪৸ মোম ও ২ ভাগ আঠা এবং চাঁচ গালায় (Shell-lac) ৯০ ভাগ রঞ্জন, ৷৹ ভাগ রঙ্, ৪ ভাগ মোম এবং ২°৮ ভাগ নাইট্রোজেনসম্বন্ধীয় পদার্থ থাকে। উন্‌ভারডোর্‌বেন্ বলেন, চাঁচগালার রঞ্জন নামক পদার্থ আল্‌কোহল ও ইথারে দ্রবীভূত হয়। আবার ঐ ধূনাবৎ পদার্থের কতকাংশ আল-কোহলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু ইথারে হয় না। উহা দানা বাঁধে। উহাতে লাক্ষাকীটের বসা (unsaponified fat) এবং ওলিক ও মার্গারিক এসিড্ আছে। কতক পরিমাণে মোম ও laccine পাওয়া যায়।

গালার পাত প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—প্রথমে পল্লবমণ্ডিত লাক্ষাগুলিকে জাঁতায় পিষিয়া চূর্ণ করিতে হয়, তদনন্তর বড় কাটিকুটা বাছিয়া ফেলা হয়। পরে সেই লাক্ষা খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ফল-বীজের ন্যায় ক্ষুদ্রতম করিবার জন্য তিন বা চারিপ্রকার জাঁতায় উপর্য্যুপরি পেষিত ও চূর্ণ করিয়া ছাঁক্‌নী দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। এইরূপে ছাঁকিতে ছাঁকিতে যখন কেবল গালাচূর্ণ মেজের উপর পড়ে এবং কাটিকুটা ছাঁক্‌নীতে আলাহিদা থাকে, তখন সেই কাটিকুটা ফেলিয়া দিয়া লাক্ষাচূর্ণগুলি উঠাইয়া স্ত্রীলোকেরা কুলায় ঝাড়িয়া পরিষ্কার করে। কুলায় পরিষ্কার করিবার সময় আবর্জ্জনামিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণগুলি একধারে রাখিয়া পরিষ্কার লাক্ষার দানাগুলি পাতগালা প্রস্তু-তের জন্য সরাইয়া রাখে এবং ঐ আবর্জ্জনামিশ্রিত অপরিষ্কার লাক্ষাচূর্ণ চুড়ীওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে। তাহারা উহা গলাইয়া ভারতীয় রমণীগণের হস্তালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকে।

অতঃপর সেই পরিষ্কৃত দানাগুলি লইয়া একটী লম্বমান নলের মধ্যে পুরিয়া জলে কচ্‌লান হইয়া থাকে। নলের ভিতর জল থাকায় গালার রঙ্ ক্রমশঃ জলে মিলিত হইয়া লালবর্ণ ধারণ করে। ঐ দানাগুলি উত্তরোত্তর জল-আলোড়নে চূর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম দানায় পরিণত হয় এবং বর্ণপদার্থ (Colouring matter) একবারে লাক্ষা হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে। তখন সেই রঙ্গিণ জল থিতাইবার জন্য একটী বড় চৌবাচ্ছার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখা হয়। নীল গাঁজাইবার মত চৌবাচ্ছার তলে রঙ্ সঞ্চিত হইলে একটী ছিদ্রপথে উপরের জল চালিত করিয়া চৌবাচ্ছার বাহির করা হইয়া থাকে। পরে সেই সঞ্চিত রঙ্গিণ পদার্থ উত্তমরূপে ছাঁকিয়া একটী পাত্রে রাখা হয়। ঐ স্থানে উহা শুকাইয়া গাঢ় হইলে তাহাকে বরফীর আকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে পুনরায় শুকাইয়া লওয়া হইয়া থাকে। উহাই বাণিজ্যের 'লাক্-ডাই' নামক পণ্যদ্রব্য।

উপরোক্ত জলধৌত লাক্ষাকণাই "Seed-lac" নামে পরি-চিত। উহাকে আবৃত পাত্রে বাষ্পোত্তাপে তরল করিয়া লইয়া পাত্রগাত্রস্থ উত্তপ্ত নালীপথ দিয়া রঞ্জন মিশ্রিত করা হয়। তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ লাক্ষা আরও তরল হইয়া পড়ে। উহা আর পাত্রের গাত্রে কামড়াইয়া ধরে না, বরং অগ্নির উত্তাপে থাকিয়া ফুটিতে ফুটিতে কিছুকাল পরে ঐ রঞ্জন উপিয়া যায়।

পূর্ব্বকথিত ভাণ্ডের চারিপার্শ্বে দস্তানির্ম্মিত কতকগুলি নল সজ্জিত থাকে। উহার শিরোদেশ ৪৫° কোণে বক্র। উহাদের ভিতর ফাঁপা এবং অভ্যন্তরে নিরন্তর উষ্ণ জল রাখা হয়। তাহার তাপ অতি সামান্য, কারণ অধিক তাপ হইলে গালা ঈষৎ ঠাণ্ডা হইতে পায় না, সুতরাং জমিতে পারে না, আবার একবারে ঠাণ্ডা হইলে গালা শীঘ্র দৃঢ় হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐরূপ অবস্থায় তাহাতে তরল গালা লাগাইয়া টানিলে সহজেই, তাহা ঐ দস্তাস্তম্ভে আটকাইয়া যাইবে। অতএব নিয়মিত উত্তপ্তজলে ঐ দস্তার চোঙ্গাগুলি পূর্ণ হইলে, একজন ব্যক্তি কলার পেটোতে খানিকটা গলিত গালা লইয়া একটী স্তম্ভের শিরোদেশে লাগাইয়া দেয়। গোলাকার ও মসৃণ ঐ দণ্ডের উপর সমানভাবে উত্তাপ প্রাপ্ত হইয়া গালা সরল ও পাতলাভাবে ছড়াইয়া পড়ে, তখন একব্যক্তি আনারস, তাল বা নারিকেলপত্র দুই হাতে দুই কোণে ধরিয়া নলের মাথা হইতে সেই তরল গালা টানিয়া বাড়াইতে থাকে। গালার উত্তাপ ও তরলতা কমিয়া বায়ুতে ক্রমশঃ শুকাইয়া আসিলে উপরের মোটা অংশটুকু ভাঙ্গিয়া

ফেলিয়া দিয়া অবশিষ্ট চাদরের ন্যায় পাতলা অংশটুকু একটী দণ্ডের উপর ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দণ্ড সাধারণতঃ স্ত্রী-লোকেরাই ধরিয়া থাকে। তাহারা সেই গালা কাপড়ের ন্যায় ঝুলাইয়া সেই স্থান হইতে অন্য একটী গৃহে দণ্ডসহ র‍্যাকের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ আকারে সজ্জিত করিয়া রাখে। এই স্থানকে 'Drying shed' বা শুকাইবার ঘর বলে। উহা কতকাংশে তামাক-কুঠীর (Drying-houseএর) মত। পর দিন সেই শুষ্ক গালার পাত ভাঙ্গিয়া বাক্সের মধ্যে পুরিয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

কলিকাতার হাতিবাগানে অম্বিকাকুমারের গালার কল প্রসিদ্ধ। য়ুরোপে তাহার O. C. C. মার্কা গার্ণেট গালার যথেষ্ট আদর ছিল। সুপ্রসিদ্ধ বণিক্ রেলীব্রাদার ঐ কল কিনিয়া গলষ্টন্ সাহেবকে বিক্রয় করেন। উহা এখন উল্টাডিঙ্গিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কলিকাতার উত্তরউপকণ্ঠস্থিত এঞ্জিলো ব্রাদারের কলেও গার্ণেট গালা প্রস্তুত হয়। দমদমার নিকটে পিট্রোকিচিনো ব্রাদারের বড়া গালার একটী কারখানা আছে।

গালার রঙ্ চিরপ্রসিদ্ধ। পদতলে আল্‌তামাখা হিন্দুবালার বড়ই আদরের জিনিস। মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানে রেশমী বস্ত্রের সুতা আল্‌তার রঙে রঞ্জিত হইয়া থাকে। এই আল্‌তা চর্ম্মরোগেও বিশেষ উপকারী। পায়ে পাঁকুই বা হাজা হইলে অথবা গায়ে চুলকনা হইলে তাহার মুখে আল্‌তা গুলিয়া গাঢ় রঙ্ টিপিয়া দিলে উপকার দর্শে। হিন্দুর আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে লাক্ষাদি-তৈলে ইহার ভেষজ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। কাপড় ছোপান ব্যতীত পূর্ব্বে এই বর্ণের সাহায্যে অপরাপর রঙ্ প্রস্তুত করা হইত, ইহার রঙ্ পাকা।

গালা হইতে চুড়ী, ছড়ি, নানা গহনা এবং বাগানাদি অতি চমৎকার খেলানা দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কুসুমী গালায় প্রস্তুত গলার হার ঠিক্ গিনি-সোণানির্ম্মিত হারের ন্যায় বোধ হয়। একটী ফলফুলপরিশোভিত উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হইলে সহজেই গালার দ্বারা সাজান যাইতে পারে। গালার উপর যেখানে যে রঙ্ লাগান আবশ্যক, তাহাও ঠিক সেইখানে দেওয়া যায় এবং উহার গাত্র পালিসের ন্যায় মসৃণ ও চাক্‌চিক্যশালী হইতে পারে। বাঙ্গালায় সোণামুখী ও বালদা প্রভৃতি স্থানে গালার অলঙ্কার ও খেলানাদি প্রস্তুত হয়। কলিকাতা সহরেও কোন কোন কারিগর গালার খেলানা প্রস্তুত করিতেছে। পঞ্জাব, সিন্ধু ও পাকপত্তনে প্রসিদ্ধ গালার খেলানার কারখানা (Lac-turnery) আছে। কারখানায় প্রস্তুত গালার দ্রব্যগুলি য়ুরোপে Lacquerwork নামে অভিহিত। অপর কাঠের উপর গালা জমাইয়া তাহাকে যে কোন কাঠের আকারে পরিণত করা যায়। কাশীতে সাদা বাঁখারিতে সুতার গাঁট বাঁধিয়া চীনা বাঁশের লাটি প্রস্তুত করিতে দেখা যায়। এইরূপে সুন্দর সুন্দর বাক্স, ফুলদানী, টেপায়া প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। স্বর্ণালঙ্কারাদিতে গালা ভরিবার প্রচলন আছে।

ভারতীয় লাক্ষাকারু হইতে জাপানী লাক্ষাশিল্প স্বতন্ত্র। তাহারা কাষ্ঠের উপর গালার পরিবর্ত্তে Rhus Vernicifera নামক বৃক্ষের আটায় পালিস দিয়া থাকে। গালার পালিস স্বতন্ত্র। আল্‌কোহলে চাঁচ গালা, খুন্‌খারাপী, লোবান্ ও রুই-মুস্তকী যোগ করিলে গালার পালিশ প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ বাক্স, আলমারী, দরজা জানালা প্রভৃতিতে ইহা লেপন করিয়া চাক্‌চিক্য সম্পাদন করা হইয়া থাকে।

লাক্ষা ও লাক্ষারঙের বাণিজ্য পূর্ব্বাপর সমভাবে চলিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে চাঁচগালা অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণের দাম দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। এই সময় নীলের চাস চলিতেছিল, নীলে রঙের উৎকৃষ্ট জমি হওয়ায় লাক্ষারঙের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহৃত হইতে থাকে। নীলের আদরে লাক্ষারঙের হতাদর বাড়িয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উহার দর একবারে কমিয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৭এ নবেম্বর ভারত-গবর্মেণ্টের বিজ্ঞাপনে উহা রপ্তানীর তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হয়। কারণ তখন য়ুরোপীয় বাজারে উহার বিক্রয় না থাকায় আদৌ শুল্ক আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। এখনও লাক্ষার বাণিজ্য চলিতেছে। বৃটেনরাজ্যে ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রভূত গালা রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণি, ইতালী, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, চীন, ষ্ট্রেট্‌সেটল্‌মেণ্ট, স্পেন ও হলণ্ড রাজ্যেও বাঙ্গালা হইতে লাক্ষা রপ্তানী হইয়া থাকে।

সমুদ্রগর্ভে যে তাড়িত-বার্ত্তাবহ-তার পরিচালিত হইয়াছে, তাহার উপর লাক্ষার আস্তরণ দেওয়া হয়। কারণ জল ও মৃত্তিকা সংযোগে গালা নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহার অভ্যন্তরস্থ তারও নষ্ট হইতে পায় না।

ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম, পিত্তরোগ, শোফ, বিষদোষ, রক্তদোষ ও বিষমজ্বরনাশক এবং বলকর।

ভাবপ্রকাশ মতে, লাক্ষা বর্ণকর, শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ, লঘু, কফ, পিত্ত, অস্র, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বিসর্প, কৃমি, ও কুষ্ঠ-রোগনাশক। (ভাবপ্র°) ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, লাক্ষা নূতন গ্রহণ করিতে হইবে এবং উহা যেন মৃত্তিকাদি-দোষবর্জ্জিত হয়।

"লাক্ষা চ নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদিবিবর্জ্জিতা।" (ভৈষজ্যরত্না°)

২ শতপত্রী। ৩ সেবতী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষাগুগ্গুলু, আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক এক তোলা এবং গুগ্গুলু ৫ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ভগ্ন স্থানে ইহার প্রলেপ দিলে ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনা নিবারিত হইয়া অঙ্গ সকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

কেহ কেহ বলেন, উক্ত পাঁচ প্রকার চূর্ণের তুল্য পরিমাণ গুগ্গুলু মিশাইলে যথেষ্ট হয়।

লাক্ষাতরু (পুং) লাক্ষোৎপাদকস্তরুঃ। পলাশ বৃক্ষ। (শব্দমা°)

লাক্ষাতৈল (ক্লী) লাক্ষাদিভিঃ পক্বং তৈলং। পক্বতৈলবিশেষ, লাক্ষাদি দ্বারা এই তৈল প্রস্তুত হয়, এজন্য ইহাকে লাক্ষাতৈল কহে। এই তৈল দ্বিবিধ স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুতপ্রণালী—

স্বল্পলাক্ষাতৈল—সমপরিমাণ লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা তৈল পাক করিয়া পাক শেষ হইলে উহাতে গন্ধদ্রব্য মিশাইয়া নামাইতে হয়। এই তৈল দাহ, শীত ও জ্বরনাশক। (সুখবোধ)

২ বালরোগাধিকারে তৈলভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিল তৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মুগরামুল, কটুকী ও রেণুক মিলিত ১সের; এই সকল কল্ক দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদির উপশম হয় ও বলবৃদ্ধি পায়।

(ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাধিকা°)

অন্যবিধ—কুটিত লাক্ষা ৩ শরাব, জল ১৬ শরাব, ২১ বার দোলাযন্ত্রে পরিশ্রুত করিয়া ১৬ শরাব গ্রহন করিবে। অথবা লাক্ষা ৮ শরাব, জল ৬৪ শরাব, পাক করিয়া শেষে ১৬ শরাব গ্রহণ করিতে হইবে। পরে তিলতৈল ৪ শরাব, লাক্ষারস বা কাথ ১৬ শরাব, দধিমস্তু ১৬ শরাব, কল্কার্থ শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুষ্ঠ, রেণুক, কটুকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুস্তা ও রক্তচন্দন প্রত্যেকে ২ তোলা, যথাবিধানে পাক সিদ্ধ হইলে কর্পূর, শিলারস ও নখী প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া উহা মিশ্রিত করিতে হইবে। এই তৈল জ্বরাদি রোগনাশক। (রসব°)

লাক্ষাদিতৈল, জ্বররোগে উপকারক তৈলৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, পুরাতন কাঁজি ২৪ সের; কল্কার্থ—লাহা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা মিলিত ১ সের। এই তৈলমর্দ্দনে জ্বর এবং তজ্জনিত দাহ ও শীত নিবারিত হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল নামে ইহার আর একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রণালী—মূর্চ্ছিত তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার কাথ ১৬ সের (লাক্ষা ৮ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষ ১৬ সের।) দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুক, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু,মুথা, রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সমাপ্ত হইলে কর্পূর ২ তোলা, শিলারস ২ তোলা, ও নখী ২ তোলা ঐ তৈলে মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বিষম-জ্বরাদি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

লাক্ষার ছয় গুণ জলে অর্থাৎ ১৮ সের জলে ৩ সের লাক্ষা কুটিয়া নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর ঐ জল দোলাযন্ত্রসাহায্যে পরিস্রাবিত করিয়া সেই জল ১৬ সের গ্রহণ করা যাইতে পারে, উহার অবশিষ্ট ভাগ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অথবা ৮ সের লাক্ষা ৬৪ সের জলে পাক করিয়া তাহারই এক পাদ কাথ ঔষধপ্রস্তুতকালে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাধিকা°)

লাক্ষাদিবর্গ (পুং) সুশ্রুতোক্ত লাক্ষাদি গণভেদ। এই গণ যথা—লাক্ষা, রেবত, কুটজ, অশ্বমার, কট্ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম্ব, সপ্তচ্ছদ, মালতী ও ত্রায়মাণা। (সুশ্রুত সূত্র°৩৮অ°)

লাক্ষাদ্যতৈল, মুখরোগে হিতকর ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষারস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, খদিরের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল, যষ্টিমধু, প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডূষ করিলে,দালন, দন্তচাল, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরুচি ও মুখের বিরসতা নষ্ট হইয়া দন্ত সকল সুদৃঢ় হয়।

লাক্ষাদ্বীপ, দক্ষিণভারতের মলবার উপকূলের অদূরবর্তী একটী দ্বীপপুঞ্জ। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত। অক্ষা° ১০° হইতে ১৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪০´ হইতে ৭৪° পূঃ মধ্য। ভারত উপকূল হইতে প্রায় ২০০ মাইল ব্যবধান। ১৪টী দ্বীপ লইয়া এই দ্বীপপুঞ্জ গঠিত। উহার ৯টীতে লোকের বাস আছে। ২টীতে আদৌ বসতি নাই এবং ৩টী কেবলমাত্র সাগরজলের উপর ভাসমান রহিয়াছে। ইহার উত্তরাংশ দক্ষিণকণাড়ার কলেক্টারের অধীন এবং অবশিষ্ট দক্ষিণভাগ কোন্নূরের আলীরাজার শাসনাধীন। উহা মলবার জেলার একটী অংশ বলিয়া পরিগণিত।

এখানে একত্র বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকায় লক্ষদ্বীপ শব্দ হইতে লাক্ষাদ্বীপ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভবতঃ একসময়ে মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ একযোগে শ্রেণীবদ্ধভাবে গঠিত হইয়াছিল। তখন লোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষদ্বীপ দেখিয়া উহার নাম লাক্ষাদ্বীপ রাখে। আবার অনেকে বলেন, প্রবালসমষ্টিযোগে এই দ্বীপের উৎপত্তি। প্রবাল ও লাক্ষার আকৃতিগত সাদৃশ্য দেখিয়া লোকে ইহাকে লাক্ষাদ্বীপ বলিয়া থাকে। অধিক সম্ভব, আরবীয় বণিক্গণ

বহুকাল হইতে লাক্কার বাণিজ্যের জন্য মলবার উপকূলে যাতায়াত করিত। তাহারা লাক্কার নাম হইতেই এই দ্বীপের নাম লাক্কাদ্বীপ বলিয়া ঘোষিত করিয়া থাকিবে। ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্বোসা লাক্কাদ্বীপকে মলনদ্বীপ ও মালদ্বীপকে পলনদ্বীপ শব্দে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তুহফৎ-উল-মজাহিদীন্ গ্রন্থে ইহা মলবার-দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিম্নে বর্ত্তমান দ্বীপপুঞ্জগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

দক্ষিণ কণাড়া বা আমীনদীবি দ্বীপাবলী—	লোকসংখ্যা
আমীনি বা আমীনদীবি	২০৬০
চেৎলাৎ	৫৭৭
কদম	২৪৫
কিল্তান্	৭৯০
বিত্রা (বসবাস নাই)	——
কোন্ননুর দ্বীপাবলী—	
অগত্তি	১৩৭৫
কবরত্তি	২১২৯
অন্দ্রোথ	২৮৮৪
কালপেণি	১২২২
মিনিকোই (মীনকট)	৩১৯১
সুহেলী (বসবাস নাই)	——

মিনিকোই দ্বীপবাসীরা লাক্কাদ্বীপবাসীর ন্যায় মলয়ালম্ ভাষায় কথা কয় না। ইহাদের কথিত ভাষায় লাক্কাদ্বীপি ভাষার অনেকটা পার্থক্য ও মালদ্বীপবাসীর ভাষার সহিত অনেক সাদৃশ্য দেখিয়া এই দ্বীপকে মালদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়া থাকে।

ইহার প্রত্যেক দ্বীপগুলিই প্রবালসমষ্টির সংযোগে উৎপন্ন। সকলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০ বা ১৫ ফিট্ উচ্চ এবং ভূপরিমাণ ২ হইতে ৩ বর্গমাইল। ইহাদের চারিপার্শ্বেই প্রবালজ পর্ব্বতশিখর দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বাংশের প্রবাল গিরি পশ্চিমের অপেক্ষা কম। পশ্চিম দিকে উহা ৫০০ গজ হইতে কোন কোন স্থানে এক মাইলের তিন পোয়া ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ স্থানের স্বল্প-গভীরতা নিবন্ধন জল 'লেগুণের' মত স্থির। এমন কি, ভীষণ ঝটিকার সময় সেই জলে নির্ভয়ে কয়ার (নারিকেলের ছোবড়া) ভিজান যাইতে পারে। ভাসিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না। জুয়ারের সময় এই স্থির ভাগ জল পূর্ণ থাকে, ভাটা পড়িলে খাতের মধ্য দিয়া জল ক্রমশঃ নিকাশ হইয়া যায়। তখন উহার উপরি ভাগ শুষ্ক দেখায় এবং সেই নালী দিয়া দেশীয় বড় বড় নৌকাগুলি চালিত হইয়া লেগুণের বন্দরাংশে যেথানে অধিক জল আবদ্ধ থাকে, সেই অংশে সরিয়া আইসে। উক্ত দ্বীপসমূহের পশ্চিম ভাগে যেরূপ প্রশস্ত প্রবালজ গিরি বিদ্যমান, পূর্ব্বভাগে সেরূপ নাই। সে-দিকের উচ্চ পর্ব্বতগাত্র একেবারে সমুদ্রগর্ভে নামিয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্বদিক্ অনেক পূর্ব্বে গঠিত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেকের উপরি ভাগে চূণা পাথর বা প্রবালজস্তর দৃষ্ট হয়। উহার উপর কখন জল উঠে না। ঐ স্তর ১ হইতে ১॥০ ফুট পর্য্যন্ত মোটা। ইহা খনন করিলে নিম্নে বালুমাটী পাওয়া যায়। কোদালে করিয়া ঐ বালুকা তুলিয়া ফেলিলে সেই গর্ত্ত জলে পূর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপে কূপ, তড়াগ ও পুষ্করিণ্যাদি কাটিয়া জল উৎপন্ন হইলে কয়ার ভিজান হইয়া থাকে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। অন্য কোন প্রকার সবজি সেরূপ উৎপন্ন হয় না। ইন্দুর ব্যতীত অন্য কোন চতুষ্পদ পশু নাই। ইহারা নারিকেলের পরম শত্রু। কচ্ছপ ও মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ কাল এই দ্বীপপুঞ্জ কোন্ননুর-রাজ্যের শাসনাধীন রহিয়াছে। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে কোলত্তিরী-রাজ সুপ্রসিদ্ধ চিরক্কল এখানকার সর্দ্দারকে জায়গীর স্বরূপ দান করেন। ইহার অনেক পরে মালদ্বীপের সুলতানের নিকট হইতে মিনিকোই দ্বীপ অধিকার করিয়া লওয়া হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্তর দ্বীপ-বাসিগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া মহিসুররাজের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কণাড়া বিভাগ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করতল গত হয়, তদবধি এই সকল দ্বীপ কোন্ননুরের নবাব-আলীকে আর প্রত্যর্পিত হয় নাই; কেবল তাঁহার রাজস্বের ৫২৫০৲ টাকা ইংরাজরাজ কমাইয়া দেন। সেই সময় হইতেই এই দ্বীপমালার দুইটী বিভাগ হইয়াছে।

১৮৫৫ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দক্ষিণ দ্বীপাংশের খাজনা বাকী পড়ায় উহার রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য ন্যাসী নিযুক্ত হয়। তদনন্তর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজস্বের অনাদায় ঘটিলে উক্ত বিভাগ মলবারের রাজস্ব-সংগ্রাহকের (Collector of Malabar) অধীনে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রজাবর্গের মধ্যে অসন্তোষ ঘটে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট উত্তর বিভাগে এবং কোন্ননুরের আলী রাজা স্বীয় অধিকৃত বিভাগে উৎপন্ন কয়ারের উদ্বৃত্ত হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া থাকেন। তাঁহারা উভয়েই প্রজাবর্গের নিকট নির্দ্দিষ্ট মূল্যে কয়ার খরিদ করিয়া উপকূলস্থ বাজারে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করেন। মূলধনবাদে যাহা লভ্য হয়, তাহাই উভয়ে রাজস্ব বাদে বাণিজ্যের লভ্যাংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। আলীরাজা স্বয়ং যে অংশ শাসন করেন, তাহার জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পেস্কস দিয়া থাকেন।

ইংরাজরাজশাসিত কণাড়ার অধীন দ্বীপভাগে কয়ারের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় নাই। ইংরাজ-কর্মচারী চাউল ও নগদ টাকা দিয়া উহার মূল্য পরিশোধ করিয়া দেন। আলীরাজার অধিকৃত ভূভাগে তাহার ঠিক বিপরীত। তথাকার দেশীয় সর্দারগণ কয়ারের মূল্য লইয়া রাজার সহিত নানা গোলযোগ উত্থাপিত করে। তাহাতে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্যের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। নারিকেল, কড়ি, কচ্ছপের খোলা প্রভৃতি দ্রব্যে রাজার একচেটিয়া বাণিজ্য চলিতেছে।

কণাড়ার অধীন দ্বীপসমূহ একজন সব্ মাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফের দ্বারা এবং কোয়নুর-দ্বীপপুঞ্জ আমীনদিগের অধীনে পরিচালিত হইতেছে। এখানকার অধিবাসিগণ শান্তিপ্রিয়। কোন বাদবিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তাহারা গ্রামস্থ অধ্যক্ষের নিকট তাহার মীমাংসা করিয়া লয়।

অধিবাসিগণ সকলেই মুসলমান। উপকূলবাসী মাপিল্লা-দিগের ন্যায় তাহারাও পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। তাহাদের মধ্যে এই-রূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ধার্ম্মিক প্রধান রাজা চেরমান্ পেরুমলের অনুসন্ধানার্থ মলয়াল হইতে মক্কাভিমুখে অভিযান করেন। পথিমধ্যে এই দ্বীপে আট্কাইয়া জাহাজ ভগ্ন হইলে তাহারা এখানে উঠিতে বাধ্য হয়। বাস্তবিকই এখানকার অধিবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল। আনু-মানিক তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে তাহারা ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হই-য়াছে। তথাপি তাহারা জাতিগত কএকটী চিরন্তন প্রথা বিসর্জ্জন করে নাই। তাহাদের কন্যারাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে। পুরুষেরা বাণিজ্য ব্যপদেশে অথবা রাজকর্ম্মের অন্বেষণে মলবার উপকূলে আসিয়া থাকে। বালকেরাও পিতার সঙ্গে বিদেশে আইসে। এই কারণে দ্বীপসমূহে রমণীকুলেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

রমণীগণ নির্ভয়ে নগরে বিচরণ করিয়া থাকে। নৌকা-চালন ব্যতীত তাহারা স্ত্রী ও পুরুষের অনুষ্ঠেয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করে। কেহ মাথায় ঘোমটা দেয় না। তাহাদের কথিত ভাষা মলয়ালম্, কিন্তু আরবীয় বর্ণমালায় তাহারা লেখা পড়া করে। মিনিকোই দ্বীপের ভাষা মালদ্বীপী ও মলয়ালম্-মিশ্রিত।

লাক্ষাপ্রসাদ (পুং) লাক্ষায়াঃ প্রসাদো যস্মাৎ। পট্টিকা লোধ্র। (রাজনি°)

লাক্ষাপ্রসাদন (পুং) লাক্ষাং প্রসাদয়তীতি প্র-সদ-ণিচ্ ল্যু। রক্তলোধ্র, পর্য্যায় ক্রমুক, পট্টিকা, পট্টী। (ভাবপ্র°)

লাক্ষারস (পুং) লাক্ষায়াঃ রসঃ। লাক্ষাজল বা ক্কাথ। লাহার রস। প্রস্তুত প্রণালী—

"ষড়্ গুণেনাম্বুনা লাক্ষা দোলাযন্ত্রেণ পাচিতা।
ত্রিসপ্তধা পরিস্রাব্য অলক্তরসমিষ্যতে॥" (পরিভাষাপ্র° ২ খ°)

যে পরিমাণ লাক্ষা তাহার ৬ গুণ জল দিয়া দোলাযন্ত্রে ত্রিসপ্তবার পরিস্রুত করিয়া লইলে তাহাকে লাক্ষারস কহে।

লাক্ষাবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লাক্ষা, জেলা, যমানী, শ্বেত অপরাজিতার ছাল, অর্জ্জুন ফল ও পুষ্প, বিড়ঙ্গ, মাক্ষিক ও গুগ্গুল এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ গৃহে থাকিলে সর্প মূষিকাদি দূরে পলায়ন করে। (রসেন্দ্রসারস° পাণ্ডুরোগাধিকা°)

লাক্ষাবৃক্ষ (পুং) কোশাম্রবৃক্ষ, চলিত জলপাই গাছ। ২ পলাশ বৃক্ষ। (রাজনি°)

লাক্ষিক (ত্রি) লাক্ষাসম্বন্ধী। ২ লাক্ষাভাব।

লাক্ষেয় (পুং) লক্ষের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্মণ (পুং) ১ লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য। ২ লক্ষ্মণাবৃক্ষসম্বন্ধীয়।

লাক্ষ্মণি (পুং) লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য।

লাক্ষ্মণেয় (পুং) ১ লক্ষ্মণের গোত্রাপত্য। ২ বাঙ্গালার সেন-বংশীয় একজন রাজা। [সেনরাজবংশ দেখ।]

লাক্ষ্মিক (ত্রি) লক্ষ্মধীতে বেদ বা (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি লক্ষ্ম-ঠক্। যিনি লক্ষ্মাভ্যাস করেন বা যিনি ভেদ করিতে পারেন।

লাখ, ১ শোষণ। ২ ভূষণ। ৩ সামর্থ্য। ৪ নিবারণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লাখতি। লিট্ ললাখ। লুঙ্ অলাখীৎ। ণিচ্ লাখয়তি। লুঙ্ অললাখৎ।

লাখ (দেশজ) লক্ষশব্দের অপভ্রংশ।

লাখ্নৌ (লখ্নৌ, লক্ষ্ণৌ), অযোধ্যা প্রদেশের কমিশনরের অধীন একটী বিভাগ। যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৬′ হইতে ২৭°২১′৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°१′ হইতে ৮১°৫৬′ পূঃ মধ্যে। লাখ্নৌ, বারাবাঙ্কি ও উণাও জেলা লইয়া এই বিভাগ ঘটিত। ইহার উত্তরে হার্দোই ও সীতাপুর জেলা, পূর্ব্বে বরাইচ ও গোণ্ডা জেলা, দক্ষিণে ফৈজাবাদ, সুলতানপুর ও রায়বরেলী জেলা এবং পশ্চিমে গঙ্গানদী। ভূ-পরিমাণ ৪৫০৪০৫ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১৮টী নগর ও ৪৬৭৬টী গ্রাম আছে।

লাখ্নৌ, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোট-লাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৬°৩০′ হইতে ২৭°৯′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪৪′ হইতে ৮১°১৫′৩০″ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৯৮০৬ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে হার্দোই ও সীতাপুর, পূর্ব্বে বারাবাঙ্কী, দক্ষিণে রায়বরেলী এবং পশ্চিমে উনাও জেলা। লাখ্নৌ নগর ইহার বিচার-সদর।

এই জেলার অধিকাংশ স্থানই উর্ব্বর ও শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণ। মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও বনমালাবিরাজিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ রণ-ক্ষেত্রের অতীতস্মৃতি বহন করিয়া সাধারণের হৃদয়ে বীরকীর্ত্তির উদ্বোধন করিয়া দিতেছে। স্থানীয় নদীমালার বালুকাময় সৈকতভূমি ভূর নামে এবং অনুর্ব্বর লোণাজমি উষর নামে পরি-চিত। গোমতী ও সাইনদী শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক এখানে প্রবাহিত আছে। তন্মধ্যে বেহতা, নাগবা, লোনী ও বাঁকা নদীই প্রধান।

এখানকার বিশেষ কোন প্রাচীন ইতিহাস নাই। সাহাব্-উদ্দীন্‌কর্ত্তৃক বিজিত (১১৯৪ খৃঃ) প্রসিদ্ধ কনোজরাজ জয়চাঁদের রাজত্বকালের পূর্ব্বে লখ্‌নৌ নগর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই বিভাগে ঔপনিবেশিক রাজপুতগণের আগমনপ্রসঙ্গ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মুসলমান আক্রমণের পরই এখানে নানা রাজপুত শাখার বসবাস ঘটিয়াছে।

মুসলমান জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জানবার, পরিহার, ও গৌতমগণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। জানবার জাতির ইতিহাস ভর ও বহরাইচ জাতির সহিত সংমিশ্রিত। গৌতমদিগের প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা কনোজরাজবংশের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং বাঈজাতি এদেশে আসিয়াও কনোজরাজের প্রাধান্য স্বীকার করিত। পণবার ও চৌহান রাজপুতগণ দিল্লীশ্বরের অধীনে এই প্রদেশ আক্রমণের জন্য আসিয়া নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পাঠান-রাজগণের আক্রমণে ও রাজ্যজয়ে গৃহভ্রষ্ট হইয়া ধর্ম্মনাশভয়ে অনেকানেক রাজপুত পরিবার এখানে পলাইয়া আইসে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটী স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথাকার প্রভু হইয়া পড়ে। মোহল, লালাগঞ্জ ও নিঘোহান পরগণায় আমেঠীয়া ও গৌতমগণ এইরূপে প্রভুত্বলাভ করিয়া-ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের মধ্যভাগে শেখগণ অমেঠী পরগণা হইতে অমেঠিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহাদের অধীনে ইকোনাবাসী জানবারগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

বাঈ ও চৌহানগণ বিজ্‌নৌর অধিকার করে। তদনন্তর বাঈগণ কাকোরী অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জানবার ও রাইকবাড়গণ মোহন-ঔরস্ নামকস্থানে আসিয়া বাস করে। অতঃপর নিকুম্ভ, গাহরবাড়, গৌতম ও জানবারগণ মলিহাবাদ পরগণায় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পণবার ও চৌহানগণ মহোনা আক্রমণ ও অধিকার করিবার পর, জানবারগণ উত্তরের কুর্সী ও দেবা জয় করে। তদনন্তর তাহারা কুর্সী হইতে কল্যাণী নদীর উত্তর তীর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিল। পরে বাঈগণ তাহাদের নিকট হইতে দেবা অধিকার করিয়া লয়।

ইহার পর মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হয়। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম সৈয়দ মসাউদ্ এই স্থান আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। তবে কোন কোন পরগণার প্রাচীন নগরাদিতে মুসলমানগণের ভগ্নপ্রায় কীর্ত্তি নিদর্শন দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি যে যে স্থান দিয়া এই জেলা মধ্যে গমন করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অনু-চরগণ কর্ত্তৃক মহল্লাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোহনলালগঞ্জের নগ্রাম ও অমেঠী গ্রামে তিনি ছাউনী করিয়া সদলে কিছুদিন বাস করেন। সত্রিখ্ নগরে তাঁহার সদর ছিল। সেনাদল ছাউনী পরিত্যাগ করিবার পর, সম্ভবতঃ আর সদর হইতে তথায় আসিয়া বাস করিতে সাহসী হন নাই।

অনন্তর শাহাবুদ্দীনের অধিকারকালে ১২০২ খৃষ্টাব্দে খিলজীপুঙ্গব মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার এই স্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার সাময়িক কোন মুসলমানকীর্ত্তি এখানে নাই। অধিক সম্ভব, তিনি মলিহাবাদের নিকটবর্ত্তী বখ্‌তিয়ার নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া এই নগরে একটী পাঠান উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পাঠানগণ কাকোরীর বাঈ-রাজা সাথ্‌নার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া এখানে পাঠানপ্রভাব বিস্তার করিয়া অন্যত্র উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে নাই।

খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগ হইতেই এখানে মুসলমানের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিকের মধ্যে পরগণার ফসমন্দীরবাসী শেখগণ ও সলিমাবাদের সৈয়দগণই প্রথম। তদনন্তর কিদ্‌বাড়ার শেখগণ আসিয়া প্রভাব বিস্তার করে। ইহার পর, অন্যান্য মুসলমান-সম্প্রদায় কুর্সী ও দেবার মধ্য দিয়া এখানে আসিয়া নানাস্থানে বাস করিয়াছিল। এখানে প্রবাদ এইরূপ যে, ঐ মুসলমানগণ সত্রিখ্ হইতে এখানে আইসে।

সত্রিখ্ হইতে মুসলমানগণ উপর্য্যুপরি এই জেলার নানা-স্থান আক্রমণ করিয়াও স্থায়ী প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা সালর মসাউদের সেনাপতি শাহ বেগের অধীনে প্রথমে দেবা নগর আক্রমণ করিয়া ক্রমশঃ লাখ্‌নৌ অভিমুখে আসিয়া মণ্ডিয়াওন্ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে শাহবেগ হিন্দুগণের নিকট পরাভূত ও নিহত হন। নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। উহার চূড়ার উচ্চতানিবন্ধন লোকে উহাকে নৌ-গজাপীর বলিয়া অভিহিত করে। অনন্তর, এখানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার পর, ক্রমশঃ দেবাস, কুর্সী ও লাখ্‌নৌ হইতে কাকোরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানের গ্রামাদিতে মুসলমানের

উপনিবেশ ঘটে এবং তাহারা ক্রমশঃ এক একটীস্থান অধিকার করিয়া তত্তদ্ বিভাগের স্বত্বাধিকারী বলিয়া গৃহীত হয়।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, রাজপুত ও মুসলমান ঔপনিবেশিকগণের পূর্ব্বে এখানে ভর, অরথ্ ও পাশী নামক নিম্নশ্রেণীর কএকটী জাতির বাস ছিল। অযোধ্যায় সূর্য্যবংশী রাজগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে, ভরগণ এই প্রদেশ লুণ্ঠন করে। এখানকার গহন অরণ্যে আর্য্যঋষিগণ তপস্যায় নিরত থাকিতেন, এইজন্য কোন কোন বন স্থানীয় লোকের নিকট পরম পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইত, ঐ সকল ঋষিগণ যে যে স্থানে বাস করিতেন,তাহা এখন নগররূপে পরিণত হইলেও সেই সেই ঋষির নামে সাধারণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। মণ্ডিওয়াওন্—মণ্ডল ঋষির নামে, মোহন—মোহনগিরি গোস্বামীর নামে, জগৌর জগদেব যোগীর নামে এবং দেবা—দেবল ঋষির নামে খ্যাত হয়। ভরদস্যুগণ সেই সকল ঋষির আশ্রম লুণ্ঠন করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে সই নদীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন।

ইহারা কিরাত নামক পার্ব্বত্যজাতির ন্যায় তরাই প্রদেশ হইতে এখানে আগমন করে। এখনও ভরডিহির ভগ্নাবশেষ এখানকার নানা গ্রামে নিপতিত রহিয়াছে। কনোজ-রাজবংশ অধঃপতনের পূর্ব্বে ভরদিগকে উৎসাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। রাজা জয়চাঁদ অলা, উদন ও বণাফর রাজপুত জাতির সাহায্যে বিজনৌরের নিকটস্থ নাথবন আক্রমণ করেন। তিনি এখানকার পাসীরাজ বিগুলীকে পরাজিত করিয়া সর্সাবা ও দেবা পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পাসী ও অরথ্গণ মলিহাবাদ এবং কাকোরী ও বিজ্নৌরের দক্ষিণে সইতীরবর্ত্তী সাসেন্দী পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ইহারই পূর্ব্বে ভরজাতির অধিকার ও প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

পাসী ও অরথ্গণ এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা দুর্দ্ধর্ষ ও মদ্যপ। অন্যান্য অধিবাসীকে মদ্যপানে ভুলাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। ভরজাতির সম্বন্ধেও পূর্ব্বাপর ঐরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ৯১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা তিলকচাঁদ হইতেই এখানে ভররাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। বরাইচ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি দিল্লীপতিকে পরাভূত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। তাঁহার বংশে ৯ জন রাজা দিল্লী হইতে অযোধ্যার পর্ব্বতপ্রান্ত পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা গোবিন্দ চাঁদের মহিষী ভীমাদেবী রাজ্যশাসন করিয়া ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু সময়ে স্বীয় সম্পত্তি আপন ধর্ম্মগুরু হরগোবিন্দকে দান করিয়া যান। উক্ত হরগোবিন্দের বংশ ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করেন।

লাখ্‌নৌ নগর ও সেনাবাস, কাকোরী, মলিহাবাদ ও অমেঠী এখানকার প্রধান নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। রবি, খারিফ ও হৈমন্তিকাদি নানা শস্য এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নৌকাপথে এখানকার বাণিজ্য বড় চলে না। অধিকাংশই রেলপথে ও পাকা রাস্তায় গোশকটে পরিচালিত হইতেছে। সীতাপুর, ফৈজাবাদ ও কাণপুর যাতায়াতের জন্য যে পাকা রাস্তা আছে, উহা প্রায় ৫ শত মাইল লম্বা, এতদ্ভিন্ন কুর্সী, দেবা, সুলতানপুর, গোঁসাইগঞ্জ ও আমেঠী হইয়া সুলতানপুর; মোহনলালগঞ্জ হইয়া রায়বরেলী; সই নদীর সুন্দর সেতু পার হইয়া মোহন ও উণাও জেলার রসুলাবাদ ও মলিহাবাদ হইতে হার্দোই জেলার শাণ্ডিল্য নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সকল রাস্তা ধরিয়া লাখ্‌নৌ নগরে আসা যায়। এতদ্ভিন্ন কএকটী রাস্তা এখান হইতে অন্যান্য জেলার প্রধান প্রধান নগরে গিয়াছে। তন্মধ্যে মহোনা হইতে কুর্সী ও দেবা অতিক্রম করিয়া বারাবাঙ্কী পর্য্যন্ত, গোঁসাইগঞ্জ ও মোহনলালগঞ্জ হইয়া কাণপুরের রাজবর্ত্ম পর্য্যন্ত বনি সেতু হইতে মোহন ও ঔরস্ পর্য্যন্ত, সই নদীর পাকা পুল পার হইয়া মোহন-ঔরসের উত্তর হইতে রহিমাবাদ পর্য্যন্ত এবং লাখ্‌নৌ হইতে বিজনৌর পর্য্যন্ত কয়টী রাস্তা প্রধান। জেলার উপরোক্ত কয়টী রাস্তাই উত্তমরূপে বাঁধান। বর্ষাকালে পথ খারাপ হয় না। সকল স্থানেই নদীর উপর পাকা সেতু নির্ম্মিত আছে।

অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড-রেলপথ এই জেলার মধ্যে বিস্তৃত। ইহার তিনটী শাখা পূর্ব্ব-দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্বে গিয়াছে। একটী লাখ্‌নৌ হইতে বারাবাঙ্কী ও ঘর্ঘরা-তীরবর্ত্তী বহরামঘাট পর্য্যন্ত গিয়া ফৈজাবাদ হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত আসিয়াছে। অপর একটী লাখ্‌নৌ হইতে কাণপুর এবং শেষোক্তটী কাকোরী ও মলিহাবাদ নগর হইয়া হার্দোই নগর অতিক্রমপূর্ব্বক শাহজাহানপুর, বরেলী ও মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানকার বাণিজ্যের লখ্‌নৌ নগরই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অপরাপর নগরে সামান্য বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

লখ্‌নৌ সহর ব্যতীত কাকোরী, মলিহাবাদ, আমেঠী, বিজনৌর, চিনহাট্, আমানীগঞ্জ, ইতৌঞ্জা ও গোঁসাইগঞ্জ নগরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ায় নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ১৭৬৯, ১৭৮৪-৮৬, ১৮৩৭, ১৮৬১, ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬৯, ১৮৭৩, ১৮৭৭-৭৮ প্রভৃতি বৎসরে এখানে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ২৬°৩৮´৩০´´ হইতে ২৭°০´১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪২´ হইতে ৮১°৮´৩০´´ পূঃ মধ্য। লাখ্‌নৌ, বিজনৌর ও কাকোরী পরগণা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা লাখ্‌নৌ সহরের চতুষ্পার্শ্ব লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৬৫ বর্গ-মাইল। লাখ্‌নৌ নগর ব্যতীত এই পরগণার মধ্যে উজারিয়াওন্, জগ্‌গম, চিন্‌হাট্, মহাবল্লিপুর ও থাবাড় নামে পাঁচটী নগর আছে।

লাখ্‌নৌ [লখ্‌নৌ] (নগর), অযোধ্যা প্রদেশের রাজধানী। গোমতী নদীর উভয়কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫১´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৪´১০´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই নগর ৬১০ মাইল এবং বারাণসী হইতে ১৯৯ মাইল দূরবর্ত্তী। নগর ভাগ ও সেনানিবাসের লোকসংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ২ লক্ষ ৮০ হাজার। নগরের ভূপরিমাণ ১৩০ বর্গমাইল এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৩ ফিট্ উচ্চ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতীয় নগরসমূহের মধ্যে ইহা চতুর্থ। সৌধমালা ও বিপণিসৌন্দর্য্যে ইহা অপরাপর নগর অপেক্ষা মনোরম; কেবল কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহর ইহার স্থাপত্য-বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছে। মুসলমান-রাজত্বের শেষ সময়ে ইহা উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এখানে তদ্বিভাগীয় বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখানে সভ্যতা ও উন্নতির পরাকাষ্ঠা যথেষ্টই বিদ্যমান আছে। সঙ্গীতবিদ্যালয়, ব্যাকরণ-শিক্ষাসমিতি ও ইস্‌লামধর্ম্মের আলোচনার জন্য কএকটী সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় অদ্যাপি স্থানীয় সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

গোমতী নদীর উভয় তীরভূমি নানা সৌধমালায় পরিবৃত হওয়ায় নগরের সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম হইয়াছে। নগরসীমা অতিক্রম করিলে, নদীতীরে দূরব্যাপী উদ্যানবাটিকাসমূহ স্থানীয় সৌন্দর্য্যের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে। নগরের পারাপার হইবার জন্য উভয়তীরস্পর্শী চারিটী সেতু গোমতীবক্ষে ভাসমান আছে। উহার দুইটী স্থানীয় মুসলমান রাজগণের যত্নে এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, ইংরাজরাজের উদ্যোগে অপর দুইটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। নদীবক্ষে নবনির্ম্মিত সেতু অতিক্রম করিলে আর জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্ভাসিত মর্ম্মরসন্নিভ সুরম্য হর্ম্ম্যমালা দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন ক্রমশঃই ফলফুলভারাবনত শ্যামল-বৃক্ষরাজি সমাবৃত উদ্যান-বাটিকাই সাধারণের মনোরঞ্জক হইয়া উঠে। এইরূপে কতকদূর নদীবক্ষে অতিক্রম করিলে নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার প্রাচীন

লাখ্‌নৌ সেতু

প্রস্তরসেতু দৃষ্টিগোচর হয়। উহারই বামভাগে মচ্ছিভবন দুর্গের সুবৃহৎ প্রাচীর, তাহার অভ্যন্তরে লক্ষ্মণ-টিলা নামক প্রাচীন নগরভাগ। ইহারই পার্শ্বদেশে নানা অট্টালিকাদি-পরিশোভিত আসফ্‌উদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া। এখান হইতে কিছুদূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জমা-মস্‌জিদ্ উচ্চচূড়া তুলিয়া যেন নগরভাগ পরিদর্শন করিতেছে। ইহারই সন্নিকটে নদীর তীরে রেসিডেন্সী ভবনের ভগ্নপ্রাচীর। তথাকার স্মৃতিক্রুশ (Memorial Cross) আজিও দর্শকের হৃদয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহকথা ও ইংরাজের বীরত্বকাহিনীর পরিচয় দিতেছে। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের সম্মুখভাগে নদীসৈকতোপরি স্থাপিত ছত্রমঞ্জিল নামক বিখ্যাত প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদোপরিস্থ স্বর্ণময় ছত্র সূর্য্যালোকে প্রভান্বিত হইয়া দূরস্থানবাসীকেও প্রাসাদচূড়ার ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন করিতেছে। ইহারই কিছু দূরে বামদিকে দুইটী মসজিদ। উহারই মধ্য দিয়া কৈসরবাগ নামক প্রাসাদ। এখানে অযোধ্যারাজবংশের সিংহাসনচ্যুত বংশধরগণ বাস করিতেন।

মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়েও অযোধ্যার উজীরবংশের প্রাধান্যসময়ে, লক্ষ্ণৌ রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উক্ত

মুসলমান রাজবংশ যথাক্রমে রোহিলখণ্ড, আলাহাবাদ, কাণপুর, গাজিপুর ও এই বিভাগে শাসন বিস্তার করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে সয়াদৎ খাঁর বংশপরম্পরা এই নগরে আধিপত্য বিস্তার করে। তাহার পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। মচ্ছিভবন দুর্গের প্রাকারমধ্যস্থ লক্ষ্মণটীলা নামক উচ্চভূমিই সেই প্রাচীন জনপদের নিদর্শন। প্রবাদ, এই স্থানে অযোধ্যারাজ রামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ শেষনাগের পবিত্রতীর্থের নিকটে স্বনামে লক্ষ্মণপুর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই পবিত্রতীর্থের উপর মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেব একটী মস্জিদ স্থাপন করেন, কিন্তু লক্ষ্মণপুরের পবিত্র স্মৃতি আজিও লক্ষ্ণৌবাসীর হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই।

শেখ বা লখ্নৌর শেখজাদা নামে প্রসিদ্ধ মুসলমান রাজবংশই প্রথমে অযোধ্যা জয় করিয়া এখানে প্রতিপত্তি লাভ করেন। তদনন্তর রামনগরের পাঠানগণ গোল-দরবাজা পর্য্যন্ত মুসলমান শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক পূর্ব্বেই শেখদিগের অধিকারসীমা। তাহারাই ধ্বস্তপ্রায় মচ্ছিভবন দুর্গ নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। ক্রমে ঐ দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে জনসমাগম হইতে থাকে। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্বসময়ে উহাই লাখ্নৌ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজা টোডরমল্লের জরিপ-বিবরণীতে গোমতী-তীরবর্ত্তী সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে। আইন্-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, এখানে মুসলমান সাধু শেখ মীনা শাহের সমাধিমন্দির ছিল, লোকে তাঁহার পূজার জন্য এখানে আসিয়া ভজনাদি করিত। তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল, সম্রাট্ অকবরশাহ তাঁহাদের তুষ্টিবিধান জন্য লক্ষ টাকা দিয়া বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার পূর্ব্বে এইস্থানের বিশেষ কোনরূপ সমৃদ্ধি ছিল না। তাঁহার উদ্‌যোগে ও পরে সয়াদৎআলী খাঁ ও আসফ্‌উদ্দৌলার অধ্যবসায়ে এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। প্রাচীন নগরভাগ যেখানে বর্ত্তমান চক্ ও চকের সংলগ্ন নগরের দক্ষিণাংশ সম্রাট্ অকবর শাহ বিশেষ যত্নে নির্ম্মাণ করান। তদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য স্থানের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্পাদনার্থ বিশেষ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মীর্জা সেলিম শাহ (জাহাঙ্গীর) বর্ত্তমান দুর্গের পশ্চিমপার্শ্বে 'মীর্জমণ্ডি' স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর অযোধ্যা-রাজবংশের পূর্ব্বে আর কোন মোগলসম্রাট্ই প্রাসাদাদি স্থাপন দ্বারা এই নগরের উৎকর্ষ-সাধন করেন নাই।

নৈশাপুরের সুপ্রসিদ্ধ পারসিক বণিক্ সয়াদৎ খাঁ বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে উপনীত হইয়া যুদ্ধ ব্যবসায়ে স্বীয় সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাটের অনুগ্রহে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং লাখ্নৌ নগরে স্বীয় রাজপাট-স্থাপন করেন। তদবধি অযোধ্যায় এই স্বাধীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশই পরে অযোধ্যার উজীর-বংশ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল।

সয়াদতের বংশধরগণ রাজ্যসমৃদ্ধিতে গৌরবান্বিত হইয়া লাখ্নৌ নগরী বিচিত্র চিত্রসম্পন্ন নানা অট্টালিকায় ভূষিত করিয়াছিলেন। স্বয়ং সুবাদার সয়াদৎ খাঁ মচ্ছিভবনের পশ্চাদ্ভাগে একটী সামান্য অট্টালিকায় বাস করিতেন। দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে যেখানে ইংরাজরাজের অস্ত্রাগার (ordnance stores) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে এখানকার সেখরাজগণের নির্ম্মিত দুইটী সুপ্রাচীন অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়, সয়াদৎ খাঁ সুবাদার হইয়া আসিয়া উহার একটী ভাড়া লন। তিনি মাসে মাসে উহার নির্দ্দিষ্ট ভাড়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ আর অধিকারীদিগকে ঐ অট্টালিকার কোনরূপ খাজানা দেন নাই। সফ্দর জঙ্গ ও সুজাউদ্দৌলা ঐ অট্টালিকার একখানি বন্দোবস্তী খত লিখিয়া মাসিক ভাড়া ধার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা তাহা কার্য্যে পরিণত করেন নাই। অবশেষে নবাব আসফ্ উদ্দৌলা ঐ অট্টালিকা রাজসম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

সয়াদৎ খাঁ প্রথমে যখন এখানে আসিয়াছিলেন, তখন সেখগণ উপর্য্যুপরি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণ করিতে কাতর হন নাই, অবশেষে তাঁহারা সেই বীরবরের বলবীর্য্য দেখিয়া নিজে নিজেই বশীভূত হইতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সয়াদৎ স্বীয় শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া অযোধ্যাবিভাগে একটী স্বাধীন জনপদ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার বলবীর্য্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে নাই। হিন্দুগণ তাঁহার যুদ্ধকৌশলে পরাজিত ও ভীত হইতেন। প্রসিদ্ধ হিন্দুবীর ভগবন্ত সিংহ খীচি তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল ও অধ্যক্ষের শিক্ষাগুণে তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

তাঁহার জামাতা ও উত্তরাধিকারী নবাব সফ্দরজঙ্গ (১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীতে উজীরপদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাইসবাড়ার দুর্দ্ধর্ষ বাঈজাতিকে ভীত রাখিবার জন্য নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে জলালাবাদ দুর্গ স্থাপন করেন এবং লক্ষ্মণপুরের প্রাচীন দুর্গের পুনঃসংস্কার করিয়া মচ্ছিভবন নাম দেন। ঐ দুর্গ বাটিকার চূড়াদেশে একটী মৎস্য স্থাপিত থাকায় উহা মচ্ছিভবন বা মচীভবন নামে খ্যাত হয়। তিনি নগরগাত্রবাহী নদীবক্ষে দুইটী সেতুনির্ম্মাণের উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, পরে আসফ্ উদ্দৌলার যত্নে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

কারণ তৎপুত্র সুজা উদ্দৌলা (১৭৫৩ খৃঃ) বক্সার যুদ্ধের পর, ফৈজাবাদেই বাস করিতেন। তিনি লাখ্নৌ নগরে না থাকায় নগরের কোনরূপ সৌষ্টব সাধিত হয় নাই।

অযোধ্যার এই নবাববংশের প্রথম তিনজন রাজাই যোদ্ধা ও প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও রোহিল্লা এবং দিল্লীর প্রধান প্রধান অমাত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তাঁহারা রাজ্যশাসন ব্যতীত রাজ্যের স্থাপত্যশিল্পের কোনরূপ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র সামরিক বিভাগের উপযোগী দুর্গমালা, কূপসমূহ ও সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণে তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট ছিল।

চতুর্থ নবাব আসফ্ উদ্দৌলা হইতে লাখ্নৌর রাজনৈতিক চিত্র পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ইংরাজরাজের বন্ধুত্ব লইয়া সুখী হইলেন। ইংরাজ-সেনার সাহায্যে তিনি রোহিলখণ্ড অধিকার করিয়া বারাণসী পর্য্যন্ত আপনার শাসন বিস্তার করিতে সচেষ্ট হইলেন। এইরূপে সমৃদ্ধি সঞ্চয় করিয়া তিনি মনে মনে স্বীয় শক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লইলেন এবং বিশেষ উদ্যমসহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে নানা সেতু ও মস্‌জিদ এবং লাখ্নৌ সহরের গৌরবকীর্ত্তি ও স্থাপত্য-বিদ্যার প্রকৃষ্ট নিদর্শন প্রসিদ্ধ ইমাম্‌বাড়া নামক প্রাসাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অট্টালিকা দিল্লী ও আগ্রার ইমাম্‌বাড়ার ন্যায় খাঁটী মুসলমান ধরণে গঠিত না হইলেও 'রুমিদরবাজা' নামক মস্‌জিদের সংলগ্ন থাকায় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ইহার গঠন সাদাসিধা ও গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ, ইহাতে গ্রীক ও ইতালীয় গঠনের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে অন্নাহারক্লিষ্ট প্রজাবর্গকে পারিশ্রমিক দিয়া তদ্বিনিময়ে এই ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, অনেক মান্যগণ্য নগরবাসী অর্থাভাবে ইমামবাড়া-নির্ম্মাণকার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পারিশ্রমিক গভীর রাত্রে প্রদান করা হইত, কারণ দিবাভাগে একত্র বেতন লইতে আসিলে অপরের চিনিবার সম্ভাবনা ছিল। ঐ অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠ ১৬১ ফিট্ × ৫২ ফিট্ লম্বা, উহাতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। এই গৃহের দেওয়ালে চাকচিক্যশালী ও প্রভাসম্পন্ন যে সকল চারুশিল্প চিত্রিত হইয়াছিল, এক্ষণে কেবল তাহার চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, মূলদ্রব্য স্থানভ্রষ্ট বা অপহৃত হইয়া সাধারণের দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত স্থান দুর্গসীমার মধ্যে থাকায় ইংরাজরাজ এক্ষণে তাহাতে অস্ত্রাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অট্টালিকায় কাষ্ঠের কোনরূপ শিল্প খোদিত হয় নাই। ফার্গুসন সাহেব ইহার খিলানাদির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

ইমামবাড়া ব্যতীত রুমীদরবাজাও আসফ্ উদ্দৌলার একটী প্রধান কীর্ত্তি। তৎপরে দুর্গের পশ্চিমস্থ নদীতীরবর্ত্তী দৌলৎখানা নামক প্রাসাদ। উহাই পরে ইংরাজরাজের রেসিডেন্সীতে পরিণত হইয়াছিল। গোমতী-তীরবর্ত্তী এই সুবৃহৎ অট্টালিকা লাখ্নৌর একটী গৌরবস্থল। নবাব সয়াদৎ আলী ফর্‌হৎবক্স নামক সুরম্য প্রাসাদে আপনার বাসভবন স্থানান্তরিত করিলে, এই অট্টালিকায় ইংরাজ রেসিডেন্টের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হয়। নগরের বহির্ভাগে ও নদীর অপরপারে নবাব আসফ্ উদ্দৌলা-প্রতিষ্ঠিত বিবিয়াপুর নামক প্রাসাদ। নবাব বাহাদুর মৃগয়ায় বহির্গত হইলে প্রথমে এই গ্রাম্য-ভবনে আসিয়া বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন নগরের অপরাপর স্থানেও এই নবাবের উদ্‌যোগে নির্ম্মিত আরও অনেক অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সেগুলির গঠনপারিপাট্য ও দৃশ্য-গাম্ভীর্য্য লাখ্নৌ নগরের মহত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সময়ে সেনাপতি ক্লড্ মার্টিন্ Martiniero নামক সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত সুবৃহৎ উদ্যানবাটিকা সম্পূর্ণরূপ ইতালীয় শিল্পে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পাছে মুসলমানরাজ ঐ অট্টালিকা হস্তগত করিয়া লন, এই ভয়ে তাহার মধ্যে স্থাপয়িতার অস্থি সমাহিত করা হয়, কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের সময় মুসলমানগণ সেই সমাধি খুঁড়িয়া অস্থিগুলি বাহিরে ছড়াইয়া ফেলে।

আসফ্ উদ্দৌলার রাজত্বকালে লাখ্নৌ-রাজদরবার জাঁকজমকের শীর্ষসীমায় উন্নীত হইয়াছিল, এই সময়ে রাজ্যসীমার বৃদ্ধি সহকারে রাজস্বেরও যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, নবাব আসফ্ উদ্দৌলা স্বীয় বদান্যতা ও জাঁকজমকের বশবর্ত্তী হইয়া রাজকোষে সঞ্চিত সেই প্রভূত রাজস্ব প্রাচ্যসমৃদ্ধির উপকরণ-সংগ্রহে ব্যয় করিয়া গিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, য়ুরোপে বা ভারতবর্ষে আসফ্ উদ্দৌলার গৌরবময় কীর্ত্তিকলাপের সমকক্ষতা দেখাইতে কোন রাজাই এতাধিক অর্থব্যয়ে স্বরাজ্যে স্থাপত্যগৌরব সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে সাধারণ সীমার বহির্ভূত করিয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুসলমানরাজ টিপু সুলতান বা নিজাম যাহাতে হস্তী বা হীরকাদি সম্পত্তিতে তাঁহার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ না হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার বিখ্যাত পুত্র উজীর আলী খাঁর (যিনি মিঃ চেরির হত্যাপরাধে চুণার দুর্গে বন্দী থাকিয়া ভবলীলা সম্বরণ করেন) বিবাহ সমারোহে তিনি বরযাত্রীদিগের সঙ্গে ১২শত হস্তী পাঠাইয়াছিলেন।

তাঁহার যুবক পুত্রের গাত্রে তৎকালে প্রায় ২০লক্ষ টাকার হীরা-জহরতের অলঙ্কার শোভিত হইয়াছিল।

তাঁহার এই অতুল সম্পত্তি তিনি যে ভারতীয় প্রজার রক্ত-শোষণ দ্বারা সংগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহা Tennant এর বিবরণী পাঠে জানা যায়। তিনি লখ্নৌ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন— "I never witnessed so many varied forms of wretchedness, filth and vice," অর্থাৎ এরূপ ভীষণ পাপকলঙ্ক-কালিমালিপ্ত নগরী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। তৎকালে খোজামিঞা আল্মাসের শাসিত প্রদেশ ভিন্ন আসফ্ উদ্দৌলার অধিকৃত সমগ্র অযোধ্যারাজ্য শ্মশানভূমে পরিণত হইয়াছিল।

আসফ্ উদ্দৌলার পুত্র সয়াদৎ আলী খাঁ (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজ-সেনার আশ্রয়চ্ছায়ায় নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রিত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যসুখের ভোগবিলাস স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সয়াদৎ পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় বলবীর্য্যে জাতীয় গৌরবের পুষ্টিসাধন না করিয়া ভোগবিলাসে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইংরাজকরে স্বীয় সম্পত্তির অর্দ্ধেকাংশ সমর্পণ করিয়া অবশিষ্ট লইয়াই আত্মতৃপ্তির পথে অগ্রসর হইলেন। মস্‌জিদ্, কূপ, দুর্গ, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ দ্বারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন না করিয়া তিনি ভোগবিলাসের জন্য উপর্য্যুপরি কএকটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান, ঐ প্রাসাদগুলি উত্তরোত্তর নূতন ভাবে ও নূতন প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী রাজাদিগের অধিকারকালেও ঐরূপ প্রাসাদ-নির্ম্মাণেরই প্রয়াস বাড়িয়াছিল। অট্টালিকার অধিকাংশ স্থলেই য়ুরোপীয় স্থাপিত্য-শিল্পের অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

যে সয়াদৎ খাঁ ও তাঁহার বংশধরদ্বয় সামান্য একটী বাস-ভবনে থাকিয়া এই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন; ইমামবাড়া, চক্ ও বাজারাদির প্রতিষ্ঠাতা জাকজমকপ্রিয় যে আসফ্উদ্দৌলা একটী মাত্র প্রাসাদ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সেই বংশে সয়াদৎ আলী বহুসংখ্যক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া ভোগবিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই বংশে নসীর্ উদ্দীন্ হাইদার অপরিমিত অর্থব্যয়ে রাজপরিবার ও রাজমহিষীগণের জন্য কএকটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহিত-পত্নীগণ যে প্রাসাদে বাস করিতেন, তাহা ছত্রমঞ্জিল নামে খ্যাত। কৈসর-পসন্দ ও অন্যান্য আলয়ে তাঁহার রক্ষিতা রমণীবৃন্দ স্থান পাইয়াছিল। শাহমঞ্জিল নামক প্রসিদ্ধ ভবন-প্রাঙ্গণে তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপনার্থ বন্য পশুসমূহ রক্ষিত হইয়াছিল। নবাব স্বয়ং ফরহৎবক্স, হজুর বাগ, বিবিয়াপুর ও অন্যান্য প্রাসাদে বাস করিতেন। ওয়াজিদ্ আলী শাহ ৩৬০ জন রমণীকে পত্নীত্বে বরণ না করিয়া আশ্রিতারূপে স্বীয় বেগম মহলে রক্ষা করিয়াছিলেন। উঁহাদের প্রত্যেকের জন্য প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সয়াদৎ আলী খাঁ ফরহৎবক্স নামক প্রমোদভবন নির্ম্মাণ করাইয়া রাজপ্রাসাদ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-গণের বাসবিভাগের (হিন্দু টোলার) পূর্ব্বাংশ হইতে দিল্‌খুস্ পর্য্যন্ত নগরবহিঃপ্রান্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ গুলি বর্ত্তমান সেনানিবাসের উত্তরাংশে অবস্থিত। উহাদ্বারা নদীকূল, নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৎপরে ওয়াজিদ্ আলী নদীতীরে কৈসর-বাগ নামক নন্দনকাননে দেবপুরী সদৃশ নানা শিল্পপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাই স্বীয় বাসভবনরূপে পরিণত করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত জেনারল মার্টিনের নিকট হইতে এই প্রাসাদের নদীতীরবর্ত্তী কতকাংশ ক্রয় করিয়া লন। পরে বহু অর্থব্যয়ে সেই সুরম্য হর্ম্ম্যের সংস্কারসাধন করিয়া তাহাকে অভিনব ও স্বীয় অভিলষিত প্রাসাদে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। উহার রাজদরবার গৃহ, অর্থাৎ যেখানে সুবিস্তৃত নানা শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, উহা লালবার দ্বারী বা কসর্ উৎ সুলতান্ নামে পরিচিত। ওয়াজিদের রাজত্বকালে লখ্নৌ নগরী চিত্র-বৈচিত্র্যের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে দিন হইতে এই মুসলমান-রাজবংশ ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং যে সময় হইতে লখ্নৌ নগরে ইংরাজ রেসিডেণ্ট থাকিবার ব্যবস্থা হয়, তৎপরবর্ত্তিকাল হইতেই কোন নবীন নবাবের রাজ্যাভিষেক সময়ে ইংরাজ-রেসিডেণ্ট আসিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতেন এবং এই প্রদেশে তাঁহার রাজশক্তির প্রাধান্য-জ্ঞাপনার্থ তাঁহাকে রাজনজর দিতেন।

সয়াদৎ আলী খাঁর পুত্র গাজি উদ্দীন্ হাইদার ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিই এ বংশে প্রকৃত রাজনামের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি স্বীয় পিতার অনুষ্ঠিত মোতিমহল গম্বুজের চতুষ্পার্শ্বে মোতিমহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। নদীর প্রাচীন নৌকা-সেতুর উভয় তীরবর্ত্তী মুবারক মঞ্জিল ও শাহ মঞ্জিল নামক প্রাসাদ তাঁহার আগ্রহে সংস্কৃত হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রাসাদে তিনি রোমক-সম্রাট্‌গণের ন্যায় দুরন্ত বন্য পশুদিগের রণকৌতুক সন্দর্শন করিতেন। লখ্নৌ-রাজ-বংশের অবসান পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে ভয়াবহ পাশব যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন গাজি উদ্দীন্ হাইদার চীনি-বাজার, সুপ্রসিদ্ধ 'ছত্রমঞ্জিল কলান্' ও তৎপশ্চাতে 'ছত্রমঞ্জিল খুর্দ্দ' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তাঁহার সমাধির জন্য তিনি গোমতীতীরে শাহ নজফ্ নামে

একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় তিনি ঐস্থানে বাস করিতেন, তাহার উপর তাঁহার পিতা ও মাতার জন্য দুইটী সমাধিমন্দির স্থাপন করেন। জলসরবরাহের সুবিধার্থ তিনি একটী খাল কাটাইতে চেষ্টা পান। উহার নিদর্শন নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণে রহিয়াছে। অর্থাভাব বশতঃ তিনি উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন নাই। তিনি কদম্-রসুল অর্থাৎ মহম্মদের পদচিহ্নস্থাপিত কৃত্রিম স্তূপোপরি একটী সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একজন মুসলমান ঐ পদচিহ্ন আরব হইতে এদেশে আনয়ন করেন। তিনিই উহা উচ্চ ভূমে স্থাপন করিয়া উহাকে একটী মুসলমান তীর্থরূপে ঘোষিত করিয়া যান। গাজি উদ্দীনের আগ্রহে উহার মাহাত্ম্য বাড়িয়া উঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় ঐ প্রস্তর স্থানান্তরিত হয়, তদবধি উহা আর কদম্রসুল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

গাজি উদ্দীনের পুত্র নাসির উদ্দীন্ হাইদার ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ঐকান্তিক আসক্তি বশতঃ তিনি বহু অর্থব্যয়ে 'তারাবালী কোঠী' নামক একটী বেধালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ণেল উইল্কক্স তাঁহার কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত বেধালয়ের যন্ত্রাদির পরিদর্শন করিতেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল উইল্কক্সের মৃত্যুর পর, ওয়াজিদ্ আলীশাহ এই বেধালয় বন্ধ করিয়া দেন, সিপাহীবিদ্রোহের ঘোরবিপ্লবে বিদ্রোহীদিগের উপদ্রবে উক্ত বেধালয়স্থ যন্ত্রাদি নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্রোহিদলের নেতা ও পরামর্শদাতা ফৈজাবাদবাসী মৌলবী আহ্মদ উল্লাশাহ সেই সময়ে এখানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহদানার্থ ইহার প্রাঙ্গণ মধ্যে সময় সময় এক একটী সভার অনুষ্ঠান করিতেন।

নাসির উদ্দীন্ হাইদার উপরোক্ত বেধালয় ভিন্ন ইরাদৎ নগরে একটী মহতী 'কারবালা' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, উহার মধ্যে তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে।

নাসির্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার খুল্লতাত মহম্মদ আলীশাহ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া স্বীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হুসেনাবাদের ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। লাখ্নৌ দুর্গের প্রসিদ্ধ রূমী দরবাজা ছাড়িয়া গোমতীতীরবর্ত্তী প্রশস্ত পথ দিয়া এই ইমামবাড়ার বহিঃপ্রাঙ্গণে আসা যায়। এই স্থানে রাস্তার একটু পশ্চিমে দাঁড়াইয়া দেখিলে দক্ষিণদিকে আসফ্ উদ্দৌলার ইমামবাড়া ও রূমীদরবাজা এবং বামভাগে হুসেনাবাদের ইমামবাড়া ও জুমা মস্জিদ্ দৃষ্টিগোচর হয়। এই কয়টী অট্টালিকার সমাবেশ দেখিয়া অনেক স্থাপত্যবিৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, স্থাপত্যশিল্পের এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন জগতে অতি বিরল।

রাজা মহম্মদ আলীশাহ স্বীয় ইমামবাড়ায় আসিবার জন্য ছত্রমঞ্জিল হইতে দুর্গমধ্য দিয়া ইমামবাড়া পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত পথ বাহির করিয়া দেন। এই পথের ধারে তাঁহার যত্নে একটী দীর্ঘিকাও কাটা হইয়াছিল। তিনি দিল্লীর জুমামস্জিদের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট প্রণালীতে স্বনির্ম্মিত ইমামবাড়ার পার্শ্বে একটী মস্জিদের পত্তন করিয়াছিলেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয় নাই। তদবধি উহা অর্দ্ধগ্রথিত অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। তিনি "সাতখণ্ড" নামে আর একটী দুর্গস্তম্ভ নির্ম্মাণের উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন। উহার চারিখণ্ড নির্ম্মিত হইবার পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহাও ঐরূপে অসমাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

তদনন্তর লাখ্নৌর চতুর্থ রাজা আম্জাদ্ আলীশাহ (১৮৪১ খৃষ্টাব্দে) কাণপুর পর্য্যন্ত পাকারাস্তা, হজরৎ গঞ্জের স্বীয় সমাধিমন্দির ও গোমতীর লৌহসেতু নির্ম্মাণ করান। রাজা গাজি উদ্দীন্ হাইদার এই সেতু ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করিবার আদেশ দেন। উহা এখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র নাসির উদ্দীন্ রেসিডেন্সীর সম্মুখে উহা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নদীগর্ভে স্তম্ভ নির্ম্মাণ সহজসাধ্য না হওয়ায় সে প্রস্তাব স্থগিত থাকে। অবশেষে আমজাদ্ আলী তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

অযোধ্যারাজবংশের শেষরাজা ওয়াজিদ্ আলীশাহ ১৮৪৭ হইতে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাখ্নৌসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত কৈসরবাগ নামক প্রমোদোদ্যান নগর মধ্যে সর্ব্বাবৃহৎ ও মনোজ্ঞ অট্টালিকা হইলেও অমার্জ্জিত রুচিনিবন্ধন উহার নির্ম্মিতা বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট প্রশংসাভাজন হইতে পারেন নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্যারম্ভ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। উহাতে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

বেধালয়ের সম্মুখস্থ উত্তরপূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দর্শক প্রথমে জিলৌখানা নামক প্রাসাদদ্বার অতিক্রম করিবেন। এই প্রাসাদ হইতে রাজকীয় যাত্রোৎসব সাধিত হইত। এই স্থান হইতে দক্ষিণে ফিরিয়া একটী আচ্ছাদিত দ্বার অতিক্রম করিলে চীনিবাগে আসা যায়। এখানে চীনে কাচের পাত্রাদিতে উদ্যানভাগ অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। তথা হইতে নগ্নাকৃতি রমণীমূর্ত্তিপরিশোভিত একটী প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলে হজরৎবাগে উপনীত হওয়া যায়। ঐ নগ্ন প্রতিকৃতিসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীর অমার্জ্জিত য়ুরোপীয় রুচিপ্রসূত। হজরৎবাগের দক্ষিণে

চাণ্ডীবালী, বারদ্বারী এবং খাস মুকাম বা বাদশাহ মঞ্জিল। এই বারদ্বারীর মেজে একসময়ে রৌপ্যমণ্ডিত ছিল। বাদশাহমঞ্জিল সয়াদৎ আলী খাঁর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ওয়াজিদ আলী শাহ তাহা আপনার নবপ্রাসাদচিত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। উহার বামভাগে আর কতকগুলি অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে রাজকোষরক্ষক আজিম উল্লা খাঁর চাঁদলক্ষ্মী নামক বাসভবন উল্লেখযোগ্য।' নবাব ওয়াজিদ আলী ৪ লক্ষ টাকা মূল্যে উহা ক্রয় করেন। এই অট্টালিকায় প্রধানাবেগম ও রাজমহিষীরা বাস করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাসাদে থাকিয়া তাঁহার একজন বেগম বিদ্রোহিদলের সাহায্যার্থ দরবারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহারই পার্শ্বস্থ আস্তাবলে ইংরাজবন্দী রক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার পার্শ্বস্থ রাস্তার ধারে মর্ম্মরপ্রস্তরে বাঁধান একটী বৃক্ষতলে মেলার দিন নবাব ফকিরের ন্যায় হরিদ্রারঞ্জিত পরিচ্ছদে অবস্থান করিতেন।

পূর্ব্বদিকের লাখীদ্বার লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা অতিক্রম করিয়া আসিলে কৈসরবাগের প্রকৃত উদ্যানপ্রাঙ্গণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে রাজান্তঃপুরকামিনীগণের প্রাসাদ। এই প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে একটী মেলা হয়, তাহাতে লাখ্‌নৌবাসী সকলেই সমবেত হইয়া থাকে। ইহার পর প্রস্তরনির্ম্মিত বারদ্বারী, উহা এক্ষণে রঙ্গমঞ্চে পর্য্যবসিত হইয়াছে। পশ্চিমের লাখীদ্বার অতিক্রম করিলে "কৈসর-পসন্দ" নামক প্রসিদ্ধ প্রাসাদ। উহা নাসির উদ্দীন্ হাইদারের মন্ত্রী রৌশন উদ্দৌলা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার উপরিভাগ অর্দ্ধগোলাকার স্বর্ণময় আবরণে আচ্ছাদিত। নবাব ওয়াজিদ্ আলীশাহ উহা হস্তগত করিয়া স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী মস্থক-উয্-সুলতানাকে বাসার্থ দান করেন, তৎপশ্চাৎ আর একটী জিলৌখানা অতিক্রম করিলে পুনরায় রাজপথে সমুপস্থিত হওয়া যায়।

লাখ্‌নৌ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর, এখানকার স্থাপত্যশিল্পের গৌরবজ্ঞাপক আর কোনরূপ অট্টালিকাই নির্ম্মিত হয় নাই। কএকটী দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় ও রাজকার্য্যালয় মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। বলরামপুরের মহারাজ সর দিগ্বিজয়সিংহ কে সি এস্ আই রেসিডেন্সীর পার্শ্বে একটী হাঁস্‌পাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

উপরোক্ত ইমামবাড়াদ্বয়, ছত্রমঞ্জিল, কৈসরবাগ ও অযোধ্যার রাজবংশধরগণের অন্যান্য প্রাসাদ ব্যতীত এখানে সয়াদৎ আলী খাঁ, মুসিদ্‌জাদি, মহম্মদ আলী শাহ ও গাজি উদ্দীন্ হাইদারের সমাধিমন্দির স্থাপত্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি উদ্যানবাটিকা, হাওয়াখানা, দেবমন্দির, মস্‌জিদ ও ধনাঢ্য নগরবাসীদিগের বাসভবনও স্থাপত্যশিল্পে পরিপূর্ণ। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের ঘৃণিত স্থাপত্যরুচি ইংলণ্ড হইতে দূরীকৃত হইলে ভারতে আসিয়া প্রবেশ লাভ করে এবং তাহারই কদর্য্য প্রতিকৃতিসমূহ ভোগবিলাসলোলুপ মুসলমানরাজগণের পদাশ্রয়ে পরিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ফার্গুসন এই নগরের স্থাপত্যশিল্পের উল্লেখ করিয়াছেন;— "No caricatures are so ludicrous or so bad as those in which Italian detail are introduced."

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারি ইংরাজরাজ অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লাখ্‌নৌর রাজা ওয়াজিদ্ আলী শাহকে কলিকাতায় আনিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মুচীখোলা নামক স্থানে নজরবন্দিরূপে রাখিয়া দেন। উক্ত বাসভবনেই খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ ভাগে লাখ্‌নৌর শেষ নবাবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

সিপাহীবিদ্রোহ।

মিরাট নগরে সিপাহীবিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবার মাসদ্বয় পরে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ সরহেন্‌রী লরেন্স নবাধিকৃত অযোধ্যা প্রদেশের চিফ্ কমিশনায় নিযুক্ত হন। সেই সময়ে লাখ্‌নৌ দুর্গে ৩২ সংখ্যক ইংরাজ সেনাদল, একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সৈন্য, ৭ম সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী সেনাদল এবং ১৩শ, ৪৮শ ও ৭১ সংখ্যক দেশীয় পদাতি সেনাদল এবং নগর সন্নিকটে দুইদল স্থানীয় ইরেগুলার পদাতিক, একদল সামরিক পুলিশ সেনা, দুইদল দেশীয় কামানবাহী ও একদল অযোধ্যার ইরেগুলার পদাতিক অবস্থান করিতেছিল। মোট কথায় তৎকালে তথায় ৭৫০ জন ইংরাজ ও প্রায় ৭০০০ ভারতীয় সেনা ছিল। এপ্রিল মাসের প্রারম্ভেই দেশীয় সিপাহীদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময়ে জাতিনাশের অপরাধের প্রতিশোধ স্বরূপ সিপাহীগণ ৪৮ সংখ্যক পদাতিক দলের সার্জ্জনের গৃহ জালাইয়া দেয়। সর্ হেনরী লরেন্স উপস্থিত বিপদের আশঙ্কা করিয়া রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার ও খাদ্যাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। ৩০শে এপ্রিল তারিখে ৭ম সংখ্যক অযোধ্যার ইরেগুলার সেনাদল গো-বসা মিশ্রিত জানিয়া কার্ট্রিজ্ কাটিতে অস্বীকার করিল। তথাপি নানা প্ররোচনায় তাহাদিগকে পুনরায় লাইনে আনিয়া রীতিমত সেনাআজ্ঞাপালনে বাধ্য করা হইল। ৩রা মে তারিখে হেন্‌রি লরেন্স বিদ্রোহী সেনাদলকে অস্ত্রচ্যুত করিতে সঙ্কল্প করিয়া অচিরে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে আদেশ প্রচার করিলেন। তদ্দণ্ডেই সেই আদেশমত কার্য্য হইল।

১২ই মে তারিখে সর্ হেনরী লরেন্স একটী দরবার করিয়া

সাধারণ লোককে হিন্দুস্থানী ভাষায় বুঝাইয়া দেন যে, ইংরাজ-শাসন হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে বিশেষ হিতকর; সুতরাং সকলেরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী হইয়া তাহারই অনুগামী হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত তারিখের পরদিন প্রভাতে মিরাটের হত্যা-কাণ্ডের সংবাদ লাখ্নৌ নগরে আসিয়া পৌছিলে, এখানে সেনা-দলের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা হইতে লাগিল। ১৯শে তারিখে সর হেনরী লরেন্স অযোধ্যাস্থ সেনাদলের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিয়া রেসিডেন্সি মধ্যে য়ুরোপীয় নরনারী সংস্থাপনপূর্ব্বক দুর্গ এবং মচ্ছিভবন সুরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ৩০শে মে রজনীতে লাখ্নৌ নগরে বিদ্রোহী সেনাদলের হৃদয়নিহিত অগ্নি ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিল। ৭১ সংখ্যক সেনাদলের ও অন্যান্য দলের কতকগুলি লোক একত্র হইয়া অধ্যক্ষগণের বাঙ্গালায় অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক জ্বালাইয়া দিল এবং গৃহস্থিত ব্যক্তিবর্গকে নিহত করিল। পরদিন প্রাতে য়ুরোপীয় সেনাদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দিল। কিন্তু ৭ম সংখ্যক অশ্বারোহিদল বিদ্রোহিদলে যোগ দিয়া একত্র সীতাপুর অভিমুখে প্রস্থান করিল। ১২ই জুন পর্য্যন্ত লাখ্নৌ নগর ইংরাজ অধিকারে থাকিল বটে, কিন্তু অযোধ্যার অপরাপর অংশ বিদ্রোহীরা অধিকার করিয়া লইল।

১১ই জুন সামরিক পুলিশ ও দেশীয় অশ্বারোহী বিদ্রোহী সেনাদল প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। পরদিন দেশীয় পদাতিক দল তাহাদের সহিত যোগ দিয়া নগর ভাগ আলোড়িত করিয়া ফেলিল। ২০এ জুন কাণপুর বিদ্রোহিদলের হস্তগত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া সিপাহী-গণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ২৯এ জুন ৭০০০ হাজার বিদ্রোহী ফৈজাবাদ পথে অগ্রসর হইয়া রেসিডেন্সীর আট মাইল অদূরবর্ত্তী কিন্হাট গ্রাম আক্রমণ করিলে সর হেনরী লরেন্স যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তিনি শত্রুর সম্মুখে অধিক-ক্ষণ থাকিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি শত্রুপক্ষের বল অধিক দেখিয়া মচীভবন পরিত্যাগ করিয়া রেসিডেন্সীর বলপুষ্টি করিতে তথায় সমস্ত সৈন্য সমবেত করিলেন। ১লা জুলাই শত্রুদল রেসিডেন্সী অবরোধপূর্ব্বক গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। ২রা শত্রুপক্ষের একটী গোলা সর্ হেনরীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আহত করিল। সেই আঘাতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি ৪ঠা তারিখে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন মেজর বাঙ্কস্ সিভিল বিভাগের ও ব্রিগেডিয়ার ইন্গ্লিস্ সামরিক বিভাগের অধ্যক্ষ হইলেন। ২০এ জুলাই শত্রুগণ পুনরায় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। পরদিন মেজর বাঙ্কস্ নিহত হইলে, ব্রিগেডিয়ার ইন্গ্লিস্ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। ১০ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণ করিয়াও শত্রুদল ইংরাজদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিল না। রেসিডেন্সীস্থিত ইংরাজগণও পুনঃ সাহায্যলাভের আশায় ক্রমশই হতাশ হইয়া পড়িতে-ছিলেন। এমন সময়ে আউট্রাম ও হাবেলকের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হাবেলক আলমবাগে উপনীত হইয়া তথাকার বিদ্রোহীদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলেন এবং ২৫এ পর্য্যন্ত শত্রু-দিগের সহিত খণ্ডযুদ্ধ করিতে করিতে বীরদর্পে ২৩শে রেসি-ডেন্সীর দ্বারদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বেই শত্রুপক্ষের আক্রমণে জেনারল নীল নিহত হইয়াছিলেন। শত্রুদল ইংরাজের বলহীনতার পরিচয় পাইয়া পুনরায় নগর আক্রমণ করিল, আউট্রাম ও হাবেলক বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত দিবারাত্র যুদ্ধ করিয়া নগররক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন।

অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইংরাজগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। ১০ই নবেম্বর সর কলিন্ কাম্বেলের অধীনস্থ সেনাদল কাণপুর হইতে আলমবাগে আসিয়া উপনীত হইলে তিনি কলিকাতায় উপনীত হইয়াই লাখ্নৌ উদ্ধারমানসে নানাস্থান হইতে সৈন্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। ১২ই নবেম্বর তিনি সদলে আলমবাগ আক্রমণ করিলেন। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর শত্রুদল পরাস্ত হইল। তদনন্তর তিনি দিলখুস প্রাসাদ অধিকারপূর্ব্বক মার্টিনেয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এখানে কামানাদির দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিদ্রোহী সিপাহী দল' অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত স্থান অধিকার করিয়া তিনি খাল উত্তরণপূর্ব্বক ১৬ই তারিখে শত্রুদলের প্রধান কেন্দ্র সিকেন্দরাবাগ আক্রমণ করিলেন। এখানে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর বিদ্রোহিদল পরাজিত হইল। ইংরাজসেনা দুর্গ অধিকারান্তে নববলে বলীয়ান্ হইয়া মোতিমহল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে হাবেলক রেসিডেন্সী হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত সদলে মিলিত হইলেন।

এইরূপে বিজয়ী দ্বিতীয় সাহায্যকারী সেনাদল লাখ্নৌ নগরে উপস্থিত হইলেও ইংরাজের পক্ষে নগর-রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন সর্ কলিন্ কাম্বেল শত্রুপক্ষের প্রতিপক্ষতাচরণ দুরূহ বিবেচনা করিয়া ইংরাজ পুরুষ, রমণী ও বালকবালিকাদিগকে এখান হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক কাণপুরে লইয়া কলিকাতায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি ২০এ নবেম্বর সদলে অগ্রসর হইলেন। রেসিডেন্সী পুনর্ব্বার শত্রুর হস্তগত হইল। পথিমধ্যে সর হেনরী হাবেলকের মৃত্যু হওয়ায় আলমবাগে তাঁহার সমাধি হয়।

সকলেই কাণপুর অভিমুখে চলিলেন, কেবল সর্‌ জেমস্‌ আউট্রাম ৩৫০০ সৈন্য লইয়া আলমবাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন, তিনি নগর উদ্ধারের আশা পোষণ করিয়া প্রধান সেনাপতির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে অবসর বুঝিয়া বিদ্রোহিদল নগরের চতুঃসীমা ঘিরিয়া ফেলিল এবং আত্মরক্ষার জন্য চারিদিক্‌ সুদৃঢ় করিতে লাগিল। প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষিত সিপাহী ও ৫০ হাজার ভলাণ্টিয়ার একত্র হইয়া নগরের চারিদিকের প্রায় ২০ মাইল স্থান আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তাহাদের নিকট ১০০ কামান ছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ সর কলিন্‌ কাম্বেল পুনরায় লাখ্‌নৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দিলখুস অধিকার করিয়া মার্টিনিয়ার রক্ষার জন্য কামান সজ্জিত করিয়া লইলেন। ৫ই ব্রিগেডিয়ার ফ্রাঙ্কস্‌ নেপালরাজের প্রেরিত ৩ হাজার গোর্খা ও ৩ হাজার ইংরাজসৈন্য লইয়া সমুপস্থিত হইলেন, আউট্রাম তখন সদলে গোমতী অতিক্রম করিয়া ফৈজাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে সিপাহীদল দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করে। এক সপ্তাহ কাল ঘোরতর যুদ্ধের পর (৯ই হইতে ১৫ই পর্য্যন্ত) সিপাহীদল পরাজিত হইল। ইংরাজগণ একে একে তাহাদের সমস্ত সুরক্ষিত স্থানই অধিকার করিয়া লইলেন। সিপাহীদল লাখ্‌নৌ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তখন সেনাপতি কাম্বেল অযোধ্যার সেনাদলকে বিভক্ত করিয়া তাহার সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। উক্ত বর্ষের ১৮ই অক্টোবর লর্ড কানিং সস্ত্রীক এখানে আসিয়া ধ্বস্ত নগরের পুনঃসংস্কার কার্য্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

এই নগরে নানাপ্রকার শিল্পের বাণিজ্য পরিচালিত হইতেছে, তন্মধ্যে জরি, রেশম ও জহরতের কার্য্যই প্রসিদ্ধ। কএক ঘর কাশ্মীরীবণিক্‌ এখানে শাল প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়াছে। কাচের বাসন ও কাগজ প্রস্তুতের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফতেগঞ্জ, দিগ্বিজয়গঞ্জ, সয়াদৎগঞ্জ, শাহগঞ্জ, চিকমণ্ডী ও নখাস্‌ প্রভৃতি স্থানের বিস্তৃত হাটে স্থানীয় শস্য, তুলা, চর্ম্ম প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আমদানী হইয়া থাকে।

শিক্ষাবিভাগে মার্টিনেয়ার ব্যতীত লাখ্‌নৌর কানিং কলেজ প্রসিদ্ধ। বিভাগীয় কমিসনর শেষোক্ত কলেজের সভাপতি। এতদ্ভিন্ন আমেরিকান মিসনের অধীনে ৭টী ও ইংলিস চার্চ্চ মিসনের অধীনে ৫টী বিদ্যালয় আছে। হিন্দুস্থানীদিগের বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতশিক্ষার জন্য এখানে অনেক ওস্তাদের অধীনে বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। লাখ্‌নৌর দেশীয় রঙ্গমঞ্চ সাধারণের আদরের জিনিস। ঐ রঙ্গালয়ের অভিনীত পুস্তকগুলি ভারতবাসী ইংরাজগণের জীবনী লইয়া সাধারণতঃ রচিত।

লাখ্‌পতি (দেশজ) ১ ধনশালী ব্যক্তি। যিনি লক্ষমুদ্রার অধিকারী।

লাখ্‌রাজ (আরবী) নিষ্কর ভূমি, যে জমির কোন খাজনা দিতে হয় না।

লাখ্‌রাজী (আরবী) লাখ্‌রাজভুক্ত জমি।

লাখেরী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষা হইতে চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের উপজীবিকা। তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মারবাড় হইতে আহ্মদনগর, ধারবাড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে আসিয়া বাস করিয়াছে। সকলেই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তাহাদের মধ্যে শ্রেণিগত কোনরূপ বিভাগ নাই। এক উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আদান প্রদান চলে না। বালাজীর প্রতিমূর্ত্তি ও তিরুপতির ব্যঙ্কোবা মূর্ত্তিই তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। বিবাহাদিতে তাহারা মদ্যপান করে।

রমণীগণ ও বালকেরা পুরুষের সহিত একত্র চুড়ি প্রস্তুত করে। তাহারা স্থানীয় কুন্‌বিদিগের অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় উচ্চ এবং ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা হীন। সিমগা, দশেরা, দিবালী, একাদশী ও শিবরাত্রি পর্ব্বে ইহারা উপবাসাদি করিয়া থাকে। জাতকর্ম্ম ও অন্ত্যেষ্টি ব্যতীত তাহাদের আর অন্য কোন সংস্কার নাই। জাতকর্ম্ম অনেকটা উচ্চ হিন্দুর মত। বিবাহকার্য্যে রমণীরা মারবাড়ীভাষায় গান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ আসিয়া সম্প্রদান করে। সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। বিবাহান্তে বর কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া যায় এবং আত্মীয়কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। বালিকাবধূ ঋতুমতী হইলে তিন দিন অশৌচ থাকে। চতুর্থ দিনে তাহার গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া উষ্ণ জলে স্নান করান হয়। পরে রমণীরা আসিয়া বালিকার ক্রোড়ে চাউল, নারিকেল, পক্ক ফল ও পাণ দিয়া থাকে। তদনন্তর সে স্বামিসহবাস করিতে পায়। একবৎসরের অনধিক বর্ষ বয়স্ক শিশুদিগের মৃত্যু ঘটিলে তাহাদিগকে পুতিয়া ফেলে; তদূর্দ্ধ সকলেরই দাহের ব্যবস্থা আছে। মৃতের পুত্র বা নিকট আত্মীয় দাহান্তে ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। সেই দিন সে স্বহস্তে পাক করে না। কোন আত্মীয়ের বাটীতে খিচুড়ী খাইয়া থাকে। তৃতীয়দিনে তাহারা মৃতের ভস্মরাশি একত্র করে এবং দধি ও তণ্ডুল খায়। দশদিনে তাহারা ব্রাহ্মণ ডাকিয়া মৃতের উদ্দেশে গৃহে বসিয়া পিণ্ড এবং দ্বাদশাহে আত্মীয় কুটুম্বদিগকে একটী ভোজ দেয়। ছয় মাসে ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে ও বৎসরান্তে বাৎসরিক শ্রাদ্ধেও তাহারা জ্ঞাতিভোজ দিয়া থাকে। মহালয়া পক্ষেও তাহারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। জাতীয় পঞ্চায়ত সামাজিক বিবাদের নিষ্পত্তি

করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

লাগ্‌লাগ, পক্ষিবিশেষ (Ciconia alba)।

লাগা (দেশজ) ১ কোন দ্রব্যের সহিত মিলিত হওয়া। ২ বাদ-বিসম্বাদ করা।

লাগাই (দেশজ) সংযোগ পর্য্যন্ত।

লাগাইদ্ (হিন্দী) সেই সময় পর্য্যন্ত।

লাগাইল্ (দেশজ) নিকট পর্য্যন্ত। ঠিক্ পশ্চাতে। হেরাহেরি।

লাগাও (দেশজ) ১ বেত্রাঘাতের আজ্ঞা। ২ মারা। ৩ পার্শ্বস্থ।

লাগান (দেশজ) এক ব্যক্তির নিকট অন্য ব্যক্তির নিন্দাবাদ শুনিয়া নিন্দিত ব্যক্তির নিকট তাহা কহা।

লাগানঘাট (দেশজ) নদীর যে স্থানে নৌকাদি বান্ধা হয়, সাধারণ লোকে যে স্থানে নৌকা হইতে উঠিয়া ও নামিয়া যাতায়াত করে, তাহাকে লাগান-ঘাট, খেয়াঘাটা বা পারঘাটা কহে।

লাগাম্ (পারসী) অশ্ববন্ধনরজ্জু।

লাগালাগি (দেশজ) একজনের কথা আর একজনের নিকট বলা। কোন লোকের একজনের কুৎসাদি শুনিয়া আবার তাহার নিকট সেই কথা বলা।

লাগুড়িক (ত্রি) ১ লগুড়যুক্ত। ২ প্রহরী।

লাগোয়া (দেশজ) পার্শ্বস্থিত।

লাঘ্, শক্তি, সামর্থ্য। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ লাঘতে। লিট্ ররাঘে। লুট্ রাঘিতা। লুঙ্ অরাঘিষ্ট। ণিচ্ লাঘয়তি। লুঙ্ অললাঘৎ।

লাঘরকোলস (পুং) কামলা রোগের প্রকারভেদ।

লাঘব (ক্লী) লঘোর্ভাবঃ কর্ম্ম বা (ইগন্তাচ্চ লঘুপূর্ব্বাৎ। পা ৫। ১। ১৩১) ইতি অণ্। ১ আরোগ্য। (রাজনি°) ২ লঘুত্ব, লঘুর ভাব। ৩ অল্পত্ব। ৪ ক্লৈব্য।

"যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা।
কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবম্॥"
(কুমার ৪১। ১৭)

লাঘবায়ন (পুং) গ্রন্থকর্ত্তৃভেদ। ইনি একখানি শ্রৌতসূত্র ও তাহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

লাঘবিক (ত্রি) সংক্ষিপ্ত।

লাঙ্কাকায়নি (পুং) লঙ্কার অপত্য। (পা° ৪।১।১৫৮)

লাঙ্কায়ন (পুং) লঙ্কের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯)

লাঙ্গল (পুং) লঙ্গতীতি লগি গতৌ বাহুলকাৎ কলচ্। (বৃদ্ধিশ্চ ধাতোঃ। উণ্ ১। ১০৮) স্বনামখ্যাত ভূমিকর্ষণযন্ত্র। পর্য্যায়— হল, গোদারণ, সীর, হাল, শীর। (ভারত) ২ লিঙ্গ। (ত্রিকা°) ৩ পুষ্পবিশেষ। ৪ তালবৃক্ষ। ৫ গৃহদারু। (মেদিনী)

লাঙ্গলক (পুং) লাঙ্গলাকার ভগন্দরছেদ বিশেষ। ভগন্দররোগ হইলে অস্ত্রদ্বারা লাঙ্গলের ন্যায় যে ছেদ করা হয়, তাহাকে লাঙ্গলক কহে। "কুটা সহিতঃ হলাকারঃ পার্শ্বদ্বয়ে যশ্ছেদঃ স সম্পূর্ণ-হলাকারঃ" (বাভট উ° ২৮ অ°) সুশ্রুত মতে, দুই পার্শ্ব সমান-ভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক কহে।

"দ্বাভ্যাং সমাভ্যাং পার্শ্বাভ্যাং ছেদো লাঙ্গলকো মতঃ।"
(সুশ্রুত চি° ৮ অ°)

লাঙ্গলকী (স্ত্রী) লাঙ্গলীক্ষুপ, বিষলাঙ্গুলিয়া।

লাঙ্গলগ্রহ (পুং) লাঙ্গলং গৃহ্লাতি (শক্তিলাঙ্গলাঙ্কুশযষ্টিতোমর-ঘটঘটীধনুঃষু। পা ৩। ২। ৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা অচ্। কৃষক।

লাঙ্গলগ্রহণ (ক্লী) লাঙ্গলধারণ।

লাঙ্গলচক্র (ক্লী) লাঙ্গলাকারং চক্রং। কৃষিকার্য্যের শুভাশুভ-জ্ঞাপক চক্রবিশেষ। এই চক্রানুসারে গণনা করিলে কৃষিকার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।

১৬, ১৭, ১৮,
১৫, ১৪, ১৩,
২০, ১৯,
৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১,
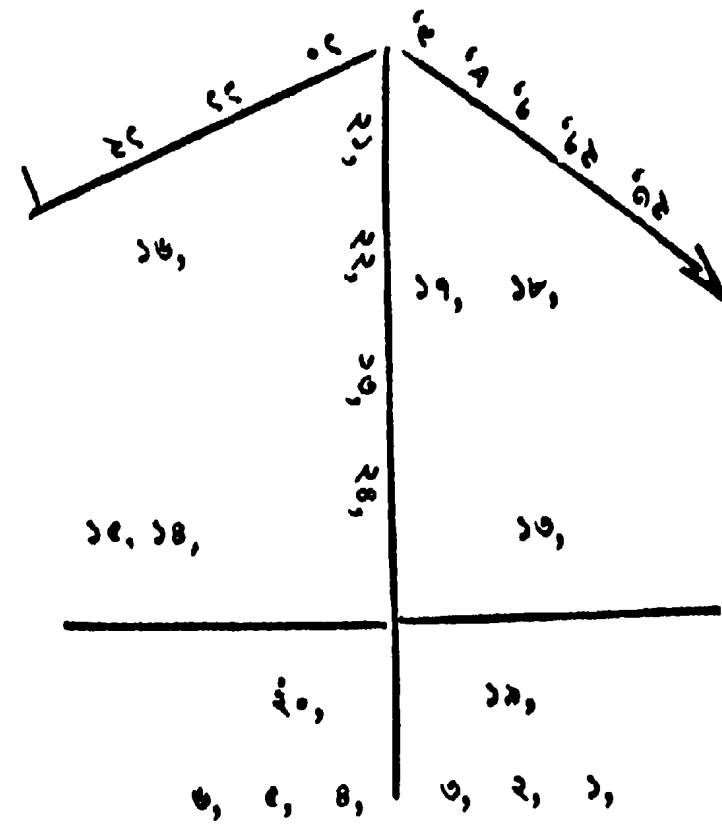
লাঙ্গলের আকৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ রূপে নক্ষত্রবিন্যাস করিয়া শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়।

"লাঙ্গলং দণ্ডিকাযুগযোক্তৃদ্বয়সমন্বিতম্।
দণ্ডিকাদি লিখেৎ তানি দিনেশাক্রান্তভাদিতঃ॥
দণ্ডিকাহলযুগানাং দ্বিদ্বিস্থানে ত্রিকং ত্রিকম্।
যোক্ত্রয়োশ্চ ত্রিকঞ্চৈব মধ্যে পঞ্চাগ্রকে দ্বিকম্॥
দণ্ডস্থে চ গবাং হানির্যুগস্থে স্বামিনো ভয়ম্।
লক্ষ্মীর্লাঙ্গলযোক্ত্রে স্যাৎ ক্ষেত্রারম্ভদিনর্ক্ষকে॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্র লাঙ্গলাকার করিতে হইবে, এই জন্য ইহার নাম লাঙ্গলচক্র হইয়াছে। যে দিন গণনা করিতে হইবে, সেই দিন সূর্য্যাক্রান্ত নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিবে। নক্ষত্র সকল যথাস্থানে বিন্যাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিনের নক্ষত্র

কোন্ স্থানে আছে, যদি দণ্ডে থাকে তাহা হইলে গোহানি, যূপস্থ হইলে স্বামিভয়, লাঙ্গল ও যোক্ত্রে হইলে লক্ষ্মীলাভ হয়। সুতরাং লাঙ্গল ও যোক্ত্রস্থিত নক্ষত্রে ক্ষেত্রকর্ম্ম করিলে কৃষিকার্য্যে শুভফল হইয়া থাকে।

লাঙ্গলদণ্ড (পুং) লাঙ্গলস্থ দণ্ডঃ। লাঙ্গলের ঈশ, পর্য্যায় ঈশা, ঈষা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলধ্বজ (পুং) ১ বলরাম। (ত্রি) ২ লাঙ্গল যাহার বংশচিহ্ন।

লাঙ্গলপদ্ধতি (স্ত্রী) লাঙ্গলস্য পদ্ধতিঃ। লাঙ্গলরেখা, চলিত সিরাল। পর্য্যায়—শীতা, সীতা। (শব্দরত্না°)

লাঙ্গলফাল (পুং ক্লী) লাঙ্গলের অগ্রভাগস্থ লৌহফলক।

লাঙ্গলাখ্য (ত্রি) বিষলাঙ্গুলিয়া নামক বৃক্ষভেদ।

লাঙ্গলাপকর্ষিন্ (ত্রি) ১ লাঙ্গল অপকর্ষণকারী। (পুং) ২ বৃষ।

লাঙ্গলায়ন (পুং) লাঙ্গলের গোত্রাপত্য।

লাঙ্গলাহ্বয়া (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া ক্ষুপ।

লাঙ্গলি (পুং) লাঙ্গলী।

লাঙ্গলিক (পুং) লাঙ্গলবৎ আকৃতিরস্যস্যেতি। লাঙ্গল-ঠন্। স্থাবরবিষভেদ। (হেম)

লাঙ্গলিকা (স্ত্রী) লাঙ্গলমিবাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি ঠন-টাপ্। লাঙ্গলীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

"রুদ্রলাঙ্গলিকামূলং হিজ্জলস্য তথৈব চ।
তেন ব্রণমুখং লিপ্তং শল্যো নিঃসরতি ক্ষণাৎ॥"
(গরুড়পু° ১৯২ অ°)

লাঙ্গলিকী (স্ত্রী) লাঙ্গল-ঠন্-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। লাঙ্গলিয়া, চলিত বিষলাঙ্গলিয়া, পর্য্যায়—অগ্নিশিখা, অগ্নিজ্বালা, লাঙ্গলিকা, লাঙ্গলী, গৌরী, দীপ্তা, হলিনী, গর্ভঘাতিনী, অগ্নিজিহ্বা, ইন্দ্রপুষ্পা, অগ্নিমুখী, বহ্নিশিখা। ইহার গুণ—কুষ্ঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। (রাজনি°)

লাঙ্গলিন্ (পুং) লাঙ্গলমস্ত্যস্যেতি লাঙ্গল-ইনি। ১ বলরাম। (শব্দরত্না°) ২ নারিকেল।

"নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গস্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥" (ভাবপ্র°)

৩ সর্প। (শব্দচ°) (ত্রি) ৪ লাঙ্গলবিশিষ্ট।

"তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী॥" (রামায়ণ ২।৩২।৩০)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ৫ নদীবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৯)

লাঙ্গলী (স্ত্রী) লাঙ্গলাকারোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি লাঙ্গল-অচ্-ঙীষ্। লাঙ্গলাকার পুষ্প, জলজশাকবিশেষ। এই শাক জলে জন্মে এবং ইহার পুষ্প লাঙ্গলাকৃতি, চলিত কাঁচড়া শাক। পর্য্যায়—শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী, জলাক্ষী, জলপিপ্পলী, পিত্তলা, শ্যামাদিনী, মৎস্যগন্ধা, কলিকারী। (রাজনি°) ২ শালপর্ণী।

"স্থিরা বিদারীগন্ধা চ শালপর্ণ্যংশুমত্যপি।
লাঙ্গলী কলসী চৈব ক্রোষ্টুপুচ্ছা গুহা মতা॥" (গরুড়পু° ২০৮অ°)

লাঙ্গলীশ, শিবলিঙ্গভেদ। (সৌরপুরাণ ৬অঃ)

লাঙ্গলীষা (স্ত্রী) (এঙি পররূপং। পা ৬।১।৯৪) ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা সাধুঃ। ঈষ শব্দ পরে লাঙ্গলশব্দের অকারটী লোপ হইয়া এই শব্দটী সাধু হইয়াছে। লাঙ্গলের ঈষা বা দণ্ড।

লাঙ্গুল (ক্লী) পুচ্ছ। (অমরটীকা সারসু°)

লাঙ্গুল (ক্লী) লঙ্গ (খর্জ্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০) ইতি উলচ্, বাহুলকাৎ বৃদ্ধিশ্চ। পশুদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী লম্বমান লোমাগ্রাবয়ব বিশেষ, চলিত লেজ। পর্য্যায়—পুচ্ছ, লুম, বালহস্ত, বালধি, লঙ্গুল, লাঙ্গুল, লুলাম, আবাল, লজ্ঞ, পিচ্ছ, বাল। (জটাধর) গোলাঙ্গুলের জল মস্তকে দিলে পাপ বিনষ্ট হয়। এই জল তীর্থজলের ন্যায় পবিত্র।

"লাঙ্গুলেনোদ্ধৃতং তোয়ং মূর্দ্ধ্না গৃহ্লাতি যো নরঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং প্রাপ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥" (বরাহপু°)

২ শেফ। (মেদিনী) ৩ কুশূল।

লাঙ্গুলিন্ (পুং) প্রশস্তং লাঙ্গুলমস্ত্যস্যেতি লাঙ্গুল-ইনি। ১ বানর। ২ ঋষভ নামৌষধ।

লাঙ্গুলিয়া, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। সম্ভবতঃ ইহাই পুরাণোক্ত লাঙ্গলিনী নদী(?)।

লাঙ্গুলীকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলাকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি লাঙ্গুল-ঠন্। পৃশ্নিপর্ণী। (রাজনি°)

লাঞ্ছ, লক্ষ, চিহ্ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাঞ্ছতি। লুঙ্ অলাঞ্ছীৎ।

লাজ, ১ ভর্ৎসন। ২ ভর্জন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাজতি। লুঙ্ অলাজীৎ।

লাজ (ক্লী) লাজ-অচ্। ১ উশীর। (মেদিনী) ২ ভৃষ্টধান্য। চলিত খই, সকল ধান ভাজিলেই যে খই হয়, তাহা নহে। কনকচুর প্রভৃতি কএক প্রকার ধান আছে, তাহা ভাজিলেই খই হয়।

"যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানীতি মনীষিণঃ॥" (ভাবপ্র°)

যে সকল ধান্যে তণ্ডুল আছে, সেই সকল সতুষ-ধান্য ভাজিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে লাজ এবং চলিত কথায় খই কহে। গুণ—মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক; পিত্ত, কফ, বমি, অতীসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক। (ভাবপ্র°) (পুং) লাজ-অচ্। ২ আর্দ্রতণ্ডুল। (মেদিনী)

লাজতর্পণ (ক্লী) লাজকৃতং তর্পণং। লাজশক্তুকৃত তর্পণবিশেষ।

"দাহবম্যর্দ্দিতং ক্ষামং নিরন্নং তৃষ্ণয়ান্বিতম্।
শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েল্লাজতর্পণম্॥" (ভাবপ্র° অরুচি°)
দাহ ও বমিতে রোগী অতিশয় কাতর হইলে শর্করা ও মধুসংযোগ করিয়া লাজতর্পণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়।

লাজপেয়া (স্ত্রী) লাজেন কৃতা পেয়া। খইয়ের মণ্ড।
"লাজপেয়া শ্রমঘ্নী তু ক্ষামকণ্ঠস্য দেহিনঃ।
ক্ষুত্তৃষ্ণাগ্নানিদৌর্বল্যকুক্ষিরোগবিনাশিনী॥" (রাজব°)

লাজভক্ত (পুং) লাজস্য ভক্তঃ। খধিভক্ত, খইয়ের ভাত। গুণ—লঘু, শীতল, অগ্নিদীপ্তিকর, মধুর, বলকর, নিদ্রা ও রুচিকর, কফ ও পিত্তনাশক এবং ব্রণশোধনকারী।
"লাজভক্তো লঘুঃ শীতশ্চাগ্নিদীপ্তিকরো মধুঃ।
বৃষ্যো নিদ্রারুচিকরঃ কফপিত্তবিনাশকঃ।
ব্রণশোধনকারী স্যাদ্বুধৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (বৈদ্যকনি°)

লাজমণ্ড (পুং) লাজস্য মণ্ডঃ। খইয়ের মণ্ড।

লাজবর্ণা (স্ত্রী) লাজস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্যাঃ। অসাধ্য লূতা-বিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

লাজশ[স]ক্তু (স্ত্রী) লাজস্য শক্তুঃ। খইয়ের ছাতু, খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিলে লাজশক্তু হয়।

লাজহোম (ক্লী) লাজদ্বারা কৃত হোমবিশেষ।

লাজা (স্ত্রী) লাজ-ঘঞ্-টাপ্। ১ অক্ষত। ২ ভৃষ্টধান্য, খই। পর্য্যায়—অক্ষত, অক্ষতা। গুণ—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, অতীসার, প্রমেহ, মেদ ও কফনাশক, কাস ও পিত্তোপশমক, অগ্নিকারক, লঘু ও শীতল। ইহার মণ্ডগুণ—অগ্নিকারক, দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর ও অতীসারনাশক, অশেষ দোষনাশক ও আমপাচক। ইহার পেয়া-গুণ—ক্ষামকণ্ঠের শ্রমনাশক, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্বল্য ও কুক্ষিরোগনাশক। (রাজনি°) (পুং) ৩ ভূমা।

লাজুক (দেশজ) লজ্জাশীল।

লাঞ্ছন (ক্লী) লাঞ্ছ-ল্যুট্। ১ নাম। ২ চিহ্ন। (মেদিনী)
"দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাষা
বালাদনা বিস্তুতলাঞ্ছনেন।" (কুমার ৭।৩৫)
(পুং) ৩ রাগীধান্য। (রাজনি°) কোন কোন পুস্তকে লাঞ্ছনী এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

লাঞ্জি, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার বূর্হা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫´ পূঃ। এই নগরের চারিদিক্ পুষ্করিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং উত্তরাংশ গভীর জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত। ঐ বনান্তরাল মধ্যে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও কতকগুলি ধ্বস্ত অট্টালিকাস্তূপ দেখা যায়। তাহা প্রাচীন লাঞ্জি নগরের অবশেষ বলিয়াই মনে হয়। এখানে একটী দুর্গ অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে গোঁড়-রাজগণ ঐ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ দুর্গ পরিখার প্রান্তভাগে লাঞ্জকাই নামে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত একটী দেবালয় আছে। উক্ত দেবীমূর্ত্তির নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে।

লাট (পুং) দেশবিশেষ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশের প্রান্তভাগ।
"দদৌ তস্মৈ সপুত্রায় প্রীত্যা বীরবরায় চ।
লাটদেশে ততো রাজ্যং সকর্ণাটেযুতে নৃপ॥"(কথাসরিৎসা°৭৮।১১৯)

নর্ম্মদানদীর মোহানা ও মহী নদীর তীরস্থ গুজরাত এবং খান্দেশ বিভাগ লইয়া এই প্রাচীন জনপদ গঠিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা লাট নামে প্রসিদ্ধ। মুসলমান ভৌগোলিক মসুদী (A D. 940 Vol. 1. 381), অল্ বিরুণী (A D 1020 in Elliot. I. 66) এবং টলেমি AD. 150, VII. ii. 63), পেরিপ্লাস প্রভৃতি ইহাকে লাড়, লারিস্ বা লারিয়াক নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা এই জনপদের স্থাননির্ণয় সম্বন্ধে নানা স্থানের নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অলবিরুণী, আবুল ফাদা ও ইবন্ সৈয়দ বলেন যে, ঠানা ও সোমনাথ পত্তন লইয়া এই লাটদেশ গঠিত হয়। মুসলমান বণিক্ সুলেমান কাম্বে উপসাগর হইতে মলবার উপকূল পর্য্যন্ত সাগরাংশকে লাটসমুদ্র বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। মসুদী সৈমূর, সুপার, ঠানা ও অন্যান্য নগর লইয়া লারিয়া (লাট) প্রদেশের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া যান। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত সুরাট, ভরোচ, কৈরা ও বড়োদার কতকাংশ লইয়া এই লাট দেশ গঠিত হইয়াছিল।

এই স্থানের অধিবাসিগণ লাট (লাড়) জাতি নামে পরিচিত। ইহারা অনহিলবাড়রাজের অধীন ছিল। কোন কারণে তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজা কুমারপাল লাটদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তদবধি তাহারা ভারতের নানা স্থানে যাইয়া বাস করিয়াছে। রাজপুতনার মরুদেশে, বেরারের মৈকের বিভাগে এখনও এই জাতির বাস আছে। তবে তাহারা আর সেরূপ সুবিস্তৃত ভাবে ও প্রাচীন নামে পরিচিত নহে। ইহারা সকলেই হিন্দু, আবার অনেকে জৈনধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। রাজপুতনার লাড়গণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছে, বেরারের লাড়েরা রেশমী বস্ত্র বয়ন করে। বিখ্যাত ভ্রমণকারী টাভার্ণিয়ার মলবার উপকূলে এবং থুনবার্গ সিংহল দ্বীপে লাড়ী নামে এক প্রকার পাকান ধাতব মুদ্রার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ঐ মুদ্রা সুপ্রাচীন লাট দেশে প্রচলিত ছিল এবং পরে সেই নামের অপভ্রংশ লাড়ী নামে খ্যাত হইয়াছিল। [আর্য্যাবর্ত্ত ও লাহরী বন্দর দেখ।]

২ বস্ত্র। (মেদিনী) ৩ জীর্ণভূষণাদি। (শব্দরত্না০)

লাট (ইংরাজী Lord শব্দের অপভ্রংশ)। বাঙ্গালায় লাট সাহেব অর্থে গবর্ণর-জেনারল এবং ছোট লাট সাহেব অর্থে লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণরকেই বুঝায়। কখন কখন সামরিক ও রাজকীয় বিভাগের প্রাতিনিধিদ্বয়কে জঙ্গীলাট সাহেব ও মুলুকী লাট সাহেব বলা হয়। হিন্দুস্থানীরা চিফ্‌জাষ্টিস্‌কে লাট জাষ্টি সাহেব এবং লর্ড বিশপ্‌কে লাট্‌ পাদ্রি সাহেব বলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার লাট সাহেব ও লাট পাদ্রি শব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

দেশীয় ভাষায় লাট শব্দে লর্ডের ন্যায় সম্মানসূচক অর্থও প্রকাশ করে, যেমন, বাবু যেন লাট। কখন কখন লাট শব্দ শ্লেষাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন, মেরে লাট কোরে দিব।

লাট (ইংরাজী Lot শব্দজ)। নিলামের সময় উচ্চ মূল্যে বিক্রয়ার্থ দ্রব্যসমূহের বিভাগ।

লাট (হিন্দী ও সংস্কৃত) স্তম্ভ। উত্তরপশ্চিমভারতে বহু প্রাচীন কাল হইতে কতকগুলি প্রস্তরস্তম্ভ বিরাজিত রহিয়াছে। প্রাচীন কীর্ত্তির আদর্শ বলিয়া ঐগুলি বিশেষ বিখ্যাত ও সাধারণের আদরের জিনিস। ইহা ভিন্ন এই সকল স্তম্ভের উপর অতি প্রাচীন অক্ষরে যে সকল ইতিবৃত্ত উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বড়ই চিত্তাকর্ষক, তাহারা বহুপরিশ্রমে ও আলোচনা দ্বারা ঐ সকল লিপিমালা পাঠ করিয়া উহার প্রকৃততত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মহামাত জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ প্রথমে এই বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। উহা এখন লাট বর্ণমালা (Lat Character) বলিয়া পরিচিত।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদে এইরূপ লাট-স্তম্ভ উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান আছে, তন্মধ্যে আলাহাবাদের লাটই সুপ্রসিদ্ধ। ঐ স্তম্ভের একপার্শ্বে গুপ্তরাজবংশের সাময়িক অক্ষরে এবং অপর পার্শ্বে বৌদ্ধসম্রাট্‌ অশোকের প্রশস্তির অনুরূপ অক্ষরে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। দিল্লীর লাটের লিপির সহিত কটকের ধৌলীলিপির ও গির্ণরের পার্ব্বত্যলিপির বর্ণমালার অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাতে কপর্দ্দিগিরির সেমিতিক অক্ষরমালার অনুরূপ লিপিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ লাটে ২৬টী মাত্র শ্লোক উৎকীর্ণ আছে। তাহাতে ভারতবর্ষস্থিত জনপদাদির বিভাগ ও তাহার নাম, তৎকালীন রাজবংশের বিবরণ এবং পারস্য ও শকজাতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। হস্তিনাপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলেও এবং মনুসংহিতা বা মহাভারতে শূরসেন (জেলার) বিশেষ কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলেও আমরা এই লাট হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে বৌদ্ধসম্রাট্‌ অশোকের রাজত্বকালে এই আলাহাবাদ ভূভাগ একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

২ ভিতরী লাট—গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী স্তম্ভ। উহাতে আলাহাবাদ লাটের অনুরূপ রাজবংশের পরিচয় ও বংশতালিকা বিদ্যমান আছে।

৩ দিল্লীলাট—ফিরোজস্তম্ভ নামে পরিচিত। পাঠানরাজ ফিরোজ তোগলক (১৩৫১-১৩৮৮) ইহার শিরোভাগে স্বর্ণময় একটী কলস লাগাইয়া দেন। তদবধি উহা স্বর্ণলাট বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালের সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় রাজধানী সমগ্র দিল্লী বিভাগে ইহাপেক্ষা আর কোন প্রাচীন নিদর্শন নাই। ইহাই কৌটিল্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটী অদ্ভুত কীর্ত্তিস্তম্ভ। পূর্ব্বকাল হইতে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল,—হিন্দুগণ উহাকে ভীমসেনের গদা, মুসলমানেরা সম্রাট্‌ ফিরোজের ভ্রমণযষ্টি এবং কেহ কেহ উহাকে মহাত্মা আলেকসান্দারের পুরুবিজয়স্মৃতিস্তম্ভ এবং টম কোরিয়েট্‌ প্রভৃতি প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারিগণ উহাকে অশোকস্তম্ভ বলিয়াই জানিতেন। পরবর্ত্তিকালে য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় উহার প্রকৃত পাঠ উদ্ধৃত হওয়ায় সাধারণের ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে।

ঐ স্তম্ভ পূর্ব্বে যমুনার অপর পারে সালোরা জেলার শিবালিক পাদমূলস্থ খিজিরাবাদের সন্নিকটে ছিল। পরে উহা দিল্লীদ্বারের বহির্ভাগে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। ডাঃ কানিংহাম বলেন যে, ঐ স্তম্ভ প্রাচীন স্রুঘ্ন রাজধানীর কোনস্থানে ছিল, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং উহার পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধবিহার ও বুদ্ধস্মৃতি সংযুক্ত সম্রাট্‌ অশোকের সমকালীন সুবৃহৎ স্তূপের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ, উক্ত প্রাচীন জনপদ হইতে এই স্তম্ভ শকটসাহায্যে খিজিরাবাদে আনীত হয়, পরে তথা হইতে নদীবক্ষে নৌকার উপরি স্থাপিত করিয়া নূতন দিল্লী রাজধানী ফিরোজাবাদে সমানীত হইয়াছিল। আনুমানিক ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ হিন্দুর মুখে উহার নিশ্চলতা অবগত হইয়া বহু অর্থব্যয়ে উহাকে দিল্লীতে আনয়ন করেন। তিনি উহার শিরোদেশ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে সুশোভিত করিয়া স্বর্ণকলস স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎকালে উহা মিনার জরিন্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ফিঞ্চ্‌ দিল্লী নগরে আসিয়া ইহার স্বর্ণময় কলস ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চূড়ার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে উহার নিম্ন কএকতলের উপরিভাগ ভীমসার প্রস্তরস্তম্ভ বলিয়া কথিত।

ইহা অন্যান্য অশোকস্তম্ভের ন্যায় গাঢ় লালবর্ণ প্রস্তরে গঠিত। উচ্চ ৪২ ফিট্‌ ৭ ইঞ্চ। উহার উপরিভাগ ৩৫ ফিট্‌ উৎকৃষ্ট পালিশযুক্ত ও মসৃণ, নিম্নভাগ খস্‌খসে। উহার পরিমাণ প্রায় ৮ শত মণ।

এই স্তম্ভগাত্রে দুইটী প্রধান ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি উৎকীর্ণ আছে। তন্মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দের শেষভাগে বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রশস্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা পালী অক্ষরে লিখিত। উহার বর্ণমালা ভারতীয় বর্ণমালার সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন, এখনও উহার অক্ষরাবলী পরিষ্কার খোদিত রহিয়াছে, কেবল মাত্র দুএকটী স্থানে পাথরের চটা উঠিয়া যাওয়ায় সেই স্থানের লিপি নষ্ট হইয়াছে। উহার শেষভাগে একটী ছত্রে সম্রাট্ অশোকের এইরূপ অনুজ্ঞা উৎকীর্ণ আছে :—"ধর্ম্মের রক্ষা হেতু শিলাস্তম্ভোপরি এই শিলাফলক উৎকীর্ণ কর, যেন ইহা আবহমানকাল বিদ্যমান থাকে।" উহার উপরিভাগের চারিপার্শ্বে চারিখানি ও নিম্নে একখানি শিলালিপি দেখা যায়। পূর্ব্বমুখী ফলকের শেষ দশ ছত্র ও অন্যান্য ফলকগুলির লিপি এই দিল্লীস্তম্ভের পার্থক্য জ্ঞাপন করিতেছে। দ্বিতীয় একখানি ফলকে চৌহানরাজ বিশাল (বিগ্রহ) দেবের বিজয়বার্ত্তা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহা পাঠে জানা যায় যে, তিনি হিমাদ্রি হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ একচ্ছত্রাধীন করিয়াছিলেন।

চৌহান-রাজবংশের গৌরবজ্ঞাপক এই লিপি দুইখণ্ডে বিভক্ত। উহার অর্দ্ধাংশ প্রাচীন অশোকলিপির উপরে এবং শেষার্দ্ধ তাহার নিম্নে উৎকীর্ণ। উভয় লিপিখণ্ডেই ১২২০ সংবৎ লিখিত আছে। নিম্নখণ্ডের বর্ণমালা আধুনিক সংস্কৃত। উহাতে লিখিত আছে, শাকম্ভরীরাজ বিশালদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে এই শিলাফলক নূতন খোদিত করিয়া দেন। ঐরূপ আর একটী লাটস্তম্ভ মীরাট হইতে আনীত হইয়া দিল্লীনগরে স্থাপিত হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ অনুশাসন রাজ্যমধ্যে প্রচারার্থ যে সকল স্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরবর্ত্তী রাজন্য ও বৈদেশিক ভ্রমণকারিবর্গ আপন আপন বীরকীর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আর নূতন স্তম্ভ নির্ম্মাণের কষ্টভোগ করিতে হয় নাই।

৪ দিল্লীর লৌহস্তম্ভ—মস্‌জিদের মধ্যস্থলে স্থাপিত। উচ্চতা ২২ ফিট্ এবং ব্যাস ১৬ ইঞ্চ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ্স উহাকে খৃষ্টীয় ৩য় বা চতুর্থ শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করেন। উহার গাত্রস্থ লিপি "কনোজী নাগরী" ও অন্যান্য মিশ্রবর্ণমালায় লৌহগাত্র খোদিত। ইহাতে হস্তিনাপুর-রাজ্যাপহারক রাজা ধব এবং বাহ্লিকাদি জাতির উল্লেখ থাকায় উহাকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীয় পরবর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

৫ নিগমবোধ—যমুনাতীরবর্ত্তী একটী তীর্থস্থান, দিল্লী হইতে কএকমাইল দক্ষিণে স্থাপিত। চাঁদ কবির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, চৌহানরাজবংশের গৌরবপ্রকাশক একটী স্তম্ভ এখানে বিদ্যমান ছিল। কালবশে উহা নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

৬ বারাণসীস্থ অশোকের প্রশস্তিযুক্ত স্তম্ভ। উচ্চতা ৪২ ফিট্ ৭ ইঞ্চ। ইহার গাত্রে নানা প্রকার কারুকার্য্য আছে।

৭ গাজিপুরস্তম্ভ—গাজিপুরে স্থাপিত একটী বৌদ্ধস্তম্ভ। উহার বর্ণমালা পূর্ণসংস্কৃত নহে, এই কারণে সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য নহে। ইহার গাত্রে যে শিলাফলক খোদিত আছে, তাহা আলাহাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্তম্ভের ন্যায় বৌদ্ধস্তম্ভোপরি স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গুপ্তবংশীয় সমুদ্রগুপ্ত হইতে যুবরাজ মহেন্দ্রগুপ্তের নাম পাওয়া যায়।

৮ রূপবাস-শৈলস্তম্ভ—ভরতপুর রাজ্যের রূপবাসবিভাগের একটী গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত। ইহা বেলেপাথরে নির্ম্মিত এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে। উহার বৃহৎ দুইটীর একের উচ্চতা ৩৩।৹ ফিট্ এবং অপরটীর ২২॥৹ ফিট্।

৯ ধৌলীস্তম্ভ—কটকের ধৌলীগ্রামে অবস্থিত। ইহাতে লাটবর্ণমালা এবং মধ্যে মধ্যে বলভী ও সিওনী লিপির অক্ষরমালা দৃষ্ট হয়। উড়িষ্যা-বিভাগে যে সকল অশোকস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তৎসমুদায়ই বেলেপাথরে গঠিত।

১০ জুনরস্তম্ভ—ইহাতে দুইখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। নানাঘাটের স্তম্ভোপরি উৎকীর্ণ লিপির সহিত দিল্লীস্তম্ভের ও গির্ণর পর্ব্বতস্থ শিলাফলকের সৌসাদৃশ্য আছে। গির্ণরের পার্ব্বত্য-লিপিকে জেমস্ প্রিন্সেপ্স্ পালি বলিয়া অনুমান করেন।

লাটলিপি।

মহামতি কর্ণেল টড্ রাজস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তি ও স্তম্ভখোদিত লিপিমালা দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "অগ্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, প্রয়াগ, মেবার, জুনাগড়ের শৈলমালা, বিজ্লী ও আরাবল্লী শিখরে স্থাপিত স্তম্ভাদির, পর্ব্বতগাত্রখোদিত লিপির এবং ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধমন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে, অবশ্যই আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতে পারি।" সেই মহৎ সঙ্কল্পে ব্রতী হইয়া মহামতি জেমস্ প্রিন্সেপ্স্ গভীর গবেষণার সহিত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বানুশীলনে যত্নবান্ হন। তিনি প্রথমে লাটলিপি উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা পালী ও সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণে গঠিত। উহার বিশেষ্য ও অপরাপর পদগুলি পালিবিভক্তি ও প্রত্যয়যোগে সাধিত এবং ক্রিয়াপদগুলি প্রায় সংস্কৃত হইতে গৃহীত হইয়াছে। ভিলসা স্তম্ভেও গুপ্তবংশীয় ফলকাদির অনুরূপ ভাষার প্রয়োগ আছে. তিনিই প্রথমে ভিলসা স্তম্ভের সংখ্যানিরূপণ দ্বারা কালনির্ণয়

সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধস্তম্ভাদিতে পদবিন্যাস দ্বারা কালমান বর্ণিত দেখা যায়।

লাটলিপির অক্ষরমালা প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্তম্ভোপরি ভিন্ন অন্যত্র ঐরূপ বর্ণমালা দৃষ্ট না হওয়ায় উহা লাটলিপি বলিয়াই প্রসিদ্ধ। আফগানস্থানের কপর্দ্দীগিরির বর্ণমালা উহা অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং প্রাচীন সেমিতিক-ধরণে অঙ্কিত; কিন্তু কটক, দিল্লী, আলাহাবাদ, বেতিয়া, মুলটিয়া ও রাধিয়া প্রভৃতি স্থানের স্তম্ভলিপি ভারতীয় ব্রাহ্মী।

উপরে যতগুলি লাটস্তম্ভের কথা বিবৃত হইল, তৎসমুদায়ের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। কোনটী চতুষ্কোণ, কোনটী পলকাটা, কোনটী বা কোণাকার গোল, ঐ সকলের মধ্যে দিল্লীর ফিরোজস্তম্ভ নামে পরিচিত লাটই সাধারণে সুপরিচিত। উহা একটী উচ্চ অট্টালিকার উপরি স্থাপিত। যে স্থানে এই স্তম্ভ গৃহছাদে সংস্থাপিত হইয়াছে, তথায় উহার পরিধি ১০৷৷০ ফিট্; উহার ৩৭ ফিট্ মসৃণাংশ একখণ্ড কঠিন গোলাকার প্রস্তরে গঠিত। ইহার উপরের লাটলিপি বহুপ্রাচীন এবং নিম্নদেশে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালের সংস্কৃত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

অধুনা বৌদ্ধসম্রাট্ অশোকের প্রতিষ্ঠিত যে চতুর্দ্দশটী লাট-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল রাজানুশাসন বিবৃত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

অশোকের অনুশাসন ও তাহার বিষয়।

১ম—খাদ্যার্থে বা যজ্ঞার্থে পশুহিংসার নিষেধ এবং ধর্ম্মনীতির পরিবৃদ্ধ্যর্থ আদেশ।

২য়—রাজ্যময় আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা-প্রচার ও বিনামূল্যে দুঃস্থ প্রজাবর্গের চিকিৎসাব্যবস্থা, পথপার্শ্বে কূপখনন ও বৃক্ষরোপণ।

৩য়—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের দ্বাদশবার্ষিক সমারোহপ্রচার ও পঞ্চমবার্ষিক রাজানুগত্য বা রাজভক্তিপ্রদর্শন।

৪র্থ—প্রিয়দর্শীর রাজত্বকালের বিগত দ্বাদশবার্ষিক রাজ্য-শাসনের সহিত বর্ত্তমান নির্ব্বিরোধ রাজত্বের সামঞ্জস্য প্রচার।

৫ম—বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ ধর্ম্মগুরু ও প্রচারকনিয়োগ।

৬ষ্ঠ—পতিবেদক, রাজ্যরক্ষক, ধর্ম্মাধিকরণ প্রভৃতি পদে ব্যক্তিবিশেষকে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের মঙ্গল ব্যবস্থাপ্রচার।

৭ম—বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া ঐক্য-মত স্থাপনে রাজার আগ্রহজ্ঞাপন।

৮ম—পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের পার্থিব ভোগবিলাসের সহিত স্বীয় নিরীহ আমোদের পার্থক্যনির্দ্দেশ ও পবিত্রচিত্ত সাধুপুরুষ সন্দর্শন, ভিক্ষাদান ও ধর্ম্মগুরু প্রভৃতি মাননীয়গণকে যথাযোগ্য সম্মাননা দানের অনুজ্ঞা।

৯ম—ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক কথা, ধর্ম্মমঙ্গল, ধর্ম্মসেবীর সুখ, ভিক্ষুকদিগকে দান, সর্ব্বজনে দয়া ও গুরুজনদিগের প্রতি মান্যের ফলনির্দ্দেশ ও তাহার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আদেশপ্রচার।

১০ম—'যশো বা কিত্তি বা' বাদের মীমাংসা, অনিত্য সংসারের অবিদ্যাজনিত গর্ব্বের প্রত্যাখ্যান ও জীবন্মুক্তির প্রকৃষ্ট পন্থানির্দ্দেশ।

১১শ—ধৌলী ও গির্ণর প্রশস্তিতে বর্ণিত "ধর্ম্মই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।"

১২শ—বৌদ্ধধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগের প্রতি সাম্যনয়ে মতা-ভিব্যক্তি।

১৪শ—সমগ্র অনুশাসনের সারমর্ম্ম ও সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

লাট(লাড্), কোরাণোক্ত অপদেবতাভেদ। মহম্মদের সময়ে বামিয়া ও কোরেশ জাতি এই দেবতার উপাসনা করিত।

লাটক (পুং) লাটজাতিসম্বন্ধীয়।

লাট ডিণ্ডীর, একজন প্রাচীন কবি। ক্ষেমেন্দ্রকৃত সুবৃত্তিতিলকে ইহার উল্লেখ আছে।

লাটাচার্য্য, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত।

লাটিকা (স্ত্রী) রীতিভেদ। বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ও লাটিকা এই চারিপ্রকার রীতি। মোটামুটি রচনাপদ্ধতিকে রীতি বলা যায়।

"লাটী তু রীতির্বৈদর্ভীপাঞ্চাল্যোরন্তরাস্থিতা।"

(সাহিত্যদর্পণ ৯।৬২৯)

বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী রীতির মধ্যস্থিতা যে রীতি তাহাকে লাটী কহে। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বৈদর্ভী রীতি অনুসারে রচনা বা পাঞ্চালী রীতি অনুসারে রচনা না হইয়া ইহার মাঝা-মাঝি ভাবে যে রচনা হইবে, তাহাই লাটীরীতি। বৈদর্ভী ও পাঞ্চালী এই উভয় রীতিরই নিয়ম অনুসরণ করিয়া যে রচনা, তাহাই লাটী-রীতি। কাহারও কাহার মতে ইহার লক্ষণ—

"মৃদুপদসমাসসুভগাযুক্তৈর্বর্ণৈর্ন চাতিভূয়িষ্ঠা।
উচিতবিশেষণপূরিতবস্তুন্যাসা ভবেল্লাটী॥"

(সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

এই রীতিতে মৃদুমৃদু পদবিন্যাস হইবে, অথচ দীর্ঘসমাস বহুল ও যুক্তবর্ণ অধিক না থাকে এবং উচিত বিশেষ দ্বারা বস্তু বিন্যাস হইলে এই রীতি হইবে। এইরূপ ভাবে বিশেষণ প্রয়োগ করিতে হইবে যে, বর্ণনীয় বস্তুর সহিত তাহার সঙ্গতি থাকে। অন্যবিধ লক্ষণ—

"গৌড়ী ডম্বরবন্ধা স্যাৎ বৈদর্ভী ললিতক্রমা।
পাঞ্চালী মিশ্রভাবেণ লাটী তু মৃদুভিঃ পদৈঃ॥"(সাহিত্যদ° ৯পরি°)

ডম্বরবন্ধযুক্ত রচনা হইলে গৌড়ী রীতি, ললিতপদ বিন্যস্ত

হইলে বৈদর্ভী, মিশ্রভাবে পাঞ্চালী এবং মৃদু পদবিন্যাস করিলে লাটী রীতি হয়। উদাহরণ যথা—

"অয়মুদয়তি মুদ্রাভঞ্জনঃ পদ্মিনীনা-
মুদয়গিরিবনালী বালমন্দারপুষ্পম্।
বিহরবিধুরকোকদ্বন্দ্ববন্ধুর্বিভিন্দন্
কুপিতকপিকপোলক্রোড়তাম্রস্তমাংসি ॥"
(সাহিত্যদ° ৯ পরি°)

লাটানুপ্রাস (পুং) অনুপ্রাস অলঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ।—
"শব্দার্থয়োঃ পৌনরুক্তং ভেদে তাৎপর্য্যমাত্রতঃ।
লাটানুপ্রাস ইত্যুক্তোঽনুপ্রাসঃ পঞ্চধা মতঃ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৩৮)

তাৎপর্য্যানুসারে শব্দ ও অর্থের পৌনরুক্ত হইলে এই অলঙ্কার হয়। এই অলঙ্কার লাটজনপ্রিয় বলিয়া ইহার নাম লাটানুপ্রাস হইয়াছে। উদাহরণ—

"স্মেররাজীবনয়নে নয়নে কিং নিমীলিতে।
পশ্য নির্জ্জিতকন্দর্পং কন্দর্পবশগং প্রিয়ম্ ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

লাটায়ন (পুং) লাট্যায়ন।

লাটিম (দেশজ) ক্রীড়নকভেদ, ছেলেদের একপ্রকার খেলাইবার জিনিস।

লাটীয় (ত্রি) লাটক।

লাটেশ্বর, পশ্চিমভারতস্থিত একটী শৈবতীর্থ।

লাটু (হিন্দী) লাটিম।

লাট্যায়ন (পুং) শ্রোতসূত্রপ্রণেতা ঋষিভেদ।

লাঠামাছ (দেশজ) মৎস্যভেদ (Nandus murmoratus)।

লাঠি (দেশজ) লগুড়, বংশযষ্টি।

লাঠিয়াল (দেশজ) যাহারা লাঠি খেলে। লাঠিবাজ।

লাঠী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২১°৪১´ হইতে ২১°৪৫´ ৩০´´ এবং দ্রাঘি° ৭১°২০´ হইতে ৭১°৩২´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। এখানকার কতক স্থান গণ্ডশৈলে পূর্ণ এবং অবিশিষ্টাংশে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ঐ উর্ব্বর মৃত্তিকায় তুলা, ইক্ষু ও কলাই শস্য প্রচুর জন্মে। নিকটবর্ত্তী ভাবনগর বন্দরে এখানকার পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

ভাবনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার মধ্যমভ্রাতা শাঙ্গ´জী হইতে এখানকার সর্দ্দারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশীয় এক জন ঠাকুর-সর্দ্দার দামাজী গাইকোবাড়কে স্বীয় কন্যা সমর্পণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ স্বীয় কন্যাকে ছভারিনামক ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্পত্তি এক্ষণে দামনগর নামে খ্যাত। গাইকোবাড়-রাজ দামাজী এই সম্পত্তিলাভের পর স্বীয় শ্বশুরের নিকট হইতে রাজকর গ্রহণ রহিত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার সর্দ্দারগণ উক্ত সম্পত্তি প্রায় নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিতেছেন এবং গাইকোবাড়রাজকে প্রতিবর্ষে একটি করিয়া অশ্ব পাঠাইতে বাধ্য আছেন। তাঁহার বার্ষিক রাজস্ব ৭৩১১০৲ টাকা, তন্মধ্যে তিনি বড়োদার গাইকোবাড়কে এবং জুনাগড়ের নবাবকে এক-যোগে ২০০৭৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহাদের দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃপদের অধিকারী। এখানকার সর্দ্দার বাপুভা (১৮৮৪ খৃঃ) গোহেলবংশীয় রাজপুত। ইনি ইংরাজ-রাজসরকারে ৪র্থ শ্রেণীর সামন্তরূপে গণ্য। ইনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার পণ্যদ্রব্যের শুল্কগ্রহণ করেন না।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ৪৩´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২৮´৩০´´ পূঃ। ভাবনগর-গোণ্ডাল-রেলপথের ধোরাজী শাখা এই রাজ্য মধ্য দিয়া গিয়াছে। নগরের অর্দ্ধক্রোশ দূরে ঐ রেলপথের একটি ষ্টেসন আছে। এখানে ধর্ম্মশালা, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

লাড় (ক্ষেপ) অদন্তচুরাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লাড়য়তি, লুঙ্ অললাড়ৎ।

লাড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীবাসী জাতিবিশেষ। দক্ষিণ গুজরাতী নামেও পরিচিত। সম্ভবতঃ ইহারাই সুপ্রাচীন লাট-জনপদ-বাসী লাটজাতির বংশধর। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, উত্তরভারত হইতে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে। কৃষ্ণ ও পাণ্ডুরঙ্গ এবং তুলজাভবানী ও যেল্লমা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও সুন্দর গঠন। দেখিতে অনেকাংশে শিল্পিদিগের মত। চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ, শুকপক্ষীর ন্যায় নাসা উন্নত, ওষ্ঠদ্বয় পাতলা এবং মুখাকৃতি সুগোল। আচার ব্যবহারে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত ও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহারা মদ্যপান বা মাংস ভোজন করে না। অধিকাংশই নিরামিষাশী। দুগ্ধের জন্য সকলেই গোমহিষ পালন করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা করিয়া অথবা পশ্চাতে কাছা দিয়া কাপড় পরে। আতিথ্যসৎকার প্রভৃতি সকল সদ্গুণই ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে, কিন্তু সকলেই বিশেষ আলস্যপ্রিয়। ইহাদের কৃষিক্রিয় লাড় থাকের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। আতর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যবিক্রয়ই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

ইহাদের মধ্যে নাম ব্যতীত বংশগত অন্য কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা কন্যার বিবাহেই অধিক খরচ হয়। কারণ ঐ সময়ে জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ টাকা দেওয়া

হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণের প্রতি সকলেই বিশেষ ভক্তিমান্। বিবাহাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণেরাই পৌরোহিত্য করে। পণ্ঢরপুর ও তুলজাপুরে দেবদর্শনে যায় এবং হিন্দুর প্রধান প্রধান সকল পর্ব্বাহেই উপবাসাদি করিয়া থাকে। বারাণসীতে ইহাদের ধর্ম্মগুরুর বংশ আছে। তাঁহারা জাতিতে গোসাবি (গোস্বামী?)। তাঁহারা সময় সময় দাক্ষিণাত্যে শিষ্যদিগকে মন্ত্র দিতে আসিয়া থাকেন। অন্য জাতির শিষ্য গ্রহণ করেন না।

বালকের জন্মের পর নাভিচ্ছেদ করা হইলে প্রসূতিকে স্নান করান হয়। পঞ্চমদিবসে ষষ্ঠীপূজান্তে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণকে ভোজ দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ দিনে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং ঐ দিনেই জাতবালকের নামকরণ হইয়া থাকে। উহার পর তিনমাস পর্য্যন্ত প্রতি সোমবারে প্রসূতি ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে। এইরূপে তিনমাস অতীত হইলে প্রসূতি পুত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন দেবালয়ে গমনপূর্ব্বক দেবতাকে পুত্র সন্দর্শন করায় এবং দেবতার তৃপ্তিবিধান জন্য পান ও কদলী দিয়া পুত্র কোলে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইসে।

ঐ দিন হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোনরূপ সংস্কার নাই। বিবাহের পূর্ব্বদিন "দেবকৃত্য", ঐ দিনে কুলদেবতার পূজা দেওয়া হয়। বিবাহদিনে বর ও কন্যাকে হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে। বিবাহের সময় বর ও ক'নেকে একত্র বসাইয়া যাজক ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করে এবং তাহার মাথায় সিন্দূরমাখা চাউল ছড়াইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহান্তে একটী ভোজ হয়।

ইহারা মৃতদেহ সমাহিত করে এবং দশদিন মাত্র অশৌচ পালন করিয়া থাকে। পাঁচ দিন হইতে ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত মৃতের প্রেতকৃত্য হয়। শেষ দিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইবার পর সকল চুকিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে পরস্পরে বেশ মিল আছে। সামাজিক কোন গোলযোগ ঘটিলে জাতীয় প্রধানগণের বিচারে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধের নিষ্পত্তি গুরুর দ্বারাই হয়। যদি কেহ এই বিচার লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং দণ্ডস্বরূপ দশ টাকা দিলে পুনরায় স্বজাতিসমাজে আসিতে পায়।

লাড় কসাব, বোম্বাই-প্রদেশবাসী মুসলমান-শ্রেণীভেদ। ভেড়া ছাগ প্রভৃতি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। মহিসুররাজ টিপুসুলতানের (১৭৮৫-১৭৯৯ খৃঃ) প্রভাবে সকলেই ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। স্ত্রী ও পুরুষদিগের বেশভূষা স্থানীয় হিন্দুদিগের মত। কোন কোন পুরুষ কেবল মাত্র দক্ষিণকর্ণে একটী বড় কাণবালা ঝুলাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের অপেক্ষা সুন্দরী, তাহারা রাস্তায় বাহির হইতে লজ্জা বোধ করে না। স্বচ্ছন্দে দোকানে বসিয়া মাংস বিক্রয় করে। ইহারা মিতব্যয়ী, কর্ম্মঠ, চতুর ও বিনয়ী, কিন্তু স্বভাবতঃ কিছু অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন।

ইহারা আপনাদের সমাজেই বিবাহাদি করে। 'পাটিল' নামক নির্ব্বাচিত সমাজের অধ্যক্ষের আদেশ সকলেই পালন করিয়া থাকে। কোনরূপ সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে পঞ্চায়তে তাহার নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চায়তে দোষীর অপরাধ সাব্যস্ত করিলে, পাটিল তাহাদের ইচ্ছামত অর্থদণ্ড করিয়া থাকেন। ইহারা হিন্দুদেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়া থাকে। হিন্দুর দেবতার পূজাদিতে এবং পর্ব্বোৎসব পালন করিতে ইহারা বিশেষ সমারোহ ও উপবাসাদি করে; কেহই গোমাংস ভক্ষণ করে না। কাজির দ্বারা বিবাহকার্য্য ও সমাধি সম্পাদন ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়েই ইহারা হিন্দুপ্রথার অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহারা কোরাণ বা কল্‌মা পড়ে না অথবা মস্‌জিদে যায় না। অন্যান্য মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহিত একত্র ভোজন করিতে ইহারা ঘৃণা বোধ করে।

লাড়খান, একজন মুসলমানরাজ। ইনি অনঙ্গরঙ্গপ্রণেতা কল্যাণ মল্লের প্রতিপালক।

লাড়বানী, বোম্বাই-প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। রাজা কুমারপাল-কর্ত্তৃক দক্ষিণ-গুজরাতের লাটদেশ হইতে বিতাড়িত হইলে ইহারা সম্ভবতঃ এখানে আসিয়া বাস করে। ইহারা হিন্দু। ইহাদের মধ্যে অগস্ত্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, গৌতম, জমদগ্নি, কৌশিক, কাশ্যপ, নৈধ্রুব ও বিশ্বামিত্র গোত্র প্রচলিত। সগোত্রে অথবা একপদবীযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইহাদের বিবাহ হয় না। ইহারা প্রত্যহ স্নান ও কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন তুলজাপুরের ভবানীদেবী, সাতারার অন্তর্গত সিঙ্গনাপুরের মহাদেব, পণ্ঢরপুরের বিঠোবা প্রভৃতি দেবতীর্থে ইহারা সচরাচর গমন করে। ইহাদের লৌকিক আচার ব্যবহার ও বেশভূষাদি স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের মত। ইহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কর্ম্মঠ, আতিথেয় ও চতুর। চাউল, কাপড় ও নানা মসলা বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। গ্রামবাসী লাড়গণ অনেকেই কৃষিকার্য্য করে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে শিক্ষালাভ করিয়া গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের সহিত আপন আপন দোকানে বিক্রয় কার্য্য করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহারা গৃহস্থালীর সকল কর্ম্মই করে।

ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অপেক্ষা সমাজে নীচ এবং কুনবিদিগের অপেক্ষা উচ্চ। দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সকল কার্য্যেই পৌরোহিত্য করেন। হিন্দুর সকল দেবদেবীর পূজায় ইহাদের

বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। ইহারা হিন্দুর সকল পর্ব্বই পালন এবং প্রতিবৎসর শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে (নারিকেলপূর্ণিমা নামে খ্যাত) সকলে জনাও বা যজ্ঞসূত্র পরিধান করিয়া থাকে। বাল্য-বিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ। বালকের অষ্টমবর্ষই উপনয়নের প্রশস্তকাল। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে বালকের বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের মন্ত্র বৈদিক, সংস্কৃত নহে। উহা দেশীয় ভাষায় অনূদিত। ইহারা শবদাহ করে। ১০ দিন মাত্র অশৌচ থাকে। তদনন্তর শ্রাদ্ধান্তে শুদ্ধ হইয়া জাতিভোজ দেয়। সামাজিক গোলযোগ জাতীয় পঞ্চায়তের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। অপরাধী ব্যক্তির অর্থদণ্ডই ব্যবস্থা। কখন কখন সে জাতিভোজ দিয়া পরিত্রাণ পায়।

লাড়সূর্য্যবংশী, বোম্বাই-প্রদেশের ধারবাড়-জেলাবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। ছাগাদি নিহত করিয়া বিক্রয় করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা অশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় কথা কয়।

ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণীবিভাগ নাই। পুত্র জন্মিলে নাভিচ্ছেদের পর ইহারা জাতবালকের মুখে কএক বিন্দু রেড়ীর তৈল ঢালিয়া দেয় এবং পঞ্চমদিনে একটী ছাগহত্যা করিয়া আত্মীয় স্বজনকে ভোজ দিয়া থাকে। ত্রয়োদশ দিনে জাতাশৌচান্তে সকলে বালককে ক্রোড়ে লয় এবং নামকরণ করে। তাহার পর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন সংস্কার নাই। বিবাহের দিন বর ও কন্যাকে একটী উচ্চ বেদীর উপর বসাইয়া গ্রাম্যজ্যোতিষী কন্যা সম্প্রদান করেন। মন্ত্রপাঠকালে তিনি উভয়ের মস্তকোপরি হরিদ্রারঞ্জিত চাউল ছড়াইয়া দেন। তদনন্তর বর ও কন্যা পরস্পরের কপালে হরিদ্রা মাখাইলে পুরোহিত বর্ত্তিকা জালিয়া উভয়কে নীরাজন করেন। বিবাহান্তে আত্মীয় স্বজনের ভোজ হইয়া থাকে।

মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ স্নান করাইয়া উপবিষ্টভাবে রাখিয়া দেয় এবং নূতন বস্ত্র পরিধান করায়। তার পর তাহাকে পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া সমাহিত করে। তৃতীয় দিনে ইহারা সেই কবরে আসিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দেয়। যদি কোন অশুভদিনে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই বাড়ীর সকলে তিনমাস কাল ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া বাস করে। তৎকালে ঐ বাটীতে চাবি দিয়া দ্বারদেশে ইহারা-কাঁটা ছড়াইয়া রাখে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, অশুভ-ক্ষণে মৃত্যু জন্য যে দোষ হয়, তাহা ঐ বাটীতে থাকিলে গৃহস্থিত অপর ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহই স্পর্শ করিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। সামাজিক কোন বিষয়ের মীমাংসা পঞ্চায়তের দ্বারাই নিষ্পাদিত হয়। যদি কেহ তাহাদের বাক্য অমান্য করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সমাজচ্যুত হইয়া থাকে।

ইহারা ধার্ম্মিক, ধর্ম্মকর্ম্মেও ইহাদের মতি আছে। বেলগাম-জেলার সবদত্তি নগরস্থ যেল্লম্মা দেবীতীর্থে এবং নবলগুণ্ডের মুসলমান সাধু ডবল-মালিকের সমাধি-সন্দর্শনে ইহারা আসিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদির প্রতিও ইহাদের ভক্তি অচলা। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণেরাও যাজকতা করে। ইহাদের কোন ধর্ম্ম-গুরু নাই।

লাড়া (দেশজ) আলোড়ন।

লাড়ালাড়ি (দেশজ) স্থানান্তরিত করণ।

লাড়ি (পুং) পাণিনীয় ক্রৌড্যাদি গণোক্ত একটী শব্দ। (পা ৪।১।৮০)

লাডু (দেশজ) লড্ডুক, লড্ডুক শব্দের অপভ্রংশ।

লাণ্ঠনী (স্ত্রী) কুলটা স্ত্রী। (হেম)

লাৎ (হিন্দী) লাথি।

লাতব্য (পুং) বিক্রমোর্ব্বশীবর্ণিত রাজপুররক্ষিভেদ।

লাতি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথি } (দেশজ) পদাঘাত।

লাথালাথি (দেশজ) পরস্পরে পদাঘাত।

লাদখ (লদাক্), কাশ্মীর-মহারাজের অধিকৃত হিমালয়-সীমান্তবর্ত্তী একটী বিভাগ। ইহা কাশ্মীরের পূর্ব্বাংশে স্থাপিত এবং একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার দ্বারা পরিচালিত। হিমালয়-শৈলের চিরতুষারাবৃত শৈলশৃঙ্গে অবস্থিত থাকায় ইহার সীমা নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। এইস্থান দিয়া সিন্ধুনদ ও তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ প্রবাহিত থাকায় ইহাকে সিন্ধুনদের উপত্যকা ভূমি বলা যায়। অক্ষা° ৩২° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৯´ হইতে ৭৯°২৯´ পূঃ মধ্য।

রূপসু ও নিওরা নামক মধ্যভাগের দুইটী জেলা, হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গসমূহ এবং জনশূন্য কুএনলুনের অধিত্যকা ভূমি ও লিন্‌ঝিথঙ্গের পার্ব্বত্য প্রান্তর লইয়া এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে। ডাঃ কনিংহামের মতে জানস্কর সহ ইহার ভূপরিমাণ ৩০ হাজার বর্গমাইল।

হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যাংশবর্ত্তী সুবিস্তৃত শৈলপৃষ্ঠে স্থাপিত হওয়ায় ইহার জনতানিরূপণ করা সুকঠিন। উক্ত মহাত্মার গণনানুসারে এখানকার লোকসংখ্যা ১৫৮০০০, কিন্তু মুরক্রফ্‌ট ১৬৫০০০ ও ডাঃ বেলিউ ২০০০০০ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। লাদকের বর্ত্তমান ইতিবৃত্ত-সঙ্কলয়িতা এফ্‌ ড্রুর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারি মতে লোকসংখ্যা ২০৬০১। ডাঃ বিলিউ ও মিঃ ড্রু একই বৎসরে এরূপ লোকসংখ্যার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন দেখিয়া মনে হয় যে, সম্ভবতঃ মিঃ ড্রু নির্দ্দিষ্ট জেলাদ্বয়েরই লোকসংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লাদকের ন্যায় পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে

মনুষ্যের বাস নাই। এখানকার অধিত্যকা ও উপত্যকামাত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯০০০ ও ১৭০০০ ফিটের মধ্যবর্ত্তী এবং তন্মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গও ২৫ হাজার ফিটের কম নয়। এখানে সিন্ধু এবং তাহার সায়ক, নিওব্রা, চান্‌চেঙ্গমো ও জানস্কর শাখা প্রবাহিত। পার্ব্বত্য খাতবিশেষ লবণজলে পূর্ণ, তন্মধ্যে পাঙ্গকোঙ্গ ও ছোমোরিরি প্রধান।

এই জনপদের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ও অসাধারণ তুষারশীতল হিমালয় শিরে স্থাপিত হইয়াও এখানে গ্রীষ্মের মাত্রা অত্যধিক বলিয়া বোধ হয়। দিবাভাগে এখানে দারুণ উষ্ণতা এবং রাত্রিতে মর্ম্মভেদী শৈত্য। শীতের আধিক্য এবং বায়ুর রুক্ষতানিবন্ধন এখানে বিশেষ কোন ফসলাদি উৎপন্ন হয় না। স্থানীয় তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গ ব্যতীত এখানে আর কোন বিষয়েই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য পরিলক্ষিত হয় না, কেবল মাত্র পর্ব্বতশিখরজাত ঝাউ, কএকপ্রকার ফল বৃক্ষ ও কোন কোন কলাই স্থানবিশেষে জন্মিতে দেখা যায়। এই প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব অধিত্যকায় এবং পর্ব্বতের ঢালু সানুদেশে মধ্যে মধ্যে বনমালা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই বৃক্ষগুলি প্রায়ই পত্রহীন এবং সেই জমিতে কোন প্রকার সব্‌জিই উৎপন্ন হয় না। এখানকার বন্য জন্তুর মধ্যে কিয়াঙ্গ নামক বন্য-গর্দ্দভ, ভেড়া, ছাগল, খরগোষ ও Marmot এবং পক্ষীর মধ্যে ঈগল, পেরু, পার্ট্রিজ ও বাল-হাঁস প্রধান। পালিত পশুর মধ্যে সচরাচর পনিঘোড়া, গর্দ্দভ, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও কুকুর দেখা যায়। লাদকবাসীর পালিত ভেড়ার লোমে শাল্ প্রস্তুত হয়। ঐ লোম প্রধানতঃ কাশ্মীর, নেপাল ও ইংরাজাধিকৃত ভারতে প্রেরিত হইয়া থাকে। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডাঃ কনিংহাম লাদক হইতে কাশ্মীরে ২৪০০ মণ পশমের রপ্তানীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার ছাগই সাধারণের বিশেষ উপকারে লাগে। ঐ সকল বৃহদাকার পার্ব্বতীয় ছাগলের দুগ্ধ তাহারা পান করে এবং ছাগলের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যসমূহ চাপাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়। কনিংহাম্ একদিন ঐরূপ ছয় হাজার ছাগপৃষ্ঠে শাল, পশম, সোহাগা ও গন্ধক প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য বহনের উল্লেখ করিয়াছেন। লাদকবাসী বণিক্ সম্প্রদায় ঐ সকল দ্রব্য লইয়া পার্ব্বত্যপথে দক্ষিণপশ্চিমপ্রদেশভাগে অবতরণ করিত।

এখানে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে পশম, সোহাগা, গন্ধক ও শুষ্ক ফলাদি প্রধান। ঐ সকল দ্রব্য তাহারা কাশ্মীর ও নিকটবর্ত্তী হিন্দুস্থান, ইয়ারকন্দ, খোটান এবং উত্তর ও পূর্ব্বে তিব্বতীয় প্রদেশভাগে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্যবিক্রয়ে তাহাদের যথেষ্ট লাভ হয়। তাহারা সেই মূল্যের বিনিময়ে ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্র, কাঁচা চামড়া, পরিষ্কৃত চর্ম্ম, নানাপ্রকার শস্ত্র, বন্দুক, কামান ও চা প্রভৃতি দ্রব্য এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে ছাগ ও ভেড়ার পশম, চা, স্বর্ণরেণু, রূপা, নানারূপ প্রাচীন মুদ্রা, রেশম ও চরস প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। এই প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী রূপসু জেলায় আসিতে দুইটী উৎকৃষ্ট পথ আছে। রূপসু হইতে বড়-লাচা গিরিসঙ্কট দিয়া ইংরাজাধিকৃত ভারতে উপনীত হওয়া যায় এবং পরঙ্গ-ঘাট দিয়া লাহুল ও সিমলার শৈত্যাবাসে যাতায়াতের সুবিধা হয় বলিয়া অনেক ভ্রমণকারী বণিক্ ঐ পথে ভারত হইতে রূপসু ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া থাকে। লাসা-নগরবাসী চা-ব্যবসায়িগণ সে প্রদেশে গমনকালে রূপসুর মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ লাদখি নামে পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের খর্ব্বাকৃতি ও দৃঢ় গঠন দেখিলে কদর্য্য তুরাণীয় জাতির শাখাভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। ইহারা সাধারণতঃ নির্ব্বিরোধী। দলবদ্ধ হইয়া একত্র গ্রামে বাস করে, চাসবাসই তাহাদের প্রধান উপজীবিকা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৫০০ নাগাদ্ ১৩৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহাদের বাস আছে। ইহারা সর্ব্বদাই মনের আনন্দে বিভোর; কোন বিশেষ কারণে, মদিরাদি মাদকদ্রব্য বা চঙ্গপানে উন্মত্তপ্রায় না হইলে ইহারা কখনও কাহার সঙ্গে বিবাদ করে না। ইহাদের বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নাই। পশমনির্ম্মিত চোগা, পায়জামা, কোমরবন্দ ও পায় মোটা জুতা ব্যবহার করে। পুরুষেরা এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরার ন্যায় এক প্রকার অঙ্গরাখায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করে, স্কন্ধ-দেশে সলোম চর্ম্মচ্ছদ ও মস্তকে কড়ি বা শামুক দ্বারা অলঙ্কৃত বস্ত্র আচ্ছাদন করিরা থাকে। ঋতুর পরিবর্ত্তনানুযায়ী ইহাদের বেশপরিপাট্য বা কোনরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। সকল লাদখী পরিবারেই অল্প বিস্তর কৃষিক্ষেত্র রাখে। এখানে যবেরই অধিক চাস হয়। কোথাও কোথাও নিম্নজমিতে গম ও কলাই বোনা হয়। ঘনদুগ্ধে যব সিদ্ধ করিয়া ইহারা খাইতে ভালবাসে। চঙ্গ নামক মদ্য সাধারণের প্রিয়। অপেক্ষাকৃত ধনবান্ ব্যক্তিরাই চা পান করিয়া থাকে। ইহারা সবলকায় ও কর্ম্মঠ। অনায়াসেই বড় বড় বোঝা উচ্চ পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইতে পারে। স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু। ইহাদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। ইহারা ইচ্ছামত যথাস্থানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। ধনবান্ ব্যক্তি ভিন্ন সাধারণতঃ রমণী-দিগের একাধিক স্বামী দৃষ্ট হয়। ইহাতে তাহারা কোন দোষ বিবেচনা করে না। সম্ভবতঃ প্রত্যেক পরিবারের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি থাকায়, তাহার উৎপন্ন শস্যাদি হইতে ইহারা আপন আপন পরিবারদিগকে লালন পালন করিতে পারে,

না। এই জন্ম রমণীগণও বহুস্বামিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই এক একটী বৌদ্ধমঠ বা বিহার আছে। প্রত্যেক গ্রামের অদূরে একটী জনশূন্য শৈলশৃঙ্গোপরি ঐ মঠগুলি স্থাপিত। ঐ সকলে প্রায়ই এক বা দুইটী লামা এবং কখন কখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধযতি বাস করে। এখানকার মঠাধিকারী উপাধ্যায়ের কখন অভাব ঘটে না। স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে এক এক পরিবারের বালক পর্য্যায়ক্রমে ঐ ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে। মঠে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াই তাহারা বিদ্যাভ্যাস করে। পর্ব্বতগাত্রখোদিত সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, প্রস্তর-স্তূপ, শিলাফলকোৎকীর্ণ প্রাচীর এবং অন্যান্য পবিত্র প্রতিকৃতি দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, এখানে ধর্ম্ম পূর্ণপ্রভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ কিএ-ছ শব্দে এই জনপদের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্লিনি Akhassa Regio নামে এখানকার অধিবাসিবৃন্দের কতক ইতিবৃত্ত প্রদান করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান পরিদর্শন করিয়া এখানকার বৌদ্ধমঠাদির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই স্থান সুপ্রসিদ্ধ ভোটরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎকালে একজন রাজকুমার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশ শাসন করিতেন এবং লাসার প্রধান লামা এখানকার বৌদ্ধদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত হইতেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যখন সুবৃহৎ তিব্বত সাম্রাজ্য অন্তর্বিপ্লবে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন প্রান্তসীমাস্থিত জনপদসমূহ এক একটী স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তৎকালে পাল্‌গ্যিগোণ এখানকার রাজা ছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে স্কার্ডোর সর্দ্দার শেরআলী এইস্থান আক্রমণ করিয়া মঠ, মন্দির ও বিহারাদির যাবতীয় হস্তলিখিত পুথিসমূহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া দেন। তদবধি এখানকার ইতিহাসে একটী সুদীর্ঘ অবচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এখন গ্রন্থাভাবে তাহার একটী অধ্যায়ও উদ্ধারের উপায় নাই।

রাজা সিউঙ্গে নামগ্যালের রাজত্বকালে লাদকরাজ্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তিনি মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাহায্যপ্রাপ্ত বল্তি-সর্দ্দারকে পরাভূত করিয়া লাদকী জাতির বলবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদনন্তর সোক্‌পো ও লাদকী জাতির মধ্যে উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে সোক্‌পোগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। ঐ সময়ে কাশ্মীরবাসী মুসলমানগণ লাদখীদিগকে সহায়তা করিয়াছিল। সোক্‌পোগণ তৎকালে বাসের জন্য রূদোখ্ বিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের সাহায্যলাভের কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ সম্ভবতঃ সেই সময়ে লাদকরাজ ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং তদবধিই তাঁহারা কাশ্মীররাজকে রাজকর দিয়া আসিতেছেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মুরক্রফ্‌ট লাদক পরিদর্শনে আগমন করেন। তৎকালে গ্যাল্‌পো বা লাদকের শাসনকর্ত্তা ইংরাজরাজের অধীনতা স্বীকার করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু লাদকের তৎকালীন সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করেন নাই। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ স্বীয় প্রসিদ্ধ দোগ্রা সৈন্য লইয়া লাদক্ আক্রমণ করেন। সেনাপতি জোরাবর সিংহ এই যোদ্ধৃদলের নায়ক হইয়া যথাক্রমে দুইটী অভিযানের পর, লাদক্ ও বল্‌তি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। জয়লাভে স্পর্দ্ধিত হইয়া শিখসেনাপতি রূদোখ্ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে কোন ফল লাভ হইল না। সমবেত চীন ও সোক্‌পো সেনার সহিত যুদ্ধে এবং দারুণ পার্ব্বত্য শীতে শিখসৈন্য সমূলে নিহত হইল। উক্ত বর্ষে আফগানস্থানে একদল ইংরাজ-সৈন্যও ঐরূপে বিপর্য্যস্ত ও নিহত হয়। ইংরাজ-সৈন্যের পঞ্জাববিজয়ের পর, কাশ্মীর ও তদধীন প্রদেশসমূহ ইংরাজরাজের হস্তগত হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পুনরায় ইহা গুলাব সিংহকে প্রত্যর্পণ করেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট এখানকার বাণিজ্য বিবরণ সংগ্রহ করিতে Dr Cayleyকে লাদকে পাঠাইয়া দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মহারাজের সহিত ইংরাজরাজপ্রতিনিধি লর্ড মেও'র একটী সন্ধি হয়। তদনুসারে এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিদর্শনার্থ একজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় কমিসনর নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। তাহারা উভয়ে একযোগে এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। (Dr Aitchison কৃত Trade Products of Leh 1874, নামক গ্রন্থে এখানকার পণ্যদ্রব্যের সুবিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত আছে।)

লাদ্‌বা, পঞ্জাবপ্রদেশের অম্বালা জেলার পিপ্‌লী তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। পিপ্‌লী হইতে রদৌর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৫৮'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫' পূঃ। ইহা পূর্ব্বে একটী সামন্তরাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিখযুদ্ধের সময় এখানকার সর্দ্দার রাজা অজিৎসিংহ বিসদৃশ আচরণ করায়, উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এখনও দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির কোনরূপ হ্রাস হয় নাই।

লান্ত (পুং) তন্ত্রোক্ত সঙ্কেতভেদ, এই শব্দ বলিলে 'ব' বুঝায়।

লান্তককক্ষ (পুং) জৈনমতে দেবগণভেদ। (জৈনহরিবংশ ৯৩)

লান্দীখানা, আফগানস্থানের অন্তর্গত "খাইবার-পাস" নামক প্রসিদ্ধ গিরিপথের একটী অংশ। এরূপ কঠিন ও দুর্গমস্থান আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বমুখের কদম নামক স্থান হইতে এই স্থান ২৩ মাইল এবং পশ্চিম মুখ হইতে ৭ মাইল। গিরিসঙ্কটের এই স্থলেই লান্দীখানা নামক গ্রাম। অক্ষা° ৩৪°৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৩´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৮৮ ফিট উচ্চ। এই গিরিপথের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ লান্দীকোটাল ৩৩৭৮ ফিট্ উচ্চ। এখানে একটী দুর্গ আছে। খাইবার গিরিপথ দিয়া ইংরাজসৈন্য গমনকালে ঐ দুর্গে আশ্রয় লইয়া থাকে। দুর্গ-পরিখার নিম্নস্থ বপ্রভূমে একটী সরাই আছে। ভ্রমণকারিগণ এবং বণিক্‌গণ গমনাগমনকালে ঐ স্থানে থাকিয়া আহারাদি করেন।

লান্দীকোটালস্থ ইংরাজরাজের একজন কর্ম্মচারীর (Political officer) অধীনে এই সঙ্কট রক্ষিত হয়। পার্ব্বত্যজাতি হইতে গৃহীত একটী সেনাদল (Irregular Levies) এই স্থান রক্ষা করিতেছে। লান্দীকোটালের অদূরে পিস্‌গাহ্ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ। বিগত আফগানযুদ্ধের সময় এই শিখরে আরোহণ করিয়া স্থানীয় ইংরাজকর্ম্মচারী জালালাবাদ পর্য্যন্ত আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

লান্দীকোটাল অতিক্রম করিয়াই গিরিপথের পরিসর ক্রমশঃই কমিয়া গিয়াছে, সেই কন্দরমুখেই লান্দীখানা গ্রাম। তথা হইতে কএক মাইল অগ্রসর হইলে আফগানস্থানের সমতলক্ষেত্রে আসা যায়। আফগানসীমান্ত-রক্ষিগণ বণিক্‌দিগকে এই সঙ্কটমুখে আনিয়া দিলে ইংরাজরাজের রক্ষিত ইরেগুলার লেভি নামক সেনাদল তাহাদের লান্দীখানাস্থ ইংরাজ অধিকারে আনিয়া ছাড়িয়া দেয়।

লান্দ্র, পাণিনীয় যাবাদিগণোক্ত একটী শব্দ। (পা° ৫।৪।২৯)

লাপ (পুং) লপ-ঘঞ্। কথন, লপন।

লাপিন্ (ত্রি) লপ-ণিনি। কথনশীল।

লাপ্য (ত্রি) লপ্যতে ইতি লপ-ণ্যৎ। কথনীয়।

লাফ (দেশজ) লম্ফ।

লাফা (দেশজ) ১ লম্ফ। ২ খরগোস।

লাফা, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর-জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী সম্পত্তি, ভূপরিমাণ ২৭২ বর্গমাইল। ৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানকার জমিদারবংশ এই সম্পত্তি অধিকার করিতেছে। স্থানীয় অধিকারী কুনবার বংশীয়।

লাফাগড়, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। বিলাসপুর নগর হইতে ২৫ মাইল উত্তরে লাফাশৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ২২°৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৬´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ৩২০০ ফিট্ উচ্চ। দুর্গের চারিপার্শ্বের অধিত্যকাভূমির পরিমাণ ৩ বর্গমাইল। এক্ষণে উহা ক্ষুদ্র জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে।

এই সুখশীতল অধিত্যকাভূমে এক সময়ে ছত্রিশগড়ের হৈহয়বংশীয়রাজগণ বাস করিতেন। পরে তাঁহারা রত্নপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এখনও দুর্গ ও তাহার প্রাচীরাদি অভগ্ন-অবস্থায় রহিয়াছে।

লাফালাফি (দেশজ) লাফাইয়া বেড়ান।

লাভ (পুং) লভ-করণে ঘঞ্। মূলধনের অধিক উপার্জ্জিত ধন। পর্য্যায়—ফল, লভ্য, বৃদ্ধি। (শব্দরত্না°)

"সুখদুঃখে ভয়ক্রোধৌ লাভালাভৌ ভবাভবৌ।
যচ্চ কিঞ্চিত্তথাভূতং নমু দৈবস্য কর্ম্ম তৎ॥" (রামায়ণ ২।২২।২২)

২ প্রাপ্তি। সপ্তপ্রকার ধর্ম্মজনক বিত্তাগমের মধ্যে একপ্রকার।

"সপ্তবিত্তাগমা ধর্ম্ম্যা দায়ো লাভঃ ক্রয়ো জয়ঃ।
প্রয়োগঃ কর্ম্মযোগশ্চ সৎপ্রতিগ্রহ এব চ॥" (মনু ১০।১১৫)

লাভক (পুং) লাভ স্বার্থে কন্। লাভ।

লাভলিপ্সা (স্ত্রী) লাভের ইচ্ছা।

লাভলিপ্সু (ত্রি) লাভ করিতে ইচ্ছুক।

লাভবৎ (ত্রি) লাভঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লাভযুক্ত, লাভবিশিষ্ট।

লাভস্থান (ক্লী) লাভস্য স্থানং। জাতবালকের তন্বাদি দ্বাদশভাবের মধ্যে লগ্নাবধিক একাদশ স্থান, এই স্থানে লাভের বিষয় বিচার করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে লাভস্থান কহে। ষষ্ঠীদাস লাভস্থানে নিম্নলিখিত বিষয় চিন্তা করিতে বলিয়াছেন—

"গজাশ্বযানবস্ত্রাণি শয্যাকাঞ্চনকন্যকাঃ।
আয়ুর্বিত্তার্থলাভঞ্চ লক্ষয়েল্লাভলগ্নতঃ॥" (ষষ্ঠীদাস)

হস্তী, অশ্ব, যানবাহনাদি, উত্তমভূষণাদি, শয্যা, ধনরত্নাদি, কন্যা, আয়ু, বিত্ত ও অর্থলাভ এই সকল বিষয় লাভস্থানে, অর্থাৎ লগ্নাবধিক একাদশ স্থানে চিন্তা করিতে হয়।

লাভ্য (ক্লী) লভ-ণ্যৎ। লাভ। (শব্দরত্না°)

লামকায়ন (পুং) ১ লমকের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।৯৯) ২ আচার্য্যভেদ।

লামকায়নি (পুং) লমকের গোত্রাপত্য।

লামকায়নিন্ (পুং) লামকায়ন শাখাধ্যায়ী।

লামজ্জক (ক্লী) বীরণমূল। [বীরণ শব্দ দেখ] ২ উশীরবৎ পীতচ্ছবিতৃণবিশেষ। পর্য্যায়—সুনাল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল, জলাশয়। গুণ—হিম, তিক্ত, বাত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, মূর্চ্ছা, রক্ত ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

লামা (ব্'লামা*), তিব্বতস্থ বৌদ্ধযতিভেদ। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধসন্ন্যাসী দলই লামা নামে পরিচিত। মোঙ্গলীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তিব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজককে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ব্'লামা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ এবং মোঙ্গলীয় দলই শব্দে সমুদ্র বুঝায়।

রাজা থিস্রোঙ্গদে-ৎসান্ (৭২৮-৮৬ খৃষ্টাব্দ) তিব্বতীয় বৌদ্ধযতিদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়া তাঁহাদের আচার ব্যবহার প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। কালে সেই প্রাচীন পদ্ধতির বিলোপ ঘটে এবং খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ধর্ম্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বাধীনভাবে গঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ লামা ৎসোন্‌খাপা ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে লাসা নগরীতে গাঃল্‌দন সঙ্ঘারাম স্থাপন করেন এবং স্বয়ং সেই মঠের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ হন। সাধারণে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত, এই জন্য তিনিও সকলের উপর মহতী শক্তি সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি লোকের এরূপ অচলা ভক্তি জন্মিয়া ছিল যে, তাঁহার সন্তানসন্ততিদিগকেও তাহারা সেই দেবাংশ-সমুদ্ভূত বলিয়া বিবেচনা করিত। সেই বিশ্বাসবলেই, তাঁহার পুত্রপৌত্রগণ অদ্যাপি সেই মঠের অধ্যক্ষ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু লাসা নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য দলই লামা এবং তষিলহুণপোর পঞ্চেন্-রিন্-পোছের ধর্ম্মপ্রভাব সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিলে, পূর্ব্বোক্ত গাঃ-ল্‌দন্ মঠাধিকারিগণের সমস্ত প্রতিপত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শেষোক্ত লামাদ্বয়কে দেবাংশে অবতীর্ণ জানিয়া তাহারা দেবতারূপে পূজ্য জ্ঞান করে।

দলই লামা সাধারণের নিকট ধ্যানী বোধিসত্ত্ব চেন্‌রেশীর অংশসম্ভূত বা তাঁহারই অবতার বলিয়া গৃহীত। তাহাদের বিশ্বাস, বোধিসত্ত্ব চেন্‌রেশী যখন যে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তখনই তিনি স্বীয় শরীর হইতে একটী অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকাশ করিয়া তাহাই সেই মনুষ্যের দেহে মিশাইয়া দেন। তাহাতে সেই মনুষ্যের দেহে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঞ্চেন্ রিন্-পোছে নামধেয় লামা চেন্‌রেশী বোধিসত্ত্বের পিতা অমিতাভের অবতার বলিয়া পূজিত।

কিংবদন্তী আছে, ৎসোন্‌খাপা তাঁহার দুইটী প্রধানতম শিষ্যকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা ও পরিপালন জন্য আদেশ দেন। তিনিই প্রথমে তাঁহাদের আচার্য্যমর্য্যাদার পার্থক্য ও প্রাধান্য নির্দ্দেশ করিয়া দেন তদনুসারেই উপরোক্ত দেবাংশসম্ভূত লামাদ্বয়ের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। আমরা Csomaর বংশতালিকা হইতে জানিতে পারি যে, গেহুন্ গ্রুব্ (জন্ম ১৩৮৯ খৃঃ, মৃত্যু ১৪৭৩ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথমে গ্যেল্‌ব রিন্-পোছে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি দলই লামাও সেই উপাধিতে পরিচিত আছেন; সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই অনুমান হয় যে, গেহুন্ গ্রুব্‌ই প্রথমে দলই লামারূপে সাধারণের নিকট গৃহীত হইয়াছিলেন; গাঃল্‌দন্‌' সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ ৎসোন্‌খাপার বংশধর ধর্ম্ম-রিছেন্ উক্ত মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তষিলহুণ্-পোর সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। উক্ত মঠের উপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ পঞ্চেন্-রিন্-পোছে নাম ধারণ করিয়া দলই লামার ন্যায় স্বীয় ঐশী শক্তি বিস্তারে সচেষ্টিত হন। তিনি আপনার দৈবশক্তি সাধারণকে জ্ঞাপন করিয়া পূর্ণ মনোরথ হইলেও, দলই লামার ন্যায় ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার তাদৃশ প্রভাব বিস্তৃত অথবা তদধিকৃত ভূভাগে তাঁহার বাক্য বা উপদেশ ততদূর দেববাক্যবৎ সম্মানিত ও প্রতিপালিত হয় নাই। কেবলমাত্র তিব্বতভূমে দলই লামার ন্যায় তিনি সমভাবে রাজশক্তিবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ম গ্যেল্‌ব-রিন্‌পোছে ঙগ্‌বঙ্গ লোব্‌জঙ্গ গ্যাম্‌ৎসো উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি ভোটরাজের সহিত বিরোধকালে কুকু-নোর নামক হ্রদতীরবর্ত্তী কোষোৎ-মোঙ্গলীয়দিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ভোটরাজধানী দিগার্চী আক্রমণার্থ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দিগার্চীর ভোটরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধে মোঙ্গলীয়গণ তিব্বত অধিকার করিয়া ঙগ্‌বঙ্গ লোব্‌জঙ্গকে সমর্পণ করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। সুতরাং তৎকাল হইতেই সমগ্র তিব্বত রাজ্যে দলই লামার অধিকার (temporal government) বিস্তৃত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, লামাগণ বোধিসত্ত্বের অংশসম্ভূত। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, তাঁহাদের কেহ কেহ নরদেহে ভূতলে অবতীর্ণ, কেহ বা স্বর্গীয় জ্যোতিঃ লাভদ্বারা অংশাবতাররূপে পূজিত। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ বোধিসত্ত্বগণ যেরূপ সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই লামাগণও তদনুকরণে প্রাচীনতম বৌদ্ধযতি(ভিক্ষু)দিগের সঙ্ঘ, শ্রমণের ও অর্হৎ-ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ লামাদিগের সহিত সমধর্ম্মানুশীলনে রত থাকিলেও সাধারণের চক্ষে সেরূপ সম্মাননার সহিত গৃহীত হন না। তাঁহারা সাধারণ উপাসক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সংসারধর্ম্মনিরত গৃহিব্যক্তির যদি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা ধার্ম্মিক গৃহস্থ বলিয়া কথিত হন। ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহারা পঞ্চোপদেশ পালন করিয়া সংসার-কার্য্য-নির্ব্বাহ করিলে 'উপাসক বা

* তিব্বতভাষায় অগ্রবর্ত্তী 'ব' অনুচ্চার্য্য।

উপাসিকা', ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন না করিলে 'পবিত্রকর্ম্মা' (স্‌ৎসান-ন্‌প্যাদ) এবং চারিটী উপদেশ পালন করিলে ক্রেন্‌-খো বা ক্রেন্‌-না নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মপ্রাণ তিব্বতীয় সমাজে লামাগণ পার্থিব ও আধ্যাত্মিক শক্তির আধারভূত এবং সর্ব্বসম্পদের ভোগাধিকারী জানিয়া-সাধারণে সেই আচার্য্যপদের প্রার্থী হইয়া থাকে। এই কারণে তদ্দেশবাসী অধিকাংশ লোকেই বাল্যকালে সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া লামার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, রাজশক্তি ও ধর্ম্মশক্তিবলে অনুপ্রাণিত এই আচার্য্যগণ লামাপদপ্রার্থী বালকদিগের উপর যথেচ্ছ অর্থদণ্ডও (ব্‌ৎসুন্‌ গ্রল) করিয়া থাকেন। শিক্ষানবিশী কালে তাহাদিগকে যথেষ্ট কায়িক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এই সকল অমানুষিক কঠোরতা সত্ত্বেও তিব্বতবাসী প্রত্যেক গৃহস্থই আপন আপন প্রথম বা প্রিয়তম পুত্রকে লামাপদে নিয়োগ করিবার জন্য তথাকার মঠে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের অন্যান্য সন্তানসন্ততিরা বিবাহিত হয় এবং গৃহস্থের ভরণপোষণার্থ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। যাহার প্রথম পুত্র ব্যতীত অপর পুত্রও লামা হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তি দুই বা ততোধিক পুত্র পাঠাইতে পারে। এই কারণে বৌদ্ধপ্রধান ভোটরাজ্যে প্রতি ছয় বা আট জনের মধ্যে একটী লামা হইয়া পড়িয়াছে। সিকিমে ঐরূপ ১ : ১০ জন, লাদকে ১ : ১৩, ভোটানে ১ : ১০, স্পিতিতে ১ : ৭, সিংহলে ১ : ৩০ বের্মায় ১ : ৩০, এবং উত্তর এসিয়ার কালমক্‌ জাতির মধ্যে ১৫০ হইতে ২০০ তাম্বুতে ১টী মাত্র লামা বিদ্যমান দেখা যায়।

স্লাগিন্‌টুইট্‌, ডাঃ কনিংহাম, ডাঃ কাম্বেল, মুরক্রফট্‌, মিড্‌ট্‌ হক্‌ প্রভৃতির তিব্বত ও লাদকভ্রমণ বিবরণী পাঠ করিলে জানা যায় যে,তিব্বত রাজধানী লাসা নগরীর দ্বাদশটী মঠে এবং তাহার সন্নিহিত ভূভাগে প্রায় ১৮৫০০ লামা আছে। পশ্চিম তিব্বত বা লাদক বিভাগের বর্ত্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৬ষ্ঠাংশই লামা।

সাধারণ সন্ন্যাসাশ্রমে পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য ১ শিষ্য বা শিক্ষানবিশ, ২ দীক্ষিত শিষ্য। ইহারা পুরোহিতপদপ্রাপ্ত এবং ৩ মহামান্য আচার্য্য বা ধর্ম্মগুরু পদাধিকারী হইবার ব্যবস্থা আছে। ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে শ্রমণের, শ্রমণ বা ভিক্ষু এবং স্থবির বা উপাগাহ্য প্রভৃতি পদ দৃষ্ট হয়; তিব্বতীয় লামা-সম্প্রদায় মধ্যেও সেইরূপ সামান্য বালক হইতে মহামান্য আচার্য্যপদ লাভ করিবারও চারিটী ক্রম আছে। তাহাদের শিক্ষানবিশকাল দুইভাগে বিভক্ত।

১ 'গে-ক্রেন্‌' বা উপাসক। ধর্ম্মজীবন অতিবাহনের অভিপ্রায়ে যাহারা মঠে প্রবেশপূর্ব্বক শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হয়। এই উপাসক দ্বিবিধ,—পঞ্চ-মহাপাতক পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ধর্ম্মমতানুবর্ত্তনকারী ব্যক্তিমাত্র এবং ২ সন্ন্যাসাশ্রমাবলম্বী শিষ্য। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ১০টী উপদেশ পরিপালন এবং সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক এই ধর্ম্মপথের পথিক হইতে প্রস্তুত হন, তাঁহারা 'রব্‌ব্যুঙ্‌' নামে খ্যাত। মোঙ্গলেরা তাহাদিগকে স্বাবি, বন্দি, বন্দ বা বস্তে বলে। কালমাকগণ তাহাদিগকেই মাঁঝি বলিয়া থাকে।

২ গে-ৎষুল বা শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্য্যায়। এই সময়ে তাহাদিগকে ৩৬টী ধর্ম্মনিয়ম পালন করিতে হয়। মঠের অপরাপর লোকের নিকট তাহারা তখন কতকটা উপধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিয়া বিবেচিত, কিন্তু বৌদ্ধযতির ন্যায় সম্মানিত নহে।

৩ গে-লোঙ্গ—ধর্ম্মাচার্য্য ও ভিক্ষু। ২৪ বৎসর বয়স্ক না হইলে কেহই এই পদমর্য্যাদা পাইবার অধিকারী নহেন। এই সময়ে তাহারা প্রকৃত দীক্ষিত-যতি বলিয়া গণ্য হয়। এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে ২৫৩টী নিয়ম রক্ষা করিতে হয়।

৪ খান্‌-পো—মঠাধ্যক্ষ বা উপাধ্যায়। ইহাই লামা-সন্ন্যাসব্রতের চরম সীমা; কারণ 'খান্‌ পো'ই শিক্ষিত, দীক্ষিত ও যতিদিগের প্রকৃত গুরু। তিনি এক্ষণে উপরোক্ত সাম্প্রদায়িক বিভাগত্রয়ের শিক্ষকতাকার্য্যে ব্রতী থাকিবেন। কেবলমাত্র যাঁহারা ঐশীশক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত বা বোধিসত্ত্বাবতার, 'ছুবৃক্‌', এবং আচার্য্য-দেব বলিয়া রাজশক্তিতে ভূষিত এরূপ লামাই খান্‌-পোদিগের উপর রহিলেন। বাস্তবিক, ইহারাও পূর্ব্ব-কথিত উপাধ্যায় বা গুরু ভিন্ন আর কিছু নহেন। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই রাজশক্তিসম্পন্ন দেবরূপী ধর্ম্মযাজকগণই লামা বা আচার্য্য বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। অন্যান্য মঠাধিকারী হইতে তাঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ লামা (Grand Lama) নামেও অভিহিত করা হইয়া থাকে। কেবল বড় বড় মঠেই এক এক জন খান্‌-পো থাকেন; নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লামাস্থান ও মন্দিরাদির পরিদর্শকরূপে তাঁহারা তথাকার যাবতীয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এই পদ কতকাংশে কাথলিক্‌ বিশপদিগের মত।

লামার দীক্ষা-প্রণালী।

দেপুঙ্গ, সেরা, গাঃ-ল্দন ও তষিলহুন্‌পো প্রভৃতি ভোটরাজস্থ সুপ্রসিদ্ধ সন্ন্যাসাশ্রমে যে প্রণালীতে (গো-লুগ্‌-প লামা-শিষ্য গৃহীত হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিবৃত হইল। তিব্বতের অন্যান্য মঠাধ্যক্ষগণও ঐ সকল মঠের আচরিত প্রথা অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন।

যে বালককে (ব্‌ৎসন-ছুউঙ্‌) পিতামাতা লামা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন, সে স্বীয় ভবনে অষ্টম বৎসর (ছয় হইতে বার পর্য্যন্তও) কাল বাস করিবে, কিন্তু সেই সময়ে সে

মঠে যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। মঠে যাইবার সময় তাহাকে মস্তকে লাল বা হরিদ্রাবর্ণের টুপি দিয়া যাইতে হয়। এখানে পাঠাভ্যাসকালে শিক্ষাভিলাষী ছাত্রবৃন্দ শিক্ষাস্বরূপে উত্তরোত্তর উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে। ঐ শ্রেণীগুলি ড়াপা, গো-ৎষ্‌-উল্ ও গে-লোঙ্ অর্থাৎ যথাক্রমে শিক্ষানবিশ-শিষ্য, দীক্ষিত শিষ্য এবং যতি। তাহারা বৌদ্ধযতিপদের অধিকারী হইয়া শিক্ষাবিভাগীয় কোন একটী বিশেষ বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনে যত্নপর হইতে পারেন।

অনেক বালকই প্রধান মঠে বা সঙ্ঘারামে লামা-পদ ও তদনুরূপ শিক্ষালাভার্থ প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্ব গ্রাম্যক্ষুদ্রমঠে প্রাথমিকপাঠ শিক্ষা সমাপন করিয়া থাকে এবং দীক্ষালাভের সময় মঠে আসিয়া সমাগত হয়। সিকেমের পেমিওঙ্গছি মঠে এবং মিন্দোলিঙ্গের নিঙ্‌মা-সঙ্ঘারামে যেরূপ প্রথায় বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, নিম্নে তাহাই প্রকাশিত হইল।

উক্ত মঠদ্বয়ে কোন বালক শিক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাহাকে তাহার পিতার নাম, কুলমর্য্যাদা ও পদমর্য্যাদা জিজ্ঞাসা করা হয়। কোন কোন মঠে পিতা ধনবান্ হইলেই তাহারা তনয়কে মঠে রাখিয়া দেয়, কিন্তু সাধারণতঃ সকলগুলিই আবশ্যক। বালকের আভিজাত্য পরিজ্ঞাত হইবার পর, তাহার শারীরিক বল পরীক্ষা করা হয়; কেন না, তাহার শরীর দুর্ব্বল হইলে সে কখনই এতাদৃশ কঠোর ব্রতপালনে সমর্থ হইবে না। প্রথমে তাঁহারা বালক খঞ্জ, বধির, মূক বা তোত্‌লা কি না, তাহা ভালরূপে পরীক্ষা করেন। যদি বালক স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যাদি কোন দোষ-যুক্ত হয়, তাহা হইলে সে কখনই মঠে প্রবেশ করিতে পায় না। শারীরিক পরীক্ষায় উপযুক্ত বলিয়া নির্ব্বাচিত হইবার পর, বালকের পিতা বা অভিভাবক মঠস্থ কোন যতি বা লামার নিকট স্বীয় পুত্রকে রাখিয়া আইসেন। যে যতি বালকের পরিদর্শক ও উপদেষ্টা হন, তিনি প্রায়ই তাঁহার নিকট আত্মীয়। যেখানে এইরূপ কোন নিকট আত্মীয়ের অভাব ঘটে, সেইখানে বালকের কোষ্ঠী-ফল বিচার করিয়া মঠস্থ কোন বৃদ্ধ যতির হস্তে বাল-কের ভারার্পণ করা হয়। তখন সেই বৃদ্ধ যতিই বালকদিগের উপদেষ্টা হন। গুরুর হস্তে সমর্পণকালে বালকের পিতা যতিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ কিছু টাকা, খাদ্যসামগ্রী ও মদ্য দিয়া থাকেন। স্থলবিশেষে এই টাকা দিবার পার্থক্য আছে। সিকিমের পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামে প্রায় দেড়দশ টাকা এবং ভোটানে ১০০ ভোটানী মুদ্রা দিতে হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়া থাকে।

গেস্-গান্ বা উপদেশক যথোপযুক্ত অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী লাভ করিয়া বালককে মঠের মধ্যে লইয়া যান। পরে যে বিস্তৃত কক্ষে যতিরা সমবেত হইয়া বসিয়া থাকেন, সেই গৃহে বালককে আনিয়া সকলের সম্মুখে তাহার বংশপরিচয় এবং তাহার পিতার প্রদত্ত উপহারাদিপ্রাপ্তির কথা জানাইয়া প্রধান যতির বা দ্বব্‌-উ-ছওসের নিকট বালককে শিষ্যত্বে নিয়োগ করিবার আদেশ প্রার্থনা করেন। শ্রেষ্ঠ-যতি এবিষয়ে অনুমোদন করিলে ঐ বালক শিক্ষার্থিরূপে গৃহীত হয়।

শিক্ষানবিশ অবস্থায় ঐ বালকের কেশ ছাঁটিয়া দেওয়া হয়। তখন সে শিক্ষকের অধীনে সাধারণ বাস পরিধান করিয়া পাঠা-ভ্যাস করিতে পায়। ক, খ ও গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ সে কএকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত তাহাকে নীতি-উপদেশ ও ব্যাকরণের কতকাংশ শিক্ষা এবং তাহার চরিত্র সংশোধনার্থ এই সময়ে তাহাকে—দশবিধ দুষ্কর্ম্ম, নীচজন্মের লক্ষণ, সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও বাক্যকথনপ্রণালী বিষয়েও নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। এই পাঠ্যাবস্থার প্রথম বৎসরে বালকের পিতা বা আত্মীয়বর্গ মাসে একদিন মাত্র দেখিতে আইসেন এবং শিক্ষকের বেতন ও বালকের খোরাকী খরচ দিয়া তাহারা কতদূর শিক্ষাপ্রাপ্তি হইয়াছে জানিয়া চলিয়া যান। এই-রূপ অবস্থায় দুই বা তিন বৎসর মধ্যে বালক আবশ্যকীয় সকল পাঠ্য কণ্ঠস্থ এবং তাহা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষক তাহাকে গে-ৎষ্‌-উল্ পদের উপযুক্ত জানিয়া প্রধান যতির (স্পিয়্য-রগন্) নিকট প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করিয়া পাঠান। দরখস্ত পাঠাইবার সময় বালককে একখানি উত্তরীয় ও ১০৲ টাকা পাঠাইতে হয়। প্রধান যতি পুনরায় তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির পরীক্ষা লন, তদনন্তর তাহাকে গে-ৎষ্‌-উল্ পদের উপযোগী জানিয়া তৎপদে নিয়োগার্থ একখানি জামিন-নামা লিখাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া লন। পরে শাখা-বিশেষে শিক্ষা সমাধানার্থ শিক্ষক স্বীয় ছাত্রকে তথাকার প্রধান মঠাধ্যক্ষের (উপাধ্যায়) নিকট লইয়া যান। ঐ উপাধ্যায়কে তৎকালে প্রণামী স্বরূপ ১৲ টাকা ও একখানি উত্তরীয় দিতে হয়।

গুরু শিষ্যসঙ্গে উপাধ্যায়ের সমক্ষে উপনীত হইলে উপাধ্যায় গুরুকে এই কয়টী প্রশ্ন করেন। "লামা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইহার বলবতী ইচ্ছা আছে কি না? এ বালক ক্রীতদাস, ঋণী কিংবা সৈনিকবৃত্তিধারী কি না? ইহার বংশমর্য্যাদা কিরূপ, কেহ ইহার এই ধর্ম্মগ্রহণে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে কি? এ কখন বুদ্ধের আজ্ঞাত্রয়ের অবহেলা করিয়াছে? জলে বিষ ঢালিয়াছে বা পর্ব্বতান্তরাল হইতে পক্ষীদিগকে ঢেলা মারিয়াছে?" ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর পাইয়া সন্তুষ্ট হইলে উপাধ্যায় তাহাকে অধীত পাঠ্যগ্রন্থসমূহের আনুপূর্ব্বিক পাঠ আবৃত্তি করিতে বলেন। মঠাচার্য্য বালকের মেধা ও বিনয়াদি গুণে

মুগ্ধ হইলে মঠের নাম-তালিকায় ঐ শিষ্যের ও গুরুর নাম লিখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ দিয়া রাখেন এবং বালককে একখানি উত্তরীয় পারিতোষিক দেন। তদনন্তর তাহাকে শাক্যমুনির সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণকালীন বাসধারণের অনুরূপ লাল বা হরিদ্রা-রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করান হয়। বালক উপাধ্যায়ের পরীক্ষায় লামা ধর্ম্মগ্রহণের অনুপযোগী হইলে তাহাকে মঠ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার শিক্ষক দণ্ডনীয় হন। উপাধ্যায় তাঁহাকে বেত্রাঘাত করেন এবং ঐ শিক্ষক মঠে আলোক জ্বালাইবার জন্য কএক সের মাখম দিতে বাধ্য হন।

উপাধ্যায়কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে,শিক্ষক পুনরায় ঐ বালককে লইয়া মঠস্থ 'জাল্-ঙো' বা শ্রেষ্ঠ লামার নিকট লইয়া যান এবং তাঁহাকেও একখানি উত্তরীয় ও একটী টাকা প্রণামী দিয়া স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করেন। শ্রেষ্ঠ লামা তাহাকে মঠবাসের অধিকার ও স্থানদানপূর্ব্বক পুনরায় একখানি খাতায় তাহার নাম লিখিয়া রাখেন। এই বালক যদি ভবিষ্যতে কোন অপরাধ করে, তাহা হইলে সে ও তাহার গুরু দণ্ডনীয় হইয়া থাকে।

জাল্ঙো-লামা কর্ত্তৃক নাম লেখা হইবার পর, সেই বালক ড়াপা পদাভিষিক্ত হইয়া মঠে ফিরিয়া আইসে। অবস্থানুসারে সে সেই মঠের অপরাপর সহাধ্যায়ীদিগকে চা পান করাইয়া থাকে। যদি সেখানে তাহার কোন আত্মীয় না থাকে এবং খাদ্যাদি রন্ধনের অসুবিধা ঘটে,তাহা হইলে মঠের ভাণ্ডার হইতে সে খাদ্যাদি পায়। তাহার আত্মীয়েরা খাদ্যহিসাবে যাহা কিছু পাঠাইয়া দেন, তাহা তিনভাগ করিয়া তাহার একভাগ মঠ-ভাণ্ডারে গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট হইতে সে স্তোদ্-গগ্, ধ্ম্ম-ঠাব্স্, গ্জন, জ্ঞা-গম্, যাব-সের, স্গ্রো-লুগ্স্ প্রভৃতি যতির উপযোগী বস্ত্র, পানপাত্র, ময়দার থলি ও একছড়া মালা পায়। অতঃপর প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করিয়া সে যত দিন না সন্ন্যাসিবৎ আচারানুষ্ঠান করিতে পারে, ততদিন সে গেৎষুল বা শ্রমণপদ পায় না এবং মঠের ধর্ম্ম-কার্য্যে যোগ দিবার অধিকারী হয় না।

ড়াপা পদাভিষিক্ত বালক কর্ম্মনিষ্ঠায় পারদর্শী হইয়া ধর্ম্ম-কার্য্যে লিপ্ত হইবার আশায় মঠাধিকারী শ্রেষ্ঠলামাকে (দ্গে-লদেন্-খ্রি-ঋন্-পোছে) স্বীয় অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ঐ সময়ে তাহাকে একখানি উত্তরীয় ও সাধ্যমত অধিক টাকা (পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী) প্রণামী দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ লামার অভিনন্দন অনুসারে সে গেৎষুল-পদলাভ করিয়া থাকে। বালককে গেৎষুল পদাভিষিক্ত করিতে একটী দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। সাধারণতঃ 'উপোসথ' বা উপবাসদিনই প্রশস্ত। ঐ দিনে তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র মধ্যস্থলে একটী শিখা থাকে। তদনন্তর তাহাকে সঙ্ঘের প্রধান প্রকোষ্ঠে উপাধ্যায়ের সম্মুখে আনিয়া সন্ন্যাসীর বেশধারণ করান হয়। একটী মন্ত্র পাঠের পর, শ্রেষ্ঠ লামা অথবা মঠাধ্যক্ষ লামা তাহার সন্ন্যাসাশ্রমের একটী স্বতন্ত্র নামকরণ করেন। তৎপরে ঐ বালক সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে জানাইলে মঠাধিকারী বা দীক্ষা-কার্য্যের সময় উপস্থিত লামা সেই শিখা কাটিয়া দেন। তখন সেই গেৎষুল্ ৩৬টী ধর্ম্মোপদেশ ও ৩৬টী নিয়ম পালন করিতে বাধ্য হয়। সে প্রধান লামাকে নরদেহী বুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করে এবং তাঁহার কথিত "আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের আশ্রম গ্রহণ করিলাম।" এই মহামন্ত্র তিনবার উচ্চারণ পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিলে সংস্কারকার্য্য সমাধা হইয়া যায়। সংস্কার-সমাধানান্তে সে লামাকে একখানি কাপড় ও ১০টী টাকা প্রণামী দেয়। এখন হইতে সেই গেৎষুল লামাপ্রদত্ত নাম ও উপাধিতে মঠমধ্যে পরিচিত থাকে।

ইহার পর তাহাকে সঙ্ঘের দালানে আনিয়া 'মঠের সহিত তাহার বিবাহরূপ' একটী প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয়। তখন তাহার মাথায় টোপর এবং হস্তে প্রজ্বলিত ধূপ থাকে। তদনন্তর তাহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে বসান হয়। যে বৌদ্ধ যতি এই সময়ে তাহাকে যতিধর্ম্মের রীতিনীতি প্রভৃতি শিক্ষা দেয় তিনি ব-গ্রাগ্ নামে অভিহিত। বজ্রাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত তান্ত্রিক-বৌদ্ধাচার্য্য-গণের এই দীক্ষাপ্রথা কতকতা নেপালী "বাঁড়া"দিগের মত।

[নেপাল দেখ।]

যতিরূপে দীক্ষিত এবং তৎসাম্প্রদায়িক সমুদায় কর্ম্মে অধি-কারী হইলেও, সে ড়াপা বা ছাত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ সময়েও প্রায় ৩ বৎসর কাল তাহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়। তদনন্তর সেই বালক যতিধর্ম্মের 'খগ্-ছ'উন' শিক্ষাকাল অতিক্রম করে। তাহার পর সে স্বতন্ত্র বাসের জন্য একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ পায়। এইরূপে শিক্ষার পারদর্শিতানুসারে সে পর্-পা ও গে-লোঙ্ (পূর্ণ যতি) পদে উন্নীত হয়। তিব্বতীয় প্রধান প্রধান সঙ্ঘারামের অধ্যক্ষ যতিরাই কেবলমাত্র লামা উপাধি লাভ করিয়া থাকেন।

খগ্-ছ'উন পদাসীন হইলেও সে শিক্ষাকাল অতিক্রম করিতে পারে না। এখন হইতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রমের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হয়। শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত সেই শিষ্য কোনরূপ শিল্প বা চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে পারে। তখন পাঠে অবহেলা করিলে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইয়া থাকে। এই সময়ে যে আচার্য্য গেৎষুলকে বৌদ্ধধর্ম্মের গূঢ়-রহস্য উদ্ভেদন করিয়া দেন, তিনি 'ৎ্স-বৈ-লামা' নামে ঐ বালকের নিকট চিরদিন পূজিত হন। এই সময়ে প্রায়ই তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

একটী সঙ্ঘারামের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মঠেই এক একজন ধর্ম্মাচার্য্য থাকেন। তাঁহারা তথায় শ্রেষ্ঠ-লামার পদে অধিষ্ঠিত। সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্ম নামক ধর্ম্মশাখার একটী বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ না করিতে পারিলে কেহই লামা পদ পান না। লামাদিগের মধ্যে যিনি যত অধিক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি পণ্ডিতমহলে তত অধিক পূজ্য। এই কারণে গেৎযুল-গণও স্ব স্ব উপাধ্যায়ের অধ্যাপনায় এক একটী বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠের সময়ে ঘণ্টা-শব্দ হয়। ঐ শব্দ শুনিয়া তাহারা পাঠ গৃহে গিয়া পাঠাভ্যাস করে এবং স্বীয় আচার্য্যের নিকট নূতন পাঠ লয়। এইরূপে আবশ্যকীয় পাঠ সমাপ্ত হইলেই তাহাদের পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে এক বৎসর পরে এবং তদনন্তর এক বা দুই বৎসর পরে পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চা প্রস্তুত ও সঙ্ঘের বৃদ্ধ যতিদিগের আজ্ঞাবহন করিতে হইয়া থাকে।

পরীক্ষাকালে প্রত্যেক সঙ্ঘারামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায় ও যতিগণ একটী প্রকোষ্ঠে সমবেত হন। তথায় সকলেই নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকেন এবং তাঁহার মধ্যস্থলে গেৎযুল দাঁড়াইয়া স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পাঠ আবৃত্তি করে। যদি সে কোন স্থান ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পাঠ স্মরণার্থ অপর একজন তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেই স্থানবিশেষ ধরাইয়া দেয়। প্রথম পরীক্ষায় সমস্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি এইরূপে আবৃত্তি করিতে প্রায় ৩ দিন লাগে এবং প্রত্যেক দিনে সেই বালক [illegible] বিশ্রাম করিতে পায়। ঐ অবসরে সে পরবর্ত্তী গ্রন্থখানি পুনরায় দেখিয়া লইতে পারে।

যে সকল যুবক এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনার সহিত ঐ গৃহ হইতে বাহিরে আনিয়া ‘ছ’ওস্ খ্রিমস্পা’ উত্তম-মধ্যম প্রহার করিয়া থাকে। যদি কেহ বালক উপর্য্যুপরি তিন বৎসর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মঠ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কেবলমাত্র ধনী সন্তানেরাই এরূপ স্থলে অধিক অর্থদণ্ড দিয়া মঠে লামাপদ প্রার্থী থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে। নির্দ্ধনীপুত্রেরা এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মজীবন অতিবাহন করিতে প্রয়াসী হইলে সাধুচেতা গৃহীরূপে দিনপাত করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে সঙ্ঘারামের কোন কোন মঠের দাস্যবৃত্তি করিতে হয়। যদি সে পরে পারদর্শিতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে কোন গ্রাম্য মঠের লামাচার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তখন সে লামার ন্যায় মর্য্যাদাযুক্ত হইলেও তৎপদাধিকারে প্রকৃত অধিকারী নহেন।

উপরোক্ত পরীক্ষা অপেক্ষা ছাত্রসঙ্ঘের পরস্পর বিচার বড়ই মনোরম। উহাতে ছাত্রের শিক্ষা কিরূপ হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হইয়া থাকে। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ দে-পুঙ্গ, তষিল্হুন্‌পো, সের ও গাঃল্দন সঙ্ঘারামে সময় সময় ঐরূপ বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। ঐ স্থলে প্রায় ৪ হইতে ৮ হাজার পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যতি সমবেত হয়। ইহাকে তিব্বতীয় ভাষায় ‘মৎষান্-ঞিদ্’ বলে। শিষ্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্বের সারমর্ম্ম অবগত হইয়াছেন কি না, তাহা এই বিচার সভায় আলোচিত হয়। যেস্থানে এই সভা হয়, তাহা শালগাছের গুঁড়ি ও পাথর দিয়া ঘেরা। বৌদ্ধযতি ভিন্ন অপর লোকের তথায় প্রবেশ নিষেধ। উহার মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ প্রস্তরাসনে স্কাবস্-ম্‌গোন্, তন্নিম্নের ক্ষুদ্রাসনে খ্‌খান্-পো এবং তদপেক্ষা নিম্নতম নির্দ্দিষ্ট আসনে প্রধান গায়ক উপবেশন করে। তাহার চতুর্দ্দিকে সাতভাগে বিভক্ত দর্শকবৃন্দের বসিবার স্থান। প্রশ্ন-কারী হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ পরিশোভিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে করযোড়ে স্বীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সমবেত ছাত্র-মণ্ডলীর মধ্যে যে কেহ ঐ প্রশ্নগুলির সম্যক্ উত্তর দান করিতে পারে, সেই ছাত্র লামার আদেশে উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া থাকে।

বৎসরের মধ্যে গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্তকালে চারিবার এই বিচার-সভা আহূত হইয়া থাকে। এইরূপে দ্বাদশবর্ষকাল শিক্ষা করিয়া সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে, অন্ততঃপক্ষে বিংশ হইতে চতুর্বিংশতি বর্ষের পর গেৎযুল্ স্বীয় অধ্যবসায়বলে গে-লোঙ্-পদ প্রাপ্ত হন। গেৎযুল হইবার সময় যেরূপ প্রথার অনুসরণ করিয়া উপাধ্যায় ও শ্রেষ্ঠ-লামার অভিমত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবারও তাহাকে সেইরূপ করিয়া মঠের তালিকায় নাম লেখাইয়া প্রকৃত যতি হইতে হয়। যে যতি স্বীয় অধ্যবসায় বলে প্রকাশ্য বিচার-সভায়, অথবা মঠের প্রধান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন তিনিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। উপাধি প্রাপ্তির পর তিনি সকল প্রকার আচার্য্যমর্য্যাদা লাভের অধিকারী হন।

গে-শে এবং রব্-জম্-পা বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপাধি। গে-লোঙ শিক্ষা কালে ‘গে শে’ হইয়া কোন এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু যতদিন না তিনি ঐ পদে উন্নীত হইবেন; ততদিন তাঁহাকে ধর্ম্মশাস্ত্রই আলোচনা করিতে হইবে। গে-শে উপাধি প্রাপ্ত অনেক বৌদ্ধযতি তিব্বত, মোঙ্গ-লিয়া, আম্দো ও চীন-রাজ্যের গবর্মেণ্টের পরিদর্শনে পরিচালিত সঙ্ঘারামের প্রধান লামা বা স্কাবস্-ম্‌গোন্ পদে অভিষিক্ত আছেন। যাঁহারা মঠাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন না, তাঁহারা মঠে থাকিয়া তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। পরে তন্ত্রশাস্ত্রের

বক্ষ্যমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বজনমান্য গাঃ-ল্দন্ সঙ্ঘারামের 'খৃপ' পদ লাভ করেন।

রব্-জম্-প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা সাধারণে লামা বলিয়াই গৃহীত। তাঁহারা প্রকাশ্যস্থানে সকলকে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন। তিব্বতের দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম ব্যতীত অন্য কোন মঠাধ্যক্ষের এই উপাধি দানের অধিকার নাই। দেবাংশসম্ভূত লামাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট পদ ও কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের অধিকার আছে। রাজশক্তিধারী দলই লামা এরূপ ছাত্রদিগকে 'ছ'ওজে' ও 'পণ্ডিত' উপাধি দিয়া থাকেন। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী উপাধির নাম লো-ৎস-ব। 'রব্-জম প' ও 'ছ'ওজে' উপাধি প্রায় সমান। ইহারা তৈ-জী বলিয়া সম্মানিত। সুতরাং দেবাংশসম্ভূত লামাদিগের নিম্নে যথাক্রমে খান্-পো, ছ'ওজে এবং রব্-জম্-প পদাধিকারিগণ মর্য্যাদাসম্পন্ন। ছ'ওজে ও রব্-জম্-প শ্রেণী হইতে খান্ পো নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। কোন কোন মঠে খান্-পো'র সহকারিরূপে ছ'ওজে নিযুক্ত দেখা যায়। ছোট ছোট মঠে প্রধান লামার কার্য্য ছ'ওজে বা রব্-জম-প-দিগের হস্তে ন্যস্ত আছে।

রমো-ছে ও মো-রু নামক মঠে ভেজবিদ্যা ও ভৌতিকবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা এই বিদ্যালয়ে থাকিয়া এই বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্যের মর্ম্ম অবগত হইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাহারা ঙগ্-রম্-প নামে অভিহিত। তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ, রসায়ন, ভূততত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিয়া থাকেন। শৈবসম্প্রদায়ের ন্যায় তাঁহারা বেশভূষা ধারণ করে। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক কাপালিক-মত অনুসরণ করিয়াই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এই শ্রেণির অজ্ঞ ব্যক্তিরা 'ঙগ্-প' বা ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া পরিচিত। তাহারা ঝাড়ন, ফুকন ও ভূতনামান প্রভৃতি কার্য্য দেখাইয়া থাকে।

মঠের শাসন ব্যবস্থা।

এক একটী সুবৃহৎ সঙ্ঘারাম সহস্র সহস্র বৌদ্ধযতি বাস করে। একটী সুনিয়ম-সম্বদ্ধ শাসন প্রণালী ব্যতীত উহার কার্য্যপরম্পরা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে না দেখিয়া লামাগণ তথাকার কার্য্যাবলী নির্ব্বিরোধে নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন। তথায় একরূপ রাজতন্ত্রই বিদ্যমান দেখা যায়। এই পদ্ধতি পরিচালন জন্য পরিদর্শক রূপে কএকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা তথাকার হিসাব লেখকের কার্য্য করেন এবং আবশ্যকমতে দুর্বৃত্ত ছাত্রসঙ্ঘেরও অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।

'কু যো, ঠুল-কু প্রভৃতি উপাধিধারী দেবানুগৃহীত লামারাই এই সকলের সঙ্ঘারামের একমাত্র কর্ত্তা। মোঙ্গলীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে তাঁহারা খুবিলিঘন নামে খ্যাত। কোন্ কোন সঙ্ঘারামে খান্-পো বা উপাধ্যায়ই অধ্যক্ষ। এই সকল খান্-পো দলই লামার অনুমতিক্রমে বা প্রাদেশিক লামা-প্রধানগণের আদেশানুসারেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা একক্রমে সাতবৎসর মাত্র একটী মঠের অধ্যক্ষ থাকিতে পারেন। তাঁহাদের অধীনে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ মঠের সুশৃঙ্খলা ও সুশাসন রক্ষা করিতে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সকলেই মঠবাসী যতিদিগের অভিমতানুসারে নির্ব্বাচিত এবং সকলেই নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত নিয়োজিত পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য।

১ লোব্-পোন্ বা অধ্যাপক—ইনি সঙ্ঘারামের ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষার পরিদর্শক।

২ ছগ্-দসো—কোষাধ্যক্ষ ও খাজাঞ্চী।

৩ ঞের্-প বা প্যি ঞের্—ভাণ্ডারী।

৪ গে-কো এবং ঝাল্ নো—হাকিম ও সেনাধ্যক্ষ। ইহারা দুই ব্যক্তি, পুলিশ কর্ম্মচারির ন্যায় ইতস্ততঃ প্রহরীরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং মঠবাসিগণের দোষগুণের বিচার করিয়া থাকেন। ইহাদের সহকারীরূপে দুই জন হগ্-ঞের আছেন।

৫ উম্-দসে—প্রধান গায়ক।

৬ কু-ঞের্—ধর্ম্মালয়ের পরিচারক।

৭ ছ'অব্-ত্রেন্—জলদানকারী।

৮ জ-ম—চা-সরবরাহকারী।

ইহা ভিন্ন প্রত্যেক মঠেই সম্পাদক ও পরিদর্শকগণ, পাচকদল, পুররক্ষী, অতিথি-সৎকারক, হিসাবরক্ষক, করসংগ্রাহক, চিকিৎসক, চিত্রকর, বণিক্-যতি, ভূতের রোঝা ও মাঙ্গল্য-দণ্ডবাহী প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

সঙ্ঘারামসমূহের কার্য্যাবলী সুনিয়মে পরিচালিত করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দে-পুঙ্ সঙ্ঘারাম ৭৭০০ যতি বাস করেন। তাঁহারা ব্লো-গ্সাল-গ্লিঙ্, স্গো-মঙ,ব্দে-যঙস্ ও স্ঙগস্ প নামক চারিটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ই এক একজন উপাধ্যায়ের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। যতিগণ প্রাদেশিক ও জাতীয় বিভাগানুসারে বিভিন্ন মঠাবাসে স্থান পাইয়া থাকে। সেই বিভিন্ন শ্রেণীগত বাসাগুলি খম্স্-ৎষন (Provincial messing club) এবং বিদ্যালয়গুলি গ্রব্-ৎষন্ (College) নামে খ্যাত। প্রথমোক্ত স্থানে যতিগণ আহার, শয়ন ও অধ্যয়ন করে এবং শেষোক্ত টোলে যাইয়া তাহারা স্ব স্ব গুরুর নিকট অধীত পাঠের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ঐ সঙ্ঘারামের সর্ব্ব বৃহৎ প্রকোষ্ঠে (ঠ্সোগ্স্-ছেন-লহ্-খঙ্) সাধারণের প্রবেশাধিকার আছে।

সের সজ্যারামে ৫৫০০ যতি বাস করেন। তন্মধ্যে বয়েরা, সুঙ্-গ-স-পঞ্চ-ৎদ-প বিদ্যালয়ের প্রত্যেকের অধীনে এক একটী শাখাসমিতি আছে। গাঃ লদন্ সজ্যারামে ৩৩০০ বৌদ্ধ যতি থাকেন। ব্যঙ্-ৎসে ও যর-ৎসে নামক দুইটী শাখা বিদ্যালয় ইহার অন্তর্ভুক্ত এবং তৎ সংস্পর্শে বাসা আছে। তিষিল্হুণপোর প্রসিদ্ধ সজ্যারামে তিনটী 'ত-ৎষঙ্গ' বা বিদ্যালয় আছে। তদধীনে প্রায় ৪০টী খমৎষন্ বা শিষ্যাবাস দেখা যায়।

বঙ্গের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাসবাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ তষিলহুণপো সজ্যারাম পরিভ্রমণ করিয়া তাহার যথাযথ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। (উহা তৎসম্পাদিত Jour. Bud. Text. Socy. India IV. p. 14 (1893) এবং Journey to Lhasa and Central Tibet নামক গ্রন্থে বিশদরূপে বিবৃত আছে।) শেষোক্ত গ্রন্থের ৭৬পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—তু-থম্ প্রদেশ-বাসী তষিল্হুণপোর একজন দেবকৃপালব্ধ নবীন লামা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর উপবাস ও পর্ব্বদিন জানিয়া বৌদ্ধযতি-দিগের তু-খম্ৎসন্ পদলাভের ইচ্ছা করেন। তদনুসারে তিনি কুন্-খ্যব লিঙ্গ্ হইতে পঞ্চেন্‌কে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তিনি উক্ত সজ্যারামের মধ্যস্থ ৩৮০০ যতির প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক টাকা, শ্রেষ্ঠ লামাকে উপহার ও প্রণামী এবং লামাবিদ্যালয়ে (College of Incarnate Lamas) বিস্তর অর্থ দান করিয়াছিলেন। পঞ্চেন্ আসিলে সকলে বাদ্যোদ্যমসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া মঠের প্রধান প্রকোষ্ঠে লইয়া আসেন। তিনি এই উপাসনা-গৃহে (ৎসো-খঙ্গ) আসিয়া বেদীর উপর উপবিষ্ট হইলে এই উৎসবের ক্রিয়াকাণ্ড আরব্ধ হয়। তাহা সমাধা হইতে রাত্রি ১০টা হয়। তৎপরে ভোজ্যদ্রব্য, মাল্য ও অপরাপর দ্রব্য লইয়া যতিগণ স্ব স্ব মঠাবাসে ফিরিয়া আইসেন। এই যজ্ঞ সমাপনের পর উক্ত নবীন লামা তুষিলহুণপো সজ্যারামে শিক্ষা-নবিশরূপে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। পরে তিনি পরীক্ষা দিয়া লামাপদ লাভ করিয়াছেন। তিনি এদেশে তষিলামা নামে খ্যাত। সম্প্রতি তিনি বৌদ্ধতীর্থদর্শনোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত সজ্যারাম-সংলিপ্ত ছাত্রাবাসসমূহে দুই জন করিয়া লামা থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ লামাই ছাত্রাবাসসংলগ্ন মঠের পরিদর্শক ও মন্দিরের পূজক এবং ছাত্রমণ্ডলীর উপদেষ্টা। কনিষ্ঠ লামা কেবল ভাণ্ডারগৃহের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকেন। যদি তাঁহাদের অধীনস্থ মঠের কোন ছাত্র অসদাচরণ করে, তাহা হইলে তাহারা দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর এই দুই কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তন হয়। এই সকল কর্ম্মচারিনিয়োগকালে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়।

প্রত্যহ প্রভাত সময়ে অর্থাৎ ৪টার সময় একজন বালক মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া ছ্-হোস্‌ষদ্ গান করে। ঐ গীত শ্রুত হইবামাত্র ছাত্রাবাসস্থ ছাত্রমণ্ডলী শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক জাগিয়া উঠে এবং স্ব স্ব আবাসস্থ ঘণ্টাশব্দ করিয়া সকলকে প্রবুদ্ধ করে। তদনন্তর তাহারা মুখ ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৌতবস্ত্র পরিধান করে। পরে মাথায় স্ল-গম্ ঢাকা দিয়া এবং হরিদ্রাবর্ণের টুপি মস্তকে দিয়া একটী বাটী ও ময়দার থলি হস্তে লইয়া তাহারা ভাণ্ডারীর নিকট ময়দা আনিতে যায়। পরে তাহারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রণত হইয়া মঠপ্রদক্ষিণ করে এবং কেহ কেহ মঞ্জুশ্রীমন্দিরে যাইয়া ওম্-হ্র-প-ৎচ-নৃঢ়ি মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকে।

বেলা ৯টার সময় মিগ্-ৎসে-ম লামা ম্মিগ্ৎসেম স্তোত্র উচ্চস্বরে গান করিতে থাকেন। তখন ছাত্রগণ সেই স্থানের দ্বারদেশে আসিয়া শিরে হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ ধারণ করিয়া সমস্বরে সেই স্তোত্র গান করে। কিছুক্ষণ পরে হব্রিল আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলে তাহারা মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক পরস্পর মুখোমুখি করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করে ও মাথার টুপি খুলিয়া রাখে। তৎকালে তাহাদের থলি ও বাটী হাঁটুর নীচে লুকান থাকে। অতঃপর প্রধান গায়ক কর্ত্তৃক দেবপদাশ্রয়গীতি গীত হইবার পর, কনিষ্ঠ মঠপরিদর্শক হরিদ্রা-উষ্ণীষ মাথায় দিয়া দণ্ডায়মান হইয়া লৌহদণ্ডদ্বারা স্তম্ভগাত্রে আঘাত করিলে ছাত্রগণ জল খাবার ঘরে যাইয়া চা পান করে এবং তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হয়। এই জলখাবার ঘরের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে প্রণালীতে ছাত্রগণ চা পান করে বাহুল্যবোধে তাহা এখানে উল্লিখিত হইল না। চা বণ্টনকার্য্য পরিদর্শনার্থ ৫ জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। দুই জন জদ্‌পোন্ রাজদত্ত চা-পরিবেশক ও পরিদর্শক, একজন মঠাধ্যক্ষের আদিষ্ট চা-বণ্টনের কর্ম্মকর্ত্তা এবং দুইজন জ-ম ও একজন পরিদর্শক ঠব-গ্যোগ্‌গি দ্‌পোন্ পো ও তদধীন ২৫ জন পরিবেশক অহরহঃ এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। মঠস্থ যতিগণ দিবসে তিন বার (প্রত্যেক বারেই ৩ বাটী) চা খাইতে পায়। অধি-কাংশ চা'ই চাঁদায় প্রাপ্ত। কোন কোন ধনী ব্যক্তি, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও চীনের সম্রাট্ বিশেষ বিশেষ দিনে লামাদিগকে চা পান করাইয়া থাকেন। লামামঠের যে কটাহে চা'র জল গরম হয়, তাহাতে প্রায় ২০০ মণ জল ধরে।

মঠের প্রচলিত প্রথা উল্লঙ্ঘন করিলে, কোন প্রকার অসৌজন্য বা অসদ্ব্যবহার প্রকাশ করিলে অথবা ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিলে প্রতিমোক্ষবিধি অনুসারে তাহার বিচার ও সাজা হইয়া থাকে। সামান্য অপরাধে তিরস্কার বা লাঞ্ছনা দ্বারা অব্যাহতি

পায়, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি একই অপরাধ বারংবার করে; তাহা হইলে অপরাধ গুরুতর বলিয়া গণ্য হয় এবং অপরাধীর তদনুরূপই শাসন হইয়া থাকে। যদি কোন ছাত্র উপর্য্যুপরি মদ্যপান বা চুরি করে,তাহা হইলে সেই অপরাধীর শিক্ষক ও ছাত্রাবাস-পরিদর্শক বিচারসভায় সমবেত যতিমণ্ডলীর সমক্ষে নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। পরে দুইজন লোকে ঐ ছাত্রের পায় দড়ি বাঁধিয়া মন্দিরের বাহিরে লইয়া যায় এবং তাহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিতে থাকে। এক সময়ে তাহার উপর প্রায় সহস্রাধিক বেত্রাঘাত হয়, তদনন্তর তাহাকে মঠের সীমাবহির্ভাগে টানিয়া ফেলিয়া আইসে। যাহারা স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করিয়া মঠ পরিত্যাগ করে, তাহারা বন্-লোক নামে খ্যাত।

মঠের বহিঃপ্রদেশেও লামাদিগের প্রভাব বিস্তৃত আছে। কোন ব্যক্তি কাহার উপর অহিতাচরণ করিলে হেই-হো-সঙ্গ বা কপালে কৃষ্ণবর্ণ রেখাধারী গেকোর লামাগণ মঠপ্রাচীরের বহির্ভাগে আসিয়া সেই দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিতে পারেন। এই গেকোর লামাগণ মঠাধ্যক্ষ অপর প্রতিযোগিদ্বয়ের সাহায্যে লামা বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকেন। এই লামাগণ প্রাচীন বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগের ন্যায় সুখস্পৃহাবর্জ্জিত নহেন। সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহারা অর্থলালসা ও ভোজনলিপ্সা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সাধারণ লোকে তাঁহাদের ভোজ্য এবং চঙ্, চা প্রভৃতি পানীয় যোগাইতে যোগাইতে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। গে-লুগ-প প্রভৃতি তিব্বতীয় প্রধান সঙ্ঘারামের অধীনে অনেক ভূসম্পত্তি আছে। উহার আয়ে তাঁহাদের ব্যয়ভার চলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শরতের শস্যকর্ত্তনকালে বহুশত লামা মঠের বাহির হইয়া ভিক্ষা করিয়া শস্য এবং চা, নবনীত, লবণ, মাংস প্রভৃতি ভরণপোষণোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। কোন কোন লামা পুতুল গড়িয়া বা প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া, ছবি আঁকিয়া, কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া, বুজরুকী দেখাইয়া, চিকিৎসা করিয়া ও ঝাড়া ফুকা দিয়া নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করিয়া মঠের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া থাকেন। যে সকল লামা তাদৃশ প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন অথবা পণ্ডিত নহেন, তাঁহারাই মঠের অন্যান্য কার্য্য করেন। কেহ কেহ বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া সঙ্ঘারামের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্যবসা ব্যপদেশে সুদ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারা সুব্যবসায়ী এবং দেশের মহাজন বলিয়া পরিগণিত।

ভারতীয় বৌদ্ধগণের বেশভূষাদি ভারতীয় ঋতুগুলির অনু-কূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত প্রভৃতি তুষারময় প্রদেশে বিস্তার লাভ করিল, তখন হইতেই বেশভূষার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। তিব্বতীয় লামা বা বৌদ্ধ-যতিগণ দারুণ শীত ও মশকদংশনাদি শারীরিক পীড়াদায়ক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জুতা, মোজা ও গাত্র-বস্ত্র প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশের উপযোগী করিয়াই নির্ম্মাণ করেন এবং ক্রমশঃ তাহার পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি পড়ে। প্রাচীন বৌদ্ধগণের চীরবাস ও বর্ত্তমান লামাদিগের জপমালা, শিরস্ত্রাণ, আল্‌খাল্লা, কোমরবন্দ, ছোটজামা, চোগা, ডোরাকাটা পশমী জোব্বা, ইজার, পায়জামা এবং জুতা প্রভৃতি আবশ্যকীয় উপাদানসমূহের তুলনা করিলে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান যুগে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কি বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় লামাগণ শিরোদেশে যে বিভিন্ন প্রকার উষ্ণীষ শোভিত করেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ভারতীয় অনুকরণে গঠিত, কএকটী মাত্র চীন ও মোঙ্গলীয় ধরণে নির্ম্মিত দেখা যায়। তিব্বতীয় লামাগণের বিশ্বাস এই যে, লামা-ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধভিক্ষু পদ্মসম্ভব এবং তাঁহার সহযোগী শান্তরক্ষিত খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ভারত হইতে যে শিরস্ত্রাণ পরিধানপূর্ব্বক তিব্বতে পদার্পণ করেন, তাহারই আকৃতি অনুসারে বর্ত্তমান টুপীগুলি গঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্‌জ-দ্মর নামক লাল উষ্ণীষ দিয়া স্বয়ং শান্তরক্ষিত তিব্বতে আসিয়াছিলেন। গে-লুগ্-প ব্যতীত তিব্বতের সর্ব্বত্রই ঐ টুপীর প্রচলন ছিল। উহা ভার-তের শীতপ্রধান দেশে ব্যবহৃত তুলার 'কাণ ঢাকা' টুপীর মত। ৎসোঙ-খাপা সেই লাল বর্ণ টুপীর পরিবর্ত্তে হরিদ্রাবর্ণের উষ্ণীষ (য-সের) প্রচলন করিয়া যান। উহাই গেলুগ্-প সম্প্রদায়ের পরিধেয়।

মঠবিহারিণী বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ পশমী বস্ত্র বা লোমের দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করেন। সম্প্রদায়ভেদে উহা লাল ও কৃষ্ণবর্ণের হয়। সিকিম, ভোটান ও হিমালয়ের প্রান্তস্থ অনেক জনপদে যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না, সেই সকল প্রদেশ-বাসী বৌদ্ধলামাগণ গ্রীষ্মকালে খড়ের টুপী পরিধান করিয়া থাকেন। কেহ বা আদৌ টুপী পরেন না। চীনবাসীর ন্যায় উহারা টুপী খুলিয়া আগন্তুককে অভিবাদন করেন, এই কারণে দেব-মন্দিরে প্রবেশকালে কেহই মাথায় টুপি রাখেন না, কেবলমাত্র কএকটী ধর্ম্মকার্য্যে টুপি পরিধানের বিধি আছে।

তাঁহাদের গাত্রবস্ত্রেও উক্ত দুই প্রকার বর্ণ দেখা যায়। গে-লুগ্-প সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ কুঙ্কুমরঞ্জিত হরিদ্রাবাস ধারণ করেন। যদি কেহ গে-লুগ-প আচার্য্যের নিকট কোন উপঢৌকন দিতে আসে, তাহা হইলে সে ঐরূপ হরিদ্রাবাস পরিধান করিতে পারে, তদ্ভিন্ন যদি অপর কোন ব্যক্তি ঐ বাস পরিধান করে, তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। প্রাচীন বৌদ্ধদিগের

সঙ্ঘাটি, অন্তর্বাসক ও উত্তরাসঙ্ঘাটির সহিত তিব্বতীয় লামাদিগের জান, নম্ জার ও ব্ল্ গোম্ নামক গাত্রবস্ত্রাদির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। এতদ্ভিন্ন শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের ন্যায় তাহারা মালা-জপ করে। ঐ মালায় ১০৮টী দানা থাকে এবং উহার দুই পার্শ্বের সূত্রে ১০টী করিয়া 'সাক্ষী' রাখে। ১০৮ বার মালা-জপের পর এক একটী সাক্ষী ধরিয়া তাহারা মন্ত্রসংখ্যা নিরূপণ করে। এইরূপ দুই দিকের ১০×১০ সাক্ষীতে তাঁহাদের ১০৮০০ জপসংখ্যা হয়। এই সকল মালা দানাও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রধান তষিলামার নিকট মুক্তা, চুনি, পান্না, নীলা, প্রবাল, স্ফটিক প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরে নির্ম্মিত মালা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ভেদে ও দেবারাধনা বিশেষে মালার দানা পৃথক্ হইয়া থাকে। গে লুগ্ প সম্প্রদায় মধ্যে হরিদ্রা বর্ণ কাষ্ঠের মালা প্রচলিত। তম্-দিন্ পূজায় লাল চন্দন-কাষ্ঠের এবং ছ-রশী উপাসনায় শ্বেতশঙ্খের মালা, তান্ত্রিক উপ-দেবতাগণের পূজায় রুদ্রাক্ষ (Elæocarpus Janitus), সাপের হাড়ের মালা, অবলোকিতের পূজায় স্ফটিকের মালা, পদ্মসম্ভবের ও তাম্ দিনের পূজায় প্রবাল এবং বজ্রভৈরবের উপাসনায় নৃকরোটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লামারা যখন মালা জপ করেন না, তখন তাহা গলায় বা দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া রাখেন। মালা-জপের সময় প্রত্যেক দানা ধরিবার অগ্রে তাঁহারা ওম্ প্রণব উচ্চারণ করেন, পরে দানা ধরিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার জপমন্ত্র বিভিন্ন। এই সকল লামাগণ সচরাচর আরও কএকটী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ভজনচক্র, বজ্রদণ্ড, ঘণ্টা, করোটি-নির্ম্মিত ঢক্কা, খঞ্জনী, কবচ, পুথি ও অলঙ্কার প্রধান। তষিল হুণপোর প্রধান লামা সময়ে সময়ে জহরতাদি গঠিত কণ্ঠহার ধারণ করেন। কাহার কাহারও ভিক্ষাপাত্র ও সন্ন্যাসদণ্ড আছে।

তিব্বতবাসী লামাগণ ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও কর্ম্মকাণ্ডে তাঁহাদের বিশেষ আসক্তি দৃষ্ট হয়। মঠবাসী যতি, গ্রাম্য পুরোহিত, গুহাবাসী তপঃপরায়ণ লামা ভিক্ষু অথবা কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্ম্মে লিপ্ত লামাগণ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর লামাদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতিও স্বতন্ত্র।

লামানগরীর পোতল পর্ব্বতস্থ শ্রেষ্ঠ লামাসঙ্ঘারামে বৌদ্ধ-যতিগণ যে প্রথা অবলম্বনে দৈনিক কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাই নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত হইল,—

রাত্রিকালে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হইবে, তখনই যতিগণ শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন। পরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সংযত হৃদয়ে গৃহমধ্যস্থ বেদীর সমক্ষে তিনবার দেবোদ্দেশে প্রণাম করিবেন। তদনন্তর জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপায় প্রার্থনা করিয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের উদ্দেশে স্তব এবং সঙ্গে সঙ্গে সূত্র-গ্রন্থ হইতে কএকটী মন্ত্র পাঠ করিবেন। স্তব ও মন্ত্র পাঠান্তে "ওঁ খে্চরগণয় হ্রী হ্রী স্বাহা" মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া যতিগণ স্ব স্ব পদতলে থুতু প্রদান করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, দিবা-ভাগে ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ জন্য যে সকল জীব পদদলিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, এই মন্ত্রবলে তাহারা অমরাবতীর ইন্দ্রপুরে দেবরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

এই সকল দেবারাধনার পর, যদি রাত্রি প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব থাকে, তাহা হইলে সেই যতি পুনরায় শয্যাশায়ী হইয়া নিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্তু যদি দুই বা চারি দণ্ড বাকী থাকে, তাহা হইলে তিনি আর নিদ্রিত হইবেন না, সেই স্বল্প-কাল "স্মোন্ লম্" ভজনগীতি বা মন্ত্র পাঠ করিয়া রাত্রি যাপন করিবেন এবং ঘণ্টাধ্বনি হইলে যখন সকলে সুপ্তোত্থিত হইবেন, তখন তিনিও শয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি ও শিঙ্গাধ্বনি পর্য্যন্ত আপনার বেশ পরিধানাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন। শিঙ্গা-ধ্বনি হইবামাত্রই সকলে স্ব স্ব মঠকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া 'দেং-ব্ছল্' নামক প্রস্তর মণ্ডপে উপাসনার্থ সমবেত হইবেন। ঐ সকল প্রস্তরাসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহারা "ওঁম্ অর্ঘং চার্ঘং বিমনসে! উৎসুম্ম মহাক্রোধ হুংফট্" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মনের পাপ ও কলুষাদি চিন্তা করিবেন। উহার দ্বারা তাহাদের চিত্তপাতক বিদূরিত হইয়া থাকে। তদনন্তর স্নুগ্ পা নামক ক্ষারমৃত্তিকা বা সাবান যোগে স্ব স্ব তাম্র ঝারিস্থ জল দ্বারা হস্ত পদাদি প্রক্ষা-লন করিবেন। হস্তপদের স্থান বিশেষ প্রক্ষালনকালে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। মুখাদি প্রক্ষালনের পর শৌচ দেহে তাঁহারা হস্তে মালা লইয়া জপ করিতে করিতে তারা দেবী ও মঞ্জুশ্রীর উদ্দেশে মন্ত্র পাঠ করেন, সময় থাকিলে কেহ কেহ স্ব স্ব কুলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তুতি পাঠও করিয়া থাকেন।

এই সকল কার্য্য সমাধান করিতে প্রায় ১৫ মিনিট সময় লাগে। তাহার পর দ্বিতীয় বার শঙ্খধ্বনি হইলে গে-লোঙ যতিগণ মন্দিরদ্বারের সমক্ষে যাইয়া এবং গেৎসুলেরা মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া দেবোদ্দেশে প্রণাম করেন। তাহার পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইলে একে একে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে দণ্ডহস্তে গেকো দ্বারপথে দণ্ডায়মান থাকেন। সকলে নিজ নিজ মাদুরে শ্রেণীবদ্ধভাবে ও মর্য্যাদানুরূপে বৃদ্ধের ন্যায় আসনপিঁড়ি হইয়া উপবিষ্ট হইলে তৃতীয়বার শঙ্খধ্বনি হয়। তখন সকলে সমস্বরে ঐ সময়কার কএকটী নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর চা পান করেন। চা পান করিবার পূর্ব্বে অধ্যক্ষ লামা সমবেত সকলের স্বস্তি বাক্য উচ্চারণ করিলে আপন আপন চা-

পানপাত্র বাহির করেন। মঠস্থ শিক্ষানবিশ বা কোন ভৃত্য চা ঢালিয়া দিয়া যায়। পানের পূর্ব্বে যতিগণ অঙ্গুলী দ্বারা দুই ফোঁটা ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া বুদ্ধ, অপরাপর দেবতা ও পিতৃপুরুষদিগকে নিবেদন করিয়া পরে স্বয়ং পান করেন। মিষ্টান্ন ও মাংসভোজনের সময়েও ঐরূপ নিবেদনমন্ত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে।

সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থ নিম্নে কেবলমাত্র মন্ত্রগুলির ভাবার্থ উদ্ধৃত হইল,—

চব্য চষ্য লেহ্য পেয়াদি গুণযুক্ত এই আস্বাদমধুর ভোজ্য দ্রব্য আমরা ধ্যানী বুদ্ধ ও স্বর্গস্থ বোধিসত্ত্বদিগকে নিবেদন করিতেছি। তাঁহারা এই খাদ্যোপরি করুণা বিস্তার করুন। "ওম্ অঃ হুং।" তদনন্তর যথাক্রমে "ওম্ গুরু বজ্র নৈবিদ্য অঃ হুং। ওম্ সর্ব্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবিদ্য অঃ হুং। ওম্ দেব ডাকিনি শ্রীধর্ম্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবিদ্যঃ অঃ হুং।" ভূতেশ্বরের উদ্দেশে—"ওম্ অগ্রপিণ্ড অসিভ্যঃ স্বাহা। ওম্ হারিতে মহা বজ্রযক্ষিণি হর হর সর্ব্বপাপবিমোক্ষি স্বাহা" ইত্যাদি। জীবমাংস হইলে জীবহিংসা ও তন্মাংস ভক্ষণ জাত পাপক্ষালনের নিমিত্ত এবং পশুর স্বর্গকামনায় "ওম্ অবির খেচর হুং" মন্ত্র পাঠ করা হইয়া থাকে। তদনন্তর মঠ ভাণ্ডারে খাদ্যদ্রব্যপ্রদাতার মঙ্গল-কামনায় এই মন্ত্র পঠিত হয়—"নমো! সমন্তপ্রভরাগায় তথাগতায় অৰ্‌তে সম্যক্‌বুদ্ধায় নমো মঞ্জুশ্রিয়ে। কুমারভূতায় বোধিসত্ত্বায় মহা সত্ত্বায়! তদ্‌যথা! ওম্ রলন্তে নিরভসে জয়ে জয়ে লব্ধে মহামতরক্ষিণস্মৈ পরিশোধায়. স্বাহা।" ইহার পর তাঁহারা আরও কতকগুলি স্তুতি পাঠ করিয়া থাকেন। ঐ গুলি ধর্ম্ম, নির্ব্বাণ, চিন্তামণি, কল্পতরু, মঙ্গল ও প্রবৃত্তিনিবৃত্তির প্রার্থনা মাত্র।

চা-পানের পর, ধর্ম্মানুবেদকগণের অর্চ্চনা, স্থবিরগণের পূজা, মণ্ডলার্পণ, ভৈরব এবং তারা, দেম-ছোগ্ ও সঙহু প্রভৃতি কুলদেবতাগণের পূজা যথাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়। এই সকলের পূজা সমাধান করিতে অনেক সময় লাগে বলিয়া মধ্যে মধ্যে চা পানের বিধি আছে। কুলদেবতার পূজাকালে মধ্যে মধ্যে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার এবং পীড়িতের রোগমুক্তির জন্য মঙ্গল কামনা করা হইয়া থাকে। পীড়িতের রোগমুক্তি-কামনার নাম "কু-রিক্" পূজা। অনন্তর অবশিষ্ট কুলদেবতাগণের পূজা সমাপ্ত করিয়া তাঁহারা চা ও সুপ পান করেন। তাহার পর সকলে শেব-রাব্ সক্রিঙ-পো গান করিয়া সভাভঙ্গ করেন এবং একে একে মন্দিরের বাহির হইয়া স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। প্রধান লামা সর্ব্বশেষে মন্দিরের বাহির হন।

গৃহে আসিয়া তাঁহারা আপন আপন অভীষ্ট মন্ত্র জপ ও কুল-দেবতার পূজা করেন। তাহার পর উক্ত দেবতাদিগকে ভোগ দিয়া থাকেন। সূর্য্যঘড়ীতে "জলচক্র" ঘুরাইয়া সকলে সময় নিরূপণ করিয়া লয়। এই সময়ে সূর্য্যদেব আকাশমার্গে দৃষ্টিপথারূঢ় হইলে তাঁহারা স্ব স্ব প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া দুই হস্ত উত্তো-লনপূর্ব্বক "ওম্ মরীচীনাং স্বাহা" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক স্তুতি গান করেন। তদনন্তর প্রাতে বেলা নয়টার সময় যখন সূর্য্যালোকে দিগন্ত উদ্ভাসিত এবং আতপ তাপে শীতল বায়ু অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত হইলে পুনরায় একবার শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে। তখন মঠবাসী সকল সন্ন্যাসীই মলত্যাগার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং শৌচ কর্ম্মাদি সমাধানান্তে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় শঙ্খধ্বনি হইলে সকলে পাঠার্থ প্রস্তরপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে যদি বৃষ্টি পড়ে তাহা হইলে সকলে একটী বিস্তৃত কক্ষে আসিয়া পাঠ করেন। পনের মিনিট পরে তৃতীয় শঙ্খধ্বনি হইলে সকলে তথা হইতে মন্দিরে যাইয়া পুনরায় উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। দ্বিপ্রহরের পর পুনরায় শঙ্খনাদ হইলে তাঁহারা ঐরূপে প্রথমে প্রাঙ্গণে ও পরে মন্দিরে সমবেত হইয়া উপাসনা করেন। এই সময়ে তাহারা তিনবার চা পান করিতে পারেন।

অতঃপর সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জুতা খুলিয়া অভীষ্ট দেবতার পূজা ও ভোগ দান করেন। তাহার পর মঠের ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদের খাদ্য সামগ্রী দিয়া যায়। ঐ খাদ্য দ্রব্য হইতে কিছু কিছু তাহারা পিতৃপুরুষগণকে এবং হারিতী ও তাঁহার পুত্রদিগকে অর্পণ করিয়া আপনারা ভক্ষণ করেন। তার পর যতিরা কতকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন। বেলা ৩টার পর, তাঁহারা চতুর্থবার মন্দিরে সমবেত হন। ঐ সময়েও পূর্ব্বের মত তিনবার শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে। এবার দেবতাদিগকে ভোগদানের সময়ে তিনবার চা খাইয়া গৃহে ফিরিয়া আইসেন। শিক্ষানবিশ ও 'পার-পা যতিগণ এই সময়ে ঘরে আসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া থাকেন। বেলা ৭টার সময় পঞ্চমবার সান্ধ্যসম্মিলন হয়। ঐ সময়ে তিনবার শঙ্খনাদের পর সকলে পূজাদি সমাপন করিয়া ৩বার চা পান করেন এবং তদনন্তর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। রাত্রিকালে দ্বিতীয়বার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে শিক্ষানবিশ ও দীক্ষিত যতি সম্প্রদায় স্ব স্ব অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও আবৃত্তি করে। তৃতীয় বার ঘণ্টা নিনাদিত হইলে সকলে শুইতে যায়।

ঞিঙ্-মা সম্প্রদায়ের মঠসমূহে প্রায় ঐরূপ প্রথাই [illegible] হইয়া থাকে। পার্থক্যের মধ্যে তত্রত্য সাম্প্রদায়িক [illegible] সময় শঙ্খধ্বনি হয় না। বেলা ৮টার সময় [illegible] সকলে মন্দিরে সমবেত হইয়া পূজাদি উৎসব সমাপন [illegible] তথায় বসিয়া চা ও মুড়ি খান। প্রাতে ১০টার সময় [illegible] দুন্দুভি বাদিত হয়। ঐ সময়ে [illegible]

সমবেত হইয়া ভোজন করেন। সকলেই ভোজ্যদ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন না করিয়া খান না, বৈকালেও তাঁহারা শঙ্খধ্বনি শুনিয়া একত্র সমবেত হন ও চা পান করেন। তদনন্তর টীন চক্কা নিনাদিত হইলে সকলে চঙ্গ মদ্য পান করিতে পান। এই সময়ে মহাকালের পূজা এবং তাহার পর সাধারণের মঙ্গলকামনায় দেবপূজা হইয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ১০৮টী প্রদীপ জ্বালিয়া তাঁহারা স্কঙ্-বাগ্ পূজা সমাধা করেন। গুরু পদ্মসম্ভবের পূজাই ঞিঙ্-মা সাম্প্রদায়িক মঠের প্রধান অঙ্গ। এখানকার যতিরা দিবসে নয়বার চা ও খাদ্য পান। সান্ধ্যসম্মিলনের পর ঢক্কানিনাদে আর একবার যতিগণ একত্র আহূত হইয়া থাকেন। রাত্রিকালে একত্র হইয়া তাঁহারা অন্ন ও মাংস ভক্ষণ করেন।

গ্রাম্য পুরোহিতগণ সম্পূর্ণরূপে লাসার মহামঠের অনুকরণ করেন। তবে পূজা ও কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে কতকটা পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রাত্রিকালে নিদ্রাভঙ্গের পর ভজনকালে অনেকে হঠযোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন। যাঁহাদের রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই, তাঁহারা প্রাতঃকালে মুখাদি প্রক্ষালনের পর উপরোক্তরূপ আচারানুষ্ঠান করেন। তদনন্তর দেবার্চ্চনা, প্রেতার্চ্চনা ও ভোগ দিয়া তাঁহারা চা মুড়ি প্রভৃতি দ্বারা জলযোগ করেন। বেলা ২টার সময় সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া আহারাদি করিয়া থাকেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় তাঁহারা পুনরায় কুলদেবতা প্রভৃতির পূজা ও স্তবাদি পাঠ করেন। রাত্রি ৯টা হইতে ১০টার মধ্যে তাঁহারা শয়ন করিয়া থাকেন।

তপঃপরায়ণ লামা যোগীদিগের ঐরূপ ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান নাই। তাঁহারা পর্ব্বতগুহার মধ্যে থাকিয়া নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন এবং প্রকৃত সন্ন্যাসীর পালনীয় আচারানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হন। এই যোগাভ্যাস তিন মাস তিন দিন ধরিয়া করিতে হয়। ঐ সময়ে 'মূলযোগ সঙোন গো'র চারিশাখাই তাঁহারা লক্ষবার জপ করেন এবং আশ্রমে ভিক্ষামন্ত্রপাঠকালে লক্ষবার দেবোদ্দেশে নত হইয়া থাকেন। তাঁহারা বজ্রযান-মতাবলম্বী এবং সন্ন্যাসীর হঠযোগসাধনকারী। ইঁহারা সিদ্ধিলাভের আশায় এই কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

পশ্চিম ভোটরাজ্যবাসী অধিকাংশ লামাই বাণিজ্য ও শিল্প লইয়া ব্যাপৃত। তাঁহারা ক্ষেত্রকর্ষণ ও ধান্যাদি বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ করেন, তৎসমুদায়ই মঠের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। অনেকে মঠের লামাদিগের পরিধেয় বাস প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে দর্জ্জি, মুচী ও চিত্রবিদ্যাদি শিক্ষা করিয়াছে। কেহবা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া মঠের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। লামাগণ প্রধানতঃ চাউল, দুগ্ধ, নবনীত, শক্তু, যব ও মাংস খান। মাংসের মধ্যে ছাগ, ভেড়া, ও চমরী গো তাঁহাদের সেবনীয়, মৎস্য এবং কুক্কুটমাংস নিষিদ্ধ। গে-লোঙ্গণ কোনরূপ মাংসই ভক্ষণ করেন না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন। তষিলহুণপোর প্রধান লামা মাংস ভক্ষণ করেন। প্রসিদ্ধ লাসা-মঠের লামাগণ সাধুপ্রকৃতিক, তাঁহারা মদ্যপান করেন না। অন্যান্য স্থানের লামাদিগকে চঙ্গ মদ্য পান করিতে দেখা যায়, লাসা-মঠের লামারা ভূতাদির তৃপ্তির জন্য মদ্য উৎসর্গ করিয়া থাকেন।

লামাধর্ম্মের উৎপত্তি।

কিরূপে ও কোন্ সময়ে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাসহ তন্ত্রমতপ্রসূত এই লামাধর্ম্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহের উপায় নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এখানে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইলেও তিব্বত-জনপদবাসিমাত্রই বর্ব্বরতার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ভোটরাজ স্রোঙ্-ৎস্যান্ গম্পো (৬৩৬-৪১ খৃঃ) স্বীয় ভুজবলে চীন-রাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়া একটী বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। থঙ্গবংশীয় চীনসম্রাট্ থৈৎসুঙ্গ স্বীয় কন্যা বেন্‌ছেঙ্গের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। চীন ইতিহাসে ভোটরাজ স্রোঙ্ ৎসান গম্পো ছিৎসুঙ্গ পুঙ্ সান্ নামে পরিচিত। ৬৪১ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। ইহার দুইবৎসর পূর্ব্বে তিনি নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার কন্যা ভ্রুকুটী দেবীর পাণিপীড়ন করেন। উভয় রাজকন্যাই বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং পত্নীদিগের অনুরোধে রাজাও অচিরে বৌদ্ধধর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া পরে বৌদ্ধরাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তিনি স্বীয় মহিষীদ্বয়ের সাগ্রহ প্রার্থনায় এবং তিব্বত রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার কামনায় বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহে কৃতসংকল্প হন। তাঁহারই উদ্যোগে ভোটরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য আনয়নের ব্যবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারত, নেপাল ও চীন-রাজ্যের নানাস্থানে ভোটরাজদূত গমন করিয়া গ্রন্থাদি সংগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

তাঁহার আদেশে যে দূত ভারতে আসিয়াছিল, তাহার নাম থোন্ মি সম্ভোট। এই ব্যক্তি ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন এবং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে ভোট রাজ্যে ফিরিয়া যান। তিনি ভারতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ লিপিদত্তের এবং পণ্ডিত দেববিৎ সিংহের (সিংহঘোষ) নিকট বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্বদেশ-যাত্রাকালে তিনি বহু শত বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যান। তিনি উত্তর ভারতীয় কুটিল বর্ণমালা মিশ্রিত যে অক্ষরে পুথিগুলি লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই অক্ষরে তিব্বতীয়

ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করেন। কেবল তিব্বতীয় বর্ণমালার স্বরসামঞ্জস্য রক্ষা তিনি সেই অক্ষরমালায় আবশ্যক মত কতকগুলি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহাই পরবর্ত্তিকালে তিব্বতীয় বর্ণমালা বলিয়া পরিচিত হয়।

থোন্মি বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলেও, প্রকৃত ধর্ম্মপ্রচারক বা বৌদ্ধর্যতিরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই; কিন্তু রাজা স্রোঙ্-ৎসন্ গম্পো বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের অবতাররূপে পূজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী চীনরাজদুহিতা বেনছেঙ্গ অবলোকিতের পত্নী তারাদেবীর নামে শ্বেতাঙ্গিনী তারা এবং নেপালরাজকন্যা ভ্রুকুটী তারা দেবী বলিয়া পূজিতা হন। ভ্রুকুটী তারার বর্ণ নীল এবং মূর্ত্তি অতীব ভীষণা। তিনি অহরহঃ স্বীয় সপত্নী বেনছেঙ্গের সহিত কলহ করিতেন বলিয়া তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

আনুমানিক ৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা স্রোঙ্-ৎসন্ গম্পো পরলোক গমন করিলে তৎপৌত্র মঙ্গস্রোঙ মঙ্গ-ৎসন রাজার বৌদ্ধধর্ম্মযাজক মৃথ্রের প্রতিনিধিত্বে রাজ্য শাসন করেন। উহার পরবর্ত্তিকাল হইতে তিব্বতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভূতোপাসক ষামান ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। প্রায় শতাব্দ পরে উক্ত বংশে রাজা থি-স্রোঙ্-দেৎসানের রাজত্বকালে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করে। চীনসম্রাট্ ৎছঙ্গ-ৎসোঙ্গের পালিতা কন্যা ছিন্ ছেঙ্গের গর্ভে এই রাজকুমারের জন্ম হয়। বৌদ্ধধর্ম্মে মাতার আসক্তিবশতঃ পুত্রও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি কুলপুরোহিত ভারতীয় বৌদ্ধযতি শান্তরক্ষিতের পরামর্শ অনুসারে ভারতবর্ষ হইতে গুরু পদ্মসম্ভবকে আনিতে দূত প্রেরণ করেন। পদ্মসম্ভব তৎকালে বিহারস্থ নালন্দা মঠে তান্ত্রিক যোগাচার্য্য শাখায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। প্রবাদ, গুরু পদ্মসম্ভব শান্তরক্ষিতের ভগিনী মন্দারবাকে বিবাহ করেন।

রাজার আহ্বানে উৎফুল্ল হইয়া পদ্মসম্ভব নেপাল রাজ্য মধ্য দিয়া তিব্বতে যাত্রা করেন। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজসকাশে যাত্রা বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পথি মধ্যে তিনি কিরূপ ডাকিনী ও যক্ষিণীগণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহাও রাজসমীপে নিবেদন করিয়া বলেন যে, "তাহারা বুদ্ধের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছে, আর কাহারও অপকার করিবে না। আমিও তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছি যে, তোমরাও আমার আদেশে পূজা ও বলি পাইবে।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতের অর্দ্ধ-সভ্য ও অসভ্য জাতিকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে প্রয়াস পাইয়া যখন বৌদ্ধাচার্য্যগণ দেখিলেন যে, তাহারা কুসংস্কারে এবং পর্ব্বত, বৃক্ষ ও ভূতাদির উপাসনা লইয়া এতই মোহাভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহাদের হৃদয় হইতে এই কুসংস্কাররূপ কুজ্ঝটিকা অপনোদিত করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি ও প্রতীত্য-সমুৎপাদরূপ মহাধর্ম্মবীজ তাহাতে বপন করা নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার, তখন তাঁহারা দেবরূপে পূজ্য সেই সকল ভীষণদৃশ্য অপদেবতাদিগকে প্রকৃত দেবরূপে গণ্য করিয়া "ন দেবাঃ স্বষ্টিনাশকাঃ" বাক্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইলেন। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন, "এই সকল পিশাচ, যক্ষ, ডাকিনী, যোগিনী প্রভৃতি বুদ্ধের মঙ্গলময় করুণায় মন্দকারী শক্তি বিসর্জ্জন করিয়া এক্ষণে জীবের মঙ্গল কামনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা আর জীবের অপকার করিবেন না। বরং যাহাতে জীবসঙ্ঘের মঙ্গল ও মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন; সুতরাং তাঁহারা সাধারণের পূজ্য, তাঁহাদেরও বলি দেওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে যেমন ভারতে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-যুগে সাধারণের চিত্তবৃত্তি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে দশবাহু-শালিনী দুর্গা, লোলরসনা করালবদনা কালী, বিস্ফারিতনেত্র বিরূপাক্ষ, রক্তবর্ণা ভীষণদৃশ্যা শীতলা, করালদংষ্ট্রা বারাহী প্রভৃতি দেব দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল, বৌদ্ধ গুরু পদ্মসম্ভবও তিব্বতে উপনীত হইয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মে বিশ্বস্ত রাখিয়া তাহাদের হৃদয়ে বুদ্ধের প্রাধান্য স্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মবীজ বপন করিয়াছিলেন। এই পৌত্তলিকমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্ম মূলধর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া লামা (ব্লম) বা ব্রহ্মধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। তিব্বতীয় ভাষায় লা-ম শব্দে পরম পুরুষ বুঝায়; বুদ্ধই পরম পুরুষ অর্থাৎ যাঁহার মহীয়সী শক্তি-প্রভাবে অপকর্ম্মা ভূতগণও বশীভূত হইয়া সাধারণের মঙ্গলার্থে প্রণোদিত হইয়াছিল। সেই পরম-পুরুষার্থ ক্রমে শ্রেষ্ঠ মঠাধ্যক্ষ উপাধ্যায় মাত্রে ও বৌদ্ধযতি সাধারণে আরোপিত হইল।

গুরু পদ্মসম্ভবের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ও প্রভাব অবগত হইয়া এবং তিব্বতীয় প্রাচীন ভৌতিক ক্রিয়াকাণ্ড-গুলিতে তাহার সবিশেষ আস্থা দেখিয়া রাজা থি-স্রোঙ্-দেৎসন তৎপ্রবর্ত্তিত লামা বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের পক্ষপাতী হন। তাঁহারই আগ্রহে এবং উৎসাহে ৭৪৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সম-যাস্ নগরে প্রথম বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। উহা মগধের ওদণ্ডপুরীর সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠের অনুকরণে নির্ম্মিত হয়, স্বয়ং পদ্মসম্ভব ঐ মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যতিবর শান্তরক্ষিত প্রতিষ্ঠাকার্য্যে গুরুর যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ মঠেই প্রথমে লামা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং শান্তরক্ষিত তথাকার প্রথম আচার্য্য বা উপাধ্যায় হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষকাল অসীম পরিশ্রমে ধর্ম্মকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে লামাসমাজে আচার্য্য-বোধিসত্ত্বরূপে পূজিত। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য শারিপুত্র, আনন্দ,

নাগার্জ্জুন, গুণাকর, শ্রীগুপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ প্রভৃতির ন্যায় তিনি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের ধারণা।

তিব্বতবাসিগণ এই নবপ্রবর্ত্তিত লামামতকে ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বলিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে প্রকৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ছায়ামাত্র বিদ্যমান আছে। তান্ত্রিক বীরাচারে উহা সম্যক্ রূপে বিপ্লাবিত। নানাদেবতার উপাসনা এবং ভৌতিক ক্রিয়া ও ভোজবিদ্যা সেই প্রাচীন সূক্ষ্মতম ধর্ম্মতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়াছে। এই ধর্ম্ম-বিশ্বাসিগণ "নঙ্‌প" এবং যাহারা এই মতবহির্ভূত তাহারা "প্যি ড়িঙ" নামে কথিত।

উপাধ্যায় শান্তরক্ষিতের পর "পল বঙ্‌স" আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন; প্রকৃত প্রস্তাবে "ব্য খ্যুগ্‌ স্ক্রিগ্‌স্" সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত লামা হইয়াছিলেন। শিক্ষানবিশ শিষ্যগণের মধ্যে লামা সগোর বৈরোচনই সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি লামা-সমাজে বুদ্ধের ভ্রাতা ও সহচর আনন্দের অংশাবতাররূপে সম্মা-নিত। বৈরোচন তিব্বতীয় ভাষায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের অনু-বাদ করিয়াছিলেন।

গুরু পদ্মসম্ভব লামাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রচারপ্রসঙ্গে যে সকল আচারানুষ্ঠান বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তৎসম্প্রদায়ভুক্ত পঁচিশ জন শিষ্য তাঁহার তিরোধানের কএক শতাব্দ পরে তৎপ্রবর্ত্তিত প্রকৃত ধর্ম্মমত ও পদ্ধতি বলিয়া যে সকল গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ তৎকালীন আচারবিমিশ্রিত বলিয়াই বোধ হয়। তবে আদি পদ্ধতি অনুসৃত এবং ভৌতিকবিদ্যাসমাশ্রিত ক্রিঙ্‌-ম-প সম্প্র-দায়ের আচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে সহজে উপলব্ধি হয় যে, পদ্মসম্ভব তাঁহার জন্মভূমি উদ্যান এবং কাশ্মীরে প্রচলিত ঘোর তান্ত্রিক ও ভোজবিদ্যাপ্রসূত মহাযান-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধমতই স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে মন্ত্রমূলক শৈবধর্ম্ম ও ভূতোপাসক বোন্‌-পা ধর্ম্ম মিশ্রিত ছিল।

গুরু পদ্মসম্ভবের যে পঞ্চবিংশতি শিষ্য ছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভৌতিক ও ভোজবিদ্যায় পারদর্শী। তাঁহারা মন্ত্রবলে ভূতগণকে বশীভূত করিয়া তিব্বত ভূমে তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিব্বতবাসী বৌদ্ধগণ পদ্মসম্ভবের অসামান্য তিরোধান ও তাঁহার ভোজবিদ্যাপ্রভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয় বুদ্ধরূপে পূজা করিয়া আসিতেছেন। এখনও প্রাচীন লামাসম্প্রদায়দিগের মঠে তাঁহার আট প্রকার মূর্ত্তির উপাসনা হইয়া থাকে। তিব্বতবাসীর বিশ্বাস, গুরু পদ্মসম্ভব সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

রাজা থি-স্রোঙ্‌-দেৎসন্ ও তাঁহার দুই জন বংশধরের প্রগাঢ় উৎসাহে তিব্বতে লামাধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বোন্‌-পা ধর্ম্মাশ্রিত তিব্বতবাসী আচরিত প্রথার সামঞ্জস্যসাধক এই নবীন মতের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইয়া বরং রাজার ভয়ে তাহার পোষকতাই করিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়া-ছিল যে, এই মতে দ্বিধা ভাবিবার কোন কারণ নাই, অধিকন্তু ইহাতে নূতন শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। তাই শক্ত্যাত্মক নবধর্ম্মে তিব্বতবাসী অনুরক্ত হওয়ায় লামাধর্ম্ম শীঘ্রই পুষ্টি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু শিক্ষাবলে তিব্বতবাসী যতই মানসিক উন্নতি সাধন করিতে লাগিল, ততই তাহারা লামাধর্ম্ম-সংস্কারের আবশ্যকতা অনুভব করিল। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপদ্ধতিরও সংস্কার হইয়াছিল; এই কারণে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের তিনটী যুগ নিরূপণ করা যায়। ১ম আদি যুগ অর্থাৎ রাজা থি-স্রোঙ দেৎসনের রাজ্যকালে লামাধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে বৌদ্ধদিগের তাড়না পর্য্যন্ত। ২য় মধ্যযুগ বা লামাধর্ম্মের সংস্কার কাল পর্য্যন্ত এবং ৩য় বর্ত্তমান লামা ধর্ম্ম বা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে ধর্ম্মাচার্য্য দলই-লামার প্রাধান্য ও রাজত্ববিস্তার কাল।

৮২২ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ লাসানগরীর লাটস্তম্ভের অনুশাসনপাঠে জানা যায় যে, তিব্বত ও চীনবাসিগণ তিনটী পরম পুরুষ এবং পবিত্রচেতা সাধুগণ সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ ও তারাগণের উপাসনা করিতেন। উহাই প্রকৃতপক্ষে তথাকার আদি-লামাযুগের নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যায়।

৭৮৬ খৃষ্টাব্দে থি স্রোঙ্‌ দেৎসনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুথিৎ-সান পো রাজা হন। ইনি রাজ্যাধিকারের পর বিষপ্রয়োগে নিহত হইলে তদীয় ভ্রাতা সদ্‌ন লেগ্‌স্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারার্থ কমলশিলাকে তিব্বতে আনয়ন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র রালপছন ৮১৬ খৃষ্টাব্দে (মতান্তরে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দের শেষভাগে) সিংহাসনে আরূঢ় হন। তাঁহার রাজ্যকালে নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু ও আর্য্যদেবের প্রসিদ্ধ টীকা ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ভোটভাষায় অনূদিত হয়। এতদ্ভিন্ন তিনি ভারতবাসী কএকজন বৌদ্ধযতিকে ধর্ম্মগ্রন্থসমূহের অনুবাদকার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে স্থবিরমতির শিষ্য জিনমিত্র, শীলেন্দ্রবোধি, সুরেন্দ্রবোধি, প্রজ্ঞাবর্ম্মন্, দানশীল এবং বোধিমিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজা রালপচ্ছনের বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্‌-দর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী হইয়া পড়েন এবং ৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন হস্তগত করেন। তিনি রাজপদারূঢ় হইয়া লামাদিগের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে থাকেন; এমন কি, তিনি মন্দির ও মঠ ধ্বংস করিয়া লামাসন্ন্যাসীদিগকে জীবহিংসাকারী কসাইর কার্য্য

করিতে বাধ্য করাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার আদেশে অনেক বৌদ্ধগ্রন্থ ভস্মসাৎ হইয়াছিল।

সুখের বিষয়, তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মে বিদ্বেষ বহুকালস্থায়ী হয় নাই। তাঁহার রাজ্যকাল তৃতীয়বর্ষ অতিক্রম করিতে না করিতে লালুঙ-বাসী লামা পাল-দোর্জে মুখোস প্রভৃতি ভয়াবহ বেশভূষা পরিধান করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন। লামা পাল দোর্জে বাউলের ন্যায় কিম্ভূত কিমাকার বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া রাজপ্রাসাদের সমক্ষে আসিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। রাজা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিলে তিনি তাঁহাকে বাণবিদ্ধ করেন। পরে রাজসৈন্য তাঁহাকে ধৃতকরণ মানসে পশ্চাদ্ধাবিত হইলে তিনি একটী কৃষ্ণবর্ণরঞ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী সন্তরণপূর্ব্বক পলাইয়া যান। জলমগ্ন হওয়ায় অশ্বের কৃত্রিম গাত্রবর্ণ বিধৌত হইয়া মূলবর্ণ বাহির হয় এবং তিনি তাঁহার ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া নূতন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া অপর পারে উঠেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসী তাঁহাকে অপর ব্যক্তি মনে করিয়া অথবা দৈবশক্তিসম্পন্ন জানিয়া আর তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করে নাই। তীরের আঘাতে রাজা পঞ্চত্ব পাইবার কালে বলিয়াছিলেন যে, "বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাদনরূপ পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে তিন বৎসর অগ্রে কেন আমাকে নিহত করা হয় নাই।" রাজা লঙ্‌ দর্ম্মের মৃত্যুকালীন এই বাক্যে বৌদ্ধধর্ম্মে তাহার বিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার বালক পুত্র আর লামাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং লামাগণ ধীরে ধীরে আপনাদের নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১১শতাব্দের প্রারম্ভে ভারতের নানাস্থানে বিশেষতঃ কাশ্মীর হইতে কএকজন বৌদ্ধযতি তিব্বতপরিদর্শনে আগমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্মৃতি, ধর্ম্মপাল, সিদ্ধপাল, গুণপাল, প্রজ্ঞাপাল এবং প্রজ্ঞাপারমিতার অনুবাদক সুভূতি, শ্রীশান্তি প্রভৃতি যতিগণের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহার পর ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামাধর্ম্মসংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধযতি অতীশ তিব্বতে পদার্পণ করেন। তিনি লামাগণের নিকট "জো-বো-র্জে-দ্‌পাল-ল্‌দন্ অতীশ" নামে পরিচিত ও দেবতার ন্যায় সম্মানিত।*

অতীশের প্রধান শিষ্য ড্রোম্-টোন্ সংস্কৃত কদম-সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্ত হইয়াছিলেন। উহাই সার্দ্ধ ত্রিশতাব্দের পরে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ গে-লুগ-প সম্প্রদায়ে পর্য্যবসিত হইয়া তন্নামেই প্রতিষ্ঠিত হয়। অতীশের প্রবর্ত্তিত বাদম-প সম্প্রদায়ের অনুকরণে অর্দ্ধ সংস্কৃত কর-গ্যু-প এবং শক্য-প সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে লামাধর্ম্ম তিব্বতে দৃঢ়মূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেও শক্য প্রভৃতি স্থানে তাহার প্রতিযোগী সম্প্রদায়সমূহ উদ্ভূত হয় এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে পারমার্থিক মণ্ডল স্থাপন করিয়া আপনাদের পৌরোহিত্য শক্তি বিস্তার করিতে থাকে। ধর্ম্মযাজকগণের শক্তিবৃদ্ধিসহকারে স্থানীয় সর্দ্দারগণের শক্তি হ্রাস হইতে থাকে। সেই সুযোগে চীন ও মোঙ্গলজাতি তিব্বতের নানা স্থানে আসিয়া প্রতিপত্তি বিস্তার করে।

খৃষ্টীয় ১২০৬ অব্দে থাকনমোগল বংশধর জেন্‌ঘিজ্ (জেঙ্গিস্) খাঁ তিব্বত অধিকার করেন। তাঁহার বংশধর প্রসিদ্ধ চীন-সম্রাট্ খুবিলই (কুব্‌লাই) খাঁ বর্ব্বর অশিক্ষিত ও অসভ্য-প্রধান চীন ও মোঙ্গলীয় রাজ্যে একটী সদ্‌ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশে প্রসিদ্ধ শাক্যের শ্রেষ্ঠ লামাকে (শাক্য পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত) স্বীয় রাজসভায় আহ্বানপূর্ব্বক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তদবধি উহা একটী নূতন শক্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজধর্ম্মরূপে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে।

খুবিলাই খাঁ স্বীয় ধর্ম্মোপদেষ্টা শাক্যপণ্ডিতকে লামাধর্ম্ম-

---

* ভারতে তিনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। ভোট-ইতিবৃত্তমতে বাঙ্গালার গোড়রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমপুরের রাজবংশে ৯৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ওদন্তপুরিবিহারে আসিয়া বৌদ্ধযতি-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণদ্বীপ বা সুধর্ম্ম-নগরের বৌদ্ধাচার্য্য সুপরিচিত চন্দ্রকীর্ত্তি, মহাবোধিবিহারের উপাধ্যায় মতিবিতর এবং মহাসিজ্জি নারোর নিকট তিনি মহাযানমত ও মহাসিদ্ধি অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিব্বতযাত্রাকালে তিনি মগধের বিক্রমশিলা সঙ্ঘারামের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকেন। রাজা মহীপালের পুত্র নয়পাল তাঁহার সমসাময়িক।

১০৩৮ খৃষ্টাব্দে লামা নগ-ৎভোর সহিত যখন তিনি নারি খোর্স্থম পথে তিব্বতে আইসেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্টি বৎসর। তিনি এখানে আসিয়া লামা-ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হন। ১০৫২ খৃষ্টাব্দে লামানগরীর নিকটবর্ত্তী সৃক্রেঠাঙ্ সঙ্ঘারামে তাঁহার দেহাবসান হয়। লামামতের সংস্কারকার্য্যে লিপ্ত হইয়া তিনি স্বমতপ্রতিপাদক কয়খানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল:—বোধিপথপ্রদীপ, চর্য্যাসংগ্রহপ্রদীপ, সত্যদ্বয়াবতার, মধ্যমোপদেশ, সংগ্রহ-গর্ভ, হৃদয়নিশ্চিত, বোধিসত্ত্বমণ্যাবলী, বোধিসত্ত্ব-কর্ম্মাদিমার্গাবতার, শরণাগতোপদেশ, মহাযানপথসাধনবর্ণসংগ্রহ, মহাযান-পথসাধনসংগ্রহ, সূত্রার্থসমুচ্চয়োপদেশ, দশকুশলকর্ম্মোপদেশ, কর্ম্মবিভঙ্গ, সমাধিসম্ভরপরিবর্ত্ত, লোকোত্তর সপ্তকবিধি, গুরুক্রিয়াক্রম, চিত্তোৎপাদ-সম্বরবিধিকর্ম্ম, শিক্ষাসমুচ্চয়-অভিসময় (সুবর্ণদ্বীপাধিপতি রাজা ধর্ম্মপাল, দীপঙ্কর ও কমলকে যে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সারমর্ম্ম) ও বিমলরত্নালোক। তিব্বতযাত্রাকালে দীপঙ্কর অতীশ শেষগ্রন্থ মগধরাজ নয়-পালকে লিখিয়া পাঠান। তিব্বতে ইনি বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর অবতার বলিয়া পূজিত।

মণ্ডলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে চীন-রাজপৌরোহিত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিব্বতরাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেন। তদনন্তর ১২৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই যত্নে উক্ত পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র মতিধ্বজ (ভোটনাম লোদোই গ্যাল্-ৎষন্) ফাগ্‌স্-প উপাধি সহ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি রাজানুগ্রহে রোমক পোপের স্থায় শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন।

সম্রাট্ খুবিলাই খাঁ লামাধর্ম্মের উন্নতিসাধনার্থ বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে মোঙ্গলীয়ার নানাস্থানে এবং পেকিন্ নগরে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ একটীমাত্র সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে শাক্য-পণ্ডিত মতিধ্বজ পণ্ডিত-মণ্ডলে সমাবৃত হইয়া লামাধর্ম্মের প্রসিদ্ধ কর-গ্যুর গ্রন্থ মোঙ্গলীয় ভাষায় অনুবাদ করেন।

পরবর্ত্তী মোগলসম্রাট্‌গণের অধীনে শাক্য-পুরোহিতগণের রাজকীয় প্রাধান্য ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী লামাসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৩২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দিকুঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কর-গ্যু-প সঙ্ঘারাম ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মিঙ্গরাজবংশ চীনসাম্রাজ্য-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। উক্ত বংশীয় সম্রাট্‌গণ শাক্য-পণ্ডিতদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার উদ্দেশে কর-গ্যু-প দিকুঙ্গ ও ক-দম-প-ৎষল সঙ্ঘারামের আচার্য্যত্রয়কে তদনুরূপ শ্রেষ্ঠ পৌরোহিত্য শক্তি দান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রারম্ভে লামা ৎসোঙ-খ-প অতীশ-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত-লামাধর্ম্মের পুনঃসংস্কার সাধন করিয়া উহাকে গেলুগ-প নামে পরিচিত করেন। এই সম্প্রদায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া তিব্বতে প্রচলিত অন্যান্য সম্প্রদায়কে হীনতেজ করে এবং পাঁচ পুরুষের মধ্যে এই সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মযাজক তিব্বতের পুরোহিতরাজ বলিয়া বিখ্যাত হন। উক্ত সাম্প্রদায়িক প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য আজিও সেই সম্মানে ভূষিত আছেন।

লামা ৎসোঙ-খ-প'র ভ্রাতুষ্পুত্র গেদেন-ডুব্ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য (Grand Lama) হন। তিনি সাধারণের নিকট অবতাররূপে গৃহীত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার পঞ্চম পুরুষ অধস্তন শ্রেষ্ঠ লামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতের বিমলজ্যোতি প্রাপ্ত বলিয়া বিঘোষিত হয়েন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে মোগলরাজ গুসৃরি খাঁ তিব্বত জয় করিয়া পঞ্চম লামাচার্য্য ঙগ্-বঙ্-লো-জঙ্গকে দান করেন। তদবধি গে-লুগ-প সম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ রাজশক্তিতে ভূষিত হন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাট্ তাঁহাকে তিব্বতের অধিরাজ বলিয়া স্বীকার-পূর্ব্বক মোঙ্গলীয় 'দলই' (সমুদ্র) উপাধি দান করেন; তদবধি য়ুরোপীয় পরিব্রাজকগণের নিকট তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ দলই-লামা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিব্বতীয় সমাজে তিনি গল্-ব-রিণ-পোছে নামে অভিহিত।

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লাসানগরের সন্নিকটে শৈলোপরি সুপ্রসিদ্ধ পোতল প্রাসাদ-মন্দির স্থাপন করেন। তিব্বতের অপরাপর লামা সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহাকে ও তদ্বংশধর-দিগকে অবলোকিতের অবতার বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু রাজশক্তিপ্রাপ্ত লামা ঙগ-বঙ শেষজীবন শান্তিতে অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। প্রভুত্বস্থাপনে উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা এবং মাঞ্চুজাতির বিদ্রোহে প্রপীড়িত হইয়া তিনি লীলাবসান করেন। ষষ্ঠলামা চীনসম্রাটের আদেশে নিহত হন। তদনন্তর তিনি স্বহস্তে তিব্বতের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র রাজ্যে ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতির সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তথাকার মোহন্ত-নিয়োগের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু গে-লুগ্-প সম্প্রদায় পঞ্চম লামার প্রণোদিত প্রথায় দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। এ সময়ে কএকজন মাত্র চীনরাজকর্ম্মচারী তিব্বতে উপস্থিত থাকিলেও এই সাম্প্রদায়ের লামাচার্য্যগণ প্রকৃত পক্ষে রাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লামাগণ তাঁহাকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতেন।

এই লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ তিব্বত অতিক্রম করিয়া দূরদেশে বিস্তৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা পশ্চিমে য়ুরোপীয় ককেসস্ হইতে পূর্ব্বে কামস্ছাট্‌কা এবং উত্তরে বুরিয়াৎ সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে সিকিম ও য়ুন্-নান্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সুবিস্তৃত ভূভাগে লামাধর্ম্ম বিস্তৃত হইলেও, তথাকার অধিবাসিসংখ্যা নিতান্তই কম; কিন্তু সকলেই লামাকে রাজা ও ধর্ম্মগুরু বলিয়া মান্য করে।

সমগ্র তিব্বতরাজ্যের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে লামাধর্ম্মোপাসক, পূর্ব্ব-ভোটবাসিগণ বোন্ ধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশ উভয়ধর্ম্মই মান্য করে। বোন্ ধর্ম্মাচারিগণ লামাধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিতে বিরত হন না।

য়ুরোপে কালমাক্ তাতার জাতির বাসভূমি ভল্‌গা নদীতীর পর্য্যন্ত লামাধর্ম্মের শেষ সীমা। তোরগোৎ জাতির পলায়নের পরেও য়ুরোপের রুষরাজ্যে ডন ও ধৈক নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ২০ হাজার ঘর কালমাক্ তাতারের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় লক্ষ লোক লামাধর্ম্মে বিশ্বস্ত রহিয়াছে। উক্ত পলায়নের পর হইতে তাহারা আর দেবরূপী পুরোহিত লামাকে শ্রেষ্ঠ-লামা বলিয়া সম্মান বা তাঁহার আদেশ পালন

করে না এবং কখনও কোন উপঢৌকনাদি পাঠায় না; তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত আছে।* আজিও তিনি গোপনে তাহাদের ধর্ম্মরক্ষার ব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি ভল্গাতীরে তাঁহার ধর্ম্মশক্তি বিস্তারিত হইতেছে। কালমাক্গণের শ্রেষ্ঠ-পুরোহিত আজিও লামা নামে পূজিত। দলই লামাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিলেও রুষগবর্মেণ্টের নির্ব্বাচিত এক প্রধান লামার উপদেশানুসারে তাহারা আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে।

ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে সুদূর ভল্গা-তীর পর্য্যন্ত দলই লামার অধিকার বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নিকট দায়িত্বগ্রস্ত অনেক বৌদ্ধ-পুরোহিত বৎসর বৎসর তাঁহাকে লাসা-নগরীতে রাজকর পাঠাইতেন। ঐ সকল লামা-পুরোহিত এক্ষণে স্কাবিনার নামে পরিচিত। তোরগোৎদিগের পলায়নের পর হইতে আর স্কাবিনারগণ ঐ কর পাঠান না। অবশিষ্ট উল্লুসের (Ulluse) স্কাবিনারগণ এখন বিভিন্ন চুরুল্লে বিভক্ত। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কালমাক্জাতির জনসংখ্যার দশমাংশ পুরোহিতপ্রধান হওয়ায় এবং তাহারা স্বজাতি-সমাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের অর্থে প্রতিপালিত হইত বলিয়া রুষগবর্মেণ্ট ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান-লামা জম্বোনম্কের সাহায্যে উক্ত অযৌক্তিক প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। পূর্ব্বে দুষ্ট ও অলস লোকে অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া এই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের আশ্রয় লইত এবং ধর্ম্মপ্রাণ নিরীহ বৌদ্ধ কালমাক্-দিগের নিকট হইতে ধর্ম্মের ভান করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। রুষ-গবর্মেণ্ট সহস্র সহস্র অকর্ম্মণ্য পুরোহিতকে সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রুষসাম্রাজ্যের আদমসুমারি হইতে জানা যায় যে, তথায় ৮২ হাজার কির্কিজ্, ১১৯৮৬২ কালমাক্ ও ১৯০০০০ বুরিয়াৎ লামাধর্ম্মসেবী বিদ্যমান আছে। অপরাপর স্থানের লামা ও লামাচারী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের তালিকা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

নেপালে গোর্খাজাতির প্রাদুর্ভাবে শৈবহিন্দুধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তাহারা অনেকাংশে বৌদ্ধদ্বেষী হইলেও, অধিকাংশ নেপালীবৌদ্ধই লামামতাবলম্বী। বর্ত্তমান ভোটান (ভোটান্ত) জনপদে লামাধর্ম্ম পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত। তথাকার তাসিসূদন জেলায় ৫শত, পুণাথায় ৫শত, পারোজেলায় ৩শত, তোঙ্গসোরে ৩শত, টাগ্নায় ২॥০শত, ও বন্দীপুরে (অন্দিপুর) ২শত লামা-পুরোহিত আছে। এ ছাড়া স্থানে স্থানে পর্ব্বতগুহা মধ্যে অসংখ্য লামাসন্ন্যাসী এবং মঠে বৌদ্ধভিক্ষুণী দেখা যায়। মঠবাসী ভিন্ন প্রায় ৩ হাজার লামা-পুরোহিত রাজকর্ম্মে ও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন।

সিকিমে লামামতই রাজধর্ম্ম। তথাকার লামা ও সাধারণ লোকের বিশ্বাস, ধর্ম্মাত্মা পদ্মসম্ভব (গুরু রিম্-বো-ছে) লামামত-স্থাপনার্থ তিব্বতে গমনকালে এই জনপদ দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের লামাপরিব্রাজক ল্হা-ৎসুন-ছেম্বো তিব্বত হইতে সিকিমে আগমন করেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে, তৎকালে তদ্দেশবাসীরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, সম্ভবতঃ তাঁহার আগমনের পর সিকিমবাসী লামাধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। তিনি এখানে পরিত্রাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মারূপে পূজিত হইয়া থাকেন।*

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে ল্হা-ৎসুন ছেম্বোর মৃত্যুর পর হইতে সিকিমে লামাধর্ম্ম ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতে থাকে এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধযতি ও সঙ্ঘারামে সিকিমরাজ্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; সুতরাং সিকিমবাসীর সভ্যতা ও সাহিত্যে এবং লেপ্ছা জাতির বর্ণমালার উৎপত্তিকাল লামাধর্ম্মের সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণনা করা যায়। সিকিমে ঞিঙ-ম-প ও কর-গ্যু-প (কর-ম-প) সম্প্রদায়ের প্রভাবই অধিক। তথায় দুক্-প সম্প্রদায়ের কোন মঠ দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, তিব্বতে লামাধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কতকগুলি সাম্প্রদায়িক বিভাগ গঠিত হয়। ভারতীয় মহাযান ও তান্ত্রিক বৌদ্ধমত এবং ভোট-জনপদস্থ প্রাচীন বোন্ ধর্ম্ম একত্র করিয়া তথাকার লামামতের উৎপত্তি ঘটে। ৭৪৭খৃষ্টাব্দে ওগ্যেন বা উদ্যানবাসী গুরু পদ্মসম্ভবের চেষ্টায় পরিবর্দ্ধিত হইলেও তাহা সেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজা লঙ-দর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদকামনায় বৌদ্ধ-দিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিব্বতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মত ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে। তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে মহাত্মা অতীশের শুভাগমন পর্য্যন্ত লামাধর্ম্ম আর কোনরূপ পুষ্টি প্রাপ্ত হয় নাই। ১০৫০ খৃষ্টাব্দে অতীশ ও তাহার শিষ্য ব্রোম্তোঙ্ কদম-প সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া আদি লামাধর্ম্মের সংস্কারক বলিয়া পূজিত হন। এই শাখামতাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ লামা ৎসোন-খ-প ১৪০৭খৃষ্টাব্দে গ্নাঃল-

* ল্হা-ৎসুন ছেম্বো দক্ষিণপূর্ব্ব তিব্বত ভূভাগের কোঙ্গবু জেলার ৎসঙ্গ্পো (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকায় ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তথা হইতে সিকিম আসিবার সময় পথিমধ্যবর্ত্তী নানা বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়া ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে লাসানগরে সমুপস্থিত হন। এখানে প্রথম দলই-লামা ঙগ্-বঙের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ভারতীয় বৌদ্ধাচার্য্য মহাত্মা ভীমমিত্রের অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠাতা ঞিক্মি-প-বো তাঁহারই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দন সজ্ঘারাম স্থাপন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে উঁহাই তিব্বতের পারমার্থিক-মণ্ডলরূপে পরিগণিত হইয়া সংস্কৃত গেলুগপ (কদম-প শাখান্তর্ভুক্ত) সম্প্রদায় নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পারমার্থিক মণ্ডলেশ্বর বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক মত ও আপনার প্রভাব সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

১০৬২ খৃষ্টাব্দে ঞিঙ্‌-ম শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা ১৩শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত নানারূপে সংস্কৃত হইয়া পরিশেষে ঞিঙ্‌-ম-প সম্প্রদায়রূপে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের শাখাস্বরূপে যথাক্রমে ওর্গ্যেন-প, দোর্জ্জে-তক্‌-প, মিন্দোলিন্‌-প, ঙ-দক্‌-প, কর্তোক্‌-প ও, ল্‌হা-ৎসুন-প প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সম্প্রদায় ঞিঙ্‌-ম-প বা প্রাচীন অসংস্কৃত লামা মতসম্বন্ধীয় শাখা বলিয়া কথিত।

১০৭২ খৃষ্টাব্দে শাক্য মোন্ যে শাখা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা শাক্য-প শাখা নামে সমভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহা হইতে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দের মধ্যভাগে জোনঙ-প শাখার উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে তারনাথ জোনঙ-প শাখার মতপ্রাধান্য স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে শাক্যপ শাখা হইতে নোর-প নামে আর একটী শাখা গঠিত হয়, কিন্তু তাহা প্রাধান্যলাভ করে নাই।

খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের শেষভাগে মর্‌-প ও মিল-রস্‌-প কর-গ্যু-প শাখার পত্তন করিয়া যান। লামা দ্বগ্‌-পো-ল্‌হর্জে উক্ত সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণে উহার প্রবর্ত্তকরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। অনুমান ১১৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কর-গ্যু-প সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ ও সংস্কৃতভাবে দিকুন্‌-প, কর্ম্মপ এবং প্রাচীন বা উত্তর দ্রুক্‌-প (১১৬০ খৃঃ) শাখার উৎপত্তি হয়। পরিশেষে ১২১০ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্রুক্‌-প সম্প্রদায় হইতে সংস্কৃতভাবে মধ্য ও দক্ষিণ ভোটান্তের দ্রুক্‌-প এবং পুনরায় ১২২০ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভোটান্ত দ্রুক্‌-প হইতে আধুনিক বা দক্ষিণ দ্রুক্‌-প শাখার উদ্ভব হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে দিকুন্‌-প শাখা হইতে তলুন-প নামে আর একটী স্বতন্ত্র শাখার উৎপত্তি হয়। কর্‌গ্যু-প ও শাক্যপ সম্প্রদায়াশ্রিত শাখাগুলি অর্দ্ধসংস্কৃত-লামামত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন লামা গুরু পদ্মসম্ভবের গুহায় লুক্কায়িত প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের দোহাই দিয়া যে সকল শাখা মত প্রচার করিতে চেষ্টা পাইতেছেন, তৎসমুদয় "তের-ম" বা গুরুর অভিব্যক্ত সাম্প্রদায়িক মত ঞিঙ-ম-প সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে শামানী বোন্‌-প ও ভূতাদির উপাসনার সহিত বিশুদ্ধ লামা মতের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি পরস্পর পৃথক্। তাহাদের পরিচ্ছদ ও শিরস্ত্রাণ অনেকটা বিভিন্ন। নিম্নচিত্রে তাহা বিবৃত হইল।

মোঙ্গললামা শে-রাব। কর্‌-গ্যু লামা। শক্যলামা।
লামা উগ্যেন্‌-গ্য ৎসো। ঞিঙ্‌-মা লামাদ্বয়। কর্ম্মলামা।

উপরোক্ত সম্প্রদায়সমষ্টির বিস্তার ও প্রতিষ্ঠাসহকারে লামাধর্ম্মরাজ্যে অসংখ্য মঠ ও সজ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ সকল বিভিন্ন শাখা-সম্প্রদায় ও তদন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মঠাদির বিবরণ এবং তত্তন্মতপ্রতিষ্ঠাতৃদিগের জীবনেতিবৃত্ত সঙ্কলন বাহুল্যবোধে লিপি-

বদ্ধ হইল না। সাংসারিক প্রলোভন হইতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করাই বৌদ্ধযতিদিগের প্রধান কর্ম্ম, কেন না তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন; এই কারণে তাঁহারা নির্জ্জন ও প্রলোভনশূন্য বিজন প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। ঐ সকল বাসভূমিই বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারাম বা মঠ নামে খ্যাত। লামাধর্ম্মবিস্তারকল্পে তিব্বত রাজ্যে এবং তৎপার্শ্বস্থ চীন, মোঙ্গলীয়, রুষ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে নানা সঙ্ঘারাম ও মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ সকল স্থান ভোট-ভাষায় গোন্-প (নির্জ্জন স্থান) নামে পরিচিত। নিম্নে কএকটী বিভিন্ন দেশীয় প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের নামমাত্র উদ্ধৃত হইল,—

তিব্বত—তষিলহুণপো, শাস্ক্য, মিন্দোলিঙ, হীমিস্ (লাদক্), সঙ-ঙ ছো-লিঙ্, পদ্ম-যঙ-ৎসে (পেমিওঙ্গছি), ত-ক-তষি দিঙ, ফো-দঙ, ল-ব্রঙ, দোর্জ্জেলিঙ্ (দার্জ্জিলিং), দেঠাঙ, রি-গোন্, তু-লুঙ্, এন্-চে, ডুব্-দে, ফেনজঙ, কচো-পল-রি, মণি, সে-নোন্, যঙ গঙ, লহুন্-ৎসে, নম-ৎসে, ৎসুন-ঠাঙ, রব্-লিঙ, লুব্-লিঙ দে-ক্যি-লিঙ। এইগুলি স্থানের নামানুসারে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন সম-যাস্, গাংলদন, দে-পুঙ্গ, সের্-র, নম্-গ্যাল-ছোই-দে, রমো-ছে ও কর্ম্মক্য, দেযেরিপ-গয়, জন-লছে, ছমনমরিন্ (১২২২০ ফুট উচ্চে), দোর্ক্য-লুগু-দোঙ, শাক্য বা শস্ক্য, র-দেঙ্গ, তিঙ্গ-গে, ফুন্-ৎষোগ্স্গ্লিঙ, সম-দিঙ্ (১৪৫১২ ফিট্ উচ্চ), দি-কুঙ্গ (ব্রি-গুঙ,) ম্মিন্-গ্রোল্ গ্লিঙ (মিন্দোল্লিঙ্গ), দোর্জ্জে-দগ্, দপল্-রি, যালু, গুরু ছো-বঙ্, সঙ্গ্-কর-গু-থোক্, কছুছ, গ্যান্-ৎসি, দের্জ্জ, ছাবমদো, কার্থোক, রিছচে দোর্জ্জে-যু, মর-পুঙ লেক্-পুঙ, মেনদেলদেম্, ফু-প-রোন্, কোন্-দেম, ভো-লুন্, ছমনক, ক্যোন্-স, নর্তোন্, রিণ-ছেন-স্নুন, ৎসেনচুক্, গ্যপুন্, গিলিন্ ও দেমু প্রভৃতি প্রধান প্রধান কএকটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে। সমগ্র তিব্বতের মঠাশ্রম বা সঙ্ঘারাম লইয়া গণনা করিলে প্রায় ৩ হাজার হইবে। এই সকল প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের পার্শ্বে পবিত্র ছোর্তেন (চৈত্য বা স্তূপ) এবং মেনদোঙ (স্মৃতিস্তম্ভ) বিদ্যমান দেখা যায়।

চীন—য়ুন-হো-কুঙ্গ বা প্রসিদ্ধ পেকিন-সঙ্ঘারাম, বু-তৈ-যান, কুম্বুম (এখানে এক শ্বেতচন্দন বৃক্ষ আছে। প্রবাদ ঐ বৃক্ষ ৎসোঙ্-খ'পার জন্মকালীন নিঃস্রাবিত রক্তে উৎপন্ন হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক পত্রই বিচিত্র চিত্রসম্বলিত। উহাতে নরসিংহ তথাগতের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ হুক্ ঐ পত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন যে, উহার পত্রে তিব্বতীয় বর্ণমালা বিন্যস্ত রহিয়াছে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপার উপেক্ষার বিষয় নহে।) এবং জো-বো-খ ঙ নামক সুবৃহৎ মন্দির।

মোঙ্গলীয়া—উর্গা-কুরেন্ ও তারানাথমন্দির—এখানে ৩০ হাজার বৌদ্ধযতি এবং কুকু-খোতুন বিভাগের ৫টীর সঙ্ঘারামে প্রায় ২০ হাজার লামার বাস আছে।

সাইবেরিয়া—বৈকাল হ্রদের নিকটবর্ত্তী সেলিংজিনস্কের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটী সঙ্ঘারাম। এখানকার মঠাচার্য্য বুরিয়াৎদিগের মধ্যে খান্পো পণ্ডিত নামে পরিচিত।

য়ুরোপ—ভলগা নদীতীরবর্ত্তী কালমাক্ তাতারদিগের মঠ 'ছুরুল্ল' নামে কথিত। উহা সাধারণতঃ তাঁবুতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঐ সকল তাম্বু প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত:—যে স্থানে পুরোহিতগণ বাস করেন, তাহার ছুরুল্লুন্-ওএর্গো এবং যেখানে দেবমূর্ত্তি ও ধর্ম্মসংক্রান্ত চিত্রাবলী সজ্জিত থাকে, তাহা শিতানী বা বুর্চ্চানুন্-ওএর্গো নামে প্রসিদ্ধ। এক একটী ছুরুল্ল মধ্যে শতাধিক পুরোহিত থাকিতে দেখা যায়।

লদাক্ বা ছোট তিব্বত—হেমি বা হীমিস, লম-য়ুর-রু, মথো-গ্লিঙ (তুর্কিস্থানের মানচিত্রে থোৎলিঙ্গমঠ), থেগ্-ছোস, কোর্ দজোগ্স, বম্ লে, মযো, স্পিথুগ; শের-গল, ক্যি-লঙ, গু-গে, কমুম ডুব্-লিঙ, পোয়ি ও পঙাগি।

নেপাল—এখানকার নিম্ন উপত্যকায় কোন সঙ্ঘারাম দৃষ্ট হয় না। উত্তরদিগবর্ত্তী অধিত্যকাবিভাগে আছে কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। এখানকার বৌদ্ধতীর্থ-সমূহে কতকগুলি লামার বাস আছে।

ভোটান—তাষি-ছো-দসোঙ্গ, পুণ-থাঙ, উ-র্গ্যান-র্ৎসে, বাক্‌রো, বাহ্, র্তমছোগ-র্গন, ক্র-হ-লি, সম-ঝিন্, খা-ছাগ্স-র্গন-খা, ছাল্-ফুগ্, কালিমপোঙ্গ, পেছোঙ্গ প্রভৃতি। ভোটানের মহালামা ধর্ম্মরাজ ও দেবরাজ তাষিছোদসঙ্ঘ সঙ্ঘারামে বাস করেন।

সিকিম—সঙ্গছেলিঙ, ডুব্-দি, পেমিওঙ্গছি, গণ্টোক, তষিদিঙ্গ, সেনন্, রিন্‌চিন্‌পোঙ্গ, রলোঙ্গ, মলি, রম-থেক্, ফদুঙ্গ (ফোব্রঙ), ছে'উঙ্গটোঙ্গ, ফেটস্নপেরি, লছুঙ্গ্, তলুঙ্গ (দে'-লুঙ), এন্‌ট্‌ছি, ফেনস্নঙ্গ, কর্তোক, দলিঙ্গ (দে'ম্লিঙ্), যনগঙ্গ (গ্যঙ-স্গঙ) লব্রঙ, লছুঙ্গ, লহুন্-র্ৎসে, সিনিক্ (জিমিগ্), রিঙ্গিম (ধ্বদগোন্), লিঙ-থেম, র্ৎসগ্-নেস, লছেন, লিঙ্কোদ্, ফতুঙ্গ (কগ্স্র্গ্যাল), নোব্রিঙ্গ (ম্নুব্-গ্লিঙ্), নমছি (র্নম্‌ৎসে), পবিয়া স্পে বিওগ্), সঙ লতাম্।

এই সকল সঙ্ঘারামবাসী বৌদ্ধযতিগণ তিব্বতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া আপন আপন সাম্প্রদায়িক মত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্য অনুসারে উঁহাদের লাল ও হরিদ্রাবর্ণ উষ্ণীষ দেখা যায়। সিকিমে যতগুলি মঠ

আছে, তাহার অধিকাংশই ঞিঙ্-ম সম্প্রদায়ভুক্ত। কেবল নমছি, তাষিদিঙ্গ, সিনোন ও থঙ মোছে সঙ্ঘারামে ঙদক প এবং কর্তোক ও দোলিঙ্গ মঠে কর্তোক-প শাখামত বিস্তারিত দেখা যায়।

পূর্ব্বকথিত সঙ্ঘারাম ও মঠ ব্যতীত তিব্বতের নানাস্থানে মন্দির বিরাজিত আছে। ঐ সকলের মধ্যে লাসানগরীর সুবৃহৎ মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। মন্দিরের দ্বার হইতে গর্ভপীঠ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে নানা দেবমূর্ত্তি দেখা যায়, তন্মধ্যে দ্বার-পালগণের আকৃতি অতীব ভয়াবহ। লামারাজ্যের পশ্চিম দিকপতি বিরূপাক্ষ, দক্ষিণ দিক্‌পতি বিরূধক, ভূতগণের ঈশ্বরী দেবীমূর্ত্তি, দ্বাদশ তান্ মা ভূতিনী মূর্ত্তি, বজ্রপাণি মূর্ত্তি; পূর্ব্বদিক্‌পতি ধৃতরাষ্ট্র এবং উত্তরদিক্‌পতি যক্ষেশ্বর বৈশ্রবণ; যম, অগ্নি বায়ু, বরুণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সোম, ব্রহ্ম, ইন্দ্র ও ভূপতি নামক দশলোকপালমূর্ত্তি প্রভৃতি দেবচিত্র বিস্ময়প্রদ। এতদ্ভিন্ন তথায় অমিতাভ, অমিতায়ুঃ, নাগার্জ্জুন, মঞ্জুশ্রী, সমন্তভদ্র, একাদশশিরস্ক, অবলোকিত, নারো, একবিংশ তারামূর্ত্তি, পদ্ম-সম্ভব, শান্তরক্ষিত, অতীশ, বজ্রধর, মরপ, মিল-রঃ প, শাক্যবুদ্ধ, অক্ষোভ্য, অমোঘসিদ্ধি, বৈরোচন, রত্নসম্ভব, মরীচী বা বারাহীমূর্ত্তি, বজ্রভৈরবমূর্ত্তি, হয়গ্রীবমূর্ত্তি, বিভিন্ন শক্তি (কালী) মূর্ত্তি, বিভিন্ন ডাকিনী, যক্ষিণী, গন্ধর্ব্ব, অসুর, কিন্নর, মহোরগ, গরুড় প্রভৃতি অসংখ্য বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, বৌদ্ধাচার্য্য, কুলদেবতা, গ্রাম্যদেবতা এবং ডাকিনী, ভূতিনী ও তান্ত্রিক হিন্দু-দেবদেবীমূর্ত্তি তিব্বতীয় লামা সমাজে পূজিত দেখা যায়।

লামাগণ পিতৃপুরুষগণের প্রেতোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি বিশেষ ভক্তিসহ করিয়া থাকে। তাঁহারা যমরাজকে নরকের অধিপতি বলিয়া বিশ্বাস করেন। সঞ্জীব, কলাসূত্র, সঙ্ঘাট, রৌরব, মহারৌরব, তাপন, প্রতাপন ও অবীচি নামক ৮টী অগ্নি-ময় এবং অর্ব্বুদ, নিরর্ব্বুদ, অতত, হহব, অহব, উৎপল, পদ্ম ও পুণ্ডরীক নামক ৮টী শীতময় ও তদ্ভিন্ন পৃথ্বীপৃষ্ঠে, পর্ব্বতে, মরুদেশে, উষ্ণ প্রস্রবণ ও হ্রদাদিতে প্রায় ৮৪ হাজার নরক নিরূপিত আছে। এই সকল নরক 'লোকান্তরিক' নামে কথিত। নরক হইতে উচ্চে এবং সিতবন হইতে নিম্নে তাঁহারা প্রেতলোক কল্পনা করিয়া থাকেন।

লামাযতিগণের মৃতদেহ ধ্যানিবুদ্ধের ন্যায় আসনে বসাইয়া সমাধিস্থ করা হয়। যে স্থানে তাঁহাদের সমাধি হয়, ঐ স্থান তীর্থরূপে গণ্য হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লামাগণের দেহ দাহ করা হয় এবং সেই ভস্ম বা অস্থি সমাধি দিয়া তদুপরি এক একটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া দেয়। সাধারণ ব্যক্তির মৃত্যুতে ঐরূপ কোন উৎসবই হয় না। কোন কোন স্থলে তাঁহারা মৃতদেহ পর্ব্বতোপরি লইয়া ফেলিয়া আইসেন। স্থানে স্থানে মৃতদেহ নিঃক্ষেপের জন্য প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। মোঙ্গ-লীয় লামাগণ কখন কখন মৃতদেহ প্রোথিত করেন ও তদুপরি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করিয়া জন্মমৃত্যুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া রাখেন। কখন বা শীতপর্ব্বতশিখরে ফেলিয়া দেন। মাংসাশী পক্ষী পশু প্রভৃতিকে সেই শবদেহ ভক্ষণ করানই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। স্থলবিশেষে তাঁহারা শবদেহ ভস্ম করিয়া থাকেন। শিশু সন্তানাদির মৃত্যু হইলে পিতামাতা পথের ধারে ফেলিয়া দেয়। স্পিতিতে দাহ, সমাধিস্থ বা নদীর জলে ভাসাইবার নিয়ম আছে। মৃত্যুর পর প্রেতের মঙ্গলকামনায় তাঁহারা মন্ত্র পাঠ করেন। একমাত্র লাল উষ্ণীষধারী সামানি গে-লোঙ লামারাই বিবাহ করিতে পান।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের অপরাপর বিবরণ পরিব্রাজক বৌদ্ধা-চার্য্যগণের জীবনী প্রসঙ্গে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম, প্রতীত্য সমুৎপাদ, ভবচক্র, ভৌতিকবিদ্যা, ভোজবিদ্যা ও তিব্বত শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরায় উল্লিখিত হইল না।

[তত্তৎ শব্দ দেখ।]

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তিব্বতের কএকটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের মঠাধ্যক্ষ শ্রেষ্ঠ আচার্য্য লামাগণের বংশতালিকা ও তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল :—

১ দলই লামা-বংশ।

সংখ্যা	নাম	আবির্ভাব	ও তিরোভাবকাল
১	দ্‌গেহুন গ্রুব্‌প	১৩৯১	১৪৭৫ খৃষ্টাব্দ
২	দ্‌গেহুন গ্যাম্‌ৎষো	১৪৭৫	১৫৪৩
৩	ব্‌সোদ্ নম্‌স্	১৫৪৩	১৫৮৯
৪	যোন্ তান্	১৫৮৯	১৬১৭
৫	ঙগ দ্বঙ ব্লোব্‌সন্ গ্যাম্‌ৎষো	১৬১৭	১৬৮২ প্রথম 'দলই'
৬	ৎষঙস্ দ্ব্যন্‌স গ্যাম্‌ৎষো	১৬৮৩	১৭০৬
৭	স্কল্ জন্ ,,	১৭০৮	১৭৫৮
৮	ঝম্ দ্‌পল ,,	১৭৫৮	১৮০৫
৯	লুঙ র্তোগ্‌স্ ,,	১৮০৫	১৮১৬
১০	ৎষুল খ্রিমস্ ,,	১৮১৬	১৮৩৭
১১	ম্‌খস্ গ্রুব্ ,,	১৮৩৭	১৮৫৫
১২	ফ্রিন্ লস্ ,,	১৮৫৬	১৮৭৪
১৩	থুব্ ব্‌স্তান ,,	১৮৭৬	— বর্ত্তমান

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহালামা গেহুন গ্রুব শ-স্ক্যের নিকট কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, পরে তিনি তষিল্ হুণপো সঙ্ঘারাম স্থাপন করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ লামা চরিত্রদোষে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে তাতাররাজ গিস্কির খাঁ পোতলের মঠের অধ্যক্ষপদে

ছগ্‌ফোরিলাস ঙগ্‌বঙ্‌ যেষে গ্যমৎষোকে নিয়োগ করেন, কিন্তু অচিরে রটনা হইল যে, লিথঙ্গ নগরে দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধযতির পুত্ররূপে কলজঙ নামে ষষ্ঠ লামা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তখন চীনসম্রাট্ ঐ বালককে কারারুদ্ধ করিয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ পর্য্যন্ত তাতার-রাজের নিয়োজিত লামাকেই লাসা নগরীর ধর্ম্মগুরুপদে নিযুক্ত রাখেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে হত্যাপরাধে তিনি ভোটরাজকে পদচ্যুত করেন এবং ছোতিন সঙ্ঘারামের কেশরী রিন্‌পোছে তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছু পরে তিনি পুনরায় স্বীয় শক্তিদ্বারা প্রাধান্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালের ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে চীনরাজশক্তি তিব্বত হইতে অপসৃত হইয়াছিল।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ মহালামা বাল্যাবস্থাতেই স্ব স্ব অভিভাবক কর্ত্তৃক কৌশলে বিষপ্রয়োগ অথবা ঘাতকদ্বারা গোপনে নিহত হন। শেষোক্ত লামা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক ছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কালকবলে পতিত হইলে ১৩শ লামা থুব্‌-ৎসান্ তৎপদ অধিকার করেন।

সুপ্রসিদ্ধ "তাষি"-লামাবংশ।

১ খুগ-প ল্‌হস্ ৎসস্—র্ত নগ সঙ্ঘারামের একজন বৌদ্ধযতি।
২ শাক্য পণ্ডিত (১১৮২—১২৫২ খৃঃ)।
৩ যুন্ স্তোন দ্দোর্জেপাল (১২৮৪—১৩৭৬ খৃঃ)
৪ খস্‌গ্রুব গেলেগপালজঙ্গপা (১৩৮৫—১৪৩৯ খৃঃ)
৫ পঞ্চেন্ সোদনম ফ্যোগ্ ফিৎগ্লঙপো (১৪৩৯—১৫০৫)
৬ বেন্ স প লোজন্ দোঙ্গ গ্রুব (১৫০৫—১৫৭০)

উপরি উক্ত বৌদ্ধযতি বা লামাগণ 'তষি' বা 'তাষি' লামা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। কেননা তষিল্‌হুণপোর প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারাম খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উক্ত তালিকার শেষ দুইজন লামাকেই তৎসাময়িক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চেন্ রিন্‌পোছে উপাধিধারী নিম্নোক্ত লামাগণই প্রকৃত তাষি-লামারূপে সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকেন।

		জন্ম খৃঃ	তিরোভাব
১	লোংজঙ ছোস্ ক্যি গ্যালম্‌ৎষন	১৫৬৯	১৬৬২ খৃঃ।
২	,, যেষে দপল জঙ পো	১৬৬৩	১৭৩৭
৩	,, দপল ল্‌দন্ যেষে	১৭৩৮	১৭৮০
৪	র্জে স্তান পহি ফ্রিম	১৭৮১	১৮৫৪
৫	র্জেদ্‌পাল্লাদন ছোস্‌ক্যি	১৮৫৪	১৮৮২
৬		১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে	

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে তিনি লামাপদ প্রাপ্ত হন।

শাক্যসাম্প্রদায়িক লামাচার্য্যগণ।

১	শাক্য-ব্‌সঙপো	১২	ওদ্-সের-সেঙগে
২	ষঙ-ব্‌ৎসুন	১৩	কুন্‌রিন্
৩	বন্-কর্‌পো	১৪	দোন,চোদ-দ্‌পন
৪	ছ্যঙরিন্ স্কোম্প	১৫	যোন-ব্‌ৎসুন
৫	কুঙ্গ্‌রঙ	১৬	ওদ্-সের সেঙগেহেয়
৬	ষঙ-বঙ	১৭	গ্যাল্-ব-সঙপো
৭	ছঙ দ্দোর	১৮	দ্বঙ-ফ্যঙ্গ দ্‌পল
৮	অঙ লেন	১৯	সোদ-নম-দ্‌পল
৯	লেগস্‌প-দ্‌পল	২০	গ্যাব্-ব-ৎসন পোয়ের
১০	সেঙ-গে দ্‌পল	২১	দ্বঙ্-ব্‌ৎসুন।
১১	ওদ্ জের দ্‌পল		

এই মঠাচার্য্যগণ অদ্যাপিও "শাক্য পন্ ছেন্" নামে পরিচিত।

ভোটানের মঠাচার্য্য মহালামাগণ কর-গ্যু-প সম্প্রদায়ের দক্ষিণ-দ্রুক্-প শাখার অন্তর্ভুক্ত। এই ভোটানীগণ শতাব্দত্রয় পূর্ব্বে বাঙ্গালার উত্তরসীমা কোচবিহার আক্রমণ করে। ভোটানীদলে কতকগুলি তিব্বতীয় সৈন্য ছিল, তাহাদের অধিনায়ক দুপগণি ষেপতুন নামক একজন লামা ক্রমশঃ সেনাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ধর্ম্মরাজরূপে গণ্য হইলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় আত্মা লাসানগরীর যে বালকের দেহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাকে ভোটানে আনা হয়। এই লামাবতার 'রিন্‌পোছে' ও 'ধর্ম্মরাজ' নামে পরিচিত। বালক লামা রাজদণ্ড পরিচালনের জন্য যে অভিভাবক নিযুক্ত করেন, তিনিই দেবরাজ নামে পরিচিত।

ভোটানের লামাচার্য্যগণ।

১ ঙগ বঙ্ র্নম গ্যাল দ্রুদ্ ঝোম দ্দোর্জে।
২ ,, ঝিগ্ মেদ র্ত গস্ পা।
৩ ,, ছোস্ ক্যি গ্যাল ম্‌ৎসান।
৪ ,, ঝিগ মেদ্ দ্বঙ পো।
৫ ,, শাক্য সেঙ গে।
৬ ,, ঝম দ্যাঙস্ গ্যাল ম্‌ৎষান।
৭ ,, ছোস ক্যি দ্বঙ ফুগ।
৮ ,, ঝিগ মেদ র্ত গস্ প (দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ)
৯ ,, ঐ ঐ নোর্বু
১০ ,, ঐ ঐ ছোস গ্যাল

(ভোটানের মহালামা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে)

এই ১০জন লামাবতারের স্বতন্ত্র জীবনী আছে। প্রথম লামা বিবাহিত ছিলেন। তিনি মহালামা সোনম গ্যৎষোর

সমসাময়িক। অবশিষ্ট লামাগণ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী। ধর্ম্মরাজ গ্রীষ্মকালে তথিছো দুর্গে অবস্থান করেন। ঐ প্রাসাদ প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং সাত তোলা উচ্চ। এখানে প্রায় ৫ শত বৌদ্ধযতির বাস আছে। নেপালবাসী লামাদিগের উপর ইনিই কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। গোর্খা গবর্মেণ্ট তাহার বিরোধী নহেন।

খল্কপ্রদেশবাসী মোঙ্গলীয়দিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ উর্গা-কুরেন নামক স্থানে বাস করেন, তাঁহারা জেৎসুন-দম্প নামে পরিচিত। খল্কবাসী মোঙ্গলগণের বিশ্বাস যে, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ তাহাদের জেৎসুন্ দম্পদিগের শরীরের পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবিস্তার করিতেছেন। মোঙ্গলীয়দিগের উর্গা সঙ্ঘারাম প্রথমে শাক্যসম্প্রদায়ভুক্ত ছিল, পরে উহা গে-লুপ সাম্প্রদায়িক মঠাশ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সম্রাট্ কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে (১৬৬২-১৭২৩ খৃঃ) পীত নদী তীরস্থ কোকো-খোতোন নগরে ধর্ম্মাচার্য্য জেৎসুন-দম্প বাস করিতেন। ঐ সময়ে কাল্মাক বা সিউথ জাতির সহিত খল্কদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। খল্কগণ পরাভূত হইয়া চীন-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করে। তখন কালমাক্গণ চীনসম্রাটের নিকট জেৎসুন দম্প ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকুমার তুশ্বেতু খাঁকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সম্রাট্ উভয় ভ্রাতাকে কালমাক্দিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলে, তাহারা দলইলামাকে মধ্যস্থ মানিলেন। দলই লামা বা তাঁহার প্রতি-নিধি বিচার করিয়া উক্ত রাজকুমারদ্বয়কে প্রত্যর্পণের আদেশ করিলেন, ইহাতে সম্রাটের সহিত কালমাক্ জাতির যুদ্ধ বাধিল। এই সময়ে একদিন সম্রাট্ জেৎসুন দম্পের সহিত দেখা করিতে যান এবং তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ দেন। এই ঘটনায় খল্কগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং জেৎসুন দম্প তাঁহার অকারহণত্যার প্রতিহিংসাসাধনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করেন। চীনসম্রাট্ বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া দলই লামার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার বিচারে স্থিরীকৃত হইল যে, জেৎসুন দম্পের পরবর্ত্তী অবতারগুলি তিব্বতেই হইবে। খল্কবাসিগণ ঐ সময় হইতেই স্বদেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ পুরোহিত হইতে বঞ্চিত হইল।

এক্ষণে মধ্য বা পশ্চিম তিব্বত হইতেই সাধারণতঃ জেৎসুন দম্পের অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান জেৎসুন দম্প লাসানগরীর বাজারের নিকট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্য তালিকার ৮ম স্থানীয়। তিনি দেপুঙ্গ সঙ্ঘারামে গেলুগ্‌প লামা-শিক্ষার্থিরূপে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু তিনি পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই খল্কেরা তাঁহাকে উর্গায় লইয়া যায়, সঙ্গে এক জন দেপুঙ্গ লামার শিক্ষকরূপে গমন করেন।

অবতাররূপে পূজ্য পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ ব্যতীত তদপেক্ষা হীনপ্রভাবসম্পন্ন আরও কতকগুলি লামাচার্য্য আছেন, তাঁহারা জ্যোতিঃপ্রাপ্ত বা দেহান্তরধারী বলিয়া পূজিত। এই শ্রেণীর লামাচার্য্য তিব্বতে ৩০টী, উত্তর মোঙ্গলীয়ায় ১৯টী, দক্ষিণমোঙ্গলীয়ায় ৫৭টী, কোকোনোরে ৩৫টী, ছিয়ামদো ওর্জেছবনে ৫টী এবং পেকিনে ১৪টী আছেন। ঐ সকল দেহান্তর-প্রবিষ্ট লামার মধ্যে পশ্চিম-তিব্বতের সেঙছেন রিণপোছে, যঙ্জিন্ লো প, বিল্লুঙ, লো ছেন, ক্যি জর তিম্বি, দে ছন অলিগ, কঙ্লা ও কোঙ এবং খামবিভাগে তু, ছম্‌দো দোর্জ্জে প্রভৃতি প্রধান।

পেকিনের লামামণ্ডল তিব্বতীয় ভাষায় ছঙ্-স্ক্য (শাক্য ?) বলিয়া কথিত এবং এখানকার লামাচার্য্য রোল পহীর অবতার-রূপে পূজিত। সম্রাট্ কঙ্গ-হি'র রাজত্বকালে ১৬৯০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসনিবন্ধন তাহাকে মধ্য মোঙ্গলীয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদ দান করেন।

লাদকের অবতীর্ণ লামাগণ কু-ষৌ নামে পরিচিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যে লামাবতার ছিলেন, তাঁহার বয়স ২৬ বৎসর। ইনি ১৪শ বর্ষকাল তিব্বতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করেন। লামাচার্য্য তালিকায় ইনি সপ্তদশ।

যম্‌দোক হ্রদতীরস্থ সঙ্ঘারামে একজন বৌদ্ধ রমণী আচার্য্যাণী পদ পাইয়াছেন। তিনি বজ্রবারাহীর অবতার বলিয়া সম্মানিত। মিঃ বোগল্ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

লামাচার্য্যগণ দেহত্যাগ করিবার সময়, স্ব স্ব পুনর্জন্ম প্রকটন করিয়া যান। তাঁহারা কোন্ গ্রামে ও কোন্ পরিবারে জন্মপরিগ্রহ করিবেন, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেই লামাবতারের নির্ব্বাচন ও পরীক্ষা স্বতন্ত্র প্রথায় গৃহীত হইয়া থাকে। মৃত লামাচার্য্য কি নামে অবতীর্ণ হইতে পারেন, প্রথমে ১১৭ জন বিশুদ্ধচেতা লামা একত্র হইয়া তাহার নাম নির্দ্ধারণ করিয়া লন। নামনির্দ্দেশকালে ভজনা ও পূজা হয়। যতগুলি পবিত্র নাম তাঁহাদের মনে উঠে, তাহাই তাঁহারা এক এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া একটী স্বর্ণপাত্রে রাখেন, পরে তাঁহারা সকলেই স্তোত্রগান করিতে করিতে ৩১ম হইতে ৭১ম দিন পর্য্যন্ত তাহার মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া এক একখানি কাগজ উঠাইয়া লন। ঐ কাগজগুলির মধ্যে নব অবতারের নাম পাওয়া যায়। পেকিনরাজ "নঁচুঙে"র ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করিয়া মহালামা নিয়োগ করিয়া থাকেন। লামাচার্য্য নির্ব্বাচন-প্রণালীর গূঢ় রহস্য ও তাহার প্রকৃত তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন অনাবশ্যকবোধে উদ্ধৃত হইল না।

লায়ক (পুং) সংলগ্ন।

লার্কাকোল, পশ্চিমবাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী প্রসিদ্ধ কোল-জাতির একটী শাখা। ইহারা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ। [কোল দেখ।]

লার্খানা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। লার্খানা, লব্‌দরিয়া, কমর, রতদেরো ও সিজাবল নামে ৫টী তালুক লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৮৯৪ বর্গমাইল।

ইহার উত্তরসীমায় খিলাতের খাঁর অধিকৃত প্রদেশ, পূর্ব্বে সিন্ধু ও শক্কর নদী এবং শীকারপুর উপবিভাগ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে মেহর, খেলাৎ এবং খীরথর পর্ব্বতমালা। খীরথর পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থান ভিন্ন অপর সকল স্থানই সমতল। এই বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরে দৃষ্টি আকর্ষণকারী কোনরূপ প্রাকৃতিক শোভা নাই; কেবলমাত্র সিন্ধুনদ ও পশ্চিম নারানদী এবং নারা হইতে গার-খাল পর্য্যন্ত ভূভাগ শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিপূর্ণ। এথানেই ধনজনপূর্ণ গ্রামাদি আছে, অপর সকল স্থান "কালর" বা লবণময় উষর ভূমি। সিন্ধুকূলের বালুকাময় প্রদেশের স্থানে স্থানে বাব্‌লা প্রভৃতি বৃক্ষের ক্ষুদ্র জঙ্গল দৃষ্ট হয়।

এখানে অনেকগুলি খাল আছে। উহার জলেই স্থানীয় চাসবাসের সুবিধা হইয়া থাকে। ঐ সকল খালের কতকগুলি স্থানীয় জমিদারদিগের যত্নে এবং কতকগুলি ভারত গবর্মেণ্টের ব্যয়ে সাধিত হইয়াছে। গবর্মেণ্টের খালের মধ্যে পশ্চিম নারাই সর্ব্বপ্রধান, উহা ৩০ মাইল লম্বা ও প্রায় ১০০ ফিট্ প্রস্থ। এতদ্ভিন্ন গার-(২২ মাইল, ৮০ ফিট্), নৌরঙ্গ (২১ মাইল-২০ ফিট্), বীরে-জি-কুর (২৭ মাইল ও ৪৮ ফিট্) এবং ইদেনবাহ ২৩ মাইল লম্বা। জমিদারী খালের মধ্যে শাহজিকুর এবং দাতে-জি কুর ২২ মাইল এবং মীরখাল ২০ মাইল লম্বা।

লার্খানা এখানকার প্রধান নগর ও বিচার সদর। এখানে স্থানীয় প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ একটী পুরাতন কেল্লা, শাহাল মহম্মদ কল্‌হোরা এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাহ বাহরার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। শাহাল মহম্মদের পৌত্র আদম শাহ একজন প্রসিদ্ধ ফকির ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ পরে সিন্ধুপ্রদেশের অধীশ্বর হন।

রতো দেরো ও কম্বর নগর এখানকার অন্যতম প্রধান নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মেজর গোল্ডন এখানকার জরিপ ও রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২৯০.৬ বর্গমাইল।

৩ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। গারখালের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮° ১৫´ পূঃ। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম দেখিয়া ইংরাজ-ভ্রমণকারিগণ ইহাকে সিন্ধুপ্রদেশের নন্দনকানন (Eden of Sind) বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। এখানে ৩টী বাজার ও কতকগুলি রাজকার্য্যালয় আছে। তালপুর মীর রাজগণের অধিকারকালে পূর্ব্বকথিত দুর্গ অস্ত্রাগাররূপে ব্যবহৃত ছিল। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর হইতে উহার কতকাংশ হাসপাতাল ও কতকাংশ কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শাহবহারার সমাধিমন্দির ও পূর্ব্বোক্ত দুর্গ এখানকার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক।

লার্খানী (লাড়খানী), রাজপুতনার প্রসিদ্ধ দস্যুসম্প্রদায়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে উহারা দস্যুবৃত্তির দ্বারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ক্রমে পেণ্ডারি ও কজ্জক দস্যু-সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী সুপ্রণালীবদ্ধ দলগঠন করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী জনপদবাসীর ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই দলে প্রায় ৫ শত অশ্বারোহী দস্যু সৈন্য এবং বহু সংখ্যক পদা-তিক ও লাঠিয়াল ছিল। তাহারা যখন ভীমবেগে কোন স্থান আক্রমণ করিত, তখন তথাকার অধিবাসিবর্গ ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলাইত। লারখান্ মারবাড় রাজ্যের সীমান্তস্থিত শম্বররাজের অধীনস্থ দন্তরামগড় ভূভাগ জয় করিয়া ক্রমশঃ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত দন্তরামগড় ব্যতীত এই দস্যুসম্প্রদায় নসুল তপ্পা ও ৮০টী মৌজা লাভ করিয়াছিল। এই দস্যুসম্প্রদায়কে শান্ত রাখিবার জন্য মারবাড় ও বিকানের-রাজ তাহাদিগকে অনেকগুলি মৌজা প্রদান করেন।

লাল্ (পারসী) ১ রক্তবর্ণ। ২ রৌপ্য। ৩ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। (Fringilla Amendava)

লাল উদ্দীন্, নাজিবাবাদের নবাব ভ্রাতা। ইনি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইংরাজরাজের বিচারাধীন হইয়াছিলেন।

লাল (পুং) ১ একজন জ্যোতির্ব্বিৎ ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। দেবী-দাসের পিতা, কান্যকুব্জ ইহার জন্মস্থান। ২ একজন লুসাই দল-পতি। ইনি ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। (ত্রি) রক্তবর্ণ।

লালক (ত্রি) লালনকারী, যত্নকারক। (পুং) একজন হিন্দু রাজা। ইঁহার পৌত্র হথিসিংহের কন্যাকে কলিঙ্গরাজ খারবেল (ভিখুরাজ) বিবাহ করেন।

লালকঙ্ক, লোহিতবর্ণ কঙ্কজাতীয় পক্ষিভেদ (Ardea purpurea)।

লাল্‌করবী (দেশজ) রক্তকরবীর বৃক্ষ।

লাল কবি, বুন্দেলখণ্ডবাসী একজন হিন্দুকবি।

লাল্কাঁটাবাটানা (দেশজ) দেবদারুভেদ (Quercus armata)

লাল্‌কেশ্‌রিয়া (দেশজ) গুল্মভেদ, রক্তকেশূর।

লাল খাঁ, ভারতের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক। ইনি দিল্লীশ্বর অকবর শাহ ও জাহাঙ্গীর বাদশাহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

লালখানি, উত্তরপশ্চিমভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা পূর্ব্বে রাজপুত ছিল, পরে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনাদের সর্দ্দার লাল খাঁর নামানুসারে "লালখানি" নামে পরিচিত হইয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে রাজপুতনার অন্তর্গত রাজোড়ের বড় গুজরবংশীয় ঠাকুর-সামন্ত কুমার প্রতাপসিংহের বংশধর বলিয়া স্বীকার করে। কুমার প্রতাপসিংহ মহোবা-যুদ্ধে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের সহায়তা করেন। যুদ্ধযাত্রা কালে তিনি পথিমধ্যে মীনাজাতির বিদ্রোহ দমনকার্য্যে কৈলা ও আলীগড়ে ডোর-রাজের সাহায্য করায় রাজা সানন্দচিত্তে রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন এবং পুরস্কার বা যৌতুক স্বরূপ তাঁহাকে বুলন্দসরের নিকট ১৫০ খানি গ্রাম দান করেন। উক্ত প্রতাপসিংহের অধস্তন একাদশ পুরুষে রাজা লালসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ লালসিংহের বীর্য্য ও রাজভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে খাঁ উপাধি দান করেন। তদবধি এই রাজবংশ লালখানী নামে পরিচিত হয়। লালখানের পৌত্র ইতিমদ্ রায় মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইতিমদ্ রায় হইতে সপ্তম পুরুষ অধস্তন নহর আলী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দুন্দে খাঁ বুলন্দসহরের কুমোনা দুর্গে থাকিয়া ইংরাজসেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত করেন। ইংরাজরাজ পরে এই সম্পত্তি আলীমর্দ্দন খাঁ নামক এই বংশের একজনকে দান করেন। এক্ষণে ছিতাবী, পহাসু ও ধর্ম্মপুর প্রভৃতি স্থানে এই সামন্তবংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত বাস করিতেছে। ইহারা এখনও আপনাদের হিন্দুমর্য্যাদা ভুলিতে পারেন নাই। কুমার ও ঠাকুরাণী উপাধি এবং বিবাহ কার্য্যে হিন্দু পদ্ধতি অদ্যাপি ইহাঁদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ছিতারীর শাখাবংশ বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া মুসলমান বলিয়া পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছেন।

অনেকে ইহাদিগকে নৌ মুস্‌লিম নামেও অভিহিত করে। ইহাদের আচার অনুষ্ঠান হিন্দু ও মুসলমান উভয় পদ্ধতি-বিজড়িত, ইহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত ঠাকুরবংশ ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত পুত্রকন্যাদির আদান প্রদান করে না। বিবাহকালে কুলমর্য্যাদা ও গোত্রাদির উপর লক্ষ্য রাখে। বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যু সংস্কার মুসলমানদিগের মত। বিবাহে কাজি পৌরোহিত্য করেন এবং শবদেহ সমাধিস্থ হয়। কেহই কল্‌মা পাঠ বা 'সিজ্‌দা' করে না। ইহারা হিন্দুর দেবদেবীরও পূজা দিয়া থাকে। হিন্দু জ্ঞাতিকুটুম্বের বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ায় যোগদান করে এবং পৃথক্ আসনে উপবেশন ও পৃথক্ স্থানে ভোজনাদি করিতে পায়।

লালকুমারী, দিল্লীশ্বর জাহান্দর শাহের এক প্রিয়তমা রক্ষিতা রমণী। নর্ত্তকীকুলে ইহার জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও লালকুমারী বেশ্যার ন্যায় প্রকাশ্য স্থানে নৃত্যগীতাদিতে সমাগত অভ্যাগত-বৃন্দকে পরিতুষ্ট করিত। মোহনকণ্ঠনিঃসৃত সুললিত সঙ্গীত ও অতুলনীয় রূপমাধুরীতে বিমুগ্ধ হইয়া জাহান্দর শাহ ইহার পদতলে আত্মজীবন বিক্রয় করেন। তাঁহারই অনুগ্রহে এই বেশ্যা রাজকুলাঙ্গনারূপে পরিগণিত এবং তাহার বংশ রাজপুরুষগণের নিকট বিশেষ সম্মানার্হ হয়। এমন কি, অনেক সময় লাল-কুমারীর আত্মীয়েরা ওমরাহদিগকে অবমাননা করিয়া অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল।

লালখলিশা, একপ্রকার খলিশা মাছ। (Trichogaster lalius)

লালগঞ্জ, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার হাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। গণ্ডক নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৫° ৫১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৫° ১২´ ৫০´´ পূঃ। এখান হইতে চামড়া, তৈলশস্য, সোরা প্রভৃতি দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নগরের এক মাইল দক্ষিণে যে গঞ্জঘাট হইতে মালপত্র নৌকা-বোঝাই হয়, তাহা বসন্তঘাট নামে খ্যাত।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। কুয়ানু নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। গোরখ-পুর-সেনানিবাস হইতে সুলতানপুর যাইবার রাস্তা এই নগর দিয়া গিয়াছে। এখানে একটী সুন্দর বাজার আছে। অক্ষা০ ২৬° ৪৩´ উঃ এবং ৮২° ৫৬´ পূঃ।

লালগঞ্জ, যুক্তপ্রদেশের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। গাঙ্গেয় উপত্যকার তারাঘাট শৈলের সানুদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮২° ২৫´ পূঃ। এখানে একটী বাজার আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ৫০৪ ফিট উচ্চ।

লালগঞ্জ, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার দালমৌ তহ-সীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০২৬° ৯´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮১° ০´ ৪৯´´ পূঃ। এই নগরে নিকটবর্ত্তী স্থানের শস্যাদি বিক্রয়ার্থ সপ্তাহে দুইবার হাট বসে। পূর্ব্বে এখানে তহসীলী সদর ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাহা দালমৌ নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

লালগড়, বাঙ্গালার দিনাজপুর (?) জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন পীরস্থান বিদ্যমান আছে।

(ভবিষ্য০ ব্রহ্মখ০ ৪৮।১২৫)

লাল্‌গরানিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Dioscorea purpuria)

লালগলা, উড়িষ্যা প্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। জয়পুর সামন্তরাজ্যের উত্তরাংশে (অক্ষা° ১৯° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১৮´ পূঃ) উদ্ভূত হইয়া জয়পুর ও বিজাগাপাটম জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে (অক্ষা° ১৮° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°) পতিত হইয়াছে।

লালগুলি, বোম্বাই প্রদেশের চেল্লাপুর উপবিভাগের একটী প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত। চেল্লাপুর নগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে কালী নদী প্রায় ৩০০ ফিট্ উচ্চ স্থান হইতে নিম্নাভিমুখে নিপতিত হইতেছে। এই প্রপাতপার্শ্বে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে। স্থানীয় প্রবাদ, গোঁড় সর্দ্দারগণ দুর্দ্দান্ত শত্রু বা বন্দীদিগকে দুর্গের ছাদ হইতে এই গভীর জলস্রোতে নিক্ষেপ করিত।

লালগুরু, উত্তরভারতবাসী ভঙ্গি জাতির পূজিত দেবতাভেদ। ইনি রাক্ষস আরণ্য-কিরাত নামে পরিচিত।

লালগোরি, পক্ষিবিশেষ (Himantopus Candidus)

লালগোলা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম। পদ্মানদীর কূলে অবস্থিত। ইহা একটী স্থানীয় বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত।

লাল্‌ঘড়ী (দেশজ) গুল্মভেদ।

লালঙ্গ, আসামের পার্ব্বতবাসী জাতিবিশেষ। [আসাম দেখ।]

লালচন্দ্র (পুং) ভাষালীলাবতীপ্রণেতা।

লালচাঁদ, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশবাসী একজন হিন্দু কবি। ইনি পারস্য ভাষায় একখানি দিবান্ রচনা করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

লালচ (দেশজ) লালসা।

লাল্‌চাঁদা (দেশজ) ক্ষুদ্রমৎস্যবিশেষ। এই মৎস্য অতি সুস্বাদ।

লাল্‌চিতা (দেশজ) রক্তচিতা।

লাল্‌চিয়া (দেশজ) ১ লালসা। ২ রক্তাভ।

লাল্‌চেঙ্গুয়া (দেশজ) মৎস্যবিশেষ, রক্তবর্ণ চেঙ্গুয়ামাছ।

লাল্‌ঝাউ (দেশজ) রক্তবর্ণ ঝাউগাছ।

লালতরুলতা (দেশজ) লতাভেদ (Ipomœa quamoclit)।

লালদঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের বিজনোর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম অক্ষা° ২৯° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৩´ পূঃ। এখানে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রোহিল্লাসর্দ্দার ফৈজুল্লা খাঁ তেত্তুনার যুদ্ধে ইংরাজসেনার নিকট পরাজিত হইয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইংরাজ ও অযোধ্যা-রাজসৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া এই স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

লালদরুবাজা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের শাহারাণপুর ও দেহরাদুন জেলার মধ্যবর্ত্তী শিবালিক গিরিমালাস্থ একটী গিরিপথ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২৯৩৫ ফিট্ উচ্চে স্থাপিত। অক্ষা° ৩০° ১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৮´ পূঃ।

লালদাস, আলবারবাসী মেওজাতীয় একজন সাধু। লালদাসী নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক; ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কিছুকাল ধাওলীধুব, বান্দোলী ও গুরগাঁও জেলার ডোড়ী গ্রামে যাইয়া স্বমত প্রচারের চেষ্টা পান। বান্দো-লীতে বাস কালে তাঁহার এক পুত্রের মৃত্যু ঘটে। তথায় তাঁহাকেও সমাহিত করা হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা জীবিত ছিলেন।

লালন (ক্লী) লল-ণিচ্-ল্যুট্। অত্যন্ত স্নেহকরণ। প্রেমপূর্ব্বক বালকদিগের আদরকরণ, চলিত সোহাগ।

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ পুত্রঞ্চ শিষ্যঞ্চ তাড়য়েন্ন তু লালয়েৎ॥" (চাণক্য)

লাল্‌নটিয়া (দেশজ) রক্তবর্ণ নটেশাকবিশেষ।

লালনপালন (ক্লী) লালন এবং পালন, যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন, ভরণপোষণ।

লালনীয় (ত্রি) লল-ণিচ্-অনীয়র্। লালনার্হ, লালনের যোগ্য।

লাল্‌পুঁই (দেশজ) রক্তপুতিকা।

লালপুর, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭° ২০´ পূঃ। পূর্ণিয়া নগর হইতে ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মোরাদাবাদ হইতে আল্‌মোরা যাইবার পথে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ।

লালপুর, গুজরাত প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের হালর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২২° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৬´ পূঃ।

লালপুর, যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ফতেগড় সেনানিবাস হইতে কাণপুর আসিবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৯´ পূঃ।

লালমণি, প্রশ্নসুধাকর ও মুহূর্ত্তদর্পণপ্রণেতা।

লালমণি ত্রিপাঠিন্, পরিভাষাশিরোমণি ও বিদ্বদকৌমুদীনামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

লালমণি ভট্টাচার্য্য, নির্ণয়সাররচয়িতা।

লালমণির হাট, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এখানে পাট, তামাক প্রভৃতি দ্রব্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

লালমাই, বাঙ্গালার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। কুমিল্লা নগরের ৫ মাইল পশ্চিমে ও উত্তরদক্ষিণে ১০

বিস্তৃত। এই শৈলশ্রেণী কোথাও ১০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। ইহার অধিকাংশ স্থান গভীর বনমালাসমাচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে ত্রিপুরাবাসী জুম প্রথায় চাস করে। এখানে লৌহ ও রৌপ্য খনি আছে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ২১ হাজার টাকায় ময়নামতী ও লালমাই শৈল ত্রিপুরারাজকে বিক্রয় করেন। এই শৈলপৃষ্ঠোপরি জঙ্গলাবৃত স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও কতক গুলি প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নিপতিত আছে। ভাস্করখোদিত প্রস্তর চিত্রের মধ্যে নাগ ও বরাহমূর্ত্তি দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ অনুমান করেন যে, ঐ সকল ধ্বস্ত নিদর্শন পর্ব্বতবাসী অসভ্য অহিন্দু জাতিরই কীর্ত্তি, কিন্তু ত্রিপুরা রাজধানী কুমিল্লার এতাদৃশ নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত থাকায় স্পষ্টই অনুমান হয় যে, উহা ত্রিপুরারাজবংশের কোন প্রাচীন রাজারই কীর্ত্তি, মূর্ত্তি শেষ-নাগের এবং বরাহ অবতারের প্রতিপাদক। ভারতের সুদূর পূর্ব্বের পার্ব্বত্যবিভাগে যখন প্রথম হিন্দুধর্ম্ম বিস্তৃত হয়, তখন সম্ভবতঃ ঐ দুর্গ ও দেবালয়সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে শাক্তধর্ম্মের বিলোপ সাধিত হয়, বোধ হয় সেই সময়ে ত্রিপুরাবাসী শক্তি উপাসনার সেই পূজ্য স্থান পরিত্যাগ করে এবং ক্রমশঃ তাহাই জঙ্গলে আবৃত হইয়া যায়। সম্ভবতঃ এই শৈলশিখরে লালমাই নামক শক্তিমূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালে সেই মন্দির ও দেবমূর্ত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজিও দেবীর নামে ঐ পর্ব্বতপীঠ ঘোষিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন ত্রিপুর-রাজকুমারী লালমাইর নামানুসারে এই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়া থাকিবে। অনুমান হয়, উক্ত রাজকন্যা স্বনামে পর্ব্বতোপরি দেবমন্দির ও দুর্গাদি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই সেই কীর্ত্তির নিদর্শন নানা প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি আজিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

লালমাটী, (হিন্দী) মৃত্তিকাভেদ। চলিত কথায় গেরিমাটী বলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—গৈরিক মৃত্তিকা। ভূস্তরের যেখানে গ্রিন্‌ষ্টোন (greenstone) অর্থাৎ চূর্ণিত ট্রাপরক্ (trap-rock) থাকে, তাহার উপরেই প্রধানতঃ লালমাটী পাওয়া যায়। বর্দ্ধমান ও রাজগৃহের স্থানে স্থানে লাল মাটী দেখা যায়, উহা গৈরিক মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে—"বর্দ্ধমানের রাঙ্গামাটী।"

লালমুনিয়া, ক্ষুদ্র মুনিয়া পক্ষিভেদ (Estralda amandera)

লালমুর্গা (পারসী) গুল্মভেদ।

লাললঙ্কামরিচ (দেশজ) লঙ্কা (Red pepper)।

লাললতাকদম (দেশজ) লতিকাভেদ (Urtica globultora)

লালবাক্যা, বাঙ্গালার ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী শাখানদী। অধৌরী গ্রামের নিকট বাঘমতী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বর্ষায় সময় মুরপা পর্য্যন্ত এই নদীবক্ষে নৌকা গমনাগমন করিতে পারে।

লালয়িতব্য (ত্রি) লল-ণিচ্-তব্য। লালনের যোগ্য।

লালবৎ (ত্রি) লালা।

লালবাঁধ, বাঙ্গালার মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও দেবমন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। (দেশাবলী)

লালবাগ, মুর্শিদাবাদ জেলার একটী উপবিভাগ। ইহা মুর্শিদাবাদ সদরবিভাগ নামেও পরিচিত। অক্ষা° ২৪°৬´২৬´´ হইতে ২৪°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৩´৫৫´´ হইতে ৮৮°৩২´৪৫´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। মানুল্লাবাজার, শাহনগর, ভগবানগোলা, সাগরদীঘী, মহিমাপুর ও আসনপুত্থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

লালবাগ, (হিন্দি ও পারসী) ভারতীয় মুসলমান-রাজগণের প্রসিদ্ধ প্রমোদোদ্যান। পদ্মরাগ মণির ন্যায় ইহা সর্ব্বদাই উল্লাসে প্রদীপ্ত থাকিত বলিয়া উহার নাম লালবাগ হইয়াছে। ক্রমে এই উদ্যানবাটিকার চারি ধারে লোকালয় স্থাপিত হইয়া তাহা এক একটী ক্ষুদ্র নগরে পরিণত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের আহ্মদনগরে ও বঙ্গলুরে ঐরূপ সৌধমালাসঙ্কুল সুপ্রসিদ্ধ উদ্যান-নগরী বিদ্যমান আছে।

লালবাগ, খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সৌধমালা ও বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে এই নগর পূর্ণ।

লালবাজার, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর।

লালবাহাদুর, মহিম্নস্তোত্র ও শূদ্রকৃত্যপ্রণেতা। ইনি লাল পণ্ডিত নামেও পরিচিত।

লালবিচ্ছুটি (দেশজ) রক্তবর্ণ বিছুটী।

লালবিহারিন্, পরিভাষেন্দুশেখরটীকা প্রণেতা।

লালবেগী, ঝাড়ুদার মেহ্‌তর সম্প্রদায়ভেদ। ইহারা মুসলমান বলিয়া পরিচিত, কিন্তু কেহ ত্বকচ্ছেদ করে না। নিষিদ্ধ শূকর-মাংস ভক্ষণে ইহাদের কোন কোন দ্বিধাই নাই। য়ুরোপীয় রাজপুরুষ অথবা বণিক্‌দিগের গৃহে এবং সিপাহীবারিকে ইহারা প্রধানতঃ ঝাড়ুদারের কার্য্য করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে বলিয়া অপরাপর ভৃত্যেরা ইহাদিগকে জমাদার বলিয়া ডাকে।

ইহারা য়ুরোপীয় মনিবের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য এবং সকল প্রকার মদিরা পান করিয়া থাকে। মৃতদেহ স্পর্শ করিতে ইহারা অশুচি বোধ করে। ইহাদের আচরিত ধর্ম্ম ও ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকাংশে হিন্দু ও মুসলমান রীতির অনুযায়ী। মুসলমানগণের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও এক বৃদ্ধা রমণী ঘটকী হইয়া পাত্র ও পাত্রীর বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে; কিন্তু "কাবীন্" বা বিবাহের চুক্তিপত্র না লিখিয়া ইহারা

একরার দেয়, তাহাতে বিবাহিত পত্নীকে ভালবাসিবার ও লালন-পালন করিবার এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া দ্বিতীয়পত্নী ঘরে না আনিবার অঙ্গীকার থাকে।

বিবাহের পূর্ব্বদিন ইহারা "খন্দুরী" উৎসব ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আচরিত অন্যান্য কর্ম্ম সম্পন্ন করে, কিন্তু ঐ সময়ে ইহারা আচার্য্য ব্রাহ্মণ ডাকে না। বরের গৃহে কন্যাকে আনিয়া বিবাহ দেওয়া হইলে পঞ্চায়তকে ১।০ সিকা এবং কন্যার গৃহে হইলে ।/০ আনা সেলামী দিতে হয়।

কোন কোন লালবেগী রমজান পর্ব্বে উপবাস করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই তাহা পালন করে না। ইহারা মসজিদে প্রবেশপূর্ব্বক উপাসনা করিতে পায় না।

ইহাদের অন্ত্যেষ্টিপ্রথা স্বতন্ত্র। মুসলমানের নির্দ্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে ইহারা মৃতদেহ গোর দিতে পারে না। জঙ্গলের মধ্যে অথবা জনমানবপরিশূন্য কোন অনুর্ব্বর ভূখণ্ডে ইহারা শব লইয়া গিয়া প্রোথিত করে। মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার পূর্ব্বে ইহারা পাঁচখানি বস্ত্রে সেই দেহ আবৃত করে, দুই বাহুর নীচে দুইখানি রুমাল বাঁধে, মস্তকে একখানি কসাবা বা গামছা জড়াইয়া দেয় এবং তাহার পর একখানি "খিরকা" (জামা বিশেষ) পরাইয়া গহ্বর মধ্যে স্থাপন করে। পরে ঐ কবর মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরে একখানি চাদর বিস্তার করিয়া দেয়, উহাকে "ফুল কা চাদর" বলে। ঐ বস্ত্রের চারি কোণে চারিখানি অগুরু কাষ্ঠ পুঁতিয়া আগুন লাগাইয়া ভস্মসাৎ করে। ইহার পর মুসলমানদিগের আচরিত যাবতীয় সৎকারপ্রথারই অনুষ্ঠান করে। মৃত্যুর পর চার দিন পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির গৃহে কোনরূপ আলোক বা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয় না। ঐ চারি দিন তাহারা প্রতিবেশী বা কোন আত্মীয়ের গৃহে ভোজনাদি করিয়া থাকে। পঞ্চম দিনে ইহারা মৃতের গৃহ সম্মুখে এক থালা সুপারী রাখিয়া তদুপরি ফুল দিয়া ঢাকা দেয় এবং সেই দিনে স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া ভোজ দিয়া থাকে।

ইহারা হিন্দুর অনেক পর্ব্বই পালন করিয়া থাকে এবং অনেক বিষয়ে হিন্দুর আচারপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে। দিবালী ও হোলী পর্ব্বে ইহারা বিশেষ সমারোহ করিয়া থাকে। ঐ সময়ে ইহারা আপনাদের আদিপুরুষ লালবেগের উদ্দেশে মৃত্তিকা দ্বারা পঞ্চ গুম্বেজযুক্ত একটী মসজিদ বা সমাধি-মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার সম্মুখে মুরগী বলি এবং তাঁহার নামে পোলাও, সরবৎ ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি উৎসর্গ করিয়া পূজা দেয়।

ঐতিহাসিক ইলিয়ট বলেন, ইহাদের উপাস্য আদিপুরুষ বা কুলদেবতা লালবেগ সম্ভবতঃ উত্তরপশ্চিম ভারতীয় লালগুরু (রাক্ষস আরণ্য কিরাত) হইবেন। কিন্তু বারাণসীবাসী লালবেগীরা পীর জহরকেই (চিস্তিয়া সাধু সৈয়দ শাহ জুহুর) লালবেগ বলিয়া অনুমান করেন, পঞ্জাবের কামারগণ যেমন হজরৎ দাউদ ও রঙ্গর-গণ যেমন পীর আলী রঙরেজের পূজা করে, সেইরূপ তথাকার মেথরেরা লালপীর বা বাবা ফকিরের উপাসনা করিয়া থাকে। [লালগুরু দেখ।]

লালবেগীরা ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পরই কোন মুসল-মান সাধুকে আপনাদের বংশপ্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছে। উত্তর-ভারত হইতে ইহারা বাঙ্গালায় কর্ম্মান্বেষণে আসিয়া বাস করিয়াছে।

লালবেগী, বাঙ্গালার ত্রিহুত জেলায় প্রবাহিত একটী নদী।

লাল্‌বেড়েলা (দেশজ) রক্তবেড়েলা।

লালবেহারী দে, (রেভারেণ্ড), ইংরাজী শিক্ষিত এক জন বঙ্গ সন্তান। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রেভারেণ্ড উপাধি লাভ করেন। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের স্থাপিত হুগলী কলেজের ইংরাজী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি স্বীয় জীবন অতিবাহিত করেন। গোবিন্দসামন্ত ও বাঙ্গালার গল্প গাথায় (Govinda Samanta, a Bengal Peasant life ও Folktales of Bengal) নামক গ্রন্থদ্বয় তাহার ইংরাজী জ্ঞান ও রচনাশক্তির চরম নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্কলিত আরও কএকখানি স্কুলপাঠ্য ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লাল্‌শর্করাকন্দ (দেশজ) শকরকন্দ আলু।

লাল্‌শাক (দেশজ) রক্তশাক।

লাল্‌শেলেঞ্চি (দেশজ) খাদ্যোপযোগী শাকবিশেষ।

লালশ্যামা (দেশজ) লালবর্ণের শ্যামাঘাস।

লালস (পুং) লালসা।

লালসর্ব্বজয়া (দেশজ) পুষ্পভেদ। (Cama Indica)

লালসা (স্ত্রী) লস্-যঙ্ ততঃ (অঃ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অ, টাপ্। ১ মহাভিলাষ। (অমর) ২ ঔৎসুক্য। ৩ যাচ্ঞা। (মেদিনী) ৪ দোহদ। 'দোহদং দৌহৃদং শ্রদ্ধা লালসা স্মৃতি মাসিতু।' (হেম) ৫ লোল।

(ত্রি) ৬ লোলুপ। "তস্মিন্ মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশান-সন্দর্শনলালসানাম্।" (কুমার৭।৫৬)

লালসাত, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের বৌধা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে প্রায় ৯ হাজার লোকের বাস আছে।

লালসাবনী (দেশজ) গুল্মভেদ (Trianthema obcordata)

লালসাহবাজ, এক জন মুসলমান মহাপুরুষ। সেহ্‌বানে তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। মুসলমানগণ প্রায়ই এই পবিত্র তীর্থ সন্দর্শনে আসিয়া থাকে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত

মন্দির ও তাহার চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের ধারণা। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তর্খান রাজবংশীয় মীর্জা জানি এই সাধুর উদ্দেশে আর একটী সুবৃহৎ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। সিন্ধুরাজ মীর করম আলী খাঁ তালপুর ইহার দ্বার ও চূড়ার গুম্বেজ রূপার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। এই মন্দিরে আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ কএকখানি শিলাফলক আছে।

লালসিংহ (রাজা), এক জন শিখসর্দ্দার। তিনি রাণী চাঁদ কুমারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। এই সূত্রে রাজসরকারে তাঁহার প্রতিপত্তিও অক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা জবাহির সিংহের মৃত্যুর পর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পূর্ব্বে তিনি কিছুকাল আগ্রা নগরীতে নজরবন্দিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

লালসিংহ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

লালসীক (স্ত্রী) পিচ্ছিল। (শব্দরত্না°)

লালা (স্ত্রী) লল—ণিচ্ অচ্ টাপ্। মুখভবজল, চলিত নাল্। পর্য্যায়—সৃণিকা, স্যন্দিনী, দ্রাবিকা, সৃণীকা, মুখস্রাব। (রাজনি°) "হীনচ্ছেদাৎ ভবেচ্ছোপো লালানিস্রাব্রবস্তথা:।" (সুশ্রুত ৪।২২)

লালা, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী কায়স্থজাতির সম্মানসূচক উপাধি। কখন কখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেরাণী বা হিসাব রক্ষকদিগকে সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ লালাজী বলিয়া সম্বোধন করিতে দেখা যায়।

লালা জয়নারায়ণ, চণ্ডীকাব্য ও হরিলীলাপ্রণেতা। ইনি লালা রামপ্রসাদের পুত্র। [রামপ্রসাদ দেখ।]

লালাট (ত্রি) ১ ললাটসম্বন্ধীয়।

লালাটি (পুং) ললাটের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌ°)

লালাটিক (ত্রি) ললাটং পশ্যতীতি ললাট (সংজ্ঞায়াং ললাটকুক্কুটৌ পশ্যতি। পা ৪।৪।৪৬) ইতি ঠক্। প্রভুর কপালদর্শী, কার্য্যাক্ষম, যে ভৃত্য ক্রোধ ও প্রসাদাদি চিহ্ন জ্ঞানের জন্য প্রভুর ললাট অবলোকন করে। "লালাটিকঃ সদালম্বে প্রভুভাবনিদর্শিনি।" (অজয়) (পুং) ২ আপ্লেষণবিশেষ। (ত্রি) ৩ ললাটসম্বন্ধী। যথা "প্রাগুক্ত লালাটিকী"

লালাটী (স্ত্রী) ললাট।

লালাঠকুর, আহ্নিকসংক্ষেপ-রচয়িতা বামদেবের প্রতিপালক।

লালাভক্ষ, (ত্রি) ১ লালা-ভোজনকারী। ২ নরকভেদ। যাহারা দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথিকে ভোজ্য বস্তু নিবেদন না করিয়া ভোজন করে, তাহারা এই ঘোর নরকে গমন করে।

লালামিক (ত্রি) ললামগ্রাহী, সৌন্দর্য্যগ্রাহী।

লালামেহ (পুং) লালাবৎ মেহতীতি মিহ-অচ্। প্রমেহ বিশেষ। এই মেহরোগে লালার ন্যায় শুক্র প্রক্ষরিত হয়, এই জন্য ইহাকে লালামেহ কহে। "লালাতন্তুযুতং মূত্রং লালামেহেন পিচ্ছিলম্।" (ভাবপ্র°) [প্রমেহ রোগ শব্দ দেখ]

লালায়িত (ত্রি) লালা-"নমস্তপো বরিবঃ কণ্ড্বাদিভ্যঃ ক্যঙৌ" ইতি-ক্য, লালায়-ক্ত। লালাবিশিষ্ট, কাতর। অত্যন্ত কাতর হইলে মুখ হইতে লালাস্রাব হইতে থাকে।

লালাবাবু, একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী সাধু ও পরম বৈষ্ণব। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী নগরের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভূম্যধিকারী হরেকৃষ্ণ সিংহের বংশে তাঁহার জন্ম। কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠস্থিত পাইকপাড়া গ্রামে তাঁহাদের একটি বাসভবন আছে। এইজন্য তাঁহারা পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া খ্যাত। লালাবাবু—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ছিলেন এবং স্বীয় ধর্ম্মজীবনে পরদুঃখে কাতর হইয়া মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিতেন বলিয়া লোকে তাহাকে লালাবাবু বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহার পিতামহ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ভারতপ্রতিনিধি ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান নিযুক্ত হন। গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ (পরে দেওয়ান) স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত রাধাগোবিন্দের (বঙ্গেশ্বর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রধান রাজস্ব-সংগ্রাহক) তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিষয়কর্ম্মে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। তিনি পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়া স্বীয় স্বভাবজাত দয়ার্দ্রতানিবন্ধন যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

এই মহানুভবের পুত্র দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ওরফে লালাবাবু পিতার ন্যায় সদ্‌গুণশালী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি বর্দ্ধমান ও কটকের কলেক্টারীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার বিষয়তৃষ্ণা ক্রমশঃই নির্ব্বাপিত হইয়া আইসে। শুনা যায়, একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি স্বীয় প্রাসাদোপরি বায়ুসেবনার্থ পদচালনা করিতেছেন, এমন সময়ে অদূরস্থ রজকগৃহ হইতে এক রজকিনী তারস্বরে বলিয়া উঠিল, "ও বেলা গেল গেল বাসনা গুলা জালিয়ে দে।" সাধকের প্রাণ অকস্মাৎ ঐ কথায় চমকিয়া উঠিল। রজকের ব্যবহারের কলার বাস্না তাহার মনে হইল না, তিনি মনে করিলেন কে যেন তাঁহাকে বিষয়মদে মত্ত দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে, "সময় অতিবাহিত হইয়া চলিল, বাসনা গুলি জ্বালাইয়া দাও।" তখন তাঁহার হৃদয়ে দাবাগ্নিদগ্ধ বৃক্ষাভ্যন্তরস্থ কীটের পীড়ার ন্যায় বিষম জ্বালা উপস্থিত হইল। তিনি বৈরাগ্যাবলম্বন করিলেন।

বৈরাগ্যোদয় হইলে তিনি বিষয়-ভোগলালসা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। এখানে আসিয়া প্রতি তীর্থেই তিনি স্বীয় দানশীলতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি রাজপুতনার

মর্ম্মর-প্রস্তরে একটি সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহা অদ্যাপি 'লালাবাবুর কুঞ্জ' নামে পরিচিত আছে। রাজপুতনায় মর্ম্মরপ্রস্তর ক্রয় করিতে আসিয়া তিনি কয়েকটি রাজকীয় কার্য্যে বিব্রত হইয়া পড়েন, পরে তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভপূর্ব্বক পুনরায় বৃন্দাবনবাসী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের ধ্যানে নিরত হন। বৃন্দাবনবাসীর বিশ্বাস, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিলেন, কখন কখন প্রেমোন্মাদে তাঁহার মোহন মুরলী ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যমুনাকূলে প্রধাবিত হইতেন।

বৃন্দাবন-বাসকালে তিনি মথুরা জেলার অন্তর্গত "রাধাকুণ্ড" নামক তীর্থের চতুর্দ্দিক্ শ্বেতপ্রস্তরসোপানদ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণধ্যান করিয়া বৃন্দাবনেই তিনি দেহত্যাগ করেন। যে স্থানে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল, ব্রজবাসীরা তাহা একটি তীর্থ বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকে।

তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় বালকপুত্র দেওয়ান শ্রীনারায়ণ-সিংহ ঐ সম্পত্তির অধিকারী হন।

লালাবিষ (পুং) লালায়াং বিষং যস্য। লূতাদি, ইহাদিগের লালায় বিষ।

লালাস্রব (পুং) ১ লালা-নিঃসরণ। ২ লূতা, মাকড়সা।

লালাস্রাব (পুং) লালাং স্রাবয়তীতি স্রু-ণিচ্-অণ্। ১ উর্ণনাভ। (হেম) (ত্রি) ২ লালাক্ষারক।

"লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ডুমান্ শৌষিরো গদঃ।" (সুশ্রুত ২।১৬)

লালাস্রাবিন্ (ত্রি) লাল-স্রাবকারী।

লালিক (পুং) মহিষ। (হেম)

লালিত (ত্রি) যাহাদিগকে লালন করা হইয়াছে। (ক্লী) ২আহ্লাদ, উল্লাস।

লালিতপুর, যুক্তপ্রদেশের একটী নগর ও জেলা। [ললিতপুর দেখ]

লালিত্য (ক্লী) ললিত-ষ্যঞ্। ললিতের ভাব বা ধর্ম্ম, ললিত-গুণবিশিষ্ট।

"সক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীং।" (লীলাবতী)

লালিয়াদ, কাঠিয়াবাড়-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য ও তদধীন গণ্ডগ্রাম, ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের চূড়া ষ্টেসন হইতে ১॥০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। বর্ত্তমান সম্পত্তির দুই জন অংশীদার। তাঁহারা ইংরাজগবর্মেণ্টকে বার্ষিক ৩৬২৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

লালী, একজন ফরাসী সেনাপতি। সমগ্র নাম কাউণ্ট লালী টেল্লেণ্ডল। ফরাসী রাজাধিকৃত ভারতীয় প্রদেশসমূহের প্রধান সেনাপতি হইয়া ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে পদার্পণ করেন। ইঁহার পিতা সর্ জিরার্ড ও'লালী আয়র্লণ্ডবাসী ছিলেন। লিমারিক্ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া তিনি ফরাসী সেনার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। তিনি তথাকার সামরিক বিভাগে থাকিয়া "আইরিশ ব্রিগেড্" নামক সেনাদল সংগঠন করেন এবং তাঁহার পুত্র টমাস আর্থার এক বৎসর বয়সেই (১৭০২ খৃঃ) ফরাসী সেনাদলের প্রাইভেট্ পদে মনোনীত হন। ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে (১৭৪৫ খৃঃ) তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত কাউণ্ট ডিল্লোঁর পরিচালিত ব্রিগেড সেনাদলের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া ফণ্টিনয় রণক্ষেত্রে অমিত বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। অটল ইংরাজ-বাহিনী তাঁহার আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজিত হয় এবং সেই দিন হইতেই ফরাসী সৈন্যের রণপাণ্ডিত্য-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর লালী রুষযুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া স্বীয় গুণে ফরাসী রাজপুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি ফরাসী সেনাপতি Marshal Saxeএর অধীনে যেরূপ যুদ্ধকৌশল ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এই বীর পুরুষকে প্রকৃতই ফ্রান্সের ভাবী সেনা-নায়ক (Marchal de France) জ্ঞান করিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন।

ইহারই কিছু পরে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তিনি এসিয়াস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের (French possessions in the East) প্রধান সেনাধ্যক্ষ হইয়া ভারতসীমান্তে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি নীতি-তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতে আসিয়া সেই স্বভাবসিদ্ধ নীতিমার্গের অনুসরণপূর্ব্বক তিনি ভারতীয় ফরাসী সেনাদলের শিক্ষা ও সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে মদগর্ব্বে এবং স্বীয় শক্তিপ্রাধান্যে মত্ত হইয়া তিনি যথেষ্ট হঠকারিতার ও শক্তিচালনার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও দাম্ভিকতা অচিরে তাঁহাকে অবনতির পথে আনিয়াছিল। ভারতে আসিয়া তিনি রাজনীতিবিশারদ ডুপ্লের সাম্যবাদ বিসর্জ্জন দিলেন এবং রাজা প্রজা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশে ফরাসীর অধিকৃত প্রদেশসমূহে স্বীয় প্রভাব বিস্তার মানসে প্রজাবর্গের উপর কঠোর শাসন প্রবর্ত্তিত করিলেন। যাহা স্পর্শ করিলে শরীর অশুচি হয়, এরূপ নিষিদ্ধ বস্তুও ব্রাহ্মণকে বহন করাইতে অথবা শূদ্রদিগের সহিত তাঁহাদিগকে একা গাড়ী টানাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইরূপ যথেচ্ছকাণ্ড লক্ষ্য করিয়া De Layrit ও মন্ত্রিসভা (Council) তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলির নিন্দাবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রতিবাদ করি-লেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উৎকোচগ্রাহী অপরাধে অভিযুক্ত করিয়া তাহাদের প্রতি তদুপযোগী ব্যবহারে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মান্দ্রাজে যুদ্ধকালে মান্দ্রাজ নগরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার

অধীনস্থ সেনাপতিগণ তাঁহার ব্যবহারে বিশেষরূপে উত্যক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঘৃণার সহিত তাঁহার আদেশ উপেক্ষা করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণে বিরত হইলেন। তিনি প্রত্যেক সেনাকর্ত্তৃক ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইলেন এবং তাঁহার উপর বিদ্রোহী সেনাদলও স্বীয় নৌবাহিনীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে বিশেষরূপে অবমানিত বোধ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় তিনি বাধ্য হইয়া বুশিকে যুদ্ধের অধিনায়কপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। বন্দিবাস রণক্ষেত্রে কর্ণেল কুটের নিকটে তিনি সদলে পরাজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর বিদ্রোহী সেনাবৃন্দ ও অত্যাচারী প্রজাবর্গের মধ্যে থাকিয়া তিনি পুঁদিচেরী রক্ষায় দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েন। ক্রমশঃ খাদ্যাভাবে যখন দুর্গবাসীর জীবনকাল ফুরাইতে লাগিল, (১৬ই জানুয়ারী ১৭৬১ খৃঃ) তখন তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

এই অবরোধকালে ফরাসি-সৈন্য ও নগরবাসিগণ হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি নিহত করিয়া তাহাদের মাংস দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিত। এমন কি, তৎকালে ২৪ টাকা মূল্যে একটী দেশী কুকুর ফরাসীদিগের খাদ্য সামগ্রীরূপে বিক্রীত হইয়াছিল।

তিনি ফ্রান্স রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তাঁহার ভারতীয় কার্য্যাবলির তত্ত্বানুসন্ধান ও বিচার আরম্ভ হয়। তাহাতে তিনি রাজদ্রোহী ও সেনাপতিবৃন্দের উপর অযথা অত্যাচারী বলিয়া প্রতিপন্ন হন। তজ্জন্য তাঁহাকে ময়লার গাড়ীতে বসাইয়া প্রকাশ্য রাজপথে লইয়া বধ্যভূমিতে আনয়ন করা হইয়াছিল। তথায় তিনি তারস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "জগদীশ্বর বিচারকদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দান করিয়াছেন। যদি তাহাদিগের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ আমার সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই সে কার্য্য করিতাম না।" এই কথা বলিবার পর জহ্লাদ আসিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য করিয়া গেল।

লালী (দেশজ) ঈষৎ লালবর্ণযুক্ত। যাহাতে লালের আমেজ আছে।

লালীনদী, আসামে প্রবাহিত একটী নদী। দিপুঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ২৮° উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১´ পূর্ব্বে আবরজাতির বাসভূমি জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতখণ্ড হইতে উদ্ভূত।

লালীল (পুং) অগ্নি। (তৈত্তিরীয় আর° ১০।১।৭)

লালুকা (স্ত্রী) কণ্ঠহারভেদ।

লালুনন্দলাল, একজন কবিওয়ালা। ইহার রচিত অনেক 'কবি' গান পাওয়া যায়।

লালের-ফোর্ট (লালনের দুর্গ), যুক্তপ্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৮°১৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৭´ পূঃ। খাসগঞ্জ হইতে মীরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গ ছিল।

লাল্য (ত্রি) লল-ণিচ্-ণ্যৎ। লালনীয়, লালনার্থ।

লাব (পুং স্ত্রী) পক্ষিবিশেষ, লাওয়া। ইহার মাংসগুণ—লঘু, কটু, মলবদ্ধকারক, স্বাদু, শীতল, ও ত্রিদোষনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশমতে গুণ—অগ্নিকর, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, লঘু, ত্রিদোষজিৎ, শীতল, হৃদ্‌রোগ ও রক্তপিত্তরোগনাশক। (ভাবপ্র°)

লাবক (পুং) লাব এব স্বার্থে কন্। ১ লাবপক্ষী। পর্য্যায় লঘুজাঙ্গল। (ত্রিকা°) লুনাতীতি লূ-ণ্বুল্। ২ ছেদক।

"যথা প্রাগ্‌ব্যাপকঃ ক্ষেত্রী পালকো লাবকস্তথা।"(মার্ক°পু°৪৬।১৬)

লাবণ (ত্রি) লবণ-অণ্। লবণ দ্বারা সংস্কৃত, যে বস্তুর লবণ দ্বারা সংস্কার করা হয়।

'সার্পিষ্কং দাধিকং সর্পির্দধিভ্যাং সংস্কৃতং ক্রমাৎ।
লবণোদকাভ্যামুদকং লাবণিকমুদশ্বিতি।
উদশ্বিতমৌদশ্বিৎকং লবণে স্যাত্তু লাবণম্॥' (হেম)

(ত্রি) ২ লবণ সম্বন্ধী।

"স মাং পরিভবন্নেব স্বাং বেলাং সমুপাক্রমন্।
ক্লেদয়ামাস চপলৈর্লাবণৈরম্বু বিপ্রবৈঃ॥" (হরিবংশ ৫৩।২০)

(ক্লী) ৩ নস্য। (রত্নমালা)

লাবণিক (ত্রি) লবণ-ঠঞ্। লবণ দ্বারা সংস্কৃত, লবণোদক দ্বারা সংস্কৃত। (হেম) ২ লবণ সম্বন্ধী। (পুং) ৩ লবণবিক্রেতা।

"লীলয়ৈব সুতনোস্তলয়িত্বা গৌরবাঢ্যমপি লাবণিকেন।"(মাঘ১০।৩৮)

(ক্লী) ৪ লবণপাত্র।

লাবণ্য (ক্লী) লবণ-ষ্যঞ্। ১ লবণত্ব, লবণের ভাব বা ধর্ম্ম। লবণা স্থিট্ বিগ্রহে যস্যেতি লবণঃ অর্শ আদিত্বাদচ্ তস্য ভাবঃ দৃঢ়াদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্। সৌন্দর্য্যবিশেষ, শরীরের কান্তি, চাকচিক্য। ইহার লক্ষণ—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

মুক্তাফলের মধ্যে ছায়ার তরলতার ন্যায় অঙ্গে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাকে লাবণ্য কহে। শরীরাবয়বের যে প্রকৃষ্ট সৌন্দর্য্য, তাহাকেই লাবণ্য বলে।

"নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতিঃ
দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাং।
লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ মনসা শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্॥" (অমরসিংহ)

৩ শীলনৈপুণ্যাদি।

লাবণ্যশর্ম্মন্, লাবণ্যশর্ম্মতন্ত্র ও শকুনপ্রদীপপ্রণেতা।

লাবণ্যার্জ্জিত (ক্লী) লাবণ্যেন অর্জ্জিতম্। বিবাহকালীন শ্বশুর ও শাশুড়ী কর্ত্তৃক প্রদেয়বিশেষ। বিবাহের সময় শ্বশুর ও শাশুড়ী যে ধন যৌতুক স্বরূপ দেন।

"প্রীত্যা দত্তঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ শ্বশ্র্বা বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকং যত্তল্লাবণ্যার্জ্জিতমুচ্যতে॥"
(বিবাদচিন্তামণিধৃত কাত্যায়নবচন)

লাবা, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝিলাম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সুখেশ্বর ও লবণ পর্ব্বতের উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২°৪১´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৮´৩০´´ পূঃ। ইহা একটী সুবৃহৎ 'আবাদ্' গ্রাম বলিয়া কথিত। ইহার চতুঃসীমাস্থিত কুটীর লইয়া ভূপরিমাণ ১৩৫ বর্গমাইল।

লাবা, রাজপুতনার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৮ বর্গমাইল। জয়পুররাজ কোন সময়ে তাঁহার কোন নিকট আত্মীয়কে লাবার সামন্তপদ প্রদান করেন। পরে মহারাষ্ট্র-সর্দ্দার আমীর খাঁ লাবা অধিকার করিয়া তথাকার ঠাকুরকে মহারাষ্ট্রের পদানত করিয়াছিলেন। উহার পর লাবার ঠাকুরগণ তোঙ্কের সামন্তরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্ট এই অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া দেন।

লাবা নগর তোঙ্কের ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

লাবা (স্ত্রী) লাব-টাপ্। পক্ষিবিশেষ, পর্য্যায় লাবক, লাব, লব।

লাবাড়, যুক্তপ্রদেশের মীরাট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মীরাট সদর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে মহলসরাই নামে একটী সুন্দর প্রাসাদ বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদসংলগ্ন সুবিস্তৃত উদ্যান এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। মীরাট নগরের নিকটস্থ সুদীর্ঘ সূর্য্যকুণ্ড-দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠাতা বণিক্‌শ্রেষ্ঠ জবাহির সিংহ অনুমান ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

লাবাণক (পুং) মগধরাজ্যের নিকটবর্ত্তী জনপদভেদ।

লাবাক্ষক (পুং) ব্রীহিভেদ। (সুশ্রুতসূ° ৪৬ অ°)

লাবিক (পুং) লালিক, মহিষ। (হেম)

লাবিন্ (পুং) লু-ণিনি। ছেদক। চয়নকারী।

লাবু, লাবূ (স্ত্রী) অলাবু। (শব্দরত্না°)

লাবুয়ান, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। বর্ণিও দ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব উপকূল হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ ভিক্টোরিয়া বন্দর এবং তাহারই সম্মুখভাগে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ (Islet) আছে। ইহা লম্বে প্রায় ১০ মাইল এবং প্রস্থে ৫ মাইল। সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূপৃষ্ঠস্থ কর্দ্দম ও রেলপথের উপর্য্যুপরি স্তর দেখিয়া অনুমান হয় যে, উক্ত স্তরেই এই দ্বীপ গঠিত।

এখানে কয়লার খনি আছে। তাহাতে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে অবিশুদ্ধ লৌহের খনি দৃষ্ট হয়। দ্বীপবাসীরা সেই লৌহ গলাইয়া পাত্রাদি প্রস্তুত করে। পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের যে সকল উপনিবেশ আছে, তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল।

লাবুর্দ্দনে, এক জন ফরাসী শাসনকর্ত্তা। ইনি খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে ভারত মহাসমুদ্রস্থ ফরাসী অধিকারসমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া পূর্ব্বদেশে আগমন করেন। তিনি ভারত উপকূলে ফরাসীবাহিনী আনিয়া মান্দ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন।

লাবেরণি (পুং) লবেরণির গোত্রাপত্য।

লাবেরণীয় (ত্রি) লাবেরণির গোত্রাপত্য।

লাব্য (ত্রি) লূ-ণ্যৎ। ছেদ্য, ছেদনযোগ্য।

লাবুক (ত্রি) লব-উকন্। গৃধ্নু, লোভী।

লাস (পুং) লস-ঘঞ্। ১ নৃত্যমাত্র। ২ স্ত্রীদিগের নৃত্য।

"মদনজনিতলাসৈ দৃষ্টিপাতৈর্মুনীন্দ্রান্।
স্তনভরনতনার্য্যঃ কাময়ন্তি প্রশান্তান্॥" (ঋতুসংহার ৬।৩১)

২ যূষ। (শব্দচ°)

লাস (দেশজ) ১ শব। ২ আটা। (হিন্দি) ৩ নিকৃষ্ট জমি।

লাস, আফগানস্থানের হিরাট বিভাগের নিকটস্থ একটী প্রদেশ। সিস্তানের উত্তরে অবস্থিত। কামরান্ যখন লাস নগর আক্রমণ করেন, তখন এখানকার দুর্গবাসী সেনাগণ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

লাস, বলুচস্থানের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। আরব্যোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। সিন্ধুনদের 'ব'দ্বীপভূমি ও হালাপর্ব্বতমালা দ্বারা ইহা নিম্ন সিন্ধুপ্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ লম্বে প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থে ৮০ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় ঝালবান পর্ব্বত ও বুধরাজ্য, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে উন্নতচূড় পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। এখানকার শাসনকর্ত্তা জাম (সর্দ্দার) নামে খ্যাত।

এখানে জামোট, সাথ্রা, আছ্রা, গুদোড়, অঙ্গাড়িও, রুঞ্জা, শুঙ্গা, বুর্ণা, মুক্রাণী, শেখ, মুসোন্না, গুদড়া, দুম্বর, বরাড়িয়া, মেরী, ধীরা বুধোর, মঙ্গা, বাওরা, জোঘ, দুম্বরি বা দুম্বরি, জগদল, গুজর, সঙ্গুর, হোরমারা প্রভৃতি জাতির বাস আছে। জামোত জাতির দ্বাদশটী থাকের একটী থাক হইতে জামসর্দ্দারগণ সমুদ্ভূত। সোণমিনী এখানকার প্রধান বাণিজ্যবন্দর। ইহার কিছু উত্তরে বেরলা নগর। উহাই স্থানীয় রাজধানী বলিয়া গণ্য। এখানে অনেক প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎপাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনুমান হয় যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে এদেশে বৈদেশিক

বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। মেক্রান ও সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমান্ সমাগমের সমকালে এখানে সম্ভবতঃ আরববাসী মুসলমান বণিক্গণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

লাসক (ক্লী) লসতীতি লস-ণ্বুল্। ১ মট্টক, চলিত মট্কা। (পুং) ২ লাস্যকারী। ৩ ময়ূর। ৪ লসক। ৫ বেষ্ট। ৬ দীপ্তিকারক। "নবজলকণসেকাচ্ছীততামাদধানঃ কুসুমভরনতানাং লাসকঃ পাদপানাম্।" (ঋতুসংহার ২।২৩)

লাসকী (স্ত্রী) লাসক-ঙীষ্। নর্ত্তকী। (অমর)

লাসা, (Lhassa) হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত তিব্বত-রাজ্যের রাজধানী। এই জনপদ ভোট ভাষায় খ-ছন্-প বা তুষার প্রদেশ নামে অভিহিত। আবার তিব্বতীয় ভাষায় ল্হা শব্দের অর্থ দেব এবং সা শব্দে বিশ্রাম-নিকেতন। লাসা অর্থাৎ দেবস্থান। সুতরাং ল্হাসা বা লাসা শব্দে দেবস্থানই বুঝাইয়া থাকে*। এই নগরবাসী জন সাধারণ বৌদ্ধ। বৌদ্ধ লামাচার্য্য ও যতি প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্মনিরত থাকিয়া এখানকার মঠে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভারতবাসীর পূজ্য ও প্রসিদ্ধ বুদ্ধাবতার শাক্যমুনির প্রসাদে এখানকার ধর্ম্মমণ্ডল আজিও বৌদ্ধধর্ম্মের উদার মত পালন করিয়া আসিতেছে, তবে বর্ত্তমান লামাধর্ম্মে, পার্ব্বত্য জাতির বোন্-পা ধর্ম্মের অনেক প্রভাব ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এই নগরে তিব্বতের সর্ব্বপ্রধান লামাচার্য্য "দলইলামা" রাজশক্তি সম্পন্ন হইয়া রাজদণ্ডের প্রভাবে ধর্ম্মরাজ্য ও কর্ম্মরাজ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। [তিব্বত ও লামা দেখ।]

বর্ত্তমান লাসা নগরীর উত্তরে শৈল শৃঙ্গোপরি পোতল গুম্ফা নামক দলই লামার রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। উহার গঠন-বৈচিত্র্য এবং তথাকার অপর দুইটী প্রসিদ্ধ সঙ্ঘারামের প্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্বতঃই মনে বিস্ময় সমুৎপাদিত হয়।

দলইলামার পোতল প্রাসাদ।

দলই লামা এখানকার রাজ্যশাসন-কার্য্যের এবং ধর্ম্মরক্ষা ও প্রচার-বিষয়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও এই নগরে চীনরাজের দুইজন অম্বন্ বা রাজদূত বাস করেন। তাঁহাদের পরামর্শমতে লাসাপতি দলই-লামা যাবতীয় রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। লাসাবাসী উক্ত চীন-রাজকর্ম্মচারিদ্বয়ের অধীনে দলু-হে নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি আছেন। তাঁহারা স্ব স্ব পদ ও মর্য্যাদানুসারে তিব্বতরাজ্যের সুশাসন বন্দোবস্তের জন্য সকল বিষয়ই পরিদর্শন করিয়া থাকেন। দলুহের নিম্নতন চীনকর্ম্মচারিদ্বয় ফোপুন নামে খ্যাত। তাঁহারা সেনাবিভাগের বেতনদাতা বক্সী ও ইংরাজসেনাবিভাগের এড্জুটেণ্ট ও কোয়ার্টার-মাষ্টার জেনারলের ন্যায় কার্য্য করেন। একজন দলুহে ও একজন ফোপুন দীঘাচীতে থাকিয়া তিব্বতীয় সেনাদলের সাধারণ পরিদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকেন।

এই দুই কর্ম্মচারী বা সেনাধ্যক্ষের নিম্নে তিনজন "চোঙ্ঘর" আছেন। তাঁহারা চীনজাতীয় এবং এক একটী সেনাবিভাগের নায়ক মাত্র। ইহাদের মধ্যে একজন দীঘাচীতে ও অপর এক জন নেপাল সীমান্তবর্ত্তী টিঙ্রি নগরে সসৈন্য অবস্থিত থাকিয়া তিব্বত সীমান্ত রক্ষা করিতেছেন। উক্ত সেনানায়কত্রয়ের

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হক্ বলেন, লাসা শব্দে প্রেতভূমি বুঝায়। মোঙ্গলীয়গণ "মোঞ্জেত ধোঙ" বা স্বর্গীয় দেবপীঠ এবং হেবু লামাগণ ইহাকে দেবনগর বলে।

অধীনে ৩ জন চীনজাতীয় 'তিঙ্গ্‌পুন্' বা 'নন্ কমিসন্‌ড্ অফিসার' আছেন। এতদ্ভিন্ন তিব্বতরাজ্যের সামরিকবিভাগে আর কোন চীন কর্ম্মচারী নাই। রাজকীয় শাসন ও বিচারবিভাগীয় যাবতীয় কার্য্য তিব্বতবাসী ভদ্রলোক দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সমগ্র তিব্বতে চীনরাজের প্রায় ৪ হাজার সেনা আছে। তাহার মধ্যে লাসানগরে ২ হাজার, দীঘাচিতে ১ হাজার, গ্যান্‌ৎসিতে ৫০০ শত ও টিঙ্‌রিতে ৫ শত মাত্র।

লাসিকা (স্ত্রী) লাসোহস্ত্যস্যা। ইতি লাস-ঠন্। নর্ত্তকী। (অমর)

লাসিন্ (ত্রি) লস ণিনি। নর্ত্তক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। লাসিনী।

লাসেন্ (Lassen), জর্ম্মণরাজ্যবাসী একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শব্দবিৎ। জ্যোতিষ, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। সংস্কৃত, আরবী, পারসী, গ্রীক্, হিব্রু, লাটিন প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাসমূহ আলোচনা করিয়া তত্তদ্দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি এবং ভারতীয় শিলালিপি ও আসিরীয় কোণাকার লিপি হইতে প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া তিনি জগদ্বাসীকে স্বীয় গবেষণায় চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত যে গ্রন্থগুলি সে সময়ে মুদ্রিত হইয়া য়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল:—Commentatio Geographica atque Historica de Pentapomia Indica ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, বন্ন্ নগরে; Die Altpersischen, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে, কায়েল নগরে; Die Taprobane Insula ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে, Indische Alterthum Skunde বা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব— ১৮৪৭ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ৪ খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

এতদ্ভিন্ন তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসাবলে তদানীন্তন আবিষ্কৃত কোণাকার শিলাফলকসমূহ হইতে ৩৯ প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালা নিরূপণ করিয়া সাধারণের সমক্ষে তাহার একটী তালিকা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং যে কয়প্রকার লিপি তৎকালীন য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক ফলকাদি তিনি অনুবাদ করিয়া সাধারণের বোধগম্য করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

লাস্ফোটনী (স্ত্রী) ১ আস্ফোটনী। ২ বেধনিকা। (রায়মুকুট)

লাস্য (ক্লী) লস (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ইতি ণ্যৎ। ১ নৃত্য। ২ তৌর্য্যত্রিক। (মেদিনী) ভাবাশ্রয় ও তালাশ্রয় নৃত্য। ভাব ও তালের সহিত যে নৃত্য তাহাকে লাস্য কহে। (ভরত) সঙ্গীতনারায়ণে লিখিত আছে যে, স্ত্রীগণ যে নৃত্য করে তাহাকে লাস্য কহে।

"পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রাহুঃ স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে।"

(সঙ্গীতনারায়ণ নারদস°)

"সম্ভোগস্নেহচাতুর্য্যৈর্হাবলাস্যমনোহরৈঃ।

রাজনাং রময়ামাস তথা রেমে তথৈব সঃ॥"(ভারত ১।৯৮।১০)

সাহিত্যদর্পণে লাস্যের দশবিধ অঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে—

"গেয়পদং স্থিতপাঠ্যমাসীনং পুষ্পগণ্ডিকা।

প্রচ্ছেদকস্ত্রিগূঢ়ঞ্চ সৈন্ধবাখ্যং দ্বিগূঢ়কম্॥

উত্তমোত্তমকঞ্চান্যদুক্তপ্রত্যুক্তমেব চ।

লাস্যে দশবিধং হ্যেতদঙ্গমুক্তং মনীষিভিঃ॥"(সাহিত্যদ° ৬।৫০৪)

মনীষিগণ—গেয়পদ, স্থিতপাঠ, আসীন, পুষ্পগণ্ডিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিগূঢ়, সৈন্ধবাখ্য, দ্বিগূঢ়ক ও উত্তমোত্তমক এই দশবিধ লাস্যের অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(পুং) লাস্যমস্যাস্তেতি লাস্য-অচ্। ৪ নর্ত্তক। (শব্দরত্না°)

লাস্যক (ক্লী) লাস্যমেব স্বার্থে কন্। নৃত্য। (শব্দরত্না°)

লাস্যা (স্ত্রী) লাস্যমস্ত্যস্যা ইতি লাস্য-অচ্-টাপ্। নর্ত্তকী। (শব্দরত্না°)

লাহা (দেশজ) লাক্ষা।

লাহুল, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপত্যকা ও উপবিভাগ। [লহুল দেখ।]

লাহেরী (লাহেরা), বেহারবাসী জাতিবিশেষ। লাক্ষার চুড়ি (লাহ কা চুরি) প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা একটী স্বতন্ত্র জাতি নহে, নিম্ন শ্রেণীর বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে গঠিত। এই অভিনব বৃত্তি অবলম্বনে "লাহা" হইতে ইহারা লাহেরী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গঙ্গানদীর উত্তর ও দক্ষিণকূলে বাসনিবন্ধন ইহাদের মধ্যে ত্রিহুতিয়া ও দক্ষিণিয়া নামে দুইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। নূরী জাতির একটা শাখা গালার গহনা প্রস্তুত করে বলিয়া তাহারাও লাহেরা শ্রেণীর একটা থাকরূপে গণ্য হইয়াছে। [লাখেরী দেখ।]

ইহাদের মধ্যে কাশী ও মহুরিয়া নামে দুইটী গোত্র বা শ্রেণীবিভাগ আছে। সপিণ্ড সাতপুরুষ বাদ দিয়া ইহারা পুত্রকন্যার বিবাহ দেয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার বিবাহ হইলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু বাল্যবিবাহই প্রশস্ত। বিবাহ-প্রথা স্থানীয় সাধারণ হিন্দুদের মত, কেবল বরের পিতাকে তিলকদানের ব্যবস্থা নাই। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে পুরুষ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে পারে।

বিধবারা সাগাই মতে বিবাহিত হয়। এরূপ স্থলে দেবরকে বিবাহ করাই যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু বিধবা রমণী তাহার ইচ্ছামত অন্য পুরুষকেও বরণ করিতে পারে। স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে পঞ্চায়তের সমক্ষে তাহার অপরাধ প্রমাণিত বা সাব্যস্ত করাইয়া স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। স্বজাতির মধ্যে যদি কেহ কোন রমণীকে কুপথে লইয়া যায়, তাহা হইলে সে স্বীয় সমাজের

প্রধানদিগকে ভোজ দিয়া অব্যাহতি পায়, কিন্তু ভিন্ন-সম্প্রদায়ের অপর পুরুষে আসক্ত হইয়া যদি ঐ রমণী পাপপঙ্কে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

বেহার প্রদেশের প্রকৃষ্ট হিন্দুর মধ্যে পুত্রকন্যার উত্তরাধিকার মিতাক্ষরা মতে প্রচলিত আছে। ইহারা মুখে সেই মত অনুসরণ করিলেও কার্য্যতঃ পঞ্চায়তের আদেশেই যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবের "চূড়াবন্দ" প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। তাহাতে স্ত্রীসংখ্যানুসারেই স্বামীর সম্পত্তি বিভক্ত হয়, অর্থাৎ প্রথমা স্ত্রীর যদি একমাত্র পুত্র জন্মে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর যদি বহু পুত্র থাকে, তাহা হইলে মৃত পিতার সম্পত্তি দুইভাগ করিয়া প্রথমার একমাত্র পুত্র অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে এবং দ্বিতীয়ার সন্তানগণ অপরার্দ্ধ সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে। সম্পত্তিবণ্টনকালে বিবাহিত ও নিকা-পত্নীর কোন রূপ পার্থক্য থাকে না।

ইহারা আপনাদিগকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া জানে। ভগবতীকে আরাধ্য দেবী জানিয়া তাঁহারই উপাসনা করে, কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেবতাকে অবজ্ঞা করে না। ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের বিবাহাদি কর্ম্মে যাজকতা করেন, তাহাতে তাঁহারা সমাজে নিন্দনীয় হন না। বন্দী ও গোরাইয়া নামক গ্রাম্য দেবতাকে প্রত্যেক গৃহস্থই পূজা করে। তাহাতে ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য আবশ্যক করে না। এই দুই দেবতাকে গৃহকর্ত্তাই ছাগ, দুগ্ধ, রুটী ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া দেয়।

ইহারা সমাজে কোইরী ও কুর্ম্মিদিগের সমশ্রেণী বলিয়া বিবেচিত। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জল স্পর্শ করিয়া থাকেন। গালার চূড়ী ও খেলানা প্রস্তুত ব্যতীত ইহারা চাসবাস করে।

লাহোর, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী বিভাগ। লাহোর, ফিরোজপুর ও গুজরান্‌বালা জেলা লইয়া গঠিত। ইহার উত্তরসীমা শাহপুর ও গুজরাত জেলা; পূর্ব্বে শিয়ালকোট ও অমৃতসর জেলা, কপূরথলা রাজ্য ও জালন্ধর জেলা; দক্ষিণে পাতিয়ালা রাজ্য এবং শীর্ষা, মণ্টগোমরি ও ঝঙ্গ জেলা। অক্ষা° ৩০° ৮´ হইতে ৩২° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১১´ ৩০´´ হইতে ৭৫° ২৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৮৯৮৭ বর্গমাইল। এখানে ২৬টী নগর ও ৩৮৪৫টী গ্রাম আছে। স্থানীয় কমিসনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। [লাহোর, গুজরাণবালা ও ফিরোজপুর দেখ।]

লাহোর, পঞ্জাব প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে পরিচালিত একটী জেলা। অক্ষা° ৩০° ৩৭´ হইতে ৩১° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪০´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৩৬৪৮ বর্গমাইল। লাহোর বিভাগের মধ্যাংশ লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার উত্তর পশ্চিমে গুজরান্‌বালা, উত্তরপূর্ব্বে অমৃতসর দক্ষিণপূর্ব্বে শতদ্রু নদী এবং দক্ষিণপশ্চিমে মণ্টগোমরি জেলা।

সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের ৩২টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যানুসারে ইহা তৃতীয় এবং ভূমির পরিমাণানুসারে একাদশ স্থানীয়। ইহা চারিটি স্বতন্ত্র তহসীলে বিভক্ত। শরখপুর তহসীল ইরাবতী নদীর বহির্ভূতপ্রদেশ লইয়া গঠিত। দক্ষিণপশ্চিমার্দ্ধের চুনিয়ান তহসীল ইরাবতী ও শতদ্রুর মধ্যস্থলে অবস্থিত, কসুর তহসীল শতদ্রুর কূলে বিস্তৃত এবং উত্তরপূর্ব্বার্দ্ধের লাহোর তহসীল ইরাবতীতট হইতে শতদ্রুতীরবর্ত্তী কসুর উপবিভাগ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

এই জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। শতদ্রু হইতে ইরাবতী এবং তথা হইতে রেক্‌না-দোয়াব নামক শস্যসমৃদ্ধ অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থল পর্য্যন্ত এই জেলা বিস্তৃত। শতদ্রু, ইরাবতী ও দেঘ নামক নদীত্রয় প্রভৃত সুমিষ্ট জল বহন করিয়া এই জেলার অধিকাংশস্থান, বিশেষতঃ উক্ত নদীত্রয়প্রবাহিত অববাহিকা ও উপত্যকা প্রদেশ উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। ঐ শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ যেন সমান্তরাল বন্ধনীর ন্যায় উপত্যকাভূমের স্থানে স্থানে এক একটী গণ্ডশৈল বেষ্টন করিয়া আছে। পর্ব্বতসানুও উর্ব্বরতায় সাধারণের নিকট সুপরিচিত রহিয়াছে।

শতদ্রু ও ইরাবতী নদীর মধ্যস্থলে মাঁঝা নামক অধিত্যকা বা উচ্চভূমি অবস্থিত। উহা একসময়ে শিখজাতির আদি বাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। সেই বিস্তৃত প্রদেশের উত্তরাংশ উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রপরিশোভিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহারই দক্ষিণাংশ ক্রমশঃ ক্ষীণকলেবর হইয়া অনুর্ব্বর মরুভূমে পরিণত হইয়াছে। উহার সর্ব্বশেষাংশে সামান্য মাত্রায় ঘাস জন্মে বটে, কিন্তু খালে বা নদীতে জল না থাকায় তত বেশী তৃণ গজায় না। বর্ষা ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে তথায় যে তৃণ ও গুল্মাদি বিরাজিত থাকে, তাহা ভক্ষণ করিয়া উষ্ট্রগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ষার জলে সেই সকল তৃণ সজীব হইয়া আবার বাড়িতে থাকে। তখন সেই সুবৃহৎ তৃণপূর্ণ প্রান্তর গবাদির চারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে এক একটী গণ্ডগ্রাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এই উচ্চভূমির অধিকাংশ স্থানেই প্রাচীন পুষ্করিণী, কূপ, নগর ও দুর্গাদির ধ্বস্ত নিদর্শন নিপতিত দেখিয়া অনুমান হয় যে, এই অধিত্যকা ভূমিতে এক সময়ে একটী সুসমৃদ্ধ জাতির বাস ছিল। সেই অতীত গৌরবস্মৃতি আজিও ভগ্ন অট্টালিকাসমূহ বহন করিয়া আসিতেছে। শতদ্রু নদী হইতে কিছু দূরে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত একটী উচ্চ বাঁধ দৃষ্ট হয়, উহা এই 'মাঁঝা' ভূমির দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। এই বাঁধ হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত যে ত্রিকোণাকার উর্ব্বরভূমি পতিত রহিয়াছে, তাহা হীতার নামে খ্যাত। ইরাবতী নদীর পলিময় কূলাংশে নানা বৃক্ষ এবং ফল ও ফুল জন্মিতে

দেখা যায়। তাহার উত্তরপশ্চিম অভিমুখে দেঘ নদী তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জঙ্গলাবৃত।

উপরোক্ত নদীসমূহের অববাহিকা প্রদেশ এবং খালপ্রবাহিত স্থান ব্যতীত এই জেলার আর কোথাও পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয় না। জলের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। যেখানে কূপ খনন করিয়া জল পাওয়া যায়, অথবা খাল হইতে বা অন্য কোন কৃত্রিম উপায়ে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন করা যায়, তথায় অন্যান্য জেলার সমান শস্য উৎপাদন করিতে পারা যায়; কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তথায় শিয়ালকোট, হুসিয়ারপুর বা জালন্ধরের ন্যায় শস্যোৎপাদন করা যায় না।

ইরাবতী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া এবং লাহোর নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে ইহার জলগতি পার্ব্বত্য ভূমিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াও পুনরায় কিছু দূরে আসিয়া পরস্পরে সম্মিলিত হইয়াছে। শতদ্রু ও বিপাশা নদী এক্ষণে জেলার সীমান্তভাগে পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহা স্বতন্ত্র শাখায় এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছিল। এখনও মাঁঝার পূর্ব্বোক্ত বাঁধের নিকট বিপাশা নদীর পূর্ব্বতন খাত দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কিংবদন্তী আছে যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কোন অনৈসর্গিক কারণে এই নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হয়। লোকে বলিয়া থাকে, বিপাশা নদীর প্রখরস্রোত প্রবাহিত হইয়া এইস্থানে তপস্যানিরত শিখগুরুর কুটীর ভাসাইয়া লইয়া যায়। সাধকপ্রবর তাহাতে কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন। তদবধি তৎপ্রদেশে বিপাশার গতিরোধ হইয়াছে। কসুর ও চুনিয়ান্ নগর এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এই পুরাতন নদীগর্ভের পার্শ্বে অবস্থিত।

চাসবাসের সুবিধার জন্য এই জেলার চতুর্দ্দিকে খাল কাটিয়া ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে নানা শাখা বিস্তৃত বড়িদোয়াব খাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া লাহোর নগর ও মিঞান্ মীরের সেনানিবাসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিয়াজবেগের নিকট ইরাবতীতে সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার কসুর শাখা ও সোত্রাওন শাখা পুনরায় ঘুরিয়া শতদ্রুতে মিশিয়াছে। মোগলসম্রাট্ শাহজহানের প্রসিদ্ধ স্থপতি আলীমর্দ্দন খাঁ এখানকার হসলী খাল কাটাইয়াছিলেন। উহা পূর্ব্বে শালিমারের বিখ্যাত উদ্যান ও ফোয়ারার জল সরবরাহ করিত, কিন্তু এক্ষণে বড়িদোয়াব খালের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এতদ্ভিন্ন কটোরা, খান্‌বা ও সোহাগ নামক তিনটী খাত শতদ্রুর গর্ভ হইতে কাটাইয়া মাঁঝা ও উক্ত নদীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার ভূমিভাগে জলদান করা হইতেছে।

এখানে কীকর, সিরীষ, তুখ, ঝন্দ, বান, ফুলাহি, করীল, শিশু, আম্র, বকাইন, আমলতা, বর্ণা, পিপুল, বট প্রভৃতি বৃক্ষ প্রধানতঃ জন্মে। বনভাগে অন্যান্য নানাজাতীয় বৃক্ষ এবং নেকড়ে চিতা, নীলগাই, বনবরাহ ও হরিণাদি পশু এবং নদীতীর প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় পক্ষী বিচরণ করিতে দেখা যায়।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই জেলা আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল। এখনও জনশূন্য বনান্তরাল-প্রদেশস্থ ধ্বস্ত নগর এবং কূপতড়াগাদি তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমে অবস্থিত থাকায় অনুমান হয় যে, তৎকালে এখানকার জলরাশি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরে প্রবাহিত ছিল এবং অধিক সম্ভব তৎকালীন সুশিক্ষিত ও সভ্য-দেশবাসিগণ সুকৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত নগরাদিতে জলানয়নে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখনও সেই প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার কএকটী মাত্র নিদর্শন এখানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই জেলার ইতিহাস লাহোর নগরের ইতিবৃত্তের সহিত সর্ব্বতোভাবে সংযুক্ত। উক্ত নগরের নামানুসারেই এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। আফগানস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তার উপর অবস্থিত হওয়ায়, এই নগর মাকিদনবীর আলেকসান্দারের ভারতাক্রমণের পূর্ব্ব হইতেও পাশ্চাত্য বৈদেশিক শত্রু হস্তে আক্রান্ত হইয়াছে। পঞ্চনদের সহিত গান্ধাররাজ্যের সম্বন্ধ মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত দেখা যায়। ইস্‌লাম-ধর্ম্মস্রোত রোধ করিবার জন্য এক সময়ে এই নগরে হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রবল কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তদনন্তর গজনীরাজবংশ এখানে রাজধানী স্থাপন করিলে, ধীরে ধীরে মুসলমানগণ উপনিবেশ স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর মোগলসম্রাট্-গণ কিছুকালের জন্য এখানে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়ে এই স্থান উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে উহা পঞ্চনদ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উহা ইংরাজাধিকৃত একটী সুবিস্তৃত প্রদেশের বিচারসদররূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মাকিদনপতি আলেকসান্দার যে সময়ে ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লাহোর জনপদের প্রসিদ্ধির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যখন চীন-পরিব্রাজক বৌদ্ধতীর্থ পরিদর্শনে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই স্থান অতিক্রম করিয়া জালন্ধরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে লাহোর নগর ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান ছিল। উক্ত শতাব্দের শেষভাগে যখন মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোর নগরে আজমীর রাজবংশের একজন রাজা

রাজত্ব করিতেন। সেই সময় হইতে প্রায় তিন শতাব্দ কাল এখানকার হিন্দুরাজগণ মুসলমান আক্রমণ হইতে পঞ্চনদ প্রদেশ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দের শেষভাগে গজনীপতি সুলতান সবক্তগীন্ প্রবল বন্যার ন্যায় স্বীয় বিপুল মুসলমানবাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানবিজয়ে অগ্রসর হন। লাহোররাজ জয়পাল মুসলমানসেনার হস্তে পরাজিত হইয়া হতাশহৃদয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার কিছুকাল পরে গজনীরাজ সুলতান মাহ্মুদ ভারতলুণ্ঠনে আসিয়া পেশাবর সন্নিকটে জয়পালের পুত্র অনঙ্গপালকে পরাস্ত করিয়া সদলে অগ্রসর হন এবং পঞ্চনদের সমীপস্থ অন্যান্য প্রদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া বহু ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনঙ্গপালকে জয় করিবার ত্রয়োদশবর্ষ পরে তিনি পুনরায় ভারতে আসিয়া লাহোর অধিকার করেন। তদবধি ঐ স্থান কোন না কোন মুসলমান-রাজবংশেরই অধিকারে থাকে। শিখজাতির অভ্যুদয়ে এখানকার মুসলমান-রাজবংশ হীনপ্রভ হয় এবং শিখসর্দ্দারগণ এই স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের সময় লাহোর রাজধানী শিখ-গৌরবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল।

[সবক্তগীন, মাহ্মুদ, জয়পাল ও অনঙ্গপাল দেখ।]

সুলতান মাহ্মুদের অধস্তন আটজন গজনীরাজের রাজত্বকালে লাহোরনগর মুসলমান রাজ-প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইয়াছিল। ১০০২ খৃষ্টাব্দে সেলজুক্-(তাতার)গণ গজনীর সুলতানকে পরাজয় করিয়া তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিলে, তিনি ভারতে পলাইয়া আইসেন। তদবধি মহম্মদ ঘোরীর ভারতবিজয় পর্য্যন্ত লাহোর নগর উক্ত রাজবংশের এবং ভারতীয় মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত হইতে থাকে। মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট ও রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। খিলজী ও তুগলকবংশীয় পাঠান রাজগণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সর্দ্দার তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন, তাঁহার একজন সেনাপতি স্বয়ং এই নগর লুণ্ঠন করেন। তৎকালে লাহোর সম্পূর্ণরূপে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে বহ্‌লোল লোদী ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া লাহোর আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র সুলতান ইব্রাহিম লোদীর রাজ্যকালে এখানকার আফগান শাসনকর্ত্তা রাজদ্রোহী হইয়া মোগল-সম্রাট্ বাবর শাহকে ভারতাক্রমণে আমন্ত্রণ করিলে, বাবর ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোরপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হন। লাহোরের নিকটে ইব্রাহিমের সেনাদলের সহিত বাবরের যুদ্ধ হয়। বাবর ইব্রাহিমকে পরাস্ত করিয়া লাহোরনগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর পুনরায় ভারত আক্রমণ করেন। পাণিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পাঠানরাজকে পরাস্ত করিয়া তিনি দিল্লী অধিকারপূর্ব্বক ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভারত সাম্রাজ্যে এই রাজবংশের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লাহোর নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। মোগলসম্রাট্‌গণের রাজপ্রাসাদ এবং রাজপুঙ্গবগণের নানা শিল্পসমন্বিত অট্টালিকা ও সমাধিমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপি মোগলকীর্ত্তির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। [লাহোর নগর দেখ।]

১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদির শাহ অপ্রতিহত গতিতে এই জনপদের মধ্য দিয়া ভারতে আগমনপূর্ব্বক মোগলরাজশক্তিকে পদদলিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ আক্রমণ ও বিজয়-লাভ সন্দর্শন করিয়া বলবীর্য্যসম্পন্ন শিখজাতি আপনাদের হৃদয়ে অভ্যুত্থানের এক অভিনব আশা সঞ্চারিত করিতে লাগিল। গুরু নানকের ধর্ম্মমত পূর্ব্বেই তাহাদের হৃদয় দৃঢ়মূল হইয়া সমগ্র পঞ্জাবে ধীরে ধীরে একটী জাতীয় শক্তি বিস্তার করিয়াছিল। শিখগণ সেই ধর্ম্মমন্ত্রের অনুবলে ক্রমশঃ একতাবদ্ধ ও বলদৃপ্ত হইয়া বৈদেশিকের পদাঘাত অসহ্য জ্ঞান করেন এবং সাগ্রহে সকলে বৈদেশিক রাজার অধীনতাপাশ উচ্ছেদের প্রয়াস পান। তাঁহারা প্রথমে দস্যুর ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ লুণ্ঠন দ্বারা ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক পঞ্জাবের এক একটী প্রদেশে সর্দ্দাররূপে শাসন বিস্তার করেন। পরে তাঁহারা পরস্পরে সম্মিলিত হইয়া দুই বা তিনটী মিশ্‌লে এক একটী শক্তিপুঞ্জ সংগঠনপূর্ব্বক প্রবল শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। [পঞ্জাব ও শিখ দেখ।]

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দুরাণী সর্দ্দার আহ্মদশাহ আবদালী লাহোর আক্রমণ করেন। এই সময়ে মুসলমান শত্রুগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও লুণ্ঠনে লাহোরনগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান উৎসন্ন যায় এবং জনশূন্য হইয়া পড়ে; শিখগণ এই সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ শেষবার ভারত লুণ্ঠন ও বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর কাল লাহোর নগরে আর কোনরূপ অত্যাচার ও অবিচার ঘটে নাই এবং উন্নত শিখসম্প্রদায় এই সময়ে কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে ক্লিষ্ট না হইয়া বরং ক্রমশঃ বলপুষ্ট হইতেছিল। সমগ্র লাহোর জেলায় তৎকালে ভঙ্গী মিশ্‌লের তিন জন সর্দ্দার আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শিখসর্দ্দার রণজিৎসিংহ আফগান-আক্রমণকারী জমান শাহের নিকট হইতে লাহোর সম্পত্তি লাভ করিয়া

স্বীয় রাজপদ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। ক্রমে তিনি স্বীয় বুদ্ধি ও ভুজবলে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের অধীশ্বরপদে উন্নীত হইয়া "পঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ" বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল উদ্যমে ও বীরত্বপ্রতিভায় অর্জিত এই পঞ্চনদ-রাজ্য তদ্বংশধরগণের শাসকশক্তির অভাবে এবং গৃহবিপ্লবে অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তৎপরেই লাহোরে বৃটীশ শাসনাধিকার আরম্ভ হইল। [রণজিৎসিংহ ও পঞ্জাব দেখ।]

পঞ্জাব-প্রদেশ-শাসনকল্পে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংরাজরাজ লাহোর নগরে প্রতিনিধিসভার (Council of Regency) প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইংরেজ রেসিডেণ্টই প্রকৃত-পক্ষে তৎকালে লাহোরের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। তাঁহার অনভিমতে কোন শিখসর্দারই রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কোন কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৯এ মার্চ্চ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসান হয়। যুবক মহারাজ দলীপ সিংহ ইংরাজকরে লাহোর রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রাজপদ ত্যাগ করেন। তদবধি এই জেলার শাসনকার্য্য ইংরাজের শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে।

[খড়্গসিংহ, নবনেহাল সিংহ ও দলীপ সিংহ দেখ।]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার মিঞান্-মীর সেনাবাসের দেশীয় সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া লাহোর দুর্গ আক্রমণের ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের গুপ্তকল্পনা বৃটীশ গবর্মেণ্ট জানিতে পারেন। ইংরাজসেনাপতি তথাকার ইংরাজ-কামানবাহী ও পদাতিক সেনাদলের সাহায্যে সেই বিদ্রোহী সেনাদলকে বশীভূত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন। তাহাতে তাহাদের পোষিত আশা ব্যর্থ হইলেও লাহোর রাজ্যের বিদ্রোহবহ্নি উপশমিত হয় নাই। দীর্ঘকাল-ব্যাপী সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তথাকার শিখগণও মধ্যে মধ্যে ইংরাজরাজকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুলাই মাসে মিঞান্-মীরস্থ ২৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দল বিদ্রোহী হইয়া কএক জন সেনানায়ককে নিহত করে এবং বাত্যাসমুত্থিত ধূলিরাশির মধ্য দিয়া গোপনে পলাইয়া যায়। অমৃতসরের ডেপুটী কমিশনর মিঃ কুপার-পরিচালিত একদল ইংরাজসেনা ইরাবতী নদীতটে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে দেশীয় পদাতিকদল সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হয়। তদনন্তর দিল্লী-নগরের অধঃপতন পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ লাহোর রক্ষার বেশ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। দিল্লী রাজধানী ইংরাজের পদানত হইল দেখিয়া এখানকার বিদ্রোহী দল ইংরাজের বলবীর্য্য ও বীরত্ব দেখিয়া স্তম্ভিত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া পড়ে। তদবধি এখানে আর কোনরূপ বিপদের সূচনা হয় নাই।

লাহোর নগর ও মিঞান্মীর-গোরাবাজার, কসুর, চুনিয়ন পট্টি, কেমকর্ণ, রাজা জঙ্গ ও শূরসিংহ নগর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। খুদিয়ান্ ও শরখপুরে মিউনিসিপালিটী থাকিলেও লোকসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। গবর্মেণ্ট সাহায্যে এবং দেশীয় লোকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ব্যতীত এই সকল নগরে আমেরিকান বাপ্তিস্ত মিসন, চার্চ্চ মিসনরি সোসাইটী ও জেনানা মিশন শিক্ষা-বিস্তার ও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকল্পে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন রিলিজস্ ট্রক্ট সোসাইটীর সহযোগে পঞ্জাব রিলিজস্ ট্রাক্ট সোসাইটী এখানকার আর্ণাকালী বাজারে একটী পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছে।

ইংরাজরাজ পঞ্জাব বিভাগে সুশিক্ষা ও সুশাসন বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া স্থানে স্থানে যথারীতি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। শিক্ষাবিস্তারপ্রসঙ্গে তাঁহারা পঞ্জাব ইউনিভার্সিটী প্রতিষ্ঠা করেন। লাহোর নগরের ওরিএণ্টাল কলেজ, গবর্মেণ্ট কলেজ, ট্রেনিং কলেজ, নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহ, স্কুল অব্-আর্ট (চিত্র বিদ্যালয়), ল' স্কুল, জেনানা-মিশনের অধীনে ও আমেরিকা প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মিসনের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ, চার্চমিসনারি সোসাটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষিত সেণ্টজনস্ ডিভিনিটি স্কুল এবং য়ুরোপীয় দেশীয় বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থে নানা বিদ্যালয় এই ইউনিভার্সিটীর নিয়মাধীনে চলিতেছে। কসুরবিভাগে ১৮৭৪ খৃঃ অঃ একটী শ্রমজীবী বিদ্যালয় (School of Industry) স্থাপিত হয়। উহাতে এখনও কার্পেট ও বস্ত্রবয়ন, সলমা চুমকীর কাজ, দর্জ্জির কাজ, চর্ম্ম ও ধাতুর শিল্পচাতুর্য্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন মেডিকাল কলেজ, মেওহাসপাতাল, ভেটারিনারি স্কুল (পশুচিকিৎসার বিদ্যালয়) ও লুনাটিক্ এসাইলাম (পাগলা-গারদ) এখানকার রোগবিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাট জাতির সংখ্যাই অধিক। উহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। উহাদের প্রায় নয় আনা ভাগ অর্থাৎ ৮০ হাজার লোক পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত হিন্দু বা শিখধর্ম্ম পালন কবিতেছে এবং অবশিষ্টাংশ ইস্‌লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অপরাপর অধিবাসিগণ হিন্দু হইলেও মুসলমানজাতির সাহচর্য্য হেতু অনেকাংশে আপনাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মে মুসলমানের আচারাদি মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছে; কোন কোন জাতির শাখা ইস্‌লামধর্ম্মদীক্ষিতের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে চুহরা, অরাইন্, রাজপুত, জুলাহা, অরোরা, ক্ষত্রি, কুমার, তর্থান্, মচ্ছি, তেলী, ঝিন্‌বার, ব্রাহ্মণ, মোচী, কুম্বো, ধোবী, নাই, লোহার, মিরাসী, লবানা, খহরম্, সোণার, গুজর ও দোগ্‌রা জাতিই

উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত মুসলমানবংশের মধ্যে শেখ, খোজা, কাশ্মীরের সৈয়দ, পাঠান, বলুচী ও মোগলই প্রধান। ইহারা সকলে সিয়া, শুন্নি বা ওহাবী মতাবলম্বী।

ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। কতকাংশ শিক্ষা ও সভ্যতাগুণে রাজকার্য্যে অথবা অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছে। নিরক্ষর প্রজাবৃন্দ গৃহকর্ম্মে নিরত থাকিয়া অথবা পরের দাসত্ব অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। অপেক্ষাকৃত ধনী লোকে ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া কেহ বা মুটেগিরি করিয়া দিনপাত করিতেছে।

এখানে রবি ও খরিফ দুই প্রকার শস্যই উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে গম, যব, ধান্য, জোয়ার, বজ্‌রা, মক্কা, ছোলা এবং তৈলশস্য ও অন্যান্য শস্য প্রধান। তুলা, তামাক ও শণ এখানে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল শস্য নৌকাপথে, রেলপথে এবং যানারোহণে নানা দূরবর্ত্তী স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী এবং ইণ্ডাস্ ভেলী রেলপথ দিয়া এই জেলার পণ্যদ্রব্য রায়বিন্দ হইয়া করাচী বন্দরে সমানীত হইয়া থাকে। অপর দিকে নর্দ্দার্ন পঞ্জাব ষ্টেট্ রেলপথ পেশবার ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এখানকার মাল পত্র লইয়া যাইতেছে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড নামক পথ ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর সেতু অতিক্রম করিয়া লাহোর নগর হইতে উত্তরাভিমুখে পেশবার পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ পথে এবং জেলার অপরাপর নগর-সংযুক্ত পথে এখানকার পণ্যদ্রব্য গোশকটে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছে। সুমিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফলের মধ্যে এখানে আম্র, কমলালেবু, তুথফল, কুল, লকাট, খরবুজা, পেয়ারা, আনারস, ফলসা, দাড়িম, সরবতী নেবু ও কদলী প্রচুর পাওয়া যায়।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। বড়িদোয়াবের উত্তরপূর্ব্ব-বিভাগ লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩১°১৩´ ৩০´´ হইতে ৩১°৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪°২´৪৪´´ হইতে ৭৪°৪২´ পূঃ। এখানে ৭টী থানা, ৪৯০ রেগুলার পুলিশ ও ৩২২ জনগ্রাম্য চৌকীদার আছে।

লাহোরনগর, পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী ও লাহোর বিভাগের বিচার সদর। ইরাবতী নদীর অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে (অক্ষা° ৩১° ৩৪´৫´´ উ· এবং দ্রাঘি° ৭৪°২১´ পূঃ) অবস্থিত। প্রাচীন লাহোরনগরের ধ্বংসাবশেষের উপর বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইলেও এখন তাহার সমুদায় প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিতে পারে নাই। অদ্যাপি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা প্রাচীন নিদর্শন—অতীত স্মৃতির কীর্ত্তিমালা সাধারণের নয়নপথে সমুদিত রহিয়াছে।

লাহোর নগরের সুপ্রাচীন ইতিবৃত্ত ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আজিও কোনরূপ সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় হিন্দুগণের কিংবদন্তী অনুসরণ করিলে জানা যায় যে,রামায়ণোক্ত অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে লাহোর জনপদ কতকাংশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র লব ও কুশ স্ব স্ব নামানুসারে লবাবাড় ও কুশর নগর স্থাপন করিয়া তদ্দেশে আপনাদের শাসন-বিস্তার করিয়াছিলেন। উহাই পরে লাহোর ও কসুর্ নামে খ্যাত হয়। কোন কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থান লবারণ (লবারণ্য) নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কিংবদন্তী ব্যতীত লাহোর নগর প্রতিষ্ঠার আর কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। আলেকসান্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই জনপদের কোনরূপ উল্লেখ করিয়া যান নাই, অথবা বাহ্লিক-যবনবংশীয় (Graeco Bactrian) রাজগণের প্রচলিত কোন প্রকার মুদ্রা এখানকার ধ্বস্ত স্তূপ মধ্য হইতে আজিও বহির্গত হয় নাই। এই সকল লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতেতিহাসের প্রাথমিক অবস্থায় লাহোর নগরের কোনরূপ সমৃদ্ধির পরিচয় ভারতবাসী অবগত ছিলেন না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে বৌদ্ধ-ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৭ম শতাব্দের মধ্যে লাহোর নগর শ্রীসমৃদ্ধিপূর্ণ থাকিয়া সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল। দেশীয় হিন্দুরাজগণ এবং প্রাচীন মুসলমান-রাজগণের অধিকারকালে লাহোর নগরের প্রাথমিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা লাহোর জেলার ইতিহাসে কতকাংশে বিবৃত হইয়াছে। আজমীর রাজবংশীয় এক জন চৌহানরাজপুত এখানে রাজত্ব করিতেন। তদ্বংশীয় জয়পাল ও অনঙ্গপালের শাসনকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে হিন্দুরাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল। তদনন্তর যথাক্রমে গজনী ও ঘোরীবংশীয় মুসলমান সুলতানগণ পঞ্চনদ বিজয়ের পর এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা যে সকল সৌধমালায় এই নগর বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে ধ্বস্তাবস্থায় পতিত।

মোগল-সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে লাহোর নগরের সীমা পরিবর্দ্ধিত এবং নানা সুবৃহৎ অট্টালিকায় ইহার শ্রীসম্পাদিত হইয়াছিল, মোগলরাজ হুমায়ুন, অকবর শাহ, জাহাঙ্গীর, শাহ জহান ও অরঙ্গজেব এখানকার স্থাপত্য শিল্পের পরাকাষ্ঠা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে লাহোর নগরের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ অকবর এখানকার দুর্গের আকার পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহার সংস্কার সাধন করেন। তিনি এই নগরের চতুর্দ্দিকে

যে প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মহারাজ রণজিৎসিংহ সেই প্রাচীরই বর্ত্তমান প্রাচীরের মধ্যে গাঁথাইয়া লন। হিন্দু ও মুসলমান-শিল্পের অসংখ্য নিদর্শন অকবর শাহের প্রতিষ্ঠিত লাহোর দুর্গে বর্ত্তমান দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে দুর্গের স্থানবিশেষে পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া তাহার কতকাংশ বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাত্মা অকবর শাহের রাজ্যকালে লাহোর নগরে জনতার বৃদ্ধি-সহকারে নগরের পরিসরও বর্দ্ধিত হয়। যেথানে বহুসংখ্যক লোকের বসতি হইয়াছিল, তাহাই বর্ত্তমান লাহোর নগর বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। প্রাচীন নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগস্থ বর্ত্তমান জনশূন্য প্রদেশে এক্ষণে সুবৃহৎ বাজার এবং বহুলোকের বসতি হইয়া একটী উপকণ্ঠ গঠিত হইতেছে।

মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীর সময় সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন।॰ তখন লাহোর নগর সমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখানে থাকিয়া তাঁহার পুত্র খুশ্রু পিতার বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে "আদিগ্রন্থ"-সঙ্কলয়িতা শিখগুরু অর্জ্জুনমল্ল এখানকার কারাবাসে থাকিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। মোগলরাজপ্রাসাদ ও রণজিৎ সিংহের ভজনমন্দিরের মধ্যস্থলে ধর্ম্মার্থ জীবনদানকারী ঐ শিখগুরুর সমাধিমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ খাব্গা (বিশ্রামনিকেতন), মোতি মসজিদ ও আর্ণাকালীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদ ইরাবতী-তীরে অবস্থিত।

শাহদ্রা পল্লীতে নির্ম্মিত জাহাঙ্গীরের ভজনাগার লাহোরের একটী প্রধান ভূষণ। মুসলমান-রাজগণের ও শিখদিগের উপদ্রবে ঐ সুপ্রসিদ্ধ সমাধিভবন এক্ষণে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত মন্দিরের সমাধিস্থলের উপরিদেশে মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত যে সুপ্রসিদ্ধ গম্বুজ ছিল, বাদশাহ অরঙ্গজেব তাহা ভাঙ্গিয়া স্থানান্তরে লইয়া যান। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা পত্নী নূরজহান ও শ্যালক আসফ খাঁর সমাধিমন্দিরের মর্ম্মর-প্রস্তরসমূহ এবং নানা বর্ণের মীনার শিল্পকারুসমূহ শিখদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় উহা সর্ব্বতোভাবে শ্রীহীন হইয়া রহিয়াছে।

উপরোক্ত জাহাঙ্গীর-প্রাসাদের পার্শ্বদেশে তৎপুত্র শাহজহান বাদশাহ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার আর একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন ঐ প্রাসাদের শিল্পশোভা বিদ্যমান আছে। উহার মর্ম্মরপ্রস্তরগুলির উপর এক প্রকার কঠিন চূণকাম আচ্ছাদিত থাকায় শিখগণ ভ্রমে পতিত হইয়া সেই মর্ম্মরগুলি উঠাইয়া লইতে পারে নাই। উক্ত সম্রাট্ "খাব্গা" প্রাসাদের বামপার্শ্বে বারিকের ন্যায় সুদীর্ঘ অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যভাগে 'সমান বুরুজ' নামে একটী অষ্টকোণ দুর্গ আছে। তাহার মধ্য প্রাঙ্গণের বিস্তৃত চাঁদনী নানা মূল্যবান্ প্রস্তরে খোদিত পুষ্পমালাদি শিল্পচাতুর্য্যে পূর্ণ। উহা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া সাধারণে "নৌলাখ্" নামে প্রসিদ্ধ। উহারই পার্শ্বে "শিস্ মহল" নামক প্রাসাদাংশ। মহারাজ রণজিৎসিংহ ঐ স্থানে বসিয়া বৈদেশিক ও সামন্তরাজগণকে অভ্যর্থনা অথবা তাঁহাদের প্রেরিত দূতদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ঐ গৃহে বসিয়াই তাঁহার পুত্র দলীপ সিংহ ইংরাজ-গবর্মেণ্টের হস্তে পঞ্জাবের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে উহা ইংরাজের বিশেষ আদরের জিনিষ হইয়াছে।

অরঙ্গজেবের চিরপ্রসিদ্ধ অত্যাচারে উৎকণ্ঠিত হইয়া লাহোর-বাসী ক্রমশঃ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করে। তাঁহার রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে জাহানাবাদ (বর্ত্তমান দিল্লী) নগর স্থাপনকালেও কতক (রাজকর্ম্মচারী ও রাজানুগৃহীত ব্যক্তি) লাহোর নগর শূন্য করিয়া তথায় যাইয়া বাস করে। জাহানাবাদ-প্রতিষ্ঠার পর মোগল-সম্রাট্গণ প্রায়ই লাহোর-রাজধানীতে পদার্পণ করিতেন না, সুতরাং সম্রাটের স্থানত্যাগে এই নগরের ভাবী উন্নতির আশা কম জানিয়া ধীরে ধীরে অনেক নগরবাসীই লাহোর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোর নগরে ইংরাজরাজের Council of Regency সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ দলীপ সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে পঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন। তদবধি লাহোর ইংরাজাধিকৃত পঞ্জাবপ্রদেশের রাজধানীরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজপুরুষগণও এখানকার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নশীল হইয়া ক্রমশঃ নগরভাগের উন্নতি বিধান করিতেছেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকারে আসিবার পরও এই নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভগ্ন অট্টালিকার স্তূপরাশিতে পরিব্যাপ্ত ছিল। পূর্ব্বতন য়ুরোপীয়দিগের বাসগৃহ নগরের দক্ষিণস্থ নিম্নভূমে প্রাচীন গোরাবাজারের চারিদিকে ব্যাপ্ত ছিল। পরে ক্রমশঃ উহা পূর্ব্বমুখে বিস্তৃত হয় এবং যে স্থান পূর্ব্বে ধ্বস্তপ্রায় অট্টালিকায় ও জঙ্গলে সমাচ্ছাদিত ছিল, ক্রমে সেই সকল স্থান নানাবিধ সৌধমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তদনন্তর প্রতি বৎসরে নূতন অট্টালিকাদি বিনির্ম্মিত হইয়া নগরের নূতন শ্রীসম্পাদন করিতেছে।

বর্ত্তমান লাহোর নগর প্রায় ৬৪০ একর জমি লইয়া ব্যাপ্ত আছে। উহা পূর্ব্বে প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ ইষ্টকপ্রাচীরে পরি-

বেষ্টিত এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে পরিখা ও নগররক্ষণোপযোগী দুর্গ বুরুজাদিও বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে ঐ পরিখা ভরাট করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্বতন ৩০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন হওয়ায় সংস্কারকালে উহার চতুর্দ্দিকে ১৬ ফিট্ উচ্চ প্রাচীর গ্রথিত হইয়াছে। প্রাচীরের চতুষ্পার্শ্বস্থ উক্ত পরিখার পরিবর্ত্তে এক্ষণে নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ উদ্যানে পরিশোভিত হইয়া নগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিতেছে, কেবল মাত্র উত্তরদিকের কতক স্থান খালি আছে।

ইরাবতী নদীর পলিময় সৈকতোপরি এই নগর স্থাপিত হইলেও কালবশে বর্ত্তমান নগরস্থান উচ্চ স্তূপে পরিণত হইয়াছে। নগরের বপ্রস্থানের বহির্ভাগে একটী পাকা রাস্তা নগরকে বেষ্টন করিয়াছে। ঐ পথ দিয়া প্রাচীরগাত্রস্থ ১৩টী দ্বারপথে নগরে প্রবেশ করা যায়। নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে প্রাচীন নদীখাত পর্য্যন্ত লাহোর দুর্গ বিস্তৃত। দুর্গের সম্মুখস্থ ময়দান দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে।

লাহোর নগরের রাস্তাগুলি সরু ও বক্রাকার হওয়ায় এবং তথাকার অট্টালিকাগুলি উন্নত মস্তকে ও শ্রেণীবদ্ধভাবে বিলম্বিত থাকায় নগরের কোনরূপ শোভা সম্পাদিত হয় নাই। ঘেঁসা ঘেসী বাড়ী থাকায় রাস্তাগুলি স্বভাবতঃই দেখিতে কদর্য্য, কিন্তু মোগলসম্রাট্গণের রাজ্যকালে যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যসমন্বিত সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা স্থানীয় সাধারণ অট্টালিকাদির স্থাপত্যশিল্পের অভাব ঘুচাইয়া চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইয়াছে। মোগলকীর্ত্তির মধ্যে নগরের উত্তরপূর্ব্বকোণে স্থাপিত অরঙ্গজেবের মস্‌জিদ ও রণজিৎ সিংহের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মস্‌জিদের শ্বেত মর্ম্মর নির্ম্মিত গুম্বেজ ও চূড়াস্তম্ভগুলি; রণজিতের সমাধিমন্দিরের বারাণ্ডা ও গোল ছাদ এবং অপব্যবহৃত ও অপবিত্রীকৃত মোগলপ্রাসাদের সম্মুখদেশ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পসৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

নগরপ্রাচীরের বহির্ভাগে লাহোরী দ্বারের সম্মুখে একটী রাস্তা দক্ষিণাভিমুখে আসিয়াছে। উহা আর্ণাকালী বা সদরবাজার রাস্তা নামে খ্যাত। ঐ পথ দেশীয় নগরভাগ য়ুরোপীয় নিবাসের ও আর্ণাকালীর পূর্ব্বতন সেনানিবাসের সহিত সংযুক্ত। লাহোর নগরের য়ুরোপীয় বিভাগে রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহ, আদালত ও ষ্টেশনচার্চ্চ বিদ্যমান আছে। আর্ণাকালী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে লরেন্স উদ্যান ও গবর্মেণ্ট হাউস্ পর্য্যন্ত প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত স্থানে য়ুরোপীয়গণের যে নূতন বসতি হইয়াছে, তাহা ডোনাল্ডটাউন নামে পরিচিত। স্থানীয় ছোটলাট সর্ ডোনাল্ড মাক্‌লিওডের নামানুসারে ঐ নগরের নামকরণ হয়।

মল (Mall) নামক প্রশস্ত রাস্তা এই য়ুরোপীয় নগরভাগের মধ্য দিয়া আর্ণাকালী পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উত্তরাংশে রেলষ্টেসন ও রেলওয়ে কর্ম্মচারীদিগের বাসস্থান এবং উহার দক্ষিণে মুজঙ্গ নামক নগরোপকণ্ঠে য়ুরোপীয়গণের বাসভবন দৃষ্ট হয়।

লাহোর নগরে নিম্নোক্ত কয়টী রাজকীয় ও শিক্ষাবিভাগীয় প্রধান অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে পঞ্জাব-ইউনিভার্সিটী ও সেনেট হল (দেশীয় রাজা ও নবাববৃন্দের চাঁদায় প্রতিষ্ঠিত), ওরিএণ্টাল কলেজ, লাহোর গবর্মেণ্ট কলেজ, মেডিকাল স্কুল, সেণ্ট্রাল-ট্রেনিং কলেজ, ল'স্কুল, ভেটারিনারী স্কুল, লাহোর হাইস্কুল, মেও হাসপাতাল, মিউজিয়ম, রবার্ট্স ইনিষ্টিটিউট্, লরেন্স ও মণ্টগোমরী হল এবং এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটী গৃহ দেখিবার সামগ্রী।

এখানকার প্রস্তুত রেশমিবস্ত্র, শাল, সোণালী ও রূপালী সাঁচ্চা জরি, ধাতব পাত্র, পাথরের খেলানা ও শস্যাদির বিস্তৃত কারবার আছে। রেলপথে করাচী বন্দরে আনীত হইয়া অনেক মাল পত্র পোত যোগে বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতা, অম্বালা, পেশবার, মুলতান ও দিল্লী প্রভৃতি ভারতের প্রসিদ্ধ নগরে আবশ্যক মত তদ্দেশবাসিকর্ত্তৃক দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতেছে। স্থানীয় এবং য়ুরোপীয় বণিক্‌সমিতির অর্থসমাগমের সচ্ছলতা নিবন্ধন এখানে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক, আগ্রা ব্যাঙ্ক, সিমলা ব্যাঙ্ক ও এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব্ সিমলা প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে।

লাহোরিবন্দর, বোম্বাই-প্রসিডেন্সীর সিন্ধু প্রদেশের করাচীর অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর। সিন্ধু নদের পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত বাঘিয়ার নামক শাখার বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা০ ২৪°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭°২৮´ পূঃ। পিতি মোহানা হইতে ১০ ক্রোশ অদূরে অবস্থিত। সমুদ্রের এই খাড়ির মুখে মৃত্তিকা পড়ায় খাতের গভীরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে পণ্যদ্রব্যবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোত সকল সেই খাড়ি দিয়া বন্দরে আসিতে পারে না। মর্ণটন বলেন, ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে ইহা সিন্ধুপ্রদেশের একটী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং ২০০ টন বোঝাই এইরূপ পোতগুলি অনায়াসে এ বন্দরে প্রবেশ করিয়া মাল পত্র লইয়া যাইত। অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে এখানে ইংরাজ বণিক্‌দিগের একটী কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এই স্থানের প্রকৃত নাম লাড়ী-বন্দর, কারণ ইহা প্রাচীন লাট বা লাড়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ঐরূপ নামকরণ হয়। পরে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী জানিয়া লাহোর নগরের নামানুসারে উহার লাহোরী বন্দর নাম দেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বিরুণী এই নগরকে লহরাণী

এবং ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা লাহরি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তারিখ্ ই-তাহিরি নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ফিরিঙ্গীগণ "লাহোরী বন্দর" আক্রমণ করে। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে সেস্‌বারি, ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে থেবেনো এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌সান্দার হামিল্টন এই নগরকে লোরে বন্দর ও লাড়িবন্দর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবন্ বতুতা বলেন, তিনি আমীর আলাউল্ মুল্‌কের নিকট শুনিয়াছেন যে, তৎকালে এই স্থানের বার্ষিক রাজস্ব ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইত।

লাহ্য (পুং) লহের গোত্রাপত্য।

লাহ্যায়নি (পুং) ভুজ্যুর গোত্রাপত্য। (শত°ব্রা° ১৪।৬।৩।১)

লি (পুং) ১ শ্রান্তি, ক্লান্তি। ২ ক্ষতি, ধ্বংস। ৩ শেষ। ৪ সমতা। ৫ হস্তালঙ্কারভেদ।

লি, একজন চীন দার্শনিক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দের শেষভাগে অর্থাৎ কনফুচির প্রায় শতাব্দ পরে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞানোন্নতিবিষয়ে যে মত বিস্তার করিয়া যান, তাহাই পরে চীন-সাম্রাজ্যের বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পরিপোষক হইয়াছিল।

লি (চীন) ১ চীনদেশীয় মুদ্রাভেদ। ১০ লিতে ১ কান্দারীন্, ১০০ লিতে ১ মণ, ১০০০ লিতে ১ তায়েল=ইংরাজী ৫ শিলিং। ২ ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক মানভেদ। ২৯৩ গজ বা ইংরাজী মাইলের ষষ্ঠাংশ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই দৈর্ঘ্যমানে ভারতীয় নগরাদির দূরত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

লি, পঞ্জাবের কাঙড়া জেলায় প্রবাহিত একটী নদী।[স্পিতি দেখ।]

লিও, পঞ্জাবপ্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ঝাবারের অন্তগত স্পিতি ও লিপক নদীর সঙ্গমস্থলে স্পিতির দক্ষিণকূলে একটী গণ্ড শৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ৩১° ৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´পূঃ। গ্রামের পূর্ব্বাংশে শৈলশিখরোপরি একটী ভগ্নদুর্গের নিদর্শন আছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৩৬২ ফিট্ উচ্চ। এখানকার অধিবাসিগণ ভোটজাতীয় ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

লিকুচ (ক্লী) লক্যতে আস্বাদ্যতে ইতি লক-বাহুলকাৎ উচ, পৃষোদরাদিত্বাদিত্বং। ১ চুক্র। (রাজনি°) ২ ডহু। ডেহুয়া ফল। গুণ—পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

"পিত্তশ্লেষ্মপ্রকোপীণি কর্কন্ধুলিকুচান্যপি।" (চরক সূত্রস্থা° ২৭অ°)

(পুং) লকুচ। (অমর)

লিকুচি, একজন পণ্ডিত। ইনি শিবস্তুতিপ্রণেতা নারায়ণ পণ্ডিতের পিতা।

লিক্কা (স্ত্রী) লিখ্যা। (শব্দরত্না°)

লিক্ষা (স্ত্রী) লিশ-গতৌ বাহুলকাৎ শ, সচ কিৎ। (উণ্ ৩।৬৬) ১ যূকাণ্ড, চলিত লিকি। পর্য্যায়—লিকা, লীক্ষা, লীকা, লিক্ষিকা। (শব্দরত্না°)

"বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিক্ষাশ্চ নামতঃ।" (বাভট নি° ১৪অ°)

২ পরিমাণবিশেষ।

'জালান্তরগতে ভানৌ যশ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।

তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিক্ষা লিক্ষষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥' (শব্দচ°)

সূর্য্যের আলোক গৃহাদিতে পতিত হইলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অণু কহে, চারিটী অণুতে এক লিক্ষা এবং ৬ লিক্ষায় এক সর্ষপ হয়।

লিক্ষিকা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লিখ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লিঙ্খতি। লুঙ্ অলিঙ্খীৎ।

লিখ, লেখন, অক্ষরবিন্যাস। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লিখতি। লিট্ লিলেখ। লুট্ লেখিতা। লৃট্ লেখিষ্যতি। লুঙ্ অলেখীৎ, অলেখিষ্টাং অলেখিষুঃ। সন্ লিলিখিষতি, লিলেখিষতি। যঙ্ লেলিখ্যতে। ণিচ্—লেখয়তি। লুঙ্ অলীলিখৎ। উদ্+লিখ=উল্লেখন, কর্ষণ। বি+লিখ= বিলেখন, ভেদ।

লিখ (ত্রি) লিখতীতি লিখ (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। লেখক।

লিখন (ক্লী) লিখ-ল্যুট্। ১ লেখন, লিপি। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

"যস্য যল্লিখনং পূর্ব্বং যত্র কালে নিরূপিতম্।

তদেব খণ্ডিতুং রাধে ক্ষমো নাহঞ্চ কো বিধিঃ॥

বিধাতুশ্চ বিধাতাহং যেষাং যল্লিখনং কৃতম্।

ব্রহ্মাদীনাঞ্চ ক্ষুদ্রাণাং ন তৎ খণ্ড্যং কদাচন॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১৫ অ°)

লিখা (দেশজ) লিখনকার্য্য।

লিখাবৎ (হিন্দী) ১ হস্তলিপি। ২ লিখিত দলিলপত্র।

লিখিখিল্ল (পুং) ময়ূর।

লিখি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সর্দ্দারগণ ঠাকুর উপাধিধারী মুকবানা কোলীবংশোদ্ভব। ইহারা ইংরাজরাজ অথবা কোন দেশীয় রাজাকে কর দেন না। জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার পাইয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্টের অনুমোদিত দত্তকগ্রহণের কোন ব্যবস্থাপত্র বা সনন্দ ইহাদের নাই।

লিখিত (ক্লী) লিখ-ভাবে ক্ত। ১ লিপি। ২ লেখন। (ভরত) লিখ—কর্ম্মণি ক্ত। (ত্রি) ৩ লিখিত পত্রাদি।

"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।"

(মিতাক্ষরাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য)

৩ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রযোজক ঋষিভেদ। ইনি যে সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাকে লিখিতসংহিতা কহে। এই সংহিতা উনবিংশসংহিতার মধ্যে একখানি।

"পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥"(শ্রাদ্ধতত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য)

পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকালে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক এই সকল ঋষির নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

লিখিতরুদ্র, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লিখিতস্মৃতি, একখানি প্রাচীন স্মৃতি। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লিখ্যা (স্ত্রী) ১ কীটবিশেষের ডিম্ব। ২ পরিমাণবিশেষ, লিক্ষা পরিমাণ। [লিক্ষা শব্দ দেখ।]

লিগ, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লিঙ্গতি। লিট্ লিলিঙ্গ। লুঙ্ অলিঙ্গীৎ। লিগ—চিত্রণ, চিত্রকরণ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লিঙ্গয়তি, লুঙ্ অলিলিঙ্গৎ।

লিগ্ (ইংরাজী) ভূমির দূরত্বজ্ঞাপক পরিমাণভেদ (League)। তিন মাইলে ১ লিগ্ হয়।

লিগু (ক্লী) লিঙ্গতি বিষয়াৎ বিষয়ান্তরং গচ্ছতি লিগ (থরুশং-কুপীযুনীলঙ্গুলিগু। উণ্ ১।৩৭) ইতি কুপ্রত্যয়েন সাধু। ১ মন। (উজ্জ্বল) (পুং) ২ মূর্খ। ৩ ভূপ্রদেশ। ৪ মৃগ। (নানার্থরত্নমালা)

লিঙ্, তিঙ্ ভেদ। পাণিনিতে ধাতুর উত্তর লিঙ্ এই ১৮টী প্রত্যয় হয়, তন্মধ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ, আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ এবং উভয়পদী ধাতুর উত্তর আত্মনেপদ ও পরস্মৈপদ এই দুইই হয়। এই বিভক্তি যথা, পরস্মৈপদ—যাৎ, যাতাং যুস্। যাস, যাতং, যাত। যাং, যাব, যাম। ঈত, ঈয়াতাং, ঈরন্। ঈথাস, ঈয়াথাং ঈধ্বং। ঈয়, ঈবহি, ঈমহি। এই ৯টী করিয়া বিভক্তি তিনটী পুরুষে বিভক্ত, প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। এই এক এক পুরুষ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচনরূপে বিভক্ত। যথা—যাৎ, যাতাং যুস্। ইহা পরস্মৈপদের প্রথমপুরুষ এবং যাৎ এক বচন, যাতাং দ্বিবচন ও যুস্ বহুবচন বলিয়া জানিতে হইবে। লিঙ্‌কে সাধারণতঃ বিধিলিঙ্ কহে। বিধি অর্থে ধাতুর উত্তর বিধি-লিঙ্ হয়। বিধি দ্বিবিধ—প্রবর্ত্তবিধি ও নিবর্ত্তবিধি।
[বিশেষ বিবরণ ধাতুশব্দে দেখ।]

লিঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গ্যতে অনেন ইতি লিঙ্গ-ঘঞ্। 'পুংসি ঘঞপ্' ইতি নিয়মেঽপি অভিধানাৎ ক্লীবলিঙ্গত্বং। ১ চিহ্ন।

"যেন লিঙ্গেন যো দেশো যুক্তঃ সমুপলক্ষ্যতে।
তেনৈব নাম্না তং দেশং বাচ্যমাহুর্মনীষিণঃ॥" (ভারত ১।২।১২)

২ অনুমান। ৩ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি।

"তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তেস্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন॥" (সাংখ্যকা° ৫৫)

সাংখ্যমতে মূল প্রকৃতিই লিঙ্গ এবং প্রকৃতির বিকৃতিকার্য্যও লিঙ্গ নামে কথিত।

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্॥" (সাংখ্যকা° ১০)

বিকৃতি তাহার প্রকৃতিতে লীন হয় বলিয়া তাহাকে লিঙ্গ কহে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে যে 'লয়ং গচ্ছতীতি লিঙ্গং' লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে লিঙ্গ কহে। [প্রকৃতিশব্দ দেখ]

৪ ব্যাপ্য। ৫ ব্যক্ত। ৬ পুংস্বাদি।

"একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথৈকত্র করে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥" (মনু ৫।১৩৬)

৬ সামর্থ্য।

"যাবতামেব ধাতুনাং লিঙ্গং রূঢ়িগতং ভবেৎ।
অর্থশ্চৈবাভিধেয়স্তু তাবদ্ভির্গুণবিগ্রহঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

৭ শেফ। পর্য্যায়—শিশ্ন, স্বরস্তম্ভ, উপস্থ, মদনাঙ্কুশ, কন্দর্প-মুষল, মেহন, শেফস্, মেঢ্র, লাঙ্গু, ধ্বজ, রাগলতা, ব্যঙ্গ, লাঙ্গূল, সাধন, সেফ, কামাঙ্কুশ। (জটাধর)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল পদ্ম আছে, এই পদ্মে বকার আদি করিয়া লকার পর্য্যন্ত বর্ণ থাকে।

"মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্॥
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং ব স বর্ণচতুর্দ্দলম্।
তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্॥
বাদি লান্ত ষড়্বর্ণেন যুক্তঞ্চাধিষ্ঠানসংজ্ঞকম্।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥" (তন্ত্র)

লিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ সামুদ্রিকে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—লিঙ্গ বড় হইলে দীর্ঘজীবী, ক্ষুদ্র হইলে ধনী এবং স্থূল হইলে নিঃসন্তান ও দরিদ্র হয়। লিঙ্গ বামদিকে নত হইয়া থাকিলে মনুষ্য নিঃসন্তান ও নির্ধন, দক্ষিণদিকে বক্র হইয়া থাকিলে পুত্রবান্ ও নিম্নদিকে নত হইয়া থাকিলে দরিদ্র হয়। লিঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে মানব পুত্রবান্, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী এবং স্থূলগ্রন্থিযুক্ত হইলে পুত্রাদি নানাবিধ সুখসম্পদ্‌যুক্ত হয়। দীর্ঘলিঙ্গ হইলে দরিদ্র, স্থূললিঙ্গ হইলে অর্থহীন, কৃষ্ণবর্ণ-লিঙ্গ হইল ভাগ্যবান্ এবং লঘুলিঙ্গ হইলে রাজা হয়। লিঙ্গ

কঠিন ও কর্কশ হইলে পরস্ত্রীরত; লিঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, সূক্ষ্ম বা রক্তবর্ণ হইলে সুখী, পরস্ত্রীগামী ও কামিনীজনপ্রিয় হয়। কৃশ বা রক্তবর্ণ লিঙ্গ হইলে মনুষ্যের উত্তমা স্ত্রী, রাজ্য ও সুখ সম্পদ্ হইয়া থাকে।*

৮ শিবমূর্ত্তিবিশেষ, শিবলিঙ্গ। হিন্দুমাত্রেরই এই লিঙ্গপূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে শিবলিঙ্গপূজার অনন্ত ফল কথিত হইয়াছে। এমন কি ব্রাহ্মণের শিবলিঙ্গপূজা না করিয়া জলগ্রহণও করিতে নাই।

মহাদেব কিজন্য এই লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিষয় পাদ্মোত্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"বেদ্মিস্মাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ রুদ্রস্ত্রিপুরহস্তকঃ।
কস্মাদ্বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ সহ ভার্য্যয়া॥
যোনিলিঙ্গস্বরূপঞ্চ কথং স্যাৎ সুমহাত্মনঃ।
পঞ্চবক্ত্র্শ্চতুর্ব্বাহুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ॥
কথং বিগর্হিতং রূপং প্রাপ্তবান্ দ্বিজপুঙ্গব।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব মিত্রাবরুণনন্দন॥"

(পদ্মপু° উত্তরখ° ৭৮ অ°)

দেবাদিদেব মহাদেব ভার্য্যার সহিত এই বিগর্হিত রূপ কেন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দিলীপ বশিষ্ঠের নিকট এই প্রশ্ন করিলে, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মন্দরপর্ব্বতে ঋষিগণ এক দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞে সকল মুনি সমাগত হইলে মুনিগণ পরস্পরে আলোচনা করিয়াছিলেন যে, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কোন্ দেবতা পূজ্য, তাহা আপনারা নির্দ্দেশ করুন। তখন ঋষিগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, আমাদের এই সংশয়চ্ছেদ করিবার জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য। অনন্তর তাঁহাদিগকে অবলোকন ও প্রণাম করিলে যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া বোধ হইবে, তিনিই আমাদের পূজনীয় হইবেন। তখন ঋষিগণ সমবেত হইয়া প্রথমে কৈলাসে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। ঋষিগণ দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ, নন্দি দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছে। তখন ঋষিগণ নন্দিকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র গিয়া মহাদেবকে আমাদিগের আগমনবৃত্তান্ত নিবেদন কর। আমরা প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। নন্দি তখন পরুষ বাক্যে অবজ্ঞার সহিত অমিততেজাঃ ঋষিগণকে কহিলেন, তোমাদের যদি জীবনের ভয় থাকে, তাহা হইলে এখনই প্রস্থান কর, দেবাদিদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তিনি দেবী পার্ব্বতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। নন্দি এই কথা বলিলে ঋষিগণ বহুদিন তথায় অবস্থান করিলেন, তথাচ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ হইল না। তখন প্রবল তপোদৃপ্ত মহর্ষি ভৃগু অতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে নিম্নোক্ত রূপ শাপ প্রদান করেন,"হে শঙ্কর! তুমি নারীসঙ্গমে প্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে অবমাননা করিয়াছ, সুতরাং যোনিলিঙ্গস্বরূপ তোমার মূর্ত্তি হইবে। তোমার নিকট ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, এইজন্য তোমায় নিবেদিত জল, অন্ন, পুষ্প, পত্র প্রভৃতি সকলই অগ্রাহ্য হইবে এবং ব্রাহ্মণগণ তোমার পূজা করিবে না, যদি পূজা করে, তাহা হইলে অব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। ভস্মলিঙ্গাস্থিধারী যে সকল লোক রুদ্রভক্ত হইবে, তাহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে।" ভৃগু এইরূপ শাপ দিয়া মুনিদিগের সহিত ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন।

"এবমুক্তস্ততস্তূর্ণং কৈলাসং মুনিসত্তমঃ।
জগাম বামদেবেন যত্রাস্তে বৃষভধ্বজঃ॥
গৃহদ্বারমুপাগম্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ।
শূলহস্তং মহারৌদ্রং নন্দিং দৃষ্ট্বাব্রবীদ্দ্বিজঃ॥
সংপ্রাপ্তো হি ভৃগুর্বিপ্রো হরং দ্রষ্টুং সুরোত্তমম্।
নিবেদয়স্ব মাং শীঘ্রং শঙ্করায় মহাত্মনে॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা নন্দিঃ সর্ব্বগণেশ্বরঃ।
উবাচ পরুষং বাক্যং মহর্ষিমমিতৌজসম্॥
অসান্নিধ্যঃ প্রভোস্তস্য দেব্যা ক্রীড়তি শঙ্করঃ।
নিবর্ত্তস্ব নিবর্ত্তস্ব যদি জীবিতুমিচ্ছসি॥
এবং নিরাকৃতস্তেন তত্রাতিষ্ঠন্মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসাস্তস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনীশ্বরঃ॥
ততঃ ক্রোধসমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্।
বিনষ্টস্তমসাক্রান্তো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥

---

* "মহদ্ভিরায়ুরাখ্যাতং হ্রস্বলিঙ্গে ধনী নরঃ।
অপত্যরহিতো লোকে স্থূললিঙ্গে বিপর্য্যয়ঃ॥
মেঢ্রে বামনতে চৈব সুতান্নরহিতো ভবেৎ।
বক্রেঽন্যথা পুত্রবান্ স্যাৎ দারিদ্র্যং বিনতে ত্বধঃ॥
অল্পে তু তনয়ো লিঙ্গে শিরালেঽথ সুখী নরঃ।
স্থূলগ্রন্থিযুতে লিঙ্গে ভবেৎ পুত্রাদিসংযুতঃ॥
দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র্যং স্থূললিঙ্গেন নির্ধনঃ।
কৃশলিঙ্গেন সৌভাগ্যং হ্রস্বলিঙ্গেন ভূপতিঃ॥
কর্কশৈঃ কঠিনৈর্লিঙ্গৈঃ পরদাররতঃ সদা।
রমতে চ সদা দাসীং নির্ধনো ভবতি ধ্রুবম্॥
কৃশলিঙ্গেন সূক্ষ্মেণ রক্তলিঙ্গেন ভূপতিঃ।
পরস্ত্রীং রমতে নিত্যং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ॥
কৃশলিঙ্গেন রক্তেন লভতে চোত্তমাঙ্গনাম্।
রাজ্যং সুখঞ্চ দিব্যাজ্যাঃ কন্তকায়াঃ পতির্ভবেৎ॥" (সামুদ্রিক)

[illegible]ত।
যোনি[illegible] বৈ [illegible] তস্মাৎ [illegible]॥
[illegible] ন [illegible]মুক্তি তথা চপুপাশক[illegible]।
অব্রহ্মা[illegible]মাপন্নো ন পূজ্যোঽসৌ দ্বিজন্মনাম্॥
তস্মাচ্চ জলবন্ধ তস্মৈ দত্তং হবিস্তথা।
শিবতারং জলঞ্চৈব পত্রং পুষ্পং ফলাদিকম্।
নির্মাল্যমগ্র চাগ্রাহ্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
এবং শম্ভুঃ মহাতেজাঃ শঙ্করং লোকপূজিতম্।
উবাচ গণমত্যুগ্রং নন্দিং শূলভৃতং নৃপ॥
রুদ্রভক্তাশ্চ যে লোকে ভস্মলিঙ্গাস্থিধারিণঃ।
তে পাবণ্ডত্বমাপন্না বেদবাহ্যা ভবন্তি বৈ॥"

(পদ্মপু॰ উত্তরখ॰ ৭৮ অ°)

লিঙ্গপুরাণপাঠে জানা যায় যে, দেবর্ষি নারদ রুদ্রদেবের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রসমূহ সন্দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানে লিঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। (১।১২) ঐ লিঙ্গ কি, এবং কেনই বা তাহা সংসারে সকলের পূজ্য হইয়াছে, তাহা সূতের অভিব্যক্তিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

"শব্দব্রহ্মতনুং সাক্ষাৎ শব্দব্রহ্মপ্রকাশকম্।
বর্ণাবয়মব্যক্তলক্ষণং বহুধা স্থিতম্॥
অকারোকারমকারং স্থূলং সূক্ষ্মং পরাৎপরম্।
ওঙ্কাররূপমৃগ্বক্ত্রং সাম জিহ্বাসমন্বিতম্॥
যজুর্বেদমহাগ্রীবমথর্বহৃদয়ং বিভুম্।
প্রধানপুরুষাতীতং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্॥
তমসা কালরুদ্রাখ্যং রজসা কনকাণ্ডজম্।
সত্ত্বেন সর্ব্বগং বিষ্ণুং নির্গুণত্বে মহেশ্বরম্॥
প্রধানাবয়বং ব্যাপ্য সপ্তধাধিষ্ঠিতং ক্রমাৎ।
পুনঃ ষোড়শধা চৈব ষড়বিংশকমজোদ্ভবম্॥
সর্গপ্রতিষ্ঠাসংহারলীলার্থং লিঙ্গরূপিণম্।
প্রণম্য চ যথান্যায়ং বক্ষ্যে লিঙ্গোদ্ভবং শুভম্॥"

(লিঙ্গপু° পূর্ব্ব ১। ১৮-২৩)

এই লিঙ্গরূপ সাধারণতঃ দুই প্রকার। নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণময় শিব অলিঙ্গ এবং জগৎকারণরূপ শিবই লিঙ্গ। এই অলিঙ্গ শিব হইতে লিঙ্গ শিবের উৎপত্তি; তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, জন্মরহিত, মহাভূতস্বরূপ, বিশ্বরূপ ও জগৎকারণ। লিঙ্গ বলিলেই শিবসম্বন্ধীয় লিঙ্গ বুঝিতে হইবে। (লিঙ্গপু° ৩। ১-১০) আবার উক্ত পুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে "প্রধানং লিঙ্গমাখ্যাতং লিঙ্গী চ পরমেশ্বরঃ।" [illegible] হয় যে, লিঙ্গই প্রধান এবং সেই [illegible] বা [illegible] বিশেষকেই [illegible] করিয়া [illegible] হইয়াছে। [illegible]

অধ্যায়ের [illegible] কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিরোধ ভঞ্জনার্থ শতসহস্র কালানলসদৃশ লিঙ্গরূপী মহাদেবের আবির্ভাবের কথা আছে (১৭।৩১-৩২)। লিঙ্গরূপ দর্শনে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন অকস্মাৎ ওঁকার বাণী সমুত্থিত হইল। এই ওঙ্কারের তাৎপর্য্য কি তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে—

"অস্ত লিঙ্গাদভূদ্বীজমকারং বীজিনঃ প্রভোঃ।
উকারযোনৌ বৈ ক্ষিপ্তমবর্দ্ধত সমন্ততঃ॥" ৬৪

অর্থাৎ বীজি মহেশ্বর লিঙ্গ হইতে অকার বীজ উৎপন্ন হইল, এবং তাহা উকাররূপ যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই শ্লোক বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লিঙ্গই সৃষ্টিশক্তির পরিচায়ক। এই শিবশক্তির উত্তরসাধক লিঙ্গমূর্ত্তিতে যেমন শিবপূজা বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ শক্তিবোধক যোনিমূর্ত্তিতেও শক্তিপূজার ব্যবস্থা দেখা যায়।

"পীঠাকৃতিরুমাদেবী লিঙ্গরূপশ্চ শঙ্করঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য প্রযত্নেন পূজয়ন্তি সুরাসুরাঃ॥"

(লিঙ্গপু° উত্তরখ° ১১।৩১)

উক্ত অধ্যায়ের ৩৭ হইতে ৪০ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ, ঐশ্বর্য্যশালী রাজগণ, মানবগণ ও মুনিগণ সকলেই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণুও ব্রহ্মার বরপুত্র রাবণকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরে বিশেষ ভক্তির সহিত বিধিবৎ লিঙ্গারাধনা করিয়াছিলেন। লিঙ্গার্চ্চনা করিলে শত ব্রাহ্মণবধজনিত মহাপাতক বিদূরিত হয়।

একবিংশ অধ্যায়ের ৭৯—৮৩ শ্লোকে লিখিত আছে যে, অগ্নিহোত্র, বেদাধ্যয়ন, বহুদক্ষিণক যজ্ঞাদি শিবলিঙ্গার্চ্চনার এক কলাংশেরও সমতুল্য নহে। দিবসে একবারমাত্র লিঙ্গার্চ্চনকারীও সাক্ষাৎ রুদ্র বলিয়া কথিত। শিবপূজায় ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষফল প্রাপ্তি ঘটে।

লিঙ্গপুরাণের পূর্ব্বভাগে ২৫-২৭ অধ্যায়ে শিবপূজার স্থান নির্ব্বাচন ও পূজোপকরণাদির যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শক্তি বিনা শিবপূজা করিতে নাই। একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজায় শিব ও শক্তি উভয়ের পূজা বলিয়া পুরাণে ও তন্ত্রে তৎপূজায় বিধিই কীর্ত্তিত হইয়াছে *।

---

* "লিঙ্গদেবী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ সংপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥"

(প্রাণতোষিণীধৃত লিঙ্গপুরাণবচন)

আবার লিঙ্গার্চ্চন[illegible]ভিহিত হইয়াছে যে,—
শক্তি[illegible] বিনা [illegible] তত্র [illegible]।

লিঙ্গপূজাপ্রবর্ত্তন ও লিঙ্গোৎপত্তি বিষয় বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে। বামনপুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে লিঙ্গোৎপত্তিপ্রকরণে লিখিত হইয়াছে, ব্রহ্মা শিবলিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বীয় উপাসনাপ্রচার জন্য শৈব, পাশুপত, কালবদন ও কপালী নামে চারিটী শৈবসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। বশিষ্ঠপুত্র শক্তি ও তাঁহার শিষ্য গোপায়ন প্রথম শৈব, তপস্বী ভারদ্বাজ ও তাঁহার শিষ্য সোমকাধিপতি রাজা ঋষভ পাশুপত, আপস্তম্ব ও বক ক্রাথেশ্বর নামক বৈশ্য কালবদন, ধনদ ও তাঁহার শূদ্রবংশীয় শিষ্য কন্দোদর কপালী হইয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, লিঙ্গোপাসনাপ্রসঙ্গে কালে শৈবসম্প্রদায়ে চারিটী শাখাবিভাগ ঘটিয়াছিল এবং চারিজন প্রধান যোগী ঐ বিভিন্ন মত প্রচার করেন।

স্কন্দপুরাণে লিঙ্গশব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;

"আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা।
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" (স্কন্দপু°)
"গেহে লিঙ্গদ্বয়ং নার্চ্চ্যং শালগ্রামদ্বয়ং তথা।
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু নার্চ্চ্যং সূর্য্যদ্বয়ং তথা॥
অভক্ষ্যং শিবনির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাযোগাৎ পাবনং তদ্‌ভবেৎ সদা॥"

আকাশ শব্দে লিঙ্গ এবং পৃথিবী তাহার পীঠিকা। ইহা সকল দেবতার আলয়। ইহাতে সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ কহে। একগৃহে লিঙ্গদ্বয় পূজা করিতে নাই, এইরূপ শালগ্রাম শিলাদ্বয়েরও পূজা নিষিদ্ধ। শিবের নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে না, কিন্তু শালগ্রাম শিলার যোগে নির্ম্মাল্য গ্রহণীয়।

লিঙ্গশব্দে সাধারণতঃ শিবলিঙ্গই বুঝায়। দেবাদিদেব মহাদেব হিন্দুজগতে কি কারণে লিঙ্গরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন এবং কেনই বা হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ ও পাদ্মোত্তরখণ্ডে তাহার যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভারত-সাম্রাজ্যে আড়াই হাজার বর্ষের পূর্ব্ব হইতে এই লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়।

মনুসংহিতায় শিবশক্তি ভদ্রকালী এবং বিষ্ণুশক্তি শ্রীর উল্লেখ আছে (মনু ৩৮৯)। উক্ত গ্রন্থের ৩।১৫১-১৫২ শ্লোকে বহু যাজক ও দেবলদিগের নিন্দাবাদ এবং দেব-প্রতিমার (মনু ৯।২৮৫) প্রসঙ্গ থাকায় মনে হয়, উহা রচিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিমাপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রসঙ্গাধীন আখ্যায়িকা ঐতরেয় (৮।২১-২৩) ও শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৫।৪।১) থাকায় এবং মনুতে রাম ও কৃষ্ণের নামোল্লেখ না দেখিয়া অনুমান হয় যে, মনুসংহিতাখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। মনুসংহিতা-কালে দেবগণকে ঘৃতাহুতি দিবার বিধি ছিল, এখনকার ন্যায় পুষ্পচন্দনলিপ্ত নৈবেদ্যাদি দানের ব্যবস্থা ছিল কি না বলা যায় না। যে বিষ্ণু ও শিব মনুসংহিতা-সঙ্কলনকালে পদ ও বলের অধিষ্ঠাতা বলিয়া পূজিত ছিলেন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তাঁহাদের মহিমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে; তদবধি তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বর রূপে পূজিত হন।

রামায়ণ (৭।৩১।৪২) ও মহাভারতে সৌপ্তিক পর্ব্বে ৭ম অঃ শিবলিঙ্গের পরিচয় আছে। রাজতরঙ্গিণী (১।১৯৪ ও ২।১২৯-১৩০) পাঠে জানা যায় যে, জলৌক (Seleukos) রাজার অধিকারকালে বিজয়েশ্বর, নন্দীশ ও ক্ষেত্রজ্যেষ্ঠেশ নামক শিবলিঙ্গের পূজা প্রচলন ছিল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্বে শককুষণ ও খরোষ্ঠী রাজগণের সময়েও লিঙ্গোপাসনার যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। গুপ্তরাজগণের শিবভক্তি কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত বৃষ, ত্রিশূল ও শিবশক্তি সিংহবাহিনী প্রভৃতির প্রতিরূপই তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কেবল উত্তরভারত বলিয়া নহে, দক্ষিণভারতেও খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দে লিঙ্গারাধনা প্রচারিত ছিল। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা হইতে জানা যায়, পাণ্ড্যরাজ রোমকসম্রাট্ অগাষ্টাসের সভায় দূত প্রেরণ করেন, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩৫০ হইতে ২১৪ অব্দ মধ্যে পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য এক হইয়া যায়। উভয় রাজ্যের প্রথমকার ভূপতিগণ লিঙ্গস্থাপক ও শিবভক্ত ছিলেন *। দাক্ষিণাত্য হইতে শৈব ধর্ম্মস্রোত খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তথাকার প্রম্বনন নামক স্থানে দুইশত অপেক্ষা অধিক দেবমন্দির এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, সূর্য্য প্রভৃতির পাষাণময় ও পিত্তলময় প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।† [যব ও বালি দেখ।]

গ্রীক্ ভৌগোলিক আরিয়ান্ কন্যাকুমারীর বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন, কুমারীনাম্নী দেবীর নামে ঐ স্থানের নামকরণ হইয়াছে।

শক্তিসংযোগমাত্রেণ কর্ম্মকর্ত্তা সদাশিবঃ।
অতএব মহেশানি পূজয়েচ্ছিবলিঙ্গকম্॥"

* লিঙ্গসম্বন্ধে Sonnerat লিখিয়াছেন,—"The lingam may be looked upon as the phallus or the figure representing the virile member of Atys, the well-beloved of Cybele, and the Bacchus which they worshipped at Heiropolis. The Egyptians, Greeks and Romans had temples dedicated to Priapus, under the same form as that of the lingam. The Israelites worshipped the same figure, and erected statues to it."

† Vide Journal of the Indian Archipelego, vol. iii.

দুর্গার একটী নাম কুমারী। আরিয়ানের সময় (২য় খৃষ্টাব্দে) তথায় ঐ দেবীর একটী প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রসিদ্ধ কোন শিবলিঙ্গেরই উহা শক্তি হইবেন।

জগৎসৃষ্টির আদিভূতা প্রকৃতিপুরুষাত্মিকা উৎপাদিকা শক্তিই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল উপাদান জানিয়া শৈবগণ হর-পার্ব্বতীর লিঙ্গশক্তিকেই জীবোৎপত্তির মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যোনি ও লিঙ্গের অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গমেই সৃষ্টি সাধিত হয় বলিয়া তাহারই চিহ্নস্বরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি সংগঠিত হইয়াছে। একটী মঙ্গলময় ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া পরমপিতা জগতের হিতসাধনার্থ প্রকৃতিপুরুষসঙ্গমে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করেন। সম্ভবতঃ প্রকৃতির উপাসকগণ সেই লিঙ্গরূপেই শিবত্ব আরোপ করিয়া থাকিবেন। তদবধি শৈবসম্প্রদায় সেই লিঙ্গরূপী যুগ্মমূর্ত্তিই শিব নামে উপাসনা করিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ভারতবাসীরা সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী অব্যয়াত্মার নিরাকারত্ব অপনোদন করিয়া ক্রমে লিঙ্গরূপে তাঁহার সাকারত্ব কল্পনা করিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই ক্রমশঃ জগদ্বাসীর উপাস্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। শুধু ভারতে নহে, সুপ্রাচীন চীন, গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যেও লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত ছিল।* রোমক-দিগের মধ্যে "প্রিয়াপস্" এবং গ্রীকগণের মধ্যে "ফালাস্" নামে লিঙ্গমূর্ত্তিসমূহ পরিচিত ছিল। তিব্বতীয়দিগের উপাস্য লিঙ্গমূর্ত্তি-গুলি চীনভাষায় হুঙ্-হি-ফুহ্ নামে কথিত। ইস্রাইলগণও পূর্ব্বে লিঙ্গপূজা করিত। মক্কায় যে মক্কেশ্বর লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহা এক সময়ে ইস্রাইলগণের উপাস্য ছিল। ভবিষ্যপুরাণে ব্রাহ্মপর্ব্বে এই মক্কেশ্বর লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাইবেল পাঠে জানা যায়, রেহোবোয়ামের পুত্র আশা তাহার মাতা মায়াকাকে লিঙ্গ সমক্ষে বলি দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেন (1 Kings xv. 13)। য়িহুদীগণ সোৎসাহে লিঙ্গরূপী দেবতা বেল্‌ফেগোর গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেন। মোয়াবীয় ও মদিনাবাসিগণ ফেগোর পর্ব্বতস্থিত এই লিঙ্গেরই উপাসনা করিতেন। তাহাদের উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে মিশরীয়দিগের বেলফেগোর উপাসনাপদ্ধতির অনুরূপ ছিল। জুদা-(Judah)বাসিগণ পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ বনভাগে এবং সুবৃহৎ বৃক্ষতলে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পরম পিতার অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলেন। বাল্ (Baal) তাহাদের উপাস্য ছিল এবং লিঙ্গাকার প্রস্তরস্তম্ভই তাঁহার মূর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা এই দেবতার বেদী সমক্ষে ধূপ ধুনা জ্বালাইত এবং প্রতি অমাবস্যায় সেই লিঙ্গমূর্ত্তির সম্মুখস্থ বৃষ-সমক্ষে পূজোপহার দিত। ইস্রাএল্ লিঙ্গমূর্ত্তি সম্মুখস্থ এই বৃষভ-মূর্ত্তি হিন্দুর সত্ত্বগুণপ্রধান বালেশ্বর শিবলিঙ্গসম্মুখস্থ ধর্ম্মরূপী বৃষ-মূর্ত্তির অনুরূপ। মিশরীয় ওসিরিস্ মূর্ত্তির এপিসের সহিতও ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পাশ্চাত্য লেখকগণ ভ্রমক্রমে ঐ বৃষমূর্ত্তিকে শিবানুচর নন্দী* বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ উহাকে শিবের বাহন বলেন।

কর্ণেল টড্ বলেন, আরবীয় দেবমূর্ত্তি লাত বা অল্‌হাতের সহিত হিন্দুর লিঙ্গমূর্ত্তির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। রোমকজাতির প্রভাববিস্তারের সহিত এই লিঙ্গোপাসনা ও মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ফ্রান্স-রাজ্যে বিস্তৃত হয়। নিস্‌মেস্ নগরীর প্রসিদ্ধ সার্কাসগৃহে, ইতালীর সুপ্রাচীন ধর্ম্মমন্দিরসমূহে, টোলোস্ নগরের গীর্জ্জায় এবং বুর্দ্দোর কএকটী ধর্ম্মমন্দিরে অদ্যাপিও ঐ শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বিদ্যমান দেখা যায়।†

রাজস্থানের ইতিবৃত্তে মহাত্মা টড্ লিঙ্গোপাসনার তত্ত্ব নির্ণয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—মিশর, গ্রীক, রোমক, এমন কি, খৃষ্টান-দিগের দ্বারা বংশপরম্পরা ক্রমে লিঙ্গপূজা সাধিত হইলেও গ্রীক phallic শব্দের ব্যুৎপত্তিগত কোনরূপ পরিস্ফুট অর্থ নিরাকৃত হয়। অধিকসম্ভব, দেবভাষা সংস্কৃতের জনয়িতা আদি আর্য্য-ভাষা হইতেই এই শব্দের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে। সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদাতা ফলেশ শব্দে ঈশ্বরের লিঙ্গত্ব আরোপ করিয়া গ্রীক ফালাশ্ শব্দের উৎপত্তি কল্পনা করিলে শব্দার্থের প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধ্য কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, বরং তাহা হইলে ওসিরিসের সহিত শিবলিঙ্গের অন্যান্য বিষয়ে অনেক সামঞ্জস্য সাধিত হইতে পারে। উভয় দেবতাই নদীর অধিষ্ঠাত্রী। ওসিরিস যেমন ইথিওপিয়ার অন্তর্গত চন্দ্রশৈলনিঃসৃত নীল-নদের (Nile) অধিষ্ঠাতা, ঈশ্বরও সেইরূপ সিন্ধুনদ (ইহার অপর নাম নীল—ফিরিস্তা) ও চন্দ্রগিরিনিঃসৃত গঙ্গার পতি। এই চন্দ্রগিরিতুষারাবৃত কৈলাসশিখরে শিব পার্ব্বতীসহ বিরাজিত বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীকবাসী মিশরীয়দিগের নিকট হইতে, অথবা তাহাদের অনুরূপ উপায়েই এই ফলেশ লিঙ্গপূজার

* W. Taylor's Ex. & Analy. of Mack. Manus, and Jour. Roy. As. Soc. vol III. & 202-218.

* দাক্ষিণাত্যে শিববাহন বৃষের অপর একটী নাম নন্দী।

"উল্বকং বৃষভং দেবি নাম্না নন্দী প্রকীর্ত্তিতঃ।" (লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে ২য় পটল)

† প্লুতার্কের লেখনী হইতে জানা যায় যে, মিশরীয় দেবতা ওসিরিস্ সর্ব্বত্রই লিঙ্গরূপে বিরাজিত (with the Priapus exposed) ছিলেন। Ptah Sokari মূর্ত্তিও ঐরূপ আকারে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এইরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি সকল তৎকালে Ptah Sokari Osiri নামে খ্যাত ছিল।

পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাহারা ফলের আকারে লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন অথবা কখন কখন সেই ফলকেই দেবতারূপে পূজা করিতেন। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, সংস্কৃত সফল ফলেশ (ফল+ঈশ) হইতে গ্রীক Phallus শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ফাল্গুনে নবপল্লব, পুষ্প ও ফলভারে অবনত বৃক্ষরাজি যখন ধরিত্রীকে নবাম্বরে ভূষিত করিয়া শোভা দান করে, তখন জগদ্বাসী আপনাপন ইষ্টদেবতাকে অভীষ্ট ফল-পুষ্পদানে তুষ্ট করিতেন। আবহমান কাল হইতে ফাল্গুনমাসে এই পূজোৎসব বিহিত হইয়া আসিতেছে *।

বাসন্তীদেবীর (Goddess of the Spring Saturnalia) এই ফাল্গুন মহোৎসব, গ্রীক্‌দিগের ডাইওনিসেয়াসের ফাগো-সিয়া উৎসব, মিসরের ফাল্লিকা (Phalles) এবং হিন্দুস্থানের ফল্গুৎসব বা হোলিকার সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বসন্তোৎ-সবের পর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রিতে পর্ব্বে এবং চড়ক সংক্রান্তিতে শিবকে বিল্বফল, নারিকেল প্রভৃতি ফলদানের বিধি আছে। [মদনমহোৎসব ও বসন্তোৎসব দেখ।]

আর্য্যজাতির ও ভারতীয় আর্য্যসমাজের প্রথমারব্ধ লিঙ্গ-পূজার চিরন্তন পদ্ধতি, উৎপত্তি ও বিস্তারের সম্যক্ ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত হইয়া মিশরবাসীর ন্যায় ক্রমশঃ কিংবদন্তীমূল হইয়া পড়িতেছে। পরবর্ত্তিকালে লিঙ্গাদি মহাপুরাণে এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্রে লিঙ্গার্চ্চন বিধি স্বতন্ত্রভাবে ও তৎসাময়িক রীতি অনুসারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। সেই আদিম উপাসনাপদ্ধতির কতকাংশ অর্থাৎ লৌকিক ও কৌলিক আচারাদি যে উহাতে গৃহীত হয় নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। রাজা কাম্বিশ, পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরোধী হইয়া পুরোহিতদিগকে দণ্ড দেন এবং পবিত্র এসিস্ ধ্বংস করেন। সেরূপ কঠোরাচার অবলম্বন করিয়াও তিনি লিঙ্গোপাসনা উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। পরবর্ত্তিকালে গ্রীক্ ও রোমকজাতি নীলনদের অববাহিকা প্রদেশ জয় করিয়া মিশরীয় দেবমণ্ডলী রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিচিত্তে সেই সেই দেবতার মন্দির সংস্কার করিয়া তাহা স্থাপত্যশিল্পে পরিশোভিত করেন *।

খৃষ্টানধর্ম্মের অভ্যুদয়ে এবং প্রভাববিস্তারে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য জনপদবাসিগণ পৌত্তলিক উৎসব ও আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে অভ্যাস করিল। নীলনদের দেবসঙ্ঘ, রোমের দেবলোক এবং আথেন্স নগরীর দেবসমাজ কিছুতেই খৃষ্ট-ধর্ম্মের গৌরব অতিক্রম করিতে পারিল না। পারিপাট্যহীন ও আড়ম্বরশূন্য উপাসনায় লিপ্ত হইয়া তত্তদ্দেশবাসিগণ পৌত্তলিক উপাসনার হতাদর করিল। দেবতা ও মন্দিরাদি অনাদরে ভূমিসাৎ হইয়া গেল। থিয়োফিলাস কর্ত্তৃক আলেকসান্দ্রিয়ার সিরাপিসের মন্দিরসমূহ ধ্বংস হয়। কালে মেম্ফিসের ওসিরিস্ মন্দিরও লিঙ্গভ্রষ্ট হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্মমন্দিরে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই সকল আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, জগতের আদিকারণস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষাত্মক লিঙ্গ ও যোনিই জীবোৎপত্তির অবান্তর কারণ জানিয়া জগদ্বাসী জাতি-মাত্রই পরমপিতা মহান্ ঈশ্বরের সেই মুখ্য শক্তির উপাসনা করিতে থাকে। প্রাচীন আর্য্যসমাজে সমাদৃত ও পূজিত সেই মহেশ্বরের লিঙ্গমূর্ত্তি আর্য্য জাতির প্রতীচ্য ও প্রাচ্য উপনিবেশে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ভারতীয় ও রোমীয় লিঙ্গমূর্ত্তির এত অধিক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিব্রুগণ যে "বাল্" দেবতার উপাসক ছিলেন, তাহা ভারতীয় বালেশ্বরের অভিন্ন লিঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাইবেলগ্রন্থেও এই লিঙ্গমূর্ত্তি Chiun বা শিউন নামেই উক্ত হইয়াছে*। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রই এই মূর্ত্তিকে শিব, শিউ, প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, খৃষ্টধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে জম্বু ও শাকদ্বীপের আর্য্যসমাজে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি যে সময়ে শিবলিঙ্গের উপাসনাপদ্ধতি অব-

* "I have derived Phallus from Phalisa the *Chief fruit.* The Greek, who either borrowed it from the Egyptions or had it from the same source, typified the *fructifier* by a *Pine apple* the form of which resembles Sitaphala, * *. In like manner Gouri the Rajpoot Ceres is typified under the coco-nut or sriphal, the *Chief of fruit* or *fruit* sacred to Sri or Isa (Isis), whose other elegant emblem of abundance the *Camacumpa* is drawn with branches of palmyra, or coco-tree gracefully pendent from the vase (cumbha).

The sriphala is accordingly presented to all the votaries of Iswara and Isa on the conclusion of the spring festival of Phalguna, the *Phagasia* of the Greeks, the *Phamenoth* of the Egyptians and the Saturnalia of antiquity, a rejoicing at the renovation of the powers of nature, the empire of heat over cold—of light our darkness." Tod's Rajasthan, Vol. I. p, 603.

* "Isis and Osiris, Serapis and Canopus, Apis and Ibis adopted by the Romans, whose temples and images yet preserved, will allow full scope to the Hindu antiquary for analysis of both systems. The temple of Serapis at Pazzouli is quite Hindu in its gronnd plan." Tod's Rajasthan vol 1. 606 n.

* Ezekiel xvi. 17. Amos. v. 25-27. পাঠে জানা যায় যে, ৯৫৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেও বর্ত্তমান শিবলিঙ্গ মূর্ত্তিতে লিঙ্গোপাসনা ও কপালে তিলকধারণ প্রচলিত ছিল।

গত ছিলেন, সেই সময়ে হিব্রুগণও বাল্ দেবের লিঙ্গরূপ উপাসনা করিতেন; কিন্তু কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা এই লিঙ্গোপাসনা ভারতে অথবা সুদূর পশ্চিম য়ুরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা, যখন হিব্রুজাতি অথবা গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে প্রথমে লিঙ্গোপাসনার প্রভাব দেখা যায়, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবাসী উহা প্রতীচ্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যখন রোম-সাম্রাজ্যের উত্থান হয় নাই, যখন যীশুখৃষ্ট আদৌ জন্মপরিগ্রহ করেন নাই, বাইবেল গ্রন্থের সূচনা হইয়াছিল কি না সন্দেহ, তখন হইতেই ভারতে আর্য্য সভ্যতাস্রোত-পূর্ণশক্তিতে প্রবাহিত ছিল। বুদ্ধনির্ব্বাণের শতাব্দ পরে বুদ্ধের প্রতিকৃতি বৌদ্ধদিগের যত্নে সমগ্র জম্বুদ্বীপে এবং উত্তর-পশ্চিম এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে বুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই শিব, বিষ্ণু ও সূর্য্যপূজা প্রচলিত ছিল। শৈব, বৈষ্ণব ও সৌরদিগের নিকট বৌদ্ধেরা মূর্ত্তিগঠন শিক্ষা করিয়া থাকিবে। [শিব দেখ।]

আমেরিকা মহাদেশের পেরুভিয়া নামক স্থানে 'রাম-সীতোয়া' মহোৎসব এবং তথাকার নৃপতিবংশের সূর্য্যবংশোদ্ভবতার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ঐ স্থলের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি জাতির ভাষায় ঈশ্বরের নাম সিবু। আসিয়ার অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক জনপদবাসীরা সেবা বা সেবাজিয়াস্ নামক দেবতার উপাসনা করে। ঐ দেবোপাসকগণ দীক্ষাকালে সর্পঘটিত কএকটী অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মিশরবাসীর বাকাস্ (ব্যাগ্রেশ?) ভিন্ন অপর একটী দেবতার নাম সেব্, সেব্‌বা বা সোবক্ দেখা যায়; এই নামসাদৃশ্য এবং সর্পগত প্রক্রিয়াদি অনুধাবন করিলে, আমাদের ব্যালমালবিভূষিত ও ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিত শিবের কথাই মনে পড়ে।*

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, বিষ্ণুর উপাসনাপদ্ধতি প্রাচীন তাতাররাজ্য (শাকদ্বীপ?) হইতে ভারতে সমানীত হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহারা শিবপূজা সম্বন্ধে ঐরূপ কোন একটী অদ্ভুত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা বলেন যে, খৃষ্টজন্মাব্দের প্রথম হইতেই এই শিবোপাসনা-পদ্ধতি সিন্ধুসৈকত হইতে রাজপুতনার মধ্য দিয়া আর্য্যাবর্ত্তভূমে বিস্তার লাভ করে। কালিদাসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দে উজ্জয়িনী নগরে মহাকাল এবং ওঙ্কারেশ্বরের মহোৎসব সাধিত হইত। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বেও হিন্দুরাজগণের অধিকারে ঐ স্থানে লিঙ্গোপাসনা প্রবল ছিল। তখনকার বিন্দুস্বর্ণ নামক শিবলিঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ।

আমাদের দেশে এক খণ্ড লম্বমান গোলাকার বা কোণাকার প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া সাধারণতঃ শিবলিঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। উহার নিম্নভাগ অপেক্ষাকৃত স্থূল ও আসন নামে অভিহিত; বস্তুতঃ এই আসন রাখিবার আবশ্যক নাই। স্তম্ভের মধ্যস্থলে কোষার আকার যোনিপট্ট বা গৌরীপট্ট স্থাপিত। উহা স্থল-বিশেষে প্রণালিকা বলিয়া গৃহীত। এই গৌরীপট্টই পার্ব্বতীর যোনি বা মূলপ্রকৃতির স্ত্রী-চিহ্ন এবং উহা ভেদ করিয়া তদুপরিস্থ উর্দ্ধায়ত শলাকা বা দণ্ডমূল পুরুষের লিঙ্গ বলিয়া বিবেচিত। একযোগে এতদুভয়ই, অথবা যোনিপট্টের উপরিস্থ পুংচিহ্নই শিবলিঙ্গ নামে কথিত; এই কারণে প্রধান প্রধান শৈবপীঠে আসন না রাখিয়াই যোনিপট্টের উপর লিঙ্গ স্থাপিত দেখা যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় অন্যূন আট কোটি লোক শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া থাকে। হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বদরিকাশ্রম ও পশুপতি-নাথ হইতে সুদূর দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে অসংখ্য শিবলিঙ্গ নয়নপথে সমুদিত হইবে। গঙ্গার উভয় কূলে বিশেষতঃ বারাণসীক্ষেত্রে ও বাঙ্গালার মন্দির-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে লিঙ্গমূর্ত্তিস্থাপনের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। বারাণসীর বিশ্বেশ্বরাদি মন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, সেতুবন্ধে রামেশ্বরমন্দির, সোমনাথের সোমনাথমন্দির এবং বাঙ্গালার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ এবং কাল্‌না নগরে বর্দ্ধমানরাজের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টী মন্দির শৈবকীর্ত্তির নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন কাঞ্চীপুর, জম্বুকেশ্বর, ত্রিরুমলয়, চিদম্বরম্ ও কালহস্তী প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শৈব কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবপুরাণ (৩৮ অধ্যায়) এবং নন্দি উপপুরাণে শিব বলিতেছেন যে, 'আমি সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু সৌরাষ্ট্রে—সোমনাথ, কৃষ্ণাতীরস্থ শ্রীশৈলে—মল্লিকার্জ্জুন, উজ্জয়িনীনগরে—মহাকাল, ওঙ্কার, ও অমরেশ্বর, চিতাভূমে—বৈদ্যনাথ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে—রামেশ্বর, বারাণসীক্ষেত্রে—বিশ্বেশ্বর, গোমতীতীরে—ত্র্যম্বক, হিমালয় পৃষ্ঠে—কেদারনাথ, দারুকবনে—নাগেশ, শিবালয়ে—ঘৃশ্মেশ, ডাকিনীতে—ভীমশঙ্কর প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে আমি বিদ্যমান আছি।'

১০২৪ খৃষ্টাব্দে বা ৪১৫ হিজিরায় সুলতান মাহ্মুদ গজনীতে আনিয়া সোমনাথ লিঙ্গ ধ্বংস করেন। ১১৫২ শকে সুলতান আল্‌তামাস্ উজ্জয়িনীর মহাকাল মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দিল্লীতে লইয়া যান। হিমালয়স্থ কেদারতীর্থে অদ্যাপি হিন্দুতীর্থযাত্রী গমন করে। দক্ষিণে রাজমহেন্দ্রীর অন্তর্গত দ্রাক্ষারাম তীর্থে ভীমেশ্বর মূর্ত্তি

* Serpent and Siva worship and Mythology in Central America, Africa and Asia, by Hyde Clarke. p. 10-11.

বিদ্যমান, উহা পুরাণোক্ত ডাকিনীস্থিত ভীমশঙ্কর বলিয়া উক্ত। নর্ম্মদাতীরে ওঙ্কারমান্ধাতা নামক স্থানে ওঙ্কার শিব বিদ্যমান। কাশীতে বিশ্বেশ্বর, বৈদ্যনাথে ও সেতুবন্ধে রামেশ্বর অদ্যাপি পূজিত হইয়াছেন। ত্র্যম্বক, ঘৃষ্ণেশ, ও নাগেশ লিঙ্গ কোথায় কিরূপে অবস্থিত আছেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ানের বর্ণনায় জানা যায় যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্জাবপ্রান্তে শিবপূজা ও শৈবোৎসব দেখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই উত্তরপশ্চিমভারতে শৈবসম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সুদূর পূর্ব্বে আনাম ও কম্বোজে শৈবপ্রস্তাব বিস্তৃত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গ বা রুদ্রোপাসক শৈব-সম্প্রদায়ের পুনঃ প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে উৎসন্ন করিয়া ভারতে হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনকল্পে শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৌদ্ধশাক্তবিরোধ ভারতীয় হিন্দু-ইতিহাসের একটী প্রসিদ্ধ ঘটনা।

দাক্ষিণাত্যের তেলিঙ্গ রাজ্যে ত্রিলিঙ্গ বা ত্রিমূর্ত্তি, ইলোরার গুহায় ও অন্যান্য স্থানে চৌমূর্ত্তি বা চতুর্ম্মুখ, মথুরাসন্নিহিত স্থানে পঞ্চমুখ এবং উদয়পুরের উত্তরস্থিত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একলিঙ্গনাথ মূর্ত্তি ভারতের বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক শিবলিঙ্গের নিদর্শন।

একলিঙ্গ মূর্ত্তি একখণ্ড নলাকার অথবা কোণাকার প্রস্তরে গঠিত। ঐরূপ কোন কোন লিঙ্গের চারি পার্শ্বে এবং ঊর্দ্ধদিকে চারিটী বা পাচটী মুখ খোদিত করিয়া চতুর্ম্মুখ বা পঞ্চমুখ শিবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অগণিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট আরও কএকপ্রকার শিবলিঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেষলিঙ্গ, কোটীশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটী সুবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভে সহস্র হইতে লক্ষাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদিত করিয়া উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় গঠিত হইয়াছে। সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগে ঐরূপ একটী কোটীশ্বর লিঙ্গের সুপ্রাচীন মন্দির এবং সৌরাষ্ট্রজনপদে শেষ-লিঙ্গের কএকটী মূর্ত্তি ও মন্দির বিদ্যমান আছে। গ্রীস ও মিশর-রাজ্যে ব্যাকাস্ (Bacchus) দেবের চক্রপীঠস্থ যে সকল লিঙ্গমূর্ত্তি আছে, তাহার সহিত কোটীশ্বরের যথাযথ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। ব্যাকাস্‌কে ব্যাঘ্রেশ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে হিন্দুর ব্যাঘ্রেশ শিবমূর্ত্তির অনুকরণে ব্যাকাসের লিঙ্গমূর্ত্তিস্থাপনার কল্পনা করা যাইতে পারে। যেহেতু উভয় মূর্ত্তিই সর্ব্বতোভাবে এক এবং ব্যাঘ্রাম্বরধারী। প্রাচীন ঢোলপুরে (বর্ত্তমান বারোল্লী নামক স্থানে) যোনিচক্রে ভ্রাম্যমাণ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ঐ মূর্ত্তি ঘাটেশ্বর মহাদেব নামে খ্যাত। বহু তীর্থযাত্রী কৌতুহল পরবশ হইয়া বিজন অরণ্যমধ্যস্থিত এই ঘাটেশ্বরতীর্থস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন।

পূর্ব্বকালে লিঙ্গোপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এখান হইতে প্রায় ১৮ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিশর দেশে ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। ওসীরিস্ তথাকার একটী শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া পরিগণিত। এই ওসীরিস্ ও তাঁহার ভার্য্যা আইসীস দেবীর সহিত শিব ও শক্তির অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায়। ভগবতী যেমন বিশ্বরূপা, আইসীস দেবীও সেইরূপ পৃথিবীরূপা। তন্ত্রোক্ত শক্তিযন্ত্র যেমন ত্রিকোণা-কৃতি, আইসীস্ দেবীর পরিচায়ক সেইরূপ একটী ত্রিকোণযন্ত্র ছিল। শিব যেমন সংহারকর্ত্তা, ওসীরিস্ সেইরূপ প্রাণসংহারক যমস্বরূপ। শিবের বাহন ধর্ম্মরূপী বৃষ যেমন পূজনীয়, ওসীরিস্ দেবের এপিস্ নামক বৃষও সেইরূপ তাঁহার অংশস্বরূপ বলিয়া পূজিত।

পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, ব্যাকাস্ দেব ভারতবর্ষ হইতে দুইটী বৃষকে মিশর দেশে লইয়া যান, তাহারই একটীর নাম এপিস্। শিব ও ওসীরিস্ উভয় দেবতারই শিরোভূষণ সর্প। শিবের হস্তে যেমন ত্রিশূল, ওসীরিস্ দেবের হস্তে সেইরূপ একটী ত্রিফলকযুক্ত দণ্ড বিলম্বিত দেখা যায়। মিশর দেশের ওসীরিস্ দেবের অনেক পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তির সহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত শিবমূর্ত্তির সাদৃশ্য রহিয়াছে। মিঃ উইলকিন্স কৃত প্রাচীন মিশরবাসীর ইতিহাসে ওসীরিস দেবের চর্ম্মপরিধৃত প্রতিরূপ বিদ্যমান আছে। শিবপ্রিয় বিল্ব-বৃক্ষের ন্যায় তাঁহার একটী প্রিয় বৃক্ষ ছিল, এই বৃক্ষের পত্র বিল্বপত্রের মত ত্রিধা বিভক্ত। কাশীধাম যেমন মহাদেবের প্রধান তীর্থ,—মেম্ফিস্ নগরও সেইরূপ ওসীরিস্ দেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যক্ষেত্র। দুগ্ধ দিয়া যেমন শিবের অভিষেক করা হইয়া থাকে, ফিলিদ্বীপে ওসীরিস্ দেবের পীঠস্থানেও সেইরূপ প্রতিদিন ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ অর্পণ করা হইত। মহাদেবের সহিত ওসীরিস দেবের বিভিন্নতা এই যে শিব শ্বেতবর্ণ, ওসীরিস্ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু মহাকাল নামক শিবমূর্ত্তিবিশেষও কৃষ্ণবর্ণ*। এ ছাড়া ভারতের নানা তীর্থে কষ্টিপ্রস্তরনির্ম্মিত ঘোর ও উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের শিবলিঙ্গ বিদ্যমান দেখা যায়।

ভারতবর্ষের শিবলিঙ্গ পূজার ন্যায় মিশরদেশেও ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। এই পূজাবিস্তার প্রসঙ্গে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে যে, টাইফন্ নামক দেবতা মন্ত্রণাপূর্ব্বক ওসীরিসকে নষ্ট করিয়া তাঁহার দেহকে খণ্ড খণ্ড করেন। এই অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভার্য্যা আই-সীস্ দেবী সেই সমস্ত দেহখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ স্থানে

* "মহাকালং যজেদ্দেব্যাদক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।" (তন্ত্রসার)

প্রোথিত করিয়া রাখেন। কিন্তু তিনি লিঙ্গদেশ না পাইয়া প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার পূজা ও মহোৎসব প্রচলিত করেন†।

মিশর দেশের স্থানে স্থানে তও নামে এইরূপ একটী লিঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ দেশীয় যোনিলিঙ্গের প্রতিরূপ। ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রকারেরা যেমন শিবলিঙ্গকে শিবের সৃষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মিশর দেশীয় ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতেরা ওসীরিস্ দেবের লিঙ্গপূজার বিষয়েও অবিকল সেইরূপ মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু বাঁস্ কেনেডি এ দেশীয় লিঙ্গ উপাসনার সহিত মিশর দেশীয় লিঙ্গপূজার দুইটী বিষয়ে পার্থক্যনির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মিশর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষে লিঙ্গমূর্ত্তির গ্রামযাত্রা বা নগরযাত্রা প্রচলিত নাই‡। তাঁহার এ কথাটী নিতান্ত অমূলক। বাঙ্গালা দেশে চৈত্রোৎসবের সময়ে সন্ন্যাসীরা সমারোহপূর্ব্বক জলাশয় হইতে শিবলিঙ্গকে পূজার স্থলে আনয়ন করে, পরে মস্তকে করিয়া গ্রামস্থ লোকের গৃহে গৃহে লইয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে। বহুদিন হইতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে চৈত্রমাসে লিঙ্গরাজের রথযাত্রা চলিয়া আসিতেছে। চৈত্রমাসে নবদ্বীপে শিবের বিবাহ নামে একটী মহোৎসব হয়, তাহাতে মহাদেব বাদ্যভাণ্ডাদি সহকারে মহাসমারোহপূর্ব্বক ভগবতীর বাটীতে যাত্রা করেন, এবং বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তথা হইতে স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাগত হন। এই উপলক্ষে সাত আট ক্রোশ হইতে অনেক লোক নবদ্বীপে আসিয়া থাকেন। কেনেডি সাহেব আরও বলেন যে, ওসীরিসের লিঙ্গপূজার ন্যায় শিবলিঙ্গের অর্চ্চনায় মদ্যপানাদি প্রচলিত নাই। প্রকাশ্যরূপে এরূপ ব্যবহার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বীরাচারীরা অপ্রকাশ্য ভাবে কুলাচারের অনুষ্ঠান সহকারে শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগসারে এবিষয়ের প্রতিপোষক সুস্পষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান আছে।*

গ্রীকদেশেও এক সময়ে লিঙ্গপূজা অতি প্রবল ছিল। তথাকার নগররাজির প্রায় প্রত্যেক পথেই বহুমন্দির ও শিবলিঙ্গমূর্ত্তি† প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত লিঙ্গসমূহের মধ্যে কএকটী প্রধান ও প্রসিদ্ধ লিঙ্গের উদ্দেশে সময় সময় নানা অনুষ্ঠানের সহিত এক একটী উৎসব সম্পন্ন হইত। ব্যাকাস্ দেবের ফেলিফোরিয়া নামক মহোৎসবে তথাকার লোকেরা মেষচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বাঙ্গে মসীলেপন এবং একটী সুদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে চর্ম্মলিঙ্গ বন্ধন করিয়া পথে পথে নাচিয়া বেড়াইত। ব্যাকাসের পুত্র প্রায়েপাসের উৎসব কুৎসিত ও বীভৎসব্যাপার। তাঁহার প্রধান প্রধান মহোৎসব কেবল স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পাদিত হইত। ঐ রমণীমণ্ডলী তাঁহার অর্চ্চনাকালে গর্দ্দভ বলি দিত এবং মদ্যাদি বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া নৃত্য গীত ও বাদ্যসহ তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিত।

ব্যাকাস্ ও প্রায়েপাসের পূজা এবং মহোৎসব প্রসঙ্গে তদ্দেশবাসীর কুৎসিত আচার ও অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিলে বেশ প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর য়ুরোপ মহাদেশেও বহুকাল পূর্ব্বে তন্ত্রোক্ত বীরাচারের অনুরূপ আচার প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে চড়ক-পূজার সময় ধুলিক্রীড়া ও বাণফোঁড়ার সময় সন্ন্যাসিগণ এবং গ্রামস্থ অপরাপর লোকেরা নীলোৎসবের দিন গাত্রে ধূলি, কর্দ্দম, মসী, চূর্ণ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া নানা কুৎসিৎ ব্যবহার করিতে করিতে গমন করে। এতদুভয় দেশবাসীর এই আচার এতই লজ্জাকর, যে তাহা কোনক্রমেই ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের দর্শনীয় নহে।

আথেনিয়াসের লেখনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রাকবাসিগণ ব্যাকাস্ দেবের মহোৎসব বিশেষে ১২০ হস্ত দীর্ঘ একটী স্বর্ণময় লিঙ্গমূর্ত্তি বহন করিয়া লইয়া যাইত। আলেকসান্দ্রিয়ারাজ টলেমি এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (Athenaeus. lib. v.)

---

† এই ঘটনা হইতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দক্ষের ষড়যন্ত্র, বিনা নিমন্ত্রণে সতীর পিত্রালয়ে গমন এবং শিবের নিন্দাশ্রবণে সতীর দেহত্যাগ, সকলই মনে পড়ে। পরে শিবস্কন্ধস্থিত সেই সতীদেহ বিষ্ণুকর্ত্তৃক সুদর্শন চক্র সাহায্যে ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হয়। সেই সতী-অঙ্গ হইতে ৫১ পীঠের উৎপত্তি। এখনও কামরূপে যোনিপীঠ বিদ্যমান। ঐ সকল সতীপীঠের পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে। জানিনা ওসীরিসের অঙ্গখণ্ডগুলি স্বতন্ত্র পীঠরূপে গৃহীত হইয়াছিল কি না? এই পাশ্চাত্য উপাখ্যানে সতী পতিকে লওয়ায় বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে। মদন-ভস্মের সময় রতি কামদেবের ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন বটে; সম্ভবতঃ শিব-প্রসঙ্গাধীনে এই দুইটী উপাখ্যানের সহযোগে মিশরীয় উক্ত কিংবদন্তী বিবৃত হইয়া থাকিবে।

‡ Vans Kennedey's Researches into the nature and affinity of Ancient and Hindoo Mythology, p. 305.

* "বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগসাধনে।
কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং শক্রনিগ্রহে॥"

বাণলিঙ্গস্তোত্রেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ আছে—

"পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।
কুলাঙ্গনানাং ভক্তায় কুলাচাররতায় চ।
কুলভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমোনমঃ॥"

(শব্দকল্পদ্রুম ধৃত যোগসারবচন)

† G. A. St. John's Hist. of the Manners and Customs of ancient Greece, Vol I. p. 411.

প্রাচীন ফিনিকীয়া রাজ্যেও (কানানরাজ্য) অতি জঘন্য-ভাবে লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সিরিয়ার একটী সুবৃহৎ মন্দিরে ৩০০ ফাদম্ (?) উচ্চ লিঙ্গ ছিল। প্রাচীন আসিরীয় ও বাবিলন রাজ্যবাসীরা ৩০০ হস্ত দীর্ঘ লিঙ্গমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিত। বাবিলন হইতে যে সকল পিত্তলনির্ম্মিত পুরাতন লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা অবিকল ভারতীয় শিবলিঙ্গের অনুরূপ*। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কাশীধামে আসিয়া ১০০ ফিট্ উচ্চ তাম্রময় শিবলিঙ্গ এবং ন্যূনাধিক ৬৬ হস্ত দীর্ঘ একটী পিত্তলময় শিবমূর্ত্তি ও ২০টী সুন্দর মন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। [কাশী দেখ।] কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালে খৃষ্টানদিগের মধ্যেও একরূপ লিঙ্গপূজা প্রচলিত ছিল, এখনও ইতালীর রোমান্ কাথলিক্ সম্প্রদায়ে তাহার অঙ্গবিশেষ বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইতে পারে। মিশরদেশীয় প্রথম খৃষ্টানগণ লিঙ্গাকৃতিমূলক পূর্ব্বোক্ত 'তও' নামক বস্তু গলে ধারণ করিতেন। পূর্ব্বতন খৃষ্টানদিগের অনেকানেক সমাধিমন্দির বা স্তম্ভে ঐ তওমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। ঐ তও-লিঙ্গ পরে ক্রুশ-চিহ্নে রূপান্তরিত হইয়াছে কি না বলা যায় না। ভারতীয় হিন্দুদিগের এবং পাশ্চাত্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে লিঙ্গোপাসনার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া মূর সাহেব লিখিয়াছেন,—

"This last lingering relic of a very ancient rite—Phallic, Lingaic, or Ionian, as one may be differently disposed to view it—in Christendom, has been thought to deserve a separate and somewhat lengthy dissertation. I have compiled such a one from sources not mentionable, with a running commentary showing its close correspondence with existing Hindu rite"—*Moor's Oriental Fragments*, p. 147.

ভারতে শিবলিঙ্গপূজায় চারি বর্ণেরই সমান অধিকার আছে। শিবলিঙ্গের মধ্যে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজাই বিশেষ প্রশস্ত। ইহা ভিন্ন, স্বর্ণ, রজত, তাম্র, স্ফটিক ও পারদাদির লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

লিঙ্গমহিমা—জগতে যে সকল পুণ্য কার্য্য আছে, তাহার মধ্যে শিবপূজা প্রধান, অশ্বমেধ ও বাজপেয়াদি যজ্ঞ অপেক্ষা শিবপূজায় অধিক ফল হইয়া থাকে। যথা—

"অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহেশার্চ্চনপুণ্যস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥"(মৎস্যসূ° ১৬৭°)

শিবলিঙ্গ পূজা করিলে যে ফল হয়, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ তাহার কোটি ভাগেরও এক ভাগ নহে। যিনি শিবলিঙ্গ পূজা করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এই জগতে জীব নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া একমাত্র শিবলিঙ্গ পূজার দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"অগ্নিহোত্রাস্ত্রিবেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বহুদক্ষিণাঃ।
শিবলিঙ্গার্চ্চনস্যৈতে কোট্যংশেনাপি তে সমাঃ ॥
হিত্বা ভিত্বা চ ভূতানি হিত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ।
যজেদ্দেবং বিরূপাক্ষং ন স পাপেন লিপ্যতে ॥
অনেকজন্মসাহস্রং ভ্রাম্যমাণশ্চ জন্মসু।
কঃ সমাপ্নোতি বৈ মুক্তিং বিনা লিঙ্গার্চ্চনং নরঃ॥"(স্কন্দপুরাণ)

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, একমাত্র শিবলিঙ্গপূজনে চতুর্ব্বর্গ ফল এবং অষ্টৈশ্বর্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ বলিয়াছেন যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি স্থানে যে সকল দেবতা আছেন, একমাত্র শিবপূজা করিলেই সেই সকল দেবতার পূজা হইয়া থাকে।

"শিবস্য পূজনাদ্দেবি চতুর্ব্বর্গাধিপো ভবেৎ।
অষ্টৈশ্বর্য্যযুতো মর্ত্ত্যঃ শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ ॥
স্বয়ং নারায়ণেনোক্তং যদি শম্ভুং প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সংস্থিতাং সদা।
তেষাং পূজা ভবেদ্দেবি শম্ভুনাথস্য পূজনাৎ ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

স্কন্দপুরাণে লিখিত আছে যে, লিঙ্গার্চ্চন ব্যতীত যাহার কাল অতীত হয়, তাহার মহা অমঙ্গল হইয়া থাকে। একদিকে সকল প্রকার দান, বিবিধ যাগ যজ্ঞাদি আর একদিকে লিঙ্গপূজা এই উভয়ই তুল্য। লিঙ্গারাধনা ব্যতীত যাগ যজ্ঞাদি বিফল হইয়া থাকে, এতএব লিঙ্গপূজা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ ও বিবিধ পাপনাশক, শিবলিঙ্গারাধনাবলে অন্তকালে শিবসাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

"বিনা লিঙ্গার্চ্চনং যস্য কালো গচ্ছতি নিত্যশঃ।
মহাহানির্ভবেত্তস্য দুর্গতস্য দুরাত্মনঃ ॥
একতঃ সর্ব্বদানানি ব্রতানি বিবিধানি চ।
তীর্থানি নিয়মা যজ্ঞা লিঙ্গারাধনমেকতঃ ॥
ন লিঙ্গারাধনাদন্যৎ পুরা বেদে চতুর্ষ্বপি।
বিদ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রাণামেষ এব সুনিশ্চিতঃ ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং লিঙ্গং বিবিধাপন্নিবারণম্।
পূজয়িত্বা নরো নিত্যং শিবসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥
সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য ক্রিয়াজালমশেষতঃ।
ভক্ত্যা পরময়া বিদ্বান্ লিঙ্গমেকং প্রপূজয়েৎ ॥" (স্কন্দপু°)

* Jour Roy. As. Soc. of Great Britain and Ireland, Vol. 1. p. 91-92.

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র মতে, লিঙ্গপূজা ব্যতীত অন্য পূজাদি নিষ্ফল হইয়া থাকে, এই জন্য যে কোন পূজাদি করিতে হইবে, তাহার প্রথমে লিঙ্গপূজা করিতে হয়।

"সর্ব্বপূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্।
লিঙ্গপূজাং বেনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ ॥
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরকমাপ্নুযাৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥"

(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ১ প°)

যে রাজ্যে শিবপূজা হয় না, সে রাজ্য পতিত বলিয়া স্থির করিতে হইবে, সেই স্থানে বাস করিতে নাই।

মৎস্যসূক্ত, স্কন্দপুরাণ, বীরমিত্রোদয়, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শিবলিঙ্গ পূজার অবশ্য-কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেরই শিবলিঙ্গ পূজা অবশ্যকর্ত্তব্য। শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিলে প্রত্য-বায়ভাগী হইতে হয়, অতএব সন্ধ্যা বন্দনাদির ন্যায় শিবপূজা নিত্যকর্ম্ম। স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতির মধ্যে আহ্নিকতত্ত্বে পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার অবশ্যকর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়া পূজার মন্ত্র ও বিধি ব্যবস্থাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহার প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিলাম না।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ভিন্ন যে সকল স্থলে অনাদি লিঙ্গ বা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পাষাণময়।

যে সকল দ্রব্য দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, তৎ-সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"কস্তূরিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দনস্য চ।
কুঙ্কুমস্য ত্রয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃসমম্ ॥
এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সংপূজ্য ভক্তিতঃ।
শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ ॥" (গরুড়পুরাণ)

গন্ধলিঙ্গ—দুই ভাগ কস্তূরিকা, চারি ভাগ চন্দন এবং তিন ভাগ কুঙ্কুম ইহা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধলিঙ্গ কহে, এই লিঙ্গ ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলে শিবসাযুজ্য লাভ হয়।

পুষ্পময় লিঙ্গ—নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে পুষ্পময় লিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ পূজা করিলে পৃথি-বীর আধিপত্য লাভ হয় এবং অন্তে গণাধিপতি হইয়া থাকে।

গোশকৃল্লিঙ্গ—(গোবরের শিব) স্বচ্ছ কপিল বর্ণ গোময় দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, এই লিঙ্গপূজনে ঐশ্বর্য্য লাভ হয়। এ বিষয়ে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যাহার জন্য গোবরের শিবপূজা করা হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। গোবরের শিবপূজায় একটু বিশেষ এই যে, মৃত্তিকাপতিত গোবরের দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে নাই।

রজোময় লিঙ্গ—রজঃ দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিলে বিদ্যাধরত্ব এবং তৎপরে শিবসাযুজ্যলাভ হইয়া থাকে।

যবগোধূমশালিজ—যব, গোধূম ও শালিজ তণ্ডুলের লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে শ্রী, পুষ্টি ও পুত্রাদিলাভ হইয়া থাকে।

সিতাখণ্ডময় লিঙ্গ—সিতাখণ্ডে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে আরোগ্য লাভ হয়।

লবণজলিঙ্গ—হরিতাল ও ত্রিকটু লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক পূজা করিলে উত্তম বশীকরণ হয়।

লবণজলিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, পার্থিবলিঙ্গ সকল কামনাসিদ্ধিদ, তিলপিষ্টোত্থ লিঙ্গ অভিলাষসিদ্ধিদ, তুষোত্থ লিঙ্গ মারণশীল, ভস্মময় লিঙ্গ সর্ব্বফলপ্রদ, গুড়োত্থ লিঙ্গ প্রীতিবর্দ্ধন, গন্ধময়লিঙ্গ গুণদায়ক, শর্করাময় লিঙ্গ সুখপ্রদ, বংশাঙ্কুরনির্ম্মিত লিঙ্গ বংশকর, গোময়লিঙ্গ সর্ব্বরোগপ্রদ ও কেশাস্থিসম্ভব লিঙ্গ সর্ব্বশত্রুনাশক। এ ছাড়া দ্রুমোদ্ভূত লিঙ্গ দারিদ্র্যপ্রদ, পিষ্টময় লিঙ্গ বিদ্যাপ্রদ, দধি-দুগ্ধোদ্ভব লিঙ্গ কীর্ত্তি, লক্ষ্মী ও সুখপ্রদ, ধান্যজ লিঙ্গ ধান্যপ্রদ, ফলোত্থ লিঙ্গ ফলপ্রদ, ধাত্রীফলজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ, নবনীতজাত লিঙ্গ কীর্ত্তি ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক, দূর্ব্বাকাণ্ডজাতলিঙ্গ অপমৃত্যুনাশক, কর্পূরজাত লিঙ্গ মুক্তিপ্রদ। ক্ষোভণ ও মারণ কার্য্যে পিষ্টময় লিঙ্গ প্রশস্ত।

অয়স্কান্তমণিজ লিঙ্গ সিদ্ধিপ্রদ, মৌক্তিক লিঙ্গ সৌভাগ্যপ্রদ, স্বর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গ মহামুক্তিপ্রদ, রাজতলিঙ্গ ভূতিবর্দ্ধক, পিত্তল ও কাংস্যজ লিঙ্গ সামান্য মুক্তিপ্রদ; ত্রপু, আয়স ও সীসকজাত লিঙ্গ শত্রুনাশক; মিশ্র অষ্টধাতুনির্ম্মিত লিঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, অষ্টলৌহ-জাত লিঙ্গ কুষ্ঠরোগনাশক, বৈদূর্য্যমণিজাত লিঙ্গ শত্রুদর্পনাশক, স্ফাটিকলিঙ্গ সর্ব্বকামপ্রদ। উপযুক্ত ধাতু ও দ্রব্যাদি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে ঐ সকল ফল লাভ হইয়া থাকে*।

* "কার্য্যং পুষ্পময়ং লিঙ্গং হৃদ্যগন্ধসমন্বিতম্।
নবখণ্ডাং ধরাং ভুক্ত্বা গণেশোঽধিপতিপতির্ভবেৎ ॥
রজোভির্নির্ম্মিতং লিঙ্গং যঃ পূজয়তি ভক্তিতঃ।
বিদ্যাধরপদং প্রাপ্য পশ্চাচ্ছিবসমো ভবেৎ ॥
শ্রীকামো গোশকৃল্লিঙ্গং কৃত্বা ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ ॥
স্বচ্ছেন কাপিলেনৈব গোময়েন প্রকল্পয়েৎ ॥
কার্য্যং যষ্টিক্রমং লিঙ্গং যবগোধূমশালিজম্।
শ্রীকামঃ পুষ্টিকামশ্চ পুত্রকামস্তদর্চ্চয়েৎ ॥
সিতাখণ্ডময়ং লিঙ্গং কার্য্যমারোগ্যবর্দ্ধনম্।

পূর্ব্বে যে সকল লিঙ্গপূজার কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কলিকালে তাম্রাদিনির্ম্মিত লিঙ্গপূজা করিতে নাই। যথা—

"তাম্রলিঙ্গং কলৌ নার্চ্চেৎ রৈত্যস্য সীসকস্য চ।
রক্তচন্দনলিঙ্গঞ্চ শঙ্খকাংস্যায়সং তথা ॥
তুষ্টিকামস্তু সততং লিঙ্গং পিত্তলসম্ভবম্।
কীর্ত্তিকামো যজেন্নিত্যং লিঙ্গং কাংস্যসমুদ্ভবম্ ॥
শত্রুমারণকামস্তু লিঙ্গং লৌহময়ং সদা।
সদা সীসময়ং লিঙ্গমায়ুষ্কামোঽর্চ্চয়েন্নরঃ ॥" (মৎস্যসূক্ত মহাতন্ত্র)

তাম্রনির্ম্মিত লিঙ্গ, রৈত্য, সীসক, রক্তচন্দন, শঙ্খ, কাংস্য, লৌহ এবং সীসকনির্ম্মিত লিঙ্গ কলিকালে পূজা করিতে নাই।

পারদ দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে মহা ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

বশ্যে লবণজং লিঙ্গং তালত্রিকটুকান্বিতম্।
গব্যঘৃতময়ং লিঙ্গং সংপূজ্য বুদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥
লবণেন চ সৌভাগ্যং পার্থিবং সর্ব্বকামদম্।
কামদং তিলপিষ্টোত্থং তুষোত্থং মরণে স্মৃতম্ ॥
ভস্মোত্থং গুণদং ভূরি শর্করোত্থং সুখপ্রদম্।
বংশাঙ্কুরোত্থং বংশকরং গোময়ং সর্ব্বরোগদম্ ॥
কেশাস্থিসম্ভবং লিঙ্গং সর্ব্বশত্রুবিনাশনম্।
ক্ষোভণে মারণে পিষ্টসম্ভবং লিঙ্গমুত্তমম্ ॥
দারিদ্র্যদং দ্রুমোদ্ভূতং পিষ্টং সারস্বতপ্রদম্।
দধিদুগ্ধোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিলক্ষ্মীসুখপ্রদম্ ॥
ধান্যদং ধান্যজং লিঙ্গং ফলোত্থং ফলদং ভবেৎ।
পুষ্পোত্থং দিব্যভোগায়ুর্ম্মুক্ত্যৈ ধাত্রীফলোদ্ভবম্ ॥
নবনীতোদ্ভবং লিঙ্গং কীর্ত্তিসৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
দূর্ব্বাকাণ্ডসমুদ্ভূতমপমৃত্যুনিবারণম্ ॥
কর্পূরসম্ভবং লিঙ্গং চলং বৈ ভুক্তিমুক্তিদম্।
অয়স্কান্তং চতুর্দ্ধা তু জ্ঞেয়ং সামান্যসিদ্ধিদম্ ॥
মহামুক্তিপ্রদং হৈমং রাজতং ভূতিবর্দ্ধনম্।
আরকূটং তথা কাংস্যং শৃণু সামান্যমুক্তিদম্ ॥
ত্রপুসীসায়সং লিঙ্গং শত্রূণাং নাশনে হিতম্।
কীর্ত্তিদং কাংস্যজং লিঙ্গং রাজতং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ॥
পৈত্তলং ভুক্তিমুক্ত্যর্থং মিশ্রজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্ ॥
পিতৃণাং মুক্তয়ে লিঙ্গং পূজ্যং রজতসম্ভবম্।
হৈমজং সত্যলোকস্য প্রাপ্তয়ে পূজয়েৎ পুমান্ ॥
শ্রীপ্রদং বজ্রজং লিঙ্গং শিলাজং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ধাতুজং ধনদং সাক্ষাদ্দারুজং ভোগসিদ্ধিদম্ ॥
লিঙ্গং গোরোচনোত্থঞ্চ রূপকামস্তু পূজয়েৎ।
কান্তিকামস্তু সততং লিঙ্গং কুঙ্কুমসম্ভবম্ ॥
শ্বেতাগুরুসমুদ্ভূতং মহাবুদ্ধিবিবর্দ্ধনম্।
ধারণাশক্তিদং লিঙ্গং কৃষ্ণাগুরুসমুদ্ভূতম্ ॥"

(মৎস্যসূক্ত, মাতৃকাভেদতন্ত্র)

"পারদঞ্চ মহাভূত্যৈ সৌভাগ্যায় চ মৌক্তিকম্।" (পদ্মপুরাণ)

লিঙ্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহার সংস্কার করিয়া পূজা করিতে হয়। কেবল পার্থিব লিঙ্গের সংস্কার করিতে হয় না। নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে সংস্কার করিবে। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ম্মিত লিঙ্গ স্বর্ণ-পাত্রে তিন দিন দুগ্ধ মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। পরে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া কাল-রুদ্রের পূজা করিবে, পরে বেদীতে ষোড়শ উপচার দ্বারা পার্ব্বতীর পূজা বিধেয়। তৎপরে ঐ পাত্র হইতে লিঙ্গ তুলিয়া গঙ্গাজলে তিন দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে যথাবিধি সংস্কার অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে।

"সংস্কারং সংপ্রবক্ষ্যামি বিশেষ ইহ যত্নবেৎ।
রৌপ্যঞ্চ স্বর্ণলিঙ্গঞ্চ স্বর্ণপাত্রে নিধায় চ ॥
তস্মাদুত্তোল্য তল্লিঙ্গং দুগ্ধমধ্যে দিনত্রয়ম্।
ত্র্যম্বকেণ স্নাপয়িত্বা কালরুদ্রং প্রপূজয়েৎ ॥
ষোড়শে নোপচারেণ বেদ্যান্তু পার্ব্বতীং যজেৎ।
তস্মাদুত্তোল্য তল্লিঙ্গং গঙ্গাতোয়ে দিনত্রয়ম্।
ততো বেদোক্তবিধিনা সংস্কারমাচরেৎ সুধীঃ ॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল)

পার্থিব শিবলিঙ্গপূজনে মৃত্তিকা ১ তোলা বা ২ তোলা পরিমাণ লইয়া তাহার দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতে হয়।

"লিঙ্গপ্রমাণং দেবেশ কথয়স্ব ময়ি প্রভো।
পার্থিবে চ শিথাদৌ চ বিশেষো যত্র যো ভবেৎ ॥
মৃত্তিকাতোলকং গ্রাহ্যমথবা তোলকদ্বয়ম্।
এতদন্যন্ন কুর্ব্বীত কদাচিদপি পার্ব্বতি ॥"

(মাতৃকাভেদতন্ত্র ৭ পটল)

পার্থিব লিঙ্গপূজনে মৃত্তিকাভেদের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। লিঙ্গ নির্ম্মাণ কালে ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ মৃত্তিকা, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, বৈশ্য পীতবর্ণ মৃত্তিকা এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে। যে স্থলে ঐরূপ মৃত্তিকার অভাব হইবে, তথায় বিভিন্ন বর্ণের মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে দোষ হইবে না।

"চতুর্দ্ধা পার্থিবং লিঙ্গং মৃৎস্না ভেদেন পার্ব্বতি।
শুক্লং রক্তং তথা পীতং কৃষ্ণঞ্চ পরমেশ্বরি ॥
শুক্লন্তু ব্রাহ্মণে শস্তং ক্ষত্রিয়ে রক্তমিষ্যতে।
পীতন্তু বৈশ্যজাতৌ স্যাৎ কৃষ্ণং শূদ্রে প্রকীর্ত্তিতম্।"

(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ৩প°)

লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে লিঙ্গের যেরূপ বিস্তার ও পরিমাণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপ বিস্তার ও পরিমাণ করিতে হইবে।

লিঙ্গের দ্বিগুণা বেদী এবং তদর্দ্ধ পরিমাণ যোনিপীঠ করিতে হইবে। লিঙ্গ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু পাষাণাদি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থূল করিতে হইবে। রত্নাদি ধাতু-নির্ম্মিত লিঙ্গ স্থলে পরিমাণ ইচ্ছানুরূপ হইবে।

"লিঙ্গস্য যাদৃগ্বিস্তারঃ পরিণাহোঽপি তাদৃশঃ।
লিঙ্গস্য দ্বিগুণা বেদী যোনিস্তদর্দ্ধসম্মিতা॥
কুর্ব্বীতাঙ্গুষ্ঠতো হ্রস্বং ন কদাচিদপি ক্বচিৎ।
রত্নাদিশিবনির্ম্মাণে মানমিচ্ছাবশাদ্ভবে॥
শিলাদৌ চ মহেশানি স্থূলঞ্চ ফলদায়কম্।
অঙ্গুষ্ঠমানং দেবেশি যদ্বা হেমাদ্রিমানকম্॥"

(লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র ও তন্ত্রান্তর)

লিঙ্গ সুলক্ষণযুক্ত করিতে হয়। অলক্ষণ লিঙ্গ অশুভকর, এই জন্য উহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। লিঙ্গের দৈর্ঘ্যহীন হইলে শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরিমাণের হ্রস্ব দীর্ঘ করা উচিত নহে। যোনিপীঠ এবং মস্তকাদিহীন করিয়া লিঙ্গ করিবে না। তাহাতে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গে স্বাঙ্গুষ্ঠ পর্ব্ব প্রমাণ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে।

"লিঙ্গং সুলক্ষণং কুর্য্যাৎ ত্যজেল্লিঙ্গমলক্ষণম্।
দৈর্ঘ্যহীনে ভবেদ্ব্যাধিরধিকে শত্রুবর্দ্ধনম্॥
মানহীনে বিনাশঃ স্যাদধিকে চ শিশুক্ষয়ঃ।
বিস্তারে চাধিকে হীনে রাষ্ট্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
পীঠহীনে তু দারিদ্র্যং শিরোহীনে কুলক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মসূত্রবিহীনে চ রাজ্ঞাং রাষ্ট্রঞ্চ নশ্যতি।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন লিঙ্গং কুর্য্যাৎ সুলক্ষণম্॥"

(মাতৃকাভেদত° ৭ প°)

"স্বাঙ্গুষ্ঠপর্ব্বমানন্তু কৃত্বা লিঙ্গং প্রপূজয়েৎ।
মৃদাদিলিঙ্গগঠনে প্রমাণং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

এক লিঙ্গ পূজা করিলে দেব ও দেবী এই উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। লিঙ্গের মূলে ব্রহ্মা, মধ্যদেশে ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণু, উপরে প্রণবাখ্য মহাদেব অবস্থিত। লিঙ্গবেদী মহাদেবী এবং লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অতএব লিঙ্গপূজায় সকল দেবতার পূজাই হইয়া থাকে।

"মূলে ব্রহ্মা তথা মধ্যে বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাখ্যঃ সদাশিবঃ॥
লিঙ্গবেদী মহাদেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োঃ প্রপূজনান্নিত্যং দেবী দেবশ্চ পূজিতৌ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

পারদ-শিবলিঙ্গপূজার বিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন পারদ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা হয়, তখন নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্য সেই সময় শান্তি স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক। পকার শব্দে বিষ্ণু, আকার অর্থে কালিকা, রকার শব্দে শিব, এবং দকার ব্রহ্মা, সুতরাং পারদ শব্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও কালিকা বুঝিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মক পারদ লিঙ্গ যিনি পূজা করেন, তিনি শিবতুল্য হইয়া থাকেন এবং ধন, জ্ঞান ও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। যদি জীবনকালে এক দিনও পারদ লিঙ্গ পূজা করা যায়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে।

"পকারং বিষ্ণুরূপঞ্চ আকারং কালিকা স্বয়ং।
রেফং শিবং দকারঞ্চ ব্রহ্মরূপং ন চান্যথা॥
পারদং পরমেশানি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্।
যো যজেৎ পারদং লিঙ্গং স এব শঙ্করোঽব্যয়ঃ॥
আজন্ম মধ্যে যো দেবি একদা যদি পূজয়েৎ।
স এব ধন্যো দেবেশি স জ্ঞানী স চ তত্ত্ববিৎ॥
পারদে শিবনির্ম্মাণে নানা বিঘ্নং যতঃ প্রিয়ে।
অতএব মহেশানি শান্তিস্বস্ত্যয়নঞ্চরেৎ॥"

এই যে সকল লিঙ্গের বিষয় বলা হইল, এই সকল লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, ইহা ভিন্ন নর্ম্মদাদি নদীতে এক প্রকার লিঙ্গ পাওয়া যায়, তাহাকে বাণলিঙ্গ কহে। এই লিঙ্গ ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়ক। নর্ম্মদা, দেবিকা, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি পুণ্য নদীতে বাণ-লিঙ্গ সকল আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ এই লিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহাদেব এই লিঙ্গে সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন।

"বাণলিঙ্গং তথা জ্ঞেয়ং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্।
উৎপত্তিং বাণলিঙ্গস্য লক্ষণং শেষতঃ শৃণু॥
নর্ম্মদাদেবিকায়াঞ্চ গঙ্গাযমুনয়োস্তথা।
সন্তি পুণ্যনদীনাঞ্চ বাণলিঙ্গানি যন্মুখে॥
ইন্দ্রাদি পূজিতান্যত্র তচ্চিহ্নে বিহিতানি চ।
সদা সন্নিহিতস্তত্র শিবঃ সর্ব্বার্থদায়কঃ।
ইন্দ্রলিঙ্গানি তান্যাহুঃ সাম্রাজ্যার্থপ্রদানি চ॥"

(বীরমিত্রোদয়ধৃত কালোত্তর)

বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে তাহার বেদিকা করিয়া তাহার উপর এই লিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতে হয়। তাম্র, স্ফটিক, স্বর্ণ, পাষাণ, রজত বা রৌপ্যের বেদি করিবার বিধান আছে।

"তাম্রী বা স্ফাটিকী স্বার্ণী পাষাণী রাজতী তথা।
বেদিকা চ প্রকর্ত্তব্যা তত্র সংস্থাপ্য পূজয়েৎ॥"

(হেমাদ্রিধৃত বচন)

নর্ম্মদাদি পুণ্যনদী হইতে বাণলিঙ্গ উত্তোলনপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া পরে সংস্কার করিবে। পরীক্ষার নিয়ম—প্রথমে তুলাদণ্ডে একদিকে বাণলিঙ্গ, অপরদিকে তণ্ডুল সমান করিয়া দিয়া একবার ওজন করিবে। পরে আবার ঐ তণ্ডুল দ্বারা ওজন করিলে যদি

ঐ তণ্ডুল অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ গৃহস্থদিগের পূজনীয়। ওজন ৩, ৫ বা ৭ বার করিতে হয়। যদি তুলায় প্রত্যেক বারই যদি সমতা হয়, অর্থাৎ এক ওজনই থাকে, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। তণ্ডুল অপেক্ষা যদি লিঙ্গ অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ লিঙ্গ উদাসীনদিগের পক্ষে হিতকর।

"ইত্যেতল্লক্ষণং প্রোক্তং পরীক্ষাতন্ত্রকোবিদৈঃ।
ত্রিঃসপ্তপঞ্চবারং বা তুলাসাম্যং ন জায়তে।
তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণসম্ভবম্॥"

(বীরমিত্রোদয়ধৃত শ্লোক)

'তুলাকরণন্তু তণ্ডুলেন,অপরতুলাদিষু তণ্ডুলা যত্তধিকাঃ স্যুস্তদা তল্লিঙ্গং গৃহিণাং পূজ্যমবধার্য্যং লিঙ্গঞ্চেদধিকং তদোদাসীনপূজ্যং তদিতি কিংবদন্তীতি হেমাদ্রিধৃত লক্ষণাক্রান্তম্।'

"সপ্তকৃত্যস্তুলারূঢ়ং বৃদ্ধিমেতি ন হীয়তে।
বাণলিঙ্গমিতি খ্যাতং শেষং নার্ম্মদমুচ্যতে॥
ত্রিপঞ্চবারং যস্তৈব তুলাসাম্যং ন জায়তে।
তদা বাণং সমাখ্যাতং শেষং পাষাণসম্ভবম্॥"

(সূতসংহিতা)

বাণলিঙ্গ কি না এইরূপ প্রণালী অনুসারে পরীক্ষা করিয়া তাহার সংস্কারপূর্ব্বক পূজা করিবে।

লিঙ্গপূজাবিধি। বাণলিঙ্গ পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে গণেশাদি দেবতা পূজা করিয়া বাণলিঙ্গকে স্নান করাইতে হইবে। পরে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং পুনরায় ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। পূজা যথাশক্তি ষোড়শাদি উপচারে করা যাইতে পারে। ধ্যান—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্॥"

এই ধ্যানে পূজা ও জপাদি করিয়া স্তব পাঠ করিতে হয়। বাণলিঙ্গপূজায় আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই।

বাণলিঙ্গ বহু প্রকার,—আগ্নেয়লিঙ্গ, যাম্যলিঙ্গ, নৈঋতলিঙ্গ, বারুণলিঙ্গ, বায়ুলিঙ্গ, কুবেরলিঙ্গ, রৌদ্রলিঙ্গ, বৈষ্ণবলিঙ্গ, স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, মৃত্যুঞ্জয়লিঙ্গ, নীলকণ্ঠ লিঙ্গ, মহাদেবলিঙ্গ, জললিঙ্গ, ত্রিপুরারিলিঙ্গ, অর্দ্ধনারীশ্বর লিঙ্গ ও মহাকাল লিঙ্গ প্রভৃতি। ইঁহাদের প্রত্যেকটীর পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই লক্ষণ দ্বারা উক্ত লিঙ্গ স্থির করিতে হয়। বাণলিঙ্গের শুভাশুভ লক্ষণ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

নিন্দ্যলিঙ্গ—বাণলিঙ্গ কর্কশ হইলে পুত্রদারাদিক্ষয়, চিপিটাকার অর্থাৎ চেপ্টা হইলে গৃহভঙ্গ, এক পার্শ্বস্থিত হইলে পুত্রদারাদি ধনক্ষয়, শিরোদেশ স্ফুটিত হইলে ব্যাধি, লিঙ্গ ছিদ্র হইলে বিদেশগমন, এবং লিঙ্গে কর্ণিকা থাকিলে ব্যাধি হয়, সুতরাং এই সকল দোষযুক্ত বাণলিঙ্গ পূজা করিতে নাই। ইহা ভিন্ন তীক্ষ্ণাগ্র, বক্রশীর্ষ, এবং ত্র্যস্র (ত্রিকোণ) লিঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। ইহা ভিন্ন অতি স্থূল, অতিকৃশ, স্বল্প ও ভূষণযুক্ত লিঙ্গ গৃহী পূজা করিবে না, এই লিঙ্গ যাহারা মোক্ষার্থী তাহাদের পক্ষে হিতকর।

"কর্কশে বাণলিঙ্গে তু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ।
চিপিটে পূজিতে তস্মিন্ গৃহভঙ্গো ভবেদ্ধ্রুবম্॥
একপার্শ্বস্থিতে ধেনুপুত্রদারধনক্ষয়ঃ।
শিরসি স্ফুটিতে বাণে ব্যাধির্ম্মরণমেব চ॥
ছিদ্রলিঙ্গেঽর্চ্চিতে বাণে বিদেশগমনং ভবেৎ।
লিঙ্গে চ কর্ণিকাং দৃষ্ট্বা ব্যাধিমান্ জায়তে পুমান্॥
তীক্ষ্ণাগ্রং বক্রশীর্ষঞ্চ ত্র্যস্রলিঙ্গং বিবর্জ্জয়েৎ।
অতিস্থূলঞ্চাতিকৃশং স্বল্পং বা ভূষণান্বিতম্॥
গৃহী বিবর্জ্জয়েত্তাদৃক্ তদ্ধি মোক্ষার্থিনো হিতম্॥" বীরমিত্রোদয়

শুভলিঙ্গ—ঘনাভ ও কপিল বর্ণ লিঙ্গ বিশেষ শুভ, এই লিঙ্গ পূজায় শুভ হইয়া থাকে। লঘু বা স্থূল কপিল বর্ণ লিঙ্গ গৃহী কদাপি পূজা করিবে না। ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গ সপীঠ অপীঠ বা মন্ত্র সংস্কার রহিত হইলেও তাহা গৃহস্থ পূজা করিতে পারে।

"অর্থদং কপিলং লিঙ্গং ঘনাভং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ।
লঘু বা কপিলং স্থূলং গৃহী নৈবার্চ্চয়েৎ ক্বচিৎ॥
পূজিতব্যং গৃহস্থেন বর্ণেন ভ্রমরোপমম্।
তৎসপীঠমপীঠং বা মন্ত্রসংস্কারবর্জ্জিতম্॥" (বীরমিত্রোদয়)

বাণলিঙ্গের আকার পদ্মবীজের সদৃশ। এই বাণলিঙ্গ ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদায়ক। পক্ব জম্বু ফলের ন্যায় ও কুক্কুটাণ্ড সমাকৃতি যে লিঙ্গ তাহাও বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত, এই লিঙ্গও পূজায় বিশেষ প্রশস্ত। মধুবর্ণ, শুক্ল, নীল, মরকত মণির বর্ণ এবং হংসডিম্বের আকৃতিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ, তাহা স্থাপনে প্রশস্ত। এই লিঙ্গ নর্ম্মদাদি নদী জলে পর্ব্বত হইতে স্বয়ংই উদ্ভূত হন। সুতরাং নদী হইতে তুলিয়া আনিয়াই সংস্কার করিয়া পূজা করিতে পারা যায়। পূর্ব্বে বাণ তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট বর লইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা পর্ব্বতে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত থাকিবেন, এইজন্য জগতী তলে ঐ লিঙ্গ বাণলিঙ্গ নামে খ্যাত। একটী বাণলিঙ্গ পূজা করিলে বহুলিঙ্গ পূজার ফললাভ হয়।

"পক্বজম্বু ফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতি।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদঞ্চৈব বাণলিঙ্গমুদাহৃতম্॥
পক্বজম্বুফলাকারং কুক্কুটাণ্ডসমাকৃতি॥
প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পক্বজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥

হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্ম্মদাতটে।
আবিরাসীৎ গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহর্থা জগতীতলে॥
অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং ভবেৎ।
তৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যো বাণলিঙ্গৈকপূজনাৎ॥"

(হেমাদ্রিধৃত পুরাণবচন)

পার্থিব লিঙ্গপূজা—পার্থিব লিঙ্গপূজা করিতে হইলে প্রথমে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'ওঁ হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। মৃত্তিকা সমান তিন ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরীপীঠ এবং শেষ ভাগ দ্বারা বেদী অর্থাৎ আসন প্রস্তুত করিতে হয়। উপরের ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গৌরীপীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী কহে। দুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, এক হস্ত দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করাই প্রশস্ত। নিতান্ত অসমর্থ হইলে দুই হস্ত দ্বারাও লিঙ্গ গড়ান যাইতে পারে। এই-রূপে নির্ম্মাণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের মস্তকোপরি দিতে হইবে। ইহার নাম বজ্র। অপরে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে পূজক শিবের গাত্রে হাত দিয়া 'ওঁ হরায় নমঃ' ও 'ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্র পড়িবে। পূজার সময় শিবলিঙ্গের পিণাক উত্তরদিকে করিয়া বিল্বপত্রের উপর বসাইতে হয়। সামান্য পূজাবিধি অনুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, গণেশাদি প্রভৃতি দেবতা পূজা করিয়া লিঙ্গপূজা করিতে হইবে। পূজার সময় ললাটে ভস্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ বিধেয়।*

পরে শিবের ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান যথা—

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।"

এই ধ্যান পাঠ করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া পরে ধ্যান পাঠ করিয়া শিবের মস্তকে ফুল দিতে হইবে। পরে 'ওঁ পিণাক-ধৃক্ ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।' এইরূপে আবাহনাদি করিবে। আবাহনী প্রভৃতি পাঁচটী মুদ্রা দেখাইয়া আবাহনাদি করিতে হয়। পরে 'ওঁ শূল-পাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব' এইরূপে লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া 'ওঁ পশুপতয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে তিনবার শিবের মস্তকোপরি জল দিয়া শিবের মস্তকের বজ্র ফেলিয়া দিয়া তদুপরি চারিটী আতপ তণ্ডুল দিতে হয়। পরে পাদ্যাদি দশোপচার দ্বারা পূজা বিধেয়। 'ওঁ এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।'

"ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, বিল্বপত্র, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দিতে হইবে। শিবের অর্ঘ্যে কলা ও বিল্বপত্র দিতে হয়। পরে শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। পূর্ব্বদিকে—এতে গন্ধপুষ্পে 'ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' ঈশান-কোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ' উত্তরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ' বায়ুকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ' পশ্চিমে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ' নৈর্ঋতে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজ-মানমূর্ত্তয়ে নমঃ' দক্ষিণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ' অগ্নিকোণে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ' এইরূপে অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিয়া যথাশক্তি জপ ও গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রে জপ ও বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তৎপরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা বম্ বম্ শব্দে দক্ষিণ গাল বাদ্য করিতে হয়। এই সময় মহিম্নঃ স্তব প্রভৃতি শিবের স্তবকবচ পাঠ করা আবশ্যক। অসমর্থ হইলে অভাবপক্ষে ২। ১টী শ্লোকও পাঠ করা বিধেয়। পরে নিম্নোক্তমন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে;

মন্ত্র—ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
নমস্তে ত্বং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া দক্ষিণহস্তে অর্ঘ্যজল গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নোক্ত মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া শিবের মস্তকে একটু জল দিতে হইবে।

মন্ত্র যথা—'ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ-স্মৃতং যৎকৃতং যদুক্তং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে।'

* "বিনা ভস্মত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
বিনা মালূরপত্রেণ নার্চ্চয়েৎ পার্থিবং শিবম্॥"

এইরূপে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

"ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনং।

বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥"

এইরূপে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিসর্জ্জন করিতে হয়। ঈশানকোণে জলের দ্বারা একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া পরে সংহারমুদ্রা দ্বারা একটী নির্ম্মাল্য পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করত ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর দিতে হয়, এই সময় চিন্তা করিতে হয় যে, পূজিত দেবতা আমার হৃৎপদ্ম মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে 'এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ' ওঁ মহাদেব ক্ষমস্ব' বলিয়া শিব লইয়া ঐ মণ্ডলের উপর কাত করিয়া দিতে হয়।

প্রস্তরময় শিবলিঙ্গপূজায়—আবাহন, বিসর্জ্জন ও গঠনাদি নাই। পূজাপ্রণালী সমস্তই পূর্ব্বরূপ, কেবল স্নানের সময় 'ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ' মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে। জলে শিবপূজা করিলে আবাহন ও বিসর্জ্জনাদি নাই। ধ্যান পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। 'হোঁ বাণেশ্বরায় নমঃ' এই মন্ত্রে উপচারাদি দিতে হয়। সকল পুষ্পে শিবপূজা করিতে নাই। মল্লিকা, মালতী, জাতী, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাট টগরপুষ্প নিষিদ্ধ।

বাণলিঙ্গ পূজার পর নিম্নোক্ত স্তব পাঠ করা বিধেয়, স্তব যথা,

"বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাত্ত্রাহি মাং প্রভো।

নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে॥

সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্।

প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ॥

দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।

ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমোনমঃ॥

নমঃ কামপ্রণাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।

নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে॥

বাণস্ত বরদাত্রে চ রাবণস্ত ক্ষয়ায় চ।

রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ॥

মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ।

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ॥"

ইত্যাদি।

শিবপুরাণে দ্বাদশটী জ্যোতির্লিঙ্গের উল্লেখ আছে, এই জ্যোতির্লিঙ্গ সকল লিঙ্গ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কাশীক্ষেত্র প্রধান। এই স্থলের বিশ্বেশ্বর নামক লিঙ্গ প্রথম, বদরিকাশ্রমে কেদারেশ্বর, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন নামক লিঙ্গ ও ভীমশঙ্কর লিঙ্গ, ওঁকারে অমরেশ, উজ্জয়িনীতে মহাকালেশ্বর, সুরাটে সোমনাথ, পারলীতে বৈদ্যনাথ, ওড্রদেশে নাগনাথ, শৈবালে সুষমেশ, ব্রহ্মগিরিতে ত্র্যম্বক এবং সেতুবন্ধে রামেশ্বর লিঙ্গ এই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ, এই জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনপূজনাদিতে ইহ ও পরলোকে অশেষ কল্যাণসাধন হইয়া থাকে।*

লিঙ্গক (পুং) লিঙ্গেন কায়তীতি কৈ-ক। কপিত্থ বৃক্ষ।

লিঙ্গজা (স্ত্রী) লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি°)

লিঙ্গগুণ্ঠমরাম, শৃঙ্গাররসোদয় নামক মিশ্রভাণপ্রণেতা।

লিঙ্গতোভদ্র (ক্লী) ১ তন্ত্রোক্ত মন্ত্রাত্মক চক্রভেদ। ২ দীধিতিভেদ।

লিঙ্গত্ব (ক্লী) লিঙ্গস্য ভাবঃ। লিঙ্গের ভাব বা ধর্ম্ম।

লিঙ্গদেহ (পুং) সূক্ষ্মদেহ, লিঙ্গশরীর।

লিঙ্গদ্বাদশব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ।

লিঙ্গধর (ত্রি) চিহ্নধারণকারী। গুণবান্।

"ধর্ম্মাৎ পরিচ্যুতো রামো ধর্ম্মলিঙ্গধরশ্চ সন্।" (রামা° ৩।১৬।২০)

"সুহৃল্লিঙ্গধর" (ভাগ° ৭।৫।১৮)

লিঙ্গধারণ (ক্লী) বংশ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পার্থক্যসূচক চিহ্নাদি ধারণ।

লিঙ্গধারিন্ (ত্রি) ১ চিহ্নধারিমাত্র। ২ যাহারা শিবলিঙ্গ ধারণ করে। শৈব বা জঙ্গমসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুরা গলদেশে অথবা বাহুতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

লিঙ্গধারিণী (স্ত্রী) নৈমিষস্থ দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।

লিঙ্গনাশ (পুং) লিঙ্গং ইন্দ্রিয়শক্তিং দৃষ্টিং নাশয়তীতি। ১ নেত্ররোগবিশেষ, নীলিকা নামক নেত্ররোগ। ইহাকে চলিত কথায় তিমির, বা ঝাপ্‌সা বলে।

"কাচে উপেক্ষিতে তৃতীয়ং চতুর্থং
পটলং বা গতে লিঙ্গনাশো জায়তে"

---

* "কুত্র কুত্র স্থলে লিঙ্গং ভবেজ্জ্যোতির্ম্ময়ং ভব।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।

আদ্যস্থানং প্রবক্ষ্যামি কাশীক্ষেত্রং মম প্রিয়ম্।
তত্র বিশ্বেশ্বরং নাম্না জ্যোতির্লিঙ্গং ভবিষ্যতি॥
বদরিকাশ্রমে পুণ্যে দ্বিতীয়ং লিঙ্গমুত্তমম্।
কেদারেশমিতি খ্যাতং মম জানীহি সুব্রত॥
তৃতীয়ং বিদ্ধি মল্লিঙ্গং শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
চতুর্থং শৃণু মত্তস্ত্বং ভীমশঙ্করমুত্তমং॥
ওঙ্কারে অমরেশঞ্চ পঞ্চমং লিঙ্গমীরিতম্।
পত্যুজ্জয়িন্যাং ষষ্ঠঞ্চ মহাকালেশ্বরং হরম্॥
সৌরাষ্ট্র্যাং সোমনাথঞ্চ সপ্তমং লিঙ্গমীরিতম্।
পারল্যামষ্টমং লিঙ্গং বৈদ্যনাথং সমীরিতম্॥
ঔড়ে চ নবমং লিঙ্গং নাগনাথং সুসজ্জকং।
শৈবালে সুষমেশঞ্চ দশমং লিঙ্গমীরিতম্॥
একাদশং ব্রহ্মগিরৌ ত্র্যম্বকং নামমুত্তমম্।
সেতৌ রামেশ্বরং লিঙ্গং দ্বাদশং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ইমানি জ্যোতির্লিঙ্গানি ভুক্তিমুক্তিপ্রদানি বৈ।
অনুগ্রহায় সর্ব্বেষাং কথিতানি তবাগ্রতঃ॥" (শিবপু° উত্তরখ° ৩ অঃ)

দোষ তৃতীয় বা চতুর্থ পটল প্রাপ্ত হইলে এই রোগ উপস্থিত হয়।

সুশ্রুতে এই রোগ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—দৃষ্টি-বিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানবের দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত, বাহ্যপটল অব্যয় তেজ কর্তৃক আবৃত, শীতল-প্রকৃতিবিশিষ্ট এবং খদ্যোতের বিস্ফুলিঙ্গদ্বয়ে নির্ম্মিত মসূরদল-পরিমাণে বিবরাকৃতি দোষ সকল বিগুণ হইয়া শিরাসমূহের অভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক দৃষ্টিশক্তির হ্রাস করিয়া থাকে। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। ইহাতে এক-কালে দর্শনশক্তির রোধ হইলে লিঙ্গনাশ কহে। এই রোগ অতিগভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্ম্মলতেজ ও জ্যোতিঃ-পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে নীলিকাকাচ কহে।

এই লিঙ্গনাশরোগ বাতাদি দোষে দুষ্ট হইয়া নানাবিধ হইয়া থাকে। লিঙ্গনাশরোগ বায়ুকর্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণ বর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্ত কর্তৃক হইলে আদিত্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্র নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় দেখায়। রক্ত কর্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়। কফজন্য এই রোগ জন্মিলে—সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ দেখায়। সন্নিপাত কর্তৃক হইলে সকল পদার্থ হরিত, কৃষ্ণ, ধূম্র প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিদ্যুতের ন্যায় বোধ হয়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা দৃষ্ট হয়, অথবা হ্রস্ব, দীর্ঘ, বা জ্যোতিঃস্বরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লিঙ্গনাশরোগে ছয় প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। বায়ুজরোগে দৃষ্টিমণ্ডল রক্তবর্ণ, পিত্ত কর্তৃক পরিম্লায়িরোগ বা নীলবর্ণ, শ্লেষ্মকর্তৃক শ্বেতবর্ণ, শোণিত কর্তৃক রক্তবর্ণ এবং সন্নিপাত কর্তৃক বিচিত্রবর্ণ হয়। পরিম্লায়িরোগে দৃষ্টিমণ্ডলে রক্ত জন্য অরুণবর্ণ মণ্ডলাকার স্থূলকাচ জন্মে, অথবা সমস্ত মণ্ডল ঈষৎনীলবর্ণ হয়। এই রোগে কখন কখন আপনা হইতে দোষ ক্ষয় হইয়া দৃষ্টি-শক্তি প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত উত্তরত° নেত্ররোগাধি°)

[ইহার চিকিৎসাদির বিষয় নেত্ররোগশব্দে দেখ।]

২ লিঙ্গস্য নাশঃ। সূক্ষ্মদেহের বিনাশ, মোক্ষ। "বহ্নের্যথা যোনিগতস্য মূর্ত্তির্ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ।" (শ্বেতাশ্বতর উপ° ১।১৩) 'লিঙ্গনাশঃ সূক্ষ্মদেহস্য বিনাশঃ।' (শঙ্কর)

৩ ধ্বজভঙ্গ রোগ। শিশ্নোত্থানশক্তির রাহিত্য। ৪ পরিধৃত মর্য্যাদক চিহ্নাদির বিলয়।

লিঙ্গপরামর্শ (পুং) ন্যায়োক্ত লক্ষণাসিদ্ধ মীমাংসার প্রকার-ভেদ। যেমন ধূমত্ব, ধূমচিহ্নই অগ্নির উদ্বোধক। ধূমচিহ্নের অনুমান দ্বারা অগ্নি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা লিঙ্গপরামর্শে সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

লিঙ্গপীঠ (ক্লী) মন্দির মধ্যে যে চত্বরোপরি দেবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহাকে গর্ভপীঠও বলা যায়। (রাজতরঙ্গিণী ২।১২৬)

লিঙ্গপুরাণ (ক্লী) মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একখানি পুরাণ গ্রন্থ। ইহার বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

[পুরাণ দেখ।]

লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাবিধি (পুং) শিবাদি লিঙ্গস্থাপনপদ্ধতি।

লিঙ্গভট্ট, জনৈক অমরকোষটীকা-রচয়িতা।

লিঙ্গমাহাত্ম্য (ক্লী) দেবলিঙ্গের মহত্ব। পুরাণাদিতে তীর্থপ্রসঙ্গে তত্তদ্‌স্থানের দেবলিঙ্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের অবন্তিখণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

লিঙ্গমূর্ত্তি (পুং) লিঙ্গরূপা মূর্ত্তির্যস্য। শিব।

লিঙ্গয়সূরি, অমরকোষপদবিবৃতিপ্রণেতা। বঙ্গলকাময় ভট্টো-পাধ্যায়ের পুত্র।

লিঙ্গরোগ (পুং) লিঙ্গস্য রোগঃ। লিঙ্গের রোগ, উপদংশরোগ, চলিত গরমির পীড়া।

"হস্তাভিঘাতান্নখদন্তঘাতাদধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ॥
(ভাবপ্র° উপদংশরোগাধি°)

লিঙ্গদেশে হস্ত, নখ বা দন্ত দ্বারা অভিঘাত হইলে, শিশ্ন-প্রক্ষালন না করিয়া অপরিষ্কার রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীপ্রসঙ্গ করিলে, দূষিত যোনিতে উপগত হইলে এবং অন্যান্য নানাপ্রকার অপচার দ্বারা শিশ্নদেশে বাতিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজ এই পাঁচ প্রকার উপদংশ রোগ হয়। [উপদংশরোগ শব্দ দেখ।]

লিঙ্গলেপ (পুং) রোগভেদ।

লিঙ্গবৎ (ত্রি) ১ চিহ্নযুক্ত। (ভাগ° ৭।২।২৪), লিঙ্গোপাসক বা শিবলিঙ্গধারী শৈব সম্প্রদায়ভেদ। অধিকসম্ভব এই লিঙ্গবৎ শব্দ হইতে দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

লিঙ্গবর্দ্ধ (পুং) লিঙ্গং বর্দ্ধতীতি বৃধ-ণিচ্-অচ্। ১ কপিত্থ-বৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ লিঙ্গবৃদ্ধিকরণ, লিঙ্গের বর্দ্ধন। গরুড় পুরাণে লিখিত আছে—

"কটুতৈলং ভল্লাতকং বৃহতীফলদাড়িমম্।
বল্কলৈঃ সাধিতং লিপ্তং লিঙ্গং তেন বিবর্দ্ধতে॥ অপিচ--
কুষ্ঠমাষমরীচানি তগরং মধুপিপ্পলী।
অপামার্গাশ্বগন্ধা চ বৃহতীসিতসর্ষপাঃ॥
যবাস্তিলং সৈন্ধবঞ্চ পাণিকোদ্বর্ত্তনং শুভম্।
লিঙ্গবাহুস্তনানাঞ্চ কর্ণয়োশ্চ বিবৃদ্ধিকৃদ্ভবেৎ॥" (গরুড়পু° ১৮০অ)

কুষ্ঠ, মাষ, মরীচ, তগর, মধুপিপ্পলী, অপামার্গ, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, সিতসর্ষপ, যব, তিল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লিঙ্গ ও স্তনাদিতে মর্দ্দন করিলে উহার বৃদ্ধি হয়।

লিঙ্গবর্দ্ধন (ত্রি) শিশ্নের বৃদ্ধিকরণ।

লিঙ্গবর্দ্ধিন্ (ত্রি) ১ লিঙ্গবৃদ্ধি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। লতাভেদ (Achyranthes Aspera)।

লিঙ্গবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) লিঙ্গং বর্দ্ধয়তীতি বৃধ্-ণিচ্ ইনি, ঙীপ্। অপামার্গ। (শব্দচ°)

লিঙ্গবিপর্য্যয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত পুংস্ত্র্যাদি লিঙ্গের পরিবর্ত্তন। চিহ্নের বৈপরীত্য।

লিঙ্গবৃত্তি (পুং) লিঙ্গমেব বৃত্তির্জীবনোপায়ো যস্য। জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারণ। পর্য্যায়—ধর্ম্মধ্বজী।

"জীবিকাদিনিমিত্তন্তু যো বিভর্ত্তি জটাদিকম্।
ধর্ম্মধ্বজী লিঙ্গবৃত্তির্দ্বয়ং তত্র নিগদ্যতে॥" (শব্দরত্না°)

লিঙ্গবেদী (স্ত্রী) দেবমূর্ত্তি স্থাপনের চত্বর।

লিঙ্গশরীর (ক্লী) লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মশরীর, মৃত্যুদ্বারা যাহার ধ্বংস হয় না। [প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

লিঙ্গশাস্ত্র (ক্লী) ব্যাকরণোক্ত শব্দসমূহের লিঙ্গাদিনির্ণায়ক নিয়মাবলী। ২ ব্যাকরণ গ্রন্থভেদ।

লিঙ্গসম্ভূতা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, লিঙ্গিনী।

লিঙ্গস্থ (পুং) লিঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ব্রহ্মচারী।

"ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারুককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যো বিনির্গতঃ॥" (মনু ৮।৬৫)
'লিঙ্গস্থঃ ব্রহ্মচারী' (কুল্লূক)

লিঙ্গহনী (স্ত্রী) মূর্ব্বা।

লিঙ্গাগ্র (ক্লী) মেঢ্রাগ্রভাগ।

লিঙ্গানুশাসন (ক্লী) ১ লিঙ্গব্যবহারপ্রণালী। ২ ব্যাকরণোক্ত শব্দাদির লিঙ্গনিরূপণার্থ যে নিয়ম বিহিত হইয়াছে।

লিঙ্গায়ৎ, দক্ষিণ-ভারতের সুপ্রসিদ্ধ শৈবসম্প্রদায়। লিঙ্গমূর্ত্তির উপাসনা তাঁহাদের ধর্ম্ম এবং স্বর্ণ বা রৌপ্য কৌটায় কবচরূপে স্বর্ণ বা প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গমূর্ত্তি বাহুতে বা গলদেশে ধারণ তাহাদের প্রধান কর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি বিষয়েও নানারূপ বিভিন্ন আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে।

দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় ভারতের নানাস্থানে জঙ্গম, লিঙ্গধারী, লিঙ্গধর, লিঙ্গবন্ত, লিঙ্গমৎ প্রভৃতি নামে পরিচিত। তাঁহারা বীরাচারী শৈব। গলদেশে বা বাহুতে লিঙ্গধারণ ও তাঁহার উপাসনাদি ব্যতীত তাঁহারা বিশেষ কোন ধর্ম্মপদ্ধতির অনুসরণ করেন না। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা জাতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন না। কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যপরিচালনই তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র অবলম্বন। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক পদ্ধতির বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ড বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্পাদন করিলেও, নীতিসম্পর্কে তাঁহাদের বিশেষরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। বেদ ও ব্রাহ্মণে তাঁহাদের কোনরূপ আস্থা নাই।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, দক্ষিণভারতে শিবলিঙ্গের উপাসনা প্রচলিত ছিল। তথাকার বর্ত্তমান লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায় লিঙ্গায়ৎ নামে প্রসিদ্ধ। কল্যাণপত্তনের অধিপতি বিজ্জল রাজার সময়ে ঐ অঞ্চলে জৈনধর্ম্মের সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। ১১৬০ খৃষ্টাব্দের পর, বাসব নামক এক ব্রাহ্মণকুমার জৈন ধর্ম্মমত নিরসন করিয়া শিবপূজা প্রচার উদ্দেশে দাক্ষিণাত্যভূমে জঙ্গম-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম্ জেলার মধ্যবর্ত্তী ভাগোয়ান গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মতবিস্তার ও তৎসংক্রান্ত নানাকার্য্য সাধন করিয়া ১১৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। বাসবপুরাণে তাঁহার চরিত্র সবিশেষ বর্ণিত আছে। জঙ্গমেরা উক্ত পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক অন্যান্য গ্রন্থানুসারে তাঁহাকে শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, উপনয়নের সময়ে সূর্য্যোপাসনা করিতে হয় বলিয়া বাসব বাল্যকালে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, 'আমি শিব ভিন্ন অন্য গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিব না। পরে তিনি স্বীয় মতপ্রতিপোষক একটী অভিনব উপাসক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হন।'

বাসব হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত সূর্য্য, অগ্নি ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা, জাতিভেদ, মরণান্তর যোনিভ্রমণ, ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মসন্তান ও শুদ্ধাত্মা, তাঁহাদের স্বতন্ত্র প্রভাব ও অভিসম্পাতের আশঙ্কা, প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থভ্রমণ, স্থানবিশেষের মাহাত্ম্য, স্ত্রীলোকদিগের অপ্রাধান্য ও অপদস্থতা, নিকট সম্পর্কীয় কন্যার পাণিগ্রহণ-প্রতিষেধ, গঙ্গাদি তীর্থজল সেবন, ব্রাহ্মণভোজন ও উপবাস, শৌচাশৌচ, সুলক্ষণ, কুলক্ষণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আবশ্যকতা প্রভৃতি বিষয় ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন এবং তাহা পরিবর্জ্জন করিতে আদেশ দেন।

তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিঙ্গমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী ও পুরুষ শিষ্যগণের হস্তে ও গলদেশে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ওঁম্, গুরু, লিঙ্গ, ও জঙ্গম এই চারিটী পরমেশ্বরকৃত পবিত্র পদার্থ। লিঙ্গায়তগণ ঐ লিঙ্গ ব্যতিরেকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ নামক শৈবচিহ্ন দুইটী ধারণ করেন।

এই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই গুরুপদগ্রহণের অধিকার আছে। দীক্ষাকালে গুরু শিষ্যের কর্ণকুহরে মন্ত্রোপদেশ দান করেন এবং তাহার গলদেশে কিংবা হস্তে লিঙ্গমূর্ত্তি বাঁধিয়া দেন। গুরুর পক্ষে মদ্য, মাংস ও তাম্বূল ব্যবহার নিষিদ্ধ।

বাসব নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন। এই বিধবাবিবাহের ক্রিয়াপদ্ধতি স্বতন্ত্র। ইহাতে বিশেষ খরচ নাই। পাত্র বিধবাকে ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা দিলেই সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। এই সময়ে বিধবা কন্যাকে স্বামিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া বিবাহ করিতে হয়। গ্রামাধ্যক্ষদিগের পুত্রের প্রথম বিবাহে ২০০৲ টাকা লাগে; কিন্তু ঐ পুত্র যদি বিধবাবিবাহ করে, তাহা হইলে ৫৲ হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ হয়। এই বিবাহের উদ্দেশ্য ভাল থাকিলেও, তদ্দেশ-প্রচলিত কতকগুলি কুৎসিত প্রথা ইহাকে আরও জঘন্য বলিয়া তুলিয়াছে। দক্ষিণাপথের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহের পর, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সহবাস না করিয়া ইচ্ছামত অন্যান্য পুরুষে আসক্ত হয়। জঙ্গমেরাও এই ঘৃণিত প্রথার অনুসরণ করিয়াছে।

বাসব শবদাহপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সাম্প্রদায়িকদিগকে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা দিয়া যান। সহমরণেচ্ছু সতীদিগকে তিনি জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। তীর্থযাত্রানিষেধাদি এবং জীবিত-সমাধি প্রভৃতি তৎপ্রতিষ্ঠিত কতকগুলি কদর্য্য নিয়ম ও কঠোর উপদেশ পালনে অশক্ত হইয়া তৎসম্প্রদায়ী শিষ্যেরা আর তাহা পালন করে না! বরং তাহারা এক্ষণে শিবরাত্র্যাদি শিবব্রত পালন এবং শ্রীশৈল, কালহস্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে গমন করিয়া থাকে; দাক্ষিণাত্যের কোন কোন শিবমন্দিরে তাহাদিগকে পূজারি কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। কাশীস্থ কেদারনাথ লিঙ্গের পাণ্ডারা জঙ্গম। পুরোহিতগণের জঙ্গম উপাধি হইতেই সাম্প্রদায়িকগণ জঙ্গম নামে অভিহিত। বারাণসীর যে অংশে তাহারা বাস করে, তাহা জঙ্গমবাড়ী নামে খ্যাত।

অনেকেই ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে, কোন কোন ভিক্ষুক হস্তে ও পদে ঘণ্টা বাঁধিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। গৃহস্থ লোকে সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া তাহাদিগকে গৃহে আহ্বান করে অথবা পথে আসিয়াই ভিক্ষা দিয়া যায়। স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ের এক একটী মঠ আছে। ঐ মঠে অনেকে পরিচারক স্বরূপ অবস্থিতি করে। মঠস্বামীরা কতকগুলি শিষ্য রাখেন এবং মৃত্যুকালে তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে আপনার উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান। *

দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাট-প্রদেশে এই ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমশঃ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, তামিল ও তেলগু দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তে এই সম্প্রদায়ের সেরূপ প্রাধান্য স্থাপিত নাই। তবে কাশী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থের স্থানে স্থানে এই সাম্প্রদায়িক সাধুপুরুষদিগের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সম্প্রদায়ের অন্য কোনও একটী শাখা বাঙ্গালার অন্তর্গত বৈদ্যনাথ অঞ্চলে আসিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা কপর্দ্দকাদি দ্বারা সজ্জীভূত হইয়া বৃষ-বিশেষকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায়। এদেশের লোকে ঐ গোরুকে বৈদ্যনাথের ষাঁড় বলে।

তেলগু, কণাড়ী প্রভৃতি ভাষায় এই সাম্প্রদায়িক মতের অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। মেকেঞ্জী সাহেবের সংগৃহীত পুস্তক-তালিকায় বাসবেশ্বর পুরাণ, প্রভুলিঙ্গ লীলা, স্মরণলীলামৃত, বিরক্তারু কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিম ভারতে নীলকণ্ঠ রচিত বেদান্তসূত্রভাষ্যই এই সম্প্রদায়ের এক খানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

মতপ্রবর্ত্তক বাসবের উপদেশানুসারে জাতিভেদ, পুং-স্ত্রী-ভেদ, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ভেদ এবং বেদাদি শাস্ত্রবাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত না হইলেও তাহাদের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও সমাজগত বা বাণিজ্যগত নানা পার্থক্য দেখা যায়।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বাসবের আদিষ্ট উপদেশ পালন করিয়া তাহারা জাতিগত ও সমাজগত অথবা সম্প্রদায়গত সকল ভেদ জ্ঞানই বিসর্জ্জন দিয়াছে। আর্য্যঋষিদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্‌বেদাদি সংহিতা তাহারা যেমন বিশ্বাস্য বলিয়া স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও তাহাদের সেরূপ ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই। লিঙ্গায়ত ব্রাহ্মণ-তনয়গণ আরাধ্য নামে সমাজে পরিচিত থাকিলেও শূদ্র শ্রেণীর লিঙ্গায়ত সন্তানগণ তাঁহাদিগকে সেরূপ সম্মাননার চক্ষে দেখে না। আরাধ্য লিঙ্গায়তেরাই প্রধানতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভক্ত ও বিশেষ ভক্ত নামে তাঁহাদের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ দৃষ্ট হয়।

সামান্য ভক্তের সহিত সামান্য লিঙ্গায়তদিগের যথেষ্ট প্রভেদ আছে। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ে পরস্পরের বিভাগগত সামাজিক মর্য্যাদা ও জাতিভেদ সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। বিশেষ ভক্তগণ সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টান্ পিউরিটান্‌দিগের মত। তাহারা জাতিভেদ মানে না। তাহারা কবচ মধ্যে পুরিয়া গলদেশে যে লিঙ্গ ধারণ করে, তাহা অয়িগলু নামে পরিচিত। শিবের এই মূর্ত্তি জঙ্গম লিঙ্গ ও মন্দির মধ্যে স্থাপিত মূর্ত্তি স্থাবর লিঙ্গ নামে কথিত। তাহাদের ধর্ম্মপদ্ধতিতে জাতিগত পার্থক্য-বিচার রহিত হইলেও, অপরাপর হিন্দু সম্প্রদায় অপেক্ষা তাহা-

* Vide Buchanan's History of Mysore, vol. I. and Jour. Roy. As. Soc. Vol V. pt 1. art. 6th

দের মধ্যে জাতীয়তার গোঁড়ামী অধিকতর পরিলক্ষিত হয়। এতন্নিবন্ধন তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া আপনাপন ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করে, কখনও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের সহিত মিলিত হইয়া আহারাদি করে না। মান্দ্রাজের দেশীয় সেনাবিভাগে লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ী বিরল। তাহারা নিরামিষাশী, কখনও ভোজনার্থে হন্তব্য পশু বিক্রয় করে না, এমন কি স্বীয় প্রভুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও উহা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনে না।

তাহারা মন্ত্রদাতা গুরুকে যথেষ্ট ভক্তি ও মান্য করে। ওঁম্, গুরু, লিঙ্গ ও জঙ্গম ভিন্ন তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মের আচরণীয় আঁর কিছুই নাই। ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আচরিত পৌরোহিত্যে তাহাদের বিশ্বাস নাই। ব্রাহ্মণেরা পাছে গ্রাম মধ্যে আসিয়া বাস করে, এই ভয়ে তাহারা গ্রাম মধ্যেও কূপাদি খনন করে না। ঘাটপ্রভা নদীর অদূরবর্ত্তী কালাদগি নগরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাকার লোকেরা গ্রামমধ্যে কূপ বা তড়াগ খনন না করিয়া ঘাটপ্রভার জল ব্যবহার করিয়া থাকে। সাম্প্রায়িকস্বাতন্ত্র্যনিবন্ধন প্রতিমূর্ত্তি-উপাসক পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ যাজকগণের স্পৃষ্ট জল গ্রহণীয় নহে বিচার করিয়া তাহারা এই বিদ্বেষ কল্পনা করিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের সমগ্র মহারাষ্ট্ররাজ্যে বিশেষতঃ কর্ণাটকবিভাগে এই সম্প্রদায়ের অধিক বাস আছে। তাহারা লিঙ্গোপাসনা ভিন্ন অন্য কোন দেবতাই পূজা করে না; কিন্তু হিন্দুর অপরাপর দেব-মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠিত মন্দির, মুসলমানের মস্‌জিদ, অথবা খৃষ্টানের গির্জ্জার সম্মুখ দিয়া গমনকালে, তাহারা শিবের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল ধর্ম্মগৃহে স্বয়ং মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত আছেন।

বাম বাহুতে অথবা গলদেশে কৌটায় করিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি ধারণ এবং কপালে ভস্মানুলেপন সাম্প্রদায়িক পুরুষ ও রমণীগণের প্রধান কর্ম্ম। তাহারা সাধারণতঃ আতিথেয়ী ও মিতব্যয়ী, ধীরপ্রকৃতি, কর্ম্মঠ ও সুসভ্য। সকলেই বাণিজ্যব্যবসায় জীবন পাত করে। তাহাদের মধ্যে জাতিগত শ্রেণীবিভাগ নাই, কেবল গদকর, হিঙ্গমীরে, জীরে, জীরেশল, কালে, মিতকর, পরমালে, ফুটানে, বৈকর ও বীরকর নামে কয়টী উপাধি আছে। ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগত ব্যক্তির মধ্যেই আদান প্রদান হইয়া থাকে। পুরুষ ও রমণীগণের নাম প্রধানতঃ হরপার্ব্বতীর নামেই রাখা হয়। সকলেই গৃহে কনাড়ী এবং বাহিরে মরাঠী ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেশভূষা মরাঠীদিগের ন্যায়, সকলেই নিরামিষাশী। তাহাদের পুরোহিত জঙ্গম নামে খ্যাত। এই পুরোহিতদিগকে তাহারা বিশেষরূপ ভক্তি করিয়া থাকে।

পুত্রবধূ গর্ভিণী হইলে তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং সেইখানেই সে প্রসব করে। বালকের জন্ম হইবার পর, ধাত্রী নাভিরজ্জু ছেদন করিয়া দিলে, পুত্রের জন্মবার্ত্তা তাহার পিত্রালয়ে পাঠান হয়। সংবাদ পাইয়া জাত বালকের পিতা স্বীয় আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদিগের গৃহে পাণ ও চিনি পাঠাইয়া থাকে। প্রথম, তৃতীয় বা পঞ্চমদিনে মাতার গলদেশে এবং জাত বালকের মাথার বালিসের নীচে একটী লিঙ্গ রক্ষা করা হয়। পঞ্চমদিনে সন্ধ্যা কালে সূতিকাগৃহের এক কোণে একটী চতুষ্কোণ ঘর আঁকিয়া তাহাতে চাউল, ময়দা ও বালুকা স্থাপন করে, পরে তাহার উপরে একখণ্ড কাগজ ও একটী কলম এবং তাহার নিম্নে নাভিকর্ত্তন ছুরিকাখানি রাখিয়া দেয়। তাহাই ষষ্ঠীদেবী জানিয়া প্রসূতি প্রণাম করিয়া থাকে।

ষষ্ঠ রাত্রে তাহারা একটী রৌপ্যনির্ম্মিত পার্ব্বতীমূর্ত্তি সূতিকা-গৃহে কাষ্ঠের চৌকিতে স্থাপন করে। তদনন্তর ধাত্রী তাহার সম্মুখে ফুল ছড়াইয়া দেয় এবং কর্পূর ও ধূনা জ্বালাইয়া থাকে। প্রসূতি সেই দেবীমূর্ত্তিকে পূজা ও প্রণাম করিবার পর, সূতিকা-গারের সম্মুখে জঙ্গমকে আনিয়া উক্ত চৌকীতে বসান হয়। বাটীর গৃহকর্ত্রী তখন একখানি থালে পুরোহিতের পদদ্বয় প্রক্ষা-লন করিয়া দেন। সেই পাদোদক পরে বাটীর সকল ঘরেই ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সকলে পান করে। ভোজনান্তে দক্ষিণা লইয়া জঙ্গম বিদায় হন। কন্যারত্ন প্রসূত হইলে দ্বাদশ দিনে এবং পুত্র জন্মিলে ত্রয়োদশ দিনে জাত বালকের নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণ দিনে পাঁচটী সধবা স্ত্রীলোক (এয়ো) আসিয়া বালকের নামকরণান্তে সমবেত কুটুম্বরমণীগণের সহিত একত্র ভোজন করে।

অশৌচান্তদিনে প্রসূতি স্নানান্তে নিকটস্থ কোন মহাদেব-মন্দিরে পুত্রসহ গমন করিয়া থাকে। তাহার পর পুত্র কোলে করিয়া সে পূতদেহে গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইতে পারে। ছয় মাসে অন্নপ্রাশন দিবার বিধি আছে। এক বৎসর বয়সে শিখা রাখিয়া জাত বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া দেওয়া হয়। বালিকা হইলে তাহার মাতুল আসিয়া সম্মুখের কেশাগ্র ছাঁটিয়া দেয়। ইহাই সম্ভবতঃ তাহাদের চূড়াকরণ।

বালক পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে এবং দ্বাদশবর্ষে তাহাকে শৈব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া স্তোত্রাদি পাঠ করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বালিকা ষোড়শ-বর্ষীয় না হইলে কখনই শিব-মন্ত্র অভ্যাসের অধিকারিণী হয় না। বালিকার ৮ হইতে ১২ বৎসর এবং যুবকদিগের ১২ হইতে ২৫ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে। বালকের পিতাই প্রথমে কন্যাকর্ত্তার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। বরকর্ত্তা, জঙ্গম

ও বরপক্ষীয় নিকটাত্মীয়েরা কন্যাগৃহে যাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসেন। কথা পাকা হইলে, তাহারা কন্যাকে নব বস্ত্র ও অঙ্গরাখা পরিধান করাইয়া তাহার মুখে চিনি দেয় এবং কন্যা-কর্ত্তা অতিথিদিগের হস্তে পাণ দিয়া বিদায় দেন।

জঙ্গম বা স্থানীয় আচার্য্য ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের শুভ দিন ধার্য্য হয়। ঐ দিনে বরগৃহে ও কন্যালয়ে একটী চাঁদোয়া খাটান হইয়া থাকে। কন্যাগৃহে বিবাহের জন্য একটী বেদী বা মণ্ডপ বাঁধা হয়, ঐ বেদীর উপর সিন্দূর চিত্রিত চারিটী সাদা মাটীর ঘটী পাঁচ থাকে উপরি উপরি সাজান থাকে। বর অশ্বারোহণে বাদ্যাদি সহকারে সদলে কন্যাগৃহে গমন করে। তখন কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে লইয়া যায় এবং উভয়কে হরিদ্রা মাখাইয়া পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চলে গাঁইট বাঁধিয়া দেয়। তদনন্তর তাহারা সেই নবদম্পতীকে লইয়া নিকটস্থ মহাদেবমন্দিরে প্রণাম করাইয়া আনে। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট চতুষ্কোণ শিলার মধ্যভাগে স্থাপিত কাষ্ঠের চৌকীতে তাহা-দিগকে আনাইয়া বসান হয়। উহার চারি কোণে চারিটী ও সম্মুখে একটী পিত্তল কলস জলপূর্ণ থাকে। অনন্তর বর ও কন্যা জঙ্গমের সাহায্যে সম্মুখস্থ বৃষভবাহন শিবমূর্ত্তি পূজা সমাপন করিলে, জঙ্গম বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে আত্মীয়েরা সকলে উভয়ের মস্তকের উপর চাউল ফেলিতে থাকেন। জঙ্গম কর্ত্তৃক বিবাহমন্ত্র পাঠ সমাধা হইলে বর ও কন্যা উভয়ে সম্মুখস্থ শিব ও নন্দীকে প্রণাম করে। তখন হইতেই তাহারা স্বামিস্ত্রীরূপে পরিগণিত হয়। অতঃপর কন্যাকর্ত্তা বর ও ক'নেকে উপরোক্ত বেদীতে বসাইয়া স্বীয় জামাতার হস্তে একটী তাম্যা (তাম্রনির্ম্মিত কলস) ও পিত্তলের থাল (পিতালী) উপহার দিয়া থাকে। তাহার পর জ্ঞাতি কুটুম্ব ও বরযাত্র-গণের ভোজ হয় এবং একটী পাণের খিলি লইয়া সকলে চলিয়া যায়। বিবাহের পর দিন উভয় পক্ষে নমস্কারী বস্ত্রের উপহার বিনিময়ের পর বরকর্ত্তা পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং নববধূ সন্দর্শনার্থ আগত বন্ধুবান্ধবকে পাণ দিয়া বিদায় করেন।

কোন লিঙ্গায়তের মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, আত্মীয় স্বজনেরা মরণাপন্ন ব্যক্তির আত্মার শুভকামনায় ভিক্ষাদান করিয়া থাকে। ঐ ব্যক্তির প্রাণবায়ু দেহত্যাগ করিলে গৃহস্থ অপর আত্মীয়েরা সেই শবদেহ একখানি কাষ্ঠচৌকীর উপর বসাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশ গৃহপ্রাচীরে ঠেসাইয়া রাখে এবং দুই জনে দুই পার্শ্বে ধরে। তার পর সেই চৌকীর চারি-দিকে বাঁশের বেড়া দিয়া উহার চারি কোণে চারিটী কলাগাছ বাঁধিয়া দেয় এবং ঐ বেড়ার তিন দিক্ রাঙ্গাবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শবসহ ঐ কাষ্ঠচৌকী গৃহের বাহিরে আনে। এখানে শীতল জলে স্নান করাইয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে নববস্ত্র পরিধান করায়। তাহার কপালে, বক্ষে ও বাহুতে ভস্ম মাখাইয়া দেয় এবং কণ্ঠদেশ পুষ্পমালায় সুশোভিত করে। তদনন্তর একটী প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মুখমণ্ডল ও শরীরে আরতি সমাপন করিয়া চারি জনে সেই চৌকী স্কন্ধে করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া যায়। শবের সম্মুখে এক জন জঙ্গম মুহুর্মুহুঃ শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি এবং অপরাপর স্ত্রীপুরুষগণ তাহার পশ্চাতে "হর, হর, মহাদেব" শব্দে চীৎকার করিতে করিতে গমন করে। সমাধিক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাহারা সেই বাঁশের বেড়া খুলিয়া ফেলে এবং যে স্থানে শবদেহ প্রোথিত করিতে হইবে, সেই স্থানে জল ছিটা-ইয়া চারি হাত গভীর একটী গর্ত্ত খনন করে। ঐ গর্ত্তে তাহারা শবদেহ স্থাপন করিয়া তাহার গলদেশ হইতে পূর্ব্বধৃত লিঙ্গ খুলিয়া লইয়া হস্ত তালুতে রক্ষা করে এবং সেই লিঙ্গোপরি বিল্বপত্র দিয়া মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে শবদেহ লবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পুনরায় সেই গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া থাকে। তৎপরে সেই গর্ত্তের উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করা হয়, জঙ্গম সেই প্রস্তরে দাঁড়াইয়া প্রেতের মঙ্গলকামনায় মন্ত্র পাঠ করিতে থাকেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে জঙ্গম সেই প্রস্তরনির্দ্দিষ্ট স্থানে বিল্বপত্র দিয়া পূজা করেন। অবশেষে সকলে মৃত ব্যক্তির গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যে স্থানে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে, তথাকার প্রজ্বলিত দীপ বহ্নি সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়, তখন ঐ প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হয়।

ইহা ভিন্ন তাহাদের শোকপ্রকাশের আর কোনরূপ ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। সমর্থ হইলে তাহারা মৃতের সমাধির উপর লিঙ্গ ও নন্দী সমেত একটী সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া থাকে। তৃতীয় দিনে তাহারা আত্মীয় স্বজনকে একটা ভোজ দেয়, বাৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে তাহারা ঐরূপ আর একটী ভোজ দিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে আর কোন কর্ম্মই করেনা। তাহাদের সামাজিক দলাদলি পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্চ্চন (ক্লী) লিঙ্গপূজা।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ। ইহাতে শিবলিঙ্গের উপাসনা-পদ্ধতি বিবৃত আছে।

লিঙ্গালিকা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র মূষিক, পর্য্যায়—দীনা। (হারাবলী)

লিঙ্গিন্ (পুং) লিঙ্গমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ হস্তী। (জটাধর) (ত্রি) ২ ধর্ম্মধ্বজী, কপট ধার্ম্মিক।

"অলিঙ্গী লিঙ্গবেশেন যো লিঙ্গমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরেদেনং তির্য্যগ্‌যোনৌ চ গচ্ছতি॥" (কূর্ম্মপু° ১৫অ°)

৩ বাসনাশ্রয়।

"তেনাস্য তাদৃশং রাজন্ লিঙ্গিনো দেহসম্ভবম্।
শ্রদ্ধৎস্বানমুভূতোঽর্থো ন মনস্প্রষ্টু মিচ্ছতি॥" (ভাগ° ৪।২৯।৬৫)

৪ সন্ন্যাসাদি চিহ্নধারী।

লিঙ্গিনী (স্ত্রী) লিঙ্গ-ইনি, ঙীপ্। লতাবিশেষ, হিন্দী পঞ্চগুরিয়া, পর্য্যায়—বহুপত্রী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভু, লিঙ্গসম্ভূতা, লেঙ্গী, চিত্রফলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডা, আপস্তম্বিনী, শিবজা, শিববল্লী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, দুর্গন্ধ, রসায়ন, সর্ব্বসিদ্ধিকর, ও রসনিয়ামক। (রাজনি°)

২ সন্ন্যাসাদি চিহ্নধারিণী। ধর্ম্মধ্বজী স্ত্রী।

"লিঙ্গিনীং গুরুপত্নীঞ্চ সগোত্রামথ পর্ব্বসু।
বৃদ্ধাশ্চ সন্ধ্যয়োশ্চাপি গচ্ছতো জীবিতক্ষয়ঃ॥" (সুশ্রুত ৪।২৪)

লিঙ্গিবেশ (পুং) অজিন, দণ্ড ও পানপাত্র প্রভৃতি সন্ন্যাসাশ্রমাচারীর চিহ্ন।

লিচ্ছবিরাজবংশ, ভারতের একটী প্রাচীন রাজবংশ। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত লিচ্ছবিরাজ জয়দেবের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে—

"শ্রীমত্তুঙ্গরথস্ততো দশরথঃ পুত্রৈশ্চ পৌত্রৈঃ সমং
রাজ্যোঽষ্টাবপরান্ বিহায় পরতঃ শ্রীমানভূল্লিচ্ছবিঃ॥"

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় দশরথের অধস্তন অষ্টম পুরুষে লিচ্ছবি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা হইতেই লিচ্ছবিবংশ সমুদ্ভূত।

এই লিচ্ছবি শব্দ প্রাচীন সংস্কৃতে নিচ্ছবি, নিচ্ছিবি এবং পালিভাষায় লিচ্ছবি নামে ব্যবহৃত। মনুসংহিতার মতে—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরে চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খশো দ্রবিড় এব চ॥" (১০।২২)

অর্থাৎ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণা ভার্য্যায় (দেশভেদে বিভিন্ন নামে) ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ ও দ্রবিড় জাতির উদ্ভব। কিন্তু পালিগ্রন্থে উৎপত্তি অন্য প্রকার। পালিগ্রন্থ মতে কাশীরাজের পূজাবলী নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি একটী মাংস পিণ্ড প্রসব করেন। সেই মাংসপিণ্ড লইয়া কোন প্রয়োজন নাই ভাবিয়া ধাত্রী আসিয়া গঙ্গার জলে ফেলিয়া গেল। গঙ্গার প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই মাংসপিণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং তাহাতে একটী বালক ও একটী বালিকা দেখা দিল। জনৈক ঋষি তাহাদিগকে জল হইতে তুলিয়া আনিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। উভয় শিশু ছবি বা মূর্ত্তিতে কোন রকম ভেদ ছিল না, একারণ তাহারা নিচ্ছবি নাম পাইল।

এদেশে সাধারণে ন স্থানে ল উচ্চারণ করে, যেমন 'নবীন' স্থানে 'লবীন' 'নৌকা' স্থানে 'লৌকা'। ঐরূপ নিচ্ছবি স্থানে পালি লিচ্ছবি হইয়াছে।

অতি পূর্ব্বকালে কোশল ও মিথিলায় লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশেই জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর ও বুদ্ধ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন। মিথিলা অঞ্চলে লিচ্ছবিগণ এক সময় এতই প্রবল হইয়াছিল যে, মিথিলা-রাজ্যও একসময়ে লিচ্ছবি নামে পরিচিত হইয়াছিল। লিচ্ছবি-বংশ বৈদিককর্ম্মদ্বেষী।

জ্ঞানবীর তীর্থঙ্কর ও বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং তাঁহাদের সাম্যবাদে জন সাধারণে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া পড়ায়, বৈদিক ও স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণ প্রায় সকলেই লিচ্ছবি জাতির উপর বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেন, সেই কারণেই তাঁহারা পরবর্ত্তীকালে লিচ্ছবিশাসিত মিথিলার অংশ 'বর্জ্জিতরাজ্য' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। লিচ্ছবিভক্ত পালিগ্রন্থকারগণ যেন তাহার উত্তরে বর্জ্জিতরাজ্যের ভিন্নরূপ নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পালিগ্রন্থের মতে, যে ঋষি পূজাবলীর পুত্রকন্যাকে আনিয়া লিচ্ছবি নাম দেন, কিছু দিন পরে তিনি প্রতিপালন করা কষ্টজনক মনে করিয়া শিশুদ্বয়কে একজন গৃহস্থকে অর্পণ করেন। গৃহস্থ তাহদিগকে অতিযত্নে পালন করিতে লাগিল। তাহারা বড় হইয়া অপরাপর বালক বালিকার সহিত খেলা করিত। লিচ্ছবি পিতৃমাতৃহীন বলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে 'বজ্জিতব্ব' অর্থাৎ ফেলানে বলিয়া ডাকিত। উত্তরকালে সেই 'বজ্জিতব্বে'র বংশধরগণ ৩০০ যোজন বিস্তৃত একটী পরাক্রমশালী রাজ্য স্থাপন করিল। সেই রাজ্যই 'বজ্জি' (অর্থাৎ বর্জ্জিত) আখ্যা পাইয়াছিল। তাহাই মিথিলারাজ্যের অধিকাংশ।

লিচ্ছবিদিগের এক শাখা বৈশালীতে, এক শাখা নেপাল-প্রান্তে মিথিলায় এবং এক শাখা পুষ্পপুর বা পাটলিপুত্র অঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশালী শাখায় মহাবীর স্বামী, ও নেপালপ্রান্তে শাক্যশাখায় বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতায় এই জাতি ব্রাত্য অর্থাৎ সংস্কারহীন ক্ষত্রিয় বলিয়া চিহ্নিত হইলেও সকল প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। আজও শত শত প্রাচীন বুদ্ধমূর্ত্তি যজ্ঞোপবীত চিহ্নিত রহিয়াছে। পরবর্ত্তিকালেও নেপালের প্রবল পরাক্রান্ত লিচ্ছবি রাজগণও সকলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, মনুসংহিতারচনাকালে লিচ্ছবিগণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও তৎপরবর্ত্তিকালে সংস্কারাদি দ্বারা তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। নচেৎ অশ্বমেধযজ্ঞকারী পরম ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত আপনাকে লিচ্ছবিরাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিবেন কেন?

লিচ্ছবিগণ সাধারণতন্ত্র প্রিয় ছিলেন। কোন কোন বৌদ্ধ-

গ্রন্থে 'বজ্জি রাজ্য ৭৭০৭টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত এবং অধিপতিগণ স্বাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহিঃশত্রু উপস্থিত হইলে সকলে সম্মিলিত হইয়া এরূপ সিংহনাদ করিতেন যে, তাহাতে সমস্ত উত্তরভারত স্তম্ভিত হইত! এ কারণে মগধের মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাট্‌গণও তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। সম্মিলিত লিচ্ছবিরাজ্যের শাসনবিধিব্যবস্থাপনের জন্য বৈশালী নগরে একটী মহাসভা ছিল। সেই মহাসভা যাহা ব্যবস্থা করিতেন, তদনুবর্ত্তী হইয়াই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র লিচ্ছবিরাজ্য সুশাসিত হইত।

লিচ্ছবি-সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হইবে তাঁহাদের কেহ জৈন, কেহ বৌদ্ধ, আবার কেহ কেহ পূর্ব্বপুরুষাচরিত ব্রহ্মবাদী ছিলেন।

মগধপতি বিম্বিসার বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে বিবাহ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব মগধপতিকে 'সেচনক' নামে এক প্রকাণ্ড হস্তী এবং অষ্টাদশরত্নখচিত একছড়া হার প্রদান করেন। বিম্বিসার সেই হস্তী ও হার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র বেহল্লকে দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অজাতশত্রু পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৮ বর্ষ পূর্ব্বে পিতাকে বিনাশ করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসন কলঙ্কিত করেন! আত্মরক্ষা করিবার জন্য বেহল্ল বৈশালীতে গিয়া মাতামহকুলে আশ্রয় লইলেন। তখন জাতীয় একতাসূত্রে সম্মিলিত মাতামহকুলকে কি রূপে শাসন করিবেন, অজাতশত্রু সেই ভাবনায় কাতর হইলেন। বৌদ্ধদিগের মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে লিখিত আছে—নির্ব্বাণের অল্পকাল পূর্ব্বে বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী গৃধ্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রধান ব্রাহ্মণমন্ত্রী বিশ্বাকরকে ডাকিয়া জানাইলেন, 'মন্ত্রিন্! আপনি ভগবানের নিকট গমন করুন, তাঁহাকে জানাইবেন যে, মগধরাজ প্রবল পরাক্রমশালী লিচ্ছবিদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবেন। ভগবান্ শুনিয়া কি বলেন, তাহা বিশেষ করিয়া মনে রাখিয়া জানাইবেন। তাঁহার কথা অন্যথা হইবার নহে।'

মন্ত্রিবর বুদ্ধ সমীপে আসিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিলেন। তাঁহাকে উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ আনন্দকে বলিলেন, "তুমি জান, বজ্জি (লিচ্ছবিগণ) সর্ব্বদা সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া একতার সহিত সকল বিষয় মীমাংসা করেন। তাঁহারা বয়োবৃদ্ধের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাচীন প্রথাগুলি নষ্ট করিতে বিমুখ ও প্রাচীন প্রথা সম্মানের সহিত গ্রহণ করেন। নারীজাতির প্রতি তাঁহারা কখন অত্যাচার করেন নাই। তাঁহারা চৈত্যের সম্মান ও পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ অর্হৎদিগকে যথেষ্ট সম্মান ও রক্ষা করিয়া থাকেন!" আনন্দ উত্তর করিলেন, "হাঁ ভগবান্! আমি এ সমস্তই জানি।" বুদ্ধ তখন পুনরায় কহিলেন, "তাই কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে না।" পরে তিনি রাজমন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন, 'হে ব্রাহ্মণ! আমি বৈশালীনগরীস্থিত সারন্দদ চৈত্যে থাকিবার সময় লিচ্ছবিদিগকে যে সাতটী উপদেশ দিয়াছিলাম, যতদিন তাঁহারা সেই সকল উপদেশ যত্নের সহিত পালন করিবে, তত দিন কেহই তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, তত দিন তাঁহাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।' রাজমন্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া মগধপতিকে বুদ্ধবাক্য জানাইল। মগধপতি আপাতঃ বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন। উক্ত ঘটনার কিছু দিন পরে বুদ্ধদেব বৈশালী যাত্রা করেন। তিনি গঙ্গাতীরস্থ পাটলী* গ্রামে আসিয়া দেখিলেন যে, লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বাকর ও সিন্ধু নামক মগধরাজের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। বুদ্ধদেব বৈশালীতে আসিয়া আম্রপালীর উদ্যানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। লিচ্ছবিগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল। তাঁহাদিগের সমক্ষেই বুদ্ধদেব প্রকাশ করেন যে, আর তিন মাস অন্তে তিনি কুশীনগরে মহানির্ব্বাণ লাভ করিবেন। তৎপরে বুদ্ধ বৈশালী পরিত্যাগ করিয়া কুশানগরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাদের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বুদ্ধকে চিরদিনের জন্য কেমন করিয়া বিদায় দিবেন?

তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলেই বুদ্ধের অনুগমন করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, কিন্তু তথাগতের এ নিদারুণ আদেশ তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 'এ দেহ ক্ষণস্থায়ী, সকলকেই মরিতে হইবে' এইরূপ বুঝাইয়া বুদ্ধ আবার ফিরিতে কহিলেন। কিন্তু ভক্ত লিচ্ছবিগণ কিছুতে নিবৃত্ত হইলেন না। সম্মুখে এক গভীর নদী আসিয়া পড়িল। তখন নদী অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া লিচ্ছবিগণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। বুদ্ধদেব মধুর বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল ভিক্ষাপাত্র দিয়া চলিলেন। সেই ভিক্ষাপাত্র লইয়া লিচ্ছবিগণ বৈশালীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই পবিত্র ভিক্ষাপাত্র রক্ষা করিলেন।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহাবশেষ লইয়া তুমুলযুদ্ধ বাধিবার সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সময় কুশীনগর পাবার মল্লক্ষত্রিয়রাজগণের অধিকারভুক্ত। তাহারা ঘোষণা করিলেন

* এই পাটলীদুর্গ হইতেই কালে বিশ্ববিখ্যাত পাটলীপুত্র নগরীর সৃষ্টি।

যে, ভগবান্ যখন আমাদের অধিকার মধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন আমরাই দেহাবশেষ পাইবার একমাত্র অধিকারী। এদিকে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজগণ, মগধপতি অজাতশত্রু, অলকাপুরের বালেয় ক্ষত্রিয়গণ এবং উট্টদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ দেহাবশেষ পাইবার জন্য মল্লরাজদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত। অবশেষে দ্রোণ নামক এক বৌদ্ধ ব্রাহ্মণের পরামর্শে ভগবানের দেহাবশেষ ৮ ভাগে বিভক্ত হইল। লিচ্ছবিগণ তাহার এক ভাগ পাইলেন। তাঁহারা সেই অপার্থিব পদার্থ মহাসমারোহে বৈশালীতে আনিয়া তাহার উপর এত বৃহৎ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

অথকথা নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, যতদিন ভগবান্ ধরাধামে ছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু লিচ্ছবিগণের কিছুই করিতে পারেন নাই। মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর বুদ্ধের নিকট লিচ্ছবিদিগের সাধারণতন্ত্র অবগত হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। পরিনির্ব্বাণের ৩ বর্ষ পরে বহুকাল চেষ্টার পর তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার কূটনীতিগুণে লিচ্ছবিদিগের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইলে অজাতশত্রু লিচ্ছবিরাজ্যে গিয়া বৈশালীনগর ধ্বংস করিলেন এবং তিন শত লিচ্ছবিকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাজগৃহে ফিরিলেন।

অজাতশত্রুর নির্যাতনে লিচ্ছবিরাজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেহ নেপালে, কেহ তিব্বতে, কেহ বা লাদকে আশ্রয় লইলেন। পরে সেই সেই স্থানে এক একটী লিচ্ছবিরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

বৌদ্ধগ্রন্থের মতে মগধপতি নাগাশোকের ঔরসে লিচ্ছবিকন্যার গর্ভে সুসুনাগ (পুরাণোক্ত শিশুনাগ) রাজার জন্ম। তিনি মাতামহকুলের কিছু পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারই যত্নে বিখ্যাত বৈশালী নগরী পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎপুত্র কালাশোকের সময়েই বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসমিতি আহূত হয়। যাহা হউক, মগধসম্রাট্‌গণের প্রতাপে আর লিচ্ছবিরাজগণ একতাসূত্রে সম্মিলিত হইতে পারিলেন না। তন্মধ্যে যিনি একটু প্রধান হইয়া উঠিতেন, মগধপতি তাঁহার সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতেন ;—বলিতে কি এই রাজনীতি মগধপতিগণ পুরুষপরম্পরায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। বরাবর মগধরাজ্যের সহিত সম্বন্ধ সূত্রে লিচ্ছবিরাজগণ পাটলিপুত্রের সভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন;—এই কারণেই বোধ হয় পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজকন্যার গর্ভে জন্ম বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াই নিজ মুদ্রায় "লিচ্ছবয়ঃ" ইত্যাদি স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন।

নেপালে লিচ্ছবি-রাজবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মগধপতি অজাতশত্রুর নির্য্যাতনে লিচ্ছবিগণ নেপালেও পলাইয়া গিয়াছিলেন। নেপালে গিয়াও তাঁহারা আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লিচ্ছবিরাজগণের বহুতর শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ পশুপতিনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে উৎকীর্ণ ২য় জয়দেব বা পরচক্রকামের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুপ্রসিদ্ধ রঘুবংশে এখানকার লিচ্ছবিরাজগণের জন্ম। লিচ্ছবির বংশে সুপুষ্প নামে এক রাজা পুষ্পপুরে (পরে পাটলিপুত্র) থাকিতেন, তিনিই নেপালে আগমন করেন। মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রেও লিখিত আছে, ভগবান্ বুদ্ধদেব যখন পাটলিপুত্রের নিকট দিয়া যান, তৎকালে মগধরাজমন্ত্রী বিশ্বাকর লিচ্ছবিদিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। এই দুর্গ নির্ম্মাণের পর যে লিচ্ছবিপতি সুপুষ্প বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

উক্ত জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, সুপুষ্পের পর ২৩জন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া গেলে তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব নামে এক নৃপতি আবির্ভূত হইলেন। ইনিই নেপালের লিচ্ছবি ইতিহাসে প্রথম জয়দেব নামে খ্যাত।

জয়দেবের পর একাদশ জন নৃপতি রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, তৎপরে বৃষনামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তাঁহার বংশধর মানদেবের শিলালিপিতে তিনি অদ্বিতীয় বীর ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তৎপুত্র শঙ্করদেব সংগ্রামে অজেয়, অতি তেজস্বী, অনুগতপ্রিয় ও সিংহসম বীর্য্যবান্ ছিলেন। তৎপুত্র রাজা ধর্ম্মদেব পরম ধার্ম্মিক, অতি নম্রপ্রকৃতি ও পূর্ব্বপুরুষাচরিত ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

ধর্ম্মদেবের ঔরসে মহিষী রাজ্যবতীর গর্ভে নিষ্কলঙ্ক শারদীয় শশাঙ্কসদৃশ সুন্দর রাজা মানদেব জন্ম গ্রহণ করেন। নেপালের চঙ্গুনারায়ণের মন্দিরদ্বারে এই মানদেবের ৩৮৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট সাহেব এই অঙ্ক গুপ্তসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।* কিন্তু মানদেবের লেখমালা আলোচনা করিলে উহা কোন মতেই এত আধুনিক বলিয়া মনে করিতে পারি না। তিনি আপন গ্রন্থে সমুদ্রগুপ্ত প্রভৃতি প্রথম গুপ্তসম্রাট্‌দিগের যে সকল শিলালিপি খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন,—সেই সকল আদিগুপ্তলিপির বর্ণবিন্যাসের সহিত উক্ত মানদেবের

*Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol.p. 182.

লিপির বিশেষ পার্থক্য নাই, উভয় লিপি মিলাইলে এক সময়ের বলিয়া গ্রহণ করিতে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না। উত্তর-ভারতে গুপ্তসম্রাট্‌দিগের পূর্ব্ব হইতে যে সকল 'সংবৎ' নাম নামধেয় লিপি প্রচলিত ছিল, তাহা প্রধানতঃ 'শকসংবৎ' জ্ঞাপক বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে আমরাও মানদেবের উক্ত লিপিখানি ৩৮৬ শক সংবৎজ্ঞাপক অর্থাৎ ৪৬৪ খৃষ্টাব্দের বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। লিপির বর্ণবিন্যাস দ্বারাও মানদেবকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে কেহই আপত্তি করিবেন না।

নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলিতে লিখিত আছে যে, ভারত হইতে বিক্রমাদিত্য নেপাল জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-গুপ্তের পিতা ১ম চন্দ্রগুপ্তও বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। স্বয়ং সমুদ্রগুপ্ত প্রয়াগের সুপ্রসিদ্ধ স্তম্ভলিপিতে "লিচ্ছবিদৌহিত্রস্য মহাদেব্যাং কুমারদেব্যামুৎপন্নস্য মহারাজাধি-রাজশ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য" ইত্যাদি পরিচয়ে সুপরিচিত। অধিক সম্ভব চন্দ্রগুপ্ত ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিবার পর শৈবধর্ম্মপ্রচার, ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্যস্থাপন ও দিগ্বিজয় উপলক্ষে নেপাল যাত্রা করেন। তৎকালে নেপালে বুদ্ধভক্ত বৃষদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। লিচ্ছবিপতি ১ম গুপ্তসম্রাটের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও আপনার কন্যা বা আত্মীয়া কুমারদেবীকে প্রদান করিয়া আনুগত্য করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে নেপাল-রাজ-কুমার শৈবধর্ম্ম স্বীকারের সহিত শঙ্করদেব নাম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। নেপালের পার্ব্বতীয় বংশাবলিতেও লিখিত আছে যে, মানদেবের পিতামহ শঙ্করদেব পশুপতিনাথের ত্রিশূল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের উত্তর দ্বারে এক প্রস্তরবেদির উপর প্রায় ১৪ হাত উচ্চ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত সেই ত্রিশূল বিদ্যমান। সেই প্রস্তরবেদিকায় মানদেবের সময়কার ৪১৩ (শক) সংবতে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি রহিয়াছে। এই লিপি পাঠে জানা যায় যে, জয়বর্ম্মা নৃপতি মানদেব ও জগতের হিতার্থ জয়েশ্বর নামক লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবানির্ব্বাহার্থ 'অক্ষয়নীবী' অর্থাৎ চিরস্থায়ী সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসন লাভ করেন। মহীদেবের পুত্র বসন্তদেব। কাটমাণ্ডুর লগনতোলস্থ লুগাল-দেবীর মন্দির হইতে বসন্তদেবের ৪৩৫ (শক) সংবতের লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই শিলাফলকের উপর শঙ্খচক্র চিহ্নিত থাকায় বসন্তদেবকে বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে হয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে ইনি 'শান্তারিবিগ্রহ' ও 'উদ্দান্তসামন্তবন্দিত' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। বসন্তদেবের পুত্র উদয়-দেব। ২য় জয়দেবের লিপি মতে, উদয়দেবের পর তদ্বংশীয় ১৩ জন রাজত্ব করেন। এই ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তন্মধ্যে কেবল মাত্র ধ্রুবদেব নামক এক রাজার নাম বাহির হইয়াছে। এই ধ্রুবদেবের সময়ে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার অভ্যুদয়। নেপালে বর্ত্তমান কালে জঙ্গ বাহাদুর যেমন কতকটা সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ধ্রুবদেবের পর অংশুবর্ম্মা কতকটা সেইরূপ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অংশুবর্ম্মা প্রথমে মহাসামন্ত বলিয়া পরিচিত হইলেও তিনি অনেক শ্রেষ্ঠ নরপতির সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনী ভোগদেবীর সহিত শূরসেন-নৃপতির বিবাহ হয়। অংশুবর্ম্মার শিলালিপিতে লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহার ভগিনী শূরসেন-মহিষী ভোগদেবীর গর্ভে রাজা ভোগবর্ম্মা জন্ম গ্রহণ করেন। ভোগদেবী নিজ পতির পুণ্য কামনায় (দেবপাটনে) শূরভোগেশ্বর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ভোট ও চীনের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ভোট (তিব্বত) দেশের প্রসিদ্ধ নৃপতি স্রোন্-ৎসন্ গম্‌পো ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে নেপালপতি অংশুবর্ম্মার কন্যা ভ্রুকুটী দেবীকে বিবাহ করেন; আজও ভোটদেশে ভ্রুকুটী দেবী পূজিত হইতে-ছেন। [লামা দেখ।]

অংশুবর্ম্মার সময়েই লিচ্ছবিকুলে নরেন্দ্রদেব ও তৎপুত্র শিব-দেব আবির্ভূত হন। নেপালে গোলমাঢ়িটোল হইতে শিবদেবের এক খানি শিলাফলক পাওয়া যায়। তাহাতে ৩১৬ বা ৩১৮ সংবৎ অঙ্কিত আছে। এই লিপিতে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার প্রসঙ্গ থাকায় ঐ লিপিকে আমরা খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর বলিয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। গুপ্তসম্রাট্‌দিগের সহিত নেপাল রাজগণের বহুকাল হইতে সম্বন্ধ ছিল, এরূপ স্থলে উহা গুপ্ত সংবৎজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিলেও ৩১৯+৩১৮=৬৩৭ খৃষ্টাব্দের সমসাময়িক হইয়া পড়ে।

লিচ্ছবিপতি শিবদেবের সহিত মৌখরিপতি ভোগবর্ম্মার কন্যা ও মগধপতি মহারাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী শ্রীমতী বৎসদেবীর বিবাহ হয়। সেই বৎসদেবীর গর্ভে লিচ্ছবি-কুলকেতু পরচক্রকাম উপাধিধারী ২য় জয়দেব জন্ম গ্রহণ করেন। এই ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলপতি ভগদত্তবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্য-মতীকে বিবাহ করেন। তিনি শিলাফলকে ত্যাগী, মানধন, বিশালনয়ন ও সৌজন্যরত্নাকর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

২য় জয়দেবের শ্বশুর শ্রীহর্ষদেবকে লইয়া বহুদিন হইতে গোল চলিতেছিল। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ প্রাগ্‌জ্যোতিষে (আসামে) রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বাণভট্ট হর্ষ-চরিত রচনা করেন। তিনি এইরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"নরকো···মহাত্মনোঽন্বয়ে ভগদত্ত-বজ্রদত্ত-পুষ্পদত্তপ্রভৃতিষু বহুষু মরুমহিতেষু মহৎসু মহীপালেষু প্রপৌত্রো মহারাজ ভূতিবর্ম্মণঃ পৌত্রশ্চন্দ্রমুখবর্ম্মণঃ পুত্রো দেবস্য কৈলাসস্থিতেঃ স্থলবর্ম্মণঃ সুরবর্ম্ম নাম মহারাজাধিরাজ জজ্ঞে···তস্য চ সুগৃহীতনাম্নো দেবস্য মহাদেব্যাং শ্যামাদেব্যাং ভাস্করদ্যুতির্ভাস্করবর্ম্মাপরনামা শন্তনোস্তনয়ো ভীষ্ম ইব কুমারঃ সমভবৎ।"

(শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উল্লাস)

নরক মহাত্মার বংশে ভগদত্ত, বজ্রদত্ত, পুষ্পদত্ত প্রভৃতি বহু মহীপাল রাজত্ব করিবার পর (ঐ বংশে) মহারাজ ভূতিবর্ম্মার প্রপৌত্র, চন্দ্রমুখ বর্ম্মার পৌত্র এবং কৈলাসবাসী দেব শ্রীস্থলবর্ম্মার পুত্র সুরবর্ম্মা নামে মহারাজাধিরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। এই সুরবর্ম্মের ঔরসে মহাদেবী শ্যামাদেবীর গর্ভে শান্তনুর পুত্র ভীষ্মসদৃশ ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী ভাস্করবর্ম্মা কুমার জন্ম গ্রহণ করেন।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং এই ভাস্করবর্ম্মাকে ব্রাহ্মণবংশীয় লিখিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য অনেক পুরাবিদ্ও চীনপরিব্রাজকের অনুসরণ করিয়াছেন। মহাভারতে ভগদত্ত ক্ষত্রিয় বীর বলিয়া পরিচিত। বর্ম্মা উপাধিও ক্ষত্রিয়-নির্দ্দেশক। এরূপ স্থলে বাণভট্টের অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা নিঃসন্দেহে প্রাগ্জ্যোতিষ-রাজবংশকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

ভাস্করবর্ম্মা একজন অতি পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক নরপতি ছিলেন। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুপুত্র আদিত্যসেন মগধে মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলে সেই সুযোগে ভাস্করবর্ম্মার বংশধরও গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও দক্ষিণ কোশল অধিকার করিয়া একজন রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। এই সময়ই ভগদত্তবংশীয় কামরূপপতিগণ "গৌড়োড্র কলিঙ্গকোশলপতি" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিবেন। লিচ্ছবিপতি ২য় জয়দেবের শ্বশুর ভগদত্তবংশীয় হর্ষদেব উক্ত ভাস্করবর্ম্মার পুত্র অথবা পৌত্র ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক গৌড়োড্রকলিঙ্গবিজয় কিছু অসম্ভব নহে। আসামের তেজপুর হইতে আবিষ্কৃত ভগদত্তবংশীয় বনমালবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে উক্ত শ্রীহর্ষদেব "শ্রীহরিষ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন *। ২য় জয়দেবের সহিত শ্রীহর্ষদেব কিরূপে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন ? ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে—

"অঙ্গশ্রিয়া পরিগতো জিতকামরূপঃ
কাঞ্চীগুণাঢ্যবনিতাভিরুপাস্যমানঃ।
কুর্ব্বন্ সুরাষ্ট্রপরিপালনকার্য্যচিন্তাং
যঃ সার্ব্বভৌমচরিতং প্রকটীকরোতি॥"

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. p, 768.

উক্ত শ্লোকটীর দ্ব্যর্থ থাকিলেও উহা হইতে ইহাও জানা যায় যে, ২য় জয়দেব অঙ্গ, কামরূপ, কাঞ্চী ও সুরাষ্ট্রদেশের রাজগণকে জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। কামরূপ জয়কালেই সম্ভবতঃ তিনি কামরূপপতি হর্ষদেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশীয় আর কোন্ রাজা নেপালের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে কতকগুলি নাম থাকিলেও সাময়িক লিপির সহিত তাহার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত না হওয়ায় গৃহীত হইল না।

অধিক সম্ভব, ২য় জয়দেবের পর লিচ্ছবিবংশধরগণের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে এবং তাঁহাদের অধীন ঠাকুরীবংশীয় সামন্তগণ শেষে নেপালের আধিপত্য লইয়া বসেন।

লিচ্ছবি-সংবৎ।

নেপাল হইতে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা, লিচ্ছবিপতি ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অংশুবর্ম্মার নামাঙ্কিত শিলাফলকে ৩৪, ৩৯, ৪৫ ও ৪৮ সংবৎ, ২য় শিবদেবের শিলাফলকে ১১৯, ১৪৩ ও ১৪৫ সংবৎ এবং ২য় জয়দেবের শিলাফলকে ১৫৩ সংবৎ উৎকীর্ণ আছে।

পণ্ডিত ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী, প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বুহ্লর ও ফ্লিট্ সাহেব অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কিন্তু আমরা এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ নেপালে সম্রাট্ হর্ষদেবের প্রভাব কোন কালে যে গিয়াছিল, তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব। নেপালপতিগণের তাঁহার সহিত কোন কালে সম্বন্ধ ঘটে নাই। এরূপ স্থলে নেপালপতি হর্ষসংবৎ ব্যবহার করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। উত্তরভারতে শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত সর্ব্বত্র শকসংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপ গুপ্তসম্রাট্ কর্ত্তৃক নেপালবিজয় ও লিচ্ছবিরাজগণের সহিত সম্বন্ধহেতু তথায় গুপ্তসংবৎ প্রচারিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কনোজপতি হর্ষদেবের প্রবর্ত্তিত সংবৎ নেপালে প্রচলিত হইবার পক্ষে সেরূপ কোন সুবিধা ঘটে নাই।

৬০৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষসংবৎ আরম্ভ। এরূপস্থলে অংশুবর্ম্মার শিলালিপি ধরিলে ৬০৬+৪৮=৬৫৪ খৃষ্টাব্দে অংশুবর্ম্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং নেপালে যাত্রা করেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানা যায় যে তৎকালে অংশুবর্ম্মার রাজ্যাবসান ঘটিয়াছিল। † চীনপরিব্রাজকের উক্তি হইতেও আমরা অংশুবর্ম্মা প্রভৃতির অঙ্কগুলি হর্ষসংবৎজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমাদের

† Beal's Si-yu-ki. Vol. II. p, 18.

বিশ্বাস, উহা কোন পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজের প্রবর্ত্তিত অব্দ। উপযুক্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা হইলে সেই রাজার নাম ও বিবরণ পরে বাহির হইতে পারে।

লিট্‌, ব্যাকরণের পরোক্ষার্থবোধক বিভক্তিসংজ্ঞাভেদ।

লিট্য, অল্প চিন্তা করা। লিট্যতি।

লিদর, (লদর), পঞ্জাব-প্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নদী। বিতস্তার শাখারূপে প্রবাহিত। কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরপূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪ হাজার ফিট্‌ উচ্চ হইতে নির্গত। অক্ষা° ৩৪°৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৮´ পূঃ। দ্রুতপাদবিক্ষেপে পর্ব্বতের ঢালু প্রদেশ অতিক্রম করিয়া কাশ্মীর উপত্যকায় ইহা ধীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অক্ষা° ৩১°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৫´ পূর্ব্বে ইস্‌লামবাদের ৫ মাইল দক্ষিণে ঝিলাম নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

লিধু, ব্যাকরণোক্ত নামধাতুর সংজ্ঞাভেদ। লিঙ্গ ও ধাতু বুঝাইতে সংক্ষেপে "লিধু" এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লিন্দু (পুং) পিচ্ছিল। (ছান্দোগ্য উপ° ৪।১৪)

লিন্‌সোটেন্‌, (Jan Hugo Van Linschoten) এক জন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী। ইনি ১৫৮৩-১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে থাকিয়া একখানি ভারতবর্ষবিবরণী সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থখানি "Voyages into the East and West Indies" নামে খ্যাত। উহাতে তৎকালীন পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিক্‌গণের পরস্পর বিরোধবৃত্তান্ত এবং ভারতজাত বৃক্ষ ও খনিজ ধাতু প্রভৃতির পরিচয় সুচারুরূপে বিবৃত আছে।

লিপ্‌, উপদেহ। ২ বৃদ্ধি। ৩ লেপন। তুদাদি° উভয়° সক° অনিট্‌। লট্‌ লিম্পতি-তে। লিট্‌ লিলেপ, লিলিপতুঃ, লিলিপে। লুট্‌ লেপ্তা। লৃট্‌ লেপ্স্যতি-তে। লুঙ্‌ অলিপৎ, অলিপত, অলিপ্ত। অলিপাতাং, অলিপ্‌সাতাং অলিপন্ত, অলিপ্‌সত, সন্‌ লিলিপ্‌সতি-তে। যঙ্‌ লেলিপ্যতে। যঙ্‌ লুক্‌ লেলেপ্তি। ণিচ্‌ লেপয়তি। লুঙ্‌ অলীলিপৎ। অব+লিপ= অবলেপ, গর্ব্ব। আ+লিপ=আলেপন। উপলেপ, লেপন।

লিপ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ক। লেপনকর্ত্তা।

লিপি (স্ত্রী) লিপ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্‌ ৪।১১৯) ইতি ইন্‌ স চ কিৎ। লিখিত বর্ণ; পর্য্যায়—লিখিত, অক্ষরসংস্থান, লিবি, লিখন, লেখন, অক্ষরবিন্যাস, লিপী, লিবী, অক্ষররচনা, লিপিকা। (শব্দরত্না°)

"অয়ং দরিদ্রো ভবিতেতি বৈধসীং
লিপিং ললাটেঽর্থিজনস্য জাগ্রতীম্।
মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ
প্রণীয় দারিদ্র্যদরিদ্রতাং নৃপঃ॥" (নৈষধ ১।১৫)

তন্ত্রে লিখিত আছে যে, লিপি পাঁচ প্রকার, যথা মুদ্রালিপি, শিল্পলিপি, লেখনীসম্ভবা লিপি, গুণ্ডিকালিপি ও ঘুণলিপি।

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লিপির্লেখনিসম্ভবা।
গুণ্ডিকা ঘুণসম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতাঃ॥" (বারাহীতন্ত্র)

এই সকল বিভিন্ন প্রকার লিপির উৎপত্তি-বিবরণ দেবনাগর শব্দে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং সুদূর পশ্চিমে বাবিলোনীয়, আসিরীয়, কাল্‌দীয়, মিসর ও পূর্ব্বে চীন প্রভৃতি রাজ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন প্রকার লিপি প্রচলিত দেখা যায়। তন্মধ্যে ভারতীয় লাটলিপি, বাবিলোনীয় ফলকলিপি, আসিরীয় কোণাকার লিপি ও মিশরীয় হাইরোগ্লিফিক্‌ বর্ণ-লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। [দেবনাগর ও বর্ণমালা দেখ।]

লিপিকর (পুং) লিপিং করোতীতি লিপি-কৃ (দিবানিশেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ লেখক। (অমরটীকা) 'যিনি লিপি প্রস্তুত করেন। ২ খোদাইকর। ৩ লেপক।

লিপিকা (স্ত্রী) লিপিরেব স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপিকার (পুং) লিপিং করোতীতি কৃ-অণ্‌। লেখক, লিপিকারক। (অমর)

লিপিজ্ঞ (ত্রি) সুলেখক।

লিপিন্যাস (পুং) লেখনী দ্বারা মসীযোগে পত্রাদিতে বর্ণবিন্যাস।

লিপিফলক (পুং) যে পত্রে লেখা যায়। প্রস্তর তাম্রপত্র বা বৃক্ষপত্রাদি যাহাতে লিপি ন্যাস করা হইয়া থাকে।

লিপিশালা (স্ত্রী) লিপীনাং শালা। লিপিগৃহ, যেখানে লেখা বা অক্ষরবিন্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়। (ললিতবি°)

লিপিসজ্জা (স্ত্রী) লিপিকরণোপযোগী যন্ত্র বা দ্রব্যাদি।

লিপী (স্ত্রী) লিপি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিপ্ত (ত্রি) লিপ-ক্ত। ১ ভক্ষিত। ২ কৃতলেপন, পর্য্যায়—দিগ্ধ, বিলিম্পিত, চর্চ্চিত। (জটাধর)

"তল্লিপ্তাশ্চেলখণ্ডাশ্চ চত্বারো বিহিতাস্তথা।"(কথাসরিৎসা° ৪।৪৮)

৩ মিলিত, সংযুক্ত, বদ্ধ। ৪ বিষদিগ্ধ। (মেদিনী)

লিপ্তক (পুং) লিপ্ত এব স্বার্থে কন্‌। বিষাক্ত বাণ। (অমর)

লিপ্তহস্ত (ত্রি) রক্তাক্ত বা ম্রক্ষিত হস্ত।

লিপ্তা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত ৬০ ডিগ্রীর একাংশ, এক মিনিট।

লিপ্তাঙ্গ (ত্রি) যাহার শরীর সুগন্ধ দ্রব্যাদির দ্বারা লেপা হইয়াছে

লিপ্তিকা (স্ত্রী) লিপ্তৈব স্বার্থে কন্‌। দণ্ড।

"বৈশ্বস্য চতুর্থোঽংশঃ শ্রবণাদৌ লিপ্তিকাচতুষ্কং অভিজিৎ"
(সংকৃত্যমুক্তা°)

লিপ্সা (স্ত্রী) লব্ধুমিচ্ছা লভ্‌-সন্‌, অ-টাপ্‌। ইচ্ছা, অভিলাষ, লাভ করিবার ইচ্ছা।

"লিপ্সাং চক্রে প্রসেনাত্তু মণিরত্নে স্যমন্তকে।"(হরিবংশ ৩৮।২৭)

লিপ্‌সিতব্য (ত্রি) লিপ্‌স-তব্য। লাভার্হ, লাভ করিবার উপযুক্ত।

লিপ্‌সু (ত্রি) লব্ধুমিচ্ছুঃ লভ্‌-সন্‌, সন্নন্তাদুঃ। লাভ করিতে ইচ্ছুক, পর্য্যায় গৃধ্নু, গর্দ্ধন, তৃষ্ণক্‌, লুব্ধ, অভিলাষুক, লোলুপ, লোলুভ। (হেম)

"উপপ্রদানং লিপ্সূনামেকং হ্যাকর্ষণৌষধম্‌॥"

(কথাসরিৎসা° ২৪।১১৯)

লিপ্সুতা (স্ত্রী) লিপ্সু-তল্‌-টাপ্‌। লিপ্সুর ভাব বা ধর্ম্ম, লাভ করিবার ইচ্ছা।

লিপ্স্য (ত্রি) পাইতে বাঞ্ছনীয়। যাহা লাভ করিতে স্বতঃ ইচ্ছা জন্মে।

লিবি (স্ত্রী) লিপ-ইন্‌, বাহুলকাৎ পস্য বত্বং। লিপি। (অমর)

লিবিকর (পুং) লিবিং করোতীতি কৃ-(দিবাবিভানিশেতি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। লিপিকর।

লিবিঙ্কর (পুং) লিবিং করোতীতি কৃ-ট, পৃষোদরাদিত্বাৎ দ্বিতীয়ায়া অলুক্‌। লিপিকার। (অমরটীকা ভানুদীক্ষিত)

লিবী (স্ত্রী) লিবি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্‌। লিপি। (শব্দরত্না°)

লিবুজা (স্ত্রী) লতিকা।

লিম্প (পুং) লিম্পতীতি লিম্প-(অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। লেপনকর্ত্তা।

লিম্পট (পুং) বিড়ঙ্গ, লম্পট। (হারাবলী)

লিম্পাক (ক্লী) নিম্বুকবিশেষ, পাতিলেবু। গুণ—সুরভি, স্বাদু, নাত্যম্ল, অন্নরুচিকর, বাতশ্লেষ্মহর, হৃদ্য, ছর্দ্দিনাশক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক। (রাজব°) (পুং) নিম্বুকবৃক্ষ, পাতিলেবুর গাছ। ২ খর। (শব্দরত্না°)

লিম্পি (পুং) লিপি।

লিম্বরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এক্ষণে এই রাজ্য তিন জন অংশীদারের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। বার্ষিক রাজস্ব ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৯৩৪৲ এবং জুনাগড়ের নবাবকে ২৭৮৲ টাকা রাজকর দিতে হয়। লিম্বরী নগর শোণগড় হইতে ৯ ক্রোশ পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত। ভাবনগর গোণ্ডাল রেলপথের ধোরাজী শাখার জানিয়া ষ্টেসন এই নগর হইতে ১॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। নগরভাগ সমৃদ্ধিসম্পন্ন।

লিম্বরী, (লিম্বাড়ী), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত-বিভাগের ঝালাবারপ্রান্তস্থ একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২°৩০´ ১৫´´ হইতে ২২°৩৭´১৫´´ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪´৩০´´ হইতে ৭১°৫২´১৫´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৪৪ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১টী নগর ও ৪৩টী গ্রাম আছে।

এই স্থান স্বভাবতঃই সমতল। বালুকাময় ভূমিভাগে চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। স্থানে স্থানে কৃষ্ণ ও লালবর্ণ মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে তুলা এবং অন্যান্য নানাজাতীয় শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ভোগবতী নামে একটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, গ্রীষ্মকালে উহার জল লবণাক্ত হয়। সময় সময় নদীতে বন্যা আসিয়া স্থানীয় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। এখানকার সামন্তরাজ অর্থের পরিবর্ত্তে শস্যাদি দ্বারাও রাজকর গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই স্থান উষ্ণপ্রধান হইলেও বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ। লিম্বরী নগরে এক প্রকার মোটা কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথ বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বে এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি ধোলেরা বন্দর হইতে বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত।

লিম্বরী রাজ্য কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরাজ্য বলিয়া গণ্য। এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু দত্তক গ্রহণের জন্য তাঁহারা কোন সনন্দ পান নাই। ঠাকুর সাহেব যশোবন্ত সিংহজী ফতেসিংহজী ঝালাবংশীয় রাজপুত। ইনি রাজকোটের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ইনি শাসনশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পলিটিকাল এজেণ্টের বিনা পরামর্শে ইনি স্বীয় অপরাধী প্রজাবৃন্দকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

রাজার বার্ষিক রাজস্ব ২২১৩৭০৲ টাকা। তন্মধ্যে ৪৫৫৩৩৲ টাকা ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিতে হয়। রাজা পণ্য দ্রব্যের উপর কোনরূপ কর গ্রহণ করেন না। তাঁহার উৎসাহে এখানে ১৭টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভোগবতী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৫৩´ পূঃ। এই নগর পূর্ব্বে ধনজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। এখানকার প্রাচীন দুর্গাদি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

লিম্বভট্ট (পুং) একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পূর্ণানন্দ প্রবন্ধ-প্রণেতা নারায়ণের পিতা।

লিম্বু, নেপাল ও সিকিমের সীমান্তবাসী জাতিবিশেষ। পার্ব্বত্য কিরাত জাতির একটী শাখা বলিয়া গণ্য। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইহারা অনেকাংশে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মসেবী। ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ; গো, শূকর ও পালিত পশুপক্ষিরক্ষা এবং পার্ব্বত্য ভূমে শস্যাদি উৎপাদন ভিন্ন ইহারা অন্য কোন কার্য্যই করে না। অধিকাংশ সময়ই ইহারা আলস্যে দিনপাত করিয়া থাকে। ছেঁচা বাঁশের বেড়ার উপর বন আদা ও এলাচী গাছের পাতা দিয়া ইহারা আপনাপন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করে।

দার্জ্জিলিঙ্গের সমীপবাসী লিম্বুগণ অতিরিক্ত মদ্য পান করে এবং দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, বলিরূপে নিহত পশুর প্রাণবায়ুই দেবতার গ্রহণীয় এবং তাহার মাংসপিণ্ড মনুষ্যেরই উপভোগ্য।

ডাঃ কাম্বেল ইহাদের ভাষায় জিহ্বামূলীয় ও তালব্য বর্ণের আধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, লেপ্‌ছা জাতির ভাষা অপেক্ষা লিম্বু ভাষাই অধিকতর শ্রুতিমধুর। ভারতীয় ও তিব্বতীয় ভাষার সহিত উক্ত ভাষার অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। লেপ্‌ছা-দিগের নিকট ইহারা চুঙ্গ নামে পরিচিত। ইহাদের শারীরিক গঠন অনেকাংশে মোঙ্গলীয়।

লিশ্, ১ তৌচ্ছ্য, অল্পীভাব। ২ গতি। দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্। গত্যর্থে তুদাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ লিশ্যতে লিশতি। লিট্ লিলেশ লিলিশে। লুট্ লেষ্টা। লৃট্ লেক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অলিক্ষৎ-ত। সন্ লিলিক্ষতি-তে। যঙ্ লেলিশ্যতে। যঙ্‌লুক্ লেলেষ্টি; ণিচ্ লেশয়তি। লুঙ্ অলীলিশৎ।

লিম্ব (পুং) লম্ব-কর্ত্তরি বন্, নিপাতনাৎ সাধুঃ, উপধায়া ইত্বং। নর্ত্তক।

লিসরি, হিমালয়-পর্ব্বতপ্রান্তবাসী জাতিবিশেষ। মিথুন-কোটের অদূরস্থ গুর্চ্চানি শৈলের নিকট লিসরি শৈলে ইহাদের বাস। ইহারা গুর্চ্চানি জাতির একটী শাখা বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহাদের অপেক্ষা বলহীন। ১৮৫০ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দুইবার এবং ১৮৫৩-৫৪ খৃষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি আটবার ইংরাজ সৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়াও পরাজিত করিতে পারে নাই।

লিহ্, আস্বাদন, লেহন। অদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লেঢ়ি, লীঢ়, লিহন্তি, লেক্ষি। লীঢ়ে। লোট্ লেঢু। লীঢ়ি, লেহানি, লীঢ়াং। লিঙ্ লিহ্যাৎ, লিহীত। লঙ্ অলেট্, অলীঢ়। লিট্ লিলেহ, লিলিহতুঃ। লুট্ লেঢ়া। লুঙ্ অলিক্ষৎ, অলিক্ষত, অলীঢ়, অলিক্ষাতাং অলিক্ষন্ত। সন্ লিলিক্ষতি-তে। যঙ্-লেলিহ্যতে, যঙ্‌লুক্ লেলেঢ়ি। ণিচ্ লেহয়তি। লুঙ্ অলীলিহৎ। অব+লিহ—অবলেহন। আ+লিহ—বেধ।

লী, ১ শ্লেষণ, লীনভাব। ২ দ্রাবণ। ক্র্যাদি° পরস্মৈ° পক্ষে দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্। দ্রাবণার্থে চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ লিনাতি, লীয়তে। লিট্ লিলায়, লিল্যে, লিল্যতুঃ, লিল্যে। লুট্ লেতা, লাতা। লৃট্ লেষ্যতি, লাস্যতি। লেষ্যতে, লাস্যতে। লোঙ্ লীয়াৎ, লেষীষ্ট, লাসীষ্ট। লুঙ্ অলৈসীৎ, অলাসীৎ, অলৈষ্টাং অলাষ্টাং অলৈষুঃ অলাসিষুঃ অলেষ্ট, অলীষ্ট, অলেষাতাং অলাসাতাং। অলেষত, অলাসত। সন্ লিলীষতি। যঙ্ লেলীয়তে। যঙ্‌লুক্ লেলয়ীতি, লেলেতি। চুরাদি পক্ষে লাপয়তি, লায়য়তি। ভ্বাদি পক্ষে লয়তি।

লীকা (স্ত্রী) হ্রস্বমূষিকমারী। চলিত ছোট ইন্দুরমারী।

লীক্ষা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লীক্ষা (স্ত্রী) লিক্ষা। (শব্দরত্না°)

লীন (ত্রি) লী-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫)° ইতি নিষ্ঠাতস্য ন। ১ লয়প্রাপ্ত। ২ শ্লিষ্ট।

"দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ শিরসামতীব॥"
(কুমারস° ১।২১

লীলা (স্ত্রী) লয়নমিতি লী সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, লিয়ং লাতীতি লা-ক। ১ কেলি। ২ বিলাস। ৩ শৃঙ্গারভাব চেষ্টা। (মেদিনী) ৪ খেলা। (বিশ্ব)

"লীলাবিদধতঃ স্বৈরমীশ্বরস্যাত্মমায়য়া॥" (ভাগবত ১।২।১৮)

৫ নায়িকাদিগের প্রিয়তমের সমাগম লাভ না হইলে স্বচিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রিয়তমের বেশ, গতি, দৃষ্টি, হাস্য ও ভণিতাদির অনুকরণের নাম লীলা।

"অপ্রাপ্তবল্লভসমাগমনায়িকায়াঃ
সখ্যাঃ পুরোঽত্র নিজচিত্তবিনোদবুদ্ধ্যা।
আলাপবেশগতিহাস্যবিলোকনাদ্যৈঃ
প্রাণেশ্বরানুকৃতিমাকথয়ন্তি লীলাম্॥" (অমরটীকায় ভরত)

৬ ভগবানের ক্রীড়া বা কার্য্যাবলীকে লীলা কহে। চলিত প্রবাদ আছে যে,—

"ভগবানের বেলা লীলাখেলা,
পাপ লিখিছে মানবের বেলা।"

প্রকট ও অপ্রকটভেদে ভগবানের লীলা দ্বিবিধ।

"প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোচ্যতে।" (পদ্মপুরাণ)

ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বাল্যক্রীড়া ব্যপদেশে যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাই প্রকট লীলা, এবং যে লীলা অব্যক্ত থাকে, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলা যায়। শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উভয়বিধ লীলার এইরূপ পরিচয় আছে—

"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে॥
সহৈব স্বপরীবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ।
কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যাশক্তিরেব সা॥
তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ।
প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা॥
অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ।
তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ॥

গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিণঃ।
যাস্তত্র তত্রাপ্রকটা-স্তত্র তত্রৈব সন্তিতাঃ॥" (শ্রীভাগবতামৃত)
৭ ছন্দোভেদ। ইহার চারিটী চরণ, প্রত্যেক চরণে ১, ৪, ৭, ১০, ১৫ ও ১৬ বর্ণ গুরু এবং ২,৩, ৫, ৬, ৮, ৯, ১১, ১২,১৪,১৫ বর্ণ লঘু।

লীলাকমল (ক্লী) লীলার্থং কমলম্। ক্রীড়াপদ্ম। (মেঘ° ৬৬)

লীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ।

লীলাকলহ (পুং) কলহের ভান।

লীলাখেল (ত্রি) ক্রীড়াশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্। ছন্দোভেদ। উহার প্রত্যেক চরণে ১৫টী অক্ষর আছে, সকল গুলিই গুরু।

লীলাগার (ক্লী) লীলার্থং আগারং। লীলাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ।

লীলাগৃহ (ক্লী) খেলাঘর।

লীলাগেহ (ক্লী) ক্রীড়াগার।

লীলাঙ্গ (ত্রি) চঞ্চল বা নিরন্তর ক্রীড়েচ্ছু অঙ্গযুক্ত। (বৃষাদি)

লীলাচন্দ্র, একজন প্রাচীন কবি।

লীলাজন, (নৈরঞ্জন) বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। গয়াধামের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে মোহনার সহিত মিলিত হইয়া ফল্গু নামে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে।

লীলাচল (পুং) জনপদভেদ। [নীলাচল দেখ।]

লীলাতনু (স্ত্রী) লীলাপ্রকটনার্থ ধৃতদেহ।

লীলাতামরস (ক্লী) ক্রীড়াকমল, লীলাকমল।

লীলাদগ্ধ (ত্রি) স্বেচ্ছায় ভস্মীভূত।

লীলানটন (ক্লী) কৌতুকাবহ নৃত্য।

লীলাদ্রি (পুং) লীলাচল।

লীলাধর ভট্ট, দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক কবি। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

লীলাপদ্ম (ক্লী) লীলার্থং পদ্মং। ক্রীড়াকমল।

লীলাপর্ব্বত (পুং) লীলাচল।

লীলাব্জ (ক্লী) লীলাকমল।

লীলাভরণ (ক্লী) পদ্মমালায় নির্ম্মিত অলঙ্কার।

লীলামনুষ্য (পুং) ছদ্মবেশী মনুষ্য। মনুষ্যাকার কিন্তু মনুষ্য নহে এইরূপ দেহাকৃতিবিশিষ্ট।

লীলাময় (ত্রি) লীলাস্বরূপে ময়ট্। লীলাস্বরূপ।

লীলামাত্র (অব্য) খেলিতে খেলিতে।

লীলামানুষবিগ্রহ (ত্রি) ১ ছদ্মবেশী মনুষ্য। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

লীলাম্বুজ (ক্লী) লীলাপদ্ম। (কথাসরিৎসা° ২৩। ৬৯)

লীলায়ুধ (পুং) জাতিবিশেষ। [নীলায়ুধ দেখ।]

লীলারতি (স্ত্রী) ক্রীড়া

লীলারবিন্দ (ক্লী) লীলাকমল।

লীলাবজ্র (ক্লী) বজ্রাকার শস্ত্রভেদ।

লীলাবতার (পুং) লীলাপ্রকটনার্থ বিষ্ণুর অবতার।

লীলাবৎ (ত্রি) লীলা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য বঃ। লীলা-বিশিষ্ট, ক্রীড়াযুক্ত।

লীলাবতী (স্ত্রী) লীলাবৎ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ কেলিযুক্তা। ২ বিলাসবতী। ৩ শৃঙ্গারভাবচেষ্টান্বিতা। ৪ খেলাবিশিষ্টা। ৫ বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পত্নীর নাম লীলাবতী। এই লীলাবতী একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহার নামও লীলাবতী। লীলাবতীমঙ্গলাচরণ শ্লোকের টীকায় গণেশ লিখিয়াছেন যে,—

"গোদাবরীতীরনিবাসিনঃ মহারাষ্ট্রদেশোদ্ভবস্য শ্রীভাস্করা-চার্য্যস্য গ্রন্থকর্ত্তুঃ সুপ্রিয়া লীলাবতী বিরহবিক্ষিপ্তহৃদয়স্য তাং পদে-লীলাবত্যা লীলাবতীমিব" (লীলাবতীটীকায় গণেশ)

ভাস্করাচার্য্যও লীলাবতী নামে একখানি অঙ্কগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রীতিং ভক্তজনস্য যে জনয়তে বিঘ্নং বিনিঘ্নন্ স্মৃত-
স্তং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদং নত্বা মতঙ্গাননম্।
পাটীং সদ্গণিতস্য বচ্মি চতুরপ্রীতিপ্রদাং প্রস্ফুটাং
সংক্ষিপ্তাক্ষরকোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্॥"(লীলাবতী)

৬ অবিক্ষিৎ নৃপতির স্ত্রী। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২৩।১৭)

৭ বেশ্যাবিশেষ। (মৎস্যপুরাণ)

৮ ন্যায়গ্রন্থ বিশেষ।

"দ্রব্যং নাকুলমুজ্জ্বলো গুণগণঃ কর্ম্মাধিকং শ্লাঘ্যতে
জাতির্বিপ্লুতিমাগতা ন চ পুনঃ শ্লাঘ্যা বিশেষ স্থিতিঃ।
সম্বন্ধঃ সহজো গুণাদিভিরয়ং যত্রাস্ত সৎপ্রীতয়ে
সাম্বীক্ষানয়বেশ্মকর্ম্মকুশলা শ্রীন্যায়লীলাবতী॥" (মণ্ডনমিশ্র)

লীলাবধূত (ত্রি) স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল।

লীলাবাপী (স্ত্রী) জলকেলির নিমিত্ত পুষ্করিণী।

লীলাবেশ্মন্ (ক্লী) লীলাগৃহ।

লীলাশুক (পুং) ভক্তকবি বিল্বমঙ্গলের নামান্তর।

লীলাসাধ্য (ত্রি) সহজসাধ্য। যাহা অবহেলায় নিষ্পন্ন করা যায়।

লীলাস্বাত্মপ্রিয় (পুং) তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তি (দুর্গা) ভক্তগণের মধ্যে সুপরিচিত। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ আছে।

লীলোদ্যান (ক্লী) লীলার্থমুদ্যানং। দেববন। (ত্রিকা)

"অথ মানসমুল্লঙ্ঘ্য দেবর্ষি-ব্রাতসেবিতম্।
অতীত্য গণ্ডশৈলঞ্চ লীলোদ্যানং হ্যযোষিতাম্॥" (কথাসরিৎসা°)

লীলোপবতী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী গুরুবর্ণ থাকে।

লুআড়ি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Phylanthus longifolius)

লুই (দেশজ) লোমদ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রভেদ। স্বনামপ্রসিদ্ধ পশমী বস্ত্র।

লুক্ (পুং) লোপ, ব্যাকরণের সংজ্ঞাভেদ, লুক্ ও লোপে প্রভেদ আছে।

লুক, কৃদন্ত প্রত্যয়ভেদ। এই প্রত্যয়যোগে ধাতুর বিশেষণরূপ হইয়া থাকে।

লুকা [ন] (দেশজ) গোপন।

লুকা (লুবা), আসাম প্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্রনদী। পর্ব্বতগাত্র-বিধৌত কতকগুলি সরিৎমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া ইহা উত্তর-কাছাড় ও জয়ন্তী শৈলবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। জয়ন্তীর পার্ব্বত্যজেলা অতিক্রম করিয়া ইহা শ্রীহট্টজেলার মূলাঘুল গ্রামের নিকট সুরমা নদীতে মিলিত হইয়াছে।

লুকাচুরি (দেশজ) বালকদিগের ক্রীড়াবিশেষ। ইহাতে এক-জন চোর সাজিয়া অপর সঙ্গীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ায়।

লুকিবিদ্যা (স্ত্রী) ১ গুপ্তবিদ্যা। ২ রহস্যপূর্ণ ভৌতিক প্রক্রিয়া।

লুকোলুকি (দেশজ) পুনঃ পুনঃ গোপনের ছলনা।

লুক্কায়িত (ত্রি) লুক-কায়স্য যস্য তাদৃশ ইবাচরতীতি লুক্কায়-ক্বিপ্, ততঃ ক্ত। অন্তর্হিত।

লুকেশ্বর (ক্লী) তীর্থভেদ।

লুগু, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার মধ্য-অধিত্যকা ভূমির দক্ষিণস্থ একটি গণ্ডশৈল। অক্ষা° ২৩°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৪৪´৩০´´ পূঃ। এই শৈলখণ্ডের উত্তর মুখে ২২০০ ফিট্ উচ্চে একটি প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা স্থানীয় প্রাচীন সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচয় স্থল। এই পর্ব্বতাংশের সর্ব্বোচ্চ শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩২০৩ ফিট্ উচ্চ।

লুঘাসী, বুন্দেলখণ্ড বিভাগের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত-রাজ্য। ভারতগবর্মেণ্ট ও মধ্যভারত এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ছত্রপুর রাজ্য, এবং পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিমাংশ হামীরপুর রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ইংরাজরাজ যখন বুন্দেলখণ্ডের আধিপত্য লাভ করেন, তখন এখানকার সর্দ্দারেরা ১১ খানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। তিনি যথারীতি ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার ও বন্দোবস্তীপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বীয় সম্পত্তি ও সামন্তপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময়, এখানকার সামন্ত সর্দ্দারসিংহকে ইংরাজরাজের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত দেখিয়া বিদ্রোহিদল লুঘাসী লুণ্ঠন করিয়া বহু ক্ষতি করিয়াছিল। রাজা বিদ্রোহীর অত্যাচার সহ্য করিয়াও অবিচলিত ভাবে ইংরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ তাঁহার এই রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে রাও বাহাদুর উপাধি, রাজ-পরিচ্ছদ এবং ২ হাজার টাকা আয়ের একটি জায়গীর দান করেন। এতদ্ভিন্ন সনন্দের দ্বারা তাঁহাকে দত্তক গ্রহণেরও অধিকার দান করা হয়। তাঁহার পৌত্র রাও বাহাদুর ক্ষেত্রসিংহ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পৈতৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট রাজকার্য্য পরিচালন করেন। ঐ সময়ে লুঘাসী রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। রাজস্ব প্রায় ১০ হাজার টাকা।

কাল্পী হইতে জব্বলপুর যাইবার পথে কাল্পী হইতে ৪৩ ক্রোশ দক্ষিণে লুঘাসী নগর অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর বাজার আছে। নগর মধ্যে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ স্থাপিত। ঐ দুর্গে রাজার ৯০ জন পদাতিক সৈন্য এবং ৭টী কামান ও কামান-বাহী সেনাদল বাস করে।

লুঙ্গ (পুং) মাতুলুঙ্গ বৃক্ষ, চলিত ছোলঙ্গলেবুর গাছ। (বৈদ্যকনি°)

লুঙ্গমাংস (ক্লী) মাতুলুঙ্গমাংস। (বৈদ্যকনি°)

লুঙ্গাম্ল (ক্লী) মাতুলুঙ্গাম্ল। (রসেন্দ্রসারসং)

লুঙ্গুষ (পুং) ছোলঙ্গ লেবু। (রত্নমা°)

লুচি (দেশজ) গোধূমচূর্ণ (ময়দা) জলে মাখিয়া ও পিণ্ডাকৃতি করিয়া চাকী ও বেলন সহযোগে বেলিয়া যে চক্রাকার ময়দার পাত উত্তপ্ত ঘৃতে ভাজা হয়, তাহাই লুচি। ইহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য। গরমলুচি লবণ যোগে ভক্ষণ করিলে রক্তামাশয় আরোগ্য হয়।

লুচ্চা (পারসী) ১ কামুক। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ বেশাদি দ্বারা রমণীর চিত্তহরণপ্রয়াসী।

লুচ্চাপনা (পারসী) কামুকের হাবভাব বা কার্য্য। এই অর্থে লুচ্চাম ও লুচ্চামী শব্দেরও প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লুজ, দীপ্তি। চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লুঞ্জয়তি। লুঙ্ অলুলুঞ্জৎ।

লুঞ্চ, ১ অপনয়ন, অপসারণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লুঞ্চতি। লিট্ লুলুঞ্চ। লুট্ লুঞ্চিতা। লুঙ্ অলুঞ্চীৎ।

লুঞ্চিতকেশ (পুং) জৈন সাম্প্রদায়িকভেদ। তাহারা ঔষধাদি যোগে মাথার কেশ ও গাত্রলোম নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

লুট্, বিলোড়ন। ভ্বাদি°, পক্ষে দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোটতি। দিবাদিপক্ষে লুট্যতি। লিট্ লালাট, লুলুটতুঃ। লুট্ লোটিতা। লুঙ্ অলোটীৎ, অলুটৎ। ণিচ্ লোটয়তি। লুঙ্ অলুলুটৎ। লুট প্রতিঘাত। ভ্বাদি° আত্মনে° সক°

সেট্। লট্ লোটতে। লুট্ লোটিতা। লুঙ্ অলোটিষ্ট। প্রলুট্—স্তুতি, অপহ্নব, চৌর্য্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতু ইদিৎ। লট্ লুণ্টতি। লুঙ্ অলুণ্টীৎ। এই অর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লুণ্টয়তি। লুঙ্ অলুলুণ্টৎ।

লুট্ (দেশজ) লুণ্ঠন শব্দের অপভ্রংশ। পরস্বাপহরণ।

লুটপাট্ (দেশজ) লুণ্ঠন।

লুট্পুটান (দেশজ) গোলে পড়া। বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাতড়ান।

লুটা (দেশজ) ১ গড়াগড়ি। ২ লুণ্ঠন করা।

লুটান (দেশজ) ১ লুণ্ঠনকার্য্য। ২ ধূলায় বিলুণ্ঠিত করণ।

লুটিয়ারা (দেশজ) ডাকাইত। লুটেরা।

লুটী (দেশজ) ১ গোলাকার সূতার পিণ্ড। ২ জড়ান বস্ত্রখণ্ড।

লুটীস্যুটী (দেশজ) গোলযোগ। বিশৃঙ্খলা।

লুটের দ্রব্য (দেশজ) লুণ্ঠনদ্বারা লব্ধ পদার্থ।

লুঠ, ১ উপঘাত। ২ আলস্য। ৩ স্তেয়। ৪ খোড়ন। ৫ প্রতীঘাত। ৬ লোট। উপঘাতার্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ°, প্রতীঘাতার্থে আত্মনে° চৌর্য্যার্থে চুরাদি° পরস্মৈ° লোটার্থে তুদাদি° পরস্মৈ° উভ° সেট্। লট্ লুণ্ঠতি, লোঠতে, লুঠতি। লুঙ্ অলোঠীৎ, অলুলুণ্ঠৎ।

লুঠন (ক্লী) লুঠ-ভাবে ল্যুট্। ভূমিতে অশ্বের পুনঃ পুনঃ শ্রমোপহনন, চলিত লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া, পর্য্যায় বেল্লন। (ত্রিকা°)

লুঠনেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহাকে লুঠেশ্বর বা লুকেশ্বর তীর্থও কহে। হেমচন্দ্র এই তীর্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

লুঠিত (ত্রি) লুঠ-ক্ত। মুহুর্মুহুঃ ভূমিতে পরাবৃত্ত হওয়া। শ্রমশান্তির জন্য যে সকল অশ্ব ভূমিতে বারংবার গড়াগড়ি দেয়, তাহাকে লুঠিত কহে। পর্য্যায় বেল্লিত, অপাবৃত্ত, পরাবৃত্ত। (হেম)

"শিলাকলাপো লুঠিতঃ কিমঞ্জনগিরেবয়ং।
কিমুতাকালকল্পান্তমেঘৌঘঃ পতিতো ভুবি॥"
(কথাসরিৎসা° ১০২। ৭৭)

লুড়, ১ মন্থন, আলোড়ন। ২ সংবৃতি। ৩ শ্লেষ। মন্থনার্থে—ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্,সংবৃতি ও শ্লেষার্থে তুদাদি° পরস্মৈ°। লট্ লোড়তি। লুট্ লোড়িতা। লুঙ্ আলোড়ীৎ, ক্ত লোড়িত, ণিচ্ লোড়য়তি। আ+লুড়=আলোড়ন। বি+লুড়—বিলোড়ন। তুদাদিপক্ষে লুট্ লুড়তি। লুঙ্ অলুড়ীৎ।

লুড়্ঝুড় (দেশজ) গুল্মভেদ (Casearia glomerata)

লুড়্বুড়্ (দেশজ) এদিক্ ওদিক্ নড়িয়া বেড়ান।

লুড়ী (দেশজ) উপলখণ্ড।

লুণ (দেশজ) লবণ।

লুণাবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থা পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত একটি দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তর সীমায় রাজপুতনার অন্তর্গত দুঙ্গরপুর সামন্ত রাজ্য, পূর্ব্বে রেবাকান্থার অন্তর্গত শুঁথ ও কড়ানা রাজ্য, দক্ষিণে পঞ্চমহলের অন্তর্গত গোধ্‌ড়া উপবিভাগ এবং পশ্চিমে মহীকান্থার ইদর রাজ্য ও রেবাকান্থার অন্তর্গত বালাসিনোর রাজ্য। অক্ষা° ২২°৫০´ হইতে ২৩°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°২১´ হইতে ৭৩°৪৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৮৮ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ১টি নগর ও ১৬৫টি খানি গ্রাম আছে।

মহীনদী এই রাজ্যমধ্যে প্রবাহিত। মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত বাঁধ আছে। কূপাদি খনন করিয়া তথাকার লোকে চাসবাস করে এবং তাহাই স্থানীয় জলাভাব দূরীকরণের এক মাত্র উপায়। গুজরাত হইতে মালব পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত পথ লুণাবাড় নগরের পার্শ্ব দিয়া গমন করায় এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। গম, কলাই এবং সেগুণ কাষ্ঠ এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। গুজরাতের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই স্থানের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল। জ্বর ভিন্ন এখানে সাধারণতঃ অন্য ব্যাধি দৃষ্ট হয় না।

অন্‌হিলবাড়পত্তনের-রাজপুত রাজবংশ হইতে এখানকার রাজবংশ উৎপন্ন। প্রবাদ, এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণ ১২২৫ খৃষ্টাব্দে বীরপুর নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশীয় কোন রাজা লুণাবাড়ে রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। অধিক সম্ভব,গুজরাত প্রদেশে মুসলমান-রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে, তাঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহীনদী অতিক্রমপূর্ব্বক এখানে আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর এখানকার সামন্তরাজগণ গাইকোবাড় ও সিন্দেরাজের অধীন সামন্তরূপে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৮১৯খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্ট সিন্দেরাজের কর্ত্তৃত্ব অনুমোদন করিয়াছিলেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে লুণাবাড় মহীকান্থার পলিটিকাল এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ পঞ্চমহল জেলার সহিত এই রাজ্যের শাসনকর্ত্তৃত্বও ইংরাজগবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন।

মহারাণা বখৎ (ভক্ত) সিংহজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি সোলাঙ্কীবংশীয় রাজপুত। পলিটিকাল এজেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত তিনি স্বীয় অপরাধী প্রজাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। ইংরাজরাজের নিকট হইতে তিনি মাঙ্গল্যসূচক ৯টী তোপ পান। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। রাণার দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই। মোট রাজস্ব ১৬২২৬০৲ টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও বড়োদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ১৮০০০ টাকা দিতে হয়। রাজসৈন্যসংখ্যা ২০৪ জন। এখানে ২২টী বিদ্যালয় আছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। দুর্গ ও প্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত। মহী ও পনাম নদীর সঙ্গমের দুই ক্রোশ পূর্ব্বে এবং পনাম তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৩৯´৩০´´ পূঃ।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রাণা ভীমসিংহজী এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় প্রবাদ, এক দিন রাণা মহীনদী উত্তরণ করিয়া মৃগয়ায় বহির্গত হন। ঘটনাচক্রে বনপথে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় দল ছাড়া হইয়া পড়েন। রজনী সমাগমে বনান্ধকারে পথ হারাইয়া তিনি নিকটস্থ এক সাধুর আশ্রমে উপনীত হন। রাজা সেই যোগনিরত সাধু সমক্ষে উপনীত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কুটীরের একপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। সাধু যোগবলে রাজার দৈন্যতা জানিতে পারিয়া মনে মনে তাঁহার সাধুতাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং যোগভঙ্গ হইলে রাজাকে আসন পরিগ্রহ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন—তোমার ও তোমার বংশধরগণের অদৃষ্ট বড়ই সুপ্রসন্ন; তুমি এই বনে একটী নগর স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন কর। কল্য প্রত্যূষে এই স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া যেখানে তোমার সম্মুখ দিয়া একটী শশক গমন করিতে দেখিবে, সেই স্থানেই নগর স্থাপন করিবে। রাজা সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে পথ অতিবাহিত করিয়া পার্শ্বস্থিত গুল্মলতাভ্যন্তর হইতে একটী শশক নির্গত হইতে দেখিলেন এবং বল্লমের আঘাতে তাহাকে সেই স্থানেই নিপাতিত করিলেন। সেই স্থানেই পরে তিনি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। যোগিবর লুণেশ্বরের উপাসক ছিলেন। রাজা সেই সাধু ও দেবতার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া নগরের নাম লুণাবাড় রাখেন। নগরের দরকুলী দ্বারের বহির্ভাগে আজিও লুণেশ্বরের মন্দির বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে এই নগর গুজরাত ও মালবের বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। ঐ সময়ে এখানে উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত। বোম্বে-বড়োদা-মধ্যভারত রেলপথের গোধ্‌ড়া শাখার শেষ ষ্টেসন শেরা নগর হইতে লুণাবাড় পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে, এই পথে এখানকার মালপত্র গোধ্‌ড়ায় আনীত ও বিক্রীত হয়। এখানে কয়েদখানা, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

লুনিয়া (দেশজ) ১ গুল্মভেদ। (Portulaca oleracea) ২ লবণব্যবসায়ী।

লুণ্ট, অবজ্ঞা, চৌর্য্য। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌ লুণ্টয়তি, পক্ষে লুণ্টতি। লুঙ্‌ অলুলুণ্টৎ, পক্ষে অলুণ্টীৎ।

লুণ্টক (পুং) লুণ্টতীতি লুণ্ট-ণ্বুল্‌। ১ শাকবিশেষ। চলিত নটেশাক।

লুণ্টা (স্ত্রী) লুণ্ট-অঙ্‌-টাপ্‌। লুণ্ঠন। (শব্দরত্না°)

লুণ্টাক (পুং) লুণ্টতীতি লুণ্ট-(জল্প-ভিক্ষ-কুট্টলুণ্টবৃঙঃ ষাকন্‌। পা ৩।২।১৫৫) ইতি কন্‌। ১ চৌর।

লুণ্টাকী (স্ত্রী) লুণ্টাক-ষিত্বাৎ ঙীপ্‌। স্ত্রীচৌর।

লুণ্ঠক (ত্রি) লুণ্ঠতীতি লুণ্ঠ-ণ্বুল্‌। স্তেয়কারক, লুণ্ঠনকারী, চলিত লুঠেরা।

"যে চৌরা বহ্নিনা দুষ্টা গরদা গ্রামলুণ্ঠকাঃ।
সারমেয়াদনে তে বৈ পাত্যন্তে পাতকান্বিতাঃ॥"(পদ্মপু°পাতালখ°)

লুণ্ঠন (ক্লী) লুণ্ঠ-ল্যুট্‌। লুণ্ঠন, লুঠ করা।

"হরণং লুণ্ঠনং তদ্বৎ তৎপত্নীনাং নরাধিপঃ।"(দেবীভাগ° ৫।১।১৮)

২ গড়াগড়ি দেওন।

লুণ্ঠনদী (স্ত্রী) নদীভেদ।

লুণ্ঠা (স্ত্রী) লুণ্ঠ-অঙ্‌ স্ত্রিয়াং টাপ্‌। লুণ্ঠন। (শব্দরত্না°)

লুণ্ঠাক (পুং) লুণ্ঠ-ষাকন্‌। ১ কাক। (ত্রিকা°) ২ চোর।

"বিম্বোহভিসারিকাণাং ভবনগণস্ফাটিকপ্রভানিকরঃ।
যত্র বিরাজতি রজনীতিমিরপটপ্রকটলুণ্ঠাকঃ॥" (কলাবি° ১।৩)

লুণ্ঠি (স্ত্রী) দস্যুবৃত্তি। অপহরণ।

লুণ্ঠী (স্ত্রী) লুণ্ঠন, লুট হওয়া।

লুণ্ড, চৌর্য্য। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ লুণ্ডয়তি লুঙ্‌ অলুলুণ্ডৎ।

লুণ্ডিকা (স্ত্রী) লুণ্ডী স্বার্থে কন্‌, ততষ্টাপ্‌। ১ ন্যায়সারিণী। (হারাবলী) একত্র বেষ্টিত মেষলোমাদি, মেষলোমাদি একত্র করিয়া যে দলার মত হয়, তাহাকে লুণ্ডিকা কহে। চলিত ইহাকে নুড়ি কহে।

"সৈন্ধবঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে।
প্রতপ্তমূর্ণয়া ঘৃষ্টং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ॥
তামভাজনে ঘৃতং সৈন্ধবং দত্বা রৌদ্রে তপ্তং কৃত্বা মেষলোম-লুণ্ডিকয়া ঘৃষ্ট্বা মলগ্রহং কৃত্বা তেন প্রক্ষয়েৎ।" (ভৈষজ্যরত্না°)

লুণ্ডী (স্ত্রী) ন্যায়সারিণী। (ত্রিকা°)

লুথ, কুন্থন, বধ ও ক্লেশ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌ লুন্থতি। লুঙ্‌ অলুন্থীৎ।

লুদ্‌জু, (লাদজু), চীন ও ভারতসীমান্তবাসী পার্ব্বতীয় জাতি বিশেষ। নৌকিয়াং নামক স্থানে পশ্চিমে লুদ্রজু নামক স্থানে ইহাদের বাস। আচার ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ বর্ব্বর। কতকগুলি কাটের খুটী পাশাপাশি পুতিয়া তাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ বিচার নাই। সাধারণতঃ তাহারা চিতাবাঘ, ছাগল, খেঁক্‌শিয়াল প্রভৃতি পশুচর্ম্মে আপনাদের গাত্র আবৃত করে। যোদ্ধারা চর্ম্মবর্ম্মেই দেহাচ্ছাদন করে, কিন্তু গৃহস্থ ও জাতীয় সর্দ্দারগণ কার্পাস বস্ত্র পরিধান

করিয়া থাকে। যাহারা খৃষ্টধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহারা চীনবাসীর অনুরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে।

ইহাদের গাত্রবর্ণ পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ। মাথায় তাহারা চীনবাসীর ন্যায় দড়া বিনাইয়া বড় চুল রাখে। যুদ্ধ কার্য্যে তাহারা সুনিপুণ। পার্শ্ববর্ত্তী দেশবাসীদিগকে, বিশেষতঃ যুন্-নান্ জাতিকে নিরন্তর উপদ্রবে উৎকণ্ঠিত করিতে তাহারা কাতর হয় না। বড় ছুরি, বড়শা ও ধনুকও তাহাদের এক মাত্র অস্ত্র। আসাম সীমান্তস্থিত খামতী জাতির বাসভূমি হইতে তাহারা ঐ সকল অস্ত্রাদি লইয়া যায়। চীনরাজকে তাহারা কোন কর দেয় না অথবা তাহার রাজশক্তির বশীভূত বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু চীনরাজের আদেশ পাইলে তাহারা স্বেচ্ছায় লুণ্ঠনের লোভে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ১২ শত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা আছে। ভূতাদির তৃপ্তিসাধনার্থ তাহারা মুরগী বলি দিয়া থাকে।

লুধিয়ানা, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। ছোট লাটের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শতদ্রু নদী, পূর্ব্বে অম্বালা জেলা, দক্ষিণে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা ও মালের কোট্‌লা সামন্তরাজ্য এবং পশ্চিমে ফিরোজপুর জেলা। অক্ষা° ৩০°৩৩´ হইতে ৩১°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৪´ ৩০´´ হইতে ৭৬°২৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৩৭৫ বর্গমাইল। সরমালা, লুধিয়ানা ও জগরাওন্ তহসীল লইয়া এই জেলা গঠিত।

এই জেলার সর্ব্বত্র সমতল। কোথাও একটী গণ্ডশৈল দৃষ্ট হয় না। নদী না থাকায় জলকষ্ট বিশেষরূপে অনুভূত হয়। দক্ষিণসীমায় শতদ্রু নদীর একটী প্রাচীন খাত আছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর। বর্ষাঋতুতে বিশেষতঃ বৃষ্টিপাতের পর এই খাত পূর্ণ হইয়া উঠে। গ্রীষ্মের সময় জলাভাবে তাহা শুকাইয়া যায়। অম্বালা হইতে সর্‌হিন্দ-খাল এই জেলার পূর্ব্বাংশে প্রবেশ করায় স্থানীয় জলাভাব কতকাংশ বিদূরিত হইয়াছে। ঐ খালের অপর দুইটী শাখা জেলার পশ্চিম পরগণাসমূহে প্রসারিত থাকায় চাসবাসের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় মরুসদৃশ। মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকাপূর্ণ ভূমিখণ্ড শ্যামল শস্যে পরিবৃত হইয়া স্থানীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে।

এখানে বন্যজন্তুসঙ্কুল সেরূপ গভীর বনপ্রদেশ নাই। শতদ্রুর প্রাচীন গর্ভ সমীপবর্ত্তী 'বেৎ' বিভাগ ব্যতীত জেলার আর কোথাও ফুলফিয়া, পিপুল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় গাছ দেখা যায় না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের পুষ্করিণীতটে এক একটী অশ্বত্থ ও বট দেখিতে পাওয়া যায়। গাছের অভাব দূর করিবার জন্য এখন রাস্তার উভয় পার্শ্বে বড় জাতীয় বৃক্ষসমূহ রোপিত হইতেছে। এখানে স্থানবিশেষে মৃত্তিকা হইতে কাঁকর উত্তোলিত হয়। উহা রাস্তায় ছড়াইয়া দেওয়া হয়। কাঁকর পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত হয়, তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান লুধিয়ানা নগর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দের অধিক পূর্ব্বে গঠিত হয় নাই, কিন্তু এই জেলার অন্যান্য স্থানে অনেক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া মনে হয়, ঐ সকল নগর বহুকাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ ছিল। কালসহকারে ও দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহা ধ্বংসমুখে নিপতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান লুধিয়ানা নগরের সন্নিকটে সুনেত নামক স্থানে একটী সুদূর বিস্তৃত ও ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকাদিপূর্ণ প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ ধ্বস্ত স্তূপরাশি আজিও তাহার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ভারতে মুসলমান সমাগমের পূর্ব্বে ঐ জনপদের গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপাদি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদপেক্ষা পূর্ব্বতন হিন্দুরাজধানী মৎস্যবাট নগরীর পূর্ব্বসৌন্দর্য্যের নিদর্শন মাত্র পরিলক্ষিত না হইলেও মহাভারতে তাহার সমৃদ্ধির পরিচয় আছে।

মুসলমান অধিকারে এই স্থানের রাজকোটের রাজপুত রায়বংশ প্রবল ছিলেন। পরে ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রাজানুগ্রহভাজন হন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশ দিল্লীর সৈয়দ রাজবংশের নিকট হইতে এই প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর লোদীবংশীয় রাজগণের উদ্যোগে লুধিয়ানা নগর স্থাপিত হয়, পূর্ব্বোক্ত সুনেত নগরীর ইষ্টকাদি লইয়া মুসলমানগণ এই নগর পত্তন করিয়াছিলেন, অনেক অট্টালিকায় আজিও ত্রি-অঙ্গুলিচিহ্নযুক্ত সুনেত নগরীর প্রাচীন ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্রাট্ বাবর শাহ কর্ত্তৃক লোদীবংশের অধঃপতন সাধিত হইলে, এই নগর মোগলরাজবংশের অধিকৃত হয়। তদবধি ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা মোগলবাদশাহগণের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে রাজকোটের রায়বংশ পুনরায় উক্ত নগরের শাসনাধিকারী হইয়াছিলেন।

মোগল অধিকারে এই স্থান দিল্লী সুবার সর্‌হিন্দ্ সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজকোটের রায়বংশ তৎকালে এই জেলার পশ্চিমাংশের ইজারাদার ছিলেন। মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনে মোগলরাজশক্তি হতবল দেখিয়া রায় রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাঁহারা এই জেলার বর্ত্তমান অধিকৃত বিভাগ ও ফিরোজপুরের কতকাংশ লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে শিখগণ সর্‌হিন্দ্ জয় করেন। তৎকালে কএকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখসর্দ্দারের হস্তে এই জেলার পশ্চিমাংশ নিপতিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রায়কোট-

রাজসিংহাসনে বালক রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া শিখসর্দ্দারগণ রাজকোটরাজ্য আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে রাজকোটরাজ উপারান্তর না দেখিয়া সৌভাগ্যান্বেষী ভারতীয় সামন্তরাজ জর্জ্জ টমাসের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহ সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া এই বিভাগের অপরাপর শিখসর্দ্দারদিগকে পরাজয় করেন। ঐ সময়ে রাজকোটের রায়-বংশের অধিকৃত রাজ্যও রণজিতের করকবলিত হইয়াছিল। রণজিৎ সিংহ রাজকুমার ও তাঁহার দুইটী বিধবা মাতার ভরণ-পোষণার্থ দুইটীমাত্র গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের তৃতীয় অভিযানের পর, ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত পঞ্জাবপতির যে সন্ধি হয়, তাহাতে রণজিৎ শতদ্রু পার হইয়া আর অধিক রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই। উক্ত সন্ধির পর, ইংরাজরাজ স্বাধিকাররক্ষণমানসে লুধিয়ানায় একটি সেনানিবাস স্থাপন করেন। তৎকালে ঐ সেনাবাস ঝিন্দরাজ্যের অধিকার মধ্যে স্থাপিত হওয়ায়, ইংরাজগবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঝিন্দরাজকে কর দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজবংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে লুধিয়ানার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কতকস্থান ইংরাজাধিকারে আইসে, তাহা হইতেই বর্ত্তমান লুধিয়ানা জেলার উৎপত্তি।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে লাহোর রাজ্যের কতকাংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। তদবধি এই নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। অতঃপর শিখ-জাতি শান্তভাব ধারণ করিলে ইংরাজগবর্মেণ্ট ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনানিবাস উঠাইয়া লন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিদ্রোহের সময় স্বল্পসংখ্যক সেনা লইয়া এখানকার ডেপুটী কমিশনর দিল্লী অভিমুখে যাত্রাকারী জালন্ধরস্থ বিদ্রোহী সেনাদলের গতিরোধ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সিপাহী-দলের নিকট তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কুকাসম্প্রদায়ের কতকগুলি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইয়া এখানে ঘোরতর অনিষ্ট করে। ইংরাজ-রাজ সেই বিদ্রোহিদলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের দলপতি রামসিংহকে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যে বন্দিরূপে প্রেরণ করেন। সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী রেলপথ ও সরহিন্দ খাল বিস্তারের সঙ্গে এখানকার শান্তি ও সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৩৯-৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের পর কাবুল রাজ্য হইতে বিতাড়িত সুলতান শাহসুজার বংশধরেরা এই নগরে বাস করিতেছে।

লুধিয়ানা, জগরাওন্, রায়কোট, মচ্ছিবাড়া, খান্না ও বহ্লোল-পুর নগরে সাধারণতঃ এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হয়। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান জাট জাতিই প্রধান। রাজপুত, গুজর, কাশ্মীর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানবাসীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ব্যবসায়ীশ্রেণীর মধ্যে ক্ষত্রী ও বেণিয়ার সংখ্যাই অধিক।

এখানে পশ্মী কাপড়ের প্রভূত কারবার আছে। শাল, মোজা, দস্তানা, রামপুরী চাদর প্রভৃতি নানাপ্রকার পশমী বস্ত্র এবং খেস, লুঙ্গী, গাব্রুণ প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের কার্পাস বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়। এতদ্ভিন্ন আসবাব, গাড়ী ও কামান বন্দুক প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এখানে বড় বড় কারখানা আছে। পাকা রাস্তায় ও রেলপথে প্রধানতঃ এখানকার বাণিজ্য-কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। ভূপরিমাণ ৬৭৮ বর্গমাইল। অক্ষা° ৩০°৪৫´২০´´ হইতে ৩১°১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫০´৩০´´ হইতে ৭৬°১২´ পূঃ মধ্য।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর, শতদ্রুনদীর দক্ষিণ উচ্চকূলে বর্ত্তমান নদীখাত হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০°৫৫´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৩´৩০´´ পূঃ। এখানে সিন্ধু-পঞ্জাব-দিল্লী রেলপথের একটী ষ্টেসন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

নগরের উত্তরাংশে প্রশস্ত প্রান্তরে এখানকার কেল্লা অবস্থিত। সিপাহীযুদ্ধের পর ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া একটি বিস্তৃত ময়দানে পরিণত করা হইয়াছে। দিল্লীর লোদী রাজ-বংশের কুসুফ ও নিহঙ্গ নামক দুই জন রাজকুমার ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মোগল রাজসরকার হইতে ইহা রায়কোটের রায়দিগের অধিকারে আইসে। ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে রণজিৎসিংহ এই নগর অধিকার করিয়া ঝিন্দের রাজা ভাগসিংহের হস্তে অর্পণ করেন (১৮০৯ খৃষ্টাব্দ)।

শতদ্রুপ্রবাহিত সামন্তরাজ্যসমূহের পলিটিকাল এজেণ্ট জেনারল অক্টার্লনী এই নগর দখল করিয়া অস্থায়ী সেনাবাস স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু ভারত-গবর্মেণ্ট এই অবৈধ আচরণের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঝিন্দরাজকে উপযুক্ত অর্থদান করিয়াছিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ঝিন্দরাজবংশধরের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অভাবে তাঁহার রাজ্য ইংরাজ-গবর্মেণ্টের শাসনভুক্ত হয়। তদবধি এই নগর ইংরাজ-সেনার একটী ক্ষুদ্র ছাউনীরূপে পরিগণিত ছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সেনাদল অন্যত্র পরিচালিত হয়, কেবল একদল মাত্র সৈন্য দুর্গরক্ষার জন্য রহিয়াছে। মুসলমান সাধু শেখ আবদুল কাহিদর-ই জলানীর পবিত্র তীর্থে আগমন করেন। এখানে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। ঐ সময় বহু হিন্দু ও মুসলমান তীর্থযাত্রী এখানে

সমবেত হইয়া থাকে। এখানে মুসলমান, পাঠান ও কাশ্মীরী-দিগের বাসই অধিক। কাশ্মীরীগণ বৎসরে ১॥০ লক্ষ টাকার শাল প্রস্তুত করে।

লুপ, ১ ছেদন, উচ্ছেদন। ২ লোপ। তুদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্ লুম্পতি-তে। লিট্ লুলোপ, লুলুপে। লুট্ লোপ্তা। লৃট্ লোপ্স্যতি-তে। লুঙ অলুপৎ, অলুপ্ত, অলুপ্সাতাং, অলুপ্সত। লুপ—বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লুপ্যতি। লিট্ লুলোপ, লুট্ লোপিতা। লৃট্ লোপিষ্যতি। লুঙ্ অলুপৎ। সন্ লুলুপ্সতি-তে। লুলোপিষতি, লুলুপিষতি। যঙ্-লোলুপ্যতে। লুপ্ ধাতুর উত্তর ভাবগর্হা অর্থে যঙ্ হয়। যঙ্লুক লোলোপ্তি। ণিচ্ লোপয়তি, লুঙ্ অলূলুপৎ, অলুলোপৎ। অব+লুপ্=ভঙ্গ, ছেদ।

লুপ্ (পুং) লুপ্ ছেদে-ক্বিপ্। লোপ।

লুপ্ত (ক্লী) লুপ-ক্ত। ১ চৌর্য্যধন, চলিত লোভ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ লোপযুক্ত।

"পরিবৃত্তনাভিলুপ্তত্রিবলিশ্যামস্তনাগ্রমলসাক্ষি।
বহুধবলজঘনরেখং বপুর্ন পুরুষায়িতং সহতে॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৬৩)

লুপ্তবিসর্গতা (স্ত্রী) সাহিত্যদর্পণোক্ত দোষভেদ।

"বর্ণানাং প্রতিকূলত্বং লুপ্তাহত বিসর্গতে।
অধিকন্যূনকথিতপদতাহতেবৃত্ততা॥"
(সাহিত্যদ° ৭। ৫৩৭)

বিসর্গের লোপ হইয়া এই দোষ হয়, এইজন্য ইহার নাম লুপ্তবিসর্গতা হইয়াছে। 'গতা নিশা ইমা বালে' এইস্থলে সমস্ত স্থলে বিসর্গের লোপ হওয়ায় এই দোষ হইয়াছে।

লুপ্তোপম (ত্রি) উপমাশূন্য।

লুপ্তোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"লুপ্তা সামান্যধর্ম্মাদেরেকস্য যদি বা দ্বয়োঃ।
ত্রয়াণাং বানুপাদানে শ্রৌত্যার্থী সাপি পূর্ব্ববৎ॥"
(সাহিত্যদ° ১০। ৬৫১)

যেখানে উপমান বা উপমেয়ের সামান্য ধর্ম্মাদির এক বা দুইটী বিষয়ের লোপ করিয়া সাধর্ম্ম্য হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। [উপমা শব্দ দেখ]

লুব্ধ (ত্রি) লুভ-ক্ত। আকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, পর্য্যায় গৃধ্নু, গর্দ্ধন, অভিলাষুক, তৃষ্ণক্। (অমর)

"লুব্ধো যশসি নত্বর্থে ভীতঃ পাপান্নশক্রতঃ।
মূর্খঃ পরাপবাদেষু ন চ শাস্ত্রেষু যোঽভবৎ॥"
(কথাসরিৎসা° ৫৫। ৩০)

লুব্ধক (পুং) লুব্ধ এব স্বার্থে কন্। ১ ব্যাধ। (অমর) ২ লম্পট।

"নির্দ্ধর্তির্নাম পশ্চাদ্দ্বাস্তথা যাতি পুরঞ্জনঃ।
বৈশসং নাম বিষয়ং লুব্ধকেন সমন্বিতঃ॥" (ভাগব° ৪।২৫।৫৩)

লুব্ধতা (স্ত্রী) লুব্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লুব্ধের ভাব বা ধর্ম্ম-লুব্ধত্ব, লোভ।

লুভ, গার্দ্ধ্য, আকাঙ্ক্ষা, লোভ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ লুভ্যতি। লিট্ লুলোভ লুলুভতুঃ, লুলোভিথ। লুট্ লোব্ধা, লোভিতা। লৃট্ লোভিষ্যতি। লুঙ্ অলুভৎ। সন্ লুলুভিষাত। লুলোভিষতি। যঙ্ লোলুভ্যতে। যঙ্লুক্ লোলোব্ধি। ণিচ্—লোভয়তি। লুঙ্ অলূলুভৎ। লুভ—বিমোহন, আকুলীকরণ। তুদাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লুভতি। লিট্—লুলোভ। লুঙ্—অলোভীৎ, অলোভিষ্টাং অলোভিষুঃ।

লুভিত (ত্রি) লুভ-ক্ত। ১ বিমোহিত। ২ বিরক্ত।

লুম্বিকা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রভেদ।

লুম্বিনী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। ইহার নামে একটী বিহার নির্ম্মিত ছিল। (ললিতবিস্তর)

লুরিস্থান, পারস্যের অন্তর্গত একটী প্রদেশ। ফার রাজ্য সীমা হইতে পশ্চিমে কর্ম্মাণ্শা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অক্ষা° ৩১° হইতে ৩৪°৫' উঃ। ইহার মধ্য দিয়া দিজফুল নামক নদী প্রবাহিত। ঐ নদীর দক্ষিণস্থিত বখ্তিয়ারীর পার্ব্বত্য ক্ষেত্র লুরি-বুজুর্গ এবং আসিরীয় প্রান্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নদীর উত্তর লুরি-কুচ্ছুক নামে খ্যাত।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে লুর নামক একটী পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। তাহাদের মধ্যে কোঘিলু লেক ও খুর্দ্দ নামে কয়টী শাখা আছে। কিন্তু শীতকালে তাহারা পর্ব্বতকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দিজ্ফুল অথবা আসিরীয় সমতল প্রান্তরে অবতীর্ণ হয় এবং তথাকার তুর্কিস্থানের সীমান্তস্থিত ভ্রমণকারী আরব ও তুর্ক-জাতির সহিত তাহারা এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, দেখিলেই তাহাদিগকে আরবীয় অথবা তুর্কজাতীয় বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকই তাহারা আরব বা তুর্কজাতীয় নহে। তাহারা মহম্মদ এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত কোরাণ শাস্ত্রকে মান্য করে না। তাহারা এক মাত্র বাবা বুজুগ ও অপর সাতটি পবিত্রাত্মার উপাসনা করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকগুলি ক্রিয়াকলাপে মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে শকজাতির উপাস্য মিথ্ ও অনাহিতা দেবতার উপাসনা দৃষ্ট হয়। ঐ পূজার জন্য তাহারা রাত্রিকালে সমবেত হইয়া ভৌতিক আচারাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

লুরি কুচ্ছুক বা উত্তর বিভাগে পেষ্-কো জেলায় শিলাস্সিনে,

দিলফুল, আমলহ্ ও বালখেরিবে (বালগ্রীব?) নামক চারিটি শাখার বাস আছে। উহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটি লেক শাখা সমুদ্ভূত এবং শেষোক্ত দুইটী লুর বলিয়া খ্যাত। শিলা-শিলে ও দিলফুল্‌দিগের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ঘরের বাস দেখা যায়। শিলাশিলেগণ অতিশয় পরাক্রমশালী ও যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। সহজে তাহাদিগকে বশ করা যায় না।

বর্ত্তমান কাজর বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলা মহম্মদ খাঁর আদেশে আমলাহগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ফার রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। তদবধি তাহাদের সংখ্যা অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। আলামহম্মদের মৃত্যুর পর তাহাদের অনেকে উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহারা আর পূর্ব্ববৎ বীর্য্যশালী নহে। ভ্রমণকারী De Bode পার্সিপোলিস্ প্রান্তরস্থ ইস্তাখর পর্ব্বতপাদমূলে আমলাহ্ শাখার একটি বিভাগের বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বীভৎস ভৌতিক আচারের উপাসক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তাহারা কোন রাজশক্তির বশ্যতা স্বীকার করে না, কিন্তু মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যে কার্য্যে তাহাদের ব্রতী করা যায়, তাহারা অনায়াসে তাহা পালন করিয়া থাকে।

লুর শাখাও অপর কাহারও অত্যাচার বা উৎপীড়ন সহ্য করিতে চাহে না। যদি কোন রাজা তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহারা তদ্দণ্ডেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়। বালগ্রীব শাখার মধ্যে প্রায় ৪ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। তাহারা বিশেষ অত্যাচারী ও দুর্দ্ধর্ষ। পার্শ্ববর্ত্তী জনপদবাসীদিগকে তাহারা নিরন্তর উৎপীড়িত করিয়া থাকে।

পুস্ত-ই-কোহ্ বা জাগ্রোস শৈলবাসী লুরজাতির একশাখা ফইলি নামে পরিচিত। তাহাদের মধ্যে খুর্দ্দ, দিনারবেদ্, সুহোন, কলহর বদ্‌রাই, ও মকি নামে কয়টি বিভাগ আছে। খুজিস্তান প্রদেশেও ফেইলি জাতির বাস আছে। ঐতিহাসিক রলিনসনের মতে, এই জাতির মধ্যে ১২ হাজার ঘর লোক আছে; পুষ্-কোহ এবং পুস্ত-ই-কোহ্‌বাসীরা বিখ্যাত দস্যু। তাহাদের উপদ্রবে ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী অথবা তীর্থযাত্রিগণ নিরাপদে গমনাগমন করিতে পায় না। পথিকের নিকট একটি কপর্দ্দক থাকিলেও তাহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করে, কখন কখন তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। সমগ্র লুরিস্তানে প্রায় ৫ হাজার অশ্বারোহী ও ২০ হাজার বন্দুকধারী সেনা আছে, এই সকল পার্ব্বতীয় সৈন্য আবশ্যক হইলে একত্র হইয়া আততায়ীকে আক্রমণ করিয়া থাকে।

ফেইলিগণ বখ্‌তিয়ারীদিগের ন্যায় নররক্তে ধরা কলুষিত করিতে ও পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে চাহে না। তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য ও দয়ালু। পেষ্-কোহ ও পুস্ত-ই-কোহ পর্ব্বতবাসী ব্যতীত বুরুজির্দ্দ ও খোরেমবাদের মধ্যবর্ত্তী চক্ প্রান্তরে বজিলান ও বেইরানেবেনেদ নামে দুইটি জাতির বাস আছে। তাহা লেক শাখা সমুৎপন্ন।

লুল, বিলোড়ন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোলতি। লুঙ্ অলোলীৎ।

লুলাপ (পুং) লুল্যতে ইতি লুল বিমর্দ্দনে ভিদাদিত্বাৎ অঙ্, লুলাং আপ্নোতীতি আপ-অণ্। মহিষ।

"মহিষো যোটকারিঃ স্যাৎ কাসরশ্চ রজস্বলঃ।
পীনস্কন্ধঃ কৃষ্ণকায়ো লুলাপো যমবাহনঃ॥" (ভাবপ্র°)

লুলাপকন্দ (পুং) লুলাপপ্রিয়ঃ কন্দঃ, মধ্যপদলোপিকর্ম্মধা°। মহিষকন্দ। (রাজনি°)

লুলাপকান্তা (স্ত্রী) লুলাপস্য কান্তা। মহিষী। (রাজনি°)

লুলায় (পুং) মহিষ।

লুলিত (ত্রি) লুল-ক্ত। আন্দোলিত।

'প্রেঙ্খোলিতস্তরলিতো লুলিতান্দোলিতাবপি।' (ভূরিপ্রয়োগ)
২ বিকীর্ণ। (ভাগবত ২।৬৫।১৯) ৩ ব্যাপ্ত।
"ন স্ম বিভ্রাজতে দেবী শোকাশ্রুলুলিতাননা।"(রামা° ২।৬৫।১৯)
৪ ম্লান।
"প্রাতর্নিদ্রাতি যথা যথাঙ্গজা লুলিতনিঃসহৈরঙ্গৈঃ।
জামাতরি মুদিতমনাস্তথা তথা সাদরা শ্বশ্রূঃ॥"(আর্য্যাসপ্তশতী)
৫ উন্মূলিত। (ভাগবত ৩।১৯।২৪) ৬ খণ্ডিত। (ভাগবত ৪।৯।১০) ৭ বিধ্বস্ত।
"যেঽস্মৎপিতুঃ কুপিতহাসবিজৃম্ভিতভ্রূ-
বিস্ফূর্জ্জিতেন লুলিতাঃ সতু তে নিরস্তঃ॥"(ভাগবত ৭।৯.২৩)

লুবানা, মধ্যভারতবাসী কৃষিজীবী জাতিবিশেষ। ক্ষেত্রকর্ষণ এবং শস্য বপন, কর্ত্তন ও বহন তাহাদের প্রধান কার্য্য। গুজরাত প্রদেশ হইতে তাহারা দক্ষিণভারতের নানাস্থানে এবং পঞ্জাব-বিভাগের ইরাবতীতটে যাইয়া বাস করিয়াছে। তাহারা শান্ত ও নির্ব্বিরোধ এবং শূদ্রশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত।

লুশ (পুং) ঋগ্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ, ১০।৩৫-৩৬ সূক্ত-সঙ্কলনকর্ত্তা।

লুশাকপি (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ। (পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ ১৭।৪।৩)

লুষ, স্তেয়। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লোষতি। লুঙ্ আলোষীৎ। হিংসার্থে 'লুষ' এই ধাতু সৌত্রধাতু।

লুষভ (পুং) রোষতীতি রুষ হিংসায়াং (রুষেরিলুষ্চ। উণ্ ২।১২৪) ইতি অভচ্, লুষাদেশশ্চ ধাতোঃ। মত্তহস্তী।

লুসাইপর্ব্বতমালা, ভারতের উত্তরপূর্ব্বসীমান্তস্থিত একটী পার্ব্বত্য প্রদেশ। আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পার্ব্বত্য

বিভাগের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মরাজ্যের অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত পর্ব্বতময় ভূখণ্ড। উহার মধ্যস্থলে কোন্ কোন্ জাতির বাস আছে, তাহা আজিও জানা যায় নাই। কোন ভ্রমণকারী সেই বনমালাপূর্ণ ও বন্য জন্তুসঙ্কুল পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইয়া দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বতীয়গণের সহিত মিশিতে সাহসী হন নাই।

এই লুসাই পর্ব্বতে নানা বন্য জাতির বাস আছে। তন্মধ্যে বলবীর্য্যসম্পন্ন কুকী ও লুসাই জাতি সমধিক সাহসী। তাহারা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে ভীত হয় না। কুকীদিগের বন্যবিক্রম ও তীরের অব্যর্থ সন্ধান ইংরাজসৈন্য আসাম যুদ্ধে সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিল। ১৮৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অভিযানে ইংরাজ সেনাদলকে যেরূপ বিব্রত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠকবর্গের অবিদিত নাই।

এই পর্ব্বতবাসী আদিম জাতি প্রধানতঃ লুসাই নামে পরিচিত। পর্ব্বতের অংশবিশেষে বাসহেতু তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অভিধা প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ নামগুলি প্রধান সর্দ্দারদিগের নাম হইতে গৃহীত হইয়াছে। লুসাই পর্ব্বতের সর্ব্বোত্তরভাগে অর্থাৎ মণিপুর ও নাগাশৈলের মধ্যভাগে কোইরেঙ্গিং জাতির বাস। তাহার দক্ষিণাংশে কুপুই জাতি, ইহারা মণিপুররাজের প্রজা বলিয়া পরিগণিত ছিল। ইংরাজরাজ মণিপুর হস্তগত করিবার পর ইহারা ইংরাজগবর্মেণ্টের অধীন হইয়াছে। কাছাড়ের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতভাগে প্রকৃত লুসাইদিগের বাস। ঐ লুসাইগণ তিনটী প্রধান প্রধান সর্দ্দারের অধীন ও তিনটী স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম সীমান্তে এই লুসাইজাতির যতগুলি শাখার বাস আছে, তাহাদের মধ্যে হৌলোঙ্গ, সাইলু ও থঙ্গলোবাগণই প্রধান। ইহারা সকলেই ভ্রমণশীল, কখনই এক স্থানে বাস করে না। শত্রুপক্ষীয়ের আক্রমণ নিবন্ধন, অথবা ভূমির উর্ব্বরতাদি সম্বন্ধে অসুবিধা বোধ করিলে তাহারা বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে অন্য স্থানে যাইয়া বাস করে। লুসাই সীমান্তে জনরব এইরূপ যে, ব্রহ্মরাজ্যের পূর্ব্বকথিত পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী সোক্তি জাতির আক্রমণে ও উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া লুসাইগণ পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ইংরাজাধিকারে সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

আসাম-সীমান্তবাসী অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতির সহিত লুসাইদিগের অনেক বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। তাহাদের মধ্যে এক এক জন সর্দ্দার থাকে। ঐ সর্দ্দারবংশ পুরুষানুক্রমে তাহাদের রাজপদের অধিকারী। প্রত্যেক লুসাই-গ্রামেই এক এক জন 'লাল' থাকে। তাহারাই দলের নেতা হইয়া বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করে। লাল সর্দ্দারগণ সাধারণতঃ কোন রাজবংশসমুদ্ভূত, প্রজা সাধারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদের আদেশ মান্য করিয়া থাকে এবং তিনিই গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বলিয়া বিবেচিত। এই সকল লাল সর্দ্দার সীমান্ত হইতে লুণ্ঠন করিয়া যত অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দলে তত অধিক অনুচরসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। সর্দ্দারেরা অবস্থানুসারে ক্রীতদাস রাখে, তাহারা এই সকল লোককে যুদ্ধকালে বিপক্ষপক্ষ হইতে বন্দী করিয়া আনে। ক্রীতদাস ব্যতীত গ্রামস্থ অপরাপর প্রজাবর্গও আপন আপন পরিশ্রমলব্ধ অর্থের কতকাংশ সর্দ্দারকে ভাগ দিয়া থাকে।

লুসাইগণ জঙ্গল কাটিয়া ঝুম প্রথায় ধান্যাদির চাস করিয়া থাকে। যুদ্ধবিগ্রহ ও বন্যপশুশিকার তাহাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাহারা গয়াল নামক বন্য গোরু, পার্ব্বতীয় ছাগ, শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু পালন করে। ঐ গয়াল তাহারা দেবপূজায় উৎসর্গ করিয়া থাকে।

পুরুষেরাই গৃহস্থালীর যাবতীয় কর্ম্ম করে। তাহারা খদির, গঁদ, হস্তিদন্ত, বনজ তূলা ও মোম লইয়া পর্ব্বতপ্রান্তস্থিত ইংরাজাধিকৃত নগর বা বাজারে বিক্রয় করে এবং তৎপরিবর্ত্তে চাউল, লবণ, তামাক ও পিত্তলের বাসন, কার্পাস বস্ত্র এবং রৌপ্য কিনিয়া লইয়া যায়। তাহারা পুরী নামক এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়া আপনারা পরে এবং তাহা বাজারেও বিক্রয় করিতে আনে। স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভাল বাসে। কর্ণালঙ্কারের পক্ষপাতী হইয়া রমণীরা কর্ণের নিম্নস্থ মাংসখণ্ডে হস্তিদন্ত বা গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড পুরিয়া রাখে। এই ছিদ্র সময় সময় এরূপ বাড়িয়া পড়ে যে, তাহাতে তাহাদের মুখাকৃতি কদাকার দেখা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় ও মাংসল, কিন্তু তাহাদের মুখাকৃতি সর্ব্বদাই বিরক্তিকর ও উগ্রভাবব্যঞ্জক।

বহুকাল হইতে লুসাইজাতি ইংরাজাধিকার মধ্যে আসিয়া দস্যুবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। লুণ্ঠনকালে তাহারা অসংখ্য নরহত্যা করিয়া তাহাদের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া যাইত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় নরমুণ্ডদানে প্রেতাত্মার সদ্গতি হইবে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা এরূপ অমানুষিক অত্যাচারে ব্রতী হইত। কাছাড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুরের অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যসমূহে তাহারা সময়ে সময়ে দলে দলে নামিয়া আসিয়া নররক্তে ধরা প্লাবিত করিয়াছিল। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে কুকীদিগের এইরূপ প্রথম উপদ্রবের কথা শুনা যায়। তৎকালে চট্টগ্রামের একজন সর্দ্দার কুকীদিগের অত্যাচার হইতে স্বীয় প্রজারক্ষণে অসমর্থ হইয়া ইংরাজপ্রতিনিধির নিকট একদল সিপাহী সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে

কাছাড় সীমান্তে আসিয়া একদল লুসাই স্বাধীন জাতিবর্গ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বরাক্ নদী অতিক্রমপূর্ব্বক উত্তরদিকে যাইয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। ঐ লুসাইদল শান্তভাব ধারণ করিয়া এখন ইংরাজরাজের প্রজা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ঐ সকল লুসাইগণ অদ্যাপি 'পুরাতন কুকী' নামে অভিহিত।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাহারা পুনরায় ত্রিপুরা জেলায় নামিয়া ১৮৬ জন বাঙ্গালী গ্রামবাসীকে নিহত করে এবং প্রায় শতাধিক লোককে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই উপদ্রব-দমনার্থ সময় সময় সিপাহী সেনাদল প্রেরণ করিতেন বটে, কিন্তু পার্ব্বত্যপথ দুরারোহ হওয়ায় ও শত্রুদল পর্ব্বত গহ্বরে লুকাইতে অভ্যস্ত থাকায় সিপাহী সেনা তাহাদের পশ্চাৎ অনুগমন করিয়াও বিশেষ কোন ফলসাধন করিতে পারে নাই।

সীমান্ত প্রদেশে লুসাই জাতির উপদ্রবের শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া ভারত-গবর্মেণ্ট বিশেষরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের বিরুদ্ধে একটী অভিযান প্রেরিত হইলেও কার্য্যতঃ কোন ফল হইল না। পার্ব্বত্য প্রদেশ শত্রুর অগম্য জানিয়া এবং ইংরাজসৈন্য তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না দেখিয়া, লুসাই দল ক্রমশঃ স্পর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কাছাড়, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার এবং তদানীন্তন স্বাধীন মণিপুর রাজ্যের নানা গ্রাম আক্রমণ করিল। কাছাড়ে একদল হোলোঙ্গ আলেকজান্দ্রা-পুরের চাবাগান লুণ্ঠন করে। উভয়পক্ষের বিরোধে চা-কর ইংরাজ-অধ্যক্ষ নিহত হন এবং তাহার কন্যা মেরি উইঞ্চেষ্টার বন্দিভাবে অপহৃত হন। নণিয়ার খাল থানার প্রহরীদিগের সহিত আর এক লুসাই দলের দুইদিন ধরিয়া যুদ্ধ হয়। অবশেষে রণজয়ী হইয়া লুসাইগণ ধনরত্ন, বন্দুক, কামান ও বহুসংখ্যক কুলীকে বন্দিরূপে লইয়া প্রস্থান করে।

এই সংবাদ পাইয়া ভারত-প্রতিনিধি লর্ড মেও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন। তিনি লুসাই-উপদ্রব হইতে ইংরাজ-সীমান্তপ্রদেশ নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। তদনুসারে প্রধান সেনাপতি লর্ড নেপিয়ারের অধীনে একটী ক্ষুদ্র সেনাদল গঠিত হয়, তাহাতে দুইদল গোর্খা, দুইদল পঞ্জাবী ও দুইদল বঙ্গদেশীয় পদাতিক সৈন্য, দুইদল খনক ও একদল পর্ব্বতভেদী পেশাবরী সৈন্য সজ্জিত হইল। জেনারল বুর্চিয়ার কাছাড়পথে এবং জেনারল ব্রাটসলো চট্টগ্রাম পথে উক্ত বাহিনী দুইভাগে লইয়া অগ্রসর হইলেন। কাছাড়-সেনাদল উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে শিলচর হইতে অগ্রসর হইয়া তিপাই-মুখ নামক স্থানে লুসাই পর্ব্বতে প্রবেশ করিল। তাহারা ১১০ মাইল পর্য্যন্ত বনভাগে অগ্রসর হইয়া লুসাই জাতিকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। চট্টগ্রামের বাহিনীও ঐরূপে ৮৩ মাইল অগ্রসর হইয়া লুসাই সর্দ্দারদিগকে বশে আনয়ন করিয়াছিল। লুসাই সর্দ্দারগণ ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করিলে, সেনাবিভাগের জরিপকারিগণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল স্থান ত্রিকোণমিতি প্রথায় অবধারিত করিয়া লইয়াছিলেন, এই সময় হইতে চট্টগ্রাম ও কাছাড়ের সংযোগ পথ পরিষ্কৃত হয়। চাকর-কন্যা মেরি উইঞ্চেষ্টার ও প্রায় শতাধিক ইংরাজ-প্রজা বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজ-পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয় ; পর্ব্বতে অবস্থান কালে বহুসংখ্যক সৈন্য বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে।

এই যুদ্ধের পর হইতে লুসাই জাতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তদবধি তাহারা সমতল ক্ষেত্রবাসী জনগণের সহিত নির্ব্বিরোধে বাণিজ্য চালাইয়া আসিতেছে। এই বাণিজ্য-বিস্তার ব্যপদেশে তিপাই-মুখ, লুসাইহাট ও ঝালুয়াচারা নামকস্থানে তিনটী প্রসিদ্ধ হাট স্থাপিত হইয়াছে। ঐ তিনটী নগরই পর্ব্বতগাত্রবাহী এক একটী নদীতটে অবস্থিত। ঐরূপে চট্টগ্রামসীমান্তেও দেমাগিরি, কসলঙ্গ ও রাঙ্গামাটী নামক স্থানে বাজার খোলা হইয়াছে। লুসাই সর্দ্দারগণের সহিত এক্ষণে সদ্ভাবের সহিত বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য সীমান্তে লুসাইদল রাঙ্গামাটী নদীতে সিপাহীদিগের দুইখানি নৌকা আক্রমণ করে। একজন সিপাহী আহত ও একজন নিহত হয়। তাহারা নৌকাস্থিত অর্থ ও বস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। লুসাইজাতি তাহাদের চিরশত্রু হোলোঙ্গ জাতির উপর ইংরাজরাজের বিদ্বেষদৃষ্টি আকর্ষণাভিপ্রায়ে সেন্দুজাতিকে এই অত্যাচার করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল বলিয়াই অনেকের ধারণা। ইংরাজরাজ গোপনে এই সংবাদ জানিতে পারিয়াও তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। এই বিরোধী জাতি হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাঁহারা কেবল সীমান্তস্থিত থানার বলবৃদ্ধি করিয়া এবং ইংরাজ-পক্ষীয় গ্রামবাসীদিগকে বন্দুক ও বারুদ দান করিয়া আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের ডেপুটী কমিশনার রাঙ্গামাটীতে একটী দরবার ও মেলার অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে প্রায় সকল লুসাই সর্দ্দারই সমাগত হইয়াছিলেন, কেবল দুইজন মাত্র প্রধান হেউলোঙ্গ সর্দ্দার উপস্থিত হয় নাই। উক্তবর্ষে আসাম ও চট্টগ্রাম-সীমান্তে লুসাইদিগের পুনরাক্রমণের গুজব উঠে, কিন্তু তাহারা আর উপদ্রব করিতে সাহসী হয় নাই। [কুকিশব্দ দেখ।]

লুহ্, গার্দ্ধ্য, লাভেচ্ছা। ভ্বাদিং পরস্মৈং সকং অনিট্। লট্ লোহতি। লুঙ্ অলুক্ষৎ।

লু, ছেদ। ক্র্যাদিং উভয়ং সকং অনিট্ লট্ লুনাতি, লুনীতে। লিঙ্ লুনীয়াৎ, লুণীত। লঙ্ অলুণাৎ, অলুণীত। লিট্-লুলাব, লুলুবে। লৃট্ লবিষ্যতি-তে। লুঙ্ অলাবীৎ, অলাবিষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে লট্ লূয়তে। লুঙ্ আলাবি। সন্ লুলূষতি তে। যঙ্ লোলূয়তে। যঙ্লুক্ লোলোতি। ণিচ্ লাবয়তি। লুঙ্ অলীলবৎ। নিচ-সন্ লিলাবয়িষতি।

লুক্ষ (ত্রি) রুক্ষ, লস্য রত্বং। রুক্ষ।

লূতা (স্ত্রী) লুনাতীতি লূ-বাহুলকাৎ তন্, গুণাভাবশ্চ। ১কীট-বিশেষ, চলিত মাকড়সা। পর্য্যায়—তন্তবায়, উর্ণনাভ, মর্কটক, মর্কট, লূতিকা, উর্ণনাভ, শনক, তন্ত্রবায়।

"লূতাতন্তনিরুদ্ধদ্বারঃ শূন্যালয়ঃ পতৎপত্যাঃ।
পথিকে তস্মিন্নঞ্চলপিহিতমুখো রোদিতীব সখি॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৫০৪)

২ রোগবিশেষ, ইহার পর্য্যায়—মর্ম্মব্রণ, বৃক্কা। (রাজনিং) লূতার দংশন জন্য বিষে এই রোগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহা লূতারোগ নামে কথিত। এই রোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে বৈদ্যশাস্ত্রে লূতার (মাকড়সা) উৎপত্তি, দংশন এবং ঔষধাদির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একদা রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে গমন করেন, তথায় বশিষ্ঠের সহিত কথোপকথন সময়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রতি অতিশয় কুপিত হন। তখন বশিষ্ঠদেবের কপোলদেশ হইতে তীক্ষ্ণ তেজোবিশিষ্ট ঘর্ম্মবিন্দু সকল পতিত হইতে লাগিল। গাভীর নিমিত্ত যে ছিন্ন তৃণরাশি ছিল, সেই তৃণরাশিতে ঘর্ম্মবিন্দু পতিত হইয়া বিবিধ প্রকার মহাবিষবিশিষ্ট ভয়ঙ্কর লূতা উৎপন্ন হইল। মুনির স্বেদবিন্দু সকল তৃণরাশিতে পতিত হইয়া এই কীট জন্মিয়াছিল, এই জন্য ইহাদিগের নাম লূতা হইয়াছে।

এই লূতার বিষ অতিশয় ভয়ানক। মন্দবুদ্ধি চিকিৎসক ইহার গতি সহসা বুঝিতে পারে না। বিষ আছে কি না এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে, এইরূপ ঔষধ সেবন করাইতে হইবে যে, যাহাতে অন্য কোন দোষ না জন্মে। বিষার্ত্ত রোগীর পক্ষেই ঔষধ প্রশস্ত। বিষহীন শরীরে সুখসেব্য ঔষধ প্রয়োগ করা অনুচিত। অতএব বিষ আছে কি না, অগ্রে নিশ্চয় রূপে জানা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয় না জানিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগীর জীবননাশের সম্ভাবনা।

যেরূপ অঙ্কুরমাত্র উৎপত্তি হইলে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ, তাহা জানা যায় না, সেইরূপ লূতাবিষ শরীরে বিকীর্ণ হইবামাত্র কোন্ জাতীয় লূতার বিষ তাহা নির্ণয় করা যায় না। প্রথম দিনে শরীরে কণ্ডুযুক্ত প্রসারণশীল, মণ্ডলাকার ও অস্পষ্ট বর্ণবিশিষ্ট এই সকল লক্ষণ হয়। দ্বিতীয় দিনে সেই সকল মণ্ডলাকারের মধ্যস্থল নিম্ন ও চতুর্দ্দিকের অন্তর্ভাগ ফুলিয়া উঠে এবং যে রূপ বর্ণ হয়, তাহা স্পষ্ট জানা যায়। তৃতীয় দিনে কোন্ জাতীয় লূতার বিষ তাহা জানা যায়। চতুর্থ দিনে বিষের প্রকোপ হয়। পঞ্চমদিন হইতে বিষের প্রকোপ জন্য বিকার সকল জন্মিতে থাকে। ষষ্ঠদিনে বিষ সঞ্চারিত হইয়া সকল মর্ম্মস্থান আবৃত করে। সপ্তমদিনে বিষ অত্যন্ত বৃদ্ধি ও সর্ব্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রাণ নাশ করে। এইরূপ সপ্তরাত্রের মধ্যে প্রাণনাশ হওয়া কেবল লূতার তীক্ষ্ণ বিষেই ঘটিয়া থাকে। যে সকল লূতার বিষ মধ্যমবীর্য্যবিশিষ্ট, তাহাদিগের দংশনে সপ্তরাত্রের অধিককালে প্রাণনাশ হয়। যাহাদিগের মন্দবিষ, তাহাদের দংশনে একপক্ষ কাল মধ্যে মৃত্যু হয়। এই সকল কারণে দংশন অথবা শরীরে বিষ সংলগ্ন হওয়া অবধি যত্নপূর্ব্বক বিষনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। লালা, নখ, মূত্র, দংষ্ট্রা, রজঃ, পুরীষ ও শুক্র এই সপ্তপ্রকারে লূতার বিষ নিঃসৃত হয়। এই বিষ তিন প্রকার বীর্য্যবিশিষ্ট, উগ্র, মধ্য ও মন্দ।

লূতার লালা দ্বারা এই সকল লক্ষণ হয়, ইহাতে কণ্ডু এবং ঐ স্থান কঠিন, অল্প বেদনাবিশিষ্ট ও অল্পমূল অর্থাৎ যাহার মূল অধিক ভিতরে প্রবেশ না করে এরূপ হয়। নখের দংশনে ফুলিয়া উঠে, কণ্ডু ও পুলালিকা (ক্ষুদ্র দাড়) জন্মে এবং ঐ স্থান হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় উত্তাপ উঠিতে থাকে। মূত্র কর্ত্তৃক দষ্ট স্থানের মধ্যস্থল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অন্তর্ভাগ রক্তবর্ণ ও বিদীর্ণ হইয়া থাকে। দংষ্ট্রা দ্বারা দংশনে দষ্টস্থান কঠিন ও বিবর্ণ হয় এবং শরীরে মণ্ডল (চাকা চাকা দাগ) জন্মে ও ঐ সকল মণ্ডল প্রসারিত হয় না। লূতার রজঃ পুরীষ ও শুক্রের সংস্রবে পক্ক পিলুফলের ন্যায় স্ফোটক জন্মে।

সাধারণতঃ লূতার বিষ দুই প্রকার, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য। অসাধ্য লূতাবিষে কোনরূপ চিকিৎসা করিবে না, ইহাদিগের দংশনে চিকিৎসায় কোনরূপ ফল হয় না, এই জন্য উহা অসাধ্য। ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, অলিবিষা, মূত্রবিষা, রক্তা ও কসনা এই আট প্রকার লূতাবিষ কষ্টসাধ্য। ইহাদের দংশনে মস্তকের যাতনা, কণ্ডু ও দষ্টস্থানে বেদনা হয় এবং বাতশ্লেষ্ম-জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে।

সৌবর্ণিকা, লাজবর্ণা, জালিনী, এণীপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা, কাকাণ্ডা ও মালাগুণা এই অষ্ট প্রকার লূতাবিষ অসাধ্য। ইহাদিগের দংশনে দষ্টস্থান ক্ষত ও তাহা হইতে রক্তনিঃসরণ হয়। স্বেদ, দাহ, অতিসার ও সন্নিপাত জন্য অন্যান্য রোগ জন্মে,

বিবিধ আকার বিশিষ্ট পীড়কা ও বৃহদাকার মণ্ডল সকল হয় এবং রক্ত বা শ্যামবর্ণের আয়ত ও কোমল শোফ সমস্ত জন্মিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়।

লূতাবিষের চিকিৎসা।

ত্রিমণ্ডলা দংশন করিলে সেই দষ্টস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হয় এবং বধিরতা, নেত্রদ্বয়ের দাহ ও দৃষ্টির কলুষতা জন্মে, ইহাতে অর্কমূল, হরিদ্রা, নাকুলী, পৃশ্নিপর্ণিকা এই সকল দ্রব্য নস্য, পান ও দষ্টস্থানে মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

শ্বেতার দংশনে কণ্ডুযুক্ত শ্বেতপীড়কা, তজ্জন্য দাহ, মূর্চ্ছা, ও জ্বর হয় এবং সেই সকল পীড়কা প্রসারিত ও ক্লেশযুক্ত হয় ও তাহাতে অতিশয় যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহাতে চন্দন, রাস্না, এলাইচ, রেণুকা, নল, অশোক, কুষ্ঠ, বেণামূল ২ ভাগ, ও চক্র এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কপিলার দংশনে দষ্টস্থান তাম্রবর্ণ হয়, অপ্রসারণশীল পীড়কা জন্মে এবং মস্তকের ভার, দাহ, তিমিররোগ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে পদ্মকাষ্ঠ, কুষ্ঠ, এলাচি, করঞ্জ, অর্জ্জুনবৃক্ষের ত্বক্‌, অপামার্গ, দূর্ব্বা, ব্রাহ্মী, ঈশের মূল ও শালপর্ণী এই সকল দ্রব্য একত্র পরিমিত মাত্রায় সেবন করিবে।

অলিবিষের দংশনে দষ্টস্থানে রক্তবর্ণের মণ্ডল হয় ও এই মণ্ডলে সর্ষপাকার পীড়কা জন্মে, এবং তালুশোষ, ও দাহ এই দুইটী উপদ্রব হয়। ইহাতে প্রিয়ঙ্গু, কুষ্ঠ, বেণামূল, অশোক, বালা, শুল্‌ফা, পিপ্পলী ও বটের অঙ্কুর, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

মূত্রবিষের দ্বারা দষ্টস্থান পচিয়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয় ও তাহা হইতে কৃষ্ণবর্ণ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে এবং কাস, শ্বাস, বমি, মূর্চ্ছা, জ্বর ও দাহ এই সকল উপদ্রব ঘটে। ইহাতে মনঃশিলা, এলাচি, যষ্টিমধু, কুষ্ঠ, চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, মধু ও বেণামূল একত্র সেবন করিবে।

রক্তলূতার বিষকর্ত্তৃক দষ্টস্থানে দাহ ও ক্লেদযুক্ত পাণ্ডুবর্ণ পীড়কা জন্মে এবং তাহার অন্তভাগ রক্তযুক্ত হইয়া রক্তবর্ণ হয়, ইহাতে বালা, চন্দন, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ এবং অর্জ্জুনবৃক্ষ, শেলুর, ও আম্রাতকের ত্বক্‌ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কসনার বিষে দষ্টস্থান হইতে শীতল ও পিচ্ছিল রুধিরস্রাব হয় এবং কাস, শ্বাস ও উপদ্রব জন্মে, পূর্ব্বোক্ত রক্তলূতার বিষের ন্যায় এই বিষের চিকিৎসা করিবে।

কৃষ্ণার দংশনে পুরীষের গন্ধবিশিষ্ট অল্প রক্ত নিঃসৃত হয়। জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, বমি, কাস ও শ্বাস এই সকল উপদ্রব জন্মে। ইহাতে এলাইচ, চক্র, রাস্না ও চন্দন এই সকল দ্রব্য মহাসুগন্ধি নামক অগদ সহযোগে সেবন করিবে। অসাধ্য লূতাবিষের স্থলে রোগীর আশা পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিবর্ণার দংশনে অতিশয় দাহ ও রসরক্তাদির স্রাব হয়, এবং জ্বর, কণ্ডু, রোমাঞ্চ, দাহ ও শরীরে স্ফোটকের উৎপত্তি এই সকল উপদ্রব হয়। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণার দংশনে, যেরূপ প্রতীকার কথিত হইয়াছে, তদনুরূপ চিকিৎসা করিবে। শ্যামালতা, বেণামূল, যষ্টিমধু, চন্দন, উৎপল, পদ্মকাষ্ঠ ও শ্লেষ্মাতকের ত্বক্‌ এই সকল প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ক্ষীরপিপ্পলীও সকল প্রকার লূতাবিষে বিশেষ উপকারী।

অসাধ্য লূতাবিষের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। সৌবর্ণিকার দংশনে দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে, তাহা হইতে ফেনাযুক্ত আমিষগন্ধবিশিষ্ট আস্রাব নির্গত হয়, এবং অতিশয় শ্বাস, কাস, জ্বর, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। জালিনীর দংশন অতিশয় ভয়ানক, দীপ্তিমান্‌ ও বিদীর্ণ হয় এবং স্তম্ভশ্বাস, অতিশয় তমোদৃষ্টি ও তালুশোষ এই সকল উপদ্রব হয়।

এণীপদের দংশনের আকৃতি কৃষ্ণতিলের ন্যায়। ইহাতে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, বমি ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। কাকাণ্ডার দংশনে দষ্টস্থান পাণ্ডু ও রক্তবর্ণ হয়, অতিশয় বেদনা জন্মে, চারিদিক্‌ বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং দাহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব হয়।

অসাধ্য লূতাবিষের চিকিৎসা কালে দোষ ও তাহার প্রকোপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে, কিন্তু সকল অবস্থায় ছেদন করিবে না। যে সকল লূতার বিষ সাধ্য, তাহাদিগের দংশনমাত্র বৃদ্ধিপত্র নামক শস্ত্রের দ্বারা দষ্টস্থান ছেদন করিয়া তুলিয়া ফেলিবে এবং জাম্ববোষ্ঠ শলাকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সেই স্থান দগ্ধ করিবে। রোগী যতক্ষণ নিষেধ না করে, ততক্ষণ দগ্ধ করিতে থাকিবে, মর্ম্মস্থান না হইলে লূতার দংশনে অল্প ফুলিয়া উঠিলেই দষ্টস্থান কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু রোগীর যদি জ্বর হয়, তাহা হইলে দষ্টস্থান কর্ত্তন করিবে না। কর্ত্তিতস্থানে মধু ও সৈন্ধব সহযোগে নিম্নলিখিত অগদ লেপন করিবে। অগদ যথা—প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা, কুষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিতে হইবে। অথবা শ্যামালতা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ক্ষীরকাকোলী, ইক্ষুমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ও গোক্ষুর এই কএকটী দ্রব্য মধুসহযোগে পান করিবে। অর্কপ্রভৃতি ক্ষীরবিশিষ্ট বৃক্ষের ত্বকের শীতল ক্বাথ দ্বারা সেবন করাও কর্ত্তব্য। উপদ্রব সকল দোষ অনুসারে বিষঘ্ন ঔষধের দ্বারা প্রতিবিধান করা আবশ্যক। নস্য, অঞ্জন, অভ্যঞ্জন, পান, ধূম, অবপীড়ন, কবলগ্রহ, বমন ও বিরেচন এই সকলও দোষ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত। জলৌকার দ্বারা রক্তমোক্ষণ করাও বিধেয়। (সুশ্রুতকল্প ৮ অঃ)

৩ পিপীলিকা।

লূতাতন্তু (স্ত্রী) লূতায়াস্তন্তুঃ। লূতার তন্ত, মাকড়সার জাল।

লূতামর্কটক (পুং) ১ বানরশ্রেণীভেদ। ২ আরবদেশীয় যূঁথিকাপুষ্প, পুত্রী।

লূতারি (পুং) লূতায়া অরিঃ। দুগ্ধফেনী ক্ষুপ। (রাজনি°)

লূতিকা (স্ত্রী) লূতৈব স্বার্থে কন্. টাপি অত ইত্বং। মর্কটক। (শব্দরত্না°)

লূন (ত্রি) লূয়তে স্মেতি লূ-ক্ত (ল্বাদিভ্যঃ। পা ৮।২।৪৪) ভিন্ন।
"তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।"
(কুমার ৩।৬১)

লূনক (পুং) লূন এব স্বার্থে কন্। ১ ভেদিত। ২ পশু। (মেদিনী)

লূনি (স্ত্রী) লূ-ক্তিন্ (ঋকারল্বাদিভ্যঃক্তিন্নিষ্ঠাবদ্ভবতীতি বক্তব্যং। পা ৮।২।৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তস্য নঃ। ১ ছেদ। ২ ব্রীহি।

লূনী, লূন শব্দার্থ। (বোপদেব ৩।৬১ সূত্রে এই পদ সাধিয়াছেন।

লূম (ক্লী) লূয়তে ইতি লূ-বাহুলকাৎ মক্। লাঙ্গূল। (অমর)

লূমবিষ (পুং) লূমে লাঙ্গূলে বিষমস্য। বৃশ্চিকাদি। (হেম) লূয়মানযবস্ (অব্য°)

লূষ, ১ বধ। ২ স্তেয়। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ লূষয়তি। লুঙ্ অলুলূষৎ।

লুহস্সুদত্ত (পুং) বৌদ্ধভেদ।

লে (দেশজ) কুকুরকে ডাকিয়া কোন দ্রব্যাদি দেখাইয়া দিবার সময় এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। "তু তু লে" এই শব্দে লও বা গ্রহণকর বুঝায়।

লেই (দেশজ) তরল দ্রব্যবিশেষ, তুলট কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য তেঁতুলের বীজের লেই প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মাখাইতে হয়। ময়দা গুলিয়া অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিলে যে তরল পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেও লেই কহে।

লেইয়া, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইস্মাইল খান্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ৩০°৩৫´৪৫´´ হইতে ৩১°২৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৪৯´ হইতে ৭১°৫২´৩০´´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ২৪২৮ বর্গমাইল।

এই স্থান বালুকাময় উষর ভূমিপূর্ণ। সিন্ধু-প্রবাহিত প্রদেশাংশ প্রায়ই তৃণবহুল। এই উচ্চ ভূমিতে গোচারণ ভিন্ন অপর কোনরূপ কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হয় না। বালুকাময় "থল" ভূমিতে কূপখনন করিয়া স্থানে স্থানে চাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তদপেক্ষা নিম্ন "কাচি" বা সিন্ধুসৈকতবর্ত্তী পলিময় ভূমিভাগে অধিক পরিমাণে চাস হয় বটে, কিন্তু সিন্ধুনদীর বন্যা আসিয়া ঐ সকল স্থান প্লাবিত না করিলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয় না। এই বিভাগে প্রচুর মুঞ্জঘাস জন্মিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং উপবিভাগের বিচার সদর। সিন্ধুনদের প্রাচীন খাতের বামকূলে অবস্থিত নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় এক্ষণে বর্ত্তমান নদীগর্ভ এই নগরের কতক পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। অক্ষা° ৩০°৫৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৫৮´২০´´ পূঃ মধ্যে। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরের প্রাচীন সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানি হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে দেরাগাজী খাঁর প্রসিদ্ধ মীরহাণী-বংশীয় বলুচজাতীয় সর্দ্দার কমাল খাঁ সম্ভবতঃ এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দ্বিশতাব্দকাল এই নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই স্থানই তখন তাঁহাদের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। পরে সিন্ধু প্রদেশের কলহোরাবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা স্বাধিকারচ্যুত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ খাঁ সদোজৈ মানখেরায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করেন। শিখ-শাসনাধিকারে এই নগরে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই নগর অধিকার করিয়া এখানে লেইয়া জেলার বিচারসদর স্থাপন করিয়াছিলেন। তদনন্তর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সেই জেলা ভাঙ্গিয়া ভক্কর সহ লেইয়া তহসীল দেরাইস্মাইল খাঁর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আফ্গানস্থানের সহিত এই প্রদেশের যাবতীয় বাণিজ্য এই নগর হইতেই পরিচালিত হইয়া থাকে।

লেওড়া (হিন্দী) শিশ্ন।

লেংট (দেশজ) বস্ত্রশূন্য, উলঙ্গ।

লেংটা (দেশজ) ১ বস্ত্রশূন্য। ২ ইন্দুর ভেদ, নেংটে ইন্দুর।

লেংটাসন্ন্যাসী (দেশজ) দিগম্বর সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়।

লেক (পুং) আদিত্যভেদ।

লেকড়া (দেশজ) বস্ত্রের টুক্‌রা।

লেকুঞ্চিক (পুং) বৌদ্ধভেদ।

লেঙ্গ্‌যুত, আসাম প্রদেশের জয়ন্তীশৈলপ্রান্ত ও নওগাঁর সীমান্তস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। ঐ স্থানে একটী হাট আছে। তথায় পর্ব্বতবাসী খস সেনতেঙ্গ জাতি পর্ব্বতজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে আসে।

লেখ (পুং) লিখ্যতে ইতি লিখ-ঘঞ্। ১ দেব। ২ লেখ্য লিপি।
"ব্রজন্তি বিদ্যাধরসুন্দরীণামনঙ্গলেখক্রিয়য়োপযোগম্।"(কুমারস°১।৭)

লেখক (পুং) লিখতীতি লিখ-ণ্বুল্। লেখনকর্ত্তা, যিনি লিখিয়া থাকেন। পর্য্যায়—লিপিকর, অক্ষরচন, অক্ষরচুঞ্চু, বোলক, করক, সমীপণ্য, করগ্রণী, বর্ণী। (জটাধর)

ইহার লক্ষণ—

"সর্ব্বদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ ॥
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্।
অক্ষরান্ বৈ লিখেৎ যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ ॥
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যাদ্ভৃগূত্তম ॥
বাক্যাভিপ্রায়তত্ত্বজ্ঞো দেশকালবিভাগবিদ্।
অনাহার্য্যো নৃপে ভক্তো লেখকঃ স্যাদ্ভৃগূত্তম ॥"
(মৎস্যপু° ১৮৯ অ°)

যিনি সকল দেশের অক্ষরাভিজ্ঞ এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী, তিনি রাজার সকল অধিকরণস্থলে লেখক হইবেন। যিনি অক্ষর সকল সমানভাবে সমানশ্রেণিতে উত্তমরূপে লিখিতে পারেন, অর্থাৎ সে সকল অক্ষর লিখিবেন, তাহা সমান হইবে, পঙ্‌ক্তি ঠিক থাকিবে, এবং অক্ষর সকল দেখিতে সুন্দর হইবে, তিনিই লেখকশ্রেষ্ঠ।

চাণক্যসংগ্রহে লেখকের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"সকৃদুক্তগৃহীতার্থো লঘুহস্তো জিতাক্ষরঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী প্রকৃষ্টো নাম লেখকঃ ॥" (চাণক্যসংগ্রহ)

যিনি একবার বলিলেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন এবং তাহা শুনিয়াই বিশুদ্ধভাবে দ্রুত ও সুস্পষ্ট রূপে লিখিতে সমর্থ এবং সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, তিনিই উত্তম লেখক।

রাজলেখকের লক্ষণ—

"প্রবীণো মন্ত্রণাভিজ্ঞো রাজনীতিবিশারদঃ।
নানালিপিজ্ঞো মেধাবী নানাভাষাসমন্বিতঃ ॥
মন্ত্রণাচতুরো ধীমান্ নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ।
সন্ধিবিগ্রহভেদজ্ঞো রাজকার্য্যে বিচক্ষণঃ ॥
সদা রাজহিতান্বেষী রাজসন্নিধিসংস্থিতঃ।
কার্য্যাকার্য্যবিচারজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
স্বরূপবাদী শুদ্ধাত্মা ধর্ম্মজ্ঞো রাজধর্ম্মবিৎ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ স এব রাজলেখকঃ ॥
নৃপানুবর্ত্তী সততং নৃপবিশ্বাসরক্ষকঃ।
নৃপতের্হিতকাঙ্ক্ষী স এব রাজলেখকঃ ॥" (পত্রকৌমুদী)

প্রবীণ, মন্ত্রণাকুশল, রাজনীতিবিশারদ, নানা প্রকার লিপি বিষয়ে অভিজ্ঞ, মেধাবী, নানা ভাষায় পণ্ডিত, সন্ধিবিগ্রহ ও ভেদাদিতে কুশল, রাজকার্য্যে বিচক্ষণ, সর্ব্বদা রাজার হিতাভিলাষী, এবং রাজার সমীপে অবস্থিত, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বিষয়ে বিশেষ দক্ষ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, স্বরূপবাদী, বিশুদ্ধস্বভাব, ধার্ম্মিক ও রাজধর্ম্মকুশল এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তি রাজার লেখক হইবেন।

পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্যকর্ম্ম কায়স্থের কার্য্য।

"লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্।"
(পরাশরসংহিতা ১০ অ°)

"শুচীন্ প্রাজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যু হিতৈষিণঃ ॥"
(বৃহৎপরাশর স° ২০। ২০)

বৃহৎ পরাশরের এই বচনানুসারে বিদ্বান্ কায়স্থই লেখক হইবে। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে যে—

"গণনাকুশলো যস্তু দেশভাষাপ্রভেদবিৎ।
অসন্দিগ্ধমগূঢ়ার্থং বিলিখেৎ স চ লেখকঃ ॥"
(শুক্রনীতি ২। ১৭৩)

যিনি গণনাকুশল, দেশভাষার প্রভেদাদিতে অভিজ্ঞ এবং নিঃসন্দেহ ও সরলভাবে লিখিতে পারেন, তিনি লেখক হইবেন। শুক্রনীতির মতেও কায়স্থ লেখক হইবেন।

"গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যো হি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥"
(শুক্রনীতি ২। ৪২০)

গ্রামপতি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ লেখক, শুল্কগ্রাহী বৈশ্য এবং শূদ্র প্রতিহার হইবে।

মহাভারতের লেখক গণেশ। ব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া গণেশকে ইহা লিখিতে বলেন, গণেশ ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমায় লেখনী ক্ষণকালও নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে আমি ইহা লিখিতে পারি। তাহাতে ব্যাস বলিয়াছিলেন, তাহাই হইবে, কিন্তু তুমি না বুঝিয়া লিখিতে পারিবে না।

"শ্রুত্বৈতৎ প্রাহ বিঘ্নেশো যদি মে লেখনীক্ষণম্।
লিখতো নাবতিষ্ঠেত তদা স্যাং লেখকো হ্যহম্ ॥
ব্যাসোঽপ্যুবাচ তং দেবমবুদ্ধা মালিখ ক্বচিৎ।
ওঁমিত্যুক্ত্বা গণেশোঽপি বভূব কিল লেখকঃ ॥"
(ভারত ১। ১৭৮।৭৯)

লেখন (ক্লী) লিখ-ল্যুট্। ১ ছর্দ্দন। ২ ভূর্জত্বক্। ৩ অক্ষরবিন্যাস, চলিত লেখা, অক্ষর সাজান। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ভূমিতে লিখিতে নাই।

"ন ভূমৌ বিলিখেৎ বর্ণং মন্ত্রং ন পুস্তকং লিখেৎ।"(যোগিনীতন্ত্র৬।৩)

২ লেখনাঙ্কন। (ভাপ্র°) (পুং) ৩ কাশ। (রাজনি°)

লেখনপড়ন (দেশজ) লেখা ও পড়া।

লেখনি (স্ত্রী) কলম। [লেখনী দেখ।]

লেখনিক (পুং) লেখনং শিল্পমস্য ঠন্। ১ লেখহারক। ২ পরহস্ত দ্বারা লেখক। ৩ স্বহস্ত দ্বারা লেখক। (মেদিনী)

লেখনিকা (স্ত্রী) স্ত্রীচিত্রকর।

লেখনী (স্ত্রী) লিখ্যতেঽনয়া লিখ-ল্যুট্-ঙীপ্। লেখন-সাধন বস্তু, চলিত কলম, পর্য্যায় বর্ণতুলিকা, বর্ণতুলী, কলম, অক্ষর-তূলিকা, করাশ্রয়, চিত্রক। (শব্দরত্না°)

লেখনীর শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, বাঁশের কলম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লিখিলে অশুভ তাম্রনির্ম্মিত কলমে লিখিলে উন্নতিলাভ, সুবর্ণনির্ম্মিত কলমে মহতী লক্ষ্মী-লাভ, বৃহন্নলের কলমে মতিবৃদ্ধি ও চিত্রকাষ্ঠের কলমে লিখিলে ধনধান্যাদি লাভ হয়। রৈত্য কলমে লক্ষ্মীলাভ এবং কাংস্যের কলমে লিখিলে মরণ হয়। কলম আট অঙ্গুলি পরিমিত হইবে, চারি অঙ্গুলি পরিমাণ কলমে লিখিবে না, তাহাতে আয়ু ক্ষয় হয়।

"বংশসূচ্যা লিখেদ্বর্ণং তস্য হানির্ভবেদ্ধ্রুবম্।
তাম্রসূচ্যা তু বিভবো ভবেন্ন তৎক্ষয়ো ভবেৎ॥
মহালক্ষ্মীর্ভবেন্নিত্যং সুবর্ণস্য শলাকয়া।
বৃহন্নলস্য সূচ্যা বৈ মতিবৃদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
তথা অগ্নিময়ৈর্দেবি পুত্রপৌত্রধনাগমঃ।
রৈত্যেন বিপুলা লক্ষ্মীঃ কাংস্যেন মরণং ভবেৎ।
অষ্টাঙ্গুলপ্রমাণেন দশাঙ্গুলেন বাথবা॥
চতুরঙ্গুলসূচ্যা বা যো লিখেৎ পুস্তকং শুভে।
তত্তদক্ষরসংখ্যে তু স্বল্পায়ুর্যাতি বৈ দিনে॥"
(যোগিনীতন্ত্র ৩ পটল)

২ খটিকা, চলিত খড়ি, খড়ি দিয়া লেখা যায়, এইজন্য ইহাকে লেখনী কহে।

"খটিকা কঠিনী বাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।" (ভাবপ্র°)

সরস্বতী পূজার দিন লেখনীপূজা করিতে হয়।

লেখনীয় (ত্রি) লিখ-অনীয়র্। ১ লেখ্য, লেখিতব্য।

"স্নেহনো লেখনীয়শ্চ রোপণীয়শ্চ স ত্রিধা।" (সুশ্রুত ৬।১৮)

লেখপত্র (ক্লী) ১ চিঠি। ২ বিষয়সংক্রান্ত লেখাপড়ার কাগজ।

লেখপত্রিকা (স্ত্রী) লিখিত আবশ্যকীয় কাগজপত্র।

লেখপ্রতিলেখলিপি (স্ত্রী) লেখনপ্রথাভেদ। (ললিতবিস্তর)

লেখর্ষভ (পুং) লেখেষু দেবেষু ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ, লেখ-ঋষভ-ইবেতি বা। ইন্দ্র। (অমর)

লেখসন্দেশহারিন্ (ত্রি) পত্রবাহক। (কথাসরিৎসা° ১০২।২৩০)

লেখহার (পুং) লেখং হরতি অণ্। পত্রবাহক।

"নিগূঢ়ং স নৃপস্তত্র লেখহারং ব্যসর্জ্জয়ৎ।"
(কথাসরিৎসা° ৫। ৭৫)

লেখহারক (পুং) লেখহার এব স্বার্থে কন্। পত্রবাহক।

লেখহারিন্ (ত্রি) লেখং হরতি হৃ-ণিনি। পত্রবাহক।

লেখা (স্ত্রী) লিখ্যতে ইতি লিখ বাহুলকাৎ অপ্-টাপ্। ১ লিপি, পঙ্‌ক্তি। ২ রেখা। স্বল্পয়োরৈক্যং।

লেখাধিকারিন্ (পুং) রাজকর্ম্মচারিভেদ। ইনি দপ্তরখানার সম্পাদক (Secretary)।

লেখাভ্র (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। বহুবচনে তদ্বংশধরগণ বুঝায়। (পা ৪।১।১২৩)

লেখাভ্রূ (স্ত্রী) শিবাদিগণে উক্ত প্রাচীন রমণীভেদ। (পা ৪।১।১২৩)

লেখার্হ (পুং) লেখে অর্হঃ। ১ শ্রীতালবৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ লেখনযোগ্য, লিখিবার উপযুক্ত।

লেখাবলম্ব (পুং ক্লী) অঙ্কিতবৃত্ত।

লেখিন্ (ত্রি) ১ অঙ্কন। ২ লিখন। স্ত্রীয়াং ঙীপ্। ৩ চামচ, হাতা।

লেখিত (ত্রি) লিখ্যতে যৎ লিখ ণিচ্-ক্ত। অপরের দ্বারা লিখিত।

লেখ্য (ত্রি) লিখ-ণ্যৎ। ১ লেখিতব্য, লেখনীয়, লেখনযোগ্য। ২ ব্যবহারাঙ্গ ক্রিয়াপাদাঙ্গ। মিতাক্ষরা ও ব্যবহারতত্ত্ব প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। লেখ্য দ্বিবিধ, শাসন ও জানপদ। ইহার মধ্যে জানপদ আবার দ্বিবিধ— স্বহস্তকৃত ও অন্যহস্তকৃত, স্বহস্তকৃত অসাক্ষিক, আর পরহস্ত-কৃত সসাক্ষিক।

"সাম্প্রতং লেখ্যং নিরূপ্যতে। তত্র লেখ্যং দ্বিবিধং শাসনং জানপদঞ্চ। জানপদমভিধীয়তে। তচ্চ দ্বিবিধং স্বহস্তকৃতমন্য-হস্তকৃতঞ্চেতি। তত্র স্বহস্তকৃতমসাক্ষিকং অন্যকৃতং সসাক্ষিকং।" (ব্যবহারতত্ত্ব) ছয়মাস সময়ের পর ভ্রান্তি হইতে পারে, এই জন্য বিধাতা অক্ষরসৃষ্টি করিয়াছেন, এই অক্ষর দ্বারা পত্রে লিখিয়া রাখিলে, তাহাকে লেখ্য কহে।

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥
লেখ্যন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বহস্তান্যকৃতন্তথা।
অসাক্ষিকং সাক্ষিমচ্চ সিদ্ধির্দেশস্থিতেস্তয়োঃ॥"
(ব্যবহারতত্ত্বধৃত বৃহস্পতি)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই লেখ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি ও সময়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যৎকালে বিস্মৃতাদি নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না ঘটে, এইজন্য এই সকল বিচারঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিতে হইবে এবং ঐ লেখ্য বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যয়নপ্রযুক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, যথা অমুক

মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক। অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইবে। অধমর্ণ আমি অমুকের পুত্র, অমুক ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত। এই কএকটী কথা স্বহস্তে লিখিতে হইবে, এবং এই লেখ্যপত্রে সাক্ষিগণ পিতার নাম লিখিয়া লিখিবে যে, আমি অমুক এই বিষয়ের সাক্ষী হইলাম। সাক্ষিগণ সংখ্যায় ও গুণে সমান হইবে। অনন্তর লেখক আমি অমুকের পুত্র অমুক ঋণী ও ধনীর প্রার্থনানুসারে ইহা লিখিলাম।

সাক্ষী ভিন্নও স্বহস্তলিখিত লেখ্য প্রমাণ হইবে। কিন্তু বলাৎকার বা লোভপ্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা নিষ্পাদিত প্রমাণ হইলে ঐ লেখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না। লেখ্যলিখিত ঋণ তিন পুরুষের দেয়। ঋণগৃহীতা যদি পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার পুত্র বা পৌত্র পরিশোধ করিবে।

লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদক্ষরলিখিত, নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, অৰ্দ্দিত, বিদলি, দগ্ধ কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্যপত্র করিতে পারিবে। নিজ নিজ হস্তাক্ষর, যুক্তি, তত্তৎসাক্ষিনির্দ্দেশাদিক্রিয়া, অসাধারণ 'শ্রী' কারাদি চিহ্ন, অর্থী প্রত্যর্থীর চিরাগত ঋণদান ও ঋণ গ্রহণরূপ সম্বন্ধ এবং এতৎ সংখ্যক অর্থপ্রাপ্ত্যুপায় এই সকল হেতু সংদিগ্ধ লেখ্যপত্রের শুদ্ধি হইবে।

অধমর্ণ সময়ে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবে অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ লেখ্যপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে।

(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°)

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে যে, লেখ্য ত্রিবিধ রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক ও অসাক্ষিক। এই লেখ্যকে বর্ত্তমান দলিল বলা যাইতে পারে। রাজার বিচারালয়ে রাজার নিযুক্ত কায়স্থ লিখিত এবং বিচারপতির হস্ত পাঞ্জাদি চিহ্নযুক্ত যে লেখ্য তাহাকে রাজসাক্ষিক কহে। (এই রাজসাক্ষিক দলিল বর্ত্তমান কালে রেজেষ্ট্রী দলিলের অনুরূপ)। যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্তলিখিত লেখ্য সসাক্ষিক। পরহস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। এই লেখ্য বলপূর্ব্বক কৃত হইলে তাহা অপ্রমাণ হইবে এবং ছলপূর্ব্বক কৃত সকল লেখ্যই অপ্রমাণ। দূষিত কর্ম্মদুষ্ট অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুষ্কার্য্য করায় দোষী বলিয়া পরিচিত, কূটসাক্ষী প্রভৃতি, অথবা দূষিত এবং কর্ম্মদুষ্ট, সাক্ষিগণের অঙ্কিত লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ।

স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত যে লেখ্য তাহা অপ্রমাণ। দেশাচারের অবিরুদ্ধ, সুস্পষ্ট হস্তচিহ্নে চিহ্নিত, অনুপূর্ব্ব বর্ণমালাযুক্ত সুযোগ্যব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। তৎকৃত বর্ণ চিহ্ন, ও পত্রান্তর, যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখনপরিপাটীর ন্যায় লিখনপরিপাটী এই সকল দ্বারা সন্দিগ্ধ লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। লেখক বা অধমর্ণাদি বা সাক্ষী যদি কহে এ লেখ্য আমার নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের অক্ষরাদির দ্বারা লেখ্য সপ্রমাণ হইবে। যেখানে ঋণী, ধনী, সাক্ষী কিংবা লেখক মৃত হয়, সেই স্থলে সেই লেখ্য তাহাদিগের স্বহস্তচিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ হইবে। (বিষ্ণুসংহিতা ৭ অঃ)

লেখ্যগত (ত্রি) ১ চিত্রিত। ২ লিখিত। ৩ অঙ্কিত।

লেখ্যচূর্ণিকা (স্ত্রী) লেখ্যস্য চূর্ণিকা। তূলিকা। (শব্দরত্না°)

লেখ্যপত্র (পুং) লেখ্যং লেখার্হং পত্রং অস্য। ১ তালবৃক্ষ। (ভাবপ্র°) (ক্লী) ২ লেখনীয় পত্র।

লেখ্যময় (ত্রি) ২ আলেখ্যযুক্ত। চিত্রিত।

লেখ্যস্থান (ক্লী) লেখ্যস্য স্থানং। লেখ্যের স্থান, যেখানে লেখা হয়, চলিত দপ্তরখানা, আফিস। পর্য্যায় গ্রন্থকুটী।

লেট, বর্ণসঙ্কর জাতিভেদ।

লেণ্ড (ক্লী) গুখ, চলিত ন্যাড়।

"উৎসসর্জ্জ বৃহল্লেণ্ডং মূত্রঞ্চ ভয়মাপহ।"(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ২২ অ)

লেণ্ডু (দেশজ) পুচ্ছবিহীন।

লেত (পুং) অশ্রুবিন্দু। [লোত দেখ।]

লেদরী (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ১.৮৭)

লেপ, গতি, গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট লেপতে। লুট্ লেপিতা। লিট্ লিলেপে। লুঙ্ অলেপিষ্ট।

লেপ (পুং) লিপ-ঘঞ্। ১ লেপন।

"ভূমির্বিশুধ্যতে কালাৎ দাহমার্জ্জনগোক্রমৈঃ।
লেপদাহুল্লেখনাৎ সেকাদ্বেশ্মসংমার্জ্জনার্চ্চনাৎ॥"(মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫।১৫)

২ ভোজন। (মেদিনী) লিপ্যতেহনেনেতি। ৩ সুধা, চলিত কলিচুণ। (বিশ্ব)

লেপক (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণ্বুল্। ১ জাতিবিশেষ। পর্য্যায় পলগণ্ড, লেপী, লেপ্যকৃৎ। (হেম) (ত্রি) ২ লেপনকারী।

লেপ্‌ছা, হিমালয়-পর্ব্বতপৃষ্ঠবাসী জাতিবিশেষ। সিকিম, পূর্ব্ব-নেপাল, পশ্চিমভোটান ও দার্জ্জিলিঙ্গ নামক পর্ব্বতাংশে এই পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। উহা সাধারণতঃ লেপ্‌ছা জাতির বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত। ঐ স্থানের প্রস্থ প্রায় ৬০ মাইল। ইহারা কোচ জাতীয়, নেপালে নেবার ও অপরাপর জাতি এবং ভোটানের লেফা জাতির সহিত ইহারা বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। মুখাকৃতি ও অবয়বাদির গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে সেই মোঙ্গলীয় জাতির শাখাসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়।
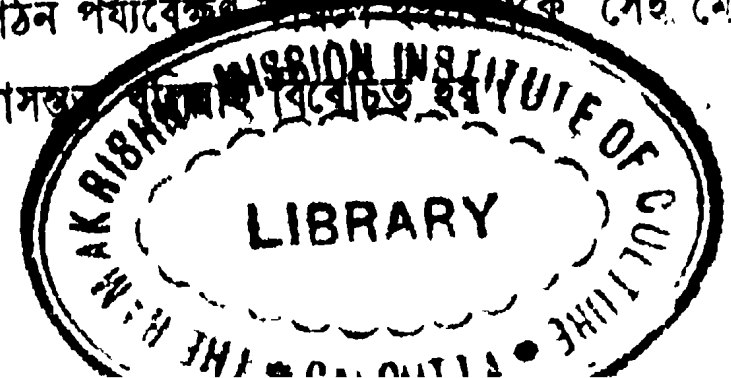
এই লেপ্‌ছা জাতির মধ্যে রোঙ্গ ও খাম্বা নামে দুইটী থাক আছে। প্রথমোক্ত লেপ্‌ছা সম্প্রদায় আপনাদিগকে সিকিমের আদিম অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করে। সাধারণের বিশ্বাস, খাম্বাগণ চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্গত খাম প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কিংবদন্তী এই—প্রায় আড়াই শতবৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পর বৌদ্ধলামাগণ সিকিমজনপদের একজন রাজা নির্ব্বাচন করিবার জন্য উক্ত খাম প্রদেশে দূত প্রেরণ করেন। খাম্বারা রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইলে তিনি ও তাঁহার আত্মীয়গণ এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই বংশধরগণ এখন পূর্ব্বতন বাসস্থানের নামে এখানে পরিচিত রহিয়াছে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। উভয় থাকের পরস্পরের মধ্যে অবাধে আদান প্রদান হইয়া উভয়ে এক্ষণে একটী জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, দুইটী মোঙ্গলীয় উপনিবেশ পর্য্যায়ক্রমে সিকিমে আসিয়া বসতি করায় সম্ভবতঃ এই নামপার্থক্য ঘটিয়াছে।

ডাঃ কাম্বেল তিব্বতযাত্রা উদ্দেশে সিকিমে অবস্থানকালে এই জাতির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই জাতির আচারনীতি সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। লেপ্‌ছাগণ খর্ব্বাকৃতি, সাধারণ দৈর্ঘ্য ৪ ফিট্ ৮ ইঞ্চি, কদাচ ৫ ফিট্ ৬ ইঞ্চি লম্বা লোক দেখা যায়। পুরুষের অনুরূপ রমণীগণও খর্ব্বাকার। লেপ্‌ছারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ এবং বিস্তৃতবক্ষ, দেহে মাংসের আধিক্য হেতু তাহাদের গঠন সুবলিত ও কমনীয় হইয়াছে। গাত্রবর্ণ দুগ্ধের ন্যায় সাদা, চক্ষুর্দ্বয় কর্ণায়ত, চলিত কথায় যাহাকে পটোলচেরা বলে। শীতপ্রধান স্থানে বাস-নিবন্ধন তাহাদের গণ্ডদ্বয়, এমন কি, সর্ব্বশরীর গোলাপের ন্যায় রক্তাভ হইয়া থাকে। মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় ঢঙ্গের চেপ্টা ও গোল এবং নাক খাঁদা না হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত।

লেপ্‌ছা স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে এই সৌন্দর্য্যপ্রভা এতই বলবতী যে, সহজে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না। অবয়বাদির সুবলিত গঠন, মাথার মধ্যস্থানে সীঁতি, আলখাল্লার ন্যায় পরিচ্ছদ, নয়নকোণে বিমল হাস্যরেখা, বিনান চুল ও কমনীয় স্বভাব দেখিলে বাস্তবিকই যুবকদিগকেও যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও রমণীদিগের মধ্যেও প্রায় ঐরূপ, বিশেষের মধ্যে এই যে, পুরুষের মাথায় একটী বিনানী ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুইটী বা তিনটী বিনানী থাকে।

ইহারা স্বভাবতঃ অপরিষ্কার। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় ইহারা কখনই গাত্র ধৌত করে না। এই সময়ে ইহাদের গাত্রে প্রচুর ময়লা জন্মে। তখন ইহারা কাছে আসিলে এক প্রকার ভেপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়। বর্ষাকালে যখন বারিপাত হইতে থাকে, তখন ইহারা কার্য্য উপলক্ষে বাটীর বাহিরে আসিলেই ঐ গাত্রমল ধৌত হইয়া যায়। এই সময়ে ইহাদের শরীর দুর্গন্ধহীন হয় এবং কমনীয় কান্তির সহিত রূপ-প্রভা উথলিয়া উঠে। ধর্ম্মভীরুতা ও লোকরঞ্জকতা-গুণে ইহা-দের এই সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানবাসী ভোটিয়া, লিম্বু, মুর্ম্মি ও গুরুঙ্গ প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা লেপ্‌ছাদিগের জ্ঞানবুদ্ধি অধিক। বিনয়াদি সদ্‌গুণে ইহারা অপরের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে। কখন ইহারা স্বজাতির সহিত বিবাদ করে না। অকস্মাৎ কোন কারণে ক্রোধের উদ্রেক হইলে, ইহারা রাগিয়া উঠে বটে; কিন্তু সময়ান্তরে ইহাদিগকে সেই অন্যায় ক্রোধের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, ইহারা পরিতাপ করে। ইহাদের সকলের নিকট ভোজালী নামক ছুরিকা থাকে বটে, কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কখনও কাহারও বক্ষে বসায় না। আহার, বিহার, বাক্যালাপ ও পানাদি বিষয়ে ঘোর সামাজিকতা দৃষ্ট হয়। ইহারা পর্ব্বতজাত ফলমূল ও শাকশব্জী খাইতে বরং ভালবাসে, তথাপি কাহারও অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে চাহে না। দার্জ্জিলিঙ্গে ইহারা ইংরাজের আদালতে আসিয়া বিচার-প্রার্থী হয়।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত ইহাদের মধ্যে বংশগত কয়টী বিভাগ আছে, উহা থর নামে খ্যাত। তাহার মধ্যে বরফুঙ্গপুযো ও অদিনপুযো বংশীয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং সিঙভুঙ, তিঙ্গিলমুঙ্গ, রঙ্গোমুঙ, তার্জুকমঙ্গ, সুঙপুট্‌মুঙ্গ, নামজিস্তমুঙ, লুক্‌সোম ও সঙ্গমি নামক অপর আটটী থর সমাজে অপেক্ষাকৃত হীনমর্য্যাদ বলিয়া গণ্য। উপরোক্ত বরফুঙ্গপুযো ও অদিনপুযোরা নিম্নোক্ত আটটী থরের মধ্যে আদান প্রদান করে না। পক্ষান্তরে অপর ৮টী থরের লোকেরা পরস্পরে এমন কি, লিম্বুজাতির মধ্যেও পুত্রকন্যাদির বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এক থরের মধ্যেও বিবাহ হইতে দেখা যায়। কখন কখন মামেরা, চাচেরা প্রভৃতি প্রথায় ৩ বা ৪ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে। যেখানে পাত্র 'মিত্র' দত্তক সম্বন্ধযুক্ত হয়, সেই খানে নয়পুরুষ বাদ চলে।

বিবাহকালে লামারাই পৌরোহিত্য করে। দুই জন বন্ধুর পত্নী আসিয়া বিবাহকালীন অপরাপর আয়োজন ও ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রধানতঃ ১৬ হইতে ১৮ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয় এবং যুবকেরা অর্থসঙ্কুলন করিতে পারিলেই বিবাহিত হইতে পারে। কন্যাপণ দিবার শক্তি

থাকিলে অল্পবয়সেই বিবাহ হয়, নচেৎ ঐ ব্যক্তি অর্থসংগ্রহ করিয়া বয়সকালে বিবাহ করিতে পারে। কন্যাপণ ৪০৲ হইতে ১০০৲ টাকা লাগে।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা তাহার মনোনীত ভাবিপতির সহিত একত্র আহার বিহার করিতে পারে। এই অবস্থায় সহবাসাদি দোষ ঘটিলেও তাহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করে না। কন্যা যদি গর্ভবতী হইয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য, কিন্তু যদি কোন কারণ বশতঃ সে ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ না করে, তাহা হইলে সে কন্যার পিতাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। ঐ কন্যার সহিত অপরের বিবাহ হইলে কন্যার পিতার আর পণ পাইবার আশা থাকে না।

সাধারণ বিবাহে কন্যার পিতা পাত্রের নিকট একজন পিবু (ঘটক) পাঠাইয়া থাকে। বিবাহের প্রস্তাব পাত্রের পিতা, কর্ত্তৃপক্ষ, অথবা স্বয়ং পাত্র কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে পিবু কন্যার পিতার নিকট হইতে ৫৲ টাকা, ১০ সের মউয়া মদ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া পাত্রকে দিয়া আসে, উহাতেই বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। অতঃপর লামাকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে প্রথমে কন্যালয়ে ও পরে বরগৃহে বিবাহের অঙ্গবিশেষ সম্পাদিত হয়। বিবাহের মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ কিছু নাই। যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। বর ও কন্যাকে একখানি আসনে উপবেশন করাইয়া লামা তাহাদের উভয়ের গলদেশে এক একখানি রেশমের উড়ানি বাঁধিয়া দেয়। পরে "মালাবদল" স্বরূপ তাহারই বিনিময় হইয়া থাকে। তদনন্তর তাহাদের মাথায় চাউল ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর বর ও কন্যা একপাত্রে ভোজন ও মউয়া মদ্য পান করে। প্রথমে কন্যালয়ে পরে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বরের বাটীতে এইরূপ ক্রিয়ার পর বিবাহকার্য্য শেষ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজের পর উপস্থিত সকলে সানন্দচিত্তে আপন আপন গৃহে গমন করে। কন্যা তিন দিন মাত্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এক মাসের জন্য পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে।

যে ব্যক্তি কন্যাপণ দিতে অসমর্থ, সেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু যত দিন না তাহার ঐ পণের টাকা শোধ যায়, তত দিন তাহাকে স্বীয় শ্বশুরালয়ে থাকিয়া শ্বশুরের আদিষ্ট কর্ম্ম করিতে হয়। ঐ সময়ে সে তাহার বিবাহিতা পত্নীকে স্বীয় গৃহে লইয়া যাইতে পারে না।

বহুবিবাহ ও বহুস্বামিকবৃত্তি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। বিধবা রমণীগণ স্বেচ্ছামত বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু ঐ রমণী স্বীয় দেবর ভিন্ন অপর ব্যক্তিকে বিবাহ করিলে, দেবর ঐ ভ্রাতৃজায়ার গর্ভজাত স্ববংশীয় সন্তানসন্ততিদিগকে পালন করিয়া থাকে এবং ভ্রাতৃজায়ার দ্বিতীয় স্বামীর নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রদত্ত কন্যাপণ আদায় করিয়া লয়। বিধবাবিবাহকালেও পদ্ধতিমত বিবাহক্রিয়া সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই লামা উভয়ের বিবাহসংবাদ মুখে ঘোষণা করিয়া দিলেই বিবাহ হইয়া যায়। দম্পতীর মনোগত ভাব বিষম হইয়া উঠে, তাহা হইলে পিবুদিগকে ডাকাইয়া বিসংবাদের কারণ নির্দ্দেশ সহকারে মীমাংসা দ্বারা পরস্পরের মনোমালিন্য দূর করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে। উপর্য্যুপরি দুই বা তিন বার এইরূপ চেষ্টার পর যদি তাহাদের মনের মিল না হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিবাহকালে যে লামা থাকে,তাঁহাকে ডাকাইয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তখন ঐ স্ত্রী স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া আইসে এবং ঐ স্বামীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পুনরায় স্বীয় পত্নীর পিতাকে কিছু অর্থদণ্ড দিতে হয়। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে পঞ্চায়ত তাহার বিচার করিয়া উপপতিকে অর্থদণ্ড করিয়া থাকে। যদি পঞ্চায়তের বিচারে স্ত্রীর সতীত্বহানি প্রকাশ হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। এই পত্নীত্যাগের নিমিত্ত তাহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পত্নীর পিতার হস্তে অর্থদান করিতে হয় না, বরং সে স্বদত্ত অলঙ্কারাদি পত্নীর গাত্র হইতে উন্মোচিত করিয়া লইয়া তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এইরূপ ব্যভিচারদোষদুষ্টা স্ত্রীও পুনরায় বালিকা কন্যার বিবাহপদ্ধতি অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে।

বিবাহপ্রথার এইরূপ বিপর্য্যয় হেতু ইহাদের মধ্যে উত্তরাধিকারের বিশেষ কোন বিধি নাই। পঞ্চায়তগণ জাতীয় প্রথামত মৃত ব্যক্তির পুত্র বা কন্যাদিগকে পৈতৃক সম্পত্তির যেরূপ বিভাগ মীমাংসা করিয়া দেন, সাধারণে তাহাই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য, কেহ তজ্জন্য রাজদ্বারে উপনীত হয় না। যদি কোন ব্যক্তির একাধিক পুত্র থাকে, তাহা হইলে সকল পুত্র সমান অংশ পায়, তবে বিধবা মাতা ও অবিবাহিতা ভগিনীগণ থাকিলে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পালন করিতে হয় বলিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাগ পাইয়া থাকে। আবার পুত্রদিগের মধ্যে যাহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত, তাহারা অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিক সম্পত্তি পায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে না, তবে যদি পঞ্চায়ত অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে অংশ দেয়, তাহা হইলে সে সম্পত্তির অংশভাগী হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মৃত্যুকালীন দানপত্র লিখিয়া দিবার ব্যবস্থা নাই, তবে মুমূর্ষু ব্যক্তি অন্তিম শয্যায় শায়িত থাকিয়া স্বীয় সম্পত্তির অংশ যাহাকে যেরূপ দিতে হইবে, পঞ্চায়তের সমক্ষে সেইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, পঞ্চায়ত মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে কার্য্যসম্পাদন করিতে বাধ্য থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অবিবাহিতা কন্যাগণ পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ঐ কন্যা-দিগের বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত, ভ্রাতৃবর্গ অথবা বিবাহিতা কন্যারা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইবে না। পুত্রাদি না থাকিলে বিবাহিতা কন্যাই পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, কিন্তু ঐ সম্পত্তিলাভের পর পিত্রালয়ে বাস করাই ইহাদের জাতীয় বিধি। সাধারণতঃ এই নিয়মে উত্তরাধিকারিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইলেও, অনেক সময়ে পঞ্চায়তের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লেপ্‌ছাই বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি ইহাদের মধ্যে সামানী পশ্বাচারের অভাব নাই। ইহারা পর্ব্বতাংশ বিশেষ ও তথাকার স্রোত-স্বিনীদিগকে রোগাদি অমঙ্গলের উৎপাদক জানিয়া পূজা করে। তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্ব্বতকে ঝড়, তুষার, বৃষ্টি ও বরফ পাতের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শাক্য বুদ্ধের শিক্ষাগুরু বলিয়াও উপাসনা করিয়া থাকে। ঐ পর্ব্বতগাত্রস্থ তুষাররাশি সূর্য্যোত্তাপে বিগলিত হইয়া সময় সময় ইহাদের বাসভূমি ও শস্যক্ষেত্রাদি পরিপ্লাবিত করে। এতদ্ভিন্ন এসেগেওপু, পালদেন, ল্হামো, লাপেন রিন্-পোছে, গেওপু-মালেঙ ক্লাগ্‌পু ও বসুন্ধরা প্রভৃতির উপাসনাকালে ইহারা মাংস, মহুয়ামদ, ফল, তণ্ডুল, পুষ্প ও ধূপধূনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য দিয়া পূজা করিয়া থাকে। ইহারা চিরেঙ্গী বা লছেন-ওঁম-ছুপ্-ছিমুকে মহাদেব বলিয়া স্বীকার করে। তাঁহার পত্নীর নাম উমাদেবী। অধিক সম্ভব সিকিমে বৌদ্ধধর্ম্মবিস্তারের পূর্ব্বে ইহারা এই শঙ্করমূর্ত্তি ও উমাদেবীর উপাসনা করিত। [লামা দেখ।]

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে তিব্বতীয় লামাগণই ইহা-দের যাজকতা করে। ইহাদের মধ্যে কেহই লামাধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। অনেকে ভৌতিক বিদ্যা অভ্যাস করিয়া "বিজুয়া" (ওঝা) হইয়াছে। ভূতপ্রেতাদি অপদেবতাগণের প্রকোপ উপশমনার্থ ইহারা নানা ভৌতিক ক্রিয়া কলাপের অবতারণা করিয়া থাকে।

ইহারা প্রধানতঃ শবদেহ পূর্ব্বমুখী রাখিয়া কবর মধ্যে গোর দেয়। সমাহিত করিবার পূর্ব্বে তিন দিন ঐ মৃতদেহ গৃহে বসাইয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে নিয়ম মত ভোজ্যাদি স্থাপন করে। গর্ত্তমধ্যে মৃতদেহ স্থাপনের পূর্ব্বে উহার চতুর্দ্দিক্ পাথর দিয়া ঘেরা হয়, পরে তন্মধ্যে শবরক্ষা করিয়া চাপা দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহার উপর একটী গোলা-কার পাথরের স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তদুপরি নিশান দেওয়া হয়। রোঙ্গ-লেপ্‌ছাগণ মৃত্যুর একমাস পরে ওঝা ডাকাইয়া প্রেতের শান্তি ও মঙ্গলকামনায় একদিন শ্রাদ্ধ করে। ঐ সময়ে একটী বন্য গোরু বা ছাগ মারা হয় এবং সকলে মউয়া পান করিয়া নেশায় বিভোর হইয়া থাকে। ইহারা ঐরূপে বাৎসরিক শ্রাদ্ধও সম্পন্ন করে। নবশস্য ছেদনের সময় প্রত্যেক গৃহকর্ত্তাই পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে নূতন তণ্ডুল, মউয়া ও নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া উৎসর্গ করিয়া থাকে।

উচ্চশ্রেণীর খাম্বা লেপ্‌ছাগণের মধ্যে শবদেহ দাহ করিবার প্রথা আছে। দেহ ভস্মীভূত হইবার পর, শবের দগ্ধ অস্থি সকল চূর্ণ করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন নদী বা জোয়ারের জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবস্থা বিশেষে শ্রাদ্ধ প্রক্রিয়ারও তারতম্য আছে। ব্রহ্মচারিণী রমণীদিগের শ্রাদ্ধপ্রথাও স্বতন্ত্র।

সিকিম রাজ্যের ব্রহ্মচারিণী এক রমণীর শ্রাদ্ধে যেরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ;—

শ্রাদ্ধকালে মৃতার একটী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি মেজের উপর নানা খাদ্য সামগ্রী, অপর এক খানিতে তাহার ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং তৃতীয় টেবিলে ১০৮টী পিত্তলের প্রদীপ সারি দিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উষ্ণীষ-ধারী ও রক্তাম্বরপরিহিত অনেকগুলি লামা ঐ সময়ে কএকদিন ধর্ম্মমন্দিরে সমস্বরে স্তোত্রাদি পাঠ করিয়াছিলেন। তার পর পেমিওঙ্গছি সঙ্ঘারামে আনিয়া ঐ প্রতিকৃতিকে বেদীতে বসান হয় এবং তিন দিন প্রেতের মঙ্গল কামনায় উপরোক্তরূপ স্তোত্রাদি পাঠ হইয়া থাকে। শেষ দিনে মৃতার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ বস্ত্র, অর্থ ও খাদ্যাদি উপহার যাহা পাঠাইল, তাহা ঐ প্রতিকৃতির সম্মুখে সাজাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ে মঠের প্রধান লামা সেই মূর্ত্তির সম্মুখের আসনে উপবেশন করিয়া তদুদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যাদি ও দাতার নাম জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মচারিণীর সমক্ষে চা ও মউয়া পানপাত্রপূর্ণ করিয়া দেয় এবং লামারা আসিয়া ঐ সময়েই মূর্ত্তির সমক্ষে চা ও মউয়া পান করে। তার পর সেই মৃত ব্যক্তির বা রমণীর পরিচিত ও আত্মীয়েরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে সেই মূর্ত্তিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া থাকে এবং তাহার বস্ত্রাঞ্চল চুম্বন করিয়া তাহাকে চিরদিনের মত বিদায় দিয়া আইসে। ঐ সময়ে সমবেত লামাগণ প্রেতাত্মার বিদায়কামনায় সর্ব্বোচ্চস্বরে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করে এবং প্রধান লামা স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটী মেজের নিকট আসিয়া কএকটী গুপ্ত প্রক্রিয়া সাধন করেন। রাত্রি ৯টা বাজিলে স্তুতিপাঠ সমাপ্ত হয়। তখন প্রধান লামা আপনার আসন সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তাহার

মর্ম্ম এই যে, "তোমার ভবপারে গমনের সুবিধার্থ যাবতীয় প্রক্রিয়াই অনুষ্ঠিত হইল। এক্ষণে তুমি স্বচ্ছন্দে একাকী ধর্ম্মরাজ যমের নিকট গমন করিতে পার।" ইহাই তাহাদের বৈতরণী-পারের ব্যবস্থা বলিতে হইবে।

প্রধান লামার বক্তব্য শেষ হইলে, অপরাপর লামাগণ আসিয়া সেই মূর্ত্তিকে বস্ত্রহীন করিয়া ফেলে। ঐ সময়ে অপরাপর লোকে শঙ্খ, শিঙ্গা, ঢাক, করতাল প্রভৃতি বিবিধ বিকট বাদ্য করিতে করিতে মঠের বাহিরে আসিয়া মৃতব্যক্তির আত্মাকে অন্ধকারময় স্থানে লইয়া নিক্ষেপ করণানন্তর পুনরায় মঠমধ্যে ফিরিয়া আইসে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লেপ্‌ছাদের মধ্যে কোনরূপ জাতিবিচার নাই। যাহারা নেপালরাজ্য মধ্যে হিন্দুরাজার অধীনে বাস করে, তাহারা সেইরূপ রাজনিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আপন আপন ধর্ম্ম পালন করে। নেপালে ইহারা গোহত্যা করিতে পারে না। দার্জ্জিলিঙ্গে কিন্তু ইহারা গো শূকর প্রভৃতি যাবতীয় পশুমাংসই ভক্ষণ করে। বনমধ্যস্থ মৃত পশ্বাদিতে ইহাদের অরুচি নাই। মৃত হস্তীর পচা মাংস ইহারা বিশেষ আদরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতজাত ফল, মূল, চাউল ও ময়দার রুটী প্রভৃতি তাহাদের ভক্ষ্য। চাউল, ও ময়দার জন্য ইহারা ধান্য, গোধূম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি শস্যের চাস করিয়া থাকে। এই চাউল, ভুট্টা বা মউয়া হইতে ইহারা মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। যখন কোন দূর স্থানে গমন করে, তখন ইহারা বাঁশের চোঙ্গায় মদ লইয়া যায়। পথিমধ্যে বাঁশের চোঙ্গায় চাউল সিদ্ধ করিয়া ভোজন করিয়া থাকে, কিন্তু ঘরে থাকিলে সাধারণতঃ লৌহ কড়াতেই ভাত রাঁধে। খাদ্যাদি সম্বন্ধে ইহাদের বিশেষ কোন পারিপাট্য নাই।

লেপন (ক্লী) লিপ-ল্যুট্। লেপ, চলিত লেপা।

"বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা।
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

গোময়াদি দ্বারা দেবগৃহ লেপন করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখ ও পরলোকে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লেপনের বিশেষ প্রশংসা লিখিত আছে—

"শৃণু তত্ত্বেন মে দেবি লিপ্যমানস্য যৎ ফলম্।
সর্ব্বং তে কথয়িষ্যামি যথা প্রাপ্নোতি মানবঃ॥
গোময়ং গৃহ্য বৈ ভূমে মম বেশ্মোপলেপয়েৎ।
ন্যস্তানি তত্র যাবন্তি পদানি চ বিলিম্পতঃ॥
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি দিব্যানি দিবি মোদতে।
যদি দ্বাদশ বর্ষাণি লিপ্যতে মম কর্ম্মসু॥" (বরাহপুরাণ)

২ গাত্রে লেপপ্রদান, গাত্রে চন্দনাদি লেপন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, স্নানের পর লেপন বিধেয়, এই লেপন অঙ্গে প্রয়োগ করিলে সৌভাগ্য এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয়। ইহা দেহের দৌর্গন্ধ ও শ্রমনাশক। যে সকল অবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ, সেই অবস্থায় লেপনও নিষিদ্ধ।

লেপন তিন প্রকার, দোষ ও বিষনাশক এবং বর্ণ্যকর। ইহা আবার ২ প্রকার, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে আলেপ পিত্তনাশক এবং প্রদেহ বাতশ্লেষ্মনাশক। লেপ রাত্রিকালে নিষিদ্ধ। কিন্তু ব্রণাদিতে লেপ দিতে হইলে রাত্রিকালেও দেওয়া যাইতে পারে।

"দোষঘ্নো বিষহা বর্ণ্যো লেপস্ত্বেবং ত্রিধা মতঃ।
দ্বৌ তস্য কথিতৌ ভেদৌ প্রলেহাখ্যপ্রদেহকৌ॥" (সুশ্রুত)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন গাত্রে আমলকী লেপন করিয়া স্নান করিলে বলিপলিত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া শত বৎসর কাল জীবিত থাকিতে পারা যায়।

স্নানের পর পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা গাত্রে লেপন করিবে। শীতকালে চন্দন, কুঙ্কুম এবং কৃষ্ণাগুরু একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিবে, ইহা উষ্ণ বায়ু এবং কফনাশক। গ্রীষ্ম ও শরৎ কালে চন্দন, কর্পূর ও বালা মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, ইহা সুগন্ধি ও অতি শীতল। বর্ষাকালে চন্দন, কুঙ্কুম এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া লেপন করিবে, কারণ এই লেপ উষ্ণও নহে, শীতলও নহে।

উপযুক্ত পরিমাণে লেপন প্রয়োগ করিলে পিপাসা, মূর্চ্ছা, দুর্গন্ধ, ঘর্ম্ম ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং সৌভাগ্য, তেজ, বর্ণ, প্রীতি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নানের অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে লেপন নিষিদ্ধ। স্নান না করিয়া লেপন প্রয়োগ করিবে না।

এই লেপন কফঘ্ন, মেদোনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং চর্ম্মের প্রসন্নতা ও কোমলতাকারক। মুখ লেপ দ্বারা চক্ষু স্থির, গণ্ডস্থল স্থূলতর এবং বদন স্থূল, কমনীয়, ব্যঙ্গ ও পীড়করহিত ও কমল সদৃশ হইয়া থাকে। শরীর-লেপনের পর ভূষণ পরিধান বিধেয়। (ভাবপ্র. পূর্ব্বখ°)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, লেপ তিন প্রকার, প্রলেপ, প্রদেহ ও আলেপ। ইহার মধ্যে শুষ্ক হউক বা না হউক, শীতল বা অল্প হইলেই তাহাকে প্রলেপ কহে। উষ্ণ অথবা শীতল, অনেক বা অল্প এবং শুষ্ক একরূপ হইলে প্রদেহ, এই উভয় প্রকারের মধ্যবর্ত্তী হইলে তাহাকে আলেপ কহে।

রক্তপিত্ত জন্য রোগে আলেপ বিধেয় এবং বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ হইলে অথবা ভগ্ন অস্থির সংযোগ করিতে হইলে অথবা ব্রণের শোধন বা পূরণ করিতে হইলে বা ফুলা স্থানে বেদনা হইলে প্রদেহ বিধেয়। ক্ষত বা অক্ষত এই উভয় স্থানেই

প্রদেহ ব্যবহার করা যায়। যাহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে নিরুদ্ধা লেপন কহে, ইহা দ্বারা ব্রণের স্রাব রুদ্ধ ও ব্রণ কোমল এবং তাহা হইতে পূতিগন্ধযুক্ত মাংসনির্গম হইয়া থাকে। যে শোফ ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ করা না হয়, তাহার পক্ষে আলেপ হিতকর। যে দ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে দোষের শান্তি হয়, সেই দ্রব্যের প্রলেপ দিলে শরীরে ত্বক্‌স্থিত সেই দোষের শান্তি হয় এবং ব্রণের জ্বালা ও চুলকনাও নিবৃত্ত হয়। শরীরের ত্বক্ সংশোধন ও ব্রণের দাহ শান্তি করিতে হইলে আলেপনই প্রধান উপায়। ইহা দ্বারা মাংস ও রক্ত সংশোধিত হয় এবং শোফের চুলকনার শান্তি হইয়া থাকে। শরীরের মর্ম্মস্থানে বা গুহ্যস্থানে যে সকল রোগ জন্মে, তাহার সংশোধনের নিমিত্ত আলেপন বিধেয়।

আলেপন প্রস্তুত করিতে হইলে পিত্তজন্য রোগে সকল আলেপন দ্রব্য মিলিয়া যে পরিমাণ হইবে, তাহার ষোড়শ ভাগের ছয় ভাগ স্নেহ দ্রব্য (ঘৃত তৈলাদি) সংযোগ করিতে হইবে। বায়ু জন্য রোগে চারি ভাগ পরিমাণে এবং শ্লেষ্মজ রোগে অর্দ্ধ পরিমাণ সংযোগ করিয়া প্রয়োগ করিবে। মহিষের চর্ম্ম আর্দ্র হইলে যে পরিমাণ উচ্চ হয় (ফুলিয়া উঠে), শরীরের আলেপও সেই পরিমাণ বেধবিশিষ্ট (পুরু) হইবে। আলেপন রাত্রিকালে প্রয়োগ করিবে না এবং যে পর্য্যন্ত ব্রণ হইতে উত্তাপ নির্গত হইতে থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাতে শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে না। কারণ ব্রণের উষ্ণতা নির্গত না হইলে সেই উষ্ণতা বদ্ধ থাকিয়া ব্রণের মধ্যে বিকৃতিভাব জন্মায়।

শরীরে প্রদেহ লেপন করিতে হইলে দিবাভাগে লেপন করাই হিতকর, বিশেষতঃ পিত্তজ, রক্তজ ও অভিঘাত জন্য অথবা বিষ জন্য রোগে দিবাভাগেই লেপন করা কর্ত্তব্য।

যে প্রলেপ পূর্ব্ব দিন প্রস্তুত করা থাকে, তাহা কদাচ ব্যবহার করিবে না। কারণ সেই প্রলেপ গাঢ় হইয়া যায় এবং তাহা প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা, বেদনা ও দাহ জন্মে। প্রলেপের উপর প্রলেপ দিবে না। যে প্রলেপ একবার শরীর হইতে মোচন করা যায়, তাহা পুনর্ব্বার শরীরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শুষ্ক হওয়া প্রযুক্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১৯ অ°)

২ সুধা, কলিচূণ। ৩ ভোজন। (পুং) ৪ তুরুষ্ক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৫ সিহ্লক, শিলারস।

লেপাপোঁছা (দেশজ) দেয়ালাদির গাত্রাদি হইতে কোন দাগ উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলা।

লেপিন্ (পুং) লিম্পতীতি লিপ-ণিনি। ১ লেপক। (ত্রি) ২ লেপকর্ত্তা, লেপবিশিষ্ট।

লেপ্য (ত্রি) লিপ-ণ্যৎ। লেপনীয়, লেপ্তব্য।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা ॥" (ভাগব° ১১।২৭।১২)

লেপ্যকৃৎ (পুং) লেপ্যং করোতীতি কৃ-কিপ্ তুক্ চ। লেপক।

লেপ্যনারী (স্ত্রী) ১ অগুরুচন্দনচর্চ্চিত রমণী। লৈপ্যস্ত্রী। ২ প্রস্তর বা মৃদাদি দ্বারা নির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তি।

লেপ্যময়ী (স্ত্রী) লেপ্য-ময়ট্, ঙীপ্। কাষ্ঠাদি ঘটিত পুত্তলিকা, পর্য্যায় অঞ্জলিকারিকা। (হেম)

লেপ্যযোষিৎ (স্ত্রী) লেপ্যনারী।

লেপ্যস্ত্রী (স্ত্রী) লেপ্যা স্ত্রী। সুগন্ধদ্রব্যলিপ্তা স্ত্রী। (শব্দরত্না°)

লেফাফা (আরবী) খাম, যাহার মধ্যে চিঠিপত্র পুরিয়া দেওয়া হয়।

লেম (হিন্দী) ১ একতা। ২ সুমিলন। ৩ সদ্ভাব, সম্প্রীতি।

লেম্‌রো, নিম্নব্রহ্মের অন্তর্গত একটী নদী। আরাকান প্রদেশের উত্তরস্থ জঙ্গলাবৃত শৈলমালা মধ্যে ইহার উৎপত্তি। পর্ব্বতবক্ষ অবতরণকালে এই নদী শৈলগাত্রবাহী নানা স্রোতোমালায় পুষ্টকলেবর হইয়া আকায়াব জেলার সমতলক্ষেত্রে পড়িয়াছে। পরে তথা হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া নানা শাখা প্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক হাণ্টার্স্‌বে নামক সাগরোপকূলে সমুদ্রবক্ষে মিশিয়াছে।

লে-ম্যোৎ-হ্না, ব্রহ্মরাজ্যের ইরাবতীবিভাগের বেসিন জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বেসিন বা ঙ্গা-বুনা নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩৪´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫°১৩´৪০´´ পূঃ। নদীতে বন্যা হইলে এই নগরের পথঘাট সময় সময় ৩ ফিট্ জলে ডুবিয়া যায়।

লেয় (পুং Leo) সিংহরাশি। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

লেয়াকৎ (আরবী) ১ গুণ। ২ সামর্থ্য। ৩ দক্ষ। ৪ কুশলবুদ্ধি।

লেয়াকতী (আরবী) ১ দক্ষতা, নিপুণতা। ২ যোগ্যতা।

লেলয়া (স্ত্রী) কম্পমানা।

লেলিহ্ (ত্রি) লিহ-যঙ,যঙলুক্,লে-লিহ-অচ্। পুনঃ পুনঃ লেহন।

লেলিহান (পুং) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা লেঢ়ীতি লিহ-যঙ, শানচ্ বা। ১ শিব। (শব্দরত্না°) ২ সর্প। (হেম) (ত্রি) ৩ পুনঃ পুনঃ লেহনকর্ত্তা।

"সপ্তজিহ্বাননঃ ক্রূরো লেলিহানো বিসর্পতি।"(ভারত ১।২৩৩।৫)

লেলিহানা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। মুখ বিবৃত করিয়া অধোমুখে জিহ্বা পরিচালিত করিবে, এবং উভয় হস্তের মুষ্টি উভয় পার্শ্বে স্থাপন করিলে তাহাকে লেলিহান মুদ্রা কহে। এই মুদ্রা তারাপূজায় প্রশস্ত।

অন্য প্রকার—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাগে

অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপ করিয়া কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিলে এই লেলিহান মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা জীবন্যাসে বিশেষ প্রশস্ত।

"বক্তুং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধোজিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ।
পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা॥
এষাতারারাধনেঽন্যা লেলিহা বক্তব্যা—
যোনির্ম্ময়োধরঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চ্চং ক্রমাদ্বিতঃ।
বীজানি চোচ্চরেন্মন্ত্রী মুদ্রাবন্ধনমাচরেৎ॥
তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্।
অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাং ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্।
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥" (তন্ত্রসার)

লেল্য (ত্রি) গাঢ় সংলিপ্ত।

লেবার (পুং) অগ্রহারভেদ। (রাজতর° ১।৮৭)

লেবোঙ্গ, যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী গিরি-শ্রেণী, হিমালয়-পর্ব্বতের অংশ বলিয়া পরিগণিত। অক্ষা° ৩০°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৯´ পূঃ। এই গিরিশাখা বিয়ান্ ও ধর্ম্ম উপত্যকার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আছে। পর্ব্বতের উপর দিয়া একটী পথ অপর দিকে গিয়াছে। ঐ সঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৯৪২ ফিট উচ্চ এবং চিরতুষারাবৃত।

লেশ (পুং) লিশ-ঘঞ্। কণা। (অমর)

"এষ তে রাজধর্ম্মাণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ।"(ভারত ১২।৫৮।২৫)

লেশোক্ত (ত্রি) ১ সংক্ষেপে বর্ণিত। ২ আভাস কথিত।

লেশ্যা (স্ত্রী) দীপ্তি, আলোক।

লেষ্টব্য (ত্রি) ১ নাশযোগ্য। ২ ছিন্নকরণোপযোগী।

লেষ্টু (পুং) লিশ্যতে ইতি লিশ্-বাহুলকাৎ তুন্। লোষ্ট।

"অথ যো ব্রাহ্মণান্ ক্রুষ্টঃ পরাভবতি সোঽচিরাৎ।
যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্ত আমলেষ্টুর্বিনশ্যতি।"
(ভারত ১৩।৩৪।২৬)

লেষ্টুঘ্ন (পুং) লেষ্টুং হন্তি হন-টক্। লোষ্ট্রভেদন। (শব্দরত্না°)

লেষ্টুভেদন (পুং) লেষ্টুং ভিনত্তীতি, ভিদ-ল্যুট্। লোষ্টভঙ্গ-সাধন মুদ্গর, পর্য্যায় কোটীশ, লেষ্টুঘ্ন, লেষ্টুভেদী, চূর্ণদণ্ড।

লেসিক (পুং) হস্ত্যারোহক, পর্য্যায় কটিরোহক। (শব্দমা°)

লেহ (পুং) লেহনমিতি লিহ-ঘঞ্। আহার, ভক্ষণ। পর্য্যায়—স্বাদন, রসন, স্বদন, স্বদি। (রাজনি°) লিহ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ২ রস।

"পচেল্লেহং সিতা ক্ষৌদ্রং পলার্দ্ধকুড়বান্বিতম্।"
(সুশ্রুত ১।৪৪) লেঢ়ীতি লিহ-ঘঞ্। (ত্রি) ৩ লেহনকর্ত্তা।
"দহেহহং মধুনো লেহৈর্দ্দাবৈরুগ্রৈর্যথা গিরিঃ।" (ভট্টি ৬।৮২)

৪ অবলেহ, চলিত চাটা। দোষের বলাবল অনুসারে স্থান-বিশেষে অবলেহ প্রয়োগ বিধেয়। অবলেহ প্রায়ই ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নষ্ট করে, এ কারণ উহা সায়ংকালে প্রয়োগ করিতে হয়। এই অবলেহ অষ্টাঙ্গ ও চতুরঙ্গ প্রভৃতি ভেদযুক্ত।

অষ্টাঙ্গাবলেহ—কায়ফল, পুষ্করমূল,অভাবে কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দুরালভা এবং সূক্ষ্ম কৃষ্ণজীরা এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিতে হয়, ইহাকে অষ্টাঙ্গাবলেহ কহে। ইহা লেহন করিলে সন্নিপাত, হিক্কা, শ্বাস, কাস এবং কণ্ঠরোগ উপশম হয়। কফপ্রধান সন্নিপাতে ইহা আদার রসের সহিত প্রয়োগ করিবে। মতান্তরে—লেহিক মধুর সহিত বা আদার রসের সহিত সেবন করিলে তন্দ্রা ও কাসযুক্ত দারুণ মোহ বিনষ্ট হয়।

চতুরঙ্গাবলেহ—সিদ্ধ আমলকী পেষণ করিয়া দ্রাক্ষা ও শুঁঠের সহিত মিলিত করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্র° মধ্যখ°)

দ্রব ও কল্ক প্রস্তুত করিতে হইলে যে রূপ ভাগ নির্দ্দিষ্ট আছে, অবলেহের ভাগ তদ্রূপ জানিবে।

"লেহে যত্রাস্তি যো ভাগো নির্দ্দিষ্টো দ্রবকল্কয়োঃ।
তত্রাপি পাদিকঃ কল্কঃ দ্রব্যাৎ কার্য্যো বিজানতা॥" (বাভট)

[অবলেহ শব্দ দেখ।]

লেহ, পঞ্জাবপ্রদেশের কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত লাদখ্ রাজ্যের প্রধান নগর। সিন্ধুনদের উত্তর কূল হইতে ১।° ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ৩৪°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪০´ পূঃ। এই স্থান সিন্ধুনদ ও পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত সমতল প্রান্তরোপরি স্থাপিত। নগরের চারিদিকে প্রাচীর, ঐ প্রাচীর পর্ব্বতগাত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহার স্থানে স্থানে গোলাকার দুর্গবাটিকা নির্ম্মিত আছে। কাশ্মীররাজ গোলাব সিংহ এখান-কার রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া এই স্থান কাশ্মীররাজ্যভুক্ত করেন। [লাদখ্ দেখ।]

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটী দুর্গ আছে। প্রাচীন রাজ-প্রাসাদ ত্রিতল ও সামান্য ধরণে গঠিত হইলেও উহার কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বারাণ্ডাদি দেখিবার সামগ্রী। চীন, তাতার ও পঞ্জাব-প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পর্ব্বতবক্ষস্থিত তুষারব্যাপ্ত এই নগর সাধারণের বিশেষ পরিচিত। এখানে শালনির্ম্মাণার্থ পশম বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার চলিয়া থাকে। একটী বেধালয় এখানে স্থাপিত আছে।

লেহন (ক্লী) লিহ-ল্যুট্। জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, চলিত চাটা। পর্য্যায়—জিহ্বাস্বাদ। (হেম)

লেহরা, বাঙ্গালার দরভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধুবন হইতে বহেরা যাইবার পথে অবস্থিত। পণ্ডোল নীল-কুঠীর অধীনে এখানে একটী নীলের কারখানা থাকায় স্থানীয়

সমৃদ্ধি বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এই গ্রামের একপার্শ্বে ৩টী বৃহদাকার দীর্ঘিকা আছে। তন্মধ্যে ঘোড়দৌড় নামক দীর্ঘিকা দুই মাইল বিস্তৃত। এই দীর্ঘিকার তীরে প্রায় ১৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া ইষ্টকস্তূপ পড়িয়া আছে। উহা এখন জঙ্গলে আবৃত। স্থানীয় প্রবাদ, ত্রিহুতরাজ শিবসিংহ ঐ স্থানে বাস করিতেন, ঐ স্তূপ তাঁহারই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

লেহাই (দেশজ) ময়দার কাই।

লেহিন্ (ত্রি) ১ লেহযুক্ত। ২ লেহনকারী।

লেহিন (পুং) লিহ-বাহুলকাদিনন্। টঙ্কণক্ষার, চলিত সোহাগা, সোহাগার খৈ। (হেম)

লেহ্য (ক্লী) লিহ-ণ্যৎ। ১ অমৃত। (শব্দমালা) ২ অষ্টবিধ অন্নের অন্যতম। (রাজনি°) ৩ ষড়্‌বিধ আহারের মধ্যে আহার বিশেষ।

"আহারং ষড়্‌বিধঞ্চোষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈব চ।
ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্॥"(ভাবপ্র°)

(ত্রি) ৪ লেহনীয়, লেহনযোগ্য।

"তত্রান্নানাবিধং ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যাদি ষড়্‌রসম্।
দিব্যমন্নং বুভুজিরে পপুঃ পানমথোত্তমম্॥"(কথাসরিৎসা° ৪৫।২৩০)

লৈখ (পুং) লেখের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১১২)

লৈখাভ্রেয় (পুং) লেখাভ্র বা লেখাভ্রর গোত্রাপত্য।

লৈগবায়ন (পুং) লিগুর গোত্রাপত্য।

লৈগব্য (পুং) লিগুর গোত্রাপত্য।

লৈঙ্গ (ক্লী) লিঙ্গমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থ ইতি লিঙ্গস্যেদমিতি বা লিঙ্গ-অণ্। লিঙ্গপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

"মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।"
(পাদ্মোত্তরখণ্ড ৩৪ অঃ)

(ত্রি) ২ লিঙ্গসম্বন্ধীয়।

লৈঙ্গিক (ত্রি) ১ লিঙ্গসম্বন্ধীয়। ২ লিঙ্গ বা প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণকারী।

লৈঙ্গিকী (স্ত্রী) বমন ও বিরেচনের শোধনবিশেষ।(চক্রদ°বমনাধি°)

লৈঙ্গী (স্ত্রী) ১ লিঙ্গিনী লতা। (রাজনি°) ২ লিঙ্গসম্বন্ধিনী।

লো (পুং) ওলো শব্দার্থ। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী জাতিকে ডাকিবার শব্দ।

লো-আজিম (আরবী) আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি।

লোক্, দর্শন, অবলোকন। ২ দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। দীপ্ত্যর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোকতে। লিট্ লুলোকে। লুট্ লোকিতা। লুঙ্ অলোকিষ্ট। চুরাদিপক্ষে লট্ লোকয়তি। লুঙ্ অলুলোকৎ। অব+লোক=অবলোকন। আ+লোক=আলোকন, দর্শন। বি+লোক=বিলোকন।

লোক (পুং) লোক্যতে ইতি লোক-ঘঞ্। ভুবন, লোক ৭টী, সপ্তলোক, ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

"ভূর্ভুবঃ স্বর্ম্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ।
সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপু°)
[বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দেখ]

সুশ্রুতে লিখিত আছে যে, লোক দুই প্রকার স্থাবর ও জঙ্গম। বৃক্ষ, লতা ও তৃণ প্রভৃতি স্থাবর এবং পশু, পক্ষী, কীট, মনুষ্য প্রভৃতি জঙ্গম। এই স্থাবর ও জঙ্গম রূপ লোকদ্বয় উষ্ণ শীত গুণভেদে পুনরায় আগ্নেয় ও সৌম্য এই দুই প্রকারে বিভক্ত। অথবা ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত। এই লোকদ্বয়ের মধ্যে ভূতের উৎপত্তি চারি প্রকার—যথা স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ। একমাত্র পুরুষ এই সকল লোকের অধিষ্ঠাতা।
(সুশ্রুত সূত্রস্থা° ১ অ°)

যাঁহারা পুণ্যকারী তাঁহাদিগের উত্তমলোক এবং যাঁহারা পাপকারী তাহাদিগের অধমলোকে গতি হইয়া থাকে। পুণ্যাত্মাদিগের জন্য নানাপ্রকার অতি বিচিত্র ও পবিত্র লোক আছে। এই সকল লোক কামময় অতি বিচিত্র।

"এবং বিভজ্য রাজ্যানি পুরা প্রোক্তানি যানি চ।
লোকাংশ্চ বিদধে দিব্যান্ দদাবথ পৃথক্ পৃথক্॥
কস্যচিৎ সূর্য্যসঙ্কাশান্ কস্যচিদ্বহ্নিনির্ম্মলান্।
কস্যচিদ্বিদ্যুদ্বিদ্যোতান্ কস্যচিচ্চন্দ্রনির্ম্মলান্॥
নানাবর্ণান্ কামময়াননৈকশতযোজনান্।
সতাং সুকৃতিনাং লোকান্ পাবনায় চ সংস্থিতান্॥"
(অগ্নিপু° বরাহ-প্রাদুর্ভাব নামাধ্যা°)

২ জন। (অমর)

লোককণ্টক (পুং) ১ মন্দ লোক। ২ দোষী ব্যক্তি। ৩ লঙ্কেশ্বর রাবণের নামান্তর।

লোককথা (স্ত্রী) প্রচলিত প্রবাদ, কিংবদন্তী। ২ নীতিমূলক গল্প।

লোককর্ত্তৃ (পুং) লোকস্য কর্ত্তা। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ব্রহ্মা।

লোককম্প (ত্রি) মানবের ভীতিকর।

লোককল্প (ত্রি) ১ জগৎ সদৃশ বা অনুরূপ। ২ জগৎস্থিতির তুল্য।

লোককান্ত (ত্রি) লোকানাং কান্তঃ। লোকপ্রিয়, জনপ্রিয়।

"লোককান্তং প্রিয়ং পুত্রং কুশচীরাম্বরং বনম্।
প্রস্থিতং পশ্যতো মেহস্য হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে॥"
(গোঃ রামায়ণ ২। ৩৮। ৩)

স্ত্রিয়াং টাপ্। লোককান্তা, লোকপ্রিয়া। ২ ঋদ্ধি নামক ঔষধ।

লোককার (পুং) লোককর্ত্তা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে বুঝায়।

লোককৃৎ (ত্রি) ১ সৃষ্টিকারী। সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ স্থলকারী।
লোককৃত্নু (ত্রি) সৃষ্টিকর্ত্তা।
লোকক্ষিৎ (ত্রি) স্বর্গগামী, আকাশচারী।
লোকগতি (স্ত্রী) জীবনযাত্রা।
লোকগাথা (স্ত্রী) লোকপরম্পরাশ্রুত গাথা।
লোকগুরু (পুং) জগদ্বাসীর উপদেষ্টা আচার্য্য।
লোকচক্ষুস্ (ক্লী) লোকানাং চক্ষুরিব। ১ সূর্য্য।
"লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।" (সূর্য্যস্তব)
২ লোকদিগের চক্ষুঃ, জনসমূহের লোচন।
লোকচর (ত্রি) ১ জীব। ২ জগৎভ্রমণকারী।
লোকচরিত্র (ক্লী) জীবনযাত্রা। মানবের জীবনেতিবৃত্ত।
লোকচারিন্ (ত্রি) লোকচর।
লোকজননী (স্ত্রী) লক্ষ্মী।
লোকজিৎ (পুং) লোকং জিতবানিতি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ লোকজেতা। "যং কামং কাময়তে তমাগায়তি তদ্বৈ তল্লোকজিদেব" (শতপথব্রা০ ১৪।৪।১।৩৩)
লোকজ্ঞ (ত্রি) মানবতত্ত্বদর্শী।
লোকজ্যেষ্ঠ (ত্রি) ১ নরশ্রেষ্ঠ। ২ বুদ্ধভেদ।
লোকতত্ত্ব (ক্লী) মানবতত্ত্ব।
লোকতন্ত্র (ক্লী) জগতের ইতিবৃত্ত।
লোকতস্ (অব্য) লোকানুরূপ। পূর্ব্বোক্তরূপ (ভাগব০ ৪।২৪।৭)
লোকতুষার (পুং) লোকে তুষার ইব। কর্পূর। (রাজনি০)
লোকত্রয় (ক্লী) স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতল।
লোকদম্ভক (ত্রি) প্রবঞ্চক।
লোকদ্বার (ক্লী) স্বর্গদ্বার।
লোকদ্বারীয় (ক্লী) সামভেদ।
লোকধাতৃ (পুং) লোকস্য ধাতা। শিব।
লোকধাতু (পুং) বৌদ্ধমতে, জগতের অংশবিশেষ।
লোকনাথ (পুং) লোকানাং নাথঃ। ১ বুদ্ধ। (ত্রিকা০)
"লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেচন।
যে জন্তবো গতক্লেশান্ বোধিসত্ত্বানবেহি তান্॥" (রাজতর০ ১।১৩৮)
২ ব্রহ্মা। (শব্দরত্না০) ৩ বিষ্ণু। ৪ শিব।
"অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং স লোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিণাকিনঃ॥"
(কুমারসম্ভব)
(ত্রি) ৫ লোকের প্রভু। (রামায়ণ ২।৩৩।১৬) ৬ পারদ।
লোকনাথ, ১ অদ্বৈতমুক্তাসারচয়িতা। ২ মন্ত্রপ্রকাশপ্রণেতা।
লোকনাথ চক্রবর্ত্তী, কর্ণপূরকৃত অলঙ্কারকৌস্তভের টীকা ও মনোহরা নাম্নী রামায়ণটীকারচয়িতা।
লোকনাথ ভট্ট, কৃষ্ণাভ্যুদয় নামক প্রেক্ষণকপ্রণেতা।
লোকনাথরস (পুং) প্লীহারোগাধিকারে ঔষধবিশেষ, লোকনাথরস ও বৃহল্লোকনাথ রস ভেদে ইহা দুই প্রকার। প্রস্তুত-প্রণালী—পারা, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেক এক ভাগ, লৌহ দুইভাগ, তাম্র দুইভাগ, কড়িভস্ম ছয়ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাণের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। শীতল হইলে দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ সেবন করিয়া পিপুল-চূর্ণ ও মধু, বা গুড় ও হরীতকী কিংবা গোমূত্র ও গুড়ের সহিত জীরা সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, গুল্ম ও শোথনাশ হয়।

বৃহল্লোকনাথরস—পারদ একভাগ ও গন্ধক দুইভাগে কজ্জলী করিবে, একভাগ অভ্র উহার সহিত মিশাইয়া ঘৃতকুমারীর রসে, পরে দ্বিগুণ তামা ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে। পরে গন্ধক ২ ভাগ ও কড়ি-ভস্ম ২ ভাগ জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া, মূষাদ্বয়ের মধ্যে ঐ ঔষধ গোলক রাখিয়া দিবে; তদনন্তর উক্ত মূষাদ্বয় শরাবসম্পুট করিয়া উক্ত শরাবের সন্ধিস্থান পোড়ামাটী, লবণ ও জলে লেপিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। শীতল হইলে ছয়রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঔষধ পিপুলচূর্ণ, মধু, হরীতকী-চূর্ণ, গুড়, জোয়ান বা, গোমূত্র অনুপানে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, শোথ, বাত, অষ্ঠীলা, কামঠী, প্রত্যষ্ঠীলা, কাঁসর, অগ্রমাস, শূল, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস আশু প্রশমিত হয়।
(রসেন্দ্রসারসং প্লীহযকৃদধি০)

অতিসার রোগাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দূর একভাগ, গন্ধক চারিভাগ, কড়ির মধ্যে পুরিয়া সোহাগা দ্বারা মুখ বদ্ধ করিয়া দিবে, পরে ইহা মৃৎপাত্রে রুদ্ধ করিয়া পুটপাকে পাক করিবে, এই ঔষধের মাত্রা ৪ রতি। ইহা মধুর সহিত সেব্য এবং শুণ্ঠী, আতইচ, মুতা, দেবদারু ও বচ ইহাদের কষায় অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অতীসার রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস০ অতিসাররোগাধি০)
লোকনাথ শর্ম্মা, অমরকোষটীকা পদমঞ্জরীপ্রণেতা।
লোকনিন্দিত (ত্রি) লোকেষু নিন্দিতঃ, জননিন্দিত, যিনি জনসমাজে নিন্দিত।
লোকনেত (পুং) লোকানাং নেতা। ১ শিব। ২ জন-সমাজের প্রভু। সমাজপতি।
লোকপ (পুং) লোকপাল।
লোকপক্তি (স্ত্রী) সম্ভ্রম, খ্যাতি, যশঃ।
লোকপতি (পুং) লোকানাং পতিঃ। বিষ্ণু। (ভাগ০ ২।৪।২০) জনসমাজের পতি অর্থাৎ পালক।

লোকপথ (পুং) সাধারণ পথ বা উপায়।

লোকপদ্ধতি (স্ত্রী) চিরন্তন পন্থা।

লোকপাল (পুং) লোকান্ পালয়তীতি পাল-ণিচ্-অণ্। ১ রাজা। (হলায়ুধ) ২ দিক্‌পাল।

"সোমাগ্ন্যর্কানিলেন্দ্রাণাং বিত্তাপ্পত্যোর্যমস্য চ।
অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।" (মনু ৫।৯৬)

৩ শিব। ৪ বিষ্ণু।

লোকপালক (পুং) লোকস্য পালকঃ। লোকপাল।

লোকপালতা (স্ত্রী) লোকপালস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোকপালত্ব, লোকপালের ভাব বা ধর্ম্ম, লোকপালের কার্য্য।

লোকপিতামহ (পুং) ব্রহ্মা।

লোকপুণ্য (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর০ ৪। ১৯৩)

লোকপুরুষ (পুং) ব্রহ্মাণ্ডদেব।

লোকপূজিত (ত্রি) লোকেষু পূজিতঃ। জনপূজিত। জনসমাজে মান্য।

লোকপ্রকাশক (পুং) লোকস্য প্রকাশকঃ। সূর্য্য।

"লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।" (সূর্য্যস্তব)

লোকপ্রকাশন (পুং) সূর্য্য, যিনি জগৎকে আলোক দান করেন।

লোকপ্রত্যয় (পুং) জগদ্ব্যাপ্ত, চিরপ্রসিদ্ধ (আচারাদি)।

লোকপ্রদীপ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকপ্রবাদ (পুং) লোকে প্রবাদঃ। জনপ্রবাদ, জনসমাজে প্রচলিত প্রবাদ।

লোকপ্রসিদ্ধি (স্ত্রী) খ্যাতি।

লোকবন্ধু (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

লোকবান্ধব (পুং) লোকানাং বান্ধবঃ। ১ সূর্য্য। (জটাধর) ২ জনসমূহের বন্ধু।

লোকবাহ্য (পুং) লোকাৎ লোকসমাজাৎ বাহ্যঃ। সর্ব্বাচার-বর্জ্জিত। "লোকবাহ্যস্ত বাজিগবাখ্যাচারবর্জ্জিতঃ।" (জটাধর)

লোকবিন্দুসার (ক্লী) সুপ্রাচীন চতুর্দ্দশ জৈন পূর্ব্বার শেষাংশ।

লোকভর্তৃ (পুং) জনসাধারণের অন্নদাতা।

লোকভাজ্ (ত্রি) স্থানাধিকারী। স্থানব্যাপী। (শতপথব্রা° ৭।২।১।৮)

লোকভাবন (ত্রি) জগতের মঙ্গলবর্দ্ধনকারী। (ভাগ° ৩।১৪।৪০)

লোকভাবিন্ (ত্রি) জগৎকর্ত্তা। (রামা° ৪। ৪৪। ৪৭)

লোকময় (ত্রি) স্থানময়। জগদাধার। (ভাগ° ২।৫।৪১)

লোকমর্য্যাদা (স্ত্রী) ১ চিরন্তন পদ্ধতি। ২ ব্যক্তিবিশেষের সম্মাননা।

লোকমাতৃ (স্ত্রী) লোকানাং মাতা। ১ লক্ষ্মী, কমলা। ২ লোকের জননী।

"প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ।" (ভাগবত ২।৩।৫)

লোকমার্গ (পুং) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ সাধারণ পন্থা।

লোকংপৃণ (ত্রি) ১ জগদ্ব্যাপী। ২ সর্ব্বগামী। "লোকংপৃণৈঃ পরিমলৈঃ পরিপূরিতস্য কাশ্মীরজস্য" (ভামিনীবিলাস) স্ত্রিয়াং টাপ্। লোকংপৃণা—ইষ্টকাভেদ। লোকংপৃণা, মন্ত্রপাঠ সহকারে এই ইষ্টক দ্বারা যজ্ঞীয় বেদী নির্ম্মাণ করিতে হয়।

(বাজসনেয়সংহিতা° ১২।৫৪)

লোকযাত্রা (স্ত্রী) লোকানাং যাত্রা। সংসারযাত্রা, জীবন।

লোকযাত্রাবিধান (ক্লী) (Political Economy) সংসার-যাত্রানির্ব্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

লোকযাত্রিক (ত্রি) জীবনযাত্রা সম্বন্ধীয়।

লোকরক্ষ (পুং) রাজা, নরপতি।

লোকরঞ্জন (ক্লী) লোকস্য রঞ্জনং। লোকের প্রীতিসম্পাদন, লোককে সন্তুষ্ট করা।

লোকরব (পুং) জনরব।

লোকলেখ (পুং) রাজবিজ্ঞপ্তি।

লোকলোচন (পুং) লোকানাং লোচনমিব। ১ সূর্য্য। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ লোকের চক্ষু, জনসমূহের লোচন।

"সোঽশ্বস্তৎপাণ্ডুঘাতেন যন্ত্রেণেবেরিতঃ শরঃ।
জগাম কাপ্যতিজবাদলক্ষ্যো লোকলোচনৈঃ॥"

(কথাসরিৎসা° ১৮। ৯২)

লোকবচন (ক্লী) জনরব।

লোকবৎ (ত্রি) লোক সদৃশ।

লোকবর্ত্তন (ক্লী) মনুষ্যচরিত্র। রীতি-নীতি।

লোকবাদ (পুং) লোকস্য বাদঃ। লোকপ্রবাদ, জনশ্রুতি, যাহা সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে।

লোকবার্ত্তা (স্ত্রী) জনরব।

লোকবাহ্য (ত্রি) ১ লোকবহির্ভূত, আচারভ্রষ্ট। ২ লোক-বহনীয়। ৩ জাতিচ্যুত।

লোকবিক্রুষ্ট (ত্রি) যে স্থলে লোকসমূহের বিক্রোশ হয়। লোকবিদ্বিষ্ট।

"পরিত্যজেদর্থকামৌ যৌ স্যাতাং ধর্ম্মবর্জ্জিতৌ।
ধর্ম্মঞ্চাপ্যসুখোদর্কং লোকবিক্রুষ্টমেব চ॥" (মনু ৪।১৭৬)
'লোকবিক্রুষ্টং যত্র লোকানাং বিক্রোশঃ' (কুল্লূক)

লোকবিজ্ঞাত (ত্রি) বিখ্যাত, লোক জানিত, প্রসিদ্ধ।

লোকবিদ্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

লোকবিদ্বিষ্ট (ত্রি) লোকনিন্দিত, জনসমূহের নিকট বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন।

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্।
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ২।৫৭)

লোকবিধি (পুং) ১ সৃষ্টিকর্ত্তা। ২ জগতের নিয়ন্তা।

লোকবিনায়ক (পুং) লোকে বিনায়ক ইব। গ্রহবিশেষ। ইহারা রোগের অধিষ্ঠাতা বলিয়া কল্পিত।

"স্কন্দগ্রহাদয়ো যে চ আর্য্যকত্রাসকাদয়ঃ।
কৌমারান্তে ভুবি জ্ঞেয়া যে চ লোকবিনায়কাঃ।
সহস্রশতসংখ্যাতা মর্ত্ত্যলোকবিচারিণঃ॥" (অগ্নিপু০)

লোকবিন্দু (ত্রি) ১ স্থানকারী। ২ মুক্তি বা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত।

লোকবিশ্রুত (ত্রি) বিখ্যাত।

লোকবিশ্রুতি (স্ত্রী) লোকে বিশ্রুতিঃ। জনশ্রুতি, কিংবদন্তী।

লোকবিসর্গ (পুং) জগৎসৃষ্টি। প্রজাসর্জ্জন।

লোকবিস্তার (পুং) লোকব্যাপৃতি।

লোকবীর (পুং) পৃথিবীস্থ সুপ্রসিদ্ধ বীরবৃন্দ। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

লোকবৃত্ত (ক্লী) ১ অল্প কথোপকথন। ২ লৌকিক আচার।

লোকবৃত্তান্ত (পুং) ১ মনুষ্যচরিত্র। ২ জীবনের ঘটনানিচয়। প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

লোকব্যবহার (পুং) সাধারণে প্রচলিত রীতিনীতি।

লোকব্রত (ক্লী) মনুষ্যসমাজের প্রচলিত ক্রিয়াপদ্ধতি।

লোকশ্রুতি (স্ত্রী) ১ জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ২ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

লোকসংব্যবহার (পুং) বৈদেশিক বাণিজ্য।

লোকসংস্থিতি (স্ত্রী) অদৃষ্ট। "জীবলোকস্য লোকসংস্থিতিঃ" (ভাগ০ ৩।২৯।৩)

লোকসঙ্কর (পুং) ১ জাগতিক বিপ্লব। ২ জনসমাজে মিথ্যাচরণকারী। (রামায়ণ ২।১০৯।৬)

লোকসংক্ষয় (পুং) ১ জনক্ষয়। ২ জগতের ধ্বংস।

লোকসংগ্রহ (পুং) ১ লোকসমন্বয়। ২ সাংসারিক অভিজ্ঞান। ৩ জগদ্বাসীর পরস্পরের সম্প্রীতি ও সম্ভাষা। ৪ সমগ্র জগৎ। ৫ জাগতিক মঙ্গল।

লোকসনি (পুং) ১ স্থানকারী। ২ নিরুদ্বেগমার্গসাধক। (শুক্লযজুঃ ১৯।৪৮)

লোকসাক্ষিক (ত্রি) ১ জগদ্বাসীর অনুমোদিত। (অব্য) সাক্ষিসমক্ষে।

লোকসাক্ষিন্ (পুং) ১ ব্রহ্ম। ২ অগ্নি। (রামায়ণ ৬।১০১।২৮) ৩ সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহাঃ" (সূর্য্যস্তব)

লোকসাৎ (অব্য০) সাধারণের মঙ্গলার্থে। (কথাসরিৎসা° ৯০।৩০)

লোকসাৎকৃত (ত্রি) লোকের মঙ্গলার্থে অনুষ্ঠিত।

লোকসাধক (ত্রি) জগৎসৃষ্টিকারী।

লোকসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা০ ১।৫।১০)

লোকসিদ্ধ (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ প্রচলিত। ৩ সাধারণে গৃহীত।

লোকসীমাতিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ১ সাধারণ সীমার বহির্ভূত। ২ অলৌকিক, অস্বাভাবিক।

লোকসুন্দর (পুং) ১ বুদ্ধভেদ। (ললিতবিস্তর) (ত্রি) ২ সাধারণে যাহাকে সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে।

লোকস্থল (ক্লী) দৈনন্দিন ঘটনা। (কুসুমাঞ্জলি ৫৩।৮)

লোকস্থিতি (স্ত্রী) ১ প্রচলিত পদ্ধতি। ২ জাগতিক নিয়ম।

লোকস্পৃৎ (ত্রি) লোকসনি। (তৈত্তিরীয়সং ৭।৫।২৪।১)

লোকস্মৃৎ (ত্রি) জগতের মঙ্গল অনুধ্যানকারী।

"লোকস্মৃৎ পৃথিবীলোকস্য স্মর্ত্তা" (মৈত্রেয়োপনিষদ্ ৬।৩৫ ভাষ্য)

লোকহাস্য (ত্রি) ১ জগতের হাস্যাস্পদ। ২ সাধারণের উপহাস্য (ঘটনা বা বস্তু)।

লোকহিত (ত্রি) লোকস্য হিতঃ। জনসমূহের মঙ্গল। মানবের হিতকর।

লোকাকাশ (পুং) ১ আকাশ, শূন্যস্থান। জৈনমতে, জগতের অংশ বিশেষ, এইস্থান অমুক্ত জীবসঙ্ঘের বাসভূমি।

লোকাক্ষি (পুং) আচার্য্যভেদ। মনুসংহিতার ৩।১৬০ টীকায় কুল্লূকভট্ট ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকাক্ষি, দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চিপুরনিবাসী চিত্রকেতুর পুত্র। তিনি জ্ঞানোপার্জ্জনের পর রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশৈলে আসিয়া বাস করেন। "মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি বাক্য তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল। তিনি একখানি জ্যোতিষ, স্মৃতি ও তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া যান। [লৌগাক্ষি দেখ।]

লোকাক্ষিন্, লৌগাক্ষির নামান্তর। [লৌগাক্ষি দেখ।]

লোকাচার (পুং) লোকস্য আচারঃ। জনসমূহের আচার, সাধারণ লোকে যে আচার পদ্ধতি অনুসারে চলিয়া থাকে, তাহাকে লোকাচার কহে। অনেকস্থলে লোকাচার শাস্ত্রবৎ মান্য।

লোকাচার্য্য, অষ্টাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যা, তত্ত্বত্রয় ও বচনভূষণটীকাপ্রণেতা। লোকাচার্য্যসিদ্ধান্ত নামক বেদান্ত গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত বলিয়া বোধ হয়।

লোকাতিগ (পুং) ১ অসামান্য। ২ অদ্ভুত। ৩ সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত।

লোকাতিশয় (পুং) ১ লোকাতিগ। ২ নিত্যসাধ্য প্রথাবহির্ভূত।

লোকাত্মন্ (পুং) ১ জগতের আত্মা। ২ বিষ্ণু। (রামা০ ১।৪৫।৩১)

লোকাদি (পুং) জগৎসৃষ্টির আদিকর্ত্তা। ব্রহ্মা। (ভারত০ ৭পর্ব্ব)

লোকাধিপ (পুং) লোকস্য অধিপঃ। ১ লোকপাল। ২ দেবতামাত্র। ৩ নরপতি।

লোকাধিপতি (পুং) ১ লোকপাল। ২ দেবতা।

লোকানন্দ, কিরাতার্জ্জুনীয়-টীকা-রচয়িতা।

লোকানুগ্রহ (পুং) ১ জগন্মঙ্গল। ২ প্রজাবর্গের উন্নতি। ৩ সাধারণের প্রতি অনুকম্পা।

লোকানুরাগ (পুং) জনসাধারণের প্রতি স্নেহ বা দয়া।

লোকান্তর (ক্লী) অন্যৎ লোকং। পরলোক। অন্যলোক। (ভাগ০ ৪।২৮।১৮)

লোকান্তরগ (ত্রি) লোকান্তরং যাতি গচ্ছতি বা লোকান্তর-গম ড। ১ মৃত, লোকান্তরগত বা প্রাপ্ত। ২ লোকান্তরগামী।

লোকান্তরিক (ত্রি) লোকদ্বয়ের মধ্যে অবস্থানকারী।

লোকাপবাদ (পুং) লোকে অপবাদঃ। জনাপবাদ, লোকনিন্দা। 'লোকাপবাদো দুর্নিবার:' (উত্তরচ°)

লোকাভিভাবিন্ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী (আলোক)।

লোকাভিভাষিত (ত্রি) ১ জগদ্বাঞ্ছিত। ২ বুদ্ধভেদ।

লোকাভ্যুদয় (পুং) লোকস্য অভ্যুদয়ঃ। লোকসমূহের অভ্যুদয়, জনসমূহের উন্নতি।

লোকায়ত (ক্লী) লোকেষু আয়তং বিস্তীর্ণমিব। তর্কভেদ। চার্ব্বাকশাস্ত্র। (অমর) "প্রায়েণেব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তী কৃতা" (কুমারিলভট্ট)

লোকায়তন (পুং) ১ চার্ব্বাক। যাহারা চার্ব্বাকের নাস্তিকমত অনুসরণ করিয়া চলে।

লোকায়তিক (পুং) লোকায়তং শাস্ত্রমস্ত্যস্যেতি, লোকায়ত-ঠন্। চার্ব্বাক।

"ঐক্যনানাত্মসংযোগসমবায়বিশারদৈঃ।
লোকায়তিকমুখ্যৈশ্চ শুশ্রুবুঃ স্বনমীরিতম্॥"
(হরিবংশ ২৪৯।৩০)

২ বৌদ্ধভেদ। ইঁহারা নাস্তিক লোকায়ত মতানুসারে চলেন, এইজন্য ইহাদিগকে লোকায়তিক কহে। "নানুমানং প্রমাণ-মিতি বদতা লোকায়তিকেন" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ০)

লোকায়ন (পুং) নারায়ণ।

লোকালোক (পুং) লোক্যতেঽসৌ ইতি লোকঃ, ন লোক্যতে ঽসৌ ইতি আলোকঃ ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। স্বনামখ্যাত পর্ব্বত-বিশেষ। পর্য্যায়—চক্রবাড়। এই পর্ব্বত সাদ্বিদ্বীপা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া প্রাকারের ন্যায় অবস্থিত আছে। এই পর্ব্বতের কোন স্থলে সূর্য্যালোক পরিদৃশ্যমান হয়, এইজন্য লোক এবং কোন স্থলে সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় না এই জন্য অলোক; অতএব সূর্য্যালোক দেখিতে পাওয়া যায় অথচ যায় না, এইজন্য লোকালোক নামে খ্যাত হইয়াছে।

"সোঽহমিজ্যা বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ॥" (রঘু ১।৬৮)

এই পর্ব্বতের বিষয় দেবীভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ! শুদ্ধ সাগরের চরে লোকালোক নামে পর্ব্বত অবস্থিত। ঐ পর্ব্বত লোক (প্রকাশ-মান) ও অলোক (অপ্রকাশমান) এই উভয় স্থানের বিভাগের জন্য কল্পিত হইয়াছে বলিয়া উহার নাম লোকালোক হইয়াছে। মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগই সুবর্ণময় ও দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। ঐ স্থানে দেবতা ভিন্ন অন্য প্রাণীর সমাগম নাই। ঐ স্থানে যে কিছু বস্তু স্থাপন করিলেই তাহা সুবর্ণ হইয়া যায়, এইজন্য ঐস্থলে কেহ আসে না। পরমেশ্বর ঐ পর্ব্বতকে তিন লোকের সীমাস্থানে রাখিয়াছেন, সূর্য্য প্রভৃতি ধ্রুবাবধি জ্যোতিষ্মান্ গ্রহগণের কিরণসমূহ উহার অধীনেই চতুর্দ্দিকে লোকত্রয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কদাচ উহাকে পশ্চাৎ করিয়া বাহির হইতে পারে না। এই পর্ব্বত এত উচ্চ ও বিস্তৃত যে, গ্রহদিগের গতি ততদূর যায় না। ঋষিগণ এই লোকালোকের পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পরিমিত এই ভূমণ্ডলের চতুর্থাংশ। আত্মযোনি ব্রহ্মা এই পর্ব্বতের উপরিভাগে চতুর্দ্দিকে ঋষভ, পুষ্পচূড়, বামন ও অপরাজিত নামে চারিটী দিগ্‌গজ স্থাপন করিয়াছেন, এই দিগ্‌গজ সকল সমগ্র জগৎ রক্ষা করিতেছে। ভগবান্ হরি এইস্থানে সকল লোকের মঙ্গলের জন্য নিজাংশসম্ভূত দিক্‌পালদিগের বীর্য্য, সত্ত্বগুণ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া বিষ্বক্-সেনাদি অনুচরগণের সহিত চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। সনাতন বিষ্ণু নিজ মায়ারচিত বিশ্বের রক্ষণ নিমিত্ত কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিতে অবস্থিত থাকেন। (দেবীভাগ০ ৮।১৪ অ০)

লোকাবেক্ষণ (ক্লী) জগতের মঙ্গলসাধনার্থচিন্তা।

লোকিন্ (ত্রি) ১ লোকপ্রাপ্ত। ২ লোকপতি। ৩ জগদ্বাসি-মাত্র, এই অর্থে কেবল বহুবচনেই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

লোকেশ (পু) লোকানামীশঃ। ১ ব্রহ্মা। (অমর) ২ বুদ্ধভেদ। (ত্রিকা০) ৩ পারদ। (রাজনি০) ৪ ইন্দ্র।

"যথাচ বৃত্তান্তমিমং সদোগতস্ত্রিলোচনৈকাংশতয়া দুরাসদঃ।
তথৈব সন্দেশহরাদ্বিশাম্পতিঃ শৃণোতি লোকেশ তথা বিধীয়তাং॥"
(রঘু ৩।৬৬)

৫ লোকপাল। (মনু ৫।৯৭) (ত্রি) ৬ লোকাধিপতি। (ভাগবত ৩।৬।১৯)

লোকেশকর, তত্ত্বদীপিকা বা তত্ত্ববোধিনী নাম্নী রামাশ্রমকৃত সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার টীকা-রচয়িতা। ক্ষেমঙ্করের পুত্র।

লোকেশপ্রভবাপ্যয় (ত্রি) লোকপালগণ হইতে উদ্ভূত এবং তাহা হইতেই প্রতি নিবৃত্ত।

লোকেশ্বর (পুং) লোকানামীশ্বরঃ। ১ বুদ্ধদেব। (ত্রিকা°) ২ লোকের প্রভু। ৩ লোকপাল।

"গ্রহনক্ষত্রতারাভিশ্চর্মচিত্রং নভস্তলম্।
সুরাসুরপ্রেতবিত্তানাং পতীন্ লোকেশ্বরান্ হরান্॥"
(ভারত ৮।৩৪।২৯)

লোকেশ্বরাত্মজা (স্ত্রী) লোকেশ্বরস্য বুদ্ধস্য আত্মজেব। বুদ্ধশক্তিভেদ। পর্য্যায়—তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কার, স্বাহা, শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, খদূরবাসিনী, ভদ্রা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্খিনী, মহাতারা, বসুধারা, ধনন্দদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (হেম)

লোকেষ্টি (স্ত্রী) ইষ্টিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ২।১০।১৯)

লোকৈকবন্ধু (পুং) লোকানাং এক এব বন্ধুঃ। গৌতম বুদ্ধ বা শাক্যমুনি।

লোকৈষণা (স্ত্রী) স্বর্গপ্রাপ্তির ইচ্ছা।

লোকোক্তি (স্ত্রী) প্রবাদ, কিংবদন্তী। প্রচলিত বাক্য।

লোকোত্তর (ত্রি) ১ অসামান্য, অলৌকিক। ২ আদর্শ পুরুষ। ৩ রাজা।

লোকোত্তরবাদিন্ (পুং) বৌদ্ধসম্প্রদায়ভেদ।

লোকোদ্ধার (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ ত্রিলোকপূজিত, এই তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় সকল লোক উদ্ধার হয়।
(ভারত ৩৬০।১১ শ্লোক)

লোক্য (ত্রি) ১ লোকান্বিত। ২ বিস্তৃতস্থানযুক্ত। ৩ যুদ্ধার্থ পরিষ্কৃত স্থানযুক্ত। ৪ জগদ্ব্যাপ্ত।

লোক্যতা (স্ত্রী) শ্রেষ্ঠ লোকপ্রাপ্তি। (শতপথব্রা° ১০।৩।২।১৩)

লোগ (পুং) ১ মৃৎপিণ্ড, লোষ্ট।

লোগাক্ষ (পুং) পণ্ডিতভেদ। [লোগাক্ষি দেখ।]

লোঙ্গর (পারসী) নদী বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজ আটকাইয়া রাখিবার জন্য বড়শীর আকার লৌহশলাকাবিশেষ।

লোগেষ্টকা (ত্রি) মৃত্তিকানির্ম্মিত ইষ্টকভেদ।
(শতপথব্রা° ৭।৩।১।১৩)

লোচ, ১ ঈক্ষণ, দর্শন। দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। দীপ্ত্যর্থে চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোচতে। লিট্- লুলোচে। লুট্-লোচিতা। লুঙ্ অলোচিষ্ট, অলোচিষাতাং অলোচিষত। সন্ লুলোচিষতে। যঙ্ লোলোচ্যতে। চুরাদিপক্ষে লট্ লোচয়তি। লুঙ্ অলুলোচৎ। আ+লোচ=আলোচন।

লোচ (ক্লী) লোচ্যতে পর্য্যালোচয়তি সুখদুঃখাদিকমিতি লোচ-অচ্। অশ্রু। (জটাধর)

লোচক (পুং) লোচতে ইতি লোচ-ণ্বুল্। ১ মাংসপিণ্ড। ২ অক্ষিতারকা। ৩ কজ্জল। ৪ স্ত্রীদিগের ললাটাভরণ। ৫ কদলী। ৬ নীলবস্ত্র। ৭ নির্ব্বুদ্ধি। ৮ কর্ণপুর। ৯ মুর্ব্বী। ১০ জ্যাপ্রথচর্ম্ম। (মেদিনী) ১১ নির্ম্মোক। (শব্দরত্না°)

লোচন (ক্লী) লোচ্যতেঽনেনেতি লোচ-ল্যুট্। চক্ষুঃ। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—বক্রান্ত ও পদ্মান্ত লোচন হইলে সুখ, বিড়ালের ন্যায় চক্ষু হইলে পাপী, মধুপিঙ্গলবর্ণ হইলে মহাশয়, কেকরাক্ষ (টেরা) হইলে ক্রূর, হরিণের ন্যায় হইলে পাপী, কুটিল হইলে ক্রূর, গজচক্ষু হইলে সেনাপতি, গম্ভীর লোচন হইলে প্রভু, স্থূলচক্ষু হইলে মন্ত্রী, নীলোৎপলাক্ষ হইলে বিদ্বান্, শ্যাবচক্ষু হইলে সৌভাগ্যশালী, কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট হইলে চক্ষুর উৎপাটক, মণ্ডলাক্ষ হইলে পাপী ও দীর্ঘলোচন হইলে নিঃস্ব হইয়া থাকে।

"বক্রান্তৈঃ পদ্মপত্রাভৈর্লোচনৈঃ সুখভাগিনঃ।
মার্জ্জারলোচনৈঃ পাপো মহাত্মা মধুপিঙ্গলৈঃ॥
ক্রূরাঃ কেকরনেত্রাশ্চ হরিণাক্ষাঃ স কল্মষাঃ।
জিহ্মৈশ্চ লোচনৈঃ ক্রূরা সেনান্যোগজলোচনাঃ॥
গম্ভীরাক্ষা ঈশ্বরাঃ স্যুর্মন্ত্রিণঃ স্থূলচক্ষুষঃ।
নীলোৎপলাক্ষা বিদ্বাংসঃ সৌভাগ্যং শ্যাবচক্ষুষাম্॥
স্যাৎ কৃষ্ণতারকাক্ষাণামক্ষামুৎপাটনঃ কিল।
মণ্ডলাক্ষাশ্চ পাপাঃ স্যু র্নিঃস্বাঃ স্যুর্দীর্ঘলোচনাঃ॥"
(গরুড়পু° ৬৫অ°)

২ জীরক। (বৈদ্যকনি°) ৩ গবাক্ষ। (বাভট উ° ৩৯ অ°)

লোচনগোচর (পুং) দৃষ্টিপথ। দিগ্বলয়। (ত্রি) দৃষ্টি- পথারূঢ়।

লোচনকার (পুং) লোচন নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারপ্রণেতা। সাহিত্যদর্পণে (২২।১৫) ইহার নাম উল্লেখ আছে। অনেকে ইহাকে অভিনবগুপ্ত বলিয়া মনে করেন।

লোচনপথ (পুং) লোচনস্য পন্থাঃ। নেত্রপথ, দৃষ্টিমার্গ।

লোচনপুর, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। কাঁসবাঁশ নদীতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে নদীর মোহানা পলিময় চরে পূর্ণ হওয়ায় ঐ নগরের চারি পার্শ্ব এক্ষণে জঙ্গলা- বৃত হইয়া পড়িয়াছে। ৪৫ টনের অধিক বোঝাই লইয়া নৌকাদি এই নদীবক্ষে এখন আর ভাসিয়া যাইতে পাবে না; সুতরাং ক্ষুদ্র পোতসমূহে মাল লইয়া অদূরে সমুদ্রবক্ষে রাখিয়া আসিতে হয়। চাউল ও অন্যান্য শস্যাদি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নৌকায় বোঝাই হয়। ভাঁটার সময় জল সরিয়া গেলে বড় নৌকাগুলি কাদার পলির উপর আটকাইয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী ঝড়ে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। ইহার পার্শ্বে চূড়ামণ নামক বন্দর অবস্থিত। নদীর মোহানা ভরিয়া উঠায় ক্রমশঃ বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে।

লোচনহিত (ত্রি) চক্ষুর হিতকর (অঞ্জনাদি)।

লোচনহিতা (স্ত্রী) লোচনাভ্যাং হিতা। তুথাঞ্জন।

লোচনা (স্ত্রী) লোচতে পর্য্যালোচয়তীতি লোচ-ল্যু-টাপ্। রোচনা, বুদ্ধশক্তিভেদ। (হেম)

লোচনাময় (পুং) লোচনয়োরাময়ঃ। চক্ষুরোগবিশেষ, পর্য্যায় অভিমন্থ। (ত্রিকা°) [চক্ষুরোগ শব্দ দেখ]

লোচনী (স্ত্রী) লোচ্যতেঽসৌ লোচ-ল্যুট্, ঙীপ্। মহাশ্রাবণিকা, চলিত মুণ্ডিরী। (রাজনি°)

লোচনোৎস (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৪। ৬৭২) ইহার অপর নাম লবণোৎস।

লোচমর্কট (পুং) লোচমস্তক। (অমরটীকায় স্বামী)

লোচমস্তক (পুং) লোচং দৃশ্যং মস্তকং ময়ূরশিখেব যস্য। ময়ূরশিখৌষধ, চলিত রুদ্রজটা, কাহারও কাহার মতে ক্ষেত্রযমানী। পর্য্যায় খরাশ্বা, কারবী, দীপ্য, ময়ূর, লোচমর্কট। (অমর) ২ অজমোদা। (ভাবপ্র°)

লোচিকা (স্ত্রী) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ, লুচি, দধি ও ঘৃত দ্বারা মর্দ্দিত এবং উষ্ণোদকের সহিত দলিত ও মণ্ডলাকারে নির্ম্মিত ঘৃতদ্বারা ভৃষ্টসমিতা। (পাকরাজেশ্বর)

লোট, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোটতি। লুঙ্ অলোটীৎ। ণিচ্ লোটয়তি। লুঙ্ অলুলোটৎ।

লোট, পাণিন্যুক্ত বিভক্তিভেদ। লোটের বিভক্তি যথা—তুপ্, তাম্, অন্তু। হি তং ত। আনি আব আম। তাং আতাং অন্তাং। স্ব আথাং ধ্বং। ঐপ্ অবহৈপ্ আমহৈপ্। এই ১৮টী বিভক্তি, ইহার পূর্ব্বোক্ত ৯টী পরস্মৈপদ এবং শেষোক্ত ৯টী আত্মনেপদ। ঐ সকল বিভক্তি প্রথমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তম পুরুষভেদে তিন প্রকার। অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদার্থে লোট্ প্রয়োগ হয়। [ধাতুশব্দ দেখ]

লোটন (ক্লী) ইতস্ততঃ চালন। ধূলায় লুণ্ঠিত হওন।

লোটনপায়রা (দেশজ) পারাবতভেদ, ইহাদের মাথা নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে পুনঃ পুনঃ ডিগ্‌বাজী খাইতে থাকে।

লোটা (স্ত্রী) চুকাপালং শাক।

লোটা (দেশজ) ১ গড়াগড়ি। (হিন্দী) ২ ঘটি, জলপানপাত্র।

লোটান (দেশজ) ১ বলপূর্ব্বক লুণ্ঠিত করান। ২ লুণ্ঠন।

লোটী (দেশজ) ক্ষুদ্রকাষ্ঠ গোলক, ক্রীড়াসামগ্রী।

লোটিকা (স্ত্রী) চুকাপালংশাক।

লোটুল (পুং) লোটতীতি লোট বাহুলকাৎ উলচ্। অভিলোটক। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

লোঠক, দুইজন কবি। ১ ঈশ্বরের পুত্র। ২ জয়মাধবের পুত্র।

লোড়, উন্মাদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ লোড়তি। লঙ্ অলোড়ীৎ। ণিচ্ লোড়য়তি। লুঙ্ অলুলোড়ৎ।

লোড়ন (ক্লী) ইতস্ততঃ চালন, চালা, লোটা। (মাধবনি°)

লোড়া (দেশজ) ১ প্রস্তরখণ্ড।

লোড়ী (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Phyllanthus longifolius)

লোণক (ক্লী) লবণ। (বৈদ্যকনি°)

লোণতৃণ (ক্লী) লোণং লবণরসযুক্তং তৃণং। লবণতৃণ। (রাজনি°)

লোণা (স্ত্রী) লবণমস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ ক্ষুদ্রাম্লিকা।

"লোণা লোণী তু কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা।" (ভাবপ্র°)

২ চাঙ্গেরী, আমরুলশাক। লোণিকাদ্বয়, ছোটলুণী ও বড়লুণী। (রাজনি°)

লোণা (দেশজ) লবণাক্ত লবণযুক্ত।

লোণাভাটী (দেশজ) ক্ষুপবিশেষ (Solanum pubescens)

লোণামাছ (দেশজ) ১ লোণাজলে যে মাছ জন্মে, তাহাকে লোণামাছ কহে। ২ ইলিশাদি মৎস্য। লবণ মধ্যে জরাইয়া যে মৎস্য রক্ষিত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ লোণামাছ বলিয়া থাকে।

লোণাম্লা (স্ত্রী) ক্ষুদ্রাম্লিকা, খুদেলুনী। (রাজনি°)

লোণার (ক্লী) লবণং ঋচ্ছতীতি লবণ-ঋ-অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ক্ষারবিশেষ, পর্য্যায় লবণোত্থ, লবণাকরজ, লবণমদ, জলজ, লবণক্ষার, লবণ। গুণ—অত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ, পিত্তবৃদ্ধিকারক, ঈষল্লবণ ও বাতগুল্মাদিশূলনাশক। (রাজনি°)

লোণার, মধ্যভারতের বেরার বিভাগের বুলদানা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৯°৫৮´৫০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৩´ পূঃ। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক।

এই স্থান অতি প্রাচীন। পর্ব্বতের ক্রমনিম্নোচ্চ পাদমূলে অবস্থিত। এখানে লোণার নামক লবণ-জলপূর্ণ একটী হ্রদ আছে। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ হ্রদগর্ভে দানবশ্রেষ্ঠ লবণাসুর বাস করিত। গোলোকবিহারী বিষ্ণু সুন্দর বালকের রূপ ধরিয়া ধরায় অবতীর্ণ হন। বালকের মোহনরূপে মুগ্ধ হইয়া লবণাসুরের ভগিনীদ্বয় তাঁহার প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরে বিষ্ণুর মোহজালে জড়িত হইয়া, তাহারা বিষ্ণুর নিকট ভ্রাতার নিভৃত নিকেতনের সন্ধান বলিয়া দেয়। তখন বিষ্ণু পাদস্পর্শে সেই গুপ্ত বাসভবনের আবরণ প্রস্তর উন্মোচন করিয়া ভূতলে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহমধ্যে নিদ্রিত লবণাসুরকে নিহত করেন। বিষ্ণু কর্তৃক লবণাসুর নিহত হইলে সেই ভূগর্ভেই তাহার সমাধি হয় এবং তাহার রক্তে ঐ গর্ত্ত পূর্ণ হইয়া উঠে। এখনও স্থানীয় লোকে লোণার হ্রদের লবণাক্ত জলকে লবণাসুরের রক্ত এবং বিষ্ণুপাদস্পর্শে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান

করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী ধাকেয়াল নামক স্থানে একটী গণ্ডশৈল আছে। উহার বিস্তৃতি ও লোণাহ্রদের বেড় প্রায় সমান। লোকে ঐ শৈলকে লবণাসুর-ভবনের আচ্ছাদনপ্রস্তর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুকর্ত্তৃক ঐ প্রস্তর পাদাঙ্গুল স্পর্শে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এখানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই হ্রদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম, ইহার চারিদিকে বৃত্তাকারে ৪০০ ফিট্ উচ্চ পর্ব্বতসানু বিরাজিত। এই সানুদেশে অসংখ্য মন্দির ও কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, এখন সে সমুদায় প্রায় জঙ্গলে আবৃত। উহার উপরের পাড়ের পরিধি প্রায় ৫ মাইল এবং জলের সমীপবর্ত্তী স্থানের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। এতদ্ভিন্ন পাড়ের খাড়াইএর কোণ ৭৫° হইতে ৮০°। হ্রদের গভীরতা ও তাহার ঢালু পাড়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্গণ বলিয়া থাকেন যে, উহা এক সময়ে কোন আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের প্রস্তররাশি আজিও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ঐ ঢালু পাড়ভূমি বনসমাকীর্ণ হইলেও, স্তরবিশেষে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য আরও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সর্ব্বনিম্নস্তরে প্রায় ৬০০ গজ বিস্তৃত বেষ্টনী মধ্যে কেবল তেঁতুল ও বাব্‌লা গাছের সার দেখা যায়। তাহার উপরে সেগুণ গাছের বন, মধ্যে মধ্যে অন্যান্য গাছও আছে।

হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতপৃষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র গর্ত্ত বা প্রস্রবণ আছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর সুমিষ্ট জলরাশি উদ্গত হইয়া স্রোতোবেগে হ্রদগর্ভে আসিয়া পড়িতেছে। ঐ প্রস্রবণের সম্মুখে একটী মন্দির আছে।

হ্রদের ঢালু দেশের বনপ্রদেশ ও জলগর্ভের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী বিস্তৃত কর্দ্দমাক্ত ভূমিভাগ দৃষ্ট হয়। বর্ষাঋতুতে উহা জলমগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু অপর সময়ে জল শুকাইয়া বা সরিয়া গেলে চতুষ্পার্শ্বেই একটী বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পতিত থাকে, উহাতে কখনও কোন শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। হ্রদের জল লবণমিশ্রিত থাকায় ঐ কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রও লবণরসসিক্ত হইয়া থাকে। এই জন্য সামান্য শুকাইয়া আসিলে উহা সাদা দেখায়। তখন ঐ মৃত্তিকা হইতে লবণ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। তথাকার লবণে শতকরা ৩৮ ভাগ অঙ্গারাম্ল, ৪০·৯ ক্ষার (Soda), ২০·৬ জল ও ০·৫ কঠিন পদার্থ এবং সামান্য মাত্রায় সলফেট পাওয়া যায়। এই ক্ষার সাবান প্রস্তুত কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়।

লোণিকা (স্ত্রী) লোণীশাক, খুদেলুণী, বনলুণী। (পর্য্যায়মু°) ২ চাঙ্গেরী, আমরুল। ৩ চক্রিকা, চুকাপালং। (বৈদ্যকনি°)

লোণিতক, একজন প্রধান কবি। ইহার অপর নাম লোঠিতক।

লোণী (স্ত্রী) পত্রশাকবিশেষ, (Portulaca quadrifida) বড় বা বন লুণী, খুদেলুণী। হিন্দী—লুণিয়াশাক বা লুণিয়া, ঘুরকা, তৈলঙ্গ—পইলকুর, বম্বে—কুর্কা, তামিল—কোরিলকীরই। ইহা দুই প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। ক্ষুদ্রের গুণ—রুক্ষ, গুরু, বাতশ্লেষ্মহর, অর্শোঘ্ন, দীপন, অম্ল ও মন্দাগ্নিনাশক। বৃহতের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, বাতবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক, বাগ্‌দোষনাশক, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহনাশক, শোথনাশক এবং নেত্ররোগে হিতকর।

লোণী, যুক্তপ্রদেশের মিরাট্ জেলার গাজিয়াবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন শ্রীভ্রষ্ট ও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও সেই কীর্ত্তিস্মৃতি বহন করিতেছে। মোগলসম্রাট্গণ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া প্রায়ই এখানে আসিতেন। তাঁহাদের প্রাসাদ শ্রীহীন অবস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদশাহ এখানে একটী উপবন ও দীর্ঘিকা স্থাপন করান। ঐ দীর্ঘিকা ও উপবনে জল আনাইবার জন্য প্রথমে তাঁহারই উদ্যোগে পূর্ব্ব-যমুনা-খাল কাটা হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের মহিষী জিনাৎ মহল উল্দীপুরে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ও প্রবেশদ্বারাদি-পরিশোভিত একটী সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত গুম্বজশোভিত প্রসিদ্ধ বারদোয়ারী বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন তথায় মোগল-রাজবংশধরগণের আরও অসংখ্যকীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজরাজ এই নগর মোগলাধিকার হইতে কাড়িয়া লন। এই স্থান এখন সৌন্দর্য্যহীন।

লোত, (পুং ক্লী) লুনাতীতি লু (হসিমৃগ্রিণ্বিতি। উণা° ৩৮৬) ইতি তন্। ১ স্তেয়ধন। ২ লোপ্ত্র, লোত্র, লুম্প। ৩ নেত্রাম্বু। ৪ চিহ্ন। ৫ লবণ। ৬ অশ্রুপাত।

লোত্র (ক্লী) লুনাতীতি লু-(সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪। ১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্, যদ্বা লা (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪। ১৭২) ইতি উত্র। লোত, নেত্রজল।

লোদী, প্রাচীন রাজবংশভেদ। ২ দিল্লীর স্বনামপ্রসিদ্ধ মুসলমান রাজবংশ। [ভারতবর্ষ দেখ।]

লোধ (পুং) রুধ-অচ্, রস্য লঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

লোধরান্, পঞ্জাবপ্রদেশের মুলতান জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ২৯°২১´৪৫´´ হইতে ২৯°২৯´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪´ হইতে ৭১°৫১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৮১ বর্গমাইল।

এই দেশভাগ শতদ্রুনদীকূলে অবস্থিত। অধিকাংশ স্থানই পর্ব্বত ও বালুকাময় হওয়ায় এখানে শস্যাদি উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা নাই। গম, জুয়ার, বজ্‌রা, তুলা, যব ও নীল এখানকার প্রধান পণ্য দ্রব্য। লোধরান্ নগরে একজন তহসীলদার থাকেন। তিনি এখানকার দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগের

বিচার করেন। এই তহসীলে সর্ব্বসমেত ১১৭টী নগর ও গ্রাম আছে।

লোধা, ঠগী দস্যুসম্প্রদায়ের মুসলমানবিভাগের একটী শাখা। ইহারা অযোধ্যার মুসলমান ঠগীবংশসমুদ্ভূত। নেপালের তরাই প্রদেশে ও অযোধ্যার সীমান্ত প্রদেশে ইহাদের বাস আছে।

লোধি, কৃষিজীবী হিন্দু জাতিবিশেষ। মধ্যভারত, যুক্তপ্রদেশ ও ভরতপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানে ইহাদের বাস দেখা যায়। আচার ব্যবহার ও সামাজিক প্রথায় ইহারা কুর্ম্মী জাতির অনুরূপ। এক সময়ে ইহারা জব্বলপুর ও সাগর জেলায় বিশেষ প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারা খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে বুন্দেলখণ্ড হইতে মধ্যভারতে আসিয়া বাস করে। তৎপরে কুর্ম্মীরা অনুমান ১৭২০ খৃষ্টাব্দে দোয়াব হইতে তদ্দেশে গমন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশে এই কারণে উত্তরভারতের লোধিরা 'লোধি পরদেশী' নামে কথিত। তথায় ইহারা রাখাল ও ঘরামীর কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ। কৃষিকার্য্যে কুর্ম্মীদিগের তুল্য; কিন্তু তাহাদের ন্যায় শান্তিপ্রিয় নহে। ইহারা দাম্ভিক, অত্যাচারী, পরস্বাপহরণপ্রিয় ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নর্ম্মদা সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকার্য্য ব্যতীত ইহারা দস্যুর ন্যায় অপরের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ করে। বিদ্রোহের সূচনা দেখিলে সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহি-দলে যোগ দিয়া আপনাদের অর্থাপহরণস্পৃহা চরিতার্থ করিয়া থাকে। মৃগয়ায় ইহারা বিশেষ পটু। ইহাদের অব্যর্থ লক্ষ্য হইতে দূরস্থ শিকার পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না। তীর অথবা বন্দুক-চালনায় ইহারা বিশেষ ক্ষিপ্রহস্ত। এই কারণে ইহারা সর্ব্বতোভাবে সৈনিকের কার্য্য করিবার উপযুক্ত। দক্ষিণভারতে এই জাতীয়ের অনেকেই সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহিত বিধবা পত্নী ও শাস্ত্রমতে পরিণীতা ভার্য্যায় কোনরূপ পার্থক্য নাই। সাগাই মতে বিবাহিতা বিধবা স্বজাতীয় না হইলে স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। অধিকাংশ স্থলে বহু দূরসম্পর্কীয় হইলেও বিধবাগণ দেবরকে বিবাহ করিয়া থাকে। এইরূপে বিবাহিতা পত্নীর সন্তানাদির পিতৃসম্পত্তিও যেরূপ অধিকার, অগ্নিসাক্ষাতে পরিণীতা পত্নীর পুত্রগণেরও সেইরূপ সমান অধিকার।

লোধিকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের হল্লার প্রান্তস্থিত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি এখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত উভয় সামন্তরাজবংশের মোট আয় ২৫ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১২৮৭৲ ও জুনাগড়ের নবাবকে ৪০৫৲ টাকা কর দিতে হয়। লোধিকা গ্রাম রাজকোট হইতে ১৫ মাইল ও গোণ্ডাল হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

লোধিখেরা, মধ্যভারতের ছিন্দবাড়া জেলার সৌসর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৪´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরে রাজকীয় সমৃদ্ধির অভাব নাই। স্থানীয় শিল্পের মধ্যে উৎকৃষ্ট পিত্তলের বাসন ও তামার হাঁড়ি পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এখানে এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী স্থানবাসীরা উহা পরিধানার্থ ক্রয় করিয়া থাকে।

লোধ্ (পুং) রুণদ্ধীতি রুধ-বাহুলকাৎ রন্ রস্য লত্বম্। লোধবৃক্ষ। (Symplocos racemosa) লোধকাঠ। হিন্দী—লোধ, তৈলঙ্গ—তেল্ললোট্টুগচেট্টু, গর্জ্জ, লোদর, লোদ্দুগ। মহারাষ্ট্র—হুরা। সংস্কৃত পর্য্যায়—গালব, শাবর, তিরীট, তিল্ব, মার্জ্জন, এই ৬টী শ্বেত লোধ্রের পর্য্যায়। রক্ত লোধ্রের পর্য্যায়—লোধ্র, ভিল্লতরু, তিল্বক, কান্তকীলক, হেমপুষ্পক, ভিল্লী, শাবরক। ইহার গুণ কষায়, শীতল, বাত, কফ ও অস্রনাশক, চক্ষুর হিতকর, বিষনাশক। (রাজনি°)

এই বৃক্ষ নেপাল ও কুমায়ুনের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, কোটার জঙ্গলে, বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান জেলায় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঘাট পর্ব্বতমালার অত্যুচ্চ জঙ্গল মধ্যে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র বৃক্ষ ১০ হইতে ১২ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ির পরিধি ২০ ইঞ্চির অধিক হয় না। ইহার কাঠ দৃঢ়, শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ। ইহাতে উৎকৃষ্ট খোদাই হইতে পারে।

লোধ গাছের শিকড়ের ছাল হইতে এক প্রকার লাল রঙ্ পাওয়া যায়। তৈল, বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্য রঙ করিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। ঐ শিকড় এখানে সাধারণতঃ প্রতি টাকায় ৵৪ সের মাত্র বিক্রীত হয়। শিকড় চূর্ণ করিয়া আবীর প্রস্তুত হয়। হিন্দুমাত্রেই দোলপর্ব্বে ঐ ফাগ ব্যবহার করিয়া থাকে। [আবীর দেখ।]

উত্তেজক, বলকর ও রেচকাদি গুণযুক্ত হওয়ায় বৈদ্যকে এই ভেষজের যথেষ্ট ব্যবহার দেখা যায়।

লোধ্রকবৃক্ষ (পুং) লোধ্র এব লোধ্রক স এব বৃক্ষঃ। লোধ।

লোধপুষ্প (পুং) মধুকবৃক্ষ, চলিত মউল গাছ। (বৈদ্যকনি°)

লোধ্পুষ্পক (পুং) শালিধান্যবিশেষ। (ভাবপ্র°)

লোধ্পুষ্পিণী (স্ত্রী) হ্রস্বধাতকী, ক্ষুদ্র ধাইফুল। (বৈদ্যকনি°)

লোনারা, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রায় সার্দ্ধত্রিশতাব্দ পূর্ব্বে নিকুম্ভগণ মুহমদী হইতে

দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া এই স্থানের আদিম অধিবাসী কামান্গার-দিগকে বিতাড়িত করিয়া আপনারা এই নগর অধিকার পূর্ব্বক বাস করে। এখনও নিকুম্ভগণ এই স্থানের সত্বাধিকারী রহিয়াছে।

লোনেলী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভোর গিরিসঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। গ্রেট-ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্সুলার রেলপথের দক্ষিণপূর্ব্ব শাখার মধ্যে ইহা একটী প্রধান স্থান। এখানে রেলকোম্পানীর কারখানা থাকায় বহু য়ুরোপীয় ও দেশীয় লোকের বাস হইয়াছে। নগরের ২ মাইল দক্ষিণে রেলকোম্পানীর একটী সুন্দর গাথনীকরা বাঁধ আছে। ঐ বাঁধের জল নগরবাসীর গৃহে গৃহে পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা, প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্ কাথলিক ধর্ম্মমন্দির, মেসনিক লজ্, রেলওয়ে স্কুল, কো-অপারেটিভ ষ্টোর প্রভৃতি বিদ্যমান দেখা যায়। নগর পার্শ্বে একটী সুন্দর বন আছে।

লোপ (পুং) লুপ-ঘঞ্। ১ ছেদ। ২ আকুলীভাব। ৩ অভাব।

"সোঽহমিজ্যা বিশুদ্ধাত্মা প্রজালোপনিমীলিতঃ।
প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোক ইবাচলঃ॥" (রঘু ১।৬৮)

৪ ব্যাকরণমতে বর্ণনাশ, যাহাতে বর্ণের লোপ অর্থাৎ নাশ হয়। সকল বিধি অপেক্ষা লোপবিধি বলবান্।

"সকলেভ্যো বিধিভ্যঃ স্যাদ্বলী লোপবিধিস্তথা।
লোপস্বরাদেশয়োস্তু স্বরাদেশো বিধির্ব্বলী॥" (দুর্গাদাস)

লোপক (ত্রি) নাশকারী, বিঘ্নকারী।

লোপন (ক্লী) লুপ-ল্যুট্। নাশন।

"কন্যায়া দূষণঞ্চৈব বার্দ্ধুষ্যং ব্রতলোপনম্।
তড়াগারামদারাণামপত্যস্য চ বিক্রয়ঃ॥" (মনু ১১।৬২)

লোপাক (পুং) লোপং শীঘ্রমদর্শনমকতি প্রাপ্নোতীতি অক-অণ্। শৃগাল ভেদ। চলিত লেয়ো, খ্যাক্‌শিয়াল, ইহাকে লাঙ্গলকমৃগও কহে। (ত্রিকা°)

লোপাপক (পুং) লোপং দ্রুতমদর্শনং আপ্নোতীতি আপ-ণ্বুল্। শৃগাল ভেদ। (শব্দমালা)

লোপাপিকা (স্ত্রী) লোপাপক-স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। শৃগালী। (শব্দমালা)

লোপামুদ্রা (স্ত্রী) লোপয়তি যোষিতাং রূপাভিধানমিতি লোপা পচাদ্যণ্, আমুদ্রয়তি হৃষ্টঃ হৃষ্টমিতি আ-মুদ্রা-অণ্, ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ, কিংবা ন মুদং রাতি অমুদ্রা পতিশুশ্রূষায়া লোপে অমুদ্রা। অগস্ত্যমুনির পত্নী।

স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের শেষ তিন দিনে অগস্ত্যকে ও তৎপরে লোপামুদ্রাকে অর্ঘ্য দিতে হয়।

"অপ্রাপ্তে ভাস্করে কন্যাং শেষভূতৈস্ত্রিভির্দিনৈঃ॥
অর্ঘ্যং দদ্যুরগস্ত্যায় গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥" (মলমাসতত্ব)

এই অর্ঘ্য দক্ষিণদিকে শঙ্খে জল রাখিয়া শ্বেতপুষ্প, অক্ষত ও চন্দনাদি রচনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দিতে হয়।

"শঙ্খে তোয়ং বিনিক্ষিপ্য সিতপুষ্পাক্ষতৈর্য্যুতম্॥
মন্ত্রেণানেন বৈ দদ্যাদ্দক্ষিণাশামুপস্থিতঃ॥"

অর্ঘ্যদানমন্ত্র—

"কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্ভযোনে নমোঽস্তু তে॥"

প্রার্থনামন্ত্র—

"আতাপির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদ তু॥"

লোপামুদ্রার অর্ঘ্যদানের মন্ত্র—

"লোপামুদ্রে মহাভাগে রাজপুত্রি পতিব্রতে।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং মৈত্রাবরুণিবল্লভে॥" (মলমাসতত্ব)

মহাভারতে লোপামুদ্রার জন্মাদির বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। মহর্ষি অগস্ত্য একদা তাঁহার পিতৃগণকে এক বিবর মধ্যে লম্বমান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনারা কি জন্য এইখানে অতিকষ্টে এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, পুত্র অগস্ত্য! তুমি পুত্র উৎপাদন করিয়া আমাদের এই নিরয় হইতে উদ্ধার কর, ইহাতে তোমারও মঙ্গল হইবে। তখন অগস্ত্য তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি আপনাদের এই অভিলাষ পূর্ণ করিব। তৎপরে অগস্ত্য আপনি পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু মনোমত কন্যা দেখিতে পাইলেন না। পরে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিয়া যে প্রাণীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট, সেই সেই প্রাণীর সেই সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে মনে সংগ্রহ করিয়া তৎসদৃশ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা একটী কন্যা নির্ম্মাণ করিলেন। এই সময়ে বিদর্ভাধিপতি অপত্যের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছিলেন। অগস্ত্য আপনার জন্য নির্ম্মিতা এই কন্যা বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন। রাজা এই কন্যার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। ক্রমে এই কন্যা যৌবনসীমায় অধিরোহণ করিল।

মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে যখন গার্হস্থ্যের উপযুক্ত বোধ করিলেন, তখন তিনি বিদর্ভনাথের নিকট গিয়া কহিলেন, রাজন্! পুত্রের নিমিত্ত আমার গার্হস্থ্য ধর্ম্মে রতি হইয়াছে, অতএব আপনি আমার লোপামুদ্রাকে প্রত্যর্পণ করুন। তখন রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন, রাজ্ঞীও কোন সদুত্তর করিতে পারিলেন না, তখন লোপামুদ্রা রাজা ও রাজ্ঞীকে কাতর দেখিয়া কহিলেন, পিতঃ! আপনি

আমায় ঋষিকে সম্প্রদান করুন। অনন্তর বিদর্ভরাজ কন্যার বাক্যানুসারে বিধিপূর্ব্বক অগস্ত্যকে এই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তখন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যালাভ করিয়া কহিলেন, তুমি এখন বহুমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর বল্কল পরিধান কর। লোপামুদ্রা স্বামীর আজ্ঞানুসারে বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীর-বল্কল পরিধানপূর্ব্বক অগস্ত্যের অনুগমন করিলেন।

অগস্ত্য গঙ্গাতীরে আসিয়া অনুকূলা সহধর্ম্মিণীর সহিত উৎকট তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদা অগস্ত্য তপঃপ্রদীপ্তা লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার পরিচর্য্যাভিজ্ঞতা, জিতেন্দ্রিয়তা শ্রী ও রূপলাবণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া রতিমানসে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা অতিশয় লজ্জিতা হইয়া কহিলেন, আপনি অপত্যার্থে ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু আমার অভিলাষ এইরূপ যে, আমার পিতৃগৃহে যেরূপ শয্যা, বসন ও ভূষণাদি ছিল, তদ্রূপ শয্যা ও বসনভূষণে বিভূষিতা হইয়া আমি আপনার সহিত সঙ্গত হই। তখন অগস্ত্য কহিলেন, আমি তপস্বী, রাজোচিত বসন ভূষণ ও শয্যা কোথায় পাইব? তাহাতে লোপামুদ্রা কহিলেন, আপনি তপোধন, তপঃপ্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যেই সমস্ত সংঘটিত হইতে পারে। অগস্ত্য কহিলেন, ইহা সত্য, এরূপ করিলে আমার তপোবিঘ্ন ঘটিবে, অতএব যাহাতে আমার তপোবিঘ্ন না হয়, এইরূপ আদেশ কর। তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে আমার ঋতুকাল ষোড়শ দিবসের স্বল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে, কিন্তু অলঙ্কারাদি ব্যতীত আপনার নিকটবর্ত্তিনী হইতে আমার কোন প্রকারে ইচ্ছা হইতেছে না, এবং কোনরূপে আপনার ধর্ম্মলোপ করিবারও আমার ইচ্ছা নাই; অতএব যাহাতে ধর্ম্মলোপ না হয়, এরূপে আপনি আমার অভিলাষ সম্পাদন করুন। ইহাতে অগস্ত্য কহিলেন, সুভগে! যদি তোমার এই প্রকার অভিলাষ দৃঢ় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি ধনাহরণ করিতে যাত্রা করি, এখানে থাকিয়া তুমি যথাভিলষিত আচরণ কর।

তখন অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা মহীপালের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি আমাকে অন্যের ব্যাঘাত ব্যতিরেকে এবং বিভাগানুসারে যথাশক্তি ধনদান করুন। তখন রাজা শ্রুতর্ব্বা আপনার আয়ব্যয়ের ন্যূনাধিক্য না থাকায় তাঁহাকে কহিলেন, আমার এই আয় ও ব্যয় পরীক্ষা করিয়া যাহা আপনার অভিমত হয়, তাহা গ্রহণ করুন। তখন অগস্ত্য রাজার আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া এবং তাহা হইতে ধন গ্রহণ করিলে রাজা ও প্রজার ক্লেশের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া ধনগ্রহণ করিলেন না এবং রাজা শ্রুতর্ব্বার সহিত ব্রধ্নশ্বের নিকট গমন করিলেন, তথায় কৃতকার্য্য না হইয়া পুরুকুৎস ত্রসদস্যু প্রভৃতির নিকট গমন করিলেন, তথায়ও অপরিমিত অর্থ না থাকায় বাতাপির ভ্রাতা ইল্বল দানবের নিকট গমন করিলেন। ইল্বল মেষরূপধারী বাতাপির মাংসে ঋষিকে পরিতৃপ্ত করিলেন। অনন্তর ইল্বল বারংবার বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিলেন, তখন অগস্ত্য কহিলেন আমি বাতাপিকে জীর্ণ করিয়াছি, তখন ইল্বল অতি বিষণ্ণ ও ভীত হইয়া ঋষিকে প্রচুর ধন দিলেন।

তখন রাজগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। অগস্ত্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া লোপামুদ্রার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন লোপামুদ্রা কহিলেন, ভগবন্! আপনি অতি পবিত্র এবং বলবান্ একটী পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি তথাস্তু বলিয়া লোপামুদ্রার সহিত যথাসময়ে সঙ্গত হইলেন। লোপামুদ্রা গর্ভবতী হইলে, ঋষি বনগমন করিলেন। লোপামুদ্রা ৭ বৎসর গর্ভধারণ করিয়া একটী পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদজ্ঞানসম্পন্ন এবং অতিশয় রূপবান্। ঋষিগণ ইহার নাম ইধ্মবাহ রাখিলেন। এই ইধ্মবাহও তপঃপ্রভাবে পিতারই অনুরূপ হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব ৯৫-৯৮ অঃ)

লোপামুদ্রাপতি (পুং) লোপামুদ্রায়াঃ পতিঃ। অগস্ত্য।

লোপাশ (পুং) খ্যাকৃশিয়ালের অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট শৃগালভেদ।

লোপাশক (পুং) লোপং আকুলীভাবং চকিতমশ্নাতি অশ-ণ্বুল্। শৃগালভেদ। (হারাবলী)

লোপাশিকা (স্ত্রী) লোপাশক-স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বং। শৃগালী।

লোপিন্ (ত্রি) ক্ষতিকারক। মন্দকারী। বিলোপকারী।

লোপ্তৃ (ত্রি) নিয়মভঙ্গকারী। ক্ষতি-কারক।

লোপ্ত্র (ক্লী) লুপ-ষ্ট্রন্। ১ স্তেয়ধন, লোত।

"তে তস্যাবসথে লোপ্ত্রং দস্যবঃ কুরুসত্তম।
নিধায় চ ভয়াল্লীনাস্তত্রৈবানাগতে বলে॥" (ভারত ১।১০৭।৫)

লোপ্ত্রী (স্ত্রী) লোপ্ত্র-ষিত্বাৎ ঙীষ্। লোপ্ত্র। (শব্দরত্না°)

লোপ্য (ত্রি) লোপযোগ্য।

লোভ (পুং) লুভ-ঘঞ্। ১ আকাঙ্ক্ষা, পরদ্রব্যাভিলাষ, পরের জিনিস লইবার ইচ্ছা। পর্য্যায়—তৃষ্ণা, লিপ্সা, বশ, স্পৃহা, কাঙ্ক্ষা, শংসা, গার্দ্ধ্য, বাঞ্ছা, ইচ্ছা, তৃষ্, মনোরথ, কাম, অভিলাষ। (হেম)

ইহার লক্ষণ—

"পরবিত্তাদিকং দৃষ্ট্বা নেতুং যো হৃদি জায়তে।
অভিলাষো দ্বিজশ্রেষ্ঠ স লোভঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৩ অ°)

পরবিত্তাদি দেখিয়া তাহা লইবার জন্ত হৃদয়ে যে অভিলাষ হয়, তাহাকে লোভ কহে। এই লোভ ব্রহ্মার অধর দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

"ভ্রূমধ্যাদভবৎ ক্রোধো লোভশ্চাধরসম্ভবঃ॥" (মৎস্তপু° ৩ অ°)

গীতায় লিখিত আছে যে, নরকের তিনটী দ্বার, কাম, ক্রোধ ও লোভ, এইজন্ত সর্ব্বতোভাবে লোভ পরিহার করা কর্ত্তব্য।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥" (গীতা ১৩অ°)

জগতে একমাত্র লোভ হইতেই যত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, লোভই পাপের প্রসূতি, লোভ হইতেই ক্রোধ, কাম, মোহ ও নাশ হইয়া থাকে, অতএব একমাত্র লোভই পাপের কারণ, জগতের লোক লোভে পড়িয়া স্বামী, স্ত্রী, পুত্র ও সহোদর প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে।

"লোভঃ প্রতিষ্ঠা পাপস্ত প্রসূতির্লোভ এব চ।
দ্বেষক্রোধাদিজনকো লোভঃ পাপস্ত কারণম্॥
লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্ত কারণম্॥
লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাং।
তৃষ্ণার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥
মাতরং পিতরং পুত্রং ভ্রাতরং বা সুহৃত্তমম্।
লোভাবিষ্টো নরো হন্তি স্বামিনং বা সহোদরম্॥" ইত্যাদি।
(নানা পুরাণাদি নীতিশাস্ত্র)

লোভন (ক্লী) লুভ-ল্যুট্। ১ লোভ। ২ মাংস। (বৈদ্যকনি°)

লোভনীয় (ত্রি) লুভ-অনীয়র্। লোভার্হ, লোভের উপযুক্ত।

লোভয়ান (ত্রি) লোভোদ্রেককারী।

লোভা (দেশজ) লোভী।

লোভিন্ (ত্রি) লোভোহস্যাস্তীতি লোভ-ইনি। লোভযুক্ত, লুব্ধ। পর্য্যায়—গৃধ্নু, গর্দ্ধন, লুব্ধ, অভিলাষুক, তৃষ্ণক, লোলুভ, লিপ্সু। (হেম)

লোভ্য (ত্রি) লুভ্যতে ইতি লুভ-যৎ। ১ লোভনীয়, লোভার্হ। (পুং) ২ মুদ্গ। (হেম) ৩ হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

লোম [লোমন্] (ক্লী) ১ লাঙ্গুল। ২ রোম। পর্য্যায়—তনূরুহ, শরীরস্থ কেশ। মনুষ্যদেহে এবং অন্যান্য জীববিশেষের গাত্র-চর্ম্মোপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সূচ্যগ্র ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মজ্জাজ শারীর কেশ বিনির্গত হইতে দেখা যায়, তাহাই সাধারণতঃ লোম, রোম বা রোঁয়া বলিয়া প্রচলিত। ত্বকের উপরিভাগে উৎপন্ন হওয়ায় ইহার অপর একটী নাম তনূরুহ বা তনুরুট্ হইয়াছে। যে বিবরে মূলদেশ রাখিয়া এই সকল শরীরস্থ কেশচয় পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা লোমকূপ নামে কথিত।

জীবদেহবিশেষে এই লোম বিভিন্ন প্রকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীর বিভিন্ন অংশে অতি সূক্ষ্ম হইতে অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার ও বৃহদায়তন লোমরাজি বিরাজিত দেখা যায়। স্থান পার্থক্যানুসারে উহাদের বর্ণও ভিন্ন। বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে, মনুষ্য শরীরের মস্তক, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উরু, পাদমূল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ঘোর কৃষ্ণকুন্তল হইতে ক্রমে কৃষ্ণমিশ্র লোহিত ও লোহিতাভ লোমরাজির সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ গুলি সাধারণতঃ কেশ বা কুন্তল, চুল, লোম, রোঁয়া প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্য্যায়ে সন্নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশীয় ভাষায়ও মাথার কেশ ও গাত্রলোমের পৃথক্ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যের গাত্র-লোম অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর হওয়ায় তাহা বিশেষ কোন কাজে আইসে না। মনুষ্য জাতির কেশচয় বিশেষতঃ রমণী-কুলের আলুলায়িত কুন্তলদাম দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতের সুপ্রাচীন প্রয়াগতীর্থে পুরুষ ও রমণীগণের মস্তকমুণ্ডনের বিধি আছে, ঐ সকল সুদীর্ঘ কেশচয় তথায় রক্ষিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। উহাতে দড়ি প্রভৃতি ব্যবহারোপযোগী নানা বস্তু প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্দেশে "চুলের দড়ি" দিয়া বেণী বিনাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রোমক কর্ত্তৃক কার্থেজ নগরী অবরুদ্ধ হইলে কার্থেজনিবাসিনী বীরনারীগণ রাজধানী রক্ষা কামনায় স্ব স্ব শিরোভূষণ সুচিক্কণ কেশগুচ্ছ ছিন্ন করিয়া দড়ি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। [রোম-সাম্রাজ্য দেখ।]

শারীরিক রোমসংস্থান লক্ষ্য করিয়া চতুষ্পাদ পশুশ্রেণীকে আবার স্বল্পলোমা ও অতিলোমা নামক দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তিব্বত দেশীয় ছাগ, ভেড়া, কাবুলী দুম্বা, চামরী-গো (yak) এবং আইবেক ও লাদ্বলের ৎসোদ্‌কি নামক হরিণজাতির লোম পশম বলিয়া খ্যাত। কোন কোন দেশীয় কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর গাত্রে বহুল পরিমাণে লোম জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশের বন্য ভল্লুকের এবং সুমেরু প্রদেশ ও শীতপ্রধানস্থানবাসী শ্বেতকায় ভল্লুকজাতির গাত্রেও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লোম হইয়া থাকে। মহিষ, বরাহ প্রভৃতি স্বল্পলোমা পশুর লোম বিশেষ কোন কার্য্যে আইসে না। বরাহের পৃষ্ঠদেশে দীর্ঘাকার খোঁচা খোঁচা এক প্রকার কঠিন লোম উৎপন্ন হয়, উহা "শূকরের কুঁচি" নামে প্রসিদ্ধ। উহাতে ব্রুস্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সিংহের মাথার কেশ বা জটাগুলি কেশর; অশ্বের মস্তক ও গ্রীবাদেশস্থ বিলম্বিত কেশ-রাশি চুল, ঝুঁট এবং পুচ্ছের কেশগুলি বালামচি; এতদ্ভিন্ন প্রায় অপর সকল পশুর গাত্রাবরণ চুলগুলি "বাল" বা রোম নামে পরিচিত।

দ্বিপাদ ও খেচর পক্ষিজাতির ডিম্বোদ্ভেদনের পর শাবকগুলির গাত্রত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রোমাবলী দেখা যায়। পরে ক্রমশঃ তাহা পালকে পর্য্যবসিত হইয়া মাংসপিণ্ডকে আবৃত করিয়া ফেলে। তখন আর বড় সেই লোমগুলি দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বাদুড় জাতির গাত্রে পালক জন্মিয়া ক্রমশঃ লোমের পরিবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

উভচর অর্থাৎ স্থলচর ও জলচর জীবজাতির মধ্যে বিবর, জলইন্দুর, ভোঁদড়, উদ্বিড়াল প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণীর গাত্রে লোম দেখা যায়। ইহাদের লোম এতাদৃশ মসৃণ যে, জলমগ্ন হইয়া উপরে উঠিলে গাত্রলোম কদাচ জলসিক্ত হয়। পদ্মানদীতীরবাসী জালিকেরা "উদ্বিড়াল" পোষে। উহারা নদীবক্ষে নামিয়া মাছ তাড়াইয়া আনে।

মনুষ্যের কেশ, সিংহের কেশর এবং ঘোড়ার গ্রীবালোম ও বালামচী মোটা হয় বলিয়া তাহা সূক্ষ্মকার্য্যের উপযোগী নহে, উহাতে দড়ি, চেন, চেটাই প্রভৃতি বয়ন করা যাইতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে চুলের কাছিতে নৌকা বাঁধা হইয়া থাকে; কিন্তু তিব্বত, কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, কির্গাণ, বোখারা প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশজাত ছাগাদি পশুর গাত্রলোম সূক্ষ্মতম এবং অপেক্ষাকৃত নিবিড় হওয়ায় শাল, রামপুরী চাদর, পট্টু, নামদা, লুই, মলিদা, কম্বল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পশমী শীতবস্ত্র-প্রস্তুতোপযোগী হইয়াছে। ছাগাদির গাত্রে ঐ ঘন সন্নিবিষ্ট সূক্ষ্ম লোমরাজি বহুল পরিমাণে সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে তদ্দেশবাসী বণিক্‌গণ ছাগাদি পালন করিয়া বৎসর বৎসর পশম ছাঁটিয়া লইতেছে। চাঙ্গথান্, তুর্ফান ও কির্মাণের সাদা পশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, উহাতে একমাত্র কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উষ্ট্রের লোমেও একপ্রকার মোটা চোগা নির্ম্মিত হইতে দেখা যায়।

পাট, শণ বা কার্পাস সূত্রের সহিত রঙ্গীণ পশম বিনাইয়া বুনিলে 'কার্পেট' নামক আসন প্রস্তুত হয়। পারস্য ও তুর্কিস্থানে পাটযুক্ত কার্পেট-বয়নের বিস্তৃত ব্যবসা আছে; কিন্তু ভারতে পাকান কার্পাসসূত্র সংযোগ দ্বারা উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। বহু প্রাচীনকাল হইতে কাশ্মীর, পঞ্জাব, সিন্ধু, আগ্রা, মীর্জাপুর, জব্বলপুর, বরঙ্গল, মসলিপত্তন ও মলবার প্রভৃতি স্থানে লোমমিশ্রিত কার্পেট বুনিবার কারখানা ও বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন প্রায় অনেক স্থলেই সেই প্রাচীন পশমী শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। বারাণসীক্ষেত্রে এখনও মখমলের কার্পেট ও মুর্শিদাবাদে রেশমী কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। [বিস্তৃত বিবরণ পশম ও শাল শব্দে দেখ।]

লোমক (ত্রি) লোমযুক্ত।

লোমকরণী (স্ত্রী) মাংসচ্ছদা, মাংসরোহিণী ভেদ। (রাজনি°)

লোমকর্কটী (স্ত্রী) অজমোদা। (বৈদ্যকনি°)

লোমকর্ণ (পুং) লোমযুক্তৌ কর্ণৌ যস্য। ১ শশক।

"লম্বকর্ণঃ শশঃ শূলী লোমকর্ণো বিলেশয়ঃ।" (ভাবপ্র°)

(ত্রি) ২ লোমযুক্ত কর্ণবিশিষ্ট।

লোমকাগৃহ (ক্লী) স্থানভেদ। (পা ৬।৩।৬৩)

লোমকিন্ (পুং) পক্ষী।

লোমকীট (পুং) উকুণ নামক কীট।

লোমকূপ (পুং) ত্বক্‌রন্ধ্র, লোমের গোড়ার ছিদ্র। শরীরে যত লোম, ততগুলি লোমকূপ আছে।

"সন্তি যাবন্তি রোমাণি তাবন্তি লোমকূপকাঃ।" (ভাবপ্র°)

লোমগর্ত্ত (পুং) লোমকূপ।

লোমঘ্ন (ক্লী) লোমানি হন্তীতি হন-টক্। ১ ইন্দ্রলুপ্তক, চলিত টাক্। (ভূরিপ্রয়োগ) (ত্রি) ২ লোমঘাতক, লোমনাশক।

লোমদ্বীপ (পুং) শোণিতজ কৃমিভেদ। (চরক চি° ৭ অ°)

লোমধি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগবত ১২।১।২৫)

লোমন্ (ক্লী) লূয়তে ছিদ্যতে ইতি ল-(নামন্ সীমন্ ব্যোমন্ রোমন্ লোমন্ পাপ্মন্ ধ্যামন্। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শরীরস্থ কেশ, পর্য্যায় তনূরুহ, তনুরুহ, রোম, তনুরুট্। (শব্দরত্না°)

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ প্রভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥"

মুণ্ডকোপনিষদে ১।১।৭।

গর্ভস্থিত বালকের ষষ্ঠমাসে লোম জন্মে। এই জন্য ৬মাস গর্ভবতী নারীর বৈদিকাদি কর্ম্মে অধিকার থাকে না।

"ষষ্ঠে মাসি চ নারীণাং বৈদিকেনাধিকারিতা।
উদরস্থস্য বালস্য নখলোমপ্রবর্ত্তনাৎ॥" (স্মৃতি)

অস্থির মল লোম, ইহা শরীরে অসংখ্য হয়।

"অস্থ্নো মলানি লোমানি অসংখ্যানি ভবন্তি হি।" (বৈদ্যক)

লোমন (পুং) পাণিনীয় অর্ধর্চাদি গণোক্ত শব্দ। (পা° ২।৪।৩১)

লোমপাদ (পুং) লোমানি পাদয়োর্যস্য। অঙ্গদেশীয় রাজবিশেষ। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গমুনির শ্বশুর। মহাভারতে লিখিত আছে যে, অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদ রাজা দশরথের বন্ধু ছিলেন। কোন সময় রাজা লোমপাদ ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ সেই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এইজন্য তাঁহার রাজ্যে বহুদিন ধরিয়া অনাবৃষ্টি হয়। এই অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য তিনি ছলক্রমে বেশ্যাদ্বারা বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে ভুলাইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন, এবং নিজ কন্যা শান্তাকে ইহার হস্তে সম্প্রদান করেন। ঋষ্যশৃঙ্গ

অঙ্গরাজ্যে আগমন করিবামাত্রই পর্জ্জন্যদেব কামবর্ষী হইয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব ১১০-১১২ অ°)

লোমপাদপুরী, লোমপাদের রাজধানী, চম্পা।

লোমপাদপূ (স্ত্রী) লোমপাদস্য পূঃ। পুরীবিশেষ, পর্য্যায় চম্পা, মালিনী, কর্ণপূ। (হেম) প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই নগরীকে বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন।

লোমপ্রবাহিন্ (ত্রি) লোমং প্রবাহতীতি প্র-বহ-ণিনি। লোমযুক্ত শরাদি।

লোমফল (ক্লী) লোমযুক্তং ফলং। ভব্যফল, চলিত চালতা।

লোমমণি (পুং) লোমনির্ম্মিত কবচ, পোট্টলি।

লোমযুক (পুং) ১ উকুণ। ২ রোমনাশক কীট, পশমীশালের মধ্যে সূত্রাকার যে সকল কীট জন্মিয়া পশম কাটিতে থাকে।

লোমবৎ (ত্রি) রোম সদৃশ। রোমযুক্ত।

লোমবাহন (ত্রি) ১ লোমবহুল। ২ রোমযুক্ত।

লোমবাহিন্ (ত্রি) রোমবাহী (শরাদি)।

লোমবিবর (ক্লী) লোম্নাং বিবরং। লোমকূপ।

লোমবিধ্বংস (পুং) কৃমি। (বৈদ্যকনি°)

লোমবিষ (পুং) লোম্নি বিষং যস্য। ব্যাঘ্রাদি। (হেমচ°)

লোমবেতাল (পুং) অপদেবতাভেদ। (হরিবংশ)

লোমশ (পুং) লোমানি সন্ত্যস্যেতি লোমন্ 'লোমাদিভ্যঃ শঃ' ইতি শ। ১ মুনিবিশেষ। যুধিষ্ঠির বনবাস কালে এই মুনির নিকটে সমস্ত তীর্থের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব লোমশযুধিষ্ঠিরস°) (ত্রি) ২ অতিশয় রোমান্বিত, যাহাদের গাত্রে অতিশয় রোম আছে। সামুদ্রিকে লিখিত আছে যে, লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ লোমশ ব্যক্তি প্রায়ই দুঃখী হয়।

"কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিল্লোমশঃ সুখী।" (সামুদ্রিক)

যে ধান্য চুরি করে, পরজন্মে সে লোমশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

"ধান্যং হৃত্বা তু পুরুষো লোমশঃ সংপ্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১১।১১৯)

৩ মধ্বালু, চলিত মউ আলু। ৪ ধাতুকাশীশ। ৫ মেষ। ৬ কোকড় নামক বিলেশয় মৃগ। (রাজনি°)

লোমশকর্ণ (পুং) শশক। (সুশ্রুত সূ° ৪৬ অ°)

লোমশকান্তা (স্ত্রী) লোমশঃ কান্তো যস্যাঃ। কর্কটী, কাকুড়।

লোমশচ্ছদ (পুং) দেবতাড় বৃক্ষ, চলিত দেয়াতাড়া। (পর্য্যায়-মুক্তা°) ২ পীত দেবদালী। (ত্রিকা°)

লোমশপত্রা (স্ত্রী) পীত দেবদালী। (বৈদ্যকনি°)

লোমশপত্রিকা (স্ত্রী) লোমশপত্রা।

লোমশপর্ণিনী (স্ত্রী) লোমশং পর্ণমস্ত্যস্যা ইতি ইনি ঙীপ্। মাষপর্ণী।

লোমশপুষ্পক (পুং) লোমশানি পুষ্পাণি যস্য, কপ্। শিরীষবৃক্ষ। (রাজনি°)

লোমশমার্জ্জার (পুং) লোমশো লোমবহুলো মার্জ্জারঃ। মার্জার বিশেষ, গন্ধমার্জার, গন্ধনকুল। পর্য্যায়—পূতিক, মারজাতক, সুগন্ধী, মূত্রপাতন, গন্ধমার্জারক। (রাজনি°)

ইহার মুষ্কগুণ—বীর্য্যবর্দ্ধক, কফবাতনাশক, কণ্ডু ও কোষ্ঠ-পরিষ্কারক, চক্ষুর হিতকর, সুগন্ধ, স্বেদ ও গন্ধনাশক।

"গন্ধমার্জারবীর্য্যন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ।

কণ্ডুকোষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

লোমশবক্ষস্ (ত্রি) লোমাচ্ছাদিত বক্ষ বা বপুঃ।

লোমশসক্থি (ত্রি) পশ্চাদ্ভাগে লোমযুক্ত। শুক্লযজুঃ (২৪।১)-ভাষ্যে মহীধর "বহুরোমপুচ্ছিকা' অর্থ করিয়াছেন।

লোমশা (স্ত্রী) লোমানি সন্ত্যস্যা ইতি লোমন্-টাপ্। ১ কাকজঙ্ঘা। ২ মাংসী, জটামাংসী। ৩ বচা। ৪ শূকশিম্বি। ৫ মহামেদা। ৬ কাসীস। ৭ শাকিনী ভেদ। (মেদিনী) ৮ অতিবলা। (বিশ্ব) ৯ শণপুষ্পী। ১০ এর্ব্বারু। ১১ গন্ধমাংসী। ১২ কাকোলী, কাঁকলা। ১৩ মিষী, চলিত মউরী। (রাজনি°)

লোমশাতন (ক্লী) লোম্নাং শাতনং। লোমপাতন, লোমনাশক। ঔষধবিশেষ, এই ঔষধ লোমস্থানে লাগাইয়া দিলে লোম আপনি উঠিয়া যায়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, হরিতাল ও শঙ্খচূর্ণ, কদলীদলভস্মের সহিত একত্র করিয়া লোমস্থলে প্রলেপ দিলে উত্তম লোমশাতন হয়। লবণ, হরিতাল, তণ্ডুলীফল এবং লাক্ষারস এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া প্রলেপ দিলেও লোমশাতন হয়। কলিচূণ, হরিতাল, শঙ্খ, মনঃশিলা, সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া উদ্বর্ত্তন করিলে তৎক্ষণাৎ লোমশাতন হয়।

"হরিতালং শঙ্খচূর্ণং কদলীদলভস্মনা।

এতদ্দ্রব্যেণ চোদ্বর্ত্ত্য লোমশাতনমুত্তমম্॥

লবণং হরিতালঞ্চ তণ্ডুল্যাশ্চ ফলানি চ।

লাক্ষারসসমাযুক্তং লোমশাতনমুত্তমম্॥

সুধা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খঞ্চৈব মনঃশিলা।

সৈন্ধবেন সহৈকত্র ছাগমূত্রেণ পেষয়েৎ।

তৎক্ষণোদ্বর্ত্তনাদেব লোমশাতনমুত্তমম্॥" (গরুড়পু° ১৮৫অ°)

বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ভল্লাতক, বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, মনঃশিলা, ও শঙ্খচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তৈলপক্ব করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে লোমশাতন হয়। (ভৈষজ্যধন্বন্তরি বশীকরণাধি°)

লোমশী (স্ত্রী) কর্কটী বিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

লোমশ্য (ক্লী) লোমবহুলতা।

লোমসংহর্ষণ (ক্লী) লোমহর্ষণ।

লোমসার (পুং) মরকত মণি।

লোমসিক (স্ত্রী) লোপাসিকা, শৃগালী।

লোমহর্ষ (পুং) লোম্নাং হর্ষঃ। ১ রোমাঞ্চ, পুলক।

"বেপথুশ্চ শরীরে মে লোমহর্ষশ্চ জায়তে।" (গীতা ১ অ°)

২ রাক্ষসবিশেষ। (রামায়ণ ৫।১২।১৩)

লোমহর্ষণ (স্ত্রী) লোম্নাং হর্ষণমিব। ১ রোমাঞ্চ। লোম্নাং হর্ষণমস্মাদিতি। (ত্রি) ২ লোমহর্ষকারক।

"তস্মিন্ মহাভয়ে ঘোরে তুমুলে লোমহর্ষণে।

ববর্ষুঃ শবজালানি ক্ষত্রিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ॥" (ভারত ৬৬৭।১৩)

(পুং) বিচিত্রপুরাণকথাশ্রবণাৎ লোম্নাং হর্ষণং উদ্গমো যস্মাৎ। ৩ সূত। ইনি ব্যাসের শিষ্য, ব্যাসদেব পুরাণসংহিতা প্রণয়ন করিয়া সূতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ।

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।

পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥"(বিষ্ণুপু° ৩।৭ অ°)

কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, লোমহর্ষণ বলরাম কর্তৃক হত হইয়াছিলেন।

"তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।

বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎস্ববাঙ্ময়॥" (কল্কিপু° ২৭অ°)

লোমহর্ষণকৃত সংহিতাকে লোমহর্ষণিকা সংহিতা বলা যায়।

লোমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণ সম্বন্ধীয়।

লোমহর্ষিন্ (ত্রি) লোমহর্ষকারক।

লোমহারিন্ (ত্রি) লোমবাহিন্।

লোমহৃৎ (পুং) লোমানি হরতি নাশয়তীতি হৃ-ক্বিপ্। হরিতাল। (হেম)

লোমা (স্ত্রী) বচা। (বৈদ্যকনি°)

লোমায়নি (পুং) লোমায়নের গোত্রাপত্য। প্রবরাধ্যায়ে লোমায়ণের অপত্যবাচক লৌমায়ন বা লৌতায়ণ শব্দ আছে।

লোমালিকা (স্ত্রী) লোমাল্যা লোমশ্রেণ্যা কায়তীতি কৈ-ক-টাপ্। শৃগালিকা। আলেয়া, খ্যাকশিয়ালী। (ত্রিকা°)

লোমাশ (পুং) শৃগাল।

লোমাশিকা (স্ত্রী) শৃগালী।

লোর্ম্মী (লুর্ম্মি), মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। এই সম্পত্তির অধিকারী একজন বৈরাগী। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষকে এইস্থান জায়গীর স্বরূপ দান করা হইয়াছিল। ভূপরিমাণ ৯২ বর্গমাইল। লোর্ম্মীগ্রাম এখনকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লোল (ত্রি) লোড়তীতি লুড়-বিলোড়নে অচ্। ১ চঞ্চল। ২ সাকাঙ্ক্ষ। (অমর) (পুং) ৩ তামসমনু। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৪১)।

লোলা (স্ত্রী) লোল-টাপ্। ১ জিহ্বা। ২ লক্ষ্মী। ৩ চঞ্চলা স্ত্রী।

"সর্ব্বাঙ্গমর্পয়ন্তী লোলা সুগুণং ভ্রমেণ শয্যায়াং।

অলসমপি ভাগ্যবন্তং ভজতে পুরুষায়িতেব শ্রীঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৬৩৯)

৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩ ও ১৪ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। এই ছন্দের ৭ অক্ষরে যতি।

ইহার লক্ষণ—"দ্বিঃসপ্তচ্ছিদি লোলা ম্সৌ ম্ভৌ গৌ চরণে চেৎ।"

উদাহরণ—"মুগ্ধে যৌবনলক্ষ্মীর্বিদ্যুৎ বিভ্রমলোলা।

ত্রৈলোক্যাদ্ভুতরূপো গোবিন্দোঽতিদুরাপঃ।

তদ্বৃন্দাবনকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভৃঙ্গসনাথে

শ্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দং কুরু কেলিং॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

লোলাক্ষিকা (স্ত্রী) ঘূর্ণিতলোচনা।

লোলার্ক (পুং) লোলনামা অর্কঃ। সূর্য্য।

"ততো দিবাকরং ভূয়ঃ পাণিনাদায় শঙ্করঃ।

কৃত্বা নামাস্য লোলেতি রথমারোপয়ৎ পুনঃ॥"(বামনপু° ১৫ অ°)

মহাদেব সূর্য্যের লোল এই নামকরণ করেন, এইজন্য সূর্য্যকে লোলার্ক কহে। (কূর্ম্মপু° ও কাশীখ°)

লোলিকা (স্ত্রী) লোলতীতি লুল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। চাঙ্গেরী। 'ক্ষুদ্রাদম্লশতাম্বষ্ঠা চাঙ্গেরী লোলিকা চ সা।' (জটাধর)

লোলিত (ত্রি) লুল-বিমর্দ্দে ঘঞ্ লোলঃ সোঽস্য জাতঃ ইতি। শ্লথ, চলিত ঝোলা।

লোলিম্বরাজ (পুং) বৈদ্যকনিঘণ্টুপ্রণেতা। দিবাকরের পুত্র ও হরিহরের শিষ্য। ইনি চমৎকার-চিন্তামণি, রত্নকলাচরিত্র, বৈদ্যজীবন, বৈদ্যবিলাস বা হরিবিলাস, বৈদ্যাবতংশ, হরিবিলাসকাব্য ও লোলিম্বরাজীয় নামে আরও কয়খানি বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

লোলুপ (ত্রি) গর্হিতং লুম্পতীতি লুভ-যঙ্ অচ্। অতিশয় লুব্ধ।

লোলুপতা (স্ত্রী) লোলুপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোলুপত্ব, লোলুপের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় লোভ।

লোলুভ (ত্রি) ভৃশং লুভ্যতীতি লুভ-যঙ্ অচ্। লোলুপ। অতিশয় লুব্ধ। "স্ত্রিয়োঽপীচ্ছন্তি পুংভাবং যং দৃষ্ট্বা রূপলোলুভাঃ।"

(কথাসরিৎসা° ১১৭।৪৬)

লোলুব (ত্রি) পুনঃ পুনঃ কর্ত্তনশীল।

লোলুয়া (স্ত্রী) কর্ত্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা।

লোলোর (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ১।৮৬)

লোল্লট, কল্পবৃক্ষলতা নামক দীধিতিরচয়িতা।

লোল্লটভট্ট, কাব্যপ্রকাশধৃত আলঙ্কারিকভেদ।

লোবা, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম, সই নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৯´ উ° এবং দ্রাঘি°

৮১° ১´ পূঃ। পূর্ব্বে ও উত্তরে নগরের সহিত এখানকার বাণিজ্যকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

লোবাগড়, পঞ্জাব প্রদেশের বন্নু জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বত। [মৈদানী দেখ।]

লোশশরায়ণি (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

লোস্ট, সংহতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ লোষ্টতে। লিট্ লুলোষ্টে। লুট লোষ্টিতা। লুঙ্ অলোষ্টিষ্ট।

লোষ্ট (পুং ক্লী) লোষ্টতে ইতি লোষ্ট-ঘঞ্, যদ্বা লূয়তে ইতি লূ (লোষ্টপলিতৌ। উণ্ ৩।৯২) ইতি ক্ত প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ মৃত্তিকখণ্ড, চলিত ডেলা। পর্য্যায় লোষ্টু, দলি। (হেম) ২ লৌহমল। (রাজনি°) ৩ লেষ্টু। (অমর)

লোষ্টক (পুং) ১ মৃৎপিণ্ড। ২ তিলকাদি ধারণযোগ্য পদার্থ-বিশেষ।

লোষ্টঘ্ন (পুং) লোষ্টং হন্তীতি হন-টক্। লোষ্টভেদন। কৃষক-দিগের ভূম্যাদির মৃৎপিণ্ড-চূর্ণকারী যন্ত্রবিশেষ। (অমরটীকা ভরত)

লোষ্টদেব, দীনাক্রন্দনস্তোত্ররচয়িতা। রম্যদেবের পুত্র। ইনি শ্রীকণ্ঠচরিতপ্রণেতা মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন।

লোষ্টসর্ব্বজ্ঞ, একজন প্রাচীন কবি।

লোষ্টন্ (ক্লী) মৃৎপিণ্ড।

লোষ্টভেদন (পুং) ভিনত্তীতি ভিদ্-ল্যু, লোষ্টস্য ভেদনঃ। লোষ্টভঙ্গসাধন মুদ্গর, পর্য্যায় লোষ্টুভেদন, লোষ্টঘ্ন, লোষ্টুঘ্ন, কোটিশ, কোটীশ। (অমরটীকা)

লোষ্টমর্দ্দিন্ (ত্রি) লোষ্টুঘ্ন।

লোষ্টময় (ত্রিং) লোষ্টস্বরূপে ময়ট্। লোষ্ট স্বরূপ।

লোষ্টবৎ (ত্রি) মৃন্ময়কার। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। লোষ্ট স্বরূপ।

লোষ্টাক্ষ (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

লোষ্টু (পুং) লোষ্ট। (হেম)

লোষ্ট্র (পুং) লোষ্ট-রন্। লোষ্ট, ডেলা।

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ॥" (চাণক্য)

লোসর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙ্‌ড়া জেলার স্পিতিরাজ্যের অন্তর্গত পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৩৪০০ ফিট্ উচ্চ। পৃথিবীপৃষ্ঠে আর কোথাও এরূপ উচ্চ স্থানে সুসমৃদ্ধ গ্রাম দৃষ্ট হয় না। অক্ষা° ৩২°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৬´ পূঃ।

লোহ (পুং ক্লী) লূয়তেঽনেনেতি লূ বাহুলকাৎ হ। (Ferrum, Iron) স্বনামখ্যাত ধাতুবিশেষ, লৌহ ধাতু, চলিত—লোহা, হিন্দী—লোওয়া, তৈলঙ্গ—ইনুমু। সংস্কৃত পর্য্যায়—লৌহ, জোঙ্গক, সর্ব্বতেজস, রুধির। তীক্ষ্ণ, মুণ্ড ও কান্তভেদে লৌহ তিন প্রকার। মুণ্ডলৌহের পর্য্যায়—মুণ্ড, মুণ্ডায়স, দৃষৎসার, শিলাত্মজ, অশ্মজ। কান্তলৌহের পর্য্যায়—আর, কৃষ্ণায়স। তীক্ষ্ণ লৌহের পর্য্যায়—তীক্ষ্ণ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডজ, অয়স, চিত্রায়স, চীনজ।

[বৈজ্ঞানিক বিবরণ লৌহ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৈদ্যকমতে ইহার গুণ রুক্ষ, উষ্ণ, তিক্ত, বাত, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলনাশক। (রাজনি°)

মনুতে লিখিত আছে যে, অশ্ম (প্রস্তর) হইতে লৌহের উৎপত্তি হয়।

"অদ্ভ্যোঽগ্নি-র্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি॥" (মনু৯।২৭২)

বৈদ্যকে লৌহের উৎপত্তি, গুণ ও মারণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"পুরা লোমিলদৈত্যানাং নিহতানাং সুরৈর্যুধি।
উৎপন্নানি শরীরেভ্যো লোহানি বিবিধানি চ"॥ (ভাবপ্র°)

পুরাকালে যুদ্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক লোমিল নামক দৈত্য নিহত হইলে তাহার শরীর হইতে বিবিধ প্রকার লৌহের উৎপত্তি হয়। লৌহ বিশেষ উপকারক, ইহা সেবন বা ঔষধে ব্যবহার করিতে হইলে, শোধন করিতে হয়। শোধিত লৌহই বিশেষ উপকারক। অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ঢতা, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে। এইজন্য উহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

শোধনপ্রণালী—লৌহের সূক্ষ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, পরে ঐ লৌহ অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথ কলায়ের কাথ এই সকল দ্রব্যে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়।

মারণবিধি—লৌহ শোধন করিয়া পরে উহার মারণ করিবে। বিশুদ্ধ লৌহের চূর্ণ পাতাল-গরুড়ীর রস দ্বারা পেষণ করিয়া পুটে পাক করিতে হইবে, পরে ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া তিনবার ও কুঠারছিন্নিকার রস দ্বারা মর্দন করিয়া ৬ বার পুটে পাক করিবে।

অন্য প্রকার—লৌহচূর্ণের দশ অংশের এক অংশ হিঙ্গুল নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটে পাক করিবে, এইরূপে ৭ বার পুটে পাক করিলেই লৌহ মারিত হয়।

অন্যবিধ—পারদের সহিত দ্বিগুণ গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী করিতে হইবে। পরে কজ্জলীর সমান পরিমাণ লৌহচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দিয়া দুই প্রহর কাল পেষণ করিতে হইবে। যখন উহা পিণ্ডাকৃতি হইয়া আসিবে, তখন

ঐ লৌহপিণ্ড একটী তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া দুই প্রহরকাল রৌদ্রে রাখিবে, পরে এরণ্ড পত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে। দুই প্রহর পরে ঐ লৌহপিণ্ড উষ্ণ হইলে ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া শরা দিয়া আচ্ছাদন করিতে হইবে। তিন দিন পরে ঐ আচ্ছাদন তুলিয়া ফেলিয়া ঐ লৌহ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে। পরে ঐ লৌহচূর্ণ চতুর্গুণ জলের সহিত দাড়িমের পাতা পেষণ করিয়া সেই রসে লৌহচূর্ণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুটে পাক করিবে, এইরূপে একবিংশতি বার পাক করিলে লৌহ নিশ্চয়ই মারিত হয়।

মারিত লোহগুণ—তিক্ত ও কষায়মধুর রস,সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক; কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডু, মেদ, মেহ, কৃমি ও কুষ্ঠরোগনাশক। ইহার মাত্রা অগ্নির বলাবল বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে নয়রতি পর্য্যন্ত সেবন করা যাইতে পারে।

(ভাবপ্রº পূর্ব্বখº)

রসেন্দ্রসারসংগ্রহের মতে শোধনপ্রণালী।—কান্তলোহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ এবং সালিঞ্চাশাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, উহা রক্তবর্ণ হইলে জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মান, ওল, হাড়জোড়া, শুণ্ঠী, দশমূল, মুণ্ডিরী, তালমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের কাথ বা রসে পুট দিলে লৌহ শোধিত হয়।

লোহভস্ম—বিশুদ্ধ পারদ একভাগ, গন্ধক দুই ভাগ, লোহ তিন ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া এরণ্ড পাতা আচ্ছাদন করিয়া দুই প্রহরকাল পুটপাক করিতে হইবে, তৎপরে তিনদিন ধান্তরাশির মধ্যে রাখিয়া পরে সূক্ষ্মচূর্ণ করিবে। এইরূপে লোহভস্ম হয়।

অন্যবিধ—লোহের বারভাগের একভাগ হিঙ্গুল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, পরে উহা ৭ বার পুটপাক করিলে লোহভস্ম হয়।

অন্যবিধ—গব্যঘৃত, গন্ধক এবং লৌহ তপ্তখোলায় ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন এবং রুদ্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিলে লোহভস্ম হয়।

রসায়নে লোহ ব্যবহার করিতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মানুসারে করিতে হয়। ঘৃত, মধু, কুঁচ ও সোহাগা এই সকল দ্রব্যের সহিত লৌহভস্ম মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে রসায়নে প্রয়োগ করিবে।

গুণ—কৃষ্ণ-লোহ শোথ, শূল, অর্শ, কৃমি, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষদোষ, মেদ ও বায়ুনাশক, বয়ঃস্থাপক, গুরু, চাক্ষুষ্য, আয়ু, শুক্র, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসায়নশ্রেষ্ঠ। লৌহ সেবনকালে কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, সর্ষপ, রশুন, মদ্য এবং অম্ল দ্রব্যভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ।

যে সকল ঔষধে লৌহ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের নাম।

বৃহদ্‌গগনসুন্দর, ক্রব্যাদরস, নবায়সচূর্ণ, অষ্টাদশাঙ্গলোহ, খণ্ডখাদ্যলোহ, অগ্নিরস, ভূতভৈরবরস, লোহরসায়ন, স্বায়ম্ভুব গুগ্‌গুলু, গলৎকুষ্ঠারিরস, রতিবল্লভ, গদমুরারি, পর্প টীরস, বাতপিত্তান্তকরস, বিশ্বেশ্বররস, চিন্তামণিরস, জয়মঙ্গলরস, নন্দভৈরব, অঞ্জনভৈরব, রসরাজেন্দ্র, মৃতসঞ্জীবনীরস, কস্তূরীভৈরবরস, বৃহৎকস্তূরীভৈরব, স্বচ্ছন্দনায়ক, জ্বরাশনিরস, চন্দনাদি লৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহর লৌহ, মহারাজবটী, ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরস, মহাজ্বরাঙ্কুশ, বৃহজ্জ্বরান্তকলোহ, চূড়ামণিরস, ভীমচূড়ামণি, বৃহচ্চূড়ামণি, অমৃতার্ণবরস, অতিসারবারণরস, কলাঙ্কলোহ, পর্ণকলা বটী, গ্রহণীগজেন্দ্রবটী, পীযূষবল্লীরস, পঞ্চামৃতপর্পটী, গ্রহণীকপর্দ্দকপোট্টলী, গ্রহণীকপাট, অগ্নিকুমাররস, নৃপতিবল্লভ, রাজবল্লভ, বৃহন্নৃপবল্লভ, তীক্ষ্ণমুখরস, অর্শঃকুঠাররস, চক্ররস, নিত্যোদিতরস, চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা, মালাদ্যলোহ, চক্ষুৎকুঠাররস, পঞ্চাননবটী, পাশুপতরস, রসরাক্ষস, ত্রিফলাদ্যলোহ, শঙ্খবটী, বিড়ঙ্গাদিলোহ, নিশালোহ, ধাত্রীলোহ, প্রাণবল্লভরস, দার্ব্ব্যাদিলোহ, সম্মোহ-লোহ, লঘ্বানন্দরস, সুধানিধিরস, রক্তপিত্তান্তক রস, শর্করাদ্যলোহ, রাস্নাদিলোহ, কাঞ্চনাভ্ররস, বারিশোষণরস, সর্ব্বতোভদ্ররস, ত্রিকট্বাদ্য লৌহ, কটুকাদ্যলোহ, ভূষণাদ্য লৌহ, সুবর্চ্চলাদ্য লৌহ, নিত্যানন্দরস, ভগন্দরহররস, কুষ্ঠকালানলরস, মহাতালেশ্বররস, অম্লপিত্তান্তকরস, লীলাবিলাসরস, পানীয়ভক্তবটিকা, ক্ষুধাবতীবটী, কালাগ্নিরুদ্ররস, নেত্রাশনিরস, নয়নামৃতরস, তিমিরহরলোহ, শিরোবজ্ররস, চন্দ্রকান্তরস, মহালক্ষ্মীবিলাসরস, প্রদরান্তকলোহ, মহারাজনৃপতিবল্লভরস, বৃহদগ্নিকুমাররস, বৃহল্লবঙ্গাদি বটী, কৃমিকালানলরস, কৃমিবিনাশরস, কৃমিরোগারিরস, ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ, ত্রৈলোক্যসুন্দররস, চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস, আমলকাদ্যলোহ, শতমূলাদ্যলোহ, রত্নগর্ভপোট্টলীরস, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস, বৃহৎকাঞ্চনাভ্র লৌহ, মৃত্যুঞ্জয়রস, মহামৃত্যুঞ্জয়রস, প্রদরান্তক রস, সূতিকারিরস, মহাভ্রবটী, রসশার্দ্দূল, বৃহদ্রসশার্দ্দূল, ভীমরুদ্ররস, শ্রীমন্মথ রস, মন্মথেশ্বররস, পূর্ণচন্দ্ররস, কাশহরলোহ, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস, মকরধ্বজ, বসন্ততিলক রস, বসন্তকুসুমাকর রস, নীলকণ্ঠরস, মহানীলকণ্ঠরস, শিলাজত্বাদি লৌহ, যক্ষ্মকেশরিরস, বৃহচ্চন্দ্রামৃতরস, ক্ষয়কেশরী, বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা, পিত্তকাসান্তক রস, কাসসংহারভৈরব, লক্ষ্মীবিলাসরস, সার্ব্বভৌমরস, মহোদধিরস, জয়া-

গুড়িকা, বিজয়াগুড়িকা, স্বচ্ছন্দভৈরব, শ্রীচন্দ্রামৃত লোহ, বিজয়াবটী, লোহপর্পটীরস, পিপুলাদ্যলোহ, শ্বাসকাসচিন্তামণি, ভূতাঙ্কুশরস, উন্মাদভঞ্জনী, ইন্দ্রব্রহ্মবটী, বাতগজাঙ্কুশ, বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ, বাতনাশনরস, বাতকণ্টকরস, চতুর্ম্মুখরস, গগনাদিবটী, শ্লেষ্মাশৈলেন্দ্ররস, গুড়ূচ্যাদি লোহ, পিত্তান্তকরস, মহাপিত্তান্তক রস, লাঙ্গল্যাদ্য লোহ, বাতরক্তান্তকরস, আমবাতারিবটিকা, আমবাতেশ্বররস, বৃদ্ধদারাদ্য লোহ, আমবাতগজসিংহমোদক, সপ্তামৃতলোহ, চতুঃসমলোহ, শূলরাজলোহ, বিদ্যাধরাভ্র, বৃহদ্বিদ্যাধরাভ্র, শূলবজ্রিণী বটিকা, গুল্মকালানলরস, মহাগুল্মকালানলরস, গুল্মশার্দ্দূল, সর্ব্বেশ্বররস, বরুণাদ্য লোহ, বৃহদ্ধরিশঙ্কররস, মেহমুদ্গররস, মেঘনাদরস, চন্দ্রপ্রভাবটী, মেহবজ্র, মেহকেশরী, যোগেশ্বররস, তালকেশ্বররস, গগনাদিলোহ, সোমনাথরস, বৃহৎসোমনাথরস, সোমেশ্বররস, বড়বাগ্নিলোহ, বৈশ্বানরী বটী, রোহিতক লোহ, লোকনাথ রস, বৃহল্লোকনাথরস, তাম্রেশ্বরবটী, অগ্নিকুমারলোহ, যকৃদরিলোহ, মৃত্যুঞ্জয়লোহ, প্লীহাশার্দ্দূল, প্লাহারিরস, অর্শোহররস, পঞ্চামৃতরস, অগ্নিমুখলোহ, চব্যাদি লোহ, পঞ্চামৃতচূর্ণ, নবায়স লোহ, যোগরাজলোহ, লোহামৃত, পঞ্চাস্যরস, মৃগজ রস, বজ্রেশ্বররস, প্রাণত্রাণরস, কামকলারস, চিত্রকাদ্য চূর্ণ, ভূদাররস, গোড়ারস, কৃষ্ণাদ্য লোহ, বৃহত্ত্রিফলাদ্য লোহ, লোহগুড়িকা, কলায়গুড়িকা, লোহগুগ্গুলু, মূত্রকৃচ্ছ্রহরলোহ, শ্বদংষ্ট্রাদি লোহ, মেঘবন্ধরস, মেঘদ্বিরদরস, শুক্রমাতৃকা বটিকা, উদরারিরস, উদকারিলোহ, শোথোদরারি লোহ, অগ্নিগর্ভবটিকা, যকৃৎপ্লীহোদরহরলোহ, শ্লীপদারিলোহ, ব্রণগজাঙ্কুশ, কাকণপ্নবটী, লঙ্কেশ্বর রস, কুষ্ঠান্তকরস, বেতালরস, কুষ্ঠশৈলেন্দ্র রস, সর্ব্বসমলোহ, অমৃতাঙ্কুরলোহ, লোহামৃতলোহ, কালকচূর্ণ, রসাভ্রচূর্ণ, ভক্তপাবকগুড়িকা, ধাতুবন্ধরস, সুরসুন্দরীগুড়িকা, মৃতসঞ্জীবনী গুড়িকা, মহাকামেশ্বরমোদক, বৃহৎ কামেশ্বরমোদক, মদনসন্দীপচূর্ণ, কামদূতরস, মদনসুন্দররস, রত্নগিরিরস, নবজ্বরেভসিংহ, পীযূষসিন্দূররস, ষড়াননরস, ভল্লাতক লোহ, পাণ্ডুগজকেশরী, পাণ্ডুনিগ্রহরস, লোহসুন্দররস, দ্বিহরিদ্রাদ্য লোহ, কালকণ্টকরস, লোহাভয়াচূর্ণ, বৃহৎ পানীয় ভক্তগুড়িকা, অগস্তিরস, বৈশ্বানররস ও পুষ্ট্যঙ্কুশ।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহ মতে, সামান্য লোহ অপেক্ষা ক্রৌঞ্চলোহ দ্বিগুণ গুণযুক্ত, ক্রৌঞ্চ হইতে কালিঙ্গ অষ্টগুণ, কালিঙ্গ হইতে ভদ্র শতগুণ, ভদ্র হইতে বজ্র সহস্রগুণ, বজ্র হইতে পাণ্ডি শতগুণ, পাণ্ডি হইতে নিরঙ্গ দশগুণ, এবং নিরঙ্গ হইতে কান্তলোহ সহস্রকোটি গুণযুক্ত। লোহার উপরিভাগে যে ময়লা পড়ে, তাহাকে মণ্ডূর কহে, এই মণ্ডূরও ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (রসেন্দ্রসারস৹) [মণ্ডূর শব্দ দেখ।]

ব্রাহ্মণের লোহপাত্রে ভোজন করিতে নাই, যদি কেহ লোহপাত্রে ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার রৌরব নামক নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"যদা তু আয়সে পাত্রে পক্বমশ্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোঽপি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং রৌরবে পরিপচ্যতে॥"(মৎস্যসূক্ততন্ত্র)

"অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং গব্যং সিদ্ধান্নমেব চ।
ভৃষ্টাদিকং মধুগুড়ং নারিকেলোদকং তথা।
ফলং মূলঞ্চ যৎকিঞ্চিদভক্ষ্যং মুনিরব্রবীৎ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৹ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ৹)

৩ লক্ষণান্বিত কৃষ্ণবর্ণ বা রক্তবর্ণছাগবিশেষ। (মনু ৩।২৭২)
৪ পার্ব্বত্য জাতি বিশেষ।

"লোহান্ পরমকাম্বোজানৃষিকানুত্তরানপি।
সহিতাংস্তান্ মহারাজ ! ব্যজয়ৎ পাকশাসনিঃ॥"(ভারত ২।২৭।২৫)

(ত্রি) ৫ রক্তবর্ণ। (ভারত ১।১।৩৬।২৩) (ক্লী) ৬ অগুরু।

লোহক (পুং ক্লী) লোহ শব্দার্থ।

লোহকণ্টক (পুং) লোহঃ কান্তোঽস্য। অয়স্কান্ত। (রাজনি৹)

লোহকান্ত (ক্লী) লোহঃ কান্তোঽস্য। অয়স্কান্ত। (রাজনি৹)

লোহকার (পুং) লোহং লোহময়ং শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-অণ্। লোহকারক, যাহারা লোহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"প্রখ্যাতাশ্চর্ম্মকারাশ্চ লোহকারাস্তথৈব চ।" (রামায়ণ ২।৯০।২৩)

লোহকারক (পুং) লোহং তন্ময়শস্ত্রাদি করোতীতি কৃ-ণ্বুল্। বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ, চলিত কামার, পর্য্যায় ব্যোকার, লোহকার, অয়স্কার, বর্ম্মকার, কর্ম্মার। (অমরভরত) জাতিমালার মতে, গোপালের ঔরসে ও তন্তুবায়ীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

"গোপালাত্তন্তুবায্যাং বৈ কর্ম্মকারোঽপ্যভূত্ সুতঃ।"(পরাশরপদ্ধতি)

লোহকারী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত অতিবলা দেবী।

লোহকিট্ট (ক্লী) লোহস্য কিট্টং। লোহমল, পর্য্যায়—কিট্ট, লোহচূর্ণ, অয়োমল, লোহজ, কৃষ্ণচূর্ণ, লোষ্ট। গুণ—মধুর, কটু, উষ্ণ, কৃমি, বাত, পক্তিশূল, মেহ, গুল্ম ও শোফনাশক। (রাজনি°)

[মণ্ডূর শব্দ দেখ।]

লোহগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত ভোরগিরিসঙ্কটের সর্ব্বোচ্চ শিখরে স্থাপিত একটী নগর ও দুর্গ। খণ্ডলার দুইক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র-জলদস্যু কান্‌হোজী অঙ্গ্রিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন। শতাব্দ পরে, শেষ মরাঠা পেশ্‌বা বাজীরাঁওর সহিত ইংরাজের যুদ্ধকালে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি লেফ্‌টনাণ্ট-কর্ণেল প্রোথার এই স্থান অধিকার করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে একজন সেনানায়কের অধীনে ইংরাজসেনাদল রক্ষিত হইয়াছে।

লোহগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

লোহঘাতক (পুং) কর্ম্মকার। যাহারা উত্তপ্ত লৌহে আঘাত করে।

লোহচারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (বায়ুপুরাণ) লোহতারণী পাঠও দেখা যায়।

লোহচূর্ণ (ক্লী) লোহস্য চূর্ণং। লোহকিট্ট। (রাজনি°)

লোহজ (ক্লী) লোহাজ্জায়তে ইতি জন-ড। লোহকিট্ট, মণ্ডূর। (রাজনি°) ২ কাংস্য।

লোহজঙ্ঘ (পুং) ১ একজন ব্রাহ্মণ। (কথাসরিৎসা° ১২।৮৪) ২ জাতিবিশেষ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

লোহজাল (ক্লী) ১ লৌহনির্ম্মিত জাল। ২ বর্ম্ম, সাঁজোয়া। ৩ লোহার পাত। 'রথং লোহজালৈশ্চ সংছন্নম্' (হরিবংশ)

লোহজিৎ (পুং) হীরক।

লোহতারিণী (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

লোহদারক (পুং) নরকভেদ।

"লোহশঙ্কুমৃজীষঞ্চ পন্থানং শাল্মলীং নদীম্।
অসিপত্রবনঞ্চৈব লোহদাবকমেব চ॥" (মনু ৪।৯০)

লোহদ্রাবিন্ (পুং) লোহানি দ্রাবয়তীতি দ্রু-ণিচ্-ণিনি। ১ টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (রাজনি°) ২ অম্লবেতস। (পর্য্যায়মুক্তা°)

লোহনগর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৭।১৮৮)

লোহনাল (পুং) লোহস্য নালং দণ্ডো যত্র। নারাচ। (ত্রিকা°)

লোহপঞ্চক (ক্লী) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ ও সীসক বা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ত্রপু ও কান্তলোহ। বৈদ্যক মতে পঞ্চ লোহ বলিলে উক্ত পাঁচটী ধাতু লইতে হয়।

লোহপাশ (পুং) লৌহশৃঙ্খল। (হরিবংশ)

লোহপুর (ক্লী) একটী প্রাচীন নগর।

লোহপৃষ্ঠ (পুং) লোহস্যেব কঠিনং শ্যামলং বা পৃষ্ঠং যস্য। ১ কঙ্কপক্ষী। (অমর) (ত্রি) ২ লৌহময় পৃষ্ঠযুক্ত।

লোহপ্রতিমা (স্ত্রী) লোহস্য প্রতিমা। লোহময়ী প্রতিমা, পর্য্যায়—সূর্ম্মী, স্থূণা, শূর্ম্মি, শূর্ম্ম, শূর্ম্মিকা। (শব্দরত্না°)

লোহবদ্ধ (ত্রি) লৌহমণ্ডিত।

লোহময় (ত্রি) লোহ-স্বরূপে ময়ট্। লোহাত্মক, লোহ নির্ম্মিত।

লোহমারক (পুং) লোহং মারয়তি জারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ শালিঞ্চ শাক (Achyranthes Triandra) (ত্রিকা°) ২ রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত দ্রব্যগণভেদ। এই গণোক্ত দ্রব্য দ্বারা লোহে পুট দিলে লোহমারণ হয়, এইজন্য ইহাকে লোহমারক কহে, এবং ইহাকে ত্রিফলাদিগণও কহে।

"মাণঃ খণ্ডিতকর্ণশ্চ গোজিহ্বাং লোহমারকঃ।
গিরিশান্তনকঃ প্রোক্তঃ ত্রিফলাদিরয়ং গণঃ॥" (রসেন্দ্রসারস°)

এই গণ যথা—ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, তালমূলী, বৃদ্ধদারক, পুনর্ণবা, বাসকপত্র, চিতা, আদা, বিড়ঙ্গ, ভৃঙ্গরাজ, ভেলা, শুণ্ঠী, দাড়িমপত্র, শলুফা, তুলসী, মুতা, ওল, গুড়ূচী, মণ্ডূকপর্ণী, হস্তিকর্ণপলাস, কুলিশ, কেশরাজ, মাণ, খণ্ডিত-কর্ণ, ও দার্ব্বিশাক, এই সকল দ্রব্য দ্বারা লোহে পুট দিতে হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

লোহমুক্তিকা (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহমেখল (ত্রি) ১ ধাতুনির্ম্মিত মেখলাধারী। স্ত্রিয়াং টাপ্ লোহমেখলা, স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

লোহযষ্টি (স্ত্রী) প্রাচীন নগরভেদ।

লোহর (ক্লী) জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লাহোর। (রাজতর° ৪।১৭৭)

লোহরজস্ (ক্লী) লোহকিট্ট। মরিচা।

লোহরাজক (ক্লী) রৌপ্য। রূপা।

লোহল (ত্রি) লোহমিব লাতীতি লা-ক। ১ অব্যক্ত বাক্। ২ লোহগ্রাহক। (অমর) (পুং) ৩ শৃঙ্খলাচার্য্য। শৃঙ্খলের প্রধান আচার্য্য বা বন্ধনীর বৃহদাকার গোলকড়া। (মেদিনী)

লোহলিঙ্গ (ক্লী) রক্তপূর্ণ স্ফোটকাদি।

লোহবৎ (ত্রি) লোহার সদৃশ।

লোহবর (ক্লী) লোহেষু সর্ব্বতৈজসেষু বরং। স্বর্ণ।

লোহবর্ম্মন্ (ক্লী) লোহার সাঁজোয়া।

লোহবাল (পুং) ধান্য বা তণ্ডুল জাতিভেদ।

লোহশঙ্কু (পুং) নরকভেদ। (মনু ৪।৯০) ২ লৌহনির্ম্মিত কীলক।

লোহশ্লেষণ (পুং) লোহানি সর্ব্বতৈজসানি শ্লেষয়তি যোজয়তীতি শ্লেষি-ল্যু। টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (হেম)

লোহসঙ্কর (ক্লী) লোহানাং সঙ্করো যত্র। ১ বর্ত্তলোহ। ২ মিশ্রিত তৈজস।

লোহসিংহ (লোহসিং), মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূ-সম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৬০ বর্গমাইল। এখানে ২৬খানি গ্রাম আছে। অধিকাংশ প্রজাই গোঁড় ও খন্দজাতীয়। গ্রামসমীপবর্ত্তী স্থানে তাহারা চাসবাস করে। তদ্ভিন্ন অপর সকল স্থানেই শাল ও সর্জ্জ গাছের নিবিড় বন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহিদলনেতা সুরেন্দ্র শার অধীনে এখানকার অধিবাসিবর্গ ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল। স্থানীয় সর্দ্দার চন্দরু'র ভ্রাতা মধু ডাক্তার মুরকে নিহত করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিদ্রোহ-শান্তির পর, ইংরাজরাজকে শান্তিরক্ষার অঙ্গীকারপত্র দান করায় সর্দ্দার চন্দরু রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লোহাকর (ক্লী) লোহস্য আকরং। লোহের আকর, লোহার খনি।

লোহাকর্ণ (ত্রি) লোহিতবর্ণ কর্ণবিশিষ্ট। (কাত্যা°শ্রৌ°২২।১১।২৯)

লোহাখ্য (ক্লী) লোহমেব আখ্যা যস্য। ১ অগুরু। ২ লোহ।

লোহাগড়া, বাঙ্গালার যশোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। মধুমতী নদীকুল হইতে অদূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ১১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ৪১´ ৪০´´ পূঃ। এখানে গুড় ও চিনি বিক্রয়ের বিস্তৃত কারবার আছে। খাজুরা প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ এখানে চাউল খরিদের জন্য গুড় বিক্রয় করিতে আসে। ঐ গুড় হইতে এখানে পাকা চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ চিনি কলিকাতা ও বাখরগঞ্জে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু দূরদেশ হইতে অনেক যাত্রী ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা দিতে আইসে।

লোহাঘাট (ঋক্ষেশ্বর), যুক্তপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী সেনাবাস। ক্ষুদ্র লোহানদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ২৪´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৮´ ১০´´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৫৬২ ফিট্ উচ্চ। এই গোরাবারিকের চারি পার্শ্ব উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বে এই নগরের ৩ মাইল দক্ষিণে চম্পাবৎ নগরে গোরাবারিক ছিল। তথাকার স্বাস্থ্য ভাল না হওয়ায় এই স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সেনা-বাস ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এখানে চা'র চাস হইতেছে। আল্‌মোরা হইতে এই নগর ৫৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

লোহাগাঁও, যুক্তপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড বিভাগের অজয়গড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম, আলাহাবাদ হইতে ১৯৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাগর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২২´ ২৫´´ পূঃ। পান্না ও বান্দের-শৈলমালার মধ্যবর্ত্তী নিম্ন স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৭০ ফিট্ উচ্চে এই গ্রাম স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনানিবাস ছিল, পরে উহা পরিত্যক্ত হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে।

লোহাঙ্গারক (পুং) নরকভেদ।

লোহাচল (পুং) পর্ব্বতভেদ। মহিসুরের অন্তর্গত সন্দূররাজ্যে অবস্থিত একটী তীর্থ। লোহাচল বা কুমার মাহাত্ম্যে এই স্থানের বিবরণ উদ্ধৃত আছে।

লোহাজ (পুং) লালবর্ণ ছাগজাতি।

লোহাজ-বক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

লোহাণ্ড (ত্রি) লালবর্ণ অণ্ডযুক্ত জীব বিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। (পাণিনি গৌরাদিগণ ৪।১।৪১)

লোহাভিসার (পুং) লোহানাং শস্ত্রাদীনাং অভিসারো যত্র। লোহাভিহার। (ভরত)

লোহাভিহার (পুং) লোহানামভিহারো যত্র। শস্ত্রধারী রাজাদিগের নীরাজনা বিধি। 'মহানবমীদীক্ষায়াং অশ্বাদীনাং নীরাজনে সতি পশ্চাৎ শস্ত্রধারিণাং রাজ্ঞাং যঃ শাস্ত্রোক্তো নির্ম্মঞ্ছন-প্রধানো বিধিঃ প্রস্থানাৎ প্রাক্ স লোহাভিহারঃ' (ভরত)

লোহামিষ (ক্লী) লাল লোমযুক্ত ছাগমাংস।

লোহায়স (ক্লী) তাম্র সংযুক্ত মিশ্র ধাতু।

লোহারডাগা, পশ্চিম বাঙ্গালার অন্তর্গত একটি জেলা। ছোট নাগপুর বিভাগে অবস্থিত ও পর্ব্বতময় ভূভাগে ভূষিত। অক্ষা° ২২° ২৪´ হইতে ২৪° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২২´ হইতে ৮৫° ৫৫´ ৩০´´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১২০৪৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরসীমায় শোণ নদী হাজারিবাগ, গয়া ও শাহাবাদ-জেলাকে পৃথক্ রাখিয়াছে; উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিমে মীর্জাপুর জেলা এবং সরগুজা, যশপুর ও গাঙ্গপুর সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ও পূর্ব্বে সিংহভূম ও মানভূম জেলা। ইহার পূর্ব্ব-সীমার একপার্শ্ব দিয়া সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিত। রাঁচী নগর এখানকার বিচারসদর। বঙ্গেশ্বর ছোট লাটের অধীন স্থানীয় কমিসনর কর্ত্তৃক পরিচালিত।

প্রাকৃতিক গঠন-বৈলক্ষণ্য হেতু এই জেলা প্রধানতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহা আসল ছোট নাগপুর, পঞ্চ-পরগণা ও পালামৌ উপবিভাগ নামে খ্যাত।

এই জেলার মধ্য ও দক্ষিণ অধিত্যকা লইয়া ছোট নাগপুর বিভাগ গঠিত। এখানে জেলার বিচারসদর স্থাপিত হওয়ায়, উহা আসল ছোট-নাগপুর নামে খ্যাত। এই অধিত্যকা পশ্চিমাভিমুখে ক্রমোন্নত ও বিস্তৃত হইয়া মধ্যভারতের সাতপুরা শৈলশ্রেণীতে মিশিয়াছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সর্ব্বত্রই ২০০০ ফিট্ উচ্চ। উত্তরদিকে ইহা তোড়ী পরগণার মধ্য দিয়া বিস্তৃত হইয়া হাজারিবাগের মধ্য অধিত্যকায় মিলিত হইয়াছে। এই কারণে সমগ্র ছোট নাগপুরবিভাগ পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চ নিম্ন ভূমিতে পরিণত। ঐ ঢালু ভূমিতে স্তর কাটিয়া ধান্যের চাস হইয়া থাকে।

সিল্লী, রাহী, বুন্দু, বরোদা ও তমাস লইয়া পঞ্চপরগণা ভূভাগ গঠিত। এইস্থান উপরোক্ত মধ্য অধিত্যকার ঘাট প্রদেশ হইতে পূর্ব্বাংশে মানভূম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্ভিন্ন বাসিয়া পরগণার দক্ষিণাংশ, চীরুপরগণা ও টোরী পরগণা ছোট নাগ-পুরের উত্তর ও মধ্য অধিত্যকার দক্ষিণে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

হাজারিবাগ ও ছোট নাগপুরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাভিমুখী

অধিত্যকা-শাখা লইয়া জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশে যে উপবিভাগ হইয়াছে, তাহাই পালামৌ নামে পরিচিত। অবশিষ্ট সমগ্র জেলাভাগ জনমানবপরিশূন্য উন্নত পর্ব্বতশিখর অথবা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলে পূর্ণ। এই সকল শৈলমালা প্রধানতঃ পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত, কিন্তু স্থানবিশেষে তাহারও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্ব্বতময় প্রদেশ সর্ব্বত্রই প্রায় ১২০০ ফিট্ উচ্চ, স্থল বিশেষে শৈলোচ্চ শিখরভূমি ৩০০০ ফিটেরও অধিক ঊর্দ্ধ দৃষ্ট হয়। রাঁচী নগরের পশ্চিমস্থ সারুশৃঙ্গ ৩৬১৫ এবং উত্তরদিক্‌স্থ ববোগাই বা মরঙ্গবরুচূড়া ৩৪৪৫ ফিট্ উচ্চ।

প্রকৃত ছোট নাগপুর উপবিভাগ অপেক্ষা, পালামৌ বিভাগে অধিকতর পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার ভূমিভাগ এতই ক্রমোচ্চনিম্ন যে, কোথাও সমতল ক্ষেত্রাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। উত্তর কোয়েল ও অমানৎ নদীদ্বয়প্রবাহিত-উপত্যকা প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র ধান্যাদি উৎপন্ন হয় না। এই জেলার সুবর্ণরেখা এবং উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল নদী প্রধান। তদ্ভিন্ন কাকী, কর্করী, অমানৎ, উরঙ্গা, কারু ও দেও নামক শাখা কয়টী উপরোক্ত নদীত্রয়ের কলেবর পুষ্ট করিয়া এই জেলার মধ্যে প্রবাহিত আছে।

ছোট নাগপুরের উক্ত পর্ব্বতদ্বয় ব্যতীত পালামৌ বিভাগে বুলবুল্ (৩৩২৯ ফিট্), বুরী (৩০৭৮ ফিট্) ও কোতাম (২৭২১ ফিট্) নামে আরও তিনটী উচ্চ শৈল আছে। এই সকল পর্ব্বতের নিম্নদেশ বনকুন্দে ও পলাশবনে পূর্ণ। বরাসৌদ, পালামৌ প্রভৃতি বনভাগে শাল, মহুয়া, জামুন, করঞ্জা প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। শালকাষ্ঠ চেরাই হইয়া নদীবক্ষে ভাসাইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। বনভাগে কাষ্ঠ ব্যতীত মহুয়াফুল, জাম ও তুথফল, করঞ্জবীজ, লাক্ষা, তসর (গুটী), রজন, মধু, গঁদ ও আরারুট প্রভৃতি জন্মে। সেই বনপ্রান্তবাসী আদিম অধিবাসিবর্গ ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নিকটবর্ত্তী হাটে বিক্রয় করিতে আনে।

খনিজ পদার্থের মধ্যে এখানে লৌহ ও চূণা পাথর প্রধান। পলাশে বিভাগে তাম্র এবং সিংহভূম সীমান্তস্থিত সোণাপেট উপত্যকায় নদীর বালুকাকণা বিধৌত করিয়া স্বর্ণ আহৃত হইয়া থাকে। কোয়েল হইতে অমানৎ নদীর উপত্যকার কতকাংশ পর্য্যন্ত এবং প্রায় পূর্ব্বপশ্চিমে ৫০ মাইল বিস্তৃত আনুমানিক ২০০ বর্গমাইল স্থানে কয়লার খাদ আছে। উহা ডাল্টনগঞ্জ কয়লার খনি নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন কর্ণপুর কয়লার খনি দক্ষিণে তোরী পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানকার বনবিভাগে ব্যাঘ্র, চিতা, নেকড়ে, ভল্লুক, বনবরাহ, হায়না, বিভিন্ন জাতীয় হরিণ ও নীলগাই পাওয়া যায়। অপরাপর ক্ষুদ্র জন্তু এবং শিকারযোগ্য পারাবত, হংসাদি পক্ষীরও অভাব নাই। নদী ও পার্ব্বত্য খাদ সমূহে নানাজাতীয় রুই, কাতলা প্রভৃতি মৎস্য জন্মে, তন্মধ্যে মহাশীর মৎস্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালার সীমাভুক্ত হইলেও এই স্থানের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। অধিক সম্ভব, পূর্ব্বে এই স্থান পর্ব্বতময় ও গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। উহার প্রাচীন নাম "ঝারখণ্ড" আজিও সেই শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যপ্রদেশের পরিচয় দিতেছে। সেই বিজন বনবাসে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী মুণ্ডাগণ ও পরে ওরাওনগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতে বাস করিতেছে। এই দুইটী জাতি একস্থানে বহুকাল আবদ্ধ থাকিলেও পরস্পরে বিবাহাদি যৌবনসম্বন্ধে আবদ্ধ হয় নাই। পরস্পরে জাতীয় পার্থক্য রক্ষাপূর্ব্বক আজিও স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম ও কুলপ্রথা পালন করিতেছে; কিন্তু ইহাদের উভয়েরই শাসননীতি প্রায় এক প্রকার। গ্রাম্য মণ্ডলের প্রবর্ত্তিত "পর্হা" প্রথায় ইহারা এক একটী গ্রামকর্ত্তা বা সর্দ্দারের অধীনে থাকিয়া তাঁহারই আদেশ পালনপূর্ব্বক রাজনিয়ম রক্ষা করিতে বাধ্য।

বাস্তবিক পক্ষে বহু পূর্ব্বকাল হইতে এই বনান্তরাল প্রদেশে পার্ব্বত্য অনার্য্যগণ স্বাধীন ভাবে ও সানন্দচিত্তে স্বেচ্ছাবিহারী হইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের এই নৈসর্গিক শান্তিসুখ নাশ করিয়া কোন রাজাই তাহাদিগকে শাসনশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিতে চান নাই। তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যগণকে রাজমান্য দান করিতে শিখিলেও, সভ্যতার কুটিল সামাজিকতায় পদার্পণ করিতে চাহে নাই। তাহারা আনন্দহৃদয়ে বনবিহঙ্গমের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া বেড়াইত এবং কুটীর বাঁধিয়া একত্র এক একটী গ্রামে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিত। গ্রামস্থ এক এক জন দলপতি সমগ্র গ্রামবাসীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিত। তাহার আদেশ গ্রামবাসীরা রাজাজ্ঞা বলিয়া পালন করিত, এমন কি, ইহারা আপন আপন গ্রাম্য মণ্ডলের আদেশ বা পরামর্শানুসারে দুরস্থ কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কাতর হইত না। তীর ধনুক লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিত।

অনার্য্য গ্রাম্য দলপতিগণ কালে সভ্যতার সংমিশ্রণে সামন্তরাজরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের অধীনে ক্রমশঃ অনেক গ্রাম্য দলপতি সম্মিলিত হইয়া এক একটী রাজশক্তি সংগঠন করিয়াছে। ঐ সকল গ্রাম্য দলপতির মধ্যে যাহারা দলবল লইয়া পর্ব্বতকক্ষস্থ ঘাটী বা গমনপথ শত্রুর আগমন হইতে রক্ষা করিত, তাহারা ঘাটবাল বা সর্দ্দার নামে পরিচিত।

ঐ সকল সর্দ্দারেরা এখন স্বদেশে ও স্বসমাজে পূর্ব্ববৎ পূজ্য। তথায় ইংরাজরাজের সুশাসন বিস্তৃত হইলেও, মুণ্ডা বা ওরাওন-নেতৃগণের কর্ত্তৃত্বের বিশেষ কিছুই খর্ব্বতা ঘটে নাই। তবে ইংরাজরাজত্বে বাস করিয়া আর তাহারা পূর্ব্ববৎ রণজয়ে অথবা লুণ্ঠন দ্বারা লব্ধ বন্দীকে নৃশংসরূপে হত্যা, ও অমানুষিক মহিষোৎসর্গ প্রভৃতি পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ নহে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে তাহারা এখন শান্ত শিষ্ট।

অনুমান ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজ্যকালে মোগল-সৈন্য কোক্রা (আসল ছোট নাগপুর) অধিকার করে। ঐ সময়ে এখানকার কোন কোন নদীতে হীরক পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধবিজয় এবং হীরকপ্রাপ্তির সংবাদে দিল্লীর রাজদরবারে মহাসমারোহে আনন্দোল্লাস হইয়াছিল। ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, উক্ত ঘটনার পর ১৬৪০-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ কএকবার উপর্য্যুপরি পালামৌ আক্রমণ করিলে বিফলমনোরথ হন, অবশেষে শেষোক্ত বর্ষে দাউদ খাঁ পালামৌ দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ঐ দুর্গ মধ্যে ৩০ × ১২ ফিট্ আয়তন একখানি সুবৃহৎ চিত্রপটে তাঁহার আক্রমণ-কৌশল বিবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। উহার অঙ্কন-পরিপাট্য সাধারণের দেখিবার জিনিষ।

দাউদ কর্ত্তৃক পালামৌ দুর্গ-জয়ের পর হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে আর ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা দেখা যায় না। শেষোক্ত বর্ষে স্থানীয় সামন্তরাজ রণজিৎ রায় গুপ্তভাবে নিহত হন এবং তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র জয়কৃষ্ণ রায় গদীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া জয়কৃষ্ণ একটী ক্ষুদ্রযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। তদনন্তর তাঁহার পত্নী ও পরিবারস্থ সকলে বেহার প্রদেশের অন্তর্গত মেগ্রা নামক স্থানে আসিয়া তথাকার কানুনগো উদ্‌বন্ত রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উদ্‌বন্ত রায় ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মৃত রাজা রণজিৎ রায়ের পৌত্র গোপাল রায়কে পাটনায় আনিয়াছিলেন, পরে তিনি গোপাল রায়কে সঙ্গে লইয়া তথাকার ইংরাজ এজেণ্ট কাপ্তেন কার্ণাকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পালামৌ-রাজের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কানুনগোর প্রার্থনায় কাপ্তেন কার্ণাক গোপাল রায়ের রাজ্যপ্রাপ্তি পক্ষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন। তিনি তৎকালীন পালামৌ-রাজকে পরাজিত করিয়া গোপাল রায় ও তাঁহার অপর দুই ভ্রাতাকে পাঁচ বৎসরের সনদ দিয়া তদ্দেশ পরিত্যাগ করেন। তদবধি পালামৌ বিভাগ ইংরাজাধিকৃত রামগড় জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে, কানুনগো উদ্‌বন্ত রায়ের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অপরাধে বিশ্বাসঘাতক গোপাল রায় কারারুদ্ধ হন এবং বসন্ত রায় গদীতে আরোহণ করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে, পাটনানগরে গোপালরায়ের মৃত্যু ঘটে; ঐ বৎসরই রাজা বসন্তরায় পরলোকগত হইলে চূড়ামণ রায় রাজ্যাধিকার লাভ করেন। তিনি ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। তজ্জন্য বাকী খাজনার দাবিতে পালামৌ সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যায় এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বাবত উহা স্বয়ং খরিদ করেন।

গয়াজেলার অন্তর্গত দেওবিভাগের রাজা ফতেনারায়ণ সিংহের সাহায্যলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্ট প্রত্যুপকার ও পুরস্কার স্বরূপ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পালামৌ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করেন। রাজা ফতে নারায়ণ সুশৃঙ্খলে রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। তিনি বলপূর্ব্বক নানা অত্যাচার করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিলে প্রজাবর্গ তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট দানপত্রের সর্ত্ত রহিত করিয়া ঐ সম্পত্তি পুনরায় গ্রহণ করেন এবং রাজাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাঁহার বেহারস্থ সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ৩ সহস্র মুদ্রা রাজস্ব কমাইয়া দেন।

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে আসিবার পর, পালামৌ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ছোট নাগপুরে কোল-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইহাই ইতিহাসে "চুয়াড় বিদ্রোহ" নামে খ্যাত। ছোট নাগপুরের মহারাজের আত্মীয় ও অনুচর-গণের অত্যাচারই এই বিদ্রোহের কারণ। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে ইংরাজের যত্নে উহা থামিয়া যায়। [মানভূম দেখ।]

এই ভীষণ বিদ্রোহে কোলগণ এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, অসংখ্য নরশোণিত পাতে তাহা প্রশমিত হয় নাই। বহু-সংখ্যক গ্রাম লুণ্ঠিত ও দগ্ধ এবং নররক্তে কলুষিত হইবার পর গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি দস্যুদলনেতা ইংরাজহস্তে পরাজিত হইলেও আত্মসমর্পণ করে নাই। এই ঘোর সংঘর্ষের সময় কোলগণ উন্মত্ত পাদবিক্ষেপে এখানকার পার্ব্বত্য প্রদেশ আলোড়িত করিলেও পালামৌ বিভাগের কোন ক্ষতি হয় নাই; কিন্তু এই বিদ্রোহের পর, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনবিভাগীয় যে সকল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা হাজারিবাগ জেলার বিবরণী মধ্যে বিবৃত হইল। [হাজারিবাগ দেখ।]

উপরোক্ত চুয়াড়-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই চেরো ও খরবার জাতি বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অবিলম্বে তাহা থামিয়া যায়। তদবধি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে আর কোনরূপ বিপৎপাত হয় নাই। উক্ত বর্ষে খরবার জাতি স্থানীয় রাজপুত ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয়।

ভোগ তারণ এই বিদ্রোহে যোগদান করায় ক্রমশঃ তাহাদের দল বল পুষ্ট হইতে থাকে। ঐ সময়ে রামগড়ের বিদ্রোহী সেনাদল পালামৌ নগরে আশ্রয় লাভ করিয়া তথাকার রাজদ্বেষী ভূম্যধিকারী নীলাম্বর সিংহ ও পীতাম্বর সিংহের সাহায্যে বিদ্রোহের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া তুলে; ২৭ সংখ্যক মান্দ্রাজ পদাতিক দল এবং রামগড়ের কতকগুলি রাজভক্ত সেনার সাহায্যে ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। সাত বারওয়া দুর্গ সমক্ষে বিদ্রোহিদল পরাজিত হইলে নীলাম্বর ও পীতাম্বর বন্দিরূপে কারাগারে প্রেরিত হন, অবশেষে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের বিচারে তাঁহাদের ফাঁসি হয়।

এই পর্ব্বতময় জেলায় সর্ব্বসমেত ৪টী নগর ও ১২১২৬ খানি গ্রাম আছে। আদমসুমারির তালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ স্থানে প্রায় ১৬।০ লক্ষ লোকের বাস। ঐ সকল অধিবাসীর মধ্যে আদিম কোল ও ওরাওনদিগের সংখ্যাই অধিক। তন্নিম্নে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও অর্দ্ধ সভ্য ভূঁইয়া, খরবার, দোষাদ, গোঁড় প্রভৃতিকে গণনা করা যায়। আদিম অসভ্য জাতির মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মের আলোক লাভ করিয়া সভ্যতা সোপানে আরূঢ় হইতেছে। মুণ্ডা বা ওরাওনদিগের মধ্যে অনেকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলেও তত্ত্বান্বেষণ-তৎপর হইয়া আপনাদিগকে খৃষ্টান্ বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়াবাসী গ্রোস্নার সর্ব্বপ্রথমে এখানে খৃষ্টধর্ম্ম মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। তাহার পর জর্ম্মাণ লুদারণ ইভাঞ্জেলিকান মিসন ও চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ড মিসন পরস্পরে খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্যবিস্তারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লোহারডাগা নগরে এখানকার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তাহা রাঁচিতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। রাঁচিনগরের দক্ষিণে দোরেন্দার গোরাবাজার। মিউনিসিপালিটী না থাকিলেও এখানে প্রায় ১৮ হাজার লোকের বাস আছে। রাঁচি নগরের ২ মাইল পূর্ব্বে ছুটিয়া নামক গণ্ডগ্রাম, ঐ গ্রামের নামে এই স্থান ছোট নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পালামৌ উপবিভাগের বিচার সদর ডাল্টনগঞ্জ ও উত্তর কোএল নদীতীরবর্ত্তী গড়্বা নগর বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। রাঁচী নগরে মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানীয় স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। লোহারডাগা, গড়্বা ও দোরেন্দায় একএকটী চৌকি আছে।

রাঁচী নগরের ৩ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত জগন্নাথপুর গ্রামে একটী গণ্ডশৈলের শিরোদেশে একটী সুবৃহৎ মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা পুরীধামস্থ জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। দোইসা গ্রাম এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগররূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার রাজপ্রাসাদির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি সেই অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ছোট নাগপুর রাজবংশের পূর্ব্বতন রাজগণ এখানে বাস করিতেন। তিলমী গ্রামে ছোট নাগপুর রাজবংশের অন্যতম শাখা ও ঠাকুর উপাধিধারী সামন্ত রাজগণের বাস ছিল। আজিও তথায় তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পতিত রহিয়াছে। জেলার দক্ষিণপশ্চিমাংশে ছোকাহটু গ্রাম। এখানে মুণ্ডাদিগের একটী বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান দেখা যায়। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ছুটিয়া গ্রামে ও ডাল্টনগঞ্জ নগরে বৎসরে দুইটী মেলা হয়।

এখানে প্রধানতঃ গম, যব, মক্কা, কাঙনিদানা, মটর, ছোলা ও অন্যান্য তৈলকর শস্য, ধান্য, পাণ, তূলা, তামাক, তিল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাস হইয়া থাকে। ঐ সকল দ্রব্য রাঁচী, লোহারডাগা, পালকোট, গোবিন্দপুর, বুন্দু, গড়বা, নাগর, ঊণ্ডারি, সাতবারওয়া ও মহারাজপুর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রে আনীত হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে গালা, রজন, ধুনা, তসরের গুটী, চামড়া ও বনজ ভেষজাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। রাঁচী ও বুন্দুতে পাতগালার কারখানা আছে। পূর্ব্বে এখানে গালা রঙেরও কারবার ছিল। এখনও এখানে মোটা কাপড় এবং পিত্তল ও লৌহনির্ম্মিত পাত্রাদি নির্ম্মাণের যথেষ্ট কারবার চলিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার সদর উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৮০৪ বর্গমাইল। বালুনাৎ, বারোয়া, বাসিয়া, বীরু, ছোরিয়া, কোরম্বে, লোধমা, লোহারডাগা, পালকোট, শীল্লি, তমাক, তোরপা ও রাঁচী থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ২৩°২৫´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°৪৩´১৬´´ পূঃ। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে তথা হইতে ৪১৫ মাইল পূর্ব্বে রাঁচী নগরে স্থানান্তরিত হয়। মিউনিসিপালিটী থাকায় এই নগরী বেশ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষ মনোরম। এখানে স্থানীয় বাণিজ্যের বিস্তৃত কারবার আছে।

লোহারা, মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার ধামতারি তহসীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ১২০ খানি গ্রাম ও ৩৬৮ বর্গমাইল ভূমি লইয়া এই বিষয় গঠিত।

ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত ভাগে তেন্দুলা ও কর্করা নদী প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন শৈলগাত্রবাহী বহু নদী নালার শাখা প্রশাখা এই স্থানে বিস্তৃত থাকায় এখানে আদৌ জলাভাব ঘটে না। উক্ত পর্ব্বতমালার একাংশ দল্লীপাহাড় নামে খ্যাত। উহা প্রায় ২০০০ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতোপরিস্থ বন প্রদেশে

সেগুণ, বীজ, শাল, মহুয়া ও কুসুম বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেগুণ কাষ্ঠ কাটিয়া নষ্ট হওয়ায় অনেক কম হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বনে লাক্ষা, মোম ও মধু সংগ্রহ করিয়া গোঁড়গণ বাজারে বিক্রয় করিতে আইসে। বঞ্জারাগণ এখানে আসিয়া শণ ও তূলা ক্রয় করে। এখানে খনিজ লৌহ গালাই হইয়া থাকে। এখানকার অধিকারী গোঁড় জাতীয় রত্নপুররাজের অধীনে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিশেষ সহায়তা করায় এই বংশের কোন রাজা ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। লোহারা গণ্ড-গ্রামখানি বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, এখানে গবর্মেণ্টের সাহায্যকৃত বিদ্যালয়, জমিদারের স্বব্যয়ে রক্ষিত থানা ও সাধারণের বায়ু-সেবনার্থ সুন্দর উদ্যান আছে।

লোহারা সাহসপুর, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ১৯৭ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৮৫ খানি গ্রাম ও প্রায় ৫॥০ হাজার ঘর লোকের বাস আছে। শালেটিক্রী শৈলের জঙ্গলাবৃত নিম্ন প্রদেশ লইয়া এই জমিদারীর অধিকাংশস্থান গঠিত। প্রসিদ্ধ ও পণ্ডারিয়া বংশের সহিত এখানকার ভূম্যধিকারীদিগের কুটুম্বিতা আছে। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা। এখানে নানারূপ শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোহারা-সাহসপুর এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান।

লোহারি নাইগ, যুক্ত প্রদেশের গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী জলপ্রপাত। অক্ষা° ৩১°৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৪৪´ পূঃ। কএকটী পর্ব্বতস্তর ভীমবেগে অতিক্রমের পর এই বিপুল জলরাশি ভাগীরথী বক্ষে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। এখানে ভাগীরথী-তীরে একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে। প্রপাত হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ পর্য্যন্ত নদীতীরস্থ রাস্তার ধারে ৬টী দড়ির ঝোলা সেতু আছে। উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৩৮৯ ফিট উচ্চ।

লোহারু, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ৩৮° ২১´৩০´´ হইতে ৩৮°৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২২´ হইতে ৭৫°৫৭´ পূঃ মধ্য। আহ্মদ বক্স খাঁ নামক একজন মোগল এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে আলবাররাজের দূত স্বরূপ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড লেকের নিকট গিয়া পরস্পরের রাজকীয় সম্বন্ধনির্ণয়ের প্রস্তাব মীমাংসা করিয়া যান। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ ইনি আলবারপতির নিকট হইতে লোহারু জনপদ লাভ করেন এবং লর্ড লেক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে ফিরোজপুর পরগণার শাসনভার সমর্পণ করেন। ইংরাজের সহিত সন্ধি অনুসারে ইনি বিশ্বাস রক্ষাপূর্ব্বক যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত থাকেন।

আহ্মদের মৃত্যু হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সামস্ উদ্দীন্ খাঁ পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট মিঃ ফ্রেজারের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকা অপরাধে দিল্লীনগরে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। ইংরাজরাজ তাঁহার আচরণে বিরক্ত হইয়া ফিরোজপুর পরগণা বাজেয়াপ্ত করেন। অবশেষে আমীন উদ্দীন্ খাঁ ও জিয়াউদ্দীন্ খাঁ নামক সামসউদ্দীনের অপর দুই ভ্রাতাকে লোহারু সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিদ্রোহের সময় উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় দিল্লীতে বাস করিতে ছিলেন। বিদ্রোহীকর্ত্তৃক দিল্লী অবরোধকালে ইংরাজপ্রতি-নিধিগণ তাঁহাদের উপর কড়া পাহারা দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহে যোগদান না করায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিদ্রোহ থামিলে পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া পুনরায় রাজপদ ভোগ করিতে দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আমীন উদ্দীনের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার পুত্র আলা উদ্দীন্ লোহারুর নবাবী মসনদে আরোহণ করেন। পূর্ব্বে ইংরাজরাজের বন্দোবস্ত অনু-সারে আমীনের ভ্রাতা জিয়া উদ্দীন্ সহকারী নবাব হইলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই রাজ্যের শাসনবিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজরাজের নির্দ্দিষ্ট ১৮০০০৲ টাকা বার্ষিক বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিশ্বাসভাজন হওয়ায় এবং ইংরাজরাজের আনুগত্য স্বীকার করায়, ভারত গবর্মেণ্ট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আলা-উদ্দীনকে নবাব উপাধি ও দত্তকগ্রহণের অধিকার দান করিয়া একখানি সনন্দ দেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই রাজা ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ায় সম্পত্তিরক্ষার জন্য ১২ বৎসরে শোধ করিবার মিয়াদে স্থানীয় গবর্মেণ্টের নিকট ঋণ গ্রহণ করেন। এই সময়ে লোহারু রাজ্যের পরিচালনভার আলাউদ্দীনের পুত্রের হস্তে ন্যস্ত হয় এবং নবাব আলাউদ্দীন্ অন্যতম সামন্ত জিয়াউদ্দীনের ন্যায় বার্ষিক ১৮ হাজার টাকা মাসহরা পান। এই সম্পত্তির ভূপরিমাণ ২৮৫ বর্গমাইল। এখানে ৫৪টী গ্রাম আছে।

লোহারু নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। গুরগাঁও জেলার ফরুখনগরে এখানকার নবাবগণ প্রায়ই বাস করেন।

লোহার্গল (ক্লী) লোহস্য অর্গলমিব। তীর্থ বিশেষ। বরাহ-পুরাণে এই তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

"ততঃ সিন্ধুবটে গত্বা ত্রিংশদ্‌যোজনদূরতঃ।
ম্লেচ্ছমধ্যে বরারোহে হিমবন্তং সমাশ্রিতম্॥
তত্র লোহার্গলং নাম নিবাসো মে বিধীয়তে।
গুহাঃ পঞ্চদশাঃ যত্র সমন্তাৎ পঞ্চযোজনম্॥"

(বরাহপু° লোহার্গলমাহাত্ম্য°)

২ লোহকীলক।

লোহাসুর (পুং) অসুরভেদ। লোহাসুর-মাহাত্ম্যে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

লোহি (ক্লী) শ্বেতটঙ্কণ। (রাজনি°)

লোহিকা (স্ত্রী) লোহমস্ত্যত্রেতি লোহ-ঠন্। লোহপাত্র। পর্য্যায়—খবসেন্দি, খরপাত্র। (ত্রিকা°)

লোহিত (ক্লী) রুহ্যতে ইতি রুহ (রুহেরশ্চ লো বা। উণ্ ৩।৯৪) ইতি ইতন্ রস্য লত্বং। ১ রক্তগোশীর্ষ। ২ কুঙ্কুম। ৩ রক্তচন্দন। ৪ পত্তঙ্গ, পিতল। ৫ হরিচন্দন। ৬ তৃণকুঙ্কুম। ৭ রুধির।

"নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্যলিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা॥" (মনু ৪।৫৬)

৮ যুদ্ধ। (হেম) ৯ সরোবর বিশেষ। (মৎস্যপু° ১২০।১২) ১০ মাণিক্য।

"মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতং।" (ভাবপ্র°)

(পুং) ১০ নদবিশেষ। ইহা ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা। [লৌহিত্য দেখ।]

১১ সাগর বিশেষ। এই সাগরের জল রক্তবর্ণ, এইজন্য ইহার নাম লোহিত সাগর।

"ততো রক্তজলং ভীমং লোহিতং নাম সাগরম্।
গত্বা প্রেক্ষ্যত তাঞ্চৈব বৃহতীং কূটশাল্মলীম্।" (রামায়ণ ৪।৪০।৩৯)

এই স্থান বরুণের আলয়। (ভারত বনপর্ব্ব) ১২ ভৌম। (বৃহৎসংহিতা ৬।৮) ১৩ রক্তবর্ণ। (মেদিনী) ১৪ রোহিত-মৎস্য। ১৫ মৃগবিশেষ। (শব্দরত্না°) ১৬ সর্পভেদ।

"বাসুকিস্তক্ষকশ্চৈব নাগশ্চৈরাবণস্তথা।
কৃষ্ণশ্চ লোহিতশ্চৈব পদ্মশ্চিত্রশ্চ বীর্য্যবান্॥" (ভারত ২।৯।৮)

১৭ সুরভেদ। দ্বাদশ মন্বন্তরের দেবতাভেদ। ১৮ মসুর। (শব্দর°) ১৯ রক্তালু। ২০ রক্তশালি।

"ষষ্টিকা যবগোধূমা লোহিতা যে চ শালয়ঃ।
মুদ্গাঢ়কী মসুরাশ্চ ধান্যেষু প্রবরাঃ স্মৃতাঃ॥" (সুশ্রুত ১।৪৬)

২১ বলভেদ। (হেম) ২২ পর্ব্বতবিশেষ। (মৎস্যপু° ১২০।১১) ২৩ কুশদ্বীপস্থ বর্ষভেদ। (মৎস্যপু° ১২১।৬৫) ২৪ চক্ষুরোগ বিশেষ। (শার্ঙ্গধরস° ১।৬।৮৭) ২৩ নাগভেদ। (ত্রি) ২৫ রক্তবর্ণ যুক্ত।

"লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা॥" (মনু ৫।৬)

২৬ হ্রদবিশেষ। (হরিবংশ)

লোহিতক (ক্লী) লোহিতমিব ইবার্থে কন্। ১ রীতি। ২ কাংস্য। (রাজনি°) (পুং) লোহিত এব স্বার্থে কন্। ৩ মঙ্গল-গ্রহ। ৪ পদ্মরাগমণি।

"নয়নেষু লোহিতকনির্ম্মিতা ভুবঃ
শিতিরত্নরশ্মিহরিতীকৃতান্তরাঃ॥" (মাঘ ১৩।৫২)

৩ ধান্যভেদ। ৪ বৌদ্ধস্তূপভেদ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছিলেন।

লোহিতকল্মাষ (ত্রি) লালবর্ণ চিহ্ন (ছাপ) যুক্ত।

লোহিতকূট, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ লোহিত পর্ব্বত-সানুদেশস্থ স্থান। (হরিবংশ)

লোহিতকৃষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণাভ লালবর্ণ। গাঢ়লাল। (শ্বেতাশ্বতর উপ° ৪।৫) উক্ত গ্রন্থে "লোহিত শুক্লকৃষ্ণা" শব্দে মিশ্র বর্ণের উল্লেখ আছে।

লোহিতক্ষয় (পুং) ১ রক্তক্ষয়। রক্তাল্পতারোগ। ২ রক্তনাশ। ৩ রক্তক্ষরণ বা মোক্ষণ। (সুশ্রুত)

লোহিতক্ষয়ক (ত্রি) রক্তাল্পতা রোগগ্রস্ত বা তদ্রোগ-ভোগকারী। (শার্ঙ্গধরস° ১।৭।১০২)

লোহিতক্ষীর (ত্রি) রক্তবর্ণ গাঢ় দুগ্ধক্ষরণশীল। (অথর্ব্ব° ১৯।৯।৮)

লোহিতগঙ্গ (ক্লী) প্রাচীন জনপদভেদ। (হরিবংশ)

'মধ্যে লোহিতগঙ্গস্য (সিন্ধোঃ) প্রদেশবিশেষস্য' (নীলকণ্ঠ)

(অব্য) ২ যেখানে গঙ্গা লালবর্ণের দেখা যায়। (পাণিনি ২।১।২১ ভাষ্য)

লোহিতগঙ্গক (ক্লী) প্রাচীন স্থানভেদ।

লোহিতগ্রীব (পুং) লোহিতং রক্তবর্ণং গ্রীবা যস্য। অগ্নি। (মার্কপু° ৯৯।৫৯)

লোহিতচন্দন (ক্লী) লোহিতং চন্দনমিব। ১ কুঙ্কুম। জাফ্-রান্ নামে প্রচলিত। ২ রক্তচন্দন।

"পরিভ্রমন্ লোহিতচন্দনোচিতঃ
পদাতিরন্তর্গিরিরেণুরুংসিতঃ।" (কিরাতার্জ্জুনীয় ১।৩৪)

লোহিতজহ্নু (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (আশ্বশ্রৌ° ১২।১৪)

লোহিতত্ব (ক্লী) ১ লোহিতের ভাব বা ধর্ম্ম। ২ লোহিতবর্ণ।

লোহিতধ্বজ (ত্রি) ১ লালবর্ণ পতাকাযুক্ত। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব) (পুং) ২ সম্প্রদায় ভেদ। ৩ পূগ। (পা ৫।৩।১১২)

লোহিতপাদদেশ (পুং) দেশভেদ।

লোহিতপুর (পুং) নগরভেদ।

লোহিপিত্তিন্ (ত্রি) রক্তপিত্তরোগী। (সুশ্রুত)

লোহিপুষ্প (ত্রি) লালবর্ণ পুষ্পধারী, রক্ত কুসুমসমন্বিত।

লোহিতপুষ্পক (পুং) লোহিতং পুষ্পমস্য কপ্। দাড়িম-বৃক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

লোহিতমুক্তি [মুক্তা] (স্ত্রী) লালবর্ণের মুক্তা।

লোহিতমৃত্তিকা (স্ত্রী) লোহিতা মৃত্তিকা। ১ গৈরিক, গিরি-মাটী। (রত্নমালা) ২ রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, রাঙ্গামাটী।

লোহিতরাগ (পুং) লালরঙ্।

লোহিতবৎ (ত্রি) রক্ত সদৃশ, রক্ত যুক্ত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।১২।২)

লোহিতবাসস্ (ত্রি) রক্তবর্ণ বস্ত্রযুক্ত।
"অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ।" (অথর্ব্ব ১।১৭।১)
'লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রাঃ। লোহিতবর্ণ ইত্যর্থঃ। যদ্বা লৌহিতস্য রুধিরস্য নিবাসভূতাঃ বস আচ্ছাদনে, বস নিবাসে। ইত্যনয়োঃ অন্যতরস্মাৎ বসোণৎ (উণ্ ৪।২১৭) ইতি ঔণাদিকঃ অসুন্প্রত্যয়ঃ। তস্য ণিদ্বত্তাবাৎ উপধাবৃদ্ধিঃ।' (ভাষ্য)

লোহিতশতপত্র (ক্লী) রক্তোৎপল। লাল পদ্ম। (ভাগবত ৫।২৪।১০)

লোহিতশবল (ত্রি) লালবর্ণের চিহ্ন বা ছাপযুক্ত।

লোহিতসারঙ্গ (ত্রি) লাল বিন্দুবিশিষ্ট।(শতপথব্রা° ৩।৩।৪।২৩)

লোহিতা (স্ত্রী) লোহিত-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ ক্রোধাদিজন্য রক্তবর্ণা। (জটাধর) ২ বরাহক্রান্তা। (শব্দচ°) ৩ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি°) ৪ অগ্নির জিহ্বাভেদ।

লোহিতাক্ষ (পুং) লোহিতে অক্ষিণী যস্য (সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্)। ১ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ২ কোকিল। (শব্দচ°) ৩ লালবর্ণ অক্ষ বা পাশাভেদ। যুধিষ্ঠির বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণাক্ষ ও লোহিতাক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। (ভারত ৪।১।১২) ৪ সর্পভেদ। (সুশ্রুত) ৫ স্কন্দানুচর ভেদ (ভারত ৯ পর্ব্ব) ৬ ঋষিভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) (ত্রি) ৭ রক্তবর্ণ চক্ষুযুক্ত।
"যথা সূতো লোহিতাক্ষো মহাত্মা
পৌরাণিকো বেদিতবান্ পুরস্তাৎ॥" (ভারত ১।৫৬।৬)

লোহিতাক্ষী (স্ত্রী) লোহিতাক্ষ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ রক্তলোচনা। ২ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য পর্ব্ব) ৩ জানুসন্ধি ও বাহুসন্ধি (কনুই) স্থিত রক্তবাহী শিরাভেদ। (ক্লী) ৪ জানু ও বাহুর সন্ধি-স্থান। (সুশ্রুত)

লোহিতাগিরি (পুং) পর্ব্বতভেদ। (পা ৬।৩।১১৭)

লোহিতাঙ্গ (পুং) লোহিতং অঙ্গং যস্য। ১ মঙ্গলগ্রহ। (হরিবংশ ২২৮।১২) ২ কম্পিল্লকবৃক্ষ। (রাজনি°)

লোহিতানন (পুং) লোহিতমাননং মুখং যস্য। ১ নকুল। (রাজনি°) (ত্রি) ২ রক্তবর্ণ মুখ।

লোহিতামুখী (স্ত্রী) অস্ত্রভেদ। (গৌ° রামা° ১।৩০।৯)

লোহিতায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ, লোহিতের গোত্রাপত্য। (সংস্কারকৌমুদী) হরিবংশে 'লোহিতায়নপূতাশ্চ' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

লোহিতায়নি (স্ত্রী) লোহিতায়নস্য গোত্রাপত্যং স্ত্রী। লোহিতায়নের বংশোদ্ভবা। সম্ভবতঃ লৌহিতায়নি শব্দের অপপ্রয়োগ।
"লৌহিত্যোদধেঃ কন্যা ধাত্রী স্কন্দস্য সা স্মৃতা।
লোহিতায়নিরিত্যেবং কদম্বে সা হি পূজ্যতে॥" (ভারতবনপর্ব্ব)

লোহিতায়স্ (ক্লী) লোহিতময়ঃ। তাম্র। (ত্রিকা°)

লোহিতায়স (ক্লী) লোহিতং আয়সম্। ১ রক্তবর্ণ লোহজাতি। (মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ) ২ তাম্র। (ত্রি) ৩ তাম্রনির্ম্মিত (পত্রাদি)। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ১।৫।৬।৫)

লোহিতার্ণ (পুং) ঘৃতপৃষ্ঠের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)

লোহিতার্দ্র (ত্রি) রক্তাক্ত (শরাদি)। ২ রুধিরার্দ্র।(রা°৬।৯২।৫৯)

লোহিতার্ম্মন্ (ক্লী) চক্ষুগোলকের পার্শ্ববর্ত্তী শ্বেত ত্বকের উপরিভাগে যে রক্তগুটিকা বা স্ফীতি উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত)

লোহিতাবভাস (ত্রি) রক্তাভ। (সুশ্রুত)

লোহিতাশোক (পুং) রক্তাশোক। লালবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট অশোকবৃক্ষ। (কথাসরিৎসা° ১০৪।৯১)

লোহিতাশ্ব (ত্রি) লোহিতবর্ণ অশ্বারোহী।

লোহিতাস্য (ত্রি) ১ রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। ২ রক্তাক্ত মুখ। (অথর্ব্ব ৮।৬।১২) 'লোহিতাস্যান্ সর্ব্বদা নবমাংসভক্ষণেন লোহিতোপেতমুখান্ লোহিতবর্ণমুখান্।' (ভাষ্য)

লোহিতাহি (পুং) রক্তবর্ণ সর্প। (শুক্লযজুঃ ২৪।৩১)

লোহিতিকা (স্ত্রী) রক্তবহা নাড়ী।

লোহিতিমন্ (পুং) লোহিত্য। লালবর্ণ। (শাঙ্খা°ব্রা°১৮।১১)

লোহিতীভূত (ত্রি) রক্তবর্ণতাপ্রাপ্ত।

লোহিতেক্ষণা (স্ত্রী) রক্তচক্ষু। লোহিতলোচনা।

লোহিতৈত (ত্রি) রোহিতৈত, লালচিহ্নবিশিষ্ট।

লোহিতোৎপল (ক্লী) রক্তপদ্ম। (ভাগবত ৩।২৩।৪৮)

লোহিতোদ (ত্রি) লোহিতং উদকং যত্র। ১ লালবর্ণ উদকযুক্ত। রক্তবর্ণ জলবিশিষ্ট। (রামা° ৪।৪৪।৬৫) ২ রক্ত। (পুং) ৩ রক্তপূর্ণ নরকভেদ।

লোহিতোর্ণ (ত্রি) লোহিতানি ঊর্ণানি যস্মিন্। লালবর্ণ ঊর্ণাবিশিষ্ট। (শুক্লযজুঃ ২৪।৪) 'লোহিতোর্ণী রক্তলোমবতী (বেদদীপ)

লোহিত্য (পুং) লোহিত-য্যঞ্। ১ ধান্য বিশেষ। (হেম) ২ ব্যক্তিভেদ। (হরিবংশ) ৩ ব্রহ্মপুত্রনদ। [লোহিত দেখ।] ৪ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামা° ২।৭১।১৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। লোহিত্যা—স্বর্গস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। "লোহিত্যা জনমাতা" (হরিবংশ)। 'লোহিত্যায়নমাতা' এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ৫ নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)।

লোহিত্যায়নমাতৃ (স্ত্রী) দেবীভেদ। "লোহিত্যা জনমাতা।"

লোহিনিকা (স্ত্রী) ১ রক্তবর্ণা। ২ শিরাভেদ। [লোহিতক দেখ।]

লোহিনী (স্ত্রী) লোহিতা-(বর্ণাদনুদাত্তাদিতি। পা ৪।১।৩৯) ইতি ঙীপ্। তকারস্য নকারাদেশশ্চ। ১ রক্তবর্ণা স্ত্রী। ক্রোধে রক্তবর্ণা রমণী।

"রোহিণী রোহিতা রক্তা লোহিনী লোহিতা চ সা ॥" (জটাধর)

লোহিনীকা (স্ত্রী) রক্তবর্ণ দীপ্তিবিশিষ্টা। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।১।১০।২)

লোহিন্য (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) সম্ভবতঃ ইহা লৌহিত্যের প্রামাদিক পাঠ।

লোহোত্তম (ক্লী) লোহেষু সর্ব্বতৈজসেষু উত্তমম্। স্বর্ণ। (হেম)

লৌকাক্ষ (পুং) ধর্ম্মশাখাভেদ। পাণিনি ৬।২।৩৭ সূত্রের কার্ত্তকৌজপাদিগণে "কৌথুম লৌকাক্ষাঃ" শব্দে শাখা বিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌকায়তিক (পুং) লোকায়তমধীতে বেদ বা লোকায়ত-(ক্রতুকথাদিসূত্রান্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ১ তার্কিকভেদ।

. "কশ্চিন্ন লৌকায়তিকান্ ব্রাহ্মণাংস্তাত সেবসে।
অনর্থকুশলা হ্যেতে মূঢ়াঃ পণ্ডিতমানিনঃ ॥" (রামা° ২।১০৯।২৯)

২ চার্ব্বাকশাস্ত্রবেত্তা। লোকায়তং বেত্তি ইত্যর্থে ষ্ণিক্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নোঽয়ম্। [লোকায়তিক দেখ।]

লৌকিক (ত্রি) লোকে বিদিতঃ প্রসিদ্ধো হিতো লোকং বেত্তি বা। লোক-ঠঞ্। লোকব্যবহারসিদ্ধ।

"বৈদিকা লৌকিকত্তৈশ্চ যে যথোক্তাস্তথৈব তে।
নির্ণীতার্থাস্ত বিজ্ঞেয়া লোকাস্তেষামসংগ্রহঃ ॥"
(কলাপব্যাকরণ সন্ধিবৃত্তি)

মুগ্ধবোধমতে,—লোকায় হিত ইত্যর্থে চ ঠক্-প্রত্যয়-নিষ্পন্নঃ ইতি। লৌকিক শব্দে পার্থিব বা লোকাচার সম্বন্ধীয় বুঝায়, ইহা বৈদিক আর্ষ বা শাস্ত্রীয় হইতে ভিন্ন।

২ কাশ্মীরের অব্দভেদ। (রাজতর° ১।৫২) [কাশ্মীর দেখ।]

৩ ন্যায়ভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

লৌকিকজ্ঞান (ক্লী) শাস্ত্রাদিজ্ঞান। (কুল্লূক) মেধাতিথি লিখিয়াছেন—'লোকে ভবং লৌকিকং লোকাচারশিক্ষণমথবা গীতবাদিত্রকলানাং জ্ঞানং বাৎস্যায়নবিশাখিকলাবিষয়গ্রন্থজ্ঞানং বা।'
(মনু ২।১১৭ ভাষ্য)

লৌকিকতা (স্ত্রী) লৌকিকস্য ভাবঃ। লৌকিক-তল্ টাপ্। ১ লোকব্যবহারসিদ্ধত্ব। ২ শিষ্টাচার (ভূরিপ্রয়োগ) আত্মীয় স্বজন মধ্যে সামাজিক কার্য্যবিশেষে বস্ত্র মিষ্টান্নাদি উপঢৌকনের পরস্পরের আদান প্রদান। চলিত কথায় ইহাকে "লোকলৌকতা বা নৌকিকতা" বলা হইয়া থাকে।

লৌকিকত্ব (ক্লী) লৌকিকতা। লোকপ্রসিদ্ধত্ব।

"পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধো ন রসোভবৎ ॥" (সাহিত্যদ° ৪৯)

লৌকিকবিষয়বিচার (পুং) প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের মীমাংসা বা বাদানুবাদ।

লৌকিকাগ্নি (পুং) লৌকিকোঽগ্নিঃ। অসংস্কৃত অগ্নি।

"ন পৈত্র্যযজ্ঞিয়ে হোমো লৌকিকেঽগ্নৌ বিধীয়তে।" মনু ৩।২৮২।

'লৌকিকে শ্রৌতস্মার্ত্তব্যতিরিক্তাগ্নৌ শাস্ত্রেণ বিধীয়তে। তস্মাৎ ন লৌকিকাগ্নাবগ্নৌকরণহোমঃ কর্ত্তব্যঃ।' (কুল্লূক)

লৌকিকাচার (ক্লী) ১ লোকাচার। ২ কুলাচার।

লৌকিকী (স্ত্রী) ১ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা। ২ প্রথ্যাতা।

"তস্মিন্ যুক্তস্যৈতি নিত্যং প্রেতকৃত্যৈব লৌকিকী ॥" মনু ৩।১৩৭।

লৌকিকীযাত্রা (স্ত্রী) ১ লোকব্যবহার। ২ বিবাহাদি সাংসারিক কার্য্য।

"দায়াদস্য প্রদানঞ্চ যাত্রা চৈব হি লৌকিকী ॥" (মনু ১১।১৮৫)

'লৌকিকীযাত্রা সঙ্গতয়োঃ কুশলপ্রশ্নাদিকা বিবাহাদৌ নৈমিত্তে গৃহানয়নং ভোজনঞ্চেত্যেবমাদি।' (মেধাতিথি)

লৌক্য (ত্রি) লোকভব ইতি ষ্যঞ্। ১ লোকসম্বন্ধীয়। ২ পার্থিব। ৩ সাধারণ। (পুং) ৪ ঋষিভেদ। (শাঙ্খা° ব্রা° ১৫।১।১২)

লৌগাক্ষি (পুং) ১ লোগাক্ষের গোত্রাপত্য। ২ বৈদিক আচার্য্যভেদ। ইনি ধর্ম্মসূত্রপ্রণেতা বলিয়া বিখ্যাত। ইহার শিষ্যসম্প্রদায় তন্নামক স্বতন্ত্র শাখাধ্যায়ী বলিয়া কথিত।

"লৌগাক্ষির্মাঙ্গলিঃ কুল্যঃ কুশীদঃ কুক্ষিরেব চ।
পৌষ্পঞ্জিশিষ্যা জগৃহুঃ সংহিতাস্তে শতং শতম্ ॥" (ভাগ° ১২।৬।১৯)

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৬।২৪) লৌগাক্ষির উল্লেখ আছে। আর্ষাধ্যায়, উপনয়নতন্ত্র, কাঠকগৃহ্যসূত্র, প্রবরাধ্যায় ও শ্লোক-তর্পণ নামক কয়খানি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। পৈঠীনসী, বিজ্ঞানেশ্বর ও হেমাদ্রি লৌগাক্ষি স্মৃতিরও উল্লেখ করিয়াছেন।

লৌগাক্ষিভাস্কর, অর্থসংগ্রহ নামক মীমাংসাশাস্ত্রগ্রন্থপ্রণেতা। ইঁহার রচিত আরও কতকগুলি দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

লৌড়্, উন্মাদ। ভ্বাদি পরস্মৈ°। লোড়্, রোড়্। চতুর্দ্দশ স্বরী। লট্ লোড়তি, লৌডতি, লোটতি। লুঙ্ অলুলোড়ৎ।

লৌপ্স (ক্লী) সামভেদ।

লৌম (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়। লোমজাত।

লৌমকায়ন (ত্রি) লোমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ)

লৌমকায়নি (পুং) লোমকের গোত্রাপত্য।(পা ৪।১।১৫৪ তিকাদিগণ)

লৌমকীয় (ত্রি) লোমক সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।৮০ কৃশাশ্বাদিগণ)

লৌমন্য (ত্রি) রৌমণ্য। রোমবহুল। (পা ৪।২।৮০ সঙ্কাশাদিগণ)

লৌমশীয় (ত্রি) লোমশসম্ভূত। ২ লোমশসম্পর্কীয়।
(পা ৪।২।৮০ কৃশাশ্বাদি)

লৌমহর্ষণক (ত্রি) লোমহর্ষণকৃত (সংহিতা)।

লৌমহর্ষণি (পুং) লোমহর্ষণের গোত্রাপত্য। (ভারত ১।৫)

লৌমায়ন (ত্রি) লোম সম্বন্ধীয়, রোমবহুল। রৌমায়ণ। (পা ৪।২।৮০ পক্ষাদিগণ) (পুং) লোমনের গোত্রাপত্য। লৌমায়ন্য। এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত। (পা ৪।১।৯৮ কুঞ্জাদিগণ)

লৌমায়ন্য (পুং) লোমনের বংশধর মাত্র।

লৌমি (পুং) লোমের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।৯৬ বাহ্বাদিগণ)

লৌলাহ, প্রাচীন স্থানভেদ। (রাজতর° ৭।১২৫৩)

লৌল্লিক, একজন প্রাচীন কবি।

লৌল্য (ক্লী) লোলস্য ভাবং। ১ চাঞ্চল্য, অস্থিরতা। ২ অস্থায়িত্ব, লোপত্ব। "ধর্ম্মলৌল্যেন সংযুতাঃ" (হরিবংশ) 'ধর্ম্মলোপেন' নীলকণ্ঠ। ৩ ইচ্ছা, ফলস্পৃহা। ৪ শৈথিল্য। (ভাগবত ৭।১৫।১৯)

লৌল্যতা (স্ত্রী) লৌল্যতানিবন্ধন বস্তু বিশেষে বলবতী আকাঙ্ক্ষা।

"গৃহস্থস্য ক্রিয়াত্যাগো ব্রতত্যাগো বটোরপি।
তপস্বিনো গ্রামসেবা ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লৌল্যতা ॥"
(ভাগবত ৭।১৫।৩৮)

লৌল্যবৎ (ত্রি) ১ অতিশয় স্পৃহাশীল। ২ অর্থগৃধ্নু। ৩ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত। (কথাসরিৎসাং ২২।২০০)

লৌশ (ক্লী) কএক প্রকার সাম।

লৌহ (পুং) লোহ এব। (প্রজ্ঞাদ্যণ্। পা° ৪।৪।৩৮ সূত্রে রাজতাদিগণে এই পদের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়াছেন)। স্বনাম-প্রসিদ্ধ লোহ নামক ধাতু। ভূগর্ভে এই ধাতুর উৎপত্তি। বিশেষ বিশেষ গুণ থাকায়, বিভিন্ন দেশীয় চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ ইহার রাসায়নিক বলাবল পরীক্ষা করিয়া ঔষধরূপে ইহা সেবন করিতে আদেশ দিয়াছেন। খনিজ লৌহ সংস্কারান্তে যথাবিধি গ্রহণ করিয়া অন্যান্য ঔষধের যোগে পাক করিতে হয়। বৈদ্যক মতে লৌহের ত্রয়োদশ প্রকার সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে—১ শালিঘর্ষণ, ২ উদ্বর্ত্তন, ৩ অম্লভাবন, ৪ আতপশোষ, ৫ নিষেক, ৬ মারণ, ৭ দলন, ৮ ক্ষালন, ৯ সূর্য্যপাক, ১০ স্থালীপাক, ১১ চূর্ণন, ১২ পুটপাক, এবং ১৩ পাকনিষ্পন্ন।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লৌহের আকর দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন ও আধুনিক ভারতে মৃদস্তর বিশেষে যে সকল বিভিন্ন প্রকার লৌহ পাওয়া যাইত বা যায়, তৎসমুদায় লৌহই সংস্থানানুসারে বিভিন্ন গুণ ও বলপ্রদ। আয়ুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ কাঞ্জী, পাণ্ডি, কান্ত, কালিঙ্গ ও বজ্রক নামে লৌহের পাঁচটী ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত পঞ্চ নামধেয় লৌহই শ্রেষ্ঠ এবং ব্যবহার করিলে বিশেষ ফলদায়ক হয়। ইহার গুণ—আয়ু, বল, বীর্য্য ও কামদ, রোগনাশক এবং শ্রেষ্ঠতম রসায়ন। কৃষ্ণবর্ণ লৌহের গুণ—শোথ, শূল, অর্শঃ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, মেদ ও বায়ুনাশক, বয়ঃস্থৈর্য্য ও চক্ষুস্তেজকারী, সারক ও গুরু। শোধিত লৌহের গুণ—সর্ব্বরোগনাশক, মরণরোধক। অশুদ্ধ-লৌহের গুণ—জারণাযোগ্য ও আয়ুর্নাশক। লৌহের জারণ মারণাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

[রসায়ন ও লোহ দেখ।]

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে এই ধাতু পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত। হিন্দী - লোহা, লোহ; বাঙ্গালা—লোহা, লৌহ; মরাঠী—রোখণ্ড; গুজরাটী—লেবু; তামিল—ইরুম্বু; তেলগু—ইনুমু; কনাড়ী—কবিনা; মলয়ালম্—ইরুম্বা, ব্রহ্ম—দান, থান; আরব—হদিদ্; পারস্য—আহন্; শিঙ্গাপুর—যকদ; ইংরাজী—Iron; লাটিন—Ferrum; ফরাসী—Fer; জর্ম্মণী—Eisen; পর্ত্তুগাল ও ইতালী—Ferro; স্পেন—Hierro; দিনেমার ও সুয়েডিস্—Jern; ওলন্দাজ—Jizer, Yzer; গথ—Ais; গ্রীক্—Sideros; তুর্ক—দেমির, তিমুর, পোলণ্ড—Zelazo; রুষ—Scheleso; পষ্তু—অয়স্পণা; মলয়—বসি, বেসি। রাসায়নিকদিগের মতে এই ধাতু মঙ্গল-গ্রহের প্রভাবসম্পন্ন।

ভারতের ভূপঞ্জর আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পার্থিব পদার্থের সহযোগে লৌহধাতু মিশ্রভাবে বর্ত্তমান আছে। বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সমস্ত বিভিন্ন স্তরের অপরিষ্কৃত লৌহ (Iron ores) বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, প্রাকৃত অবস্থায় ধাতুবিশেষের সহিত স্বল্প বা অধিক পরিমাণে লৌহ মিশ্রিত থাকে। আবার কোন কোন স্থলে লৌহের সহিত অন্য ধাতুর সংস্রব থাকে না, কেবল কতকগুলি পার্থিব পদার্থের সমাবেশমাত্র দেখা যায়। যৌগিক-রূপে এই লৌহ প্রচুর পাওয়া যায়। মুক্ত লৌহ অপেক্ষাকৃত দুর্ল্লভ পদার্থ। লৌহের স্বাভাবিক যৌগিক অসংখ্য প্রকার। ইহার অক্সাইড্, কার্ব্বনেট্, ফস্ফাইড্ প্রভৃতি রাসায়নিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

কতকগুলি অপরিষ্কৃত যৌগিক লৌহকে পরীক্ষা দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঐ সকল খনিজ পদার্থে লৌহের পরিমাণ অন্যান্য স্তরীয় মৃত্তিকারাদির লৌহ-সংস্থান অপেক্ষা অনেক অধিক, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএকটী বিশুদ্ধ ও পরীক্ষিত লৌহের তালিকা প্রদত্ত হইল :—

চুম্বক-প্রস্তর বলিয়া যে দ্রব্যটী সাধারণে প্রচলিত আছে, তাহা লৌহের একটী অক্সাইড মাত্র, ইহাকে Ferroso-ferric বা Magnetic Oxide (Fe_3O_4) বলে, ইহার অপর নাম Magnetite or magnetic iron, ইহাতে প্রায় ৭২.৪ অংশ বিশুদ্ধ লৌহ থাকে। বৈজ্ঞানিক ভাষায় এই যৌগিককে Protosesquioxide বলা যায়। বিশুদ্ধ লৌহপ্রাপ্তির আশায় ভারতের নানা স্থানের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ বালুকা বিশেষ (Black sand) অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া লয়। উহাতে Magnetite ও titaniferous লৌহ যৌগিকরূপে মিশ্রিত থাকে। গিরিমাটী—বৈজ্ঞানিক ভাষায় Red haematite ও

ইংরাজীতে Red ochre (Fe_2O_3) নামে পরিচিত। ইহা Sesquioxide ও ইহাতে ৭০ ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। এলামাটী বা Yellow ochre ($2 Fe_2O_3, 3H_2O$) রাসায়নিকের নিকট Brown hæmatite or Limonite নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে সাধারণতঃ ৫৯.৯ লৌহ বিদ্যমান আছে।

কার্ব্বনেট্ অব্ আয়রণকে Spathic iron ore বা Siderite বলা যায়। উহাতে ৪৮.৩ ভাগ লৌহ থাকে। এই কার্ব্বনেট্ বা স্প্যাথিক্ লৌহের সহিত কর্দ্দম মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে Clay-ironstone বা Argillaceous ironstone ore বলে। Black-sand নামক মৃত্তিকান্তর কার্ব্বন্ মিশ্রিত ক্লে-আয়রণ ষ্টোন্ লইয়া গঠিত। Hæmatite শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বা তাহার সমশ্রেণীর বলিয়া কল্পিত Ilmenite নামে আর একপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়। উহার কতকাংশ Titanium দ্বারা স্থানচ্যুত হওয়ায় রাসায়নিকগণ উহাকে Tatiniferous iron বলিয়া থাকেন। এই সকল যৌগিক পদার্থে লৌহের মাত্রা সর্ব্বত্র সমান নহে।

ভূগর্ভ-মধ্যে অতি প্রাচীনযুগীয় স্তরে লৌহধাতুর সংস্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই ধাতু সাধারণে প্রচলিত ছিল; কিন্তু কোন্ সময়ে ও কাহার দ্বারা এই ধাতু আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং কোন্ সুপণ্ডিত ইহার ব্যবহারোপযোগিতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার কোন বিবরণই ইতিহাসে বিবৃত নাই। তবে আর্য্য-হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রাচীন ঋক্‌সংহিতা গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, আর্য্য-ঋষিগণ বৈদিক যুগেও লৌহের নির্ম্মলীকরণবিধি (ঋক্ ৪।২।১৭), তাহার কাঠিন্য (ঋক্ ১।১৬৩।৯) এবং তীক্ষ্ণধারত্ব (ঋক্ ৬।৩।৫) অবগত হইয়াছিলেন। শুক্লযজুর্ব্বেদের "মেহয়শ্চ মে শ্যামঞ্চ মে লোহঞ্চ মে সীসঞ্চ মে ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্॥" (১৮।১৩) মন্ত্রাংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্য্যহিন্দুগণ লৌহের প্রকারাদিও অবগত হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের ৫।২৮।১ ও ১১।৩।১ মন্ত্রে লৌহের উল্লেখ আছে।

বৈদিক সংহিতাযুগের পর, ব্রাহ্মণ ও সূত্রযুগে লৌহের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলন হইয়াছিল। শতপথ-ব্রাহ্মণ ৬।১।৩।৫; কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ৭।৪।৩৪, ২০।৭।১, ২০।৭।৪, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।৭।৯ প্রভৃতি পাঠ করিলে আয়স ক্ষুরাদি ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মনুসংহিতার ৫।১১৪।১৬ শ্লোক পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে যজ্ঞপাত্রাদিও লৌহাদি ধাতুযোগে নির্ম্মিত হইত। তাঁহারা ভস্ম ও অম্লযোগে লৌহপাত্র মার্জ্জনা করিয়া জলদ্বারা ধৌত করিয়া লইতেন, তাহাতেই ঐ পাত্র শুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত। আবার উক্ত গ্রন্থের ১১।১৬৭ শ্লোকে লৌহপাত্রহরণের নিষেধ বচন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, মানবজাতি আদিমযুগে লৌহকে একটী মূল্যবান্ ধাতু বলিয়া জানিয়াছিলেন। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় (২।১০৭) লৌহপিণ্ড, মহাভারতের বনপর্ব্বে লৌহভাজন, রামায়ণে (১৬০।১২) লৌহময় আভরণ, সুশ্রুতে (১।২৩।২০) কুম্ভ এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।১২) লৌহী (সুবর্ণাদি অষ্টধাতুময়ী)-প্রতিমা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, আর্য্য-হিন্দুগণ সর্ব্বাগ্রেই লৌহের ব্যবহার অবগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই ধাতু হইতে প্রকৃষ্ট দেবদেবী-প্রতিমা বিনির্ম্মাণ করিয়া শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির রেখামাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও, আমরা আজিও তদপেক্ষা পরবর্ত্তিযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভ লইয়া গৌরবান্বিত রহিয়াছি। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভ (সূর্য্যস্তম্ভ) সেই প্রাচীনকালের শিল্পকীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে। ১৫শ শতাব্দাধিককাল জলবায়ুর প্রকোপ ভোগ করিয়াও উহা নষ্ট হয় নাই। [দিল্লী দেখ।]

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, লৌহখণ্ডসমূহ কোন সময় আকাশ হইতে উল্কাপাতরূপে পৃথিবীবক্ষে নিপতিত হইয়াছিল, কেন না প্রাকৃতাবস্থায় লৌহ যেরূপ যৌগিকভাবে অবস্থিত দেখা যায়, উল্কায়ও প্রায় তদ্রূপভাবেই বিমিশ্রিত থাকে। ইহাতে স্বতঃই অনুমান হয় যে, উহা প্রধানতঃ উল্কাজ-(Meteoric origin) পদার্থ ভিন্ন আর অপর কিছুই নহে। বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, উহাতে নানা অম্লের (acids) ক্ষার-(soda) রূপে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন ও গন্ধক মিশ্রিত আছে; তদ্ভিন্ন তাহাতে অন্যান্য ধাতু ও বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার সমাবেশ থাকায় সাধারণ দৃষ্টিতে উহার লৌহ-সংস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। [উল্কা দেখ]

চিরপ্রসিদ্ধ এই লৌহধাতু ভারতের যে যে বিভাগের ভূস্তরে যৌগিকভাবে অবস্থিত আছে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা গেল :—

মান্দ্রাজ-বিভাগ।

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	গলাইবার স্থান
ত্রিবাঙ্কোর	ব্লাকমাগ্নেটাইট্ ও লাটেরাইট্	শ্বেনকোট্টা
তিন্নেবলী	ম্যাগ্নেটিক আয়রণ স্যাণ্ড	বঙ্গকুলম্
মদুরা	লাটেরাইট্	এখন দুষ্প্রাপ্য
পুদুকোট্টই	ম্যাগ্নেটাইট্	—
ত্রিচীনপল্লী	ফেরুজিনাস্ নডিউল্	—
কোয়ম্বাতোর	ব্লাক্ স্যাণ্ড	—
নীলগিরি	হিমাটাইট্ ও ম্যাগ্নেটাইট,	—

স্থানের নাম	লৌহপ্রকার	গলাইবার স্থান
মলবার	মাগ্নেটাইট্ ও লাটেরাইট্	কর্ম্মনাড়, শেরনাড়, বল্লবনাড় এরনাড় ও তেমেলপুর তালুক।
সালেম*	মাগ্নেটাইট্	পোর্টো-নভো
দক্ষিণআর্কট	ষ্টীল	তিরুণমলয়,কল্লকুর্চ্চি
উত্তর	ব্লাক-স্যাণ্ড	—
চেঙ্গলপৎ	মাগ্নেটাইট্ ও হিমাটাইট্	—
নেল্লূর	মাগ্নেটাইট্ ও হিমাটাইট্	—
কোড়গ	হিমাটাইট্	—
কর্ণূল	ঐ	—
বেল্লরী	ঐ	—
কৃষ্ণা	—	গুণ্টূর, মসলীপত্তন
গোদাবরী	লাইমোনাইট্ ও হিমাটাইট্	—

বিজাগাপটম্, গঞ্জাম, অনন্তপুর ও দক্ষিণ-কানাড়ার স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর লৌহ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

মহিসুর-রাজ্য

অষ্টগ্রাম	মাগ্নেটাইট	—
বঙ্গলুর	ব্লাক-সাণ্ড	চীনপত্তন †
নাগর	ঐ ও হিমাটাইট্	বাবা-বুদন,চিত্তলদুর্গ,

উপরোক্ত তিনটী বিভাগের বিভিন্ন জেলার পর্য্যাপ্ত পরিমাণ লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নাগর-বিভাগের অন্তর্গত কডুর নামক স্থানের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তথাকার ওব্রাণী নগরের চতুষ্পার্শ্বে ও বাবাবুদন গ্রামের পূর্ব্বস্থিত শৈলপাদ-মূলে খনিজ লৌহ গালাই করিবার কারখানা আছে। তদ্ভিন্ন এখানে ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

হাইদরাবাদ বিভাগ

এখানে হিমাটাইট্,টিটানিফেরাস্ সাণ্ড এবং বরঙ্গলে হরিদ্রা-বর্ণ এলামাটী ও লাল গিরিমাটীতে লৌহ দেখা যায়। লিঙ্গসাগর জেলায় প্রস্তুত ধারবাড়-শৈলমালার পেন্নার-হগ্‌গেরী-শৈলস্তরে মাগ্নেটাইট্ লৌহেরও সংস্থান আছে। তথাকার সিংহরেণী কয়লার খনিতে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট লৌহ পাওয়া যায়। অনন্তগিরি, কল্লূর প্রভৃতি পরগণায় লোহা গালাই করিবার কারখানা আছে। যেলগণ্ডলের অন্তর্গত কএকখানি গ্রামে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এখানকার কোণসমুদ্রমের ইস্পাত-কারখানা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। পঞ্চাশ বৎসরের পূর্ব্বলিখিত একখানি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পারস্যবাসী বণিক্-সম্প্রদায় কোণসমুদ্রে আসিয়া এখানকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইস্পাত ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। উহাতে দামাস্কাসের চিরন্তন প্রসিদ্ধ তরবারির ফলক প্রস্তুত হইত। ঐ ইস্পাত সাধারণতঃ মিট-পল্লীর Iron-sand এবং দিমদুর্ত্তির magnetite লৌহ হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

মধ্যপ্রদেশ

বস্তার, সম্বলপুর, বিলাসপুর, রায়পুর, চান্দা, বালাঘাট, ভাণ্ডারা, নাগপুর,মণ্ডল,শিওনী, ছিন্দবাড়া, নিমার, হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর ও জব্বলপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে হিমাটাইট্, মাগ্নেটাইট্, লাইমোনাইট্, লাটেরিটিক্ প্রভৃতি শ্রেণীর যৌগিক-লৌহ পর্য্যাপ্তভাবে বিক্ষিপ্ত আছে। ঐ সকলের মধ্যে সম্বলপুরের অন্তর্গত গড়জাত-মহলসমূহে, রায়রাগোলে, রায়পুরের অন্তর্গত দণ্ডী-লোহারা, ঘৈরাগড়, বোরার-বাঁধ, গণ্ডাই, ঠাকুরতলা ও নন্দগাঁও ভূভাগে; বান্দা-জেলার মধ্যে লোহারা, দেবলগাঁও, পিপ্পলগাঁও, গুঞ্জবাহী, ওগোলপেট, মেটাপুর ও ভানপুর এবং লোরা পর্ব্বতের অন্তর্গত মোগালা, গোগ্রা, দানবাই ও ঘোষাল-পুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর লৌহ উৎপন্ন হয়। উমারিয়া-কয়লার খনির কারখানায়, জব্বলপুরের উত্তরপশ্চিমস্থ যাবতীয় স্থানের খনিজ লৌহ য়ুরোপীয় প্রথায় পরিষ্কৃত হইয়া ব্যবহারোপযোগী লৌহে পরিণত হইতেছে।

রেবা, বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ধার, চন্দ্রগড় ও আলি-রাজপুর প্রভৃতি ভূভাগে হিমাটাইট্ ও মাঙ্গানিফেরাস্ যৌগিক-লৌহ পাওয়া যায়। ঐ সকল লৌহ অধিকাংশই Coal-measure strata' ও 'metamorphic rocks' নামক স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত সান্তান, মাইশোরা, গোকুলপুর, ধরৌলী, বানবারী, রায়পুর পার-শৈল, মাঙ্গোর, বিনাওরী, বরোদা, ইমিসিয়া গুঞ্জারী, ও বারোন্ প্রভৃতি গ্রামে হিমাটাইট্ ও লাইমোনাইট্ শ্রেণীর লোহার খনি আছে। ইন্দোর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বাঘ-গ্রামের Transition rocks স্তরে চিরন্তন প্রসিদ্ধ হিমাটাইট্ লৌহের আকর বিদ্যমান।

বোম্বাই

উত্তর-কানাড়া, ধারবাড়, কালাদগি, বেলগাম্, গোয়া, সাবন্তবাড়ী, কোল্হাপুর, রত্নগিরি, সাতারা, সুরাট, রেবাকান্থা, পঞ্চমহাল, কাঠিয়াবাড় ও কচ্ছ-প্রদেশে মাগ্নেটাইট, লাটেরাইট্ ও হিমাটাইট্ শ্রেণীর লৌহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রত্নগিরির অন্তর্গত মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট, রেবাকান্থার জম্বু-

* এখানকার লৌহ অতি উৎকৃষ্ট এবং তারতম্যানুসারে চারিটী শ্রেণী বিভক্ত; যথা,—১ গোদুমল্লা গ্রূপ্, ২ তুরুমল্লী-কোলিমল্লী গ্রূপ্, ৩ সিঙ্গীপট্টী গ্রূপ্, ৪ তীর্থমল্লী গ্রূপ্।

† বাদ্যযন্ত্রের ইস্পাতের তারের জন্য এই স্থান বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঘোড়া, লিমোগ্রা ও লাদকেশ্বর নামক স্থানে এবং কাঠিয়াবাড়ের ওমিয়া-শিখরে জুরাসিক-স্তরে প্রচুর লৌহ আছে; কিন্তু এখন অনেক স্থানেই লোহা গলাইবার জন্য চুল্লীতে আগুন জলে না।

রাজপুতনা

জয়পুর, মেবার, আলবার, মারবাড়, আজমীঢ়, বুন্দী, কোটা ও ভরতপুর রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যৌগিকভাবে লৌহ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে আরাবল্লী-পর্ব্বতের ট্রাঞ্জিশন্-স্তর, সিন্ধুপ্রদেশের কীরথর ও রাণীকোট-শ্রেণী, মেবারের গঙ্গোর বিভাগের নিকটবর্ত্তী স্থান এবং আলবার-রাজ্যের রাজগড়ের নিকটস্থ বিস্তৃত লৌহ খনি উল্লেখযোগ্য। এখানকার লৌহ ম্যাগ্নেটাইট্, হিমাটাইট, ও ম্যাঙ্গানিজ্ অক্সাইডের যৌগিকরূপে অবস্থিত।

পঞ্জাব

বন্নু, পেশাবর, ঝিলাম্, কাঙ্ড়া, মণ্ডী, সিমলা-শৈলরাজ্য-সমূহ ও গুরগাঁও জেলার নানা স্থানে লৌহ দেখা যায়। তন্মধ্যে কাঙড়ার magnetic ironsand বিশেষ প্রশস্ত। কাশ্মীর রাজ্যের পঞ্চ নামক নদীতীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশে, পঞ্চশিরের উত্তরস্থ-দ্রাগড়-শৈলের নিকটে, ভীমবারা নদীর তীরবর্ত্তী সুফাইন্ গ্রামে; কাশ্মীর উপত্যকার সোপুরে ও পামপুর নামক স্থানের নিকট দেশে এবং লাদখের অন্তর্গত বান্‌লা-গ্রামে লৌহ সংগ্রহের কারখানা আছে।

যুক্তপ্রদেশ

কুমায়ুন, ললিত, বান্দা ও মীর্জাপুর জেলায় প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কুমায়ুনের অন্তর্গত রামগড়, পহলী, লোদ্গিয়ানী, নাত্না-খাঁ, পাববাড়া, খৈরানা এবং শিবালিক স্তরের কালধুঙ্গী ও দেচৌরী নামক স্থানের লৌহ শ্রেষ্ঠ। এই স্থানের লৌহ সকল micaceous hæmatite and limonite বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গালা

বাঙ্গালা-প্রদেশের মধ্যে বরাকরের লোহার কারখানা (Barakar Iron-works) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রাণীগঞ্জের কয়লার খনির মধ্যে Ironstone shales ও nodules of clay-iron-stone পাওয়া যায়। বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, গয়া, মানভূম, সিংহভূম, লোহারডাগা, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুরের সামন্তরাজ্য সমূহ এবং দার্জ্জিলিংএ লৌহ-সংস্থান দেখা যায়। Birbhum Iron-works Company চুল্লীতে কাদা মাখা প্রথায় (a sort of puddling process) যৌগিক লৌহ গালান হইয়া থাকে।

খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলে, নাগা শৈলমালায় এবং মণিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ টার্শিয়ারি কয়লা-স্তরে titaniferous magnetite, pisolitic nodule of limonite ও nodules of clay ironstone দেখা যায়। খসিয়া ও জয়ন্তী শৈলের যে প্রস্তর-স্তরে লৌহ পাওয়া যায়, তাহা ভঙ্গপ্রবণ হওয়ায় তথাকার লোকে উহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া লয়। পরে একটী নালীপথে যথায় প্রবলবেগে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে ঐ চূর্ণগুলি লইয়া ধুইতে থাকে। তাহাতে মৃত্তিকা ও তদনুরূপ লঘু পদার্থগুলি জলস্রোতে ভাসিয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত গুরু লৌহকণাগুলি নিম্নে সঞ্চিত হয়। এইরূপে উপর্য্যুপরি প্রক্ষালনের পর যখন সেই যৌগিক লৌহচূর্ণ মৃদাদি পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাহা অগ্ন্যুত্তাপে গলাইয়া লৌহ বাহির করে। এইরূপে উপর্য্যুপরি লৌহ গলাইলে উহা পরিষ্কৃত হয়। পরে তাহা পুনঃ পুনঃ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটিলে উৎকৃষ্ট লৌহে পরিণত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মরাজ্য

উত্তরব্রহ্ম, পেগু ও তেনাসেরিম বিভাগে এবং শানরাজ্যের নানা স্থানে, মাণ্ডেই নগরের ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং উহার ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত দুইটী দ্বীপে লৌহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরস্থ আন্দামান দ্বীপের পোর্টব্লেয়ার নগরের কএক মাইল দক্ষিণে 'রঙ্গ-উ-ছাঙ্গ' নামকস্থানে প্রচুর পরিমাণে hæmatite যৌগিক আছে, কিন্তু উহা কোয়ার্ট্জ্ ও পাইরাইট্ মিশ্রিত থাকায় কোন কাজে আইসে না।

এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে লৌহ প্রধানতঃ তিন অবস্থায় বিরাজিত দেখা যায়:—১ Sulphide or Iron Pyrites = FeS_2; ২ Carbonate $FeCO_3$; ৩ Oxide। এই অক্সাইড্ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইয়া থাকে; যথা,— Anhydrous ferri-oxide = FeO_3, hydrated ferri-oxide = Fe_2O_3 এবং ferrous and ferric oxide। এই শেষোক্ত শ্রেণীতে magnetic oxide of iron = Fe_3O_4 এবং উহার প্রথমশ্রেণীতে গিরিমাটী Red hæmatite and specular ores ও দ্বিতীয়শ্রেণীতে এলামাটী (Brown hæmatite, bog-iron ore or limonite) অন্তর্ভুক্ত।

প্রধানতঃ Sub-metamorphic or transition rocks মধ্যে; বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিভিন্ন স্তরে (অর্থাৎ Conglomerates, Sandstones and shales of Gondwana system); রাণীগঞ্জ-খামঠী ও দামুদর-উপত্যকাভাগে; কয়লার খনি মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের ত্রিচীনপল্লী জেলার cretaceous rocks নামক স্তরে এবং ভারত বহির্ভূত দেশে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম হিমালয় প্রদেশে, আফগান-স্থানে, পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মরাজ্য Tertiary formation ও older metamorphic rock-স্তরে এই সকল লৌহশ্রেণীর সমাবেশ দেখা যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

বাণিজ্যার্থ বাজারে যে লৌহ দেখা যায়, তাহা হইতে ঐ প্রাকৃত লৌহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাথুরে কয়লার একটী প্রকাণ্ড চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লৌহের খনিজ যৌগিকদিগকে সর্ব্বপ্রথমে দগ্ধ করিয়া লইলে লৌহকে মুক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় জল, কার্ব্বণিক্ আন্‌হাইড্রাইড্ ও গন্ধকাদি অক্‌সিজেনকর্ত্তৃক সাল্‌ফার ডাইঅক্‌সাইড্‌রূপে বহির্গত হয় এবং লৌহ প্রায় ফেরিক্ অক্‌সাইড্ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই ফেরিক্ অক্‌সাইডের সহিত কয়লা, কিংবা কোক্ এবং লাইম্ ষ্টোন (কার্ব্বণেট্ অব লাইম্) মিশ্রিত করিয়া ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস্ (Blast furnace) নামক বিস্তীর্ণ চুলায় উত্তপ্ত করিলে লৌহ অক্‌সিজেনবিহীন হইয়া আইসে।

সুইডেন, রুসিয়া ও পূর্ব্ব ভারতীয় জনপদসমূহে এই প্রথায় লৌহ গালাই হইয়া থাকে। নিম্নে লৌহ গলাইবার চুল্লী এবং লৌহের পর্য্যায়িক পরিণতির বিষয় উদ্ধৃত হইল:—

ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস—ইষ্টক দ্বারা এই চুলা গঠিত হয়। ইহা প্রায় ৮০ ফিট্ উচ্চ। উহার ঊর্দ্ধ এবং নিম্নদেশ মধ্যদেশাপেক্ষা অল্প বিস্তীর্ণ। নিম্নদেশে বায়ু প্রবেশ করিবার জন্য নল এবং ধাতু গলিয়া বাহির হইবার নিমিত্ত ছিদ্র থাকে। চুল্লীর ঊর্দ্ধদেশ দিয়া উপরোক্ত ফেরিক্ অক্‌সাইডের মিশ্রণ প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। ব্লাষ্ট্ ফার্ণেস্ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত নলের দ্বারা যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তদ্দারা কোক্ দগ্ধ হইয়া কার্ব্বণিক্ আন্‌হাইড্রাইড্ উৎপন্ন করে। ঐ বাষ্প যতই ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, অঙ্গারের দ্বারা উহা ততই অক্‌সিজেনবিহীন হইয়া কার্ব্বণিক অক্‌সাইডে পরিণত হইয়া যায়। পরে এই কার্ব্বণিক্ অক্‌সাইড্ উত্তপ্ত ফেরিক্-অক্‌সাইডের অক্‌সিজেন আকর্ষণ করিয়া লয়; তখন লৌহ মুক্ত হইয়া পড়ে। লৌহ যে সময় দ্রবীভূতাবস্থায় নিম্নদেশে সমাগত হয়, সে সময়ে উহা কিঞ্চিৎ অঙ্গারের সহিত মিলিত হইয়া থাকে। লাইম্ ষ্টোন ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা উত্তপ্তাবস্থায় কার্ব্বণিক আন্‌হাইড্রাইড্ বাষ্প বিবর্জ্জিত হইয়া কাল্‌সিয়াম্ অক্‌সাইডে (চুণে) পরিণত হয় এবং এই অবস্থায় কঠিন কর্দ্দমাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া তরলাকারে লৌহের উপর ভাসিতে থাকে। ইহাকে স্লাগ্ (Slag) কহে। চুল্লীর নিম্নদেশস্থিত ছিদ্রবিশেষ দিয়া ইহা বাহির হইয়া যায় এবং লৌহ অপর ছিদ্র দ্বারা বাহিরে আইসে। এই তরল লৌহ কঠিন হইলে তাহাকে কাষ্ট বা পিগ্ (Cast or pig) বলে। ভারতের নানা স্থানে সাধারণতঃ ৩। ৪ ফিট্ হইতে ২০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ ফার্ণেস দেখা যায়।

কাষ্ট আয়রণে শতকরা ২ হইতে ৫ ভাগ অঙ্গার এবং সিলিকা, গন্ধক, ফস্‌ফরাস, আলুমিনাম্ প্রভৃতি নানাবিধ ধাতু মিশ্রিত থাকে।

লৌহকে বিশুদ্ধাবস্থায় পরিণত করিতে হইলে, উহাকে পুনর্ব্বার গলাইতে হয় এবং সেই সময়ে বায়ুর অক্‌সিজেনের দ্বারা অন্যান্য পদার্থের সহিত লৌহকে সম্মিলিত করিয়া, পরে উহাকে পিটিয়া যে অবস্থায় আনয়ন করা যায়, তাহাকে রট্ (Wrought) আয়রণ কহে। রট্ আয়রণে শতকরা ০·১৫ হইতে ০·৫ ভাগ অঙ্গার থাকে। যখন শতকরা ০·৬ হইতে ২·০ ভাগ অঙ্গার রাসায়নিক যোগে লৌহের সহিত অবস্থিতি করে, তখন তাহা ইস্পাত (Steel) নামে উল্লেখিত হইয়া থাকে।

ইস্পাত প্রস্তুত করিতে হইলে রট্ আয়রণকে কয়লার অগ্নিতে দীর্ঘকাল উত্তপ্ত করিতে হয়। পরে লোহিতোত্তপ্ত সেই লৌহখণ্ড শীতল জলে কিংবা তৈলে সহসা নিমজ্জিত করিলে অতিশয় কঠিন ইস্পাতে পরিণত হয়। ঐ ইস্পাত ভঙ্গুর এবং স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। যে যে পদার্থ প্রস্তুত করিতে যে প্রকার ইস্পাত প্রয়োজন হয়, তাহাতে সেইরূপ পান দেওয়া আবশ্যক। ইস্পাতকে ২২১° সেন্টি° র উত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিলে অতিশয় কঠিন হয় এবং তদ্দারা ছুরি প্রভৃতি অস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যদ্যপি ২৮৭° সেঃ পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া শীতল করা যায়, তাহা হইলে ইহা অতিশয় স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মলাভ করে। ইহার দ্বারা ঘড়ির স্প্রাং প্রভৃতি গঠিত হয়।

বেপুর, সালেম, পালমকোট, পেণাতুর ও পুদুকোট্ট নামক স্থানে লৌহের যে magnetic oxide যৌগিক পাওয়া যায়, পার্থিব পদার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া Blast furnace মধ্যে তাহা গলাইলে উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুত হয়, উহাতে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লৌহ থাকে। উহা গন্ধক, আর্সেনিক, অথবা ফস্‌ফরাস-বিবর্জ্জিত। পানপাড়া ও হোনোর নামক স্থানের খনিজ লৌহই ইস্পাত প্রস্তুত কার্য্যে বিশেষ প্রশস্ত।

বেপুর লোহার কারখানায় ভারতীয় কাষ্ট-ষ্টীল (cast-steel) প্রস্তুত করিতে যে প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহাকে Bessemer-process বলে। সুইডেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য জনপদে প্রায় উহার অনুরূপ প্রথায়ই ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু গ্রেট-বৃটেন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ সেফিল্ড নগরের সুপ্রসিদ্ধ লোহার কারখানায় যে উপায়ে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা উপরোক্ত প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সেফিল্ডের ছুরী কাঁচি (Cutlery) প্রস্তুত করিবার উপযোগী ইস্পাত নির্ম্মাণপ্রণালী অতি সুকঠিন ও বহু ব্যয়সাধ্যবোধে এ দেশীয় লোহার কারখানাসমূহে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথায় "পিগ্-আয়রণ" প্রস্তুত করণার্থ একটী আলোড়ন বা প্রতিঘাতকারী

চুল্লী (reverberatory furnace) থাকে। ঐ চুল্লীর উত্তাপে কাষ্ট-আয়রণ গলিয়া নলপথে চালিত হইয়া Converter বা Bessemer vessel নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়। সুইডেন বা মান্দ্রাজের বেপুর-কারখানায় সেরূপ চুল্লী নাই। ঐ দুই স্থানে ব্লাষ্ট-ফার্ণেস হইতে অসংস্কৃত লৌহ-ধাতু দ্রাবিত হইয়া হাতার ন্যায় পাত্র বিশেষে (ordinary founder's ladle) পরিচালিত হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ উত্তোলক যন্ত্রের (travelling erane) সাহায্যে ঐ লৌহপূর্ণ হাতা উর্দ্ধে তুলিয়া কনভার্টার নামক পাত্রে দ্রবলৌহ ঢালিয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, ইংরাজী প্রথায় রক্ষিত কনভার্টার-পাত্র চক্রদণ্ডোপরি (axlee) স্থাপিত, উহা ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারা যায়; কিন্তু এ দেশীয় ও সুইডেনের উক্ত কনভার্টার-গুলি একস্থানে স্থিরভাবে ন্যস্ত থাকে এবং উহার চারিদিকে অগ্ন্যুত্তাপসহ ইষ্টকচূর্ণ (Fireclay, sand and pulverized english fire-bricks) প্রভৃতির প্রলেপ দেওয়া হয়। তৎপরে বয়লারে আনুমানিক ৫০ পাউণ্ড বাষ্প সমুত্থিত করিয়া ঐ গলিত ধাতুর প্রতিবর্গ ইঞ্চ স্থানে ৬॥ হইতে ৭ পাউণ্ড পরিমাণ চাপ দেওয়া হয়। কনভার্টারে বায়ুবিতাড়নার্থ ৩/৪ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত ১১টী নালী (tuyeres) উক্ত পাত্রের তলদেশে সোজাসুজি ভাবে সংন্যস্ত থাকে। ঐ পাত্রস্থ ষ্টীল নরম করিতে মাঙ্গানিজ বা অপর কোন ধাতু-মিশ্রণ আবশ্যক করে না। কেবলমাত্র মুহুর্মুহু বাত্যা-সন্তাড়ন দ্বারা চাপ দিলে ও আবশ্যকমত অধিকক্ষণ অগ্ন্যুত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিলে ঐ ষ্টীল বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইয়া আইসে।

যখন ঐ উত্তপ্ত ও দ্রবীভূত লৌহধাতু প্রায় সম্পূর্ণরূপে কার্ব্বণ বিমুক্ত (decarbonized) হয়, তখন ঐ পাত্রস্থ নালীর ট্যাপ্ খুলিয়া দিলে তরল ইস্পাত দ্রুতবেগে বাহির হইয়া তলস্থ ladle নামক পাত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ পাত্রেরও তলদেশে তরল ইস্পাত গড়াইয়া পড়িবার ছিদ্র আছে। তরল ইস্পাত পূর্ণ ঐ লাড্‌ল পরে ঢুলাইয়া ছাঁচের (Cast-iron ingot moulds) উপর লইয়া যায় এবং তথায় ছিদ্রের ছিপি (fire-clay plug) খুলিয়া দিলে ইস্পাত জলস্রোতের ন্যায় সেই ছাঁচের মধ্যে নিপতিত হয়। উহা শীতল হইলে পর ছাঁচের খামিগুলি উঠাইয়া Nasmyth hammer নামক হাতুড়ী যন্ত্রের নীচে রাখিয়া পিটিয়া লয় এইরূপে বিভিন্ন আকারের ইস্পাতের পাত প্রস্তুত করিয়া তাহারা বিক্রয়ার্থ বাজারে প্রেরণ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত ইংরাজী প্রথায় লৌহ গলাইতে হইলে, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চুল্লী আবশ্যক এবং উহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কাষ্ঠের কয়লা সংযোগে উত্তরোত্তর উত্তাপ বৃদ্ধিসহকারে তাপের মাত্রা সমান রাখিতে হয়; এই অসুবিধা নিবন্ধন এবং কাষ্ঠের খরচ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া এখানকার কারখানাসমূহে ইংরাজী প্রথায় আর লৌহ-গলান হয় না। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আর্কটের সালেম জেলার পোর্টো-নভো নগরে এবং মলবার উপকূলে বেপুর নামক স্থানে কারখানা স্থাপিত হয়। সালেমের কারখানা হইতে পিগ্-আয়রণ গালাই হইয়া ইংলণ্ডে প্রেরিত হইত। পরে তথা হইতে ইস্পাতে রূপান্তরিত হইয়া উহা উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ঐ ইস্পাতে বৃটানিয়া ও মেনাই-সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। বেপুরের কারখানায় উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা বহু ব্যয়সাধ্য হওয়ায় এবং অংশীদারগণ কিছুমাত্র লাভ না পাওয়ায়, তথায় উক্ত প্রথায় আর ইস্পাত প্রস্তুত করা হয় না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বীরভূম-আয়রণ-ওয়ার্কস্ কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কুমায়ুনের লোহার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইন্দোররাজ্যের অন্তর্গত বারবাই গ্রামে একটী লোহার কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কার্য্যারম্ভ হয় নাই। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যের অন্তর্গত নাহন নগরে একটী কারখানা স্থাপিত হয়। কিছুদিন কার্য্যারম্ভের পর পরিচালকগণ ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া কার্য্য স্থগিত করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাণীগঞ্জের কয়লা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত বরাকর নগরে 'Bengal Iron Company' লোহা গলাইবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। এই সময় পর্য্যন্ত কাষ্ঠের কয়লাই জ্বালানী-কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে চান্দা জেলায় লোহা গালাই করিবার জন্য কাষ্ঠের কয়লার পরিবর্ত্তে পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় বরাকরের লোহার কারখানায়ও কোক্‌কয়লা জ্বালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ কারখানায় ১২৭০০ টন পিগ্-আয়রণ প্রস্তুত হইলেও বাণিজ্যের ক্ষতি দেখিয়া ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কারখানা বন্ধ রাখা হয়। উহার তিন বৎসর পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে কারখানার পরিচালন-ভার গ্রহণ করিয়া Ritter von schwartz নামক একজন সুদক্ষ বৈজ্ঞানিককে তথাকার পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী একটী বৃহৎ চুল্লি (ব্লাষ্ট ফার্ণেস) লইয়া প্রথমে কার্য্যারম্ভ হয়। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে উহাতে ৩০৩১৬ টন্ মাল প্রস্তুত হইতে দেখিয়া সংস্কৃত প্রথায় আর একটী ব্লাষ্ট ফার্ণেস স্থাপন করা হইল, তাহাতে ১৮৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫০০০ এবং তৎপরবর্ষে ২০ হাজার টন পিগ্-আয়রণ গলান হইয়াছিল। ঐ কারখানায় প্রতি বৎসর প্রায় দুই হাজার টন্ পিগ্-আয়রণ গলাইয়া Pipes, sleepers, bridge-piles railway axle-boxes এবং নানা ফুলের কাজ ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতে থাকে। শেষোক্ত বর্ষে ইংরাজ

গবর্ণমেণ্ট বরাকর আয়রণ ওয়ার্কস্ একটী স্বতন্ত্র কোম্পানীকে বিক্রয় করেন। উপরোক্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এখানে সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপীয় প্রথায় লৌহ গলাইবার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

পরীক্ষা

লৌহ এবং ইস্পাতের পার্থক্য-নির্দ্দেশ করিতে হইলে, এক বিন্দু তীব্র নাইট্রিক্ এসিড্ উহাতে নিঃক্ষেপ করিবে; যদ্যপি তাহাতে কৃষ্ণবর্ণের দাগ হয়, তাহা হইলে উহাকে ইস্পাত বলিয়া জানিবে, আর লৌহ হইলে সবুজ চিহ্ন দেখিতে পাইবে।

ধর্ম্ম

বিশুদ্ধ লৌহ রূপার ন্যায় সাদা, পালিশ করিলে উজ্জ্বল দেখায়। লৌহকে ঘর্ষণ করিলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। সূত্রগুচ্ছের ন্যায় ইহার গঠন, এই নিমিত্ত ইহা ভারবহন করিতে সমর্থ। আপেক্ষিক গুরুত্ব—৭·৭। লৌহ চুম্বকশক্তি ধারণ করিতে পারে। ইহা অক্সিজেনের বিশেষ পক্ষপাতী, এইজন্য ইহাকে অতি কষ্টে রক্ষা করিতে হয়। ক্লোরিণ, ব্রোমিণ এবং আইওডিনের সহিত সহজে যৌগিকভাব লাভ করে। জলমিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক্ এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে গলিয়া যায় এবং সেই সময়ে হাইড্রোজেন বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। ১·৪৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের নাইট্রিক্ এসিডে লৌহের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু জলমিশ্রিত নাইট্রিক্ এসিডে ইহা সহজে গলিয়া যায়। ইহার আণবিক গুরুত্ব ৫৬।

ব্যবহার

লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা অত্যুক্তি মাত্র। বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই লৌহের উপযোগিতা বিষয়ে জ্ঞান আছে। লৌহ প্রচুর পরিমাণে ও নানাবিধ রূপে ঔষধে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এলোপাথিক মতের ঔষধাদিতে লৌহের যে যৌগিকগুলি প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। বৈদ্যকমতের ঔষধাদি ও লৌহের গুণাগুণ যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। [রসায়ন ও লৌহশব্দ দেখ।]

লৌহের যৌগিকবৃন্দ।

লৌহ প্রধানত দুই শ্রেণীর যৌগিক উৎপাদন করিয়া থাকে। যথা,—ফেরাস্ এবং ফিরিক্।

Ferrous oxide FeO	Ferrous hydrate $Fe(OH)_2$
Ferroso-ferric Oxide Fe_3O_4	Ferrous chloride $FeCl_2$
Ferrous iodide FeI_2	Ferrous sulphide FeS
Ferrous carbonate $FeCO_3$	Ferrous Phosphate Fe_3P_2 $O_8, 8H_2O - FePO_4, 2H_2O$.
Ferrous sulphate $FeSO_4$	
Ferric oxide Fe_2O_3	Ferric hydrate $Fe_2(OH)_6$
Ferric Chloride Fe_2Cl_6	Ferric sulphide FeS_2

ফেরাস্ অক্সাইড।—ইহা ক্ষণস্থায়ী পদার্থ। হিরাকসের জলে ক্ষারঘটিত দ্রাবণ মিশাইলে শ্বেতবর্ণের হাইড্রেট অধঃস্থ হয়, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা ফেরিক্ অবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ হইতে ক্রমে ক্রমে সবুজবর্ণ এবং পরে লোহিতাভাযুক্ত হয়।

ফেরাস্ ক্লোরাইড।—লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক পদার্থ। দেখিতে সবুজ, জলে এবং আলকহলে দ্রাবণ উৎপাদন করিয়া থাকে। বায়ুতে ইহা বিকৃত হইয়া ফেরিক্ ক্লোরাইড্ এবং অক্সাইডরূপ ধারণ করে।

ফেরাস্ আইওডাইড।—আইওডিনের দ্রাবকের সহিত লৌহ মিশ্রিত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত চিনির রসের সহিত ঔষধ ব্যবহার করিবার বিধি আছে।

ফেরাস্ সাল্‌ফাইড।—হিরাকসের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত সাল্‌ফাইড্ সংযোগ করিলে কৃষ্ণবর্ণের সাল্‌ফাইড অধঃস্থ হয়। ইহাকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে ফেরিক্ অক্সাইড এবং গন্ধক উৎপন্ন হয়।

ফেরাস্ সাল্‌ফেট বা হিরাকস।—জলমিশ্রিত সাল্‌ফিউরিক এসিড দ্বারা লৌহকে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সবুজবর্ণ ও দানাদার পদার্থ। ইহার এক অণুতে ৭ অণু জল সংযুক্ত করিলেও দানার আকার নষ্ট হয় না। জলে এবং আলকহলে সহজে গলিয়া যায়। লোহিতোত্তাপে হিরাকস বিকৃত হইয়া সাল্‌ফার ডাইঅক্সাইড্ ও ট্রাইঅক্সাইড্ বাষ্প এবং ফেরিক্ অক্সাইডে পর্য্যবসিত হয়। নর্ডসন্ (Nordhausen) সালফিউরিক্ এসিড্ প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। হিরাকসের দ্রাবণ বায়ুস্পৃষ্ট হইলে বেসিক্ ফেরিক্ সাল্‌ফেট্ জন্মিয়া থাকে।

ফেরাস্ কার্ব্বণেট।—হিরাকসের দ্রাবকে কার্ব্বণেট্ অব্ সোডা সংযোগ করিলে শ্বেতবর্ণের কার্ব্বণেট্ অধঃস্থ হয়, কিন্তু হাইড্রেটের ন্যায় বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংযোগে ফেরিক্ হাইড্রেট হইয়া থাকে।

ফেরাস্ ফস্ফেট্।—ফস্ফেট অব্ সোডার দ্রাবণ হিরাকসের দ্রাবণে ঢালিয়া দিলে শ্বেতবর্ণের ফেরাস্ ফস্ফেট্ অধঃপতিত হয়।

ফেরিক্ অক্সাইড।—ফেরিক্ ক্লোরাইডের দ্রাবকে ক্ষারঘটিত দ্রাবক মিশ্রিত করিবামাত্র পাটকিলা বর্ণের গুঁড়াবৎ পদার্থ নীচে পড়ে। ইহাকে হাইড্রেট কহে। হাইড্রেটের জল বিদূরিত করিলে অক্সাইড পাওয়া যায়। ফেরিক্ অক্সাইড ক্ষারাদি পদার্থে দ্রবীভূত হয় না। ইহা এসিডে গলিয়া থাকে।

ফেরসো-ফেরিক্ অক্সাইড।—সমভাগ ফেরাস্ এবং ফেরিক্ সাল্ফেটের দ্রাবকে আমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ প্রয়োগ করিলে কৃষ্ণবর্ণ অধঃস্থ হয়। উহা নাইট্রিক্ এবং হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডে দ্রবণীয়।

ফেরিক্ ক্লোরাইড।—ফেরিক্ অক্সাইডকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত করিলে ইহা প্রস্তত হয়; অথবা লৌহকে হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রবীভূত করিয়া, পরে উহার সহিত নাইট্রিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া ফুটাইলেও ফেরিক্ ক্লোরাইড্ প্রস্তত হইতে পারে।

জলশূন্য ফেরিক্ ক্লোরাইড প্রস্তত করিতে হইলে লোহিতো-ত্তপ্ত লৌহের সহিত ক্লোরিণ বাষ্প সংযোগ করিতে হয়। ইহা অতিশয় জলশোষক। জলে, আল্কোহলে এবং ইথারে দ্রবীভূত হয়।

ফেরিক্ সাল্ফেট্।—হিরাকসের সহিত সাল্ফিউরিক্ এসিড মিশ্রিত করিয়া এই মিশ্রণের সহিত পুনরায় নাইট্রিক্ এসিড সংযোগ করিয়া ফুটাইলে ফেরিক্ সাল্ফেট প্রস্তত হইবে। হাইড্রেট, কার্ব্বণেট্, ফস্ফেট্ এবং সাল্ফাইড ব্যতীত ফেরো-সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের দ্রাবকযোগে ফেরাস্ শ্রেণীর লবণসমূহ শ্বেতবর্ণের যৌগিকরূপে অধঃস্থ হয়। বায়ুর সংযোগে উহা ক্রমে নীলবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। ফেরিডসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়াম্ মিশ্রিত করিলে গাঢ় নীলবর্ণের অধঃপাতন ঘটে। ইহাকে টার্ণবুল্ ব্লু বলে। সাল্-ফোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত ফেরাস্ শ্রেণীর লবণদিগের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

ফেরিক্ শ্রেণীর যৌগিকদিগের ক্ষারাদি পদার্থের দ্বারা হাইড্রেট হয়। ক্ষারঘটিত সাল্ফাইডের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণের সাল্ফাইড অধঃস্থ হয় এবং তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত থাকে। ফেরাসে তাহা থাকে না।

ফেরোসায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সহিত গাঢ় নীলবর্ণ অধঃস্থ হয়। ইহাকে প্রুসিয়ান্ ব্লু কহে। ফেরিড সায়ানাইড অব্ পোটাসিয়ামের সংযোগে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না। এই লক্ষণের দ্বারা ফেরাস্ এবং যৌগিকদিগকে পৃথক্ করা যায়। সালফো-সায়ানাইডের সহিত গাঢ় রক্তবর্ণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ফেরাসে তাহা হয় না।

বাণিজ্য।

এই ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারোপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গেই জনসমাজে ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতবাসিগণ লৌহপাত্রের ব্যবহার জানিতেন। তৎকালে ভারতীয় লৌহ-পাত্রাদি দেশান্তরে পরিচালিত ও বিক্রীত হইত কি না, তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই। তবে বহু প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিকের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্যসংস্রব থাকায় অনুমান হয় যে, প্রাচীন সভ্যতার আদর্শক্ষেত্র ভারত হইতে লৌহ-নির্ম্মিত পাত্রাদি, অথবা ইস্পাত প্রভৃতি ভারত হইতে সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও রপ্তানী হইত।

মহিসুর, সালেম প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বহুপ্রাচীন কাল হইতে ইস্পাত প্রস্তত হইত। তথাকার লোকে খনিজ Magnetite লৌহ গলাইয়া আঘাত সহনশীল (Malleable) একপ্রকার নরম লৌহ ঢালিয়া লইত। এখনও তথায় সেই প্রথা চলিতেছে। ঐ লৌহ শীতল হইলে তাহারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে অগ্নিবৎ তপ্তোজ্জ্বল করিয়া হাতুড়ীযোগে পিটিয়া একখানি চৌকা থামি প্রস্তত করে। ঐ থামি গুলি সাধারণতঃ ১২″ × ১½ × ½ পরিসরযুক্ত হইয়া থাকে। পরে ঐ থামিগুলি অগ্নিযোগে উপর্য্যুপরি পিটিবার পর উপযুক্ত অবস্থায় আসিলে, তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লয়। অনন্তর তাহারা সেই খণ্ড গুলি বিভিন্ন মুচীতে পুরিয়া, প্রত্যেক মুচির মধ্যে লৌহ-পরিমাণের দশমাংশ Cassia auriculata বৃক্ষের শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড মিশ্রিত করিয়া দেয়। মুচীতে লৌহ ও কাষ্ঠখণ্ড রাখিবার পূর্ব্বে তাহারা অভ্যন্তরের চতুর্দ্দিকে Asclepias gigantea, অথবা Convolvulus laurifolia নামক বৃক্ষদ্বয়ের কাচা পাতা পাতিয়া তদুপরে লৌহ ও কাষ্ঠখণ্ডগুলি স্থাপনপূর্ব্বক উপরে আর একখানি পাতা চাপা দিয়া মুচীর মুখে মৃত্তিকার প্রলেপ দিতে হয়। পরে একটী ক্ষুদ্র চুল্লীতে ঐ মুচী স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে বাষ্পতাড়না* করিতে হয়। আড়াই ঘণ্টাকাল এইরূপ প্রখর উত্তাপে মুচিগুলি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে মুচী নামাইয়া রাখে। উহা শীতল হইলে পর, মুচী ভাঙ্গিয়া তদভ্যন্তরে যে ইস্পাতপিণ্ড থাকে তাহা বাহির করিয়া পুনরায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অতঃপর তাহারা ঐ ইস্পাতপিণ্ডকে কএক ঘণ্টা অগ্ন্যুত্তাপে রাখিয়া দেয় বটে, কিন্তু আর দ্রব হওনযোগ্য তাপদান করে না, বরং উল্টাইয়া পাল্টাইয়া উহার গাত্রে জাঁতাদ্বারা বায়ুসন্তাড়ন করিতে থাকে। এইরূপে যখন ঐ লৌহপিণ্ড যথা-প্রক্রিয়ায় ইস্পাতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে হাতুড়ীর দ্বারা পিটিয়া ছোট ছোট ইস্পাত দণ্ডরূপে বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দেয়। দাক্ষি-ণাত্যে এই ইস্পাত 'বুৎজ' (wootz)† নামে পরিচিত। ১৭৯৫

* চলিত কথায় "তাওয়ান" বলে। সেক্রা বা স্বর্ণকারগণ সোণা গলা-ইবার কালে 'ধন্‌কা' বা জাঁতা দিয়া যেরূপ হাপোড়ের নীচে ও উপরে বেগে বায়ু সঞ্চালিত করিয়া অগ্নির তেজ প্রখর রাখে সেইরূপ।

† কণাড়িভাষায় 'উকু' শব্দ ইস্পাত অর্থবোধক। উহা সাধারণতঃ 'বুকু' রূপে উচ্চারিত হয়। বুকু হইতে পরে বুক্ বা বুত্জ শব্দ অনুকৃত হইয়া

খৃষ্টাব্দের ১১ই জুন George Pearson M D রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে "Experiments and observations to investigate the nature of a kind of steel, manufactured at Bombay and there called wootz……" †। ইহার পর Mr. Heath একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়া বুৎজের বাণিজ্য ও উপযোগিতা প্রকাশ করেন। ‡

আমরা পেরিপ্লাসের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সেই সময়ে ভারতীয় ইস্পাতের বহুল খ্যাতি ছিল। প্রাচীন আরবীয় কবিতাসমূহে সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় ইস্পাত-নির্ম্মিত তরবারির উল্লেখ আছে। প্রাচীন স্পেনবাসীর নিকট ইহা অল্-হিন্দে নামে পরিচিত ছিল। পারসিক বণিকগণ উহাকে 'হুন্দ্বানী' বলিতেন। মার্কোপোলের বিবরণীতে উহা "ওন্দানিক্" (ondanique) শব্দে বিবৃত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে পর্তুগীজ বণিক্‌গণ কানাড়া উপকূলস্থিত ভাটকল প্রভৃতি স্থান হইতে লৌহ লইয়া য়ুরোপে রপ্তানী করিতেন। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে পর্তুগালরাজ গোয়ার গবর্ণরকে একখানি আদেশপত্রে লিখিয়া পাঠান যেন তিনি প্রচুর লৌহ ও ইস্পাত চেউল বন্দর হইতে আফ্রিকার উপকূলে এবং লোহিত-সাগরতীরবর্ত্তী তুর্কজাতির মধ্যে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। (Archivo Port. Orient, Fasc. 3, 318)

Wilkinson কৃত Engines of war (১৮৪১ খৃঃ) নামক পুস্তকে এবং Percy রচিত ধাতববিজ্ঞান (Metallurgy, Iron and Steel) গ্রন্থে "বুৎজ্" নামক ইস্পাতের বিশেষ প্রশংসা আছে। তাঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন যে, ডামাস্কাসের বিখ্যাত তরবারির ফলক ভারতীয় বুৎজ ইস্পাত হইতেই নির্ম্মিত হইত।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় লৌহ অপেক্ষা য়ুরোপীয় লৌহেরই আদর অধিক। ইহা হইতে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য হাতা, বেড়ী, খুন্তি, ঝাঁঝরী, কড়া, তসলা প্রভৃতি পাত্র এবং কড়ি, বরগা, থাম, কল, কব্জা প্রভৃতি সকলই প্রস্তুত হইতেছে। রেল-পথ, সেতু প্রভৃতি অনেকানেক সুবৃহৎ অসংসাহসিক কার্য্যও লৌহের দ্বারা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। লৌহের ইস্পাত হইতে ইঞ্জিন্ প্রস্তুত হয়।

২ ছাগবিশেষ। "অজেন বাপি লৌহেন মধাস্বেব যতব্রতঃ।" (ভারত ১৩৷৮৮৷১৩)

লৌহকচূর্ণ, চিকিৎসাসারোক্ত চূর্ণৌষধভেদ।

থাকিবে। অধিক সম্ভব, ইস্পাতার্থবোধক এই উকু শব্দই পরে ইস্পাতজ্ উকো নামক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

† Philos. Transactions for 1795, pt II.

‡ Journ. Roy. As. Soc, Vol. V, p. 390.

লৌহকান্তক (ক্লী) কান্তলোহ। (রাজনি°)

লৌহকিট্ট (ক্লী) মণ্ডূর।

লৌহচারক (পুং) লৌহেন লৌহনিগড়েন চারঃ প্রচারো যত্র। নরকভেদ। যেখানে নিগড়ে বন্ধন করিয়া সাজা দেওয়া হয়। [লৌহদারক দেখ]

লৌহজ (ক্লী) লৌহাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ মণ্ডূর। (রত্নমালা) ২ বর্ত্তলৌহ, চলিত বিদরী। (রাজনি°)

লৌহদাহ (পুং) অশ্বচিকিৎসাভেদ। বায়ুপ্রকোপাদি হেতু অশ্বশরীরে রোগ জন্মিলে লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধকরণরূপ ব্যাপারভেদ।

লৌহনিরুত্থীকরণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে লৌহভস্মীকরণ।

লৌহনিরুত্থীকরণমিত্রপঞ্চক (ক্লী) ঘৃত, মধু, কুঁচ, সোহাগা ও গুগ্‌গুলু পাচটী পদার্থ ধাতুপদার্থে সংযুক্ত হয় বলিয়া মিত্রপঞ্চক নামে অভিহিত। মিত্রপঞ্চকসহ বিপক্ব ও মৃত লৌহ সংযত না হইলেও ৪ রতি মাত্রা সেবন করা যাইতে পারে। (রসেন্দ্রসারস°)

লৌহপত্রী (স্ত্রী) ১ লৌহচটকা, লোহার চটা। ২ লৌহ মারণ। ৩ লৌহপুর, একটী প্রাচীন নগর। (ভবিষ্যব্রহ্মখণ্ড ৭।৩২)

লৌহপর্পটী, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ২ তোলা লৌহ মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে কোন লৌহপাত্রে ঘৃত মাখাইয়া তাহাতে কজ্জলী স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদিত করিবে। দ্রবীভূত হইলে কদলী পত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া লইবে। ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। এক সপ্তাহ বা ২ সপ্তাহ পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সেবনীয়। অনুপান শীতল জল অথবা জীরা ও ধনের ক্বাথ। ঔষধ সেবনকালে বিদাহী ও শাকাদি দ্রব্য এবং চিন্তা, মৈথুন প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। লৌহপর্পটী সেবন করিলে গ্রহণী, সূতিকা, অতীসার, পাণ্ডু, কামলা, অগ্নিমান্দ্য ও ভস্মক প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণ্যধি°)

লৌহপর্পটীরস, শ্বাসকৃচ্ছ্র ও কাসাদি রোগনাশক ঔষধ-ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ ভাগ এবং লৌহ ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া বটী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ব্রহ্মযষ্টি, মুণ্ডিরী, বক, ত্রিফলা, জয়ন্তী, নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, ঘৃতকুমারী ও আদা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে সাত সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে তাম্রপাত্রে রাখিয়া গন্ধ নির্গত হওয়া পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। দুই রতি পরিমাণ এই ঔষধ পাণের রস, পিপুল,

স্বরস কাথ, অথবা বাসক পাতার রস অনুপানে সেবন করিলে শ্বাস কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। তেঁতুল, তৈল, বেগুণ, কুষ্মাণ্ড, কলা, মাংসযুষ ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। এই ঔষধে লৌহের পরিবর্তে তাম্র দিয়া পাক করিলে তাম্রপর্পটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তাম্রপর্পটী দেখ।]

লৌহবন্ধ (পুং ক্লী) লৌহস্য বন্ধমিব বন্ধনং যত্র। লোহার শৃঙ্খল। শিকলী।

লৌহভাণ্ড (পুং) লৌহস্য ভাণ্ডমিবাকৃতির্যত্র। অশ্মভাল। (শব্দচ০) চলিত কথায় হামানদিস্তা বলে। (ক্লী) লৌহনির্ম্মিত পাত্র বা ভাণ্ড।

লৌহভূ (স্ত্রী) লোহস্য ভূরিব। ১ কটিনী নামক লৌহপাত্র বিশেষ, চলিত কথায় কটাহ।

'লৌহাস্মা চাযুগা লৌহা লৌহভূঃ কটিনীত্যপি॥' (শব্দচ০)

লৌহভেকীবীজ (ক্লী) রসজারণ বীজভেদ।

(রস° চিন্তা০ ৩ অঃ)

লৌহময় (ত্রি) ১ লৌহমণ্ডিত। ২ লৌহবিনির্ম্মিত।

লৌহমল (ক্লী) লৌহস্য মলম্। লোহকিট্ট, মণ্ডূর। ইহার বিষয় ভৈষজ্য-ধন্বন্তরিতে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সন্তো লৌহমলাজ্যমাক্ষিকসিতাভাগাঃ সমামানতঃ
পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তর্মথিতং সংস্থাপয়েদাতপে।
পশ্চাত্তদ্‌ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ
পাত্রে তাম্রময়ে বিধেয়মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে॥
পশ্চাম্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং জগ্ধ্বা জলং শীতলম্
পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্যবিরতোহস্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্ন রৈঃ।
জেতুং শূলহুতাশমান্দ্যকসনশ্বাসাম্লপিত্তজ্বরো-
ন্মাদাপস্মৃতিমেহসর্ব্বজঠরাজীর্ণাদিসর্ব্বারুজঃ॥"(ভৈষজ্যধন্বন্তরি)

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস, প্লীহারোগনিবারক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী :—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, মনঃশিলা, বিষমুষ্টি, কড়ি, তুঁতে, শঙ্খ,রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, সাচিক্ষার, যবক্ষার, জয়পাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গু ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকে সমভাগ সূর্য্যাবর্ত্ত রসে ও বেলপাতার রসে সাত সাত বার ভাবনা দিয়া পরে পুনরায় সূর্য্যাবর্ত্তরসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। ইহাতে প্লাহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, অগ্রমাস, শোথ, উদরী, বাতরক্ত ও বিদ্রধিরোগের শান্তি হইয়া থাকে।

লৌহযন্ত্র (পুং) লৌহেন নির্ম্মিতঃ যন্ত্র ইব। ১ লোহার কল (ইঞ্জিন প্রভৃতি)। ২ রসায়নোক্ত ভাণ্ড বিশেষ। ইহাতে ঔষধাদি পাক করিতে হয়।

লৌহরসায়ন, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—শ্লথ পোট্টলী-বদ্ধ গুগ্‌গুল, তালমূলী, ত্রিফলা, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, তেউড়ী, ভূকদম্ব, নিসিন্দা, চিতামূল, সিজমূল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই কাথ বস্ত্রপূত করিয়া তাহার সহিত চিনি ১ সের ও উক্ত গুগ্‌গুলু ১০ পল মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনন্তর কোন তাম্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত ৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১২ পল দিয়া তাহার সহিত চিনি ও গুগ্‌গুল মিশ্রিত কাথ জল দিয়া পাক করিবে। আসন্ন পাকে শিলাজতু ২ পল, এলাইচ ৪ তোলা, গুড়ত্বক্ ৪ তোলা, বিড়ঙ্গ ২ পল, মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, ত্রিফলা প্রত্যেক ২ পল, এই সমস্ত চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া শিলায় পেষণ করিয়া ঘৃত পাত্রে রাখিবে। মাত্রা ৪ মাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও ছাগাদি জাঙ্গল মাংসের যূষ। ইহাতে মেদোরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হইয়া থাকে। কদলী, কন্দমূল, কাঁজি, করমচা, করীর ও করলা এই সমুদয় বর্জ্জনীয়। (ভৈষজ্যরত্না° মেদোঽধিকার)

লৌহবিশুদ্ধিদ (পুং) টঙ্কণক্ষার, সোহাগা। (রসেন্দ্রসার°)

লৌহশঙ্কু (পুং) লৌহস্য শঙ্কু যত্র। ১ নরকবিশেষ, এখানে পাপীদিগকে সূচীদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২ লৌহনির্ম্মিত কীলক মাত্র।

লৌহশাস্ত্র (ক্লী) স্বর্ণাদি অষ্টধাতুর ব্যবহার ও উপযোগিতা-নির্দ্দেশক গ্রন্থ বিশেষ।

লৌহশোধন (ক্লী) লৌহস্য শোধনং। লৌহ নামক ধাতু বিশুদ্ধাবস্থায় আনয়ন করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ। লৌহকে অগ্নিযোগে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া সাতবার কদলীমূলের রসে নিমজ্জিত করিলে, অথবা অষ্টগুণ জলে বিপক্ব এবং চতুর্থ ভাগাবশিষ্ট ২ সের ত্রিফলার কাথে, সপ্তপত্রবিভক্ত ১৷০ সের লৌহ আগুনের উত্তাপে লাল করিয়া সাতবার নিক্ষেপ করিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়।

কান্তি আদি লৌহকে পাত করিয়া স্বর্ণমাক্ষিক, ত্রিফলাচূর্ণ ও শালিঞ্চ শাকের রস মাখাইয়া ক্রমশঃ অগ্নির উত্তাপে পোড়াইয়া লালবর্ণ করিবে। তদনন্তর তাহা জলে ডুবাইয়া হস্তিকর্ণ, পলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধদারক, মাণ, ওল, হাড়যোড়া, শুষ্ঠী, দশমূল, মুণ্ডিরী ও তালমূলী নামক দ্রব্য প্রত্যেকের কাথে বা রসে যত্নপূর্ব্বক পুট দিলে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। গজপিপ্পলী, শ্বেতবেড়েলা, গুড়ূচী, অপামার্গ,ক্ষুদ্র ন'টে, পুনর্নবা এই সকল পুরাতন মণ্ডূরের ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিন্যস্ত করিয়া গোমূত্র দ্বারা তিন দিন পাক করিয়া ঢাকা দিবে। ঐরূপে তিন দিন রাখিয়া দিলে অন্তর্বাষ্পে উহা নিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া আসিলে, উহাকে বাহির করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ও শুকাইয়া লইবে।

লৌহা (স্ত্রী) লৌহভূ। (শব্দচ°)

লৌহাচার্য্য (পুং) ১ ধাতুবিজ্ঞান-(Metallurgy)-শিক্ষাদাতা। ২ লৌহশিল্পজ্ঞ।

লৌহাত্মা (স্ত্রী) লৌহ আত্মা যস্যাঃ। লৌহভূ।

লৌহামৃতলৌহ, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার°)

লৌহায়ন (পুং) লৌহের গোত্রাপত্য।

(পা ৪।১।৯৯ নড়াদিগণ)

লৌহায়স (ত্রি) ধাতুনির্ম্মিত।

লৌহাসব, জররোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, মুতা, চিতামূল প্রত্যেক চূর্ণ ৪ পল, মধু ৮ সের, গুড় ১২॥০ সের ও জল ১২৮ সের এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুম্ভে রাখিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়া এক মাস রাখিবে। ইহাতে ঔষধ সমস্ত অন্তরুৎসিক্ত হইয়া আসবরূপে পরিণত হয়। ইহা সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি এবং জীর্ণজ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

লৌহি (পুং) অষ্টকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

লৌহিত (পুং) লোহিতঃ ইতি লোহিতশব্দাৎ স্বার্থে ষ্ণ (অণ্) প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ শিবের ত্রিশূল। (ত্রি) লোহিত-সম্বন্ধীয়।

লৌহিতধ্বজ (পুং) লোহিতধ্বজের মতানুবর্ত্তী সম্প্রদায়-ভেদ। (পা° ৫।৩।১১২)

লৌহিতাশ্ব (পুং) লোহিতাশ্বের বংশধর।

লৌহিতীক (ত্রি) লোহিত ইব। লোহিত-(কর্ক-লোহিতা-দীকক্। পা ৫।৩।১১০) ইতি ঈকক্। ১ লোহিতবর্ণতুল্য। ২ স্ফটিক।

লৌহিত্য (পুং) লোহিতস্য ভাবঃ। লোহিত-ষ্যঞ্। লোহিতত্ব। (মেদিনী)

(পুং) লোহিত ইব। স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সাগরভেদ। (শব্দমালা) সম্ভবতঃ ইহাই আরব ও আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী লোহিতোপসাগর (Red sea)। ইহার জল ঘোর লোহিতবর্ণ এবং জলের আভ্যন্তরিক তাপও নিতান্ত কম নহে। সুয়েজ-খাল কাটা হইবার পর লোহিত-সাগরের সহিত ভূমধ্য সাগরের সংযোগ ঘটিয়াছে। [সুয়েজ দেখ।]

২ নদবিশেষ, ইহার অপর নাম ব্রহ্মপুত্র নদ। কালিকা-পুরাণে ব্রহ্মপুত্র লৌহিত্যের উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—হরিবর্ষে শান্তনুমুনি বাস করিতেন, তিনি হিরণ্যগর্ভ-মুনিকন্যা অমোঘাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। শান্তনু স্বীয় প্রিয়-তমা পত্নী লইয়া কখন কৈলাসে, কখন চন্দ্রভাগার উৎপাদক বৃহৎ লৌহিত্য সরোবর তীরে কখন বা গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন। একদিন তপস্বী শান্তনু ফল পুষ্প চয়নোদ্দেশে বনান্তরে গমন করিলে, অবসর পাইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মা শান্তনুভার্য্যা অমোঘার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই সুরসুন্দরী দেবজনমনোলোভা যুবতী অমোঘার অসামান্য রূপ-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া মদনপীড়ায় সাতিশয় ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কামশরে প্রপীড়িত হইয়া ব্রহ্মা সেই মহাসতী অমোঘাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতে ধাবমান হইলেন। সতী বলাৎকারের ভয়ে আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে আশ্রম মধ্যেই বিধাতার রেতঃস্খলন হইল, ব্রহ্মাও প্রস্থান করিলেন। শান্তনু আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হংসপদচিহ্ন ও ব্রহ্মবীর্য্য নিরীক্ষণপূর্ব্বক তদ্বিবরণ জানিবার উদ্দেশে বিস্ময়বিহ্বল হৃদয়ে স্বীয় পত্নীকে প্রশ্ন করিলেন। অমোঘার মুখে ব্রহ্মার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়া তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং দিব্য জ্ঞানবলে জগতের হিতার্থে তীর্থোৎ-পাদন দেবগণের অভীষ্ট জানিয়া তিনি স্বীয় পত্নীকে সেই ব্রহ্মবীর্য্য পান করিতে আদেশ করিলেন। পতি পত্নীতে অনেক বাদানুবাদের পর শান্তনু পত্নীর পরামর্শানুসারে সেই ব্রহ্মবীর্য্য পান করিয়া পরে স্বয়ং সেই তেজ অমোঘাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে, অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। কালে সেই গর্ভ হইতে জলরাশি ভূমিষ্ঠ হইল। সেই জলরাশি মধ্যে নীলাম্বরপরিহিত রত্নমালা-বিভূষিত উজ্জ্বল কিরীটধারী চতুর্ভুজ পদ্মবিদ্যাধ্বজশক্তিধারী আরক্ত গৌরবর্ণ ও শিশুমার মস্তকারূঢ় এক পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন। শান্তনু সেই জলময় পুত্রকে কৈলাস (উত্তরে), সম্বর্ত্তকাদি (পূর্ব্বে), গন্ধমাদন (দক্ষিণে) এবং জারুধি (পশ্চিমে) শৈল চতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকাগর্ভে স্থাপিত করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন বৃদ্ধি পাইলেন। মাতৃহত্যা পাপমোচনার্থ জামদগ্ন্য পরশুরাম ঐ ব্রহ্মপুত্র মহাকুণ্ডে স্নানার্থ আগমন করেন। তিনি স্বয়ং পাপ মুক্ত হইবার পর, লোকহিতাভিলাষে পরশু-সাহায্যে হেম শৃঙ্গগিরি বিভেদপূর্ব্বক উপযুক্ত পথ করিয়া লৌহিত্যকে অবতারিত করেন। ঐ নদ কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃত বলিয়া উহার আর একটী নাম লৌহিত্য হইয়াছিল। কামরূপ পরিপ্লাবিত এবং সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া লৌহিত্য দিব্য-যমুনা সঙ্গে দক্ষিণসাগরের অভিমুখে চলিলেন। মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ যোজন অতিক্রম করিয়া যমুনা পুনরায় ঐ লৌহিত্যনদে মিলিত হইলেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে লৌহিত্য জলে স্নান করিয়া

থাকেন, তিনি কৈবল্য ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। (কালিকা-পুরাণ জামদগ্ন্যোপাখ্যান ৮৪।৪৫ অঃ।)

বর্ত্তমান লোহিত নদী ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখারূপে আসামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত রহিয়াছে। শিবসাগর ও লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া এই নদী দক্ষিণপশ্চিম গতিতে প্রায় ৭০ মাইল অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরী সঙ্গমের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমনিবন্ধন উভয় নদীর মধ্যে দ্বীপাকার যে বালুকাময় চরভূমি নিপতিত আছে, তাহা 'মজুলিচর' নামে খ্যাত। সুবর্ণশ্রী নদী ইহার দক্ষিণকূলে আসিয়া মিশিয়াছে।

লৌহিত্যায়নী (স্ত্রী) লৌহিত্যের গোত্রাপত্য স্ত্রী। (পা ১।৪।১৮)

লৌহেষ (ত্রি) লৌহময় ঈষাযুক্ত। শকটাদির চক্রদণ্ড-সংলগ্ন লৌহদণ্ড। (পা° ৬।৩।৩৯)

ব্লী, শ্লিষি। সংশ্লিষ্টকরণ। (কবিকল্পদ্রুম) ক্র্যাদি° পর° সক° অনিট্। ওষ্ঠ্যবর্গান্তোপধঃ। ব্লিনাতি ব্লীনঃ ব্লীনিঃ। "অন্তঃস্থান্তোপধ ইতি।" (রমানাথ)

ল্যুট্, ব্যাকরণোক্ত কৃৎ প্রত্যয় সংজ্ঞাভেদ।

ব্লী, গত্যাম্। গতিঃ। (কবিকল্পদ্রুম) ক্র্যা° পর° সক° অনিট্। বকারোপধঃ। ব্লীনাতি ব্লীতঃ ব্লীতিঃ। ব্লিনাতি ব্লীনাতি ব্লীনঃ ব্লীনিঃ। 'গিনৈব ক্র্যাদিত্বসিদ্ধৌ গকরণং প্বাদিত্ববিকল্পার্থম্।' (দুর্গাদাস)

ব

ব, বকার। ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত উনত্রিংশবর্ণ, ইহা অন্তস্থবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'অন্তস্থা য র ল বাঃ।' (কলাপব্যাকরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে,—

"ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজৎ ভগবানজঃ।

অন্তস্থোষ্মস্বরস্পর্শহ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥" (ভাগ° ১২।৬।৪৩)

'ততস্তেভ্যোঽক্ষরাণাং সমাম্নায়ং সমাহারং তমেবাহ— অন্তস্থা যরলবাঃ। উষ্মাণঃ শষসহাঃ, স্বরা অকারাদ্যাঃ স্পর্শাঃ কাদয়ো মাবসানাঃ। হ্রস্বদীর্ঘাশ্চ, আদিশব্দাৎ জিহ্বামূলীয়াদয়ঃ। ত এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তম্।' (শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা)

কলাপমতে এই বকারের উচ্চারণস্থান দন্ত্য, কিন্তু অন্যত্র দন্তোষ্ঠ বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে—

"জিহ্বামূলে তু কুঃ প্রোক্তো দন্ত্যোষ্ঠো বঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥" (শিক্ষা ১৮)

মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস পবর্গীয় বকার ও অন্তস্থ ব'র উচ্চারণস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—'যবরলীয়বকারস্য প ফ ব ভ ম বা ইত্যেকপদোক্তা উৎপত্তিস্থানমোষ্ঠমুক্ত্বা দন্ত্য-কার্য্যার্থং দন্ত্যমধ্যেঽপি তথদধনলসা ব ইতি ভিন্নপদে পঠিতবান্। যথা সংবুবূর্ষতি ইত্যাদৌ বকারস্য ওষ্ঠত্বাৎ উর্ দন্ত্যত্বাৎ অনুস্বারস্য মকারো ন স্যাৎ। বৈদিকাস্ত অন্তোৎ-পত্তিস্থানং দন্ত এবেত্যাহুঃ। অতএব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদৌ তথৈবোচ্চারন্তি।"

বীজবর্ণাভিধানতন্ত্রে, রুদ্রযামলের মন্ত্রকোষে ও অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রে 'ব' বর্ণের যে কয়টী পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"বো বাণো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণো দেবসংজ্ঞকঃ।

তোয়ং লাস্তশ্চ বামাংশঃ॥" (বীজবর্ণাভিধান)

"বকারো বরুণো বাণঃ স্বেদঃ খড়্গীশ্বরো জবঃ॥" (রুদ্রযামলে মন্ত্রকোষ)

"বো বাণো বারুণী সূক্ষ্মা বরুণা দেবসংজ্ঞকঃ।

খড়্গীশো জ্বালিনীবক্ষঃ কলসধ্বনিবাচকঃ॥

উৎকারীশস্ত নাবীতো বজ্রা ক্ষিক্ সাগরঃ শুচিঃ।

ত্রিধাতুঃ শঙ্করঃ শ্রেষ্ঠো বিশেষো যমসাদনম্॥" (নানা তন্ত্রশাস্ত্র)

এই বর্ণ পঞ্চ প্রাণময়, ত্রিবিন্দু ও ত্রিশক্তি সমন্বিত, চতুর্ব্বর্গ-ফলদাতা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ। শিব আদ্যাশক্তিকে ইহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—

"বকারং চঞ্চলাপাঙ্গি কুণ্ডলী মোক্ষমব্যয়ম্।

পঞ্চপ্রাণময়ং বর্ণং ত্রিশক্তিসহিতং সদা॥

ত্রিবিন্দুসহিতং বর্ণমাত্মাদিতত্ত্বসংযুতম্।

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পীতবিদ্যুল্লতাহ্বয়ং॥

চতুর্ব্বর্গপ্রদং বর্ণং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।

ত্রিশক্তিসহিতং দেবি ত্রিবিন্দুসহিতং সদা॥" (কামধেনু তন্ত্র)

মহাশক্তিসম্পন্ন এই বর্ণের ধ্যানপ্রণালীও তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে; যথা—

"কুন্দপুষ্পপ্রভাং দেবীং দ্বিভুজাং পঙ্কজেক্ষণাম্।

শুক্লমাল্যাম্বরধরাং রত্নহারোজ্জ্বলাং পরাম্॥

সাধকাভীষ্টদাং সিদ্ধাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধসেবিতাম্।

এবং ধ্যাত্বা বকারং তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

বঙ্গীয় বর্ণমালায় লিখিত 'ব' অক্ষরের লিখন-প্রণালী—

"কোণত্রয়যুতা রেখা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা।

মায়াশক্তিঃ পরা নিত্যা ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে।" (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র)

সাধারণতঃ যে প্রণালীতে বাঙ্গালা বর্ণমালায় 'ব' অক্ষর লিখিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণরূপে উক্ত তন্ত্রবর্ণেরই অনুসৃত। প্রথমে উর্দ্ধ হইতে বামভাগে কোণাকারে একটী রেখা টানিয়া পরে তাহাকে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে নিম্নমার্গে নামাইয়া আনিতে হইবে। যখন নিম্নাভিমুখী এই দক্ষিণরেখা উর্দ্ধরেখার আরম্ভণ স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে, তখন উহাকে পুনরায় লম্বভাবে উর্দ্ধদিকে তুলিয়া ঐ আরম্ভণবিন্দুতে সংযুক্ত করিবে। এইরূপে বামাগ্রচূড় একটী উর্দ্ধায়ত ত্রিভুজ অঙ্কিত হইলে তাহার উর্দ্ধকোণে সোজাসুজি ভাবে একটী সরল রেখা টানিয়া লইবে।

ব (অব্য) ইব অর্থবোধক। এইরূপ।

"তাম্বূলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।

নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবং ব যশঃ পপুঃ॥" (রঘু° ৪।৪২)

ব (ক্লী) বা ল গমনহিংসয়োঃ কঃ। ১ প্রচেতা। (মেদিনী) ২ বরুণবীজ। (তন্ত্র)

ব (পুং) বানমিতি বা ভাবে ঘঃ। ১ সান্ত্বন। বাতি গচ্ছতীতি বাল-গমনে কঃ। ২ বায়ু। ৩ বরুণ। (মেদিনী) ৪ বাহু। ৫ মন্থন। ৬ কল্যাণ। ৭ বলবান্। ৮ বসতি। ৯ বরুণালয়। (শব্দচ°) ১০ শার্দ্দূল। ১১ বস্ত্র। ১২ শালুক। ১৩ বন্দন।

ব [স্] (ত্রি) যুষ্মান্, যুষ্মভ্যম্ যুষ্মাকম্ শব্দার্থ। যুষ্মৎ

শব্দের দ্বিতীয়া, চতুর্থী ও ষষ্ঠীর বহুবচনে এইরূপ হইয়া থাকে।

"পুষ্ণাতু বো নোঽপি হরির্ধনং বো।
দদাতু নো হস্তশুভানি বো নঃ॥" (মুগ্ধবোধ)

বৈয়াকরণগণ বলেন, পাদবাক্যাদিতে ইহার প্রয়োগ হয় না।

বংক্ষু (বক্ষু) ইক্ষুনদ। বর্ত্তমানে Oxus নামে পরিচিত। ইহা মধ্য-এসিয়ার একটী সুবৃহৎ নদী। এই নদীর অধিকাংশ তাতার-রাজ্যে প্রবাহিত। পামীরের সমুচ্চ অধিত্যকায় (অক্ষা° ৩৭°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩°৪০´ পূঃ) সরীকুল হইতে বাহির হইয়া তুর্কিস্তানকে পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া বোখারার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও তাতারের সুবিস্তৃত মরুস্থল ভেদ করিয়া ১৩০০ মাইল গিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া আরল সাগরে মিলিত হইয়াছে। পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বে এই নদী কাস্পীয় সাগরে মিলিত ছিল, তৎপরে গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

অনেকের বিশ্বাস যে, এই অক্ষু (Oxus) বা বংক্ষু নদীর কূলেই আর্য্যজাতির নিবাস ছিল। এই সুপ্রাচীন নদী দিয়াই আর্য্য সভ্যতা সুদূর য়ুরোপখণ্ডে প্রসারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো,হেরোদোতাস্ প্রভৃতির বিবরণী হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে এখানে শকজাতির আধিপত্য ছিল এবং এই নদী ইরাণ ও তুরাণ রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়া ছিল। তুরাণের উত্তরাংশ মৎস্যপুরাণ ও মহাভারতে শাকদ্বীপ নামে প্রথিত হইয়াছে। [শাকদ্বীপ দেখ] মৎস্য ও মহাভারতে শাকদ্বীপের সীমায় যে ইক্ষু নদীর উল্লেখ আছে, তাহাই বর্ত্তমান অক্ষু নদী। পুরাণ মতে বংক্ষু নদী জম্বুদ্বীপে প্রবাহিত। পুরাণের অনুবর্ত্তী হইলে মনে হইবে যে শাকদ্বীপের সীমায় যে অংশ প্রবাহিত, তাহা ইক্ষু এবং জম্বুদ্বীপে যে অংশ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বংক্ষু নামে খ্যাত ছিল।

এই নদীতীরে "বক্ষ" বা "বখম্" জাতির বাস থাকায় * ইহার বংক্ষু নাম হইয়া থাকিবে। এখানে সূর্য্য ও অগ্নি উপাসক শকগণের অভ্যুদয়ের পর বিশেষ বৌদ্ধপ্রভাব ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক এই নদী তীরে বহুতর বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ও অশোক স্তূপের নিদর্শন দেখিয়া গিয়াছিল। তিনিও এই নদীকে পোৎসু বা বক্ষু নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় অনবতপ্ত (বর্ত্তমান সরীকুল) হ্রদের পূর্ব্বাংশ হইতে গঙ্গা, দক্ষিণ হইতে সিন্ধু, পশ্চিম হইতে বক্ষু এবং উত্তরাংশ হইতে সীতা নদী বাহির হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক এই স্থান দর্শন করিয়া যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণের বর্ণনার সম্পূর্ণ মিল আছে। চীনপরিব্রাজক যাহাকে "অনবতপ্ত" হ্রদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই পুরাণে "বিন্দুসর" বলিয়া পরিচিত। [বিন্দুসরঃ দেখ]

* Wood's Journey to the source of the Oxus, p. xxiii.

বংশ (পুং) বমতি উদ্গিরিত পুরুষান্ বয়্যতে ইতি বা। টু বম উদ্গিরণে ইতি ধাতোর্যদ্বা বন শব্দে ইতি ধাতোর্বাহুলকাৎ শঃ। যদ্বা, বষ্টি উশ্যতে ইতি বা বশ কান্তৌ অব্ ঘঞ্ বা। ততো মুম্। ১ পুত্রপৌত্রাদি। পর্য্যায়—সন্ততি, গোত্র, জনন, কুল, অভিজন, অন্বয়, অন্ববায়, সন্তান, নিঘন, জাতি। (জটাধর)

বিদ্যা ও জন্মদ্বারা একলক্ষণাক্রান্ত কুলপরম্পরাগত সন্তানই বংশ পদবাচ্য। ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার এ বিষয়ে ঐরূপ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন,—"কুলঞ্চ বিদ্যয়া জন্মনা বা প্রাণিনামেকলক্ষণঃ সন্তানো বংশঃ।' (জয়াদিত্য) সুভূতি বলিয়াছেন,—"ধনেন বিদ্যয়া বা খ্যাতস্যাপত্যধারা বংশঃ।" অর্থাৎ ধন ও বিদ্যা-গৌরবে প্রসিদ্ধ অপত্যধারার নামই বংশ। 'বমতি উদ্গিরতি পূর্ব্বপুরুষান্ বংশনামীতি শঃ।' (অমরটীকায় ভরত)

"ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥" (রঘু ১।২)

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বকাল হইতে এখানে অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বীর্য্যশালী রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার ঘটিয়াছিল। ঐ সকল বিভিন্ন বংশীয় রাজসন্ততিপরম্পরা বিশেষ বিশেষ সময়ে স্থানবিশেষে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদিতে পৃথুবংশ, ভরতবংশ প্রভৃতি অনেকগুলি সুপ্রাচীন বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ সর্ব্বপ্রধান। সূর্য্য-বংশে মহারাজ মান্ধাতা, দিলীপ, রঘু ও দশরথাত্মজ শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণবিজয় সূর্য্য-বংশের প্রসিদ্ধির কারণ। চন্দ্রবংশে বহুশত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভারতীয় মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতেই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছি।

[সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ দেখ।]

এই চন্দ্রবংশের অন্যতম শাখা যদুবংশে ভগবদবতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বংশে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যাদব রাজবংশ সমুদ্ভূত। [যাদব রাজবংশ দেখ]

তুর্ব্বসুর বংশে (তুয়ার রাজবংশ?) উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

শকজাতির অভ্যুদয়ে ভারতে শককুষণবংশীয় বৈদেশিক রাজবংশের অধিষ্ঠান হয়। ঐ বংশীয় রাজগণ ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মা-ক্রান্ত হইয়া রাজপুত নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তদবধি রাজপুত সমাজে ৮৭ শাখায় বিস্তৃত অগ্নিকুলের উৎপত্তি হয়। পরমার

পরিহার, চৌলুক্য ও চাহমান এই চারিটী অগ্নিকুল। ইতিহাসে এই চারি বংশের প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় আছে।

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে জৈন ও বৌদ্ধ রাজবংশ ব্যতীত শিশুনাগবংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, যবনরাজবংশ, মিত্র, কাণ্ব ও অন্ধ্রবংশ প্রভৃতি বংশের খ্যাতি ভারতপ্রসিদ্ধ। শকবংশের বিলয় ঘটিলে ভারতে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় ঘটে। স্কন্দগুপ্তকে পরাভূত করিয়া তোরমাণ ভারতে হূণবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। মালবরাজ যশোবর্ম্মদেব হূণবংশীয় মিহিরকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া উজ্জয়িনী রাজবংশের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তদনন্তর মগধ, বলভী, উজ্জয়িনী স্থাণ্বীশ্বর, কনোজ প্রভৃতি জনপদে এক একটী প্রবল পরাক্রান্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূট বা রাঠোর-বংশ, ভোজ ও চন্দেল্ল এবং কনোজের আয়ুধরাজবংশের প্রভাব কাহারও অবিদিত নাই। এতদ্ভিন্ন ভারতের নানাস্থানে বুন্দেলা, জাট এবং নিজামশাহী, কুতবশাহী প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমানজাতি হইতে অনেকগুলি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

উত্তরভারতীয় ঐ সকল মহাপ্রভব আয়ুধ রাজবংশের সমকালে বাঙ্গালায় শূরবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন-বিবরণ বঙ্গবাসী মাত্রেরই জানা আছে। তাহার পর এখানে পাল ও সেনরাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেনবংশীয় নরপতি লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ্-ই-বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করেন।

ভারতে মুসলমান সমাগম হইতে এখানে গজনী, ঘোরী, দাসবংশ, খিলিজিবংশ, তোগলকবংশ, সৈয়দ, লোদী, সুর ও মোগলবংশ রাজত্ব করেন। তদনন্তর ইংরাজরাজবংশের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

২ পুত্র।

"নৃপস্য বংশঃ সুমতির্ভূতজ্যোতিস্ততো বসুঃ॥"

(ভাগ ৯।২।১৭)

বংশ (পুং) তৃণজাতিবিশেষ। চলিত কথায় বাঁশ বলে। ভূপৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন স্থানীয় জলবায়ুর তারতম্যানুসারে বিভিন্ন প্রকার বাঁশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্ বেন্থাম ও হুকার ২২ প্রকার বাঁশগাছের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভারত ও মলয়-প্রায়োদ্বীপের স্থানে স্থানে প্রায় ১৪ প্রকার বাঁশ দেখা যায়। এই বাঁশের দণ্ড, বাখারি, চটা ও চিয়াড়ী কাটিয়া ভারতবাসী নানারূপ গৃহকার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটী লম্বমান সুপক্ব বংশ খণ্ডাকারে কাটিয়া ঘরের খুঁটী, চালের বাতা, ডাশাঁ প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। বাখারি চিরিয়া প্রাঙ্গণের বেড়া ও ঘরের চালের পাটা দেওয়া হয়। বাঁশ কাটারি দ্বারা লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তদুপরি উপর্য্যুপরি আঘাত করিয়া চওড়া চটা প্রস্তুত করা হয়। উহা ঘরের দেওয়ালরূপে আঁটিয়া তদুপরি মৃত্তিকা লেপন করিলে পরিষ্কার দেওয়াল হইতে পারে। চিয়াড়ীর সরুমোটা অনুসারে ঝুড়ী, কুলা, চাটাই বা দরমা, ধুচুনী প্রভৃতি এবং অপেক্ষাকৃত মোটা বা সরু গোল শলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চিক্, ঝাঁপী, মাছধরা ঘূণী প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে।

এই বংশ শ্রেণীর মধ্যে বেউড় বাঁশ (Bambusa arundinacea) সর্ব্ববিষয়ে মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন দেশে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বাঁশ, কাটাঙ্গ, মগর বাঁশ, নলবাঁশ; বাঙ্গালা—বেহড় বা বেউড় বাঁশ, বাঁস; আসাম—ব্লাহ্, কোলকতঙ্গা; সাঁওতালী—মাট; গারো—বাহ্-কাওে; চট্টগ্রাম—বরিয়ালা; পঞ্জাব—মগর, নাল; গুজরাত—বংশ, কোঙ্কণ—কলক, পোদই; পঞ্চমহল—বশ; বোম্বাই—মন্দ্লে, মাণ্ডগয়; দাক্ষিণাত্য—ভাঁস, ছোট বাঁশ হইলে ভাঁসা ও বড় হইলে বাম্বু; গোঁড়—কটিবহুর; আরব—কাসাব, পারস্য—মই; তামিল—মনগল, মল্‌গিল; তেলগু—মুলকাশ, কঙ্ক, বোঙ্গা, বেছুরু, বোঙ্গ-বেছুরু, পোন্তে-বেদেরু, বেগ্নেমুরু, বেন্ন্র্শনি, বেন্ত্; কনাড়ী—বিদুরুলু, মথ—বা-নাহ্; ব্রহ্ম—ব-গ্নাক্যাৎ, ক্যাক্ৎবা; শিঙ্গাহর—কাটুউনা, উনা; চীন—ছুহ্, ইংরাজী—Bamboo। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহা উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের তৃণবিভাগের (Gramineæ) দণ্ডতৃণ (Bambuseæ) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃত পর্য্যায়—কীচক; ত্বক্‌সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন, কিষ্কুপর্ব্বা, রন্ত, তৃণকেতুক, কণ্ঠালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুদ্রুম, ধানুষ্য, দৃঢ়কাণ্ড, কিলাটী, পুষ্পঘাতক।

এই বংশতৃণ সাধারণতঃ ৪০।৫০ হাত অর্থাৎ ১০০ হইতে ১৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে লম্বা উঠিয়া থাকে। ক্ষুদ্রজাতীয় বাঁশঝাড় গুলি ৩০ ফিটের প্রায় কম হয় না। ভারত এবং পূর্ব্বভারতীয় জনপদসমূহে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল বাঁশ গাছ দেখা যায়, পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ তাহাদের আবয়বিক গঠন, দৈর্ঘ্যতা, গ্রন্থি ও পত্রপার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নে তাহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তিস্থান, উচ্চতা প্রভৃতি সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

১ *Bambusa affinis*—মার্ত্তাবানে জন্মে, মাথা ঝাঁকড়া ঝাকড়া, ১৫ হইতে ২০ ফিট্ লম্বা হয়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় থৈক্কা ও থিশে বলে।

২ *B. Agrestis*—জন্মস্থান চীন, কোচীন চীন ও মলয়-দ্বীপপুঞ্জ। বক্রাকার গঠন, ১ ফুট্ মোটা ও ১॥০ ফুট্ খাড়াই। ভিতর ফাঁপা নহে।

৩ *Amahussana*—পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আম্বয়না ও মনিপা নামক স্থানে জন্মে। ছোট গাছ,মাথা ঝাঁপড়া ঝোপড়া, ঘন জঙ্গলের আকারে উৎপন্ন হয়। উপরের পাতাগুলি হুলের ন্যায় শুঁয়াযুক্ত। গাঁইটগুলি খুব ঘেঁস ঘেঁস হইয়া থাকে।

৪ *B. Apus*—যবদ্বীপের অন্তর্গত শালক পর্ব্বতের উপরিভাগে এই জাতীয় বাঁশ জন্মে। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ লম্বা ও মানুষের উরু দেশের ন্যায় মোটা হয়। পাতাগুলি বড় বড় ও সূচাগ্র।

৫ *B. Aristata*—পূর্ব্বভারতের নানা স্থানে; সরু ও মসৃণ গঠন, কিন্তু দণ্ডাকার নহে। এই শ্রেণীর বাঁশগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

৬ *B. Arundinacea*—মধ্য, দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে প্রধানতঃ দেখা যায়। দণ্ডাকার, ৩০ হইতে ৫০ ফিট্ উচ্চ, ভিতর ততদূর ফাঁপা নহে, গাত্রের আবরণ মসৃণ ও কঠিন এবং দলে পুরু। পাতাগুলি ছোট ও পাতলা পাতলা। গাছগুলি ত্রিশ বৎসরে প্রাচীন হইলে ফুল হয়।

৭ *B. Arundo*—ছড়ুঁড়ী বাঁশ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে মহাবলেশ্বরের প্রসিদ্ধ ছড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৮ *B. Aspera*—আম্বয়না দ্বীপে উৎপত্তি। গাছগুলি ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ লম্বা হয়।

৯ *B. Atra*—আম্বয়না দ্বীপ, বংশদণ্ড চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ। পাতার ডাঁটায় কাঁটার মত শুঁয়া আছে।

১০ *B. baccifera*—চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। চট্টগ্রামবাসী ইহাকে পগুট্রলু বলে। দাক্ষিণাত্যে ইহা বিষা বাঁশ নামে খ্যাত। ইহাতে জামের মত এক প্রকার ফল হয়। উহার একটী মাত্র বীজ থাকে। এই বাঁশেই প্রচুর পরিমাণে তবাশীর বা বংশলোচন পাওয়া যায়।

১১ *B. Balcooa*—পূর্ব্ববঙ্গ আসামের স্থানে স্থানে জন্মে। বাঙ্গালায় বালকু বাঁশ বা ধুলি বাঁশ এবং আসাম ও কাছাড় বিভাগে বেতবা, ভালুকা বাঁশ নামে পরিচিত। লেপছারা ব্রিঙ্ বলে। এই বাঁশ স্ত্রীজাতি বলিয়া গৃহীত।

১২ *B. Bitung*—যবদ্বীপজাত। পত্র চওড়া ও খস্‌খসে।

১৩ *B. Blumeana*—যবদ্বীপ। দণ্ডাকার, নবপ্রসূত শিশুর হস্তের ন্যায় সরু।

১৪ *B. Brandisii*—ব্রহ্মদেশ ও চট্টগ্রামের ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ পর্য্যন্ত পর্ব্বতপৃষ্ঠে জন্মে। বংশদণ্ড ১২৬ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হয়। দণ্ডের পরিধি বা বেড় প্রায় ৩০ ইঞ্চ। কচি কচি কঞ্চি বা পল্লবাদিতে লাল ও হরিদ্রা মিশ্রিত কটা বর্ণের শুঁয়া দেখা যায়। অভ্যন্তর দেশ কুঞ্চিত। এই বাঁশ বাঙ্গালায় ওড়া, ব্রহ্মে বা ব্বো ও মগদিগের মধ্যে তুর্ণ্ডবা নামে পরিচিত।

১৫ *B. Falconeri*—উত্তর-পশ্চিম হিমালয় শৈলপৃষ্ঠে, বিশেষতঃ শিমলা শৈলের পাদমূলে ৫৫০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ডাঃ ব্রাণ্ডিজ ইহাকে বালকু বাঁশের অনুরূপ শ্রেণী বলিয়া অনুমান করেন। ইহার ফুলগুলি প্রায় ১ ইঞ্চ লম্বা হয় এবং আকৃতিগত সাদৃশ্যে কতকটা তলদা বাঁশের ফুলের মত। পার্ব্বতীয় ভাষায় ছো, কাগ প্রভৃতি নামে খ্যাত।

১৬ *B. Glauca*—ভারতের নানা স্থানে পত্র ১ ইঞ্চের বড় হয় না। প্রস্থেও দুই সূতার অধিক নহে। গাছ দুই ফিটের অধিক বাড়ে না; কিন্তু ডাল পালায় বিজড়িত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল বর্ণ অনেক ফুল হয়।

১৭ *B. khasiana*—খশিয়া শৈলজাত। খশজাতি ইহাকে তুমার বাঁশ বলিয়া থাকে।

১৮ *B. Maxima*—কাম্বোজ, বালি, যব প্রভৃতি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলি দ্বীপে এই বৃক্ষ জন্মে। ৬০ হইতে ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। বংশদণ্ডগুলি প্রায় মনুষ্যদেহের ন্যায় মোটা। ভিতর ফাঁপা। উহার গাত্র এতাদৃশ পাতলা যে, তাহাতে চেঁচাড়ি, ছিটাবেড়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

১৯ *B. Mitis*—আম্বয়নায় বন মধ্যেও পর্য্যাপ্ত ভাবে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কোচীন-চীনে ইহার চাস আছে। গাছ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। কিন্তু দণ্ডগুলি সাধারণতঃ সরু হইয়া থাকে। স্থানবিশেষে উহার বেড়ের আয়তন বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কখন কখন এক একটী বংশযষ্টি মানুষের পায়ের মত মোটা হয়।

২০ *B. Multiplex*—কোচীন-চীনের উত্তরবিভাগে বেড়ায় লাগাইবার জন্য প্রধানতঃ এই বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে।

২১ *B. nana*—ব্রহ্ম ও চীনরাজ্যে জন্মে। এই বাঁশ ক্ষুদ্রাকার, পাতা ছোট ছোট, নীচের দিক্ সাদা হয়,ঘন করিয়া বেড়ায় সন্নিবিষ্ট করিলে বড় সুন্দর দেখায়। চীনবাসীরা ইহাকে কিউ-ফা এবং ব্রহ্মবাসিগণ পিলবপিনঙ্‌ব বলে।

২২ *B. Nigra*—চীন-সাম্রাজ্যের ইংরাজাধিকৃত কাণ্টন প্রদেশে এই বাঁশ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ডগুলি মানুষের ন্যায় দীর্ঘাকার হইতে না হইতেই কাটিয়া লওয়া হয়। উহাতে ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট যষ্টি ও রমণীগণের ব্যবহার্য্য ছাতির সুন্দর বাঁট প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডেও এই বাঁশ জন্মে।

২৩ *B. nutans*—নেপাল, সিকিম, খশিয়া শৈলমালা,

আসাম, শ্রীহট্ট ও ভোটানের গ্রামাদির প্রান্তদেশে এই বাঁশ-ঝাড় দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে জন্মে। এই গাছ দেখিতে অনেকটা তল্‌দা বাঁশের মত, ভিতর কিন্তু ফাঁপা নহে, নিরেট বলিলেও চলে। মোটা বাঁশ-গুলির ভিতর কিছু ফাঁপ হয়, খুব শক্ত ও ভারসহ। বাঙ্গালায় ইহা নল বাঁশ, নেপালে মহল বাঁশ, লেপছা দেশে মহলু, ভুটিয়া ঝিউসিঙ্গ, আসামে বিদ্রুলী ও মুকিয়াল এবং শ্রীহট্টে পিছ্‌লে নামে খ্যাত।

২৪ *B. Orientalis*—একমাত্র দক্ষিণভারতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

২৫ *B. Pallida*—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে জন্মে, ৫০ ফিট্ দীর্ঘ হয়। খশিয়ারা ইহাকে উস্‌কেন এবং কাছাড়ীরা বূর্বাল ও বগাল বলে।

২৬ *B. Picta*—সিরাম, কেলঙ্গা, নেলিতিস্ ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য দ্বীপে এই বৃক্ষ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। দুই ইঞ্চের অধিক মোটা হয় না। প্রায় ৪ ফিট্ অন্তর এক একটী গাঁইট আছে। কাষ্ঠ পাতলা, কিন্তু অতিশয় কঠিন। এই কারণে ইহা সর্ব্বতোভাবে লাঠির উপযোগী হইয়াছে।

২৭ *B. Prava*—আম্বয়নার উপকূল দেশে ও অন্যান্য স্থানে ইহার বনমালা দৃষ্ট হয়। ইহার পাতা সাধারণতঃ ১৮ ইঞ্চ লম্বা ও ৩।৪ ইঞ্চ চওড়া হইয়া থাকে। উহাতে কাঁটার ন্যায় শুয়া আছে। ঐ বাঁশ বিক্রয়ার্থ উপকূল ভাগে আনা হয়।

২৮ *B. Polymorpha*—পেগুযোমা শৈলে এবং মার্ত্তাবান্ বিভাগের পর্ব্বত সানুদেশে এই বাঁশবন দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মবাসী ইহাকে ক্যাথৌঙ্গা বলে।

২৯ *B. Pubescens*—ইহার দণ্ড ৩০ ফিট্ দীর্ঘ হয়, কিন্তু ১।।০ ইঞ্চ ব্যাসের অধিক মোটা হয় না। ঝাড় বাঁধিয়া উৎপন্ন হয় না।

৩০ *B. Spina*—দাক্ষিণাত্যের গঞ্জাম ও গুন্‌তুর জেলায় উৎপন্ন হয়, এই বাঁশ ৮০ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। উড়িষ্যাবাসীরা ইহাকে কাঁটা বাঁশ বলে।

৩১ *B. Spinosa*—ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলজাত প্রসিদ্ধ বংশ-জাতি। হিন্দী—বুর বা বেহুর বাঁশ; বাঙ্গালা—বেউড় বাঁশ; আসাম—কোটে; কাছাড়—ফিক্টে; ব্রহ্ম—যকৎবা। বাঙ্গালা, আসাম ও ব্রহ্মরাজ্য, যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-পূর্ব্বাংশ এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে ঝাড় বাঁধিয়া এই গাছ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে সুন্দর, গঠন মধ্যমাকৃতির হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকট সহরতলী ও ব্রহ্মরাজ্যে ৩০ হইতে ৫০ ফিটের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহার কঞ্চি এরূপ বিস্তৃত ও কঠিন হয় যে, সে বাঁশ-বনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। পাতা ক্ষুদ্র ও নীচের দিকে শুঁয়াযুক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষারম্ভের প্রাক্কালে প্রাচীন গাছগুলিতে পুষ্পোদ্গম হয়। এই বাঁশ চেরাই করিয়া গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যজ্ঞসূত্র ধারণ কালে এই বাঁশের যষ্টি প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের হস্তে দণ্ড দিবার বিধি আছে।

৩২ *B. Striata*—চীন দেশে জন্মে। ঝাড় হয় না। ইহার দণ্ড সরু, হরিদ্রাবর্ণ, সুচিক্কণ ও সবুজ ডোরাকাটা, এই বিচিত্র গঠন নিবন্ধন ইংলণ্ডের ভেষজোদ্যানের উষ্ণ-নিকেতনে (hot-houses) ইহার চাস হইতেছে। এই গাছ ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

৩৩ *B. Stricta*—কতকাংশে ঝাড় বাঁধিয়া থাকে। হিন্দু-স্থানে ইহা বাড়-বাঁশ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের তেলগু ভাষায় ইহার নাম সন্দনপবেদুরু। অতিশয় দৃঢ়, নিরেট ও সরল হওয়ায় ইহা দ্বারা বরশার দণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা পুংজাতি বলিয়া খ্যাত।

৩৪ *B. tabacaria*—আম্বয়না, যব ও মনিপা দ্বীপে প্রভৃত জন্মে। ইহার গাত্রে ৩।৪ ফিট্ অন্তর এক একটী গাঁইট, প্রায়ই নিরেট। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অপেক্ষা কখনও মোটা হয় না। এই কারণে ইহার উপর পালিস দিয়া উৎকৃষ্ট যষ্টি প্রস্তুত হইতেছে। ঐ দণ্ডের বহিরাবরক এরূপ কঠিন যে, তদুপরি কুঠারাঘাত করিলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া থাকে।

৩৫ *B. teres*—বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৩৬ *B. trilda*—বাঙ্গালার সাধারণ বাঁশ। পেগুপ্রদেশের জলময় বনভাগেও উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় তল্‌দা বাঁশ, পিকাবাঁশ, জোবা বা জাওয়া বাশ; মিটেঙ্গা, মাটেলা ও জোবা বাঁশ; হিন্দী—পেকা, সাঁওতাল—মাক্, কোল—পেপেসিমান্; গারো—বিঘি; মঘ—মদইবা (মহাদেবা ?), ব্রহ্ম—থিইবা, থৌক্‌বা প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই বাঁশ গাছ শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। ত্রিশ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রায় ৭০ ফিট্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইতে দেখা যায়। ইহার দণ্ড ১২ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট মোটা হইয়া থাকে। পাতাগুলি মধ্যমাকৃতি, কোমল ও শিরাবিশিষ্ট। গাঁইটগুলি কিছু উঁচু উঁচু, তাহার চারি পার্শ্বে শুঁয়ার একটী চক্র আছে। এই বাঁশ চিরিয়া কিছু দিন জলে ডুবাইলে অতিশয় শক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। ইহাতে ঘরের খুঁটী, বাতা, ও বেড়ার বাঁখারি প্রভৃতি এবং দরমা, ঝুড়ি, পাখা ও চিক প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে উৎকৃষ্টরূপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাওয়া বাঁশ এই শ্রেণীর হইলেও অপেক্ষাকৃত বড় হয়। তল্‌দা বাঁশের অপেক্ষা ইহার গ্রন্থিগুলি অধিকতর দৃঢ়।

এই বাঁশের কচি কোঁড়া অনেকে খায়। গাছ দুই ফিট উর্দ্ধে উঠিলে সেই কচি তেউড় কাটিয়া আনে এবং তাহাতে মসলাদি মাখিয়া আচার প্রস্তুত করে। অনেকে বাঁশের কোঁড়ার উপর হাঁড়ি চাপা দিয়া রাখে। ক্রমে সেই বংশাঙ্কুর পরিবর্দ্ধিত হইয়া হাঁড়ির আকারে পরিণত হয়। তখন উহা দেখিতে ঠিক বাঁধা কপির মত দেখায়। ঐ কোঁড় কাটিয়া ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিলে খাইতে উত্তম লাগে।

৩৭ *B. Verticillata*—আম্বয়না দ্বীপে জন্মে। প্রায় ১৫।১৬ ফিট্ উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার পত্র গায় লাগিলে এরূপ চুলকানি উপস্থিত হয় যে, যে সহজে তাহা নিবারিত হয় না। এই কারণে কেহ সাহস করিয়া উহা সংগ্রহ করিতে চেষ্টা পায় না। Rumphius এই জাতীয় বৃক্ষকে Leleba alba নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৮ *B. Vulgaris*—ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এবং সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ ও মধ্যভাগে জন্মে। আমেরিকার ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্থানে স্থানে ইহার চাস হইতেছে। এই বাঁশ দেখিতে হরিদ্রা-বর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে ইহার গাত্রে সবুজ ডোরা থাকে। বাঙ্গালায় ইহা বাসিনী বাঁশ নামে খ্যাত। বোম্বাই—কল্লক, বংশকলক ও শিঙ্গাপুরে উনা নামে পরিচিত। এই বাঁশগুলি সাধারণতঃ ২০ হইতে ৫০ফিটের অধিক লম্বা হয় না এবং বালকদিগের বাহুমূলের ন্যায় মোটা হইতে দেখা যায়। পাতাগুলি মোটা মোটা শিরাযুক্ত। বাশের গাঁইটগুলির ব্যাস প্রায় ৪ ইঞ্চ। গায়ের দল কিছু পাতলা। বর্ষার সময় গোড়ায় জল পাইয়া প্রতিদিন প্রায় ১৮ ইঞ্চ বাড়িতে থাকে। গাছ অনেক পুরাতন হইলে ফুল ধরে। ফুলগুলি দেখিতে অনেকাংশে B. arundinacea শ্রেণীর মত; কিন্তু বহিঃপত্রগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ছুচাল। এতদ্ভিন্ন *B. Beechyana, B. flexuosa, B. marginata, B. regia, B. tuldoides B. Thouarsii* প্রভৃতি কএকটী শ্রেণীর নাম করা যাইতে পারে। শেষোক্ত শ্রেণী B. Vulgaris শ্রেণীর সমনামীয় বলিয়া কথিত। অপর কয়টী শ্রেণীর বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

ঐ সকল বিভিন্ন শ্রেণীর বাঁশ-ঝাড়ের পরস্পর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্গণ উহাদের জাতিগত চারিটী থাক (sub-tribe)নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ১ম থাক *Arundinarieæ*—ইহার মধ্যে Arundinaria শ্রেণীজ বৃক্ষই গণ্য হইতে পারে। ২য় থাক *Eubambuseæ*—Bambusa, Gigantochloa ও Oxytenanthera শ্রেণী ইহার অন্তর্ভুক্ত। ৩য় *Dendrocalameæ*—Dendracalamus, Melocalamus, Pseudostachyum, Teinostachyum ও Cephalostachyum শ্রেণীভুক্ত বৃক্ষ সমুদায় ইহার মধ্যে পরিগণিত হয়। এবং ৪র্থ *Meloconneæ*—Dinochloa, Melocanna ও Ochlandra শ্রেণিজ বৃক্ষই এই থাকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জাতীয় বাঁশগাছগুলির উপরে একটী কঠিন ত্বগাবরণ আছে। তাহার নিম্নে ও ভিতরের ফাঁক পর্য্যন্ত যে কাষ্ঠভাগ থাকে, তাহাকে 'দল' বলা যায়। জাতি বিশেষে ঐ দল মোটা বা পাতলা হয়। দলের মাঝে মাঝে এক একটী নিরেট ও কঠিন মোটা গাঁইট থাকে। কোন কোন বাঁশের গাঁইট এত কাছাকাছি হয় যে, ভিতরের দল বা কাষ্ঠ নাই বলিলেও চলে। শিঙ্গাপুর, চীন প্রভৃতি দেশে এই বাঁশের সুন্দর সুন্দর ছড়ি প্রস্তুত হয়। উহা চীনে বাঁশের লাঠি বা ছড়ি বলিয়া পরিচিত। কোন কোন শ্রেণীর বাঁশ ৩০ দিনের মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোনগুলি বা ২।৩ মাসের মধ্যে শাখাসহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। প্রধানতঃ বর্ষা সমাগমেই বাঁশের কলা গজাইতে দেখা যায়। কাপ্তেন শ্রিমান ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ভাবে পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্ষা ঋতুতে বজ্রধ্বনির সঙ্গেসঙ্গেই বাঁশের কোঁড় বাহির হয়। তদনন্তর উত্তরোত্তর বারিপাতে উহা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমশঃ কঞ্চি প্রভৃতি দ্বারা বিস্তৃতায়তন হইয়া উহা প্রকৃত বাঁশঝাড়ে পরিণত হইয়া থাকে। চীন দেশে 'চেকিয়াং' নামে এক প্রকার চোকা বাঁশ পাওয়া যায়। উহা গৃহাদি সাজা-ইতে, অথবা আসবাব প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা উৎকৃষ্ট কলম-দানি প্রস্তুত হয়।

বৃষ্টি আরম্ভ হইলে বাঁশের গোড়াকাটাগুলি স্থানান্তরে পুতিয়া দিলে তথায় নূতন কোঁড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন স্থান বিশেষরূপে চসিয়া তথায় দুই বা তিন ফুট্ লম্বা একটী কাটা গোড়া লম্বভাবে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। ঐ গোড়ার শিকড়-যুক্ত গাঁইট (nodes) গুলি হইতে কিছুদিন পরে এক একটী ফলা নির্গত হয়, তখন উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে পৃথক্ ভাবে রোপণ করিয়া দেয়।

কাটা গোড়া ভিন্ন বাঁশের বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন হয়। Lodicules ও palea সংযুক্ত বীজগুলি গাছ হইতে ভূমিতে পতিত হইবার পর সপ্তাহ মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কখন কখন উহা মূল বৃক্ষে সংলগ্ন থাকিয়াই ছয় ইঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়িয়া থাকে। তখন ঐ কচি কোঁড়গুলিকে স্থানান্তরে স্থাপিত করা হয়। ঐ অঙ্কুরিত বীজগুলি স্বল্পকাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু বিশেষ যত্নে ও সাবধানে সংগ্রহ-পূর্ব্বক রক্ষা করিলে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গাছ উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই গাছগুলি ১০

হইতে ১২ বৎসর অতিক্রম না করিলে সুপক্ক ও কাটিবার উপযুক্ত হয় না।

বাঁশ গাছ প্রধানতঃ যেরূপ কোঁড় লইয়া অঙ্কুরিত হয়, পূর্ণমাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হইলেও উহার গোড়ার পরিসর প্রায় একরূপই থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্যতার বৃদ্ধি সহকারে ব্যাস তেমন স্থূলতর হয় না। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যায়, কিন্তু উহার দৈর্ঘ্যতার বা আয়তনের বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না, কেবল উহার কাষ্ঠ পরিপক্ক হইতে থাকে। নারিকেল, তাল, খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের যেরূপ ডালের চিহ্ন দেখিয়া বয়স নির্ণয় করা যায়, বাঁশ গাছের গ্রন্থি দৃষ্টে সেরূপ কোন কাল নির্দ্দেশ করা যায় না। উহার পুষ্পোদ্গম বা বীজাধান দেখিয়া সাধারণে বয়স নির্ণয় করিয়া থাকে। মধ্যভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশবাসী জাতিরা পার্ব্বত্য বাঁশের বীজাধান দেখিয়া আপনাদের বয়স পর্য্যন্ত গণনা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাঁশের দুই "কাটঙ্গ" অর্থাৎ দুইবার বীজাধান দর্শন করে, তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কম হয় না।

উপরে বাঁশের পুষ্পোদ্গমের বিষয় লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে বাঁশ গাছে ফুল ধরে। অনেক সময় ৪৪ বৎসর পরে ফুল হইতে দেখা যায়। সময় সময় বাঁশ গাছের বীজ হইতে চাউল পাওয়া যায়। ঐ চাউল অনেকে খাইয়া থাকে। আমাদের দেশে অনেকের বিশ্বাস, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত লইলে সাধারণতঃ বাঁশ গাছে চাউল জন্মে; কিন্তু বস্তুতঃ সে সংস্কার ভিত্তিহীন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের Trans. Agri Horti. Soc of India Vol III p. 139-43 গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ঐ সময় নানা স্থানে বাঁশ গাছে চাউল দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তখন কুত্রাপি দুর্ভিক্ষ ছিলনা। ক্ষেত্রাদিতেও অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে ক্ষেত্রজ তণ্ডুল ১৲ টাকায় ১৬ সের এবং বংশজ তণ্ডুল ১৲ টাকায় ২০ সের বিক্রীত হইয়াছিল। প্রত্যেক বাঁশ গাছে প্রায় ৪ সের হইতে ২০ সের পর্য্যন্ত তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। যে গাছ যত বিচ্ছিন্নভাবে ও যত উর্ব্বর ভূমিতে থাকে, তাহাতে ততই অধিক মাত্রায় চাউল পাওয়া যায়। চাউল উৎপন্ন হওয়া শেষ হইলেই গাছটী আপনা আপনি শুকাইয়া আইসে, কিন্তু তাহার গোড়া হইতে পুনরায় কলা বাহির হয় এবং কখন কখন বীজ হইতেও বৃক্ষ উৎপন্ন করা হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মানুষে বাঁশের কোঁড়া ব্যঞ্জনাদিতে রাঁধিয়া অথবা আচার করিয়া খায়। গবাদি জন্তু বাঁশপাতা খাইতে ভাল বাসে। গোরুর এসোরোগে বাঁশ পাতা বিশেষ উপকারী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের চাল খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মহামারীতে ধারবাড় ও বেলগাম্-জেলাবাসী প্রায় ৫০ হাজার লোক কাণাড়ায় আসিয়া বাঁশের বীজ সঞ্চয়-পূর্ব্বক তাহার তণ্ডুলে প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলায় ১৲ টাকায় ১৩ সের বাঁশের চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। ঐ সময় তথায় প্রতি টাকায় ১০ সের চাউল ছিল। দুর্ভিক্ষের দায়ে পড়িয়া লোকে বাঁশের চাউলে উদর-পূর্ণ করিতে বাধ্য হইলেও উহা বিশেষ সুখকর নহে। Dr Bidie বলেন, উহাতে অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বংশদণ্ডের অভ্যন্তরস্থিত ফাঁকের মধ্যে সময় সময় জল পাওয়া যায়। ঐ জল বিশেষ শৈত্যগুণসম্পন্ন। বায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে ঐ জল পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। বাঁশের উপকারিতা সম্বন্ধে খনার এইরূপ একটী বচন প্রচলিত আছে,—

"পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ * * * *।
উত্তর বেড়ে, দক্ষিণ ছেড়ে,
বাড়ী ক'রগে ভেড়ের ভেড়ে।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে কুমুদকহ্লার পরিশোভিত হংস বিরাজিত পুষ্করিণী এবং পশ্চিমে বংশবন সমাচ্ছাদিত গৃহবাটিকা গৃহস্থের বিশেষ মঙ্গলপ্রদ।

খাদ্যদ্রব্যরূপে ইহার উপযোগিতার বিষয় সাধারণে বিশেষভাবে গৃহীত না হইলেও, গৃহস্থের নানা কাজে ইহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে বাঁশঝাড় রক্ষার ও পালনের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে। সহরতলীর অন্তর্ভুক্ত খাপ্‌রেলের ঘরসমূহ এবং তদ্বহির্ভূত পল্লীপ্রদেশে উলু, গোলপাতা, খড় প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা নির্ম্মিত যে সকল চালা ঘর দেখা যায়, তৎসমুদায়ই বাঁশ, দড়ি, খড় ও কাদার সাহায্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এ সকল ঘরের খুঁটী, রোয়া, বাতা, টানা প্রভৃতি সকলই বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত হয়। চারি পার্শ্বের দেওয়ালগুলিতে বাঁশের টাটী, চেটাই, অথবা ছেঁচা বাঁশের কাচা বা চাঁচের বেড়া দেওয়া হয়। বাঁশের সরু গোলকাটী প্রস্তুত করিয়া সুতার দ্বারা বিনাইয়া 'চিক্' প্রস্তুত হয়। ঐ চিক্ দরজা জানালা প্রভৃতির সম্মুখে আবরকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে একটী গৃহস্থ পরিবারের আবশ্যকীয় আসবাব প্রভৃতি সকল পদার্থই বাঁশ হইতে নির্ম্মিত হয়। একটী করেণ পরিবারের গৃহের প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহার পরিস্ফুট চিত্র দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। করেণগণ সপরিবারে অর্থাৎ ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত লোক একত্র একটী বাসভবনে থাকে। উহা একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও চলে। উহার সকলই বংশনির্ম্মিত। বাঁশের মাচা বা পাটাতন করিয়া তাহাতে শয্যাতল বিনির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন বংশখণ্ডে বসিবার

মোড়া, কেদারা, ইজিচেয়ার, ছেলের দোলা, টেপয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের নানা আসবাব প্রস্তুত হইয়া থাকে। জালিকেরা জলাজমির উপর অথবা নদীবক্ষে বাঁশের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। স্থানে স্থানে নদীখাতের উপর অথবা রাস্তার মাঝে মাঝে বাঁশের সেতু দেখা যায়।

যে সকল বাঁশ অধিক ফাঁপা অর্থাৎ যাহার ভিতরের ফাঁক অন্যান্য শ্রেণীর ফাঁপা বাঁশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক, এইরূপ বাঁশ হইতে জলনালী, জলপাত্র, পানপাত্র, রন্ধনপাত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপকরণসমূহ প্রস্তুত হয়। হিমালয়শিখরবাসী অনেক জাতিই এইরূপ বাঁশের পাত্রে জল ও চাউল দিয়া অন্ন পাক করিয়া খায়। পার্ব্বত্য জলবাহকেরা মশকের পরিবর্ত্তে ৩ ফিট্ হইতে ৬ ফিট্ পর্য্যন্ত লম্বা বংশখণ্ড লইয়া উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা উপর হইতে তাহার গাঁইটগুলি ফুটা করিয়া লয়। পরে তাহা জল পূর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক একখণ্ড দড়ি দিয়া উহা কপালে বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে তাহাদের পর্ব্বতারোহণে বিশেষ সুবিধা হয় এবং ঐ চোঙ্গের অভ্যন্তরস্থিত জল কএকদিন পর্য্যন্ত থাকিলেও উত্তপ্ত বা নষ্ট হয় না। বৈশাখে জলসত্রদানের সময় অথবা চৌবাচ্ছার উপর হইতে কলের জল অন্যত্র লইবার জন্য বাঁশের জলনালীর ব্যবহার দেখা যায়, এখনও কৃষকেরা বাঁশে তৈলপাত্র বা দুগ্ধপাত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিবার হাতা, মাছকাটা ছুরি, দোহনপাত্র, মন্থান দণ্ড, মই, চরকা, লাটা, আন্‌লা, প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই বাঁশে প্রস্তুত হয়।

মাঝিরা বা জেলেরা ইহাতে নৌকার দাঁড়, মাস্তল এবং মাছ ধরার অন্যান্য আবশ্যকীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া লয়। আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গে জলাজমি ও বিল প্রভৃতি হইতে কৈ মাছ প্রভৃতি ধরিবার জন্য এক প্রকার বড়শি প্রস্তুত হয়। উহা চিয়াড়ীর ন্যায় সুপক্ক বাঁশের একটী শলাকা মাত্র। উহার মধ্যস্থলে দড়ি বাঁধিয়া দুই মুখ নীচু করিলে ইংরাজী ইউ অক্ষরের মত হয়, ঐ দুই সূচ্যগ্র মুখে একটী ফড়িং আট্‌কাইয়া জেলেরা জলে ছাড়িয়া দেয়। মাছ ফড়িংএর লোভে ঐ বড়শি আসিয়া ধরিলেই বংশশলাকা পূর্ব্বাবস্থায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এবং কানকুয়া মধ্যে সবেগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা ফাঁক করিয়া ফেলে, তখন আর নড়িবার শক্তি থাকে না। এতদ্ভিন্ন ছিপ, বড়শা, বড়শার দণ্ড, যষ্টি প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহা হইতে সচরাচর প্রস্তুত হইয়া থাকে। নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিরা বাঁশের কঠিন আবরণাংশ হইতে ছুরিকা ও বড়শা প্রস্তুত করিয়া থাকে। শত্রু হইতে গ্রামাদি রক্ষার জন্য তাহারা 'পঞ্জী' নামে প্রকার ছুঁচাল ছুরিকা প্রস্তুত করিয়া গ্রামের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বনাভ্যন্তরস্থ প্রদেশের পথে পথে বিছাইয়া রাখে। উহার একটী শত্রুর অভিমুখে ও দুইটী তাহার বিপরীতে গ্রামের অভিমুখে থাকে। শত্রুরা আসিয়া অগ্রমুখী কাঁটায় বিদ্ধ হইলে যেমন পা পশ্চাদ্দিকে টানিয়া লইতে চেষ্টা পায়, অমনি অপর দুইটী কাঁটায় গোড়ালী বিদ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। নাগারা চিড়া প্রস্তুত করিবার জন্য এক প্রকার বাঁশের কল নির্ম্মাণ করিতে জানে। সাঁওতাল কোল, ভীল, নাগা, কুকী প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা এখনও বাঁশের ধনুক লইয়া বেড়ায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য যোদ্ধৃবর্গের তীর, ধনুক ও ছিলা প্রভৃতি বাঁশে নির্ম্মিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে বাঁশের 'পাচ্‌ড়া' মারার রীতি আছে।

এই সকল ব্যতীত, বংশে উৎকৃষ্ট বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের মোহন বাঁশরী এবং লোকপরম্পরাশ্রুত মিঞা তানসেনসৃষ্ট শানাই নামক বাদ্যযন্ত্র বেণু নামক বংশ দ্বারাই নির্ম্মিত। এদেশে সরু তলদা বাঁশে বিভিন্ন প্রকার বাঁশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণিপুরবাসী এবং নাগারা এক প্রকার বাঁশের বীণা (Jew's harp) প্রস্তুত করিয়া বাজায়। উহার তারগুলিও তাহারা কাচা বাঁশের উপরের ছাল হইতে সরু ও গোলভাবে চাঁচিয়া প্রস্তুত করে। মলয়বাসীর ঔকুলোঙ্গ নামক বাদ্যযন্ত্র আবশ্যক মত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এক একটী গাঁইটযুক্ত বাঁশের চোঙ্গে নির্ম্মিত। বাজাইবার সময় উহা কতকাংশে জলতরঙ্গ বাজানার ন্যায় বাজান হয়। উহাতে সুরেরও তারতম্য স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে। গোপীযন্ত্র, সেতার ও একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের পৃষ্ঠদণ্ডও বাঁশের নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভিন্ন বংশদণ্ড হইতে মনুষ্যজগতে আর একটী মহদুপকার সাধিত হইতেছে। উহা মনুষ্যসমাজের জ্ঞানোন্নতির সৌকর্য্যসাধক লিপিবিদ্যার অন্যতম অঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানবজাতির মনোভাব বা গ্রন্থাদি লিখিবার জন্য কাগজের আবিষ্কার হইয়াছে। এই বংশদণ্ড হইতে সেই কাগজের প্রকারবিশেষ উদ্ভূত হইতেছে। ঐ কাগজ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হওয়ায় লিপিকার্য্যে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না, বরং দ্রব্যাদি মোড়ক করিয়া রাখিতেই উহার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

Iudian forester নামক পত্রিকার ৪র্থ ভাগে চীনদেশীয় বাঁশের কাগজ প্রস্তুত প্রথা প্রদত্ত হইয়াছে। উহা এরূপ সহজ যে সকলেই অনায়াসে সেই প্রথা অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে পারে। বাঁশগাছকে কুঞ্চি ও পত্র নির্ম্মূল করিয়া তিন চারি ফিট লম্বা খাদি কাটিতে হয়। পরে সেই [illegible] বেত্রাকার রাখারিতে পরিণত করিয়া [illegible]

ডুবাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। পুষ্করিণীতে বা চৌবাচ্ছায় বাঁখারীর তাড়া ভিজাইবার সময় একস্তর ঐরূপ বাঁখারী সাজাইয়া তাহার উপর পর্য্যাপ্ত চূণ ছড়াইয়া দিতে হয়, যেন চূণে বাখারিগুলি ঢাকা পড়ে। এইরূপে উপর্য্যুপরি বাঁখারী ও চূণ চৌবাচ্ছায় সাজাইয়া উপর হইতে আস্তে আস্তে অল্প অল্প জল ঢালিতে হয়। ক্রমে তন্মধ্যসঞ্চিত জলরাশি উপরের বাখারিস্তরকে ঢাকিয়া ফেলিলে জল দেওয়া বন্ধ করা হয়। এইরূপে চূণ মিশ্রিত জল মধ্যে ৩। ৪ মাস কাল নিমজ্জিত থাকিলে বাখারী পচিয়া আইসে। তখন উহাকে তুলিয়া ঢেকিতে বা উদূখলে কুটিয়া গুঁড়া করে। অতঃপর সেই গুঁড়াগুলি উত্তমরূপে পরিষ্কারপূর্ব্বক পুনরায় পরিস্কৃত জলে মাখা হইয়া থাকে। কাগজের আয়তন বা দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও স্থূলতা অনুসারেই পরিষ্কার জল মাখান নিয়ম। অনন্তর ঐ জলমাখা বংশ-চূর্ণের মাড় চৌকা ছাকনীর ন্যায় আকারের ছাঁচে ঢালিয়া যথারীতি কাগজ প্রস্তুত করা হয়। কাগজের অনুরূপ ছাঁচে ঐ মাড় সমানভাবে বিস্তৃত হইয়া কাগজের আকার ধারণ করে বটে, কিন্তু তখনও উহা ভিজা থাকে; ঐ ভিজা কাগজ শুকান আবশ্যক। ছাঁচ হইতে ভিজা কাগজ উঠাইয়া প্রথমে ঈষদুষ্ণ একটী দেওয়াল গাত্রে তাহাকে শুকাইতে দেওয়া হয়। তদনন্তর পুনর্ব্বার আতপতাপে শুকাইয়া লইতে হয়। এই প্রকারে বাঁশের কোঁড়া ফটকিরি মিশ্রিত জলে পচাইয়া কাগজ করিতে পারিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বংশ-যষ্টির হরিদ্বর্ণ নাশ করিয়া যে কাগজ হয়, তাহা মধ্যম এবং বংশ-চূর্ণ হইতে প্রধানতঃ যে কাগজ হয়, তাহা নিকৃষ্ট বলিতে হইবে। এক জন পাকা কারিগর প্রতি মিনিটে এইরূপে ছয়-খানি কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে।

আমেরিকা ও য়ুরোপবাসী কাগজব্যবসায়িগণ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জ হইতে সহস্র সহস্র টন "বাঁশের আঁইস" (Bamboo fibre) আনাইয়া উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়াছেন। ব্রেজিল-বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ইহার সূক্ষ্ম তন্তুসমূহ রেশম, অথবা পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রবয়নের উপযোগিতা প্রতিপাদনে মনোযোগী হইয়াছেন। Mr. Routledge ভারতবর্ষে বাঁশের আঁইসে কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা প্রতিপাদন করেন। কিন্তু কচি কোঁড় ব্যতীত, অপর পরিপক্ক বাঁশে উহার উপযোগিতা অল্প দেখিয়া এবং তাহাতে ব্যয় বাহুল্য জানিয়া উক্ত প্রস্তাব পরিগৃহীত হয় নাই।

উপরে বংশের সামান্য ভেষজগুণ [illegible]লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৈদ্যক মতে এই বাঁশ দ্বিবিধ—সামান্য ও রক্ত বংশ। রাজনির্ঘণ্ট মতে এই দুই প্রকার বংশের গুণ—কষায়, [illegible], শীতল, মূত্রকৃচ্ছ্র, [illegible], [illegible] ও [illegible]কারী। মতান্তরে অম্লকর। রক্ত বংশের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা দীপন, অজীর্ণ-নাশক, রুচ্য, পাচন, হৃদ্য ও শূলঘ্ন।

বংশাঙ্কুর বা বাঁশের কোঁড়ের গুণ—কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, শীতল, পিত্তরক্তদাহ-কৃচ্ছ্রঘ্ন ও রুচিকর।

"করীরো বংশজো রুক্ষঃ বাতপিত্তকরঃ কটুঃ।
স কষায়ো বিদাহী চ শ্লেষ্মঘ্নঃ পাকতঃ কটুঃ॥" (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—

"বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধকঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্ন কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্ব্বিদাহী বাতপিত্তলঃ॥
তদ্যবাস্তু সরা রূক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহা॥"

অর্থাৎ বাঁশ সারক, শীতবীর্য্য, মধুর ও কষায়রস, বস্তি-শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথনাশক; বাঁশের কোঁড়—কটু, কষায়, মধুর রস, কটু, বিপাক, রূক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক; বেণুফল সারক, রূক্ষ, কষায় রস, কটু, বিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক।

নল, শর প্রভৃতি তৃণবিশেষও বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় বংশ-জাতীয় বলিয়া বর্ণিত। প্রাচীন বৈদ্যক শাস্ত্রেও ইহা তৃণজাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত এবং স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

[নল ও সার শব্দ দেখ।]

বাঁশের পাতা ও কচি কোঁড় সিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের রজোনির্গম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ও চীনরাজ্যের স্থানে স্থানে প্রসবের পর প্রসূতিকে ঐ কাথ খাইতে দেয়। তাহাতে রীতিমত রক্তস্রাব হইয়া জরায়ু পরিষ্কার হইয়া থাকে। হস্তপদ ভগ্ন হইলে বাড় বাঁধিবার জন্য বাঁশের বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। স্থানবিশেষে বাঁশ দ্বিখণ্ডিত ও উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া লইলে অথবা বংশপত্রাবরক লইয়া ভগ্নস্থানে দৃঢ়রূপে বাঁধিলে বাড়ের কার্য্য হয়। ভগ্নপদের ছিন্নাগ্রে বাঁশের চোঙ্গ পূরিয়া দিলে অথবা পাদসন্ধি ছেদনের পর বাঁশের গাঁইট সেই স্থানে আবদ্ধ করিলে উহা সন্ধিস্থানের কার্য্য করে।

২ গৃহের ঊর্দ্ধকাষ্ঠ। আড়কাঠা।

'বংশঃ পৃষ্ঠাস্থি, গেহোর্দ্ধকাষ্ঠে বেণৌ-গণে কুলে॥'

(৭।৩৯ রঘুটীকায় মল্লিনাথ ধৃত কেশব)

৩ পৃষ্ঠাবয়ব। পিঠের দাঁড়া।

"[illegible]নির্ম্মিতবংশবংশ-
[illegible] [illegible] রোমনখৈঃ [illegible]॥" ([illegible])

৪ বর্গ।

"উত্থাপিতঃ সংযতিরেণুরশ্বৈঃ
সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ॥" (রঘু ৭।৩৯)

৫ বাদ্যভাণ্ডবিশেষ। চলিত বাঁশী।

"স কীচকৈর্মারুতপূর্ণরন্ধ্রৈঃ কূজদ্ভিরাপাদিতবংশকৃত্যম্।
শুশ্রাব কুঞ্জেষু যশঃ স্বমুচ্চৈরুদ্গীয়মানং বনদেবতাভিঃ॥"
(রঘু ২।১২)

[বংশী শব্দে বাঁশীর বিবরণ দেখ।]

৬ ইক্ষু। (রাজনি°) ৭ সর্জ্জ নামক সালবৃক্ষ। স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) ৮ প্রাধাগর্ভসম্ভূত অপ্সরোবিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৫০)

বংশ (পুং) ১ পৃষ্ঠাবয়বমধ্যোচ্চভাগ। (বৃ° সং ৫০।১) ২ যুদ্ধসামগ্রী পরম্পরা বা সমূহ (রথধ্বজাদি)। ৩ জনসংখ্যা। ৪ অতিথি। ৫ লম্বমান ভেদ=১০ হস্ত। ৫ গ্রন্থিবিস্তৃত হস্তপদাদির অস্থি। 'বংশ শব্দেন দৈর্ঘ্যং বিবক্ষিতং বাহু চ নলকাবৃত্ত জঙ্ঘে চেত্যষ্টবংশকাঃ। নলকাবঙ্গুল্যাবিতি।' (রামা° ৫।৩২।৪৪ তীর্থ) ৬ বিষ্ণু। ৭ বংশলোচন।

বংশঋষি (পুং) বংশব্রাহ্মণবর্ণিত আচার্য্য ঋষিভেদ।

বংশক (ক্লী) বংশ ইব কায়তীতি কৈ-কঃ। ১ অগুরু। (হারাবলী) বংশ ইব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) ইতি কন্। ২ মৎস্য বিশেষ। চলিত বাঁশপাতা মাছ। (শব্দমালা) ৩ ইক্ষু ভেদ। ইহা বাঁশাই বা শামশাঁড়া আক বলিয়া পরিচিত। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শ্লেষ্মল, সারক, অবিদাহী, গুরু, বৃষ্য ও সলবণ।

"বংশকস্তনভিষ্যান্দী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ।" (রাজবল্লভ)

আবার সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অবিদাহী গুরুর্বৃষ্যঃ পৌণ্ড্রকো ভীরুকস্তথা।
আভ্যাং তুল্যগুণঃ কিঞ্চিৎ সক্ষারো বংশকো মতঃ॥"
(সুশ্রুত ১।৪৫)

হ্রস্বো বংশঃ (সংজ্ঞায়াং কন্। পা ৫।৩।৮৭) ৪ ক্ষুদ্র বাঁশ।

বংশকণ্ঠ (ক্লী) কৃষ্ণাগুরুকাষ্ঠ।

বংশকঠিন (পুং) বংশা বেণবঃ কঠিনা যস্মিন্দেশে স বংশকঠিনঃ। বাঁশবন, বাঁশঝাড়।

বংশকফ (ক্লী) ১ আকাশে উড্ডীয়মান সূত্র। বৃক্ষ হইতে বায়ু কর্ত্তৃক আকাশে নীত শাল্মলীতুলা। বংশতুলা। চলিত বুড়ির সুতা।

"মুক্তাহারকমিত্যাহরিন্দ্রতূলং মনীষিণঃ।
শ্রীমহাসং বংশকফং বাততূলং মরুদ্ধ্বজম্।" (হারাবলী)

বংশকর (পুং) বংশং করোতীতি কৃ-অচ্। ১ বংশের কর্ত্তা আদি পুরুষ, পূর্ব্ব পুরুষ।

বংশকরা (স্ত্রী) মহেন্দ্রপর্ব্বতপাদনিঃসৃত নদীভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২৯) বংশধারাও পাঠ দেখা যায়।

বংশকরা, চট্টগ্রামের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর। রামাই বা রামু নামে পরিচিত। টলেমির ভূবৃত্তান্তে Barakoura শব্দে এই স্থানের বাণিজ্যপ্রভাব উল্লিখিত আছে।

বংশকরীর (পুং) বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোঁড়। [বংশ দেখ]

বংশকর্পূর [রোচনা] (পুং স্ত্রী) বংশস্য কর্পূরঃ। কর্পূর ইব শোভতে ইতি রুচ-ল্যু। ততঃ ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। বংশরোচনা। (রাজনি°) [বংশলোচন দেখ]

বংশকর্ম্মকৃৎ (ত্রি) ১ ঘরামীর কার্য্যকারী। ২ বাঁশ কাটিয়া যাহারা ঝুড়ি, কুলা প্রভৃতি প্রস্তুত করে। (রামায়ণ ২।৮০।৩)

বংশকর্ম্মন্ (ক্লী) ১ বাঁশের কাজ। ২ বংশশিল্প (ঝুড়ি) প্রভৃতি।

বংশকার (পুং) গন্ধক। (বৈদ্যকনি°)

বংশকীর্ত্তি (ত্রি) বংশস্য কীর্ত্তিঃ। বংশের গৌরব, কুলগরিমা।

বংশকুটজা (স্ত্রী) কৃষ্ণকুটজ। (বৈদ্যকনি°)

বংশকৃৎ (ত্রি) ১ বংশকারী বা বংশপ্রতিষ্ঠাতা। ২ বাঁশের কার্য্যকারী।

বংশক্রমাগত (ত্রি) বংশস্য ক্রমঃ ইতি বংশক্রমঃ তেন আগতঃ। ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত, বংশাগত। ২ কুলপ্রথাপ্রসিদ্ধ। (কামন্দক নীতি ৭।৩১)

বংশক্ষয় (পুং) বংশস্য ক্ষয়ঃ। বংশনাশ, বংশলোপ।

বংশক্ষীরী (স্ত্রী) বংশস্য ক্ষীরমিবাস্ত্যস্যা অস্তীতি অচ্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বংশরোচনা। (রাজনি)

বংশগুল্ম (ক্লী) পবিত্র তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে বহু পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশবটিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বিশেষ। (দিব্যা° ৪৭৫।১৯)

বংশচরিত্র (ক্লী) বংশাখ্যান। প্রসিদ্ধ বংশাদির ইতিবৃত্ত।

বংশচিন্তক (পুং) বংশধারাভিজ্ঞ। যিনি স্বীয় বংশপরিচয়দানে সম্যক্ অভিজ্ঞ।

বংশচ্ছেত্তৃ (পুং) ১ বংশচ্ছেদক। ২ ঘরামী। ৩ যাহা হইতে বংশধারায় ছেদ পড়ে। রাজবংশাদির শেষ নরপাল, যাহা হইতে বংশের গৌরব ও পর্য্যায় লোপ ঘটিয়াছে।

বংশজ (পুং) বংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ। ১ বেণুযব। (ত্রি) বংশাৎ সদ্বংশাজ্জায়তে ইতি জন-ডঃ। ২ সদ্বংশজাত। পর্য্যায়—বীজ্য, বংশ্য। আভিজন(?) (দ্রব্যাদি)।

"যন্নিয়তনির্গুণং যন্ন বংশজং যচ্চ নিত্যনির্ব্বাণম্।
কিং কুর্ম্মস্তন্মহিতং ধনুঃ পদে দেবরাজেন॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৭৭)

৪ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির কুলীনেতর শ্রেণীভেদ। ইহারা কুলীনসন্তান হইলেও পরে কুল হারাইয়া ছিলেন। ৫ পুত্র, তনয়।

বংশজা (স্ত্রী) বংশে জায়তে ইতি জন-ড: ততষ্টাপ্। ১ বংশ-রোচনা। (শব্দরত্নাবলী)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, ইহা বৃংহণ, বৃষ্য, বল্য, স্বাদু ও শীতল গুণযুক্ত এবং তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, পিত্ত, অস্র, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, বাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

"বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাসক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডু কষায়া বাতকৃচ্ছ্রজিৎ॥"
(ভাবপ্র° পূর্ব্বখ° ১ম ভাগ)

২ কন্যা। ৩ ফলিত জ্যোতিষোক্ত ভূমিভেদ।

"পাবকে সৌম্যনৈঋত্যে ইন্দ্রবায়ুবনে হরে।
জলাগ্ন্যুত্তরনৈঋত্যে পূর্ব্বে চৈত্রাদিমাসতঃ॥
বংশজেয়ং মহাভূমির্দৈত্যবংশক্ষয়ঙ্করী।
দক্ষপৃষ্ঠগতা যুদ্ধে জয়দা নাত্র সংশয়ঃ॥"
(নরপতিজয়চর্য্যা স্বরোদয়)

বংশতণ্ডুল (পুং) বংশজাতস্তণ্ডুলঃ। বেণুযব, বাঁশের চাউল।

বংশতৈল (ক্লী) অরংবিকা রোগঘ্ন তৈলভেদ।

"কটুতৈলমরুংষিন্নঃ মূত্রে ব গন্ধকৈঃ শৃতম্।" (রস°)

বংশদলা (স্ত্রী) জীরিকা নামক তৃণবিশেষ। বাঁশপাতা ঘাস।
[বংশপত্রী দেখ]

বংশদা (স্ত্রী) পুরুরপত্নীভেদ। (নৃসিংহ ২৮।৯)

বংশদূর্ব্বা (স্ত্রী) ১ বটুনী। ২ শতপর্ব্বা নামক দূর্ব্বাভেদ। ৩ [ ]ংশুক। (রাজনি°)

বংশধর (ত্রি) বংশং ধরতীতি ধৃ-অচ্। ১ বাঁশধারিমাত্র। ২ বংশমর্য্যাদারক্ষাকারী। ৩ পুত্রপৌত্রাদি। ৪ বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় ভেদ।

"এতৈর্ন্যাভবত্তেষাং রাজমর্ষ্যদমর্দ্দনম্।
ভোক্ষ্যতে বংশধরৈর্মহী মন্বন্তরং পরম্॥" (ভাগ° ৪।২৮।৩°)

"তেষাং বংশধরৈঃ পুত্রপৌত্রৈঃ সম্প্রদায়ভেদৈঃ কৃস্না মহী মন্বন্তরং অতঃপরঞ্চ ভোক্ষ্যতে অধিকারকর্ম্মভ্যোঽপি রক্ষিষ্যতে" (স্বামী)

৫ মহাভারতবর্ণিত রাজভেদ। (মহা° ৩৩।৬৫)

বংশধরমিশ্র, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়তত্ত্বপরীক্ষা, যোগরূঢ়িবিচার প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বংশধান্য (ক্লী) বংশস্য ধান্যম্। বেণুযব। দেশভেদে ইহা বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। (রাজনি°)

বংশধারা (স্ত্রী) ১ মহেন্দ্রপাদনিঃসৃত নদীভেদ। এই নদী মধ্য প্রদেশের কালহস্তী জেলার লোক্ষীগড় জমিদারীর মধ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। অক্ষা° ১৯° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৩২´ পূঃ। ইহা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বিশাখপাটন জেলার মধ্য দিয়া কিমেড়ী বিভাগের বটুলি নগর সন্নিকটে গঞ্জাম্ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। তথা হইতে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্ব গতিতে প্রবাহিত হইয়া কলিঙ্গপত্তনের নিকট বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদী ১৭০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার প্রায় অর্দ্ধাংশে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

২ কুলপদ্ধতি। ৩ বংশবল্লী।

বংশধারিন্ (ত্রি) বংশং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। বংশরক্ষাকারী। বংশধর।

বংশনর্ত্তিন্ (পুং) ১ গৃহনর্ত্তক। ভাঁড়। যাঁহারা বংশানুক্রমে কোন এক প্রসিদ্ধ রাজবংশে অথবা দেবালয়ে নর্ত্তকের কার্য্য করিয়া আসিতেছে। (শুক্লযজুঃ ৩০।২১)

বংশনাড়িকা (স্ত্রী) বংশ এব নাড়িকা যত্র। ১ বংশনালী। বংশনির্ম্মিত নল। ২ বাঁশী।

বংশনাথ (পুং) বংশের প্রধান বা প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।
(রামা° ৪।২৯।২৬)

বংশনালিকা (স্ত্রী) বংশনালোঽস্ত্যস্যা ইতি বংশনাল ঠন্-টাপ্। বংশী। (শব্দরত্না)

বংশনাশ (ক্লী) বংশস্য নাশঃ ক্ষয়ঃ। বংশ নশ-ঘঞ্। ১ বংশ-লোপ। ২ ফলিতজ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। গ্রহগণের যে সমাবেশভেদে মানুষের অচিরে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, তাহাকে বংশনাশ যোগ বলা যায়। যদি জন্মকালে রবি, শনি ও রাহু একগৃহে থাকে, তাহা হইলে সেই মনুষ্যের বংশনাশ হইয়া থাকে।

"রবিণা সহিতো মন্দো রাহুযুক্তো ভবেদ্যদি।
বংশনাশকরো যোগঃ কথিতো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥" (ফলিতজ্যো°)

খনার বচনে আরও কএকটী নাশযোগ বিবৃত আছে। জ্যোতির্ব্বিদ্গণ সহজেই তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"গগনে রোহিত শশিযুত যায়, তার কায়া শৃগালে খায়। ১
সাতে কুজা থাকে যবে, বাঁশের আগে শুকায় তবে॥ ২
বাপে পুত্রে দেখে লগ্ন, তাহার কুঠি না কর ভগ্ন।
যবে হয় তাহার দশা, তাহার জীবন না কর আশা॥ ৩
বাপে পুত্রে এক ঘরে থাকে, চৌর হইয়া তার সোর না রাখে।
সপ্তমে কুজা থাকে যবে, দুবেশ কুঞী হয় তবে।
তুঙ্গাতুঙ্গী কিসের কাজ, যুগাযুগি পড়ুক বাজ।
চান্দ লগ্ন না দেখে শুভাশুভে, তাহার কুঠে পোলায় গৃহে।

চান্দে গুরু দেখে এক সঙ্গ, কুজে জীয়া অতি বড় রঙ্গ।
ইহা ছাড়ি সাতে পায়, সে নর গজকন্ধে যায়।
দুই কুজা মাখন গা, তাহার কুঠি ছেদা যোগা।
কাকে শৃগালে খায় তাকে, সাত ইন্দ্র না তায় রাখে॥ ৪
মকরে কুজা ধবল সঙ্গে, নিত্য ক্রীড়ায় যায় রঙ্গে।
ইষ্ট কুটুম্বে করায় ভোগ, সোম কুঠি নৃপতি যোগ।
সাতে শনি লগ্নে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ॥ ৫
রাশি লগ্ন সাগরে বান্দ, জলে বসিয়া পাতিল ফান্দ।
লগ্নে থাকে আকা বাকা, অগ্নি জলে করিবা শঙ্কা।
যার মঙ্গল সাতে দেখে, মেঘের নাদে পাড়ে তাকে॥ ৬
যবে শুভে না দেখে সাতে, কি করিবে বাপে পুতে।
লগ্নে কুজা লগ্নে সুজা, লগ্নে থাকে ভাস্বুতমুজা।
রাকা দিঠে শুকা চায়, অষ্টদিনে যমঘরে যায়॥ ৭
চাইর সাগরে রাহুর মেলা, তবে কুঠি না কর হেলা।
আচুক যোগে পায় সিদ্ধি, আপন কালে মিলায় নিধি।
চাইর সাগর রাহুর মেলা, তবে কুঠি ছাদা তোলা।
লগনে চান্দ সুরগুরুযুতা, অবশ্য হয় নৃপতি সমতা।
কুজার ঘরে খোঁড়ার বাসা, গোত্র কুটুম্বের নাহিক আশা॥ ৮
কুজা খোঁড়া থাকে সঙ্গে, এক কাল না জায় রঙ্গে।
জীবা যবে নিজ ঘরে, রাজপাশে অবশ্য বরে।
রাজভোগে যায় কাল, ভাই কুটুম্বের অঙ্গে উজ্জ্বাল।
কোণে চান্দ সাগরে লগন, সকল রিষ্ট করেন ভগন॥ ৯
জীয়া ভুয়া থাকে যবে, রাজা সম হয় তবে।
জীয়া ভুয়া দেখে এক সঙ্গে, শেষে কুঠি করিব রঙ্গে।
সঙ্গ পরিহরি থাকে সাতে, সকল কাল যায় ভাতে পুতে।
এক পাপে অপরে পায়, পাপগ্রহ যবে চান্দে পায়।
চান্দের সাতে থাকে পাপ, পীড়ে জননী মরে বাপ॥ ১০
চাইর সাগরে লগন চান্দ * সাগরে তবে পাতিল ফান্দ।১০
কুজা খোঁড়া না দেখে যবে, পানিব ভিতর ডুবায় তবে।১১
শুভে না দেখে লগন সাতে, অবশ্য মরে জলাঘাতে। ১২
সঙ্গে থাকে সৌরি, দুইপত্নী উমাগৌরী।
এক পতিনী মরে যবে, তিন পতিনী হইবে তবে। ১৩
শেষে কর্কটে থাকে জীয়া, ঘরে থাকে লক্ষ্মী বসিয়া।
গঙ্গা-সাগর পুচ্ছে বাত, অবশ্য দেখে জগন্নাথ।
বিস্তর গ্রহ দেখে মেলা, তার কুঠি না করি হেলা।
ধন ভাত তাহা হইতে সিদ্ধি, অবশ্য কালে মিলায় নিধি।

* মেষ কর্কি তুলা মকরে শশধর, হইলে সর্ব্বদা খেলে জলের ভিতর। শনিকুজা উভয়েতে দেখিবে যখন, জলের ভিতর তারে ডুবায় তখন।

সয়ে যদি খোঁড়া যায়, শতকুলে রাজ পায়।
খোঁড়া যদি দেখে সাতে, রাজদুর্লভ হয় তাতে।
তিন পাপ থাকে এক ঠাই, কর্ম্ম ঘরে যবে মঙ্গল পাই।
শুভ গ্রহে দেখে পাপ, তারে না দেখে তাহার বাপ। ১৪
খোঁড়ার কাছে বোড়ার বাসা, ধন পুত্র ভাতে করিব আশা।
শুকা থাকে ধন বিনাশ, রাহু থাকে বৈরি নাশ। ১৫
খোঁড়ার ঘরে বোড়ার মিলন †, গলায় দড়ি অবশ্য মরণ।১৬

বংশনেত্র (ক্লী) বংশস্যেব নেত্রাণ্যস্য। ইক্ষুমূল। (রাজনি°) আকের চক্ষু।

বংশপত্র (পুং) বংশস্য পত্রাণীব পত্রাণ্যস্য। ১ নল। বংশস্য পত্রম্। (ক্লী) ২ বংশদল, বাঁশের পাতা। ৩ হরিতাল ভেদ। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিতাল বলিয়া কথিত। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, বংশপত্রাখ্য নামক হরিতাল কুষ্মাণ্ড সলিলে ও চূণের জলে তিনবার বা সাতবার নিক্ষেপপূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে, পরে সেই শোধিত তালক তণ্ডুলাকারে চূর্ণ করিয়া শরাবে স্থাপনপূর্ব্বক জ্বাল দিবে। পরে পাত্র শীতল হইলে মাণিক্যাভ রস উঠাইয়া লইতে হয়।

"তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যম্লেন চ বা পুনঃ॥
শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতি।
ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ।
অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ॥"
(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

ইহার বিভিন্ন শোধনপ্রণালী, গুণ ও অপরাপর বিষয় হরিতাল শব্দে দ্রষ্টব্য।

৪ ছন্দোভেদ। সাধারণতঃ বংশপত্রপতিত ছন্দ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বংশপত্রক (ক্লী) বংশপত্রমেব স্বার্থে কন্। ১ হরিতাল। (হেম) (পুং) বংশস্য পত্রমিবাকৃতিরস্যেতি ইবার্থে কন্। ২ ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ (Cynoglossus Lingua) চলিত—বাঁশ-পাতা মাছ। [মৎস্য শব্দ দেখ।]

৩ নল। ৪ শ্বেতবর্ণ ইক্ষুভেদ। (রাজনি°)

বংশপত্রপতিত (ক্লী) সপ্তদশাক্ষর পাদছন্দোবিশেষ। "দিঙ্মুনিবংশপত্রপতিতং ভরনভনলগৈঃ। ইহার ১,৪,৬,১০ ও ১৭ বর্ণ গুরু এবং অপরগুলি লঘু। উদাহরণ যথা—

† জন্মকালে শনিকেতু একত্র ঘটনে, কিন্তু যদি থাকে তারা আপন ভবনে গলে দড়ি মরিবেক জ্যোতিষেতে কয়, উদ্বন্ধন যোগ এই জানিবে নিশ্চয়

"নূতনবংশপত্রপতিতং রজনিজলবং।
পশ্য মুকুন্দ মৌক্তিকমিবোত্তমমরকতগম্।
এষ চ তং চকোরনিকরঃ প্রপিবতি মুদিতো
বাস্তমবেত্য চন্দ্রকিরণৈরমৃতকণমিব॥"

কেহ কেহ ইহাকে বংশপত্রচরিত ছন্দ বলিয়া থাকেন। পণ্ডিত শঙ্করের মতে, ইহার অপর নাম বংশদল। (ছন্দোমঞ্জরী)

বংশপত্রিকা (স্ত্রী) ১ বেণুদল, বাঁশের পাতা। ২ বংশপত্রাকার তৃণ, বাঁশপাতা ঘাস। [বংশপত্রী দেখ।]

বংশপত্রী (স্ত্রী) বংশপত্র-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ নাড়ী-হিঙ্গু। ২ তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—বংশদলা, জীরিকা, জীর্ণপত্রিকা। ইহার গুণ—সুমধুর, শীতল, রুচ্য, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক এবং পশ্বাদির দুগ্ধবিবর্দ্ধিনী। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে যে, বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিরাটিকা এই কয়টী পর্য্যায়ক শব্দ। বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর তুল্যগুণদায়ক, অর্থাৎ ইহা রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরস এবং হৃদ্‌রোগ, বস্তিগত দোষ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্ম ও বায়ুনাশক।

(ভাবপ্র°পূ° ১ ভাগ)

বংশপরম্পরা (স্ত্রী) সন্তানসন্ততিক্রম। পুত্রপৌত্রাদিক্রম।

বংশপাত্র, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১০৬)

বংশপাত্রকারিণী (স্ত্রী) ঝুড়ি চুবড়ী কুলা প্রভৃতি পাত্র যে রমণী বাঁশ হইতে প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বংশপাল, শিলালিপিবর্ণিত একজন রাজা।

বংশপীত (পুং) বংশঃ বংশপত্রমিব পীতঃ। গুগ্‌গুলু। (রাজনি°)

বংশপুষ্পা (স্ত্রী) বংশস্য পুষ্পাণীব পুষ্পাণি যস্যাঃ। সহদেবী লতা।

বংশপূরক (ক্লী) বংশস্যেব পূরকমস্য। ইক্ষুমূল।

বংশপ্রতিষ্ঠানকর (পুং) বংশখ্যাতি বা প্রতিপত্তিবিস্তারকারী। বংশের আদিপুরুষ।

বংশবীজ (ক্লী) বংশস্য বীজং। বেণুযব। বাঁশের চাউল।

বংশব্রাহ্মণ (ক্লী) ১ বৈদিক আচার্য্যপরম্পরাভেদ। ২ সামবেদের একখানি ব্রাহ্মণ।

বংশভার (পুং) বাঁশের ভার বা মোট।

বংশভৃৎ (পুং) ১ বংশের ভরণপোষণকারী। ২ বংশস্থ প্রধান ব্যক্তি।

বংশভোজ্য (ত্রি) ১ বংশের উপভোগ্য। ২ বংশানুক্রমপ্রাপ্ত। (ক্লী) ৩ পৈতৃক রাজ্য। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশময় (ত্রি) বংশ স্বার্থে ময়ট্। বংশনির্ম্মিত।

বংশমর্য্যাদা (স্ত্রী) বংশস্য মর্য্যাদা। ১ বংশপরম্পরাপ্রাপ্ত গৌরব। কুলক্রমাগত মর্য্যাদা। ২ রাজদত্ত উপাধি বা খেতাব।

বংশমূলক (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে স্নান করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। (ভারত বনপর্ব্ব)

বংশযব (পুং) বাঁশের চাউল।

বংশরাজ (পুং) বংশানাং রাজা ইতি রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। ১ ঝাড়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বা সর্ব্ব বৃহৎ বাঁশ। (হরিবংশ) ২ রাজভেদ। (ললিতবিস্তর)

বংশরোচনা (স্ত্রী) রোচতে ইতি, রুচ্ নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যুঃ। টাপ্। বংশস্য রোচনা। স্বনামখ্যাত বংশপর্ব্ব মধ্যস্থিত শ্বেতবর্ণ ঔষধবিশেষ। সাধারণে বংশলোচন নামে পরিচিত। পর্য্যায়—ত্বক্‌ক্ষীরা, বংশলোচনা, তুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী, বংশজা, ক্ষীরিকা, তুগা, ত্বক্‌ক্ষীরী, শুভ্রা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্‌সারা, কর্ম্মরী, শ্বেতা, বংশকর্পূররোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা, বংশশর্করা, বেণুলবণ। ইহার গুণ—রুক্ষ, কষায়, মধুর, হিম, শ্বাসকাসঘ্ন, তাপনাশক, রক্তশুদ্ধিকারক ও পিত্তোদ্রেকপ্রশমনকারী। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণাবলী বংশজা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [বংশজা ও বংশলোচন দেখ।]

বংশলক্ষ্মী (স্ত্রী) কুললক্ষ্মী।

বংশলোচনা (স্ত্রী) বংশরোচনা রস্য লত্বম্। বাঁশের পর্ব্বমধ্যে নীলাভ শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ। চলিত কথায় ইহার নাম বংশলোচন। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে Bamboo Manna বলে। এই পদার্থ প্রধানতঃ বেতর বাঁশ বা নল বাঁশেই (Bambusa arundinacee) জন্মে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই ঔষধ দ্রব্য "তবাশীর" নামে প্রচলিত।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—বংশলোচন, বংশকর্পূর; বাঙ্গালা—বাঁশকপূর, বংশলোচন; আসাম—সুতোরিয়া; আরব ও পারস্য—তবাশীর; মরাঠী—বংশ-লোচন, বনশমীঠা; গুর্জ্জর—বাঁশকপূর বাশ-সু-মীঠা; তামিল—মুঙ্গলুপ্পু, তেলগু—বেদরুপ্পু, তবক্ষীরি; মলয়ালম্—মোলেউপ্প; কনাড়ী—বিদরুপ্পু, তবক্ষীরা; শিঙ্গাপুর—উণা, লুণু, উণাকপূর; ব্রহ্ম—বা-ঙা, বাঠেগা—কিয়ো বাঠেংসা, বসন; সংস্কৃত—পর্য্যায়গুলি বংশরোচনা শব্দে বিবৃত হইয়াছে।

বাজারে এই দ্রব্য সাধারণতঃ দুই প্রকার দেখা যায়—১ কবুদী বা নীলাভ এবং ২ সফেদ বা শ্বেতবর্ণ। প্রাচীন বৈদ্যকে ইহার ভেষজ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"কষায়মধুরা রুক্ষা বাতঘ্নী বংশলোচনা।
তুগাক্ষীরী ক্ষয়শ্বাসকাসঘ্নী মধুরা হিমা॥" (রাজবল্লভ)

শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, সুদূর আরব ও গ্রীসবাসী যবনগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বংশজ দ্রব্যের গুণ অবগত হইয়াছিলেন। ডাওকোরাইডস, প্লিনি, সালমাসিয়াস, স্প্রেঙ্গেল ফি, ফ্রেরে, হাম্বোল্ট প্রভৃতি মনীষিগণ এই মহামূল্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনির "Saccharon et Arabia fert sed

Laudatius India. Est autem mel in arundinibus Collectum প্রভৃতি পাঠ করিলে নিঃসন্দেহে তবাশীরের কথা বলিয়া মনে হয়। সাল্‌মাসিয়াস্ প্রভৃতি তর্ক দ্বারা উহাকে ইক্ষুজ শর্করা বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু হার্ষোণ্ট তাহার মীমাংসা করিয়া বলেন, আরব্য বা পারস্য তবাশীর শব্দ শর্করা-বোধক নহে উহা সংস্কৃত ত্বক্‌ক্ষীরা (Bark-milk) শব্দের অপভ্রংশমাত্র।*

হিন্দু আয়ুর্ব্বেদে ও মুসলমানগণের হেকিমী শাস্ত্রে তবাশীরের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা শীতল, বলকর, কামোদ্দীপক ও শ্বাসকাসনিবারক, অন্যান্য ঔষধের সহিত ইহা হৃদ্রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, আমাশয় এবং উদরাধ্মান প্রভৃতিতে ইহা আশু ফলপ্রদ। ইহা পিপাসানিবারক ও কফনিঃসারক। বিষম জ্বরে পিপাসা অত্যন্ত বলবতী হইলে বংশলোচনের একটী চূর্ণক প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ৮ ভাগ বংশলোচন, ১৬ ভাগ পিপুল, ৪ ভাগ এলাইচ ও ১ ভাগ দারুচিনি একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃত অথবা মধুযোগে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে। চূর্ণের মাত্রা ১ হইতে ২ স্ক্রুপল্ পর্য্যন্ত। কফনিঃসারণের নিমিত্ত ৫ হইতে ২০ গ্রেণ পর্য্যন্ত বংশলোচন প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বাঁশ গাছের মধ্যে কিরূপে এই মহদুপকারী পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আজও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, বাঁশ ঝাড়ে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়িলে বংশলোচন উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণের ধারণা, বাঁশ গাছের স্বভাবজাত রস অর্থাৎ পর্ব্বমধ্যস্থিত জলাকার তরল পদার্থ (Natural sap) বিকৃত হইয়া এই মহামূল্য পদার্থ উৎপাদন করে। যে সকল কচি কোঁড়ে এই রসাধিক্য থাকে, তাহাতে এক প্রকার সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। ঐ রস পরিপক্ক হইয়া ক্রমে ত্বক্‌ক্ষীরায় পরিণত হয়। অহিফেন বিভাগীয় ইংরাজ-রাজকর্ম্মচারী Mr Peppe বলেন, "তিনি একজন দেশীয় বণিক্‌কে তবাশীর উৎপন্ন করিতে দেখিয়াছেন। ঐ ব্যক্তি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বংশচ্ছেদনকারী এক প্রকার কীটের সমাবেশ হেতু বংশপর্ব্বস্থিত রস লবণাশ্রিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তিনি এক গাছ হইতে ঐরূপ কতকগুলি পোকা আনিয়া অর্দ্ধপক্ক অপর কতকগুলি গাছে ছাড়িয়া দেন। ইহাতেও তিনি সহজে বংশলবণ প্রাপ্ত হন। উপর্য্যুপরি এইরূপে চেষ্টা করিয়া তিনি সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনিও বিলক্ষণ অর্থ লাভ করেন।" আবার কেহ কেহ বলেন, বাঁশের পাব্‌গুলির ভিতরদিকে স্বাভাবিক রসসঞ্চারহেতু সিলিকা-মিশ্রিত অপর একরূপ পদার্থ (Silicious concretions, of an opaline nature) উৎপন্ন হয়, তাহাই তবাশীর নামে খ্যাত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ কোন্ ধাতুর রাসায়নিক সংযোগে উহার উৎপত্তি, পরীক্ষা ভিন্ন তাহা জানিবার উপায় নাই।

* Birdwood's Economic Products of the Presidency of Bombay, pp. 95-96.

গ্লাস্‌গো নগরের রসায়নাধ্যাপক টি, টম্‌সন বিশ্লেষণ দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, ইহার একশত ভাগের মধ্যে ৯০.৫০ অংশ সিলিকা, ১.১০ পটাশ, ০.৯০, পেরক্সাইড্ অব আয়রণ ০.৪০, আলুমিনিয়া ৪.৮৭ জল এবং নাশ—২.২৩ অংশ আছে। বংশলোচন ভিন্ন বাঁশের অপরাপর অংশও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঁশের কোঁড়ের অথবা অগ্রকলার আবরকের অভ্যন্তরে শিকড়ের ন্যায় সরু সরু যে সকল শুঁয়া থাকে, তাহা বিষাক্ত। ঐ শিকড় সহজে খাদ্যাদির মধ্যে দিয়া সেবন করান যাইতে পারে। সেবনের পর ধীরে ধীরে নরদেহে বিষের ক্রিয়া চলিতে থাকে। কয়েক মাস পরে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বংশবৰ্দ্ধন (ত্রি) বংশং বংশমানং বৰ্দ্ধয়তি বংশ-বৃধ-ল্যুট্। ১ বংশাভিমানরক্ষাকারী, বংশগৌরববৃদ্ধিকারী। (রামায়ণ ২।২৩।৪২) ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ৩৩।৯৫)

বংশবৰ্দ্ধিন্ (ত্রি) বংশং বৰ্দ্ধয়তীতি বংশ-বৃধ্-ণিনি। ১ বংশ-মর্য্যাদাস্থাপনকারী। "মম ত্বং বংশবৰ্দ্ধিনী" (ভারত বনপর্ব্ব) ২ বংশলোচনা। (বৈদ্যকনি°)

বংশবাটী, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৫৭´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৬´ ৩৫´´ পূঃ। লোক সংখ্যা অনুমান ৮০০০ হাজার। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি আছে, বর্ত্তমান বাঁশবেড়ে নামে পরিচিত।

মোগল-সম্রাট্ শাহজহানের আমলে বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাঘব রায় কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। বাঁশবাড়িয়া রাজবংশের সহিত এই নগরের ইতিহাস জড়িত থাকায় নিম্নে ঐ রাজবংশের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল।

এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দেবাদিত্য দত্ত বঙ্গদেশের রাজা বল্লালসেনের সমসাময়িক ছিলেন। মুরশিদাবাদ জেলায় দত্তবাটী নামক গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস। দত্তবংশীয় জমিদারদের বাসবাটী থাকায় ঐ গ্রামটীর ঐরূপ নাম হইয়াছে। দেবাদিত্য হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন দ্বারকা নাথ দত্ত দত্তবাটী পরিত্যাগ করিয়া বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ভাগীরথীতীরস্থ পাটুলী নামক স্থানে নগরস্থাপনপূর্ব্বক বাস করেন।

দ্বারকানাথের পৌত্র সহস্রাক্ষ দত্ত সন ৯৮০ সালে (১৫৭৩ খৃঃ অঃ) মোগল বাদশাহ অকবরের নিকট এক ফরমাণ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে "জমিদার" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। সহস্রাক্ষ জায়গীর স্বরূপ—পরগণা ফয়জল্লপুর লাভ করেন। সহস্রাক্ষের পুত্র উদয় দত্তকে বাদশাহ অকবর বংশানুক্রমে "সভাপতি রায়" উপাধি দিয়াছিলেন। সন ১০৩৫ সালে (১৬২৮ খৃঃ অঃ) উদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়ানন্দ সম্রাট্ সাহ্‌জহানের নিকট হইতে "মজুমদার" উপাধি ও কোটএকৃতিয়ারপুর পরগণার জায়গীর লাভ করেন। জয়ানন্দ রায় মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবকে বাদশাহ শাহজাহান ১২ রুরি ১০৬৬ হিজরী শকে (১৬৪৯ খৃঃ অঃ) "মজুমদার" ও "চৌধুরী" উপাধি প্রদান করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে চারিজন মজুমদার ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব একজন। এই উপাধির সঙ্গে রাঘব নিম্নলিখিত ২১টী পরগণার জমিদারী ও বিস্তর নিষ্কর ভূমি উপহার পাইয়াছিলেন—আর্শা, চন্দা, মামদানিপুর, পাণ্ডনৌর, বোড়ো, জাহানাবাদ, শায়েস্তানগর, শাহানগর, রায়পুর, কোতওয়ালি, পাউনান, খোসালপুর, বকস বন্দর, পাইকান, আমিরাবাদ, জঙ্গলীপুর, মাইহাটী, হাবলী সহর, মজঃফরপুর, হাতিকান্দি, মৌলপুর প্রভৃতি। সম্পত্তি শাসনার্থ রাঘব বাঁশবেড়িয়ার একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। নদীগর্ভে পাটুলী প্রাসাদ অন্তর্লীন হইবার আশঙ্কা দেখিয়া রাঘবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়ায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করিলেন। তখন উহা একটী গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। রামেশ্বর নানা স্থান হইতে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য এবং বিবিধ আচরণীয় হিন্দুকে এবং শতাধিক সমরকুশল পাঠানকে আনাইয়া বাঁশবাড়িয়াতে বাস করাইয়াছিলেন। কাশী হইতে পণ্ডিত রামশরণ তর্কবাগীশকে আনাইয়া রাজা রামেশ্বর আপন সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রাম মধ্যে ৪১টী টোল স্থাপন করিয়া এবং কাশী ও মিথিলা হইতে অধ্যাপক আনাইয়া ছাত্রদিগের স্মৃতি, শ্রুতি, বেদান্ত, ন্যায়, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিবার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। টোলের সমস্ত ব্যয় রাজসংসার হইতে দেওয়া হইত।
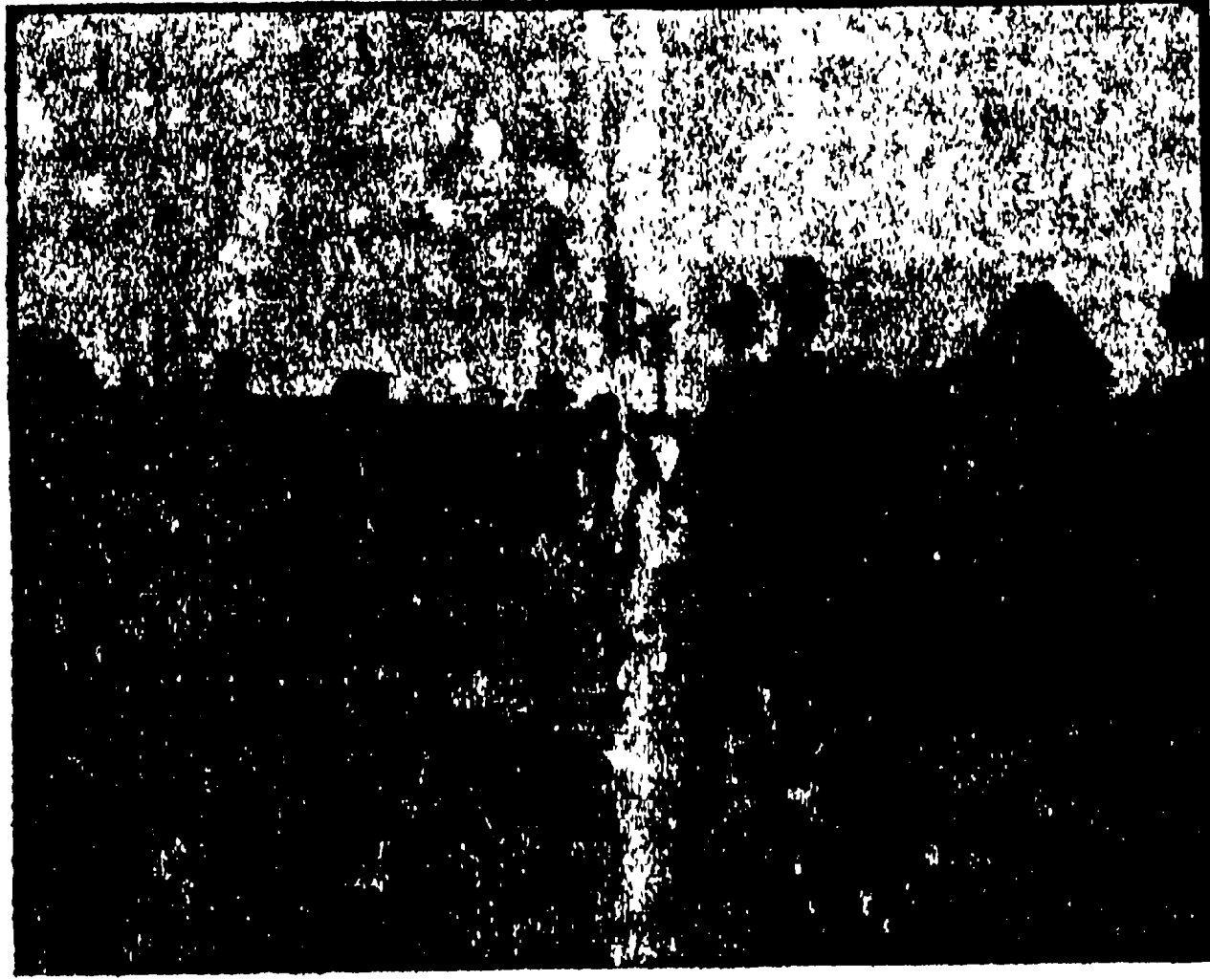
বাঁশবাড়িয়ার রাজবাটী।

বর্গীদিগের অত্যাচার ভয়ে রাজা রামেশ্বর বাঁশবাড়িয়ার রাজপ্রাসাদ পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া লন। রামেশ্বরের গড় হইতে ঐ রাজবাটী 'গড়বাটী' নামে খ্যাত হয়। এই পরিখার পরিধি প্রায় এক মাইল। ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, তরবারী ও বন্দুক সঙ্গে লইয়া পদাতিগণ এই গড়ের পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। আবশ্যক মত তথায় মাঝে মাঝে কয়েকটী কামানও রাখা হইয়াছিল। বর্গীরা ত্রিবেণী লুঠ করিতে আসিলে তথাকার লোক সকল এই গড়ের ভিতরে আশ্রয় লইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। বর্গীরা এই সংবাদ পাইয়া একবার গড়বাটী অবরোধ করে। রাজা রামেশ্বরের পুত্র রাজা রঘুদেব সসৈন্যে সজ্জিত হইয়া নৈশযুদ্ধে মারহাট্টাদিগকে পরাস্ত করেন এবং তথা হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। রঘুদেব পূর্ব্বপরিখার সংস্কার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পুনরায় একটী নূতন পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন।

রাজা রামেশ্বর রায় ১০ই সফর ১০৯০ হিজরী অব্দে বাদশাহ অরঙ্গজেবের নিকট এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রক্রমে "রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইয়াছিল।

এই সনন্দের সঙ্গে বাদশাহ তাঁহাকে পঞ্জ-পাট্টা (পঞ্চ-

পোষাক) খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজপদবী সম্মানের সহিত রক্ষা করিবার জন্য বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ৪০১ বিঘা জমি জায়গীর এবং কলিকাতা, বালিন্দা, হাতিয়াগড়, আলোয়ারপুর, মেদনমল, মাগুরা, ধার্শা, খালোড়, মানপুর, সুলতানপুর, কুস্তপুর ও কাটনিয়া নামক দ্বাদশটী পরগণার জমিদারী দিয়াছিলেন। উহার একখানি সনন্দের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"রাজা রামেশ্বর রায় মহাশয় বরাবরেষু—

মোকাম বাঁশবেড়িয়া,

পরগণে আর্শা সরকার সাতগাঁ

পরগণা অধিকারে আনিয়া ও জরিপ জমাবন্দী করিয়া যে হেতু তুমি রাজ্যশাসনের সাহায্য করিয়াছ এবং যখন যে কার্য্য তোমাকে ভার দেওয়া গিয়াছে, যে হেতু তুমি যথেষ্ট যত্নের সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়াছ, এজন্য তোমাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। তোমার গুণের পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে পঞ্চ পাট্টা খিলাত ও "রাজা মহাশয়" উপাধি দেওয়া হইল। পুরুষানুক্রমে তোমার বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই উপাধি ধারণ করিবে, ইহাতে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারিবে না। ১০ সফর ১০৯০ হিজরী।"

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবমন্দিরও রাজা রামেশ্বর কর্ত্তৃক স্থাপিত। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত এবং তদুপরি নানা শিল্পনৈপুণ্য খচিত।

বাসুদেব মন্দির।

১৬০১ শকাব্দে (১৬৭৯ খৃঃ অঃ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ মন্দিরের গাত্রে প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে এই শ্লোকটী অদ্যাপি খোদিত রহিয়াছে—

"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংশু গণিতে শকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বরদত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্॥"

রাজা রঘুদেবকে নবাব মুরশীদকুলী খাঁ "শূদ্রমণি" উপাধি দিয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়ে মুরশীদকুলীর কঠোর বন্দোবস্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু মুরশীদের গুণ-গ্রাহিতাও সামান্য ছিল না। শুনা যায়, যথাসময়ে রাজস্ব উশুল দিতে না পারায় একজন ব্রাহ্মণ জমিদার নবাব কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠকুণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইতে আদিষ্ট হন। রাজা রঘুদেব একথা শুনিতে পাইয়া আপনি সেই দেনা শোধ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। রঘুদেবের এই বদান্যতায় মোহিত হইয়া নবাব রঘুদেবকে "শূদ্রমণি" উপাধি প্রদান করেন। তদবধি তাঁহার নাম "শূদ্রমণি রাজা রঘুদেব রায় মহাশয়" হয়।

বস্তুতঃ এক সময়ে কি রাজকার্য্যে, কি সমরকৌশলে, কি দানধর্ম্মে, কি নীতিনিপুণতায় পাটুলীর মহাশয় বংশ বাঙ্গালার গৌরব স্থান ছিলেন। বিচক্ষণ অকবর, ক্রূরনীতি অরঙ্গজেব, জাঁহাঙ্গীর ও সমৃদ্ধিশোভমান শাহজহান পাটুলীবংশকে গর্বীয়ান রাগকলাপটু করিতে সকলেই মুক্তহস্ত ছিলেন। মুরশীদকুলী ও মুয়াজম প্রভৃতি সকলেই এই তান্ত্রিক হিন্দু কায়স্থবংশকে সুনয়নে দেখিয়াছিলেন। কুলজী-পঞ্জিকায় এবং মুসলমান ইতিহাসে পাটুলীবংশের যথেষ্ট প্রশংসা আছে। রাজা রঘুদেবের পুত্র রাজা গোবিন্দদেব বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদিগকে একলক্ষ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

রাজা গোবিন্দদেবের পুত্র রাজা নৃসিংহদেব পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ১১৪৭ সালে (১৭৪০ খৃঃ অঃ) পৌষমাসে ভূমিষ্ঠ হন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ তখন বাঙ্গালা বিহারের মসনদে সমাসীন। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র আলীবর্দ্দী খাঁকে সংবাদ দেন যে, বাঁশবাড়িয়ার রাজা গোবিন্দ-দেবের নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। আলীবর্দ্দী খাঁ গোবিন্দদেবের সমুদায় জমিদারী বর্দ্ধমানের জমিদারকে দান করেন। পাঁচ মাসের শিশু নৃসিংহ দেব শত্রুর কৌশলে নিজের মধ্যে বিপুল ধনে বঞ্চিত হইলেন। নৃসিংহদেব স্বহস্তে এ কথা লিখিয়া গিয়াছেন -"সন ১১৪৭ সালে মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয়, সে কালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম। বর্দ্ধমানের জমিদারের পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুত্র পুত্রাদির গুজরখরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারী সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে

পানাপা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল, তিনিও ঐ সন কিসমত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল। পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমিদারকে দখল দিলেন না, অতএব তালুক মজবপুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার বা তালুকদারের পর এমত বেআইন সাপি ও বেদায়ত কখন হয় নাই।”

রাজা নৃসিংহ দেব।

এই ঘটনার অনতিকাল পরে বাঙ্গালার মুসলমান সিংহাসন বিলুপ্ত হয়। ষোল বৎসরে সাত জন নবাব মুরশিদাবাদে নবাবীর অভিনয় করেন। তাহাতে বঙ্গের প্রজা ভীতচকিত ও পীড়িত হইয়া পড়ে। কুমার নৃসিংহদেব ঐ সময়ে পৈতৃক সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালায় অরাজকতার কথঞ্চিৎ হ্রাস ঘটিল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন, নৃসিংহদেবও তাঁহার শরণ লইলেন। তাহার ফল, রাজা নৃসিংহ দেব স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

“সন ১১৮৫ সালে গবনর জনরল শ্রীযুক্ত মেস্তর হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া, আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে যে সকল মহাল বর্দ্ধমান জমিদারের দখল হইতে চব্বিশ পরগণার সামিল হইয়াছিল, সেই মহালাতের জমিদারীতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌশল ও কমিট হইতে সনন্দ দিয়াছেন।”

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রদত্ত সনন্দ অনুযায়ী নৃসিংহ দেব তাঁহার পৈতৃক জমিদারীর মধ্যে কেবল নয়টী

পরগণা পুনঃ প্রাপ্ত হন। নৃসিংহদেব তাঁহার পৈতৃক বিপুল জমিদারীর মধ্যে কয়েকটী মাত্র পরগণা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া আসেন, নৃসিংহ তাঁহার নিকট সমুদায় জমিদারী পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁহাকে বিলাতে কোর্ট অব ডিরেকটারসদিগের নিকট আবেদন করিতে বলেন। নৃসিংহদেব বিলাতে আপিলের বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থসঞ্চয় করিতে থাকেন। সেই উদ্দেশে কিছুদিন ৺কাশীধামে বাস করেন। সেখানে ধার্ম্মিক যোগপথাবলম্বী সন্ন্যাসীদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার মতি গতি পরিবর্ত্তিত হয়। তিনি এই সময় তাঁহাদিগের সাহায্যে যোগমার্গে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বিলাত আপিলে বিপুল ব্যয় হইবে, অথচ তাহার ফল অনিশ্চিত। যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিলে অর্থের সদ্ব্যয় হইবে। এই মনে করিয়া তিনি ষট্‌চক্রভেদ প্রণালীতে হংসেশ্বরী মন্দির-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। নৃসিংহদেব ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ৺স্বয়ম্ভবার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তর ফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অঙ্কিত আছে :—

"আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেবদত্ততঃ॥"

নৃসিংহ দেব সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। চিত্র ও সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি অসাধারণ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উড্ডীশতন্ত্র বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন। তিনি ধর্ম্মবিষয়ক অতি সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ভূকৈলাস-রাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

"মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি॥
সতরশ চৌদ্দ শকে পৌষ মাস হবে।
আমার মানস মত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাসী।
শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী॥
* * * * * * * *
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া।
তাহারে করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া॥"(জয়নারায়ণের কাশীখ)

রাজা নৃসিংহ দেবের পত্নী রাণী শঙ্করী সুবিখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি প্রস্তরফলকে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উৎকীর্ণ আছে :—

শাকাব্দে রসবহ্নিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং
মোক্ষদ্বারচতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী রাজিতং।
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।
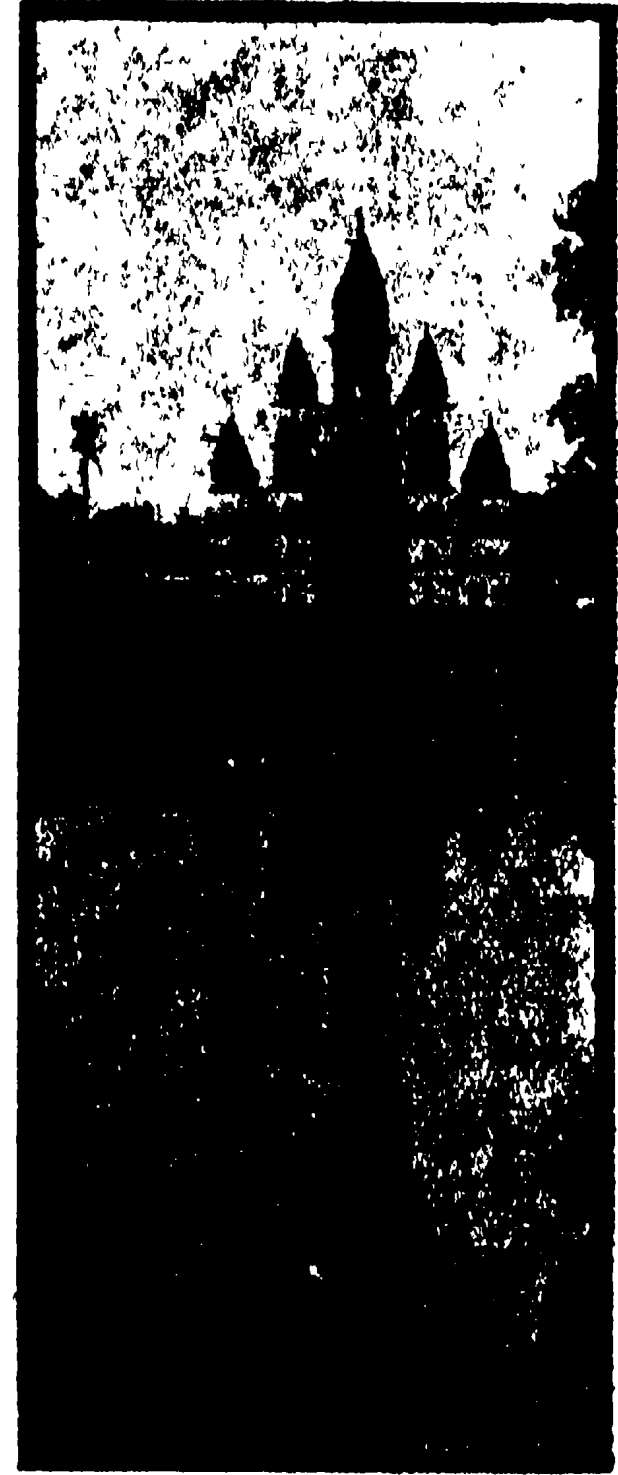
হংসেশ্বরী মন্দির।

৺হংসেশ্বরী মন্দির বাঙ্গালার একটী উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি। নানা স্থান হইতে বহু যাত্রী এই দেবীমূর্ত্তি দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। একটী ত্রিকোণ যন্ত্রের উপরে দেবাদিদেব শায়িত আছেন। তাঁহার নাভিকুণ্ড হইতে প্রস্ফুটিত পদ্ম উত্থিত হইয়াছে, দারুময়ী দেবী মূর্ত্তি হংসেশ্বরী তাহার উপর বিরাজিত আছেন। ইহার গঠননৈপুণ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী শঙ্করী বৈষয়িক কার্য্য পর্য্যালোচনায় অভিনিবিষ্ট হন। তিনি সকলকেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রজাবর্গ তাহার মধুর ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল। তাহারা 'রাণীমা'র নাম স্মরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। রাণীমাতা সামান্য চালচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। পুত্র কৈলাস দেবের সৌখীনতা ও বিলাসিতা আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তাহা বলিয়া

তিনি ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। দায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতিতে বিশেষ দোলযাত্রার সময় রাণী বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক শরা আবীর ও এক শরা টাকা দিয়া প্রত্যেককে প্রণাম করিতেন।

১২৪৪ সালে অগ্রহায়ণ মাসে পুত্র কৈলাস দেব পরলোক গত হন। কৈলাস দেবের পুত্র দেবেন্দ্র দেব ১২৫৯ সালে বৈশাখ মাসে পরলোক গমন করেন। পৌত্রের মৃত্যুর ছয় মাস পরে রাণী শঙ্করীর মৃত্যু হয়। রাণী স্বীয় সমস্ত জমিদারী মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এক উইল করিয়া ৺হংসেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। নাবালক প্রপৌত্র রাজা পূর্ণেন্দু দেব, সুরেন্দ্র দেব ও ভূপেন্দ্র দেবকে বংশানুক্রমিক সেবাইত নিযুক্ত করেন। নাবালকদের মাতা রাণী কাশীশ্বরী উইলে একজিকিউটার হন। পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ লালা বাবুর পুত্র শ্রীযুত রাজা শ্রীনারায়ণ সিংহের সহিত রাজা কৈলাস দেবের কন্যা করুণাময়ীর বিবাহ হয়।

১২৯৭ সালে ৭ই কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্র দেবের মৃত্যু হয়, ১৩০৩ সালের ১১ই শ্রাবণ জ্যেষ্ঠ রাজা পূর্ণেন্দুদেব ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মধ্যম সুরেন্দ্র দেব ১৩০৪ সালের ১৬ই চৈত্র মানবলীলা সম্বরণ করেন। সন ১৩০৭ সালের ৬ই মাঘ রাণী কাশীশ্বরী এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠের চারি পুত্র—রাজা সতীন্দ্র দেব, কুমার ক্ষিতীন্দ্র দেব, কুমার মুনীন্দ্র দেব ও কুমার রমেন্দ্র দেব। মধ্যমের এক পুত্র কুমার বীরেন্দ্র দেব ও কনিষ্ঠের এক পুত্র কুমার কুমারেন্দ্র দেব।

বংশবিততি (স্ত্রী) ১ বংশগুচ্ছ। ২ বাঁশবন। ৩ কুলজ-বংশ।

বংশবিদল (পুং) বংশনির্ম্মিত সন্দংশিকা, বাঁশের চিম্টা।

বংশবিদারিণী (স্ত্রী) বংশং বিদারয়তীতি বংশ-বি-দৃ-ণিচ্-ণিনি। বংশবিদারণকারী রমণী।

বংশবিশুদ্ধ (ত্রি) বংশানি বিশুদ্ধানি যত্র। পরিষ্কার বংশ বিনির্ম্মিত। ২ বিশুদ্ধ কুলাগত।

বংশবিস্তর (পুং) বংশস্য বিস্তরঃ। সমগ্র বংশধারা। বংশপরম্পরা।

বংশবৃদ্ধি (স্ত্রী) বংশস্য বৃদ্ধিঃ। ১ পুত্র কলত্রাদির জন্ম দ্বারা বংশের বিস্তার। ২ বংশসমৃদ্ধি।

বংশব্যজনবায়ু (পুং) বংশনির্ম্মিত তালবৃন্তের বায়ু। বাঁশের পাখার বাতাস। বৈদ্যকে ইহার গুণ লিখিত আছে। "বংশব্যজনজো বাতঃ রুক্ষোষ্ণো বাতপিত্তদঃ।" (রাজ° ২ পরি°)

বংশশর্করা (স্ত্রী) বংশস্য শর্করেব। ১ বংশরোচনা। (রাজনি°) ২ বংশেক্ষুকৃত শর্করা। শামশাঁড়া আখের চিনি। ইহার গুণ—চক্ষুর হিতকর, বল্য, সুমধুর ও রুক্ষ।

বংশশলাকা (স্ত্রী) বংশস্য শলাকেব দার্ঢ্যাৎ। ১ বীণামূল। মতান্তরে বীণা, সেতার প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের বংশদণ্ড। বংশনির্ম্মিতা শলাকেতি মধ্যপদলোপী সমাস। ২ বংশনির্ম্মিত শলাকা।

বংশসমাচার (পুং) বংশস্য সমাচারঃ। বংশাখ্যান।

বংশস্তনিত (ক্লী) জগতীছন্দোভেদ। [বংশস্থবিল দেখ]

বংশস্থ (ত্রি) বংশে তিষ্ঠতীতি বংশ-স্থা-কা। ১ বংশস্থিত। ২ ছন্দোবিশেষ।

বংশস্থবিল (ক্লী) দ্বাদশাক্ষর পাদ ছন্দোবিশেষ যথা,—"বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ॥" ইহার ১,৩,৬,৭,৯ ও ১১ বর্ণ লঘু এবং অবশিষ্ট গুরু। উদাহরণ যথা—

"বিলাসবংশস্থবিলং মুখানিলৈঃ
প্রপূর্য্য যঃ পঞ্চমরাগমুদ্গিরম্।
ব্রজাঙ্গনানামপি গানশালিনাং
জহার মানং স হরিঃ পুনাতু বঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

বংশস্থিতি (স্ত্রী) বংশস্য স্থিতিঃ প্রতিপত্তিরিতি। বংশমর্য্যাদা। বংশখ্যাতি। (রঘু ১৮।৩০)

বংশহীন (ত্রি) ১ পুত্রশূন্য। ২ আত্মীয়পরিশূন্য।

বংশাগত (ত্রি) ১ পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত। ২ বংশক্রমাগত।

বংশাগ্র (ক্লী) বংশস্য অগ্রম্। প্রথমজাতত্বাৎ। বংশাঙ্কুর। বাঁশের কোঁড়। (রাজনি°)

বংশাঙ্কুর (পুং) বংশস্য অঙ্কুরঃ। বংশকরীর, বাঁশের কোঁড়া। (হলায়ুধ) পর্য্যায়—বংশাগ্র, যবফলাঙ্কুর। ইহা কটু, তিক্ত, অম্ল, কষায়, লঘু ও শীতল এবং রুচিকর ও পিত্তাস্র-দাহকৃচ্ছ্রঘ্ন।

বংশানুকীর্ত্তন (ক্লী) বংশবল্লী কথন। রাজবংশপরম্পরায় পরিচয় প্রদান।

বংশানুক্রম (পুং) বংশস্য অনুক্রমঃ। বংশপরম্পরা।

বংশানুক্রমে (অব্য) পুত্রপৌত্রাদি অনুসারে।

বংশানুগ (ত্রি) ১ বংশের ন্যায়। ২ তরবারির মধ্যস্থ বক্রাংশের অনুগত। (বৃহৎস° ৫০।৩) ৩ একবংশ হইতে অন্যবংশে অনুগমনকারী (লক্ষ্মী)।

বংশানুচরিত (ক্লী) বংশস্য অনুচরিতম্। বংশের চরিত্রবর্ণন। ইহা পুরাণের পঞ্চলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চেতে পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥"

বংশানুবংশচরিত (ক্লী) পুরাণোক্ত প্রাচীন ও আধুনিক বংশের আখ্যান।

বংশান্তর (পুং) নল, খাগড়া। (রাজনি°)

বংশাবতী (স্ত্রী) পাণিনির শরাদি গণোক্ত বর্ণীভেদ। (পা° ৬।৩।১২০)

বংশাবলী (স্ত্রী) পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী।

বংশাবলেহ (পুং) বাঁশের ত্বক্।

বংশাস্থি (ক্লী) মর্কটাস্থি। (বৈদ্যকনি°)

বংশাহ্ব (পুং) বেণুযব। (রাজনি°)

বংশিক (ক্লী) বংশোঽস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ অগুরুকাষ্ঠ। (অমর) (ত্রি) ২ বংশসম্বন্ধীয়। ৩ বংশোদ্ভব। বংশোৎপন্ন। (পুং) ৪ কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুভেদ। কাজলী আখ।

বংশিকা (স্ত্রী) বংশিক-টাপ্। ১ অগুরু। (ভরত) ২ বংশী, মরলী, বেণু। (শব্দচ°) ৪ পিপ্পলী।

বংশিন্ (ত্রি) বংশ-ইনি। বংশসম্বন্ধীয়, বংশজাত।

"ধন্যা খলু ভবন্তো যে দ্বিজাতীনাং স্ববংশিনঃ।" (হরিবংশ)

বংশিবাদ্য (ক্লী) বংশীবাদ্য, বাঁশরী।

বংশী (স্ত্রী) বংশকারণত্বেনাস্ত্যস্যাঃ অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মুরলী, বেণু। (শব্দচ°) চলিত কথায় বাঁশী বা বাঁশরী বলে।

"নির্ম্মিতা কাপি গোপীনাং কুলশীলবিনাশিনী।
বিধিনা পামরেণেয়ং ন বংশী মুরবৈরিণঃ।" (কাব্যচন্দ্রিকা)

বংশীবাদনপটু শঠচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের মনোমঞ্জনার্থ বৃন্দারণ্যে বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন, বৃন্দারণ্যে "বংশীধ্বনি" অর্থে মনপ্রাণহরণকারী কৃষ্ণের বাঁশরী নিনাদই অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই কবিগণ বংশীতে কবিত্ব প্রভাব আরোপ করিয়া গিয়াছেন। বাঁশী যে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভূষণ ছিল, তাহা প্রেমরসাস্বাদী বৈষ্ণব কবিগণের ভক্তিগাথাতেও সমুদ্ভাসিত দেখা যায়। গোস্বামিবিরচিত নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত বিদ্যমান—

"স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ॥"

সঙ্গীতশাস্ত্রে এই বংশীবাদ্য যন্ত্রের প্রকার ও প্রস্তুতপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে।— যেমন তাল না হইলে গানের শোভা হয় না। সেইরূপ বাদ্যযন্ত্র না থাকিলে তাল মহিমা বুঝা যায় না; কেন না তাল বাদ্যযন্ত্র হইতেই সমুদ্ভূত। তন্মধ্যে মুখে লাগাইয়া ফুৎকার দিয়া যে বংশনির্ম্মিত শুষির বাজান যায়, তাহাকে বাঁশী বলা হইয়া থাকে। সঙ্গীত দামোদরে এই শুষির যন্ত্রের ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বংশোঽথ পারী মধুরী তিত্তিরী শঙ্খকাহলাঃ।
তোড়হী মুরলী বুক্কা শৃঙ্গিকা স্বরনাভিয়ঃ॥
শৃঙ্গং কাপালিকং বংশশ্চর্ম্মবংশস্তথা পরঃ।
এতে শুষিরভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥"

বাঁশী যে বংশ নির্ম্মিতই করিতে হইবে সঙ্গীতশাস্ত্রে এরূপ কোন বিধি নাই। তদাকার বর্ত্তুল, সরল ও পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ লইয়া শিল্পীর দ্বারা তাহার অভ্যন্তরে কনিষ্ঠাঙ্গুলি তুল্য ছিদ্র করাইবে। তাহার পর তদুপরে উপর হইতে অধোদিকে অঙ্গুলি স্থাপনযোগ্য করিয়া কৌশলে সাতটী ছিদ্র করিবে, যেন ঐ সপ্তরন্ধ্র হইতে সপ্তস্বর নির্গত হইতে পারে। আবশ্যক মত এক বা অর্দ্ধ অঙ্গুলী অন্তর ছিদ্র করিয়া সেই স্থানে মধ্যম ও কোমলাদি স্বর বাহির করা যায়। সঙ্গীতশাস্ত্রে বংশের মান ও বিভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল,—

"বর্ত্তুলঃ সরলশ্চৈব পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ।
বৈণবঃ খাদিরো বাপি রক্তচন্দনজোঽথবা॥
শ্রীখণ্ডজোঽথ সৌবর্ণো দন্তিদন্তময়োঽপি বা।
রাজতস্তাম্রজো বাপি লোহজঃ স্ফটিকোঽথবা॥
কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেণ শোভিতঃ।
শিল্পবিদ্যাপ্রবীণেন বংশকার্য্যো মনোহরঃ॥
বংশেনৈব মতোঽপ্রীতিমতঙ্গমুনিনোদিতম্।
ততোঽন্যেঽপি তদাকারা বংশা ইব প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তত্র ত্যক্ত্বা শিরোদেশাদধোদ্বিমিতিমঙ্গুলম্।
ফুৎকাররন্ধ্রং কুর্ব্বীত মিতমঙ্গুলিপর্ব্বণা॥
পঞ্চাঙ্গুলানি সংত্যজ্য তারন্ধ্রাণি কারয়েৎ।
কুর্য্যাত্তথাঽরন্ধ্রাণি সপ্ত সংখ্যানি কৌশলাৎ।
বদরীবীজতুল্যানি সংত্যজ্যার্দ্ধার্দ্ধমঙ্গুলম্।
প্রান্তয়োর্বন্ধনং কার্য্যং স্বরাদ্যৈর্নাদহেতবে॥
সিক্থকেন কলা দেয়া তেন সুস্বরতা ভবেৎ।
পঞ্চাঙ্গুলোঽয়ং বংশঃ স্যাদেকৈকাঙ্গুলিবৃদ্ধিতঃ॥
ষড়ঙ্গুলানি নাম্না স্যাৎ যাবদষ্টদশাঙ্গুলম্।
ফুৎকারতাররন্ধ্রস্য যাবদঙ্গুলিমন্তরম্।
তদেব নাম বংশস্য বাংশিকৈঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥
একাঙ্গুলো দ্ব্যঙ্গুলশ্চ ত্র্যঙ্গুলশ্চতুরঙ্গুলঃ।
অতিতারতরত্বেন বাংশিকৈঃ সমুপেক্ষিতঃ॥
ত্রয়োদশাঙ্গুলো বংশোঽপরঃ পঞ্চদশাঙ্গুলঃ।
নিন্দিতো বংশতত্ত্বজ্ঞৈস্তথা সপ্তদশাঙ্গুলঃ॥
মহানন্দস্তথানন্দো বিজয়োঽথ জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গমুনিসম্মতাঃ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে।
ব্রহ্মা রুদ্রো রবির্বিষ্ণুঃ ক্রমাদত্র ব্যবস্থিতাঃ॥

নৈবিড্যং প্রৌঢ়তা চাপি সুস্বরত্বক শীঘ্রতা।
মাধুর্য্যমিতি পঞ্চমী ফুৎকৃতেষু গুণাঃ স্মৃতাঃ॥"

যদি ফুৎকার দেওয়া মাত্র বাঁশী মুহুর্মুহু শীৎকারযুক্ত হয় অথবা তাহা হইতে সমুত্থিত স্বরের শব্দ স্তব্ধ, বিস্বর, স্ফুটিত, লঘু ও অমধুর শুনা যায়, তাহা হইলে সেই ষড়্‌দোষাশ্রিত বংশী গীত-বাদনে প্রয়োগ করা অবৈধ। বংশীবিদ্গণ এরূপ দোষাশ্রিত বংশীকে নিন্দা করিয়া থাকেন। (সঙ্গীত-দামোদর)

২ কর্ষচতুষ্টয়=৮ তোলা। ৩ বংশলোচনা। ৪ সংগ্রহণী চিকিৎসায় জাতীফলাদি চূর্ণ।

বংশীদাস, ভেদাভেদবাদ নামে বৈদান্তিক গ্রন্থপ্রণেতা।

বংশীধর (পুং) ১ যে বংশী ধারণ করে। বংশীধারী। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। যিনি বৈদ্যকুতূহল ও বৈদ্যমহোৎসব নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার পুত্র বিদ্যাপতি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যরহস্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বংশীধর, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি বাচস্পতি মিশ্র-রচিত তত্ত্বকৌমুদীর টীকা ও শব্দপ্রামাণ্যখণ্ডন রচনা করেন।

২ ছন্দোমঞ্জরী ও পিঙ্গলের পিঙ্গলপ্রকাশ নামক টীকাকার।

৩ একজন বৈদিক, ইনি কুশপঞ্জিকা ও হোমবিধি নামে দুইখানি বৈদিকগ্রন্থ রচনা করেন।

বংশীধরদৈবজ্ঞ, দৈবজ্ঞকালনিধি নামক সংস্কৃত জ্যোতির্গ্রন্থ-রচয়িতা।

বংশীধারিন্‌ (পুং) বংশীং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বংশীবাদক।

বংশীপত্রা (স্ত্রী) যোনিভেদ। "বংশাপত্রা তু যা যুক্তবংশাপত্রদ্বয়াকৃতিঃ।" (লোকপ্র° ৫৭ অঃ)

বংশীয় (ত্রি) বংশে ভবং ইতি বংশ-ছ্য। সদ্বংশজাত। বংশোদ্ভব। সম্বান্ত।

বংশীবট (ক্লী) বৃন্দারণ্যস্থ স্থানভেদ। শ্রীকৃষ্ণ এখানে লীলা করেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

বংশীবদন (ত্রি) বংশীযুক্তাধর। যিনি সর্ব্বদা বংশী বাজান।

বংশীবদন দাস, এক জন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র। ছকড়ি পাটুলীতে বাস করিতেন, পরে তিনি নদীয়ার কুলিয়াপাহাড়ে আসিয়া বাস করেন। ১৪১৬ শকে চৈত্র মাসে পূর্ণিমার দিনে এই কুলিয়াপাহাড়ে বংশীদাসের জন্ম। এ সম্বন্ধে প্রেমদাসের একটী পদেও আছে যথা—

"নদীয়ার মাঝ খানে, সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়াপাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম, শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণী কুলেতে যাঁর,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥"

বংশীবদন অল্প বয়স হইতেই প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সুললিত পদাবলিতে গৌরাঙ্গপ্রেমের উৎস ছুটিয়াছে। তাঁহার একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

"হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই,
ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি॥
অঙ্গে নানা আভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন,
চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হইল রূপে, ডুবিলাম রূপের কূপে,
প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী॥
বিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা,
অলপ উড়িবে মন্দ বায়।
কিবা যে মোহন চূড়া, দোসুতি মুকুতা বেড়া,
মত্ত ময়ূরপুচ্ছ তায়॥
গলায় কদম্বমালা, জিনিয়া মদন কলা,
অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে ঝুনি,
বলিহারি যাও বংশীদাস॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বংশীদাস শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুলিয়াপাহাড়ে বংশীবদন "প্রাণবল্লভ" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তিনি বিল্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্যেরা বংশীবদনের জ্ঞাতি।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন কিছুদিন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ-ভবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এখানে তিনি "দীপান্বিতা" নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করেন। তাঁহার দুই পুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন। শচীনন্দন "গৌরাঙ্গ-বিজয়" নামক একখানি কাব্যও রচনা করেন।

বংশীবদনশর্ম্মা, গোয়ীচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা এবং নৈষধকাব্যের টীকা-রচয়িতা।

বংশীবাদক (পুং) শুষিরযন্ত্র-বাদনাভিজ্ঞ, যাহারা উত্তমরূপ বাঁশী বাজাইতে জানে। সুরতালজ্ঞ বংশীবাদকের লক্ষণ সঙ্গীত-শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে—

"স্থানকাদিনয়াভিজ্ঞো গমকাঢ্যঃ স্ফুটাক্ষরঃ।
শীঘ্রহস্তঃ কলাভিজ্ঞো বাংশিকো রক্ত উচ্যতে॥

প্রবৃত্তির্বক্রমুক্তিশ্চ যুক্তিশ্চেত্যঙ্গুলৈর্গুণাঃ ॥
সুস্থানত্বং সুস্বরত্বং অঙ্গুলীসারণক্রিয়া ।
সমস্তগমকজ্ঞানং রাগরাগাঙ্গবেদিতা ॥
ক্রিয়াভাষাবিভাষাস্তু দক্ষতা গীতবাদকে ।
স্বস্থানে চাপি দুঃস্থানে নাদনির্ম্মাণকৌশলম্ ॥
গাতৃণাং স্থানদাতৃত্বং তদ্দোষাচ্ছাদনং তথা ।
বংশকস্য গুণা এতে ময়া সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

বংশোদ্ভবা (স্ত্রী) ১ বংশরোচনা। ২ বাসাখণ্ড।

বংশ্য (ত্রি) বংশে ভবঃ। বংশ-(দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। ১ সদ্বংশজাত। পর্য্যায়—কুল্য, বীজ্য।
"স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে।" (মনু ১।৬১)
২ বংশোৎপন্ন মাত্র।
"বংশ্যা গুণাঃ খল্বপি লোককান্তা
প্রারম্ভসূক্ষ্মাঃ প্রথিমানমাপুঃ ॥" (রঘু ১৮।৪৯)
৩ গৃহোর্দ্ধ কাষ্ঠবিশেষ। ৪ বাঁশের বাঁশা। ৫ পৃষ্ঠাবয়ববিশেষ।
"যদস্থিভির্নির্ম্মিতবংশবংশ্য-
স্থূণং ত্বচা রোমনখৈঃ পিনদ্ধম্।" (ভাগবত ১১।৮।৩৩)
'বংশোনাম স্থূণাসু নিহিতস্তির্য্যগেণুঃ। বংশ্যাঃ তস্মিন্ ভয়তো নিহিতা বেণবঃ। অস্থিভিরেব নির্ম্মিতা বংশাদয়ো যস্মিংস্তৎ। তত্র পৃষ্ঠে দীর্ঘমস্থি যৎ স বংশঃ। শার্শ্বাস্থীনি বংশ্যানি। স্থূণা হস্তপদাস্থীনি।' (শ্রীধরস্বামী)

বংসগ (পুং) বৃষভেদ। চলিত ষাঁড়।
'বৃষা যূথে চ বংসগঃ কৃষ্টীরিয়র্ত্তি' (ঋক্ ১।৭।৮)

বংহিয়স্ (ত্রি) বহুল, প্রচুর।

বংহিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়, অধিক।

বক্, ই ঙ। কৌটিল্য, বক্রীভাব কুটিলীকরণ। গতি। (কবিকল্পদ্রুম) ভ্বা° আত্ম° অক° ও সক° সেট্। কৌটিল্যার্থে বক্ধাতু কুটিলীভাবপ্রকাশন বা কুটিলীকরণ বুঝায়। ই, লট্ বঙ্কতে ঙ, লট্ বঙ্কতে কাষ্ঠং কুটিলং স্যাদিত্যর্থঃ। বঙ্কতে কাষ্ঠং কুটিলং করোতীত্যর্থঃ। (দুর্গাদাস) লিট্ ববঙ্কে, লোট বঙ্কিতা। লুঙ্ অবঙ্কিষ্ট।

বক, ১ স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষিজাতিবিশেষ (Ardea Nivea) ইহারা জলে মাছ ধরিয়া উদর পূরণ করে। ২ হরপ্রিয় পুষ্পবৃক্ষভেদ। চলিত বাসকোনা গাছ বা বক ফুলের গাছ। ৩ দৈত্যবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে নিহত করেন। ৪ ভীম কর্ত্তৃক নিহত রাক্ষসভেদ। ৫ কুবের। ৬ যন্ত্রবিশেষ। ৭ দাল্ভ্যগোত্রীয় ঋষিভেদ। ৮ রাজভেদ। ৯ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনেই ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। [বিস্তৃত বিবরণ পবর্গীয় বকশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বককচ্ছ (ক্লী) প্রাচীন জনপদ ভেদ। নর্ম্মদার তীরে অবস্থিত। উজ্জয়িনীপতি সাতবাহন সর্ব্ববর্ম্মা আচার্য্যের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া এই রাজ্য তাঁহাকে গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ দান করেন।
"রাজার্হরত্ননিচয়ৈরথ সর্ব্ববর্ম্মা,
তেনার্চ্চিতো গুরুরিতি প্রণতেন রাজ্ঞা।
স্বামীকৃতশ্চ বিষয়ে বককচ্ছনাম্নি
কূলোপকণ্ঠবিনিবেশিনি নর্ম্মদায়াঃ ॥" (কথাসরিৎসা° ৬তর°)

বককল্প (পুং) যুগান্তরীয় কল্পভেদ।

বককুণ্ড, বোম্বাই-প্রদেশে বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড-গ্রাম ও প্রাচীন তীর্থস্থান। সম্পগাঁও হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে যথনাচার্য্যের একটী সুন্দর প্রস্তর-মন্দির আছে। এ ছাড়া কএকটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানকার দেখিবার জিনিস।

বকচর (বকচর) (পুং) বকস্যেব চরতীতি চর-অচ্। ১ বকব্রতিন্, বকের ন্যায় বৃত্তী বা আচারধারী। (ক্লী) ২ বকজাতির বিচরণ-স্থান।

বকচিঞ্চিকা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ।

বকজিৎ (পুং) ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বকত্ব (ত্রি) বকের ভাব বা ধর্ম্ম। কুটিলতা।

বকদ্বীপ, বিষ্ণুপুরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে কৃষ্ণরায়ের প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। দেশাবলী পাঠে জানা যায়, এখানে শিলাবতী অবস্থিত। বর্ত্তমান এইস্থান 'বগড়ী' নামে পরিচিত রহিয়াছে। (দেশাবলী)

বকধূপ (পুং) গন্ধদ্রব্য বিশেষ। বৃকধূপ।

বকন (দেশজ) ১ বৃথা বক্ বক্ করা। অনর্থক ভাষণ। জল্পন। ২ তিরস্কারকরণ।

বকনখ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। বকনক এরূপ পাঠও পাওয়া যায়।

বকনা (দেশজ) অল্পবয়স্কা গবী। যে গবীর এখনও বাছুর হয় নাই।

বকনি (দেশজ) অনর্গল কথন। বৃথা তিরস্কার।

বকনিসূদন (পুং) বকস্য নিসূদনঃ। ভীমসেন।

বকপঞ্চক (ক্লী) কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটী তিথি। [পবর্গে বকপঞ্চক দ্রষ্টব্য]

বকপুষ্প (পুং) অগস্তি বৃক্ষ, বাঁসনা ফুলের গাছ। (Æschynomene grandiflora)। (স্ত্রী) বকফুল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ বকপুষ্পী। [অগস্তি দেখ]

বকযন্ত্র (স্ত্রী) আসবাদি পরিস্রুত করিবার যন্ত্রবিশেষ। বকগ্রীবার ন্যায় ইহার উপরিভাগে একটী বক্রাকার নল থাকায় এই নাম হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে Retort বলে।

বকয়া, চম্পারণের অন্তর্গত একটী নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৪২।১৪১)

বকরাক্ষস, একচক্রানগরবাসী রাক্ষসভেদ। কুন্তীদেবী পঞ্চ পাণ্ডবসহ একচক্রার এক ব্রাহ্মণ গৃহে বাস করেন। অকস্মাৎ একদিন ব্রাহ্মণগৃহে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইলে কুন্তীদেবী ত্বরান্বিতা হইয়া ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গমন করিয়া অবগত হইলেন, ঐ নগরে বক নামে এক রাক্ষস বাস করিতেছে। নগরবাসিগণ তাহাকে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন পরিবার হইতে এক একটী মনুষ্য ও দুইটা করিয়া মহিষ দিতে বাধ্য আছে। অদ্য ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত, তাই ক্রন্দনের কারণ হইয়াছে। যদি তাহারা ঐ দিন কাহাকেও না পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে রাক্ষস আসিয়া তাহাদিগকে সবংশে নিধন করিবে। ব্রাহ্মণের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে কাতর হইয়া কুন্তী বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার একটী বালক পুত্র ও একমাত্র বয়স্থা কন্যা আছে, তাহাদিগকে প্রেরণ কিংবা স্বয়ং তুমি অথবা তোমার পত্নীর উপহার লইয়া গমন করা উচিত নহে। আমার পঞ্চপুত্রের একজন তোমার উপকারার্থ উপহার গ্রহণপূর্ব্বক পাপ রাক্ষসের নিকট গমন করিবে। অনেক বাদানুবাদের পর কুন্তীর কথায় আশ্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীর সহিত ভীমসেনের নিকট আসিয়া এই দুর্ব্বহ কার্য্য সম্পাদনে অনুনয় করিলেন। ভীমও মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এই মহাব্রত সাধনে উদ্যোগী হইলেন।

রজনী প্রভাতা হইলে ভীমসেন খাদ্য সামগ্রী লইয়া রাক্ষসের আবাস অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর সেই রাক্ষসগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সেই সমস্ত ভোজ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে নামোচ্চারণপূর্ব্বক রাক্ষসকে ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসবর বক ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। ভীমসেন রাক্ষসের পৃষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাহাতেই তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

বকরাজ (পুং) রাজধর্ম্মন্ নামক রাজবিশেষ, ইনি কশ্যপের পুত্র। (ভারত শান্তিপর্ব্ব)

বকরী (দেশজ) ছাগী। বর্করী শব্দজ।

বকবধ (পুং) ১ বকাসুরের নিহনন। ২ মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের অন্তর্গত একটী পর্ব্বাধ্যায়। এই অধ্যায়ে ভীমসেন কর্ত্তৃক একচক্রানগরীতে বকাসুরের নিধনবৃত্তান্ত বিবৃত আছে।

বকবৃক্ষ (পুং) বকফুলের গাছ।

বকল (পুং) বৃক্ষত্বকের অভ্যন্তরস্থ পাতলা বল্কল। "বস্য বৃক্ষস্য প্রসব্যা বকলাঃ স বৃণ্যঃ" (শাঙ্খা° ব্রা° ১০।২)

বকবৃত্তি (পুং) বকস্যেব স্বার্থসাধিকা বৃত্তির্যস্য। বকের ন্যায় কপটাচারী সন্ন্যাসী। [পবর্গে বকবৃত্তি শব্দ দেখ।]

বকবৈরিন্ (পুং) বকস্য বৈরী ঘাতকত্বাৎ। ১ ভীমসেন। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

বকব্রত (ক্লী) বকের ন্যায় কপট বিনীত আচরণ।

বকব্রতচর (পুং) বকবৃত্তিধারী মাত্র।

বকব্রতিক, বকব্রতিন্ (পুং) কপট সন্ন্যাসী। যে ব্যক্তি স্বার্থসাধনোদ্দেশে কপটভাবে ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে।

বকসক্থ (পুং) ঋষিভেদ। বহুবচনে বকসক্থের বংশধরগণকে বুঝায়।

বকসহবাসিন্ (পুং) পদ্ম।

বকসুহান্, প্রাচীন নগরভেদ।

বকা (দেশজ) ১ তিরস্কারকরণ। ২ কুচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি, কুপথগামী। বকাটে।

বকাই (দেশজ) ফাজিল, বহুভাষী।

বকাচী (স্ত্রী) বকচিঞ্চিকা মৎস্য।

বকাটী (দেশজ) তন্তুবায়দিগের বস্ত্রবয়নসাধনোপযোগী দণ্ডবিশেষ। তাঁত চালাইবার কালে পাদতলস্থ দণ্ড সঞ্চালনকালে ইহা ইচ্ছামত সঞ্চালিত হইয়া মাকুর পথ পরিষ্কার রাখে।

বকাটে (দেশজ) কুপথগামী।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা (স্ত্রী) বৃথা আশা। ন্যায়োক্ত বিচারবিশেষের মীমাংসাসাধ্য গল্পবিশেষ। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

বকান (দেশজ) ১ কুপথে লওয়ান। ২ বৃথা কথা কওয়ান।

বকারি (পুং) বকস্য অরিঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ভীমসেন।

বকাম (দেশজ) কুপথগামীর আচার প্রদর্শন। জ্যেঠামীকরণ।

বকাল (আরব্য) ১ দোকানী, পশারী, বেণিয়া। ২ পূর্ব্ববঙ্গবাসী চণ্ডালজাতি ভেদ। ইহারা বকালীনামেও খ্যাত। এই জাতি চণ্ডাল হইতে বাহির হইলেও পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান অথবা আহার ব্যবহার প্রচলিত নাই। অথচ একই ব্রাহ্মণ উভয়ের পৌরোহিত্য করে। ঢাকা জেলাস্থ জাফরগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ উপবিভাগেই অধিকাংশ বকালের বাস। ইহারা চাষ করে না, কিন্তু অনেকেরই নৌকা আছে, নিজে নিজেই নৌকা বাহিয়া থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ইহারা হরিদ্রাদি রন্ধনের মসলা বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সকলের এক কাশ্যপগোত্র ও অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক। ইহাদের বিশ্বাস যে, ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ইহারা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, একারণ

চণ্ডালের সহিত আর সংশ্রব নাই। ইহারা চণ্ডালের মত ঘৃণ্য পশুমাংস অথবা মদ্য ব্যবহার করে না।

বকাসুর, দৈত্যবিশেষ। পূতনা নামক রাক্ষসীর ভ্রাতা ও কংসের অনুচর। কংসাদেশে বক কৃষ্ণকে যথার্থ আগমন করে এবং তাঁহাকে গিলিয়া ফেলে। পরে কৃষ্ণ ঠোঁট চিরিয়া তাহাকে নিহত করেন। (আদিপুরাণ ও ভাগবত)

বকুনা (দেশজ) পিত্তলনির্ম্মিত রন্ধনপাত্র বিশেষ।

বকুয়া (দেশজ) অত্যন্তকথনশীল।

বকুল (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ। বকুল ফুলের গাছ। ইহার ত্বক্‌পত্র ও পুষ্পগুণ—শীতল, হৃদ্য, বিষদোষহর, মধুর, কষায়, মদাঢ্য, রুচ্য, হর্ষদ, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহী, ক্ষীরাঢ্য ও সুরভি। ইহার ছাল গুঁড়া করিয়া তাহাতে দন্তমার্জ্জন করিলে দাঁতের গোড়া দৃঢ় হয়। [বিস্তৃত পবর্গে বকুল শব্দে দেখ।]

বকুলপুষ্প (ক্লী) বকুলফুল।

বকুলা (স্ত্রী) বকুল-টাপ্। কটুকা। (রাজনি°)

বকুলাদ্য তৈল, তৈলৌষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ক্বাথার্থ বকুল ফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, নীলঝাঁটী, সোঁদালপত্র, বাবলার ছাল, শালবৃক্ষের ছাল, খদিরকাষ্ঠ মিলিত ১২॥০ সের। তিল তৈল ৪ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধৃত বা নস্যরূপে গৃহীত হইলে চলিত দন্ত দৃঢ় হয়। (ভৈষজ্যরত্না° মুখরোগাধিকা°)

বকুলিত (ত্রি) বকুলপুষ্পপরিশোভিত।

বকুলী (স্ত্রী) কাকোলী। কাঁকলা। (শব্দচ°)

বকুলা (পুং) পর্ণমৃগ। (সুশ্রুত)

বকেয়া (আরবী) পূর্ব্বের বাকী, সাবেক। "বকেয়া বদমাশ" বলিলে পুরাতন অর্থাৎ অতি দুষ্টই বুঝায়।

বকেরুকা (স্ত্রী) বলাকা।

বকেশ (পুং) বকপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গভেদ।

বকোট (পুং) বক পক্ষী।

বক্ক, গতি। ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্। লট্ বক্কতে।

বক্কলিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

বক্কস (পুং) মদ্যবিশেষ। ইহা জগল মদ্যের ন্যায়। ইহার গুণ—

> "হৃদ্যঃ প্রবাহিকাটোপদুর্নামানিলশোকহৃৎ।
> বক্কসো হৃতসারত্বাৎ বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।
> দীপনঃসৃষ্টবিণ্মূত্রো বিশদোঽল্পমদো গুরুঃ॥" (সুশ্রুত)

বক্কল, বৌদ্ধভেদ।

বক্‌ত্ (আরবী) সময়। সুযোগ বা সুবিধা। চলিত ওক্ত।

বকৃতপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রেবাকান্থায় পাণ্ডুমেবাসের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এই সম্পত্তি রাচন্দ উপাধিধারী তিনজন সামন্তের অধীন। ইহারা বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন। নগরভাগ ১।০ বর্গমাইল।

বক্তব্য (ত্রি) ব্রূ বচ্ বা তব্য। ১ কুৎসিত, হীন।

> "নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্ম্মকৃৎ॥" (মনু ৮।৬৬)

২ বচনীয়, কথনীয়, বচনার্হ, বলিবার যোগ্য।

> "বক্তব্যশ্চাপি রাজানঃ সর্ব্বৈ সহ সুহৃজ্জনৈঃ।
> যুধিষ্ঠিরস্যাশ্বমেধো ভবদ্ভিরনুভূয়তাম্॥" (ভারত ১৪।৭৬।২৩)

বচ ভাবে তব্য। (ক্লী) ১ বচন। কথন। ২ বাচ্য। ৩ নিন্দা।

বক্তব্যতা, বক্তব্যত্ব (ক্লী) কথনযোগ্যতা, নিন্দনীয়তা, তিরস্কারের উপযোগী।

বক্তশালী (পুং) স্বনামখ্যাত মধ্যদেশসম্ভূত শালিধান্য। মরাঠী—ধকোই ধান। ইহা লঘু ও সুখপাচ্য।

বক্তা (বক্তৃ) (ত্রি) বচ্-তৃচ্। ১ বাগ্মী। ২ ভাষণপটু। বাক্‌পটু, বক্তৃতাশক্তিযুক্ত। 'যো বক্তুং জানাতি সঃ' (ভরত) 'ঔচিত্যাৎ বহুবিশিষ্টঃ বদতি।' (রায়মুকুট)

> "ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জ্জলদাগমে।
> দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥" (হিতোপ°)

পর্য্যায়—বদ, বদাবদ, বদান্য, বক্তা, সুষ্ঠুবক্তা, বহুভাষী, বাগ্মী, বাবদূক, বচক্ন, সুবচা, প্রবাক্, পণ্ডিত।

বক্তি (স্ত্রী) উক্তি, কথা, বাক্য। (বৃহদারণ্যক উপ° ৪।৩।২৬)

বক্তু (পুং) মন্দবাক্যভাষী। যে কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করে। "পরুষবাক্যানাং বক্তৃ" ইতি সায়ণ; (ঋক্ ৭।৩১।৫) কিন্তু অন্যান্য ভাষ্যকার ইহাকে বচ্ ধাতুর "বক্তবে" ক্রিয়া রূপের আর্ষ উক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন।

বক্তুকাম (ত্রি) বক্তুং কাময়তে যঃ সঃ বা বক্তুং কামো যস্য সঃ। বলিতে ইচ্ছুক বা অভিলাষী।

বক্তুমনস্ (ত্রি) বক্তুং মনো যস্য সঃ বক্তুমনাঃ। কথিতমানস, যিনি বলিতে মানস করিয়াছেন।

বক্তৃ (ত্রি) কথনশীল। বক্তা।

বক্তৃক (ত্রি) বক্তৃ-স্বার্থে কন্। কথনপটু। সত্যবাদী।

বক্তৃতা (স্ত্রী) বচ্-তৃচ্ তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বাক্‌পটুতা, বলিবার ক্ষমতা। বাগ্বিন্যাস, বাগ্মিতা।

বক্তৃত্ব (ক্লী) বক্তার কার্য্য। বাগ্বিন্যাসশক্তি।

বক্তৃত্বশক্তি (স্ত্রী) বলিবার ক্ষমতা (Eloquence)।

বক্ত্র (ক্লী) বক্তি অনেনোক্ত বচ্-(গুধৃবীপচিবাচযমিসদিক্ষদিভ্যস্ত্রঃ। উণ্ ৪।১৬৬) ইতি ত্রঃ। ১ মুখ।

> "ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
> তপ্তমাসে চয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥" (মনু ৮।২৭২)

বদন, আস্য, আনন, মুখার্থবাচক। এই বক্ত্র শব্দে বন্দুকের মুখ, হাতির শুঁড়, পক্ষীর চঞ্চু, তীরের ফলক, ভৃঙ্গারের নল প্রভৃতিও বুঝায়।

২ তগরমূল। (শব্দমালা) ৩ বস্ত্রভেদ। (মেদিনী) ৪ ছন্দোবিশেষ। ইহা অনুষ্টুভের অনুরূপ। লক্ষণাদি যথা,—

"ভবত্যর্দ্ধসমং বক্ত্রং বিষমঞ্চ কদাচন।
তয়োর্যোরূপান্তেঽত্র শব্দস্তদধুনোচ্যতে॥
বক্ত্রং যুগ্ভ্যাং মগৌ স্যাতামব্ধের্যোঽনুষ্টুভিঃ খ্যাতম্॥

এখানে দ্বিরাবর্ত্ত্য শ্লোক পূরণ করা হইল—

"বক্ত্রাম্ভোজং সদা স্মেরং চক্ষুর্নীলোৎপলং ফুল্লম্।
বল্লবীনাং সুন্নারাতেশ্চেতো ভৃঙ্গং জহারোচ্চৈঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

৫ কার্য্যের আরম্ভ। ৬ বীজগণিতোক্ত প্রথম গৃহীত সংখ্যা (The initial quantity of a progression)। ৭ তগরপুষ্প, টগর ফুল। (রাজনি°)

বক্ত্রক (ত্রি) বক্ত্রশব্দার্থ। মুখসম্বন্ধীয়।

বক্ত্রকটুতা (স্ত্রী) মুখবৈর।

বক্ত্রক্ষুর (পুং) বক্ত্রস্য ক্ষুর ইব। পৃষোদরাদিত্বাৎ খঃ। দণ্ড। (ত্রিকা°)

বক্ত্রজ (পুং) ব্রহ্মণো বক্ত্রাৎ জায়তে ইতি। "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ। জন-ড। ব্রাহ্মণ। (ত্রিকা°) (ত্রি) মুখজাত।

বক্ত্রতাল (ক্লী) বক্ত্রস্য তালম্। মুখবাদ্য। ত্রিকাণ্ডশেষে 'মুখবাদ্যং বক্ত্রতালমিতি' লিখিত আছে। মুখ হইতে ফুৎকারদানদ্বারা বংশীবাদন। কেহ কেহ বলেন, মুখবিবরে বায়ু রাখিয়া উভয় গণ্ডে হস্ত তালুদ্বারা আঘাত করিলে শব্দোচ্চারণের সঙ্গে যে বাদ্য সমুত্থিত হয়।

বক্ত্রতুণ্ড (পুং) গণেশ।

বক্ত্রদংষ্ট্র (ত্রি) বক্ত্রে মুখদেশে দংষ্ট্রাণি যস্য। দীর্ঘদন্তবিশিষ্ট। বক্রদন্তধারী। শূকরাদি। [বক্রদংষ্ট্র দেখ।]

বক্ত্রদল (ক্লী) তালুদেশ।

বক্ত্রদ্বার (ক্লী) মুখবিবর।

বক্ত্রপট (ক্লী) মুখাবরণবস্ত্র। ঘোমটা।

বক্ত্রপট্ট (পুং) বক্ত্রস্য পট্ট ইব। অশ্বদিগের চণকভোজনপাত্র। চলিত তোবড়া। পর্য্যায়—তলিকা, তলসারক।

বক্ত্রপরিস্পন্দ (পুং) বক্তৃতাকালীন মুখকম্পন। ২ কথন, বাচন।

বক্ত্রভেদিন্ (পুং) বক্ত্রং ভিনত্তীতি ভিদ-ণিনি। ১ তিক্তরস। (ত্রি) ২ মুখবিদারক।

বক্ত্রযোধিন্ (পুং) ১ অসুরভেদ। (হরিবংশ) (ত্রি) ২ মুখদ্বারা যুদ্ধকারী (পক্ষ্যাদি)।

বক্ত্ররন্ধ্র (ক্লী) মুখবিবর।

বক্ত্ররুহ (ত্রি) ১ মুখদেশে যাহা উৎপন্ন হয়। শ্মশ্রুগুম্ফাদি। ২ হস্তিশুণ্ডস্থিত কেশরাশি। (বৃহৎস° ৬৭।১০)

বক্ত্ররোগ (পুং) মুখরোগ।

বক্ত্ররোগিন্ (ত্রি) মুখরোগভোগকারী। (বৃহৎস°)

বক্ত্রবাস (পুং) বক্ত্রং বাসয়তি সুরভীকরোতীতি বাসি-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইতি অণ্। ১ নারঙ্গ। [নারঙ্গ দেখ।]

বক্ত্রস্য বাসঃ। ২ মুখতাম্বু।

বক্ত্রশল্যা (স্ত্রী) ১ কাকাদনী লতা, শ্বেতগুঞ্জা। ২ রক্তগুঞ্জা। (বৈদ্যকনি°)

বক্ত্রশোধন (ক্লী) বক্ত্রস্য শোধনমিব। ১ নিম্বুফল, লেবু। ২ ভব্য, চালতা। (রাজনি°) ৩ মুখশোধন। মুখশুদ্ধিকরণ।

বক্ত্রশোধিন্ (পুং) বক্ত্রং শোধয়তীতি শুধ্-ণিচ্-ণিনি। ১ জম্বীর লেবু। ২ মুখশোধক (তাম্বূলাদি)।

বক্ত্রাধিবাস (পুং) নাগরঙ্গবৃক্ষ।

বক্ত্রালু (পুং) বারাহীকন্দ।

বক্ত্রাসব (পুং) বক্ত্রস্য আসবঃ। অধরমধু। লালা।

বক্ত্রী (স্ত্রী) স্ত্রীবক্তা।

বক্ত্ব (ত্রি) বক্তব্য। বেদবাক্যার্থোপদেশ। (ঋক্ ৩।২৬।৯)

'বক্ত্বানাং বক্তব্যানাং বেদব্যাখ্যানাম্' (সায়ণ)

বক্মন্ (ক্লী) ১ মার্গ, মার্গভূত।

"স্বর্জেষে ভর আপ্রস্য বক্মন্যুষর্বুধঃ" (ঋক্ ১।১৩২।২)

'বক্মনি বর্ত্মনি মার্গভূতে' (সায়ণ)

বক্মরাজসত্য (ত্রি) স্তোতৃকর্ত্তাদিগের বিশ্বস্ত। (ঋক্ ৬।৫১।১০)

'বক্মরাজসত্যাঃ বক্মবচনং স্তোত্রং। তস্য রাজান ঈশানা বক্মরাজানঃ স্তোতারঃ তেষু সত্যা অবিতথাঃ।' (সায়ণ)

বক্ম্য (ত্রি) ১ প্রশংসার্হ। ২ স্তুতিযোগ্য।

"প্র তং বিবক্মি বক্ম্যো এষাং মরুতাং মহিমাসত্যো অস্তি।" (ঋক্ ১।১৬৭।৬)

'বক্ম্যঃ সর্ব্বৈঃ স্তুত্যোঃ সত্যোঽবাধ্যোঽমোঘোঽস্তি তম্।' (সায়ণ)

বক্র (ক্লী) বঙ্কতে ইতি বকি-কৌটিল্যে রন্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। যদ্বা, বঞ্চতীতি বঞ্চু গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ নদীবঙ্ক, নদীর বাঁক। পর্য্যায়—পুটভেদ, বঙ্ক। ২ তগরপাদুকা।

"কালানুশারি বা বক্রং তগরং কুটিলং শঠম্।
মহোরগং নতং জিহ্মং দীনং তগরপাদিকম্॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

চক্রপাণি শিরোরোগাধিকারোক্ত শ্বেতাদ্যাদ্য তৈলে ইহার ব্যবহারোপযোগিতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

(পুং) বঙ্কতীতি বঙ্ক গতৌ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ইতি রক্। ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ শনৈশ্চর। (মেদিনী) ২ মঙ্গলগ্রহ। (হেম) ৩ রুদ্র। ৪ ত্রিপুরাসুর। ৫ পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া (রাজনি°) ৬ বক্রগতিবিশিষ্ট গ্রহ। যে কোন গ্রহের আশ্রিতই হউক না কেন, সেই গ্রহ হইতে সূর্য্যাধিষ্ঠিত রাশি ত্রিংশাংশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রবি থাকিবেন। [বক্রগতি দেখ।]

৭ করূষদেশীয় নৃপতিভেদ। (ভারত ২।১৪।১১) (পুং) ৮ স্থানচ্যুত ও বক্রীভূত অস্থিভঙ্গ বিশেষ। ৯ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৫।১২।১৩) ১০ জাতিবিশেষ। এই অর্থে বহুবচনান্তে প্রয়োগই হইতে দেখা যায়। পুরাণান্তরে 'চক্রা' এইরূপ পাঠও আছে।

(ত্রি) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিল্যে-রন্। পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। যদ্বা বঞ্চি-রক্। ১১ অনৃজু, অসরল। চলিত কথায় বাঁকা বলে। পর্য্যায়—অরাল, বৃজিন, জিহ্ম, ঊর্ম্মিমৎ, কুঞ্চিত, নত, আবিদ্ধ, কুটিল, ভুগ্ন, বেল্লিত, বঙ্কুর, বেঙ্কু, বিনত, উন্দুর, অবনত, আনত, ভঙ্গুর।

"স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়-
দষ্টাবক্রঃ প্রোথিতো বৈ মহর্ষিঃ।" (ভারত ৩।১৩২।১২)

কবিকল্পলতায় নিয়োক্ত কয়টী বক্রচিহ্নের নাম উদ্ধৃত আছে, তদ্‌যথা—

অলক, ভাল, ভ্রূ, নখচিহ্ন, অঙ্কুশ, কুঞ্চিকা, ভগ্নকঙ্কণ, বালেন্দু, দাত্র, কুদ্দাল, চন্দ্রক, শুকাস্য, পলাশপুষ্প, বিদ্যুৎ, কটাক্ষ, শক্রধনুঃ, ফণা, প্রবোধ, কর, হস্তিদন্ত, শূকর-দন্ত, সিংহনখাদি। (কবিকল্পলতা) ১২ ক্রূর। ১৩ শঠ। (মেদিনী)

বক্রকণ্ট (পুং) বক্রাঃ কন্টাঃ কণ্টকা যস্য। ১ বদরবৃক্ষ, কুলগাছ। (রাজনি°)। ২ কুটিলকণ্টক।

বক্রকণ্টক (পুং) বক্রাঃ কণ্টকা অস্য। খদিরবৃক্ষ।

বক্রখড়্গ [ক] (পুং) বক্রঃ খড়্গঃ। করবাল। (রাজনি°)

বক্রগ (পুং) বক্রং যাতি গচ্ছতীতি গম-ড। সর্প। (বৈদ্যকনি°)

বক্রগতি (স্ত্রী) বক্রা গতির্যস্যাঃ। ১ যাহার গতি বাঁকা। ২ মঙ্গল অথবা নদ্যাদি।

খগোলস্থিত গ্রহগণ একস্থান হইতে গমন আরম্ভ করিয়া একনির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসে। গ্রহগণের এই চিরন্তন প্রসিদ্ধ গমনের নাম গতি। গমনের কারণ থাকাতেই গ্রহগণ এই গতিশক্তির দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। গ্রহগণ একপ্রকার গতির দ্বারা চালিত হয় না। তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণে ও অন্যান্য শক্তিপ্রভাবে একটী বক্রগতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্যোতিস্তত্ত্বে আটপ্রকার গতির উল্লেখ দেখা যায়—

"সূর্য্যমুক্তা গ্রহা-শীঘ্রাস্তথা চার্কে দ্বিতীয়গে।
সমাস্তৃতীয়গে জ্ঞেয়া মন্দাভানুচতুর্থকে॥
বক্রাঃ স্যুঃ পঞ্চষষ্ঠেঽর্কে স্বতিবক্রা নগাষ্টগে।
নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ।
দ্বাদশৈকাদশে সূর্য্যে লভন্তে শীঘ্রতাং পুনঃ।
রবিস্থিত্যংশকস্ত্রিংশাবধেঃ সংখ্যাত্র কল্প্যতে।
রাহুকেতূ সদাবক্রৌ শীঘ্রগৌ চন্দ্রভাস্করৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

জ্যোতিষিকগণ মঙ্গলাদি গ্রহের বক্রগতির দিন সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলের বক্রগতি ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন, শুক্রের ১২দিন এবং শনির ১৮৪ দিন। [বিস্তৃত বিবরণ গ্রহশব্দে দ্রষ্টব্য।]

বক্রগামিন্ (ত্রি) ১ অসরল গতি। ২ যাহা সোজা হইয়া চলিতে পারে না। ৩ অসৎ ব্যক্তি। ৪ শঠ। ৫ প্রবঞ্চক।

বক্রগুল্ফ (পুং) উষ্ট্র। (বৈদ্যকনি°)

বক্রগ্রীব (পুং) বক্রা গ্রীবাস্য। উষ্ট্র। (ত্রিকা°)

বক্রচঞ্চু (পুং) বক্রা চঞ্চুর্যস্য। শুকপক্ষী। চলিত টিয়াপাখী।

বক্রণ, বক্রণা (ক্লী, স্ত্রী) বক্রীকরণ।

বক্রতা, বক্রত্ব (স্ত্রী ক্লী) ১ বক্রের ভাব বা ধর্ম্ম। অনৃজুত্ব। ২ ক্রূরতা, শঠতা।

বক্রতাল (ক্লী) বক্রং তালং যত্র। বাদ্যবিশেষ। পর্য্যায়—মুখবাদ্য। বক্রনাল এইরূপ পাঠও আছে।

বক্রতালী (স্ত্রী) বক্রতাল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মুখবাদ্য। (শব্দরত্না°)

বক্রতু (পুং) দেবতাভেদ। (মার্ক° পু° ৮০।৬)

বক্রতুণ্ড (পুং) বক্রং তুণ্ডং যস্য। ১ শুকপক্ষী। ২ গণেশ। (ত্রি) বক্রোষ্ঠ।

"স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্।
বক্রতুণ্ডানূর্দ্ধরোম আত্মানং নেতুমাগতান্॥"
(ভাগবত ৬।১।২৮)

বক্রদংষ্ট্র (পুং) বক্রা দংষ্ট্রা যস্য। শূকর।

বক্রদন্ত (পুং) দন্তবক্র নামক রাক্ষস।

বক্রদন্তী (স্ত্রী) হ্রস্বদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

বক্রদল (ক্লী) তালু। [বক্রদল দেখ।]

বক্রদৃষ্টি (স্ত্রী) ১ বঙ্কিম চাহনি। ২ ক্রোধদৃষ্টি। ৩ মন্দদৃষ্টি।

বক্রনক্র (পুং) বক্রঃ কুটিলঃ নক্র ইব হিংস্রশ্চ। ১ পিশুন, খল। ২ শুকপক্ষী।

বক্রনাল (ক্লী) ১ মুখবাদ্য। ২ বাঁক নল।

বক্রনাস (ত্রি) ১ বক্রনাসা বা চঞ্চুযুক্ত। (রামা° ৩।৭।৬)

বক্রনাসিক (পুং) বক্রা নাসিকা যস্য। ১ পেচক। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ কুটিল নাসাযুক্ত।

বক্রপাদ (ত্রি) বক্রং পাদং যস্য। বাঁকা পাদযুক্ত। খঞ্জ।

বক্রপুচ্ছ (পুং স্ত্রী) বক্রং পুচ্ছং যস্য। ১ কুক্কুর। ২ সলোম-কুটিললাঙ্গুল। বাঁকালেজ।

বক্রপুচ্ছিক (পুং) কুক্কুর।

বক্রপুর (ক্লী) প্রাচীন নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৭।১৩৬)

বক্রপুষ্প (পুং) বক্রাণি পুষ্পাণ্যস্য। ১ বকবৃক্ষ। ২ পলাশবৃক্ষ।

বক্রপুষ্পিকা (স্ত্রী) লাঙ্গুলিকা। বিষলাঙ্গুলিয়া।

বক্রবালধি (পুং) বক্রো বালধিঃ কেশযুক্তলাঙ্গুলং যস্য। ১ কুক্কুর। ২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রভণিত (ক্লী) বক্রং কুটিলং ভণিতম্। কুটিলবাক্য। পর্য্যায়—ছেকোক্তি। (ত্রিকা) বক্রোক্তি, শ্লেষোক্তি।

বক্রভাব (পুং) ১ বক্রতা, বাঁকাভাব। অসরলতা, কুটিলতা।

বক্রম (পুং) অবক্রমণমিতি অব-ক্রম-ভাবে ঘঞ্। অল্লোপঃ। পলায়ন। (শব্দরত্না°)

বক্রয় (পুং) মূল্য।

বক্ররেখা (স্ত্রী) বাঁকা রেখা। যে রেখা সরল নহে, বৃত্তাকার অথবা কোণাকার রেখা।

বক্রলাঙ্গুল (পুং) বক্রং লাঙ্গুলং যস্য। ১ কুক্কুর। (ক্লী) ২ কুটিলপুচ্ছ।

বক্রবক্ত্র (পুং) বক্রং বক্ত্রমস্য। ১ শূকর। (ত্রি) ২ বক্রমুখবিশিষ্ট।

বক্রশল্যা (স্ত্রী) বক্রং শল্যমিব পত্রাদিকং যস্যাঃ। কুটুম্বিনীক্ষুপ। ২ কটুতুম্বী, তিৎলাউ। ৩ রক্তলাঙ্গুলিকা, লালবিষলাঙ্গুলিয়া।

বক্রশৃঙ্গ (ত্রি) যাহার শৃঙ্গ বাঁকা (মহিষাদি)। প্রবাদ—"মহিষের শিঙ বাঁকা বুঝিবার বেলা একা।"

বক্রা=বক্‌রা (দেশজ) ১ বর্করশব্দজ। (পুং) ছাগ। ২ বখরা, যৌথকারবারের অংশ।

বক্রাগ্র (ক্লী) বক্রং অগ্রং যস্য। কবাটবক্রবৃক্ষ। চলিত বেতুগাছ।

বক্রাঙ্গ (ক্লী) বক্রং অঙ্গং যস্য। ১ হংস। (হেম) ২ সর্প। (ক্লী) ৩ কুটিল অবয়ব, বাঁকা অঙ্গ। (ত্রি) ৪ কুটিল-অবয়ববিশিষ্ট।

"তরঙ্গবিষমাপীড়া চক্রবাকোন্নতস্তনী।
বেগগম্ভীরবক্রাঙ্গী ত্রস্তমীনবিভূষণা॥" (হরিবংশ ১০২।৩৮)

বক্রাঙ্ঘ্রি (পুং) বক্রপাদ।

বক্রাতপ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত° ভীষ্মপর্ব্ব) বক্রাতি পাঠও দেখা যায়।

বক্রি (ত্রি) মিথ্যাবাদী, অনৃতভাষী। বক ধাতুর উত্তর ক্রিন্ প্রত্যয় দ্বারা এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বক্রিত (ত্রি) বক্র-ইতচ্। ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ বক্র। ৩ বক্রগতি অনুসৃত।

"দ্বাদশদশমৈকাদশনক্ষত্রাম্বক্রিতে কুজেহশ্রুমুখম্।"
(বৃহৎস° ৬।২)

বক্রিন্ (পুং) বক্রো বক্রতাস্ত্যস্তীতি ইনি। বৈদিকধর্ম্মবিরুদ্ধ-বাদিত্বাদস্য তথাত্বম্। ১ বুদ্ধ। (শব্দর°) ২ গর্ভবিকারজন্য পুরুষভেদ। যথা—

"মাতুর্ব্যবায়প্রতিঘেন বক্রী স্যাদ্বীজদৌর্ব্বল্যতয়া পিতুশ্চ।"

(ত্রি) ৩ বক্রতাবিশিষ্ট।

"লগ্নেশো যদি বক্রী স্যাৎ পুংসঃ কার্য্যেষু বক্রতা।
লগ্নেশেহস্তং গতে মর্ত্ত্যো দুঃখাদিব্যাধিসংযুতঃ॥"

ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, যদি বক্রী কোন গ্রহ, স্থিতি-রাশি হইতে রাশ্যন্তরে গমন করে, তাহা হইলে সেই গ্রহ অতিবক্রী বা মহাবক্রী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এই বক্র বা অতিবক্র কুজাদি পঞ্চ গ্রহেরই হইয়া থাকে।

বক্রিম (ত্রি) বক্র-ভাবে ক্রিমচ্ যদ্বা বক্র-ইম। বক্র, কুটিল, অসরল।

বক্রিমন্ (পুং) বক্র-ইমনিচ্। বক্রতা, কৌটিল্য, শঠতা।

বক্রী (দেশজ) বক্‌রী। ছাগী।

বক্রীকরণ (ক্লী) বাঁকান। কোন সরল বস্তুকে যন্ত্র বা অগ্নিযোগে বাঁকাইয়া ফেলা।

বক্রীকৃত (ত্রি) অবক্রী বক্রীকৃতঃ অভুততদ্ভাবে চ্বিঃ। ১ বক্র। যাহার বক্রতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

বক্রীভাব (ত্রি) ১ বক্রতা। ২ কুটিলতা। ৩ প্রবঞ্চকতা।

বক্রীভূ (ত্রি) ১ বক্রতাপ্রাপ্ত। ২ প্রবঞ্চনাযুক্ত। ৩ অসরলচিত্ত।

বক্রেতর (ত্রি) যাহা বক্র নহে অর্থাৎ সরল।

"বক্রেতরাগ্রৈরলকৈঃ" (রঘু ১৬।৬৩)

বক্রেশ্বর, বীরভূম জেলার বর্ত্তমান প্রধান সহর সিউড়ী হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটী অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। হরিপুর পরগণায় তাঁতিপাড়া নামে যে গ্রাম আছে, তাহারই অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে "বক্রেশ্বর" নালার ধারে উক্ত প্রাচীন তীর্থ-ভূমের ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও "বক্রেশ্বর" স্রোতস্বতীর দক্ষিণে এখনও ৩০০ শিবমন্দির ও বহু উষ্ণ প্রস্রবণ তীর্থযাত্রীর নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রাচীন বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের নামানুসারে আজও এই স্থান "ভূম বক্রেশ্বর" নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত।

গৌড়দেশের মধ্যে বক্রেশ্বর শৈবদিগের একটী প্রধান ও

প্রাচীন তীর্থ। এখানে শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভাববিস্তারের সঙ্গে ক্রমেই যে এই সুপ্রাচীন ক্ষেত্র দূর বঙ্গবাসীর নিকট অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের পূর্ব্ব পরিচয় ও মহিমা সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর এই তীর্থপরিচয় সবিশেষ জ্ঞাতব্য মনে করিয়াই বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য হইতে এই তীর্থের পরিচয় সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল,—

"গৌড়দেশে মহৎ ক্ষেত্রং বক্রেশ্বরসুসঙ্গতম্।
যন্নামস্মরণেনাপি মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষাৎ॥"

গৌড়দেশে বক্রেশ্বর নামে এক মহৎ ক্ষেত্র আছে, যাঁহার নাম স্মরণমাত্র মানব সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

এই বক্রেশ্বরের উৎপত্তি কিরূপে হইল, এ সম্বন্ধে দেখা যায়—

"পুরা কৃতযুগে বিপ্রা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।
প্রথমো নাম তস্যাসীৎ সুব্রতো নাম পুঙ্গবঃ॥
পুরা দেবসভায়ান্তু নৃত্যমাসীন্মনোহরম্।
লক্ষ্মীস্বয়ম্বরে পুণ্যে ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যসংযুতে॥
তত্র দেবাশ্চ গন্ধর্ব্বা মুনয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।
সমাজগ্মুঃ পরং দ্রষ্টুং কমলায়াঃ স্বয়ম্বরম্॥
তত্রামরেশ্বরো দেবঃ শচীনাথঃ পুরন্দরঃ।
অগ্রে দত্তাল্লোমশায় পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কম্॥
লোমশঞ্চ মহাত্মানং দৃষ্ট্বা চ ভগবান্ মুনিম্।
সুব্রতো ন শশাপেন্দ্রং তপোভঙ্গভয়ান্মুনিঃ॥
মহাকোপেন চাষ্টাঙ্গে বক্রত্বমগমন্মুনিঃ।
অষ্টাবক্রাভিধেয়ত্বং ততঃ প্রাপ দ্বিজোত্তমঃ॥
দেবপ্রখ্যা সমাগত্য ক্ষেত্রেঽস্মিন্ দুশ্চরং তপঃ।
চকার বিপুলং বিপ্রঃ সর্ব্বলোকপ্রতাপনম্॥
দশবর্ষসহস্রাণি কেবলাম্বুপিবস্তথা।
পর্ণাশনস্ততশ্চাসীৎ তাবৎ কালং মহামুনিঃ॥
তাবৎ কালং তদা বায়ুর্ভক্ষ্যমাসীজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
এবমেব তপশ্চক্রে স মুনিঃ সংযতাত্মবান্॥…
নাতপুস্তং প্রবাধেত মুনিং বক্রশরীরিণম্।
ত্রিকুণ্ডং বিদ্যতে তত্র পাবকাগার এব চ॥
দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যমেব চ।
তস্মাৎ পাতাৎ সুসুরভিজ্জলং স্বর্গপ্রদায়কম্॥
অগ্নিত্রয়ং হি পাতালে অতলাখ্যে তু তিষ্ঠতি।
ভোগবত্যা জলং তত্র বিতলে শিবমর্চ্চয়েৎ।
হাটকাখ্যং মহাদেবং সুমেরুর্যস্য মস্তকে॥
ততশ্চোর্দ্ধজলং যাতি যত্র চাগ্নিত্রয়ং বুধা।
তমালিঙ্গ্য ততশ্চোর্দ্ধং তেজসা পাবকেন চ॥
নিপত্য শ্বেতগঙ্গায়ামুষ্ণতোয়ং বহেন্নদী॥
কেচিদ্ভোগবতীং প্রাহুর্গঙ্গাঞ্চ কেচিদূচিরে।
কেচিৎ শ্বেতস্য নাম্না তাং শ্বেতগঙ্গাং বদন্তি বৈ॥
পাতালেশং বটঞ্চৈব স্নাত্বা চৈব নদীশ্বরম্।
ব্রহ্মযোনিং ব্রহ্মশিলাং স্নাপয়িত্বা মহানদীম্॥
একাংশেন শিবং স্নাত্বা প্রায়াদ্বৈ দক্ষিণাং দিশং।
বক্রেশ্বরস্য পাশ্চাত্যে ভাগে পাপপ্রমোচনে॥
ধনুস্ত্রিকপ্রমাণা বৈতরণী পাপমোচনী।
তামাক্রম্য নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে যমজাদ্ভয়াৎ॥
ধনুঃশতপ্রমাণা বৈ বহেৎ পাপহরা ততঃ।
তস্যাঃ সন্দর্শনে নাপি অতিরাত্রং ফলং লভেৎ॥
সর্পাকারং মহৎক্ষেত্রং পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্র তিষ্ঠেন্মহাদেবস্ত্রৈলোক্যত্রাণহেতবে॥
তমুদ্দিশ্য তপস্তেপে স চ বক্রো মহাতপাঃ।
তং মুনিং সুপ্রসন্নোঽভূৎ স স্বয়ং পার্ব্বতীপতিঃ॥"

সত্যযুগে মহাতপা অষ্টাবক্রের প্রথমে নাম ছিল সুব্রত। ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্য্যের আস্পদীভূত লক্ষ্মীর স্বয়ম্বরে দেবসভায় মনোহর নৃত্য হইয়াছিল। দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি সকলেই কমলার স্বয়ম্বর দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় অমরপতি শচীনাথ ইন্দ্র লোমশ মুনিকে সর্ব্বপ্রথমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় অর্পণ করেন। তাহা দেখিয়া ভগবান্ সুব্রত তপোভঙ্গভয়ে অভিসম্পাত না করিলেও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই ক্রোধহেতু তাঁহার অষ্টাঙ্গ বক্র হইয়া পড়ে, তাহাতেই তাঁহার অষ্টাবক্র নাম হয়; এইরূপে বক্রাঙ্গ হইয়া মুনিবর এই ক্ষেত্রে আসিয়া দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় সর্ব্বলোক উত্তপ্ত হইয়াছিল। তিনি দশ হাজার বর্ষ কেবল জলমাত্র পান করিয়া, তৎপরে দশ হাজার বর্ষ কেবল মাত্র গাছের পাতা খাইয়া, তৎপরে উক্ত সংখ্যক বর্ষ বায়ু ভক্ষণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিবর কঠোর তপশ্চর্য্যা করিলেন। বক্রশরীরী মুনির নিকট পাবকাকার তিনটী কুণ্ড বিদ্যমান হইল, তাহাই দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যাগ্নি ও আহবনীয়াগ্নি। সেই অগ্নিত্রয় অতল নামক পাতালে অবস্থিত, সেই সুরভি জল স্বর্গপ্রদায়ক, তথায় ভোগবতীর জলপ্রবাহিত যাঁহার মস্তকে সুমেরু সেই হাটক নামক মহাদেবকেও বক্রঋষি অর্চ্চনা করিলেন। তাহার উর্দ্ধ জটা হইতে জল গিয়া তিনটী অগ্নিকুণ্ডের সহিত মিলিত হইয়াছে। পাবক সেই জল আলিঙ্গন করিয়া উষ্ণতোয়া শ্বেতগঙ্গা নদীরূপে বহিতেছেন। এই নদীকেই কেহ ভোগবতী, কেহ বা শ্বেতের নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা বলিয়া থাকে। এখানে পাতালেশ, অক্ষয়বট ও নন্দীশ্বরে স্নান, পরে ব্রহ্মযোনি ও ব্রহ্ম-

শিলার স্নান এবং নদীতে একাংশে শিবকে স্নান করাইয়া দক্ষিণদিকে, বক্রেশ্বরের পশ্চাৎভাগে তিন ধনু দূরে পাপহারিণী বৈতরণীতে স্নান ও তাহা দর্শন করিলেও অতিরাত্রের ফল হয়। এই পাপহর ক্ষেত্র সর্পাকার। ত্রৈলোক্য ত্রাণ করিবার জন্য মহাদেব এখানে অবস্থান করেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়াই মহাতপা বক্র তপস্যা করিয়াছিলেন। স্বয়ং পার্ব্বতীপতি মুনির প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। (বক্রমুনি আরাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মহাদেব এখানে বক্রেশ্বর নামে খ্যাত হইলেন।) তাঁহার প্রভাবে অষ্টাবক্র অভীষ্ট লাভ করেন।

এই ক্ষেত্রের কোথায় কোন্ তীর্থ আছে এবং সেই সেই স্থলে কিরূপ পূজাদি করিতে হয়, বক্রেশ্বরের তীর্থপরিক্রমায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

'এই বক্রেশ্বর ক্ষেত্রের দক্ষিণ ক্ষারকুণ্ডাদি তীর্থক্রমে যাত্রা করিতে হয়। প্রথমে বক্রেশ্বরে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান ও শিবকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া পঞ্চ তীর্থ বিধানে এইরূপে যাত্রী পরিক্রমা করিবে। প্রথমে ক্ষারকুণ্ডে স্নান করিয়া কুশোদক ছিটাইয়া সঙ্কল্প করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে'[১]—

ওঁ মহাক্ষারাব্ধিসংজাতো মহাপাতকনাশন।
ক্ষারকুণ্ড হরাশু ত্বং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥
শিবস্য মূর্ত্তয়ে দেব ক্ষারোদায় হরায় চ।
পবিত্রমূর্ত্তয়ে তুভ্যং নমঃ পাপান্তকায় চ॥
জন্মজন্মকৃতং পাপং ব্যপোহয় মম প্রভো।
সংসারার্ণবমগ্নস্য কর্ণধারত্বমাব্রজ॥

এই ক্ষারকুণ্ডের পূর্ব্বে সিদ্ধসেবিত সর্ব্বপাপনাশক ভৈরবকুণ্ড আছে। অনন্তর তীর্থযাত্রী ভক্তিপূর্ব্বক এই ভৈরবকুণ্ডে গমন করিবে। ভৈরবকুণ্ডের জলস্পর্শ করিয়া এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে[২]—

অনেকজন্মসম্ভূতং নানাযোনিষু যৎকৃতম্।
পাতকং যাতু মে নাশং ভৈরবাম্বুনিষেবণাৎ॥

ভৈরবকুণ্ডের পূর্ব্বে সর্ব্বপাপনাশক মহাপুণ্যপ্রদ অগ্নিকুণ্ড আছে। পরে যাত্রী কুশসংযুক্ত অগ্নিকুণ্ডের জল দ্বারা অভিষেক করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে,[৩]—

ওঁ মহানৃসিংহরূপোঽসি সর্ব্বপাপপ্রণাশন।
ত্বদ্বারিস্পর্শনাদ্ যাতু মম পাপমশেষতঃ॥
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক।
জলরূপ নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবন॥

অগ্নিকুণ্ডের পূর্ব্বে জীবকুণ্ড (অপর নাম অমৃতকুণ্ড), সর্ব্বপাপনাশন ও সর্ব্বরোগনিবারণ অগ্নিকুণ্ড হইতে এই জীবকুণ্ডে আসিয়া সর্ব্বপাপবিনাশার্থ এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে,[৪]—

ওঁ স্নাত্বা ত্বজ্জীবনেনাঘং যাবজ্জীবং ময়ার্জ্জিতম্।
নাশয়ামি নমস্তুভ্যং সর্ব্বলোকৈকজীবন॥
হর চূড়ামণিস্ত্বং হি অমৃত ত্বাং পিবাম্যহং।
ক্ষয়ং মে দুরিতং যাতু মুক্তিং দেহি সদামৃত॥

জীবকুণ্ডের দক্ষিণে সর্ব্বসৌভাগ্যপ্রদ সৌভাগ্য নামক কুণ্ড আছে। সর্ব্বপাপবিনাশ ও সর্ব্বসৌভাগ্যলাভের জন্য যাত্রী এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিবে[৫]—

ওঁ সৌভাগ্যাম্ভসি মগ্নস্য সৌভাগ্যমুপজায়তে।
সর্ব্বসৌভাগ্যসংযুক্তো ভবেয়ুঃ জন্ম জন্মনি॥
পার্ব্বতীস্বেদসংভূত মহেশাঙ্গসমুদ্ভব।
ত্বদ্বারিস্নানতোঽস্মাকং সৌভাগ্যং চাস্তু সর্ব্বদা॥ * *

(১) "অস্মিন্ বক্রেশ্বরক্ষেত্রে দক্ষিণে ক্রমযোগতঃ।
ক্ষারকুণ্ডাদিতীর্থানাং যাত্রাং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ॥
নরো বক্রেশ্বরং ক্ষেত্রং গত্বা স্নাত্বা নতিং শুচিঃ।
ক্ষৌরং কৃত্বা হরং দৃষ্ট্বা কুর্য্যাত্তীর্থোপবাসনম্॥
পঞ্চতীর্থবিধানন্তু শৃণুত মুনিপুঙ্গবাঃ।
পঞ্চতীর্থবিধানেন কর্ত্তব্যং তীর্থমুত্তমম্॥
হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ॥
ক্ষেত্রোপবাসমাচর্য্য তিষ্ঠেদ্বক্রেশসন্নিধৌ॥
প্রজ্বাল্য ঘৃতদীপঞ্চ রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ।
গীতৈর্ব্বাদ্যৈস্তথা নৃত্যৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ॥
অপরেহহনি সংপ্রাপ্তে ক্ষেত্রে পরমদুর্ল্লভে।
প্রথমং ক্ষারকুণ্ডস্য বারিণা স্নানমাচরেৎ॥
স্নাত্বা সংকল্পমাচর্য্য মন্ত্রেণানেন ভো দ্বিজাঃ। * * *

(২) স্নাত্বা দর্ভোদকেনাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
ক্ষারকুণ্ডস্য পূর্ব্বে তু ভাগে সিদ্ধনিষেবিতে।
অস্তি তদ্ভৈরবং কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
ততো গচ্ছেন্নরো ভক্ত্যা কুণ্ডং ভৈরবসংজ্ঞিতম্।
গৃহীত্বা তজ্জলং ভক্ত্যা মন্ত্রমেতদুদীরয়েৎ॥ * *

(৩) অগ্নিকুণ্ডং মহাপুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
অস্তি ভৈরবকুণ্ডস্য পূর্ব্বস্মিন্ মুনিসত্তমাঃ॥
ততোঽগ্নিকুণ্ডপয়সা দর্ভসংস্থেন মানবাঃ।
অভিষেকং প্রকুর্ব্বন্তি মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥ * *

(৪) অগ্নিকুণ্ডস্য পূর্ব্বে তু জীবকুণ্ডং মুনীশ্বরাঃ।
সর্ব্বাঘশমনং চাস্তি সর্ব্বরোগনিবারণম্॥
জীবকুণ্ডং ততো গচ্ছেন্মন্ত্রেণানেন তত্র বৈ।
স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন নিঃশেষাঘাপনুত্তয়ে॥ * *

(৫) সৌভাগ্যসংজ্ঞিতং কুণ্ডমস্তি তত্র দ্বিজোত্তমাঃ।
দক্ষিণে জীবকুণ্ডস্য সর্ব্বসৌভাগ্যদায়কম্॥

অগ্নিকুণ্ডের দক্ষিণে পাপমোচনী বৈতরণী, ইহার জলস্পর্শে পাপসঙ্কট হইতে মানব মুক্তিলাভ করে। এখানে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়,[৬]—

ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
সা ত্বং নদী মহাঘোরা প্রসীদ তরণির্ভব॥
ত্বাং তরিষ্যামি ভক্ত্যাহং প্রসীদ তাপদুঃখিতম্।
পরিত্রাহি নমো দেবি সর্ব্বপাপং প্রণাশয়॥
ময়া তীর্ণাসি হে তপ্তে মাং প্রসীদ সুরেশ্বরি।
পুনর্নাহং তরিষ্যামি ত্বাঞ্চ বৈতরণীং নদীম্॥

এই ক্ষেত্রে ক্ষারকুণ্ডের দক্ষিণে পাপহরা নামে এক সর্ব্বপাপহরা সরিৎ আছে। বৈতরণী পার হইয়া এখানে আসিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়,[৭]—

ওঁ ত্রিকুণ্ডনিঃসৃতে দেবি হরাভিষেককারিণে।
নাম্না পাপহরাসি ত্বং মম পাপহরা ভব।
জন্মকোটিসহস্রেণ যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্।
তন্নাশয়িত্বা মাং পাহি হরবক্রেশ্বরপ্রিয়ে॥

তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ডে আসিবে। জীবকুণ্ডের ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ড প্রতিষ্ঠিত, এই কুণ্ড মানবের ভোগমোক্ষপ্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে[৮]—

ওঁ ব্রহ্মন্ চতুর্মুখোঽসি ত্বং সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজিতঃ।
দেবানাং জনকঃ শ্রীমান্ সর্ব্বপাপক্ষয়ং কুরু।
নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপায় তুভ্যং নিত্যং নমো নমঃ।
ত্র্যম্বরূপ মহাদেব জগন্নিস্তারকারকঃ।
যদ্‌যন্ময়া কৃতং পাপং তত্তন্নাশয় সেবনাৎ।

ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে শ্বেতগঙ্গা নামে সর্ব্বপাপনাশক একটী কুণ্ড আছে। শ্বেতগঙ্গায় আসিয়া স্নান ও এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়[৯]—

ওঁ শ্বেতাখ্যে দেবি গঙ্গে হরমুকুটলসজ্জোতকল্লোলমালে
তুঙ্গিষ্ঠে ত্বং সুরাণামচিরমমৃতদে বিদ্যুদালোলভঙ্গে।
রত্নাঢ্যে রত্নরূপে সুরজলনিলয়ে যাত্রিকে স্বর্গমার্গে
ভব্যে দিব্যস্বরূপে হর মম দুরিতং মোক্ষদেবীস্বরূপে॥
শ্বেতকীর্ত্তিবহে শ্বেতগঙ্গে সর্ব্ববিনাশিনি।
জন্মকোটিকৃতং পাপং হর বক্রেশবল্লভে॥
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং হর মে দেবি শ্বেতগঙ্গে নমো নমঃ॥

শ্বেতগঙ্গার উত্তরে পুত্র, ঐশ্বর্য্য ও সুখপ্রদ অক্ষয় নামে এক বট আছে। এই বট বৃক্ষ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক তাঁহাকে শিবভাবে ভক্তি চিত্তে এই মন্ত্রে পূজা করিবে[১০]—

ওঁ হরিবল্লভ বৃক্ষেন্দ্র হরমূর্ত্তিধরাক্ষয়।
কল্পবৃক্ষস্বরূপোঽসি মম পাপক্ষয়ং কুরু॥

বট বৃক্ষের নিকটে মাধব দেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন করিলে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হয়।[১১] তাঁহার পূজামন্ত্র এই—

ওঁ শ্রীমন্মাধব দেবেশ ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদ।
সর্ব্বেশ্বর জগদ্ধাম দেবদেব নমোঽস্তু তে॥

মাধবের নিকট বহু দেবতা সমুপস্থিত, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহাদেরও পূজা করিতে হয়। তৎপরে কামধেনুকে পূজা করিবে। শ্বেতগঙ্গার দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গার জলের নিকট বৃষরূপী ধর্ম্ম অবস্থিত, গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে চতুর্ব্বেদ পাঠের ফল হয়।[১২] মন্ত্র এই—

ওঁ কৃতাদিযুগরূপায় ধ্যানাদিব্রতরূপিণে।
ধর্ম্মাদি ফলরূপায় বৃষভায় নমো নমঃ।

ততঃ সৌভাগ্যকুণ্ডেঽপি নরঃ স্নানং সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপবিনাশার্থং সর্ব্বসৌভাগ্যবৃদ্ধয়ে॥ * *

(৬) দক্ষিণে বহ্নিকুণ্ডাদ্বৈতরণী পাপমোচনী।
তামাক্রম্য নরো মুচ্যেৎ সঙ্কটাদ্যমদর্শনাৎ॥ * *

(৭) তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে রম্যে নাম্না পাপহরা সরিৎ।
সর্ব্বপাপহরা চাস্তি ক্ষারকুণ্ডস্য দক্ষিণে॥
ততো পাপহরাং গচ্ছেৎ সর্ব্বপাপপ্রমোচনীম্।
আক্রম্য তাং বৈতরণীং মন্ত্রেণানেন মানবঃ॥ * *

(৮) জীবকুণ্ডস্য ঈশানে ব্রহ্মকুণ্ডং প্রতিষ্ঠিতম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণামস্তি সর্ব্বাঘনাশনম্॥
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা বাক্যমেতদুদীরয়েৎ। * *

(৯) শ্বেতগঙ্গেতি বিখ্যাতং কুণ্ডং সর্ব্বাঘনাশনম্।
অস্তি তদ্‌ব্রহ্মকুণ্ডস্য পূর্ব্বভাগে দ্বিজোত্তমাঃ।
শ্বেতগঙ্গাং ততো গচ্ছেচ্ছ্বেতপুষ্পৈঃ প্রপূজ্য তাম্।
তত্র স্নানং নরঃ কুর্য্যান্মন্ত্রেণানেন ভক্তিতঃ॥ * *

(১০) অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্ব্বীত পিতৄণাং যতমানসঃ।
যথা শক্ত্যা চ বিপ্রেভ্যো দানং দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
বটস্তত্র মহানস্তি নাম্নাক্ষয় ইতীরিতঃ।
উত্তরে শ্বেতগঙ্গায়াঃ পুত্রৈশ্বর্য্যসুখপ্রদঃ।
নির্বর্ত্ত্য বিধিবৎ কর্ম্ম বটবৃক্ষং প্রপূজ্য চ।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং ভক্ত্যা শিবভাবেন সংস্পৃশেৎ॥ * *

(১১) বটবৃক্ষসমীপে তু মাধবং যে নরোত্তমাঃ।
প্রপশ্যন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তেষাং মুক্তিঃ করে স্থিতা॥ * *

(১২) মাধবস্য সমীপেতু সর্ব্বান্ দেবান্ সমাগতঃ।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কামধেনুঞ্চ পূজয়েৎ।
দক্ষিণে শ্বেতগঙ্গায়াঃ শ্বেতগঙ্গাজলোকিতৈঃ।
বৃষমভ্যর্চ্চ্য গন্ধাদ্যৈশ্চতুর্ব্বেদফলং লভেৎ। * *

বৃষকে আলিঙ্গন করিয়া পরে বক্রেশ্বরকে দর্শন করিবে। পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অভিষেক করিয়া যথাক্রমে পূজা করিবে। বৃষ মূর্ত্তির পশ্চিমে বেদী মধ্যে বক্রেশ্বরদেব অবস্থিত।[১৩] তাঁহার মন্ত্র—

ওঁ পার্ব্বতীকান্ত দেবেশ ভক্তত্রাণপরায়ণ।
বক্রেশ্বর নমস্তুভ্যং পরমানন্দরূপিণে।
অষ্টাবক্রার্চ্চিতেশান পরমাত্মন্নিরঞ্জন।
গৌরীশ সর্ব্বজীবাত্মন্ পাপসংহারকারক।
সংসারকারণাতীত গুণাতীত গুণাকর।
বিরূপাক্ষ নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং মহেশ্বর।
নমস্তুভ্যং ত্রিনেত্রায় ত্রিশূলপাণয়ে নমঃ॥

এই অষ্টাবক্র-নির্ম্মিত পরম রমণীয় পুণ্য শিবক্ষেত্র যে প্রণাম করে বা স্মরণ করে, সর্ব্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়।[১৪]

পূর্ব্বে যে সকল কুণ্ডের উল্লেখ করা হইল, কিরূপে ঐ সকল কুণ্ডের নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে, তাহাও বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে বিবৃত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে একটী ঐতিহাসিক কথার ইঙ্গিত আছে—

"শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যবন্তো মহোদারঃ সত্ত্ববান্ দানতৎপরঃ॥
রাজা কৃতযুগে চাসীৎ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং তস্য প্রতিষ্ঠিতম্॥
নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ শ্বেতপার্থিবঃ।
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্।
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ।
তমেবাসৌ বরং প্রাদাদ্বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ।
শক্রন্ জাহি দুরাধর্ষান্ ব্রহ্মণ্যো ভব সর্ব্বদা॥
দেবদ্বিজপ্রিয়ং দত্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।
অস্তু তে বিপুলা কীর্ত্তিরায়ুষ্মান্ ধনবান্ ভব।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্তং ভবনং তেঽস্তু সর্ব্বদা।
ইতি বক্রেশবচনং শ্রুত্বা শ্বেতো নরাধিপঃ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা ভক্তিযুক্তেন চেতসা॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ।
উবাচ চ তপঃ শ্রেষ্ঠং দৃঢ়ভক্তং জিতেন্দ্রিয়ং॥
বরং বরয় রাজেন্দ্র যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
তদেব তে প্রযচ্ছামি সত্যং সত্যং বদাম্যহং।

রাজোবাচ।

যদি তেঽনুগ্রহো দেব ময়ি ভৃত্যেঽস্তি হে প্রভো।
প্রযচ্ছতু তদা মহ্যং দ্বৌ বরৌ কিঙ্করায় বৈ।
সমীপে তব দেবেশং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ ভুক্তিমুক্তিদে।
সংভবিষ্যতি মন্নাম প্রথমং সুরসত্তম।
তব সান্নিধ্যমস্তে চ দেহি মে ত্রিপুরান্তক।
ইতি শ্রুত্বা মহাদেব উবাচ নৃপসত্তমম্॥

শ্রীশিব উবাচ।

ধন্যস্ত্বং নৃপতিশ্রেষ্ঠ যস্মাত্তে মতিরীদৃশী।
ন লোভং প্রযযৌ যস্মাদ্বরং নান্যং প্রযচ্ছতি।
শৃণু শ্বেতমহারাজ মৎসমীপে তু জাহ্নবী।
নানাতীর্থেন সংপ্রাপ্তো স্নানায় মম নিত্যশঃ।
অস্যারভ্য ভবেন্নাম্না শ্বেতগঙ্গেতি বিশ্রুতা।
ভবিষ্যতি ত্রিলোকেঽস্মিন্ খ্যাতো নৃপতিসত্তম।
অন্তকালে মম পদং প্রযাস্যসি ন সংশয়ঃ।
তব যে চরিতং সর্গৈঃ শ্রোষ্যন্তি ভুবি দুর্ল্লভম্।
ত্বৎ কৃতং পরমং স্তোত্রং পঠিষ্যন্তি চ যে নরাঃ।
স্বর্গভাজো ভবিষ্যন্তি ন যাস্যন্তি যমালয়ম্।
শ্বেতগঙ্গাজলে স্নাত্বা মৎসমীপে চ যে নরাঃ।
পিণ্ডং দাস্যন্তি তেষাং বৈ গয়াশ্রাদ্ধসমং ভবেৎ॥" (২ অধ্যায়)

সত্যবাদী, সত্যপরায়ণ, বীর্য্যবান্, জিতেন্দ্রিয় ও দয়ালু শ্বেত নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি শিবপাদার্চ্চনরত ও মঙ্গলকোট নামক নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি প্রত্যহ ৫ যোজন পথ আসিয়া বক্রেশ্বরের পূজা করিয়া ফিরিয়া ঘরে গিয়া আহারাদি করিতেন। তাঁহাকে ভক্তবৎসল ভগবান্ বক্রেশ্বর এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি শত্রুগণের দুরাধর্ষ ও সর্ব্বদা ব্রহ্মণ্য (বা ব্রাহ্মণে অনুরক্ত) হও; দেবদ্বিজের প্রিয় বস্তু দান করিয়া অকণ্টকে রাজ্যভোগ কর। তোমার রাজভবন সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমাযুক্ত হউক, তুমি বিপুল ধনবান্, আয়ুষ্মান্, ও কীর্ত্তিমান্ হও। বক্রেশ্বরের বচন শুনিয়া শ্বেত নরপতি ভক্তি-যুক্ত চিত্তে প্রণত হইয়া ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্য স্তব আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ বক্রেশ্বর প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, রাজেন্দ্র! তোমার যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। তোমায় বর দিতেছি। রাজা কহিলেন, যদি ভৃত্যের প্রতি করুণা হইয়া থাকে, তবে দুইটী বর দিন। এই পুণ্যক্ষেত্রে তোমার নিকটে আমার

---

(১৩) ততো বৃষভমালিঙ্গ্য সংপশ্যেদ্বক্রমীশ্বরম্।
তত্রাভিষিচ্য পাদ্যাদ্যৈঃ পূজয়েচ্চ যথাক্রমাৎ।
বেদীমধ্যগতং দেবং বৃষভস্য তু পশ্চিমে।
গন্ধপুষ্পাদিভির্ভক্ত্যা যজেদ্বক্রেশ্বরং শিবম্। * *

(১৪) অনেন বিধিনা যস্তু পশ্যেদ্বক্রেশ্বরং শিবম্।
সোঽত্র সর্ব্বসুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্তে মোক্ষঞ্চ বিন্দতি।
ইদং ক্ষেত্রবরং রম্যং পুণ্যদং বক্রনির্ম্মিতম্।
যঃ স্মরেৎ প্রণমেদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥"
(বক্রেশ্বরমাহাত্ম্য ১১শ অধ্যায়)

প্রাণান্ত হইলেও আমার নাম যেন থাকে এই প্রথম বর চাই, এবং তোমার নিকটই যেন আমার অন্তিম কাল শেষ হয়, এই বরও চাই। শিব কহিলেন, মহারাজ! তুমি ধন্য, যেহেতু তোমার ঈদৃশী ইচ্ছা হইয়াছে; তোমার অন্য বর লইতে লোভও হইল না। মহারাজ শ্বেত শোন, আমার নিকটে যে জাহ্নবী রহিয়াছে, আমার স্নানার্থ যাহাতে নানা তীর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আজ হইতে তাহা তোমার নামানুসারে শ্বেতগঙ্গা নামে খ্যাত হইবে ও তুমিও অন্তকালে আমার পদ লাভ করিবে সন্দেহ নাই। তোমার চরিত্র যে শুনিবে ও তোমার স্তোত্র যে পাঠ করিবে, তাহার স্বর্গলাভ হইবে, তাহাকে আর যমালয়ে যাইতে হইবে না। আমার নিকট এই শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিয়া যে পিণ্ড দান করিবে, তাহার গয়া শ্রাদ্ধের সমান ফল হইবে।'

উদ্ধৃত প্রাচীন কাহিনী হইতে মনে হইবে যে, নানা উষ্ণ-প্রস্রবণশোভিত এই নিভৃত স্থান বহু ঋষি তপস্বীর প্রিয় নিকেতন বলিয়া গণ্য হইলেও শ্বেত নামে কোন হিন্দু রাজার যত্নেই এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা ও তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এখনও নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী এই তীর্থ সন্দর্শনে গমন করিয়া থাকে। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর, এখানকার কুণ্ডরূপী উষ্ণ প্রস্রবণসমূহের জল প্রকৃতই নানা রোগনাশক।

বক্রোক্তি (স্ত্রী) বক্রা কুটিলা উক্তিঃ। ১ কাকুক্তি। দ্ব্যর্থ-উক্তি।

"অথ বৃত্তে বৃষোৎসর্গে দাতা বক্রোক্তিভিঃ পদৈঃ।
ব্রাহ্মণানাহ যৎকিঞ্চিৎ ময়োৎসৃষ্টস্ব নির্জ্জনে॥
তৎকিঞ্চিদ্যো ন নয়েন্ন বিভাজ্যং যথাক্রমম্।
ন বাহ্যং ন চ তৎক্ষীরং পাতব্যং কেনচিৎ কচিৎ॥"
(কামধেনুকল্পতরুধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

২ কুটিলোক্তি। বাঁকা কথা।

"বাদী ব্যাকরণং বিনৈব বিদুষাং ধৃষ্টঃ প্রবিষ্টঃ সভাম্
জল্পন্নল্পমতিঃ স্ময়াৎ পটুবটুভ্রূভঙ্গবক্রোক্তিভিঃ।
হ্রীতঃ সন্নুপহাসমেতি গণকো গোলানভিজ্ঞস্তথা
জ্যোতির্ব্বিৎসদসি প্রগল্‌ভগণকঃ প্রশ্নপ্রপঞ্চোক্তিভিঃ॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি-গোলাধ্যায়)

বক্রা অর্থান্তরগ্রহণেন কুটিলা উক্তিঃ। শব্দালঙ্কার বিশেষ। কাব্যাদিতে শ্লেষবাক্যপ্রয়োগ বা ব্যঙ্গোক্তিকে বক্রোক্তি বলা যায়। সাহিত্যদর্পণের ১০ম পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি।
অন্যঃশ্লেষেণ কাক্কা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৪১ পৃ°)

সাধারণতঃ বক্রোক্তিতে দুইটী অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার একটী শ্লেষার্থক ও অপরটী কাকু অর্থবাচক। নিম্নোক্ত উদাহরণে তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে।—

"কে যূয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্নো বিশেষাশ্রয়ঃ
কিং ব্রূতে বিহগঃ স বা ফণিপতির্যত্রাস্তি সুপ্তো হরিঃ।
বামা যূয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীদৃক্ স্মরো বর্ত্ততে '
যেনাস্মাসু বিবেকশূন্যমনসঃ পুংস্বেব যোষিদ্ ভ্রমঃ॥"

'কে যূয়ং' তোমরা কে? এই প্রশ্নে উত্তরদাতা বলিল, আমরা জলে নহি, সম্প্রতি স্থলেই আছি। এখানে 'কে' টীকে কিম্‌শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচন-নিষ্পন্ন গ্রহণ না করিয়া জলবাচক কং শব্দের সপ্তমী বিভক্তির একবচন-নিষ্পন্ন 'কে' পদ গ্রহণ করিয়া উত্তর সাধিত হওয়ায় বক্রোক্তি ঘটিয়াছে। প্রত্যুত্তরে—'প্রশ্নো-বিশেষাশ্রয়ঃ' পদে জিজ্ঞাস্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এ স্থলে 'বি' পক্ষী ও 'শেষ' অনন্ত (নাগ) এই বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়াই উত্তর হইয়াছিল; বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহীত হয় নাই।—তবে কি তোমরা বলিতেছ, আমরা পক্ষী, অথবা সর্প যেখানে হরি শয়ন করিয়া আছেন? এখানে বিশেষ শব্দের সাধারণ অর্থ পরিত্যক্ত এবং বি-শব্দে পক্ষী ও শেষ শব্দে সর্প অর্থ গৃহীত হওয়ায় বক্রোক্তি হইয়াছে।'

দ্বিতীয়ার্দ্ধে—আহা! তবে কি তোমরা বামা, অর্থাৎ প্রতিকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া থাক, (বামা শব্দের একটী অর্থ প্রতিকূলবাদী)। কারণ আমরা এক অর্থে প্রশ্ন করিতেছি, তোমরা অন্য অর্থে গ্রহণ করিতেছ! উত্তরবাদী বামাশব্দের প্রতিকূলবাদী অর্থ গ্রহণ না করিয়া বামাশব্দে সাধারণতঃ স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিল,—ওহে প্রতারণাপটু, তোমার কিরূপ কামনা হইতেছে, যে কামনোদিত হওয়ায় বিবেকশূন্য হইয়া পুরুষেতে তোমার নারীভ্রান্তি উপস্থিত! এ স্থানে বামাশব্দেরও দুইটী অর্থ ১ম স্ত্রী—২য় প্রতিকূলবাদী। প্রশ্নকর্ত্তা প্রতিকূলবাদী অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরদাতা স্ত্রী অর্থ গ্রহণ করিয়া উত্তর দিতেছেন, ইহাই বক্রোক্তি। এই অর্থ দ্বয়ের যোগ হেতু ইহা সভঙ্গ শ্লেষ বলিয়া কথিত। অন্যপক্ষে ইহা অভঙ্গ।

"কালে কোকিলবাচালে সহকার মনোহরে।
কৃতাগসঃ পরিত্যাগাৎ তস্যাশ্চেতো ন দূয়তে॥"

কোকিল কলরব পরিপূর্ণ আম্রমুকুল বিকসিত মনোহর বসন্ত কালে কৃতাপরাধ কান্তকে ত্যাগ করিয়া কামিনীর চিত্ত ব্যথিত হইতেছে না, বস্তুতঃ ব্যথিত হইতেছে। এখানে নিষেধার্থে নঞ্ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরপক্ষে কাকা অর্থাৎ ধ্বনি-বিশেষ দ্বারা বিধি অর্থও সংঘটিত হইতেছে।

বক্রোলক (পুং) একটী গণ্ডগ্রাম। (কথাসরিৎসা° ৭৬।১৮)
২ তন্নামীয় একটী নগর। (কথাসরিৎসা° ৯৩।৩)

বক্রোষ্ঠিকা (স্ত্রী) বক্রোষ্ঠোঽস্ত্যস্যা ইতি, ঠন্। ঈষদ্ধসনেন হি-ওষ্ঠস্য বক্রতা জায়তে অতোঽস্যাস্তথাত্বম্। যদ্বা বক্র ওষ্ঠো যস্যাঃ। ততঃ স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বম্। ১ অদৃষ্টরদহাস্য, ঈষদ্ধাস্য। পর্য্যায়—স্মিত। (দুর্গাদাস)

বক্ষ (ত্রি) তির্য্যগ্গামী। ইতস্ততঃ পরিভ্রমণশীল। নদ্যাদির ন্যায় বক্রগতিবিশিষ্ট। "প্রাগ্রুবো নভন্বোহ্ন বক্ষা ধ্বস্রা" (ঋক্ ৪।১৯।৭)

'বক্ষা ন সেনা ইব ধ্বস্রা কূলানাং ধ্বংসিকা' (সায়ণ)

বক্ষন্ (ত্রি) গুণবক্তা। স্তোতা।

"বেপী বক্ষরী যস্য নূ গীঃ।" (ঋক্ ৬।২২।৫) 'বেপী বেপো যাগাদিলক্ষণং কর্ম্ম। তদ্বতী বক্ষরী গুণানাং বক্ত্রী'। (সায়ণ)

বক্ষরী (স্ত্রী) গুণবক্ত্রী। (ঋক্ ১।১৪৪।৬)

বক্ষস (পুং) বৈদ্যকোক্ত মদ্যবিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ইহার বক্ষস ও বক্কস পাঠ পাওয়া যায়। [বক্কস দেখ।]

বক্ষ, রোষ, কোপ, সংঘাত। ভ্বা° পরং রোষে অক° সংহতৌ সক° সেট্। বক্ষতি। ববক্ষ, ববক্ষিথ, ববক্ষুঃ, ববক্ষে, ববক্ষিরে।

বক্ষঃ [স্] (ক্লী) উচ্যতেঽনেনেতি। বচ্ (পচিবচিভ্যাং সুট্ চ। উণ্ ৪।২১৯) ইতি অসুন্ সুট্চ। বক্ষতেরসুন্ ইতি রমানাথঃ ধাতুপ্রদীপশ্চ। ১ অঙ্গবিশেষ। কণ্ঠের অধোভাগে হৃদয়োপরিস্থ যে দেহাংশভাগ তাহা বক্ষ বলিয়া পরিচিত। ইহাকে চলিত কথায় বুক বলে। পর্য্যায় ক্রোড়, ভুজান্তর, উরঃ, বৎস, অঙ্ক, উৎসঙ্গ, বক্ষণ, গণপীঠক ও বক্ষস্থল।

গরুড়পুরাণে বক্ষের শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে। সমবক্ষোবিশিষ্ট অন্নবান্ পীনবক্ষোব্যক্তি বীর ও শক্তিশালী এবং বিষমবক্ষ নিঃস্ব ও শস্ত্রদ্বারা নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।

"অন্নবান্ সমবক্ষাঃ স্যাৎ পীনৈর্ব্বক্ষোগভির্ব্বর্জ্জিতঃ।
বক্ষোভির্ব্বিষমৈর্নিঃস্বঃ শস্ত্রেণ নিধনস্তথা॥"

(গরুড়পুরাণ ৬৬ অঃ)

(পুং) বহতীতি বহ-(বহিহাধাঞ্ভ্যশ্ছন্দসি। উণ্ ৪।২২০) ইতি অসুন, সুট্ চ। অনড্বান্। (উজ্জ্বলদত্ত)

বক্ষণ (ত্রি) শক্তিশালী, বলদায়ী। (ক্লী) বক্ষত্যনেনেতি। বক্ষরোষসংহত্যোঃ ল্যুট্। ১ বক্ষ। (শব্দচ°) ২ বাহক।

"ক্রিয়াস্ম বক্ষণানি যজ্ঞৈঃ" (ঋক্ ৬।২৩।৬)

'বক্ষণানি বাহকানি স্তোত্রাণি ক্রিয়াস্ম করবাম।' (সায়ণ)

৩ অগ্নি। (ঋক্ ৫।১৯।৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। বক্ষণা।

বক্ষণা (স্ত্রী) ১ নদী। (ঋক্ ৫।৪২।১৩) ২নদীগর্ভ। (ঋক্১০।২৬।১১) ৩ উদর।

"সা বঃ প্রজাং জনয়ৎ বক্ষণাভ্যঃ" (অথর্ব্ব ১৪।২।১৪)

বক্ষণি (ত্রি) শক্তিদাতা। "ইন্দ্রো বাকস্য বক্ষণিঃ" (ঋক্ ৮।৫২।৪)

বক্ষণী (স্ত্রী) বক্ষণ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ শক্তিদাত্রী। ২ আনন্দবর্দ্ধিনী।

"সরস্বতী সরযুঃ সিন্ধুরূর্ম্মিভির্মহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।"

(ঋক্ ১০।৬৪।৯)

বক্ষণেস্থা (স্ত্রী) অগ্নি মধ্যে স্থাপিত। (ঋক্ ৫।১৯।৫)

'বহ্নৌ স্থিতঃ' (সায়ণ)

বক্ষথ (পুং) ১ বলাধান। ২ বৃদ্ধিপ্রকাশ।

"সূর্য্যস্যেব বক্ষথো জ্যোতিরেষাম্।" (ঋক্ ৭।৩৩।৮)

৩ বাহক। বহনীয় শরীর। "অনূনেন বৃহতা বক্ষথেনোপ"(ঋক্৪।৫।১)

বৃহতা প্রভূতেন বক্ষথেন বোঢ়ব্যেন স্বশরীরেণোপ। যদ্বা বক্ষথেনোক্থলক্ষণেন ফলাদিবাহকেন স্তোত্রেণ' (সায়ণ)

বক্ষস্ (পুং ক্লী) ১ হৃদয়োপরিস্থ দেহভাগ। ২ বৃষ। [বক্ষঃ দেখ।]

বক্ষঃসংমর্দ্দিনী (স্ত্রী) বক্ষসি সংমর্দ্দতে ইতি সং-মৃদ্-ণিনি। স্ত্রী, পত্নী।

বক্ষঃস্থল (ক্লী) ১ বক্ষ। ২ হৃদয়।

বক্ষস্তটাঘাত (পুং) বক্ষসঃ তটঃ-বক্ষস্তটঃ তেষু আঘাতঃ বক্ষঃস্থলোপরি মুষ্ট্যাঘাত।

বক্ষী (স্ত্রী) অগ্নিশিখা।

"তা অস্য সন্দৃগ্জো ন তিগ্মাঃ সুসংশিতা বক্ষ্যো বক্ষণেস্থাঃ।"

(ঋক্ ৫।১৯।৫) 'হবির্ব্বহন্তীতি বক্ষ্যো জ্বালাঃ।' (সায়ণ)

বক্ষু, স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষু (Oxus) নদী। বংক্ষু বা বক্ষ্ক, পাঠও দেখা যায়। [বংক্ষু দেখ।]

বক্ষোগ্রীব (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)

বক্ষোজ (ক্লী) বক্ষসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ স্তন।

"মধ্যস্য প্রথিমানমেতি জঘনং বক্ষোজয়োর্মন্দতাং
দূরং যাত্যুদরঞ্চ লোমলতিকা নেত্রার্জ্জবং ধাবতি।
কন্দর্পং পরিবীক্ষ্য নূতনমনোরাজ্যাভিষিক্তং ক্ষণাৎ
অঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ॥"

(সাহিত্যদর্প° ৩ পরি°)

বক্ষোমণ্ডলিন্ (পুং) নৃত্যকালীন হস্তবিন্যাসভেদ।

বক্ষোরুহ (পুং) বক্ষসি রোহতীতি রুহ-কঃ। স্তন। (ত্রিকা°)

"মা শাবরতরুণি পীবরবক্ষোরুহয়োর্ভবেণ ভজগর্ব্বম্।
নিৰ্ম্মোকৈরপি শোভা যয়োর্ভুজঙ্গীভিরুন্মুক্তৈঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৪৪৬)

বক্ষ্যমাণ (ত্রি) ভবিষ্যৎ কথনীয় বিষয়। বচ্ ধাতোঃ স্যমানপ্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। যথা, অত্র বক্ষ্যমাণবচনাৎ মধ্যরাত্রপ্রাপ্তাবেব জয়ন্তীত্বম্। (তিথ্যাদিতত্ত্ব)

২ বাচ্য, বক্তব্য। ৩ মনোজ্ঞ বচন।

বক্ষ্যমাণত্ব (ক্লী) বক্ষ্যমাণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বথ, স্থপি, গতৌ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বথতি। লিট্—ববাথ, ববথতুঃ বথিতা। লুঙ্ অবথীৎ।

বথ্, ই স্থপি। ভ্বা° পর° সক সেট্; ইদিৎ। ই, বন্থ্যতে। স্থপি গতৌ। (দুর্গাদাস)

বগ, ই, খঞ্জে। ভ্বা° পর° অক° সেট্। ই বঙ্গ্যতে।

বখ্‌তিয়ার খিলিজী, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বঙ্গবিজেতা মুসলমান-সেনাপতি। [মহম্মদ-ই বখ্‌তিয়ার দেখ।]

বগড়ী, (বকদ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ)—প্রাচীন গৌড়রাজ্য ৫ ভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে বগড়ী একটী বিভাগ। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় যে উপবঙ্গের উল্লেখ আছে, তাহাই বগড়ী বলিয়া মনে হয়। দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে।
পঞ্চযোজনপরিমিতো হ্যুপবঙ্গো হি ভূমিপ॥
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ।
জ্ঞাতব্যা নৃপশার্দ্দূল বহুলাস্থ নদীষু চ॥"

অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বভাগে পঞ্চ যোজন বিস্তৃত উপবঙ্গ। যশোরাদি দেশ, কানন ও বহু নদী এই উপবঙ্গের অন্তর্গত।

সেনবংশের অধিকারকালে ভাগীরথার পূর্ব্ব, পদ্মার পশ্চিম ও সাগরের উত্তরবর্ত্তী বদ্বীপাংশ বগড়ী নামে খ্যাত ছিল। এখন ভাগীরথার পশ্চিম পার রাঢ় ও পূর্ব্ব পার বগড়ী নামে খ্যাত। রাঢ় ও বগড়ী বিভাগের বিশেষত্ব এই যে রাঢ় ভূভাগ শৈল ও কঙ্করময়, অধিকাংশ স্থল ডাঙ্গা ও উচ্চ সমতল, কিন্তু বগড়ী ভূভাগ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার সমস্ত জমিই নাবাল। বন্যায় সহজে ডুবিয়া যায় এবং সর্ব্বাংশে উর্ব্বরা।

[রাঢ় ও বকদ্বীপ দেখ]

বগর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী নদী। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৪২।১৪১)

বগলা, বগলামুখী (স্ত্রী) দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। কিরূপে এই দশবিধ শক্তিমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তাহা দশমহাবিদ্যা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। পুরাণাদি ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রেও বগলাদি দেবীর উৎপত্তি বিবরণ দৃষ্ট হয়। [দশ মহাবিদ্যা দেখ]

এই মহাদেবীর পূজামন্ত্র ও পূজামাহাত্ম্য তন্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত রহিয়াছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে, ইহার মন্ত্র সাধকবর্গের হিতকর ও শত্রুদলের স্তম্ভনকারী ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। এই মন্ত্রে সকলকে স্তম্ভিত করিতে পারা যায়। এমন কি, বায়ুরও গতিরোধ হইয়া থাকে।

"ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃপ্রত্যয়কারণম্।
সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বৈরিণাম্॥
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পবনোঽপি স্থিরায়তে।
প্রণবং স্থিরমায়াঞ্চ ততশ্চ বগলামুখি॥
তদন্তে সর্ব্বদুষ্টানাং ততোবাচং মুখং পদম্।
স্তম্ভয়েতি ততো জিহ্বাং কীলয়েতি পদদ্বয়ম্॥
বুদ্ধিং নাশায় পশ্চাত্তু স্থিরমায়াং সমালিখেৎ।
লিখেচ্চ পুনরোঙ্কারং স্বাহেতি পদমন্ততঃ॥
ষট্‌ত্রিংশাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বসম্পৎকরী মতা॥
স্থিরমায়াং হ্লীং। তথাচ।
বহ্নিহীনেন্দ্রমায়াযুক্ স্থিরমায়া প্রকীর্ত্তিতা॥

"ওঁ হ্লীং বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়ঃ জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। এই ষট্‌ত্রিংশদক্ষর মন্ত্র সাধককে সর্ব্বসম্পৎ দান করে। স্থিরমায়া শব্দে হ্লীঁ বুঝিতে হইবে।

তন্ত্রান্তরে চতুস্ত্রিংশদক্ষর অপর একটী মন্ত্রের এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে যে,—

"বহ্নিহীনেন্দ্রযুঙ্‌মায়া বগলামুখি সর্ব্বযুক্।
দুষ্টানাং বাচমিত্যুক্ত্বা মুখং স্তম্ভয় কীর্ত্তয়েৎ॥
জীহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং তৎ বিনাশয় পদং বদেৎ।
পুনর্ব্বীজং ততস্তারং বহ্নিজায়াবধির্ভবেৎ।
তারাদিকা চতুস্ত্রিংশদক্ষরা বগলামুখী॥

"ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় বুদ্ধিং বিনাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পূজাপ্রণালী এইরূপ—প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কার্য্য সমাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—মস্তকে নারদঋষয়ে নমঃ। মুখে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে হ্লীঁ বীজায় নমঃ। পাদদ্বয়ে স্বাহা শক্তয়ে নমঃ। এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ত্রিষ্টুপ ছন্দঃ, দেবতা বগলামুখী, বীজ হ্লীঁ ও শক্তি স্বাহা।

"নারদোঽস্য ঋষিং মূর্দ্ধ্নি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দশ্চ তন্মুখে।
শ্রীবগলামুখীদেবীং হৃদয়ে বিন্যসেত্ততঃ।
হ্লীঁ বীজং গুহ্যদেশেতু স্বাহা শক্তিস্তু পাদয়োঃ॥"

অতঃপর অঙ্গন্যাস, করন্যাস করিতে হইবে। যথা—ওঁ হ্লীঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বগলামুখি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সর্ব্বদুষ্টানাং মধ্যমাভ্যাং বষট্। বাচং মুখং স্তম্ভয় অনামিকাভ্যাং হুঁ। জিহ্বা কীলয় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। এবং হৃদয়াদিষু।

দিব্যতন্ত্র মতে উক্ত মন্ত্রের দুই, পাঁচ, সাত ও অষ্টবর্ণ যথাক্রমে করাঙ্গুলিতে ন্যাস করিয়া অবশিষ্টবর্ণ সকল করতলে ন্যাস করিবে। এই নিয়মে করন্যাস সম্পাদন করিয়া উপরোক্ত প্রণালীতে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ-

পূর্ব্বক 'আত্মতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মূলাধারাদি স্থানে ন্যাস করা আবশ্যক।

"যুগ্মবাণেষু সপ্তাহি শেষার্ণৈশ্চ মনূদ্ভবৈঃ।
করশাখাসু তলয়োঃ করাঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥"

ততো মূলান্তে আত্মতত্ত্বব্যাপিনী শ্রীবগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি নমঃ ইতি মূলাধারে। মূলান্তে বিদ্যাতত্ত্বব্যাপিনী বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি শিরসি। বগলামুখী শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি ইতি সর্ব্বাঙ্গে।"

অনন্তর মন্ত্রবর্ণ ন্যাস করিতে হয়। সাধক যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণ গুলি স্বীয় শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত করিবেন; অর্থাৎ মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে হ্লীং নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে বং নমঃ, বামনেত্রে গং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে লাং নমঃ, বাম কর্ণে মুং নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে খিং নমঃ, বামগণ্ডে সং নমঃ, দক্ষিণ নাসিকায় র্ব্বং নমঃ, বামনাসিকায় দুং নমঃ। উত্তরওষ্ঠে ষ্টাং নমঃ, অধরওষ্ঠে নাং নমঃ, মুখে বাং নমঃ, দক্ষিণস্কন্ধে চং নমঃ, দক্ষিণকূর্পরে মুং নমঃ, দক্ষিণমণিবন্ধে খং নমঃ, দক্ষিণহস্তাঙ্গুলিমূলে স্তং নমঃ, গলে স্তং নমঃ, দক্ষিণস্তনে য়ং নমঃ, বামস্তনে জিং নমঃ, হৃদয়ে হ্বাং নমঃ, নাভিতে কাং নমঃ, কটিদেশে লং নমঃ, গুহ্যদেশে য়ং নমঃ, বামস্কন্ধে কোং নমঃ, বামকূর্পরে লং নমঃ বামমণিবন্ধে য়ং নমঃ, বামহস্তাঙ্গুলিমূলে বুং নমঃ, দক্ষিণ উরুতে দ্ধিং নমঃ, দক্ষিণ জানুতে নাং নমঃ, দক্ষিণগুল্ফে শং নমঃ, দক্ষিণ পদাঙ্গুলিমূলে য়ং নমঃ, বামোরুতে ওঁ নমঃ, বাম-জানুতে হ্লীং নমঃ, বাম-গুল্ফে স্বাং নমঃ এবং বাম পদাঙ্গুলিমূলে হাং নমঃ।

শরীরে মন্ত্রবর্ণ ন্যাস সমাপ্ত হইলে নিম্নোক্ত ধ্যান পাঠ করিতে হয়। ধ্যান যথা—

"মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥"

এই প্রকারে ধ্যান এবং মনে মনে দেবীর পূজা করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমেই অর্ঘ্য স্থাপন আবশ্যক। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার ঈশানাদি কোণচতুষ্টয়ে ও পূর্ব্বাদি দিকে রক্তচন্দনচর্চ্চিত পুষ্প ও তণ্ডুল দ্বারা "গ্লোঁ গণপতয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিয়া গজমদ বা মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিবে। তৎপরে তিনবার পুনরায় মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তাহার পর ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা স্বীয় শরীর ও পূজার উপকরণ সামগ্রীতে প্রোক্ষণ করিবে।

বগলামুখী দেবীর পূজায় যন্ত্র অঙ্কিত করিবার নিয়ম—

"ত্র্যস্রং ষড়স্রং বৃত্তমষ্টদলপদ্মভূপুরান্বিতম্।"

প্রথমে ত্রিকোণ ও তাহার বহির্ভাগে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার বহির্দ্দেশে পুনরায় ভূপুর অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "ওঁ আঁধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ এবং শক্তিপদ্মাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া পীঠে দেবীর আবাহনপূর্ব্বক 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ায় ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয়। ষড়ঙ্গন্যাস সমাপ্ত হইলে পুরোভাগে ষড়ঙ্গমন্ত্রে মণ্ডলের পূজা এবং মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক "ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা" মন্ত্রে তিনবার তিনবিন্দু জল মুখে নিক্ষেপ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীযোগে মূলান্তে 'সাঙ্গাবরণাং বগলামুখীং তর্পয়ামি নমঃ' এই মন্ত্রে তর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে সাধক যথাসম্ভব উপচার দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবেন। তখন যন্ত্রস্থ ষট্‌কোণের পূর্ব্বদিকে ওঁ সুভগায়ৈ নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ ভগসর্পিণ্যৈ নমঃ, ঈশানে ওঁ ভগাবহায়ৈ নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভগসিদ্ধায়ৈ নমঃ, নৈঋতে ওঁ ভগপাতিন্যৈ নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ ভগমালিন্যৈ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে পূজা করিয়া অষ্টদলপদ্মে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্ট শক্তির পূজা করিবে। পরে প্রত্যেক পত্রাগ্রে 'ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ বিজয়ায়ৈ নমঃ ওঁ অজিতায়ৈ নমঃ, ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ওঁ স্তম্ভিন্যৈ নমঃ ওঁ জম্ভিন্যৈ নমঃ, ওঁ মোহিন্যৈ নমঃ ওঁ আকর্ষিণ্যৈ নমঃ, মন্ত্রে যথোক্ত ক্রমে পূজা করিবে। অনন্তর দ্বারদেশে ওঁ ভৈরবায় নমঃ এবং তাহার বহির্ভাগে ইন্দ্রাদি দশদিক্ পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ধূপাদি দান ও যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া দেবীকে ত্রিশূলমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে এবং তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবীকে ধেনুমুদ্রা ও যোনিমুদ্রা দেখাইবে। তাহার পর ভৈরবকে বলি প্রদানপূর্ব্বক বিসর্জ্জনাদি কার্য্য সমাপন করিবে। তদনন্তর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী সংযতচিত্ত ও ধ্যানেশ্বর সাধক পূর্ব্বাভিমুখে অবস্থিত হইয়া পীতবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক হরিদ্রাগ্রন্থিনির্ম্মিত মালা লইয়া একলক্ষ জপে বগলামুখী দেবীর পুরশ্চরণ এবং প্রতিদিন প্রিয়ঙ্গু কুসুম অথবা অন্য কোন পীতবর্ণের পুষ্প লইয়া হোম করিবেন।

পূর্ব্বে বগলামুখী দেবীর যে দ্বিতীয় মন্ত্রের বিষয় উল্লিখিত

হইয়াছে, তাহার ন্যাসাদি পূজা প্রণালী সকলই পূর্ব্ববৎ, কেবল ধ্যান স্বতন্ত্র। ধ্যান যথা—

"গম্ভীরাঞ্চ মদোন্মত্তাং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাম্।
চতুর্ভুজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্॥
মুদ্গরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্।
পীতাম্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্॥
হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ পীতচন্দ্রার্দ্ধশেখরাম্।
পীতভীষণভূষাঞ্চ রত্নসিংহাসনে স্থিতাম্॥"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই দেবীর পূজায় বাক্‌স্তম্ভন, বুদ্ধি-নাশ ও শত্রুক্ষয়াদি ঘটিয়া থাকে। কিরূপে এই দেবীমন্ত্র প্রয়োগ করিলে এই সকল আধিভৌতিক ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

দশ সহস্রবার মন্ত্রজপ করিয়া নিশাকালে হরিদ্রা ও হরিতালের সহিত লবণ হোম করিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাক্‌স্তম্ভন ও বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটে এবং ইহা দ্বারা শত্রুসৈন্যকে স্তম্ভন করিতে পারা যায়। ঘৃত, মধু ও শর্করা যোগে পীতপুষ্পের হোম স্তম্ভক কার্য্যবিশেষে ফলপ্রদ। কার্য্যসাধনার্থ প্রথমে একটী যন্ত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। তৎপরে স্তম্ভনার্থ হোমাদি পূজাই বিধি।

যন্ত্র অঙ্কনপ্রণালী—

ওঁকারয়োঃ সম্মুখয়োরূর্দ্ধাধঃ শিরসো লিখেৎ।
মধ্যগং নাম সাধ্যস্য তদ্বাহ্যে চাক্ষরত্রয়ম্॥
বীজং দ্বিতীয়বর্গস্য তৃতীয়ং বিন্দুভূষিতম্।
চতুর্দ্দশস্বরোপেতং সংলিখেৎ পৃথিবীগতম্॥ (গ্লৌ)
ঠকারেণ সমাবেষ্ট্য চতুষ্কোণপুটং বহিঃ।
তৎকোণরেখাসংসক্তৈঃ শূলৈর্ব্বজ্রাষ্টকং লিখেৎ।
ত্রিশূল মধ্যরেখাগ্রোঃ পৃথ্বীবীজানি পার্শ্বয়োঃ। (লং)
অষ্টস্বপি চ কোণেষু তদ্বহির্ব্বগলাং লিখেৎ॥
পৃথিব্যাস্বরিতং বাহ্যে মাতৃকাপরিমণ্ডলম্।
আবেষ্ট্য চাষ্টধা পশ্চাৎ তদ্বাহ্যে স্থিরমায়য়া॥
নিরুধ্যাঙ্কুশবীজেন নাদসংলিতাত্রিধা।
লিখেৎ পূর্ব্ববদাচেষ্টা পশ্চাচ্চ বগলামুখীম্॥"

অর্থাৎ উর্দ্ধাধঃক্রমে মুখ সংযুক্ত করিয়া ওঁকারদ্বয় অঙ্কিত করিবে। তাহার মধ্যস্থলে সাধ্য বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নাম এবং উভয় পার্শ্বে গ্লৌ এই বীজ লিখিয়া লইবে। পরে তাহা ঠকার দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তাহার বহির্দ্দেশ চতুষ্কোণ দ্বারা পুটিত করিবে, ঐ চতুষ্কোণদ্বয়ের অষ্টকোণে অষ্টবজ্রসহ ত্রিশূল এবং সেই ত্রিশূলের মধ্যরেখার পার্শ্বদ্বয়ে লং বীজ আঁকিয়া রাখিবে। তাহার বহির্ভাগে ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা। এই মন্ত্র বৃত্তাকারে লিখিবে। তৎপরে একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া মাতৃকা বর্ণ দ্বারা মণ্ডল করিবে। তদনন্তর তাহার বহির্ভাগে এই বীজ দ্বারা আটবার বেষ্টন করিয়া ক্রোং এই বীজ দ্বারা একবার বেষ্টনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বগলামুখী মন্ত্রে আটবার বেষ্টন করিবে।

ধাতুফলকে অথবা পাষাণপট্টে অথবা হরিদ্রা, ধুস্তূর ও হরিতাল দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করাই প্রশস্ত। দেবস্তম্ভন ও শত্রুগণের মুখস্তম্ভনার্থ উক্ত যন্ত্র লিখিয়া গাঢ় আক্রমণ করিবে। হরিদ্রাদি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যের দ্বারা ভূর্জ্জপত্রে যন্ত্র আঁকিয়া সেই যন্ত্রে কুম্ভকারচক্রের মৃত্তিকানির্ম্মিত বৃষ পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া বগলামুখীর আরাধনা করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। ঐ বৃষের নাসিকাতে পীতবর্ণ রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া প্রতিদিন পীতবর্ণ পুষ্পাদি উপচার দ্বারা স্বীয় গৃহে পূজা করিলে দুষ্টের মুখস্তম্ভন হয়।

বগলামুখীস্তোত্র।

"চলৎ কনককুণ্ডলোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং
লসৎ কনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসম্মনঃস্তম্ভিনীম্॥১
পীযূষোদধিমধ্যচারু বিলসৎ রক্তোৎপলে মণ্ডপে
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিতরিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রতাং
ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোহথ সর্ব্বাপদঃ॥২
দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোহথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥৩
বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণামন্ত্রিতঃ,
শ্রীনিত্যে বগলামুখী প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ॥
মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে,
যন্ত্রং বাদিনিযন্ত্রিণং ত্রিজগতাং জৈত্রস্ত চিত্রং নু তে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্ম্মুখে
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্॥৫
দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃদ্ভূষণমনং বলন্মৃগদৃশাঃ চেতং সমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্ম্মারণমাবিরস্তু পুরতোমাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ॥৬
মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।

শত্রুংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে ॥
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং ॥৮
সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াং।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জ্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥৯
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানো হরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পামৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥১০
ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংচ্ছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা ॥১১
বিদ্যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ
পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিঃ।
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্যসৌখ্যং
প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্ নরেণ ॥১২
যৎ কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্‌গৃহাণ নমোঽস্তু তে ॥১৩
ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ॥১৪
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্ ॥১৫

প্রাতে ও মধ্যাহ্নকালে এই স্তবপাঠ করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। (রুদ্রযামল)

বগদোগ্‌রা, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। জন সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার।

বগয়-ম, নিম্নব্রহ্মের তানাসেরিম বিভাগের থোন্‌গ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ব-গয়-ম নদীকূলে অবস্থিত। ঐ নদীর উত্তর তীরস্থ উপকণ্ঠভাগ তব্‌-ত-নো নামে পরিচিত। এখানে ব্রহ্মদেশীয় চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

বগরু, দক্ষিণব্রহ্মের তানাসেরিম বিভাগের আমৰ্হাষ্ট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার পূর্ব্বসীমায় তৌঙ্গ-ম্যু পর্ব্বতমালা এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ভূপরিমাণ প্রায় ২৮ মাইল। এই উচ্চ পার্ব্বত্যভূমি বনমালা-সমাচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে ধান্যক্ষেত্র ও গণ্ডগ্রাম বিরাজিত। দানাদার প্রস্তরের উচ্চচূড় পর্ব্বতশিখরসমূহ সেই প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্য ভেদ করিয়া উন্নত মস্তকে ঐশ্বরিক মহিমা বিকাশ করিতেছে। বাত্যান্দোলিত জলরাশির ঘাতপ্রতিঘাতে সমুদ্রোপকূলে অসংখ্য খাড়ি গ্রথিত হইয়াছে; উহা প্রশস্ত হওয়ায় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠেই অবস্থিত থাকায় দেশীয় নৌকা-চালনার অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

বগবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের সোরাত প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুই অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ সামন্তবংশদ্বয় এক্ষণে গাইকোবাড়কে ১৩৫৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৯৲ টাকা বার্ষিক খাজানা দিয়া থাকেন। বগবাড়ী গ্রাম ৩ বর্গমাইল বিস্তৃত।

বগাসড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন ছয় জন অংশীদারে বিভক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণ জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪০৲ টাকা এবং বড়োদার গাইকোবাড়কে ২৫৫০৲ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। বার্ষিক রাজস্ব ১০ হাজার টাকা।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২১° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° পূঃ। সুরাট হইতে ১৬০ মাইল পশ্চিমে কাঠিয়াবাড় প্রায়োদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী গীর্ নামক উচ্চ ভূমির সমীপ দেশে অবস্থিত।

বগাসপুর, মধ্যপ্রদেশের নরসিংহপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বগাহ (পুং) অব-গাহ ভাবে ঘঞ্। অলোপঃ। অবগাহ। 'বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ' ভাগুরি মুনি অব ও অপি উপসর্গের অলোপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। (মুগ্ধবোধটী° ভরত)
"পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য। (কুমার ১।১)

বগী (পারস্য) ১ তরবারি। (দেশজ) ২ রেশমী সূত্রবিশেষ। বগীলক। ভোজ্যপাত্রভেদ। (ইংরাজী) ৩ অশ্বযানভেদ।

বগুলা, বাঙ্গালার নদীয়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ৫৭॥০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী প্রধান ষ্টেসন আছে। নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপ যাইবার জন্য এখান হইতে ১১ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তা আছে।

বগেপল্লী (বগেনহল্লী), মহিসুর রাজ্যের কোলাবা জেলায় কম্পল্য তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩°৪৭´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫০´৩১´´ পূঃ। এখানে বিচার সদর স্থাপিত আছে।

বগেসর, (বকসর),যুক্ত-প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী

নগর। সরয়ূ ও গোমতী সঙ্গমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৪৯´২০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´৩৫´´ পূঃ। কলিকাতা হইতে এই স্থান ৯১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আল্‌মোরা হইতে ২৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্‌ উচ্চ। এই নগরের সহিত মধ্যএসিয়া ও তিব্বতের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এখানে ভুটিয়া জাতির একটী মেলা হয়। ঐ স্থানে সমতল ক্ষেত্রজাত ও হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গজাত দ্রব্যসমূহের বিনিময় হইয়া থাকে।

প্রবাদ, মোগল সম্রাট্‌ তৈমুর প্রথমে বগেসর উপত্যকাভূমে একটী মোগল উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই মোগল জাতির বাসের চিহ্ন মাত্র নাই। কেবল মাত্র পার্ব্বত্য বেনিয়াগণ বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছে।

বগোর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। উদয়পুর রাজধানী হইতে ৬৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা মহারাণা সোহান সিংহের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উহা তাঁহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

বগ্নু (পুং) বক্তি ইতি। বচ্‌ (বচের্গশ্চ। উণ্‌ ৩।৩৩) ইতি নুঃ গশ্চান্তাদেশঃ। ১ বক্তা, বাগ্মী, কথক। ২ বাবদূক। ৩ পশ্বাদির চীৎকার। ৪ ভেকরব।

"গবামাহনমায়ুর্বৎসিনীনাং মণ্ডুকানাং বগ্নুরত্রাসমেতি।"
(ঋক্‌ ৭।১০৩।২)

'মণ্ডুকানাং বগ্নুঃ শব্দঃ সমেতি সঙ্গচ্ছতে' (সায়ণ)

বগ্‌লী (দেশজ) থলি।

বগ্নন (ত্রি) প্রিয়বাক্যকথনশীল। স্তুতিবাক্য। (ঋক্‌ ১০।৩২।২)
"বগ্ননান্‌ বচনেন স্তুত্যা" (সায়ণ)

বগ্ননু (পুং) শব্দ। (ঋক্‌ ৯।৩।৫)

বঘ্‌, ই ঙ, গতি নিন্দা গত্যারম্ভ আক্ষেপার্থ। ভ্বা° আত্ম° সক° (জবার্থে), অক° চ সেট্‌। ই বঙ্ঘ্যতে। ঙ বঙ্ঘতে। টীকাকার দুর্গাদাস বলেন যে, কোন কোন ব্যক্তি জব অর্থেও বঙ্ঘতে পদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। লিট্‌ ববঙ্ঘে। লুঙ্‌ অবঙ্ঘিষ্ট।

বঘা (স্ত্রী) পতঙ্গবিশেষ। শলভ বা তদ্বৎ অহিতাচরণশীল জীবভেদ।

"তর্দাপতে বঘাপতে তৃষ্টজম্ভা আশৃণোত মে। (অথর্ব্ব° ৬।৫।৩)

'হে তর্দ্দাপতে তর্দানাং হিংসকানাং আখুনাং স্বামিন্‌ হে বঘাপতে। অবঘ্নন্তি অববাধন্ত ইতি বঘাঃ পতঙ্গাদয়ঃ। অবপূর্ব্বাৎ হন্তেঃ "ডোঽন্যত্রাপি দৃশ্যতে" ইতি ডপ্রত্যয়ঃ। বষ্টি ভাগুরিরল্লোপম্‌" ইতি অবশব্দস্য আদিলোপঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ ঘত্বম্‌। বঘানাং পতঙ্গাদীনাং অধিপতে তৃষ্টজম্ভাঃ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা যুয়ং' (সায়ণ)

বঘাত, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত একটী পার্ব্বতীয় সামন্তরাজ্য। সিমলা শৈলাবাসের পার্শ্বদেশে অবস্থিত এবং অম্বালা বিভাগের কমিসনরের রাজকীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূমি-পরিমাণ ৩৬ বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১৭৮টী গ্রাম আছে। রাজ্যের মধ্যস্থ অক্ষা° ৩০°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭´ পূঃ।

এখানকার সর্দ্দার রাণা দলীপ সিংহ (১৮৮৫) রাজপুতবংশীয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি ইংরাজরাজকে বার্ষিক ২০০০৲ টাকা কর দিতেন; কিন্তু কাল্‌কা ও সিমলার মধ্যবর্ত্তী কসৌলী ও সোলোন-সেনানিবাসের নিমিত্ত ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে স্থান লওয়ায় রাজস্ব হইতে ১৩৯৲ টাকা বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাঘল-রাজের ন্যায় এখানকার সর্দ্দারগণও ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। [বাঘল দেখ]

বঘার (বঘিয়াড়), সিন্ধুনদের একটী শাখা। করাচী জেলার ঠাঠা নগরের দক্ষিণে অক্ষা° ২৪°৪০´ উঃ সিন্ধুগাত্র হইতে বহির্গত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই নদী অতি বিস্তৃত ও বেগবতী ছিল। হালোরী বন্দরের যাবতীয় পণ্যদ্রব্য এই নদীপথেই তৎকালে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রোপকূলে সমানীত হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বালুকার চর পতিত হওয়ায় সিন্ধুর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই নদীবক্ষ ক্রমশঃই শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই নদীর মোহানা স্থিত পিতি, পিতিয়ানী, জুনা ও রেছাল শাখায় এখনও নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়।

বঘেল, রাজপুত জাতির একটী শাখা। আদি সোলাঙ্কী বা চৌলুক্য শ্রেণি হইতে এই শাখা সমুদ্ভূত। রেবাপতি মহারাজ রঘুরাজ সিংহ রচিত ভক্তমাল নামক গ্রন্থে এই রাজপুত-শাখার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে,—তাহা হইতে জানা যায়, প্রসিদ্ধ সাধু কবীর পশ্চিমসমুদ্রে স্নান করিবার জন্য গুজরাতে যাত্রা করেন। এই সময়ে চৌলুক্য বা সোলাঙ্কী দেব গুজরাতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। রাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি কবীরের নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করেন। কবীরের আশীর্ব্বাদে সোলাঙ্কীরাজের দুইটী পুত্র জন্মিল, তন্মধ্যে একটীর আকার ব্যাঘ্রের মত ছিল। এই ব্যাঘ্রাকার পুত্রের নাম হইল ব্যাঘ্রদেব। রাজপুরোহিতগণ সেই দুর্লক্ষণ পুত্রকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। রাজাও সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার জন্য অনুমতি করেন। এ কথা কবীরের কর্ণগোচর হইল। তিনি কুমারকে ফিরিয়া আনিতে কহিলেন এবং এই কুমারের নামে স্বতন্ত্র থাকের উৎপত্তি হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দৈববিড়ম্বনায় ব্যাঘ্রদেবেরও পুত্র হইল না, অবশেষে কবীরের

অনুগ্রহে তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। ব্যাঘ্রদেবের নামানুসারেই তাঁহার বংশপরম্পরা "বঘেল" বা 'বাঘেল" নামে খ্যাত হইল।

ব্যাঘ্রদেবের পুত্রের নাম জয়সিংহ। পিতামহের আদেশে তিনি বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। নর্ম্মদা-কূলে আসিয়া তিনি গৌড়দেশ অধিকার করিলেন। এখানে সুজিয়া খেরার বৈশরাজপুতকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার বংশধর করণসিংহ ও কেশরীসিংহ দিগ্বিজয় উপলক্ষে নানা স্থান জয় করিয়া মুসলমান নবাবের অধিকারভুক্ত গোরখপুর দখল করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের পর মল্লার সিংহ, সারঙ্গ দেব ও ভীমল দেব যথাক্রমে রাজ্যভোগ করেন। ভীমলের পুত্র ব্রহ্মদেব গহরবাড় রাজপুতগণের সহিত সম্মিলিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী প্রতাপশালী উত্তরাধিকারীর নাম বীরসিংহ। প্রবাদ, তাঁহার লক্ষ অশ্বারোহী ছিল।

বীরসিংহ মুসলমানের হস্ত হইতে কিছু দিনের জন্য প্রয়াগ-তীর্থ উদ্ধার করেন। সে সংবাদ পাইয়া বাদশাহ সসৈন্যে চিত্র-কূটে বীরসিংহের সম্মুখীন হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার প্রজাগণের শান্তিভঙ্গ করিতে তোমার ভয় হইল না। বীরসিংহ উত্তরে জানাইলেন, ক্ষত্রিয়ের নিজাধিকার থাকা চাই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনই ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। বাদশাহ তাঁহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুত্র বীরভানুকে "রাজা" উপাধি দান করেন। বাদশাহের উৎসাহবাক্যে বীরসিংহ ১২ জন রাজাকে জয় করেন ও বান্ধোগড়ে গিয়া বাস করেন। দক্ষিণে তমসা পর্য্যন্ত তাঁহার জয়ধ্বজ শোভিত হইয়াছিল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রহস্তে রাজ্যভার দিয়া প্রয়াগে গিয়া জীবন বিসর্জন করেন। বীরভানু কচ্ছবহ-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ রতনপুর রাজ্য লাভ করেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে ৫৮০ হইতে ৬৮৩ সংবৎ পর্য্যন্ত বঘেলগণ শোণ ও তমসার উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া-ছিলেন। তৎপরে কলচুরি, চন্দেল, চাহুমান, সেঙ্গর ও অবশেষে গৌড়গণ ঐ স্থান দখল করিয়া বসে।

ফরুখাবাদের বঘেলেরা বলেন যে, মাধোগড়ে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের বাস ছিল। কনোজপতি জয়চন্দ্রের সময়ে তাঁহারা এদেশে আসিয়া বাস করেন। এখানকার বঘেলপতি ছত্রশাল বৃটীশ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করায় বঘেল রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। তাঁহাদের বাস হেতুই রেবারাজ্য "বঘেল" বা 'বাঘেলখণ্ড' নামে খ্যাত হয়।

যমুনার দক্ষিণে বঘেলেরা পরিহার ও গহরবাড় রাজপুতের ঘরে কন্যা দিয়া থাকে এবং বৈশ্, গৌতম ও গহরবাড়ের কন্যা লইয়া থাকে।

আলাহাবাদ অঞ্চলের বঘেলেরা অত্যন্ত অবাধ্য ও দুষ্টস্বভাব বলিয়া পরিচিত। সুবিধা পাইলে দস্যুবৃত্তি করিতে বিরত হয় না।

বঘেলখণ্ড, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। বঘেল জাতির বাসভূমি বলিয়া এই বিস্তৃত ভূখণ্ড বঘেলখণ্ড* নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে এই সামন্তরাজ্যপুঞ্জ বঘেল-খণ্ড-এজেন্সী নামে পরিগণিত হয়। ভারতরাজপ্রতিনিধি বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের এজেন্ট, এবং রেবারাজ্যের পরিদর্শক পলিটিকাল এজেন্টরূপে এখানকার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ পলিটিকাল এজেন্ট সাতনা বা রেবানগরে অবস্থিতি করেন।

ইহার উত্তর সীমায় আলাহাবাদ ও মীর্জাপুর জেলা, পূর্ব্বে ছোটনাগপুরের অধীনস্থ সামন্তরাজ্যসমূহ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর ও মণ্ডলা জেলা এবং পশ্চিমে জব্বলপুর ও বুন্দেল-খণ্ডের সামন্তরাজ্যসমূহ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিভাগ বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। বুন্দেলা ও বঘেল জাতির কীর্ত্তিনিকেতন বলিয়া এই স্থান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংস্রবে একতাবদ্ধ ছিল। কালে বুন্দেলাপ্রভাব খর্ব্ব হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট তাহাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ সাধন করিয়া ভবিষৎ শক্তিসংগ্রহের পথ অবরোধের চেষ্টা পান। তদুদ্দেশ্যেই উক্ত বর্ষে বঘেলখণ্ড ভূভাগ লইয়া স্বতন্ত্র এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত হয়।

[বুন্দেলখণ্ড ও বুন্দেলা দেখ]

এই সমগ্র দেশভাগের ভূপরিমাণ ১১৩২৩ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৫টী নগর ও ৫৮৩২টী গ্রাম বিদ্যমান। রেবা, নগোদ, সৈহার, সোহাবল, কোঠী, সিদ্ধপুরা ও জগীর রাজ্য লইয়া এই এজেন্সী গঠিত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

ঐ সকল সামন্তরাজ্যের মধ্যে কেবল মাত্র রেবারাজকেই ইংরাজরাজ সন্ধিপত্র দান করিয়াছেন। অপর সকলেই ইংরাজ-গবর্মেণ্টের সনদ লাভে অনুগৃহীত। এখানকার সামন্তগণ পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য জন্য কোনরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন না।

বঙ্ক্, কৌটিল্য। বক্রীভাব ভ্বা° আত্ম°। লট্ বঙ্কতে, লিট্ ববঙ্কে। বঙ্কিতা। লুঙ্ অবঙ্কিষ্ট।

বঙ্ক (পুং) বঙ্কতীতি বঙ্ক-অচ্। ১ নদীবক্র, চলিত কথায় নদীর বাঁক বা টেঁক বলে।

---

* যে বঘেলা জাতির নাম হইতে এই প্রদেশের নাম করণ হইয়াছে। তাহারা শিশোদীয় রাজপুতগণের একতম শাখা। গুজরাত প্রদেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া বাস করিয়াছে, সম্রাট্ অকবর শাহ এই বীর জাতিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। [বঘেল দেখ।]

বঙ্কাটক (পুং) পর্ব্বতভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪৮।৪৯)

বঙ্কর (পুং) নদীর বাঁক।

বঙ্কসেন (পুং) অগস্তিবৃক্ষ। বকবৃক্ষ।

বঙ্কা (স্ত্রী) বঙ্ক-টাপ্। বল্গাগ্রভাগ। পল্যয়ন। চলিত পালান।
"বঙ্কঃ পর্য্যাণভাগে নদীপাত্রে চ ভঙ্গুরে" (মেদিনী)
'পর্য্যাণস্থাগ্রভাগঃ' ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

বঙ্কালকাচার্য্য, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌ভেদ।

বঙ্কালা (স্ত্রী) নগরভেদ। (রাজতর° ৩.৪৮০) বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী।

বঙ্কিণী (স্ত্রী) কোলনাসিকা নামক ক্ষুপভেদ। (হারাবলী)

বঙ্কিম (ক্লী) বঙ্ক-ইমনিচ্। ১ বক্র। ২ ঈষৎ বাঁকা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গের প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় ঔপন্যাসিক, চিন্তাশীল কবি এবং একজন প্রধান দার্শনিক। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৭এ জুন, নৈহাটী ষ্টেসনের পার্শ্বস্থ কাঁটালপাড়া গ্রামে সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। (কোষ্ঠীঅনুসারে শকাব্দা ১৭৬০।২।১২।৩৯।৩০ তাঁহার জন্মকাল।)

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ডিপুটি-কলেক্টর ছিলেন। তাঁহার চারিপুত্র—শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র।

বাল্যকাল হইতেই বঙ্কিমচন্দ্রের মেধা ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে একদিনেই তাঁহার বর্ণজ্ঞান জন্মিয়াছিল! কাঁটালপাড়ার পাঠশালায় তাঁহার প্রথম শিক্ষা। তাঁহার যখন অষ্টবর্ষ বয়ঃক্রম, সেই সময়ে তাঁহার পিতা মেদিনীপুরের ডেপুটি কলেক্টর। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা পুত্রকে কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শেখান, এই তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে দিলেম। এ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাও অসাধারণ। প্রতিবর্ষে দুইবার তিনি উচ্চ শ্রেণিতে উঠিতেন, অথচ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত শোভন নদীতটের দৃশ্যাবলী—স্বচ্ছ, বিরলতরু, সিকতাভূমির নির্জ্জন স্বভাব-সম্পৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত ছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব কপালকুণ্ডলার দৃশ্যাবলীতে সেই আলেখ্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে পতিত হইয়া তাহা পরম সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র ২৪ পরগণায় বদলি হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে হুগলীকলেজে প্রবেশ করিলেন। কলেজেও তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষার পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকমণ্ডলী বিস্মিত হইতেন! তিনি কেবল পাঠ্য পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতেন না। কলেজের পুস্তকালয়ে গিয়া সর্ব্বদাই তিনি ভাল ভাল পুস্তক লইয়া পাঠ করিতেন। হুগলীকলেজ হইতে তিনি সিনিয়র-স্কলারসিপ্ পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি কোন অধ্যাপকের নিকট চারিবৎসর কাল সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। কলেজে পাঠকালে তাঁহার প্রশংসা সকল অধ্যাপকের মুখেই শুনা যাইত। সাহিত্য বলিয়া নহে, অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল।

হুগলীকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বি, এ, পরীক্ষা প্রচলিত হয়। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ২০ বর্ষ। তিনি আইন পড়িতে পড়িতেই বি, এ, পরীক্ষা দিলেন এবং বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের বি, এ। বি, এ উপাধি তখন এ দেশে এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল যে বঙ্কিমবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া লোকজন আসিত, এবং বঙ্কিমবাবু শিক্ষিতমণ্ডলীর মুখোজ্জ্বল "বি, এ বঙ্কিম" বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বি, এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট করিয়া পাঠাইলেন। কাজেই তাঁহার আইন পাশ দেওয়া হইল না।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার বরাবর অনুরাগ ছিল। পরের জিনিষ হইতে যে ঘরের জিনিষ ভাল, এ কথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াও তিনি মাতৃভাষার সেবাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন।

বালককাল হইতে তাঁহার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ লক্ষিত হয়। তিনি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতামালা আনন্দের সহিত পাঠ করিতেন। ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি "মানস ও ললিত" নামধেয় কবিতা রচনা করেন। ঈশ্বরগুপ্ত তাঁহার কবিতা শুনিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করেন এবং প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। সেই দিন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বিরচিত ও তৎপর বর্ষে প্রকাশিত হইল। যদিও ইংরাজী আদর্শ লইয়া দুর্গেশনন্দিনী রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উদ্যমেই তিনি বঙ্গভাষার উপর অসাধারণ আধিপত্য ও চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব্ব [illegible] দেখাইয়াছেন, [illegible]

নাই। তৎপূর্ব্বে তিনি Indian field নামক পত্রিকায় "রাজমোহনের স্ত্রী" (Rajmohan wife) নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার ইংরাজী উপন্যাসখানিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

পূর্ব্বেই পরিচয় দিয়াছি যে, ইংরাজীভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকায় জেনেরল এসেম্বির ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের যে মসিযুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার ইংরাজী লেখা পড়িয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টি সাহেবও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন, "এতদিন পরে বাঙ্গালায় একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছি।"

সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সহকারী সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁহাকে সে পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।
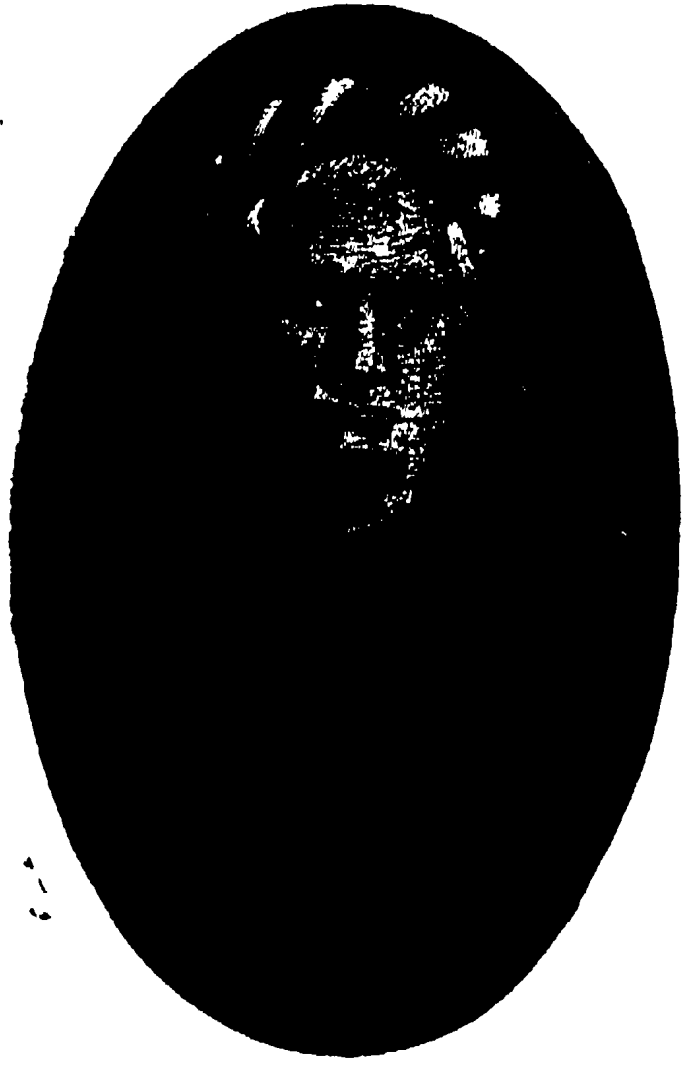
বঙ্কিমবাবুর প্রতিমূর্ত্তি।

দুর্গেশনন্দিনী প্রচারের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎপরে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কপালকুণ্ডলা ও ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মৃণালিনী বাহির হইল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন বাহির হইল। বঙ্গদর্শন প্রকাশের সহিত যেন বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইল! বঙ্গীয় লেখকগণের রুচিও পরিবর্ত্তিত হইল। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর নিকট বঙ্গদর্শনের যেরূপ আদর হইয়াছিল, এরূপ কোন সাময়িক পত্রের সমাদর দৃষ্টি-গোচর হয় না। বঙ্গদর্শনের সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্দ্র আজ-কালকার শ্রেষ্ঠ অনেক লেখককেই লিখিবার রীতি শিখাইয়াছিলেন এবং নিজেও বঙ্গদর্শনে বহু প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্যজগতে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্গভাষাকে স্বীয় মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা-বোধ করিতেন, বটতলার পুঁথি দেখিয়া যাঁহারা নাসাকুঞ্চন করিতেন, ইংরাজীভাষায় লিখিত পুস্তকই যাঁহাদের একমাত্র বেদস্বরূপ ছিল, বিদেশীর অনুকরণকেই যাঁহারা জীবনের এক-মাত্র কৃতকৃতার্থতার কারণ বলিয়া গণ্য করিতেন—সেই পরম উদ্ধত প্রাজ্ঞমানী নব্যবঙ্গকে বঙ্কিমবাবুই বঙ্গভারতীর মন্দিরে উপস্থিত করিয়া তচ্চরণে অর্ঘ্যপ্রদান করিতে বাধ্য করেন, তদবধি ইংরাজীশিক্ষিত যুবকমণ্ডলীই বঙ্গভাষার সেবকগণের নেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন,—বঙ্কিমবাবুর এই কার্য্য মাতৃভাষা-চর্চাকল্পে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, এই জন্যই তিনি "বঙ্গভাষার সম্রাট্" পদবাচ্য। তিনি বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করেন :—

১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয়; ১২৮১ সালে রজনী; ১২৮০।৮১ ও ৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮৪ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল, ১২৮৬ সালে রাজসিংহ, ১২৮৭ ও ৮৯ সালে আনন্দমঠ, ১২৮৭ সালে মুচীরামগুড়ের জীবনচরিত, ১২৮৮ সালে দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণী বঙ্গদর্শনে কিয়দংশ বাহির হইয়া শেষে পুস্তকা-কারে সমগ্র পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৮৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হন। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

কএক বর্ষ পরে সাধারণী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় নবজীবন প্রকাশিত হয়। নবজীবনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যেন নবজীবন লাভ করিলেন। আনন্দমঠের শেষে এবং দেবী চৌধুরাণীতে তিনি যে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের সূত্রপাত করেন, সীতারামে তাহার পরিণতি।

বঙ্গের শেষ গৌরবরবি সীতারামের প্রকৃত আলেখ্য তাঁহার তুলিকায় একটু ভিন্নরূপে চিত্রিত হইলেও, তাঁহার জীবনে যে সন্ন্যাসিরূপী মহাপুরুষের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র সেই চিত্রই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঐ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "প্রচার" নামক এক মাসিক পত্র প্রচার করেন। এই মাসিক পত্র খানি যে বঙ্কিম বাবুর সম্পূর্ণ পরামর্শানুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রচারে তিনি কৃষ্ণচরিত্র ও গীতামর্ম্ম এবং নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহার নবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সাধারণের চিত্তগোচর করিয়াছিলেন।

ডেপুটীকার্য্যে ও বৃটীশগবর্মেণ্টের নিকট তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। যথাকালে তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করিয়া অবসর

লইলেন। বৃটীশগবর্মেণ্ট তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর ও সি, আই, ই, উপাধি প্রদান করেন। অবসরের পর তিনি অধিকাংশ সময় সাহিত্যসেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা, ও জ্যোতিঃশাস্ত্রালোচনায় কালাতিপাত করিতেন।

তাঁহার পুত্র হয় নাই; দুইটী মাত্র কন্যা জন্মে। অবসর-গ্রহণের পর তাঁহার শরীরও অপটু হইয়া পড়ে। অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬এ চৈত্র অপরাহ্ণ ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বহুমূত্রজনিত জ্বর ও মূত্রনালীর বিস্ফোটক রোগে বঙ্গের সাহিত্য-রথী মহামতি বঙ্কিমচন্দ্র দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হই-বার নহে।

তৎকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ সাময়িক ও সংবাদ-পত্র-সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাহিত্যরাজ্য রাজহীন হইল। বাঙ্গালীর হৃদয়-গঠনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা বিশেষ কার্য্যকারী হইয়াছিল। জাতীয় জীবনের সম্যক্ পরিণতির কালে অপর সুসভ্য জাতির মধ্যেও কদাচিৎ এরূপ মহীয়সী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিম বাবু সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অসাধারণ দৃষ্টান্ত। ইতিহাস, গণিত, সাহিত্য সকল বিষয়েই তিনি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ স্বাতন্ত্র্য, বাঙ্গালায় এরূপ জীবনের নিতান্ত অসম্ভাব। কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলের কাছেই তিনি সমান স্বাধীন চিত্তের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা না হারাইয়া বাঙ্গালী কিরূপে ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা লাভ করিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আদর্শ। বাঙ্গালীর নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ধর্ম্ম ও সামাজিক মত সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনুক্রমণিকা মাত্র! তাঁহার ধর্ম্মমত গীতার অনুরূপ। নিষ্কাম ভক্তি বা সকল বৃত্তির অফলাকাঙ্ক্ষী ঈশ্বরমুখিতা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মানুশীলনের মুখ্য সাধন। বঙ্গের ভাবী আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি যে "বন্দে মাতরম্" গাইয়াছিলেন, তাঁহার তিরোভাবের দ্বাদশবর্ষ পরে আজ তাহা ভারতবাসীর জাতীয় সঙ্গীতরূপে কোটি কোটি কণ্ঠে নিনাদিত হইতেছে।

বঙ্গমাতার যে মূর্ত্তি বঙ্কিমের মনশ্চক্ষে প্রভাসিত ছিল, তাহার আভাষ 'কমলাকান্তের দপ্তরে' "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে সূচিত হইয়াছে; বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালা দেশকে দীন হীন বলিয়া জানিতেন না,—তাঁহার "বন্দে মাতরম্" গানে জাতীয় হীনতাসূচক কাতরোক্তি নাই, তাহাতে সুদূর অতীত গৌরবের স্মৃতিতে শক্তি-হীন নিশ্চেষ্ট স্পর্দ্ধা নাই—তাহাতে বঙ্গমাতাকে তিনি ভগবতীর ন্যায় মহীয়সী শক্তিশালিনী স্বরূপে কল্পনা করিয়াছেন,—এই হিসাবে "বন্দে মাতরম্" গান জাতীয় সঙ্গীতগুলির মধ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালী জাতির অভ্যন্তরে যে মহা-শক্তি লুক্কায়িত, 'বন্দে মাতরম্' গানে বঙ্কিমবাবুই তাহা আবিষ্কার করেন, সেই জাতীয় শক্তি এখন আমাদের চক্ষে স্ফুরমাণ হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্কিমবাবু নিজে তাঁহার একখানি "আত্মচরিত" লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে যেন তাঁহার জীবনী প্রকাশিত না হয়,—তাঁহার আত্মীয় স্বজন এবং বাঙ্গালী মাত্রের নিকট তিনি এই প্রার্থনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার স্বজীবন-কাহিনী অবলম্বন করিয়া তদীয় মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে যেন একখানি বিস্তৃত জীবনী প্রকাশিত হয়, তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্রগণের প্রতি এই অনুজ্ঞা আছে। এই বৎসর সেই দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল, এই বৎসর "বন্দে মাতরম্" গান নূতনভাবে ভারতবর্ষের কোটিকণ্ঠ হইতে নববল সঞ্চয় করিয়া বঙ্কিমবাবুর জাতীয় অনুরাগকে সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। এই বৎসরের পূর্ব্বে জীবনচরিত রচিত হইলে তাঁহার একটা প্রধান কীর্ত্তির কথা অকথিত থাকিত। তিনি কি দিব্য চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইয়া সেই দ্বাদশবর্ষের গণ্ডী প্রদান করিয়াছিলেন। যতদিন বঙ্কিম বাবুর আত্ম-জীবনী প্রকাশিত না হইবে, ততদিন সেই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবনীর সমালোচনার সুবিধা হইবে না। বঙ্গবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মকাহিনীসমন্বিত বিস্তৃত জীবনীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

বঙ্কিমদাস কবিরাজ, 'বৈষম্যোদ্ধরণী'নামে কিরাতার্জ্জুনীয়কাব্যের টীকারচয়িতা।

বঙ্কিল (পুং) বঙ্কতি ইতি বঙ্ক-ইলচ্। কণ্টক। (ত্রিকা°)

বঙ্কু (ত্রি) ১ বক্রগামী। ২ বক্রগমনশীল।

"ইন্দ্রো বঙ্কূ বঙ্কুতরাধি তিষ্ঠতি" (ঋক্ ১।৫১।১১)

উক্ত ঋক্‌সংহিতার অন্য একস্থলে সায়ণাচার্য্য বঙ্কুশব্দে 'বন-গামিন্' অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"যথা বনিগ্বস্কুরাপা পুরীষম্" (ঋক্ ৫।৪৫।৬)

বঙ্ক্ষু, প্রাচীন নদীভেদ। সম্ভবতঃ বক্ষু নদী। (ভারত সভাপর্ব্ব) [বংক্ষু দেখ।]

বঙ্ক্য (ত্রি) বঞ্চ-ণ্যৎ। (বঞ্চের্গতৌ। পা ৭।৩।৬৩) ইতি অগত্যর্থে কুত্বম্ চ। বক্র। যথা বঙ্ক্যং কাষ্ঠম্। (মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ।)

বঙ্ক্রি (পুং, স্ত্রী) বঙ্কতে ইতি। বকি কৌটিল্যে (বঙ্ক্র্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) ইতি ক্রিন্ প্রত্যয়েন নিপাত্যতে। ১ বাদ্যবিশেষ। (উণাদিকোষ) ২ গৃহদারু। ৩ পার্শ্বাস্থি। পর্শুক, পাঁজরা।

"চতুস্ত্রিংশদ্বাজিনো দেববন্ধোর্বঙ্ক্রীরশ্বস্য" (ঋক্ ১।১৬২।১৮)

'চতুস্ত্রিংশদ্বঙ্ক্রীরেতৎসংখ্যাহ্যভয়পার্শ্বাস্থীনি' (সায়ণ)

বঙ্ক্ষণ (পুং) বঙ্ক্ষতি সংহতো ভবতীতি বঙ্ক্ষ-ল্যুঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ ণত্বম্। উরুসন্ধি। চলিত কথায় কুঁচ্কী।

"চতুর্দশাস্থ্নাং সংঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়ো গুলফজানুবঙ্ক্ষণেষু।" (সুশ্রুত শারীর ৫ অধ্যায়)

বঙ্ক্ষু (স্ত্রী) বহতীতি বহ-বাহুলকাৎ কুন্। মুম্ চ। গঙ্গা-স্রোতোবিশেষ। গঙ্গার একটী শাখা। যথা—

"তস্যাঃ স্রোতসি সীতা চ বঙ্ক্ষুর্ভদ্রা চ কীর্ত্তিতা॥"

এই গঙ্গা কেতুমাল বর্ষে প্রবাহিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বর্ত্তমান Oxus নদীকে প্রাচীন বঙ্ক্ষু নদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে,—এই নদী মাল্যবৎ শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া কেতুমালবর্ষাভিমুখে পতিত হইয়াছে। সরিৎপতি বংক্ষু পরে তথা হইতে প্রতীচ্যদেশে গিয়াছে। (ভাগ° ৫।১৭।৭)

মহাভারতীয় যুগে এই পুণ্যতোয়া নদী হিন্দু সাধারণের নিকট আদরণীয় ছিল।

"গোদাবরী চ বেণা চ কৃষ্ণবেণা তথা দ্বিজা।
দৃষদ্বতী চ কাবেরী বঙ্ক্ষুর্মন্দাকিনী তথা॥"

(মহাভারত ১৩।১৬৫।২২) [বংক্ষু দেখ।]

বঙ্গ (ক্লী) বঙ্গতীতি বগি-গতৌ অচ্। ধাতুবিশেষ। চলিত কথায় ইহাকে রাং বলে। পর্য্যায়—ত্রপু, স্বর্ণজ, নাগজীবন, মৃদঙ্গ, বঙ্গ, গুরুপত্র, পিচ্চট, চক্রসংজ্ঞ, নাগজ, তমর, কস্তীর, আলীনক, সিংহল, স্বরেত, নাগ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে, খুরক ও মিশ্রক ভেদে বঙ্গ দুই প্রকার। মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। ইহার গুণ—লঘু ও সারক এবং প্রমেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক। ইহা শরীরের সুখদায়ক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতাসম্পাদক ও মানবদেহের পুষ্টিসাধক।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে বঙ্গের বিভিন্ন প্রকার শোধন-প্রণালী লিখিত হইয়াছে। চূণের জলে চারি দণ্ড কাল স্বেদ দিলে বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়। পরে হরিতাল আকন্দ দুগ্ধে মাড়িয়া সেই লেহ পদার্থ বিশুদ্ধ বঙ্গের পাতায় লেপ দিয়া অশ্বথের ছালের আগুনে সাতবার পুট দিবে, অথবা বিশুদ্ধ বঙ্গে প্রথমে হরিদ্রাচূর্ণ, দ্বিতীয়ে জোয়ান, তৃতীয়ে জীরা, চতুর্থে তেঁতুল ছাল চূর্ণ ও পঞ্চমে অশ্বথ ছাল চূর্ণ দিয়া যথাবিধান পাক করিলে বঙ্গ ভস্ম হইয়া থাকে।

"বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ।
দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিন্ চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ॥
প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকা।
তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবম্॥
অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ।
এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥"(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

বিশুদ্ধ বঙ্গ অন্য হাঁড়িতে গলাইয়া তৎপরিমাণ অপামার্গ-ভস্মচূর্ণ তাহাতে মিলিত করিয়া স্থূলাগ্র লোহার হাতা দিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। অনন্তর ছাই ফেলিয়া দিয়া শরাব পুটে তীব্রাগ্নি দ্বারা তাপ দান করিলে বঙ্গভস্ম হয়।

বঙ্গভস্মের গুণ—তিক্ত, অম্ল, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, মেদ, শ্লেষ্ম, ক্রিমি ও মেহরোগনাশক।

অবিশুদ্ধ বঙ্গের গুণ—তিক্ত, মধুর, ভেদন, পাণ্ডু, কৃমি ও বাতনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং লেখনোপযোগী।

২ সীসক। নাগবঙ্গ।

সীসক ও বঙ্গ ধাতু প্রায়ই অনুরূপ। স্থানান্তরে ইহাদের বৈজ্ঞানিক সংযোগ ও গুণাবলী উক্ত হইয়াছে।

[ত্রপু, রঙ্গ ও সীসক শব্দ দেখ।]

বঙ্গ (পুং) দেশবিশেষ। বঙ্গভূমি। মহাভারতে এই জনপদের উল্লেখ আছে।

"অঙ্গস্যাঙ্গো ভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ।"(ভারত ১।১০৪।৫০)

এই দেশ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত—

"অঙ্গবঙ্গা মদ্‌গুরকা অন্তর্গিরিবহির্গিরাঃ।
শাখা মাগধগোনর্দ্দা প্রাচ্যাং জনপদা স্মৃতাঃ॥"

আবার জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী জনপদ-সমূহের এইরূপ একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

"আগ্নেয্যামঙ্গবঙ্গোপবঙ্গত্রিপুরকোশলাঃ।
কলিঙ্গৌড্রান্ধ্রকিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবভাদয়ঃ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রবচন)

এই প্রাচীন বঙ্গের সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের যেরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বিবৃত রহিয়াছে।

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ।" (শক্তিসঙ্গমতন্ত্র)

[বিস্তৃতবিবরণ বঙ্গদেশ শব্দে দ্রষ্টব্য]

বঙ্গ (পুং) চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের পুত্র। (গরুড়পুরাণ ১৪৪ অঃ) দীর্ঘতমার ঔরসে বলির ক্ষেত্রজ এই পুত্রের উৎপত্তিবিবরণ মহাভারতে লিখিত আছে—

"ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনস্তমৃষিসত্তমম্।
বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈ তাং প্রাহিণোৎ পুনঃ।
তাং স দীর্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি ॥
অঙ্গস্যাঙ্গো ভবেদ্দেশো বঙ্গো বঙ্গস্য চ স্মৃতঃ ॥
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ ॥
পুণ্ড্রস্য পুণ্ড্রা প্রখ্যাতা সুহ্মা সুহ্মস্য চ স্মৃতাঃ।
এবং বলেঃ পুরা বংশঃ প্রখ্যাতো বৈ মহর্ষিজঃ।"

(ভারত ১।১০৪।৪৭-৫১)

এই বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা জনপদের প্রতিষ্ঠা হয়।

[বঙ্গদেশ শব্দে পুরাবৃত্ত দেখ]

২ কার্পাস। (মেদিনী) ৩ বার্ত্তাকু।

বঙ্গজ (ক্লী) বঙ্গাৎ ধাতুবিশেষাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সিন্দূর। (ত্রি) ২ বঙ্গদেশ জাত। ৩ বঙ্গদেশবাসী কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির শ্রেণীবিভাগভেদ। ইহা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় শ্রেণীর অন্যতম শাখা বলিয়া পরিচিত। ঐ শাখা বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া বাস করায় বঙ্গজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

৪ পিত্তল।

বঙ্গজীবন (ক্লী) রৌপ্য।

বঙ্গদেশ (পুং) স্বনামপ্রসিদ্ধ ভারতীয় দেশভাগ। ভারতের উত্তর পূর্ব্বাংশে হিমালয় পাদ হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গভূমি, বঙ্গরাজ্য, বাংলা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত। ভারত-বর্ষের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তবর্ত্তী পুণ্যতোয়া গঙ্গানদীপ্রবাহিত 'ব' দ্বীপাংশ লইয়া এই রাজ্য গঠিত। বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই মহাসমৃদ্ধ জনপদের বাণিজ্যখ্যাতি সুদূর আরব ও চীন-সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল এবং এতদ্দেশবাসীর জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় এবং শিল্পাদি বিভিন্নবিষয়িণী কলাবিদ্যার প্রখর প্রভাব চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল। বৈদেশিক বণিক-সম্প্রদায় সমুদ্রপথে আসিয়া এখানকার সুবর্ণগ্রামাদি বন্দর হইতে এতদ্দেশ-জাত বহুতর দ্রব্য লইয়া যাইতেন। সেই সময় হইতেই বাঙ্গালার গৌরব দিগন্ত বিস্তৃত হয়। বঙ্গের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত সমুদ্রভাগ ও দেশের নামে বঙ্গোপসাগর এবং বঙ্গবাসীও তদবধি বাঙ্গালী নামে বিদিত হইয়াছিল। ভারতবাসী অন্যান্য জাতি হইতে এই বাঙ্গালী জাতির বিদ্যাগৌরব বাঙ্গালাকে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ও সমাদর দান করিয়াছে।

নামনিরুক্তি।

এই বিশাল বাঙ্গালা রাজ্য মহাভারতীয় যুগে কিরূপ সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার সঠিক কোন বিবরণ উদ্ধারের উপায় নাই। তৎ-কালে বঙ্গরাজ্য কেবল অঙ্গ রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ বলিয়া উক্ত ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে যখন বঙ্গবাসী জ্ঞানমার্গে উন্নীত হইয়া তান্ত্রিক আলোকলাভ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহারা তন্ত্রের মহিমাবিস্তার এবং প্রভাব-প্রচার প্রসঙ্গেই বাঙ্গালার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কল্পনা করিয়া লন। তাই আমরা শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বাঙ্গালার একটী সীমানির্দ্দেশ দেখিতে পাই। [বঙ্গ দেখ।]

তবকাৎ-ই-নাসিরি নামক মুসলমান ইতিহাস অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, বাঙ্গালার সেনবংশীয় শেষ নরপতি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনকে পরাজয়পূর্ব্বক মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে লক্ষ্মণাবতী, বেহার, বঙ্গ ও কামরূপজনপদবাসিগণ মহাভীত হইয়াছিলেন।* মার্কো পোলো (১২৯৮ খৃঃ) লিখিয়াছেন, ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিজিত হয় নাই। বঙ্গ উক্ত জনপদ চতুষ্টয়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল।† উক্ত দুইটী বিবরণী পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমান সমাগমের পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গরাজ্য চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মার্কোপোলো তাহারই দক্ষিণাংশকে বাঙ্গালা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন। রসিদ্‌উদ্দীন্ বলেন, আনুমানিক ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে ইবন্ বতুতা বঙ্গাল (বাঙ্গালা) রাজ্যের ও তথাকার ধান্য-প্রাচুর্য্যের উল্লেখ করিয়া-ছেন। তিনি আরও বলেন যে, খোরাসানবাসী এতৎপ্রদেশকে বিবিধ উৎকৃষ্ট দ্রব্য-পরিপূর্ণ নগর বলিত।‡ সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফিজের (১৩৫০ খৃঃ) কবিতায় বাঙ্গালায় উল্লেখ দেখা যায়।§ ভাস্কো দা-গামা ১৪৯৮ খৃঃ বাঙ্গালার মুসলমানপ্রাধান্য এবং এখানকার কার্পাস ও রেশমী বস্ত্র, রৌপ্য প্রভৃতির বাণিজ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুবাতাসে ৪০ দিনে কলিকট হইতে বাঙ্গালায় আসা যায়।¶ এতদ্ভিন্ন ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে লিওনার্দো ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বার্থেমা ও ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বোসা বাঙ্গালা রাজ্যের ও তদ্দেশবাসীর বাণিজ্যাদি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আবুল ফজলকৃত আইন-ই-অক্‌বরী নামক মুসলমান ইতিহাসে বাঙ্গালা শব্দের একটী ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়া-ছেন যে, প্রাচীন কালে এই জনপদ বঙ্গনামে উল্লিখিত হইত। বঙ্গের পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণ পর্ব্বতপাদমূলস্থ নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা আল দিতেন। বাঙ্গালার বহুস্থানে উক্ত রাজন্যবর্গের বিনির্ম্মিত ঐরূপ বহুশত আল বিদ্যমান দেখিয়া আলযুক্ত বঙ্গ অর্থে 'বঙ্গাল' নামকরণ হইয়াছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাঙ্গালার

---

* Tabakat-i-Nasiri Ell'ot. ii, 507.
† Marco Polo Bk. ii, ch. 55.
‡ Ibn Batuta, iv. 210.
§ শকর শিকন্ শবন্দ্ হামা তুতিয়ান্-ই-হিন্দ।
জীন্ কন্দ ই-পারসী কিহ্ ব বঙ্গাল মিরবদ্। (হাফিজ)
¶ Roteiro de V. da Gama 2nd. ed. p 110.

সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া দর্পের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থান সকল জাতির পক্ষে স্বর্গ তুল্য।* ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ওভিংটন লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা রাজ্য আরাকানের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বাঙ্গালার দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে বিদ্যমান।

[বিস্তৃত বিবরণ পুরাবৃত্তাংশে দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গ নামের উৎপত্তি এবং এই রাজ্যের স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা পুরাবৃত্তপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। লুই বার্থেমা এবং অপরাপর পর্ত্তুগীজ ভ্রমণকারিগণ চট্টগ্রামের সন্নিকটে বাঙ্গালা নামে একটী নগরের উল্লেখ করিয়াছেন।+ প্রাচীন মানচিত্রে তাহার স্থান নির্দ্দেশ রহিয়াছে।‡ অধিক সম্ভব, বার্থেমা বাঙ্গালায় পদার্পণ করেন নাই, তিনি মলবার উপকূলে থাকিয়াই, আরবীয় বণিকদিগের প্রথানুবর্ত্তী হইয়া দেশের নামানুসারে বাঙ্গালার প্রধান নগরের নাম বাঙ্গালা লিখিয়া যান; কিন্তু ঐ বাঙ্গালা নগরের কোন নিদর্শন বিদ্যমান নাই। বোধ হয়, পর্ত্তুগীজগণ বাঙ্গালার প্রধান বন্দর চট্টগ্রামে আসিয়া তাহার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থিত একটী গণ্ডগ্রামকে বাঙ্গালীর বাসভূমি জানিয়া চট্টগ্রামকেই বাঙ্গাল-নগর নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।§

সীমা ও বিভাগ।

ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বদ্বীপ এবং তাহাদের অববাহিকা প্রদেশের নিম্নতম উপত্যকাভূমি লইয়া বস্তুতঃ বর্ত্তমান বাঙ্গালা গঠিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসাম-বিভাগ বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্র শাসনাধীন করা হয়, তদবধি খাস-বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বিভাগ একত্র করিয়া ইংরাজাধিকৃত বাঙ্গালার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অক্ষা° ১৯°১৮´ হইতে ২৮°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° হইতে ৯৭°পূঃ মধ্য। শেষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর পূর্ব্ববঙ্গকে আসামের সামিল করিয়া একজন ভিন্ন ছোটলাটের অধীনে "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ স্বতন্ত্র গঠিত হইয়াছে। শাসন-সৌকর্য্যার্থে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষে যে দ্বাদশটী শাসন বিভাগ সংগঠিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালা সর্ব্ব বৃহৎ। নদী, হ্রদ, বাঁধ, জনীপবিহীন বনমালা ও পার্ব্বত্য ভূখণ্ড বাদে এখানকার ভূপরিমাণ ১৮৭২২২ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যাও ন্যূনাধিক প্রায় ৮ কোটি।

ইহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটান রাজ্য, পূর্ব্বে আসাম এবং চীন ও উত্তর-ব্রহ্মের সীমান্তবর্ত্তী অনাবিষ্কৃত পার্ব্বত্য বনভাগ; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, মান্দ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ; পশ্চিমে মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধিত্যকা ভূমি। এই অধিত্যকা ভূমিই বাঙ্গালা ও যুক্ত প্রদেশের সীমান্ত রেখারূপে কল্পিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা বরাবর এক জন ছোটলাটের শাসনাধীন ছিল, বিগত ১৬ই অক্টোবর হইতে দুই জন ছোটলাটের অধীন হইয়াছে।

মুসলমানগণ বঙ্গবিজয় করিয়া গাঙ্গেয় বদ্বীপকেই সংস্কৃত নামানুসারে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর নামানুসারে এই প্রদেশকে লক্ষ্মণাবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড় ও লক্ষ্মণাবতী-ধ্বংসের পর যখন রাজপাট ঢাকা ও নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়, তখনও নিম্নবঙ্গ বাঙ্গালা বলিয়া পরিগণিত থাকে। তৎপরে মুসলমানগণ পূর্ব্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বাঙ্গালার সীমা বৃদ্ধি করেন। দিল্লীর অধীনস্থ আফগান শাসনকর্ত্তারা এবং তৎপরবর্ত্তী স্বাধীন আফগান নৃপতিবর্গের রাজ্যশেষে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের বিখ্যাত সেনাপতি মানসিংহ বাঙ্গালা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। রাজা টোডরমল্লের জরীপের পর রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটী সুবা গঠিত হয় এবং সেই সুবেগুলি হইতে আবার জেলা, সরকার ও পরগণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সুবে বাঙ্গালা শাসনের জন্য দিল্লীশ্বরের অধীন একজন শাসনকর্ত্তা নবাব বাঙ্গালায় থাকিতেন। এই শেষোক্ত নবাব বংশপরম্পরায় মুর্শিদাবাদের নবাব বলিয়া পরিচিত। একজন নবাব দ্বারা এই বিস্তৃত ও মহাসমৃদ্ধিশালী জনপদের রাজস্ব আদায়ের সুবিধা না হওয়ায়, তাঁহার অধীনে বেহার, উড়িষ্যা ও ঢাকায় এক একজন নায়েব-নাজিম (Deputy governor) রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

[মুসলমান ইতিহাসাংশে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]

ইংরাজাধিকারে বাঙ্গালার সন্নিবেশ ধরিলে প্রকৃত বঙ্গনামের অনেক বিপর্য্যয় সাধিত হইয়াছে। উড়িষ্যার উপকূলস্থিত বালে-

* Stavorinus, Vol I. p. 29In.

+ Varthema লিখিয়াছেন, 'আমি Banghella নগর পরিদর্শন করিয়াছি।" (Varthema 210) কিন্তু তিনি যে কালিকট ও কোচীন ভিন্ন অপর কোথাও পদার্পণ করেন নাই, তাহা গার্সিয়া ডি ওর্টার লেখনীতে বিবৃত রহিয়াছে। (Colloquios, f. 30)

‡ A chart of 1743 in Dalrymples Collection.

§ "Arracan......is bounded on the *North West* by the kingdom of *Bengala*, some Authors making *Chatigam* to be its first Frontier City ; but *Teixeira*, and generally the *Portugues*, writers, reckon that as a City of Bengala ; and not oply so, but place the City of Bengala itself...... more South than *Chatigam*. Tho I confess a late French geographer has put *Bengala* in his catalogue of imaginary Cities." Ovington, (1690) 554.

খব হইতে বেহারের মধ্যবর্ত্তী পাটনা পর্য্যন্ত স্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যতগুলি কুঠি ছিল, তাহা উক্ত কোম্পানীর দপ্তরে 'Bengal E-tablishment' বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। ফ্রান্সিস্ ফার্ণণ্ডেজ্ চট্টগ্রামের সুদূর পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার অন্তর্গত পামিরা প্যেণ্ট (Palmyra Point) পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূল এবং গঙ্গা-প্রবাহিত ভূমিভাগ লইয়া বাঙ্গালা সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পার্কাসের (Purchas) মতে, এই উপকূলভাগ প্রায় ৬০০ মাইল।

বাঙ্গালার ছোট লাটের শাসনাধীন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ নদীমালা ও তাহাদের অববাহিকা এবং উপত্যকা ভূমিতে পূর্ণ। ছোট নাগপুর বিভাগ পর্ব্বতমণ্ডিত, উহা মধ্যপ্রদেশের অধিত্যকা হইতে বাঙ্গালাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। উড়িষ্যাবিভাগ মহানদী ও অন্যান্য কতকগুলি নদীর বদ্বীপে সমাচ্ছন্ন। ঐ নদীগুলি প্রধানতঃ উত্তরপশ্চিমে করদ পার্ব্বত্য রাজ্য (Tributary Hill State) হইতে দক্ষিণপশ্চিমে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল হইতে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মের সাগর-সীমা এবং উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশভাগ প্রকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ পদবাচ্য। ইহার দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের বদ্বীপ-ভূমি বলিয়া গৃহীত এবং উত্তরাংশ উক্ত নদীদ্বয়ের ও তাহার শাখা প্রশাখার প্রবাহ-ক্ষেত্র বা উপত্যকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেহার বিভাগ খাস-বাঙ্গালার উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। উহা গঙ্গার উচ্চ উপত্যকা লইয়া গঠিত। যুক্তপ্রদেশ ও বেহারের সীমায় গঙ্গানদী দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চিম পার্ব্বত্য ভূখণ্ডই ছোটনাগপুর বলিয়া পরিগণিত।

পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাঙ্গালার সীমা কোন সময়েই একটা স্থির ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের আক্রমণে সময় সময় ইহার অঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছিল। বঙ্গের শেষ মুসলমান নবাব সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে বঙ্গসিংহাসন চ্যুত এবং বঙ্গের দেওয়ানী দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক ইংরাজকরে সমর্পিত হইলেও আরাকান ও ব্রহ্মবাসিগণ বাঙ্গালার সীমান্তপ্রদেশ আলোড়িত করিয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন অপসৃত হইলে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন সুপ্রীমকোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠাইয়া নিজামত লইয়া হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্মেণ্ট বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বাঙ্গালার শাসন-ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী "ভারতসম্রাজ্ঞী" পদে অভিষিক্ত হইলে, ভারতে ইংরাজ প্রভাব অক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। ভোটানযুদ্ধ ও মণিপুরযুদ্ধাবসানে বাঙ্গালার সীমা পরিবর্দ্ধিত হইল। ইংরাজগবর্মেণ্ট বাঙ্গালাকে প্রেসিডেন্সীভুক্ত করিয়া লইলেন। ইংরাজাধিকৃত এই বাঙ্গালা রাজ্য ক্রমে একটী প্রেসিডেন্সী-রূপে বিভক্ত হইল। শুদ্ধ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রপ্রবাহিত সমস্ত অববাহিকা প্রদেশ বলিয়া নহে, সিন্ধুনদের সমগ্র অববাহিকা প্রদেশ ও তাহার হিমালয় পৃষ্ঠস্থ শাখা প্রশাখাব্যাপ্তস্থান লইয়া প্রকৃতপক্ষে এই বিভাগ গঠিত। মোট কথায়, বিন্ধ্যশৈলমালার উত্তর দিগ্বর্ত্তী প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এই বিভাগ সম্বন্ধে অধুনা কেবল ঐতিহাসিকতাই বিদ্যমান আছে, ফলে তদ্দ্বারা শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্যই আর নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হয় না। ইংরাজরাজের ভারতীয় সেনাদলের সামরিক বিভাগে Commanders-in-chief for Bengal, Madras ও Bombay নামে আজিও সেই বিভাগের সাক্ষ্য রহিয়াছে। যে পাঁচটী সুবৃহৎ প্রদেশ মাত্র লইয়া 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী' গঠিত হইয়াছিল, সেই পাঁচটী প্রদেশেই এখন নির্দ্দিষ্ট বিভিন্ন শাসনকর্ত্তার অধীন; কিন্তু সকলের উপর ভারতরাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী স্বতন্ত্র গবর্ণরের দ্বারা শাসিত; কিন্তু বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনস্থ যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, আজমীঢ় ও আসাম স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীন হইয়াছে। বস্তুতঃ ছোটলাটের অধীন সমগ্র বাঙ্গালা-প্রদেশ এখন প্রেসিডেন্সী পদবাচ্য হইয়া রহিয়াছে।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ইম্পিরিয়াল সেন্সাস রিপোর্টের ২য় খণ্ডে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর এইরূপ একটী বিভাগ তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে,—

প্রদেশের নাম		ভূপরিমাণ মাইল
১ লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরসিপ্	অব বেঙ্গল	১৯৩১৯৮
২ ঐ ঐ	যুক্তপ্রদেশ	১১১২২৯
৩ ঐ ঐ	পঞ্জাব	১৪২৪৪১
৪ চিফ কমিসনরসিপ্	আসাম	৪৬৩৪১
৫ কমিশনরসিপ্	আজমীঢ়	২৭১১

বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী এই ঐতিহাসিক বিভাগ সংঘটিত হইবার বহুপরে অর্থাৎ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে একটী স্বতন্ত্র শাসনবিভাগ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে বাঙ্গালা বঙ্গবাসীর জন্মভূমি, যাহা গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা লইয়া প্রধানতঃ গঠিত, তাহাই ইংরাজরাজের রাজকীয় দপ্তরে নিম্ন বঙ্গ (Lower Bengal) নামে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য।

উপরোক্ত সীমা-সন্নিবিষ্ট বাঙ্গালা প্রদেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ কোন অসদ্ভাব ঘটে নাই। দক্ষিণে তরঙ্গ-সঙ্কুল বঙ্গোপসাগর উত্তাল উর্ম্মিমালায় সাগর-সৈকত বিধৌত

করিতেছে। উত্তরে হিমাচলশিখর ক্রমোচ্চ শৃঙ্গমালায় সমারোহিত হইয়া যেন একটী অভিনব দৃশ্যপট উন্মোচিত করিয়া দিতেছে। সেই তুষারমণ্ডিত শিখরশিরে অরুণকিরণ প্রতিফলিত হইয়া তুষারধবল পর্ব্বতসানু একটী জ্যোতির্ম্ময় হৈমস্তূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। দিবাভাগে কখন তাহা সূর্য্যকিরণে সমুদ্ভাসিত হইয়া দিগন্ত আলোকে পূর্ণ করিতেছে, কখন বা গাঢ় কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছাদিত থাকিয়া অপূর্ব্ব মেঘমালার স্থায় নিশ্চল দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতগাত্র বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীসমূহ প্রখর গতিতে সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের সংযোগে পুষ্টকলেবর হইয়া এক একটী প্রকৃষ্ট জলধারা রূপে প্রবাহিত হইতেছে। উক্ত নদীমালার মধ্যে হিমপাদনিঃসৃত গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান প্রবাহ। অপরগুলি তাহারই শাখা বা থাল মাত্র। [গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র দেখ।]

এই নদীমালাই বাঙ্গালার শোভা ও শস্য-সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ। হিমালয়পৃষ্ঠ, অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চস্থানসমূহ বিধৌত করিয়া এই নদীমালা নিম্নবঙ্গের নিম্নভূমিতে একটী মৃদ্‌স্তর আনিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্ব্বরতাশক্তি এতাদৃশ অধিক যে, যে স্থলে ঐরূপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর উপত্যকা খণ্ড এবং নিম্নবঙ্গের সমতল প্রান্তর এইরূপে নদীজালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্যক্ষেত্রসমূহে জলদানের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কখন কখন ঐ নদী সকল বন্যাবিতাড়িত হইয়া উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ জলমগ্ন করিয়া ফেলে, তাহাতে ভূপৃষ্ঠে এক প্রকার পলি পড়ে। ঐ পলিও শস্যোৎপাদনের বিশেষ উপযোগী। অনেক সময় খাল কাটিয়া নানা স্থানে ও বিল প্রভৃতিতে জল আনিয়া চাসবাসের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। উচ্চ ভূমিতে কূপ বা পুষ্করিণ্যাদি খনন দ্বারাও কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই সকল কৃষিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লী, গণ্ডগ্রাম, নগর বা বাণিজ্যপ্রধান বন্দরসমূহ বিরাজিত। নগর সন্নিধানে নগরবাসিগণের স্বহস্তরোপিত পুষ্পোদ্যান, অথবা ফলবৃক্ষাদি পরিশোভিত উপবনসমূহ ও তন্মধ্যস্থ অট্টালিকাদি স্থানীয় সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে। গঙ্গাদি নদীতীরবর্ত্তী গ্রাম বা নগরসমূহ, বিশেষতঃ স্নানের ঘাটে দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেশবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতার ও স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রাম-মধ্য বা পার্শ্বস্থ এই সকল অট্টালিকা বা মন্দির শ্যামল গ্রাম্য বৈচিত্র্যের একাগ্রতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। কোথাও কোথাও ভগ্নমন্দির বা প্রাচীন প্রাসাদাদি বিধ্বস্ত হইয়া জঙ্গলপূর্ণ স্তূপরাশিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তিনিদর্শন প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচনার জিনিস। পার্ব্বত্য বনমালায়। ঐ সকল স্তূপোপরি গঠিত জঙ্গলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ না থাকিলেও তাহাতে বিভিন্ন জাতীয় হিংস্র জীবের বাস ঘটিয়াছে। এই সকল বনরাজির অদূরেও ভিন্ন দৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বাঙ্গালার বিভিন্ন নদীবর্ত্তী গ্রাম বা নগরসমূহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এতই বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যে সকল স্থানই যেন নবভূষায় সজ্জিত হইয়া দর্শকের চিত্ত আকর্ষণে প্রয়াস পাইতেছে।

এই বাঙ্গালা প্রদেশে যতগুলি নদী বা শাখা নদী দেখা যায়, তন্মধ্যে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রধান। ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডক, কুশী, তিস্তা, ভাগীরথী, (জলঙ্গী-সঙ্গমে হুগলী নদী নামে অধুনা খ্যাত), দামোদর, রূপনারায়ণ ও মহানদী প্রভৃতি অপর কয়টী নদী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি শাখা নদী, অথবা নদীর অংশ বিশেষ বিভিন্ন নামে পরিচিত আছে। যথা—অজয়, আলংখালী, অমানৎ, আঁধারমাণিক, আড়িয়াল-খাঁ, আড়পাঙ্গাসী, আঠারবাঁকা, আত্রাই (আত্রেয়ী), ঔরঙ্গা, বহুদোনা, বাগ্‌দা, বাগ্‌দেবী খাল, বাঘখালি, বাঘমতী, বৈটাঘাটা খাল, বৈতরণী, বক্রেশ্বর, বক্রা, বলবীয়া, বলেশ্বর বা হরিংঘাটা, বানর, বনাস, বঙ্গদুনী, বঙ্গালী, বাণগঙ্গা, বাঙ্গারা, বাঁকা, বড়ফেনী, বরাকর, বড়কুলিয়া, বড়াল, বড়ানাই, বারাসিয়া, বর্ণার, বরুয়া, বাটী, বয়া, বেঙ্গা, বেণী, বেতনা বা বুধহাটা, ভদ্রা বা হরিহর, ভৈরব, ভার্গবী, ভোলা, ভোলারী, ভোলী, ভুরেঙ্গী, বিদ্যাধরী, বিজয়গঙ্গ, বিঞ্জাই, বিরূপা, বিষখালী, ব্রাহ্মণী, বুড়ো ধর্লা, বড়তিস্তা, বুড়ামন্ত্রেশ্বর, বড়বলঙ্গ, বুড়ীগণ্ডক, বুড়ীগঙ্গা, বুড়ীগঙ্গী, বুড়ীশ্বর, ছাইনা, চলোনী, চন্দনা, চাঁদখালী, চেক্‌নাই, চেঙ্গা, ছিরামতী, ছোটতিস্তা, চিংড়ী, চিতা, চিত্রা, চূর্ণী, ডাকাতিয়া, দাঁক, দুর্গাবতী, দাউস, দয়া, দেলুটী, দেও, ধাধার, ধলেশ্বরী, ধলকিশোর বা দ্বারকেশ্বর, ধামড়া, ধনাই, ধনাজি, ধনৌত্তী, ধাপা, ধর্ণা, ধর্ত্তা, ঢাউস, ধোবা বা কাওনদী, ধেরেম, ধূষণা, ডিম্‌ড়া, দুধকুমার, দুধুয়া, দুলাই, গর্ভেশ্বরী, গদাধর, গলঘসিয়া, গণ্ডকী, গণ্ডার, গাঙ্গনী বা কালিয়া, গাংড়ী, গড়াই বা গোড়ুই, ঘাঘর, গাজীখালী, ঘোড়াখালি, ঘুগ্‌রী, গোমতী, গুমানী, গুয়াসুবা, গুজরিয়া, গুড়, হলহার, হল্‌দা, হলদী, হাঁচা-কাটাখাল, হাঙ্গরা, হাঁলী, হনু, হারোয়া, হারাবর্ত্তী, হরসাগর, হাড়ভাঙ্গা, হবোরা, হাতিয়া, ইব্‌, ইছামতী, ইজ্‌রী, জয়খাল, জলধক্কা, যমুনা, যমনী, জামবাড়ী, ঝপঝপিয়া, ঝরাহী, ঝিকিয়া, ঝিনাই, যৌবনেশ্বরী, কপোতাক্ষ, কালাকুমী, কালাই, কালানদী, করতোয়া, কালীগঙ্গা, কালীগাছী, কালীকুণ্ড, কালিন্দী, কালজানী, কমলা, কাণানদী, কাঞ্চী, কাংসা, কঙ্কাই, কাক্‌ড়া,

কাঁকশিয়ালী, কালা, কাঁসবাঁশ, কাপ্তাই, কর্ক্করী, উত্তর ও দক্ষিণ কারো, কাশাই, কসালঙ্গ, কাশীগঞ্জ, কস্তুয়াখাড়ী, কট্‌কী, কটুনা, কয়া, কেলো, কিউল, খয়রাবাদ, খান্‌বানদী, খারী, খড়িয়া, খরখাই, খর্গুয়া, খাট্‌সা, খোলপেটুয়া, খুদিয়া, কিমিরিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ কোয়েল, কোহেরা, কোইনা, ফুইয়া, কুকুই, কুলটীগাঙ্গ, কুমারী, কুণুর, কুশভদ্রা, কৌশিকী বা কুশী, লাক্‌হাওাই, লক্ষ্মীয়া, লক্ষ্মীদোনা, লালবক্যা, লীলাজন, ছোট রণজিৎ, ছোট বলান্‌, লোক, লোরান্‌, মাদারি, মাতামুড়ি, মহোন, মহানন্দা, মাইপাড়া, মান, মনু, মরা-হিরণ, মেঘনা, মরানদী, মরা-তিস্তা, মর্জাতা বা কাজানদী, মরিচ্ছাপ-গাঙ্গ, মসান, মাতাভাঙ্গা বা হাউলী, মাতাই, মাথামুড়ী, মাতলা বা রায়মাতলা, ময়ূরাক্ষী, মেচী, মেন্দিখালী, মোহনী, মুহুরি, মুজনাই, মুরহর, মুড়িগালী, নাগর, নক্তি, নন্দাকুজ্জা, নারদ, নরশিলা, নর্ত্তা, নেয়ুর, নীলকুমার, নুননদী, নুনা, পদ্মা, পাইকা, পণার, পঞ্চান, পাঁচপাড়া, পাওই, পাঙ্গাসী, পর্ব্বাণ, পসর, পাট্‌কি, পাত্‌রো, পটুয়াখালী, ফল্গু, ফেণী, ফুলঝুর, পিয়ালী, পীতাম্বু, পিথ্‌রাগঞ্জ, প্রাচী, পুণ্‌পুন্‌, পুর্ণভবা (পুনর্ভবা), রায়ঢাক, রায়-মা, রাম্মান বা রম্মান, রামরায়কা, রখেওঙ্গ, রংগুন, রণজিৎ, রারো, রাগদা, রড়ুয়া, রেহর, রোলী, রূপ-নারায়ণ, রূপসা, সালন্দী, শালী, শালিগ্রামী, (গণ্ডকাংশ), সন্দীপ, সঙ্গয়, সঙ্কোশ, সরস্বতী, সগুয়া, সাতখড়িয়া, সৌরা, শাহবাজপুর, শিয়ালভাঙ্গা, শিয়ালমারী, শিবসা, শিখরেণা, শিঙ্গা, সিংহরণ, সিঙ্গিয়া, সিংহীমারী, শোভনালী, সোণাই, সোণাখালী, শঙ্খুয়া, শ্রী, স্বর্ণরেখা, শুনক, শূরা, তলাবা, তালেশ্বর, তাম্‌লানদী, তঙ্গন, তেরলো, তিলেয়া, তিলাই, তিলযুগা, তিতাস, তুলসী-গঙ্গা, তুর্ণানদী প্রভৃতি।

উপরোক্ত নদী বা তাহার শাখাসমূহ এবং তাহাদের সংযুক্ত খালগুলি বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত থাকায় কৃষি-ক্ষেত্রাদিতে জলদানের যেরূপ সুবিধা ঘটিয়াছে, নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াতেরও সেইরূপ সুযোগ আছে। দুঃখের বিষয়, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে নদীর গতি ভিন্নদিকে চালিত হওয়ায় অনেক নদীর প্রাচীন খাত প্রায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ খাতগুলিতে বর্ষাঋতু ব্যতীত অন্য সময়ে অতি সামান্যই জল থাকে। এরূপ খাতগুলি মরাতিস্তা, বুড়ীগঙ্গা প্রভৃতি নামে পরি-চিত। অপর কতকগুলিতে স্থানে স্থানে আদৌ জল থাকে না। ইহার উপর, নানাস্থানে রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে কোন কোন নদীর বেগ খর্ব্ব হইয়া পলিজাত চর দ্বারা উহার পরিসর ক্রমশঃ কম হইয়া পড়িয়াছে। অনেক মরা নদী ভরাট করিয়া তদুপরি লৌহবর্ত্ম বিস্তারিত হইয়াছে। আবার রাজস্বের সুবিধা ও বাণিজ্যের বিস্তারকল্পে গবর্মেণ্ট বাহাদুর স্থানে স্থানে নূতন খাল কাটিয়া একদেশবাসীর মঙ্গল এবং কোথাও নদীর গতি খালদ্বারা ভিন্ন দিকে চালিত করিয়া অপর প্রজার অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। পূর্ব্বতন অনেক নদীগর্ভ শুষ্ক হইয়া এখন শস্যক্ষেত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। তদ্দেশ-বাসী জলকষ্টে হাহাকার করিতেছে। বারিপাতরূপ জগদীশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত তথাকার প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কোথাও বা লকগেট, বাঁধ প্রভৃতি দ্বারা দেশরক্ষার বিধান হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃই সেগুলি স্থানীয় লোকের উপকারার্থে সাধিত বলিতে হইবে। স্বর্ণপ্রসূ বাঙ্গালায় নদীর বাহুল্য থাকিতেও এখন জলাভাব বশতঃ দুর্ভিক্ষে ও অন্নকষ্টে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত।

নদী ব্যতীত স্থানে স্থানে কূপতড়াগাদি হইতে স্থানীয় জলাভাব বিদূরিত হইতেছে। সিংহভূম, মানভূম, হাজারিবাগ প্রভৃতি ছোট-নাগপুরের নানাস্থানে পার্ব্বতীয় ক্রমোচ্চ-নিম্ন ভূমিতে বাঁধ দিয়া জলরক্ষার ব্যবস্থা আছে। তথাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা ব্যতীত এই বাঁধগুলিই স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকারী। উড়িয়ার চিল্‌কাহ্রদ ব্যতীত বাঙ্গালার আর সেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ হ্রদ দৃষ্ট হয় না। উহার জল লবণাক্ত থাকায় সাধারণের নিকট ততদূর আদরণীয় নহে। কলিকাতার দক্ষিণস্থ বিস্তৃত "বাদা ভূমি" গবর্মেণ্টের তালিকায় "Salt lake" বলিয়া উক্ত আছে।

মুঙ্গের, রাজগৃহ, ভাগলপুর, সিংহভূম, বীরভূম প্রভৃতি নানা স্থানে নানা শীতল, লবণ ও উষ্ণ জলপূর্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই তীর্থক্ষেত্ররূপে বিদিত হইয়া আসিতেছে। আকাশ-গঙ্গা, লবণাখ্যা, মোতিঝরণা, ঋষিকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি নামে ঐ সকল প্রস্রবণতীর্থ বিদিত। ইহাদের বিশেষ বিবরণ জেলা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। প্রস্রবণগুলি যে প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, তাহা বাঙ্গালার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে।

ভূতত্ত্ব।

ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষ গবেষণা ও অনুশীলনপর হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, নিম্নবঙ্গের অধিকাংশস্থান সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। কালবশে সমুদ্রগর্ভ যতই পশ্চাতে হটিয়া গিয়াছে, ততই নিম্নবঙ্গ চররূপে অভ্যুত্থিত হইয়া জনসমাজের বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভনিহিত শম্বুক মৎস্যাদির প্রস্তরীভূত অস্থি এবং নবীভূত মৃদ্‌স্তরাদি তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। মহা-ভারতের বনপর্ব্বের ১১৩ অধ্যায় যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাবিবরণে

কৌশিকী তীর্থের কিছু দূরে পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম এবং তথা হইতে কিছু দূরে সাগরতীরে কলিঙ্গদেশ থাকায় বেশ বুঝা যায় যে, সমগ্র তীর তৎকালে উত্তররাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌশিকীর বর্ত্তমান নাম কুন্তী। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী হরিপাল প্রভৃতি গ্রামের নিকট কৌশিকীর প্রাচীন গর্ত্ত দৃষ্ট হয়। গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনিস পাটনার ৩০০ মাইল দূরে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের কথা লিখিয়া গিয়াছেন *। এই বিবরণগুলি যে প্রাগুক্ত ভূপঞ্জর গঠনের সমর্থক, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আজকাল যেরূপ আমরা নোয়াখালি জেলার সমুদ্রোপকূলে সন্দ্বীপ প্রভৃতি চরজাত দ্বীপের উৎপত্তি দেখিতেছি, প্রাচীন কালেও সেইরূপ সমুদ্রতীরবর্ত্তী নদী সকলের মোহানায় পলি পড়িয়া চর হইতে ক্রমে দ্বীপের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল। এই কারণে অনেক স্থানের নাম-শেষে 'দ্বীপ' 'দিয়া' ও 'চর' শব্দ দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, শুকচর, বকচর, কাঁটাদিয়া, রূপদিয়া প্রভৃতি স্থানগুলি সম্ভবতঃ ঐরূপেই পলিজ চর হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবে।

তৎকালীন লোকসমাজের প্রথিত চর কালে বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উপবন, গ্রাম ও ক্রমে নগরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আজিও সেই চরাভিধান অপসৃত হয় নাই। চক্রদহ, খড়দহ, শিবাদহ প্রভৃতি যেরূপ নদীগর্ত্ত হইতে কালে সৌধমালা-মণ্ডিত সুরম্য নগরে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেইরূপ নদীস্রোতে সমানীত বালুকণাও মোহানাস্থ সমুদ্রতটে সঞ্চিত হইয়া চরভূমির উৎপত্তি ঘটাইতেছে। আজ যেখানে মকরসংক্রান্তি দিনে সাগরতীর্থযাত্রিগণ সমবেত হইয়া স্নানাদি করেন, কিছুকাল পরে উহা সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উপরে উঠিবে এবং ক্রমে গ্রামে নগরে পরিণত হইয়া যাইবে।

মেঘনা নদীর সাগরসঙ্গম স্থলে বাহুরা, মানপুরা প্রভৃতি দ্বীপ যাহা ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে কেবল ভাঁটার সময় জাগিয়া উঠিত ও জোয়ারের সময় ডুবিয়া যাইত, যাহা তখন সম্পূর্ণ বাদার অবস্থায় পরিণত হয় নাই, এখন তাহাই উচ্চভূমি এবং বহুজনাকীর্ণ গ্রামসমূহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহার পর নাজীরচর, ফাল্কন্‌চর নামে আরও দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ১৮৬০ সালেও উহা জঙ্গলপূর্ণ জলাজমি ছিল, এখন তথায় বহু লোকের বাসস্থান হইয়াছে। ঐরূপ আরও দক্ষিণে এবং সমুদ্র মধ্যে রাবণাবাদ নামক কয়েকটী দ্বীপ, কুক্‌ড়িমুক্‌ড়ি চর, ধোপাচর প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি দ্বীপ গত ৩০ হইতে ৪০ বৎসর মধ্যে জল হইতে জাগিয়াছে ও তাহাতে লোকের বাস হইয়াছে। তার পর ২৪ পরগণা, খুলনা ও বরিশালের অত্যন্ত দক্ষিণভাগে, যে সকল স্থানে শতবর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্রতরঙ্গ বহিত, এখন সে সকল স্থানে অসংখ্য গ্রাম নগর বসিয়াছে। এখনও নিত্য নূতন উত্থিত ভূমি সকল লাটে বিভক্ত হইয়া কালেক্টরী হইতে বিলি হইয়া থাকে এবং নূতন জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ ও গ্রামাদি প্রতিষ্ঠিত হয়।

নদীস্রোতঃ-চালিত বালুকাকণা নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরের উৎপত্তি ঘটায়, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। এই বঙ্গভূমিতে প্রবাহিত গঙ্গানদী কিরূপ বেগে কত পরিমাণ মৃত্তিকা নিত্য বহন করিয়া সমুদ্রমুখে ঢালিয়া দিতেছে, তাহা গণনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দ গত হইল, কএকজন অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় পণ্ডিত গাজীপুরে বসিয়া নানা উপায়প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, গঙ্গা প্রতি বৎসরে সাগরসঙ্গম স্থলে ১৭৩৮২৪০০০০ মণ মাটি বহন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন। কিন্তু গাজিপুরের দক্ষিণে স্বয়ং গঙ্গা ও তাহার শোণ, অজয় প্রভৃতি শাখা নদী, সুন্দরবনের মধ্যস্থিত দ্বিপঞ্চাশত নদী এবং তাহার পর উত্তরপূর্ব্ব-কোণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী, এই হিসাবে আরও কত মাটি বাহিয়া আনিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

উপরোক্ত মৃত্তিকাস্তরের গঠন ও পরিণতি বাঙ্গালার কোন কোন বিভাগে কিরূপ ভাবে সংসাধিত হইয়াছিল, নিম্নে বিভাগ নির্দ্দেশ সহকারে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।—রাজমহলের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান ছাপঘাটী পর্য্যন্ত বড়গঙ্গার দক্ষিণে এবং ছাপঘাটী হইতে ভাগীরথীর পশ্চিমধার বাহিয়া মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, মোটামোটী প্রায় এক প্রকৃতির মাটি দেখা যায়। ভূতত্ত্ববিদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, তাহাতেও বিভাগ দৃষ্ট হয়; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে উহা প্রায় একই প্রকার। ইহার সর্ব্বত্রই সমান কাঁকর ও পাথর পূর্ণ, অথবা পাহাড়িয়া কঠিন মাটি বিদ্যমান। বিন্ধ্য ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মাটির প্রকৃতির সহিত ইহার অনেক বিষয়ে প্রভেদ থাকিলেও বস্তুতঃ এক বিষয়ে উভয়ই সমান—কাঁকর ও পাথর পূর্ণ পাহাড়িয়া মাটি। যেখানে কাঁকর বা পাথর দেখিতে পাওয়া যায় না, (যেমন বর্দ্ধমান জেলার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশ এবং হুগলির পশ্চিমাংশ,) সেখানে মাটি এত কঠিন যে তাহাকেও পাথরের অনুকূতাবস্থা বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে এবং তাহার প্রকৃতিও এরূপ যে, বাঙ্গালার আর কোথারও তদনুরূপ মাটি পাওয়া যায় না। এই ভূভাগের মাটি বহু যুগযুগান্তর হইতে নির্ম্মিত, সুতরাং সোজা কথায় ইহাকে পাকা মাটি বলা যাইতে পারে। ইহা নিশ্চিত যে, এক সময়ে সমুদ্র

* Magesthanes Fragments, vi.

গৌড়ের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, অথবা আরও পূর্ব্বে, গঙ্গাসাগর সঙ্গম যখন রাজমহলের সান্নিধ্যে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে সমুদ্রের জল কখনই এই মাটিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যেহেতু অল্পকাল সমুদ্র সরিয়া গেলে, যে সকল চিহ্ন পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং যে সকল জলজজীবের পঞ্জরাদি মৃত্তিকায় অঙ্গীভূত হইয়া যায়, এ ভূভাগের কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

দ্বিতীয় বিভাগ। পদ্মা বা বড়-গঙ্গার উত্তর-তীর হইতে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই ভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও হিমালয়ের ঢালু ভূমি। ইহা হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ হইতে পদ্মার উত্তর তট পর্য্যন্ত ক্রমাগত ঢালু হইয়া আসিয়াছে। এই ভূভাগের সর্ব্বত্রই জমির প্রকৃতি এক প্রকার—সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্রবিধৌত বালুকারাশি বিস্তৃত। তাহার উপর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বালুকা-মিশ্রিত দো-আঁশ মাটি জন্মিয়া ঐ মৃত্তিকাকে চাস আবাদাদি কার্য্যের উপযোগী করিয়াছে। এই ঢালু বালুকাময় জমিতে, সর্ব্বত্রই হিমালয়ের গাত্র-ধৌত জলরাশি অন্তঃ-সলিলভাবে প্রবাহিত থাকায়, সমস্ত দেশের ভূমিই স্বল্পপরিমাণে জলসিক্ত ও আর্দ্র রহিয়াছে। ঐ মৃত্তিকায় বালীর আধিক্যবশতঃ এ সকল প্রদেশে কূপ খনন ব্যতীত, অন্য উপায় নাই। পুষ্করিণী খনন করিতে গেলেই, বালী ভাঙ্গিয়া গর্ত্ত বুজিয়া যায়। ফলতঃ অতি দীর্ঘায়তন দীর্ঘিকা খনন করা যাইতে পারে।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সমুদ্র হইতে এত দূরে ও হিমালয়-পাদমূলে এত বালুকা কোথা হইতে আসিল? ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, পৃথিবীর ভূপঞ্জর নির্ম্মিত হওয়ার "ইওসিন্" যুগে, হিমালয়ের তটদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্র-তরঙ্গ প্রবাহিত ছিল। কেবল তটভাগ বলিয়া নহে, তাহার বর্ত্তমান উচ্চতার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত তখনও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। ইওসিনের পর মিওসিন্, প্লিওসিন্ এবং তাহার পরে ভূপঞ্জরের চতুর্থযুগের স্তর-নির্ম্মাণ ক্রিয়া চলিতেছে। ইহার মধ্যে মিওসিন্ স্তরেই প্রথম মনুষ্যসৃষ্টির চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যেও আবার নিম্ন মিওসিনে প্রাপ্ত চিহ্নগুলি অতি অস্পষ্ট ও সন্দেহজনক। উপর মিওসিন্ হইতেই কেবল মানবীয় অস্তিত্বের স্পষ্ট চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া উহাকে মানবীয় যুগের আরম্ভকাল বলা যাইতে পারে। এইরূপ এক একটা স্তর গঠিত হইতে কত লক্ষ লক্ষ বর্ষ গত হইয়া যায়। সুতরাং তত কালের সমুদ্র-পরিত্যক্ত বালী আজিও প্রস্তরাবস্থায় পরিণত না হইয়া যে নিজাবস্থায় পতিত রহিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয় না।

বর্ত্তমান বালুকারাশি হিমালয়ের গাত্রবিধৌত প্রস্তররেণুকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। একে হিমালয়ের ঢালুপ্রদেশ তায় প্রস্তর-প্রবণ অববাহিকা-ভূমি, সুতরাং বালী জমিবার পক্ষে অসুবিধা কোথায়? এ বিভাগের উপর অর্থাৎ উত্তরাংশের জমি, প্রথম বিভাগের সহিত সম-পুরাতন এবং নিম্নাংশের জমি তদপেক্ষা কিছু আধুনিক হইলেও, অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা যে পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকায় যে পরিমাণে দৃঢ়তা দেখা যায়, এই পুরাতন জমির কোন অংশে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই ঢালু ভূমিতে অন্তঃসলিলের প্রবল প্রবাহক্রিয়া নিরন্তর সম্পাদিত হওয়াই ইহার একমাত্র কারণ; তবে ইহাও স্বতঃসিদ্ধ যে, এই সকল ভূভাগ জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে এই স্তূপীকৃত অসীম বালুকারাশি ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হইয়াছিল।

তৃতীয় বিভাগ। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতট হইতে নওয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশ এবং পশ্চিমদিকে তমোলুকের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ। নৈসর্গিক কারণ বিশেষে* সমুদ্র সরিয়া গেলে, যেরূপ প্রকৃতির ভূমিভাগ উঠিয়া থাকে, অবিকল সেই প্রকার প্রকৃতিবিশিষ্ট ভূমি লইয়াই এই সমস্ত স্থানের উৎপত্তি। সমুদ্র অন্তর্হিত হইবার সময় স্থানবিশেষে যে সকল বালির স্তূপ রাখিয়া গিয়াছে, (যাহাকে বালিয়াড়ী বলা হয়), তাহাই ঐ সকল নবোদিত স্থানের প্রাচীনত্বের হেতু। এই সকল স্তূপ কোথাও খণ্ড খণ্ড পর্ব্বতাকারে বিদ্যমান আছে, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনতি উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থলবিশেষে এখনও অবিকল বালিয়াড়ী আকারেই রহিয়া গিয়াছে। তমোলুকের নিকটস্থ বালিয়াড়ী সকল এখন অবিকল বালুকাস্তূপ মাত্র, কিন্তু চট্টগ্রামাদি অঞ্চলে, তাহা পর্ব্বতাকারে পরিণত। এই সকল পর্ব্বতের বহিরাবরণ ভেদ করিলে অভ্যন্তরে এখনও সেই বালুকাস্তূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে কোথাও কোথাও কিয়ৎপরিমাণে বালুকাস্তর পাথরের স্তরে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের অভ্যন্তর ভাগের সর্ব্বত্রই সামুদ্রিক জলজ জীবের পঞ্জরে পরিব্যাপ্ত। চট্টগ্রাম প্রদেশের সীতাকুণ্ড তীর্থের নিকট যে পর্ব্বতমালা আছে, তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে আগ্নেয় স্বভাববিশিষ্ট হইলেও তাহাদের উৎপত্তি এবং পরিণতি কতকাংশ উক্ত প্রকারের সামুদ্রিক বালিয়াড় হইতে ঘটিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব সীমার দক্ষিণ হইতে উত্তরমুখে যে পর্ব্বতমালা প্রধাবিত হইয়া হিমালয়ে

* ইওসিন যুগে যে সাগর-জল হিমালয়তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রেতা-যুগে লঙ্কাধ্বংসের পর, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে হিমাচল পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কাস্থানে সরিয়া যায়। লঙ্কাদ্বীপের বিস্তৃত ভূখণ্ডও ঐ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে জলপ্রবাহে স্থানান্তরিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জনপদ ও দ্বীপাবলী পুনর্গঠন করে। নদীকূলে এই সাক্ষ্য বলবৎ। অনুমান হয় তাহাতেই বা ক্রমে নিম্নবঙ্গের উৎপত্তি।

সংলগ্ন হইয়াছে, সে সকল পর্ব্বত হইতে এই বালিয়াড়ীনির্ম্মিত পর্ব্বতমালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সে সকল পর্ব্বতমালা বহুযুগ পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র এক সময়ে তাহারই পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল। কালে তথা হইতে সরিয়া গিয়া এই তৃতীয় বিভাগস্থ ভূমি সকল উদ্ভূত করিয়াছে। এ ভূভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ হইতে আধুনিক। কিন্তু আধুনিক হইলেও, দ্বিতীয় বিভাগ হইতে বহুপরিমাণে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে দৃঢ়তা প্রথম বিভাগের সমকক্ষ নহে।

চতুর্থ বিভাগ।—এই বিভাগের মৃত্তিকা সর্ব্বত্র পঙ্কময়, কোন কোন স্থানে কারণ বিশেষে কিছু দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে মাত্র। প্রথম ও চতুর্থ বিভাগের মৃত্তিকা পরস্পরে তুলনা করিলে স্পষ্টই পৃথক্ ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গার দক্ষিণে রাজমহলের পার এবং উত্তরে মালদহের পার, এ দুইয়ের মাটি তুলনা করিলে অতি সুন্দরভাবে পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। রাজমহলের পারে গঙ্গার জলের ধার পর্য্যন্ত পাথর ও কাঁকরযুক্ত কঠিন রাস্তা ও এঁটেল মাটি এবং ঠিক তাহার ওপারের সমস্ত জমি, অথবা সমস্ত মালদহ জেলার দোআঁস পলিযুক্ত মাটি বাঁ কেবল রাজমহল ও মালদহের পার বলি কেন, সমস্ত ভাগীরথীর ব্যাপ্ত দুই পারের মাটির তুলনা করিলে, তদুভয়ের প্রকৃতিগত ভেদ সামান্য দৃষ্টিতেও পরিলক্ষিত হয়। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের নিতান্ত ধারের মাটি লইয়া তুলনা করিলে বিশেষ কিছুই প্রভেদ দেখা যায় না। যে পর্য্যন্ত নদীর ক্রিয়ায় মাটির ভাঙ্গা গড়া হইতেছে বা পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছে, তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া মাটি পরীক্ষা করা আবশ্যক।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা ও তাহার শাখা প্রশাখা, পূর্ব্বে ধলেশ্বরী ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র বিস্তৃত এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভূভাগই চতুর্থ বিভাগের আয়তন। গঙ্গা এবং তাহার অসংখ্য শাখা নদীসমূহের প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকায় সমুদ্র ভরাট হইয়া ক্রমে ক্রমে চর পড়িয়া বদ্বীপের সমস্ত ভূমিভাগই নির্ম্মিত হইয়াছে। এজন্য প্রায় সমস্ত ভূভাগেই পলি মাটি সকল অতি অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়। ফলতঃ এই পলি মাটির গুণে এই ভূভাগের প্রায় সমস্ত জমির উর্ব্বরতা-শক্তিও এত অধিক যে, তাহার সঙ্গে অপর কোন বিভাগের মৃত্তিকার তুলনাই হইতে পারে না। এখানে বৎসরের মধ্যে একই জমিতে বহুবার ফসল হইয়া থাকে এবং জমি পতিত থাকিলেও যত শীঘ্র জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়, এত আর কোথাও হয় না।

পূর্ব্ব কথিত ভূমিসমূহের মধ্যে প্রথম বিভাগীয় জমি সর্ব্বাপেক্ষা নীরস; বহুদিন পতিত থাকিলেও, চতুর্থ বিভাগের জমির ন্যায়, কোন কালেই ঘন জঙ্গলপূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; অথবা তথায় উদ্ভিদাদির বৃদ্ধি এবং বিকাশও তাদৃশ সতেজ বা শীঘ্রতর নহে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগীয় জমির উর্ব্বরতা গুণ প্রায়ই এক সমান এবং প্রথম বিভাগীয় জমি অপেক্ষা বহুগুণে সতেজ। এমন কি কোন কোন অংশ চতুর্থবিভাগের অনেকটা অনুরূপ।

চতুর্থ বিভাগের মাটি এবং তৃতীয় বিভাগের মাটি যদিও উভয়ই ক্রমে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় জাগিয়া উঠিয়াছে বটে; কিন্তু ইহাদের নির্ম্মাণ-প্রকরণে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনেক। এই প্রকার মাটি নির্ম্মাণে সমুদ্রের নিত্য জোয়ার ভাটার সময় জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ভাটার সময় সমুদ্রের ঢালু তীর ভূমিতে যে প্রকার স্তবকে স্তবকে দাগ রাখিয়া জল নীচে গিয়া সরিয়া পড়ে; এখানেও সেইরূপ কোন নৈসর্গিক কারণবশে কালক্রমে যেমন সমুদ্র জল স্তবকে স্তবকে সরিয়া গিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, ঠিক সেই প্রকারেই এই সকল জমির উদয় হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার বায়ুর প্রবল আঘাতে বালুকারাশি স্তূপীকৃত হইয়া ও তথাবিধ কারণে ক্রমোত্তর পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছে। কিন্তু চতুর্থ বিভাগীয় মৃত্তিকা-প্রকার নির্ম্মাণ করিবার প্রকরণ অন্যবিধ।

বাঙ্গালার দক্ষিণস্থ চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণভাগ এবং সুন্দরবনের অবস্থা মনোযোগপূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে এই চতুর্থ প্রকার ভূমিনির্ম্মাণের কৌশল অতি সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। নদীপ্রবাহে আনীত মৃত্তিকার ক্রিয়াদ্বারা নদীর সঙ্গম-স্থলস্থ সমুদ্রে চর পড়ে বটে, কিন্তু তাহা একেবারে খানিকটা পরিমাণ স্থান চারিদিকে সমানভাবে ভরাট করিয়া জমাট বাঁধে না বা একবারে সেইভাবে উঁচু হইয়া উঠে না।

নদীপ্রবাহ সন্তাড়িত ঐরূপ মৃত্তিকারাশি সমুদ্রগর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে মোহনাস্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে এবং ঐ ত্রিকোণক্ষেত্রের তলদেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ, অতি অল্প পরিসরযুক্ত স্থানসমূহকে কাটিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ-ভূখণ্ড নির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে কতক অংশ মূল ভূভাগে সংলগ্ন এবং অবশিষ্ট বহুখণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেটী অল্পবিস্তর লম্বা আকার

প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ, ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই, অথচ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্রজলের স্রোত-বেগ আর তাহার গাত্র কাটিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারে না। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কাটিয়া তথায় গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে, এই সকল গভীর রেখাই, তখন বদ্বীপ মধ্যে অনেক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদিত ভূমিভাগ উহাদের জলক্রিয়া দ্বারা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া, পলিমাটির দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হইলে, একরূপ চিরস্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পূর্ণনির্ম্মিত মাটি হইতে নদীনালা বিরল হইয়া, অপূর্ণ নিম্নভাগে সরিয়া পড়ে এবং তথায় পুনরায় তথাবিধরূপে নির্ম্মাণের কার্য্য করিতে থাকে। পূর্ণনির্ম্মিত অংশে তখন যে কিছু নদী ও খাল থাকে, তাহা গণনায় ও আয়তনে সামান্য এবং তদ্দ্বারা ভাঙ্গা গড়ার কার্য্যও এত মৃদুভাবে পরিচালিত হয় যে, দেশমধ্যস্থ মৃত্তিকাও বিশেষ রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ এইরূপেই গঠিত হইয়াছে এবং এখনও উহার দক্ষিণভাগের গঠন-ক্রিয়া উক্ত প্রকারে পূর্ণপ্রতাপে চলিতেছে। নিত্যই মনুষ্যের বাস ও ব্যবহার উপযোগী নূতন নূতন ভূমিখণ্ড সমুদ্রজল ছাড়াইয়া উঠিতেছে। উপরোক্ত ভূগঠনপ্রক্রিয়ার অভিনয়ে, এখনও সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত এমন অসংখ্য চর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা জোয়ারের সময় জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু ভাটার সময় জাগিয়া উঠে। ঐ সকল জমির স্রোতবেগে তখন তাহাদের উপর নদী ও খালের যে খাত-রেখা পড়িতে দেখা যায়, তাহাই ভবিষ্যতে অতি সুন্দরভাবে জাগা জমির পৃষ্ঠে নদী ও খালের আকারে প্রকাশ হইতে থাকে। কালে এ সকল নদীনালাও বিস্তৃতায়তন হইয়া সময়ে শুষ্কগর্ভ হইয়া সরিয়া যাইবে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সকল দেশভাগে সংলগ্ন হইয়া একাকার ধারণ করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গৌড়ের পূর্ব্ব-দক্ষিণস্থ সমুদ্রভাগও এইরূপে ভরাটপ্রাপ্ত ভূমিখণ্ডের উদয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণমুখে সরিয়া যায় এবং সম্ভবতঃ সেই উন্নত ভূখণ্ডে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় অসংখ্য নদী বা খাল পড়িয়াছিল। সেই সকল নদী ও খালের মধ্যে গঙ্গার মূলপ্রবাহই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বা জলধারা ছিল। সেই মূলপ্রবাহ আজিও দুর্জ্জয় পদ্মার আকারে তটভূমি বিচূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

ফলতঃ সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় যখন সমুদ্রগর্ভে প্রথম বদ্বীপ সমুত্থিত হয়, তখন গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথী খাত দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল এই কারণে চিরন্তন কাল হইতে লোকে গঙ্গার সাগর-সঙ্গমকে 'গঙ্গাসাগরসঙ্গম' বলিয়া অভিহিত করে। পদ্মা বা মেঘনা সম্ভবতঃ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল, পরে নদীগর্ভে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত পেরিপ্লসে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে তেজপাত ও অপরাপর বাণিজ্যদ্রব্য গঙ্গা বক্ষে নৌকা বা জাহাজ যোগে গাঙ্গেয় বন্দর অর্থাৎ তমোলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আনীত হইত। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, গঙ্গার মূলপ্রবাহ ভাগীরথীর খাদে প্রবাহিত না থাকিলে কিরূপে ঐ সকল বাণিজ্যদ্রব্য উত্তরবঙ্গ হইতে গঙ্গার দ্বারা বাহিত হইয়া তমোলুকমুখে আসিতে পারে না। অথবা এমনও হইতে পারে যে, এখন যেমন মেঘনার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট সমুদ্র খাড়ীকেও মেঘনা বলিয়া থাকে; তখনও সেইরূপ গঙ্গার মুখে বহুদূর প্রবিষ্ট এবং তমোলুকের তটবাহী সমুদ্রখাড়ীকে গঙ্গা বলিয়া ডাকিত। পেরিপ্লসে গাঙ্গেয় বন্দরে বাণিজ্য দ্রব্যাদির প্রসঙ্গে সেই অর্থেই গঙ্গার নির্ব্বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে। পেরিপ্লস হইতে প্রাপ্ত ইহার আনুসঙ্গিক আরও এই দুইটী প্রমাণ হইতে এই শেষোক্ত অনুমানই ঠিক বলিয়া অবধারিত করা যায়;—গঙ্গার উপর বাণিজ্যদ্রব্য বহনার্থ যে সকল নৌকা ব্যবহৃত হইত, তাহারা সমুদ্রগামী পোত; নদীতে যে সকল নৌকা যাতায়াত করে, তাহারা সম্ভবতঃ তথায় যাইতে সাহস পাইত না বলিয়াই সামুদ্রিক পোত ব্যবহৃত হইত। এতদ্ভিন্ন গঙ্গার মুখে ঘন সন্নিবিষ্ট জনপদ ও বাণিজ্য বন্দরাদি সহ "খ্রুসে" নামক একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ ছিল। সুতরাং গঙ্গা দক্ষিণভাগে নদীর পরিবর্ত্তে বহুবিস্তৃত সমুদ্রখাড়ী বিদ্যমান না থাকিলে পেরিপ্লসের এ দুইটি উক্তির কোন সঙ্গতি থাকে না।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ মাটি ক্রমে ক্রমে উচ্চ ও অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠিলে এবং বদ্বীপের অপরাংশেও বহুল পরিমাণে ভূমিখণ্ড সকল নির্ম্মিত ও জলরেখা ছাড়াইয়া মস্তকোত্তলন করিলে বিবিধ নৈসর্গিক কারণের প্রবলতায়, গঙ্গার মূলস্রোত ভাগীরথী খাদ পরিত্যাগ করিয়া, পদ্মা নাম গ্রহণ ও স্বতন্ত্র খাদ অবলম্বনপূর্ব্বক, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলের আরও উত্তরপূর্ব্বভাগে সরিয়া গিয়াছিল। এখনও পদ্মা ক্রমশঃ উত্তরদিকে সরিয়া যাইতেছে। গত শত বৎসরের মধ্যে পদ্মার গতি কতটা সরিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমার কাছে যে ছোট খালটি এখন পালঙের নিম্ন দিয়া যাইয়া কীর্ত্তিনাশায় গিয়া মিশিয়াছে, তথায় ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মার মূল খাত ছিল; কিন্তু এখন পদ্মা তাহার ১৬।১৭ ক্রোশ উত্তরে। যে ক্ষুদ্র নদী কুমার নামে

ফরিদপুর জেলার সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, অন্যূন ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে, তাহার অনেকাংশেই পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তথা হইতে পদ্মা এখন বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে।

গাঙ্গেয় বদ্বীপের অবস্থা যখন এইরূপই ছিল, তখনকার দেশবিভাগ কিরূপ ছিল, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং কাজিনগড়ের পরেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাহেবগঞ্জ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থান কাজিনগড় বলিয়া অনুমিত হয়। তথায় পর্ব্বতোপরি তেলিয়াগড় নামক একটী প্রাচীন কেল্লা, অনেক সুরম্য ও সুন্দর গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এবং অনেক ভগ্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই কাজিনগড় ও কুশী নদীর পূর্ব্বতট হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্ণিয়া, মালদহ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, কোচবেহার প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পূর্ব্বে এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকে প্রধাবিত সমস্ত ভূভাগ লইয়া প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ রাজ্য।

হিউএন্ সিয়াং লিখিয়াছেন যে, কামরূপ হইতে প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমতট রাজ্য। এই দূরত্ব নিরূপণে, বোধ হয়, সমতট রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাহার রাজধানীর দূরত্ব নিরূপণই হিউএন্ সিয়াংএর অভিপ্রেত। বর্ত্তমান ঢাকা, পাবনা, প্রভৃতি জেলা বোধ হয় তৎকালে সমতট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং পদ্মার বর্ত্তমান খাতের দক্ষিণেও কিছুদূর পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত থাকে। পদ্মা ক্রমশঃ আরও উত্তরে অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান স্থানে সরিয়া যাওয়ার পর, এই দক্ষিণাংশ, ক্রমে গাঙ্গেয় বদ্বীপের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সেকালের সমতট রাজ্যের আয়তন পদ্মার প্রসরণশীল গতির দ্বারা অনেক রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেবল সেকালের সমতট কেন ?—এ কালের বিক্রমপুরেরও বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূখণ্ড ছিল, কিন্তু এক্ষণে মধ্যস্থল দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায়, উত্তর বিক্রমপুর হইতে দক্ষিণ বিক্রমপুর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, সমতটের দক্ষিণস্থ ভূভাগ যে সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সমতট এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বস্থিত ভূভাগ সকল, অর্থাৎ আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তৎকালে কিরাতাদি বিবিধ অনার্য্যজাতির নিবাস ছিল।

পূর্ব্বোক্ত কাজিনগড়ের দক্ষিণ হইতে এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তট বাহিয়া প্রাচীন বঙ্গরাজ্য। উহা দক্ষিণে মেদিনীপুরের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে যে বঙ্গ নামক দেশের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ এই বঙ্গ। ইহা কোন এক সময়ে রাঢ় ও কর্ণসুবর্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। উহার দক্ষিণভাগস্থিত বর্দ্ধমানাদি প্রদেশ রাঢ় এবং তাহার উত্তরস্থ ভূভাগ কর্ণসুবর্ণ বলিয়া নিরূপিত হয়। গৌড়নগর গোড়ায় প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেরই অন্তর্গত ছিল ; পরে গৌড়নগরের সমৃদ্ধি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে সমস্ত বঙ্গরাজ্য, এমন কি, বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্গালা দেশই গৌড়দেশ ও গৌড়রাজ্য নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। মুসলমানাধিকারে লক্ষ্মণাবতীরও প্রসিদ্ধি ঘটে। গৌড় নাম প্রবল হওয়ায়, কালে বাঙ্গালার প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ ও তাহাদের নাম গুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথীর পশ্চিম কূলস্থ প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণ হইতে সম্ভবতঃ সমস্ত মেদিনীপুর জেলা এবং বালেশ্বর জেলারও কিয়দংশ লইয়া তদানীন্তন তাম্রলিপ্তি রাজ্য। বর্ত্তমান তমলুক নগর উহার রাজধানী এবং বাণিজ্য বন্দর ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বে ১১৪ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠির পঞ্চশত নদীসমন্বিত গঙ্গাসাগরে তীর্থস্নানাদি করিয়া, সমুদ্রের ধার দিয়া কলিঙ্গ দেশে উপনীত হন। ঐ কলিঙ্গের মধ্যে বৈতরণী নদী প্রবাহিত। [তাম্রলিপ্তি দেখ।]

উপরে বাঙ্গালার গঠন ও দেশাদির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্তঃ বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লান্‌ফোর্ড, বাঙ্গালা প্রান্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, প্রথমে বালুকা-কর্দ্দমমিশ্রিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্জাদিজাত পলিজ স্তরবিশেষ (Loam) রূপান্তরিত হইয়া ভূপৃষ্ঠোপরি ন্যস্ত হয়। ক্রমে তদুপরি নদীজলবিধৌত বালুকাকণা সঞ্চিত হইয়া উহা উচ্চ ভূমির আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ, ২৪ পরগণা ও যশোরজেলার নানাস্থানের পুষ্করিণী খননকালে ভূপঞ্জরস্থ মৃত্তিকাস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি তথাকার স্তরগুলির গঠন পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার শিবাদহের নিকটে একটী পুষ্করিণী খননকালে তিনি ভূপৃষ্ঠের পর যথাক্রমে 'ফাইন্ সাণ্ড' লোম, ব্লু ক্লে ও পিট্ লেয়ার (Peat layer) বা অপরিণত পাথুরে কয়লার সামান্য স্তর দেখিতে পান। নিম্নবঙ্গের স্থানবিশেষে এই পিট্ লেয়ার বা কৃষ্ণবর্ণ কয়লাস্তর ২০´ হইতে ৩০´ ফিট্ পর্য্যন্ত নিম্নে সন্নিবিষ্ট আছে। এই কৃষ্ণস্তরের অব্যবহিত পরে প্রায় ১১ ফিট্ পর্য্যন্ত বালুকামিশ্রিত কর্দ্দমস্তর (Sand clay), তাহার পর ১৫ ফিট্ পর্য্যন্ত পুনরায় ব্লু ক্লে নামক স্তর। শেষোক্ত দুইটী স্তরে তিনি অসংখ্য উন্নতশিরঃ সুন্দরী গাছের গুঁড়ি,

বাদাবন সুলভ বৃক্ষাদির স্কন্ধ ও শঙ্খ শম্বূক শ্রেণীর বহুবিধ জীবাস্থি নিহিত দেখিয়া ছিলেন। তাহাতে বেশ অনুমান হয় যে, এক সময়ে শিবাদহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, ক্রমশঃ উহা জাগিয়া উঠিয়াছে এবং ঐ সুন্দরী গুঁড়িগুলি সুন্দরবনের বিস্তৃতির সাক্ষ্যদান করিতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে, কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ৪৮১ ফিট্ গভীর একটী কূপ কাটা হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে যথাক্রমে ঐ কূপগর্ভ হইতে বালুকা, কর্দ্দম, পিট্ ও প্রস্তর স্তর বাহির হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০ ফিট্ নিম্নে প্রথমে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি, তদনন্তর ৩৮০ ফিট্ নিম্নে সুমিষ্ট জলজীবী শম্বূক জাতির মৃতাস্থি-স্তর এবং তাহার পর ধ্বস্ত বনমালার নিদর্শন (a bed of decayed wood) লক্ষীভূত হয়। ঐ বৃক্ষাবয়বাদি নিরীক্ষণ করিলে উপলব্ধি হয় যে, বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩৮০ ফিট্ নিম্নে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠস্তরটী বহুদিন পূর্ব্বে নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু ঐ ভূপৃষ্ঠ বর্ত্তমান সুন্দরবনের সমতল প্রান্তরের ন্যায় যে উচ্চ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ তাহা না হইলে অবশ্যই উহা সমুদ্রজলে নিমগ্ন হওয়াই সম্ভব। এরূপ স্থলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক সময়ে ঐ বৃক্ষাদি প্রাচীন বঙ্গপৃষ্ঠ পরিশোভিত করিয়াছিল, কালে উহা ভূমিকম্পাদি কোন নৈসর্গিক কারণে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর নদীস্রোতে এই প্রভূত মৃৎপিণ্ড তদুপরি সঞ্চিত হইয়া বর্ত্তমান স্তরগুলি সংগঠিত করিয়াছে; অথবা সেই সময়ে ঐ স্থান ক্রমশঃ চররূপে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছিল।

ভূপঞ্জর মধ্যে নিহিত এই সকল বনমালা কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া কয়লায় রূপান্তরিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই কয়লার খনির অভাব নাই। রাণীগঞ্জের কয়লার খনি বিশেষ বিখ্যাত। এখন বরাকর ও বাঁকুড়া জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে কয়লার খাদ কাটিয়া কয়লা উত্তোলিত হইতেছে। এই সুবিস্তৃত খাদ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রাচীনযুগে রাণীগঞ্জ হইতে বরাকর পর্য্যন্ত একটী নিবিড় বন বিরাজিত ছিল। [কয়লা ও প্রস্তর শব্দ দেখ]

কয়লা ভিন্ন ভূগর্ভে লৌহও পাওয়া যায়। বরাকর ও বীরভূমে কারখানা করিয়া লোহা গালাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এখনও স্থানে স্থানে দেশীয় প্রথায় লোহা গালাই হইয়া থাকে। [লৌহ দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র-জল হইতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য একটী বিস্তৃত কারবার ছিল। গবর্মেণ্ট বিলাতী লবণ-বাণিজ্যের হিতার্থে দেশীয় লবণ প্রস্তুত প্রথা রহিত করিয়াছেন। এখনও উড়িষ্যা ও ২৪ পরগণার স্থানবিশেষে রাজকীয় বিধি অনুসারে দেশীয় সামুদ্র লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। [লবণ দেখ]

বাঙ্গালায় উল্লেখযোগ্য কোন পর্ব্বত নাই। উত্তরে একমাত্র হিমাচলপৃষ্ঠস্থ দার্জ্জিলিঙ্গ শৃঙ্গভাগ। বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুর তথায় রাজকার্য্যালয়াদি স্থাপন করিয়া একটী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখন ঐ স্থান ও তৎপাদমূলস্থ কার্সীওঙ্ নগর স্বাস্থ্যাবাসরূপে পরিগণিত। এতদ্ভিন্ন পশ্চিমাংশে বাঁকুড়া হইতে ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে গণ্ডশৈলমালা দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ পর্ব্বতগুলি বিন্ধ্যপাদ হইতে প্রসৃত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির উদ্গারিত গলিত স্রাব গড়াইয়া আসিয়া এই পর্ব্বতশ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ঐ সকল পর্ব্বতের এক একটী অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। খশিয়া, জয়ন্তী প্রভৃতি পর্ব্বতমালা এখন আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত পর্ব্বত মালার বিভিন্ন স্তরাদির বিষয় স্থানান্তরে বিবৃত আছে। [পর্ব্বত ও প্রস্তর দেখ।]

উৎপন্ন দ্রব্য ও অধিবাসী।

খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের শেষ এবং ২০শ শতাব্দের প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত এই বাঙ্গালা প্রদেশ বৃটিশরাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সুবিধা-কল্পে ৪৭টী জেলায় বিভক্ত ছিল। ঐ জেলাগুলির মধ্যে বরিশাল (বাখরগঞ্জ), ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মুজঃফরপুর, বীরভূম ও হুগলী জেলায় প্রভূত ধান্য উৎপন্ন হয়। বাঁকীপুর বা পাটনা, শাহাবাদ, ভাগলপুর, দরভাঙ্গা, মুঙ্গের, সারণ, সাঁওতাল পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ধান্য অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে গোধূম জন্মে। ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি এবং পূর্ব্ব-কথিত ২৪ পরগণা, নদীয়া ও হুগলী জেলার স্থানে স্থানে পাট, তামাক, শুঁট, হরিদ্রা প্রভৃতি উৎপাদিত হইয়া তথাকার নানা নগরে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, বগুড়া, গয়া, পূর্ণিয়া, হাজারিবাগ, লোহারডাগা, বালেশ্বর, কটক, দার্জ্জিলিঙ্গ, যশোর, মানভূম, পুরী, চম্পারণ্য (চম্পারণ), সিংহভূম, ত্রিহুত, খুলনা প্রভৃতি স্থানেও বিস্তৃত চাস আছে। বর্ত্তমান কালে হাবড়া উপবিভাগে মেজিষ্ট্রেসী স্থাপিত হওয়ায় উহা একটী সদর জেলারূপে পরিগণিত। রাজনৈতিক হিসাবে কলিকাতা মহানগরীও একটী জেলা বলিয়া পরিগৃহীত। এই সকল জেলার বিচার সদর তত্তৎ স্থানের প্রধান নগরীতে স্থাপিত। বিশেষ বিবরণ জেলার ইতিহাসে এবং তথাকার নগরসমূহের ভৌগোলিক বিবরণপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

এই প্রদেশের প্রত্যেক জেলায় ও তাহার বিভিন্ন উপবিভাগে অনেকগুলি নগর আছে, ঐ নগরগুলি প্রধানতঃ তথাকার

বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। তন্মধ্যে যে গুলি বিশেষ সমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ, নিম্নে তাহাদের নাম উল্লেখ করা গেল—

নগরের নাম	লোক	নগরের নাম	লোকসংখ্যা
কলিকাতা সহরতলী, ভবানী-পুর কালীঘাট একত্র	৮ লক্ষ	বৰ্দ্ধমান	৩৪ হাজার
		মেদিনীপুর	৩৩॥ „
পাটনা	১ লক্ষ ৭১ হাজার	হুগলী ও চুঁচুড়া	৩১ „
হাবড়া	১ ” ৫ „	আগরপাড়া	৩০॥ „
ঢাকা	৮০ „	বরাহনগর	৩০ „
গয়া	৭৭ „	শান্তিপুর	২৯॥ „
ভাগলপুর	৬৯ „	কৃষ্ণনগর	২৭॥ „
দরভাঙ্গা	৬৬ „	শ্রীরামপুর	২৫॥ „
মুঙ্গের	৫৬ „	হাজীপুর	২৫ „
ছাপরা	৫২ „	বহরমপুর	২৩৷ „
বেহার	৪৯ „	পুরী	২২ „
আরা	৪৩ „	নৈহাটী	২১॥ „
কটক	৪৩ „	বেতিয়া	২১ „
মুজঃফরপুর	৪২॥ „	সিরাজগঞ্জ	২১ „
মুর্শিদাবাদ	৩৯॥ „	চট্টগ্রাম	২১ „
দানাপুর	৩৮ ,,	বালেশ্বর	২০ ,,

বিগত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় নিয়মানুসারে বঙ্গরাজ্যকে দ্বিখণ্ড করিয়া উহার কতকাংশ লইয়া আসাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এই মিলিত প্রদেশ এক্ষণে 'পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ' বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর ও রাজশাহী জেলা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই বিভাগে সংযুক্ত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সীমা-সামঞ্জস্য রক্ষা হেতু মধ্যপ্রদেশ হইতে সম্বলপুর বিভাগ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীভুক্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার জনসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি হইবে। এই ৭ কোটির মধ্যে প্রায় ৪ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বেকার। এই কারণেই যে দেশের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ ৪॥০ কোটি লোকের মধ্যে শিশু বালিকা ও রমণীগণ গৃহীত। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার লোক গৃহকর্ম্মাদি ব্যতীত অপর কোন কার্য্যই করে না। অবশিষ্ট ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ কৃষিকার্য্যের সহযোগিতা করে এবং তদবশিষ্ট কলকারখানায় ও গৃহস্থের বাটীতে কার্য্যে লিপ্ত থাকে। কতকগুলি বা বাঁশের কাজে, ডাকের গহনা ও জরি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে বা তদনুরূপ সামান্য শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ৩ কোটি ৪৭ লক্ষ পুরুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বেকার। ইহাদের মধ্যে বালক ও বৃদ্ধের সংখ্যাই অধিক। প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৩০ হাজার লোক কৃষি ও ভূসম্পত্তিভোগী, ২৫ লক্ষ কলকারখানায় ও বিভিন্ন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। অনুমান ১০ লক্ষ বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত। তদপেক্ষা কিছু কম দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অবশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার লোক গবর্মেণ্টের বেতনভোগী কর্ম্মচারী।

হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি লইয়া বাঙ্গালার এই অধিবাসিসংখ্যা গঠিত। প্রকৃত বঙ্গবাসীর মধ্যে সামাজিক মর্য্যাদানুসারে যে যে শ্রেণীগত বিভাগ হইয়াছে, নিম্নে তাহাদের নাম বা সামাজিকসংজ্ঞা লিখিত হইল :—

হিন্দু—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয় বা রাজপুত, বৈদ্য, বাভন, বেণিয়া, গোয়ালা, আহীর, সদ্গোপ, কৈবর্ত্ত, জেলে, তিওর, পোদ, তেলী, কলু, শুঁড়ী, কুমার, কামার, গোঁড়, তাম্বূলী, কোএরী, কুর্ম্মী ইত্যাদি এবং অনার্য্য—সাঁওতাল, কোল, ওরাওন, মুণ্ডা, ভুঁইয়া, ভূমিজ, খরবার, কোচ ইত্যাদি। অৰ্দ্ধহিন্দু—চণ্ডাল, কোচ, পলী, রাজবংশ, বাগদী, বাওরী, চামার, মুচী, দোসাধ, মুসাহর, পাসী প্রভৃতি।* এই সকল ও বঙ্গবাসী অন্যান্য জাতির বিবরণ অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কৃষিকার্য্যই এখানকার অধিবাসি-বর্গের প্রধান উপজীবিকা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও পাট প্রধান, তদ্ভিন্ন এখানকার কৃষকগণ আবশ্যক মত তৈলকর বীজ, ছোলা, কলাই প্রভৃতি নানা শস্যের চাস করিয়া থাকে। আমন, আউস, বোরো এবং উরী বা জাড়া (জলা) ধান বিভিন্ন সময়ে উৎপন্ন হয়। সরিষা, তিসি ও কলাই প্রভৃতি রবি শস্য সময়ান্তরে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পাট বা কোষ্টার চাস এখন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, কিন্তু নীলের চাস উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের নীল-কুটীমাত্রই এখন পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের কএকটী স্থানে মাত্র নীল পচান হইতেছে। হিমালয়-পাদমূলস্থ দার্জ্জিলিঙ্গ জেলাসমূহে চা ও সিন্‌কোনা এবং ভাগলপুর ও বেহার অঞ্চলের নানাস্থানে অহিফেনের চাস আছে।

বর্ত্তমান অবস্থা।

অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবাসী বাঙ্গালী জাতির অদৃষ্টও ক্রমশঃ মন্দ হইয়া পড়িতেছে। যে বাঙ্গালীর বীরত্ব-কাহিনী চিরন্তন কাল হইতে ইতিহাসের উজ্জ্বল চিত্রপটে প্রতি-ফলিত রহিয়াছে, সেই বাঙ্গালী আজি অন্নদায়ে লালায়িত। মহাভারতীয় যুগেও বঙ্গীয় বীরগণের প্রভাব দিগন্তে রাষ্ট্র হইয়াছিল। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্য-শাসন করিয়া গিয়াছেন। শূরবংশ, পালবংশ ও সেনবংশীয়

* Tribes and Castes of Bengal by Risley.

নরপতিগণের বীরত্বগৌরব শিলালিপিতে ও প্রাচীন কুলগ্রন্থে বিবৃত আছে। বাঙ্গালা মুসলমানের পদাবনত হইবার পরও বারভূঁয়ার অতুল প্রতাপ সমগ্র বঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপাদিত্য, কংসনারায়ণ, সীতারাম প্রভৃতির বীরত্ব-কাহিনী ও যুদ্ধনিপুণতার বিষয় কে না অবগত আছেন? বেশী দিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে জানকীরাম, মোহনলাল প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরকে আমরা বাঙ্গালার রণক্ষেত্রে সদলবলে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। তৎ-পরে উনবিংশ শতাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট কালুঘোষও সে বীরত্ব প্রভাবের অক্ষুণ্ণ রশ্মি বহন করিয়াছিলেন—আজিও শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস ব্রেজিল রাজ্যে বাঙ্গালীর বীরত্ব ভাতি উদ্ভাসিত করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে ও রাজদণ্ডবিধির নিয়মবশে সকল গৌরব ও খ্যাতি কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নিদর্শনমাত্রও যেন নাই।

সুপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন রাজবংশগুলি আর সেরূপ রাজশক্তিসম্পন্ন নহেন। দরিদ্রতাদোষে তাঁহারাও সকলে এখন নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ। তাঁহাদের বংশধরগণ এক্ষণে উপাধিভারমাত্র বহন করিয়াই সন্তুষ্ট। কোন কোন রাজবংশ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় গবর্মেণ্টের অধীন থাকিয়া বৃত্তিমাত্রের উপভোগী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্দ্ধমান-রাজ, বিষ্ণুপুররাজ, ছোটনাগপুর ও চঙ্গ-ভাকরের রাজদ্বয়, দরভাঙ্গাপতি, খুর্দ্দারাজ, যশোররাজ, কোচবিহার-রাজ, নদীয়ারাজ, নাটোররাজ, রামগড়ের রাজা এবং সরগুজা ও উদয়পুরের নরপতিবংশ এক্ষণে বল, বীর্য্য ও সামর্থ্যহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক জমিদার ও রাজা আছেন, তাঁহারা রাজানুগ্রহ লাভ ভিন্ন, কখনও স্বাধীনতা লাভেচ্ছা প্রকাশ করেন নাই। বরং রাজানুগ্রহলাভেচ্ছায় এবং স্বীয় বিষয়বাসনা পরিতৃপ্তি-কামনায় নিরন্তর অবিবেচকের ন্যায় দরিদ্র প্রজাবৃন্দের রক্ত-শোষণ করিতেছেন। অর্থক্ষয়নিবন্ধন প্রজার বাহুবল অপ-নোদিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজশক্তিরও অভাব ঘটিতেছে। ধনহারা প্রজাগণ এইরূপে অন্ন বিনা মারা যাইতেছে। তাহার উপর ভগবান্ কষ্টের উপর কষ্ট দিতে-ছেন, দীনদুঃখীর দুরদৃষ্টক্রমে দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিতেছে, অনাবৃষ্টি হেতু জলাভাবে অন্নাভাব ঘটিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

ধর্ম্ম।

এই সকল অধিবাসীর মধ্যে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় ও বৈদেশিক খৃষ্টান্ এবং আদিম অনার্য্য-ধর্ম্মসেবী দৃষ্ট হয়। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহারা সম্প্রদায়-বিশেষে বিভিন্ন। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি যেরূপ হিন্দুর শ্রেণীভাগ আছে এবং তাহার মধ্যে আবার রামানন্দী, কবীরপন্থী প্রভৃতি যেরূপ সাম্প্রদায়িক বিভাগ দেখা যায়, মুসলমানের মধ্যেও সেইরূপ সিয়া ও সুন্নী ব্যতীত ওহাবী, ফরাজী প্রভৃতি পৃথক্ মত বিদ্যমান আছে। আবার খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান্ কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ ও প্রটেষ্টাণ্ট সমাজ ব্যতীত মেথডিষ্ট চাপেল, ওয়েসলিয়ান মিসন, এপিসকোপেলিয়ান মিসন, লুথারন্ মিসন প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনার্য্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্।

বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মস্রোতের প্রবল বন্যা এক সময়ে বাঙ্গালায় অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজ-গণের অধিকারে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অক্ষুণ্ণ প্রভাব বাঙ্গালায় বিরাজ করিয়াছিল, আজিও তান্ত্রিক উপাসনায় তাহার প্রভূত নিদর্শন রহিয়াছে। বৈদিক উপাসনাপদ্ধতি তৎকালে একবারেই বঙ্গ-রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হয়। তাই মহারাজ আদিশূর কনোজ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাঙ্গালায় বেদমার্গ প্রশস্ত রাখিতে চেষ্টিত হন। তাঁহার পরবর্ত্তী সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণও হিন্দুধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। বল্লালের কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই ব্রহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের অবান্তর ফল।

বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমসময়ে বাঙ্গালায় জৈনধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে জৈন ও বৌদ্ধকীর্ত্তি পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল কীর্ত্তির বিবরণ বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। [হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

অতঃপর সেনবংশের অধঃপতনে বাঙ্গালার মুসলমানের অভ্যুদয় ঘটিলে এখানে পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীর অভ্যুদয় হয়। সেই সঙ্গে বঙ্গবাসিগণও ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করে। সেই সময় হইতে বাঙ্গালায় অনেক মুসলমান সাধু, ফকির পীর প্রভৃতির আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল পীরস্থানে আজিও মেলা হয় এবং হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক তথায় যাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা দিয়া থাকে। বহুকাল মুসলমান সহবাসের ফলে, হিন্দুসমাজে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

বাঙ্গালায় মুসলমানরাজত্বের মধ্যকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষ সময়ে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপধামে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর আবির্ভাব ঘটে। বঙ্গের সুবিখ্যাত সুলতান হুসেনশাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় বৈষ্ণবমত প্রচার করেন। তাঁহার তিরোধানের পর, বৈষ্ণবধর্ম্ম উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকে। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ

ধর্ম্মপ্রচারের সহায় হইয়াছিলেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা এবং কাহারও কাহারও বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের নিকট ভাগবতাদি প্রোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশদ মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া যান। তাঁহাদের সেই সুললিত পদলহরী পাঠ ও গান করিয়া অনেকেই বিমুগ্ধচিত্তে শ্রীচৈতন্যের পদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী, রূপসনাতন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কবিকর্ণপুর, নরোত্তম দাস, বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জ্ঞানগাথা অদ্যাপিও বাঙ্গালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। [শ্রীচৈতন্য ও অপরাপর কবির নাম দেখ।]

বৈষ্ণব-ধর্ম্মবৃক্ষের শাখা প্রশাখারূপে কর্ত্তাভজা, গুরুসত্য, সতী-মা, হরিবোলা, রাতভিকারী এবং উৎকলের সৎকুলী, অনন্তকুলী, কবিরাজী, নিহঙ্গ, বিন্দুধারী, অতিবড়ী প্রভৃতি মতের উদ্ভব হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা অভিনব ধর্ম্মমত বলিয়া গৃহীত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভকালে রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত মত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মমত প্রচার করেন। তাঁহা হইতেই আদি-ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতি। তৎপরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত মতের সংস্কার করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান (ব্রাহ্ম) মত প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্মসমাজ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

মহাত্মা রামমোহন যে সময়ে দক্ষিণ-বঙ্গে ব্রাহ্মমত প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে সতীদাহাদি নিবারণরূপ হিন্দুধর্ম্ম মত বিরুদ্ধ ঘোরতর সমাজ বিপ্লবকর আন্দোলন লইয়া হিন্দু অধিবাসিবর্গকে বিব্রত করিয়া তুলিতে ছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে হাজী সরিৎ উল্লা ফরাজী নামক সংস্কৃত ইস্‌লাম ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন দ্বারা সুন্নী সম্প্রদায়ের এক অভিনব শাখা বিস্তার করিয়াছিলেন *। [ফরাজী দেখ।]

বঙ্গের পুরাবৃত্ত।

অতি প্রাচীন কাল হইতে বঙ্গদেশ নানা জনপদ ও নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত। এখন বাঙ্গালা বলিলে আমরা পশ্চিমে বেহারের সীমা হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও আসামের সীমা এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উড়িষ্যার সীমা পর্য্যন্ত বুঝিয়া থাকি। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। কখন ইহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছে, কখন বা নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

* Bhattacharja's Castes and Sects of Bengal গ্রন্থে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংক্ষেপ পরিচয় দ্রষ্টব্য

বৈদিককালের বঙ্গ।

প্রথম দেখিতে হইবে, বঙ্গ নামটী কত প্রাচীন? এবং 'বঙ্গ' বলিলে কোন্ স্থান বুঝায়? জগতের আদি-গ্রন্থ ঋক্-সংহিতায় অনার্য্যনিবাস 'কীকট' (পরবর্ত্তী নাম মগধ), ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'পুণ্ড্র' [২] এবং অথর্ব্ব-সংহিতায় 'অঙ্গ' [৩] দেশের উল্লেখ থাকিলেও 'বঙ্গ' নাম নাই। আমরা ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্বপ্রথম বঙ্গ নাম পাই। যথা—

"ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাস্ত্বন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি"॥[৪]

'বঙ্গাঃ' অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, 'বগধাঃ' অর্থাৎ মগধবাসিগণ এবং 'চেরপাদাঃ' অর্থাৎ চেরজনপদবাসিগণ। এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্ব্বলতা কি দুরাহার ও কি বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবতাদি সদৃশ।

বাস্তবিক বৈদিকযুগে বঙ্গদেশ অনার্য্যনিবাস বলিয়া গণ্য ছিল। এই অনার্য্যজাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন ভাষ্যকারগণ বঙ্গাবগধের রাক্ষস অর্থ করিয়া থাকিবেন। আনন্দতীর্থ সেই প্রাচীন ভাষ্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

কেবল ঐতরেয় আরণ্যক বলিয়া নহে, ঋক্‌সংহিতায় কীকট বা মগধ অনার্য্যনিবাস বলিয়া নিন্দিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও 'পুণ্ড্রাঃ' বা পুণ্ড্রজনপদবাসী 'দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠা'

(১) ঋক্ সংহিতা ৩।৫৩।১৪। (২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮। (৩) অথর্ব্ব-সংহিতা ৫।২২।১৪।

(৪) এখানে ভাষ্যকার 'বঙ্গাঃ বনগতা বৃক্ষাঃ' 'অবগধাঃ ব্রীহিযবাদ্যা ওষধয়ঃ' 'ঈরপাদাঃ উরঃপাদাঃ সর্পাঃ' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আবার ভাষ্যটীকাকার আনন্দতীর্থ 'বয়াংসি' অর্থে পিশাচ, 'বঙ্গাবগধঃ' অর্থে রাক্ষস এবং 'ঈরপাদাঃ' অর্থে অসুর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকার ও টীকাকারের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার যেখানে বৃক্ষ, ওষধি ও সর্প অর্থ করিলেন, তাঁহারই টীকাকার সেই স্থানে পিশাচ, রাক্ষস ও অসুর অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ দেখিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর লিখিয়াছেন—"Possibly they are all old ethnic names like Vanga, Chera &c." (Sacred Books of the East, Vol I. p.202f.) অধ্যাপক সত্যব্রত সামাশ্রমী মহাশয়ও তাঁহার ত্রয়ীটীকায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অস্মন্মতে তত্র 'বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ' ইত্যস্য ব্যাখ্যানায়েদৃশং কষ্টকল্পনং নিষ্প্রয়োজনম্; অপি 'বঙ্গা' বঙ্গদেশীয়াঃ 'বগধা' মগধা, 'চেরপাদাঃ' চেরনামজনপদবাসিনঃ। তাস্ত্রিবিধা এব প্রজাঃ 'বয়াংসি কাকচটকপারাবতাদিসদৃশাঃ। দুর্ব্বলত্বেন চ সাদৃশ্যম্। ইহাঙ্গদেশস্যাপি মগধত্বেন পরিগ্রহঃ, কলিঙ্গসৌরাষ্ট্রয়োঃ কলিঙ্গাঙ্গয়োর্ব্বোভয়োরেব চেরপাদ ইতি।" (পৃঃ ১৬৩)

ঐতরেয় আরণ্যকের উদ্ধৃত অংশের শেষোক্ত অর্থ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

অর্থাৎ দস্যুদিগের জনক বলিয়া ঘৃণিত এবং অথর্ব্বসংহিতায় অঙ্গ ও মগধবাসীর প্রতি অনার্য্যোচিত শ্লেষোক্তি দেখা যায়। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হইবে যে, বৈদিকযুগে বর্ত্তমান বেহার হইতে বাঙ্গলা পর্য্যন্ত ভূভাগে অনার্য্য বা আর্য্যেতর জাতির প্রভাব বিস্তৃত ছিল। অনার্য্যপ্রভাব হেতুই ঐ সকল স্থানে আর্য্যগণ বাস করা সুবিধাজনক বা নিরাপদ মনে করিতেন না। এমন কি, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে যে বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলেও ভ্রমণকারীকে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হইত।

মনুসংহিতা-রচনাকালে সম্ভবতঃ বঙ্গের নির্জ্জন বনমধ্যে দুই একজন আর্য্যঋষির আশ্রম গঠিত এবং সেই সঙ্গে ঐ সকল স্থান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। মনুসংহিতাকার তাই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তীর্থযাত্রা ব্যতীত অঙ্গ বঙ্গাদি দেশে কোন আর্য্যসন্তান যাইতে পারিবে না,—তীর্থযাত্রা ব্যতীত গমন করিলে দ্বিজাতিকে পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে।[৫]

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রগণ " বিশ্বামিত্রের সন্তান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট "। অথচ মনুসংহিতায় পৌণ্ড্রকগণের বৃষলত্ব বা শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা আছে। (১০।৪৪) ইহাতে মনে হইবে যে যখন বিশ্বামিত্রের বংশধরগণ এদেশে আসিয়া বাস করেন, তখন এদেশে অপর আর্য্য ত্রৈবর্ণিকের বাস ছিল না, একারণ ব্রাহ্মণ অভাবে তাঁহাদের সংস্কার লোপের সহিত তাঁহারা বৃষল ও এখানকার অনার্য্যজাতির সংস্রবে দস্যু বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন।
[দস্যু ও বৃষল দেখ।]

কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই। রামায়ণের সময়ে সূত্রপাত ও মহাভারতীয় যুগে আর্য্যসভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রামায়ণে লিখিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় অমূর্ত্তরজা নামে এক রাজা ধর্ম্মারণ্যের নিকট প্রাগ্জ্যোতিষপুর স্থাপন করেন।[৮] শতপথব্রাহ্মণ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহু পূর্ব্বকালে মিথিলায় বিদেঘ মাথব কর্ত্তৃক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল।[৯] বর্ত্তমান জলপাইগুড়ী রঙ্গপুর হইতে আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত প্রাচীন 'প্রাগ্জ্যোতিষ' দেশ বিস্তৃত ছিল, প্রাগ্জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান গৌহাটী) উক্ত প্রাগ্জ্যোতিষের রাজধানী। এখন কথা হইতেছে যে, মিথিলা (বর্ত্তমান দরভাঙ্গা) ও আসামে আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইল, অথচ মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ ও পৌণ্ড্রে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই, তাহা কি কখন সম্ভবপর ? মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে (৪৫অঃ) লিখিত আছে, "পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি দেশীয় মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতন ধর্ম্ম সবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন"।[১০] এই মহাভারতের উক্তি হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে তৎপূর্ব্বেই পৌণ্ড্রে অর্থাৎ এখনকার উত্তর বঙ্গে বৈদিক ধর্ম্ম ও আর্য্যসভ্যতা প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

হরিবংশ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র পুরুর অধস্তন ২২শ পুরুষে মহারাজ বলি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরম যোগী ও নৃপতি ছিলেন। ইঁহার বংশধর পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কলিঙ্গ। ইঁহারাই মহারাজ বলির ক্ষত্রিয় সন্তান, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর পুত্রগণ কালক্রমে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।[১১]

মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১০৪ অধ্যায়) বর্ণিত হইয়াছে, "ভূলোক পরশুরাম কর্ত্তৃক নিঃক্ষত্রিয় হইলে অনেক ক্ষত্রিয়-পত্নী বেদপারগ ব্রাহ্মণদ্বারা সন্তান উৎপাদন করিয়া লইলেন। বেদের বিধান এই, যে পাণিগ্রহণ করে, তাহার ক্ষেত্রে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান তাহারই হয়। অতএব ধর্ম্মাচরণ ভাবিয়াই ক্ষত্রিয়পত্নীগণ ব্রাহ্মণের সহবাস করিয়াছিল। এইরূপ ক্ষেত্রজ পুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য মহাভারতকার এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন—

'ক্ষত্রিয়রাজ বলির পুত্রসন্তান হয় নাই। তিনি একদিন গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া দেখিলেন, এক অন্ধঋষি নদীর স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছেন। ধার্ম্মিক রাজা অবিলম্বে তাঁহাকে তুলিয়া নিজ প্রাসাদে আনিলেন। সেই অন্ধ ঋষির নাম দীর্ঘতমা। ধার্ম্মিক নরপতি তাঁহার ক্ষেত্রে পুত্রোৎপাদন করিবার জন্য ঋষিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তাঁহার মহিষীর

(৫) "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥" (মনু)

(৬) মালদহজেলায় এখনও পুণ্ড্রগণের বাস আছে। [পুণ্ড্র দেখ]

(৭) "এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা
বহবো ভবন্তি, বৈশ্বামিত্রা দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠাঃ।" (৭।১৮)

(৮) রামায়ণ ১।৩৫ সর্গ।

(৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ ৬০ পৃষ্ঠা।

(১০) "কোশলাঃ কাশপৌণ্ড্রাশ্চ কালিঙ্গা মাগধাস্তথা
চেদয়শ্চ মহাভাগা ধর্ম্মং জানন্তি শাশ্বতং।" (কর্ণপর্ব্ব ৪৫।১৪)

(১১) "মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা॥
পুত্রানুৎপাদয়ামাস পঞ্চবংশকরান্ ভুবি।
অঙ্গঃ প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুহ্মস্তথৈব চ॥
পুণ্ড্রঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়ং ক্ষত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরা ভুবি॥"
(হরিবংশ ৩১।৩৩-৩৫)

গর্ভে ঋষি দীর্ঘতমা পাঁচ পুত্রের জন্ম দেন। এই পঞ্চ পুত্রের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। তাঁহাদের নামানুসারে এক একটী দেশ বিখ্যাত।[১২]

হরিবংশেও লিখিত আছে, পরমযোগী রাজা বলি ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন। এজন্য তাঁহার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে মহাতেজস্বী মুনিবর দীর্ঘতমা হইতে পঞ্চ ক্ষেত্রজ তনয় উৎপন্ন হয়। যোগাত্মা বলি সেই নিষ্পাপ পঞ্চ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগমার্গ আশ্রয় করেন। (৩১ অধ্যায়)

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে হয় যে, বলি অথবা তাঁহার পঞ্চ পুত্র হইতেই অঙ্গবঙ্গাদি জনপদে বৈদিক সভ্যতা প্রচারিত ও চাতুর্বর্ণ্য সমাজ গঠিত হয়।[১৩]

মহাভারতকার বলিপুত্র অঙ্গ, বঙ্গাদির নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নামোৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অথর্ব্ববেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবর্ত্তী হইলে অবশ্যই বলিতে হয় যে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে অঙ্গ, বঙ্গ, ও পুণ্ড্রের নাম করণ হইয়াছিল। বলিপুত্রগণ যিনি যে রাজ্যে অধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি সেই রাজ্যের নামানুসারেই সম্ভবতঃ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। যেমন পৌণ্ড্রের অধিপতি মহাবল বাসুদেব নানা পুরাণে কেবল মাত্র 'পৌণ্ড্রক' নামেই পরিচিত আছেন।

বলিপুত্র অঙ্গের ষষ্ঠ পুরুষ অধস্তন অঙ্গাধিপ দশরথ লোমপাদ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সখা ও ঋষ্যশৃঙ্গের শ্বশুর। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্প হইতে অঙ্গ রাজ্যের রাজধানী চম্পা নামে প্রসিদ্ধ হয়। অঙ্গাধিপ চম্পের প্রপৌত্র-পৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামে এক পুত্র জন্মে। হরিবংশে তিনি 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর'[১৪] বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এই বিজয়ের প্রপৌত্রপুত্র অধিরথ সূতবৃত্তি অবলম্বন করায় ক্ষত্রিয়সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। সূত অধিরথ কর্ণকে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ণকে সকলে সূতপুত্র বলিত।[১৫]

যাহা হউক, হরিবংশের বিবরণে যদি কিছুমাত্র ঐতিহাসিকতা থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পৌরব ক্ষত্রিয়রাজ বলির সময় অর্থাৎ মহাবীর কর্ণের সপ্তদশ পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই (বর্ত্তমান সময়ের পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বকালে) অঙ্গবঙ্গে ক্ষত্রিয় সমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। এমন কি, এখানকার অনেক নৃপতি যোগবলে বা কর্ম্মফলে ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন। সেই সুপ্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীর জন্মভূমি বহু সাত্ত্বিক যোগী, ঋষি, জ্ঞানী, মানী ও মহাবীরের লীলাস্থলী হইয়াছিল। এই কারণে বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে ও মনুসংহিতায় যে স্থান আর্য্যাবাসের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, মহাভারতে বঙ্গপ্রান্ত সেই কলিঙ্গদেশ 'যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত' পুণ্যস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[১৬]

মহাভারত হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে এই বঙ্গদেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভীমের পূর্ব্ব দিগ্বিজয় উপলক্ষে সভাপর্ব্বে লিখিত আছে,—

"ভীমসেন স্বপক্ষ হইলেও সুহ্ম প্রসুহ্মদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া মগধদিগের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় দণ্ড, দণ্ডধার ও অপরাপর মহীপালদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদের সকলের সমবেত হইয়াই গিরিব্রজে উপনীত হইলেন এবং জরাসন্ধনন্দন সহদেবকে সান্ত্বনাযুক্ত ও করায়ত্ত করিয়া সকলকে সঙ্গে লইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীম চতুরঙ্গ বলে পৃথিবী কম্পিত করিয়া শত্রুনাশন কর্ণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহাকে সংগ্রামে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া পর্ব্বতবাসী রাজগণকে জয় করিলেন। অতঃপর পাণ্ডববীর মোদাগিরিস্থ অতিবলশালী রাজাকে মহাসমরে বাহুবলে নিহত করিলেন। তৎপরে তীব্র পরাক্রম ও মহাবাহু পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছনিবাসী রাজা মহৌজা এই দুই নৃপতিকে যুদ্ধে নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেন নরপতিকে পরাজয় করিয়া তাম্রলিপ্তরাজ, কর্ব্বটাধিপতি, সুহ্মাধিপতি, ও সাগরবাসী সকল ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়াছিলেন।"[১৭]

---

(১২) "অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি ॥"
(মহাভারত আদি° ১০৪।৫০)

(১৩) "বলে চাপ্রতিমত্বং বৈ ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণাংস্ত্বঞ্চ স্থাপয়িতেতি হ ॥" (হরিবংশ ৩১।৩৮)

(১৪) "ব্রহ্মক্ষত্রোত্তরঃ সত্যাং বিজয়োনাম বিশ্রুতঃ।" (হরিবংশ ৩১।৫৭)। এখানে 'ব্রহ্মক্ষত্রোত্তর' শব্দের কেহ অর্থ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয় ধর্ম্মাবলম্বী, আবার অনেকে অর্থ করিয়াছেন,—"শান্তি প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে উৎকৃষ্ট এবং বীর্য্যাদি দ্বারা ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ।"

(১৫) হরিবংশ ৩১ অধ্যায়ে পূর্ব্বাপর বংশাবলি ও অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(১৬) "এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥" (বনপর্ব্ব ১১৪।৪-৫)

(১৭) "ততঃ সুহ্মান্ প্রসুহ্মাংশ্চ স্বপক্ষানতিবীর্য্যবান্।
বিজিত্য যুধি কৌন্তেয়ো মাগধানভ্যধাবলী ॥১৬

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহাভারতের উক্ত অংশ রচনাকালে বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি মগধ (বর্ত্তমান বেহার), কর্ণের রাজ্য অঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা), মোদাগিরি (বর্ত্তমান মুঙ্গের), পুণ্ড্র (বর্ত্তমান মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত), কৌশিকীকচ্ছ(বর্ত্তমান হুগলী জেলা), বঙ্গ (বর্ত্তমান ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশ), সুহ্ম[১৮] (রাঢ়), প্রসুহ্ম, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তম্লুক জেলা), কর্ব্বট ইত্যাদি বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ও তত্তৎপ্রদেশ বিভিন্ন রাজার অধিকারে বিন্যস্ত ছিল। নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ সে সময়ে সমুদ্রগর্ভশায়ী ছিল। নদীয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, চব্বিশ পরগণা ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বা বগড়ী বিভাগের তৎকালে অস্তিত্ব ছিল না।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের পর পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হরিবংশ ও নানা পুরাণ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, ক্ষত্রিয় বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেব বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর অধিকাংশ স্থান জয় করিয়া একজন অতি প্রতাপশালী রাজাধিরাজ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু নরপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নিষাদপতি অদ্বিতীয় বীর একলব্য, মগধপতি জরাসন্ধ এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্তের পিতা নরক তাঁহার বন্ধু ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিধন করিলে পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য বিস্তারের সহিত কৃষ্ণদ্বেষিতাও বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রভাবে অনেকেই তাঁহার অনুরক্ত ভাগবত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অনেকে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিলেন, কিন্তু পৌণ্ড্রক বাসুদেবের তাহা অসহ্য হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বসমক্ষেই প্রায় বলিতেন যে, "সেই গোপনন্দন কৃষ্ণ কি সাহসে আবার বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছে? সে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকে। আমার নিশিত সুদর্শন, আমার সহস্রার মহাঘোর চক্র, আমার শার্ঙ্গনামক মহারবসম্পন্ন মহাধনু, কৌমোদকীনামক আমার এই বৃহৎ গদা, কৃষ্ণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থ। অতএব আমি ধনু, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, খড়্গ ও গদাধর হইয়া কৃষ্ণকে জয় করিব। হে নৃপগণ! যদি তোমরা আমাকে শঙ্খ চক্র গদাধর না বল, তাহা হইলে তোমাদের শত ভার সুবর্ণ ও বহু ধান্য দণ্ড করিব।"[১৯]

উদ্ধৃত বিবরণ হইতে মনে হইবে যে পৌণ্ড্রক বাসুদেব আপনাকে প্রকৃত অবতার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, অথবা তাঁহার অধিকারভুক্ত বাঙ্গালী সামন্ত ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভগবান্ বাসুদেব কৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, পুণ্ড্রাধিপ কৃষ্ণদ্বেষী হইলেও একজন অসাধারণ বীর, ও ক্ষত্রিয়কুলগৌরব বলিয়া বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে কীর্ত্তিত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভূতপূর্ব্ব বীর্য্যদর্শনে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা হরিবংশ ও পুরাণ হইতে আরও জানিতে পারি যে, যখন নরকহন্তা শ্রীকৃষ্ণের দিগন্তবিস্ফারিত যশোগাথা পুণ্ড্রাধিপতির কর্ণগোচর হইল, তখন এই বঙ্গবীর আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অষ্ট সহস্র রথ, অযুত হস্তী ও প্রায় অর্ব্বুদ পত্তি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্বংসোদ্দেশে দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গিয়া বাঙ্গালী বীরগণ যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা কৃষ্ণভক্ত পুরাণকারের লেখনীতেও সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গাধিপের অসাধারণ শরপ্রহারে শত শত যাদববীর ধরাশায়ী হইয়াছিল। সেই ভীষণ যুদ্ধে পৌণ্ড্রকের অস্ত্রে নিশঠ, সারণ, কৃতবর্ম্মা, উগ্রসেন, উদ্ধব, অক্রূর, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীগণ আহত হইয়াছিলেন। বঙ্গবীরকে পরাজয় করিতে কোন যাদববীর সমর্থ হন নাই। অবশেষে যখন সাত্যকীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া বঙ্গবীর নিতান্ত পরিশ্রান্ত, সেই সময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুণ্ড্রাধিপ সম্মুখে আততায়ীকে দেখিয়া সাত্যকীকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন। দেবকীনন্দন পুণ্ড্রাধিপের শক্তি নিরীক্ষণ করিয়া

দণ্ডঞ্চ দণ্ডধারঞ্চ বিজিত্য পৃথিবীপতীন্।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈর্গিরিব্রজমুপাদ্রবৎ ॥১৭
জারাসন্ধিং সান্ত্বয়িত্বা করে চ বিনিবেশ্য হ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ কর্ণমভ্যদ্রবদ্বলী ॥১৮
স কম্পয়ন্নিব মহীং বলেন চতুরঙ্গিণা।
যুযুধে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ কর্ণেনামিত্রঘাতিনা ॥১৯
স কর্ণং যুধি নির্জ্জিত্য বশে কৃত্বা চ ভারত।
ততো বিজিগ্যে বলবান্ রাজ্ঞঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥২০
অথ মোদাগিরৌ চৈব রাজানং বলবত্তরম্।
পাণ্ডবো বাহুবীর্য্যেণ নিজঘান মহামৃধে ॥২১
ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্ ॥২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥২৪
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ ॥২৪ (সভাপর্ব্ব ৩০ অঃ)

(১৮) সুহ্মকে কেহ কেহ মেদিনীপুর জেলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে "সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ।"

(১৯) হরিবংশ ভবিষ্যপ° ৯৯ অঃ।

সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, "এই পৌণ্ড্রকের কি আশ্চর্য্য বীর্য্য! কি দুঃসহ ধৈর্য্য!" যাহা হউক অতিশ্রান্ত বঙ্গবীরকে নিপাতিত করাও শ্রীকৃষ্ণের সহজসাধ্য হয় নাই। দুই বাসুদেবে বহুক্ষণ রণক্রীড়া চলিয়াছিল। অবশেষে কেশব সহস্রঅরসংযুক্ত নিশিত চক্রদ্বারা বঙ্গাধিপকে নিপাতিত করিলেন। সেইদিন বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনী পুণ্যভূমি দ্বারকায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সেই বঙ্গীয় ও যাদব যুদ্ধে মহাবীর একলব্যও বঙ্গাধিপের সহিত উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরেও বঙ্গের বীরপুত্রগণ যোগদান করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহার উল্লেখ আছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, এই ভক্তির কারণ তিনি ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন এবং ভারতবাসীর পূজা পাইবার অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বহু পূর্ব্ব হইতেই এরূপ নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাঁহারা জ্ঞানীর আদর করিতেন, কেবল লোকের সম্মান বুঝিতেন না। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেকে জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, অনেকে নিষ্কাম কর্ম্মবলে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত ও দেবগণেরও পূজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষই অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে চাতুর্বর্ণ্য-সমাজের প্রবর্ত্তক।[২০]

কর্ণপর্ব্বে মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, পৌণ্ড্র-মগধাদি দেশের মহাত্মারা পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। সেই শাশ্বত ধর্ম্ম কি? তাহা উপনিষদ ধর্ম্ম—তাহাই ব্রহ্মবিদ্যা। আমরা ছান্দোগ্যোপনিষদে পাইয়াছি যে, ব্রহ্মবিদ্যা ক্ষত্রিয়ের নিজস্ব, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মবিদ্যা ও ওঁকার-তত্ত্ব লাভ করেন।[২১] উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজ বেদের কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকতা তত বেশী স্বীকার করিতেন না, তাঁহারা অন্তর্যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণাদিকেও শিখাইতেন।[২২] বলিতে কি অধ্যাত্ম-বিদ্যায় অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট পরাজিত হইয়াছেন।[২৩] মিথিলায় অধ্যাত্মবিদ্যার সূত্রপাত, মগধে বিস্তৃতি এবং অঙ্গবঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। এ দেশের জ্ঞানিগণ বেদের মন্ত্রস্তোতা অথবা কেবল ক্রিয়াকাণ্ডপর আর্য্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা করিতেন না, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতেন।[২৪] তাঁহারা উপনিষদ্ হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছেন এবং পরবর্ত্তীকালে ক্ষত্রিয়জ্ঞানী বুদ্ধদেব তাঁহার ধম্মপদে তাহারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য বিলুপ্ত ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে পূর্ব্বাপর ক্ষত্রিয়প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় নাই। পূর্ব্বভারতে বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্থঙ্করগণের আবির্ভাবে বরং ক্ষত্রিয়প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই কারণেই প্রাচীন ব্রাহ্মণসমাজ অঙ্গবঙ্গকে হীনচক্ষে দেখিতেন। জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত।[২৫] ইহা যে বহুকাল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-সংঘর্ষের ফল এবং ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে বুদ্ধ শাক্যসিংহ অথবা জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী হইতেই ব্রাহ্মণবিরোধী মত প্রচলিত হয়। কিন্তু প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে, যে বুদ্ধ বা মহাবীর প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যে বোধিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজস্ব বা কল্পিত নহে। উপনিষদেই তাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে।[২৬] অষ্টক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, ভৃগু প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণও তাই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন।[২৭] পূর্ব্ব ভারতে ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের ফলেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অভ্যুদয়। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মকে যেরূপ সাধারণে অহিন্দু বলিয়া মনে করেন, আমরা সেরূপ মনে করি না। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মেরই অপর শাখা, ঔপনিষদ-ধর্ম্মসম্ভূত! তাই বুদ্ধের প্রথম উপদেশে সাত্ত্বিক ও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের সম্মান[২৮] ও সাবিত্রীর শ্রেষ্ঠতা[২৯] প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই আমরা শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীকে চতুর্ব্বেদে[৩০] ও সকল প্রাচীন ব্রহ্মশাস্ত্রে অধীত হইতে দেখি। তাই ব্রাহ্মণশাস্ত্র এবং

(২০) হরিবংশ ৩১ অধ্যায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২১) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ১।৯।১,৫।৩।৭।

(২২) ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১৮।১, কৌষীতকী উপনিষদ্ ২।৫।

(২৩) কৌষীতকী উপনিষদ্ ১।২-৩।

(২৪) বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৩।৫।১।

(২৫) জিনসংহিতা, ও আচারাঙ্গ সূত্র প্রভৃতি জৈন এবং মহাবগ্‌গ, অম্বট্ঠ-সুত্ত প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(২৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদে-৩।২।৭ "শ্রমণ" এবং গৌতমধর্ম্মসূত্রে ৩।২৭ "শ্রামণ্যক" ভিক্ষুসূত্রের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। বুদ্ধের ধম্মপদ ও আচারাঙ্গসূত্রে শ্রমণের লক্ষণ দেখ। এছাড়া আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে ২।৯।১০ ও গৌতম-ধর্ম্মসূত্রে (৩।১৮-১৯) যেরূপ ভিক্ষুদিগের কর্ত্তব্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত জৈন-বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত শ্রমণ-ধর্ম্মের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।

(২৭) মহাবগ্‌গ ৬।৩৫।২ দ্রষ্টব্য।

(২৮) ধম্মপদ দেখ।

(২৯) মহাবগ্‌গে বুদ্ধ বলিয়াছেন, "সকল যজ্ঞ মধ্যে অগ্নিযজ্ঞ প্রধান, সকল বেদমন্ত্র হইতে সাবিত্রী মন্ত্র প্রধান।" (মহাবগ্‌গ ৬।৩৫।৮)

(৩০) Jacobi's Kalpasutra (Sacred Books of the East, Vol. xxii. p. 221)

বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ আলোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যপণ্ডিত জেকোবি লিখিয়াছেন, 'জৈন ও বৌদ্ধদিগের ভিক্ষু বা শ্রমণধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইলেও তাহা প্রধানতঃ ও মূলতঃ ক্ষত্রিয়দিগের জন্যই বিহিত হইয়াছিল।'[৩১]

বঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

আমরা মহাভারত, হরিবংশ ও নানাপুরাণ আলোচনা করিয়া পাইয়াছি যে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ, ও সুহ্মের ক্ষত্রিয় বীরগণ পরস্পর আত্মীয়তা ও মিত্রতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন ; তাঁহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা এক ছিল। তাহার কারণ এই, এখানকার ক্ষত্রিয়বংশে যখনই কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনিই সাধারণকে উচ্চ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়া উন্নত ও একভাবাপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগ্রন্থ এ সম্বন্ধে অনেকটা নিস্তব্ধ থাকিলেও প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আদি ব্রাহ্মণশাস্ত্রসমূহ যেরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে, আদি জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থসমূহও সেইরূপ গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রসমূহের ন্যায় পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ সকল পরম্পরাগত জৈন গ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে জিনধর্ম্ম প্রচারক ২৪ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে কেবল আদি জিন ঋষভ দেব ব্যতীত ২ অজিতনাথ, ৩ সম্ভবনাথ, ৪ অভিনন্দন, ৫ সুমতিনাথ, ৬ পদ্মপ্রভ, ৭ সুপার্শ্ব, ৮ চন্দ্রপ্রভ, ৯ সুবিধিনাথ, ১০ শীতলনাথ, ১১ শ্রেয়াংসনাথ, ১২ বাসুপূজ্য, ১৩ বিমলনাথ ১৪ অনন্তনাথ, ১৫ ধর্ম্মনাথ, ১৬ শান্তিনাথ, ১৭ কুন্থুনাথ, ১৮ অরনাথ, ১৯ মল্লিনাথ, ২০ মুনিসুব্রত, ২১ নমীনাথ, ২২ নেমিনাথ, ২৩ পার্শ্বনাথ ও ২৪ মহাবীর এই ২৩ জন তীর্থঙ্করের সহিত বাঙ্গালীর সংস্রবঘটিয়াছিল। ইঁহারা সকলেই পরম জ্ঞানী বলিয়া জৈন সমাজে 'দেবাধিদেব' অর্থাৎ দেবব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত।[৩২]

উক্ত তীর্থঙ্করগণের মধ্যে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ৭৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাঙ্গালার মানভূম জেলাস্থ সমেতশিখরে (বর্ত্তমান পরেশনাথ পাহাড়ে) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০০ বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়বঙ্গে তাঁহার প্রভাবে অনেকেই তৎপ্রচারিত চাতুর্যামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩৩] অরিষ্টনেমিপুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে লিখিত আছে, যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি নেমিনাথ অঙ্গবঙ্গাদি দেশে আসিয়া জৈন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।[৩৪] যে সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মরক্ষায় সাত্বত ধর্ম্ম প্রচারে নিরত, সেই সময়ে তাঁহারই এক জ্ঞাতি ক্ষাত্র ভিক্ষুধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মত ব্রাহ্মণবিরোধী ছিল বলিয়া ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে স্থানলাভ করে নাই বটে, কিন্তু জৈনাচার্য্যগণ তাহা রক্ষা করিয়া আর্য্যসমাজের আর এক দিক্‌কার চিত্র দেখিবার অবসর দিয়া গিয়াছেন। যদিও তৎকালে জিনধর্ম্ম আর্য্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ, কিন্তু তখনও যে পূর্ব্ব ভারতের এক প্রান্তে ক্ষত্রিয়-সন্তান স্ব স্ব প্রাধান্য রক্ষায় উদ্‌যুক্ত ছিলেন, তাহা হিন্দু ও জৈন উভয়ের হরিবংশে অল্পবিস্তর চিত্রিত হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, নেমিনাথের ন্যায় ক্ষত্রিয়-প্রচারকদিগের উত্তেজনায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, সেই অতীত যুগের তিমিরাবৃত ইতিবৃত্ত তর্কসঙ্কুল বলিয়া ও নিঃসন্দেহ ভ্রমপ্রমাদপরিশূন্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় এখানেই ক্ষান্ত হইলাম।

মহাভারতকার "বীর্য্যশ্রেষ্ঠাশ্চ রাজানঃ"[৩৫] বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর মহাসমর হইতেই আর্য্যাবর্ত্তের ক্ষত্রিয়প্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং সীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর দুর্দ্ধর্ষ জাতিগণ ভারত-প্রবেশের সুবিধা পায়। ব্রাহ্মণপ্রাধান্যও বাড়িয়া উঠে। ঐ সময়ে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মণগণ কর্ম্মকাণ্ডপ্রচারের সহিত পৌরাণিক দেবপূজাপ্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয়েতর জনসাধারণ অনেকেই আদরের সহিত কর্ম্মকাণ্ড-বহুল সহজ পূজায় অনুরক্ত হইতেছিল। কিন্তু সে সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে ক্ষত্রিয় প্রভাব হ্রাস হইলেও পূর্ব্ব ভারতে এক কালে হ্রাস হইতে পারে নাই। বরং এখানকার ক্ষত্রিয়গণের অভ্যুদয়ের সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডবহুল দেবপূজায় সন্তুষ্ট ছিলেন না। আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে সকলেই সচেষ্ট ছিলেন। কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্র-জীবনের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাঁহারা অসিচালনা অপেক্ষা মোক্ষপথের উপায় বাহির করাই পুরুষার্থ মনে করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে পূর্ব্বভারতে বুদ্ধ ও তীর্থঙ্করগণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

---

(৩১) "It may be remarked that the monastical order of the Jainas and Buddhist though copied from the Brahmans were chiefly and originally intended f r Kshatriyas"—*Sacred Books of the East*, Vol. xxii. . p. xxxff

(৩২) অঙ্গরাজবংশে বিজয় প্রভৃতি দুই একজন রাজকুমার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণেরও পূজিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এ কথা আমাদের হরিবংশ হইতেও পাওয়া যায়।

(৩৩) জৈন শব্দ এবং ভগবতী সূত্রে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৩৪) জৈন হরিবংশ ৬১ ও ৬২ সর্গ।

(৩৫) মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৩০।১৯।

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৬।২।১০০) ও জৈন হরিবংশ পাঠে জানিতে পারি যে ভারতীয় যুগের পর পূর্ব্বভারতে "অরিষ্টপুর" ও "গৌড়পুর" নামে দুইটী প্রধান নগর ছিল। জৈন হরিবংশে অরিষ্টপুর ও সিংহপুরের একত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। অরিষ্টনেমি বা নেমিনাথের নাম হইতে অরিষ্টপুরের নামকরণ হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে। ঐ তিনটী প্রাচীন নগরীর মধ্যে গৌড়পুর পুণ্ড্র-দেশে ও অরিষ্টপুর উত্তর রাঢ়ে ছিল বলিয়া মনে হয়। গৌড়পুর হইতেই পরে গৌড়রাজ্যের নামকরণ। প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থোক্ত সিংহপুর নামক প্রধান নগর সুহ্ম বা রাঢ়দেশে অবস্থিত ছিল। এইরূপে সমস্ত রাঢ়দেশও পূর্ব্বকালে এক সময় সিংহপুর রাজ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এখন "সিংহভূম" প্রাচীন সিংহপুরের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

জৈনদিগের অঙ্গ ও কল্পসূত্র অনুসারে বলিতে হয় যে, খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিকূলে পুণ্ড্র, রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত প্রদেশে চাতুর্যাম ধর্ম্ম প্রচার করেন। তৎপরে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজভবনে অগ্নিহোত্রশালা প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ধার্ম্মিক ও জ্ঞানিগণ ঔপনিষদীয় অন্তর্যজ্ঞের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন।

পার্শ্বনাথ স্বামী বৈদিক পঞ্চাগ্নিসাধনাদির প্রতিকূলে স্বীয় মত প্রচার করিলেও জৈনদিগের সুপ্রাচীন অঙ্গ ভগবতীসূত্র হইতে জানিতে পারি যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর চতুর্ব্বেদাদি অবহেলা করেন নাই, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পার্শ্ব উপাসক ও শ্রমণের শিষ্য। তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।[৩৬] এক সময়েই মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়, উভয়েই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।[৩৭] উভয়েই আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। উভয়েই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা এবং জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের জন্মকালে অঙ্গদেশে ব্রহ্মদত্ত এবং মগধে শ্রেণিক বিম্বিসারের পিতা ভট্টিয় রাজত্ব করিতেছিলেন। ব্রহ্মদত্ত ভট্টিয়কে যুদ্ধে পরাজয় করেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বিম্বিসার অঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অঙ্গের রাজধানী চম্পা পুরীতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি রাজগৃহে আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শ্রেণিক বিম্বিসার যে সময় চম্পায় অধিষ্ঠিত, সেই সময় বুদ্ধদেব সঙ্ঘের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করেন।[৩৮] সেই সময় হইতেই বুদ্ধদেবের প্রতি মগধপতির ভক্তিশ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়।

মহাবগ্‌গে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারই কিছুপূর্ব্বে জটিল উরুবিল্ব কাশ্যপ এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার যজ্ঞসভায় অঙ্গ ও মগধের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল।[৩৯] উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, তখনও পূর্ব্বভারতে যাগযজ্ঞের আদর ছিল, বহুদূর হইতে জনসাধারণ যজ্ঞ দেখিতে আসিত।

বৈদিক সময়ে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট আদর ছিল। আত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি ঋষি-রমণীগণ শিক্ষিত আর্য্যমহিলার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! কিন্তু কিছুকাল পরে স্ত্রীগণের পক্ষে বেদপাঠ ও সন্ন্যাসাশ্রম নিষিদ্ধ হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে মহাবীর ও বুদ্ধদেব রমণীগণকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন।[৪০] সাধারণের বিশ্বাস যে, মহাবীর ও বুদ্ধদেব দ্বিজ ও শূদ্রকে সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। তখনও কেহ দ্বিজ ও শূদ্রের মধ্যে বর্ণধর্ম্মের কঠোরতা শিথিল করিতে সমর্থ হন নাই। দুই একজন সাধুর কথা বলিতেছি না, মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েই সাধারণ শূদ্রজাতিকে উচ্চ জ্ঞানমার্গের অনধিকারী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।[৪১]

রাজগৃহপতি বিম্বিসার (শ্রেণিক) মহাবীর ও বুদ্ধ উভয়েরই ধর্ম্মোপদেশ আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। এই কারণেই বোধ হয়, জৈন ও বৌদ্ধগ্রন্থে যথাক্রমে তিনি জৈন ও বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। তৎপুত্র অজাতশত্রু, জৈন গ্রন্থে ইনি কুণিক নামে খ্যাত। অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া চম্পায় আসিয়া রাজধানী করেন।[৪২] এই সময় হইতে কিছুকাল চম্পা নগরী (ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী চম্পাই নগর) ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অজাতশত্রুর সময়ে গণধর সুধর্ম্ম স্বামী জম্বুস্বামীর সহিত চম্পায় আসিয়া জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন।[৪৩] কিন্তু তৎকালে বেশী লোক বুদ্ধমতেরই অনুরক্ত ছিল। কিছুকাল পরে জম্বুস্বামীর শিষ্য বৎসগোত্রসম্ভূত শয্যম্ভব আসিয়া চম্পায় জৈনধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাতে বহু লোক জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত

(৩৬) Sacred Books of the East, Vol. XXII p 194

(৩৭) অম্বট্‌ঠ সুত্ত In the Sacred Book of the Buddhist Vol I and আচারাঙ্গসূত্র in the Sacred Book of the East Vol XXII p, 191.

(৩৮) মহাবগ্‌গ ৯ম স্কন্ধ ১। (৩৯) মহাবগ্‌গ ১।১৯।১-২।

(৪০) বিনয়পিটকের চুল্লবগ্‌গে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদিগের অধিকার ও কার্য্য-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

(৪১) মহাবগ্‌গ হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিতেছেন, 'কোন দাস (শূদ্র) প্রব্রজ্যা লইবে না। যে তাহাকে প্রব্রজ্যা উপদেশ দিবে, সে দুষ্কট পাপে লিপ্ত হইবে।" (মহাবগ্‌গ ১।৪৭)

(৪২) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৬।৩২।

(৪৩) হেমচন্দ্রের পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৪।৯।

হইয়াছিল। এই সময়ে মগধাধিপ অজাতশত্রুর পুত্র উদায়ী গঙ্গাতটে পাটলিপুত্র নগরী স্থাপন করেন।

প্রাচীন জৈনগ্রন্থ মতে, বীর মোক্ষের ৬০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৬৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ১ম নন্দের অভিষেক। ইহারই চারিবর্ষ পরে প্রসিদ্ধ জৈন গণধর জম্বুস্বামী মোক্ষলাভ করেন।[৪৪]

প্রথম নন্দের পর আরও ৭ জন নন্দ রাজত্ব করেন, কল্পকপুত্র শকটালের ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করেন। অবশেষে ৯ম নন্দ সিংহাসন লাভ করেন, ইহারই প্রধান মন্ত্রী শকটাল। এই শকটালের পুত্র স্থূলভদ্র।

স্থূলভদ্রের কিছু পূর্ব্বে জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর অভ্যুদয়। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যে সমস্ত ভারত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার কাশ্যপ-গোত্রীয় চারিজন প্রধান শিষ্য ছিল, তন্মধ্যে প্রথম শিষ্যের নাম গোদাস। এই গোদাস হইতে চারিটী শাখার সৃষ্টি,—এই চারি শাখার নাম তাম্রলিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া ও দাসী কর্ব্বটিয়া।[৪৫] এই শাখা চতুষ্টয়ের নাম হইতে সহজেই মনে হইবে যে, তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) কোটিবর্ষ (বর্ত্তমান দিনাজপুর জেলাস্থ দেওকোট পরগণা), পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলার মধ্যে) এবং কর্ব্বট* (সম্ভবতঃ মানভূম জেলায়) অর্থাৎ দুই হাজার বর্ষেরও পূর্ব্বতন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নানা স্থানে জৈনদিগের প্রতিপত্তি ও শ্রেণিবিভাগ ঘটিয়াছিল।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের অধিকার। চাণক্যের কৌশলে নন্দকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্ব্বমতে—বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক।

এ সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাচার এক প্রকার বিলুপ্ত, সর্ব্বত্রই জৈনাচার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত ভদ্রবাহুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালেই পাটলিপুত্রে জৈনদিগের শ্রীসঙ্ঘ আহূত ও জৈন অঙ্গশাস্ত্রগুলি সংগৃহীত হয়।

চন্দ্রগুপ্ত এক প্রকার ভারত-সম্রাট্ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহার অধীনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতেন। সুতরাং পাটলিপুত্রের জৈন অনুষ্ঠান সহজেই চন্দ্রগুপ্তের অধীন সামন্তগণের চেষ্টায় সমস্ত ভারতে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

জৈন-প্রভাববিস্তারের সহিত সমগ্র ভারত হইতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব অতিশয় খর্ব্ব হইয়া পড়িল। ক্ষত্রিয়-রাজগণের চেষ্টায় এরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল বলিয়া ক্ষত্রিয়গণের উপর ব্রাহ্মণগণের জাতক্রোধ হইল, তাঁহারা পুরাণে রটাইলেন যে আর ক্ষত্রিয় নাই, ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণবিরোধী ও জৈনমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের নিকট তিনি 'বৃষল' বলিয়া লাঞ্ছিত হইলেন। ৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যসমাপ্তি এবং অশোকের অভ্যুদয়। অশোক-প্রিয়দর্শী চন্দ্রগুপ্তের অপত্য বলিয়া "চন্দ্রগুপ্ত" (Sandrakoptas) নামেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের নিকট পরিচিত।

[ভারতবর্ষ শব্দ ৩৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক শূদ্র বলিয়া চিহ্নিত হইলেও প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে তিনি ক্ষত্রিয় এবং বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারী বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্ব্বে তিনি কতকটা ব্রাহ্মণ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভোজনশালায় শত শত পশুবধ হইত। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে প্রথমে তিনি জৈন, শেষে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং চট্টগ্রাম হইতে আফগানস্থানের সীমা পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সুদূর য়ুরোপ ও আফ্রিকায় বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ তিনি উপযুক্ত পরিব্রাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তখনকার শ্রেষ্ঠ যবন-রাজগণ তাঁহার সহিত আত্মীয়তা ও মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। [প্রিয়দর্শী দেখ।]

অশোকের সময়ে তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ নানা প্রদেশে বিভক্ত এবং এক এক জন পরাক্রান্ত সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গের নানাস্থানে অশোকের ধর্ম্মানুশাসন ও ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশোকের সময় বঙ্গভূমে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। আবুলফজল এখানকার পুরাতন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে মনে হইবে যে বঙ্গভূমে ২৪১৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ অধিকার, অতঃপর মুসলমান অধিকার চলিয়াছিল।[৪৬] পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বলি-পুত্র অঙ্গ বঙ্গাদি হইতে এখানে ক্ষত্রিয়াধিকারের সূত্রপাত। তাহা মহাবীর কর্ণের পঞ্চদশ পুরুষ পূর্ব্বে বা পাঁচহাজার বর্ষেরও পূর্ব্বেকার কথা। অর্থাৎ বর্ত্তমান কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই এদেশে ক্ষত্রিয়াধিকার প্রচলিত হইয়াছিল।[৪৭] এখন আবুল-

---

(৪৪) পরিশিষ্ট পর্ব্ব ৬।৬৩।

(৪৫) জৈনকল্পসূত্র দ্রষ্টব্য।

* মূলে "দাসীখর্ব্বটীয়া" আছে। 'কর্ব্বটীয়া পাঠই সাধু। মহাভারতে "কর্ব্বট" নামই আছে। (সভাপর্ব্ব ২৯।২৩)

(৪৬) Col. H S Jarrett's Ain-i-Akbari. Vol I p. 143-146.

(৪৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফলের গণনা মোটামুটি ধরিয়া লইলে বলিতে পারি যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বেই এখানে কায়স্থ অধিকার ঘটিয়াছিল এবং সেই পুরাকালীন কায়স্থরাজগণ তাঁহাদের অধীশ্বর মগধাধিপগণেরই মতানুবর্ত্তী ছিলেন।

অশোকের পর তৎপৌত্র সম্রাট্ দশরথ জৈনধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছিলেন। বরাবরের নাগার্জ্জুনীশৈলে উৎকীর্ণ দশরথের লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি জৈন আজীবকগণের সম্মানার্থ বহুতর দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকপৌত্র দশরথের পর মৌর্য্যবংশীয় পঞ্চ জন নৃপতি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম সঙ্গত, শালিশূর্ক, সোমশর্ম্মা, শতধন্বা ও বৃহদ্রথ। এই পঞ্চ নৃপতির সময়ে মৌর্য্যপ্রভাব অনেকটা খর্ব্ব হইয়াছিল। অশোক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাঁহার পরলোকগমনের সহিত সেই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার বংশধরগণের ছিল বলিয়া মনে হয় না। অশোক দূরদেশে শাসন-সুনির্ব্বাহের জন্য রাজপ্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা সুযোগক্রমে স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন। মৌর্য্যরাজ দশরথ যে রাজশক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে তাহার ক্ষীণালোকও পাই নাই।

অশোক-প্রিয়দর্শী ৩১৫-৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ হইতে ২৭৫-২৭৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য শাসন করেন। [প্রিয়দর্শী দেখ] অবদানাদি বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, অশোকের পর ১০০ বর্ষ মৌর্য্যাধিকার চলিয়াছিল।

উদয়গিরির হাথীগুম্ফার ১৬৪ মৌর্য্যাব্দে উৎকীর্ণ খারবেলের সুবৃহৎ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কলিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল তাঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কে (অর্থাৎ ১৬৩ মৌর্য্যাব্দে) গঙ্গাতীরে গিয়া মগধপতিকে বশে আনিয়াছিলেন। মগধপতি তাঁহার ভয়ে মথুরায় পলায়ন করেন।* পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে বীরমোক্ষের ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক হয়, ঐ অভিষেক-বর্ষ হইতে মৌর্য্যাব্দ আরম্ভ। এরূপ স্থলে ২০৯ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে কলিঙ্গপতি মগধ জয় করেন। তিনি অপর ধর্ম্মে বিদ্বেষী না হইলেও নিজে নিষ্ঠাবান্ জৈন ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গে জৈনাচারই প্রবল হইয়াছিল। বঙ্গাধিপ তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিঙ্গাধিপ শাকপতি হথাশাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়কালে কুসুম্বক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। খারবেল ভিক্ষুরাজ যে মগধপতিকে আক্রমণ করেন, তিনিই সম্ভবতঃ শেষ মৌর্য্যপতি বৃহদ্রথ। ভিক্ষুরাজ কলিঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বৃহদ্রথও পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

বৃহদ্রথের দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয়। বাণভট্টের হর্ষচরিতে লিখিত আছে, সৈন্যবল পরিদর্শন করাইবার ছলনায় দুষ্ট পুষ্পমিত্র নিজ স্বামী মৌর্য্য বৃহদ্রথকে পিষিয়া ফেলিয়াছিলেন।† এইরূপে সেনাপতি পুষ্যমিত্র মৌর্য্যসিংহাসন অধিকার করেন। মৌর্য্যরাজমন্ত্রী কারারুদ্ধ হইলেন। পুষ্যমিত্রের সঙ্গে প্রায় ১৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে শুঙ্গ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল।

ব্রাহ্মণাভ্যুদয়।

পুষ্যমিত্র দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণপুরোহিতের পরামর্শে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ৫ম অঙ্কে পুষ্পমিত্র বিদিশায় প্রিয় পুত্র অগ্নিমিত্রকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার যজ্ঞের কতকটা পরিচয় পাই। যথা—'স্বস্তি, যজ্ঞস্থল হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৈদিশস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে স্নেহে আলিঙ্গন করিয়া সংবাদ দিতেছেন, বিদিত হও, আমি রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া নিবর্ত্তনীয় ও নিরর্গল অশ্ব ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার আদেশে শতরাজপুত্র পরিবৃত হইয়া শ্রীমান্ বসুমিত্র অশ্বের রক্ষকরূপে নিযুক্ত। সেই অশ্ব সিন্ধুর দক্ষিণ কূলে উপস্থিত হইলে অশ্বারোহী যবনসৈন্য ধরিয়া ফেলে। তাহাতে উভয় পক্ষীয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎপরে মহাধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া সেই অশ্বরাজকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে। সগরপৌত্র অংশুমান্ যেমন অশ্ব ফিরিয়া আনিয়া যজ্ঞ সমাধা করেন, আমিও এখন সেইরূপ করিব। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া বধূদিগকে লইয়া যজ্ঞ সেবার্থ আগমন কর।‡

অশ্বমেধসম্পন্ন করিয়া পুষ্যমিত্র ভারতের সম্রাট হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে তিনি পূর্ব্বভারতে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হন। এই পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে গ্রীকনৃপতি মিনিন্দ (Menander) মধ্যমিকা ও সাকেত জয় করিয়া পাটলিপুত্র আক্রমণ করেন। কিন্তু এখান হইতেই তাঁহাকে

* Actes du Sixieme congres Orient. tome iii. pp. 174-7.

† "প্রতিজ্ঞাদুর্ব্বলঞ্চ বলদর্শনব্যপদেশদর্শিতাশেষসৈন্যঃ
সেনানীরনার্য্যো মৌর্য্যং বৃহদ্রথং পিপেষ পুষ্পমিত্রঃ স্বামিনম্।" (হর্ষচরিত)

‡ "স্বস্তি যজ্ঞশরণাৎ সেনাপতিঃ পুষ্পমিত্রো বৈদিশস্থং পুত্রমায়ুষ্মন্তমগ্নিমিত্রং স্নেহাৎ পরিষ্বজ্যানুদর্শয়তি। বিদিতমস্তু। যোঽসৌ রাজযজ্ঞদীক্ষিতেন ময়া রাজপুত্রশতপরিবৃতং বসুমিত্রং গোপ্তারমাদিশ্য বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসর্জ্জিতঃ। স সিন্ধোর্দক্ষিণে রোধসি চরন্নশ্বানীকেন যবনেন প্রার্থিতঃ। তত উভয়োঃ সেনয়োর্মহানাসীৎ সংমর্দ্দঃ।
ততঃ পরান্ পরাজিত্য বসুমিত্রেণ ধন্বিনা।
প্রসহ্য হ্রিয়মাণো মে বাজিরাজো নিবর্ত্তিতঃ॥...
সোঽহমিদানীমংশুমতেব সগরপৌত্রেণ প্রত্যাহৃতাশ্বো যক্ষ্যে। তদিদানীমকালহীনং বিগতরোষচেতসা ভবতা বধূজনেন সহ যজ্ঞসেবনায়াগন্তব্যমিতি।"
(মালবিকাগ্নিমিত্রনাটক)

ফিরিতে হয়। পাটলিপুত্রের পূর্ব্বে যবনেরা অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। অনেকে মনে করেন যে, তৎকালে যবনেরা অশোককীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া যান। আবার বৌদ্ধগ্রন্থ মতে পুষ্যমিত্রই অশোকের কীর্ত্তিলোপের কারণ। যাহা হউক, যবন আক্রমণে মগধ রাজ্য অনেকটা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তৎপরে বৃদ্ধ নৃপতির মৃত্যু হইলে তাঁহার বংশধরকে ফাঁকি দিয়া অপরে রাজ্যগ্রহণের ষড়যন্ত্র করিতেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের ফলে অভিনয় কালে মিত্রদেবের হস্তে অগ্নিমিত্র ছিন্নশিরা হইলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা অগ্নিমিত্রের কনিষ্ঠ সুজ্যেষ্ঠকে রাজা করিলেন। কিন্তু শুঙ্গ সুজ্যেষ্ঠের ভাগ্যেও বেশীদিন রাজ্যভোগ ঘটিল না। মহাবীর বসুমিত্র অল্পদিন পরেই পৈতৃক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যই মহাবীর বসুমিত্র দাক্ষিণাত্য হইতে বেদজ্ঞ বিপ্র আনাইয়া তাঁহাদিগকে রাজগৃহ প্রদান করিয়াছিলেন। বসুমিত্র ও তৎপরবর্ত্তী অন্তক, পুলিন্দক, ঘোষবসু, বজ্রমিত্র, ভাগবত ও দেবভূমি প্রভৃতি শুঙ্গ রাজগণ সকলেই দেববিপ্রভক্ত ছিলেন। এই বংশ ১১২ বর্ষ অর্থাৎ প্রায় ৬৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করেন।

দেবভূমি অতিলম্পট ও ব্যসনাসক্ত ছিলেন, তাঁহাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার ব্রাহ্মণমন্ত্রী বসুদেব সিংহাসন অধিকার করেন। বসুদেব হইতেই কাণ্ব বা কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠা। বসুদেব, ভূমিমিত্র, নারায়ণ ও সুশর্ম্মা কাণ্ব বংশীয় এই ৪ জন নৃপতি ৪৫ বর্ষ মাত্র (প্রায় ২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত) পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগকে শাকদ্বীপী বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের সময়ে কেবল পূর্ব্বভারত বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষে সৌরমত ও প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং পৌরাণিকগণেরও অভিনব অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

শুঙ্গ ও কাণ্বদিগের আধিপত্য কালেই উত্তর পশ্চিম ভারতে শকজাতির অভ্যুদয়। [ভারতবর্ষ শব্দে শক বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বসুমিত্রসম্মানিত রাজ্যগৃহস্থিত বৈদিকবিপ্রগণ বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারিত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি ও পরাশর এই ১৪টী গোত্রে বিভক্ত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই সকল দাক্ষিণাত্য বিপ্রসন্তান বঙ্গের নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও জৈন-বৌদ্ধপ্রভাবময় বঙ্গের জলবায়ুগুণে কিছুকাল পরে অনেকটা বৈদিকাচারভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে বঙ্গের স্থানে স্থানে বন্য প্রদেশে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতির আধিপত্য হইতে দেখা যায়।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণের হস্তে কাণ্ববংশ রাজ্য হারাইয়া উত্তর পশ্চিমভারতে শকক্ষত্রপগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আন্ধ্রগণ পাটলিপুত্র অধিকার করিলেও এখানকার রাজধানী তাঁহাদের বাসপোযোগী হয় নাই। তাঁহারা এখানে প্রতিনিধি রাখিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করেন। যাহা হউক, তৎকালে পূর্ব্বভারতে দ্রাবিড়ীয় আচার কতকটা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিনিধিগণের স্বার্থ সাধনচেষ্টায় রাজ্য মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইল; তাহারই ফলে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া এক এক স্বাধীন নরপতির শাসনাধীন হইয়া পড়িল। এ সময়ে পশ্চিম প্রদেশে শকাধিপত্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শাকদ্বীপী কাণ্বব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মোপদেশে শাকরাজগণ ভারতীয় দেববিপ্রপূজক ও প্রজারঞ্জক হইয়া পড়িলেন। প্রজাগণও তাঁহাদের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং পূর্ব্বদিকে আধিপত্য বিস্তারের সময় তাঁহাদিগকে বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। শকদিগের শুভদিন আসিয়া পড়িল।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে শকাধিপ কনিষ্ঠ ভারত সম্রাট্ হইলেন। সারনাথের ভূগর্ভ হইতে সম্প্রতি মহারাজ কনিষ্কের যে স্তম্ভলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিলে মনে হইবে, যে পূর্ব্বভারতও কনিষ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তিনি অনেকটা উদারনৈতিক হইলেও তাঁহার শিলালিপিসমূহ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগ ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার যত্নে বারাণসীর ন্যায় অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গেও মহাযান বৌদ্ধমত প্রচারিত হইয়াছিল।

মহারাজ কনিষ্কের পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশাবরে) রাজধানী ছিল। তিনি এই সুদূর পশ্চিম সীমান্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও কাসঘর, য়ারকন্দ, খোতন প্রভৃতি মধ্য এসিয়াস্থ সুদূর উত্তর প্রদেশ হইতে দক্ষিণে বিন্ধ্যাদ্রি এবং পূর্ব্বে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 'ধর্ম্মপিটকসম্প্রদায়-নিদান'নামক বৌদ্ধগ্রন্থমতে মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রে আসিয়া এখানকার রাজাকে জয় করিয়া বৌদ্ধস্থবির অশ্বঘোষকে লইয়া যান। সম্প্রতি সারনাথ হইতে তথাকার সমতল ভূমির ১০হাত মৃত্তিকা নিম্নে সম্রাট্ কনিষ্কের শিলালিপি ও কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ শিলালিপি হইতে জানা যায়, তৎকালে বারাণসী-প্রদেশ মহারাজ কনিষ্কের অধীন খরপল্লান নামক এক (শক) ক্ষত্রপের শাসনাধীন ছিল। পাটলিপুত্রের প্রাচীন ভূগর্ভ রীতিমত খনিত ও উদ্ঘাটিত হইলে সারনাথের ন্যায় সুপ্রাচীন কনিষ্ককীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা জানিতে পারিব, পূর্ব্বভারতে তাঁহার অধীনে কোন্ ক্ষত্রপ (Satrap) আধিপত্য করিতেছিলেন।

কনিষ্কের প্রভাবেই শক, যবন, পারদ ও ভারতীয় ভাস্কর-শিল্পের সমীকরণ হয়। সম্রাট্ অশোকের সময় কেবল ভারত বলিয়া নহে, সুদূর মধ্যএসিয়া ও য়ুরোপখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও বুদ্ধদেবের কোন প্রকার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অশোকের সময় বুদ্ধপ্রতিমা-পূজার আবশ্যকতাও কেহ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, শাকদ্বীপায়গণই ভারতে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া প্রচার করেন। এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া মহাযান মত প্রচারের সহিত শাকপতি বুদ্ধের লীলাবিষয়িণী নানা প্রতিমা গড়াইয়া ভারতের নানা পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সেই সকল অপূর্ব্ব ভাস্করশিল্পের নিদর্শন ভারতের নানা স্থান হইতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সকলের শিল্পনৈপুণ্যদর্শনে ভারতীয় শিল্পিগণ সভ্যজগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

কনিষ্ক যে মহাযান মত প্রচার করিয়া যান, কালে তাহা সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ এই তান্ত্রিক বৌদ্ধসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল, সে কথা পরে লিখিব।

মহারাজ কনিষ্কের পর তৎপুত্র হুবিষ্ক বা হুষ্ক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। পেশাবর হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। নানাস্থান হইতে তাঁহার যে সকল শিলালিপি ও মুদ্রালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় যে, তিনি তাঁহার পিতৃদেব অপেক্ষা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারও সময়ে পূর্ব্বভারত শাসন কবিবার জন্য পাটলিপুত্রে তাঁহার অধীনে একজন ক্ষত্রপ অধিষ্ঠিত ছিলেন।

হুবিষ্কের পুত্র শকাধিপ বসুদেব বা বাসুদেব। তিনি ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যভোগ করেন। তাঁহার মুদ্রায় শিব, ত্রিশূল ও নন্দিমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় তাঁহাকে শৈব নরপতি বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। কনিষ্ক যে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়া যান, বসুদেবের সময় তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত হইল। সম্ভবতঃ তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তাঁহার অধীন দূরদেশবাসী ক্ষত্রপগণ বিরক্ত হইয়া সকলে স্বাধীন হইতে থাকেন। তন্মধ্যে উজ্জয়িনীপতি রুদ্রদাম প্রধান। তিনি অল্পকাল মধ্যেই অবন্তী, অনূপ, নীবৃদ্, আনর্ত্ত, সুরাষ্ট্র, শ্বভ্র, ভরুকচ্ছ, সিন্ধু, সৌবীর, কুকুর, অপরান্ত, নিষাদ প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন। পাটলিপুত্রের ক্ষত্রপও তদনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই রাজদ্রোহিতার সময়ে পাটলিপুত্রের নিকট লিচ্ছবিগণ প্রবল হইয়া উঠে। অঙ্গ-বঙ্গের সামন্তরাজগণও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পারসিক সাসনবংশ মস্তকোত্তলন করিতে থাকেন। বলিতে কি, বসুদেবের মৃত্যুর সহিত উত্তরভারতীয় শাকসাম্রাজ্য ধ্বংস হইল এবং আভীর, গর্দ্দভিল্ল, লিচ্ছবি, নাগ, হৈহয় প্রভৃতি জাতি নানাস্থান অধিকার করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সৃষ্টি করিল, ক্ষত্রপনাম উত্তরভারত হইতে বিলুপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের শেষভাগে লিচ্ছবিগণ পাটলিপুত্র অধিকার করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের ইতিহাস লিখিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। পূর্ব্বভারতের নানা স্থানে কর্তৃত্বস্থাপনে প্রয়াসী সামন্তগণের দ্বারা অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার ফলে অনেক রাজকুমার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর কম্বোজ (বর্ত্তমান কম্বোডিয়া), অঙ্গদ্বীপ (অন্নম্) ও যবদ্বীপে গমন করেন এবং নবজিত কম্বোজ প্রভৃতি স্থানে শৈব ও ব্রাহ্মকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন; বহুশত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, এখনও সেই সকল হিন্দুকীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে মধ্যভারতে ত্রৈকূটক বা হৈহয়বংশ প্রবল হইয়া উঠে। এই বংশীয় ঈশ্বরদত্ত ২৪৯ খৃষ্টাব্দে উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদিগকে পরাজয় করিয়া চেদি বা কলচুরি সংবৎ প্রবর্ত্তন করেন। তাহার অভ্যুদয়ে হৈহয়গণ অঙ্গবঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দের শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচ নামে দুইজন সামন্ত-মহারাজ মগধে প্রবল হইয়া উঠেন। ঘটোৎকচের পুত্র ১ম চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া পাটলিপুত্রের সিংহাসন লাভ করেন। অল্পদিন মধ্যে তিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পুষ্করাধিপ চন্দ্রবর্ম্মা বঙ্গদেশ জয় করেন। বাঁকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে চন্দ্রবর্ম্মার শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই অশ্বমেধ উপলক্ষে তিনি মহাবীর চন্দ্রবর্ম্মা, রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, গণপতিনাগ, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এছাড়া অচ্যুত ও নাগসেনের ধ্বংসসাধন, এবং কোশলাধিপ মহেন্দ্র, মহাকান্তারপতি ব্যাঘ্ররাজ, কেরলপতি মণ্টরাজ, পিষ্টপুরাধিপ মহেন্দ্র, কোট্টারপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লির দমন, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপ, অবিমুক্তের নীলরাজ, বেঙ্গির হস্তিবর্ম্মা, পলক্কের উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রপতি কুবের, কুস্থলপুরাধিপ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের নরপতিগণকে পরাজয় ও পরে মুক্তিদান করিয়া তিনি ভারতের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর হইয়াছিল। দৈবপুত্র, শাহী, শাহানুশাহী, শক, মুরুণ্ড, এবং সিংহল ও অপর দ্বীপবাসিগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিমে আফগানস্তান হইতে পূর্ব্বে কামরূপ চট্টগ্রাম, উত্তরে নেপাল হইতে দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত তাহার

অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন ভূভাগ শাসন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অর্দ্ধস্বাধীন সামন্তরূপে পাটলিপুত্রাধিষ্ঠিত গুপ্তসম্রাট্গণের পরামর্শে অনেক সময় বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের যত্নে বঙ্গদেশে নানা বৈদিক মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের নানাস্থানে গুপ্তরাজগণ প্রবল ছিলেন এবং তাঁহাদের অধীনে কায়স্থসামন্তগণ বঙ্গশাসন করিতেছিলেন। কর্ণসুবর্ণে প্রধানতঃ গুপ্তরাজগণের রাজধানী ছিল। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই বঙ্গদেশে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। মধ্যে শুঙ্গ ও কান্বংশের যত্নে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেও তাহা সাধারণের রুচিসঙ্গত হয় নাই। মহারাজ কনিষ্কের সময় ক্রিয়াকাণ্ডবহুল ও বহু দেবদেবীপূজামূলক মহাযান মত প্রচারিত হয়, তাহাই জন সাধারণের মনোমত হইয়াছিল। সুতরাং গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মপ্রচারে যত্ন ও আগ্রহ থাকিলেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের সমান প্রভাব ছিল। ব্রাহ্মণভক্ত গুপ্তরাজগণ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সাধারণের মতিগতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি বৌদ্ধশ্রমণ বা শ্রাবকের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতে সাহসী হন নাই। মহাযান মতের রূপান্তর তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-জন-সাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হওয়ায় গুপ্ত নৃপালগণ নিষ্ঠাবান্ শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় উৎসাহ দান করিতেন। এমন কি, কোন কোন গুপ্তরাজ গোঁড়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সকল গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বলিতে কি, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে গুপ্তরাজগণের আধিপত্য কালেই গৌড়বঙ্গে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহাদের উৎসাহেই গৌড়ীয় তান্ত্রিকগণের নিকট হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বৈদিকতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছিল। এখানকার তান্ত্রিক প্রভাব কেবল গৌড় ও বঙ্গ বলিয়া নহে, সুদূর উত্তরে কাশ্মীর ও চীনদেশে, পূর্ব্বে চীনসমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী আনাম ও কম্বোজ রাজ্যে এবং দক্ষিণে যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও সিংহলে পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কম্বোজ ও যবদ্বীপ হইতে নির্জ্জন বন মধ্যে যে সকল প্রাচীন তান্ত্রিক দেবদেবীমূর্ত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সকল শিল্প মধ্যে গৌড়-বঙ্গের বৈষ্ণব, শৈব অথবা শাক্ত মূর্ত্তির অভাব নাই। উক্ত দেবদেবীর উপাসকগণের মূর্ত্তিতে গৌড়ীয় বা বঙ্গীয় আদর্শ রহিয়াছে। বর্ত্তমান বীরজাতির আদর্শস্থান জাপানেও সেই সুদূর অতীত কালে গৌড়-বঙ্গের তান্ত্রিক প্রভাবের সূচনা দেখা গিয়াছিল। মহাবীর জাপগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গীয় তান্ত্রিকতায় দীক্ষিত হইয়া এবং বঙ্গীয় তান্ত্রিক আচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া অভিনব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ৫২৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বোধিধর্ম্ম তমলুক হইয়া সমুদ্র পথে কাণ্টনে যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি চীনসম্রাটের সভায় আহুত হইয়াছিলেন। সেই বোধিধর্ম্মের "কাষায়" ও ভিক্ষাপাত্র জাপানের ইকরুগ-মঠে বহুকাল রক্ষিত ছিল। তিনি এ দেশ হইতে "প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র" ও "উষ্ণীষবিজয়ধারণী" নামক যে তন্ত্রগ্রন্থ লইয়া গিয়াছিলেন, বঙ্গাক্ষরে লিখিত সেই গ্রন্থদ্বয় জাপানের প্রসিদ্ধ 'হোরিউজি' মঠ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।* আজও জাপানের সিঙ্গোন বা তান্ত্রিকগণ যে সকল স্তবকবচাদি লিখিয়া পাঠ বা ধারণ করেন, সে সমুদায় পূর্ব্বোক্ত বঙ্গাক্ষরের আদর্শে লিখিত।

গুপ্তসম্রাট্গণ সকলেই দেবব্রাহ্মণভক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা বিশেষ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রায় ৪০৭ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ গুপ্তরাজধানী পাটলিপুত্রে আগমন করেন। তিনি এখানে অশোকের অম্বরচুম্বি প্রভৃত স্থাপত্যের আকর বিশাল রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম ও মঠ দেখিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্ঘারামে প্রায় ছয় সাত শত আচার্য্য অবস্থিতি করিতেন। তথনও জগতের সকল স্থান হইতে বৌদ্ধতত্ত্বানুরাগী প্রধান আচার্য্যগণ এখানে আসিয়া সমবেত হইতেন। শ্রমণ ও পণ্ডিতগণ সকলেই এখানে ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য আগমন করিতেন। এখানে ফা-হিয়ান্ বুদ্ধদেবের রথযাত্রা মহোৎসব উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে তিন বর্ষকাল থাকিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশ নকল করিয়া লয়েন। পাটলিপুত্র হইতে চম্পায় আসিয়াও তিনি বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তাম্রলিপ্ত নগরে আসিয়াও তিনি ২৪টী সঙ্ঘারাম ও বহুতর বৌদ্ধাচার্য্য সন্দর্শন করেন। এখানেও চীনপরিব্রাজক দুই বর্ষকাল থাকিয়া বহুতর বৌদ্ধসূত্র নকল করেন ও বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি আঁকিয়া লয়েন। তিনি হিন্দুদিগকে ঘৃণার

* Anecdota Oxoniensis, Aryan series, part iii.

চক্ষে দেখিতেন, সেজন্য ঐ সকল স্থানের হিন্দুকীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী) ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ মধ্য হইতে সময়ে সময়ে এখানকার গুপ্তরাজগণের সময়ে প্রচলিত বহু স্বর্ণমুদ্রা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে রবিগুপ্ত, জয়মহারাজ, নরগুপ্ত, প্রকটাদিত্য, ক্রমাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি নাম পাওয়া গিয়াছে। এই সকল গুপ্তরাজগণ কে কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন, তাহা জানিবার উপকরণ এখনও বাহির হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে নরগুপ্ত বা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের নাম ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি এক জন ঘোরতর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বোধগয়ার বোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করিবার আয়োজন করেন এবং গ্রহশান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্মাদি সম্পাদনের জন্য বহু শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়ে বাস করাইয়াছিলেন।† প্রায় ৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনোজপতি রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করেন, তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন সসৈন্যে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস ও তাঁহাকে বিনাশ করেন। শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্য এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল। এমন কি, তৎকালে এ দেশে বেদবিৎ কর্ম্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্ম্মপালকে ৬৪১ খৃষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।

হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইলে গৌড়রাজ্য তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল। এ সময়ে গৌড়বঙ্গ হিরণ্যপর্ব্বত (মুঙ্গের), চম্পা (ভাগলপুর জেলা), কজুঘির, পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মালদহ ও বগুড়া জেলা), সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), তাম্রলিপ্ত (তমলুক মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার অধিকাংশ), এবং কর্ণসুবর্ণ (বর্ত্তমান রাঢ়ভূভাগ) এই কয়টী ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত এবং বিভিন্ন সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং ঐ সকল জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্ঘারাম, মঠ ও দেবমন্দির দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি কর্ণসুবর্ণবাসী জন সাধারণের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জনতা ও নানা ফলফুলশালিতা, সমতটে বহু পণ্ডিতের সমাবেশ এবং তাম্রলিপ্তে বাণিজ্যসমারোহ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সহিত বর্দ্ধন-সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইলে মগধে গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেন প্রবল হইয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি ও পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্য গ্রহণ করেন! তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকে সৌর ছিলেন এবং তাঁহাদের যত্নে পূর্ব্ব ভারতে অনেকেই সৌর মতাবলম্বী হইয়াছিল। ইহারই কিছু কাল পরে ভগদত্তবংশীয় ভাস্করবর্ম্মার বংশধর কামরূপপতি হর্ষদেব গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিয়া এক জন পরাক্রান্ত অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি নেপালের প্রতাপশালী লিচ্ছবি ও মগধের গুপ্তরাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

কামরূপপতি হর্ষের ভাগ্যে বহু দিন রাজ্যভোগ ঘটে নাই। ইহারই অত্যল্প কালে পরে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য গৌড় আক্রমণ করেন। এ সময়ে পরাজিত গৌড়পতি ললিতাদিত্যের প্রসাদলাভাশায় কাশ্মীরে গমন করেন। কাশ্মীরপতি গৌড়পতিকে বলেন যে, পরিহাস-কেশবের অনুগ্রহে তাঁহার প্রাণ রাখিয়াছেন মাত্র। অথচ তিনি ত্রিগ্রামী নামক স্থানে এক নরহন্তা দ্বারা তাঁহার বধ সাধন করিলেন। তৎকালে গৌড়রাজ্যের প্রজাসাধারণ অতিশয় রাজভক্ত ও বীরপুরুষাগণ্য ছিল। কএক জন রাজভক্ত বীর কাশ্মীর রাজ্যে এই দুষ্কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার আশায় সরস্বতীদর্শনমানসে উপস্থিত হইয়া পরিহাসকেশবের মন্দিরাভিমুখে এক দিন সহসা অগ্রসর হইল। ললিতাদিত্য তখন সেখানে ছিলেন না। গৌড়বীরেরা মন্দির আক্রমণ করিবে জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বেই মন্দিরের কবাট বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ীয়গণ রামস্বামীর মন্দিরকেই শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ভাবিয়া মন্দির ধ্বংস করিল ও দেবমূর্ত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যেই সাগরতরঙ্গের মত কাশ্মীর সৈন্য আসিয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় গৌড়ীয়দিগের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল।

রাজভক্ত গৌড়বাসী একে একে সকলেই প্রাণদান করিল। ধন্য বাঙ্গালীর রাজভক্তি! ধন্য সাহস! কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কল্হণ সেই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন—

"তদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূদুজ্জ্বলীকৃতা।
স্বামিভক্তিরসামান্যা ধন্যা চেয়ং বসুন্ধরা ॥৩৩১
অদ্যাপি দৃশ্যতে শূন্যং রামস্বামিপুরাস্পদম্।
ব্রহ্মাণ্ডং গৌড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ ॥" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৩৩৫)

অর্থাৎ তাহাদের রুধিরধারায় অসামান্য স্বামিভক্তি আরও উজ্জ্বলীকৃত হইয়া বসুন্ধরা ধন্যা হইয়াছিল। অদ্যাপি রামস্বামীর গৌরবাস্পদ মন্দির শূন্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ভূমণ্ডলে গৌড়বীরগণের যশোরাশি ঘোষণা করিতেছে!

কাশ্মীরপতির গৌড় আক্রমণ ও গৌড়পতির কাশ্মীর গমন হেতু গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য।

সামন্তরাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ খড়্গবংশ ও রাঢ়ে দেবদ্বিজভক্ত শূরবংশ প্রধান। খড়্গবংশের যিনি প্রথম স্বাধীন হইলেন, তাঁহার নাম খড়্গোদ্যম,* এবং শূরবংশে যিনি প্রথম মস্তকোত্তলন করেন, তাঁহার নাম কবিশূর।† উক্ত উভয় নৃপতির শাসন বহু বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। খড়্গোদ্যম সমতটে (বর্ত্তমান ঢাকা জেলায়) এবং কবিশূর উত্তররাঢ়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ এবং জাতখড়্গের পুত্র দেবখড়্গ। দেবখড়্গের তাম্রশাসন হইতে মনে হয়, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল এবং বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল।

শূরবংশের অভ্যুদয়।

দেবখড়্গের সময়েই উত্তররাঢ়ে বা কর্ণসুবর্ণে আদিশূরের অভ্যুদয়। আদিশূরের প্রকৃত নাম জয়ন্ত, তিনি পূর্ব্বোক্ত কবিশূরের পৌত্র ও মাধবশূরের পুত্র। তিনি অত্যল্প কাল মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন ও ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে যথারীতি অভিষিক্ত হইলেন।

তাঁহার রাজধানীর গৌরবসমৃদ্ধি কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কলহণ উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আদিশূরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে কান্যকুব্জপতি (বৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তক) যশোবর্ম্মদেব গৌড় আক্রমণ করেন। এখানকার গৌড়পতি তাঁহার হস্তে নিহত হন। মহাকবি বাক্‌পতির গৌড়বধ কাব্যে কমলায়ুধ যশোবর্ম্মদেবের বিজয়কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

[যশোবর্ম্মদেব দেখ।]

ব্রাহ্মণভক্ত মহারাজ জয়ন্তশূর গৌড়ে অভিষিক্ত হইবার পরেই বৈদিকমার্গ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন। তখন কান্যকুব্জেই মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের আশ্রয়ে প্রধান সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেন, এ কারণ আদিশূর তাঁহার নিকটই ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। গৌড়দেশ বৌদ্ধবিপ্লাবিত ছিল বলিয়া প্রথমতঃ কনোজপতি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে সম্মত হন নাই। অবশেষে আদিশূর কৌশল করিয়া কএক জন বীর সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণকে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইতে পাঠাইলেন।‡ গোব্রাহ্মণ-বধের আশঙ্কা করিয়া কনোজপতি কএক জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণগণের যত্নে গৌড়ে বৈদিকাচার অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে থাকে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সমৃদ্ধি কালেই কাশ্মীরপতি কায়স্থবীর ললিতাদিত্যের পৌত্র মহারাজ জয়াদিত্য নানাস্থান জয় করিয়া ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে উপস্থিত হন। রাজধানীর সমৃদ্ধিদর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। সে সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটে সিংহের উৎপাত ছিল। একদিন রাত্রিকালে ছদ্মবেশী জয়াদিত্য একটা সিংহবধ করেন, এই সময়েই তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। পরদিন প্রাতে স্থানীয় অধিবাসী মৃত সিংহ ও কেয়ূর দর্শন করিয়া তাহা গৌড়পতির নিকট উপস্থিত করিল। কেয়ূর পাইয়া গৌড়পতি জানিলেন যে কাশ্মীরপতি মহাবীর জয়াদিত্য ছদ্মবেশে তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত! অবিলম্বে চর পাঠাইয়া কাশ্মীরপতিকে বাহির করিয়া ফেলিলেন! জয়ন্তশূরের এক পরমসুন্দরী কন্যা ছিল, তাঁহার নাম কল্যাণদেবী। গৌড়পতি পরম সমাদরে জয়াদিত্যকে নিজ প্রাসাদে আনাইয়া মহাসমারোহে তাঁহার করে কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এইরূপে কাশ্মীরের কায়স্থরাজবংশের সহিত গৌড়ের কায়স্থরাজ জয়ন্তশূর বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন।

মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয়কালে তাঁহার অধিকার মধ্যে নানাবিধ নিরগ্নিক এবং জৈন অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তন্মধ্যে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই প্রধান ছিলেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে বহু সংখ্যক সারস্বত ব্রাহ্মণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন, তাঁহারা বর্দ্ধমান জেলায় সপ্তশত ঘর একত্র বাস করিতেন; যে স্থানে এই সপ্ত শত ঘর বাস করিতেন সেই স্থান "সপ্তশতিকা" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং এই স্থাননাম হইতে এই শ্রেণির ব্রাহ্মণেরাও পরবর্ত্তী কালে "সপ্তশতী" নামে প্রখ্যাত হইলেন। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা মতে তাঁহারা 'দ্বিজবেদযজ্ঞরহিত' অর্থাৎ শূদ্রাচারী হইলেও সকলে কুলাচারী, আভিচারিক ক্রিয়ায় চতুর, শান্তিকার্য্যে পটু ও গুণবান্ ছিলেন। আদিশূরের অনুগ্রহে নবাগত সাগ্নিকব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পুনঃসংস্কৃত হইয়া হিন্দুরাজসভায় দ্বিজোত্তম বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। নিরগ্নিক বৌদ্ধাচারী সপ্তশতী বিপ্রগণ বৈদিকাচারপ্রবর্ত্তক আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইবার কারণ কি?

প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাবে গৌড়বঙ্গ হইতে এক কালে বৈদিকাচার বিলুপ্ত হয়, এবং প্রজাসাধারণ শূদ্রাচারী অথবা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এইরূপ রাঢ়দেশবাসী প্রজাসাধারণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ

* আসরফপুর হইতে আবিষ্কৃত দেবখড়্গের তাম্রশাসন।

† বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম।

‡ কোন কোন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে ৬৫৪ শকে বা ৭৩২ খৃষ্টাব্দে কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণাগমনকাল লিখিত হইয়াছে। আদিশূরের অভিষেকাব্দকেই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণাগমন কাল বলিয়া কুলগ্রন্থকারগণ ধরিয়া থাকিবেন। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ ১ মাংশ দ্রষ্টব্য]

গণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিল। তৎকালে গৌড়দেশের প্রতি গণ্ডগ্রামে বৌদ্ধ মঠ বা বিহার ছিল, অধিকাংশ স্থলে সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাই ঐ সকল মঠ বা বিহারের আচার্য্য ছিলেন। গ্রামবাসী জনসাধারণ তাঁহাদের উপদেশেই কার্য্য করিতেন। এই সকল আচার্য্যের বিনা অনুমতিতে তাহারা কোন কার্য্য করিতেই সমর্থ ছিল না। তাহাদের উপর সপ্তশতী বৌদ্ধাচার্য্যেরা অচল অটল প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে অধিকাংশই বৌদ্ধতান্ত্রিকতার আচ্ছন্ন ও বিষয় সুখে কতকটা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তবে আভিচারিক ও শান্তিকার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চ নীচ সকলেই ভয় ভক্তি করিত। আদিশূরের অভ্যুদয়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা চিরদিন সমান থাকিবে না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেও বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট হেয় হইতেছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত যদি বৌদ্ধাধিকার লোপ হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজে আর তাঁহাদের স্থান হইবে না; আজ তাহারা যেরূপ জন সাধারণের উপর কর্ত্তৃত্ব চালাইতেছেন, এই অসাধারণ প্রতিপত্তি জলবুদ্বুদবৎ বিলীন হইবে। বিচক্ষণ রাজা আদিশূরও নবলব্ধ রাজ্যের সামাজিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশের প্রতি দেশের সাধারণ লোকের অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি বর্ত্তমান। রাজশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সমাজশক্তি আয়ত্ত করা আবশ্যক। সপ্তশতী বিপ্রগণ তৎকালে একরূপ সমাজশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই প্রথমেই মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকে বহু শাসন গ্রাম দান দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সংবর্দ্ধনার সময়েই সপ্তশতীয় গাঞিমালার উৎপত্তি হইয়াছিল। সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও পরিণাম চিন্তা করিয়াই আদিশূরের আহ্বানে রাঢ়ের বীরপুত্রগণকে লইয়া গৌড়াধিপের ছত্রতলে উপনীত হইয়াছিলেন।† সেই জাতীয় অভ্যুত্থান কালে, সেই অসাধ্য সংসাধনে কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড়াধিপ আদিশূরের মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। কহ্লণও লিখিয়াছেন, মহারাজ জয়াদিত্য গৌড়ের পাঁচ জন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া শ্বশুর আদিশূরকে তাঁহাদের অধীশ্বর করিয়াছিলেন। ঐ পাঁচ জন রাজার নাম জানা যায় না, ঐ পাঁচ জন সম্ভবতঃ হিরণ্যপর্ব্বত, চম্পা, কজঙ্ঘির, তাম্রলিপ্ত ও সমতট এই পঞ্চ প্রদেশের রাজা হইবেন।

† এই সপ্তশতিকা জনপদ এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত "সাতশইকা" পরগণা। [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ম ভাগ ১মাংশ দ্রষ্টব্য।].

কায়স্থবীর জয়াদিত্য কল্যাণদেবীকে লইয়া সসৈন্যে মিলিত হইয়া কাশ্মীর-যাত্রাকালে পথে কনোজের সিংহাসন জয় করিয়া লইয়া যান। এ সময়ে মহারাজ যশোবর্ম্মদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে, তৎপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ জৈনধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। বৈদিক বিপ্রগণ রাজপুত্রের ধর্ম্মান্তর গ্রহণদর্শনে ব্যথিত হইয়া অনেকে শাসন ও সম্মান লাভের আশায় গৌড়রাজাশ্রয়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ সময়েও কনোজ হইতে বহু বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রের আগমন ঘটিয়াছিল এবং মহারাজ আদিশূর সপ্তশতী ব্রাহ্মণের সহিত কনোজীয় বিপ্রের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সপ্তশতীদিগকে শূদ্রাপবাদ হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন।

তৎকালে অযোধ্যা, কান্যকুব্জ প্রভৃতি স্থান হইতেও কায়স্থগণ আদিশূরের সভায় আগমন করেন। তাঁহাদের আগমনের অত্যল্প কাল পরেই আদিশূর জয়ন্তের ইহলীলা শেষ হয়। এ সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সভায় গোলমাল দেখিয়া কতিপয় ব্রাহ্মণকায়স্থ উত্তররাঢ়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে রাঢ়ের সুপ্রাচীন রাজধানী কর্ণসুবর্ণ পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাবৃত হইয়াছে;—তৎকালে কর্ণসুবর্ণের নিকট সিংহেশ্বর নামক স্থানে আদিশূরের আত্মীয় আদিত্যশূর রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থগণ তাঁহার আশ্রয়ে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উত্তররাঢ়বাসী হইলেন এবং উত্তররাঢ়ে বাস হেতু সেই কায়স্থগণের বংশধরগণ উত্তররাঢ়ীয় বলিয়া খ্যাত হইলেন।

যত দিন আদিশূর জীবিত ছিলেন, ততদিন কনোজাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ গৌড়মণ্ডলে বৈদিকধর্ম্মপ্রচারে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনাবসান কালে পশ্চিমোত্তর গৌড়ে ও মগধে বৌদ্ধ জন সাধারণ একত্র হইয়া বপ্যটের পুত্র গোপালকে অভিষিক্ত করিল এবং তাঁহা দ্বারা পুনবায় বৌদ্ধপ্রাধান্যস্থাপনের আয়োজন চলিতে লাগিল,* কিন্তু মগধপতি গোপাল বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ আদিশূরের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

দীর্ঘকাল পঞ্চগৌড় শাসন করিয়া মহারাজ আদিশূর ইহলোক পরিত্যাগ করিলে তৎপুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি পিতার মত সাহসী, রাজনীতিকুশল ও শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহারই সময়ে মগধপতি

* খালিমপুর হইতে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের শিলালিপি। মুঙ্গের হইতে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটপতি শ্রীবল্লভের কন্যা রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহারই গর্ভে তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্র দেবপালের জন্ম।

গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল প্রায় ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন লাভ করিয়া যথেষ্ট বলসঞ্চয় করিতেছিলেন। তাঁহার একান্ত প্রতাপ ও আধিপত্য অল্পদিন মধ্যেই সমস্ত উত্তর গৌড়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎকালে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনে গোবিন্দ শ্রীবল্লভ এবং উত্তরভারতে যশোবর্ম্মপুত্র চক্রায়ুধ আমরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ দুই পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত ধর্ম্মপাল আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। †

এইরূপে বলদৃপ্ত হইয়া বৌদ্ধভূপতি ধর্ম্মপাল মহারাজ ভূশূরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ভূশূর বৌদ্ধ অভিযান কিছুতেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি ধর্ম্মপালের নিকট পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া রাঢ়দেশ আশ্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। রাঢ়বাসী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে আদিশূর গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের বংশধরগণ ভূশূরকে আশ্রয়দান করিলেন। ধর্ম্মপাল ও তৎপরবর্ত্তী পালরাজগণ এক প্রকার পূর্ব্বভারতের অধীশ্বর হইলেও রাঢ়দেশ অধিকারে সমর্থ হন নাই। তিনি রাঢ়দেশ অধিকারের জন্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার তাম্রশাসন হইতেই জানা যায় যে, তিনি রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির মধ্যে তাঁহাদিগকে বহু সমৃদ্ধ গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপালের সকল কৌশল ব্যর্থ হইয়াছিল। রাঢ়ের ক্ষমতাশালী সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণই আপনাদের সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে শূররাজবংশকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে ভূশূর ও তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বৌদ্ধ নৃপতি ধর্ম্মপালের শাসনাধীন হইলে, দেশের মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধসংঘর্ষে একটা আন্তর্জাতিক বিপ্লব উপস্থিত হইল। এই বিপ্লবের সময় উক্ত সাগ্নিক বিপ্রগণের সন্তানগণ মধ্যে কেহ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রভূমে স্ব স্ব ব্রাহ্মণশাসনে রহিলেন, কেহ বা তাঁহাদের আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক শূর-নরপতির সহিত রাঢ়দেশবাসী হইলেন। কেহ দাক্ষিণাত্য, কেহ বা পাশ্চাত্য সমাজে মিশিলেন। যে কয়জন সাগ্নিক বিপ্রসন্তান ভূশূরের সহিত রাঢ়দেশবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্র ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্র দক্ষ, বাৎস্যগোত্র ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্র শ্রীহর্ষ ও সাবর্ণগোত্র বেদগর্ভ, এই পঞ্চ মহাত্মার নাম রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৃহীত হইয়াছে। এই পঞ্চ বিপ্র ব্যতীত আরও অনেকে রাঢ়বাসী হইয়াছিলেন, কাঞ্জিবিল্লীয় নারায়ণের "ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ" ও ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি হইতেই তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। * তাঁহাদের সদাচার, বিদ্যা, ব্রহ্মণ্য ও কর্ম্মনিষ্ঠায় রাঢ়দেশে আবার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্রমে এই নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ রাঢ়বাসী জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সময় হইতেই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সমাজগত পার্থক্য দৃঢ় হইয়া উঠিতেছিল।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, গৌড়পতি আদিশূর জয়ন্তের সময়ে তাঁহার প্রতিনিধিরূপেই হউক অথবা মহাসামন্তরূপেই হউক, আদিত্যশূর নামে তাঁহার এক আত্মীয় উত্তররাঢ়ের সিংহেশ্বরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারও সভায় ব্রাহ্মণকায়স্থের আগমন হইয়াছিল।† আদিশূরের পুত্র ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া জ্ঞাতিবিরোধের আশঙ্কায় উত্তররাঢ়ে না থাকিয়া দক্ষিণরাঢ়ে আসিয়া বাস করেন। আদিশূরবংশ ৭ পুরুষ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থে সপ্তজনের নাম এইরূপ পাওয়া যায়—

"আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবনীশূরঃ।
ধরণীশূরকশ্চাপি ধরাশূরো রণশূরঃ॥
এতে সপ্ত শূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতাঃ।
বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥"

(রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী)

অর্থাৎ ১ম আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র অবনীশূর, তৎপুত্র ধরণীশূর, তৎপুত্র ধরাশূর এবং ধরাশূরের পুত্র রণশূর শূরবংশে এই সপ্ত নৃপতি রাজত্ব করেন।‡ ইঁহাদের মধ্যে আদিশূর ৬৫৪ শকে (অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে) রাজা হন এবং

---

† ভাগলপুর হইতে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন ও প্রভাবকচরিত দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১মাংশ ৩৩২ পৃঃ ও ৬ষ্ঠ অংশ ২০-২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† কুলানন্দ রচিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—
"গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।
গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।
আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চজন।
সেই সঙ্গে পঞ্চ গোত্র আইল শ্রীকরণ।
শুন শুন কুলবর কথা পুরাতন।
রাজার সভায় কার্য্য করে পঞ্চজন।
অতি বড় মহারাজ যুদ্ধে বৃহস্পতি।
পঞ্চজনার মান থুইল পঞ্চ খেয়াতি।" ইত্যাদি।

‡ কেহ কেহ শূরবংশে প্রদ্যুম্নশূর প্রভৃতি কএকজন শূর নৃপতির নাম করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক বা [illegible] গ্রন্থে প্রদ্যুম্নশূরের নাম নাই।

৬৬৮ শকে (৭৪৬ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণগণ আগমন করেন। কুলমঞ্জরীকার আদিশূরকে শূরবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আদিশূরের পিতা মাধবশূর এবং পিতামহ কবিশূরও রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম হইতে তাহার সন্ধান বাহির হইয়াছে। জয়ন্তশূরই শূরবংশীয় মধ্যে সর্ব্ব প্রথম, সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি "আদিশূর" উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্যের তিরুমলয় শৈলে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী রাজচক্রবর্ত্তী রাজেন্দ্রচোলের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে জয় করেন। এ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র, উত্তররাঢ়ে মহীপাল এবং দণ্ডভুক্তি বা বেহারে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারাও দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের নিকট পরাজিত হন।

উক্ত শিলালিপি হইতে দেখা যাইতেছে যে শূরবংশীয় শেষ নৃপতি রণশূরের পূর্ব্বেই উত্তররাঢ় বৌদ্ধ পালরাজাদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। [গৌড় শব্দ দেখ]

এ দিকে আবার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধররচিত ন্যায়কন্দলী নাম্নী হস্তলিখিত প্রাচীন টীকা পাঠে জানিতে পারি যে, ৯১৩ শকে (৯৯১ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণরাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠী (হুগলী জেলাস্থ বর্ত্তমান ভূরশুট্) নামক স্থানে পাণ্ডুদাস নামে এক কায়স্থ রাজা রাজত্ব করিতেন। শ্রীধর ভট্ট তাঁহারই প্রার্থনায় ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিক সূত্রের টীকা রচনা করেন।*

ন্যায়কন্দলীর উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে ভূরশুটে দক্ষিণরাঢ়ের রাজধানী ছিল এবং রণশূরের পূর্ব্বে তথায় পাণ্ডুদাস নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজকুমার বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ধরাশূরের কোন আত্মজ অথবা কোন আত্মীয় হইবেন।

যাহাহউক শূরবংশের বিবরণ আলোচনা করিয়া এখন জানিতেছি যে, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে শূরবংশের অভ্যুদয় এবং দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের প্রবল আক্রমণে হতবল হইয়া খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূরের সহিত শূরবংশ স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে সমুপাগত সেনবংশ ক্রমে শূর-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন।†

পালরাজবংশ।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রায় ৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধনৃপতি ধর্ম্মপালের অভ্যুদয়। ৭৯০ খৃষ্টাব্দের সমকালে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি অধিকার করেন। তিনি রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য তাঁহাদের দুই এক জনকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আহ্বান করিয়া শাসন গ্রাম দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শূরবংশের অনুরক্ত প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদিগকে কোন ক্রমে স্বপক্ষে আনিতে পারেন নাই। উত্তররাঢ়েও এই সকল ব্রাহ্মণের প্রভাব ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে "বসুধাভুজঃ" অর্থাৎ 'ভূম্যধিকারী' বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিলেন। নারায়ণের 'ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে' লিখিত আছে যে, ঐ সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই আদিশূরের সময় কনোজাগত পরিতোষ উত্তররাঢ়ে তালবাটী, চতুর্থখণ্ড, পিশাচখণ্ড ও বাপুলী এই পঞ্চ কুলস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, ধর্ম্মপাল রাঢ়দেশে নিজ আধিপত্যবিস্তারে সমর্থ না হইলেও তিনি পশ্চিমে কাশী হইতে পূর্ব্বে কামরূপ এবং উত্তরবঙ্গের সকল স্থান জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গৌড়ে পুনরায় বৌদ্ধপ্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল, নানা স্থানে বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চাও বাড়িয়াছিল।

ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালও এক জন মহাবীর, শীল-বিনয়সম্পন্ন ও নিজ কুলধর্ম্মে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী শাণ্ডিল্যগোত্রজ দর্ভপাণির কৌশলে দেবপালের রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খুল্লতাত বাক্‌পালের পুত্র জয়পাল বহু চেষ্টার পর উত্তর রাঢ় অধিকার করেন এবং অর্থবলে বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হস্তগত করিয়াছিলেন। ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশে

---

* "ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা। রাজশ্রীপাণ্ডুদাসকায়স্থযাচিত ভট্টশ্রীধরেণেয়ম্। সমাপ্তেয়ং পদার্থপ্রবেশন্যায়কন্দলীটীকা।"

† খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তাঁহার বংশধরগণ এককালে রাজশ্রী হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ রাঢ়ে প্রথম মুসলমান-আক্রমণ কালে আমরা বিশ্বম্ভর শূর নামে আদিশূরবংশীয় এক রাজার নাম প্রাপ্ত হই। তাঁহাকে এক জন প্রবল স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার না করিলেও এক জন প্রধান সামন্তরাজ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ভুলুয়ার ইতিহাস ও বঙ্গজ-কায়স্থকারিকায় এই বিশ্বম্ভরশূরের পরিচয় আছে। তিনি মুসলমান ভয়ে স্বরাজ্য ছাড়িয়া চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শনে আগমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ভীমবাত্যায় পথভ্রষ্ট হইয়া ১১২৫ শকে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) তিনি নোয়াখালী জেলাস্থ ভুলুয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং বারাহী দেবীর প্রত্যাদেশে এখানেই স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ বহুকাল অপ্রতিহত প্রভাবে ভুলুয়া-রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। বারভূঞার অন্যতম মহাবীর লক্ষ্মণমাণিক্য তাঁহারই অধস্তন বংশধর। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যও এক সময়ে এ অঞ্চলের কায়স্থ-গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বাপর শ্রেষ্ঠ কুলীন-কায়স্থের সহিতই তাঁহার ও তদ্বংশধরগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। নিম্নশ্রেণির কায়স্থের ঘরে তাঁহারা পদার্পণ করিতেন না। ভুলুয়া পরগণার অন্তর্গত শ্রীরামপুর ও কল্যাণপুরে আজিও তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান এবং দত্তপাড়া, বাবুপাড়া ও খিলপাড়া প্রভৃতি স্থানে এখনও তাঁহাদের কায়স্থ আত্মীয় কুটুম্বের বাস রহিয়াছে। [ভুলুয়া ও লক্ষ্মণমাণিক্য দেখ।]

(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

নারায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ পরিতোষ* পঞ্চ গ্রামপতি হইয়া বিদ্যায় ও অর্থবলে প্রাধান্য লাভ করেন। তৎপুত্র ধর্ম্ম, পৌত্র ভদ্রেশ্বর ও প্রপৌত্র গদাধর রাজপ্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ বলিয়া বিশেষ সম্মানিত হইলেও গদাধরপুত্র প্রাভাকর-গ্রামণী উমাপতি মহারাজ জয়পালের নিকট হইতে প্রভূত মহাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন।+

কেন জয়পাল উমাপতিকে নানা কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন? এই উমাপতির বংশধর নারায়ণই লিখিয়াছেন যে 'সেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি উমাপতির শিষ্য ও উপশিষ্যবর্গে সসাগরা ধরা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।' সুতরাং বুঝিতে হইবে যে উমাপতি এক জন সাধারণ লোক ছিলেন না। এরূপ লোককে হস্তগত করায় বৌদ্ধ নৃপতির কত সুবিধা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দেবপালের পর জয়পালের পুত্র ১ম বিগ্রহপাল গৌড়-মগধের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হৈহয়রাজ-কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণপালের জন্ম। এই নারায়ণপালের প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত দর্ভপাণির পৌত্র ও কেদার মিশ্রের পুত্র রামগুরব মিশ্র। ইনিই বদালে গরুড়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন।

নারায়ণপালের পর তৎপুত্র রাজ্যপাল, তৎপরে রাজ্যপালের পুত্র ২য় গোপাল, তৎপরে গোপালের পুত্র ২য় বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহের পুত্র ১ম মহীপাল রাজ্য-সম্ভোগ করেন। এই মহীপালের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অভ্যুদয়। দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পালদেব রাজা হন। ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-অতীশের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। নয়পালের উৎসাহে শ্রীজ্ঞান সর্ব্বত্র তান্ত্রিক জ্ঞানোপদেশ প্রচার করেন। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, সকলেই তৎপ্রচারিত তান্ত্রিক তারাদেবীর (শক্তির) উপাসনায় ও তান্ত্রিক গূঢ় সাধনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন।

নয়পালের পর তৎপুত্র ৩য় বিগ্রহপাল রাজ্য লাভ করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে শাসন ও গ্রাম দান করিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপুত্র ২য় মহীপালের নাম এক সময় বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল। প্রবাদ এইরূপ,—রাজ্য লাভের অল্পকাল পরেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহীপালের পর তৎপুত্র শূরপাল এবং শূরপালের পর তাঁহার সহোদর রামপাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। ইঁহারই নামানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে রামাবতী বা রামপালনগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপাল মিথিলাধিপতি ভীমকে যুদ্ধে জয় করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন। রামপালের পর তৎপুত্র কুমারপাল, তৎপরে তৎপুত্র ৩য় গোপাল সিংহাসন লাভ করেন। গোপালের পর তাহার পিতৃব্য ও রামপালের পুত্র মদনপাল সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রামাবতী নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি বুদ্ধোপাসক হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যথেষ্ট ভক্তি সম্মান করিতেন। মদনপালের পর কোন্ পাল রাজা সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে মহীন্দ্রপাল ও গোবিন্দপাল নামক দুই রাজার নাম পাওয়া যায়। নেপাল হইতে যে বহুতর বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, ঐ সকল পুথির শেষে 'গোবিন্দপাল-দেবানাং বিনষ্টরাজ্যে' এইরূপ লিখিত আছে। গয়া হইতে গোবিন্দপালের যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দপালের রাজ্যাবসানের কথা পাওয়া যায়।

[পালরাজবংশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

---

* ইনিই কনোজ হইতে আসিয়া উত্তররাঢ়বাসী হন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে তালবাটী প্রভৃতি ৫ খানি কুলস্থান লাভ করেন।

\+ "অবতি মহতি যেষামন্বয়ে সোমপীথী
সমজনি পরিতোষশ্ছন্দসাং দেহবন্ধঃ।
অলভত স হি বিপ্রাচ্ছাসনং তালবাটীং
তদিহ ভজতি পূজামুত্তরা যেন রাঢ়া॥
তস্মাচ্চতুর্থখণ্ডং পিশাচখণ্ডং তথাচ বাপুলী।
হিজ্জলবনাদিকমপরং নিঃসৃতমনঘং কুলস্থানম্॥৪
যজ্ঞেঽথ ভুবলয়পাবনহেতুরেকঃ
শ্রৌতে বিধৌ সততনির্ম্মলধীপ্রসারঃ।
প্রাক্‌পূজিতো বিবিধসংসদি ধর্ম্মনামা
নামানুরূপচরিতঃ পরিতোষসূনুঃ॥৫
তস্মাদজায়ত সদায়তনং গুণানাং
ভদ্রেশ্বরো নিখিল-কোবিদ-বন্দনীয়ঃ।
মধ্যে সতাং ক্ষিতিমতাং প্রথমাভিধেয়ঃ
সেবাভিষিক্ত-হৃদয়ঃ পদয়োর্মুরারেঃ॥৬
তস্মাদ্‌গদাধর ইতি দ্বিজচক্রবর্ত্তী
রাজপ্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ-মানসোঽভূৎ।
পুণ্যানি কেবলমহর্নিশমর্জ্জয়ন্ যঃ
শান্তিশ্চিরায় সময়ং গময়াংবভূব॥
তস্মাদ্ভুবিতসাক্ষি ভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ-
র্বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রাভাকরগ্রামণীঃ।
ক্ষ্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্র হৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥"
(ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ)

নিম্নে পালরাজগণের রাজ্যকালনির্দ্দেশের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

রাজার নাম		রাজ্যকাল	
১। গোপাল	(মগধে)	৭৭৫—৭৮৫	খৃঃ অঃ।
২। *ধর্ম্মপাল	(মগধ ও গৌড়ে)	৭৮৫—৮৩০	”
৩। দেবপাল	”	৮৩০—৮৬৫	”
৪। শূরপাল ১ম	”	৮৬৫—৮৭৫	”
৫। বিগ্রহপাল ১ম	”	৮৭৫—৯০০	”
৬। নারায়ণপাল	”	৯০০—৯২৫	”
৭। রাজ্যপাল	”	৯২৫-৯৫০	”
৮। গোপাল ২য়	”	৯৫০—৯৭০	”
৯। বিগ্রহপাল ২য়	”	৯৭০—৯৮০	”
১০। মহীপাল ১ম	”	৯৮০—১০৩৬	”
১১। নয়পাল	”	১০৩৬—১০৫৩	”
১২। বিগ্রহপাল ৩য়	”	১০৫৩—১০৬৮	”
১৩। মহীপাল ২য়	”	১০৬৮—১০৭৮	”
১৪। শূরপাল ২য়	”	১০৭৮—১০৯১	”
১৫। রামপাল	(মগধ ও উত্তর গৌড়ে)	১০৯১—১১০৩	”
১৬। কুমারপাল	”	১১০৩—১১১০	”
১৭। গোপাল ৩য়	”	১১১০—১১১৫	”
১৮। মদনপাল	”	১১১৫—১১৩০	”
১৯। মহেন্দ্রপাল	”	১১৩০—১১৪০	”
২০। গোবিন্দপাল	”	১১৪০—১১৬১	”

পূর্ব্বে লিখিয়াছি, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গবংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল, আদিশূরের অভ্যুদয়ে এই খড়্গবংশের শাসন বিলুপ্ত হয়। আদিশূরের পরলোক এবং শূরবংশের প্রভাব-হ্রাসের সহিত এখানে পুনরায় বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহাদের আনুকূল্যে বৌদ্ধ পালরাজগণ অনায়াসে সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালবংশীয় কোন্ কোন্ রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন, তাঁহাদের ধারাবাহিক নাম পাওয়া যায় না। গৌড়ের মূল পালবংশীয় রাজাদিগেরই কোন শাখা পূর্ব্ববঙ্গে স্থানে স্থানে শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখানকার প্রবাদ অনুসারে তালিপাবাদ পরগণায় মাধবপুরে যশপাল, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় শিশুপাল এবং সাভারের নিকটবর্ত্তী কাটীবাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র রাজত্ব করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের প্রভাব উত্তরে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। প্রবাদ অনুসারে এই হরিশ্চন্দ্রের বংশেই বিষয়-বিরাগী বৌদ্ধ নৃপতি মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের অপূর্ব্বস্বার্থত্যাগ ও সন্ন্যাসের গাথা আজিও রঙ্গপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে যোগী জাতির মধ্যে গীত হইয়া থাকে।

বিষয়বিরক্ত এই সকল বৌদ্ধ নৃপতি সম্ভবতঃ পালবংশীয় ছিলেন, এই কারণেই বোধ হয় গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে "গোপীপাল" নামেও প্রখ্যাত হইয়াছেন।* এই গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্ম হয়। ১০১১ কি ১০১২ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী দাক্ষিণাত্য-পতি রাজেন্দ্র চোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করেন।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশ।

জৈনপতি রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে পূর্ব্ববঙ্গ হীনবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে বিক্রমপুরে বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়। বর্ম্মবংশীয় কোন্ ভূপতি সর্ব্ব প্রথম পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই বংশে হরিবর্ম্মদেব নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত বৈষ্ণব নৃপতির ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রশাসন ও বৈদিক কুলগ্রন্থে এই নরপালের কীর্ত্তি ও পরিচয় বিবৃত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বৈদিক কুলসম্ভূত রাঘবেন্দ্র কবি-শেখর হরিবর্ম্মদেবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

'যাঁহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডালঙ্কৃত করাল করবালভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইত, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্ম্মিগণের যিনি শাস্তিসুখ বিদূরিত করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রভাবে সমস্ত রাজন্যবর্গের গর্ব্ব ও গৌরব খর্ব্ব হইয়াছিল, যিনি নাগেন্দ্রপত্তন প্রভৃতি নানাদেশ জয় করিয়া অত্যন্ত যশস্বী হইয়াছিলেন, যিনি একাম্রকাননে হরিহর ব্রহ্মা সীতা রাম লক্ষ্মণ হনুমান্ প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত দেববিগ্রহ এবং চারিদিকে অপূর্ব্ব পতাকা পরিশোভিত, সুরভিকুসুমসমূহাদির সৌন্দর্য্যে নন্দন-কানন অপেক্ষা মনোহর অত্যুত্তম আমোদময় উদ্যানসমূহে পরি-বেষ্টিত অত্যুচ্চ সুন্দর মন্দির সকল এবং মন্দাকিনীর ন্যায় স্বচ্ছ-তোয় কমলকহ্লার শোভিত বিস্তৃত সরোবর সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যিনি নানাশাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যায় বিলক্ষণ সুদক্ষ, অসাধারণ বালভট্ট, গর্গ, ভট্টাচার্য্যও বাচস্পতিপ্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত সাত জন সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্ব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন, যিনি নিজ জননীর কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বরের পদারবিন্দ দর্শনে যাইবার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনের জন্য একটী প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নানাদেশে যাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মকাহিনী বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভূসম্পত্তি

* "যোগীপাল গোপীপাল মহীপাল গীত।
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।" (চৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড)

দান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই রাজাধিরাজ নৃপকুলশিরোমণি রাজাধিরাজ হরিবর্ম্মদেবের জয় হউক।*

কবিশেখর প্রাচীন প্রমাণ বলে তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার একটীও অত্যুক্তি নহে। একাম্রকানন বা ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে ভবদেব-ভট্টের যে কুলপ্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতেও আমরা জানিতে পারি, রাঢ়ী শ্রেণী সিদ্ধল গ্রামীণ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভবদেব ভট্ট বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্মদেবের একজন সচিব এবং ভব-দেবের কুলপ্রশস্তি-রচয়িতা বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।† অনন্ত বাসুদেবের সুন্দর মন্দির ভবদেবেরই কীর্ত্তি। তিনিও রাঢ়দেশে নানা পথ ও পান্থনিবাস নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের সমূহ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি উৎকলে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল? এক সময়ে এই সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, উৎকলে হরিবর্ম্মার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ভবদেব এখানে দেবকীর্ত্তি রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ভুবনে-শ্বরের বর্ত্তমান বিন্দুহ্রদের অপর পারে বহু মন্দির ধ্বংস অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমরা মহারাজ হরিবর্ম্ম-দেবের কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি। তিনি যে উৎকল ও নাগেন্দ্র পত্তন বা নাগপুর জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। তৎপূর্ব্বে বঙ্গে ও উত্তর রাঢ়ে বৌদ্ধ-প্রভাব এবং জৈন নরপতি বিজয়ী রাজেন্দ্রচোলের সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গে জৈন প্রভাবও বিস্তৃত হইয়াছিল;—মহাবীর হরি-বর্ম্মদেব সেই সকল বৌদ্ধ জৈন প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কবিশেখর হরিবর্ম্মদেবের সপ্ত সচিবের মধ্যে যে বালভট্ট ও বাচস্পতির কথা লিখিয়াছেন, অনন্তবাসু-দেবের মন্দিরস্থ কুলপ্রশস্তি হইতে ঐ দুই প্রধান সচিবের নাম বাহির হইয়াছে। বালভট্ট কুলপ্রশস্তিতে "বালবলভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট" নামে খ্যাত। পরম বৈষ্ণব মহারাজ হরিবর্ম্মদেব গৌড়, বঙ্গ ও রাঢ়দেশে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলাস্থ সামন্তসার হইতে আবিষ্কৃত হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি বেদার্থবাচক ঋগ্বেদী বৎস গোত্রজ কৃষ্ণধর ভট্টারককে (ফরিদ-পুর জেলার অন্তর্গত) বেজনিসার প্রভৃতি গ্রাম দান করিয়া-ছিলেন।* এইরূপে তিনি বৈদিক বিপ্রতিলক শুনক যশোধর মিশ্রকে কোটালিপাড় দান এবং অপরাপর বৈদিক ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করিয়া বৈদিকাচার-প্রচারে উৎসাহ দান করিয়া-ছিলেন। এই সময়ে সর্ব্ব শাস্ত্রদর্শী মন্ত্রিবর ভবদেব ভট্ট রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ বৈদিকাচার প্রবর্ত্তন করিবার অভি-প্রায়ে "সামবেদীয় সংস্কারপদ্ধতি" রচনা করেন। অদ্যাপি সেই পদ্ধতি অনুসারেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্কারাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভবদেব ভট্ট যেমন এক জন অসাধারণ মীমাংসক ছিলেন, তাঁহার বন্ধু বঙ্গাধিপের প্রধান মন্ত্রী বাচস্পতি মিশ্রও সেইরূপ এক জন সর্ব্বদর্শনবিদ্ অসাধারণ নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার ষড়্দর্শন টীকা ও ন্যায়সূচীনিবন্ধ সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন। তাঁহার ন্যায়সূচীনিবন্ধে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ "বস্বঙ্ক বসু বৎসরে" অর্থাৎ ৮৯৮ শকে (৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার পর তিনি মিথিলার রাজসভায় সম্মানিত হন এবং তথায় ষড়্দর্শনের টীকা রচনা করেন। পালরাজগণের প্রভাবে মিথিলায় বৌদ্ধাচার প্রবল হইলে বাচস্পতি মিশ্র ব্রাহ্মণভক্ত দক্ষিণরাঢ়ের সভায় আগমন করেন। জৈনধর্ম্মাবলম্বী রাজেন্দ্র-চোলের আক্রমণে রণশূর রাজ্যভ্রষ্ট হইলে বাচস্পতি মিশ্রও তীর্থবাস করিবার জন্য উৎকল যাত্রা করেন। ঐ সময়ে হরি-বর্ম্মদেবের অভ্যুদয়। তিনি বাচস্পতি মিশ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-দর্শনে তাঁহাকেই আপনার প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রদান করেন।

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর লিখিয়াছেন যে, কান্যকুব্জে যবনাগম

* "স্বস্তি সমস্ত নরপতিকুলললাম প্রোদ্দণ্ড ভুজদণ্ডসম্মণ্ডিত-বিকরালকরবালভয়-প্রকম্পিতদক্ষিণাপথাগতাশেযরিপুরাজন্যজৈন-বৌদ্ধাদি-বিধর্ম্মি-শর্ম্ম-সম্মর্দ্দন-খর্ব্বীকৃত-সর্ব্বোর্ব্বীপতি-গর্ব্বগৌরবো নাগেন্দ্রপত্তনাদ্যনেকদেশবিজয়লব্ধোদ্দামজয়শ্রীরেকাম্রকাননপ্রতি-ষ্ঠাপিত-হরিহর-বিরিঞ্চিবৈদেহীরাঘবলক্ষ্মণ-হনূমদাদ্যষ্টোত্তরশতাদ্ভুত-বৈজয়ন্তীবিভাসিতামন্দগন্ধ প্রসূপ্রসূনপটলসৌন্দর্য্যাদিন্যক্কৃত-নন্দন-কাননবৈভবপরমামোদময়োদ্যানসমলঙ্কৃতসুরপথসংস্পর্শি সুন্দর-মন্দির-মন্দাকিনী-বিমলকীলালকমলকহ্লারেন্দীবরশোণারবিন্দবৃন্দ-সংশোভিতসুবিশালসরোবরসংহতিঃ···দেশনিবাসনিখিলশাস্ত্রাস্ত্রনি-পুণপরিজ্ঞানলব্ধানন্যবৈচক্ষণ্য-বালভট্ট-ভট্টাচার্য্যগর্গবাচস্পতিপ্রমুখ-বিশ্ব-বিখ্যাত সপ্তসচিব সাহচর্য্যনির্ব্বর্ত্তিত-সম্যক্ স্বপররাষ্ট্রসর্ব্ব-ব্যাপারো বারাণসীশ্বরবিশ্বেশ্বরপদারবিন্দসন্দর্শনার্থসমুত্থতস্বজননী-স্বচ্ছন্দেপরিচারকৃতে প্রবর্ত্তিতপ্রশস্তবর্ত্মাসদমুমতপ্রতিনিয়তসন্নীতি পরিসেবনসম্প্রাপ্তপরমশর্ম্মা বঙ্গাঙ্গকলিঙ্গাদ্যশেষজনপদবহুমতাদ্ভুত-কর্ম্মা দয়ার্দ্রচেতা ভূদেবভূদানার্জ্জিতাশেষধর্ম্মা জয়তাচ্চিরং রাজাধি-রাজো দেব শ্রীহরিবর্ম্মা।" (রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ১ মাংশে ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি দ্রষ্টব্য।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য়াংশে হরিবর্ম্মদেবের তাম্র-শাসন দেখ।

ও রাজ্যনাশ দেখিয়া গঙ্গাগতি প্রভৃতি বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * এই সময়ে গৌতমগোত্রীয় গঙ্গাগতি প্রভৃতি কএকজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে হরিবর্ম্মরাজের রাজধানীতে আগমন করেন। † তাঁহারা কোটালিপাড়ে বাস করিতে থাকেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে, দেব-দ্বেষী সুলতান মাহ্মুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে বা ৯৪৩ শকে কনোজজয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার আক্রমণে কনোজরাজ্য শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বৈদিকবিপ্রগণের মধ্যে কেহ কেহ নিরাপদ হইবার আশায় দেববিপ্রভক্ত বঙ্গাধিপ হরি-বর্ম্মদেবের অধিকারে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদার্পণে বঙ্গদেশে বৈদিকাচার প্রতিপালনের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ১০১৯ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয় ঘটে। ১০১১ কি ১২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র-চোলের নিকট পরাজিত হইলে এবং বিজেতা বঙ্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হরিবর্ম্মের পিতা জ্যোতির্বর্ম্মদেব বঙ্গ অধি-কার করেন। তিনি বেশী দিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তৎপুত্র হরিবর্ম্মদেব রাঢ়, বঙ্গ ও কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রায় ১০১৫ খৃষ্টাব্দে এক জন মহারাজাধিরাজ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার ৪২ রাজ্যাঙ্কিত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা মনে হয় যে, প্রায় ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন।

সেনরাজবংশ।

মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের প্রভাব গঙ্গার উত্তরতীরে বিস্তৃত হয় নাই। উত্তররাঢ় ও গঙ্গার পরপারস্থ বরেন্দ্র হইতে গয়া পর্য্যন্ত তখনও বৌদ্ধাধিকার চলিতেছিল। রাজেন্দ্রচোলের রাঢ়দেশ আক্র-মণকালে দক্ষিণাপথের বহু সামন্ত নৃপতি তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়া-ছিলেন। রাজেন্দ্রচোলের প্রত্যাবর্ত্তনকালে সকল সামন্তই যে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। তন্মধ্যে সামন্তসেনের নাম শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বাহির হই-য়াছে। মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের অভ্যুদয়কালে দাক্ষিণাত্যরাজবংশীয় সামন্তসেন সম্ভবতঃ তাঁহারই অধীন সামন্তরূপে ভাগীরথীতীরে তীর্থবাস করিতে থাকেন। তাঁহারই পুত্র হেমন্তসেন। ঈশ্বর বৈদিকের প্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জীর মতে, হেমন্ত ওরফে ত্রিবিক্রম প্রথমে স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুরী* নামক স্থানে রাজত্ব করি-তেন। † রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী মতে, সামন্ত বা হেমন্তসেন দক্ষিণরাঢ়ের শূরবংশীয় নৃপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শূররাজ নিজ বংশ ধ্বংস করিয়া স্বর্গ গমন করিলে রাজ্যে অরাজকতা ঘটে, এই সময় হেমন্তসেন শূররাজ্য অধিকার করিয়া "শ্রীধর" নাম গ্রহণপূর্ব্বক ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। ‡ কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই অরাজকতা শূরবংশের রাজ্যহানির জন্য ঘটে নাই, কারণ রণ-শূরের পরও যে এই রাজবংশ এক কালে বিলুপ্ত হয় নাই, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। অধিক সম্ভব, মহারাজ হরিবর্ম্মদেবের মৃত্যুতে সমস্ত রাঢ়বঙ্গে অরাজকতা ঘটে, এই সুযোগে হেমন্তসেন রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া বসেন। কিন্তু সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশ পাল রাজাদিগের অধিকারে এবং দক্ষিণাংশ রাজা হরিবর্ম্মের পুত্রের অধিকারে থাকে। হেমন্তসেনের অসাধারণ বীরত্ব, অপূর্ব্ব সাহস ও তদ্দ্বারা নৃপালবর্গের পরাজয়কাহিনী মহাকবি উমাপতিধরের উজ্জ্বল ভাষায় চিত্রিত হইয়াছে।

তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তররাঢ়ে বৌদ্ধ পালনরপতি-গণের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া মহীপালপুত্র নয়পাল প্রায় ৯৬৫ শকে (১০৪৩ খৃষ্টাব্দে) বিক্রমশিলায় § রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ীয়কুলপঞ্জী মতে হেমন্তসেন ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এ দিকে বিক্রমপুরের বৈদিককুলপঞ্জী মতে, হেমন্ত-ত্রিবিক্রমের পৌত্র ও বিজয়ের পুত্র শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুর অধিকার করিয়া ৯৯৪ শকে (১০৭২ খৃষ্টাব্দে) রাজ্যে অভিষিক্ত হন। ¶ এরূপ স্থলে ৯৯৪ শকের পূর্ব্বে হেমন্তপুত্র বিজয়সেনের রাজ্যলাভ, এবং তাঁহার ৩৪ বর্ষ পূর্ব্বে হেমন্তসেনের অভিষেক হইয়াছিল, বলিতে হয়।

বিজয়সেন প্রায় ৯৯০ শকে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। দেও-পাড়া হইতে আবিষ্কৃত বিজয়সেনের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, তিনি মিথিলা হইতে কামরূপ এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। "বল্লালোদয়" নামক

* "রাজ্যপ্রণাশং যবনাগমঞ্চ দাবানলং দস্যুভয়ং বিভাব্য।
এতদ্ধি যুক্তং ধনধর্ম্মদেহপ্রাণাদিরক্ষার্থমিতঃ প্রয়াণম্॥"
(রাঘবেন্দ্র কবিশেখর)

† "ততোঽভ্যাগচ্ছৎ কিল রাজধানীমনন্তরং শ্রীহরিবর্ম্মরাজ্ঞঃ।
বাচস্পতিস্তস্য সভাপতিধ্বস্তেনৈব রাজ্ঞো ভবনং বিবেশ॥
তদাশিষা ভূপতিং বর্দ্ধয়িত্বা তত্র স্থিতৈর্বাড়বৈর্বন্দিতোঽসৌ।
দ্বিশ্রেণ বাচস্পতিনা সমেত্য পরস্পরং ক্ষেমমথাবভাষে॥"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ৬৸৹ পৃষ্ঠা।

* বর্ত্তমান নাম কাশীয়াড়া।

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য় অংশ ১৯ পৃষ্ঠা ও ৬ষ্ঠ অংশ ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ বেহারস্থ বর্ত্তমান শিলাও নামক গ্রাম।

¶ "বেদগ্রহগ্রহমিতে স বভূব রাজা গৌড়ে স্বয়ং নিজবলৈঃ পরিভূয় শত্রূন্।
শূরাবমানাত্তমদান্ বিজিতাস্তরাস্থা শাকে পুনঃ শুভতিথৌ বিজয়স্য সূনুঃ॥"
(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় অংশ ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃতগ্রন্থে আছে, মহারাজ বিজয়সেন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অধীশ্বর হইয়া কুরক্ষেষ্টির আয়োজন করেন, এই সময়েও কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য পঞ্চ বৈদিক বিপ্রের শুভাগমন হইয়াছিল। দ্বিজ বাচস্পতির "বঙ্গজ কুলজীসারসংগ্রহে"ও লিখিত আছে—

"নয়শ চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান করিয়া ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে॥"

উক্ত কুলগ্রন্থের প্রমাণে ৯৯৪ শকে কনোজ হইতে বৈদিক বিপ্রাগমন এবং সেই সঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ-প্রধানদিগের বীজপুরুষগণের গৌড়াগমন সিদ্ধ হইতেছে। পঞ্চ বৈদিক বিপ্র বিনা কারণে গৌড়-রাজসভায় আসেন নাই। বল্লালোদয়ের কথা মানিলে বলিতে হয়, কুরক্ষেষ্টি সম্পন্ন করিবার জন্য বৈদিক বিপ্রগণ আহূত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে ৯৯৪ শকে বিজয়সেনের রাজ্যে অভিষেক ও কুরক্ষেষ্টি যজ্ঞ এবং ঐ সময়ে বিজয় কর্ত্তৃক তৎপুত্র শ্যামলবর্ম্মার যৌবরাজ্যে অভিষেকক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

বারেন্দ্র কায়স্থগণের "ঢাকুর" নামক কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"যাহার বংশের লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা॥"

অর্থাৎ ৯৯৪ শকে যে সকল কায়স্থ আগমন করেন, সে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বল্লালমর্য্যাদা ছিল না।

নানা কুলগ্রন্থে ৯৯৪ শক দৃষ্টে মনে হয় যে, ঐ অব্দ বঙ্গীয় ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বর্ষে বিজয়সেনের অধিরাজপদে অভিষেক, কুরক্ষেষ্টি যজ্ঞোপলক্ষে বৈদিক বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন এবং বিক্রমপুরের শ্যামলবর্ম্মার যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রভৃতি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল।

বিজয়সেন বারেন্দ্রের দক্ষিণাংশ জয় করিলেও উত্তরাংশ তখনও বৌদ্ধ-পালরাজাদিগের অধিকারে ছিল। দীর্ঘকাল বৌদ্ধাধিকারে থাকায় বারেন্দ্রের সকল লোকই প্রায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলগ্রন্থে "রাঢ়ী-বারেন্দ্রদোষ-কারিকা" হইতে জানা যায় যে, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারী হইয়া উপবীতবর্জ্জিত হইয়াছিলেন,—অবশেষে বৈদিক ধর্ম্মানুরক্ত মহারাজ বিজয়সেনের অভ্যুদয়ে তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিলেন।* বিজয়সেন ও তৎপুত্র বল্লালসেনের সময়ে দক্ষিণ বারেন্দ্রের বিপ্রগণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিলেও উত্তর-বারেন্দ্রে বহুকাল বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। এই কারণেই বোধ হয়, দক্ষিণ-বারেন্দ্রের বিপ্রগণ উত্তর-বারেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধত্যাগ করেন। বারেন্দ্রদিগের মধ্যে বৈদিকাচার ও বেদচর্চ্চা অনেকটা লোপ হইয়াছিল, তাহা হলায়ুধের ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব পাঠ করিলেও জানা যায়।* বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যজুর্ব্বেদীর সংখ্যাই অধিক। তাঁহাদিগকে বৈদিকাচার উপদেশ দিবার অভিপ্রায়েই সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" রচনা করেন।*

রাজা বিজয়সেনের শাসনকালে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে দক্ষিণে উৎকলের সীমা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মপ্রচারের বিপুল আয়োজন চলিয়াছিল। তিনি দেবব্রাহ্মণভক্ত ও বৈদিকাচার-প্রবর্ত্তনে বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া, কুলগ্রন্থকারগণ তাঁহাকে ২য় আদিশূর নামে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বলিতে কি, মহারাজ বিজয়সেন ও তৎপুত্র শ্যামলের প্রভাবে গৌড়মণ্ডলের উচ্চ জাতীয় জনসাধারণের হৃদয়ে আবার দেবদ্বিজ-ভক্তি উদ্রিক্ত হইতেছিল।

১০০১ শকে (১০৭৯ খৃষ্টাব্দে) অর্থাৎ মহারাজ বিজয়সেনের কুরক্ষেষ্টি-যজ্ঞের সপ্ত বর্ষ পরে শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে শাকুনসত্র উপলক্ষে পুনরায় কর্ণাবতী হইতে শুনক, শৌনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ প্রভৃতি গোত্রের বৈদিক বিপ্রগণকে আনাইয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ নানা শাসনগ্রাম লাভ করিয়া বঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ পাশ্চাত্য বৈদিকসমাজে প্রধান বলিয়া সম্মানিত।

মহারাজ বিজয়সেন ও শ্যামলবর্ম্মা তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সকলেই বিজয়কে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারই প্রভাবে তৎপুত্র বল্লালসেন ব্রাহ্মণসমাজের ব্যবস্থাপক হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়ের তিন পুত্র—মল্ল, শ্যামল ও বল্লাল। মল্ল সুবর্ণরেখা-তীরবর্ত্তী কাশীপুরী নামক সামন্তরাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্যামল পিতার সহিত দিগ্বিজয়ে নিযুক্ত হন। বিজয়ের গৌড়-বঙ্গের অধিরাজ্যে অভিষেককালে শ্যামলও বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং বিক্রমপুরের তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বর্ম্মরাজগণের ন্যায় তিনিও বর্ম্মোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৬ষ্ঠ অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* "কৃষ্ণযজুর্বেদাধ্যয়নাসমর্থানাং বারেন্দ্রকদ্বিজাতীনাং কাণ্বশাখিবাজসনেয়িনাং কর্ম্মানুষ্ঠানার্থং...গার্হস্থ্যকর্ম্মোপযুক্তমন্ত্রব্যাখ্যা প্রষ্টোতব্যা।"—
(হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড) ৩য়াংশ ২১-২৪ পৃষ্ঠায় বিজয়-পুত্র শ্যামলের "বর্ম্মা" উপাধি ধারণের কারণ ও ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বিজয়ের দীর্ঘরাজত্বকাল মধ্যেই সম্ভবতঃ মল্ল ও শ্যামল ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই কারণ বিজয়সেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার অপর পুত্র বল্লাল ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃষ্টাব্দে) পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। বিজয়সেন গৌড়াধিপ পালরাজকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রভূমে বিজয়চিহ্ন স্বরূপ প্রদ্যুম্নেশ্বরশিবালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেও তাঁহার নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সহিত ভাগীরথীর উত্তরতীরবর্ত্তী অধিকাংশ জনপদ আবার পালবংশের শাসনাধীন হইয়াছিল। বল্লালসেন রাজপদে আসীন হইয়াই গৌড় হইতে পালবংশকে বিতাড়িত করিয়া মিথিলা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন, মিথিলা বিজয়কালেই তাঁহার প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেন ভূমিষ্ঠ হন, সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই তিনি লক্ষ্মণ-সংবৎ (ল সং) প্রচলিত করিয়াছিলেন। গৌড় হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত এক সময় সর্ব্বত্র এই অব্দ প্রচলিত ছিল, বল্লালসেনের পিতা ও পিতামহ সকলেই বেদনিষ্ঠ শৈব ছিলেন। বল্লালও প্রথমে পৈতৃকধর্ম্মে একান্ত নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, কিন্তু সমস্ত গৌড়রাজ্য অধিকার ও গৌড় নগরে রাজপাট স্থাপনের সহিত বল্লাল দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ প্রজাই বৌদ্ধ তান্ত্রিকধর্ম্মানুরক্ত। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার পিতা পিতামহ বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব এক কালে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। পালরাজগণের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, রাঢ়ের পূর্ব্বতন প্রভাবশালী সারস্বত (সপ্তশতী) ব্রাহ্মণদিগকে হস্তগত করিবার জন্য ধর্ম্মপালপ্রমুখ পালরাজগণ অনেক রাঢ়ীয় সারস্বত বিপ্রকে আনিয়া বরেন্দ্রভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পালরাজগণের অনুকরণে ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপ্রমুখ বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের ধর্ম্মোপদেশগুণে বৌদ্ধতন্ত্রে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। বল্লাল এইরূপ বারেন্দ্র সারস্বত বিপ্রবংশসম্ভূত অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক এক ব্যক্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে তাঁহার মতিগতিও ফিরিল। তিনি প্রথমে তান্ত্রিক মতেই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে অতি নীচজাতীয়া রমণী ও বেশ্যাদি লইয়া ভৈরবী চক্রের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; তজ্জন্য তাঁহার পিতা ও পিতামহের সময়কার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বল্লালের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাব বল্লালের হৃদয় অধিকার করিয়াছে ভাবিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণমাত্রেই বল্লালের নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই তাঁহার চর্ম্মকার বা ডোম-কন্যার পাণিগ্রহণপ্রবাদ রচিত হইল। এমন কি, বৈদিক বিপ্রগণের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণসেন পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময় রাজনীতিকৌশল বল্লাল একদিকে নিজ রাজপদ রক্ষা ও অপরদিকে প্রজাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের চরিত্রে দোষারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। ইহার পর তিনি হিন্দু জনসাধারণকে নিজ মতানুবর্ত্তী করিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীন হিন্দুতন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন, তখনও এ দেশে হিন্দুতন্ত্রগুলি বৈদিকের নিকট বেদবিরুদ্ধ বলিয়াই গণ্য ছিল, সেই সময়ের হিন্দু ও বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের মত কতকটা মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রকার ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, "এখন বৈদিক মন্ত্র সকল বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্যহীন। কলিযুগে একমাত্র তন্ত্রোক্ত কার্য্যমাত্রই শীঘ্র ফলপ্রদ"। মহারাজ বল্লালসেন তন্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ ঐরূপ বেদবিরুদ্ধ মতই প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈদিক বিপ্রসমাজ, বল্লালসেনের কোন কোন আত্মীয় এবং উত্তররাঢ়ীয় ও অভিনব বারেন্দ্র কায়স্থসমাজ বল্লালসেনের বিরোধী হইয়াছিলেন; এ দিকে তান্ত্রিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী কনৌজিয়া বিপ্রসন্তান রাঢ়ীয়-বারেন্দ্রগণ অনেকে তাঁহাদের অধিপতির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। সেনবংশের সম্পর্কিত বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজও বল্লালসেনের পক্ষ সমর্থন করেন। যে যে সমাজ গৌড়াধিপের তান্ত্রিক ধর্ম্ম অনুমোদন করিয়াছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদিগকে লইয়া নূতন সমাজ গঠন করিলেন। তাহা হইতেই বল্লালসেনের অভিনব কৌলীন্য-মর্য্যাদার সৃষ্টি। প্রথমে যাঁহারা তান্ত্রিক ধর্ম্মানুরক্ত, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, কুলাচারী ও তান্ত্রিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ ছিলেন, তাঁহাদিগকেই গৌড়াধিপ সর্ব্ব প্রথমে সম্মানিত করেন এবং তাঁহারাই প্রথমে কুলীন বলিয়া বল্লালসভায় পূজিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক, অল্পকাল মধ্যে গৌড়বঙ্গে সর্ব্বত্রই রাজা বল্লালসেনের উৎসাহে হিন্দুতান্ত্রিক মত প্রবর্ত্তিত হইল, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ সহজেই এখন হিন্দুতান্ত্রিকগণের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। রাজা বৌদ্ধদ্বেষী, তাঁহার প্রধান অমাত্য বৌদ্ধদিগকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখেন; সুতরাং রাজভয়েই হউক, অথবা রাজার অনুগ্রহলাভাশায় হউক, প্রজা সাধারণ বৌদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুতান্ত্রিকের আশ্রয় লইতে লাগিল। যাহারা হিন্দু তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম না মানিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা দেখাইতে লাগিল, তাহারা রাজাদেশে অতিহীন বর্ণ বলিয়া গণ্য হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বল্লালও তাঁহার পিতা পিতামহগণের ন্যায় প্রথমে শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার "নিঃশঙ্কশঙ্করগৌড়েশ্বর" উপাধির মধ্যেই দেখা যায়। কিন্তু শক্তিমন্ত্রে দীক্ষার পর তিনি ঘোর শাক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত বঙ্গবাসীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি কুলীন গুরু নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহাদের সম্মানবর্দ্ধনের জন্য তাম্রশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে বহুগ্রামও দান করিয়াছিলেন। আগমোক্ত প্রমাণদ্বারাও তিনি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ([illegible]) [illegible] অংশ ৩৩ হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা।

কুলীন গুরুর শ্রেষ্ঠতা প্রচার করেন। ক্রমে বল্লাল-পূজিত কুলীনগণই গৌড়-বঙ্গের বিস্তৃত শাক্তসমাজের মন্ত্রগুরু হইয়া পড়িলেন। বল্লালসেন তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য ও পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য ও তাঁহাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা প্রচলন করিলেন।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও শাস্ত্রালোচনার সঙ্গে গৌড়াধিপেরও বৈদিক ধর্ম্মের উপর আস্থা বর্দ্ধিত হয়, তাহা তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে রচিত "দানসাগর" পাঠ করিলে কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া তৎ-প্রবর্ত্তিত কুলবিধিপালন এবং সময়োপযোগী বৈদিকমিশ্রিত তান্ত্রিকমার্গ প্রচারের উপদেশ দিয়া যান।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লক্ষ্মণসেনের পূর্ব্ব হইতেই তান্ত্রিক ধর্ম্মে সেরূপ অনুরাগ ছিল না, তাঁহার পিতামহাদির মত তিনিও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর এবং বৈদিক বিপ্রে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পশুপতি এবং তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী (Chief-justice) হলায়ুধ বৈদিক ব্রাহ্মণ। তাঁহার যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্রুতিশাস্ত্রবিৎ বৈদিকবিপ্রগণের উদ্দেশ্যেই নিবদ্ধ, রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রবিপ্রগণের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁহার কোন তাম্রশাসনই পাওয়া যায় নাই।

সিংহাসনারোহণের কিছুকাল পরে লক্ষ্মণসেন পিতার আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্যই পিতৃপূজিত কুলীন-দিগকে সভায় আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমীকরণ করিলেন এবং হলায়ুধ ও পশুপতির সাহায্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে সমাজসংস্কারে অগ্রসর হইলেন। সে সময়ে সমস্ত গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন। সাধারণে তন্ত্র ব্যতীত অপর কোন শাস্ত্র প্রমাণ্য বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং লক্ষ্মণসেনকেও তন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইল। তাঁহার প্রধান ধর্ম্মাধিকারী পরম পণ্ডিত হলায়ুধ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সারসংগ্রহপূর্ব্বক সেই সময়ের উপযোগী 'মৎস্যসূক্ত' নামে এক মহাতন্ত্র প্রচার করিলেন। হিন্দু সমাজের সদাচার রক্ষা হয়, অথচ সাধারণ তান্ত্রিকগণ বিরোধী না হয়, যেন এই মহদভিপ্রায়েই মৎস্যসূক্ত তন্ত্র রচিত হইয়াছে। প্রথমেই মৎস্যসূক্ততন্ত্রে বীরাচারীদিগের অভিমত তারাকল্প, একজটা, উগ্রতারা এবং ত্রিপুরা দেবীর পূজাক্রম ও মন্ত্রোদ্ধার, তৎপরে বৌদ্ধতন্ত্রানুমোদিত মহাচীনক্রম, তারার বীরসাধন ও নীলসারস্বতক্রম এবং মধ্যে মধ্যে বেদের প্রশংসা করিয়া যেন বৌদ্ধতন্ত্রানুসারেই তারার স্তব করা হইয়াছে। প্রথমাংশ পাঠ করিলে মৎস্যসূক্ত যেন বীরাচারীর প্রিয় বস্তু বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বীরাচার সমর্থন করা মৎস্যসূক্ত-তন্ত্রকার হলায়ুধের উদ্দেশ্য নহে। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে যে সদাচারের বিধান আছে, পরবর্ত্তী পটল হইতে গ্রন্থ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাহারই তিনি সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ যাহা সদাচার বলিয়া অদ্যাবধি পালন করিতে-ছেন, বর্ত্তমান শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবগণের প্রধানতঃ অনুষ্ঠেয় আহ্নিক ও মাসকৃত্য, বারব্রত এবং দেবদেবীর পূজামন্ত্রাদিতে মৎস্যসূক্তের অধিকাংশস্থল ভূষিত হইয়াছে। মৎস্যসূক্তের ৩১পটল হইতে ৪১ পটল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে সহজেই মনে হইবে যে, মন্বাদির প্রাচীন স্মৃতিতে শৌচাশৌচ, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, চাতুর্ব্বর্ণ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা নিরূপিত হইয়াছে, হলায়ুধ তাহারই যেন সারসংগ্রহ করিয়া মৎস্যসূক্তে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে তারা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবদেবীর পূজা ও মাহাত্ম্য-প্রচার করিয়া বীরাচারীদিগকে হাতে আনিয়াছেন, তৎপরে মদ্য মাংসাদির যথেষ্ট নিন্দা করিয়া তাহার অসাত্ত্বিকতা ও প্রায়শ্চিত্তার্হতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। বৌদ্ধাদির যথেষ্ট নিন্দা করিতেও মৎস্যসূক্তকার পশ্চাৎপদ হন নাই।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন একদিকে যেমন মৎস্যসূক্ততন্ত্র প্রচার করাইয়া সাধারণ তান্ত্রিকগণের কদাচারবর্জ্জনের উপায় করিলেন, অপরদিকে আবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রধান মন্ত্রী পশুপতি দ্বারা "সংস্কারপদ্ধতি" এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র বিপ্রসমাজের ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিবার জন্য "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" প্রচার করাইলেন। এই সময়েই হলায়ুধের অপর ভ্রাতা পণ্ডিতবর ঈশান গৌড়-বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের জন্য "আহ্নিকপদ্ধতি" প্রচার করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন কিরূপে বঙ্গের হিন্দু সমাজকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন, তাহা উক্ত চারিখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, লক্ষ্মণসেন যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, প্রায় সেই প্রণালীতেই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ আজও পরিচালিত হইতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। জয়দেবের কোমলকান্তপদাবলির মধুর আস্বাদনেই তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমে যে হলায়ুধ "শৈবসর্ব্বস্ব" লিখিয়া গৌড়রাজের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাকেই "বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব" লিখিতে হইল। ভাগবতধর্ম্মের গূঢ় রহস্য সাধারণের সহজবোধ্য নহে। সাধারণের পক্ষে তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছিল। এই সময়ের রাজকবি ধোয়ীর "পবনদূত" পাঠ করিলে দেখা যায়, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের রাজধানীতে বিলাসিতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল,—প্রকাশ্য রাজপথ বারবিলাসিনীগণের মঞ্জিরনিক্বণে

মুখরিত, নিশীথে স্বেচ্ছাচারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে সেনরাজধানী চমকিত, নগরের উদ্যানসমূহ নাগরদোলায় ঘূর্ণ্যমাণা নাগরীগণের উন্মাদ কলনাদে বিদ্রাবিত এবং প্রণয়-লিপ্সু কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী যেন উদ্ভ্রান্ত—তাহাঁরই ফলে গৌড়ীয় সেনাবিভাগে যথেষ্ট স্বেচ্ছাচার, বিলাসিতা ও চরিত্রহীনতা প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল এবং তাহারই পরিণাম ফলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ-রাজধানী মহারাজ লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে মুসলমান-কবলিত হইল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধাচার-বিপ্লাবিত হিন্দুসমাজকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী হিন্দু সাধারণের দুরদৃষ্টক্রমে আর তাহা সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিল না। বল্লালসেনের সময় তিনটী রাজধানী ছিল। একটী উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌড় নামক প্রাচীন স্থানে, একটী নবদ্বীপে ও অপরটী পূর্ব্ববঙ্গের বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণসেন মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ারের অকস্মাৎ আক্রমণ-ভয়ে নবদ্বীপ রাজধানী পরিত্যাগ করিলেও, তৎপুত্র কেশব গৌড়ে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী সৈন্যগণ লইয়া তিনি পরাক্রান্ত শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হইলেন না, কাজেই তিনি গৌড় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পলাইয়া গেলেন। তখনও বিক্রমপুরে লক্ষ্মণসেনের অপর পুত্র মহাবল বিশ্বরূপ সেন শাসন করিতেছিলেন। যেরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া বৃদ্ধ নৃপতি লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ কোন বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের অভিনয় হয় নাই, অথবা স্বেচ্ছাচার ও বিলাসিতায় তখনও পূর্ব্ববঙ্গ উৎসন্ন যায় নাই। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মুসলমানের নিকট উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক ভবিষ্যপুরাণের দোহাই দিয়া রটনা করেন যে, দীর্ঘশ্মশ্রু ও আজানুলম্বিতভুজ মুসলমান শীঘ্রই আসিয়া নবদ্বীপ অধিকার করিবে। বৃদ্ধ নরপতিও ব্রাহ্মণের এবংবিধ কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণভয়ে ছদ্মবেশে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বিশ্বরূপের সভায় সেরূপ স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অধিষ্ঠান ছিল না, তাই স্বদেশভক্ত বঙ্গীয় বীরগণকে লইয়া মহাবীর বিশ্বরূপ মুসলমানের করাল কবল হইতে বঙ্গরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বিশ্বরূপ নিজ তাম্রশাসনে "গর্গযবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র" ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। তাঁহার সভায় গিয়া কেশবসেন উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধবসেনও রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন। কুমায়ুনের কেদার-নাথ তীর্থে এখনও তাঁহার নাম ও তাঁহার সহচর বন্দ্যবংশীয় ব্রাহ্মণের নাম তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে, এখনও তথায় উক্ত বন্দ্যবংশধরগণ বাস করিতেছেন।

লক্ষ্মণসেনের রাজ্য পরিত্যাগ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মাধব সেনের হিমালয়যাত্রা ঘটিলে পর কেশবসেন পূর্ব্ববঙ্গে কিছুদিনের জন্য নামে মাত্র রাজা হইলেন, কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের হস্তেই প্রকৃত শাসনশক্তি পরিচালিত হইতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় ১২১৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বরূপ পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজ্যরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই জন্য সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিতে সুবিধা পান নাই। তিনি পিতৃ-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক নামধেয় প্রচ্ছন্ন বৈদিকাচারেরই সমর্থন করিতেন, এবং বৈদিক বিপ্রদিগকে বহুতর শাসন গ্রাম প্রদান করিয়া বৈদিকপ্রিয়তাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতেই লক্ষ্মণসেন-সংস্কৃত রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজের ন্যায় বৈদিক-সমাজেও মিশ্র-বৈদিক-তান্ত্রিকাচার প্রবেশ করিতেছিল। বিশ্বরূপ দীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। ঐ সময়ের মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ নদীয়া আক্রমণের ৬০ বৎসর পরে লিখিয়াছেন, তখনও লক্ষ্মণসেনের বংশধর পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীনভাবে শাসন করিতেছেন। সেই স্বাধীন নৃপতিকেই আমরা বিশ্বরূপ বলিয়া মনে করি। আইন-ই-অক্‌বরীতে দেখা যায়, কেশবসেনের পর সদাসেন বা শূরসেন নামে একব্যক্তি রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকাল ১৮ বৎসর লিখিত আ, সম্ভবতঃ মুসলমান ঐতিহাসিক মুসলমানদ্বেষী বিশ্বরূপকে ছাড়িয়া তৎপরবর্ত্তী সদাসেন বা শূরসেনের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে কুলগ্রন্থে দনুজমাধব বা দনৌজা মাধবের নাম পাওয়া যায়। এই দনৌজা আইন্ অক্‌বরীতে নৌজা নামে উক্ত হইয়াছেন। হরি-মিশ্রের কারিকা মতে, ইনি রাজা কেশবসেনের পুত্র। ময়মনসিংহ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থান তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে যে বৈদিক-তান্ত্রিক মিশ্রাচারের সূত্রপাত হইয়াছিল, দনৌজা মাধবের সময় উক্ত মিশ্রাচার পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। বৈদিকসমাজে এই মিশ্রাচার প্রকাশ্যে স্বীকৃত না হইলেও এই সময় রাঢ়ী ও বারেন্দ্রসমাজে তান্ত্রিক ও বৈদিক এই উভয়বিধ আচারই শ্রুতিসম্মত বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। দনৌজা সভায় রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের চারিবার সমীকরণ হয়, তিনি ধার্ম্মিক ও পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।* তিনি বঙ্গজ

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ, ২য় অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কায়স্থ কুলীনপ্রবর পুরবসুর কন্যাকে বিবাহ করেন* এবং বঙ্গজ-কায়স্থ-সমাজের গোষ্ঠীপতি হন।† তিনিই গৌড় হইতে প্রধান কায়স্থ কুলীন ও কুলাচার্য্যগণকে আনাইয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইয়াছিলেন।

১২৮২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর বলবন্ গৌড়াধিপ সুলতান মুঘিস্-উদ্দীনের বিরুদ্ধে আগমন করেন। তৎকালে দনুজ রায় জল-পথে দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করায় পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সর্দ্দারগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বল্বনের দিল্লী-প্রস্থানের পর, ঐ সকল মুসলমানের সমবেত চেষ্টায় অল্পকাল পরে দনুজমাধব সুবর্ণগ্রাম হারাইলেন, এবং আত্মীয় স্বজনসহ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী চন্দ্রদ্বীপে গিয়া বাস করিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের উত্তরাংশ হারাইলেও দক্ষিণাংশে তাঁহার বংশধর-গণ বহু কাল স্বাধীন ভাবে শাসন বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। দনুজমাধবের পর তৎপুত্র রমাবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র কৃষ্ণবল্লভদেব, তৎপরে তৎপুত্র হরিবল্লভ দেব, তৎপরে তৎপুত্র জয়দেব যথাক্রমে স্বাধীনভাবে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য শাসন করেন। জয়দেবের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার দৌহিত্র বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ বসুরায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বসুবংশীয় ৭ জন রাজার রাজত্বের পর, শেষ রাজা প্রেমনারায়ণের পুত্র সন্তান না হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় মিত্রবংশীয় উদয়নারায়ণ উত্তরাধিকার লাভ করেন, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাকলা চন্দ্রদ্বীপে বিদ্যমান। তাঁহাদের সেই সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে, এখন আর রাজবংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই। তবে চন্দ্রদ্বীপ-সমাজের সমাজপতি বলিয়া বঙ্গজ কায়স্থ-সমাজে আজও তাঁহারা বিশেষ সম্মানিত।

[চন্দ্রদ্বীপ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালায় মুসলমান-প্রভাব।

১৯০১ অব্দের আদম-সুমারিতে সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশের মুসলমানসংখ্যা ২৫,৪৯৫,৪১৬ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে পশ্চিম বাঙ্গালায় ১০৮৪৮২০ ; উত্তর ও দক্ষিণ বেহারে ২,৯৬৬,৪৫০ ; মধ্যবঙ্গে ৩৭৭৩৩২১ ; উত্তরবঙ্গে ৫৮৭৬৪০৮ ও পূর্ব্ববঙ্গে ১১২২০৪২৭ ; এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যাপ্রদেশে প্রায় লক্ষাধিক মুসল-মানের বাস আছে এবং বঙ্গীয় লাটের অধীন করদ রাজ্যগুলিতে, অর্থাৎ কোচবিহার, কতিপয় পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামন্তরাজ্যসমূহে আরও মুসল-মানের বাস দেখা যায়। বাঙ্গালাবাসী হিন্দুজাতির মোট সংখ্যা ৪১৬৯৮৭০৪ জন এবং অনুমানিক মোট মুসলমান ২৬' লক্ষ। সুতরাং এতদুভয়ের তুলনায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই উত্তরোত্তর বেশী হইতেছে। হিন্দুপ্রধান বঙ্গরাজ্যে এরূপ মুসল-মানাধিক্য কেন ঘটিল, বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত অনুসরণ ভিন্ন তাহা জানিবার বিশেষ উপায় নাই।

সুবেবাঙ্গালার বর্ত্তমান আদম-সুমারীর মোট ৭৮৪৯৩৪১০ জন সংখ্যা লক্ষ্য করিলে মুসলমান সংখ্যা স্পষ্টতই তাহার এক-তৃতীয়াংশাধিক বলিয়া বোধ হয়। জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে এই জনতার আধিক্য ঘটিয়াছিল, তাহা তৎকালে লিখিত এক-খানি বিদেশীয় গ্রন্থে বিবৃত আছে। সে সময় মুসলমানধর্ম্ম পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। একে মুসলমান রাজা, তায় মুসলমান জমিদার ও জায়গীরদার এবং পীর ও ফকীরদিগের অতুল প্রভাব—এই সকল কারণে জনসাধারণ সহজেই যে মুসলমানধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু গৌড়, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজসাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের সংখ্যা অধিক দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, বাহুবল অপেক্ষা অন্যান্য কারণেও মুসলমান-ধর্ম্মের পরিবৃদ্ধির সহায়তা ঘটিয়াছে। যে সকল জেলায় মুসলমান অধিক, সেখানকার মুসলমানেরা প্রায়ই (কৃষিজীবী) এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ প্রায় হিন্দু। ইহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, বহুকাল হইতে অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। অনার্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া তৎপ্রদেশস্থ সেই অধিবাসীরা হিন্দুসমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়া সেরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মুসলমানাধিকারে রাজার সহিত সমধর্ম্মা হইতে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করিল, রাজানুগ্রহে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, অথবা অধিক সম্ভব, অনেকে সেই সময়ে সমাজে বা রাজসকাশে সম্মানলাভের আশায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া আত্মধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিল।

দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘকাল মুসলমানের আধিপত্য হইতেই বাঙ্গালায় মুসলমানজাতির এতাদৃশ বিস্তৃতি সম্ভবপর বলিয়া কল্পনা করা যায়। তাহার পূর্ব্বেও বাণিজ্যব্যপদেশে অনেক মুসলমান বণিক্ এদেশে আসিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। মুসলমান-রাজগণের

* পুরবসুর কন্যাদানপ্রসঙ্গে বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় লিখিত আছে—

"নত্যোন কার্ণঘোষায় পশ্চাৎ ভীমগুহায় চ।
মহত্রাজ্ঞে দনুজায় মাধবায় বিশেষতঃ॥"

† "দনুজ মাধব রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥
গৌড় হইতে আনিলা কায়স্থ কুলপতি।
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইলা স্থিতি॥"

(দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কুলজী সারসংগ্রহ)

অত্যাচারভয়ে, রাজানুগ্রহলাভের আশায়, অথবা কোন রূপ দায়ে পড়িয়া অনেক হিন্দু ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আবার কোন কোন হিন্দুসন্তান মুসলমানের সহবাসে আসিয়াই অথবা মুসলমান যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হইয়া হিন্দুধর্ম্মজ্যোতিঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজধর্ম্মের বিমল স্বর্গীয় ইসলাম-আলোকে আপনার অন্ধ বিশ্বাসরূপ রুদ্ধবৃষ্টি উন্মেসিত করিয়াছিলেন।

তাজ্-উল্-মুয়াসীর, তবকাৎ-ই-নাসিরী, তারিখ্-ই-আলফি, তারিখ্-ই-ফিরিস্তা, অকবর-নামা, জবেদৎ-অল্-তারিখ্, জাহাঙ্গীর-নামা, শাহজহান-নামা, জবেদৎ-আলমগীর-নামা, মুয়াশীর-আলমগীরী, তারিখ্-খাফি খাঁ, মুয়াশার-অল্-ওমরা, রিয়াজ-উস-সলাতিন প্রভৃতি বিবিধ মুসলমান ইতিহাস পাঠ করিলে, বাঙ্গালায় মুসলমান সমাগম ও তাহাদের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

তবকাৎ-ই-নাসিরীতে মধ্য-এসিয়াবাসী মুসলমানজাতির প্রভাব বর্ণনপ্রসঙ্গে সবক্তগীনের অভ্যুদয় ও ভারতাক্রমণ বিবৃত হইয়াছে। সবক্তগীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুলতান মান্মূদ গজনী রাজধানী হইতে সদলে বহির্গত হইয়া পশ্চিম ভারতের নানাস্থান আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। মান্মূদ মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত বিজয়ার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ঐ সময় হইতে সুলতান মান্মূদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ সালর মসাউদ গাজী উত্তর-ভারত আলোড়িত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ভর জাতিকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহারই প্রভাবে নানা স্থানে মুসলমান উপনিবেশ ও মস্‌জিদ্ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়।

[সবক্তগীন, মান্মূদ ও সালর মসাউদ্ দেখ।]

মান্মূদের মৃত্যুর পর, ১০৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ মসাউদ ১ম রাজা হন। মসাউদ-পুত্র মোহদকে হীনবল দেখিয়া দিল্লীপতি আফগানদিগের নিকট হইতে নাগরকোট কাড়িয়া লন। ১০৪৯ খৃষ্টাব্দে মোহদের মৃত্যু ঘটিলে যথাক্রমে ২য় মসাউদ, আলী, রসিদ ও ফেরোখজাদা গজনীসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভারতে অধিকারবিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ফেরোখের ভ্রাতা সুলতান ইব্রাহিম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ১০৭৯-৮০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র আর্সিল্লা রাজা হন। আর্সিল্লার অত্যাচারে প্রজাবর্গ প্রপীড়িত হইয়া উঠে। তাঁহার খুল্লতাত বহরাম শাহ সেই সময়ে প্রাণের মায়ায় পলাইয়া খোরাসান-পতির সাহায্য লাভ করেন। পরে তাঁহারই সহায়তায় বহরাম স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আর্সিল্লাকে নিহত করিয়া স্বয়ং গজনী ও লাহোরের অধিপতি হন। এই সময়ে ঘোর-রাজবংশের অভ্যুদয় হইতে থাকে। বহরামের পরবর্ত্তী খুস্রু নামক রাজদ্বয় প্রতিপত্তিশালী ঘোররাজবংশের সমকক্ষ হইতে না পারিয়া রাজ্যের পশ্চিমাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বাংশস্থ লাহোর জনপদে আসিয়া রাজপাট স্থাপন করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোর সুলতান ২য় খুস্রুকে যুদ্ধে বন্দী করিয়া ফিরোজ-কো নামক স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় তাঁহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি লাহোর জনপদ ঘোর-বংশের অধিকারভুক্ত হয়।

দীর্ঘকাল মুসলমান জাতির সহিত বাস করিয়া হিন্দুগণও অনেক বিষয়ে মুসলমান-সংস্কারাপন্ন হইয়াছিলেন। বিধর্ম্মী হইলেও হিন্দুসমাজে তাঁহাদের সংসর্গ তৎকালে ততদূর নিন্দনীয় ছিল না। কেন না গান্ধারাদি প্রাচীনতম রাজ্যের সহিত বহুকাল হইতে ভারতবাসীর সংস্রব চলিয়া আসিতেছিল। তখনও পাঠানজাতির ইস্‌লামধর্ম্মদীক্ষা বেশী পুরাতন হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যেও তখন পূর্ব্বতন ভারতীয় ধর্ম্মসংস্কারের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। তখনও হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত বিদ্বেষভাব সমুদিত হয় নাই; সম্ভবতঃ সেই কারণেই বোধ হয়, কনোজপতি জয়চন্দ্র স্বজাতির প্রতি ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া বিদেশীকে সাদরে আমন্ত্রণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। [মহম্মদ ঘোরী ও জয়চন্দ্র দেখ।]

১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তিরোরী রণক্ষেত্রে দিল্লীপতি পৃথ্বীরাজকে পরাভূত করিয়া মহম্মদ ঘোরী দিল্লী প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানরাজ্য-সীমা বিস্তার করেন। মহম্মদ তাঁহার বিশ্বস্ত ক্রীতদাস এবং সেনাপতি কুতব্ উদ্দীন্ আইবক্‌কে বিজিত প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। এই রাজপ্রতিনিধির আদেশেই মহম্মদ-ই বখ্‌তিয়ার বাঙ্গালা-বিজয়ে আগমন করেন।

[কুতবউদ্দীন ও মহম্মদ ই-বখ্‌তিয়ার দেখ]

কুতবউদ্দীনের প্রেরিত বিজয়বাহিনী হইতেই পূর্ব্বাঞ্চলে ক্রমশঃ মুসলমানের বসতি বিস্তৃত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে পাশ্চাত্য মুসলমান ঔপনিবেশিকের সংখ্যা অতি অল্প। সুদীর্ঘকাল মুসলমান শাসনে প্রপীড়িত এবং রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া, অথবা মুসলমান সাধুগণের বুজরুকীর প্রভাবে বিমুগ্ধ হইয়া এদেশীয় হিন্দুগণ অনেকে তৎকালে ইস্‌লামধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই প্রাচীন সময়ে সুদূর সুন্দরবন বিভাগেও ইস্‌লামধর্ম্মপ্রচারার্থ লোকের চিত্তরঞ্জনকর মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১২০৩ অব্দ হইতে প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মুসলমান-শাসন আরম্ভ; তদবধিই তাঁহারা এ দেশে বসতি করিয়া আসিতেছেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ-কর্ত্তৃক বাঙ্গালার "দেওয়ানী" গ্রহণের সময় পর্য্যন্ত প্রায় ৫৬২ বৎসর মুসলমানগণ এ দেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা রাজ্যের পশ্চিম অংশ হস্তচ্যুত হওয়ার বহুদিন পর পর্য্যন্তও হিন্দুরাজগণ পূর্ব্ব-বাঙ্গালার সোণারগাঁও প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু ১২০৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতেই সোণারগাঁও নগরে মুসলমানগণের সমাগম ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতেও বসোরার আরব সওদাগরগণ ভারতবর্ষ ও চীনের সহিত বহুল পরিমাণে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা যে সকল দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তথায় এক একটী বাণিজ্যাবাস স্থির করিয়া যান। বাঙ্গালার বাণিজ্যপ্রাধান্ত হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে বাঙ্গালায় মুসলমানদের উপনিবেশ স্থাপন করার সুযোগ ঘটিয়াছিল। প্রাচীনকালে পশ্চিম জগতের সহিত এ দেশের যেরূপ বহুল পরিমাণে বাণিজ্যাদি চলিত, খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে লিখিত দুই জন মুসলমান পরিব্রাজকের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। তাঁহারা "এ দেশকে রামি রাজার দেশ বলিয়া" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! আরও বলিয়াছেন—"তাঁহার অসংখ্য হস্তী আছে। বাঙ্গালার প্রধান রপ্তানি দ্রব্য সূক্ষ্ম তূলার কাপড় (ঢাকাই মস্‌লিন ?), অগুরু চন্দন, এক প্রকার চর্ম্ম, গণ্ডারের খড়্গ ইত্যাদি। এই সকলই কড়ি বিনিময়ে ক্রয় করা যায়। কড়িই এ দেশের প্রচলিত মুদ্রা।"

মুসলমান রাজত্বের ইতিবৃত্ত।

(প্রথম শাসনকাল।)

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজী ঘোরের একজন অমাত্য ছিলেন। সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে তিনি গজনীতে আসেন। সেই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষে উপনীত হন এবং মালিক মুয়াজ্জিম হিসাম উদ্দীনের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ইনি সুলতান শাহাব্ উদ্দীনের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য ছিলেন।

১১৯৯ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালা আক্রমণপূর্ব্বক ১২০৩ খৃঃ অব্দের মধ্যে রাঢ় ও বরেন্দ্র নামক প্রদেশ জয় করেন। "তবকৎ ই-নাসিরী" নামক ইতিহাসে লিখিত আছে, লক্ষ্মণাবতী নামক রাজ্যের অন্তর্গত নদীয়া নগর রায় লছ্‌মণিয়ার রাজধানী। গঙ্গানদীর উভয়কূলে ঐ রাজ্যের দুইটী বাহু আছে। পশ্চিম বাহুকে রাঢ় বলে। লক্ষ্মণাবতী নগরী এই অংশে অবস্থিত। পূর্ব্ব বাহুর নাম বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রা, দেওকোট নামক নগরী এই বরেন্দ্রভূমে অবস্থিত। নদীয়া এবং লক্ষ্মণাবতী উভয় নগরই রাঢ় প্রদেশে বিদ্যমান। ফিরিস্তার লিখিত আছে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার নদীয়া জয়ের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতী ও অন্যান্য রাজ্যগুলি অধিকার করিলেন। তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ এবং মুদ্রা প্রচারিত হইল। যে সকল মুসলমান তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন, বা পরে যাঁহারা আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বিজিত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহারা জায়গীরস্বরূপ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরে বখ্‌তিয়ার রাজধানী স্থাপন করেন। [লক্ষ্মণসেন দেখ।]

বরেন্দ্র এবং রাঢ় ১২০৩ খৃঃ অব্দে মুসলমান শাসনাধীন হইলেও, প্রকৃত বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশ মহম্মদ তোগ্‌লক শাহের রাজত্বকালে মুসলমানকর্ত্তৃক ১৩৩০ খৃঃ অব্দে অধিকৃত হয়। গৌড়, সপ্তগ্রাম এবং সুবর্ণগ্রাম নগর বা বন্দরে উক্ত সম্রাটের প্রতিনিধিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজী হইতে আরম্ভ করিয়া কাদর খাঁর শাসন সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দিল্লী-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তৎকালে দাস, খিলজী ও তোগলকবংশীয় দিল্লীশ্বরগণ আপন আপন প্রতিনিধি দ্বারা বাঙ্গালা শাসন করিতেন। কিন্তু সুলতান ফখ্‌র উদ্দীনের রাজত্ব সময়ে বাঙ্গালা দিল্লীর অধীনতা উন্মোচন করিয়া স্বাধীন হইল (১৩৪০ খৃঃ অঃ)। তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের সমগ্র শাসনশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া আপনাকে স্বাধীন বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন। যতদিন না অকবর বাদশাহ দায়ুদকে পরাজিত করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে বাঙ্গালার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিলেন, ততদিন বাঙ্গালা পাঠানজাতির অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ও অপরিসীম অত্যাচার অকুণ্ঠিত চিত্তে সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কবিকাহিনীতে তাহা বিশেষরূপে বিবৃত আছে।*

মহম্মদ-ই-বখতিয়ার স্বীয় অধিকৃত বাঙ্গালা প্রদেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রভূমি ও বগড়ীর কিয়দংশ লইয়া যে বিভাগ গঠিত হয়, দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী দেবকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। অপর বিভাগের রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী। রাঢ় ও মিথিলার কিয়দংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানপতি উত্তর-প্রদেশবাসী হিন্দুরাজগণের আক্রমণ হইতে স্বাধিকৃত গৌড়রাজ্যরক্ষার জন্য রঙ্গপুরে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অতঃপর কামরূপ ও তিব্বত অধিকারে মানস করিয়া তিনি কামাতপুর-রাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন; কিন্তু কামরূপসেনার পরাক্রমে পাঠানসৈন্য সমূলে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার দেবকোটে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, তথায় বলক্ষয়ে ও চিন্তাজনিত জ্বরে অল্পদিনের মধ্যেই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১ম অংশ দ্রষ্টব্য।

তাঁহার মৃত্যু ঘটে (হিঃ ৬০২=১২০৫ খৃঃ অঃ)। তাঁহার শবদেহ বেহারে স্থানান্তরিত ও সমাধিস্থ হইয়াছিল।

উক্ত খিলজী বীরের সঙ্গে অনেক আফগান, মোগল ও ইরাণীয় এদেশে আসিয়াছিল। তিনি অগণিত মুসলমান সেনাদল লইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও মগধের নানাস্থানে মুসলমান-শাসন বিস্তার করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও আমীরগণ যাহারা তাঁহার সহিত বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জায়গীর দিয়া বাঙ্গালায় বসাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের মৃত্যুসংবাদে তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও দেবকোটের সেনানায়ক মহম্মদ-ই-সিরান্ খিলজী বিশেষ ক্ষুব্ধ হন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, বর্দ্ধলের শাসনকর্ত্তা আলীমর্দ্দান খাঁ তাঁহাকে ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিহিংসা-বহ্নি শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি সদলে বর্দ্ধল অভিমুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে আলী মর্দ্দনকে বন্দী এবং বাবা ইস্পাহানী নামক একজন কোতোয়ালের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহম্মদ সিরান লক্ষ্মণাবতীতে ফিরিয়া আসিলে মুসলমান সেনাধ্যক্ষেরা তথায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে একবাক্যে সর্ব্বপ্রধান মুসলমান অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করিল। মহম্মদ সিরান আজা উদ্দীন্ উপাধি সহ গৌড়ের মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং মুসলমান-সেনাপতিগণকে অধীনস্থ সেনাদলের পোষণার্থ জায়গীর দান করিলেন।

এদিকে রাজ্যাভিষেকের সুযোগে আলীমর্দ্দান কোতোয়ালকে উৎকোচ-দানে সন্তুষ্ট করিয়া স্বয়ং কারাবরোধ হইতে উন্মুক্ত হন। পরে তথা হইতে গোপনে দিল্লীযাত্রা করিয়া সম্রাট্ কুতব উদ্দীনের সমক্ষে বাঙ্গালার রাজনৈতিক বিপ্লবের কথা নিবেদন করেন। এই সংবাদ শ্রবণে এবং স্বীয় রাজশক্তির অবমাননা হইয়াছে ভাবিয়া সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তদ্দণ্ডেই অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা কামার রুমিকে অবিলম্বে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কামার রুমি বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সামন্ত সর্দ্দারদিগকে বশীভূত করিয়া মহম্মদ সিরান্‌কে দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরান দলবল সহ কোচবিহার অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তথায় মুসলমান সর্দ্দারগণ পরস্পরে আত্মকলহ উপস্থিত করিল। এক জন সর্দ্দারের তরবারির আঘাতে গৌড়েশ্বর মহম্মদ সিরান্ নিহত হইলেন। কামার রুমি অবশিষ্ট সর্দ্দারদিগকে ক্ষমা করিয়া বাঙ্গালা রাজ্য তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন।

আলীমর্দ্দান খিলজী বঙ্গবিজেতা মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খাঁর হত্যাকারী বলিয়া সাধারণে নিন্দিত হইলেও, তিনি বীর, সৎসাহসী ও কর্ম্মকুশল ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা হইতে দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দিল্লীশ্বর কুতব সদলে গজনী-বিজয়ে যাত্রা করিতেছেন। আলীমর্দ্দানও সম্রাটের সহকারিরূপে তথায় যাইয়া বিশেষ কৌশল ও রণপাণ্ডিত্য প্রদর্শন করেন। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন। রাজাজ্ঞানুসারে হিসাম উদ্দীন্ অবুজ প্রভৃতি খিলজীবংশীয় সামন্ত-সর্দ্দারগণ নবীন প্রতিনিধি আলীমর্দ্দানকে অভ্যর্থনার্থ কুশীনদী-তীরে সমবেত হন। গৌড়েশ্বর আলীমর্দ্দান ঐ স্থানে সমাগত হইলে পরস্পরে মর্য্যাদাবিনিময়ের পর, সদলে দেবকোট অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এখানে কিছুদিন মস্‌নদে উপবিষ্ট হইয়া তিনি পুনরায় লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেহই তাঁহার রাজ্যাধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিল না। তিনি নির্ব্বিরোধে বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

১২১০ খৃষ্টাব্দে বা ৬০৭ হিজিরায় কুতব উদ্দীনের মৃত্যু ঘটিলে আলীমর্দ্দান খাঁ দিল্লী-রাজসরকারের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বয়ং সুলতান আলা উদ্দীন্ নাম গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা শাসন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মসনদে আরোহণের পূর্ব্বে মর্দ্দানের হৃদয় প্রকৃত বীরপুরুষের ন্যায় ছিল। তিনি তৎকালে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রাজকীয় দূরদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজতক্তে উপবেশনানন্তর গর্ব্ব মদে মত্ত হইয়া তাঁহার ঘোর চিত্তবিকার উপস্থিত হইল, তিনি ঘোরতর অত্যাচারী ও আত্মম্ভরী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই অনৈতিকতা ও অবিমৃষ্যকারিতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার অধীনস্থ খিলজীবংশীয় ওমরাহগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজাবৃন্দ রাজকৃত এরূপ হঠকারিতা প্রভৃতি দোষ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা উত্তরোত্তর বিরক্ত হইয়া অবশেষে ১২১২ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বরকে গোপনে হত্যা করিল।

রাজহত্যার অব্যবহিত পরেই, মুসলমান সর্দ্দারবৃন্দ পূর্ব্ববৎ সমবেত হইয়া গঙ্গোত্তরী জেলার সুপ্রসিদ্ধ সামন্ত হিসাম্ উদ্দীন্ অবুজ্‌কে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি ঘোর রাজ্যের কোন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দারবংশসম্ভূত—অদৃষ্টান্বেষণে ভারতে আসিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অধীনে সেনানায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে স্বীয় প্রভুর অনুগ্রহে গঙ্গোত্তরী বিভাগের শাসনাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার বীরত্ব, সাহস ও কর্ম্মনিষ্ঠায় অপরাপর সর্দ্দারগণ তাঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিল। মহম্মদ সিরানের রাজ্যকালে কামার রুমির সমক্ষে তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করায় রাজভক্তির পুরস্কারস্বরূপ বিশেষরূপ সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের মৃত্যুর পর খিলজীবংশীয় যে কয়েকজন সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুলতান গিয়াস্উদ্দীন্ই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। সুলতান হিসাম্ উদ্দীন্ অবুজ গৌড়ের মসনদে সমাসীন হইয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ নাম ধারণ করেন। তাঁহার স্থাপিত কীর্ত্তিমালা অদ্যাপি বঙ্গে তাঁহার যশঃ ঘোষণা করিতেছে। তিনি গৌড়নগরী নানা অট্টালিকায় ও ধর্ম্মমন্দিরে সুশোভিত করিয়াছিলেন। তখন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়-রাজধানী গঙ্গার দুই দিকে বিস্তৃত ছিল। বর্ষাঋতুতে জলমগ্ন স্থান দিয়া রাজধানী হইতে অন্যত্র যাতায়াতের অসুবিধা বুঝিয়া তিনি বীরভূমের অন্তর্গত নগর (লক্ষ্মণনগর বা লখ্নোর) নামক স্থান হইতে গৌড় দিয়া দেবকোট পর্য্যন্ত একটা জাঙ্গাল (মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা নির্ম্মিত উচ্চ পথ) প্রস্তুত করান। ইহাতে সাধারণ লোকের ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বাঙ্গালার বিভিন্ন নগরে গমনাগমনের যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়াছিল।

মুসলমানবাহিনী সঙ্গে লইয়া তিনি স্বয়ং কামরূপ, মিথিলা এবং জগন্নাথের (উড়িষ্যার) রাজাদিগকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসরকাল মহাসমৃদ্ধির সহিত রাজত্ব করিয়া তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান। তিনি সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। জ্ঞানোন্নতি কল্পে তিনি শত শত পণ্ডিতকে বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে তিনি হিন্দু, মুসলমান, ধনী বা দরিদ্রভেদে কোনরূপ বিচারের তারতম্য করিতেন না। ১২২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের বিরোধী হইয়া তিনি প্রথমে দিল্লীতে রাজকর প্রেরণ বন্ধ করেন। সম্রাট্ আল্তমাস তাঁহাকে দণ্ডবিধানার্থ বাঙ্গালায় সমাগত হইলে তিনি তাঁহার অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সম্রাট্ প্রত্যাগত হইলে, তিনি বেহারের শাসনকর্ত্তা মুলক্ আলা উদ্দীনকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া পুনরায় দিল্লীশ্বর সুলতান্ আল্তামাসের অধীনতা অস্বীকার করেন, তাহাতে সুলতান আপনার দ্বিতীয় পুত্র নাসির্ উদ্দীন্কে তদ্বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। গিয়াস্ উদ্দীন্ সমরে পরাজিত এবং নিহত হন (১২২৭ খৃষ্টাব্দ)।

গিয়াসের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণাবতীর হৃতসর্ব্বস্ব দিল্লীরাজধানীতে প্রেরণ করিয়া নাসির্ উদ্দীন্ বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা হন। ১২২৮-২৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণাবতী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই সুযোগে খিলজীবংশীয় সর্দ্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া পুনরায় বাঙ্গালা হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। সুলতান আল্তমাস ৬২৭ হিজিরায় স্বয়ং বাঙ্গালায় উপনীত হইয়া বিদ্রোহদমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত মুলক্ আলা উদ্দীন্কে গৌড়সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। আলা উদ্দীন্ ৪ বৎসর এবং তৎপরে শৈফ্ উদ্দীন্ তুর্ক ৩ বৎসরকাল রাজত্ব করিলে পর বাঙ্গালার মসনদে তুঘান খাঁ আরোহণ করেন। ৬৩৪ হিজিরায় বিষপ্রয়োগে শৈফ উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে (১২৩৭ খৃঃ)।

নাসির্ উদ্দীনের পর যথার্থ পক্ষে তুঘান খাঁই বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। সুলতান আল্তমাসের অনুগ্রহে তিনি ৬৩০ হইতে ৬৩৪ হিঃ মধ্যে যথাক্রমে বুদাউন, বেহার ও গৌড়ের মসনদে সমধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বঙ্গসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আজা উদ্দীন্ তুঘান খান্ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বরী সুলতান রিজিয়ার সন্নিকটে উপঢৌকনাদিসহ একজন দূত প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি উচ্চ সম্মানলাভ এবং লোহিতবর্ণ ছত্র ধারণের অধিকার পান। অতঃপর তিনি ত্রিহুতপতিকে পদানত করিয়া কর দিতে বাধ্য করেন এবং বহু ধনরত্ন লইয়া গৌড় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

সম্রাট্ মসাউদের রাজত্বকালে দিল্লীর রাজসরকার বিশৃঙ্খল জানিয়া তিনি সেই রাজশক্তিকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক স্বয়ং স্বাধীন রাজরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং কড়া-মাণিকপুর অধিকার করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন (১২৪২ খৃষ্টাব্দে)। তথায় বাসকালে ৬৪০ হিজিরাব্দে তবকৎ-ই নাসিরী প্রণেতা মিন্হাজের সহিত সুলতানের সাক্ষাৎ হয়। সুলতান তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালায় আসেন।

১২৪৩ খৃষ্টাব্দে উৎকলপতি সুলতান তুঘানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তিনি মুসলমান সেনা লইয়া যাজপুর রাজ্য সীমান্তস্থিত কতাসন নামক স্থানে উপনীত হন। উড়িষ্যাবাসীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুলতান লক্ষ্মণাবতীতে সদলে ফিরিয়া আসেন। তাহাতে উত্তেজিত হইয়া উড়িষ্যাসৈন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করে (১২৪৪ খৃঃ,৬৪২ হিঃ)। গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গভীমপুত্র মহাবীর নরসিংহদেব স্বয়ং এই অভিযানের অধিনায়ক ছিলেন। উড়িষ্যা সৈন্য গৌড়নগর ও বীরভূমের প্রধান নগর লখ্নোর আলোড়িত এবং তথাকার সেনাপতি করিম্ উদ্দীন্কে বিপর্য্যস্ত করিলে উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান দিল্লীশ্বরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তদনুসারে অযোধ্যার সুবাদার তৈমুর খাঁ কিরাণ সদলে লক্ষ্মণাবতী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া উৎকলসৈন্য লব্ধদ্রব্যাদি লইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিল। তৈমুর খাঁ সুলতান তুগ্রিল্-ই তুঘানকে হীনবল দেখিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসিলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষীয় মুসলমানসেনায় ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে উভয়পক্ষে একটী সন্ধি হয়। তাহাতে তৈমুর খান্ গৌড়ের মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং সুলতান তুঘান স্বীয় ধনরত্ন লইয়া দিল্লী রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন। দিল্লীশ্বর যথোচিত

সম্মানদানের পর তাঁহাকে অযোধ্যার সুবাদার পদে নিয়োজিত করেন।

তৈমুর খান্ সুলতান আল্‌তমাসের ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার বীরত্বাদি সদ্‌গুণে ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তৃপদ দান করেন। তদনন্তর তিনি বাঙ্গালার মসনদ অলঙ্কৃত করিয়া দুই বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, ৬৪৪ হিঃ গৌড় নগরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। ঐ রাত্রিতেই সুলতান তুঘান্ অযোধ্যানগরে দেহ রক্ষা করেন।

অতঃপর ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তুর্কবংশীয় ক্রীতদাস শৈফউদ্দীন্ যুঘন তাঁত বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। তিনি বিশেষ প্রতিভা ও যশের সহিত ৭ বৎসরকাল বাঙ্গালা শাসন করিয়া ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে (৬৫১ হিঃ) গৌড়নগরে জীবলীলা শেষ করেন, তাঁহার সময়ে উড়িষ্যার রাজা গঙ্গবংশীয় নরসিংহদেব বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া, গৌড় নগর অবরোধ করেন। যুগন খাঁর প্রার্থনানুসারে ও দিল্লীশ্বরের আদেশে অযোধ্যা হইতে সাহায্য আসিয়া উপনীত হইলে উৎকলসৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শৈফ উদ্দীন্ যুঘন তাঁতের পর অযোধ্যার শাসনকর্তা ইখ্‌-তিয়ার উদ্দীন্ তুঘ্রল খাঁ মুল্ক যুজবেগ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইয়া আসেন। তিনি বলদর্পিত উড়িষ্যাবাসীর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছায় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। দুইবার যুদ্ধে তাঁহার জয় লাভ হয়, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। রাজ্যারোহণের এক বৎসর পরে, তিনি অজমর্দ্দনরাজকে (সম্ভবতঃ শ্রীহট্টরাজ) পরাজয় করিয়া বহু ধনরত্ন সংগ্রহ করেন। এইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীন হইবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি মুঘিস্ উদ্দীন্ নাম ধারণ করিয়া শ্বেত ছত্রতলে উপবিষ্ট হন। পরে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণকালে তিনি শত্রুহস্তে বন্দীকৃত ও নিহত হন (১২৭৫ খৃষ্টাব্দ)।

৬৫৬ হিজিরায় মালিক যুজবেকের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী সরকারে উপনীত হইলে, সম্রাট্ নাসির্ উদ্দীন্ মহম্মদের মন্ত্রিবর্গ জলাল উদ্দীন্ খানি নামক একজন মুসলমান সেনাপতিকে বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্বে নিয়োগ করিয়া তদ্দেশ অধিকারে প্রেরণ করেন।

জলাল্ বাঙ্গালায় উপনীত হইলে তথাকার মুসলমান সামন্তগণ তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা বলিয়া গ্রহণ করিল। অতঃপর সুলতান জলাল উদ্দীন্ বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্বেষী রাজগণের স্বাধীনতাহরণে অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে কড়ার শাসনকর্তা আর্সিলান খাঁ গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন। জলাল যুদ্ধে নিহত হইলে, আর্সিলান তদীয় সম্পত্তি ও হস্ত্যশ্বরথাদির কতকাংশ দিল্লী সরকারে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিয়া গৌড়সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ আল্‌তমাসের ক্রীতদাস ও সেনাপতি ইজ্জ-উল্‌-মুল্ক তাজ্ উদ্দীন্ আর্সিলান খাঁ সঞ্জর খ্বারিজমী ১২৫৮ অব্দে কড়ার শাসনকর্তা হইয়া মালব ও কালিঞ্জর আক্রমণের আদেশ পান। তিনি ঘটনাচক্রে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করেন। দুই বৎসরকাল গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

অতঃপর তৎপুত্র মহম্মদ তাতার খাঁ বাঙ্গালার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি উদারচেতা, ধীর ও ধর্ম্মশীল ছিলেন। দিল্লীশ্বর নাসির্ উদ্দীন্ ঐ সময়ে মোগল আক্রমণ হইতে ভারতপ্রান্ত রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকায় গৌড়ের দিকে নয়ন ফিরাইতে পারেন নাই। ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনরশ্মি সুদক্ষ সম্রাট্ বল্‌বনের হস্তে সমর্পিত হইলে, গৌড়েশ্বর মহম্মদ দিল্লীশ্বরের তৃপ্তিবিধান জন্য নানা উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তদবধি ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর অধীনস্থ সামন্তরূপে বাস করিয়া সুলতান তাতার খাঁ লক্ষ্মণাবতীতে দেহত্যাগ করেন।

রাজসিংহাসন শূন্য জানিয়া সম্রাট্ বল্‌বন্ স্বীয় ক্রীতদাস ও প্রিয়পাত্র সুলতান মুঘিস্ উদ্দীন্ তুঘ্রলকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুঘ্রল বীরত্ব দেখাইয়া উত্তরপূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু রাজাদিগকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তাঁহা-দিগকে করদানে বাধ্য করেন। ইতিহাসান্তরে প্রকাশ, এই সময়ে আমীন নামে এক ব্যক্তি গৌড়ের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন, তুঘ্রল নামক তাঁহার একজন নায়েব ছিলেন। সম্রাট্ বল্‌বন্ অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া তুঘ্রল বিদ্রোহী হন ও বঙ্গের শাসনকর্তা স্বীয় প্রভুকে বন্দী করেন। তৎপরে স্বয়ং সুলতান মুঘিস্‌উদ্দীন্ নাম ধারণপূর্ব্বক বঙ্গসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন (১২৭৯ খৃষ্টাব্দ)।

রাজাসনে আসীন হইয়া মুঘিস্ যাজনগর (উৎকল)-রাজকে পরাজয় করিয়া তৎপ্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে সম্রাটের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি গৌড়রাজছত্রতলে উপবিষ্ট থাকিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীশ্বর বল্‌বন্ এই সংবাদে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্রমে ক্রমে দুই দল সৈন্য পাঠান। প্রথম অভিযানে তিনি মালিক অবক্তজিনকে আমীন খাঁ উপাধি দান ও বঙ্গের শাসনকর্তা করিয়া অযোধ্যাপথে বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। সম্রাট্-বাহিনী ঘর্ঘরা অতিক্রম করিয়া গৌড়সীমান্তে উপনীত হইলে তুঘ্রলের সহিত যুদ্ধ হয়। অবক্তজিন পরাজিত হন। সম্রাট্ অবক্তজিনের ফাঁসির আদেশ দিয়া তুর্মুতি নামক জনৈক

তুর্ক সেনাপতিকে দ্বিতীয়বার গৌড় বিজয়ে প্রেরণ করেন। এবারও দিল্লী-সৈন্যের পরাভব ঘটে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ বল্বন্ স্বয়ং পুত্র বঘ্‌রা খান্‌কে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তুগ্রল সম্রাটের আগমনে ভীত হইয়া ধনরত্ন সঞ্চয়পূর্ব্বক ত্রিপুরাভিমুখে পলাইয়া যান। দিল্লীশ্বর গৌড়রাজধানীতে পদার্পণ করিয়া হিসাম্ উদ্দীনকে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করিয়া সদলে ত্রিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সোণারগাঁয়ে শিবির সন্নিবেশ করিলেন,এখানকার স্বাধীন হিন্দুনৃপ দনুজরায় (সেনবংশীয় দনৌজা মাধব) তাঁহার সাহায্যকরণাভিপ্রায়ে নদীপথ রক্ষাভার গ্রহণ করেন। মালিক বারিক ও মহম্মদ শের প্রভৃতি সেনানায়কের অধীনে স্বীয় সেনাদল বিভক্ত করিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদ্রোহীর অন্বেষণে নিয়োগ করিলেন। তুগ্রল পথি মধ্যে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন (১২৮২ খৃষ্টাব্দে)। অনন্তর বল্বন্ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্রকে নাসির্ উদ্দীন্ উপাধি দিয়া বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

সুলতান বঘরা খান্ নাসির্ উদ্দীন্ গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার কিছুকাল পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং তিনি দিল্লীসাম্রাজ্যেব উত্তরাধিকারী হন; কিন্তু তিনি উক্ত গুরুভার বহন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে তৎপুত্র কৈকোবাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং নাসির্ স্বয়ং গৌড়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কৈকোবাদ ক্রমে অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িলে নাসির্ উদ্দীন্ পুনঃ পুনঃ উপদেশপত্র লিখিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল ফলিল না, বরং কুমন্ত্রীর প্ররোচনায় ও মন্ত্রণায় উদ্দীপ্ত হইয়া কৈকোবাদ পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উভয়ের সৈন্য ঘর্ঘরা ও সর্য্যূ নদীতীরে পরস্পরেব নিকটবর্ত্তী হইল। দুই দিন কিছুই হইল না। তৃতীয় দিবসে নাসির্ উদ্দীন্ সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইয়া স্বহস্তে পত্র লিখিলেন। মন্ত্রীর পরামর্শে কৈকোবাদ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিলেন। পুত্র সিংহাসনে আসীন রহিলেন, পিতা আসিয়া যথারীতি দুইবার কুর্ণিস করিলেন, তিনবার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কৈকোবাদ সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনি নীচে বসিলেন। পিতা পুত্রে মিলন হইল। নাসির পুত্রকে সদুপদেশ দিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন (১২৯২ খৃষ্টাব্দে)।

এদিকে জলাল্ উদ্দীন্ খিলজীর হস্তে কৈকোবাদ রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন (১২৯০ খৃষ্টাব্দে)। জলাল উদ্দীন্ এবং তৎপরে আলা উদ্দীনের রাজত্বের প্রথমকালপর্য্যন্ত সুলতান নাসির্ উদ্দীন্ নির্ব্বিঘ্নে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ সময়ে আলা উদ্দীন্ শক্তিসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিলে,তিনি সম্রাটের ভয়ে স্বেচ্ছায় গৌড়সিংহাসন ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সামন্তরাজরূপে গৌড়নগরে বাস করিতে অধিকার পান (১২৯৯ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে কৈকায়ুস এবং ফিরোজ শাহ্ নামক নাসির্ উদ্দীনের পুত্রদ্বয় যথাক্রমে গৌড়ে রাজত্ব করেন। ফিরোজ শাহের সময়ে তৎপুত্র বাহাদুর খান্ সমবেত মুসলমানশক্তির সাহায্যে দনুজরায়কে পরাজয় করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালার শাসনাধিকার লাভ করিয়া সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৩১৭ বা ১৩১৮ খৃঃ অব্দে ফিরোজ শাহের মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব্ উদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই বাহাদুর খাঁ শাহাব্ উদ্দীনকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন।

এই সময়ে মুবারক শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বল-দর্পিত বাহাদুর খান্ তাঁহার রাজশক্তিকে উপেক্ষাপূর্ব্বক বাহাদুর শাহ নাম গ্রহণ ও স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। মুবারকের অনতিকাল পরেই খিলজীবংশের বিলয় সাধিত হয় এবং গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগলক দিল্লী-সিংহাসনে সমধিষ্ঠিত হন।

এদিকে রাজ্যচ্যুত শাহাব্ উদ্দীন্ ভারত-রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইয়া সম্রাট্ গিয়াস্ উদ্দীন্ তোগলকের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু ইহার পরে কি হইল জানা যায় না। সম্রাট্ ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়া শাহাব্ উদ্দীনের ভ্রাতা নাসির উদ্দীন্‌কে শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করেন এবং বাহাদুরকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান।

বাহাদুর শাহকে সঙ্গে লইয়া দিল্লীধামে উপনীত হইবা মাত্র সম্রাট্ নাসির উদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইলেন। তিনি বঙ্গ পরিত্যাগকালে বহরম খাঁকে সুবর্ণগ্রাম এবং আজ্জদ খাঁকে ত্রিহুতরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যান। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোগলক দিল্লীশ্বর হন। নাসিরের মৃত্যুর পর, তিনি কাদর খাঁকে লক্ষ্মণাবতীর ও আজম্ উল্ মুলককে সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু ঘটে। তোগ-লকেব প্রস্থানের পর হইতেই বাঙ্গালায় নানা রাজনৈতিক বিপ্লব সূচিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতেই অল্পকালের মধ্যে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলমানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার সূত্রপাত হয়।

বহরম্ খাঁর মৃত্যুতে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী ফখর উদ্দীন্ সুবর্ণগ্রামের মসনদে আরোহণপূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন

রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করণাভিপ্রায়ে বিশেষ ব্যস্ত ও নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফখর্ উদ্দীনের এই অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ডবিধানার্থ লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা কাদর খাঁকে সদলে অগ্রসর হইতে আদেশ পাঠান। তদনুসারে কাদর খাঁ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন। রণজয়ে উৎফুল্ল হইয়া কাদর খাঁ মুসলমান সর্দ্দারদিগকে এবং সেনাদলকে বিদায় দিয়াছেন শুনিয়া ফখর্ উদ্দীন্ উৎসাহিত হইলেন। তিনি উৎকোচদানে বিপক্ষীয় সেনাদলকে বশীভূত করিয়া লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তার প্রাণনাশ করাইলেন। তদনন্তর তিনি সুবর্ণগ্রাম রাজধানীতে আসিয়া অঙ্গীকার মত রাজকোষের ধনরত্ন বিভাগ করিয়া দিলেন (১৩৪০ খৃষ্টাব্দে)।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পাঠান-শাসনকর্ত্তাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই মুখে দিল্লীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় সকলেই স্বাধীনভাবে গৌড়রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ প্রকাশ্যরূপে সম্রাটের অধীনতা-পাশ উচ্ছেদ করিতে গিয়া বিলক্ষণ প্রতিফলও পাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের শাসনকালে সময় সময় অরাজকতার বিষময় বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, কখন বা গৃহবিপ্লবে রাজসিংহাসনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাবর্গেরও সর্ব্বনাশ সাধিত হইত, আবার কখনও বা রাস্তা-নির্ম্মাণ প্রভৃতি শুভকর কার্য্যও মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। বাঙ্গালার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হইলে তাঁহারা সমস্ত প্রদেশটীর নাম বাঙ্গালা রাখেন।* তৎকালে লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণগ্রাম এবং সপ্তগ্রামে যথাক্রমে পশ্চিম, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ বিভাগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বখ্তিয়ার খিলজীর সময় হইতে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমুদায় দক্ষিণ বিহার ও কখন কখন সারণ পর্য্যন্ত উত্তর বিহার প্রদেশ গৌড়ের শাসনকর্ত্তাদিগের অধিকারে ছিল।

দিল্লীর অধীনস্থ বাঙ্গালার পাঠান শাসনকর্ত্তৃবর্গ।

খৃঃ	হিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১১৯৯	৫৯৫	মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার খিলজী (লক্ষ্মণাবতী)	শাহাবুদ্দীন্ ঘোরী
১২০৫	৬০২	মহম্মদ সিরান খিলজী	কুতব্দীন্ আইবক
১২০৮	৬০৫	আলী মর্দ্দান্ খিলজী	ঐ
১২১১	৬০৮	সুলতান গিয়াস্ উদ্দীন্	আল্তমাস
১২২৭	৬২৪	নাসির্ উদ্দীন্ বিন্ আলতমাস	আল্তমাস
১২২৯	৬২৭	আলাউদ্দীন্ জানি	ঐ
১১২৯	৬২৭	সৈফ্ উদ্দীন্ আইবক	ঐ
১২৩৩	৬৩১	তুঘানখান্	সুলতানা রিজিয়া
১২৪৩	৬৪১	তাজি	আলাউদ্দীন্ মসাউদ
১২৪৪	৬৩২	তৈমুর খাঁ কিরাণ্	ঐ
১২৪৪	৬৪২	মালিক যুজ্বেগ তুঘ্রিলখান্	ঐ
১২৪৬	৬৪৪	সৈফ্উদ্দীন	ঐ
১২৫৩	৬৫১	ইখ্তিয়ারউদ্দীন্ মালিক যুজ্বেগ	ঐ
১২৫৭	৬৫৬	জলালউদ্দীন্ মসাউদ	নাসিরউদ্দীন্ মাহ্মুদ
১২৫৮	৬৫৭	ইজ্জ্উদ্দীন্ বল্বন্	ঐ
১২৫৯	৬৫৮	আর্শলান খান খারীজিমী	ঐ
১২৬০	৬৫৯	আর্শলান তাতার খান্	ঐ
১২৭৭	৬৭৬	তুঘ্রল (মুইজ্উদ্দীন্)	গিয়াস্উদ্দীন্ বল্বন্
১২৮২	৬৮১	নাসিরউদ্দীন্ বঘ্রা খাঁ (বল্বনের পুত্র)	ঐ
১২৯১	৬৯১	রুকনুউদ্দীন্ কৈকাউস	মুইজ্উদ্দীন কৈকোবাদ ফিরোজ শাহ খিলজী, আলাউদ্দীন্ খিলজী
১৩০২	৭০২	সামস্উদ্দীন্	ফিরোজ শাহ ঐ
১৩১৮	?	শাহাবউদ্দীন্ বঘ্রা শাহ	মুবারক শাহ
?	?	গিয়াস্উদ্দীন্ বাহাদুরশাহ	তোগলক শাহ
?	?	নাসির্উদ্দীন্	মহম্মদ তোগলক
১৩২৫	৭২৫	কাদর খান্	ঐ

(দ্বিতীয় শাসনকাল।)

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরম খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় অনুচর ফখর্ উদ্দীন্ কাদর খাঁকে কৌশলে নিহত করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালায় স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই সময় দুর্ব্বলহৃদয় ৩য় মহম্মদ দিল্লীসিংহাসন কলঙ্কিত করিতেছিলেন। সম্রাট্হস্তে রাজকীয় শক্তির অপলাপ দেখিয়া এবং রাজপক্ষ হতবল জানিয়া সুলতান ফখর্ উদ্দীন্ স্বীয় রাজ্যবৃদ্ধি-মানসে মুখলিস খাঁকে লক্ষ্মণাবতী আক্রমণে পাঠাইলেন; কিন্তু তিনি মৃতশাসনকর্ত্তা কাদর খাঁর সুশিক্ষিত সেনাপতি আলী মুবারকের হস্তে পরাস্ত হইলেন। আলী মুবারক আপনার বিজয়বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালার মস্নদ প্রার্থনা করেন। সম্রাটের আদেশপত্র আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আলা উদ্দীন্ নাম

* খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর রাজেন্দ্র চোলদেবের একখানি গিরিগাত্র খোদিত শিলাফলকে "বঙ্গাল দেশের" উল্লেখ দেখা যায়। [গৌড় দেখ।]

গ্রহণপূর্ব্বক গৌড়সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদনন্তর তিনি পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফখর্ উদ্দীন্‌কে আক্রমণ করিলেন। ফখর্ উদ্দীন্ ধৃত ও নিহত হইলেন (১৩৪২ খৃঃ)।

তিনি কয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া গতাসু হইলে, তৎপুত্র মুজঃফর গাজি শাহ পূর্ব্ববঙ্গের (সুবর্ণগ্রাম) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এদিকে পশ্চিম বাঙ্গালায় আলিউদ্দীন্ আলী শাহ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, গৌড়সন্নিহিত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হাজি ইল্য়াস্ বা ইলায়স্ খ্বাজা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। এই সূত্রে উভয়ে অনেকবার যুদ্ধ ঘটে, পরিশেষে আলী শাহ পরাস্ত হইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। ঈর্ষাপরবশ ইলয়াস্ গোপনে তাঁহাকে নিহত করিয়া বৈরজ্বালা শান্তি করিলেন। আলী মুবারক এক বৎসর পাঁচ মাস কালমাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পাণ্ডুয়া ইলয়াসের হস্তগত হইল। তিনি ইল্য়াস্ খ্বাজা সামস্‌উদ্দীন্ ভাঙ্গরা নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। কয়েক বৎসর পরে সামস্ উদ্দীন্ পূর্ব্ববাঙ্গালা আক্রমণ ও অধিকার করেন (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দ)। এই সময়ে ত্রিপুরারাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া রাজকর ও নজর দিতে বাধ্য হন। অনন্তর তিনি পশ্চিমে বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে সম্রাট্ তৃতীয় ফিরোজ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। সম্রাটের সহিত যুদ্ধে ইল্য়াস্-পুত্র বন্দী হইলেন, পাণ্ডুয়া অধিকৃত হইল। এই সময়ে সামস্ উদ্দীন্ পাণ্ডুয়া হইতে ১১ ক্রোশ দূরে একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাট্ উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন যে, সহজে উহা হস্তগত হইবে না, তখন তিনি সন্ধি করিয়া দিল্লীতে প্রস্থান করিলেন (১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে)। ইহার অত্যল্পকাল পরে বাদশাহ বাঙ্গালার স্বাধীনতা স্বীকার করেন (১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে)। এই সময়ে বাঙ্গালারাজ্যের সীমা উত্তর-বিহারে গণ্ডক নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

কএক বৎসর বিশেষ বলদর্পে রাজ্যশাসন করিয়া সামস্‌উদ্দীন্ ৭৬০ হিজিরায় গতাসু হন (১৩৫৮ খৃঃ)। তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাজপাট গৌড়রাজধানী হইতে মালদহের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়া নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। হাজীপুর নগর তিনি স্বনামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে তিনি হিন্দুধর্ম্মেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একডালার নিকট রাজা ভবানী নামে এক সাধুর বাস ছিল। সম্রাট্ ফিরোজকর্ত্তৃক একডালা অবরোধকালে ঐ সাধুর মৃত্যু হয়। সাধুবরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিনিবন্ধন সুলতান সামস্ উদ্দীন্ ফকিরবেশে তাঁহার সমাধি স্থলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং সেই ছদ্মবেশেই সম্রাট্-শিবিরে আসিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান।

সামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র "সেকন্দর শাহ" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা হন। এই সময়ে ফিরোজ শাহ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, কিন্তু সেকন্দর পিতার অনুবর্ত্তী হইয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় লন এবং এরূপ যুদ্ধ-কৌশল দেখান যে, সম্রাট্ কয়েকটী হস্তী ও কিঞ্চিৎ উপঢৌকন লইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন (১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে)। সেকন্দর একটী প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া তাহার উপর বিখ্যাত "আদিনা-মসজিদ" নির্ম্মাণ করেন, পাণ্ডুয়ায় উহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেকন্দরের দুই মহিষী ছিল, একের গর্ভে গিয়াস্ উদ্দীন্, অপরের গর্ভে ১৬টী সন্তান জন্মে। গিয়াস্ উদ্দীন্ বিমাতার চক্রে প্রাণ হারাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, সুবর্ণগ্রামে পলাইয়া আসেন ও সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক রাজবিদ্রোহী হন। তথায় কিয়ৎ-কাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার পর তিনি সোণার-কোটে আসিয়া শিবির স্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে গোয়ালপাড়া পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। পিতাপুত্রের পরস্পরের যুদ্ধে সেকন্দর গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে (৭৬৯ হিঃ=১৩৬৭ খৃঃ)।

গিয়াস্ উদ্দীন্ রাজা হইয়া চিরন্তন প্রথামত আত্মরক্ষার্থে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগকে অন্ধ করিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার জীবনে আর কোন নিষ্ঠুরাচরণের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। তিনি সদ্বিচার দ্বারা সকল লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কবি, কবির ময্যাদা রক্ষায় সততঃ সচেষ্টিত ছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গালায় রাজত্বকালে তিনি পারসিক কবি হাফেজকে আনিয়া বাস করাইতে বিধিমতে চেষ্টা পান। কিন্তু উক্ত কবি আগমন করেন নাই। ৭৭৫ হিঃ (১৩৭৩ খৃঃ) তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি দিনাজপুরের রাজা গণেশ কর্ত্তৃক নিহত হন। এ কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের রাজত্বকালে রাজা গণেশ যে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে উক্ত পৌত্রকে বিনাশ করিয়া তিনি যে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গিয়াস্ প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু কুতুব উল্ আলমের সহপাঠী ছিলেন এবং লখ্‌নৌর প্রসিদ্ধ সাধু হামিদ উদ্দীনের নিকট তিনি পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা করেন।

গিয়াসের মৃত্যুর পর, অমাত্যবর্গ তাঁহার পুত্র সৈফ্ উদ্দীনকে সুলতান উস্ সলাতিন উপাধিসহ বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত করেন। সৈফ্ উদ্দীন্ নির্ব্বিরোধে ও শান্তির সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে গতাসু হইলে, তাহার দত্তক পুত্র ২য় সামস্

উদ্দীন্ দুই বৎসর কাল শান্তিময় রাজ্য ভোগ করেন। এই সময়ে ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার রাজা গণেশ (মতান্তরে রাজা কংশ) রাজদ্রোহী হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন (১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে)। মুসলমান সর্দ্দারগণ কেহই তৎকালে বঙ্গেশ্বরের সহায়তা করেন নাই। তৎকালে অপর কয়জন মুসলমান রাজার শাসনোল্লেখ দৃষ্টে অনুমান হয়, মুসলমান সমাজেও রাজ্যাধিকার বিভ্রাটে বিশেষরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বরের সামর্থ্যহীনতাই বঙ্গীয় রাজবিপ্লবের একমাত্র কারণ। ৮০১ হিজিরায় তৈমূরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দিল্লীশ্বরকে হীনবল দেখিয়া গুজরাত, মালব, কনোজ, অযোধ্যা, কড়া, জৌনপুর, লাহোর, দেবলপুর, মুলতান, সমানা, বয়ানা, মহোবা প্রভৃতি স্থানের মুসলমান সর্দ্দারগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। খ্বাজা জহানকর্ত্তৃক বেহার অধিকারের পর বাঙ্গালার অপরাপর মুসলমান সর্দ্দারগণও স্বাধীনভাবে শাসন পরিচালন করিতে চেষ্টা করেন। এই সুযোগে দিনাজপুরপতি গণেশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রাজা গণেশ বাঙ্গালার অধিপতি হন, এবং ৭।৮ বৎসরঃ রাজত্ব করেন। তিনি অপক্ষপাতে রাজ্যশাসন করিয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় 'বয়াজিদ্ শাহ' নাম দৃষ্ট হয়। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র জিৎমল্ল 'জলাল্ উদ্দীন্ মহম্মদ শাহ' নাম গ্রহণপূর্ব্বক মুসলমান হন এবং গৌড়নগরে পুনর্ব্বার রাজধানী স্থাপন করেন। জলাল গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রজাপীড়ন করিতেন এবং অবশেষে দুইজন ক্রীতদাসের হস্তে (১৪০৯ খৃষ্টাব্দে) নিহত হন। রাজা গণেশ পূর্ব্ববঙ্গে নানা দেবমন্দির স্থাপন করিয়া পৌত্তলিকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র ও পৌত্রের ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণে সে স্রোত বাধা প্রাপ্ত হয়। গৌড়নগরে তিনি এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এ সময়ে বাঙ্গালার পরাক্রম অনেক কমিয়াছিল। উত্তরপূর্ব্বে কামরূপ রাজ্য করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পশ্চিমে জৌনপুরের সুলতান খ্বাজা জহান্ সমুদায় বেহার প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার রাজাও মধ্যে মধ্যে বঙ্গসীমান্ত আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতেছিলেন।

জলাল্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আহ্মদ শাহ বাঙ্গালার মস্নদে উপবিষ্ট হন (১৪০৯ খৃঃ)। এই সময়ে জৌনপুররাজ সুলতান ইব্রাহিম বাঙ্গালা আক্রমণে উদ্যোগী হইলে বঙ্গেশ্বর তৈমুরপুত্র শাহরুখের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া হিরাটে দূত প্রেরণ করেন। তাতার-রাজদূত গৌড়রাজধানীতে আগমন কালে জৌনপুরপতিকে স্বীয় সম্রাটের বঙ্গবিজয়-নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া যান। ১৮ বৎসর রাজত্বের পর আহ্মদ ১৪২৬ খৃষ্টাব্দে গতাসু হন।

আহ্মদের মৃত্যুর পর, মুসলমানেরা সুলতান সামস্ উদ্দীনের বংশধর নাসির উদ্দীন্ নামক একজনকে রাজা করেন। হিন্দু-রাজবংশের অভ্যুদয়ে মুসলমান সর্দ্দারগণ রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। এখন ভাঙ্গবাবংশের হস্তে রাজ্য-রশ্মি নিপতিত হওয়ায় সর্দ্দারগণ রাজসংসারের বলবৃদ্ধি কামনায় রাজসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া নসির শাহ ১৪৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজত্ব করেন। উক্ত বর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র বার্ব্বক শাহ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার নির্ম্মিত গৌড়ের প্রাকারাদি ও প্রবেশদ্বার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

নসির শাহের পুত্র বার্ব্বক শাহ স্বীয় রাজ্য ও রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থ অনেকগুলি হাবসী (আবিসিনীয় ক্রীতদাস) ও খোজা নিযুক্ত করেন। ইহারা ক্রমে আট সহস্র পরাক্রান্ত অশ্বারোহী হইয়া উঠে এবং রাজানুগ্রহে কেহ কেহ রাজসরকারে উচ্চপদ ও সম্মান লাভ করে। সুলতান বার্ব্বক ১৪৭৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে রাজ্যশাসন করিয়া গতাসু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র য়ুসুফ শাহ রাজা হন। রাজাসনে আসীন হইয়াই তিনি ন্যায়-বিচারের সুব্যবস্থা করেন এবং রাজবিধির সংস্কার করিয়া যান। কাজী ও মুফতীগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইতেন।

৮৮৭ হিজিরায় অপুত্রক য়ুসুফ গতাসু হইলে মুসলমান ওমরাহগণ রাজবংশীয় সেকন্দর শাহ নামক একজন ব্যক্তিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু সেকন্দর রাজকার্য্য পরিচালনে অক্ষম দেখিয়া তাহারা দুইমাস পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় খুল্লতাত ফতেশাহকে সিংহাসন অর্পণ করেন।

সুলতান ফতেশাহ বিদ্যাদি নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, হাবসী ও খোজাগণ পূর্ব্ব হইতেই রাজসরকারে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ বঙ্গীয় প্রজাবর্গের ওষ্ঠাগতপ্রাণ। তিনি ইহার প্রতিবিধান জন্য কএকজনকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের মর্য্যাদার হ্রাস করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা সুলতানের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা রাজপুর-রক্ষী "পাইক"দিগকে প্রলোভিত করিয়া একদিন গভীর নিশীথে রাজান্তঃপুর মধ্যে সুলতান ফতেশাহকে বধ করিল।

রাজসরকারের প্রথামত সুলতান প্রভাতে রাজসভাতলে উপস্থিত হইতেছেন না দেখিয়া সভাস্থ সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া

পড়িয়াছেন, এমন সময়ে সাধারণের বিস্ময় সমুৎপাদন করিয়া খোজা-সর্দ্দার বারিক রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে উজীরপ্রধান খাঁ জাহান এবং হাবসীশ্রেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ মালিক আণ্ডেল রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা রাজধানী রক্ষার্থ পাইকমাত্র নিযুক্ত রাখিয়া সমগ্র সেনাদল লইয়া কোন হিন্দুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, পাইক-সর্দ্দারও পূর্ব্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়াছিল, সুতরাং বারিকের সিংহাসন গ্রহণে সে কোনও আপত্তি উত্থাপন করিল না। খোজা বারিক সুলতান শাহজাদা উপাধি ধারণ করিয়া ১৪৯১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজাদা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে; কিন্তু তাহা সাধারণের অভিমত হইল না। মালিক আণ্ডেল সুলতান-কর্ত্তৃক স্বপদে নিয়োগাধিকার সত্ত্বেও তাঁহার বিরোধী হইয়া রাত্রিযোগে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক সহযোগী যুগ্রিস্ খাঁর সাহায্যে তাঁহাকে নিহত করিলেন এবং সাধারণের অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত বর্ষে সৈফ্ উদ্দীন্ ফিরোজশাহ হাবসী নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি যেরূপ বীর ছিলেন, তদনুরূপ দয়াও তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। তাঁহার উদারতা সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে,—একসময়ে তিনি দরিদ্রদিগকে ১ লক্ষ মুদ্রা ভিক্ষাদানার্থ মন্ত্রীর প্রতি আদেশ করেন। মন্ত্রিবর মনে ভাবিলেন, 'লক্ষ টাকা নিতান্ত কম নয়। সুলতান বোধ হয়, লক্ষ টাকার পরিমাণ না জানিয়াই এত অধিক অর্থ বিতরণের আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং এই অর্থ তাঁহাকে চক্ষে না দেখাইয়া বিতরণ করা হইবে না; এই যুক্তি করিয়া তিনি লক্ষ পরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা সুলতানের যাইবার পথের ধারে রাখিয়া দিলেন। সুলতান তাহাতে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এ মুদ্রা কিসের ? উজীরপ্রবর তাহা ভিক্ষার্থ দেয় বলিয়া অভিবাদন করিলেন। তাহাতে সুলতান বলিয়াছিলেন, "এই সামান্য মুদ্রা কয়জনকে দিবে। ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ বিতরণ করিয়া দাও।"

ফিরোজ শাহ গৌড়নগরে একটী সুবৃহৎ মসজিদ, মিনার ও সুদৃশ্য বাঁধা পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়া যান। ঐ কীর্ত্তিগুলি আজিও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রায় ৩ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে ফিরোজ শাহ ভবলীলা সম্বরণ করিলে ওমরাহগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দীন্ মাহ্মূদ শাহকে * রাজা করেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হাবসী-জাতীয় উজীর হাবেশ খাঁই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। মন্ত্রিবরের অপ্রিয় আচরণে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত হইয়া অপরাপর হাবসীগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার বিনাশের চেষ্টা পান। সেই সময়ে সিদ্দি বদর দেওয়ানে অত্যাচারী উজীরকে নিহত করিয়া সুলতানের বন্ধনদশা মুক্ত করিয়া দেন। মাহ্মূদ শাহের রাজ্যকাল একবৎসর অতিক্রম করিতে না করিতে উক্ত সিদ্দি বদর সুলতানকে গোপনে বধ করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন।

সিদ্দি বদর দেওয়ানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণ করিলেন। এরূপ অত্যাচারী ও যথেচ্ছাচারী রাজা কখনও বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। তিনি প্রথমে তুর্কজাতীয় ওমরাহগণের নিধনসাধন করিয়া স্বীয় বিজাতীয় জ্বালা নির্ব্বাপিত করেন। তদনন্তর তিনি হিন্দুসামন্ত-রাজ ও জমিদারদিগকে নির্জ্জিত, নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার কলুষময় জীবনের বিজাতীয় তৃষ্ণার বিলয় হয় নাই। তিনি সকল প্রকার অত্যাচারেই স্বীয় প্রজাবর্গকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী মক্কাবাসী সৈয়দ হুসেন সরিফ মুসলমান ও হিন্দু সর্দ্দারবৃন্দে মিলিত হইয়া ১৪৯৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজধানীতে সুলতানকে অবরোধ করেন। এই সময়ে সুলতানের অধীনে ৫ হাজার হাবসী এবং ২৫ হাজার পাঠান ও বঙ্গীয় সেনা ছিল। ৪ মাস গৌড়নগরে অবরুদ্ধ থাকিয়া সুলতান মনে করিলেন যে, এই বৃহতী বাহিনী লইয়া তিনি অনায়াসেই বিদ্রোহিদলকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারিবেন। এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া তিনি দুর্গপ্রাকার অতিক্রমপূর্ব্বক গৌড়নগর-সম্মুখস্থ সুবৃহৎ ময়দানে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণ হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর সুলতান রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন (১৪৯৮ খৃঃ)। তাঁহার সঙ্গে গৌড়-প্রাঙ্গণে ২৩ হাজার সেনা প্রাণ দিয়াছিলেন। কথিত আছে, বিদ্রোহিদলের নেতৃবর্গ বন্দীভাবে সুলতান মুজঃফর শাহের সম্মুখে আনীত হইলে তিনি স্বহস্তে তাহাদের শিরশ্ছেদ করিতেন। নিজাম্ উদ্দীন্ বলেন, মন্ত্রিপ্রধান সৈয়দ হুসেন পাইকদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাত্রিতে শয্যাগৃহে তাঁহাকে নিহত করেন।

বিগত সার্দ্ধৈক শতাব্দ কালের মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ধর্ম্মরক্ষাকল্পে হিন্দুগণ এক সময়ে যেরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, অন্য সময়ে আবার তাঁহারা সহৃদয় মুসলমান নরপতিবর্গের করুণায় স্বধর্ম্মপালনে সেইরূপই সামর্থ্যবান্ হইয়াছিলেন। দুঃখের পর সুখোদয়, অত্যাচারের ও অনাদরের পর সমাদর যেমন হর্ষজনক, মুসলমান রাজন্যগণের এই বিজাতীয় বিদ্বেষের পর হিন্দুসমাজের প্রতি সকরুণ কৃপাকটাক্ষ-পাত সেইরূপ হৃদয়ানন্দকর হইয়াছিল। ইহার উপর মুসলমান

* হাজি মহম্মদ কান্দাহারীকৃত ইতিহাসে লিখিত আছে মাহ্মূদ শাহ হাবসীজাতীয় ছিলেন না, তিনি পূর্ব্ববর্ণিত সুলতান ফতেশাহের পুত্র। তাঁহার মাতা সেনাপতি মালিক আণ্ডেলের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন।

সর্দ্দারগণের পরস্পর বিদ্বেষ ও বাঙ্গালার মসনদ-লাভের আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের জাতীয়তাকে শত্রুতায় পরিণত করিয়াছিল। সুলতানগণের গুপ্তহত্যাই সেই বৈজাত্য পরিণতির মুখ্য কারণ। পক্ষান্তরে উপরোক্ত মুসলমান সর্দ্দারগণ বা তদধীন সেনাবৃন্দ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন। তাঁহারা নিরীহ ধর্ম্মভীরু বঙ্গবাসীর অর্থ-শোষণ করিয়া, অথবা কৌশলপূর্ব্বক তাহাদের ভূসম্পত্তি প্রভৃতি বাজেয়াপ্ত করিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহানিনিবন্ধন উপস্থিত দরিদ্রতা হিন্দুর অঙ্গভূষণ হইলেও জাতীয় চিরন্তন গৌরব বিদ্যাভূষণ হিন্দুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই; নবদ্বীপের তাৎকালিক বিদ্যা-গৌরব জগতে অবিদিত ছিল না। সেই বিদ্যাবলে হিন্দুগণ মুসলমান সুলতানগণের পরামর্শদাতা বা মন্ত্রী হইতেন। সেই মেশামিশিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে অনেক সাময়িক বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের পূর্ব্বে মুসলমান আধিপত্য বিস্তৃত হইলেও সে সময় বস্তুতঃ পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্মণগণের অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের সুবিস্তৃত শাক্ত সমাজের মন্ত্রগুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে সমাজের নেতৃত্ব ও ধর্ম্মনৈতিক কর্ত্তৃত্ব ছিল। সুতরাং এরূপ ব্রাহ্মণকে হস্তগত করিতে পারিলে রাজ্যশাসনের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, তাহা মুসলমান রাজপুরুষগণ বিলক্ষণ বুঝিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ পশ্চিমাগত মুসলমানগণ বাঙ্গালীদিগকে ঘোর শত্রু মনে করিতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপনের পক্ষে এ কারণে প্রথমতঃ যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছিল। যতদিন দিল্লীশ্বরের অধীনে মুসলমান নবাবগণ বঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ শাসন করিতে ছিলেন, ততদিন হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে পরস্পরে প্রীতি ও সহানুভূতি জন্মিতে পারে নাই, কিন্তু যখন বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা দিল্লীশ্বরের প্রভাব অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, তখন হইতেই বঙ্গবাসীর সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। ৭৩৯ হিজিরা সনে (১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল। এই বর্ষে ফখর উদ্দীন্ মুজঃফর মুবারক শাহ দিল্লীশ্বরকে অমান্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান হিন্দু জমিদার-সাহায্যে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মণাবতীতে শাম্‌স্ উদ্দীনের প্রাধান্য, বহুসংখ্যক বাঙ্গালীকর্ত্তৃক জলপথে ফখর্ উদ্দীন্‌কে আক্রমণপূর্ব্বক সুবর্ণগ্রাম অধিকার, শামস্ উদ্দীন্ ইল্‌য়াসকে শাসনোদ্দেশে সম্রাট্ ফিরোজ শাহের বঙ্গে আগমন প্রভৃতি ঘটনাপ্রসঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মেশামিশির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মুবারক যাঁহাদের আনুকূল্যে স্বাধীন হইলেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত খেলাত ও জায়গীর দিয়া সম্মানিত করেন, কিন্তু এ সদ্ভাব স্থায়ী হয় নাই। তিনি স্বজাতীয় ওমরাহগণের পরামর্শে অল্প দিন পরেই হিন্দু সামন্তবর্গকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। সেই কারণে অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার অধঃপাতের সূত্রপাত হইল। তাঁহারই অভ্যুদয়কালে পশ্চিম বঙ্গে শাম্‌স্ উদ্দীন্ ইল্‌য়াস্ তাঁহারই নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু জমিদারগণের সাহায্যে আপনার সৌভাগ্যপথ প্রশস্ত করিবার অবসর খুঁজিতে ছিলেন। মুবারকের হিন্দু বিদ্বেষের পরিচয় পাইবা মাত্র তিনি স্বদল বলে বাঙ্গালী নৌসেনাগণের সাহায্যে মুবারককে আক্রমণ ও সুবর্ণগ্রাম দখল করিয়া লইলেন। তৎপূর্ব্বেই দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ গিয়াস্‌উদ্দীন্‌কে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে রাঢ়দেশে আগমন করেন। এ সময় পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-জমিদারবর্গ অনেকেই ফিরোজ শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন, ও দিকে পূর্ব্ব বঙ্গের অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারবর্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গের বাঙ্গালীবীরগণ ইলিয়াসের পক্ষ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যখন বঙ্গাধিপের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন সহদেব নামে এক জন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি এক লক্ষ ৮০ হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। বাঙ্গালী বীরগণের ভীষণ পরিণাম দর্শন করিয়া শামসুদ্দীন্ দিল্লীশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন; পশ্চিম বঙ্গ হইতে শামসুদ্দীন্ যখন পূর্ব্ব বঙ্গে আসিলেন, সে সময় বহু জমিদার তাহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন, তিনিও ফখর্ উদ্দীন্ মুবারকের ন্যায় তাঁহার পক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের প্রধান কুলগ্রন্থ ধ্রুবানন্দের মহাবংশ হইতে জানিতে পারি, চট্টবংশাবতংশ কুলীনপ্রবর স্থাকরপৌত্র মহাধনী মনোহরের পুত্র দুর্য্যোধন "বঙ্গভূষণ" উপাধি এবং মুবারকের পক্ষীয় হিন্দু জমিদারবর্গকে পরাস্ত করায় পূতিতুণ্ডবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন চক্রপাণি "রাজজয়ী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্য জাতীয় বীরগণও উপাধি পাইয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ যাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সাগরদীয়ার মহাধনী ও কবিকঙ্কণ উপাধিধারী উদয়ন এবং তাঁহার মুরারি, মাধব প্রভৃতি সপ্ত বীরপুত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। দিল্লীশ্বর প্রত্যাগমন কালে রাঢ়ীয় বীরদিগকেও উপযুক্ত মর্য্যাদাদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাঢ়ীয় কুলীনপ্রবর সুদর্শনপুত্র বিকর্ত্তন চট্ট "রাজা" উপাধি এবং মনোহর বঙ্গভূষণের পৌত্র শ্রীরাম "খান" উপাধি

লাভ করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকে সম্মানিত হইয়াছিলেন। রাঢ়ীয় অপেক্ষা বারেন্দ্রদিগের সহিতই অধিক পরিমাণে মুসলমান রাজসংস্রব ঘটিয়াছিল ; তাঁহারা গৌড়াধিপের অতি নিকটেই বাস করিতেন ; মুসলমান রাজসভায় তাঁহাদের সর্ব্বদাই গতিবিধি ছিল, এ কা ণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজাদিগের নিকট উচ্চ পদ লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য রাঢ়ীশ্রেণী অপেক্ষায় বারেন্দ্রশ্রেণী বেশী বিষয়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং মুসলমান রাজসরকারে তাঁহাদের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহারই ফলে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভাতুড়িয়ার হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ মুসলমান অধিপতির সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই গণেশই বারেন্দ্রমন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের পরামর্শে মুসলমান নৃপতিকে বিনাশ করিয়া সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য বিস্তার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেও তাঁহার চাল চলন ও আদব কায়দায় যথেষ্ট মুসলমানী প্রভাব সংক্রমিত হইয়াছিল। তিনি এক জন প্রকৃত হিন্দু হইলেও তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে "বয়াজিদ্ শাহ" এই মুসলমানী নাম অঙ্কিত দেখা যায়। তিনিও যে মুসলমান নৃপতিগণের অনুকরণে বাদশাহী নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণপ্রবর অমরকোষের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বৃহস্পতি গণেশবংশীয় মুসলমান অধিপতির নিকট "রায়মুকুট" উপাধি এবং তাঁহার প্রিয়পুত্র কবীন্দ্র শ্রীরাম "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন।

যাহা হউক, এই সময় ও পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেও বেশ বুঝা যায় যে, হিন্দু ও মুসলমান ক্রমেই ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হইতেছিল, মুসলমান নরপতিগণ হিন্দুর প্রতি অভক্তি বা অবহেলা প্রদর্শন করিতেন না। তাঁহারা হিন্দু সমাজকে আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য সমাজনেতা ব্রাহ্মণগণকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালায় স্থায়িপ্রভাব বিস্তারোদ্দেশেই মান্য, গণ্য ও বিচক্ষণ বাঙ্গালীদিগকে রাজকীয় উচ্চপদে নিয়োগ করিতেন। রাজসংস্রব ক্রমশঃই বিষম হইতে বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। মুসলমান দরবারে নিরন্তর গতিবিধি নিবন্ধন ব্রাহ্মণেরাও মুসলমানী আদবকায়দা, চালচলন বা রীতি-নীতি অভ্যাস করিতে বাধ্য হইলেন। ক্রমে এই সংক্রামক ব্যাধিতে অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণসন্তানও আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের এই মেশামিশির ফলে রাজা গণেশ কর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের বিনাশ সাধিত হইয়াছিল। * উভয় দলের বিশেষ ঘনিষ্ঠতাপ্রযুক্তই রাজা গণেশের পুত্র মুসলমানের উচ্ছিষ্ট তাম্বূল গ্রহণে ও নিতান্ত সংস্রবদোষে পড়িয়া ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হন। গণেশবংশধরগণ ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেও হিন্দুসমাজ তৎকালে জাতীয় শক্তি হারায় নাই। গণেশবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে ১৪৪০ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মসনদে উচ্চবংশীয় মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং বাঙ্গালায় বিধর্ম্মীর অত্যাচার স্রোতঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এই অত্যাচারের দিনেও নসির শাহ, বার্ব্বক শাহ, যুসুফ শাহ, সেকন্দর শাহ ও ফতেশাহ নামধেয় করজন ধর্ম্মনিষ্ঠ সুলতান শান্তিময় শাসন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করেন। বার্ব্বকশাহ রাজ্যশাসনের সুবিধার্থ হাবসী ও খোজাদিগকে সেনাবিভাগে এবং যোগ্যতানুসারে অন্যান্য রাজকর্ম্মে নিয়োগ করিয়া যে বিষময় বীজ বপন করিয়া যান, তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া কালে হিন্দুসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মুসলমান রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণদিগকে মুসলমান করিবার অভিপ্রায়ে অতি জঘন্যরূপে নির্য্যাতন আরম্ভ করেন। উপর্য্যুপরি অত্যাচারে অনেক হিন্দু বংশ মুসলমানদোষসংশ্লিষ্ট হয়। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ কুল, জাতি ও মানের ভয়ে বঙ্গদেশ ছাড়িয়া ভিন্নদেশে পলাইয়া যান। অনেকে মানসম্ভ্রমরক্ষা করিতে না পারিয়া মুসলমানস্রোতে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই পাঠান-শাসনকালে হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কুলীনসমাজেরও তৎকালে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা সমুৎপাদিত এবং তাহা হইতেই এদেশে অনেক সামাজিক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্ব্বক শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুসুফ্ শাহ গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে হিন্দু-প্রজা শান্তির মুখ দেখিতে পাইল। ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণসমাজের সংস্কার সাধন করিয়া মেলনিয়ম প্রচারিত করিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র কুলীনসমাজকে আটটী পটিতে বিভক্ত করেন। এদিকে দক্ষিণ-বঙ্গে দেবীবরের সমকালবর্ত্তী পুরন্দর বসু দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সমান পর্য্যায়ে

* ঈশাননাগরকৃত অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অদ্বৈতাচার্য্যের পিতামহ নৃসিংহ বা নরসিংহ নাড়িয়াল সিদ্ধশ্রোত্রিয় ও আর ওঝার সন্তান।

"যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ের বাদশাহ মারি গৌড়ের হইল রাজা।" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

বিবাহ দিবার কুলবিধি প্রচারিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে চন্দ্রদ্বীপেও রাজা পরমানন্দ রায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের সামাজিক কুলাচার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম অবধারণ করিয়া যান। ইহারই কিছু পরে নবদ্বীপধামে প্রেম ও শান্তির পূর্ণ মূর্ত্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। হিন্দুসমাজ তখন হরিনামের প্রভাবে মাতোয়ারা হইয়া নগরে নগরে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া শান্তি ও প্রেমের পীযূষধারা ঢালিয়া দিয়াছিল। যুসুফ শাহের পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের অধিকারকালে রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার এবং তৎসাময়িক শান্তিভাব জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বিবৃত আছে।

তৎপূর্ব্বে হাবসীবংশীয় শেষ সুলতান মুজঃফর শাহের শাসনকালে মুসলমানের অত্যাচার চরমসীমায় উঠিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রারম্ভ দর্শন করিয়াই নবদ্বীপের মনীষিমণ্ডলী নবদ্বীপ ছাড়িয়া নানা স্থানে পলায়ন করেন। প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে সপরিবারে উৎকল যাত্রা করেন।*

বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে বিদ্যাচর্চ্চা ও গঙ্গাবাস উপলক্ষে নানা গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আসিয়া নবদ্বীপে বাস করিতে থাকেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও সেই সময়ে শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া নীলাম্বর মিশ্রের কন্যা শচী দেবীকে বিবাহ করিয়া নবদ্বীপবাসী হন।

শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপধামে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রাখর্য্য দেখাইয়া ভারতবাসীকে মোহিত করেন। ভক্তের নিকট তিনি অলৌকিক শক্তিপ্রভব মহাপুরুষরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। শ্রীধর, গদাধর ও ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার ধর্ম্মক্ষেত্রের সহায় ছিলেন। ঈশ্বরপুরীর ভক্তিমাখা মুখখানি দেখিলে মহাপ্রভু পাগলের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

এ হেন মহাপ্রভুর সহপাঠীরূপে নবদ্বীপধামে আবির্ভূত হইয়া ও সেইরূপ জ্ঞানবত্তার পরিচয় দিয়া রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় প্রতিভা বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সময়েই স্মৃতিনিবন্ধকার স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপধামে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কাশীনাথ বিদ্যানিবাস, ও তৎপুত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয়—মুসলমানের কঠোর শাসন ও অত্যাচার মহাপ্রভুর প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছিল।

[নবদ্বীপ ও চৈতন্যচন্দ্র দেখ।]

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যাব্রত অবলম্বন করেন। মলিনপ্রভ বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন ও জনসমাজে তাহার প্রচার, তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল। তাঁহার পার্ষদ ও ভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই সুকবি ছিলেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণনপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বকথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, স্বাধীন পাঠান নরপতিগণের রাজত্বকালে বাঙ্গালার সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হিন্দুগণ ধার্ম্মিকপ্রবর সুলতান আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের রাজ্যকালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পরমার্থ চিন্তা করিবার অবসর পাইয়া ছিলেন। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণবংশে সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এবং কায়স্থবংশে গুণরাজ খান্ প্রাদুর্ভূত হন। উক্ত কবিগণ ব্যতীত অপর সকল পদকর্ত্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী। পদকল্পতরু, রসমঞ্জরী, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে যে সকল পদকর্ত্তাদিগের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মুসলমানভক্ত অকবর আলী, কমরালী, নাসির, মাহ্মুদ, ফকির, হবীব, ফ'তন্, সাল বেগ, শেখ জালাল, শেখ ভিক্, শেখ লাল ও সৈয়দ মুর্ত্তাজার নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং রামী, রসময়ী, মাধবী দাসী প্রভৃতি সাময়িক বহু পুরুষ ও স্ত্রীকবিগণ তৎকালে প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

এককথায় বলিতে কি, খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্য হইতে ১৬শ শতাব্দের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত মুসলমান-শাসনে বাঙ্গালায় কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সকল বিষয়েই একটী অলৌকিক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। উদয়নাচার্য্য, দেবীবর, পুরন্দর বসু ও পরমানন্দ রায় সমাজবিধি সংস্কার করেন। ১৫০৯ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অন্তর্ধান কাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য দেব মুসলমান অত্যাচারে বিলীনপ্রায় হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ভক্তিপ্রধান বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সহযোগিরূপে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ সম্মানভাজন

* "অতঃপর নবদ্বীপে হইল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
বিশারদসুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
সবংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি নিজ রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি গৌড়বাসী।
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী॥" (জয়ানন্দকৃত চৈ° ম°)

তন। শ্রীরূপ ও সনাতন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অগ্রণী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বেঙ্কটভট্টের পুত্র গোপালভট্ট, মাধবমিশ্রের পুত্র গদাধর (১৪৮৬—১৫১৪ খৃঃ), সপ্তগ্রামবাসী কোটীপতি গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস (১৪৯৮ খৃঃ জন্ম), এবং শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মহাপ্রভুর পার্শ্বচর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

যে সকল বৈষ্ণবভক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্যোগে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপাল ভট্ট, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি মহাজনগণের নাম প্রথম উল্লেখযোগ্য। চিন্তামণি-দীধিতিপ্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণি অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়া নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য স্থাপন করেন। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের ব্যবস্থানুসারে আজিও বাঙ্গালার ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতেছে। এই সময়ে বারাণসীধামে বারেন্দ্র-বংশীয় পণ্ডিতপ্রবর কুল্লূকভট্ট মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করিয়া পণ্ডিত-সমাজে স্মৃতিশাস্ত্রের সমাদর বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামিকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, দানকেলিকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ এবং সনাতন-বিরচিত হরিভক্তিবিলাসটীকা ও বৈষ্ণব-তোষিণী নাম্নী ভাগবতটীকা ভক্তিরসের ও সংস্কৃতসাহিত্যের চূড়ান্ত নিদর্শন।

রঘুনন্দন ও কুল্লূক যে সময়ে স্মৃতিব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং রূপসনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাধান্যস্থাপন ও প্রচারকামনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহার কিছু পরে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সমগ্র তন্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া শক্তিপূজার সুব্যবস্থা করিলেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বাঙ্গালাভাষা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত পার্থক্যনিবন্ধন বঙ্গভূমে নিয়তই সামাজিক বাদানুবাদ লইয়া বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমান নরপতি বা সর্দ্দারগণের অনুগৃহীত ব্যক্তিই তৎকালে সমাজবাহ্য বলিয়া নিন্দিত হইতেন। এই সামাজিক আন্দোলন সময় সময় রাজ্যের মহা অশান্তিকর হইত বলিয়াই মুসলমান সুলতানগণ জাতিবিচারের জন্য একটী স্বতন্ত্র 'জাতিমালা-কাছারী' নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, দেবীবরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে দত্তখাস উপাধিধারী এক ব্যক্তি মুসলমানরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই ঐ জাতিমালা কাছারির প্রধান বিচারপতি হন।* তাঁহার সভায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ৫৭মঃ সমীকরণ হইয়াছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাসে (কুলগ্রন্থে) ইহার বিস্তৃত পরিচয় আছে।

এই জাতিবিভ্রাটের দিনে সকলেই দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া সমাজসংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ঘটক দেবীবর নানা দোষের একত্র সমাবেশ দেখিয়া ও রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে পরস্পরের বিবাহজনিত সংস্রব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের মধ্যে এক একটী 'মেল' নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সময়ে 'দোষ-নির্ণয়' ও 'মেলবিধি' নামে দুইখানি কুলগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দমিশ্র কর্ত্তৃক মহাবংশাবলী রচিত হয়। এতদ্ভিন্ন এই সময়ে আরও কতকগুলি কারিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।*

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর এই সংস্কারযুগে, মুসলমান-রাজত্বের যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল, তাহা আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়।

আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভু হাবসী-বংশীয় রাজা মুজঃফর শাহকে নিহত করিয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করেন। রাজসিংহাসনে সমাসীন হইয়া সৈয়দ হুসেন আলা উদ্দীন্ সেরিফ মক্কা নাম ধারণ করেন। রিয়াজ-উস-সলাতিন্-প্রণেতা বলেন, 'গৌড়ের স্তম্ভখোদিত লিপিতে তাঁহার হুসেন শাহ নাম বিদ্যমান আছে। অনুমান হয়, তাঁহার পিতা বা তদ্বংশীয় কোন পূর্ব্বপুরুষ মক্কার সেরিফ ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই বংশগরিমা স্মরণ করিয়া তিনি ঐ নাম প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।'

তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সুলতানগণের ন্যায় হীন-জাতীয় ছিলেন না। ইস্লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরৎ মহম্মদের বংশে তাঁহার জন্ম। আরবের মরুভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সৌভাগ্যান্বেষণে বাঙ্গালায় উপনীত হন। গৌড়পতি তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় ও বিনয়-নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উজীরপদ দান করেন। মন্ত্রিপদে অবস্থানকালে তিনি সকল শ্রেণীর ওমরাহ ও সামন্তদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন এবং সকল কার্য্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেন, তাহাতে সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। অদৃষ্টচক্রে পাশবপ্রকৃতি মুজঃফরের অসহনীয় অত্যাচার তিনি শির পাতিয়া বহন করিতে বাধ্য হন, অবশেষে বিশেষ সঙ্কটে পড়িয়াই তিনি রাজবিদ্রোহী হন। সৌভাগ্যবশে পরিচালিত হইয়া অতঃপর তিনি বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইতে সমর্থ হইয়া-

* মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজাধিকারের প্রারম্ভে কাসিম বাজারের সুপ্রসিদ্ধ 'কৃষ্ণকান্ত নন্দী' জাতিমালা কাছারির সদস্য হইয়াছিলেন।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ও ২য় ভাগে ঐ সকল গ্রন্থের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন। সকল শ্রেণীর মুসলমান-সামন্ত এবং হিন্দুরাজগণ তাঁহাকেই রাজসিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তিনিও পক্ষান্তরে তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থ নির্দ্দিষ্ট সময় মত গৌড়রাজধানী লুণ্ঠনের আদেশ দেন। ঐ সময়ে গৌড়নগরের অনেক ধনশালী হিন্দু-প্রজা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত নগর-লুণ্ঠন-ব্যাপার উপর্য্যুপরি কয়দিন অবাধে চলিতে লাগিল। সুলতান ইসলাম-ধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুর এই সর্ব্বনাশ দেখিয়াও দেখিলেন না। কিন্তু অচিরেই দীনহীন প্রজার আর্ত্তনাদে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণ বিগলিত হইয়া উঠিল, তিনি হিন্দুর প্রতি চিরন্তন বিদ্বেষ ভুলিয়া লুণ্ঠন বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লুব্ধ সর্দ্দারবৃন্দ ও সৈনিকসম্প্রদায় এবং অন্যান্য মুসলমানগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তখন রাজাদেশ লঙ্ঘন করিল। তাহাদের পরস্বাপহরণপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইল না। রাজ্য ক্রমশঃই অরাজক ও দস্যু-প্রধান হইয়া দাঁড়াইল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন্ হুসেন শাহ অত্যাচারী মুসলমানদিগের শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ সহস্র মুসলমান নিহত হইল এবং রাজাজ্ঞায় তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থরাশি রাজকোষে সমাহৃত হইল।

অতঃপর যখন আলাউদ্দীন্ দেখিলেন যে, হাবসী সৈন্য ও দেশীয় পাইকগণই দেশে যাবতীয় রাজকীয় গোলযোগের একমাত্র কারণ; তখন তিনি তাহার প্রতিবিধানের উদ্যোগী হইলেন; তদুদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি হাবসিদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং পাইকদিগকে বাঙ্গালার পশ্চিম দক্ষিণ সীমায় অল্প নিষ্কর ভূমি দিয়া বিপক্ষের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন।*

আলাউদ্দীন্ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই হাবসী নির্ব্বাসনরূপ এই দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। হাবসী ও খোজাদিগের অত্যাচার হইতে হিন্দু প্রজাদিগকে রক্ষা করায় তিনি সাধারণের পূজনীয় হইয়া পড়েন। অত্যাচারক্লিষ্ট হিন্দুগণের মলিন মুখ সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অপূর্ব্ব দয়ার উদ্রেক হয়, তদবধি তিনি অপত্যনির্ব্বিশেষে ও বিশেষ ন্যায়-পরতার সহিত বঙ্গরাজ্য শাসন করেন। তিনি হিন্দু-মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ রাখিতেন না।

এই সময়ে তিনি একডালা দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজপ্রাসাদ মনোনীত করেন এবং তথা হইতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আজ্ঞা করিতেন। উচ্চ বংশীয় ও সম্ভ্রান্ত সৈয়দ, মোগল ও পাঠানদিগকে তিনি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আপনার রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব হিন্দু-দিগকেও যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া তাহাদিগকে রাজানুগ্রহ দান করিতেন। নানা শাস্ত্রবিশারদ ও বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীরূপ ও সনাতন তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

উড়িষ্যার সামন্ত-রাজগণকে বশীভূত করিয়া এবং স্বীয় রাজ্য শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া সুলতান হুসেন শাহ আসাম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন, কিন্তু তথায় বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কামতাপুরে (কোচবিহারের) রাজা নীলাম্বরকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তাঁহার রাজধানী ধ্বংস করেন (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে)। তৎপরে সেই অধিকৃত প্রদেশে হুসেন আপন পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোচদিগের আক্রমণে বহু বলক্ষয়ের পর তিনি কোচদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তদবধি এই স্থানে বর্ত্তমান কোচবেহার-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষদিগের রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

কামরূপ-বিজয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া সুলতান হুসেন শাহ রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তথায় অবস্থানকালে তিনি স্বীয় রাজ্যভিত্তি সুদৃঢ়করণমানসে গণ্ডকনদীতীর সীমান্তদেশে একটী সুবিস্তৃত দুর্গ নির্ম্মাণ করান। অনন্তর রাজ্যের প্রজাবৃদ্ধি কামনায় তিনি প্রত্যেক জেলায় সাধারণের উপাসনার্থ মসজিদ, মুশাফির খানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধুপুরুষদিগের ভরণপোষণার্থ মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া যান। আজিও পাণ্ডুয়ার কুতব্ উল্ আলমের আস্তানার ব্যয়াদি তাঁহারই প্রদত্ত ভূমির আয় হইতে নির্ব্বাহিত হইতেছে।

সুলতান হুসেন শাহ বেহারের কিয়দংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর সেকন্দর লোদি জৌনপুর অধিকার করিলে তিনি রাজ্যচ্যুত সুলতানকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মাসিক বৃত্তি দান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত সম্রাট্ বেহার অধিকার করিয়াই সুলতানকে বাঙ্গালা আক্রমণের ভয় দেখাইলেন। বাঙ্গালার সীমায় আসিতে আসিতেই কার্য্যগতিকে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল; এতদ্দ্বারা বিজিত বেহার প্রদেশ দিল্লীশ্বরের থাকিল এবং বাঙ্গালা আক্রমণ নিবারিত হইল। উভয় পক্ষে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবার কিছুদিন পরে, ১৫২০ বা ১৫২১ অব্দে হুসেন শাহ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি যেমন প্রজাদিগের প্রিয়, তেমনই অপর লোকের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। তাঁহার সময়ে ওমরাহগণ বঙ্গীয় কবিদিগের বিশেষ সমাদর করিতেন, এমন কি অনেকে কবিদিগের প্রতিপালক

* পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজ গবমেণ্ট রাজকার্য্যে অনুপযোগিতা নিরীক্ষণ করিয়া ইহাদের ভূমিসত্ব হইতে বঞ্চিত করেন। সেই কারণে ১৭৯০ হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার প্রান্তবাসী পাইকবংশধরগণ একবার বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিল।

ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদির কবি-ভণিতায় ঐ সকল ওমরাহবর্গের বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[বাঙ্গালা ভাষাশব্দে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২১ খৃষ্টাব্দে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ বাঙ্গালার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রথমে তিনি অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য মুসলমান সুলতানদিগের ন্যায় ভ্রাতৃবর্গকে নিহত বা তাহাদের চক্ষু অন্ধ করেন নাই, বরং পিতৃদত্ত বৃত্তি দ্বিগুণ করিয়া দিয়া যথেষ্ট সৌজন্য দেখাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতি স্নেহ দেখাইতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। মোগলপতি বাবরের আগমন-সংবাদে দিল্লীশ্বরকে বিব্রত দেখিয়া ও সুযোগ বুঝিয়া তিনি সেই অবসরে মিথিলা, হাজিপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তত্তৎস্থানে যথাক্রমে আপন পুত্র, জামাতা ও সেনাপতিকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময়ে ভারতের অপর প্রান্তে মোগল-সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাবর শাহ পাণিপথের যুদ্ধে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া স্বয়ং দিল্লীর অধীশ্বর হইলেন। ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাহ্মুদ লোদী গৌড়রাজধানীতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। শত্রুর আশ্রয়প্রাপ্তিতে ক্রুদ্ধ হইয়া বাবর শাহ বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে, নসরৎ শাহ বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া দুইবার মোগলপতির প্রকোপ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

অতঃপর ১৫২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইব্রাহিম লোদির ভ্রাতা মাহ্মুদ শাহ পুনরায় আফগান সর্দ্দারবৃন্দের সাহায্যে স্বীয় পৈতৃক-রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা পান। এই সংবাদে সম্রাট্ বাবর সদলে আগ্রা হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী হিদেরী নামক স্থানে উপনীত হন। যুদ্ধে মাহ্মুদের পক্ষ পরাজিত হইয়া শোণ নদ অতিক্রম-পূর্ব্বক পলায়ন করে। নসরৎ শাহ মোগলসম্রাটের ক্রোধোপনোদনার্থ বন্ধুত্বসূচক সন্ধি করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিলেন।

ঐ সন্ধিসর্ত্তে নসরৎ মাহ্মুদকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন এবং সম্রাট্ও আর বঙ্গেশ্বরকে উত্ত্যক্ত করিবেন না এই অঙ্গীকার করিয়া আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ১৫৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে বাবর শাহের মৃত্যু হয়।

বাবর শাহের মৃত্যুসংবাদে আফগান সর্দ্দারগণ উৎফুল্ল হইলেন। দরিয়া লোহানীর পুত্র মাহ্মুদ বেহার অধিকার করিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিমের ভ্রাতা মাহ্মুদ এই সুযোগে জৌনপুরের মোগল-শাসনকর্ত্তা জুনিদ বর্লাসকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশে স্বীয় শাসনবিস্তারে যত্নশীল হইলেন। নসরৎ শাহ পূর্ব্ব অঙ্গীকৃত সন্ধিসর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া জৌনপুর অধিকারকার্য্যে মাহ্মুদের সহায়তা করিয়াছিলেন (১৫৩২-৩ খৃঃ)। এই সময়ে বাবরপুত্র হুমায়ুনকে হীনবল দেখিয়া তিনি দিল্লীশ্বরের চিরশত্রু গুর্জ্জরপতি সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করেন।

অতঃপর কোন অভাবনীয় কারণে সুলতান নসরতের চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরপ্রকৃতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। সম্ভবতঃ উদীয়মান চৈতন্য-সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারপ্রয়াসী হইয়াই তাঁহার চিত্তবিকার সমুপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে যেরূপ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা তৎসাময়িক গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে। শুদ্ধ হিন্দু বা বৈষ্ণব প্রজা বলিয়া নহে, তিনি স্বীয় মুসলমান প্রজা, এমন কি, আত্মীয় অন্তরঙ্গ ও উচ্চতন রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতি কঠোর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ নিষ্ঠুরাচরণে ক্রমশঃই তাঁহার প্রজাগণ ও কর্ম্মচারিসকল অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে একজন খোজার হস্তে মস্‌জিদ মধ্যে তিনি নিহত হইলেন (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ)। ঐ বৎসরেই মহাপ্রভুর লীলাদেহের অবসান হয়। গৌড়নগরে সুলতান নসরৎ শাহ যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করান, তন্মধ্যে সোণা মস্‌জিদ ও কদম-রসুল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সাদুল্লাপুরের হজরৎ মখদুমের সমাধিমন্দির তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নসরতের মৃত্যুর পর, ওমরাহ্‌গণ ৯৪০ হিজিরায় তৎপুত্র ফিরোজ শাহ্‌কে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত করেন; কিন্তু এই বালক রাজার রাজ্যকাল তিন মাস অতিবাহিত হইতে না হইতে, সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম পুত্র মাহ্মুদ শাহ গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্র নিহননরূপ কদাচারে লিপ্ত হওয়ায় অনেকেই মাহ্মুদের আচরণে বিরক্ত হইল। হাজীপুরের শাসনকর্ত্তা মখ্‌দুম্ আলম প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তিনি বেহারের তাৎকালিক রাজঅভিবাক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শের খানের সহিত সংমিলিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া মাহ্মুদ শাহ অবিলম্বে মখ্‌দুমের দণ্ড-বিধানার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা কুতব্ খান্ শেরকে শাস্তি দিবার জন্য প্রেরিত হইলেন; দুর্ভাগ্য-ক্রমে বঙ্গীয় সেনাপতি রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করিলেন। রাজ-সৈন্য ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। বঙ্গেশ্বর এই পরাজয়ে ক্ষুণ্ণমনা হইয়া উক্ত হতভাগ্য সেনাপতির পুত্র ইব্রাহিম খাঁকে পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

এই সময় বেহার-রাজকুমার জলাল স্বীয় অভিভাবক শের-খানের কঠোর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়

বঙ্গেশ্বরের শিবিরে পলাইয়া আইসেন এবং স্বীয় অনুচরবর্গকে শের খাঁনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ পাঠান। শের এইরূপে সেনাসংখ্যার হ্রাস হইতে দেখিয়া বেহারদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এ দিকে বঙ্গীয় সেনা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। কএক মাস দুর্গাবরোধের পর সেনাপতি ইব্রাহিম সাহায্যার্থ নূতন সেনাদল প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ঐ সেনা আসিবার পূর্ব্বেই শের এক দিন অকস্মাৎ দুর্গ মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ভীমবেগে বঙ্গীয় সেনাকে আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে বঙ্গীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেনাপতি নিহত হইলেন এবং জলাল্ গৌড় নগরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন (১৫৩৫-৩৬ খৃঃ)।

পর বৎসর ৯৪৩ হিঃ, শের চুনার দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক সমগ্র বেহার প্রদেশে আপনার শাসনদণ্ড স্থাপন করিলেন। তদনন্তর তেলিয়াগড়ি ও শকরী-গড়ি সঙ্কট অতিক্রম করিয়া তিনি সুলতানের অনুবর্ত্তী হইলেন এবং ক্রমশঃ রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া গৌড়নগর স্বীয় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন। কিন্তু অধিক কাল বঙ্গে থাকিতে সমর্থ না হওয়ায় তিনি খাবাস্ খানের হস্তে সৈনাপত্য প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং বেহারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই অবসরে মাহ্মূদ শাহ মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন এবং পর্ত্তুগীজাধিকৃত ভারতের প্রতিনিধি নুনো-দে কুন্হার সাহায্য লাভের চেষ্টা পান। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ঐ সহকারিদ্বয় আসিয়া সমুপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই নগরবাসিগণ খাদ্যাভাবে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় (হিঃ ৯৪৩ = ১৫৩৭-৮ খৃঃ)। সুলতান মাহ্মূদ এই সময়ে নৌকারোহণপূর্ব্বক গৌড় হইতে হাজিপুরে পলাইয়া আইসেন।

বিপক্ষ সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিল। সুলতান বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। রণক্ষেত্রে সুলতানকে আহত দেখিয়া তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিল এবং চুনার দুর্গ অবরোধকারী সম্রাট্ হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় লাভ করিল।

সম্রাট্ হুমায়ুন বঙ্গেশ্বরের দুর্দ্দশায় সবিশেষ দুঃখিত হইলেন এবং অঙ্গীকার মত চুনার দুর্গ-বিজয়ের পর বঙ্গাভিযানে উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে শের খান্ তেলিয়াগড়ি ও শকরী-গড়ি সঙ্কট সুদৃঢ় করিতে ব্যস্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর কুলীবেগের অধীনে মোগলসৈন্য সমাগত হইলে শেরপুত্র জলাল খান্ স্বীয় পাঠান-সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। রণক্ষেত্রে মোগল সেনাপতি আহত হইলে মোগলসৈন্য পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে হুমায়ুন স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কহলগাঁর নিকট মোগলবাহিনী উপনীত হইলে মাহ্মূদ শুনিলেন, পাঠানগণ তাঁহার পুত্রদ্বয়কে নিহত করিয়াছে। এই দুঃসংবাদে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মাহ্মূদ প্রাণত্যাগ করেন (১৫৩৮-৯ খৃঃ)। তাঁহার রাজ্যকাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতিবংশের অবসান হইল।

হুমায়ুনকে সমাগত দেখিয়া জলাল খান্ সীমান্ত স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক গৌড়নগরে পিতৃসন্নিধানে সম্মিলিত হইলেন। সম্রাট্ও এই অবসরে শকরীগড়ি সঙ্কট অধিকারপূর্ব্বক গৌড়-নগরাভিমুখে স্বীয় বাহিনী প্রধাবিত করিলেন। শের খাঁ মোগল-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া রাজকোষের সমুদয় অর্থ* সংগ্রহপূর্ব্বক সাসেরামের অন্তর্গত ঝারখণ্ড প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় অত্যল্পকালের মধ্যে অত্যদ্ভুত কৌশলে সুপ্রসিদ্ধ রোহতাস্ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

হুমায়ুন গৌড়নগর সমীপে উপনীত হইলে নগরবাসী সাহ্লাদে দ্বার উন্মুক্ত করিল। তাঁহার আদেশে রাজ্যের মঙ্গল কামনায় রাজনামেই খুৎবা পাঠ হইল। তিনি নগরের নাম জন্নতাবাদ রাখিলেন। তাঁহার নামে যে মুদ্রাঙ্কণ হয়, তাহাতে নগরের নূতন নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গরাজ্য জয়ের পর সুলতান হুমায়ুন বিলাসসুখে নিমগ্ন হইলেন। তিনমাস ভোগসুখে রত থাকিয়াও তাঁহার আত্ম-প্রসাদ উপস্থিত হইল না, তিনি খঞ্জনবিনিন্দিতনয়না মন্থর-গমনা বারাঙ্গনাকুলের নৃত্যগীতে সর্ব্বদা বিভোর হইয়া রহিলেন। শত্রুদল এই অবসরে পুনরায় বলপুষ্ট করিয়া লইল। শের খান্ বলদর্পিত মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন।

অনতিকালপরেই গুপ্তচরমুখে শত্রুপক্ষীয়ের উদ্যোগ ও ষড়যন্ত্র-সংবাদ পাইয়া সম্রাট্ হুমায়ুনের সুখসুপ্তি ভঙ্গ হইল। তিনি কতকটা যেন ভীত হইয়াই সেই বর্ষা ঋতুতে আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু রাজ্যশাসনার্থ তিনি ৯৪৬ হিজিরায় জাহাঙ্গীর কুলীবেগকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান, তাঁহার আদেশে রাজ্যরক্ষার্থ তথায় ৫ হাজার মোগল অশ্বারোহী রক্ষিত হইয়াছিল।

মোগল সৈন্য বাঙ্গালার জলবায়ুপ্রকোপে অনভ্যস্ত ছিল। তাহারা নিরন্তর বারিপাতে ক্লিন্নচিত্ত ও ক্রমেই নানা রোগগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। এই সময়েই সম্রাটের অন্যতম ভ্রাতা বিদ্রোহী হইলেন। শের খাঁ কৌশলে রোহতাস্ দুর্গবিজয়ে সফল মনোরথ হইয়া পুনরায় বঙ্গরাজ্য উদ্ধারে সচেষ্টিত হইলেন। তাঁহার উদ্যোগে ছত্রভঙ্গ আফগান সৈন্য পুনরায় কর্ম্মনাশা তীরস্থ চৌসর গ্রামে সমবেত হইল। সম্রাট্ গঙ্গাতীর উত্তরণপূর্ব্বক আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। মোগল সেনা পাঠান শিবিরভেদ করিতে সাহসী হইল না, অথবা গঙ্গা পুনরুত্তরণপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত

* ফেরিয়া ডি সুজা বলেন, শের খাঁ ছয় কোটী স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যান।

হইতে পারিল না ; সুতরাং অন্যপথে গমনের আশাও রহিল না। তখন সম্রাট্ বাধ্য হইয়া সন্ধির প্রস্তাবসহ পাঠানশিবিরে দূত পাঠাইলেন। শের খাঁর ধর্ম্মগুরু পবিত্র ধার্ম্মিক দরবেশ খলিল মধ্যস্থ হইলেন। সন্ধিপত্রে স্থির হইল, সম্রাট্ শের খাঁকে বাঙ্গালা ও বিহার ছাড়িয়া দিবেন। পক্ষান্তরে শের খাঁও কখন সম্রাটের গতিরোধ বা তাঁহার শত্রুকে সাহায্য করিতে পারিবেন না। সন্ধির পর উভয় শিবিরে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইল। মোগলগণ বাঙ্গালায় আসিয়া নানা কষ্টের পর আজ আহ্লাদ-সাগরে ভাসমান হইয়া সমস্ত বিপদের আশঙ্কাই ভুলিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শের খাঁ শত্রুর প্রতিজিঘাংসা ভুলেন নাই। যে দিন সম্রাট্ সমক্ষে সে কোরাণস্পর্শে শপথ করিল, সেই দিনে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে অতর্কিতভাবে সেই আফগানদস্যু মোগল শিবির আক্রমণ করিলেন। মোগল সৈন্য দলে দলে আহত, নিহত ও পলায়নপর হইল। সম্রাট্ প্রাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক গঙ্গা পার হইলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ আট সহস্র মোগল সৈন্য নদীস্রোতে ভাসিয়া গেল (১৫৩৯ খৃঃ অঃ)।

হুমায়ুনের পরাজয়ে বাঙ্গালায় সুরবংশীয় আফগানগণের প্রতিষ্ঠা হইল। তাঁহার অভ্যুদয়ে তৎকালে সমগ্র উত্তর ভারত প্রকম্পিত হইয়াছিল। কোন্ সূত্রে শের খাঁ বেহার-রাজ-সরকারে নিযুক্ত হইয়া কিরূপ প্রতিভাবলে বঙ্গ ও বেহারের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি রোহ্‌বাসী সুরবংশীয় আফগান। তাহার পিতার নাম হুসেন। তিনি স্বীয় পুত্রের নাম ফরিদ রাখেন। এই কারণে শের খাঁ রাজাসনে আসীন হইয়া ফরিদ্উদ্দীন্ শের শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান বহলোল লোদীর রাজ্য-কালে তাঁহার পিতামহ ইব্রাহিম জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দিল্লী রাজধানীতে উপনীত হন এবং সামরিক বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় সৌভাগ্যান্বেষণে প্রয়াস পান।

বহলোল-পুত্র সিকন্দর লোদীর শাসন কালে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা সর্দ্দার জয়মল্ল ইব্রাহিম-পুত্র হুসেনকে সঙ্গে আনেন। হুসেনের রণপাণ্ডিত্য ও সদ্গুণাদি লক্ষ্য করিয়া জয়মল্ল তাঁহাকে সাসেরাম ও তাঁড়া জেলা জায়গীরস্বরূপ দান করেন। তাহার আয় হইতে ৫ শত অশ্বারোহী সেনাদল রক্ষা করিয়া হুসেন রাজার অধীন সামন্তরূপে পরিগণিত হন।

হুমায়ুনের পাঠান জাতীয় পত্নীর গর্ভে ফরিদ ও নিজামের জন্ম হয়। পিতা পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন লইতেন না বলিয়া ফরিদ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া জয়মল্লের অধীনে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই সামরিক শিক্ষাকালে তিনি রাজা জয়মল্লের অনুগ্রহে নানাবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

তিন চারি বৎসর পরে হুসেন জৌনপুরে আসিয়া পুত্রের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইলেন। তিনি তখন উপযুক্ত পুত্র হস্তে স্বীয় সম্পত্তির পরিচালন ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহাতে তাঁহার বিমাতা ও বৈমাত্রের ভ্রাতা সুলেমানের ঈর্ষা বৃদ্ধি হয়। বিমাতার পীড়নে পিতার মানসিক বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এখানে তিনি ইব্রাহিম বাদশাহের প্রসিদ্ধ ওমরাহ দৌলতের সাহায্যে সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন হন এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

৯৩২ হিজিরায় সম্রাট্ ইব্রাহিমের পরাজয় সংবাদে, দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ সামন্তবর্গ স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। শেরও সে সুযোগ ছাড়িলেন না। তিনি দরিয়া লোহানীর পুত্র পার খাঁর সহিত যোগদান করিয়া বেহার অধিকার করি-লেন। পার খাঁ সুলতান মাহ্মুদ লোহানী নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইলেন। এক দিন মাহ্মুদের সহিত শের শীকারে বহির্গত হইয়া স্বহস্তে একটী বৃহদাকার ব্যাঘ্র বধ করেন। সুলতান তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সের আখ্যা দিয়াছিলেন। পরে তিনি পাঠানবংশীয় চুনারপতি তাজিরের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়া চুনার দুর্গ হস্তগত করেন।

শের মাহ্মুদের নিকট বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন ; এ জন্য মাহ্মুদের মৃত্যু হইলে যুবরাজ জলাল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া শের বেহারের রাজপ্রতিনিধি হন। কিছুদিন পরে লোহানি সর্দ্দারেরা শেরের বিনাশার্থ একটী ষড়যন্ত্র করে, এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, জলাল স্বপক্ষ ওমরাহগণসহ বাঙ্গালায় ১৫৩৫-৬ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া যান ও বঙ্গেশ্বর মাহ্মুদ শাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এইরূপে শের বেহারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। অনন্তর তিনি মাহ্মুদ শাহকে গৌড় হইতে তাড়াইয়া দেন,এবং ছলে ভুলাইয়া ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক রাজা বরকেশের নিকট হইতে দুর্ভেদ্য "রোহিতাস্ দুর্গ" অধিকার করিয়া সেখানে স্বীয় পরিবার ও ধনরাশি নিরাপদে রাখিবার উপায় করেন।

রাজ্যচ্যুত মাহ্মুদ শাহ দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের শরণাপন্ন হইলে, হুমায়ুন বাঙ্গালা আক্রমণ ও গৌড় নগর অধিকার করেন। শের পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া বারাণসী হস্তগত এবং বাঙ্গালা হইতে হুমায়ুনের প্রত্যাগমনের পথ রুদ্ধ করিলেন। যখন হুমায়ুন দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন গঙ্গা ও কর্ম্মনাশার সঙ্গমস্থলের নিকটে শেরের সৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উভয় দলই শিবির সন্নিবেশ করিয়া

তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। অবশেষে কোরাণ স্পর্শ করিয়া শের অঙ্গীকার করিলেন যে, যদি হুমায়ুন তাঁহাকে বাঙ্গালা ও বেহারের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সম্রাটের প্রতিগমনের কোন প্রতিবন্ধকতা করিবেন না। এই সংবাদ শুনিয়া মোগলেরা কিঞ্চিৎ অসাবধান হইয়া আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিল; এবং রাত্রিকালে শের তাহাদিগকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক সহসা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিল। হুমায়ুন অতি কষ্টে গঙ্গা সন্তরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন এবং অত্যল্প সহচর সঙ্গে আগ্রায় উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর শের শা বাঙ্গালার শাসনকার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া ৯৪৬ হিঃ শেষভাগে ৫০ হাজার পাঠান সৈন্য লইয়া হুমায়ুনের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কনোজের নিকট উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল (১৫৪০ খৃষ্টাব্দে); হুমায়ুন পরাস্ত হইয়া পারস্যে প্রস্থান করিলেন। শের দিল্লীশ্বর হইলেন।

শের যখন দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম করেন, তখন তিনি খিজির খাঁকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া যান। খিজির খাঁ এই পদোন্নতির পর বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি মাহ্মূদ শাহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সূত্রে পূর্ব্ব রাজবংশের অনুগৃহীত অনেক আফগান তাঁহার দলভুক্ত হয়। তাহাতে স্পর্দ্ধিত হইয়া খিজির স্বীয় প্রভু শের খাঁর অধীনতা অমান্য করিয়া রাজদ্রোহিতার ভাব প্রকাশ করেন। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ শের খাঁকে আর একবার বাঙ্গালায় আসিতে হয়। তৎপরে তিনি এদেশকে কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক খণ্ডের এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের সকলের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিতে কাজী ফজিলাৎ নামে এক-জন উচ্চতম কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তদনন্তর ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি আসিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেখানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে শেরের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিলে ধর্ম্ম ও পাপের সমস্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। তিনি একজন সমরকুশল সেনাপতি হইলেও বিশ্বাসঘাতকতায় স্বীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া-ছিলেন, লোকহিতকর কার্য্যেও তাঁহার মতি ছিল। তিনি উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ রাজকর ধরিয়া বাঙ্গালার ভূমির বন্দোবস্ত করিয়া যান; এই বন্দোবস্ত অবলম্বন করিয়াই অকবর শাহের সময় এতদ্দেশে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। শের শাহ সুবর্ণগ্রাম হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া তাহার দুধারে বৃক্ষ বসান এবং প্রয়োজনানুরূপ পান্থনিবাস নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করান। তিনিই প্রথমে ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার রাজত্বে দস্যুভয় ছিল না। পথিক ও বণিক্-গণ স্ব স্ব দ্রব্য পথি মধ্যে নিঃক্ষেপ করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইত।

বাঙ্গালার স্বাধীন পাঠান নরপতিবর্গ।

খৃঃ	হিঃ অঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৩৩৬	৭৩৭	ফখ্‌র্ উদ্দীন্ মুবারক শাহ	মহম্মদ তোগলক
১৩৪১	৭৪২	আলা উদ্দীন্ আলি শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৩	৭৪৪	ইল্য়াস্ শাহ (গৌড়)	ঐ
১৩৪৬	?	গাজি শাহ (পূর্ব্ববঙ্গ)	ঐ
১৩৫২	?	ইল্য়াস শাহ (সর্ব্ববঙ্গ)	ফিরোজ শাহ
১৩৫৮	৭৫৯	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৩৬৮	৭৬৯	গিয়াস উদ্দীন্ শাহ বিন্ সেকন্দর	ঐ
১৩৭৪	৭৭৫	সৈফ্ উদ্দীন্ বিন্ গিয়াসউদ্দীন্	মহম্মদ শাহ
১৩৮৪	৭৮৫	হামজা সুলতান উস্-সলাতিন	নসিরৎ শাহ
?	?	শাহাব উদ্দীন্ বয়াজিদ শাহ	মাহ্মূদ শাহ
১৩৮৬	৭৮৭	রাজা গণেশ	ঐ
১৩৯২	৭৯৪	জলাল উদ্দীন্ মহম্মদ শাহ বিন্ গন্‌শা	খিজির খাঁ
১৪০৯	৮১২	আহ্মদশাহ বিন্ জলাল	মুবারক শাহ
১৪২৭	৮৩০	নাসির উদ্দীন্ মাহ্মূদ শাহ	আলম শাহ
১৪৫৭	৮৬২	বার্ব্বক শাহ	বহলোল লোদী
১৪৭৪	৮৭৯	যুসুফশাহ বিন্ বার্ব্বক	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	সেকন্দর শাহ	ঐ
১৪৮২	৮৮৭	ফতে শাহ	ঐ
১৪৯১	৮৯৬	সুলতান শাহজাদা	ঐ
১৪৯২	৮৯৭	সৈফ উদ্দীন্ ফিরোজ শাহ হাব্‌সী	ঐ
১৪৯৪	৮৯৯	নাসির উদ্দীন্ মাহ্মূদ	সেকন্দর
১৪৯৫	৯০০	মুজঃফর শাহ হাবসী	ঐ
১৪৯৮	৯০৩	আলা উদ্দীন্ সৈয়দ হুসেন শাহ	ঐ
১৫২১	৯২৭	নসরত শাহ	ইব্রাইম ও বাবর
১৫৩২	৯৩৯	ফিরোজ শাহ ৩য়	হুমায়ুন
১৫৩৪	৯৪০	মাহ্মূদ শাহ বিন্ হুসেন শাহ—ইনিই প্রকৃতপক্ষে শেষ স্বাধীন নরপতি।	
১৫৩৭	৯৪৪	ফরিদ্ উদ্দীন্ শের শাহ	ঐ
১৫৩৮	৯৪৫	হুমায়ুন—ইনি গৌড় বা জন্নতাবাদে রাজপাট স্থাপন করেন।	
১৫৩৯	৯৪৬	শেরশাহ (পুনরায়)	
১৫৪৫	৯৫২	মহম্মদ খাঁ	

(তৃতীয় শাসনকাল।)

শের শার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ইস্লাম শাহ (মতান্তরে সেলিম শাহ), মহম্মদ খাঁ সূরকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ইস্লাম্ মানবলীলা সংবরণ করিলে, তাঁহার তনয়কে বিনাশ করিয়া তদীয় শ্যালক আদিল শাহ দিল্লীশ্বর

হইলেন (১৫৫৩ খৃঃ)। এই সংবাদ পাইয়া মহম্মদ খাঁ স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন এবং জৌনপুরের কতকাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। মহম্মদ খাঁ সুর স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করে। কিংবদন্তী আছে, তিনি বিশেষ ন্যায়পরতার সহিত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার অবৈধ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া পরবৎসর মহম্মদ আদিল স্বীয় হিন্দুসেনাপতি হিমুকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন, হিমুর হস্তে কুল্পীর নিকটস্থ ছাপর-ঘাটার যুদ্ধে বঙ্গেশ্বর পরাজিত ও নিহত হইলেন (১৫৫৫)। মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র খিজির খাঁ মুসলমান সর্দ্দারদিগের অভিমতে বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বাঙ্গালার মস্নদে আরোহণ করিলেন। বাহাদুর শাহ সদলে গৌড়ে উপনীত হইয়া দেখিলেন, সর্দ্দার শাহবাজ খাঁ দিল্লীশ্বর মহম্মদ আদিলের পক্ষ হইয়া বঙ্গসিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তিনি শাহবাজকে নিহত করিয়া স্বীয় পিতৃশত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ৯৬৩ হিজিরায় মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিল শাহকে সংহার করিয়া তিনি পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন (১৫৫৬)। অনন্তর কিছু-কাল রাজপরিবর্ত্তননিবন্ধন বাঙ্গালায় অরাজকতা ঘটিল। মুঙ্গেরে যুদ্ধজয়ের পর বাহাদুর শাহ বাঙ্গালার একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে কএকবৎসর প্রজা পালন করিয়া ৯৬৮ হিজিরায় (১৫৬০-১ খৃষ্টাব্দে) গৌড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

অপুত্রক অবস্থায় বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা জলাল্ উদ্দীন্ বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। ৯৭১ হিজিরায় গৌড়নগরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার যুবকপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এই বালক রাজাকে গোপনে নিহত করিয়া গিয়াস্ উদ্দীন্ বাঙ্গালার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ অরাজকতায় ও অত্যাচারে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পাঠানজাতীয় কিরাণীবংশীয় সুলেমান এই সময়ে ইস্লাম্ শাহ কর্ত্তৃক বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন, তিনি বাহাদুর শাহের বন্ধু ছিলেন। মুঙ্গের-যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করেন। জলাল্ উদ্দীন্ পুত্র গিয়াসের অত্যাচারে নিহত হইয়াছে শুনিয়া তিনি স্বীয় ভ্রাতা তাজ খান্‌কে পাঠাইয়া দিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। ১৫৬৪ অব্দে তাজখাঁর মৃত্যু হয়, এবং সুলেমান আসিয়া গৌড়ের অপরপারবর্ত্তী তাঁড়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন।

এই সময়ে হুমায়ুন শাহের পুত্র মোগলকুলরত্ন অকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতেছিলেন। সুলেমান তাঁহার নিকটে উপহার প্রেরণ করেন, তাঁহার এই চতুরতায় সম্রাট্ মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সম্রাটের সহিত তাঁহার সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রহিল।

১৫৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে রোহতাস্ দুর্গ আক্রমণ ও ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যাবিজয় সুলেমানের রাজত্ব-সময়ের প্রধান ঘটনা। সম্রাট্ অকবর শাহের আগমনে তিনি রোহতাস্ দুর্গের অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি স্বীয় বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড়কে (রাজু) উৎকলে প্রেরণ করেন। কালাপাহাড় তথাকার শেষ স্বাধীনরাজা মুকুন্দদেবকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করিলেন এবং অনেক দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পরে বঙ্গীয় মুসলমান রাজবংশীয় কোন রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন ; এবং হিন্দু দেবদেবীর শত্রু হইয়া উঠেন। ইনি ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে কামরূপ আক্রমণ করেন ও অসংখ্য দেবালয় ও দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। উড়িষ্যা ও কাম-রূপের অধিবাসীরা এখনও কালাপাহাড়ের নাম ভুলে নাই।

খৃষ্টীয় ১৫৭৩ অব্দে সুলেমানের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বয়াজিদ রাজা হন। আফগান সর্দ্দারেরা বয়াজিদের আচরণে উত্যক্ত হইয়া পর বৎসর তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ভ্রাতা দাউদকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। দাউদ রাজ্য-শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার ১৪০০০০ পদাতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী, ২০০০০ কামানাদি অস্ত্র এবং ৩,৬০০ হস্তী ও বহু শত যুদ্ধ-নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। এই বিস্তৃত সেনাদল লইয়া তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের সমকক্ষ হইতে পারেন ভাবিয়া তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যবিস্তারের বাসনা জন্মিল। তিনি বাঙ্গালা ও বেহারের সর্ব্বত্র স্বনামে খুতবা পড়িতে হুকুম দিলেন এবং জমানিয়া নামক গাজিপুর সন্নিহিত একটী মোগল দুর্গ বলপূর্ব্বক হস্তগত করিলেন। অকবর দাউদের বিরুদ্ধে সেনাপতি মুনাইম খাঁ এবং রাজা টোডরমল্লকে পাঠা-ইলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কএকদিন অবরোধের পর পাটনা অধিকৃত হইল এবং বাঙ্গালায় মোগল-সৈন্য প্রবেশ করিল, দাউদ নৌকারোহণে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলেন। পরে মেদিনীপুর এবং জলেশ্বরের মধ্যবর্ত্তী মোগলমারি (তুকারো) নামক স্থানে মোগল ও পাঠান সৈন্যের একটী ঘোরতর যুদ্ধ হয় (১৫৭৫ খৃঃ)। প্রথমে পাঠানদিগেরই জয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে, কেবল রাজা তোডরমলের অদৃষ্টগুণে মোগলদিগেরই জয়লাভ হইল। দাউদ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন ; কিন্তু মোগল-সেনাপতিরা কটক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলে, তিনি তাঁহা-দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুগ্রহে সম্রাটের প্রভুত্বাধীন কটক রাজ্যের শাসনাধিকার লাভ করেন।

[দাউদ খাঁ দেখ।]

সেনাপতি মুনাইম খাঁ, তাঁড়ানগর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

পুনরায় গৌড়ে রাজধানী করিলেন। তখন ঘোর বর্ষাকাল। সেই সমৃদ্ধি-পরিব্যাপ্ত মহানগরী বহুকাল অসংস্কৃত ও পতিত থাকায় তথাকার জলবায়ু খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে জলসিক্ত ভূমি। উপযুক্ত বাসস্থান না থাকায় অনেকে মৃত্তিকায় শয়ন করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল। সহসা মারীভয় উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল। মুনাইম্ খাঁ কালগ্রাসে পতিত হইলেন; কত সৈনিক ও কর্ম্মচারী প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে যে বৎসর বাঙ্গালা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়, সে বৎসর প্রাচীন রাজধানী গৌড় বিজন প্রদেশে পরিণত হইল। [গৌড় দেখ।]

সুরবংশের অধীন শাসনকর্ত্তৃগণ।

খৃঃ অঃ	হিঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৫৫৫	৯৬২	খিজির খাঁ বাহাদুর শাহ	শেরশাহ্
?	?	মহম্মদ সুর	সলিম শাহ্
১৫৫৫	৯৬২	বাহাদুর শাহ্	মহম্মদ আদিলী
১৫৬১	৯৬৮	জলাল্ উদ্দীন্ বিন্ মহম্মদ	ঐ
১৫৬৪	৯৭১	সুলেমান কর্‌রানি	ঐ
১৫৭৩	৯৮১	বয়াজিদ্ বিন্-সুলেমান	ঐ
১৫৭৩	৯৮১	দাউদ খাঁ বিন্ সুলেমান অকবর-সেনাপতি মুনাইম খাঁ ইহাকে মোগলপদানত করেন।	

(চতুর্থ শাসনকাল।)

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের মহামারীতে মোগল-সর্দ্দার মুনাইম খাঁ ভবলীলা শেষ করিলে অন্যতম মোগল-সেনাপতি সায়েম খাঁ কিছুকালের জন্য বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন। মুনাইম খাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিল্লীসরকারে পৌছিলে তথা হইতে শাসনকর্ত্তা নিয়োগ হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্গালার পাঠানগণ রাজ্যচ্যুত দাউদের অধীনে বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিল। মোগল-সেনাপতি সায়েম খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রথমে হাজিপুরে ও পরে পাটনায় যাইয়া আশ্রয় লাভ করিলেন।

যথাসময়ে মুনাইমের মৃত্যুসংবাদ অকবর শাহের কর্ণে পৌছিল। তিনি পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেন কুলী খাঁ খান-জহান্‌কে বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। স্বীয় সৈন্যসামন্ত সংগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গালায় আসিতে হুসেন কুলীর বিলম্ব ঘটিল। ইত্যবসরে দাউদ খাঁ প্রায় ৫০ হাজার অশ্বারোহী পাঠান ও বহুশত পদাতিক সংগ্রহ করিয়া অকবর শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইল।

খান্ জহান্ সদলে তেলিয়াগড়ির নিকট উপনীত হইয়াই সম্মুখে আফগান-সেনা দেখিতে পাইলেন (১৫৭৬ খৃঃ অঃ)। উভয় পক্ষে একটী খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল। সঙ্কটস্থিত আফগান সেনাকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া মোগল-শাসনকর্ত্তা ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আগমহলের (রাজমহল) নিকট দাউদ খাঁ স্বয়ং মোগল-সেনার সহিত যুদ্ধার্থ সম্মুখীন হইলেন। আফগান ও মোগলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল, দেখিতে দেখিতে মোগলের গোলাঘাতে অসংখ্য আফগান নিহত হইল। আফগান-সেনাপতি দাউদের ভ্রাতা জুনিদ কর্‌রাণী ও অন্যান্য অনেক সেনাধ্যক্ষ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। দাউদ খাঁ বন্দী হইলেন। রাজদ্রোহিতাপরাধে তাঁহার প্রাণ দণ্ড হইল। খান্ জহান্ তাঁহার মস্তক দূতহস্তে আগ্রায় অকবর শাহের সমক্ষে পাঠাইয়া দিলেন। দাউদ খাঁর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার পাঠানরাজ্য লোপ পাইল।

১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আগমহলযুদ্ধে রণজয়ী হইয়া হুসেন কুলী খাঁ খান্ জহান বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উক্ত যুদ্ধে লব্ধ সম্পত্তি ও হস্তী প্রভৃতি রাজা টোডরমল্লের তত্ত্বাবধানে সম্রাট্ সকাশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর বেহার প্রদেশে লুক্কায়িত পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার প্রেরিত সেনা-পতি মুজঃফর খাঁ রোহ্‌তাস দুর্গ অধিকার করিলেন। ক্রমে উড়িষ্যা ও কোচবিহার প্রদেশ মোগলের অধীনতা স্বীকার করিল। ৯৮৬ হিজিরায় তাঁড়ার নিকট খান্ জহানের মৃত্যু হয়। এই অত্যল্প কালের মধ্যে তিনি বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্র মোগল অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মুজঃফর খাঁ তববুতি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সহকারিরূপে রায় পাত্রদাস ও মীর আদম রাজস্ববিভাগের সহযোগী পরি-দর্শক, রিজ্‌বি খাঁ বক্সী এবং আবুল ফতে প্রধান বিচারক হইয়া আসিলেন। সম্রাট্ সামরিক বিভাগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি মুজঃফরের উপর আদেশ পাঠাই-লেন। তদনুসারে তিনি পাঠানদিগের জায়গীর-আত্মসাৎকারী ও তাঁহার বৃত্তিভোগী ক্ষমতাশালী মোগল সর্দ্দারদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে স্ব স্ব জায়গীরের আয়ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, তাহাতে সর্দ্দারেরা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কারণ তাহারা ঐ সম্পত্তিতে আপন অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গকে স্থান দিয়াছিল। ক্রোধ ক্রমে বিদ্রোহে পরিণত হইল। বিদ্রোহবহ্নি বেহার পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তথাকার সেনাধ্যক্ষ মসুমকাবুলীর অধীনে বিদ্রোহি-দল প্রথমে রাজস্বপরিদর্শক প্রভৃতিকে শমনসদনে প্রেরণ করিল। তৎপর তাহারা তাঁড়া অবরোধ করিয়া শাসনকর্ত্তা মুজঃফরকে নিহত করিল (১৫৮০ খৃঃ) এবং শৈফ উদ্দীন্ হুসেন নামক একজন ওমরাহকে আপনাদের অধিনায়ক বলিয়া সম্মানিত করিল।

এই বিপদের দিনে, সম্রাট্ অকবর শাহ বহুসৈন্য এবং শাসনকর্ত্তা, জায়গীরদার ও জমিদারদিগের প্রতি আদেশ দিয়া রাজা টোডরমল্লকে বাঙ্গালা ও বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন। তখন বাঙ্গালা ও বেহার বিদ্রোহি-শক্রসঙ্কুল। বিদ্রোহিদল বাঙ্গালার মোগলাধিকার উৎসন্ন করিতে যত্নশীল। কাজেই হিন্দুরাজগণ হিন্দুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। টোডরমল্ল হিন্দু জমিদারদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সাহায্যে বিদ্রোহীদিগের রসদ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে তিনি মুঙ্গের ও ভাগলপুর হইতে বিদ্রোহিদিগকে বেহারে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। খাদ্যাভাবে বিদ্রোহিদল বিশেষ কষ্টে পড়িল। এই সময়ে ককেশ্লান্-বংশীয় পাঠান সর্দ্দার বাবা খাঁর মৃত্যু হয়। বিদ্রোহিদল তাহাতে ভগ্নমনোরথ হইয়া পড়ে।

এদিকে মসুমকাবুলী সদলে বেহারে আসিলেন। ককেশ্লান সর্দ্দার জেব্বাবর্দ্দী খাবাসপুর হইতে তাঁড়ায় স্বদলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। আরচ্ বাহাদুর পাটনা আক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। রাজা টোডরমল্ল সংবাদ পাইবা মাত্র তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা সদলে হাজিপুরে আসিয়া ছাউনী করিলেন এবং উজীর শাহ মনসুরের দুর্ব্ব্যবহারের কথা সম্রাট্কে জানাইলেন। তদনুসারে সম্রাট্ আজিম খাঁ মীর্জ্জাকোই নামক একজন ওমরাহকে বেহারের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে ঝাঁসী ও প্রয়াগের শাসনকর্ত্তা রাজদ্রোহী হইলে টোডরমল্ল শাহবাজ খাঁকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শাহবাজ খাঁ ঝাঁসী ও প্রয়াগের বিদ্রোহ দমন করিয়া অযোধ্যার বিদ্রোহ শান্তি করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা মসুম ফেরুণ জুদি রাজ্যচ্যুত ও সপরিবারে বন্দী হন। তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষে সংগৃহীত হয়।

এইরূপে বিদ্রোহের অনেকটা শান্তি হইল বটে, কিন্তু বাঙ্গালার প্রকৃত শান্তি স্থাপিত হইল না। মুসলমান সেনাপতিদিগের সহিত হিন্দুরাজ টোডরমল্লের মনের মিল না হওয়ায় বড়ই বিভ্রাট্ ঘটিতে লাগিল। আজিম খাঁ বেহারে আসিয়া সমুদায় অবস্থা অবগত হইলেন। তিনি বিদ্রোহিদলকে বশে আনিতে না পারিয়া ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে আগ্রায় সম্রাটের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে গেলেন। তথায় স্থির হইল যে, রাজা টোডরমল্লের স্থানে আজিম খাঁকেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হউক। তদনুসারে তিনি খান্ আজিম নাম গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া আসিলেন। রাজা টোডরমল্ল বেহার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের একটী রাজস্বহিসাব প্রস্তুত করেন। উহার নাম "ওয়াশীল তুমার জমা।" ইহাতে বঙ্গভূমি ১৮টী সরকারে ও ৬৮২ মহলে; বেহার প্রদেশ ৭টী সরকারে ও ২০০ পরগণায় এবং উড়িষ্যা ৫টী সরকারে ও ৯৯টী পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালার রাজস্ব ১০৬৮৫৯৪৪৲ টাকা, বেহারের ৫৫৪৭৯৮৪৲ এবং উড়িষ্যার ৪২৬৮৩৩০৲ টাকা ধার্য্য হয়।

[টোডরমল্ল দেখ।]

খান্ আজিম মীর্জা কোকা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় আসিয়াই বিদ্রোহী জায়গীরদারদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধাইলেন। মসুম কাবুলী স্বীয় অধীনস্থ সেনাদল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় দেশীয় জমিদারের অধীনে আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে একে একে সকল বিদ্রোহনেতাই মোগল সর্দ্দারের হস্তগত হইল। ৯৯০ হিজিরায় খান্ আজিম তাঁড়া নগরী অধিকার করিলেন। এতদিনে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের শান্তি হইল।

মোগল জায়গীরদারদিগের এই বিদ্রোহের সময়ে পাঠানেরা আফগান কতলুখাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে সমবেত হইয়া সমুদায় উড়িষ্যার ও দামোদর নদ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা অধিকার করিল। আজিমের আদেশে ফরিদ্ উদ্দীন্ বোখারি কতলু খাঁকে দমনার্থ অগ্রসর হন। কতলু খাঁ পরাজিত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সম্রাটের আদেশে খান্ আজিমকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া আগ্রায় আসিতে হয়; সুতরাং বাঙ্গালার বিদ্রোহাবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই।

আগ্রায় উপনীত হইয়াই খান্ আজিমকে মোগল-সাম্রাজ্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করিতে হইল; কাজেই সম্রাট্ অকবর শাহ শাহবাজ খাঁ কম্বোকে বহুসংখ্যক সেনা ও মুসলমান সর্দ্দারগণসহ বাঙ্গালায় পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। সম্রাটের আদেশ মত শাহবাজ ঘোড়াঘাটে ককেশলানবংশীয় বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বিপর্য্যস্ত করিলেন। বিজয়ী মোগল সেনা ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত উত্তরবঙ্গ মোগলাধিকারভুক্ত করিল।

এই সংবাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া সম্রাট্ শাহবাজকেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়াছিলেন। রাজ্যপরিচালনভার স্কন্ধে লইয়া শাহবাজ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ককেশলান্ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদিগকে দমন করা অথবা তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা একরূপ অসম্ভব বোধ করিলেন। অবশেষে তিনি বাধ্য হইয়াই তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকৃত সম্পত্তি নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে আদেশ দিলেন। আফগান সর্দ্দার কতলু খাঁর সহিত তাহার একটী সন্ধি হইল, তাহাতে তিনি তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করিতে অনুমতি দিলেন। কথা রহিল, পাঠানগণ বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না।

শাহ্ বাজের এই কার্য্য দিল্লী দরবারে অনুমোদিত হয় নাই, তাহারা বঙ্গেশ্বরকে উৎকোচগ্রাহী বিবেচনা করিয়া তৎপদে উজীর খান্ হেরেবীকে নিযুক্ত করিলেন এবং শাহ্ বাজকে আগ্রায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। শাহ্ বাজ রাজধানীতে উপনীত হইলে তিনি তিন বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হন।

উজীর খান্ হেরেবী বাঙ্গালার মসনদে আরোহণ করিয়া বেশী কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন নাই, তিনি উক্ত বর্ষে (১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁড়া নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

উজীর খাঁর মৃত্যুসংবাদ আগ্রা দরবারে পৌছিলে সম্রাট্ অকবর শাহ বেহার ও বাঙ্গালার শাসনভার রাজা মানসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়া স্বীয় উদ্বিগ্ন চিত্তের শান্তি বিধান করিলেন, এই সময়ে মানসিংহ পেশাবর প্রদেশে আফগান জাতির বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি বঙ্গশাসনভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পাটনার সেনাধ্যক্ষ সৈয়দ খাঁর প্রতি বঙ্গরাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইল।

৯৯৭ হিজিরার (১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে) মানসিংহ পাটনায় পদার্পণ করিয়া শুনিতে পাইলেন যে, হাজীপুরের ভূম্যধিকারী পূরণমল্ খেতুরিয়া এই সুযোগে বিদ্রোহী হইয়া বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছে। রাজা মানসিংহ তাঁহার এই দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। হাজীপুরে রাজা পূরণমল্ মোগল-সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলে তিনি তাহাকে মুক্তিদান করেন, এই সময়ে মানসিংহ স্বয়ং বেহারে থাকিয়া সৈয়দ খাঁকে স্বীয় সহকারিরূপে তাঁড়ায় রাখিয়া দেন, এবং ঘোড়াঘাটের মোগল-সেনাপতিদিগের অর্থগৃধ্নুতা উপশমনার্থ স্বীয় পুত্র জগৎসিংহকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল-সর্দ্দারগণ রাজ-সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া বন মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অতঃপর রোহ্ তাসদুর্গ-সংস্কারান্তে রাজা মানসিংহ ৯৯৮ হিজিরায় উড়িষ্যারাজ্য পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প করেন। প্রথমে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এই যুদ্ধে পাঠানদিগের হস্তে পতিত হন। ইহার কিছুকাল পরে কতলু খাঁর মৃত্যু হইলে পাঠানেরা জগৎসিংহকে প্রত্যর্পণ করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করে। এই সন্ধি দ্বারা পাঠানেরা উড়িষ্যার শাসন-ভার প্রাপ্ত হয় এবং সম্রাটের অধীন থাকিতে স্বীকার করে; কেবল মাত্র পুণ্যতীর্থ জগন্নাথক্ষেত্র রাজা মানসিংহের অধিকারে থাকে। দুই বৎসর পরে পাঠানেরা জগন্নাথক্ষেত্র লুট করে; তাহাকে রাজা মানসিংহ তাহাদিগকে সুবর্ণরেখাতীরে সম্পূর্ণ-রূপে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ পুনর্ব্বার মোগলরাজ্যভুক্ত করেন। অনন্তর তিনি আগমহল নগরকে রাজমহল নামে অভিহিত করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন এবং রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল রাজত্ব করেন।

১৫৯৫ খৃঃ অব্দে কোচবেহার-রাজের ভগিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫৯৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণাপথে মোগল-বাহিনীর অধিনায়করূপে সঙ্গে যাইবার জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে রাজধানীতে আহ্বান করেন। এই সময়ে তিনি জগৎসিংহকে প্রতিনিধি রাখিয়া যান। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই জগৎসিংহ মানবলীলা সংবরণ করিলে, পাঠানেরা ওসমান খানের অধীনে উড়িষ্যা এবং বাঙ্গালার কিয়দংশ জয় করে। এই সংবাদ শুনিয়া রাজা মানসিংহ ত্বরায় বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন এবং বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের মধ্যবর্ত্তী সেরপুরনামক স্থানে পাঠানদিগকে পরা-করেন। ইহার পরে তিনি কয়েক বৎসর সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ১৬০৪ খৃঃ অব্দে কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনভার ত্যাগ করিলে সম্রাট্ তৎপদে আবুল মজিদ্ আসফ্ খান্‌কে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে হয় নাই। কারণ ১৬০৫ খৃঃ অব্দে অকবর শাহের মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। অত্যল্পকাল পরেই তিনি মানসিংহকে ষড়যন্ত্রকারী জানিয়া স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গরাজ্য-শাসনে নিয়োগ করেন। তথাকার বিদ্রোহী আফগানদিগকে মোগল-পদানত রাখিবার জন্য সম্রাট্ তাঁহাকে অবিলম্বে বাঙ্গালায় অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। আনুষঙ্গিক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মানসিংহ এইবার বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালার মহাবীর যশোরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া সমগ্র সুন্দরবন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। [প্রতাপাদিত্য ও মানসিংহ দেখ।]

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আদেশে মানসিংহ রাজধানীতে ফিরিয়া যান এবং ধাত্রীপুত্র কুত্ব উদ্দীন কোকল্-তাস বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি হইয়া আইসেন। কুত্ব উদ্দীন্ খাঁ কোকলতাস্ কোকাকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্বদান করার উদ্দেশ্যই কেবল আলী কুলী শের আফগানের হস্ত হইতে জগতের ললামভূতা সুন্দরী মেহের-উন্নিসাকে হস্তগত করা। কিরূপ ষড়যন্ত্রে শের আফগান নিহত এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী জাহাঙ্গীরের অঙ্কগত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে। [জাহাঙ্গীর, নূরজহান ও শের আফগান দেখ]

শের আফগানের সহিত যুদ্ধে কুত্ব খাঁ নিহত হইলে সম্রাট্ বড়ই মর্ম্মপীড়িত হন এবং অবিলম্বে ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা জাহাঙ্গীর কুলী খান্ কাবুলীকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে বরণ করেন। ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক ছিলেন, তদনুরূপ অত্যাচারেই বেহারবাসীকে উত্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালার শুভাদৃষ্ট যে, তাঁহাকে বহুকাল জীবিত থাকিতে হয় নাই। বর্ষাধিকমাত্র জীবিত থাকিয়া তিনি কালের করাল কবলে নিপতিত হইলে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১০৮৭ হিজিরায় শেখ আলা উদ্দীন্ ইস্লাম খাঁকে বাঙ্গালার মসনদে এবং আফ্জল খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। ইস্লাম খান্ রাজমহল হইতে ঢাকা সহরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম জাহাঙ্গীর-নগর রাখেন।

এই সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামবাসী পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গ উৎসন্ন প্রায় হইতে থাকে। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালে সন্দ্বীপ অধিকার করেন। তথাকার মুসলমান সেনানায়ক ফতে খাঁ উপায়ান্তর না দেখিয়া একটী ক্ষুদ্র দুর্গে আশ্রয় লন।

এই সময়ে ওসমান খাঁর অধীনস্থ পাঠানেরা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করে। ইস্লাম খাঁ সুজাত খাঁ নামক একজন দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাঠানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়; ওসমান যুদ্ধে নিহত হন এবং তদীয় ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়কুটুম্বগণ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন (১৬১২ খৃষ্টাব্দ)।

এই বিদ্রোহাবকাশে কুতব নামে একজন রোহিলা আফগান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুর পরিচয় দিয়া বেহারে বিদ্রোহ উপস্থিত করে এবং পাটনা নগরী অধিকার করিয়া লয়। শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁ তখন গাজিপুরে ছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ছদ্মবেশী খস্রু পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় পুনরায় পাটনা নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল; শাসনকর্ত্তা উক্ত নগরী অবরোধ করিলেন। পরিশেষে দূরস্থ গৃহছাদ হইতে নিক্ষিপ্ত ইষ্টকের আঘাতে কুতবের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। [পাটনা দেখ।]

ইস্লাম খাঁর মৃত্যুর পরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার ভ্রাতা কাশিম খাঁ সম্রাটের আদেশে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কাশিম খাঁর রাজ্যশাসনকালে গঞ্জালে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আরাকান-রাজের যুদ্ধজাহাজগুলি হস্তগত করিয়া আরাকানের উপকূলপ্রদেশ লুণ্ঠনপূর্ব্বক গোয়ানগরীস্থ পর্ত্তুগীজদিগকে আরাকান জয় করিতে আহ্বান করে। রাজা ওলন্দাজদিগের সাহায্যে পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করেন; এবং সন্দ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করেন।

অতঃপর আরাকানের মগেরা বারংবার বাঙ্গালার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া বাঙ্গালা উৎসন্ন করিতে থাকে। এই কারণে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং নূর-জহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন (১৬১৮ খৃঃ)।

ইব্রাহিমের সময়ে বাঙ্গালার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। আগ্রার রাজসভাসদমণ্ডলীর নিকট ঢাকার সুচিক্কণ কাপড় এবং মালদহের পট্টবস্ত্রের বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্টগণ পাটনায় আসিয়া একটী কুঠী স্থাপন করেন (১৬২০ খৃষ্টাব্দে)। ইব্রাহিমের শাসনকালে বাঙ্গালাদেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। সহসা (১৬২৩ খৃঃ) তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিল; শাহ জহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক দক্ষিণাপথে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। বাঙ্গালা ও বেহারে প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করিয়া শাহ জহান্ সম্রাট্প্রেরিত সৈন্যের নিকট পরাস্ত হইলেন এবং আত্মসমর্পণ করিয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, কিন্তু এই প্রদেশে অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল।

শাহ জহানের পরে, অল্পদিন মধ্যেই (১৬২৪-২৮ খৃঃ) মহব্বত খাঁ, তৎপুত্র খানজাদ খাঁ, মকরম খাঁ ও ফিদাই খাঁ নামে যে কয়জন ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন, তাঁহাদিগের সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। মকরম্ খাঁর রাজ্যশাসন সময়ে সম্রাট্ মীর্জা রুস্তম নামক এক ব্যক্তি বেহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১৬২৮ অব্দে শাহ জহান সম্রাট্ হইয়া ফিদাই খাঁকে পদচ্যুত করিয়া স্বীয় প্রিয়পাত্র কাশিম খাঁ জবুনিকে বাঙ্গালার সুবাদারী পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হুগলী ও চট্টগ্রামে পর্ত্তুগীজদিগের সুরক্ষিত কুঠী ছিল। এ দেশে তাঁহাদিগের যথেষ্ট ক্ষমতাও বিস্তৃত হইয়াছিল। শাহ জহান্ যখন বাঙ্গালায় ছিলেন, তখনও তিনি পর্ত্তুগীজের অত্যাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহারা এতদ্দেশবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। ইহাতে বৈদেশিক পর্ত্তুগীজজাতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ কাশিম খাঁর প্রতি তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সুবাদার স্বীয় পুত্র ইনায়তুল্লাকে তদ্বিরুদ্ধে পাঠাইয়া হুগলি অধিকার করিলেন (১৬৩২ খৃঃ)। সেই অবধি এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের প্রভাব কমিল, হুগলি রাজবন্দর এবং প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিল। এই সময় হইতেই সপ্তগ্রামের দুঃখের দিন আরম্ভ হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ তথা হইতে হুগলিতে চলিয়া আসায় ক্রমশঃই সপ্তগ্রাম পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

কাশিম খাঁর পরে আজিম খান্ সুবাদার হন, তাঁহাকে দেশরক্ষাকার্য্যে অশক্ত দেখিয়া সম্রাট্ তৎপদে ইস্লাম খাঁ মশহ্দিকে নিযুক্ত করেন (১৬৩৭ খৃঃ)। অল্পকাল মধ্যে (১৬৩৮ খৃঃ) চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা মুকুট রায় আরাকান-রাজের অধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক

মোগলসম্রাটের বশ্যতাস্বীকার করিলেন। আসামবাসীরা বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইল (১৬৩৮ খৃঃ); এবং ইস্‌লাম খাঁ আসামে প্রবেশপূর্ব্বক অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। তিনি কোচবেহার-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উজিরী পদ প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই আগ্রায় প্রতিগমন করিলেন। তখন সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ সুজা বাঙ্গালায় সুবাদার হইলেন।

১৬৩৮ অব্দে ভোজপুরের রাজা বিদ্রোহী হন এবং তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্য শাহ জহান স্বীয় প্রিয় সেনাপতি আবদুল্লা খাঁকে বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। আবদুল্লা যাইয়া ভোজপুরের দুর্গ অধিকার করেন ও রাজার ছিন্ন মস্তক সম্রাটের নিকট পাঠান।

সুজা শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াই ঢাকা পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় রাজমহলে রাজধানী করেন। এই সময়ে নূর-জহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বেহারের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন। সুজার আমলে বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বদ্ধমূল হয়।

সুজার রাজ্যশাসনকালে কয়েক বৎসর প্রজাগণ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে তিনি বাঙ্গালার রাজস্বের নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন। ইহাতে বঙ্গভূমি ৩৪ সরকারে ও ১৩৫০ মহলে বিভক্ত হইয়া ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। অক্‌বর শাহের পরে এদেশে মোগলদিগের অধিকার বৃদ্ধিই এ প্রকার রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান হেতু। প্রায় এই সময়েই উড়িষ্যা ১২টী সরকার ও ২৭৬ মহলে বিভক্ত হইয়া উহার রাজস্ব ৫৯,৬১,৪৯৭ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে বেহারে বন্দোবস্ত হয়। এতদ্দ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ২৪৬ পরগণায় বিভক্ত হইয়া উহার ৮৫১৫৬৮৩৲ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়।

সম্রাট্ শাহ জহানের পীড়া হইলে সুজা সাম্রাজ্য-লোভে আগ্রা যাত্রা করেন; কিন্তু বারাণসীর নিকটে দারার তনয় সুলেমানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবৃত্ত হন (১৬৫৮ খৃঃ)।

অরঙ্গজেব দারাকে পরাস্ত এবং মুরাদকে বন্দী করিয়া মোগল-সিংহাসন হস্তগত করেন। অতঃপর প্রয়াগের (আলাহাবাদের) নিকটে সুজার সহিত অরঙ্গজেবের একটী যুদ্ধ ঘটে। ঐ যুদ্ধে সুজা ভ্রাতৃহস্তে পরাজিত হন (১৬৫৯ খৃঃ)। সুজা প্রথমে রাজমহলে ও তদনন্তর তাঁড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি মীর জুম্লা তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলে তিনি বাঙ্গালা ছাড়িয়া আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। [সুজা দেখ।]

অনন্তর সেনাপতি মহম্মদ সৈয়দ মীর জুম্লা নবাব মুয়াজিম খাঁ খান্ খানান্ সিপা সালর্ সুবাদার হইয়া ঢাকা নগরীতে রাজধানী করিলেন। ১৬৬১ অব্দে তিনি কোচবেহার জয় করেন; এবং পর বৎসর আসাম আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী হস্তগত করেন। কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার সৈন্যগণ পীড়িত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। ঢাকায় পৌছিয়া অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১৬৬৪ খৃঃ)।

মীর জুম্লার পরে নূর জাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র সায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন এবং সম্রাট্ অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বেহারের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইলেন। মধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৪ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ফরাসিরা চন্দন-নগরে, (১৬৭৩ খৃঃ) এবং দিনেমার ও ওলন্দাজেরা চুঁচুড়ায় কুঠী স্থাপন করেন। আরাকানরাজ সুজার প্রতি অসদাচরণ করিয়া যথোপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ায় সাহসী হইয়া মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশ লুণ্ঠন করিতেছিল; সায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া তথাকার রাজাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন এবং চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালাভুক্ত করিলেন।

সায়েস্তা খাঁ স্বেচ্ছায় বঙ্গসিংহাসন ত্যাগ করিলে, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের অভিমতে ফিদাই খাঁ আজিম খাঁ উপাধিসহ ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় উপনীত হন। পর বৎসর সেখানে তাহার মৃত্যু হইলে ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বাঙ্গালার সুবাদার হন। তিনি উক্ত বর্ষের শেষকালে আসামীদিগের উপদ্রব দমনার্থ সেনাদল প্রেরণ করেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা এই সময়ে ঢাকায় কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যোধপুর-রাজকুমার রাজা যশোবন্ত সিংহের নাবালক পুত্রের রাজ্যাধিকার লইয়া সম্রাটের সহিত রাজপুতদিগের বিবাদের সূত্রপাত হয়, ঐ সময়ে দক্ষিণে শিবাজীর অধীনে মহারাষ্ট্রীয়গণ মোগলসম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে; এই গোলযোগে বিব্রত সম্রাট্ স্বীয় পুত্রকে বাঙ্গালা হইতে নিকটে আনাইয়া রাজপুত সামন্তগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাঁহার আদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁ আমীর উল্ ওমরা বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আইসেন।

এবার সায়েস্তা খাঁর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে। তিনি জিজিয়া কর আদায়ের জন্য হিন্দুর মন্দিরাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। তিনি খৃষ্টানের নিকট হইতেও বলপূর্ব্বক জিজিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মিঃ হেজেস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত হন। শুল্ক লইয়া

নবাবের সহিত কোম্পানীর বিবাদ বাঁধে। দুএকটী খণ্ডযুদ্ধের পর ইংরাজগণ সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরাজেরা হিজলী হইতে সুতানুটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কোম্পানীর সদস্তেরা পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, নবাব নানারূপে ইংরাজদিগকে নির্জ্জিত করেন। এই সময়ে ইংরাজসৈন্যকর্ত্তৃক বালেশ্বর লুণ্ঠিত হয়। ইংরাজদিগকে মোগল-সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে পরওয়ানা আনাইয়া ছিলেন। উহার কিছু পরে তিনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করেন। [সায়েস্তা খাঁ ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেখ।]

তদনন্তর ১৬৮৯ খৃঃ অঃ নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। পর বৎসর তিনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে ইংরাজদিগকে এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি আনাইয়া দেন। ইহার কারণ এই যে, ইংরাজেরা মোগলদিগের কয়েকখান জাহাজ হস্তগত করেন এবং মুসলমানদিগকে জলপথে ভারতবর্ষ হইতে মক্কায় যাইতে দেন নাই। ইব্রাহিম খাঁর আহ্বানে চার্ণক স্বদলবলে প্রত্যাগমন করেন (১৬৯০ খৃঃ)। অনন্তর সম্রাটের হুকুম আসিল যে, বাণিজ্যার্থ ইংরাজদিগের বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক শুল্ক দিতে হইবে না (১৬৯১)। ইহার পরে বাদশাহ দুইবার ইংরাজদিগের বাণিজ্য বন্ধ করিতে আদেশ দেন; ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে তাঁহাদিগের কোন বিপদ ঘটে নাই।

১৬৯৬ খৃঃ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার, বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং রহিম খাঁ নামে একজন পাঠান দলপতির সঙ্গে যোগ দিয়া রাজাকে নিহত ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ লুণ্ঠন করিলেন। হুগলী তাহাদিগের হস্তগত হয়; চুচুড়ায় ওলন্দাজেরা, চন্দননগরে ফরাসিরা এবং কলিকাতায় ইংরাজেরা আত্মরক্ষা করিতে নবাবের অনুমতি পান। এই সুযোগে ইংরাজেরা "ফোর্ট উইলিয়ম" দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

ওলন্দাজদিগের সাহায্যে ইব্রাহিম খাঁ হুগলী পুনরধিকার করেন। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান রাজকুমারীর ধর্ম্মনাশ করিতে গিয়া তাঁহারই অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। এই রাজ্য বিপ্লবের সময়ে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্সান বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া আগমন করেন। সুবাদারের পুত্র জবরদস্ত খাঁ রাজমহলের নিকট রহিম খাঁকে পরাজিত করেন (১৬৯৮ খৃঃ)। পর বৎসর বর্দ্ধমানের নিকট সংগ্রামে রহিম খাঁর মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় অনুচরগণের মধ্যে কিয়দংশ নিহত এবং কিয়দংশ মোগলদলভুক্ত হয়। আজিম উস্সানের নিকট হইতে ইংরাজেরা সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা এই কয়েকটী মৌজা ক্রয় করিবার অনুমতি পান (১৬৯৮ খৃঃ)। এই সময়ে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত আর একটী ইংরাজ কোম্পানি স্থাপিত হয়। পুরাতন এবং নূতন এই দুই কোম্পানির পরস্পর বিবাদে উভয়ের স্বার্থহানি হয় দেখিয়া, কোম্পানিদ্বয় মিলিত হইল (১৭০৬ খৃঃ) এবং উভয়ের যোগে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে ১৩০ জন য়ুরোপীয় সৈনিক রক্ষিত হইল।

আজিম উস্সানের শাসনকালে মুরশিদকুলি খান্ বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া আসেন (১৭০১ খৃঃ)। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। পরে পারস্যদেশীয় বণিক্ হাজি সুফিয়া কর্ত্তৃক ক্রীত ও মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে অকবর শাহের সময় হইতে বাঙ্গালায় দেওয়ান ও নাজিমের পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। দেওয়ান রাজস্ব আদায় করিতেন এবং আয়ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। নাজিমের প্রতি দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার ভার ছিল, এবং তাঁহার অধীনে সৈন্য ও শান্তিরক্ষকগণ থাকিত। তিনি সরকারী কার্য্যের জন্য পত্রদ্বারা যখন যে টাকা চাহিতেন, দেওয়ান তাহা দিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু টাকা ব্যয়ের দায়ী নাজিম থাকিতেন। বাদশাহের ইহাই আদেশ ছিল যে, বড় বড় কার্য্যে উভয়ে একমত হইয়া চলিবেন। নাজিমের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা স্বরূপ এক একজন ফৌজদার ছিলেন।

মুরশিদকুলি খাঁ দেওয়ান হইলে তদীয় পরামর্শানুসারে সম্রাট্ বাঙ্গালার জায়গীরদারদিগের ভূমি খাস করিয়া লইয়া তাহার সম পরিমাণ ভূমি উড়িষ্যা প্রভৃতি বেবন্দবস্তী প্রদেশে জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন। এইরূপে ও অন্যান্য উপায়ে এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া মুরশিদ বাদশাহের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ব্যয়বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়াতে এবং যুদ্ধবল জায়গীরদারদিগকে অসন্তুষ্ট করাতে, তিনি নাজিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। আজিম উস্সান একবার তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর মুরশিদ কুলি খাঁ ঢাকায় রাজধানী রাখা সুবিধা নহে বুঝিয়া, মুকসুদাবাদে স্বীয় বাসস্থান স্থির করিয়া আপনার নামানুসারে উক্ত নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখিলেন। এই সকল সংবাদ সম্রাটের নিকটে পৌছিলে তিনি আজিম উস্সানকে ভৎর্সনা করিয়া পত্র লিখিলেন এবং বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া বেহার যাইবার আদেশ দিলেন। পর বৎসর মুরশিদ দক্ষিণাপথে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বাদশাহ এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার দেওয়ানী এবং সহকারী নাজিমপদে নিযুক্ত করিলেন।

১৭০৭ খৃঃ অব্দে স্বীয় পুত্র ফরুখ্‌সিয়রকে প্রতিনিধি রাখিয়া আজিম উস্‌সান দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার অর্থ ও সৈন্যবলে পর বৎসর তাঁহার পিতা শাহ আলম্‌ বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া মোগল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ফরুখ্‌সিয়র মুরশিদাবাদ রাজপ্রাসাদেই থাকিতেন, তিনি মুরশিদ-কুলি খাঁর কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না। সুতরাং ১৭০৬ খৃঃ অব্দ হইতে প্রকৃতই মুরশিদ এদেশে দেওয়ান ও নাজিম পদের সমুদয় কার্য্যই করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই সৈয়দ আব্‌দুল্লা খান্‌ আলাহাবাদের এবং সৈয়দ হুসেন আলী খান্‌ বেহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৭১২ খৃঃ অব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়; আজিম উস্‌সান বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া নিহত হন এবং ফরুখ্‌সিয়র বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইয়া সম্রাট্‌ হন। ফরুখ্‌সিয়র বাদশাহ হইয়া মুরশিদ কুলি খাঁকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিমী পদ প্রদান করেন (১৭১৩)। ১৭১৮ অব্দে মুরশিদ বেহার প্রদেশেরও নাজিম ও দেওয়ান হন।

মুরশিদ দেওয়ান ও নাজিম হইয়া অন্য লোকের কাছে যেরূপ বাণিজ্যের মাশুল পাইতেন, ইংরাজদিগের নিকটেও তদ্রূপ মাশুল চাহিলেন। ইংরাজেরা সম্রাট্‌ সমীপে দূত পাঠাইলেন। সম্রাট্‌ ফরুখ্‌সিয়র তখন পীড়িত ছিলেন। ঐ দূতদলের মধ্যে ডাক্তার হামিল্টন সাহেবের সুচিকিৎসায় সুস্থ হইলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দিলেন। এই সনন্দ দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, (১) ইংরাজ কোম্পানি বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন; (২) তাঁহারা কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮ মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন; (৩) মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিন দিন তাঁহাদিগের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে; (৪) যাহারা ইংরাজ-দিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ইংরাজেরা এই সনন্দ লইয়া আসিলে সুবাদার ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং কলিকাতার সমীপস্থ জমিদারদিগকে ইংরাজদিগের নিকটে জমি বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু অপর তিনটী সর্ত্ত সম্বন্ধে তিনি কোন বাধা দেন নাই। সনন্দ দ্বারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল এবং কলিকাতার সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মুরশিদ কুলি খাঁ বাঙ্গালার রাজস্বের যে নূতন হিসাব প্রস্তুত করেন (১৭২২ খৃঃ), তদ্দ্বারা বার্ষিক রাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। সুবাদার জমিদার-দিগের নিকট এবং জমিদারেরা প্রজাদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করিতেন; রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য মুরশিদ জমিদারদিগকে অনেক কষ্ট দিতেন। তাঁহার বৈকুণ্ঠের কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণ প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। মুরশিদ কুলি খান্‌ এমন প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন যে ত্রিপুরা, আসাম, কোচবেহার ও বিষ্ণুপুরের স্বাধীন রাজারাও তাঁহার নিকটে উপঢৌকন পাঠাইতেন। [মুর্শিদ কুলি খাঁ দেখ।]

১৭২৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু সময় তিনি স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিত্বে উত্তরাধিকারী বলিয়া যান। ঐ সময়ে সরফরাজ খাঁর পিতা নবাব মোতিমন উল্‌ মুল্‌ক সুজা উদ্দীন মহম্মদ খান্‌ সুজা উদ্দৌলা আজ্জদ জঙ্গ বাহাদুর মুরশিদ-কুলি খার অধীনে উড়িষ্যার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে গোপনে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার শাসনাধিকার হস্তগত করিতে চেষ্টা পান। মুরশিদ কুলি খাঁর মৃত্যু হইলে তিনিই প্রথমে তৎপদ অধিকার করেন এবং পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাঙ্গালার দেওয়ানী পদে রাখিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। এই সময়ে বাদশাহ নসরৎ খাকে বেহারের শাসনভার প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি তৎপদে ফখর উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজস্ব বন্ধ করা দোষে যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, দয়াপরবশ সুজা তাহাদিগকে মুক্তি দেন এবং আলমচাঁদ নামক একজন হিন্দুকে সহকারী দেওয়ান করিয়া তাঁহার জন্য দিল্লী হইতে 'রায়-রাঁয়া' উপাধি আনান। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ এবং হাজি আজ্জদ ও আলিবর্দ্দী খান্‌ নামক দুইজন আত্মীয়, এই চারি জন লইয়া সুজা একটি মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। তিনি ঐ সভার পরামর্শ গ্রহণপূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই সকল কারণে নবাব সুজা প্রথমে হিন্দুদিগের বিশেষ ভক্তিভাজন ছিলেন।

মুরশিদ কুলীর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঙ্গালা সশঙ্কিত ছিল। তখন বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা অনেক কম ছিল। সুজা বাঙ্গালার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেন; এতদ্ভিন্ন তিনি অন্যান্য জাকজমকেও মত্ত ছিলেন। তিনি মুরশিদ কুলি খাঁর ন্যায় নিয়মিতরূপে দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাইতেন। বৃথা আড়ম্বরপ্রিয়তায় তাঁহার ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এই নিমিত্ত তিনি নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত আবওয়াব নামক কর সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। আবওয়াব তাঁহার সময়ে প্রায় ২২ লক্ষ হইয়া উঠে। আলিবর্দ্দী ও মীর-কাশিমের শাসনকালে উহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যখন কোম্পানি বাহাদুর স্বহস্তে বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খৃঃ), তখন বাঙ্গালার মোট রাজস্ব আড়াই কোটিরও অধিক ছিল।

১৭১৯ খৃঃ অব্দে বেহারের শাসনকর্ত্তা ফখ্‌র উদ্দৌলা পদচ্যুত হইলে সুজা তথাকার সুবাদার হন। তিনি আলিবর্দ্দি খাঁকে বেহারের শাসনভার দেন। আলিবর্দ্দি বেত্তিয়া চকবাড়ী, ফুলবাড়ী ও ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদারদিগকে পরাজিত ও শাসিত করিয়া বেহারে শান্তিস্থাপন করেন। ১৭৩২ অব্দে ঢাকার দেওয়ান মীর হবিব্‌ ত্রিপুরা জয় করিয়া তাহার রোশেনাবাদ নাম রাখেন। অনন্তর সরফরাজ খাঁ ঢাকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হন; কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদেই বাস করিতেন। তাঁহার দেওয়ান যশোবন্ত রায় সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সকলের প্রীতিভাজন হন। তাঁহার আমলেও সায়েস্তা খাঁর সময়ের ন্যায় পুনর্ব্বার টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয় হইয়াছিল (১৭৩৫ খৃঃ)। ইহার দুই বৎসর পরে রঙ্গপুরের ফৌজদার হাজি আহ্মদের মধ্যমপুত্র সৈয়দ আহ্মদ দিনাজপুর ও কোচবেহার আক্রমণ করিয়া তত্রত্য রাজাদিগের বহুকাল সঞ্চিত ধনরাশি হস্তগত করেন।

তাঁহার শাসনকালে ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে অষ্টেণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালার বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। বাঁকি-বাজারে তাঁহাদের কুটী স্থাপিত ছিল। এই জর্ম্মণ-বণিকসম্প্রদায়ের বাণিজ্য বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া ইংরাজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় নবাব সুজা উদ্দীন্‌ ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণদিগের কুটী অবরোধ করিলেন। অবশেষে নবাব সেনাপতি মীর জাফর বাঁকিবাজার হস্তগত করিয়া ঐ কুটী ধ্বংস করেন।*

১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সুজা উদ্দীন মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি হাজি আহ্মদ, জগৎশেঠ ও আলমচাঁদ এই কয়েকজনের পরামর্শ লইয়া স্বীয় পুত্র আলা উদ্দৌলা সরফরাজকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ করিয়া যান। কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হাজি আহ্মদ ও জগৎশেঠকে অবমানিত করিলেন। তাহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দ্দী খাঁর নিমিত্ত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পদের নিয়োগপত্র সংগ্রহের ষড়যন্ত্র করিতে ছিলেন। এই সহযোগিতা লাভ করিয়া আলিবর্দ্দী সসৈন্যে সরফরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুরশিদাবাদ সন্নিহিত গড়িয়া নামক স্থানে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হইলে (১৭৪০ খৃঃ) আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

আলিবর্দ্দী সুবাদার হইয়া দিল্লীতে অনেক উপঢৌকন প্রেরণান্তে রাজ্যশাসনের নূতন বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার তিন কন্যার সহিত তাঁহার ভ্রাতা হাজি আহ্মদের তিন পুত্রের বিবাহ হইয়াছিল। ঐ জামাতৃত্রয় মধ্যে নিবাইস মহম্মদকে তিনি ঢাকার এবং কনিষ্ঠ জৈন উদ্দিনকে বেহারের শাসনভার প্রদান করিলেন। জৈন উদ্দিনের পুত্র সিরাজ উদ্দৌলাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই কারণ ঐ বালককে তিনি সর্ব্বদাই দত্তক-পুত্রস্বরূপ পালন করিতেন; অতঃপর সরফরাজ খাঁর ভগিনী-পতি উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মুরশিদ কুলিকে পরাজিত করিয়া তিনি স্বীয় মধ্যম জামাতা সৈয়দ আহ্মদকে সে প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। কিন্তু আহ্মদের অসদাচরণে শীঘ্রই উৎকলে বিদ্রোহ হয়; এবং মুরশিদ কুলির দল প্রবল হইয়া আহ্মদকে কারারুদ্ধ করে। এই সংবাদ পাইয়া আলিবর্দ্দী উড়িষ্যায় গমন পূর্ব্বক জামাতার উদ্ধার সাধন করেন।

এই সময়ে ১৭৪১ খৃঃ অব্দে চৌথের দাবী করিয়া মহারাষ্ট্রগণ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার ও লুঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট প্রদান করে। তাহাদিগের অত্যাচারভয়ে কলিকাতাবাসিগণ নগররক্ষার্থে 'মারহাট্টা খাত' কাটিতে আরম্ভ করেন।

নবাব সুজা উল্‌ মুল্‌ক্‌, হিসাম উদ্দৌলা মহম্মদ আলীবর্দ্দী খাঁ মহব্বত জঙ্গ বাহাদুর এই সংবাদে উড়িষ্যা বিজয়ের আমোদ-প্রমোদ ভুলিয়া মহারাষ্ট্র বীর্য্য খর্ব্ব করিবার জন্য যুদ্ধের উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন। পর বৎসর তিনি তাহাদিগকে কাটোয়ার নিকটে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন (১৭৪২ খৃঃ)। অনন্তর তাহারা বারংবার এতদ্দেশ আক্রমণ করিয়া সুবাদারকে ব্যতিব্যস্ত করে; পরিশেষে আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে কটক প্রদেশ প্রদান করিয়া এবং বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বৎসর বৎসর বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করেন (১৭৫১)। এই মহারাষ্ট্র আক্রমণ বাঙ্গালায় "বর্গির হাঙ্গামা" বলিয়া খ্যাত।

বর্গির হাঙ্গামার সময়ে এদেশে তিনবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রথম সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া বেহারের শাসনকর্ত্তা জৈন উদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। অনন্তর শামসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক জৈন উদ্দিন ও তাঁহার পিতা হাজি আহ্মদকে বিনষ্ট করে। কিন্তু আলিবর্দ্দীর সহিত পাটনা যুদ্ধে তিনি বাঢ় নামক স্থানে পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪৯ খৃঃ।)

* মুসলমান ঐতিহাসিকগণ জর্ম্মণ বণিকসম্প্রদায়ের বাঙ্গালায় অবস্থিতি সম্বন্ধে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন, সুবাদার মুরশিদ কুলীর শাসনকালেই জর্ম্মণ বণিকদিগের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। ঐতিহাসিক অর্ম্মি বলেন, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা এ স্থান হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বিবরণীতে প্রকাশ ৭ বৎসর মেয়াদ অন্তে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তাহাদের বাণিজ্যপ্রভাব খর্ব্ব হইতে থাকে এবং ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে তাঁহাদের শেষ বাণিজ্য পোতখানি বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হয়। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত কোম্পানী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

তৃতীয় বিদ্রোহের মূল সিরাজউদ্দৌলা। মাতামহকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আশায় পাটনা আক্রমণ করিতে গিয়া তিনি তথাকার শাসনকর্ত্তা রাজা জানকীরাম কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন (১৭৫০ খৃঃ)। এরূপ আচরণেও সিরাজের প্রতি আলিবর্দ্দীর বিরাগ জন্মে নাই; বরং সিরাজ কিসে সন্তুষ্ট থাকেন তৎপ্রতি সুবাদারের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই কারণেই সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচার বৃদ্ধি পায়। তাঁহার সময়ে নিবাইস মহম্মদের প্রিয়পাত্র ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলি খাঁর বিনা অপরাধে বিনাশ সাধিত হয়। [আলিবর্দ্দী, মহারাষ্ট্র ও হোসেনকুলি দেখ।]

১৭৫০ অব্দে আলিবর্দ্দী বেহারের রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন। এতদ্দ্বারা বেহার প্রদেশ ৮টী সরকার ও ৩২০ মহলে বিভক্ত হয়, এবং ইহার রাজস্ব ৯৫, ৬,০৯৮ টাকা অবধারিত হইয়াছিল।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দী মানবলীলা সংবরণ করেন; তাহার পূর্ব্বেই সিরাজ-উদ্দৌলার পিতৃব্যদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। ইঁহাদের মধ্যে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আহ্মদের পুত্র সওকত জঙ্গ আলিবর্দ্দীর আদেশে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন।

আলিবর্দ্দী খাঁ ইংরাজদিগের ক্ষমতা বুঝিয়াছিলেন, এজন্য বাণিজ্য লইয়া তাঁহাদিগের সহিত কোনরূপ বিরোধ করেন নাই, তাঁহাদিগকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার পরামর্শ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে প্রদান করিলে, তিনি বলেন যে, "স্থলের অগ্নি নির্ব্বাণ করাই কঠিন; জলে আগুন লাগিলে কে নিবাইবে?" ফরাসী এবং ওলন্দাজেরা তাঁহার সময়ে সুখে বাণিজ্য চালাইয়া ছিল। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, অল্পকাল মধ্যে ভারতবর্ষে "টুপিওয়ালা" দিগের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে কুঠী স্থাপন করেন।

সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দুশ্চরিত্রতা ও নিষ্ঠুরতানিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। সকলে পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গকে সুবাদার করিবার উদ্দেশে একটা ষড়যন্ত্র করিল। সিরাজ ইহার সন্ধান পাইয়া সসৈন্যে পূর্ণিয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল—তাঁহার ক্রোধ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইল।

ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজবল্লভের সম্পত্তি হস্তগতকরণ-সূত্রে ইংরাজের সহিত নবাবের বিরোধ হয়। কাশিমবাজারের কোম্পানির কুঠী হস্তগত করিবার পর নবাবসৈন্য কলিকাতায় ইংরাজ দুর্গ অধিকার করে। গবর্ণর ড্রেক সদলে জলপথে আসিয়া ফলতায় রহিলেন। কলিকাতায় ইংরাজবন্দিগণ কারাবদ্ধ থাকিলেন। [অন্ধকূপ হত্যা দেখ।]

কলিকাতা অবরোধ ও অধিকারের পর সিরাজ পুণরায় যাত্রা করিলেন। রণক্ষেত্রে নবাব-সেনাপতি রাজা মোহনলালের হস্তে শাসনকর্ত্তা সওকত জঙ্গ পরাজিত ও নিহত হইলেন। অতঃপর ক্লাইব, মীরজাফর, উর্মিচাঁদ প্রভৃতির সহযোগে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র হয় এবং তৎপ্রসঙ্গে বিখ্যাত পলাশীক্ষেত্রে যুদ্ধ ঘটে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ২৩ জুন যুদ্ধে ইংরাজের জয় হইলে নবাব ছদ্মবেশে পলায়ন করেন ও পথিমধ্যে ধরা পড়িয়া মীরণ-হস্তে প্রাণ হারাণ। [বিস্তৃত বিবরণ সিরাজ ও ক্লাইব শব্দে দ্রষ্টব্য]

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজেরাই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন। অতঃপর মীরজাফর, মীরকাশিম বা নজম উদ্দৌলা প্রভৃতি যে কয়জন নবাব বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা ইংরাজদিগেরই অনুগ্রহ-ফলে বলিতে হইবে। বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্তির পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় মোগল কর্তৃত্ব অপসৃত হইয়াছিল।

মোগল-সম্রাটের অধীনস্থ বাঙ্গালার শাসনকর্তৃবৃন্দ।

খৃঃ অঃ	হিঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৫৭৬	৯৮৪	খাঁ জহান	অকবর
১৫৭৯	৯৮৭	মুজঃফর খাঁ	ঐ
১৫৮০	৯৮৮	রাজা টোডর মল্ল	ঐ
১৫৮২	৯৯০	খান্ আজিম	ঐ
১৫৮৪	৯৯২	শাহ্‌বাজ খাঁ	ঐ
১৫৮৯	৯৯৭	রাজা মানসিংহ	ঐ
১৬০৬	১০১৫	কুতব্ উদ্দিন কোকল্‌তাস	জাহাঙ্গির.
১৬০৭	১০১৬	জাহাঙ্গির কুলি	ঐ
১৬০৮	১০১৭	সেখ ইসলাম খাঁ	ঐ
১৬১৩	১০২২	কাশিম খাঁ	ঐ
১৬১৮	১০২৮	ইব্রাহিম খাঁ	ঐ
১৬২২	১০৩২	শাহ্ জহান	ঐ
১৬২৫	১০৩৩	খান্‌জাদ্ খাঁ	ঐ
১৬২৬	১০৩৫	মকরম খাঁ	ঐ
১৬২৭	১০৩৬	ফিদাই খাঁ	ঐ
১৬২৮	১০৩৭	কাশিম খাঁ জবুনী	শাহ জহান
১৬৩২	১০৪২	আজিম খাঁ	ঐ
১৬৩৭	১০৪৮	ইস্‌লাম খাঁ মসহ্‌দি	ঐ
১৬৩৯	১০৪৯	সুলতান সুজা	ঐ
১৬৬০	১০৭০	মীর জুম্‌লা	অরঙ্গজেব
১৬৬৪	১০৭৪	সায়েস্তা খাঁ	ঐ
১৬৭৭	১০৮৭	ফিদাই খাঁ	ঐ
১৬৭৮	১০৮৮	সুলতান মহম্মদ আজিম	ঐ

খৃঃ অঃ	হিঃ	বঙ্গেশ্বর	সাময়িক দিল্লীশ্বর
১৬৮০	১০৯০	সায়েস্তা খাঁ	ঐ
১৬৮৯	১০৯৯	ইব্রাহিম খাঁ ২য়	ঐ
১৬৯৭	১১০৮	আজিম উস্‌সান	ঐ
১৭০৪	১১১৬	মুর্‌শিদ কুলি খাঁ	ঐ
১৭২৫	১১৩৯	সুজা উদ্দিন খাঁ	মহম্মদ শাহ্
১০৩৯	১১৫১	আলা উদ্দৌলা সরফরাজ খাঁ	ঐ
১৭৪০	১৫৫৩	আলিবর্দ্দী খাঁ মহব্বত জঙ্গ	ঐ
১৭ ৬	১১৭০	সিরাজ উদ্দৌলা	আলম্‌গীর
১১৫৭	১১৭১	মীর জাফর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬০	১১৭৪	কাশিম আলী খাঁ	শাহআলম্
১৭৬৩	১১৭৭	মীর জাফর আলী খাঁ	ঐ
১৭৬৫	১১৭৯	নজিমউদ্দৌলা	ঐ

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে মীর জাফরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র নজম্ উদ্দৌলা ইংরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকরে বঙ্গরাজ্য-রক্ষাভার সমর্পণ করেন। তিনি কেবলমাত্র নামে নবাব-নাজিমের পদাভিষিক্ত রহিলেন, বাঙ্গালায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারের পরিদর্শনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিল না; তিনি বস্তুতঃই বিচারবিভাগের ব্যবস্থাপকত্ব ও সর্ব্বময়কর্তৃত্ব হারাইলেন। তাঁহার অধীনস্থ এক জন দেওয়ানের তত্ত্বাবধানে নিজামতের কার্য্য চলিতে লাগিল। অযোধ্যার উজীর সুজা উদ্দৌলার পরাভবের পর, ইংরাজ কোম্পানী আলাহাবাদ ও কাড়া প্রদেশ দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকন দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তাহাতে নবাব-নাজিমের "নিজামৎ" রক্ষার জন্য বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ সিক্কা টাকা বৃত্তি ধার্য্য হইয়াছিল। ইংরাজগণ সেই সূত্রে মুর্শিদাবাদের নবাবদিগকে ঐ বৃত্তি দিতে বাধ্য হন। পরে ইংরাজের কূটনীতিতে উহা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সময় হইতে ইংরাজ কোম্পানী বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। নিজামৎ মসনদের উপসত্বভোগী বাঙ্গালার পরবর্ত্তী নবাব নাজিমগণের বংশ-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

বৃত্তিভোগী বাঙ্গালার নবাববংশ।

১৭৬৫ নজম্ উদ্দৌলা—মীরজাফর আলীর পুত্র, ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে? ইহার মৃত্যু ঘটে। ইনি দেওয়ান ইংরাজ কোম্পানীর নিকট হইতে বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১ সিক্কা টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

১৭৬৬ সৈফ উদ্দৌলা—মীরজাফরের ২য় পুত্র; ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ মৃত্যু হয়। ইহার সময় বার্ষিক বৃত্তির হার কমিয়া ৪১৮৬১৩১ সিক্কা টাকা ধার্য্য হইয়াছিল।

১৭৭০ মুবারক উদ্দৌলা—মীরজাফর ৩য় পুত্র; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যু। বৃত্তি ৩১৮১৯৯১ সিক্কা টাকা প্রাপ্ত হন। ইহারই অধিকারকালে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে উক্ত বৃত্তির টাকা কমাইয়া বার্ষিক ১৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ধার্য্য হয়। সেই হার অদ্যাপিও চলিয়া আসিতেছে।

১৭৯৩ নাশির উল্ মুল্ক উজীর উদ্দৌলা দেলবার জঙ্গ—মুবারকের পুত্র, ১৮১০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮১০ সৈয়দ জৈন্ উদ্দীন আলী খাঁ ওরফে আলী জাহ্—নাশির-উল্ মুল্কের পুত্র।

১৮২১ সৈয়দ আহ্মদ আলী খাঁ ওরফে বালা জাহ্—আলী জাহের ভ্রাতা, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ৩০এ অক্টোবর মৃত্যু।

১৮২৫ সৈয়দ মুবারক আলী খাঁ ওরফে হুমায়ুন জাহ্—বালা জাহের পুত্র।

১৮৩৮ ফরিদূন্ জাহ্ সৈয়দ মনসুর আলী খাঁ নসরৎ জঙ্গ—হুমায়ুন জাহের পুত্র। ইনি নানা কারণে ঋণজালে জড়িত হওয়ায় ইংলণ্ড প্রবাসী হন।

এই সময়ে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, তিনি বার্ষিক লক্ষ টাকা মাসহরা ও ঋণমুক্তির জন্য ১০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির আশায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর (মতান্তরে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে) চিরপোষিত নবাব নাজিম মর্য্যাদা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র সৈয়দ হসন আলী খাঁ সনদ দ্বারা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর উপাধি পান। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ তারিখে নবাব সর্ সৈয়দ হসন আলী খাঁ বাহাদুর জি, সি, আই, ই ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে স্বীয় পিতৃকৃত নবাব-নাজিম পদত্যাগাঙ্গীকার সাব্যস্ত ও স্বীকার করিয়া সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটসের ইণ্ডেক্কার পত্রে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। উক্ত বর্ষের উক্ত মাসের ২১এ তারিখে সকৌন্সিল ভারতপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক (by the Council of his Excellency the Viceroy and Governor General of India) ১৮৯১ সালের ১৫ নং রাজবিধিতে (Act XV. of 1891) তাহা স্থিরীকৃত ও পরিগৃহীত হয়। এই মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া তিনি তৎপরিবর্ত্তে ইংরাজরাজের নিকট হইতে একটী বংশানুক্রমিক বার্ষিক বৃত্তি এবং মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, মেদিনীপুর, ঢাকা, মালদহ, পূর্ণিয়া, পাটনা, রঙ্গপুর, হুগলী, রাজশাহী, বীরভূমি ও সাঁওতাল-পরগণার মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট আয়ের ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পাঁচপুত্র—আসফ কাদর সৈয়দ

রাজিফ্ আলী মীর্জা, ইস্কান্দর কাদর সৈয়দ নাসির আলী মীর্জা, আসফ্ আলী মীর্জা, সৈয়দ রাজুব আলী মীর্জা ও মহ্ বিন্ আলী মীর্জা।

মোগলশাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

দিল্লীর মোগলসম্রাট্গণের অধীন সুবাদারদিগের শাসনকাল হইতে ইংরাজ কোম্পানিগণের প্রাধান্য বিস্তার পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে তৎকালীন দেশের অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, নিম্নে অতি সংক্ষেপভাবেই তাহা বিবৃত হইল।

দাউদ খাঁর মৃত্যুর পরেও প্রায় ৩৬ বৎসর পাঠানপ্রভাব বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত হয় নাই। তদনন্তর বাধ্য হইয়া তাহারা মোগলশাসনের বশীভূত হয়। এই সময়ে পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালায় পর্ত্তুগীজেরা বিলক্ষণ উৎপাত আরম্ভ করে। দেশীয় জমিদার-দিগের মধ্যেও অনেকে রাজসরকারে নিয়মিত রাজস্ব প্রদান না করিয়া সময় সময় বিদ্রোহ সমুপস্থিত করিয়াছিল। সম্রাট্ অকবর শাহের রাজত্বকালে পূর্ব্বদেশে "বারভূঁয়া"র প্রাদুর্ভাব হয়; তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার মুকুন্দরায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ রায়, ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য, বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি, খিজিরপুরের ঈশা খাঁ, সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ, চাঁদ-প্রতাপের চাঁদ গাজি প্রভৃতি নয় জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। ঐ জমিদারদিগের দেও-য়ানী ও ফৌজদারী শাসন ক্ষমতা ছিল। তাঁহাদিগের স্বতন্ত্র সৈন্য, গড় ও বিচারালয় ছিল। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকটে খাজনা আদায় করিতেন এবং সুবাদার পরাক্রান্ত হইলে তাঁহার সমীপে দেয় রাজস্ব প্রেরণ করিতেন, নতুবা বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাঁহাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ হইত না। কখন কখন তাঁহারা বিদ্রোহেরও সূচনা করিতেন এবং সুবাদারগণ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। [বারভূঁয়া দেখ।]

সরফরাজ খাঁ ও সিরাজদ্দৌলা ব্যতীত বাঙ্গালার অপর সকল সুবাদারই দিল্লীর বাদশাহকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন; সরফরাজ খান্ও মুরশিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করিয়া দিল্লীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বাদশাহের মনোনীত আলীবর্দ্দীকর্ত্তৃক নিহত হন। নাদির শাহের আক্রমণে দিল্লীশ্বরের ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব হয়। ঐ সময়ে বর্গির হাঙ্গামায় ও রাজকর্ম্ম-চারীদিগের বিদ্রোহে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর প্রভূত অর্থব্যয় হইয়া থাকে। এ কারণে কিঞ্চিৎ উপঢৌকন ব্যতীত তিনি দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ করিতে পারেন নাই। সিরাজ উদ্দৌলা এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজসংক্রান্ত নানা-প্রকার জটিল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় মোগল-সম্রাটের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই। [সিরাজ উদ্দৌলা দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৬৩২ খৃঃ অব্দ হইতেই তাঁহাদিগের প্রতাপ হ্রাস হইতে থাকে। তদনন্তর নিষ্করে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়া ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজ-দিগের প্রতাপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে এবং ক্রমে তাঁহারা অর্থ ও ক্ষমতা বলে দেশীয় লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। [ইংরাজ দেখ।]

মোগলদিগের শাসনকালে কেবলমাত্র রাজা টোডরমল ও রাজা মানসিংহ নামক দুই জন হিন্দুবীর বাঙ্গালার সুবাদার হন। তৎকালে রাজকীয় উচ্চতম পদে ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মেও হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে যশোবন্ত রায় ঢাকার দেওয়ান এবং আলমচাঁদ বাঙ্গালার সহকারী দেওয়ান ও মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। জগৎশেঠও মন্ত্রিসভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। যখন সিরাজ উদ্দৌলা সিংহাসনচ্যুত হন, তখন রাজা মোহনলাল সেনাপতি ও পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা, রাজা রায়দুর্ল্লভ দেওয়ান, * রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা এবং রাজা রামরাম সিংহ মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তারূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান জানকী রাম, রায় রাঁয়া চিন্ময় রায় ও রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির পরিচয় ইতিহাস পাঠকমাত্রেরই অবিদিত নাই।

[তত্তৎশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

স্বাধীন পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মোগলধীন সুবাদারদিগের শাসনকালে সেরূপ কাহারও আবির্ভাব ঘটে নাই। তৎকালে সংস্কৃত কাব্য ও সাহিত্যের এবং ন্যায়শাস্ত্রাদির যেরূপ আলোচনা ও বিস্তার ঘটিয়াছিল, এ যুগেও তাহা বিশেষভাবে লয়প্রাপ্ত হয় নাই; বরং সংস্কৃতালোচনার অবনতির সূত্রপাত হইতেছিল বলা যায়। চৈতন্যযুগের শেষ সময়ে বাঙ্গালা পদরচনা ও সংস্কৃত গ্রন্থাদির পদ্যানুবাদ আরম্ভ হয়। উহার পরে ক্রমে কবি-কঙ্কণের চণ্ডী, কাশীদাসের মহাভারত এবং শেষোক্ত সময়ে রামপ্রসাদের পদাবলী, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণাদি কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষা ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইয়া পদরচনা সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের হস্তে উহা বিলক্ষণ উন্নতি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য্য, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ,

* প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইহারই পদ গ্রহণ করেন (১৭৬৫)।

এবং স্মার্ত্তগণের মধ্যে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন পূর্ব্বপুরুষদিগের শেষ গৌরব কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

যদিও বিদ্যালোচনা সম্বন্ধে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের বিশেষ যত্ন ছিল না, কিন্তু এ বিষয়ে তৎকালিক জমিদারদিগের অনেক উৎসাহ দেখা যায়। তাঁহারা ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের অর্থচিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্মোত্তর' ভূমি দান করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের নিমিত্ত টোল বা চতুষ্পাঠীর ব্যয় যোগাইতেন। তাঁহারা গুণী লোক দেখিলে তাঁহাকে আশ্রয় দিতেন। কবি রামপ্রসাদ সেন এবং ভারতচন্দ্র রায় নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মেদিনীপুরের জমিদার বাঁকুড়া রায় ও তৎপুত্র রঘুনাথ রায়ের আশ্রিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থভণিতায় এরূপ প্রতিপালকের অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। [বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

ইংরাজাভ্যুদয়।

বাঙ্গালায় বাণিজ্যোন্নতিলাভের আশায় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মান্দ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে বঙ্গাভিমুখে আগমন করেন। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সর টমাস্ রো মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কৃপায় বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মোগল-প্রতিনিধি ইব্রাহিম খাঁ ফতে জঙ্গের শাসনকালে উক্ত কোম্পানী পাটনায় বস্ত্রবিক্রয়ের জন্য কুঠী স্থাপন করেন। তদবধি ক্রমশঃই বাঙ্গালায় অতি প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ কিরূপে আপনাদের কুঠী রক্ষার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে হুগলী নগরে এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে কুঠী সংস্থাপিত হয়। ১৬৪৫-১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহ্‌জহানের আনুকূল্যে ও ডাঃ সার্জ্জন গেব্রিয়ল বাউটনের প্রার্থনায় হুগলীতে ইংরাজ-বণিক্‌সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তদবধি উক্ত কোম্পানী আপনাদের স্বাধিকার রক্ষায় বিশেষ যত্নবান্ হন। কারণ ঐ সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি বিভিন্ন বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিপক্ষতা করিয়া ইংরাজদিগকে আপনাদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সময় ইংরাজগণ আপনাদের বাণিজ্যকুঠী সুবন্দোবস্তে পরিচালিত করিবার জন্য এক এক জন এজেণ্ট নিযুক্ত করেন।

ইংরাজ কোম্পানীর এই প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিরেক্টরের আদেশে এজেণ্টের পরিবর্ত্তে এক এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে জব চার্ণক কলিকাতাবাসী হন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ বৎসরে হুগলী হইতে কলিকাতায় ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্সী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব-পুত্র আজিম উস্‌সান্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজ কোম্পানীকে কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত দুখানি গ্রাম দান করিয়া তথাকার প্রজাবৃন্দের দোষ গুণের ন্যায়বিচার করিবার ক্ষমতা দেন। তাঁহারই আদেশে উক্ত বর্ষে কলিকাতায় 'ফোর্ট উইলিয়ম' দুর্গের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইংরাজগবর্ণর ড্রেকের বিসদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও জয় করেন। পর বৎসর মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কর্ণেল ক্লাইব কলিকাতা পুনরায় মুসলমানের নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সিরাজকে রাজ্যচ্যুত ও নিহত করিয়া ক্লাইব মীরজাফর আলী খাঁকে বঙ্গসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। এখান হইতে ইংরাজ কোম্পানীর রাজত্বের সূত্রপাত। মীরজাফর ইংরাজের অভিমতে বাঙ্গালা শাসন করিতে পরাঙ্মুখ হওয়ায় মীর কাসিম আলীকে বাঙ্গালার শাসনভার দেওয়া হয়, কাসিম আলী ইংরাজদ্বেষী হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় মীরজাফরকে বঙ্গসিংহাসনে বসান হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নজম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল। উক্ত বর্ষের জুন মাস হইতে নজম ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হন। এ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে মোগল-সম্রাট্ ক্লাইবকে জায়গীরস্বরূপ বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন। এই দেওয়ানী সনন্দই বাঙ্গালায় ইংরাজ রাজত্বের প্রধান ও প্রথম দলিল। তদবধি ইংরাজগণই বাঙ্গালার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদের নবাববংশ ইংরাজের বৃত্তিভোগ করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত তালিকায় অতি সংক্ষেপে এই প্রতিভাশালী নবাববংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ বাঙ্গালার এজেণ্টগণ।

	নাম	কার্য্যগ্রহণকাল
মিঃ	রালফ্ কার্টরাইট	১৬৩৩
"	জইস	...
"	ইয়ার্ড	...
কাপ্তেন	জন্ ব্রুকাভেন	১৬৫০
মিঃ	জেমস্ ব্রিজ্‌ম্যান	...
"	পল ওয়ালডে গ্রেভ	১৬৫৩
"	জর্জ গব্‌টন	১৬৫৩
"	জোনাথান ট্রেবিশা	১৬৫৮
"	উইলিয়ম ব্লেক	১৬৬৩

নাম		কার্য্যগ্রহণ কাল
„	শেম ব্রিজেস	১৬৬৯
„	ওয়াল্টার ক্লোওয়েল	১৬৭০
„	মাথিয়াস্ ভিন্সেন্ট	১৬৭৭
	বাঙ্গালার গবর্ণরগণ।	
মিঃ	উইলিয়ম হেজেস্	১৬৮২ জুলাই
„	„ গিফোর্ড	১৬৮৪ আগষ্ট
সর	এডওয়ার্ড লিট্‌ল্‌টন	১৬৯৯ জুলাই
„	চাল্‌র্স আয়ার্	১৭০০ মে ২৬,
মিঃ	জন বীয়ার্ড	১৭০১ জানু ৭,
মিঃ	আণ্টনি ওয়েল্টডেন	১৭১০ জুলাই ২০,
„	জন রাসেল	১৭১১ মার্চ্চ ৪,
„	রবার্ট হেজেস্	১৭১৩ ডিসে ৩,
„	সামুএল ফিক্	১৭১৮ জানু ১২,
„	জন ডীন্	১৭২৩ „ ১৭,
„	হেন্‌রী ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড	১৭২৬ „ ৩০,
„	এডওয়ার্ড ষ্টিফেন্‌সন্	১৭২৮ সেপ্টে ১৭,
„	জন ডীন্	১৭২৮ „ ১৭,
মিঃ	জন ষ্টাকহাউস্	১৭৩২ ফেব্রু ২৫,
„	টমাস্ ব্রাডিল্	১৭৩৯ জানু ২৯,
„	জন্ ফরেষ্টার	১৭৪৬ ফেব্রু ৪,
„	উইলিয়ম বারওয়েল	১৭৪৮ এপ্রিল ১৮,
„	এডাম ডসন	১৭৪৯ জুলাই ১৭
„	উইলিয়ম ফিট্‌কে (Fytche)	১৭৫২ „ ৫,
„	রোজার ড্রেক্	১৭৫২ আগষ্ট ৮,
কর্ণেল রবার্ট ক্লাইব		১৭৫৮ জুন ২৭,
জন জেড্, হলওয়েল		১৭৬০ জানু ২২,
মিঃ	হেন্‌রী ভান্সীটার্ট	১৭৬০ জুলাই ২৭,
„	জন স্পেন্সার	১৭৬৪ ডিসে, ৩,
লর্ড ক্লাইব		১৭৬৫ মে ৩,
মিঃ	হারি ভেরেলেষ্ট	১৭৬৭ জানু ২৭,
„	জন কার্টিয়ার	১৭৬৯ ডিসে, ২৬,
মিঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস		১৭৭২ এপ্রিল ১৩,

মাননীয় ওয়ারেন্ হেষ্টিংস প্রথমে গবর্ণর ছিলেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিমেণ্টের বিধি অনুসারে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বাঙ্গালার শাসনাধীন হয় এবং তিনি গবর্ণর-জেনারল পদ লাভ করেন। ঐ সময়ে গভর্ণর জেনারলের বেতন বার্ষিক ২৷০ লক্ষ ও তাঁহার সভার চারিজন সদস্যের প্রত্যেকের বার্ষিক বেতন ১ লক্ষ টাকা ধার্য্য হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসাংশে ভারতের ইংরাজ গবর্ণর-জেনারলগণের শাসন-বিবরণী প্রদত্ত হওয়ায় এখানে বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র বাঙ্গালাসংক্রান্ত কয়েকটী প্রসিদ্ধ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ইংরাজ শাসনপ্রভাবের সংক্ষেপ পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

ইষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানীর দেওয়ানী গ্রহণের পর, লর্ড ক্লাইব কোম্পানীর সেনাবিভাগের সংস্কার করেন। তাহারা বাণিজ্যছলে অর্থ-লালসাপরবশ হইয়া এ দেশীয়দিগের নিকট হইতে অযথা অর্থগ্রহণ করিত। মীরজাফর ও মীর কাশিমের সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের অর্থগৃধ্নুতা ও অত্যাচারমাত্রা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর অর্থপিপাসা নিবারণ করিতে নবাবদিগকেও প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। এই অত্যাচারের দিনে নিঃস্ব প্রজাগণের উপর ঈশ্বরও প্রতিকূল হইলেন। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া উহা "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে খ্যাত।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার্থ কালেক্টর নিয়োগ করেন। এই সময়ে নিকাসী দায়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ও রাজা সিতাব রায় কারারুদ্ধ হন। হেষ্টিংস রাজকোষ ও রাজকার্য্যালয়সমূহ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। তিনি বিচারকার্য্যের সুবিধার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত কালেক্টরগণই দেওয়ানী আদালতের এবং কাজী বা মুফ্‌তীরা ফৌজদারির বিচারক হইলেন। আপীলের জন্য কলিকাতায় "সদর দেওয়ানী আদালত" ও "সদর নিজামত আদালত" নামক দুইটী প্রধানতম বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে "সদর নিজামত" মুর্শিদাবাদে উঠিয়া যায় এবং মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব নাজিম হইয়া তথাকার প্রধান বিচারপতি হন।

কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট বঙ্গব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহাদের শাসনাদেশে ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণরজেনারেল হন এবং সকৌন্সিল গবর্ণরজেনারলের কর্তৃত্ব কোম্পানীর ভারতীয় অধিকারে ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে ইংরাজ অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের জন্য ইংলণ্ডীয় ব্যবস্থানুসারে কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়াছিল। ডিরেক্টারদিগের অনুমত্যনুসারে হিন্দুদিগের হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এবং মুসলমানদিগের মুসলমান স্মৃর অনুসারে বিচারাদেশ প্রচারিত হয়। এই নিমিত্ত হাল্‌হেড সাহেব একখানি বাঙ্গলা ব্যবস্থাগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাঁহার প্রথম বাঙ্গলা ব্যাকরণ ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। চার্লস্ উইলকিন্স ঐ ছাপার অক্ষর খোদাই করেন। ইহাই বাঙ্গলা অক্ষরের প্রথম সৃষ্টি। ১৭৮০

খৃষ্টাব্দে ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতায় প্রথম সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়।

হেষ্টিংসের শাসনকালে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। তাহার পর সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সর উইলিয়ম জোন্স প্রধান বিচারপতি হইয়া আইসেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এসিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল' নামক সভা স্থাপন করেন। উক্ত বর্ষে পার্লিয়ামেণ্টের আদেশে 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' স্থাপিত হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের জন্য দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা। ঐ বর্ষে ইংরাজী লিখিত কতকগুলি ব্যবস্থা সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়। মিঃ ফরেষ্টার তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস "কালেক্টারদিগের" হস্তে কেবলমাত্র রাজস্ব সংগ্রহের ভার দিয়াছিলেন। তিনি কাজি, মুফ্তি প্রভৃতির পরিবর্ত্তে প্রতি জেলায় "জজ" নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারভার অর্পণ করেন। ফৌজদারী কার্য্যকালে মুসলমান ব্যবস্থানুসারেই বিচার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে, এইজন্য একজন মুসলমান কর্ম্মচারী জজদিগের সহকারী থাকিতেন। জেলার জজদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার আপিল শুনিবার নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা নগরে চারিটী "প্রভিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়। ঐ প্রভিন্সিয়াল কোর্টের" উপরে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত রহিল। দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচারের জন্য প্রতি জেলায় জজদিগের অধীনে এক এক জন রেজিষ্টার ও কএকজন মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন। স্থানে স্থানে এক একটী থানা স্থাপিত হইল এবং এক এক জন দারোগা প্রত্যেক থানায় কর্ত্তা হইলেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে মার্কুইস অব ওয়েলেস্লি বাঙ্গলায় গবর্ণর জেনারল হন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানী কটক প্রদেশ হস্তগত করেন। তদবধি উহা বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তাঁহার সময় পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামতের কার্য্যভার সকৌসিল গবর্ণর জেনারলের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তাহাতে কার্য্যের অসুবিধা ঘটে দেখিয়া ওয়েলেস্লী তিন জন জজ নিযুক্ত কবেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রথিতনামা ও বহুবিদ্যাবিশারদ কোলব্রুক একজন। ইংরাজ সিবিলিয়ানদিগকে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লর্ড ওয়েলেসলী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তথাকার পাঠ্যরূপে কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক রচিত হয়; তন্মধ্যে রামরাম বাবুর প্রতাপাদিত্য-চরিত (১৮০১) ও লিপিমালা (১৮০২), রাজীবলোচনের কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রাজাবলী, কেরি সাহেবের বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও অভিধান উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মিসনরি মার্সমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহারা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধন করাইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রামায়ণ ও পরে মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে প্রকৃতই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আদর বাড়ীতে থাকে।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো গবর্ণর-জেনেরল হন। তাঁহার শাসনসময়ের শেষভাগে (১৮১৩ খৃঃ) পালিয়ামেণ্ট প্রদত্ত সনন্দানুসারে এদেশে কোম্পানি একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হইয়া যায়, খৃষ্টান মিসনরিরা এ স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে অনুমতি পান; সেইহেতু কলিকাতায় একজন বিশপ নিযুক্ত হন। এতদ্ভিন্ন কোম্পানির এদেশীয় প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে আদেশ হয়।

লর্ড ময়রা বা মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস ১৮১৩ খৃঃ অব্দে গভর্ণর জেনারল হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। তাঁহার সময়ে নেপাল ও মহারাষ্ট্র-যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছিলেন। এই সময়ে কতিপয় দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির যত্নে ও ব্যয়ে কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয় এবং তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া শ্রীরামপুরের মিসনরিগণ "সমাচার-দর্পণ" নামে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। (২৩ মে ১৮১৮ খৃঃ)।

১৮২৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনারল হইয়া কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সময়ে ব্রহ্ম যুদ্ধে কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি এবং ভরতপুরের প্রসিদ্ধ কেল্লা ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় 'সংস্কৃত কলেজ' স্থাপন বিষয়ে সংস্কৃতভাষাবিৎ অধ্যাপকপ্রবর উইলসন্ সাহেব বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে যাইয়া দিল্লীর বাদশাহকে বলিলেন যে, কোম্পানিই বাস্তবিক এদেশের সম্রাট্।

১৮২৮ খৃঃ অব্দে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গভর্ণরজেনারল হন। তিনি সহমরণপ্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রায় কালীনাথ মুন্সি প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন এদেশে ঠগ নামে একটী ডাকাইতের দল ছিল। তাহারা ভদ্রবেশে গমনাগমন করিত এবং সুযোগমতে সহযাত্রী-

দিগকে বধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিত। কর্ণেল স্লীমানের যত্নে ঠগদিগের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়।

এই সময়ে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে সংস্কৃত কিংবা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না, এই বিষয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব সংস্কৃতের পক্ষ ছিলেন এবং প্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে* ও ট্রেবেলিয়ান সাহেব পাশ্চাত্য জ্ঞান-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া ইংরাজীর পক্ষ সমর্থন করেন। গভর্ণর জেনারলের বিচারে ইংরাজীরই জয় হয়। ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় 'মেডিকেল কলেজ' সংস্থাপিত হইয়াছিল।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ে বিচার বিভাগের অনেক পরিবর্তন ঘটে—"প্রভিন্সিয়াল কোর্টগুলি" উঠিয়া যায় এবং "রেভিনিউ কমিসনরী"-পদের সৃষ্টি হয়। "কালেক্টরেরা" ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার ক্ষমতা পান এবং জজেরা দেওয়ানী ও দায়রায় মোকদ্দমা করিবেন, স্থির হয়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে "মুন্সেফী" এবং ১৮০৩ খৃঃ অব্দে "সদর আমিনী" পদের সৃষ্টি হয়। এপর্য্যন্ত দেশীয় লোকেই ঐ পদ পাইতেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়ের নিমিত্ত "প্রধান সদর আমিনী" পদেরও সৃষ্টি করেন। ঐ পদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হয় এবং প্রধান সদর আমিন সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা করিতে অধিকারী হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে "ডেপুটী কলেক্টার" নিযুক্ত হইবার নিয়ম হয়। এই কর্ম্মও এতদ্দেশীয় লোকে পাইতেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" নামক সংবাদপত্র প্রচার করেন (১৮৩০ খৃঃ) এবং রাজা রামমোহন রায় কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন (১৮২৯ খৃঃ)। ভারতবাসী হিন্দু ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ইংলণ্ডে যান (১৮৩১ খৃঃ) এবং তথায় তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন (১৮৩৩ খৃঃ)। রামমোহন রায় অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

[রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ দেখ।]

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন ; এবং স্বতন্ত্র গভর্ণর জেনারল না আসা পর্য্যন্ত মেটকাফ্ সাহেব তৎকার্য্যে নিয়োজিত হন। তাঁহার শাসন সময়ে ও তাঁহারই যত্নে ইংরাজী ও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংস্থাপিত হয়। মেকলে সাহেব এ বিষয়ে যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছিলেন।

১৮২৬ হইতে ১৮৪২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড অক্লাণ্ড গবর্ণর জেনারল ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাবুলে ইংরাজদিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটে। বাঙ্গালায় হুগলী কলেজ (১৮৩৬ খৃঃ) এবং ঢাকা কলেজ (১৮৪১ খৃঃ) স্থাপিত হয়।

১৮৪২ হইতে ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লর্ড এলেনবরোর শাসনকাল ; তাঁহার আমলে কাবুলে ইংরাজেরা জয়ী হইয়া মানে মানে ফিরিয়া আসেন এবং সিন্ধুদেশ কোম্পানির রাজ্যভুক্ত হয়। লর্ড এলেনবরো "ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী" পদের সৃষ্টি করেন। তাঁহার শাসনকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয় (১৮৪৩ খৃঃ) এবং অক্ষয়কুমার দত্ত ঐ পত্রিকার সম্পাদক হন।

[বাঙ্গালাভাষা দেখ।]

১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত হার্ডিঞ্জ সাহেব গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। তিনি শিখদিগের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁহার সময়ে "হার্ডিঞ্জ স্কুল" নামে কতকগুলি গবর্মেণ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয় ও কৃষ্ণনগর কলেজ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্থাপিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বেতালপঞ্চবিংশতি প্রকাশিত করেন (১৮৪৭ খৃঃ)।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে লর্ড ডালহৌসী এ দেশের গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে পঞ্জাব, পেগু, সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা ও বেরার কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বহরমপুর কলেজ সংস্থাপন ১৮৫৩ খৃঃ অঃ ঘটে ও ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ "প্রেসিডেন্সি কলেজে" পরিণত হইয়া যায়। অনেকগুলি গবর্মেণ্ট আদর্শ বঙ্গবিদ্যালয় এবং বাঙ্গালায় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার জন্য কলিকাতায় বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সর চার্লস্ উড্ প্রণীত ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতিলিপি আইসে এবং তদনুসারে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের" সূত্রপাত হয়। ঐ সঙ্গে বিদ্যালয় সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের "গ্রাণ্ট ইন এড" প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে শিক্ষাবিষয়ক কমিটি উঠিয়া যায়, এবং বিদ্যাধ্যাপনের "ডাইরেক্টর," "ইনস্পেক্টর" প্রভৃতি পদের সৃষ্টি হয়।

লর্ড ডালহৌসীর যত্নে এ দেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবং তারের খবর স্থাপিত হয় (১৮৫২ খৃঃঅঃ)। "পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্ট" সংস্থাপিত হইয়া ডাকের মাশুল কমিয়া যায়। ১৮৫৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা হইতে যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালায় "লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর" নামে একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিয়োগের আদেশ হয় এবং এতদ্দেশবাসিগণ বিলাতে যাইয়া "সিবিল সার্ব্বিস" পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সর ফ্রেডারিক হেলিডে বাঙ্গালার প্রথম লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়া আসেন (২৮ এপ্রিল, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ)। ১৮৫৬ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

* লর্ড মেকলে এদেশে "ল'কমিশন" নামক বিধি প্রণয়ন সভার অধ্যক্ষ হইয়া আসেন। তিনিই "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির" প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ অব্দে লর্ড ডালহৌসী স্বদেশে যাত্রা করেন এবং লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসেন। লর্ড ক্যানিং-এর সময়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ ঘটে। এই রাজ্যবিপ্লবে তিনি বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এ জন্য তিনি সাধারণে 'ক্লেমেন্সী ক্যানিং' নামে পরিচিত হন। সিপাহীবিদ্রোহের পর ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির নিকট হইতে এ দেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তৎকালে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, এতদ্দেশীয় প্রজাদিগের ধর্ম্ম ও স্বত্ব রক্ষা করিবেন এবং তাঁহাদিগকে উপযুক্ত দেখিলেই সকল রাজকর্ম্ম দিবেন (নবেম্বর, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ)। লর্ড ক্যানিঙের সময়ে "ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি", "দেওয়ানী" ও "ফৌজদারী কার্য্যবিধি" এবং "খাজনাসম্বন্ধীয় ১০ আইন" প্রচারিত এবং "করেন্সি নোট" প্রথম প্রচলিত হয়।

ক্যানিং-এর পরে লর্ড এলগিন্ গবর্ণরজেনেরল হন। তাঁহার শাসন সময়ে পূর্ব্ববাঙ্গালা ও মাতলা রেলওয়ে খুলে এবং সদর আদালত ও সুপ্রিমকোর্ট মিলিত হইয়া "হাইকোর্ট" নাম ধারণ করে (মে, ১৮৬২)। হাইকোর্টের বিচারপতিপদে এতদ্দেশীয় লোক নিযুক্ত হইবার নিয়ম আছে।*

দুই বৎসর (১৮৬২—৬৩ খৃঃ) পূর্ণ হইতে না হইতে লর্ড এলগিন্ মানবলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সর উইলিয়ম ডেনিসন্ কিছু দিন গবর্ণর-জেনারল ছিলেন। অনন্তর সর জন লরেন্স (১৮৬৪—৬৯ খৃঃ অঃ) এবং লর্ড মেও (১৮৬৯—৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে গবর্ণর জেনারল হন। একজন নির্ব্বাসিত মুসলমানের অস্ত্রাঘাতে আন্দামান দ্বীপে লর্ড মেওর মৃত্যু হয় (৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭২)।†

অনন্তর ৯ই হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সর জন ষ্ট্রেচি ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৩রা মে পর্য্যন্ত লর্ড নেপিয়র গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৭২ অব্দে ৩রা মে গবর্ণর জেনারল লর্ড নর্থব্রুক এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া করপ্রপীড়িত প্রজাদিগের কর ভার লাঘব করেন এবং উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দেন।

লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ (বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড) বাঙ্গালায় শুভাগমন করেন। যুবরাজ ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইলে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন (১৮৭৬ খৃঃ)। ১৮৭৭ অব্দের জানুয়ারিমাসে এই উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লী নগরীতে মহাসমারোহে দরবার হয়। এই বৎসর দক্ষিণ ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটে ও কাবুলের আমীরের সহিত যুদ্ধ বাঁধে। তাহাতে ইংরাজপক্ষে জয়লাভ হয়। ১৮৭৬ অব্দে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন এবং লর্ড লিটন তৎপদে অভিষিক্ত হন।

লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদ পত্রের স্বাধীনতাহরণ ও অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করেন। ইঁহার সময়ে দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ব্যবসায়িগণের উপর "লাইসেন্স ট্যাক্স" নামে কর সংস্থাপিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড লিটন ভারত পরিত্যাগ করিলে মার্কুইস্ অব্ রিপন ভারতের গবর্ণর জেনারল হইয়া আসেন। তাঁহার সময়ে ইংরাজেরা পুনর্ব্বার কাবুল যুদ্ধে জয়ী হন।

রিপন দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রদান এবং "স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী" প্রবর্ত্তিত করিয়া বাঙ্গালার বিশেষ মঙ্গল সাধন করেন; এতদ্ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষাসম্বন্ধে "এডুকেশন কমিশন" নিযুক্ত হয়। তাঁহার সময়েই জজ রমেশচন্দ্র মিত্র কিছুকাল চিফ্ জষ্টিসেরও কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের শেষভাগে লর্ড ডফারিণের হস্তে ভারত-শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড রিপন স্বদেশ যাত্রা করেন। তাঁহার আগমনের কিছুদিন পরে বাঙ্গালার প্রজাস্বত্ববিষয়ক ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের ৮ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দের শেষভাগে ব্রহ্মরাজ থিবকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করিয়া তদ্দেশ অধিকার করা হয়। ১৮৮৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মরাজ্য ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাস হইতে 'ইন্‌কম্ ট্যাক্স' কর পুনঃ সংস্থাপিত হয়। ভারতরাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র মহাসমারোহে "জুবিলি" মহোৎসব সমাহিত হইয়াছিল।

লর্ড ডফারিণ দেশীয়দিগকে অধিক পরিমাণে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে "পবলিক সার্ব্বিস কমিসন" নিযুক্ত করেন, কিন্তু উহার মন্তব্য অনুসারে এখনও কোন বিশেষ কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় নাই। লর্ড ডফারিণের সময়ে সিকিম, তিব্বত ও পঞ্জাব সীমান্তস্থিত কৃষ্ণ পর্ব্বতে যুদ্ধ হয়। ইনি ১৮৮৮ অব্দের ২০ই ডিসেম্বর লর্ড ল্যান্সডাউনের হস্তে শাসন-ভার অর্পণ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। লর্ড ল্যান্সডাউনের

* সেই নিয়ম বলে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সর রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আমীর আলি হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া বঙ্গদেশ ধন্য করিয়াছেন।

† এই শোচনীয় ঘটনার কয়েক মাস পূর্ব্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেব একজন মুসলমানের হস্তে নিহত হন। হত্যাকারী দুইজনই আফগানস্থান-নিবাসী।

সময়ে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রুষিয়ার সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র দেশভ্রমণ উপলক্ষে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। মণিপুর রাজ্যে সুশৃঙ্খলা অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ না হওয়ায় ভারত-গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। তদুপলক্ষে প্রেরিত ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ নিহত হইলে একদল ইংরাজ-সৈন্য মণিপুর অধিকারপূর্ব্বক অপরাধিগণকে ধৃত করে। বিচারে অপরাধিগণের সমুচিত দণ্ডবিধান হয় (১৮৯১ খৃঃ)। যুবরাজ টীকেন্দ্রজিৎ ইংরাজরাজের বিচারে প্রাণ হারান। [মণিপুর দেখ]

লর্ড এলগিন্ ২৪এ জানুয়ারি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল হন। তাঁহার শাসনকালে "ডায়মণ্ড জুবিলি" উৎসব মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এলগিন্ প্রত্যাগত হইলে লর্ড কার্জ্জন অব কেডল্‌ষ্টোন ভারত-প্রতিনিধি হইয়া আগমন করেন। তাঁহার শাসনকালে মিউনিসিপালিটি ও শিক্ষাবিষয়ক নানা রাজনৈতিক কার্য্যের সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৭ম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে দরবার হয়। এই সময়ে বাঙ্গালায়ও বিশেষ ধূমধাম হইয়াছিল। তাঁহার অবকাশ সময়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড আম্পথিল কার্য্য করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের কতকগুলি জেলা আসাম প্রদেশের সহিত যোগ করিয়া বঙ্গরাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করেন। ইহাতে বাঙ্গালার রাজনৈতিক ভিত্তি অনেকাংশে সুদৃঢ় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভারতের উত্তরপূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা এবং বঙ্গ ও ব্রহ্মের মধ্যবর্ত্তী বনাকীর্ণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠাই এই জটিল তত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্য।

এই সময়ে সামরিক বিভাগের সংস্কার লইয়া জঙ্গী লাট লর্ড কিচনার বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে তিনি ভারত-সচিবের নিকট কর্ম্মত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র সাধারণে গৃহীত ও অনুমোদিত হইলেও তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ডাধীশ্বর ৭ম এডওয়ার্ডের অনুমত্যনুসারে তিনি যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে অভিনন্দন দিবার জন্য ভারতে থাকিতে বাধ্য হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর যুবরাজ বোম্বাই সহরে পদার্পণ করেন। ১৭ই তারিখে লর্ড মিণ্টো ভারতে উপনীত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের কার্য্যভার দিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড-যাত্রা করেন।

লর্ড মিণ্টোর সময়ে ২৪এ ডিসেম্বর যুবরাজ বাঙ্গালায় আসেন। কলিকাতায় তাঁহার শুভাগমনে যথেষ্ট আনন্দোৎসব হইয়াছিল। কলিকাতা ময়দানে তাঁহার অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনার্থ একটী দরবার আহূত হয়। ঐ সময়ে ছোটলাট বাহাদুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদে বঙ্গীয় হিন্দু মহিলারা যুবরাজপত্নীকে বরণ করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বঙ্গরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। ফুলার সাহেব তথাকার ছোটলাট হন। বঙ্গবাসী এই সমূহ বিপদের দিনে ইংরাজ বণিক্‌দিগের বাণিজ্য পথ রোধ করিতে বাঙ্গালায় "স্বদেশী" বিস্তার করিতে চেষ্টা পান। তাঁহারা স্বদেশী বাণিজ্যরক্ষার জন্য বঙ্গমাতার পাদপদ্মে শরণ লন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দিগন্ত বিস্ফারিত "বন্দে মাতরম্" মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জাতীয় ব্রত উদ্‌যাপনে যত্নবান্ হন। এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে অচিরে একটী বিদ্রোহের আশঙ্কা জানিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা চারি দিকেই "বন্দে মাতরম্" স্রোত প্রতিরোধ করিবার জন্য সার্কুলার জারি করিলেন। দরিদ্র বাঙ্গালীপ্রজার উপর রাজপুরুষদিগের হস্তে অল্পবিস্তর অত্যাচারও চলিতে লাগিল। বরিশালেই মাত্রা কিছু অধিক দাঁড়াইল। তথাকার রাজকর্ম্মচারি-গণের মস্তক "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে বিঘূর্ণিত হইল। তাঁহারা বাঙ্গালীর ঔদ্ধত্য দমনের জন্য তথায় গোর্খা সেনাদল রক্ষাব ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্সের সময় রাজা-প্রজাবিদ্বেষের চূড়ান্ত হইয়া গেল। বঙ্গের বক্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজপুরুষদিগের প্রকোপে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রজামহলে আরও অশান্তি অনুভূত হইতে লাগিল, তখন রাজ্যে শান্তিবিধানের জন্য পূর্ব্ববঙ্গের ছোট-লাট বাহাদুর স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালায় এই সময়ে "স্বদেশী আন্দোলন" পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার ফোর্ট-উইলিয়ম দুর্গের গবর্ণরগণ।

নাম	কার্য্যারম্ভ	পদত্যাগ
ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৭৭৪ অক্ট ২০,	১৭৮৫ ফেব্রু ১,
সর্ জন মাকফার্শন	১৭৮৫ ফেব্রু ৮,	১৭৮৬ সেপ্ট ১২,
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৭৮৬ সেপ্ট ১২	১৭৯৩ অক্ট ১০,
সর জন সোর	১৭৯৩ অক্ট ২৮,	১৭৯৮ মার্চ ১২,
সর্ আলফ্রেড ক্লার্ক	১৭৯৮ মার্চ্চ ১৭,	১৭৯৮ মে ১৭,
মারকুইস্ ওয়েলস্‌লি	১৭৯৮ মে ১৮,	১৮০৫ জুলা ৩০
লর্ড কর্ণওয়ালিস্	১৮০৫ ৩০ জুলাই	
সর জর্জ্জ বার্লো	১৮০৫ অক্ট ১০,	১৮০৭ জুলা ৩১
লর্ড মিণ্টো	১৮০৭ জুলাই ৩১,	১৮১৩ অক্ট ৪,
মারকুইস অব্ হেষ্টিংস	১৮১৩ অক্ট ৪,	১৮২৩ জানু ৯,
মিঃ জন আদম	১৮২৩ জানু ১৩,	১৮২৩ আগ ১,
লর্ড আমহার্ষ্ট	১৮২৩ আগ ১,	১৮২৮ মার্চ ১০,
মিঃ বাটারওয়ার্থ বেলি	১৮২৮ মার্চ্চ ১৩,	১৮২৮ জুলা ৪,

ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮ জুলাই ৪	১৮৩৫ মার্চ ২০
সর চার্লস মেটকাফ্	১৮৩৫ মার্চ ২০	১৮৩৬ মার্চ ৪
লর্ড অকলাণ্ড	১৮৩৬ মার্চ ৪	১৮৪২ ফেব্রু ২৮
লর্ড এলেনবরো	১৮৪২ ফেব্রু ২৮	১৮৪৪ জুলাই ২৩
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪ জুলাই ২১,	১৮৪৮ জানু ১২,
মারকুইস অব্ ডালহৌসী	১৮৪৮ জানু ১২,	১৮৫৬ ফেব্রু ২৯,
আরল্ ক্যানিং	১৮৫৬ ফেব্রু ২৯	

ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারল ও ভাইসরয়।

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮ নভে ১	১৮৬২ মার্চ ১২,
„ এলগিন্	১৮৬২ মার্চ ১২,	
সর রবার্ট নেপিয়ার	১৮৬৩ নভে ২১,	১৮৬৩ ডি ২,
সর উইলিয়ম ডেনিসন	১৮৬৩ ডিসে ২,	১৮৬৪ জানু ১২,
সর জন লরেন্স	১৮৬৪ জানু ১২,	১৮৬৯ জানু ১২,
লর্ড মেও	১৮৬৯ জানু ১২,	
সর জন ষ্ট্রাচি	১৮৭২ ফেব্রু ৯,	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,
লর্ড নেপিয়ার	১৮৭২ ফেব্রু ২৩,	১৮৭২ মে ৩,
লর্ড নর্থব্রুক	১৮৭২ মে ৩,	১৮৭৬ এপ্রিল ১২
লর্ড লিটন	১৮৭৬ এপ্রিল ১২,	১৮৮০ জুন ৮
„ রিপন	১৮৮০ জুন ৮,	১৮৮৪ ডিসে ১৩
„ ডাফরিন	১৮৮৪ ডিসে ১৩,	১৮৮৮ ডিসে ২৭
„ লান্সডাউন	১৮৮৮ ডিসে ১০	১৮৯৪ জানু ২৭,
„ এলগিন	১৮৯৪ জানু ২৭,	১৮৯৯ জানু ৬
লর্ড কার্জ্জন	১৮৯৯ জানু ৬,	১৯০৫ ডিসে ১৮
লর্ড মিণ্টো	১৯০৫ ডিসে ১৮	

ছোট লাটের শাসন।

হেলিডে সাহেবের পরে সর জন পিটার গ্রাণ্ট (১৮৫৯—৬২), সর সিসিল বীডন (১৮৬২—৬৭), সর উইলিয়ম গ্রে (১৮৬৭—৭১) ও সর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১—৭৪) সাহেব যথাক্রমে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে নীলকর ইংরাজদিগের অত্যাচার নিবারিত হয়। বীডন সাহেবের আমলে উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হইয়া অনেক লোক মারা যায়, পাটনায় কলেজ সংস্থাপিত হয় এবং ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে পাঠশালার উন্নতি কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন। ১৮৬৩—৬৪ খৃঃ অব্দে নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলায় ম্যালেরিয়া জ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া অনেক লোক মারা যায়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতা রাজধানীতে এবং ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে মফঃস্বলের প্রধান প্রধান নগরে মিউনিসিপালিটি সংস্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে দলিল রেজিষ্টরি করিবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে রেজিষ্টরি আফিস স্থাপিত হইল।

কাম্বেলের সময়ে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার জনসংখ্যা অবধারিত হয়। এই বৎসরেই রাস্তানির্ম্মাণ ও পুনঃসংস্কার এবং খাল প্রভৃতি খনন জন্য "পথকর" স্থাপিত হয়। এই কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি "সব্ ডিপুটী" ও "কানুনগো" পদ সৃষ্টি করেন। ঐ সময় হইতেই স্কুল ও কলেজে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী আসাম প্রদেশের শাসনভার বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে একজন চিফ কমিশনরের হস্তে অর্পিত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত সর রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার আমলে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য অনেকগুলি মহকুমা সংস্থাপিত এবং অনেক জেলার সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে নামজারি আইন প্রচলিত হইয়া সকলের ভূমি-সম্বন্ধীয় স্বত্ব লিপিবদ্ধ হয়। এই বৎসরে কলিকাতা মিউনিসি-পালিটিতে প্রথম নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সর আস্‌লী ইডেনের সময়ে (১৮৬৩—৮২) বেহারের আদালতে ও সরকারী কার্য্যে পারসীর পরিবর্ত্তে "কায়েথী" ভাষা প্রচলিত হয়। ১৮৭৮ অব্দে বিলাতে না যাইয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ সিবিল সার্ব্বিসে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্বিষয়ে নিয়ম প্রচলিত হয়। ঐ সময়ে কয়েকজন 'ষ্টাচুটারি সিবিলসার্ব্বিস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অনেক ডাকঘর সংস্থাপিত হয় এবং ১৮৮০ অব্দে ডাকের 'মনিঅর্ডার' ও 'পোষ্টকার্ড' প্রচলিত হয়। ১৮৮১ অব্দে দ্বিতীয়-বার বাঙ্গালাদেশের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। বাঙ্গালায় খোলাভাটী সংস্থাপিত হওয়ায় এই সময়ে বাঙ্গালায় সুরাপানের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পরে সর রিভার্স টম্প্‌সন সাহেব (১৮৮২-৮৭ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন। তিনি 'এগ্রিকলচরেল' বা কৃষিবিভাগ স্থাপন এবং মফঃস্বল মিউনিসিপালিটিতে নির্ব্বাচনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮৮৩-৮৪ অব্দে কলিকাতায় আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী (International Exhibition) নামক মহামেলা খোলা হয়। এই সময়ে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। অনেক স্থলে নূতন রেলওয়ে এবং অনেক ডাক ও টেলিগ্রাফ আফিস সংস্থাপিত হয়। এই সময়ে বেথুন স্কুল কলেজে পরিণত হয়। কতিপয় দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি মিলিত হইয়া "নেশানাল কন্‌গ্রেস" বা জাতীয় মহাসমিতি স্থাপন করেন। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় উহার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। টম্প্‌সন সাহেবের

আমলে কেরাণী কমিশন ও আবগারী কমিশন নিয়োজিত হয়, কিন্তু অদ্যাপি তদনুসারে কোন কার্য্যই হয় নাই। উড়িষ্যা "কোষ্ট ক্যানাল" নামক খাল তাঁহার সময়ে কাটা ও খোলা হয়। অতঃপর সর ষ্টুয়ার্ট কলভিন্ বেলি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণর হন। (৩ এপ্রিল, ১৮৮৭)। তৎপরে সর চার্লস্ ইলিয়ট ডিসেম্বর মাসে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলেন। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নেশনেল কন্‌গ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। ১৮৯১ খৃঃ অব্দের ২৬এ ফেব্রুয়ারি তৃতীয়বার বঙ্গদেশের জনসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হয়। সর চার্লস্ ইলিয়ট ৬ মাসের জন্য অবকাশ গ্রহণ করায় স্যার এণ্টনি প্যাট্রিক ম্যাকডোনেল সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন (জুন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে)। ১৮৮৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সর আলেকসান্দার মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হন, তিনি মিউনিসিপাল বিলের খস্‌ড়া প্রস্তুত করিয়া যান। তাঁহার পীড়ার অবকাশে মহামান্য চার্লস্ সিসিল ষ্টিভেন্স সাহেব প্রতিনিধি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। তদনন্তর উড্‌বরণ সাহেব বাঙ্গালার ছোট লাট হন। তিনি মিউনিসিপাল বিল অনুমোদন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আদেশ করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালায় 'প্লেগ' পীড়া দেখা যায়। ঐ প্লেগের সময় তিনি নিজ জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্লেগ নিপীড়িত পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদারতায় সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যে সকল বস্তিতে অনেক লোক মারা পড়িতেছিল, তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ দেন। তাঁহার পর বর্ত্তমান ছোটলাট ফ্রেজার বাহাদুর বিভক্ত বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া ধীর পাদ বিক্ষেপে রাজনৈতিকমার্গ অনুসরণ করিতেছেন।

বাঙ্গালার লেপ্টনাণ্ট গভর্ণরগণ

সর ফ্রেডারিক জে, হালিডে — ১৮৫৪ এপ্রিল ২৮,
„ জন পি, গ্রাণ্ট — ১৮৫৯ মে ১,
„ সেসিল বিডন K. C. S. I, — ১৮৬২ এপ্রিল ২৪,
„ উলিয়ম গ্রে „ — ১৮৬৭ „ ২৪,
„ জর্জ কাম্বেল „ — ১৮৭১ মার্চ্চ ১,
„ রির্চাড টেম্পল্ Bart. „ — ১৮৭৪ এপ্রিল ৯,
মাননীয় আস্‌লী ইডেন C. S. I. C.I.E., — ১৮৭৭ জানুয়ারী ৮,
সর ষ্টুয়ার্ট সি, বেলী K.C.S.I, C.I.E, — ১৮৭৯ জুলাই ১৫

(মাননীয় আস্‌লী ইডেনের বিশেষ কার্য্যের অবসরে অস্থায়িরূপে কার্য্য করেন)

„ অগাষ্টাস্ রিভার্স টম্পসন C.S.I, C.I.E, — ১৮৮২ এপ্রিল ২৪,
মিঃ এচ্, এ, ককরেল I.C.S, C.I.E, — ১৮৮৫ আগষ্ট ১১,

(রিভার্স টম্পসনের ছুটীর অবকাশে অস্থায়িরূপে কার্য্য করেন)

সর ষ্টুয়াট সি, বেলী — ১৮৮৭ এপ্রিল ২,
„ চার্লস্ আল্‌ফ্রেড্ এলিয়ট K C.S.I, — ১৮৯০ ডিসেম্বর ১৭,
„ আণ্টনি পাট্রিক ম্যাক্‌ডোনেল K.C.S.I. — ১৮৯৩ মে ৩০,

(উক্ত বর্ষের ৩০এ নবেম্বর পর্য্যন্ত এলিয়টের ছুটীর সময় কার্য্য করেন)

মাননীয় সর আলেকজান্দার মেকেঞ্জী K.C.S.I, — ১৮৯৫ ডিসে, ১৮
মাননীয় চার্লস্ সি, ষ্টিভেন্স C.S.I, (আলেকজান্দার মেকেঞ্জীর অবকাশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য চালান)
মাননীয় সর জন উড্‌বরণ I.C.S, K.C.S.I, — ১৮৯৮ এপ্রিল ৭,
„ জে, এ, বোর্ডিলোন্ V.D. I.C.S, C.S.I, — ১৯০২ নভেম্বর ২২ এক্‌টিং
„ সর এ, এচ, এল ফ্রেজার M.A, I.C.S, K.C.S.I, — ১৯০৩ নভেম্বর ২, (তাঁহার অবকাশে ১৯০৬ খৃঃ জুন, মাননীয় এল, হেয়ার কার্য্য করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর।

মাননীয় সর,জে,বি,ফুলার I.C.S, K.C.S.I, C.I.E, — ১৯০৫ অক্টোবর

ইংরাজ শাসনে বাঙ্গালার অবস্থা।

ইংরাজদিগের রাজত্বকালে এদেশে কতকগুলি কুপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কতকগুলি কুপ্রথার বিলয় সাধিত হইয়াছে। সহমরণ বা সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন প্রভৃতি কুপ্রথা যেমন রহিত হইয়াছে এবং চোর ডাকাইত ও অত্যাচারী জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়াছে; তেমনই নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে এবং বাষ্পীয় পোতযোগে গমনাগমনের ও বাণিজ্যদ্রব্যজাত প্রেরণের সুবিধা ঘটিয়াছে। আবার পোষ্ট বা ডাক এবং টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় অতি অল্প সময় মধ্যে দূরে সংবাদ পাঠাইবারও উপায় হইয়াছে। বিচারালয়ের বৃদ্ধি হওয়াতে লোকের স্বত্ব রক্ষা করিবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা লোকের অনেক মানসিক উন্নতি ঘটিয়াছে, বঙ্গবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে; মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পাওয়ায় তাহারা রাজপুরুষদিগকে মনের কথা খুলিয়া বলিবার পথ পাইয়াছে।

ইংরাজেরা এদেশে নীল, চা প্রভৃতি দ্রব্যের চাষ করিয়াও এখানকার কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দরিদ্রবাসী প্রজার অনেক অনেক বিষয়ে অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। এই নীলের চাষ খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এখানে আরম্ভ হয় এবং সেই সময় হইতে দীনহীন প্রজাবর্গ দাদনের অর্থের লোভে আপনার সর্ব্বস্ব হারাইয়া ইংরাজের নিকট প্রাণ ও মান

বিকাইতে শিক্ষা করে। নীলকরগণ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারে বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে নির্জ্জিত করে, তাহা নীলদর্পণ-পাঠকগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নীলের চাষ একদিন পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের সকল স্থানেই প্রায় প্রচলিত ছিল। প্রতি ১০ মাইলের মধ্যে নীলকর বণিক্‌দিগের একটী না একটী কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বাঙ্গালার সেই অতীত দুঃখস্মৃতি জ্ঞাপন করিতেছে।

যে সকল গ্রামে নীলকুঠী স্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রামের অধিকাংশ ধনাঢ্য ব্যক্তিই ঐ কুঠীর দেওয়ান বা দারোগা হইতেন। তাঁহারাও ইংরাজসংস্পর্শে আসিয়া অনেকাংশে ইংরাজের ন্যায় কঠোর প্রকৃতি হইয়া পড়েন। তাঁহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর অত্যাচারেও বাঙ্গালার প্রজাগণ সশঙ্কিত হইয়াছিল।

বণিকবেশে ইংরাজবণিক বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। বাঙ্গালার উর্ব্বর ও শস্যপূর্ণ সমতলক্ষেত্র সহজেই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ ভাগ নদীজালে সমাকীর্ণ হওয়ায় তাঁহারা সহজেই বাঙ্গালার অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এরূপ গমনাগমনের সুবিধা না থাকায় এবং তদ্দেশ ভাগ শস্যসমৃদ্ধিপূর্ণ না হওয়ায় চতুর ইংরাজগণ সে সকল স্থান বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেন নাই। কারণ তখন এদেশে রেলপথ ছিল না। নৌকাপথেই তখনকার পণ্যদ্রব্যবহনের একমাত্র উপায় ছিল। সেই কারণেই ইংরাজগণ তথাকার অধিবাসীদের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনপূর্ব্বক মিশিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় তাঁহাদের সে সুবিধা ঘটিয়াছিল।

নীল বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয় না এবং পণ্যদ্রব্যবহনের বিশেষ সুবিধা দেখিয়া ইংরাজবণিকগণ নীলকরবেশে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। এখনও নদীয়া ও যশোহর জেলায় অনেক উপনিবেশী ইংরাজ জমিদারী ক্রয় করিয়া তাহার উপসত্ব ভোগ করিতেছেন।

পূর্ব্বকালে নীলের দাদন উপলক্ষেই ইংরাজের সহিত বঙ্গবাসীর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই সূত্রে এবং বাণিজ্য ব্যপদেশে তাঁহারা বাঙ্গালার নবাব সরকারের অনেক হিন্দুকর্ম্মচারীর সহিত মিত্রতা করিয়া লন। এমন কি, সেই ব্যবসায়ী ইংরাজ বণিকদিগের অমায়িকতায় স্থানীয় অনেক প্রসিদ্ধ জমিদার ও রাজার সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ঘটে, সেই মেলামেশায় তাঁহারা তৎকালিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে থাকেন। সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র যখন ইংরাজ বণিকের কর্ণে যায়, তখন তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। বাঙ্গালার প্রজা বা জমিদারেরা তখন ইংরাজকে বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় বিবেচনা করিতেন। অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকের ন্যায় তাঁহাদিগকে বৈদেশিক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। এই বিশ্বাস-বলেই ষড়যন্ত্রকারীরা গোপনে ইংরাজের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহারই ফলে ইংরাজবণিক বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়া ক্রমে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে সমর্থ হন।

ইংরাজ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের শাসনে এদেশে তিনটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হয়। নবাব সরকারের দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজ এদেশীয় লোককে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই; বরং ম্যাঞ্চেষ্টরনিবাসী ইংরাজবণিকদিগের বস্ত্র-ব্যবসার প্রশ্রয় দিতে এখানকার বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের বিলক্ষণ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে সুরাপানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। কিন্তু লর্ড লরেন্স, কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতির যত্নে সুরাপানের স্রোত অনেকটা কমিয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে এতদ্দেশবাসীরা, "সিবিল সার্ব্বিসে" প্রবেশ করিতে সমর্থ হওয়ায় হাইকোর্টের জজ ও ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হইতে পারিয়াছেন এবং এইরূপে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে অন্যান্য উচ্চপদেও আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এদেশে এখন বাণিজ্যের প্রবাহ বহিতেছে। মাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এখানে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মুসলমান শাসনসময়ে জমিদারেরা করদ রাজাদিগের ন্যায় ছিলেন; ইংরাজ-রাজত্বকালে তাঁহাদিগের সে অবস্থা লয় পাইয়াছে। তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের মত রাজক্ষমতাসূচক সৈন্য, গড় ও স্বতন্ত্র বিচারালয়-স্থাপনের অধিকার নাই। দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে নিরূপিত দিনে রাজস্ব না দিলে জমিদারী নিলাম হইবে, এই নিয়মে প্রাচীন জমিদারদিগের অনেক অপকার হইয়াছে। এ প্রকার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাজকর দেওয়া তাঁহাদিগের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং তাঁহাদিগের রাজস্ব বাকি পড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী লোকের হাতে যাইতে আরম্ভ হইল। এইরূপে অল্পদিন মধ্যে বহু জমিদার বিষয়চ্যুত হইয়া পড়িলেন। নদীয়া, নাটোর প্রভৃতি রাজবংশে এইরূপে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।

ইংরাজদিগের সময়ে বাঙ্গালায় চিরশান্তি বিরাজমান করিয়াছে; এজন্য সমাজসংস্কার ও ভাষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি করিতে সকলে অবসর পাইয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া সমাজসংস্কারের

পথ খুলিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। কবি-ওয়ালা, পাঁচালীওয়ালা, কীর্ত্তনওয়ালা, এবং যাত্রাওয়ালাদিগের গীতেও বাঙ্গালা ভাষায় মধুরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় রঙ্গালয়-সমূহেও ইংরাজী অনুকরণের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। ইংরাজদিগের আমলেই বোধ হয়, বাঙ্গালা গদ্যগ্রন্থের বহুল প্রচার আরম্ভ। ফরেষ্টর সাহেবের ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বিধিব্যূহের বাঙ্গালা অনুবাদের পূর্ব্বে আরও অনেক গদ্যপুঁথির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। [বাঙ্গালা ভাষা দেখ।]

খৃষ্টান মিসনরিদিগের যত্নে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে তাঁহারাই বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছাপাইতে আরম্ভ করেন। শ্রীরামপুরের কলেজ, কলিকাতার কয়েকটী কলেজ ও স্থানে স্থানে অন্য প্রকার বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এতদ্দেশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। কেরী, মার্সম্যান ও ডফ সাহেবের নাম এদেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তি-গণ সহজে ভুলিবেন না। তাঁহাদের যত্নে ও উদ্যোগে বাঙ্গালায় ইংরাজীশিক্ষা দৃঢ়ভিত্তি লাভ করে। সেই শিক্ষাফলে ক্রমে এখানে হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউস, ইণ্ডিয়ান মিরর, ষ্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, বেঙ্গলী ও অমৃতবাজার প্রভৃতি ইংরাজী সংবাদ পত্র এবং সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, বসুমতী, হিতবাদী প্রভৃতি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতেছে।

বাঙ্গালার প্রাচীন বাণিজ্যসমৃদ্ধি কাহারও অবিদিত নাই। যে আশায় পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও জর্ম্মণ বণিক্‌গণ এখানে আসিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব তৎকালে বাঙ্গালায় কিরূপ বলবৎ ছিল, তাহা ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-লেখক অর্ম্মির উক্তিতে স্পষ্টতর প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশাপেক্ষা বাঙ্গালার বাণিজ্য বহুবিস্তীর্ণ ছিল। তখন এখান হইতে সমুদয় কার্পাস ও পট্টবস্ত্র দিল্লীতে রপ্তানী হইত। এতদ্ভিন্ন আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে রেশম ও রেশমী কাপড়, কার্পাসবস্ত্র, চিনি, অহিফেন, শস্য প্রভৃতি প্রেরিত হইত। তখন বাঙ্গালাই য়ুরোপীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়ের স্থান ছিল। এই বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংরাজজাতি অস্ত্রবিনিময়ে পণ্যরূপে বঙ্গরাজ্য ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপ্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালীর সহিত ঘনিষ্টতাই ইংরাজজাতির উন্নতির মূল এবং সেই মেশামিশিই বাঙ্গালীর অধঃপতনের কারণ। তখন এদেশে সদর রাস্তা বা কোন প্রধান নগর হইতে কিছু দূরে গমন করিলে এমন কোন গ্রাম পাওয়া যাইত না, যেখানে প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী বা শিশু বস্ত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল না। অপর বাণিজ্যদ্রব্যজাত সম্বন্ধে যাহা হউক, বস্ত্রনির্ম্মাণ সম্বন্ধে এদেশের তন্তুবায়-সমিতি সভ্য জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই, এখন আর ঘরে ঘরে চর্কা ঘুরে না। এখন এখান হইতে বিদেশে কাপড় যায় না। এখন ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিযোগিতায় আমাদের সে বাণিজ্য-গৌরব অস্তমিত হইয়াছে। সামান্য পরিমাণে তাঁতের কাপড় ব্যতীত মস্তক উত্তোলন করিতে পারিবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই। এখানে এবং বোম্বাই প্রদেশে এখন অতি অল্প পরিমাণেই কলে মোটা কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে যশোহরজেলায় প্রথম ওলাউঠা দেখা দেয়, পরে উহা ভারতব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে সময়ে এই রোগের উৎপাতে সকল দেশের অধিবাসীরাই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর হইতে নদীয়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় "সঞ্চারী জ্বরে" অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও বোম্বাই প্লেগ দেখা দিয়া এখনও দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। বৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করেন, নদী, খাল প্রভৃতি ক্রমে পলি মাটি দ্বারা ভরাট হইয়া এবং স্থানে স্থানে প্রয়োজনীয় পয়ঃপ্রণালী না রাখিয়া রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় জল নির্গমের বাধা জন্মিয়া এই জ্বরের উৎপত্তি ঘটিতেছে। বর্ষা ঋতুতে নিম্নবঙ্গের গুল্মলতাদি পচিয়া এক প্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হয়। ঐ অবিশুদ্ধ বায়ুসেবনে রক্ত দূষিত করিয়া ম্যালেরিয়াদি রোগ উৎপাদন করে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যে মহামারীতে গৌড়নগর জনশূন্য হইয়াছিল, তাহাও এইরূপ এক প্রকার জ্বর।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অনেক অপকার করিয়াছিল। বহুসংখ্যক বৃক্ষ ও গৃহ ধরাশায়ী হইয়াছিল, অনেক জাহাজ ও নৌকা ডুবিয়াছিল; এবং ঝড়ের প্রতাপে বঙ্গোপসাগরের সলিলরাশি চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে প্রবেশ করিয়া কত মনুষ্য, জীবজন্তু ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা বাঙ্গালায় ১২৭০ সালের আশ্বিন মাসে ঘটে বলিয়া আশ্বিনে ঝড় নামে খ্যাত। তৎপরে ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকে ঝড় হয়। ১২৭৬ সালেও একটী ঝড় হইয়াছিল। এ প্রকার ঝটিকা এদেশের পক্ষে নূতন নহে, আইন আকবরী পাঠে জানা যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী বজ্রবিদ্যুৎসহকৃত ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রভাবে সমুদ্রবারি উত্থিত হইয়া দেবমন্দির-চূড়া ও অত্যুচ্চ স্থান ব্যতীত বাখরগঞ্জ প্রদেশের অনেকাংশ

নিমজ্জিত করিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনায় প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ৩১ এ অক্টোবর যে ঝটিকাবর্ত্ত ঘটে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। তাহাতে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় তিন লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু, এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে।

বাঙ্গালার আদম-সুমারী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রথম লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। তদনন্তর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবার লোকসংখ্যা অবধারিত হইয়াছে। এই লোকসংখ্যা গণনা উদ্দেশে বাঙ্গালার গ্রাম, নগর,জেলা ও বিভাগের সীমা ও তত্তদ্বিভাগবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দু, অর্দ্ধ-হিন্দু, পার্ব্বত্য অসভ্যজাতি, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির জাতীয় ইতিহাস ও তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবরণীতে বর্ত্তমান বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জাতি—কি কি ব্যবসায় লিপ্ত, তাহারা কোথায় কিরূপভাবে কোন্ কোন্ দ্রব্যের বাণিজ্য চালাইতেছে; প্রজাগণ কৃষিকার্য্যের কিরূপ উন্নতি সাধন করিতেছে; কোথায় কত নদী, কত খাল, কত রাস্তা ও কত মাঠ কিরূপভাবে বিন্যস্ত থাকিয়া দেশবাসীর হিত-সাধন করিতেছে, তাহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের এই মানবসংখ্যা-বিবরণ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে সঠিক বুঝা যায়। এক কথায় ইহাতে বাঙ্গালার ঐতিহাসিক, নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসা বাণিজ্যসম্পর্কীয় যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

প্রথম দুইবারের মানুষ গণনায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা ওডোনেল সাহেবের বিবরণীতে বিবৃত আছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সংখ্যা গণনায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সবে মাত্র ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল, অর্থাৎ প্রতি ১ হাজার লোকের হিসাবে ৫৲ টাকা মাত্র ব্যয় পড়িয়াছিল। যাহা হউক এরূপ বহু ব্যয় করিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট যে এতাদৃশ মহদুদ্দেশ্য সমাধা করিয়া সফল মনোরথ হইয়াছেন, ইহা পরম আহ্লাদের বিষয়; অধিকন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ ব্যয়বাহুল্যসত্ত্বেও সংবাদদাতাদিগের অজ্ঞতাদোষে অথবা ভ্রমনিবন্ধন এই বিবরণীতে অনেক প্রমাদপূর্ণ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বিগত ১৯০১ সালের মার্চ মাসে লোকগণনা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; সুতরাং উহা বর্ত্তমান ১৯০৬ সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদের পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। এ কারণ উহাতে রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ বাদ দিয়া গণনা করা হয় নাই। পূর্ব্বতন বাঙ্গালার সীমা ধরিয়া গণনা হইয়াছিল। সংখ্যা-গণনার সুবিধার জন্য ঐ সময়ে বাঙ্গালা ৮টী স্বতন্ত্র বিভাগে গঠিত হয়; যথা,—

১ পশ্চিম-বাঙ্গালা—বর্দ্ধমান বিভাগ।
২ মধ্য-বাঙ্গালা—প্রেসিডেন্সী বিভাগ, খুলনা বাদে।
৩ উত্তর-বঙ্গ—রাজসাহী বিভাগ, মালদহ, কোচবিহার ও সিকিম।
৪ পূর্ব্ব-বঙ্গ—ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, খুলনা ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।
৫ উত্তর-বেহার—মুজঃফরপুর, দরভাঙ্গা, চম্পারণ, সারণ, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া।
৬ দক্ষিণ-বেহার—পাটনা, গয়া, শাহাবাদ ও মুঙ্গের।
৭ উড়িষ্যা—উড়িষ্যা বিভাগ, অঙ্গুল বাদে।
৮ ছোট নাগপুর অধিত্যকা—ছোট নাগপুর বিভাগ, সাঁওতাল পরগণা, অঙ্গুল, উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যসমূহ ও ছোট নাগপুর।

এই ৮টী বিভাগ প্রকৃতিকর্ত্তৃক যেন পরস্পরে বিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ ভাগীরথীর পশ্চিম পারে অবস্থিত এবং ইহা প্রাচীন রাঢ়ভূমির অন্তর্ভুক্ত। এখানে প্রধানতঃ বাগদী, বাউরী, কোড়া, মাল, কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, আগুরী, শুক্লী, সদ্গোপ, কায়স্থ ও রাজু প্রভৃতি অসভ্য ও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত অর্দ্ধ সভ্য-জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং নাপিত, সূত্রধার ও কামার প্রভৃতি জাতিরও অভাব নাই। ইহারা আপনাদিগকে রাঢ়দেশী বলিয়া গৌরব করে এবং স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গজ বা বারেন্দ্রবাসী লোকের সহিত আদান প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করে।

পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা এবং পূর্ব্বে মধুমতীর মধ্য-বর্ত্তী গাঙ্গেয় বদ্বীপ-ভাগ মধ্যবঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খুলনা জেলা এই নদী সীমাভুক্ত হইলেও উহার নিম্নাংশ এখনও পলি দ্বারা গঠিত হওয়ায় উহাকে পূর্ব্ববঙ্গের সীমা সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এখানে একমাত্র পোদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত ও বাগদী জাতির প্রাধান্য দেখা যায়।

পদ্মার উত্তর হইতে দার্জ্জিলিঙ্গ পর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তর বঙ্গ বলিয়া গৃহীত। মৃত্তিকার প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে উত্তর-বঙ্গের সহিত অনেক সৌসাদৃশ্য থাকায় বর্ত্তমান কালে মালদহ জেলা উত্তর-বঙ্গের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে মেচ, কোচ, পার্ব্বতীয় ভোটিয়া এবং দীক্ষিত মুসলমানেরই সংখ্যা অধিক। পূর্ব্ব-বঙ্গে নমঃশূদ্র বা চণ্ডাল, কোচ, গারো, টিপরা, কুকী ও মঘ প্রভৃতি পার্ব্বত্য অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্যজাতি এবং দীক্ষিত মুসলমান, এইরূপে বেহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাবিভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতিরই বহুল বাস দেখা যায়।

এই আটটী বিভাগের বর্ত্তমান ভূপরিমাণ ও লোকসংখ্যা এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—

প্রাদেশিকবিভাগ	ভূপরিমাণ	লোকসংখ্যা
পশ্চিম বাঙ্গালা	১৩৯৪৯	৮২৪০০৭৬
মধ্য "	৯৯৪৯	৭৭৩৯৯৮৫
উত্তর "	২৩৩৮০	১০০০৫১৭৭
পূর্ব্ব "	৩২৯৭৬	১৬৯৫৮০৮৭
দক্ষিণ বেহার	১৫০৮২	৭৭১৬৪১৮
উত্তর "	২১৭৪৬	১৩৮৩১১২০
উড়িষ্যা "	৮১৬০	৪১৫১২৩৯
ছোটনাগপুর অধিত্যকা	৬৪৫৫৫	৯৮৫১৩০৮
মোট	১৮৯১৩৭	৭৮৪৯৩৪১০

এই সংখ্যা গণনায় সুন্দর-বনবিভাগের পরিমাণ ও লোক সংখ্যা গৃহীত হয় নাই।

এই বিস্তীর্ণ বাঙ্গালায় যে সকল বিভিন্ন জাতি বাস করিতেছে, শ্রেণীগত বা বংশগত বিভিন্নতা অনুসারে তাহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় আখ্যায় পরিচিত। ঐ সকল মূলজাতির এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট শাখাপ্রশাখাসমুদ্ভূত বিভিন্ন শ্রেণীর সামাজিক ও নৈতিক ইতিহাস গভর্মেণ্টের উপরোক্ত গণনা বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট আছে; বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ান্তর্গত বিভিন্ন জাতি বা তাহার প্রসিদ্ধ ও প্রধান শ্রেণীর বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

বঙ্গন (পুং) বঙ্গতীতি বগি-ল্যু। বার্ত্তাকু। চলিত বেগুণ।

বঙ্গভাষা (স্ত্রী) বঙ্গদেশবাসীর কথিত ও লিখিত ভাষা। ইহা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ভাষা নামে পরিচিত।

[বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বঙ্গমল (পুং-ক্লী) সীস ধাতু। (বৈদ্যকনি°)

বঙ্গবাড়ী, উত্তরবঙ্গের একটী গণ্ডগ্রাম।

বঙ্গলা (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর বঙ্গালী। (হলায়ুধ)

বঙ্গশুল্বজ (ক্লী) বঙ্গশুল্বাভ্যাং রঙ্গতাম্রাভ্যাং জায়তে জন-ড। কাংস্য ধাতু, রাং ও তামার মিশ্রণে এই ধাতু প্রস্তুত হয়; এই জন্য ইহার নাম বঙ্গশুল্বজ। (হেম)

বঙ্গসেন (পুং) বকবৃক্ষ। "বঙ্গসেনস্বগস্তিদ্রুঃ শুকনাশো মুনি-দ্রুমঃ।" (ত্রিকা°) স্বার্থে কন্। বঙ্গসেনক—বকবৃক্ষ। ২ রক্ত বকবৃক্ষ। (রত্নমালা)

বঙ্গসেন, ১ ধাতুরূপ বা আখ্যাতব্যাকরণপ্রণেতা। ২ চিকিৎসা-সারসংগ্রহ ও বঙ্গসেন নামক বৈদ্যকরচয়িতা। ইহার পিতার নাম গদাধর। কাঞ্জিকা নগরে ইহার বাস ছিল।

বঙ্গাধিকশ্রমণ, অতীচারসূত্রপ্রণেতা।

বঙ্গারি (পুং) বঙ্গস্য রঙ্গধাতোররিঃ অস্য বঙ্গধাতোর্জারকত্বাৎ তথাত্বং। হরিতাল। (হেম)

বঙ্গাল (পুং) ভৈরব রাগের পুত্র।

"বঙ্গালঃ পঞ্চমঃ ষষ্ঠো মধুরো হর্ষকস্তথা।
দেশাখ্যো মাধবঃ সিন্ধুর্ভৈরবপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

ইহার ধ্যান—

"কঙ্কানিবেশিতকরস্তবরস্তপস্বী,
ভাস্বত্ত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তঃ।
ভস্মোজ্জ্বলো নিবিড়বদ্ধজটাকলাপো
বঙ্গাল ইত্যভিহিতস্তরুণার্কবর্ণঃ॥
ষাড়বো দেববঙ্গালো গ্রহাংশন্যাসমধ্যমঃ।
প্রহর্ষে বিনিযোক্তব্যঃ প্রোক্তোঽয়ং মুনিনা স্বয়ং॥"

(সঙ্গীতরত্নাকর)

বঙ্গালিকা (স্ত্রী) ভৈরবরাগের রাগিণী, বঙ্গালী।

বঙ্গালী (স্ত্রী) ভৈরবরাগের রাগিণী।

"ভৈরবী কৌশিকী চৈব ভাষা বেলাবলী তথা।
বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেব বল্লভাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

ইহার মূর্ত্তি—

"মনোজ্ঞমুক্তাগুণভূষিতাঙ্গী শুকং দধানা বরণীধরস্থা।
প্রাংশুঃ কুমারী কমনীয়মূর্ত্তির্বঙ্গালিকেয়ং শুচিসাঙ্গগীতা॥"

(সঙ্গীতরত্না°)

এই রাগিণী ঔড়ব এবং গ্রহাংশ-ন্যাস ও ষড়্‌জ-ভাগিনী, ইহা 'ঋ' 'ধ' হীন, এবং ইহার প্রথমে মূর্চ্ছনা এবং এই রাগিণী পূর্ণা।

"বঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্‌জভাক্।
ঋধহীনা চ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছনা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মদ্বয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা॥" (সঙ্গীতদর্পণ)

বঙ্গাবলেহ, প্রমেহরোগে অবলেহবিশেষ। বঙ্গভস্ম দুই রতি মধুর সহিত লেহন করিবে, পরে গুড় ও গন্ধক ২ তোলা সেবন করিবে বা গুড়ূচীর স্বত্ব ও চিনি দিয়া সেবন করা যাইতে পারে। ইহাতে প্রমেহরোগ আরোগ্য হয়। (রসেন্দ্রসারস°)

বঙ্গাষ্টক, প্রমেহ রোগে ব্যবহার্য্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারা, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র প্রত্যেক সমান ভাগ এবং সকলের সমান পরিমাণ রঙ্গ একত্র মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তদনন্তর ঔষধ শীতল হইলে পাত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি প্রমাণ। অনুপান মধু, হরিদ্রাচূর্ণ ও আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, আমদোষ, বিসূচিকা, বিষম জ্বর, গুল্ম, অর্শ, মূত্রাতীসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বঙ্গিপুরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বাপটলা হইতে ১৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

এখানকার বল্লভরায়-মন্দিরের গরুড়-স্তম্ভে ও অগস্ত্যেশ্বর স্বামীর মন্দিরগাত্রে দুইখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। প্রথম খানি ১৪৮৭ শকে বিজয়নগররাজ সদাশিব রায়ের শাসনকালে উৎকীর্ণ। এই বৎসরে মুসলমানগণ বিজয়নগর ধ্বংস করিয়াছিল। শেষোক্ত খানি ১৪৭৮ শকে উক্ত রাজার শাসন-সময়ে উৎকীর্ণ। উহাতে মূর্ত্ত-রাজ্যদেব চোড় মহারাজের দান-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গিরি (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।৩০)

বঙ্গীয় (ত্রি) বঙ্গ-(গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। বঙ্গদেশোদ্ভব, বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয়।

বঙ্গুলা (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগিণী দেখ।]

বঙ্গৃদ (পুং) অসুরভেদ, ইন্দ্র এই অসুরকে হনন করেন। "ত্বং শতা বঙ্গৃদস্যাভিনৎ" (ঋক্‌ ১।৫৩।৮)

'বঙ্গৃদস্য এতৎসংজ্ঞকস্যাসুরস্য' (সায়ণ)

বঙ্গেশ্বর (পুং) বঙ্গঃ তন্নামকদেশস্য ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ। বাঙ্গালার রাজা।

বঙ্গেশ্বররস (পুং) ঔষধবিশেষ। এই ঔষধ বঙ্গেশ্বর ও বৃহদ্বঙ্গেশ্বরভেদে দ্বিবিধ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারাভস্ম ৮ তোলা, বঙ্গভস্ম ৮ তোলা, গন্ধক, তাম্রভস্ম, প্রত্যেকে ৩২ তোলা, আকন্দ দুগ্ধের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক মুষা বদ্ধ করিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধের মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া পুনর্ন্বার রস বা কাথ অর্দ্ধ তোলা ও গোমূত্র বা হরিদ্রার রসসহ পান করিবে। এই ঔষধসেবনে গুল্মোদর আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং° উদরীরোগাধি°)

অন্যবিধ—রসসিন্দূর ও বঙ্গ সমভাগ মর্দ্দন করিয়া দুই মাষা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগনাশ হয়।

বৃহদ্বঙ্গেশ্বর—প্রস্তুতপ্রণালী—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র,প্রত্যেকে ২ তোলা ; স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকে দুই মাষা, কেশুরের রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রমেহরোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। দোষের বলাবল অনুসারে ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ বা দধি অনুপানে সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সাধ্যাসাধ্য বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক, বাত, গ্রহণী, আমদোষ, মন্দাগ্নি, অরুচি, বহুমূত্র, মূত্রমেহ ও মূত্রাতিসার প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয় এবং ইহাতে কান্তি, বল, বর্ণ, ওজ ও শুক্র বৃদ্ধি হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্রমেহরোগাধি°)

বচ্‌, বাক্য, সন্দেশ, পরিভাষণ, উক্তি। অদাদি° পরস্মৈ° দ্বিক° অনিট্‌। লট্‌ বক্তি। বক্ষি, বচ্মি। লিঙ্‌ উচ্যাৎ। লঙ্‌ অবক্‌, ঔক্তাং, ঔচন্‌। লিট্‌ উবাচ, উচতুঃ, উবচিথ, উবক্থ। লুট্‌ বক্তা। লৃট্‌ বক্ষ্যতি। লুঙ্‌ অবোচৎ। সন্‌ বিবক্ষতি। বচ্‌ চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ বাচয়তি। লুঙ্‌ অবী-বচৎ। বচ ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্‌। লট্‌ বচতি। "ন বচত্যপ্রিয়ং বচঃ" (হলায়ুধ) প্র+বচ=প্রকথন। প্রতি+বচ=প্রতিবচন। বচ ধাতুর উত্তর অন্তি, অন্ত বিভক্তি হয় না।

"বচেরন্ত্যন্তশস্তৃঙ্‌ভি প্রয়োগো নাভিধীয়তে।

জয়তের্নাস্তি পঞ্চম্যা উত্তমঃ পুরুষঃ কচিৎ ॥" (দুর্গাদাস)

বচ্‌ (দেশজ) স্বনাম প্রসিদ্ধ বণিজ্‌ দ্রব্যবিশেষ। ইহা কটু আস্বাদ এবং কাশী ছর্দ্দির বিশেষ উপকারী। দেখিতে অনেকটা শুঁটের মত কিন্তু বর্ণ লাল। এই শুষ্ক মূল খণ্ড খণ্ড করিয়া মুখে রাখিলে কাসির বিশেষ উপকার দর্শে। বৈদ্যকোক্ত ঔষধাদিতে ইহার বহুল ব্যবহার আছে। [বচা দেখ।]

বচ (পুং) বক্তীতি বচ্‌-অচ্‌। ১ কীরপক্ষী। ২ টিয়াপাখী। (মেদিনী) ৩ সূর্য্য। ৪ কারণ।

বচঃক্রম (পুং) বচসঃ ক্রমঃ। বাক্যের ক্রম, বাক্‌প্রণালী।

বচক্নু (পুং) বক্তীতি বচ্‌ (স্যযুবচিভ্যোঽন্যুজাগৃজক্নুচঃ। উণ্‌ ৩।৮১) ইতি অক্নুচ্‌। ১ ব্রাহ্মণ। ২ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ত্রি) ৩ বাবদূক।

বচ্‌গোতি, রাজপুত জাতির একটী কিংবদন্তী আছে—সাহাব্‌ উদ্দীন ঘোরি কর্ত্তৃক দিল্লীশ্বর পথ্বীরায়ের পরাজয়ের পর তাঁহার ভ্রাতা চাহর দেবের বংশধর কংস রায় ও বরিয়ার সিংহের অধীনে কতকগুলি চৌহান শম্ভলগড় পরিত্যাগ করিয়া ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে সুলতানপুর জেলার জম্বাবন নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানে মুসলমানের ভয়ে তাঁহারা চৌহান নামের পরিবর্ত্তে 'বৎসগোত্রী' নাম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তিকালে বৎসগোত্রী হইতে অপভ্রংশে 'বচ্‌গোতি' হইয়াছে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, উপরোক্ত চাহর দেবের প্রপৌত্র রাণা সঙ্গত দেবের একবিংশতি পুত্র ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন এবং অপর পুত্রগণ অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য বিভিন্নদেশে গমন করেন। তন্মধ্যে বরিয়ার সিংহ ও কংস রায় মৈনপুরীতে যাইয়া আলাউদ্দীন্‌ ঘোরীর অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তথা হইতে ভরজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইয়া অযোধ্যায় আসিয়া বাস করেন। বরিয়ার সিংহ জম্বাবনে আসিয়া বাস-স্থাপনের পর প্রতাপগড়ের নিকটবর্ত্তী কোট বিলথার নামক স্থানের সামন্তরাজ ও বিলথারিয়া দীক্ষিতদিগের সর্দ্দার রামদেবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে তিনি উক্ত সামন্তরাজের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক রাজপুত্র দলপৎ শাহ্‌কে নিহত করিয়া তথাকার রাজা হন।

এক সময়ে অযোধ্যা প্রদেশে এই বচগোতি রাজপুতদিগের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। উণাও-রাজবংশেতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, অযোধ্যার প্রধানতম রাজা তিলকচাঁদের সময় পর্য্যন্ত বচগোতিরা তথাকার রাজ-সমাজে বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। নূতন রাজার অভিষেককালে তাঁহারা তাহার কপালে তিলক দান করিয়া রাজা বলিয়া স্বীকার করিলে তবে তাঁহার রাজমর্য্যাদা সার্থক হইত। কুর্ব্বারের রাজা এবং হসনপুর-বন্ধুয়ার দেওয়ান এই বংশের প্রধান সামন্ত বলিয়া পরিগণিত।

হসনপুর বন্ধুয়ার সর্দ্দার বর্ত্তমান সময়ে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া খান্জাদা নামে পরিচিত হইলেও বনৌধার রাজন্যবর্গকে রাজটীকাদানের অধিকারী। অরোরের সোমবংশী সর্দ্দারগণ, রামপুরের বিষেনগণ, অমেঠীর বন্ধল-গোতিরা এবং তিলোই-বাসী কানাইপুরিয়াগণ ইহাদের নিকট রাজটীকা না লইলে স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারেন না।

সুলতানপুরের বৎস্য-গোত্রীরা বিল্‌খারিয়া, তথাইয়া, চন্দোরিয়া, কঠবাঙ্গি, ডালে সুলতান, রঘুবংশী ও গর্গবংশীর কন্যা গ্রহণ করে এবং তিলকচাঁদ বাই, মৈনপুরী চৌহান, সূর্য্যবংশী, গৌতম, বিষেন ও বন্ধল-গোতিদিগকে কন্যা দেয়। জৌনপুরের বচ্‌গোতিরা রঘুবংশী, বাই, যৌপৎখাস্থ, নিকুম্ভ, ধনমস্ত, গৌতম, গহরবাড়, পণবার, চন্দেল, শৌনক ও দৃগ্‌বংশীদিগের কন্যা লয় এবং কল্‌হন,সর্ণেত, গৌতম, সূর্য্যবংশী, রাজবাড়, বিষেন, কানাইপুরিয়া, গহরবাড়, বাঘেল, বাঙ্গি প্রভৃতিকে কন্যা দেয়।

বচণ্ডী (স্ত্রী) ১ সারিকা। ২ বর্ত্তি। ৩ শস্ত্রভেদ। (শব্দরত্না°) মেদিনীতে ইহার পাঠান্তর বচণ্ডা ও বরণ্ডা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

বচন (ক্লী) উচ্যতেঽনেনেতি শ্লেষ্মনাশকত্বাদস্য তথাত্বং, বচ-ল্যুট্। ১ শুণ্ঠী। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ বাক্য। পর্য্যায়—ইরা, সরস্বতী, ব্রাহ্মী, ভাষা, বাণী, সারদা, গিরা, গির্, গিরাংদেবী, গীর্দেবী, ভারতেশ্বরী, বাচ্, বাচা, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, ভাষিত,উক্তি, ব্যাহার, লপিত, বচস্। (শব্দরত্না°)

বৈদিকপর্য্যায়—ধারা, ইলা, গৌঃ, গোরী, গান্ধর্ব্বী, গভীরা, গম্ভীরা, মন্দ্রা, মন্দ্রাজনী, বাশী, বাণী, বাণীচী, বাণ, পবি, ভারতী, ধমনি, নালী, মেনা, মেলি, সূর্য্যা, সরস্বতী, নিবিৎ, স্বাহা, বগ্নু, উপব্দি, মায়ু, কাকুৎ, জিহ্বা, ঘোষ, স্বর, শব্দ, স্বন, ঋক্, হোত্রা, গীঃ, গাথা, গণ, ধেনা, গ্নাঃ, বিপা, নগ্না, কশা, ধিষণা, নৌঃ, অক্ষর, মহী, অদিতি, শচী, বাক্, অনুষ্টুপ্, ধেনু, বল্গু, গল্দা, সর, সুপর্ণী, বেকুরা। (বেদনিঘণ্টু) ৩ ব্যাকরণোক্ত সংখ্যার্থক সুপ্ তিঙ্ স্বরূপ, যথা—একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

বচনকর (ত্রি) বচস্কর, বচনে অবস্থিত।

বচনকারিন্ (ত্রি) ১ বাক্যানুসারে কার্য্যকারী, আজ্ঞানুবর্ত্তী।

বচনগোচর (ত্রি) বচনেন গোচরঃ। বাক্যদ্বারা গোচর, প্রত্যক্ষীভূত। "অরমরণদশায়ামপি সকলকশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচনগোচরাণি ভবন্তু" (ভাগ° ৫।৩।১২)

বচনগ্রাহিন্ (ত্রি) বচনং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ণিনি। বচনে স্থিত, বচন অনুসারে কার্য্যকারী।

বচনপটু (ত্রি) বচনে পটুঃ। বাক্‌পটু, বাক্‌কুশল।

বচনবিরোধ (ত্রি) প্রমাণবিরুদ্ধ শাস্ত্রবাক্য।

বচনবিরুদ্ধ (ত্রি) শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

বচনমাত্র (ত্রি) খালি কথা, যে কথার মৌলিকত্ব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত নহে। ভিত্তিহীন বাক্য।

বচনব্যক্তি (ত্রি) মৌলিক কথা।

বচনশত (ত্রি) বহু বাক্য। চলিত কথায় "লক্ষ কথা" বলে।

বচনসহায় (ত্রি) কথা কহিবার সাথী। কোন ব্যক্তির সহিত কথা কহিবার জন্য যে বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তিকে সঙ্গে লওয়া যায়।

বচনানুগ (ত্রি) বচনং অনুগচ্ছতি গম-ড। বাক্যের অনুগামী, যিনি বচন অনুসারে চলেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৫৫)

বচনাবৎ (ত্রি) ১ বাক্যকুশল। ২ সুবক্তা। ৩ প্রশংসাবাক্য-কথনশীল। ৪ অব্যক্ত শব্দকারী। "হস্তারবাদিশব্দবৎ"। (সায়ণ)

বচনীকৃত (ত্রি) তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত।

বচনীয় (ত্রি) বচ-অনীয়র্। ১ কথনীয়। (ক্লী) ২ নিন্দা।

"মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি॥"
(কুমার ৪।২১)

'ইতি বচনীয়ং নিন্দা' (মল্লিনাথ)

বচনীয়তা (স্ত্রী) বচনীয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। লোকাপবাদ।

'জনপ্রবাদঃ কৌলীনং বিগানং বচনীয়তা।' (হেম)

"স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলি-
র্মার্গো হ্যেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্ব্বং কৃতো দ্রৌণিনা॥"
(মৃচ্ছকটিক ৩ অ°)

বচনেস্থিত (ত্রি) বচনে তিষ্ঠতি স্মেতি স্থা-ক্ত। (তৎপুরুষে কৃতি বহুলং। পা ৬।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। যিনি বচনে অবস্থিত, যিনি বচনানুসারে অবস্থান করেন। পর্য্যায়—বচনস্থ, বিধেয়, বিনয়গ্রাহী, আশ্রব। (অমরটীকাকার ভরত) কাহার কাহারও মতে বশ্য ও প্রণেয় এই দুইটী শব্দ একপর্য্যায়ক।

বচনোপক্রম (পুং) বচনস্য উপক্রমঃ। বাক্যারম্ভ, পর্য্যায়—উপন্যাস, বাঙ্মুখ। (অমর)

বচর (পুং) অবান্তরে চরতীতি অব-চর-অচ্, অল্লোপঃ। ১ কুক্কুট। ২ শঠ। (মেদিনী)

বচলু (পুং) শত্রু।

"পুংসি মন্তুঃ স্কুপগুশ্চ বচলুর্জ্জগলুস্তথা।
ভরণ্যুশ্চ শরণ্যুঃ স্যাদমিত্রে স্থণিরিত্যপি॥" (শব্দমালা)

বচস্ (ক্লী) উচ্যতে ইতি বচ্ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮২) ইতি অসুন্। বাক্য।

"ইতি প্রগল্ভং পুরুষাধিরাজো মৃগাধিরাজস্য বচো নিশম্য।
প্রত্যাহতাস্ত্রো গিরিশপ্রভাবাদাত্মন্যবজ্ঞাং শিথিলীচকার॥"

(রঘু ২।৪১)

বচসাংপতি (পুং) বচসাং বাচাং পতিঃ ষষ্ঠ্যা অলুক্। বৃহস্পতি।

"জীবোঽঙ্গিরা সুরগুরুর্বচসাং পতীজ্যৌ" (দীপিকা)

বচস্কর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অচ্, বচসঃ করঃ। বচনে স্থিত, বচনানুসারে কার্য্যকারী।

বচস্য (ত্রি) বচনযোগ্য। প্রশংসনীয়। বিখ্যাত।

বচস্যা (স্ত্রী) স্তুতির ইচ্ছা। "সোমবত্যা বচস্যয়া" (ঋক্ ১০।১১৩।৮)

'বচস্যয়া স্তুতীচ্ছয়া।' (সায়ণ)

বচস্যু (ত্রি) স্তুতিকাম, স্তুত্যভিলাষী। "সহবীরং বচস্যবে" (ঋক্ ১০।৪০।১৩) 'বচস্যবে স্তুতিকামায়ৈ' (সায়ণ)

বচা (স্ত্রী) বাচয়তীতি বচ্-ণিচ্ অচ্, নিপাতনাৎ হ্রস্বঃ, যদ্বা অন্তর্ভাবি-ণ্যর্থাৎ বচোঽচ্। ঔষধবিশেষ। (Acorus calamus) চলিত বচ্; হিন্দী—বচ, ঘোরবচ; তৈলঙ্গ, বড়জ, নল্লবস, বম্বে—বেখংড়ে; তামিল—বশম্বু। ইংরাজী—Orris-root। সংস্কৃত পর্য্যায়—উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, তীক্ষ্ণা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, বচ্যা, লোমশা, ভদ্রা। গুণ—অতিতীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, কফ, আম, গ্রন্থিশোফ, বাতজ্বর ও অতিসাররোগনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে—বচ, খুরাসানী বচ ও মহাভরীবচ এই তিন প্রকার। বচের পর্য্যায়—উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা। গুণ—উগ্রগন্ধ, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বমিজনক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক, মলমূত্রশোধক এবং বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, কৃমি ও বায়ুনাশক।

খুরাসানী বচ—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ কহে, এই বচ শুক্লবর্ণ, ইহার অপর নাম হৈমবতী। এই বচ পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, বিশেষ বায়ুনাশের পক্ষে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মহাভরী বচ—পশ্চিমদেশে কুলিঞ্জন নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহাকে সুগন্ধাও কহে। গুণ—উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফ ও কাসনাশক, স্বরপ্রসাদক, রুচিজনক এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখশোধক। ইহা ভিন্ন স্থূলগ্রন্থিবিশিষ্ট অপর আর এক প্রকার সুগন্ধি বচ আছে, এই বচ পূর্ব্বোক্ত বচ অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট।

তোপচিনিকে দ্বীপান্তর-বচ কহে। অন্য দ্বীপে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার নাম দ্বীপান্তর। গুণ—ঈষৎ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক ও মলমূত্রশোধক, বিবন্ধ, আধ্মান, শূল, বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও শরীরবেদনানাশক। বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। (ভাবপ্র°)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে যে, একমাস কাল বচ জল দুগ্ধ বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এক পল বচ দুগ্ধের সহিত সেবনে ধীশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

"অদ্ভির্বা পয়সাজ্যেন মাসমেকন্তু সেবিতা।
বচা কুর্য্যান্নরং প্রাজ্ঞং শ্রুতিধারণসংযুতম্॥
চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে পীতং পলমেকং পয়োঽন্বিতম্।
বচায়াস্তৎক্ষণং কুর্য্যান্মহাপ্রজ্ঞান্বিতং পরম্॥"

(গরুড়পু° ১৯৮ অ°)

২ সারিকা পক্ষী।

বচাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বচাদিচূর্ণ, গুল্মরোগনাশক ঔষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী বচ, হরীতকী, হিঙ্গু, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী একত্র সমভাগে চূর্ণ করিয়া প্রাতঃকালে ৪ মাষা পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অল্পকাল মধ্যে গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া অগ্নির তেজোবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বচার্চ (পুং) ১ সূর্য্যোপাসকমাত্র। ২ পারসীজাতি।

বচাদিবর্গ (পুং) বৈদ্যোক্ত ওষধিসজ্ঞ। (বাভটসূ° ৩৫)

বচাদ্যঘৃত (ক্লী) গণ্ডমালা রোগাধিকারে ঘৃতৌষধবিশেষ। (রস° র°)

বচি (পুং) ১ বচন। (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৭।২৪) ২ নাম, অভিধান।

বচোগ্রহ (পুং) গৃহ্লাতীতি গ্রহ-অচ্, বচসাং গ্রহঃ। কর্ণ। ইহার পাঠান্তর বচোগৃহ।

বচোযুজ্ (ত্রি) বাক্যমাত্র।

"আ বচোযুজা ইন্দ্রো বজ্রী" (ঋক্ ১।৭।২)

'বচোযুজা বচনমাত্রেণ' (সায়ণ)

বচোবিদ্ (ত্রি) বচস্-বিদ্-ক্বিপ্। স্তুতিলক্ষণবাক্যের বেদিতা।

"বয়ং বর্দ্ধয়ামো বচোবিদঃ" (ঋক্ ১।৯১।১১)

'বচোবিদঃ স্তুতিলক্ষণানাং বচসাং বেদিতারঃ' (সায়ণ)

বচ্ছিকবালা, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান।

বচ্ছিয়, নিবন্ধকারপ্রণেতা।

বজ্, গতি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বজতি। লোট্ বজতু। লিট্ ববাজ, ববজতুঃ। লুট্ বজিতা। ল্‌ট্ বজিষ্যতি। লুঙ্ অবজীৎ, অবাজীৎ। বজ—১ সংস্করণ। ২ গতি। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বাজয়তি। লুঙ্ অবীবজৎ।

বজ্র (পুং°ক্লী) বজতীতি বজ-গতৌ (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবজ্ররিপ্রেতি। উণ্ ২।১২৮) ইতি রন্‌প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ইন্দ্রের অস্ত্র-বিশেষ, চলিত বাজ। পর্য্যায়—হ্লাদিনী, কুলিশ, ভিদুর, পবি, শতকোটি, স্বরু, শব, দম্ভোলি, অশনি, কুলীশ, ভিদির, ভিদুঃ, স্বরুস্, সম্ব, সব, অশনী, বজ্রাশনি, জম্ভারি, ত্রিদশায়ুধ, শতধার, শতার, আপোত্র, অক্ষজ, গিরিকণ্টক, গৌ, অভ্রোত্থ, মেঘভূতি, গিরিজ্বর, জাম্ববি, দম্ভ, ভিদ্র, অম্বুজ। (ত্রিকা°) বৈদিকপর্য্যায়—বিদ্যুৎ, নেমি, হেতি, নম, পবি, সৃক, বৃক, বধ, বজ্র, অর্ক, কুৎস, কুলিশ, তুজ, তিগ্ম, মেনি, স্বধিতি, সায়ক, পরশু। (বেদনি° ২।২০)

বজ্রের উৎপত্তি-বিষয়ে পুরাণাদিতে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, বিশ্বকর্ম্মা রবিকে ভ্রমিযন্ত্রে ভ্রমণ করাইয়া তাহার তেজ পৃথক্ করিয়াছিলেন, এই সহস্র কিরণাত্মক পৃথক্‌কৃত সূর্য্যতেজ বিষ্ণুর চক্র, রুদ্রের শূল এবং ইন্দ্রের বজ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

"তথেত্যুক্তঃ স রবিণা ভ্রমৌ কৃত্বা দিবাকরম্।
পৃথক্ চকার তত্তেজশ্চক্রং বিষ্ণোরকল্পয়ৎ॥
ত্রিশূলঞ্চাপি রুদ্রস্য বজ্রমিন্দ্রস্য চাধিকম্।
দৈত্যদানবসংহর্ত্তৃং সহস্রকিরণাত্মকম্॥
রূপঞ্চ প্রতিমঞ্চক্রে ত্বষ্টা পাদাদৃতে মহৎ।
ন শশাকাথ তদ্‌দ্রষ্টুং পাদরূপং রবেঃ পুনঃ॥"

(মৎস্যপু° ১১ অ°)

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা ইন্দ্র দৈত্যমাতার জঠরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, গর্ভস্থ বালক কটিদেশে হাত রাখিয়া ঊর্দ্ধমুখে অবস্থান করিতেছে, তাহার সমীপে এক মাংসপেশী আছে, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ঐ মাংসপেশী গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ ঐ মাংসপেশী অতিশয় কঠিন এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; পরে ঐ মাংসপেশী হইতে শতপর্ব্বা কুলিশ উৎপন্ন হয়।

"প্রবিশ্য জঠরং শুদ্ধো দৈত্যমাতুঃ পুরন্দরঃ।
দদর্শোর্দ্ধমুখং বালং কটিন্যস্তকরং মহৎ॥
তস্যৈবাস্তেহথ দদৃশে পেশীং মাংসস্য বাসবঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং করাভ্যাং জগৃহেহথ তাম্॥
ততঃ কোপসমাধ্মাতো মাংসপেশীং শতক্রতুঃ।
করাভ্যামর্দ্দয়ামাস ততঃ সা কঠিনাভবৎ॥
ঊর্দ্ধেনার্দ্ধেন ববৃধে অধোহর্দ্ধং ববৃতে তথা।
শতপর্ব্বা চ কুলিশঃ সঞ্জাতো মাংসপেশিতঃ॥"

(বামনপু° ৬৮ অ°)

ভাগবতে লিখিত আছে যে, ইন্দ্র বৃত্রাসুর-বধের জন্য দধীচি-মুনির অস্থিদ্বারা বিশ্বকর্ম্মাকে বজ্রনির্ম্মাণ করিতে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের আদেশে দধীচিমুনির অস্থি দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করেন। ইন্দ্র এই বজ্রদ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৬।১০—১১ অ°) [তাড়িত দেখ।]

আহ্নিকতত্ত্বে লিখিত আছে যে, যখন ভয়ানক বজ্রনির্ঘোষ হয়, সেই সময় পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে জৈমিনিমুনির নাম তিনবার স্মরণ করিলে বজ্রভয় বিদূরিত হয়।

"প্রচণ্ডপবনাঘাতে মেঘেষু স্তনিতেষু যঃ।
ত্রিঃ পঠেজ্জৈমিনীয়োঽস্মি প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ।
তস্য মাভূদ্ভয়ং ঘোরং বিদ্যুতীয়োঽবসীদতি॥"

(আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপু°)

অতিরিক্ত মহাপাতক না হইলে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয় না। নারিকেলাদি উচ্চশিরঃ বৃক্ষে বজ্রপাত হইতে দেখা যায়। বজ্র-পতনের পর সেই গাছ মরিয়া যায়। অনেক সময় বজ্রাঘাতে মৃত বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিলে বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বজ্রপাত হইলে সেই স্থান চূর্ণ হইয়া যায়।

ইংরাজীতে বজ্রকে Thunder-bolt বলে। ইহা মেঘ-দ্বয়ের পরস্পর ঘর্ষণ জন্য বিদ্যুতের সহিত উৎপন্ন হয়। ঐ ঘর্ষণের শব্দ উত্থিত হইলে তাহা বজ্রের ডাক বলিয়া কথিত। প্রবাদ আছে, গোবরগাদায় বা কদলী বৃক্ষে বজ্র নিপতিত হইলে আর উপরে উঠিতে পারে না। অনেকে বলেন, বজ্র দেখিতে লৌহশলাকার ন্যায়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। [বিদ্যুৎ দেখ।]

২ রত্নবিশেষ, হীরক। পর্য্যায়—ইন্দ্রায়ুধ, হীর, ভিদুর, কুলিশ, পবি, অভেদ্য, অশির, রত্ন, দৃঢ়, ভার্গবক, ষট্‌কোণ, বহুধার, শতকোটি। গুণ—ষড়্‌রসোপেত, সর্ব্বরোগাপহারক, সকলপাপনাশক, সৌখ্যকর, দেহদার্ঢ্যকারক ও রসায়ন। (রাজনি°) [বিশেষ বিবরণ হীরক শব্দে দেখ।]

৩ বালক। ৪ ধাত্রী। (মেদিনী) ৫ কাঞ্জিক। (ধরণি) ৬ বজ্রপুষ্প। (শব্দরত্না°) ৭ লৌহবিশেষ, এই বজ্রলৌহ অনেক প্রকার, যথা—নীলপিণ্ড, অরুণাভ, মোরক, নাগকেশর, তিত্তিরাঙ্গ, স্বর্ণবজ্র, শৈবালবজ্র, শোণবজ্র, রোহিণী, কাঙ্কোল, গ্রন্থিবজ্রক, মদনাখ্য। এই লৌহের নামানুরূপ চিহ্ন সকল থাকে। ৮ অভ্রবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

পুরাকালে ইন্দ্র যখন বৃত্রাসুরকে নিহত করিবার জন্য বজ্র উত্তোলন করেন, তখন ঐ বজ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া ভয়ানক শব্দের সহিত পর্ব্বতশিখরে পতিত হয়। যে যে পর্ব্বতশিখরে ঐ অগ্নিকণা নিপতিত হইয়াছিল, তথায় অভ্রের উৎপত্তি হয়। বজ্র হইতে ইহার উৎপত্তি বলিয়া উহার নাম বজ্র হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রভেদে চারিজাতি। ব্রাহ্মণজাতীয় অভ্র শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয়--রক্তবর্ণ, বৈশ্য—পীতবর্ণ, এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেতবর্ণ রৌপ্য সংস্কারবিষয়ে, রক্তবর্ণ অভ্র রসায়নে, পীতবর্ণ অভ্র স্বর্ণসংস্কারবিষয়ে এবং কৃষ্ণবর্ণ অভ্র সর্ব্বরোগে প্রশস্ত।

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র এই চারি প্রকার অভ্র। ইহার মধ্যে বজ্র নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে থাকে, কোন প্রকার বিকৃত হয় না। এই অভ্র অন্য সকল অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্রদ্বারা জরাদিরোগ প্রশমিত হয় এবং ইহাতে অকালমৃত্যু নিবারিত হইয়া থাকে। অভ্রশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত অভ্রই গুণকারক।

শোধিতের গুণ— কষায়, মধুররস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও কৃমিনাশক। ইহা নিত্য সেবনে রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক, বীর্য্যবর্দ্ধক, অত্যন্ত কোমলতাজনক, পরমায়ুবর্দ্ধক, পুত্রজনক, সিংহ সদৃশ বিক্রমজনক, অকালমৃত্যুনাশক, এবং প্রত্যহ একশত স্ত্রী রমণ করিবার শক্তিজনক।

অশোধিতের গুণ—মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদ্গত ও পার্শ্বগত বেদনা এবং শরীরের গুরুতা উৎপাদক। (ভাবপ্র০) [অভ্রশব্দ দেখ]

৯ কোকিলাক্ষবৃক্ষ। ১০ শ্বেতকুশ। (রাজনি০) ১১ সেহুণ্ডবৃক্ষ। (ভাবপ্র০) ১২ শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র, রুক্মিণী গর্ভজাত প্রদ্যুম্নের পুত্র। (গরুড়পু০ ১৪৪ অঃ, ভাগবত ১০।৯০ অ০)

১৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।৪।৫১-৫৯)

১৪ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত পঞ্চদশ যোগ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বজ্রযোগের আদি ৯ দণ্ড নিন্দনীয়, অর্থাৎ এই নয় দণ্ডে যাত্রাদি কোন শুভ কর্ম্ম করিতে নাই।

"ত্যজাদৌ পঞ্চ বিষ্কম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ।
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ॥
বৈধৃতিব্যতীপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যদি কোন বালক এই যোগে জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে বালক গুণী, গুণগ্রাহী, বলবান্, তেজস্বী, রত্ন ও বস্ত্রাদির পরীক্ষক এবং শত্রুনাশক হইয়া থাকে।

"গুণী গুণজ্ঞো বলবান্ মহৌজাঃ সদ্রত্নবস্ত্রাদিপরীক্ষকঃ স্যাৎ।
বজ্রাভিধানে যদি চেৎ প্রসূতো বজ্রোপমঃ স্যাদ্রিপুকামিনীনাং॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

১৫ বৌদ্ধ মতে চক্রাকার চিহ্নবিশেষ।

বজ্রক (ক্লী) বজ্রসংজ্ঞায়াং কন্। বজ্রক্ষার। (রাজনি০) ২ সর্ব্বতোভদ্রচক্রের অন্তর্গত সূর্য্যভোগ্য নক্ষত্র হইতে ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রাত্মক উপগ্রহবিশেষ।

"সূর্য্যভাৎ পঞ্চমং ধিষ্ট্যং জ্ঞেয়ং বিদ্যুন্মুখাভিধম্।
শূন্যঞ্চাষ্টমগং প্রোক্তং সন্নিপাতং চতুর্দ্দশং॥
কেতুমষ্টাদশং প্রোক্তমুল্কা স্যাদেকবিংশতিঃ।
দ্বাবিংশতিতমং কম্পং ত্রয়োবিংশঞ্চ বজ্রকম্।
নির্ঘাতঞ্চ চতুর্ব্বিংশমুক্তা অষ্টাবুপগ্রহাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বজ্রকক্ষার (পুং ক্লী) বজ্রক্ষার। (বৈদ্যকনি০)

বজ্রকঙ্কট (পুং) বজ্রঃ কঙ্কটো দেহাবরণমস্য। হনুমান্।

বজ্রকণ্টক (পুং) বজ্রস্য কণ্টকমিব তদ্বারকত্বাৎ। স্নুহীবৃক্ষ। (জটাধর) ২ কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, চলিত কুলেখাড়া গাছ। (রাজনি০)

বজ্রকণ্টশাল্মলী (স্ত্রী) নরকভেদ। ভাগবতের মতে অষ্টাবিংশতি নরকের মধ্যে এই নরক ত্রয়োদশ। যে সকল পাপী সর্ব্বাভিগামী, যমলোকে তাহাদিগের এই নরকে গতি হইয়া থাকে।

"যস্ত্বিহ বৈ সর্ব্বাভিগমস্তমমুত্র নিরয়ে বর্ত্তমানং বজ্রকণ্টকশাল্মলীমারোপ্য নিষ্কর্ষন্তি॥" (ভাগবত ৫।২৬।২১)

বজ্রকন্দ (পুং) বজ্রাকারঃ কন্দোঽস্য। বজ্রকর্ণ, চলিত সকরকন্দ আলু। (রত্নমা০) ২ তালবৃক্ষের শিরোমজ্জা, তালের মাতি। ৩ বনশূরণ, বুনো ওল। (বৈদ্যকনি০)

বজ্রকপাটমৎ (ত্রি) সুদৃঢ় দ্বারযুক্ত।

বজ্রকপালিন্ (পুং) বজ্রকপালোঽস্যাস্তীতি ইনি। বুদ্ধবিশেষ, পর্য্যায়—হেরম্ব, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, নিশুম্ভীশ, শশিশেখর, বজ্রটীক। (হেম)

বজ্রকর্ণ (পুং) বজ্রকন্দ, চলিত সকরকন্দ আলু। (রত্নমা০)

বজ্রকাঞ্জিক (ক্লী) স্ত্রীরোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—কাঁজি ১ সের, কল্কার্থ পিপুল মূল, পিপুল, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্লবণ, সচল লবণ এই সকল দ্রব্য মিলিত এক পল, পাকার্থ জল ৪ সের, শেষ কাথ ১ সের, যথা নিয়মে পাক করিবে। ইহা কল্ক সহিত পেয়। ইহা সেবন করিলে স্ত্রীদিগের অগ্নিবৃদ্ধি ও আমশূল, এবং কফ নষ্ট হইয়া বল বীর্য্য ও স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। (ভৈষজ্যরত্না০)

বজ্রকারক (পুং) নখী নামক গন্ধ দ্রব্য। (বৈদ্যকনি০)

বজ্রকালিকা (স্ত্রী) বজ্রোপলক্ষিতা কালিকা। ১ মায়াদেবী। ২ শাক্যমুনির মাতা।

বজ্রকালী (স্ত্রী) ১ জিনশক্তিভেদ। ২ হিন্দুদেবীমূর্তিভেদ।

বজ্রকীট (পুং) এক প্রকার কীট। ইহারা প্রস্তর ও কাষ্ঠ কাটিয়া গর্ত্ত করে। বজ্রকীটে যে শিলা কাটিয়া ছিদ্র করে; তাহাই সচক্র গণ্ডকীশিলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। [বজ্রদংষ্ট্র দেখ।]

বজ্রকীল (পুং) বজ্র।

বজ্রকুক্ষি (স্ত্রী) পর্ব্বতগুহাভেদ।

বজ্রকূট (পুং) ১ বজ্রময় পর্ব্বত। "সবজ্রকূটাঙ্গনিপাতবেগবিশীর্ণ-কুক্ষিঃ স্তনয়ন্নুদবান্।" (ভাগবত ৩।১৩।২৮) ২ পর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।৪) ৩ হিমালয়শিখরস্থিত প্রাচীন নগর।

বজ্রকৃচ্ছ্র (পুং) প্রায়শ্চিত্তবিশেষ।

বজ্রকেতু (পুং) অসুরভেদ, নরকরাজ। (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।২৯)

বজ্রক্ষার (ক্লী) বজ্রসংজ্ঞকং ক্ষারং। ক্ষারবিশেষ। পর্য্যায়—বজ্রক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দনার, ধূমোত্থ, ধূমজাঙ্কক। গুণ—অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, ক্ষারক, রেচন; গুল্ম, উদরপীড়া, বিষ্টম্ভ ও শ্রমনাশক।

২ প্লীহরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—সামুদ্র লবণ, সৈন্ধব লবণ, কাচ লবণ, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল লবণ, সোহাগা, ও সাচিক্ষার, সমভাগ চূর্ণ, আকন্দ দুগ্ধ ও সীজ দুগ্ধে তিন দিন ভাবনা দিয়া একটী তামার পাত্রে বদ্ধ করিয়া লেপ দিবে, পরে উহা পুটপাক করিয়া চূর্ণ করিবে। পরে ত্রিকটু, ত্রিফলা, জীরা, হরিদ্রা ও চিতা সমভাগ চূর্ণমিশ্রিত করিয়া ক্ষারের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে হইবে। মাত্রা দোষের বল অনুসারে স্থির করিতে হয়। যদি বায়ুর আধিক্য থাকে, তাহা হইলে উষ্ণ জল অনুপান, শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে ঘৃত, পিত্তের আধিক্যে গোমূত্র এবং ত্রিদোষদুষ্ট হইলে কাঁজি অনুপানের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার উদরী, গুল্ম, শূল, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও প্লীহাদি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° প্লীহরোগাধি°)

বজ্রগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বজ্রগড়, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ।

বজ্রগুগ্গুলু, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসা°)

বজ্রগোপ (পুং) ইন্দ্রগোপকীটভেদ। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রঘাত (পুং) বজ্রপাত।

বজ্রঘোষ (ত্রি) বজ্রপতনের কড়কড় শব্দ। জীমূতমন্দ্র।

বজ্রচর্ম্মন্ (পুং) বজ্রবৎ দুর্ভেদ্যং চর্ম্ম যস্য। খড়্গা, গণ্ডক, গণ্ডার।

বজ্রচুঞ্চু (পুং) গৃধ্রপক্ষী। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রচিহ্ন (ক্লী) বজ্রাকৃতি বা বজ্রের ন্যায় দাগ।

বজ্রজিৎ (পুং) বজ্রং জয়তি তস্য আঘাত সহনেনেতি, জি-ক্বিপ্, তুগাগমশ্চ। গরুড়। (হেম)

বজ্রজ্বলন (পুং) বিদ্যুৎ। সৌদামিনী।

বজ্রজ্বালা (স্ত্রী) বজ্রস্য জ্বালা। ১ বজ্রাগ্নি। (হলায়ুধ)
"বজ্রজ্বালান্তরময়ঃ শাল্মলশ্চান্তরালকৃৎ।" (মৎস্যপু° ১২১।১৪)
২ বিরোচনের পৌত্রী।

বজ্রটঙ্ক শাস্ত্রী, ভবানন্দীয়খণ্ডন ও বজ্রটঙ্কীয় ন্যায়গ্রন্থপ্রণেতা।

বজ্রটীক (পুং) বজ্রেণ বজ্রকপালেন টীকতে প্রকাশতে ইতি টীক-ক। বজ্রকপালি নামক বুদ্ধ। (ত্রিকা°)

বজ্রডাকিনী, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য ডাকিনী মূর্ত্তিভেদ। নেপালে ও তিব্বতে এই ডাকিনীর পূজা প্রচলিত আছে, তথায় অষ্ট বিধ ডাকিনী দৃষ্ট হয়; যথা—শ্বেতবর্ণা লাস্যা, পীতবর্ণা মালা, রক্তবর্ণা গীতা, শ্যামবর্ণা নৃত্যা, শুক্লবর্ণা পুষ্পহস্তা পুষ্পা, পীতবর্ণা ধূপহস্তা ধূপা, রক্তবর্ণা দীপহস্তা দীপা এবং গন্ধহস্তা হরিৎবর্ণা গন্ধা। এই অষ্ট বজ্রডাকিনীকে অনেকে, অষ্টমাতৃকার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।

বজ্রণখা (স্ত্রী) রমণীভেদ। (পা° ৪।১।৫৮)

বজ্রতর (পুং) গাথনীর মসলাবিশেষ।

বজ্রতীর্থ, তীর্থভেদ। বজ্রতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার সবিস্তার পরিচয় আছে।

বজ্রতুণ্ড (পুং) বজ্রং বজ্রতুল্যং কঠিনং তুণ্ডং যস্য। ১ গরুড়। ২ গণেশ। (ত্রিকা°) ৩ গৃধ্র। ৪ মশক। (রাজনি°) ৪ স্নুহীবৃক্ষ, সীজগাছ। (ত্রি) ৫ বজ্রতুণ্ডধর। (ভাগবত ৫।২৬।৩৫)

বজ্রতুল্য (পুং) বজ্রেণ তুল্যঃ। বজ্রসদৃশ।

বজ্রদংষ্ট্র (পুং) বজ্র ইব দংষ্ট্রা যস্য। ১ ইন্দ্রগোপ কীট। ২ বানর (রামায়ণ ৫।৭৯।৬) ৩ অসুরভেদ। (ভাগবত ৮।১০।২০) (ত্রি) ৪ বজ্রের ন্যায় দংষ্ট্রাযুক্ত। ৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৩।১০৯)

বজ্রদক্ষিণ (ত্রি) বজ্রং দক্ষিণে দক্ষিণহস্তে যস্য। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বজ্রযুক্ত। "অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং" (ঋক্ ১।১০১।১) 'বজ্রদক্ষিণং বজ্রযুক্তেন দক্ষিণহস্তোপেতেন' (সায়ণ)

বজ্রদগ্ধ (ত্রি) বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ। চিকিৎসাসারে বজ্রদগ্ধের তাপজ্বালানিবারণবিষয়ক কএকটী বিধি আছে।

বজ্রদণ্ড (ত্রি) হীরকশোভিত দণ্ড। (দেবীপুরাণ)

বজ্রদণ্ডক (ক্লী) গুল্মভেদ।

বজ্রদত্ত (পুং) ১ ভগদত্তের পুত্রভেদ। (ভারত) ২ বৌদ্ধ-গ্রন্থকারভেদ। (স্থবিরা° ১।৩৯৭)

বজ্রদন্ত (পুং) বজ্রমিব কঠিনা দন্তা যস্য। ১ শূকর। ২ মূষিক।

বজ্রদন্তা, নদীভেদ। (দিগ্বিজয়° ৫৯৩।১)

বজ্রদশন (পুং) বজ্রমিব কঠিনং দশনমস্য। ১ মূষিক। (হেম) ২ বজ্রদন্ত।

বজ্রদাম, কচ্ছপঘাতবংশীয় একজন রাজা, লক্ষণের পুত্র। ইনি গাধিনগরপতিকে পরাজিত করিয়া গোপাদ্রি অধিকার করিয়াছিলেন।

বজ্রদৃঢ়নেত্র (পুং) যক্ষরাজভেদ।

বজ্রদেশ (পুং) জনপদভেদ।

বজ্রদেহ (ত্রি) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ। ২ বলরাম।

বজ্রদ্রু (পুং) বজ্রবারকো দ্রুঃ। স্নুহীবৃক্ষ। (অমর)

বজ্রদ্রুম (পুং) বজ্রবারকো দ্রুমঃ। স্নুহীবৃক্ষ, সীজগাছ।
'সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।' (ভাবপ্র°)

বজ্রদ্রুমকেসরধ্বজ (পুং) গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

বজ্রধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। বজ্রস্য ধরঃ। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ বৌদ্ধযতিবিশেষ। (ত্রিকা°) ৩ বল্লালপুরাধিপতি রাজবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ৮।৫৪০)

বজ্রধর, বৌদ্ধতন্ত্র বর্ণিত আদিবুদ্ধভেদ। তিব্বতীয় বৌদ্ধতন্ত্র মতে ইনি প্রধান বুদ্ধ, প্রধান জিন, গুহ্যপতি, সকল তথাগতের প্রধান মন্ত্রী, অনাদি, অনন্ত ও বজ্রসত্ব। অপদেবতাগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া শপথ করে যে বুদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে কখন তাহারা হস্তক্ষেপ করিবেনা।

কোন কোন বৌদ্ধতন্ত্রমতে বজ্রধর ও বজ্রসত্ব দুই জন ভিন্ন। বজ্রধরই আদিদেব, তিনি সম্যক্ সমাধিতে নিয়ত অবস্থিত, বজ্রসত্ব দ্বারাই তিনি মানবের কল্যাণ বিধান করিয়া থাকেন। ধ্যানী বুদ্ধের সহিত মানুষী বুদ্ধের যে সম্পর্ক, বজ্রধরের সহিত বজ্রসত্বের সেইরূপ সম্পর্ক।

বজ্রধাত্রী (স্ত্রী) বিরোচনের পত্নীভেদ।

বজ্রনখ (ত্রি) নৃসিংহ। (তৈত্তিরীয় আ° ১০।১।৬)

বজ্রনগর (ক্লী) দানবশ্রেষ্ঠ বজ্রনাভপ্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (হরিব°)

বজ্রনাভ (ত্রি) ১ স্কন্দানুচর মাতৃভেদ। ২ দানবরাজভেদ। ৩ রাজা উক্‌থের পুত্র। ৪ উন্নাভের পুত্র। ৫ স্থলের পুত্র। ৬ কৃষ্ণের জ্যোতিঃ।

বজ্রনাভীয় (ত্রি) বজ্রনাভ নামক দানবসম্বন্ধীয়।

বজ্রনারাচ (ক্লী) অস্ত্রবিশেষ। "এতত্তু বজ্রনারাচং পট্টোজ্ঝিতমিদং জগুঃ।" (লোকপ্র° ৪০১)

বজ্রনির্ঘোষ (পুং) বজ্রস্য নির্ঘোষঃ। বজ্রজনিত শব্দ। (হলায়ুধ)

বজ্রনিষ্পেষ (পুং) বজ্রাণাং নিষ্পেষঃ সংঘর্ষধ্বনিঃ। বজ্রনির্ঘোষ। মেঘসংঘর্ষজনিত ধ্বনিঃ। বজ্রনির্ঘোষ। পর্য্যায়—স্ফূর্জথু।

বজ্রপঞ্জর (পুং) ১ দুর্গাস্তোত্রভেদ। ২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্যা° ৩১।১৭) ৩ দানবভেদ।

বজ্রপত্রিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ (Asparagus Racemosa)।

বজ্রপাণি (পুং) বজ্রং পাণৌ যস্য। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ ব্রাহ্মণ।
"বজ্রপাণির্ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।
বৈশ্যা বৈ দানবজ্রাশ্চ কর্ম্মবজ্রা যবীয়সঃ॥" (ভারত ১।১৭১।৫১)
৩ বৌদ্ধ মতে, দেবযোনিভেদ। ৪ ধ্যানী বোধিসত্বভেদ। নেপাল, ভোট, সিকিম ও ভোটানে এখনও বজ্রপাণির দ্বিভুজ-ভীষণমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। ত্রিমেদ্-বেল্-ত্রেঙ্ নামক ভোটগ্রন্থে লিখিত আছে, এক সময়ে সকল বুদ্ধ মেরু-শিখরে সমবেত হইলেন। কিরূপে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত আহৃত হইবে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য সকলে সম্মিলিত। তৎকালে অসুরেরা মানবজাতির প্রতি হলাহল প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল; এখন অমৃত বিতরণ করিয়া মানবসমাজ রক্ষা করিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব। বুদ্ধগণ মেরু দ্বারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। তাহাতে অমৃত সমুদ্রোপরি ভাসিয়া উঠিল। বজ্রপাণির উপর সেই অমৃতরক্ষাভার অর্পিত হইল। ঘটনাক্রমে রাহু বোধিসত্বগণের গুপ্তকাণ্ড জানিতে পারিল এবং বজ্রপাণির অসাক্ষাতে কুম্ভ নিঃশেষ করিয়া অমৃত পান করিয়া পলাইল। বজ্রপাণি পরে অমৃতাপহরণ জানিতে পারিয়া রাহুকে ধরিবার জন্য ছুটিলেন। প্রথমে সূর্য্যলোকে গেলেন। সূর্য্য রাহুর ভয়ে প্রকৃত সংবাদ না দিয়া এক জনকে যাইতে দেখিয়াছেন, এই মাত্র বলিলেন। তথা হইতে বজ্রপাণি চন্দ্রলোকে আসিলেন। চন্দ্র সমস্ত বলিয়া দিলেন। অবিলম্বে বজ্রপাণি রাহুকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার বজ্রাঘাতে রাহুর শরীর দ্বিখণ্ডিত হইল, তাহার মুখমাত্র অবশিষ্ট রহিল, নিম্নাংশ এককালে উড়িয়া গেল। কেবল অমৃতপ্রভাবে তাহার প্রাণ রহিল। তৎপরে বোধিসত্বগণ সমবেত হইলেন। রাহুর প্রস্রাবে মহানর্থকর হলাহল উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সৃষ্টিনাশ হইবার উপক্রম হইল। বোধিসত্বগণের পরামর্শে বজ্রপাণি সেই মূত্র পান করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিলেন। তখন বজ্রপাণির অনুপম সুন্দররূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের উপর রাহুর জাতক্রোধ থাকিল। কেবল বজ্রপাণির কৌশলে একবারে চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারিতেছে না।

বজ্রপাণি যখন রাহুকে আক্রমণ করেন, তখন রাহুর ক্ষত হইতে অমৃত রক্ষিত হইতে থাকে। সেই রস পৃথিবীতে যে খানে যেখানে পড়িল, সেই খানে নানা ভেষজ উৎপন্ন হইল। ভোটদেশে যে সকল কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ বজ্রপাণিমূর্ত্তি আছে, তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তে বজ্র, বামহস্তে ঘণ্টা পাশ প্রভৃতি এবং কটিদেশে মুণ্ডমালা।

বজ্রপাণিত্ব (ক্লী) বজ্রপাণের্ভাবঃ ত্ব। বজ্রপাণির ভাব, বা ধর্ম্ম।

বজ্রপাত (পুং) বজ্রস্য পাতঃ পতনং। বজ্রপতন।

বজ্রপাষাণ (ক্লী) দৃঢ় পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রপুর (ক্লী) বজ্রস্য পুরং। বজ্রনগর। (জৈনহরি° ১৭।৩৩)

বজ্রপুষ্প (ক্লী) বজ্রমিব পুষ্পং। তিলপুষ্প। (অমর) ২ শত-পুষ্প, শুলফা। স্ত্রিয়াং টাপ্। বজ্রপুষ্পা—শতাহ্বা, শুল্‌ফা।

বজ্রপ্রস্থ (পুং) বিদ্যাধরভেদ।

বজ্রপ্রভাব (পুং) করূষরাজভেদ।

বজ্রপ্রস্তারিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রপ্রায় (ত্রি) বজ্রের ন্যায় কঠিন।

বজ্রবাহু (পুং) ১ ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১৬৫।৮) ২ রুদ্র। ৩ অগ্নি। ৪ উড়িষ্যার একজন রাজা।

বজ্রবীজক (পুং) বজ্রমিব কঠিনং বীজমস্য কন্। লতাকরঞ্জ।

বজ্রভূমি (স্ত্রী) নগরভেদ।

বজ্রভূমিরজস্ (ক্লী) বৈক্রান্ত মণি। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রভৃকুটী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রভৃঙ্গী (স্ত্রী) মধুর তৃণ বিশেষ, গুড়াম্বু। গুণ—কটু, উষ্ণ, শ্বাস, হিক্কা, কম্প, কণ্ঠরোগ, বাতগুল্ম, পীনস প্রভৃতি রোগনাশক। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রভৃৎ (ত্রি) বজ্রং বিভর্ত্তি-ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ইন্দ্র। (ঋক্ ১।১০০।১২)

বজ্রভৈরব, বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের উপাস্য এক ভীমকায় বিকট ভৈরবমূর্ত্তি। ভোটদেশে ইহাই যমান্তক শিবমূর্ত্তি বলিয়া পূজিত। ইহার বহুমুখ ও বহুহস্ত। সর্ব্ব নিম্ন মুখটী মহিষমুণ্ডাকার। হস্তে নানা প্রহরণ। পদতলে বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী অসংখ্য পাষণ্ড নিপতিত।

বজ্রমণি (পুং) হীরক।

বজ্রময় (ত্রি) বজ্র-স্বরূপে ময়ট্। বজ্রস্বরূপ, বজ্রতুল্য। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

বজ্রমিত্র (পুং) রাজভেদ। (ভাগবত ১২।১।১৬)

বজ্রমুকুট (পুং) রাজা প্রতাপ-মুকুটের পুত্র।

বজ্রমুষ্টি (ত্রি) ১ ইন্দ্র। (রামায়ণ ৬।৭২।২৯) (পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামা° ৫।১৮।১৪) ৩ আরণ্য শূরণকন্দ, শূরণসদৃশ কন্দভেদ। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রমূলী (স্ত্রী) বজ্রমিব কঠিনং মূলং যস্যাঃ। মাষপর্ণী। (রাজনি°)

বজ্রমূষা (স্ত্রী) অন্ধমূষা যন্ত্র।

বজ্রযোগ, ফলিত জ্যোতিষোক্ত যোগবিশেষ।

বজ্রযোগিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ২ ঢাকাজেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে বরদযোগিনী নামে খ্যাত।

বজ্ররথ (পুং) বজ্রমিব রথো যস্য। ক্ষত্রিয়।

"বজ্রপাণির্ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।"

(ভারত ১।১৫১।৫১)

বজ্ররদ (পুং) বজ্রমিব রদোঽস্য। ১ শূকর। ২ বজ্রতুল্য দন্ত।

বজ্ররাত্র (ক্লী) নগরভেদ।

বজ্ররূপ (ত্রি) বজ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

বজ্রলিপি (স্ত্রী) লিপিপ্রকারভেদ। [দেবনাগর দেখ]

বজ্রলেপ (পুং) গাথনির মসলাভেদ। অপক্ব তিন্দুক, অপক্ব কপিত্থ, শাল্মলীপুষ্প, শল্লকীর বীজ, ধন্বন-বল্কল ও যব, দ্রোণ পরিমাণ জলে সিদ্ধ করিয়া উহার অষ্টভাগাবশেষ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে ; পরে নামাইয়া তাহাতে শ্রীবাস-করস,গুগ্‌গুলু, ভল্লাতক, কুন্দুরু, ধূনা, অতসী ও বিল্ব প্রভৃতি দ্রব্যের কল্ক সংযোগ করিলে বজ্রলেপ প্রস্তুত হয়।

এই বজ্রলেপ উত্তপ্ত করিয়া প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী, লিঙ্গ, প্রতিমা, কুড্য ও কূপে বিলেপন করিলে, তত্তদ্‌দ্রব্য সহস্রাযুত বর্ষকাল স্থায়ী হয়। লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগ্‌গুলু, গৃহধূম, কপিত্থ, বিল্ববীজ, নাগবলাফল, তিন্দুক, মদনফল, মধুক, মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জরস ও আমলকের কল্ক মিশাইলে দ্বিতীয় প্রকার কল্ক প্রস্তুত হইয়া থাকে। গো, মহিষ ও ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভরোম, মহিষের চর্ম্ম, গব্যঘৃত এবং নিম্ব ও কপিত্থরসে কল্ক করিয়া মিশাইলে বজ্রতর নামে লেপ প্রস্তুত হয়। (বৃহৎসংহিতা ৫৭ অঃ)

সাধারণতঃ যে সকল প্রলেপ বজ্রবৎ কঠিন হইয়া উঠে বা তদ্বৎ দৃঢ়সংলগ্ন থাকে, তাহাকে বজ্রলেপ বলা যাইতে পারে।

"বারাণস্যাং কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি।" (তীর্থতরঙ্গিণী)

বজ্রলেপঘটিত (ত্রি) বজ্রলেপদ্বারা সম্বদ্ধ।

বজ্রলৌহক (ক্লী) ১ কান্তলৌহ। বৈদ্যকনি°) ২ চুম্বক।

বজ্রবটকমুণ্ডূর (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডূরচূর্ণ ৬ পল, পাকার্থ গোমূত্র ৬ সের, পাক শেষ হয় হয় এরূপ সময়ে নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিতে হয়। পরে ৪ মাষা পরিমাণ বটক প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান তক্র। প্রক্ষেপ দ্রব্য—পিপুল মূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, এই মণ্ডূর সেবন করিলে পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, উরুস্তম্ভ, ক্রিমি, প্লীহা প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° পাণ্ডুরোগাধি°)

বজ্রবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, চিতা, মরিচ, প্রত্যেকে এক ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, কাঠডুমুরের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান এবং ঔষধের মাত্রা দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিবে। এই ঔষধসেবনে কুষ্ঠ ও পামা রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° কুষ্ঠরোগাধি°)

বজ্রবধ (পুং) ১ বজ্রপতন দ্বারা মৃত্যু। ২ গুণকাঙ্কভেদ। (Cross multiplication)

বজ্রবরচন্দ্র (পুং) উড়িষ্যারাজভেদ।

বজ্রবর্ম্মন্, একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রবল্লী (স্ত্রী) বজ্রমিব কঠিনা বল্লী। অস্থিসংহারকলতা। চলিত হাড়জোড়া বা হাড়ভাঙ্গা লতা। (হারাবলী)

বজ্রবাটল (দেশজ) অতিশয় দৃঢ়।

বজ্রবারক (ত্রি) বজ্রনিবারণকারী, যাহাদের নাম করিলে বজ্রভয় নিবারিত হয়। জৈমিনি, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন, পুলস্ত্য ও পুলহ এই পাঁচ জন ঋষির নাম করিলে বজ্রপাতভয় দূর হয়, এইজন্ত এই পাঁচ জন বজ্রবারক বলিয়া অভিহিত।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ॥" (পুরাণ)

বজ্রবারাহী (স্ত্রী) মায়াদেবী। পর্য্যায়—মারিচী, ত্রিমুখা, বজ্রকালিকা, বিকটা, গৌরী, পাত্রীরথা। (ত্রিকা°)

বজ্রবাহনিকা, বজ্রবাহিকা (স্ত্রী) বজ্রেশ্বরী বিদ্যা। (লিঙ্গপু° ২।৫১অঃ) [বজ্রেশ্বরী বিদ্যা দেখ]

বজ্রবিদ্রাবিণী (স্ত্রী) বৌদ্ধ দেবীভেদ।

বজ্রবিষ্কম্ভ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

বজ্রবিহত (ত্রি) বজ্রপাত দ্বারা আহত।

বজ্রবীজক (পুং) বন্ধুকনাম লতাভেদ।

বজ্রবীর (পুং) মহাকাল নামক মূর্ত্তিভেদ।

বজ্রবৃক্ষ (পুং) বজ্রনিবারকো বৃক্ষঃ। সেহুণ্ড বৃক্ষ, সীজ গাছ।

বজ্রবেগ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ বিদ্যাধরভেদ।

বজ্রশল্য (পুং) বজ্রমিব কঠিনং শল্যং গাত্রলোম শলাকা যস্য। শল্যক নামা জন্তু, চলিত সজারু। (রাজনি°)

বজ্রশাখা (স্ত্রী) বজ্রস্বামী প্রবর্ত্তিত জৈনধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

বজ্রশিষ্য (পুং) ভৃগুর পুত্রভেদ।

বজ্রশৃঙ্খলা (স্ত্রী) বজ্রবৎ শৃঙ্খলং যস্যাঃ। জৈনমতে, ষোড়শ বিদ্যাদেবীর একতম। (হেম)

বজ্রশৃঙ্খলিকা (স্ত্রী) বজ্রাস্থি। চলিত কুলেখাড়া, হিন্দী—তালমাখনা, কলিঙ্গ—কোকিস্তা, বম্বে - বিখরা।

বজ্রসংঘাত (পুং) ১ বজ্রসদৃশ কঠিন। ২ ভীম। (আদিপর্ব্ব) ৩ গাথনির মসলা বিশেষ। অষ্টভাগ সীসক, দ্বিভাগ কাংস্য ও একভাগ রীতিকা যোগে "বজ্রসংঘাত" নামক কঠিন মিশ্রধাতু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বজ্রসংহত (পুং) বুদ্ধভেদ। (ললিতবি°)

বজ্রসত্ত্ব (পুং) ধ্যানী বুদ্ধভেদ। [বজ্রধর দেখ।]

বজ্রসত্ত্বাত্মিকা (স্ত্রী) ধ্যানী-বুদ্ধের পত্নী।

বজ্রসমাধি (পুং) বৌদ্ধমতে=চিত্তের যোগসমাধি বিশেষ।

বজ্রসমুৎকীর্ণ (ত্রি) ১ হীরকখোদিত। ২ কঠিন যন্ত্রদ্বারা উৎখাত।

বজ্রসিংহ (ত্রি) ১ একজন হিন্দুরাজা।

বজ্রসার (ত্রি) বজ্রবৎ সারঃ। ১ বজ্র সমান সার, বজ্রের তুল্য সারযুক্ত। ২ হীরক।

বজ্রসারময় (ত্রি) বজ্রসারস্বরূপে ময়ট্। বজ্রসারসদৃশ। হীরকনির্ম্মিত।

বজ্রসূচি[চী] (স্ত্রী) ১ হীরক নির্ম্মিত সূচি। ২ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত উপনিষদ্‌ভেদ।

বজ্রসূর্য্য (পুং) অতিসারবত্বাৎ বজ্রমিব তেজস্বিত্বাৎ সূর্য্য ইব। বৃক্ষবিশেষ। (ত্রিকা°)

বজ্রসেন (পুং) ১ শ্রাবস্তিপুরীর একজন রাজা। ২ আচার্য্যভেদ।

বজ্রস্থান (ক্লী) নগরভেদ।

বজ্রস্বামিন্ (পুং) জৈন সপ্তদশ পূর্ব্বির একতম। (স্থবিরা° ১৩)

বজ্রহস্ত (ত্রি) বজ্রং হস্তে যস্য। বজ্রপাণি, ইন্দ্র। (ঋক্ ১৭৩।১০) এই অর্থে অগ্নি, মরুদ্গণ, শিব প্রভৃতিকেও বুঝায়। স্ত্রিয়াং টাপ্, বজ্রহস্তা—২ সমিধভেদ। ৩ বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রহস্ত দেব, গঙ্গবংশীয় একজন রাজা। তিনি ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি ছিলেন। কলিঙ্গনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পিতার নাম কামার্ণব ও মাতা বিনয়মহাদেবী।

বজ্রহুণ (ক্লী) নগরভেদ।

বজ্রা (স্ত্রী) বজতি গচ্ছতীতি বজ গতৌ রক্ টাপ্। ১ স্নুহী-বৃক্ষ। ২ গড়ূচী। (মেদিনী) ৩ দুর্গা।

"বজ্রাঙ্কুশকরী দেবী বজ্রা তেনোপগীয়তে।" (দেবীপুঃ ৪৫ অ°)

বজ্রাংশু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ।

বজ্রাকর (পুং) হীরকখনি।

বজ্রাকৃতি (ত্রি) বজ্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। চিকা+বা ক্রুশের ন্যায় আকৃতি। পূর্ব্বে ব্যাকরণে জিহ্বামূলীয় বর্ণ সংজ্ঞায় যে চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, তাহা বজ্রাকৃতি বলিয়া কথিত।

বজ্রাখ্য (ক্লী) বজ্রং আখ্যা যস্য। ১ বজ্রপাষাণ, ফুলথড়ি। (পুং) ২ সেহুণ্ড বৃক্ষ। (সুশ্রুত চি° ৯ অ°) ৩ বজ্রশব্দার্থ।

বজ্রাঘাত (পুং) ১ বজ্রপাত। ২ আকস্মিক দুর্ঘটনা বা বিপদ।

বজ্রাঙ্কিত (ত্রি) বজ্রচিহ্নযুক্ত।

বজ্রাঙ্কুশী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবী বিশেষ।

বজ্রাঙ্গ (পুং) বজ্রমিব অঙ্গং যস্য। ১ সর্প। (রাজনি° ইহার পাঠান্তর 'বক্রাঙ্গ'। (ত্রি) ২ বজ্রতুল্য অঙ্গবিশিষ্ট, যাহা অঙ্গ বজ্রের ন্যায় কঠিন। স্বার্থে কন্। বজ্রাঙ্গক।

বজ্রাঙ্গী (স্ত্রী) বজ্রাঙ্গ-ঙীষ্। ১ গবেধুকা। (শব্দচ°) ২ অস্থিসংহারী, হাড়ভাঙ্গা লতা। (ভাবপ্র°)

বজ্রাচার্য্য, নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্য্য বা গুরু। তিব্বতে এই বজ্রাচার্য্যই এখন লামা নামে খ্যাত। [লামা দেখ]।

বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক হিন্দুসমাজে মন্ত্রগুরু বা আচার্য্যের যে স্থান, নেপালে বৌদ্ধসমাজে বজ্রাচার্য্য সেইরূপ অশেষ ভক্তি ও পূজার পাত্র। নেপালের মুণ্ডিতকেশ 'বাঁড়া' নামক বৌদ্ধ আচার্য্যগণ দুইভাগে বিভক্ত—ভিক্ষু ও বজ্রাচার্য্য। যাঁহারা সংসারত্যাগী ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ভিক্ষু এবং যাঁহারা গৃহস্থ ও অভ্যন্তরচর্য্য পালন করেন, তাঁহারাই বজ্রাচার্য্য।

বজ্রাচার্য্য গৃহস্থ, সুতরাং স্ত্রী পুত্র লইয়া বিহারে বাস করেন বটে, কিন্তু ইনি এক প্রকার নেপালের বৌদ্ধসমাজের কার্য্যকরী মন্ত্রণাদাতা, এবং প্রধান মন্ত্রগুরু। এক একটী বিহার এক একজন বজ্রাচার্য্যের অধীন। নেপালের বহুসংখ্যক বিহার আছে, সুতরাং বহুসংখ্যক বজ্রাচার্য্যও দেখা যায়। নেপালের কি বাঁড়া, কি সাধারণ বৌদ্ধ গৃহী সকলেই অবনত মস্তকে বজ্রাচার্য্যের আদেশ ও উপদেশ পালন করিতে বাধ্য? [নেপাল দেখ]

নেপালের সাধারণ মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধগণ বজ্র ধারণ করিতে পারেন না, যিনি এই বজ্রধারণে অধিকারী তিনিই বজ্রাচার্য্য নামে খ্যাত। নেবারীদিগের নিকট বজ্রাচার্য্যেরা 'গুভাজু' বা 'গুভাল' নামেও খ্যাত। বজ্রাচার্য্যের অনুষ্ঠেয় বা প্রবর্ত্তিত মতই বজ্রযান নামে খ্যাত। ভোট ও নেপালের বৌদ্ধগণ এক্ষণে বজ্রযান মতাবলম্বী ঘোর তান্ত্রিক। এক্ষণে বজ্রযান নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত :—

```
                    বজ্রযান
                       |
         ┌─────────────┴─────────────┐
      নিম্নতন্ত্র                    উত্তরতন্ত্র
         |                             |
   ┌─────┴─────┐              ┌────────┴────────┐
ক্রিয়াতন্ত্র   চার্য্যতন্ত্র    যোগতন্ত্র         অনুত্তরতন্ত্র
```
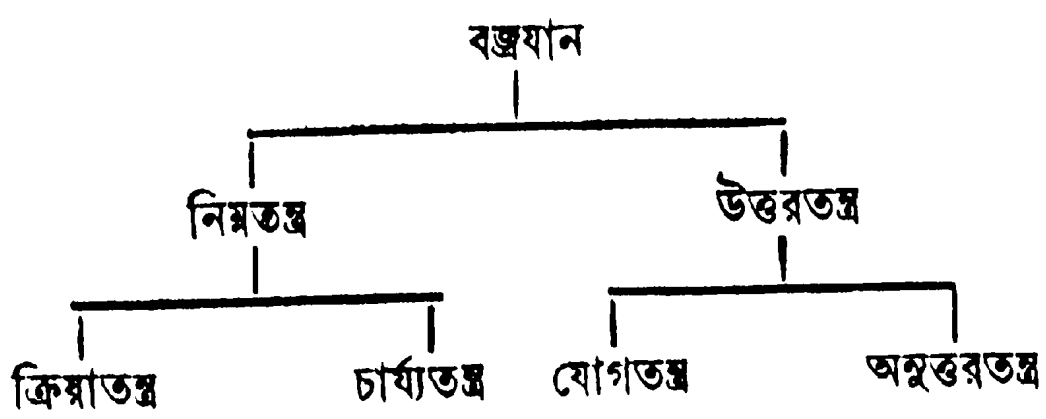
বজ্রাচার্য্যেরা পঞ্চমকারের বিশেষ ভক্ত। *

বজ্রাদিত্য (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

বজ্রাভ (পুং) বজ্রস্য হীরকস্য আভা ইব আভা যস্য। ১ দুগ্ধপাষাণ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ হীরকতুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট।

বজ্রাভ্যাস (পুং) গুণকভেদ (Cross multiplication)

বজ্রাম্বুজা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বজ্রায়ুধ (ত্রি) বজ্রং আয়ুধো যস্য। ১ ইন্দ্র। (ভাগ° ৬।১১।১৩) ২ একজন প্রাচীন কবি।

বজ্রাশনি (পুং) বজ্র। (ত্রিকা°)

* বজ্রাচার্য্যের অভিষেকক্রিয়াদি Hodgson's Nepal and Tibet p. 139-145 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বজ্রাসন (ক্লী) ১ যোগের আসনভেদ। ২ বুদ্ধের আসনভেদ।

বজ্রাস্থিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কোকিলাক্ষ বৃক্ষ। (রাজনি°)

বজ্রাহত (ত্রি) বজ্রাঘাত দ্বারা মৃত।

বজ্রাহিকা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রাহ্ব (ক্লী) তগরপাদুক। (বৈদ্যকনি°)

বজ্রিজিৎ (পুং) ১ ইন্দ্রবিজয়ী। ২ গরুড়।

বজ্রিন্ (পুং) বজ্রোঽস্ত্যস্যেতি বজ্র (অত ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৭) ইতি ইনি। বজ্রধারী ইন্দ্র। ২ বুদ্ধ বা জৈনসাধু। (ত্রি) ৩ বজ্রবিশিষ্ট। ৪ ইষ্টকাভেদ।

বজ্রিণী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ। (সহ্যা° ৩৩।১০২)

বজ্রিবস্ (ত্রি) বজ্রধারী। (ঋক্ ১।১২১।১৪)

বজ্রী (স্ত্রী) বজ্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্নুহী ভেদ। (ভাবপ্র°)

বজ্রেশ্বর (পুং) নেপালস্থ তীর্থভেদ। এখানে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধমিশ্রিত তান্ত্রিকাচার বিদ্যমান আছে।

বজ্রেশ্বরী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

বজ্রেশ্বরী বিদ্যা, গুপ্তবিদ্যাভেদ। ইহার অপর নাম বজ্রবাহনিকা বিদ্যা। যথাবিধি বজ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক এই বিদ্যা দ্বারা অভিষেক করিবে এবং কাঞ্চন দ্বারা তাহাতে মন্ত্র লিখিবে। পরে কোন জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই বজ্র গ্রহণপূর্ব্বক লক্ষ জপ করিয়া বজ্রকুণ্ডে ঘৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে। ইহা দ্বারা বজ্র সর্ব্ব শত্রুজয়কারী হইয়া থাকে। এইরূপে জপ দ্বারা পূতঃ বজ্র নৃপতিগণ রক্ষা করিবেন।

পুরাকালে ইন্দ্রের উপকারার্থ ব্রহ্মা মহাদেবের নিকট হইতে অভ্যাস করিয়াছিলেন। কোন সময়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপের উপদিষ্ট বিদ্যা দ্বারা সোমরস হরণপূর্ব্বক বিশ্বরূপকে নিহত করেন। তদনন্তর ইন্দ্র সোমযোগে হুতঃ হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র প্রজাপতি ত্বষ্টা তাঁহাকে সোমরস দানে অস্বীকার করেন, তাহাতে কুপিত হইয়া ইন্দ্র বলপূর্ব্বক সোমরস পান করিলে, প্রজাপতি 'ইন্দ্রশত্রু বৃদ্ধি হউক' বলিয়া যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন। তাহাতে কালাগ্নিসদৃশ বৃত্র নামে অসুর প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর সেই অসুরবর ইন্দ্রের পশ্চাদ্ধাবিত হইলে ভয়বিহ্বল ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরিন্দম তুমি এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত বজ্র ত্যাগ কর, এখনই তোমার শত্রু বিনষ্ট হইবে।

এই বজ্রেশ্বরী মন্ত্রের প্রথম গায়ত্রী, তৎপরে ওঁ ফট্ জহি ইত্যাদি" মন্ত্র। এই ব্রাহ্মীবিদ্যা সর্ব্বশত্রুক্ষয়কারিণী। ইহা দ্বারা বশীকরণ, বিদ্বেষ, উচ্চাটন স্তম্ভন, মোহন, তাড়ন, উৎসাদন, ছেদন, মারণ প্রতিবন্ধন, সেনাস্তম্ভন প্রভৃতি সকল কর্ম্মই গায়ত্রী দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"আয়াহি বরদে দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবীকে আবাহনপূর্ব্বক পূজাজপাদি বাহ্যকার্য্য এবং বশ্যাদি ক্রিয়াকরত 'ব্রাহ্মণেভ্যোহভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথা সুখং' মন্ত্র দ্বারা দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। তার পর বহ্নিস্থাপনপূর্ব্বক হোম করিবে। এই বিদ্যা দ্বারা সকল প্রকার কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বশ্যার্থী জাতিপুষ্প দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিবে। ঘৃতকরবীর দ্বারা হোম করিলে আকর্ষণ সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প দ্বারা হোম করিলে বিদ্বেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তৈল-হোমে উচ্চাটন, মধু দ্বারা স্তম্ভন, তিলহোমে মোহন, খর, গজ বা উষ্ট্র রুধিরে তাড়ন, কুশহোমে পাটন, রোহীবীজে মারণ ও উচ্চাটন, পান পত্র দ্বারা বন্ধন এবং মনঃশিলা হোমে সৈন্যস্তম্ভন হয়। এতদ্ভিন্ন ঘৃতহোমে সিদ্ধি, দুগ্ধ হোমে বিশুদ্ধি, তিলহোমে রোগ নাশ, পদ্ম হোমে ধন, মধূকপুষ্প হোমে কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাবিত্রী দ্বারা অযুতত্রয় হোম করিলে সকল প্রকার জয়াদি সাধিত হয়।

(লিঙ্গপু° ২।৫১-৫২ অঃ)

াজ্রোদরী (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ।

াজ্ বজ, কলিকাতার ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। এই স্থান এখন বাণিজ্য-বন্দররূপে পরিগণিত। কলিকাতা হইতে নিরন্তর মালপত্র রপ্তানীর জন্য রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের মধ্যভাগে নবাবসৈন্যের সহিত ইংরাজদিগের একটী যুদ্ধ হয়। পরিশেষে ইংরাজসৈন্য দুর্গ অধিকার করে। [ক্লাইব দেখ।]

াঞ্চ, গমন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বঞ্চতি। লোট্ বঞ্চতু। লিট্ ববঞ্চ। লুট্ বঞ্চিতা। লুঙ্ অবঞ্চীৎ অবঞ্চিষ্টাং অবঞ্চিষুঃ। সন্ বিবঞ্চিষতে। যঙ্ বনীবচ্যতে। যঙ্লুক্ বনীবঞ্চীতি। ণিচ্ বঞ্চয়তি, লুঙ্ অববঞ্চৎ। বচ প্রলম্ভন। চুরাদি° আত্মনে°। লট্ বঞ্চয়তে।

াঞ্চক (পুং) বঞ্চয়তে প্রতারয়তীতি বঞ্চ-ণিচ্-ণ্বুল। ১ শৃগাল। (অমর) ২ গৃহবভ্রু। (ত্রি) ৩ খল, ধূর্ত্ত।

"শৃণু পুত্র বঞ্চকানাং সকলকলাহৃদয়সারমতি কটিলম্।"

(কলাবিলাস ১।২৯)

৩ চোর।

াঞ্চথ (পুং) বঞ্চতি প্রতারয়তীতি বঞ্চ (শীঙ্শপীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। ১ ধূর্ত্ত। ২ বঞ্চনা। ৩ কোকিল।

াঞ্চন (ক্লী) বঞ্চ-ভাবে ল্যুট্। ১ প্রতারণ। (হেম) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, লোকের নিকট প্রতারিত হইলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা প্রকাশ করিবেন না।

"বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।" (চাণক্য শ্লো°)

বঞ্চিত (ত্রি) বঞ্চ্যতে স্মেতি বঞ্চ-ণিচ্ ক্ত। বঞ্চনাবিশিষ্ট, প্রতারিত, পর্য্যায় বিপ্রলব্ধ। (হেম) "বিধিনাজনএব বঞ্চিতস্তদধীনং খলু দেহিনাং সুখং।" (কুমারস° ৪।১০)

বঞ্চনতা (স্ত্রী) বঞ্চনস্য ভাবঃ তল-টাপ্। বঞ্চনের ভাব বা ধর্ম্ম।

বঞ্চনবৎ (ত্রি) বঞ্চন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। বঞ্চনবিশিষ্ট, প্রতারিত।

বঞ্চনা (স্ত্রী) বঞ্চ-ণিচ্ যুচ্-টাপ্। প্রতারণা।

"তে কান্তং মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্।
স্বর্গাভিসন্ধি সুকৃৎ বঞ্চনামিব মেনিরে॥" (কুমারস° ৬।৪৭)

বঞ্চনীয় (ত্রি) বঞ্চ-অনীয়র্। প্রতারণীয়।

"শত্রোর্বিখ্যাতবীর্য্যস্য বঞ্চনীয়স্য বিক্রমৈঃ।" (রামায়ণ ৬।৮৯।৫)

বঞ্চয়তৃ (ত্রি) বঞ্চ-ণিচ্ তৃচ্। বঞ্চক, প্রতারক।

বঞ্চয়িতব্য (ত্রি) বঞ্চ-ণিচ্ তব্য। বঞ্চনার যোগ্য, প্রতারণার যোগ্য।

"আশাবতাং শ্রদ্দধতাঞ্চ লোকে কিমর্থিনাং বঞ্চয়িতব্যমস্তি"

(হিতোপদেশ)

বঞ্চিন্ (ত্রি) বঞ্চনাকারী।

বঞ্চুক (ত্রি) বঞ্চতি প্রতারয়তীতি বঞ্চ-উকন্। প্রতারণশীল। পর্য্যায়—ধূর্ত্ত, বঞ্চুক। (শব্দরত্না°)

বঞ্চ্য (ত্রি) বন্চ ণ্যৎ (বঞ্চের্গতৌ। পা ৭।৩।৬৪) ইতি ন কুত্বং। গমনীয়, গমনযোগ্য।

বঞ্জনাচল, পর্ব্বতভেদ। (শিব উ° ১৩।১৮)

বঞ্জরা (স্ত্রী) নদীবিশেষ।

বঞ্জুল (পুং) বজতীতি বজ গতৌ বাহুলকাৎ উলচ্, নুম্ চ। ১ তিনিশবৃক্ষ। ২ অশোকবৃক্ষ। ৩ স্থলপদ্মবৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৪ পক্ষিবিশেষ। (হলায়ুধ) ৫ বেতসবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

বঞ্জুলক (পুং) ১ বৃক্ষভেদ। ২ পক্ষিভেদ।

বঞ্জুলদ্রুম (পুং) বঞ্জুলো দ্রুমঃ। অশোকবৃক্ষ। বঞ্জুল শব্দার্থ।

বঞ্জুলপ্রিয় (পুং) বঞ্জুলস্য প্রিয়ঃ, বঞ্জুলঃ প্রিয়শ্চেতি কর্ম্মধারয়ো বা। বেতসবৃক্ষ।

'বিদুলো বেতসঃ শীতো বানীরো বঞ্জুলপ্রিয়ঃ।' (রত্নমালা)

বঞ্জুলা (স্ত্রী) বঞ্জুল-টাপ্। অতিশয় দুগ্ধবতী গাভী, দুধোলগাই। (হেম) ২ নদীবিশেষ। (বামনপু° ১৩।৩২) মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী সহ্যাদ্রি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণী চ বঞ্জুলা।
দক্ষিণাপথনদ্যস্তাঃ সহ্যপাদাদ্বিনিঃসৃতাঃ॥" (মৎস্যপু° ১১৩।২৯)

বঞ্জুলাবতী (স্ত্রী) দক্ষিণপর্ব্বত হইতে বহির্গতা নদীবিশেষ।

বট, বেষ্টন। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বটতি। লোট্ বটতু। লিট্ ববাট ববটতুঃ। লুট্ বটিতা। লুঙ্ অবটীৎ, অবাটীৎ। বট-ভেদ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্।

এই ধাতু ইদিৎ, বটি বট। লট্ বণ্টতি। বট বণ্টন, বিভাজন চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। এই ধাতুও ইদিৎ। লট্ বণ্টয়তি পক্ষে বণ্টতি। "বণ্টন্তি হাটকং যস্মাৎ প্রাপ্য বিপ্রাঃ পরস্পরম্।" (হলায়ুধ) এই ধাতুর চুরাদির প্রয়োগ প্রায় দেখা যায় না, কেবল গণেই চুরাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'অয়ং চুরাদৌ কৈশ্চিন্ন পঠ্যতে ইতি দুর্গসিংহাদয়ঃ' (দুর্গাদাস) বট বেষ্টন, ২ ভাগ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বটয়তি। লুঙ্ অবীবটৎ।

বট (পুং) বটতি বেষ্টয়তি মূলেন বৃক্ষান্তরমিতি বট-পচাদ্যচ্। স্বনামখ্যাত ছায়া বৃক্ষ, বটগাছ (Ficus Bengalenesis syn. Ficus Indica)। স্থানীয় নাম, হিন্দী—বর, বড়্, বর্গট। মহারাষ্ট্র—বট। কলিঙ্গ—আল। তৈলঙ্গ—মরিচেট্টু, মারি, পেড়ি মরি ; উৎকল—বোরু। বাঙ্গালা—বড়, বট ; কোল—বোই ; লেপছা—কাস্থি ; মলয়ালম—পেরমু, পেরলিমু ; গোঁড় —বরেল্পী ; উত্তর-পশ্চিম-বোরা, কুর্কু ; নেপাল—বোরহর ; পস্থু—বাগাৎ, হাজারা—ফগ্‌বাড়ী, কণাড়ী—আলব, আনদ, আল ; ব্রহ্ম—পিত্ত-ত্যৌঙ্গ ; শিঙ্গাপুর—মহান্নুগ ; ইংরাজী—Banyan tree। সংস্কৃত পর্য্যায়—ন্যগ্রোধ, বহুপাৎ, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, রক্তফল, শৃঙ্গী, কর্ম্মজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্দরুহ, মণ্ডলী, মহাচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিফারুহ, বহুপাদ, বনস্পতি।

হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র এই বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহা ৭০ হইতে ১০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়া থাকে এবং শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া বহুদূরব্যাপী হয়। ঐ বটচ্ছায়া শীতল, আতপতাপক্লিষ্ট পথিকের পক্ষে ইহা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কর্ণেল সাইকস্ নর্ম্মদা নদী-বক্ষস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে সুবৃহৎ বটবৃক্ষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উহা সাধারণে 'কবীর বট' নামে প্রসিদ্ধ। অনেকে উহাকে Nearchus বর্ণিত সেই সুপ্রাচীন বৃক্ষ বলিয়া মনে করেন। পুণার (Gaz Vol. xviii) অন্ধ্ উপত্যকার অন্তর্গত মৌগ্রামে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। উহার ছায়াতলে ২০হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত, বৃক্ষের পরিধি প্রায় ২হাজার ফিট এবং উপর হইতে যতগুলি ঝুরী বা শিকড় (air-roots) নামিয়াছে, তাহার মধ্যে ৩২০টী মোটা গুড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৩ হাজার সরু শিকড় মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, ঐ শিকড়ের অন্তরালে ৭ হাজার লোক অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিত। নর্ম্মদার ভীষণ বন্যায় ঐ দ্বীপের একাংশ ধসিয়া যাওয়ায়, গাছটীও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী শিবপুর গ্রামস্থ রয়েল বোটানিকেল গার্ডেনে এবং বোম্বাই প্রদেশের সাতারা উদ্যানে ঐরূপ দুইটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। শিবপুর ভৈষজ্য-উদ্যানের রক্ষক ডাঃ কিং বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বৃক্ষটী ১ শত বর্ষ প্রাচীন, ১৭৮২ খৃঃ খর্জ্জুর বৃক্ষের উপর উহার জন্ম। উহার ২৩২টী শিকড় গুড়িরূপে মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াছে এবং উহার মূলগুড়ির ব্যাস প্রায় ৪২ ফিট্। পত্র সমাচ্ছাদিত শাখা-প্রশাখায় ইহার ছায়ার পরিধি ৮৫৭ ফিট্। এখনও এই বৃক্ষ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সাতারার বটবৃক্ষ পরিদর্শন করিয়া মিঃ ওয়ার্ণার লিখিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতার বৃক্ষ হইতে অনেক বড়। উহার পরিধি ১৫৮৭ ফিট এবং উহা উত্তর দক্ষিণে ৫৯৫ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৪৪২ ফিট।

বট ও অশ্বত্থ (F. religiosa) সুদূরব্যাপী স্থানে ছায়া বিস্তার করে বলিয়া পুণ্য-বৃক্ষরূপে গণ্য। এই কারণে অনেকে পথের ধারে বা পুষ্করিণীর তীরে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে। পঞ্জাবে ইহা পথিককে নিশা-শিশির হইতে রক্ষা করে। এক দিকে ইহার উপকারিত্ব যেরূপ, অপর দিকে উহা তেমনিই অপকারক। পক্ষীরা বটফল খাইয়া যদি গৃহছাদ বা মন্দিরোপরি বিষ্ঠা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই বিষ্ঠাস্থিত বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যেই দেওয়াল মধ্যে শিকড় বিস্তার করিয়া ফেলে। তখন দেওয়াল ভাঙ্গিয়া শিকড় সমেত গাছ উঠাইয়া না ফেলিলে নিস্তার নাই। অবহেলা করিলে গাছ শীঘ্রই বাড়িয়া উঠিয়া গৃহ ধ্বংস করিয়া ফেলে। হিন্দুগণ পাপ-স্পর্শের ভয়ে বট বা অশ্বত্থ নষ্ট করিতে চাহে না। সযত্নে জীবন্ত বৃক্ষ সমূলে উঠাইয়া স্থানান্তরে পুঁতিয়া রাখে।

দক্ষিণভারতের রত্নগিরি জেলায় বটবৃক্ষের উপর কর নির্দ্দিষ্ট আছে, কারণ বাদুড়েরা সাধারণতঃ Calophyllum inophyllum বৃক্ষের ফলের বীজ বিষ্ঠা সহ তদুপরে ত্যাগ করিয়া থাকে। ঐ বীজে তৈল হয়। অনেক বট-গাছে লাক্ষাও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বটের আটায় তাহার সিকি মাত্রা সর্ষপ তৈল মিশাইয়া জ্বাল দিলে এক প্রকার আটা প্রস্তুত হয়, ঐ আটায় পাখী মারারা আঠা-কাঠির দ্বারা পাখী ধরিয়া থাকে। আসামীরা ইহা হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত করিত। লখিমপুর এবং মান্দ্রাজের বেল্লরী জেলায় এখনও ঐ কাগজ হয়। অনেকে ঝুরির আঁইস (fibre) দ্বারা দড়ি করে, কিন্তু তাহা বিশেষ কোন কাজে লাগে না।

দুগ্ধবৎ বটের আটা বেদনা-নাশক। বাতজ বেদনাস্থানে ঐ আটার প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। পায়ের তলা কাটিয়া

গেলে অথবা দাঁত কন্‌কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা দন্ত মাড়িতে আটা লাগাইয়া দিলে যাতনার উপশম হয়। ইহার ছালের কাথ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদায়ক। বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি বটপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত করিয়া ফোড়ার উপর দিলে পুল্টিসের কার্য্য করে। গণোরিয়া রোগে ইহার শিকড়চূর্ণ বিশেষ উপকারী। উহা সালসার কার্য্য করে।

কচি শাখার কাথ রক্তোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগাগুলি বমননিবারক, শুষ্ক বটের আটা ও ফল স্বপ্নদোষ (Sperma torrhœa), প্রমেহ (gonorrhœa)-নাশক ও কামোদ্দীপক, কচি কুড়ি ও দুগ্ধগুলি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাময়-রোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের জ্বালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সরু শুষ্ক ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র!

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আটা রবারের ন্যায় গুণযুক্ত।

[রবার দেখ।]

গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্তজ্বরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, মেহ, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

শীতল, গুরু, গ্রাহক, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক।

বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্বত্থ এই দুইটী বৃক্ষ পূজনীয় এবং বটবৃক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ।

"কথং ত্বয়াশ্বত্থবটৌ গোব্রাহ্মণসমৌ কৃতৌ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি তরুভ্যস্তৌ কথং পূজ্যতমৌ কৃতৌ॥
অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্‌ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ধ্রুবম্॥"

(পাদ্মোত্তরখ° ১৬০ অ°)

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং দুঃখ আপদ্ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্য এই বৃক্ষ অতিশয় পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জলসেক করিলে পাপ ধ্বংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ ছায়াবৃক্ষ, ইহার ছায়া অতি সুশীতল, এই বৃক্ষ সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

২ কপর্দ্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩ গোল। ৪ ভক্ষ্যবিশেষ, চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হেম)

(ক্লী) ৬ ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক ষোড়শ বন। এই ষোড়শ বট যথা—১ সঙ্কেত বট, ২ ভাণ্ডীর বট, ৩ যাবক বট, ৪ শৃঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, ৬ শ্রীবট, ৭ জটাজূটবট, ৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্থবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট, ১২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ রুদ্রবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, ১৬ সাবিত্রাখ্যবট। এই ষোড়শ বটবন। * (ত্রি) বটতীতি বট-অচ্। ৭ গুণ।

বটক (পুং) বট এব স্বার্থে কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। গুণ—বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকপ্রস্তুতের প্রণালী ও গুণাদির বিষয় লিখিত আছে;—মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয়; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক; বিশেষতঃ অর্দ্দিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটক উক্ত ঘোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবু খণ্ডাদির) সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বটক প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী ভিন্ন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে। পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, জীরা, লবণ, হিং, শুঁঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটী দ্রব্যের চূর্ণ এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অম্লরসাস্বাদ হয়। ইহাকে কাঞ্জীকবটক কহে। এই বটক রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অম্লিকাবটক—তেঁতুল জলে ভিজাইয়া চট্‌কাইতে হইবে, পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শস্ত জলে মিশ্রিত

হইয়াছে, তখন বটকগুলি অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অম্লিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জীবটকের ন্যায় গুণযুক্ত।

তক্রবটক—মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক করিলে, সংস্কার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত বটকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ডবটক—কুমড়ায় উক্তরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মাষবটকের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু।

মুদ্গবটক—মুগের বড়া পূর্ব্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মুদ্গের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চলিত বড়ি।

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামগুটিকা বটী।
মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

'দশ গুঞ্জাস্তু মাষঃ স্যাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোণস্তোলকো দ্রঙ্ক্ষণশ্চ সঃ॥' (শব্দমালা)

বটকণীকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ খণ্ড।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগচ্ছ, শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) শ্বেতার্জক, শ্বেতবাবুই। (বৈদ্যকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

"কূপোদকং বটচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্॥" (উদ্ভট)

বটজটা (স্ত্রী) বটস্য জটা। বট গুঙ্গা, বটের ঝুরি।

বটতীর্থনাথ (ক্লী) গুজরাতের ওখমণ্ডলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখন বয়েত নামে খ্যাত। (প্রভাস খ° ৮০।১৫) স্কন্দপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মাহাত্ম্যে এই তীর্থের সবিস্তার বিবরণ আছে।

বটদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। (শক্তি সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন।
[যবদ্বীপ দেখ।]

বটপত্র (পুং) বটস্যেব পত্রং যস্য। সিতার্জক, শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°) (ক্লী) ২ বটের পাতা। স্বার্থে কন্। বটপত্রক।

বটপত্রা (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রমস্যাঃ। ত্রিপুরমালী পুষ্পবৃক্ষ। ২ বৃত্তমল্লিকা। (রাজনি°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পাষাণ-ভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়—ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, ইরাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনামিকা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্র মেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাজনি°)

বটযক্ষিণীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুক্কুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। ৪ চৌর। ৫ চঞ্চল। (শব্দরত্না°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ। ১ যক্ষ। যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। (ত্রি) ২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী তীর্থ।
(উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রজ্জু দড়ি। (অমরটীকার রামাশ্রম)

বটারকা (স্ত্রী) রজ্জু, দড়ি।

"ক্ষত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্ম্মস্থৈর্য্যবটারকাম্।"(ভারত ১২।৩২৯।৩৯)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বটারকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি।
মনুর্মনুজশার্দ্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ॥" (ভার° ৩।১৮৭।৪০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী মহাতীর্থ। কাবেরীর পার্শ্বে কুম্ভালমের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

'নাম চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্তু হারকঃ।' (শব্দমালা)

বটাশ্বত্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন ভাবে পুঁতিয়া পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

'উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটিকদেহিকা দেবী॥' (হারাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সম্মতিসূচকার্থ। আমরা বনবাসী বটি। (শকুন্তলা)

বটিকা (স্ত্রী) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। বটী, চলিত বড়ি, পর্য্যায়—নিস্তলী। (শব্দচ°)

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামা বটিকা বটী।
মোদকো গুটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥" (ভাবপ্র০)

২ ব্যঞ্জনোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। (ভাবপ্র০)

বটিস (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।
'ওরে তুই কে বটিস্‌ রে কে বটিস্‌।'

বটী (স্ত্রী) বট-অচ্‌, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ বটিকা। (ভাবপ্র০) ২ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী, ক্ষীরকাষ্ঠা। গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি০) (ত্রি) তরক্ষু।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিভ্যাঞ্চ। উণ্‌ ১।৯) ইতি উ। ১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।
'বালকো মাণবো বালঃ কিশোরো বটুরিত্যপি।' (শব্দরত্না০)
৪ কুটন্নট বৃক্ষ চলিত শোণাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।
"ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ॥"
(মহানির্ব্বাণত০ ১।২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদুদ্ধারের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের স্তোত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধারস্তোত্র কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও স্তবাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—
"উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেহন্তং আপদুদ্ধরণং তথা
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেহন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাঢ্যো শক্তিরুদ্ধো মহামন্তঃ॥" (তন্ত্রসার)

"হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় ঐং হ্রীঁ" এই একবিংশাক্ষর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ্‌ বিদূরিত হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মূর্ত্তিন্যাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাত্বিক ধ্যান—
"বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুন্তলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্‌
হস্তাজ্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্‌॥"

রাজসধ্যান—
"উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধুকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥"

তামসধ্যান—
"ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথশৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্‌॥"

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা ষোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে ষড়ঙ্গাদি পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্র রাকিণীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জপ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পুরশ্চরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংশ ঘৃত, মধু শর্করান্বিত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধান্যের অন্ন বা পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একটি ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শত্রুগণের সৈন্যগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শত্রুর নামোল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।
"শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ॥"

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত শত্রুর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। জরাদিরোগ, শত্রুভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকভৈরবের স্তবশ্রবণ বা পাঠ করিলে জরাদি রোগ ও শত্রুভয় প্রশমিত হয়।

২ বারাণসীস্থ দেবমূর্ত্তিবিশেষ।

বটুকরণ (ক্লী) বটোঃ করণং। উপনয়ন। (ত্রিকা°)

বটূরিন্ (ত্রি) ১ পদদ্বারা বেষ্টনশীল। ২ সর্ব্বব্যাপ্তিবৎ। "ছিদ্ধি বটূরিণা পদা" (ঋক্ ১।১৩৩।২) 'বটূরিণা পদা বেষ্টনশীলেন' (সায়ণ)

বটে (দেশজ) বাস্তবিক। যথার্থপক্ষে।

'এ মেয়ে কেমন মেয়ে বটে' (বিদ্যাসুন্দর)

বটের (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Perdix olivacea)।

বটেশ্বর (ক্লী) কাশ্মীরস্থিত লিঙ্গতীর্থ। (রাজতর° ১।১৯৪) বটেশ্বরমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও পূজাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। (স্কান্দে নাগরখং)

বটেশ্বর, মুদ্রাপ্রকাশ নামক মুদ্রারাক্ষস-টীকাপ্রণেতা। ইনি গৌরীশ্বরের পুত্র। ২ একজন প্রাচীন কবি।

বটোদকা (স্ত্রী) পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ।

"তত্র চন্দ্রবসা নাম তাম্রপর্ণী বটোদকা।
তৎপুণ্যসলিলৈর্নিত্যমুভয়ত্রাত্মনো মৃজন্॥"
(ভাগবত ৪।২৮।৩৫)

বট্টকেরাচার্য্য (পুং) আচারসূত্রপ্রণেতা। বসুনন্দী ইহার টীকা রচনা করেন।

বট্য (পুং) ১ বটবৃক্ষ সম্বন্ধীয়। ২ ধাতুবিশেষ।

বট্কারা (দেশজ) দ্রব্যাদির তৌলমাপক পরিমাণভেদ, বাট্কারা।

বট্কারিয়া (দেশজ) তামাসাকারী।

বট্কেরা (দেশজ) তামাসা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ।

বট্খারা (দেশজ) ১ ওজনমান। ২ খর্ব্বাকার মনুষ্য। বাঁটুল।

বঠ, স্থৌল্য, সামর্থ্য। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বঠতি। লুঙ্ অবঠীৎ। বঠি—বঠ ধাতু একচর্য্যা, অসহায়গমন, একাকী গমন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বণ্ঠতে। লিট্ ববণ্ঠে। লুট্ বণ্ঠিতা। লুঙ্ অবণ্ঠিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ বলিয়া নুমাগম হইয়াছে।

বঠর (পুং) বক্তীতি বচ (বচিমনিভ্যাং চিচ্চ। উণ্ ৫।৩৯) ইতি অরপ্রত্যয়শ্চান্তাদেশঃ। ১ মূর্খ। ২ অম্বষ্ঠ। ৩ শব্দকার। ৪ বক্র। (সংক্ষিপ্তসার উণা°) (ত্রি) ৫ শঠ। ৬ মন্দ।

বড়, বড়ি-বড় ধাতু। ১ আরোহণ, এই অর্থে ইহা সৌত্রধাতু। ২ বিভাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্; ভ্বাদিপক্ষে লট্ বণ্ডতে, লিট্ ববণ্ডে। লুট্ বণ্ডিতা। লুঙ্ অবণ্ডিষ্ট। চুরাদিপক্ষে লট্ বণ্ডয়তি, লুঙ্ অববণ্ডৎ।

বড়্ (দেশজ) বট শব্দের অপভ্রংশ।

বড় (দেশজ) বৃহৎ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ।

বড়, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ ও নগর। [বাড় দেখ]

বড় আদালৎ (আরবী) শ্রেষ্ঠ আদালৎ, প্রধান বিচারালয়, হাইকোর্ট (High court)।

বড়কট্টলই, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বড় কড়ি (দেশজ) ১ গুল্মবিশেষ। (Sida graveolens) ২ বৃহদাকার সামুদ্রিক কড়ি। ৩ গৃহের ছাদে দিবার জন্য বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড।

বড় করেলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Momordica muricata)।

বড়করবীর (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Nerium odorum)।

বড় কানুড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Crinum toxicarium)।

বড় কুন্দ (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (Jasminum arborescens)।

বড় কুকুরছিট্কী (দেশজ) গুল্মভেদ (Ixora undulata)

বড় কুকুশিম (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Coryza lacera)।

বড়কু-বলিয়ুর, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তিন্নেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। নান্গুণেরী হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ৮°২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯´ পূঃ। ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে প্রতিবৎসর বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বড় কেশতি (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Ageratum aquaticum)।

বড় কেশুরীয়া (দেশজ) কেশুর গাছ (Scirpus grossus)।

বড়খীরুই (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Euphorbia hirta)।

বড়গাঁও, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে জি, আই, পি, রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। স্থানটী নিতান্ত বাণিজ্যহীন নহে। প্রতি মঙ্গলবারে এখানে হাট বসে। ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজ-মর্য্যাদার হ্রাসকারী একটী ক্ষুদ্র দরবার হয়। তাহাতে ইংরাজ সেনাপতি বাধ্য হইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের অধিকৃত সমুদায় রাজ্য মহারাষ্ট্রকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। রঘুনাথ রাওকে পেশবা-পদে অধিষ্ঠিত করিতে আসিয়া ইংরাজ-সেনাপতি এই লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

বড়গাছ (দেশজ) ১ বৃহৎ বৃক্ষ। (Croton oblongifolium) ২ বটবৃক্ষ।

বড়গুজর, ছত্রিশ রাজপুতকুলের একতম। তাহারা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচিত। এই জাতি এক সময়ে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ছিল। কালে কচ্ছবাহগণ প্রবল হইয়া তাহাদিগকে রাজোড় হইতে তাড়াইয়া দেয়। তদবধি বড়গুজরেরা অনুপসহরে আসিয়া বাস করে। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালেও এই জাতির প্রাধান্য নষ্ট হয় নাই। তখন তাহারা খুর্জা, দিবাই, পহাসু প্রভৃতি স্থানে ভূম্যধিকারী সামন্তরূপে পরিগণিত ছিল।

তাহাদের মধ্যে বংশানুগত কিংবদন্তী এই যে, মচেরী প্রদেশের দেবতী-রাজ্যের রাজধানী রাজোড় হইতে রাজা প্রতাপ সিংহ স্বীয় আত্মীয় ও স্বজাতীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া পিতমপুরের নিকটস্থ ঘেরিয়া নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। কোএল নগরে তিনি দোর-জাতীয়া এক রাজপুত-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দোরবাজপুতগণের প্রীতিভাজন হন। তদনন্তর তিনি দোরদিগের সাহায্যে মেবাতী ও ভিহর জাতিকে পদানত করিয়া বুলন্দসহরের পূর্ব্বাংশে গঙ্গাকূলে প্রায় ২৪ শত গ্রাম অধিকার করেন। মৃত্যু সময়ে তিনি বুলন্দসহর জেলার পহাসুর নিকটবর্ত্তী চৌন্দেরা নগরে স্বীয় রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপের জতু ও রাণু নামে দুই পুত্র ছিল। জতু রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাতিহার নামক স্থানে এবং রাণু চৌন্দেরায় রাজপাট স্থাপন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি শাসন করিয়াছিলেন।

কনোজের রাঠোর-রাজবংশের আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, রাঠোরপতি নয়নপালের পৌত্র ভরত বড়গুজর-সর্দ্দার রুদ্রসেনের নিকট হইতে কনকশির রাজ্য অধিকার করিয়া লন। বংশতালিকাকথিত নয়নপাল খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

কাতিহার এবং অনুপসহরের বড়গুজরেরা অদ্যাপিও আপনাদের কুলধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অন্যান্য স্থানের, বিশেষতঃ মুজঃফরনগরের বড়গুজরেরা আলা-উদ্দীন্ খিলজীর রাজ্যকালে ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহারা রাজপুতকুলের গৌরবজ্ঞাপক ঠাকুর উপাধি পরিত্যাগ করে নাই, তাই এখনও ঠাকুর আকবর আলী খাঁ, ঠাকুর মর্দ্দন আলী খাঁ প্রভৃতি নামেরও প্রচলন দেখা যায়। অনেকে মুসলমান হইলেও হিন্দুর হোলিপর্ব্বে মদ্যাদি পান সহকারে বিশেষ আমোদপ্রমোদ করিয়া থাকে; এই প্রথার কিন্তু ক্রমশঃ হ্রাস ঘটিতেছে। বিবাহের সময় ইহারা গৃহদ্বারে একটী কাহার রমণীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া থাকে। প্রবাদ—কোন কাহারিন্ চাকরাণীর নির্দেশ অনুসারে তাহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ মেবাতীদিগকে ধ্বংসমুখে পতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া আজিও তাহারা কাহার রমণীকে এইরূপে সম্মান করিয়া থাকে।

মুজঃফরনগরবাসী বড়গুজরেরা বলে যে, তাহারা আলবার রাজ্যের দক্ষিণস্থ দোবন্দেশ্বর নামক স্থান হইতে সর্দ্দার কুমারসেনের সহিত এখানে আসিয়াছে। এখনও তাহারা উক্ত কুমারসেনের পূর্ব্বপুরুষ "বাবা মেঘার" স্মরণার্থে উৎসব করিয়া থাকে। তাহারা প্রধানতঃ গহলোত, ভটি, তোমর, চৌহান, কাতিহার, চাণবার ও পণ্ডির রাজপুতকে কন্যা দেয় এবং গহলোত, বাছল, পণ্ডির, চৌহান, বাঙ্গ, জঙ্গার প্রভৃতি শ্রেণীর কন্যা গ্রহণ করে।

বড়গেনহল্লী, দক্ষিণ-ভারতের মহিসুর-রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৩°২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫২´ পূঃ। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। স্থানীয় তুলা ও আলুর ব্যবসা লিঙ্গায়তগণ এক চেটিয়া করিয়াছে।

বড়গোখুরী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Kyllingia umbellata)।

বড়চকমা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Quercus squamosa)।

বড়চনা (দেশজ) চণকভেদ (Cicer arietinum)।

বড় চুয়া (দেশজ) ইন্দুরভেদ (Mus decumanus)।

বড়চুলী (দেশজ) জলজ বৃক্ষভেদ (Menyanthes Indica)।

বড়ছুঁচা (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus Iria)।

বড়জালগাঁথী (দেশজ) তৃণবিশেষ (Panicum setigerum)।

বড়টগর (দেশজ) পুষ্পবৃক্ষভেদ (Tabernæmontana coronaria)

বড়ডানকুনা (দেশজ) মৎস্যভেদ (Clupea vittata)।

বড়নগর, পশ্চিম-ভারতের গুজরাত-প্রদেশের বড়োদা রাজ্যের অন্তর্গত কড়ি জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গমাইল। এখানকার উত্তরপশ্চিম সীমায় যে খাড়ি আছে, তাহার জল ঈষৎ লবণাক্ত হওয়ায় পানের অনুপযোগী হইয়াছে। প্রায় ৮০ হইতে ১০০ ফিট্ গভীর কূপ-খনন না করিলে সুমিষ্ট জল পাওয়ার আশা করা যায় না।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। বিশ নগর হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। প্রবাদ, অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় কোন রাজা ১৪৫ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করেন এবং পরমারবংশীয় কোন রাজকুমারের নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া তথায় বড়নগর রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নাগরগোত্রীয় রাজগণের রাজধানী আনন্দপুরেই এই বড়নগর স্থাপিত হয়। এই বড়নগরের নাম হইতেই এখানকার ব্রাহ্মণগণ নাগর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। আনন্দপুরে ২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নাগরগোত্রীয়দিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। [দেবনাগর দেখ।]

চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে এই নগরের সমৃদ্ধি ও জনতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বহুকাল হইতে এখানে বড়োদা-রাজের আশ্রিত দীনোজ ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছে। তাহারা কদাচারী ও দস্যুপ্রকৃতিক, ঐ ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচার ও উপদ্রবের পরিচয় পাইয়া বোম্বাই গবর্মেণ্ট সয়াজী মহারাজের রাজত্বকালে তাহাদিগকে বড়োদা দরবারের

অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন। এখনও এখানে প্রায় ২ শত ঘর দীনোজ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এখন তাহারা দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই প্রায় ব্যবসা বাণিজ্যে বা অপর কাজকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ইংরাজরাজত্বে শান্ত হইয়াছে।

বড়নির্ব্বিষি (দেশজ) গুল্মভেদ (Scirpus glomeratus)।

বড়নোনিয়া (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Portulaca pilosa)।

বড়নৌকা (দেশজ) ১ বৃহৎ নৌকা। ২ জলজ গুল্মভেদ (Pontederia vaginalis)

বড়ন্দ (দেশজ) তৃণভেদ (Panicum uliginosum)।

বড়পটুকা (স্ত্রী) মৎস্যভেদ (Tetrodon fornicatus)।

বড়পটোল (দেশজ) পটোল জাতীয় লতাভেদ (Trichosanthes dioica)

বড়পত্রাঙ্গী (দেশজ) পক্ষিভেদ। (Merops Philippensis)।

বড়পাথা-মেলপাথী, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলার সুজালী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর।

বড়পানীমরিচ (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Polygonum pilosum)।

বড়পিনিনটা (দেশজ) তৃণভেদ (Poa Chinensis)।

বড়ফুটিকা (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Melastoma Malabathrica)

বড়বটের (দেশজ) পক্ষিভেদ (Perdix olivacea)।

বড়বড়্যা (দেশজ) বহুভাষী। বাচাল।

বড়ভী (স্ত্রী) বড়াতে আরুহ্যতেঽত্রেতি বড় বাহুলকাৎ অভিচ্, কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। গৃহ-চূড়া, চলিত মুদনি। পর্য্যায়—গোপানসী, চন্দ্রশালিকা, কূটাগার। (ত্রিকা°)

'চন্দ্রশালা চ বড়ভী স্যাতাং প্রাসাদমূর্দ্ধনি।' (শ্রীধর)

বড়ভি, বড়ভী, বলভি ও বলভী এই চারি প্রকার রূপ হইয়া থাকে। তৃণনির্ম্মিত গৃহের পাইড় প্রভৃতি এবং ছাদের উপরিভাগে নির্ম্মিত যে গৃহ, তাহাই চন্দ্রশালা (চিলের ঘর।)

বড়র (বরুড়), দাক্ষিণাত্যবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা জাতকর্ম্মাদি অনেক বিষয়ে হিন্দুপদ্ধতির অনুকরণ বটে, কিন্তু শূকর, ইন্দুর প্রভৃতি ঘৃণিত মাংসও ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে গাড়ীবড়র, জাতাবড়র ও মাটীবড়র নামে কয়টী থাক আছে। স্ব স্ব শ্রেণীর বৃত্তি অনুসারে ইহারা এইরূপ সামাজিক আখ্যা লাভ করিয়াছে। ইহারা যল্লমা, জনাই, সাতভাই ও ব্যঙ্কোবার পূজা দেয়। বিবাহের পর মারুতিপূজা দিবার বিধি আছে।

বড়বা (স্ত্রী) বলং বাতীতি বল-বা-ক-টাপ্, ডলয়োরৈক্যাৎ লস্য ডত্বং। ১ ঘোটকী। ২ বড়বারূপধারিণী সূর্য্যপত্নী। (ভাগবত ৮।১৩।৮) ৩ অশ্বিনী নক্ষত্র। ৪ নারীবিশেষ। ৫ দাসী। ৬ বাসুদেবের স্বনামখ্যাতা পরিচারিকা। (হরিব° ৩৫।৩) ৭ বাড়বাগ্নি। ৮ নদীবিশেষ। (ভারত ৩।২২১।২৪) ৯ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮২।৮৮) [পবর্গে বড়বা শব্দ দেখ।]

বড়বাকৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা কৃতঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাসবিশেষ।

"ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাকৃতঃ॥" (নারদ)

'বড়বা দাসী তল্লোভাদঙ্গীকৃতদাস্যঃ' (দায়ক্রমসংগ্রহ)

কোন কোন স্থানে ইহার 'বড়বাভৃত' ও 'বড়বাহৃত' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বড়বাগ্নি (পুং) বড়বায়াঃ সমুদ্রস্থিতায়াঃ ঘোটক্যাঃ মুখস্থোঽগ্নিঃ। সমুদ্রস্থিত অগ্নি, বড়বানল।

বড়বান্ (বাধ্‌বান, বর্দ্ধমান) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৩৭ বর্গমাইল। বোম্বে বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই রাজ্য মধ্যদিয়া বিস্তৃত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে সন্ধি অনুসারে এখানকার সর্দ্দারগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর সামন্তরূপে পরিগণিত হইয়াছেন।

এখানকার সর্দ্দার দাজীরাজ ঠাকুরসাহেব রাজকোটের রাজকুমার কলেজে শিক্ষা-সমাপন করিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার রাজস্ব আদায় ৪ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৮৬৯২৲ টাকা কর দিতে হয়। তাঁহারা ঝালাবংশীয় রাজপুত, জ্যেষ্ঠপুত্রই পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ৫ শত।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। বোম্বে বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের এখানে একটী ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ২২°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°৪৪´৩০´´ পূঃ। নগরের দক্ষিণে রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ। পরিখা ও প্রাকারাদি দ্বারা নগরটী সুরক্ষিত। এখানে ঘৃত, তুলা, নানারকম শস্য ও দেশী সাবানের বিস্তৃত কারবার আছে। দেশীয় ভাস্করগণ শিল্পবিদ্যায় সম্যক্ উন্নত। ভাবনগর-গোণ্ডাল রেলপথের সহিত উপরোক্ত রেলপথের এখানে মিলন হওয়ায় স্থানীয় সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে।

৩ কাঠিয়াবাড় এজেন্সীর ইংরাজাবাস। বর্দ্ধমান রাজ্যের মধ্যে উপরোক্ত বড়বান নগর হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে স্থাপিত। এখান হইতে রেলপথ দিয়া বোম্বাই ও আহ্মদাবাদ এবং ভাবনগর ও রাজকোট যাওয়া যায়। পূর্ব্বে বড়বান দরবার হইতে বার্ষিক ২২৫০ টাকা খাজনায় এইস্থান ও ২৫০ টাকা খাজনায় যুবরাজ গিরাসিয়ার অধিকৃত স্থান ভাড়া লইয়া এই রাজ-সদর (Civil Station) স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে

জেল, স্কুল, ধর্ম্মশালা, ঔষধালয় ও ঘটিকাস্তম্ভ (Clock-tower) প্রভৃতি শোভিত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আছে। গিরাসিয়ার ভূমিদানের জন্য ইংরাজরাজ তাঁহার সন্তান সন্ততিদিগকে রাজকুমার কলেজে পাঠের অধিকার দিয়াছেন।

বড়বানল (পুং) বড়বায়াঃ অনলঃ। বড়বাগ্নি। পর্য্যায়—সলিলেন্ধন, বড়বামুখ, কাকধ্বজ, বাণিজস্কন্দাগ্নি, তৃণধুক্, কাষ্ঠধুক্, ঔর্ব্ব, বাড়ব। (অমর) ২ লঙ্কার দক্ষিণে পৃথিবীর চতুর্থভাগরূপ স্থানবিশেষ। (সিদ্ধান্তশি°) ৩ বটিকৌষধবিশেষ। (রসেন্দ্রসারস°)

বড়বামুখ (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটক্যা মুখমাশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ-আদিত্বাদচ্। ১ বড়বানল। (হেম) ২ মহাদেবের মুখ।
৩ মহাদেবের নামভেদ। (ভারত ১৩।১৭।৫৫)
৪ কূর্ম্মের দক্ষিণকুক্ষিস্থ জনপদবিশেষ।
৫ বটিকৌষধ বিশেষ। (রসেন্দ্রসারস°)

বড়বাবক্ত্র (ক্লী) বড়বামুখ, বড়বানল।

বড়বাসুত (পুং) বড়বায়াঃ ঘোটকরূপায়াঃ ত্বষ্টৃসুতায়াঃ সংজ্ঞায়াঃ সুতঃ। অশ্বিনীকুমার। এই অর্থে এই শব্দ দ্বিবচনান্ত, অশ্বিনীকুমার দুইজন।

বড়বাহৃত (পুং) বড়বয়া দাস্যা হৃতঃ। পঞ্চদশবিধ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। বড়বা শব্দে গৃহদাসী, যে ব্যক্তি লোভে আকৃষ্ট হইয়া এই দাসীকে বিবাহ করিয়া তদ্গৃহে দাসরূপে অবস্থান করে, তাহাকে বড়বাহৃত কহে। (মিতাক্ষরা)

বড়বিন্ (ত্রি) বড়বাজাত বা তৎসম্বন্ধীয়।

বড়া (স্ত্রী) বড়-অচ্-টাপ্। বটক, চলিত বড়া।
'কদলেনাথবা তালৈর্যুক্তং যত্তাণ্ডুলং পিড়ং।
পিণ্ডং চূর্ণং বটো বড়া' ইতি (শব্দচ°)
বড়া সুস্বাদু দ্রব্য। তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে দ্রব্যের বড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার সহিত অল্পপরিমাণে চাউলের গুড়া মিশাইয়া তৈল বা ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হয়। রসবড়া, ছানাবড়া প্রভৃতি খাদ্য অতি সুস্বাদু।

বড়িকা (স্ত্রী) বটিকা।

বড়িশ (ক্লী) বলিনো মৎস্যান্ শ্যতি নাশয়তি শো-ক, লস্য ডত্বং। ১ মৎস্যধারণার্থ বক্র লৌহকণ্টকবিশেষ। চলিত বড়্শী, পর্য্যায়—মৎস্যবেধন, বলিশ, বড়শী, বড়িশা, বলিশী, মৎস্যবেধনী, বলিসী, বলিস, বরিশা, বলিশি, মৎস্যভেদন। (জটাধর) ২ আয়ুর্ব্বেদোক্ত বড়িশাকার বেধনযন্ত্রবিশেষ।

বড়ী (দেশজ) ১ ঔষধের বটিকা। ২ খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পাকা চালকুমড়া উত্তমরূপে কুরিয়া তাহা বাটিয়া লইতে হয়, পরে মটরডাল এবং ঠিক্রা বাটিয়া উহা একত্র মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ফেনাইয়া বড়ী দিতে হয়। এই বড়ী অতিশয় স্বাদু। ইহা ভিন্ন কেবল ডাইলের বড়ী ও মূলার বড়ী প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে।

বড়ৌসক (ক্লী) প্রাচীন স্থানভেদ।

বড়্বড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দ। পঙ্কে নিমজ্জনকালে যে অব্যক্ত শব্দ উত্থিত হয়।

বড়্ (ত্রি) বড়তে ইতি বড় বহুলমন্যত্রাপীতি রক্। বৃহৎ। চলিত বড়। (অমর)

বণ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বণতি। লিট্ ববাণ। লুট্ বণিতা। লুঙ্ অবাণীৎ, অবণীৎ। ণিচ্ বাণয়তি। লুঙ্ অবীবণৎ, অববাণৎ।

বণিক্ (পুং) ব্যবসায়ী ব্যক্তিমাত্র। যাহারা বাণিজ্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। বাঙ্গালায় গন্ধবণিক্, স্বর্ণবণিক্ কাংস্যবণিক্ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। উত্তর ও পশ্চিমভারতে শেঠী এবং বেণিয়ারা এই শ্রেণীভুক্ত। এতদ্ভিন্ন ইংরাজ, ফরাসী, মুসলমান প্রভৃতি অনেক বৈদেশিক বণিকেরও ভারতে অধিষ্ঠান হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ী বণিক্ জাতির বিবরণ বৈশ্য শব্দে এবং বণিক্জাতির শব্দবিশেষে বিবৃত হইয়াছে।
[বৈশ্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বণিক্কর্ম্মন্ (ক্লী) বণিজাং কর্ম্ম। বণিক্দিগের ক্রয়বিক্রয়াদিরূপ কার্য্য।

বণিক্ক্রিয়া (স্ত্রী) বণিজাং ক্রিয়া। বণিক্দিগের কার্য্য। (বৃহৎস° ৬৯।২০)

বণিক্পথ (পুং) বণিজাং পন্থাঃ। বণিক্দিগের পন্থা। নিগম। বিপণি। বাণিজ্য। (জটাধর)
"অচৌরাভূত্তথা ভূমির্যথা রাত্রৌ বণিক্পথাঃ।"(রাজতর° ৬।৭)

বণিক্ব্রত (ক্লী) বণিকের কার্য্য। ব্যবসায়। বণিগ্বৃত্তি।

বণিক্সার্থ (পুং) বণিক্সমূহ। "বিষ্ণোর্বশবর্ত্তিন্যা মায়য়া জীবলোকোঽয়ং যথা বণিক্সার্থোঽর্থপরঃ" (ভাগবত ১৫।১৪।১)

বণিগ্জন (পুং) বণিক্জাতি।

বণিগ্বন্ধু (পুং) বণিজঃ পণ্যাজীবস্য বন্ধুর্ধনদত্বাৎ। নীলিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

বণিগ্বহ (পুং) বহতীতি বহ-অচ্ বণিজাং বহঃ। উষ্ট্র। (শব্দচ°)

বণিগ্ভাব (পুং) বণিজো ভাবঃ। বাণিজ্য, বণিক্দিগের ধর্ম্ম। পর্য্যায়—সত্যানৃত, বণিক্পথ, বাণিজ্যা, বণিজ্য। (শব্দরত্না°)

বণিগ্বৃত্তি (স্ত্রী) বণিজাং বৃত্তিঃ। বণিক্দিগের বৃত্তি, বাণিজ্য, বণিক্দিগের জীবিকা।

বণিঙ্মার্গ (পুং) বণিজাং মার্গঃ। বাণিজ্য, বিপণি, বণিক্পথ।

বণিজ্ (পুং) পণতে ক্রয়বিক্রয়াদিনা ব্যবহরতীতি পণ-

(পণেরাদেশ্চ বঃ। উণ্। ২।৩০) ইতি ইজি পস্য চ বঃ। ক্রয়-বিক্রয়কর্ত্তা, বাণিজ্যকারক। পর্য্যায়—বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বণিজ, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক, বৈদেহ, বিদেহ, বাণিজ, বাণিজিক, ক্রায়িক, বিক্রয়িক, বাণিজক, বাণিজ্যকার। (শব্দরত্না°) ২ বৈশ্য। (রাজনি°) বাণিজ্যই ইহাদের বৃত্তি, এইজন্য ইহাদিগকে বণিজ্ কহে। ৩ করণবিশেষ, বব-বালব প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্ঠকরণ। (বৃহৎস° ৯৯।৭)

বণিজ (পুং) বণিগেব বণিজ্ স্বার্থে অণ্, অভিধানাৎ ন বৃদ্ধিঃ। ১ বণিক্। ২ বব প্রভৃতি করণের মধ্যে ষষ্ঠকরণ। এই করণে বাণিজ্যারম্ভ করিলে শুভ হইয়া থাকে। অন্য শুভকর্ম্মে এই করণ নিষিদ্ধ। বণিজকরণে কোন বালক জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধিমান্, কৃতজ্ঞ, গুণবান্ এবং বণিক্‌দিগের দ্বারা তাহার অভিলাষ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"প্রাজ্ঞঃ কৃতজ্ঞো গুণবান্ গুণজ্ঞো বণিক্‌জনপ্রাপ্তমনোরথঃ স্যাৎ।
যস্য প্রসূতৌ বণিজাভিধানং ভাণ্ডপ্রধানং দ্রবিণং হি তস্য॥"
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

বণিজক (পুং) বণিক্। ব্যবসায়ী।

বণিজ্য (ক্লী) বণিজো ভাবঃ কর্ম্ম বা বণিজ্ (দূতবণিগ্‌ভ্যাং। পা ৫।১।১২১) ইত্যত্র কাশিকোক্তেঃ। বাণিজ্য, স্ত্রিয়াং টাপ্। বণিজ্যা।

বণ্ট, বিভাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বণ্টয়তি, বণ্টাপয়তি। লুঙ্ অববণ্টৎ।

বণ্ট (পুং) বণ্ট্যতে ইতি বণ্ট-ঘঞ্। ১ ভাগ। ২ দাত্রমুষ্টি। (হেম) বণ্ট-অচ্। ৩ অকৃতোদ্বাহ, অবিবাহিত। (শব্দমালা)

বণ্টক (পুং) বণ্ট এব স্বার্থে কন্। ১ ভাগ। (অমর) বণ্ট-ণ্বুল্। (ত্রি) ২ বণ্টনকারী, বিভাগকর্ত্তা।

বণ্টন (ক্লী) বণ্ট-ল্যুট্। বিভাগ।

বণ্টনীয় (ত্রি) বণ্ট-অনীয়র্। বণ্টনের যোগ্য, বিভাগের যোগ্য।

বণ্টিত (ত্রি) বণ্ট-ইতচ্। কৃতবিভাগ, যাহা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বণ্টাল (পুং) ১ শূরযুদ্ধ। ২ নৌকা। ৩ খনিত্র। (মেদিনী) কোন কোন স্থানে 'বণ্ঠাল' এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

বণ্ঠ (পুং) বণ্ঠতে ইতি বঠি-অচ্। ১ অকৃতোদ্বাহ, অবিবাহিত। ২ খর্ব্ব। ৩ কুন্তায়ুধ। (মেদিনী)

বণ্ঠর (পুং) ১ স্থগিকারজ্জু। ২ কুকুরের লাঙ্গুল। ৩ করীর কোষ। ৪ তালপল্লব। ৪ পয়োধর। (মেদিনী)

বণ্ঠাল (পুং) [বণ্টাল দেখ]

বণ্ড (পুং) বনতে ইতি বন সম্ভক্তৌ (চমমণ্ডাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ইতি ড। ১ অনাবৃতমেঢ্র। পর্য্যায়—দুশ্চর্ম্মা, ছিন্নক, শিপিবিষ্ট। (হেম) বাঁড়া। (ত্রি) ২ হস্তাদিবর্জ্জিত। লাঙ্গূলাদিরহিত, চলিত বেঁড়ে। (মেদিনী) ৩ ধ্বজভঙ্গ। স্ত্রিয়াং টাপ্। অসতী স্ত্রী। পুংশ্চলী।

বৎ (অব্যয়) বাতীতি বা উক্তি। ১ সাম্য। পর্য্যায়—বা, যথা, তথা, এব, এবং। (অমর)

বত (অব্যয়) ১ খেদ। ২ অনুকম্পা।

"ক বত হরিণকানাং জীবিতঞ্চাতিলোলং
ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ শরাস্তে।" (শকুন্তলা ১ অ°)

৩ সন্তোষ। ৪ বিস্ময়। ৫ আমন্ত্রণ। (অমর)

বতংস (পুং) অবতংসয়তি অবতংস্যতেঽনেন বা ইতি অব-তসি অচ্ ঘঞ্ বা অবস্যাল্লোপঃ। কর্ণপূর, কর্ণভূষণ, কাণের গহনা। ২ শেখর, শিরোভূষণ।

"চলিত-দৃগঞ্চল-চঞ্চল-মৌলিকপোলবিলোকবতংসং।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্॥"
(গীতগোবিন্দ ২।২)

বতক্ (আরবী) হংসী।

বতণ্ড (পুং) বনতীতি-বন (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইত্যত্র বনতেস্তকারান্তাদেশঃ। ১ মুনিভেদ। (উণাদিকোষ)

বতারীখ্ (আরবী) মাসের অমুক দিন।

বতায়ন (পুং) বাতায়ন, জানালা।

বতুই (দেশজ) পক্ষিভেদ।

বতু (পুং) ১ দেবনদী। ২ সত্যবাক্। ৩ পন্থা। ৪ অক্ষিরোগ।

বতোকা (স্ত্রী) অবগতং তোকং অপত্যং যস্যাঃ, অবস্যাল্লোপঃ। অবতোকা, যে গাভীর গর্ভস্রাব হইয়াছে।

বত্রিশ (দেশজ) দ্বাত্রিংশৎ, ৩২ সংখ্যা।

বৎস (পুং) বদতীতি বদ (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২) ইতি স। ১ বর্ষ। ২ গোশিশু, চলিত বাছুর। পর্য্যায়—শকৃৎকরি, তর্ণক, দোগ্ধা, দোষক, দোষ, রৌহিণেয়, বাহুলেয়, তন্তুভ। সদ্যোজাত বৎসের পর্য্যায়—তর্ণক, তর্ণভ, তন্তুভ, কচ। (জটাধর) ৩ পুত্রাদি, চলিত বাছা।

"ন বৎস নৃপতের্ধিষ্ণ্যং ভবানারোঢ়ুমর্হতি।
ন গৃহীতো ময়া যৎ ত্বং কুক্ষাবপি নৃপাত্মজ॥"
(ভাগবত ৪।৮।১১)

৪ দিবোদাসের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৫) ৫ দেশভেদ।

"অস্তি বৎস ইতি খ্যাতো দেশো দর্পোপশান্তয়ে।
স্বর্গস্য নির্ম্মিতো ধাত্রা প্রতিমল্ল ইব ক্ষিতৌ॥" (কথাসরিৎসা° ৯।৪)

৬ কংসের অনুচর বৎসাসুর, এই অসুর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। (ভাগবত ১০স্ক°) ৭ ইন্দ্রযব। (চক্রদত্ত) (ক্লী) ৮ বক্ষস্। (অমর) ৯ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৭।৫০)

বৎস, ১ কুমারসম্ভবটীকারচয়িতা। ২ চরকাধ্বর্য্যস্থত্রপ্রণেতা। হেমাদ্রি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসক (ক্লী) বৎস-সংজ্ঞায়াং ইবার্থে বা কন্। ১ পুষ্পকাসীস। (রাজনি°) ২ বৎসশব্দার্থ। (পুং) বৎস-কন্। ৩ কুটজ। (অমর) ৪ ইন্দ্রযব। ৫ নিগুণ্ডী, নিসিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

বৎসকগুড়িকা, ঔষধভেদ। (চিকিৎসা°)

বৎসকণ্টক (পুং) পর্পটক, ক্ষেতপাপড়া।

বৎসকফল (ক্লী) ইন্দ্রযব। (চরক সূ° ৪ অ°)

বৎসকবীজ (ক্লী) বৎসকস্য বীজং। ইন্দ্রযব।

"ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমাম্॥" (চক্রপাণিস°)

বৎসকামা (স্ত্রী) বৎসং কাময়তে ইতি কম্-অচ্-টাপ্। বৎসাভিলাষিণী গাভী। পর্য্যায়—বৎসলা। (রাজনি°) ২ পুত্রাদিকামা স্ত্রী, যে স্ত্রী সন্তান কামনা করে।

বৎসগুরু (পুং) পুত্রের আচার্য্য।

বৎসণুরকতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বৎসতন্ত্রী (স্ত্রী) বৎসস্য তন্ত্রী। বৎসবন্ধন রজ্জু, চলিত বাছুর-বাধা দড়ি।

বৎসতর (পুং) প্রথম বয়সের বৎস (বৎসোক্ষাশ্বর্ষভেভ্যশ্চেতি। পা ৫।৩।৯১) ইতি ষ্টরচ্। প্রাপ্তদমনকাল গোশিশু, চলিত দোয়ানে বাছুর। পর্য্যায়—দম্য, তূর্দান্ত, গড়ি। (রাজনি°)

বৎসতরী (স্ত্রী) বৎসতর-ঙীপ্। তিনবৎসর বয়সের স্ত্রীগবী, বৃষোৎসর্গে বৃষপত্নীরূপে কল্পিতা ত্রিহায়ণী গাভী। বৃষোৎসর্গ করিতে হইলে চারিটী বৎসতরীর সহিত একটী বৃষ উৎসর্গ করিতে হয়। এই বৎসতরী উত্তমরূপে অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া দিতে হয়। তিনবৎসরের কমে বৎসতরী হয় না।

"ত্রিহায়ণীভির্ধন্যাভিঃ সুরূপাভিঃ সুশোভিতঃ।
সর্ব্বোপকরণোপেতঃ সর্ব্বশস্যচয়ো মহান্।
উৎস্রষ্টব্যো বিধানেন শ্রুতিস্মৃতিনিদর্শনাৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

বৎসত্ব (ক্লী) বৎসস্য ভাবঃ ত্ব। বৎসের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৎসদন্ত (পুং) গোশিশুর দন্তের ন্যায় তীরভেদ।

বৎসদামন্, শূরসেনবংশীয় রাজভেদ। ইহার পিতার নাম দেবরাজ ও মাতা যাজ্ঞিকা দেবী।

বৎসনপাৎ (পুং) বভ্রুর বংশধর। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

বৎসনাভ (পুং) বৎসান্ নভ্যতি হিনস্তীতি নভ হিংসায়াং (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। বিষবৃক্ষবিশেষ, (Aconitum ferox)। স্থাবরবিষভেদ, কন্দবিষ; চলিত—কাঠবিষ বা মিঠেবিষ; হিন্দী—মিঠা; বম্বে—বচনাগ; তামিল—বসনবী। সংস্কৃত পর্য্যায়—অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মারণ, নাগ, স্তোকক, প্রাণহারক, স্থাবরাদি। গুণ—অতিমধুর, উষ্ণ, বাত, কফ, কণ্ঠপীড়া ও সন্নিপাতনাশক, পিত্ত ও সন্তাপবর্দ্ধক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে,—

"সিন্ধুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা।
যৎ পার্শ্বেন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥" (ভাবপ্র°)

বৎসনাভাখ্য বিষের আকৃতি গোবৎসের ন্যায় এবং বৃক্ষের পত্র সিন্ধুবার (নিসিন্দা) পত্রের ন্যায় হইয়া থাকে। যে স্থলে বৎসনাভ বিষের বৃক্ষ থাকে, তাহার নিকটে কোন বৃক্ষই বর্দ্ধিত হয় না। এই বিষ শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

শোধনপ্রণালী—বিষ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে হইবে, পরে ঐ বিষ তিন দিন গোমূত্রে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে উহার ছাল তুলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে হইবে, অনন্তর রক্ত-সর্ষপের তৈল দ্বারা আর্দ্রীকৃত বস্ত্রখণ্ডে তিন দিন বান্ধিয়া রাখিলে বিষ শোধিত হয়।

গুণ—এই বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ী ও বিকাশিগুণযুক্ত। অগ্নিগুণবহুল, বায়ু ও কফনাশক, যোগবাহী এবং মত্ততাজনক; কিন্তু বিবেচনার সহিত যথোপযুক্ত স্থলে প্রযোজিত হইলে প্রাণ রক্ষার কারণ হয়। ইহা রসায়ন, যোগবাহী, বাতঘ্ন, কফাপহারক ও ত্রিদোষনাশক হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

বৎসনাভ শব্দের ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাধারণতঃ পুংলিঙ্গে ব্যবহার হইয়া থাকে।

"চত্বারি বৎসনাভানি মুস্তকে দ্বে প্রকীর্ত্তিতে।
গ্রীবাস্তম্ভো বৎসনাভে পীতবিণ্মূত্রনেত্রতা॥"
(সুশ্রুত কল্পস্থা° ২অ°)

২ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ২৭।৫৭)

বৎসপ (পুং) ১ বৎসপালক। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

"পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে॥" (ভাগবত ৩।২।২৭)

৩ দানবভেদ। (অথর্ব্ব ৮।৬।১১)

বৎসপতি (পুং) রাজভেদ, বৎসরাজ। (বাসবদত্তা)

বৎসপত্তন (ক্লী) বৎসরাজস্য পত্তনং। ভারতবর্ষের উত্তরস্থ দেশবিশেষ, পর্য্যায়—কৌশাম্বী। (হেম)

বৎসপাল (পুং) বৎসান্ পালয়তীতি বৎস-পালি-অণ্। শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব, বৃন্দাবনে গোবৎস পালন করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহারা বৎসপাল নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

"এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ॥"
(ভাগবত ১০।১১।৩৬)

(ত্রি) ২ বৎসপালক, বৎসপালনকারিমাত্র। (হরিব° ৭৭।২৪)

বৎসপ্রচেতস্‌ (ত্রি) পূজাবিষয়ে প্রকৃষ্টমনা। "স্তোতরি প্রকৃষ্টজ্ঞানঃ" (ঋক্ ৮।৮।৭ সায়ণ)

বৎসপ্রী (পুং) রাজভেদ, ভলন্দনের পুত্র, অপর নাম বৎসপ্রীতি। ইনি ঋগ্বেদের ৯।৬৮ ও ১০।৪৫,৪৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

"ভলন্দনসুতস্তস্য বৎসপ্রীতির্ভলন্দনাৎ ॥" (ভাগবত ৯।২।২৩)

বৎসপ্রীতি (পুং) ১ বৎসপ্রীতি, রাজভেদ। (স্ত্রী) বৎসস্য প্রীতিঃ। ২ বৎসের প্রতি ভালবাসা।

বৎসবন্ধা (স্ত্রী) বদ্ধবৎসা। বৎসাকাঙ্ক্ষী গাভী।

বৎসবালক (পুং) বসুদেবের ভ্রাতা।

বৎসভক্ষক (পুং) বৎসস্য ভক্ষকঃ। ঈহামৃগ, হাঁড়োল, গোবাঘা, ইহারা গোবৎস ভক্ষণ করে, এইজন্য ইহাদিগকে বৎসভক্ষক কহে।

বৎসভূমি (স্ত্রী) ১ জনপদভেদ। বৎসদিগের বাসভূমি। (ভারত বন ২৫৩।৮) ২ বৎসরাজের পুত্র। (হরিবংশ)

বৎসমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বৎসমুখ (পুং) গোশিশুর ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

বৎসর (পুং) বসন্ত্যস্মিন্ অয়নর্ত্তুমাসপক্ষবারাদয় ইতি, বস নিবাসে (বসেশ্চ। উণ্ ৩।৭১) ইতি সরন্, (সঃ স্যার্দ্ধধাতুকে। পা ৭।৪।৪৯) ইতি সস্য তঃ। দ্বাদশমাসাত্মক বা অয়নদ্বয়াত্মক কাল, ১২ মাসে অথবা উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সমষ্টিতে এক বৎসর হয়। পর্য্যায়—সংবৎসর, অব্দ, হায়ন, শরৎ, সমা, শরদা, বর্ষ, বরিষ, সংবৎ। (শব্দরত্না°)

মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্রভেদে বৎসর চারি প্রকার; সুতরাং সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্রভেদে মাসও চারি প্রকার। ইহার মধ্যে দ্বাদশ সৌর মাসে এক সৌর বৎসর, দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর, কিন্তু মলমাস স্থলে ত্রয়োদশ মাসে এক চান্দ্র বৎসর হইয়া থাকে।

"চান্দ্রবৎসরোঽপি দ্বাদশমাসৈর্ভবতি, মলমাসপাতে তু ত্রয়োদশমাসৈর্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ—দ্বাদশমাসাঃ সংবৎসরঃ, ক্বচিৎ ত্রয়োদশমাসাঃ সংবৎসরঃ" (মলমাসতত্ত্ব)

দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর হয় এবং দ্বাদশ সাবন মাসে এক সাবন বৎসর হইয়া থাকে। সূর্য্য যতদিন এক রাশিতে অবস্থান করেন, ততদিন এক সৌরমাস। সূর্য্যের রাশিতে অবস্থান জন্য মাস হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরমাস কহে। সাল, শকাব্দা প্রভৃতি সৌরমাসানুসারেই গণনা হইয়া থাকে।

তিথিঘটিত মাসকে চান্দ্রমাস কহে। চান্দ্রমাস মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। দ্বাদশ চান্দ্রমাসে এক চান্দ্রবৎসর হইয়া থাকে। ২৭টী নক্ষত্রে এক নাক্ষত্র মাস, ইহার দ্বাদশ নাক্ষত্র মাসে এক নাক্ষত্র বৎসর হইয়া থাকে। সৌর ও চান্দ্রভেদে সাবনমাসও দ্বিবিধ। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ অহোরাত্রে যে মাস হয়, তাহাই সৌরসাবনমাস—যেমন ১০ই আশ্বিন হইতে ৯ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ৩০ অহোরাত্রে এক সৌরসাবন মাস। যে কোন তিথি হইতে তাহার পূর্ব্ব তিথি পর্য্যন্ত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রসাবন মাস, ইহার দ্বাদশ মাসে এক সাবনবৎসর হয়।

[বিশেষ বিবরণ মাস, মলমাস ও ষষ্টিসংবৎসর শব্দে দেখ]

সৌরবৎসর প্রভবাদি ৬০টী নামে বিভক্ত বলিয়া ষষ্টিসংবৎসর নামে অভিহিত।

২ধ্রুবের পুত্র। (ভাগবত৪।১০।১) ৩ মুনিভেদ। (লিঙ্গপু° ৬৩।৫১)

বৎসরাজ (পুং) বৎসদিগের নরপতি।

বৎসরাজ, ১ নির্ণয়দীপিকারচয়িতা। ২ ভোজপ্রবন্ধ ও হাস্যচূড়ামণিপ্রহসনপ্রণেতা। ৩ বারাণসীদর্পণ ও তাহার টীকাপ্রণেতা। রামাশ্রমের শিষ্য ও রাঘব ত্রিপাঠীর পুত্র। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন।

বৎসরাজ, ১ চাহমানবংশীয় একজন রাজা। ২ চৌলুক্যবংশীয় লাটদেশাধিপতি। ৩ ককরেড়ীর মহারাণক উপাধিধারী একজন সামন্ত। ৪ মহোদয়রাজভেদ। ৫ চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী। ৬ সিঙ্গররাজ পুত্রভেদ। ইহার অপর নাম লোহড়দেব। ইনি কনোজপতি গোবিন্দচন্দ্র দেবের সমসাময়িক ছিলেন।

বৎসরাজদেব, একজন প্রাচীন কবি।

বৎসরাদি (পুং) বৎসরের আদি। মার্গশীর্ষ, অগ্রহায়ণ।

বৎসরান্তক (পু) বৎসরস্য অন্তে কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক, যদ্বা বৎসরস্যান্তো নাশো যস্মাৎ। ফাল্গুন মাস। (রাজনি°)

বৎসল (ত্রি) বৎসে পুত্রাদিস্নেহপাত্রে কামোঽস্যাস্তীতি বৎস (বৎসাংসাভ্যাং কামবলে। পা ৫।২।৯৮) ইতি লচ্। ১ স্নেহযুক্ত। পর্য্যায়—স্নিগ্ধ। (অমর)

"জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাৎ ভাগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ ॥"(ভাগবত ১।৫।৩০)

বৎসং লাতি গৃহ্ণাতীতি লা-ক। ২ বৎসকামুক। (পুং) ৩ শৃঙ্গারাদি দশবিধ রসের অন্তর্গত রসবিশেষ। সাধারণতঃ রস ৯টী স্বীকৃত হইয়াছে। দশটী রস স্বীকার করিলে বৎসল দশম রস হয়। ইহার লক্ষণ—

"স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ।
স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুত্রাদ্যালম্বনং মতম্ ॥
উদ্দীপনানি তচ্চেষ্টা বিদ্যাশৌর্য্যোদয়াদয়ঃ।
আলিঙ্গনাঙ্গসংস্পর্শশিরশ্চুম্বনমীক্ষণম্ ॥
পুলকানন্দবাষ্পাদ্যা অনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

সঞ্চারিণোঽনিষ্টশঙ্কা হর্ষগর্ব্বাদয়ো মতাঃ।
পদ্মগর্ভচ্ছবির্বর্ণো দৈবতং লোকমাতরঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩।২৪১)

যে স্থলে বর্ণনায় অতিশয় চমৎকারিতা হয়, তথায় বৎসলরস হইয়া থাকে। এই রসের স্থায়িভাব বৎসলতা বা স্নেহ; পুত্রাদি ইহার আলম্বন; পুত্রাদির চেষ্টা, বিদ্যা, শৌর্য্য ও দয়াদি উদ্দীপনভাব; পুত্রাদিকে আলিঙ্গন, তাহাদিগের অঙ্গসংস্পর্শ, শিরশ্চুম্বন, দর্শন, পুলক, আনন্দ ও বাষ্পাদি ইহার অনুভাব; অনিষ্টশঙ্কা, হর্ষ ও গর্ব্বাদি সঞ্চারিভাব; ইহার বর্ণ পদ্মকোষের ন্যায় এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লোকমাতা। উদাহরণ—

"যদাহ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়মবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্।
অভূচ্চ নম্রঃ প্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুর্মুদং তেন ততান সোঽর্ভকঃ॥
(সাহিত্যদ° ধৃত রঘুব°) [রসশব্দ দেখ]

বৎসলতা (স্ত্রী) বৎসলস্য ভাবঃ তল্, টাপ্। বাৎসল্য, বৎসলত্ব, বৎসলের ভাব বা ধর্ম্ম।

বৎসলা (স্ত্রী) বৎসল-টাপ্ বা বৎসং লাতি লা-ক-টাপ্। বৎসকামা গো।

"সাহং গৌরিব সিংহেন বিবৎসা বৎসলা কৃতা।
কৈকেয্যা পুরুষব্যাঘ্র বালবৎসেব গৌর্ব্বলাৎ॥"
(রামায়ণ ২।৪২।৮১)

বৎসবৎ (ত্রি) বৎস অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বৎসযুক্তা গাভী।

"সমেত্য গাবোঽধো-বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়।"
(ভাগবত ১০।১৩।৩১)

বৎসবরদাচার্য্য, প্রপন্নপারিজাতপ্রণেতা।

বৎসবিন্দ (পুং) ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

বৎসবৃদ্ধ (পুং) রাজভেদ।

"উরুক্রিয়ঃ সুতস্তস্য বৎসবৃদ্ধো ভবিষ্যতি।" (ভাগ° ৯।১২।৯)

বৎসব্যূহ (পুং) বৎসের পুত্র। (বিষ্ণুপুরাণ)

বৎসশাল (ত্রি) গোয়াল ঘরে জাত।

বৎসশালা (স্ত্রী) গোয়াল ঘর।

বৎসস্মৃতি, প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য কালমাধবীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বৎসা (স্ত্রী) বৎস-টাপ্। বৎসা। (রাজনি°)

বৎসাক্ষী (স্ত্রী) বৎসস্যাক্ষীব গাত্রচিহ্নং যস্যাঃ, ষচ্, সমাসান্তঃ, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ গোড়ুম্বা। (জটাধর)

বৎসাজীব (ত্রি) গোবৎস পালনদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। ২ পিঙ্গল ঋষি।

বৎসাদন (পুং) অত্তীতি অদ-ল্যু, বৎসানাং অদনঃ ভক্ষকঃ। বৃক, গোবাঘা। (রাজনি°)

বৎসাদনী (স্ত্রী) বৎসৈরদ্যতে প্রিয়ত্বাদিতি, অদ-ল্যুট্, ঙীপ্। গুড়ূচী। (অমর)

বৎসার (পুং) কাশ্যপের পুত্রভেদ।

বৎসাসুর (পুং) অসুরভেদ, এই অসুর মথুরাপতি কংসের অনুচর ছিল। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ করিতেন, তখন এই অসুর বৎসরূপে তথায় অবস্থান করিত এবং শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত, শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া এই অসুরকে বধ করেন। (ভাগবত ১০ম স্কন্ধ)

বৎসিন্ (ত্রি) ১ বৎসযুক্ত। ২ পুত্রসমন্বিত। ৩ শ্রীকৃষ্ণ।

বৎসিমন্ (ত্রি) বাল্যাবস্থা। যৌবন।

বৎসীয় (ত্রি) বৎস (তস্মৈ হিতং। পা ৫।১।৫) ইতি হিতার্থে ছ। বৎসদিগের হিতকারী। (গোধুক্)

বৎসেশ্বর (পুং) ১ রাজভেদ। (রত্নাবলী) ২ বৈয়াকরণভেদ। ৩ চিকিৎসাসাগরপ্রণেতা।

বৎস্য (ত্রি) বৎসসম্বন্ধীয়।

বথ্সর (পুং) বৈয়াকরণ পৌষ্করসাদির মতে বৎসর শব্দের রূপান্তর। (পাণিনি ৮।৪।৪৮ বার্ত্তিক)

বদ, কথন, উক্তি। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বদতি। লিট্ ববাদ, ঊদতুঃ, ববদিথ। লুট্ বদিতা। ঌট্ বদিষ্যতি। লুঙ্ অবাদীৎ অবাদিষ্টাং, অবাদিষুঃ। সন্ বিবদিষতি। যঙ্ বাবদ্যতে। যঙ্লুক্ বাবত্তি। ণিচ্ বাদয়তি-তে। লুঙ্ অবীবদৎ-ত। ণিজন্ত বদধাতু বাদনার্থ।

বোপদেবের মতে, সন্দেশ-বচন ও কথন। দীপ্তি, সান্ত্বন, জ্ঞান, উৎসাহ, বিবাদ ও প্রার্থনা অর্থ বুঝাইলে বদ ধাতুর আত্মনেপদ হইয়া থাকে।

অনু+বদ=অনুবাদ, সদৃশকথন। অপ+বদ=অপবাদ, অকীর্ত্তি। অভি+বদ+অভিবাদন, প্রণাম। প্রত্যভি+বদ= প্রত্যভিবাদন, প্রতিনমস্কার। পরি+বদ=পরিবাদ, নিন্দা। প্র+বদ=প্রবাদ, জনশ্রুতি। প্রতি+বদ=প্রতিবাদ। সম্+ বদ=সংবাদ। বিসম্+বদ=বিসংবাদ। বি+বদ=বিবাদ, কলহ।

বদ (ত্রি) বদতি বক্তীতি বদ-পচাদ্যচ্। বক্তা। (অমর)

বদক (ত্রি) বাক্যকথনশীল। বক্তা।

বদন (ক্লী) বদত্যনেনেতি বদ-করণে ল্যুট্। ১ মুখ, আনন।

"দর্শনবিনীতমনো গৃহিণীহর্ষোল্লসৎকপোলতলং।
চুম্বননিষেধমিষতো বদনং পিদধাতি পাণিভ্যাম্॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ২৭৬)

২ অগ্রভাগ।

"ত্রীণ্যাস্থানি জাম্ববদনানি ত্রীণ্যাঙ্কুশবদনানি" (সুশ্রুত ১।৭)

বদ-ভাবে ল্যুট্। ৩ কথন।

বদনদন্তুর (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১২)

বদনরোগ (পুং) বদনস্য রোগঃ। মুখরোগ।

বদনশ্যামিকা (স্ত্রী) বদনস্য শ্যামিকা, ৬তৎ। বদনকালিমা। চলিত কথায় মেছতা বলে।

বদনাময় (পুং) বদনস্য আময়ঃ। বদনরোগ।

বদনাম্লতা (স্ত্রী) বদনস্য অম্লতা। পিত্তজ রোগভেদ, এই রোগে মুখ সর্ব্বদা অম্লবৎ হয়। (ভাবপ্র°)

বদনাসব (পুং) বদনস্য আসবঃ। অধরমধু। (ভূরিপ্র°)

বদন্তি[ী] (স্ত্রী) বদ (বেদশ্চ। উণ্ ৩।৫০) ইত্যুজ্জ্বলদত্তোক্ত্যা ঝিচ্, কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। ১ কথা। বদ-ধাতু লট্ অন্তি করিলেও বদন্তি হয়, এই 'বদন্তি' ক্রিয়াপদ। বদ ধাতু শতৃ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ প্রত্যয়ে বদন্তীপদ হইয়া থাকে।

"যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা ধর্ম্মমতদ্বিদঃ।" (মনু ১২।১১৫)

বদন্তিক (পুং) জাতিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৪৫)

বদন্য (ত্রি) বদান্য। (অমরটীকা-সারসুন্দরী)

বদল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড়প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখন দুইজন স্বত্বাধিকারিমধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ২৫৫০ টাকা, তন্মধ্যে বড়োদার গাইকোবাড়কে ১৫৪ টাকা কর দিতে হয়। বদল নগর এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদল্ (আরবী) বিনিময়।

বদলাবদলী (দেশজ) পরস্পরে একের বিনিময়ে অপরটী গ্রহণ। অদলবদল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর হাল্লারপ্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। রাজস্ব ২০০০ হাজারটাকা, তন্মধ্যে ইংরাজরাজকে ২৪৬ টাকা এবং জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ৭৮ টাকা কর দিতে হয়। বদলী গ্রাম এখানকার প্রধান স্থান, ভূপরিমাণ দুই বর্গমাইল।

বদলী, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর গুজরাট্ প্রদেশের মহীকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, ইদর হইতে ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীন-পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এই নগরের সমৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া যান। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বদলী নগর একটী বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল।

বদাগরা, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর, অক্ষা° ১১°৩৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৩৭´১৫´´ পূঃ। ইহা সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত, কোলিকট হইতে কোন্নুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা এই নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এখানকার দুর্গটী কোলত্তিরি (চীবক্কল) রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের কোন রাজা এই দুর্গ কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন, অতঃপর ইহা টিপু সুলতানের অধিকারভুক্ত হয়, টিপু ইহাকে বাণিজ্য-শুল্ক আদায়ের প্রধান রাজকার্য্যালয়রূপে পরিণত করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ টিপুর নিকট হইতে এই দুর্গ কাড়িয়া লইয়া পুর্ব্বোক্ত কোদত্তনাড় রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উহা তীর্থযাত্রীদিগের বিশ্রামভবনে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নগর বাণিজ্যপ্রধান।

বদান্য (ত্রি) বদতি সর্ব্বেভ্য এব দাস্যামীতি মনোহরবাকামিতি বদ (বদেরান্যঃ। উণ্ ৩।১০৪) ইতি আন্য। বহুপ্রদ, যিনি বহুধন প্রদান করেন, অতিশয় দাতা।

"গতো বদান্যান্তরমিত্যয়ং মে
মাভূৎ পরীবাদনবাবতারঃ॥" (রঘু ৫।২৪)

২ বল্গুবাক্। (অমর) ৩ স্বনামখ্যাত ঋষিবিশেষ।

"নিবেষ্টুকামস্ত পরা অষ্টাবক্রো মহাতপাঃ।
ঋষেরথ বদান্যস্য বব্রে কন্যাং মহাত্মনঃ॥" (ভারত ১৩।১৯।১১)

বদাম (ক্লী) ফলবিশেষ, চলিত বাদাম। পর্য্যায়—সুফল, বাতবৈরী, নেত্রোপম। ইহার গুণ—উষ্ণ, সুস্নিগ্ধ, বাতনাশক, শুক্র ও শুক্রবর্দ্ধক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে মধুর, বলকারক, উষ্ণ, কফনাশক ও রক্তপিত্তরোগনাশক।

বদাল (পুং) বদ-ঘঞর্থে ক, বদেন বদনেন অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি বদ-অল-অচ্। মৎস্যবিশেষ, চলিত বোয়াল মাছ। এই মৎস্য হব্যকব্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। পর্য্যায়—পাঠীন। (ত্রিকা)

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।" (মনু)

বদালক (পুং) বদাল এব স্বার্থে কন্। পাঠীন মৎস্য। (ভূরিপ্র°)

বদাবদ (ত্রি) অত্যন্তং বদতীতি বদ-অচ্, (চরিচলীতি। পা ৩।১।২৩৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতং। বক্তা।

বদাবদিন্ (ত্রি) অত্যন্ত কথনশীল। বহুভাষী।

বদি (অব্য) ১ বহুল দিন শব্দের অপপ্রয়োগ। ২ হিন্দী পঞ্জিকায় কৃষ্ণপক্ষকে বদি বলে, যেমন বৈশাখ বদি।

বদিতব্য (ত্রি) বদ-তব্য। কথনযোগ্য, বক্তব্য।

বদিতৃ (ত্রি) বদ-তৃচ্। বক্তা।

"অপূতায়ৈ বাচঃ বদিতারঃ" (ঐত ব্রা° ৭।২৭)

বদিবাস, প্রাচীন জনপদভেদ।

বদ্‌বহরী (দেশজ) গুল্মভেদ। (Limodorum or Geodorum bicolor)

বদ্‌বো (পারসী) পূতিগন্ধ।

বদ্‌হাল্ (পারসী) দুরবস্থা।

বধ (পুং) হননমিতি হন্-অপ্ বধাদেশঃ। প্রাণবিয়োগজনক ব্যাপার বিশেষ। পর্য্যায়—প্রমাপণ, নিবর্হণ, নিরাকরণ, নিশারণ,

প্রবাসন, পরাসন, নিসূদন, নিহিংসন, নির্বাসন, সংজ্ঞপন, নির্গ্রন্থন, অপাসন, নিস্তর্হণ, নিহনন, ক্ষণ, পরিবর্জ্জন, নির্বাপণ, বিশসন, মারণ, প্রতিঘাতন, উদ্বাসন, প্রমথন, ক্রথন, উজ্জাসন, আলম্ভ, পিঞ্জ, বিশর, ঘাত, উন্মন্থ, হিংসা, ঘাতন, বিদারণ, পিঞ্জক, পাত, পরিঘ, পরিঘাতন, কদন, নিবারণ, সমাঘাত, নির্গন্ধন, মারি, মারী, উৎপাত, মারক, মরক, মার, সংঘাত। (শব্দরত্না°)

কোন প্রাণীকে বধ করিলে পাপ হইয়া থাকে। কিন্তু আততায়ী শত্রুকে বধ করিলে পাপ হয় না।

"নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।"

(গীতায় ১।২৬ টীকায় স্বামী)

পারিভাষিক বধ—

"বপনং দ্রবিণাদানং দেশান্নির্যাপনং তথা।

এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোঽস্তি দৈহিকঃ॥"

(ভারত সৌপ্তিকপ°)

ব্রাহ্মণদিগের মস্তকমুণ্ডন, সমস্তধনগ্রহণ এবং দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিলে, তাহাতেই তাহাদিগের বধ হয়। ইহাকে পারিভাষিক বধ কহে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, যে স্থলে এক ব্যক্তিকে বধ করিলে অনেকের মঙ্গল হয়, সেই বধ পুণ্যপ্রদ এবং স্বর্ণচৌর, সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুপত্নীগামী এবং আত্মঘাতী এই সকল ব্যক্তিকে বধ করিলে তাহাতে পাপ হয় না এবং এই বধও পুণ্যপ্রদ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"একস্য যত্র নিধনে প্রাপ্তে দুষ্টকারিণঃ।

বহূনাং ভবতি ক্ষেমং তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥

কল্মস্তেয়ী সুরাপশ্চ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।

আত্মানং ঘাতয়েদ্‌যস্তু তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ॥"

(কালিকাপু° ২০ অ°)

একের জন্য বহুকে বধ করিতে নাই, কিন্তু বহুলোকের শান্তির জন্য একজনকে বধ করা যাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না।

"নৈকস্যার্থে বহূন্ হন্যাদিতি শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ।

একং হন্যাদ্বহূনাং হি ন পাপী তেন জায়তে॥"

(বামনপু° ৪৫ অ°)

বধ এবং বন্ধন পূর্ব্বকর্ম্মের বশ্য, অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই বধ ও বন্ধন হইয়া থাকে।

"ন কশ্চিত্তাত কেনাপি বধ্যতে হন্যতেঽপি বা।

বধবন্ধৌ পূর্ব্বকর্ম্মবশ্যৌ নৃপতিনন্দন॥" (বামনপু° ৬২ অ°)

স্মৃতিতে বৈধহিংসা বিচারস্থলে অভিহিত হইয়াছে যে, যজ্ঞাদিতে যে পশুবধাদি করা হয়, তাহাতে পাপ হয় না, বৈধ-হিংসা ব্যতীত হিংসা করিলেই পাপ হইয়া থাকে। যজ্ঞার্থ যে বধ তাহা অবধ।

"যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ যজ্ঞার্থে পশুঘাতনঃ।

অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥" (স্মৃতি)

কিন্তু সাংখ্যদর্শনের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন যে, যজ্ঞাদিতে পশুবধ করিলে পাপ ও পুণ্য দুই হইবে, বধজন্য যে পাপ তাহা হইবে এবং যজ্ঞের পূর্ণতাজন্য যে পুণ্য তাহাও হইবে; সুতরাং পশুবধে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে। যজ্ঞপূর্ণ হওয়ায় স্বর্গভোগ এবং পশুবধজন্য পাপভোগ অবশ্যম্ভাবী। তবে যজ্ঞে পুণ্যের ভাগ অধিক এবং পাপের ভাগ কম, সুতরাং অনেক সুখভোগ করিয়া অল্পমাত্র কষ্টভোগ করা তত দুঃখজনক নহে। [বিশেষ বিবরণ হিংসা শব্দে দেখ]

অজ্ঞানতঃ গো প্রভৃতি বধ করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত করিলে বধজন্য পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। যজ্ঞাদি ভিন্ন অন্যস্থলে বধ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বধক (পুং) হন্তীতি হন্-কুন্ (হনো বধশ্চ। উণ্ ২।৩৬) ইতি বধাদেশঃ। ১ বধকর্ত্তা, বধকারী। ২ হিংস্র। ৩ ব্যাধি। ৪ মৃত্যু। (সংক্ষিপ্তসার উণ°)

বধক, (বধিক) উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী জাতিবিশেষ, দস্যু-বৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, ছলে ভুলাইয়া অসহায় পথিক অথবা তীর্থযাত্রীদিগকে বধ করে বলিয়া ইহারা বধক নামে পরিচিত; কিন্তু জাতিগত সাদৃশ্যে বাওয়ারিয়া ও বহেলীয়া-দিগের অনুরূপ। সুধু ইহাদের মধ্যে রাজপুতদিগেরই আধিক্য দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানকালে অনেক ধর্ম্মভ্রষ্ট মুসলমানও ইহাদের দল-ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরা, পিলিভিৎ ও গোরখপুর জেলায় এই দস্যুদিগের বাস আছে। ইংরাজশাসনে ইহারা এক্ষণে অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। ইহারা সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক অথবা বৈরাগীর বেশে তীর্থযাত্রীদিগের সহিত গমন করে এবং আবশ্যকমত তীর্থক্ষেত্রে যাত্রীদিগের তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করে। এই অবসরে ইহারা দক্ষিণা ও প্রণামীরূপে বলপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিবার চেষ্টা পায়। অনেক সময়ে যাত্রীদিগকে ধুতুরা সংযুক্ত প্রসাদ সেবন করাইয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লয়।

কালীমাতা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা দেবী পূজায় ছাগ বলি দেয়, ছাগমাংস ব্যতীত শৃগাল, খেকশিয়াল ও গোধাদি সরীসৃপমাংস ইহারা ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিশ্বাস, শৃগালমাংস ভক্ষণ করিলে শীতকালের রাত্রিতে বিচরণ

কালে শৈত্য স্পর্শ করিতে পারে না। ইহারা রাজনিয়মের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও গোপনে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। ডাকাতী করিতে যাইবার পূর্ব্বে ইহারা কালীমাতার পূজা করে, এবং লুণ্ঠনকালে দলস্থ মৃতব্যক্তির বিধবাকে বা তাহার বালক বালিকাকে ভরণপোষণার্থ লব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতে দেবী সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়া থাকে।

বধকর্ম্মন্ (ক্লী) বধ এব কর্ম্ম। প্রাণবিয়োগফলক-ব্যাপার, যাহাতে প্রাণবিয়োগ হয়, তাহাকে বধকর্ম্ম কহে। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—দভ্নোতি, শ্রথতি, ধ্বরতি, ধূর্ব্বতি, বৃণক্তি, বৃশ্চতি, কৃথতি, কৃন্ততি, শ্বসিতি, নভতে, অর্দ্দয়তি, স্তৃণাতি, স্নেহয়তি, যাতয়তি, স্ফুরতি, স্ফুলতি, নিপযস্তু, অবতিরতি, বিয়াত, আতিরৎ, তলিঠৎ, আখণ্ডল, দ্রূণাতি, রম্নাতি, শৃণাতি, শম্নাতি, তৃণেলহি, তাল্‌হি, নিতোশতে, নিবর্হয়তি, মিনাতি, মিনোতি, ধমতি। (বেদনি° ২।১৯)

বধকর্ম্মাধিকারিন্ (পুং) জহ্লাদ। রাজনিযুক্ত প্রাণহন্তৃ।

বধকাম্যা (স্ত্রী) বধকামনা। (মনু ৪।১৬৫)

বধজীবিন্ (ত্রি) বধেন প্রাণিবধেন জীবতি প্রাণান্ ধারয়তি জীব-ণিনি। যাহারা প্রাণিবধ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, ঘাতুক। ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে নাই। (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।১৬৪)

বধত্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বধ (অমি-নক্ষি-যজিবধি-পতি-ভ্যোঽত্রন্। উণ্ ৩।১০৫) ইতি অত্রন্। ১ অস্ত্র। (উজ্জ্বল) ২ নাশ হইতে ত্রাণকারী।

বধদণ্ড (পুং) বধ এব দণ্ডঃ। বধরূপ দণ্ড, প্রাণনাশদণ্ড। (মনু ৮।১২৯)

বধনির্ণেক (পুং) নরহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বধভূমি (স্ত্রী) বধস্য ভূমিঃ। বধ্যস্থান, যে স্থলে প্রাণবধ হয়।

বধস্থলী (স্ত্রী) বধস্য বা স্থানং ভূমিঃ। প্রাণিবধস্থল, চলিত মশান। পর্য্যায়—আঘাত, প্রবাত, বধস্থান, আঘাতন। (হারাব°)

বধস্ন (ত্রি) ১ নাশকারী অস্ত্র। ২ ইন্দ্রের বজ্র।

বধস্নু (ত্রি) ক্ষয়কারী অস্ত্রধারী। 'প্রহারেণ প্রস্রবণশীলঃ' (সায়ণ)

বধা (অব্য) বন্ধ শব্দার্থ।

বধাঙ্গক (ক্লী) বধঃ বন্ধনমেবাঙ্গং যস্য, ততঃ কন্। কারাবেশ্ম, কারাগার। (ত্রিকা°)

বধার্হ (ত্রি) বধং অর্হতীতি অর্হ-অণ্। বধ্য, হননযোগ্য।

"বধার্হঃ সুবর্ণশতং দমং দাপ্যস্তু পুরুষঃ।" (বৃহস্পতি)

বধিত্র (ক্লী) বধ (অশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) ইতি ইত্র। মন্মথ। (উজ্জ্বল)

বধিন্ (ত্রি) প্রাণবিয়োগফলকব্যাপারো বধঃ সনিষ্পাদ্যত্ব-নিরূপিত-নিষ্পাদকত্বে নাস্ত্যস্যেতি বধ-ইনি। বধকর্ত্তা, বধকারী, বধপ্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তক এই পঞ্চজন বধের পাপভাগী হইয়া থাকে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বধীপুর, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ৮।৬৫১)

বধু (স্ত্রী) বধূ।

বধুকা (স্ত্রী) ১ পুত্রবধূ। ২ নবপরিণীতা পত্নী। ৩ রমণীমাত্র।

বধুটী (স্ত্রী) বধূটী। পিত্রালয়ে বাসকারিণী বিবাহিতা বা অবিবাহিতা কন্যা।

বধূ (স্ত্রী) বধ্নাতি প্রেম্না বন্ধ-উ-নলোপশ্চ, যদ্বা—বহতি সংসারভারং উহ্যতে ভর্ত্রাদিভিরিতি বা বহ (বহের্ধশ্চ। উণ্ ১।৮৫) ইতি উ ধশ্চান্তাদেশঃ। ১ নারী। ২ স্নুষা। ৩ নবোঢ়া। ৪ ভার্য্যা। (মেদিনী) ৫ শারিবৌষধি। ৬ শটী। ৭ পৃক্কা। (অমর)

বধূকাল (পুং) বালিকাব বিবাহযোগ্য কাল।

বধূগৃহপ্রবেশ (পুং) দ্বিরাগমন। কন্যার স্বামীগৃহে আগমনকালীন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানবিশেষ।

বধূজন (পুং) বধূরেব জনঃ। যোষিৎ। (ত্রিকা°)

"ক্ষিতিপ্রতিষ্ঠোঽপি মুখারবিন্দৈ
বধূজনশ্চন্দ্রমধশ্চকার।" (মাঘ ৩।৫২)

বধূটশয়ন (ক্লী) বধূটীনাং শয়নমিব, পৃষোদরাদিকারস্যাকারঃ। গবাক্ষ, জানালা।

'বাতায়নং গবাক্ষঃ স্যাৎ বধূটশয়নং তথা।' (ত্রিকা°)

বধূটী (স্ত্রী) অল্পবয়স্কা বধূঃ অল্পার্থে টি, পক্ষে ঙীষ্, যদ্বা বধূ 'বয়স্য চরম্ ইতি বাচ্যং' (পা ৪।১।২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঙীপ্। ১ পুত্রভার্য্যা। ২ সুবাসিনী। (হেম) ৩ অল্পবধূ।

"নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥" (ভাষাপরি°)

বধূদর্শ (ত্রি) বধূদর্শন। পুত্রবধূর মুখসন্দর্শন।

বধূপথ (পুং) বধূর কর্ত্তব্য।

বধূমৎ (ত্রি) ১ পত্নীযুক্ত। ২ লাগামযুক্ত পশুসম্বলিত। ৩ জলশূন্য স্থানের উপযোগী স্ত্রীপশুযুক্ত। সাজ দিবার উপযুক্ত (পশু)।

বধূয়ু (ত্রি) ১ যে পত্নীকে ভালবাসে। ২ বিবাহেচ্ছু। ৩ স্ত্রীকামী।

বধূবস্ত্র (ক্লী) বিবাহকালে কন্যার পরিধেয় বস্ত্র।

বধূসরা (ত্রি) নদীভেদ। ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুজলে এই নদী উদ্ভূত হইয়াছিল।

বধৈষিন্ (ত্রি) হননেচ্ছু।

বধোদর্ক (ত্রি) মরণকারী। বধকর।

বধোদ্যত (ত্রি) বধায় উদ্যতঃ। বধের নিমিত্ত উদ্যুক্ত, অপরকে বধ করিবার জন্য উদ্যত। পর্য্যায়—সন্নদ্ধ, আততায়ী। (অমর)

বধোপায় (পুং) বধস্য উপায়ঃ। বধের উপায়।

"হস্তাচ্ছিত্রৈর্বধোপায়ৈরুদ্বেজনকরৈর্নৃপঃ।" (মনু ৯।২৪৮)

বঞ্জ (ক্লী) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

বধ্য (ত্রি) বধমর্হতীতি বধ-যৎ। বধার্হ, বধের উপযুক্ত। পর্য্যায়—শীর্ষচ্ছেদ্য। (অমর)

"গোব্রাহ্মণং বৃদ্ধমথাপি সুতং বালং স্ববন্ধুং ললনাং সুহৃষ্টাম্,
কৃতাপরাধানপি নৈব বধ্যাদাচার্য্যমুখ্যা গুরবস্তথৈব।"
(বামনপু° ৫৫ অ°)

বধ্যঘ্ন (ত্রি) বধ্যং হন্তি হন-ক। বধ্য-ঘাতক, যিনি বধ্য ব্যক্তিকে হনন করেন।

বধ্যতা (স্ত্রী) বধ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বধ্যত্ব, বধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম। বধ, হনন।

বধ্যপটহ (পুং) বধকালে যে ঢক্কা নিনাদিত হয়।

বধ্যপাল (পুং) বধ্যং বন্ধনস্থানং কারাগারং পালয়তীতি বধ্য-পাল-অণ্। কারাগৃহ-রক্ষক।

"সাধ্বী বিক্রয়রুদ্ধবধ্যপালঃ কেশরিবিক্রয়ী।
তপ্তলোহে তু পচ্যন্তে যশ্চ ভক্তং পরিত্যজেৎ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ২।৬।১১)

বধ্যভূ (স্ত্রী) বধ্যস্য ভূঃ। বধ্যভূমি, বধ্যস্থান, যে স্থলে বধ হয়। বধমঞ্চ।

বধ্যমালা (স্ত্রী) বধকালে অপরাধীর গলে যে মালা অর্পণ করা যায়।

বধ্যশিলা (স্ত্রী) যে প্রস্তরে প্রাণিহত্যা করা হয়।

বধ্যস্থান (ক্লী) বধ্যস্য স্থানং। বধস্থান।

বধ্যা (স্ত্রী) বধযোগ্যা। বধ।

বধ্র (ক্লী) বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধ (সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ইতি ষ্ট্রন্। সীসক। (অমর)

বধ্রক (পুং) সীসক।

বধ্রি (ত্রি) ছিন্নমুষ্ক, চলিত খাশী।

বধ্রিকা (পুং) খোজা বা ছিন্নমুষ্ক পুরুষ। (পা° ১।২।৫২ বার্ত্তিকঃ)

বধ্রিমৎ (ত্রি) ছিন্নমুষ্কশালী। যে স্ত্রীলোকের স্বামী ধ্বজভঙ্গ-রোগগ্রস্ত অথবা রমণাক্ষম একরূপ রমণী বধ্রিমতী পদবাচ্য।

বধ্রিবাচ্ (ত্রি) ১ জল্পক। বৃথা বাক্যব্যয়ী।

বধ্র্যশ্ব (পুং) ১ আক্তা করা ঘোটক। ২ বধ্র্যশ্বের বংশপরম্পরা। শেষোক্ত অর্থে ইহার প্রয়োগ বহুবচনান্ত।

বন, ১ সংভক্তি, সেবা। ২ শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ বনতি। লিট্ ববান। লুঙ্ অবানীৎ। বন—১ ব্যাপৃতি। ২ হিংসা। এই অর্থে ভ্বাদি° পরস্মৈ°। ণিচ্ বনয়তি। লুঙ্ অবীবনৎ। বনু বন ধাতু—প্রার্থনা। তনাদি° আত্মনে° দ্বিক° সেট্। লট্ বনুতে। লিট্ ববনে। লুট্ বনিতা। লুঙ্ অবনিষ্ট।

বন (ক্লী স্ত্রী) বনতীতি বন-অচ্ বা বন্যতে সেব্যতে ইতি বন-ঘ; (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮)
১ বহুবৃক্ষসমন্বিত স্থান।

"পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ।" (মনু ৮।৩৫৬)

বন-স্ত্রীত্বে ঙীপ্। পুষ্পধন্বা, যথা,—

"কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্বা
ধীরা বহন্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ।
কেলীবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জু-
র্দূরেপতিঃ কথয় কিং করণীয়মদ্য" (সাহিত্যদ°)

পর্য্যায়—অটবী, অরণ্য, বিপিন, গহন, কানন, দাব, দব, অটবি, ভীরুক, ঝাট, গুহিন, শত্র, সমজ, প্রান্তর, বিরু, কান্তার।

গৃহে কিংবা গৃহের নিকট কিরূপ বন প্রস্তুত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথা—আবাস স্থলের মধ্যে সুন্দর তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। উহাতে হরিভক্তি, পুণ্য ও ধন পুত্র লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, প্রভাতে তুলসী বন সন্দর্শনে স্বর্ণদানের ফল লাভ হয়। এতদ্ভিন্ন গৃহের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে মালতী, যূথিকা, কুন্দ, মাধবী, কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা এই সকল সুন্দর সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা বন প্রস্তুত করা নিঃসন্দেহ কল্যাণকর।

বরাহপুরাণে মথুরাস্থ দ্বাদশ বনের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—মধুবন, তালবন, কুমুদবন, কাম্যকবন, বহুলবন, ভদ্রবন, খাদিরবন, মহাবন, লোহজ ধবলবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন ও বৃন্দাবন।

[এই সকল পুণ্য বন দর্শন, বিচরণ ও তথায় স্নান জন্য ফলাফলের বিস্তৃত বিবরণ মথুরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বনবিশেষে মৃত্যু ঘটিলে উত্তম ফল লাভ হয়। দেবীপুরাণের অরণ্যোৎসরপ্রশংসায় বলা হইয়াছে,—সৈন্ধব, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষ, পুষ্কর, কুরুজাঙ্গল, উপলাবৃত, জম্বুমার্গ ও হিমবাস প্রভৃতি নয়টী বনে বা অরণ্যে যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, সে ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বন বর্ণন করিতে হইলে কবিগণ প্রধানতঃ সর্প, বরাহ, গজযূথ, সিংহাদি হিংস্রজন্তু, দ্রুমশ্রেণী, শুক, কাক, কপোত প্রভৃতি পক্ষী এবং ভিল্ল, ভল্ল ও দাবাগ্নি প্রভৃতি বর্ণন করিবেন।

উদ্যান সম্বন্ধে বর্ণনীয় বিষয় যথা—সরণি, সর্ব্বফলপুষ্পযুত তরু, লতা, পিক, মধুকর, ময়ূর ও হংসাদি পক্ষী এবং ক্রীড়াবাপী ও পান্থশালা প্রভৃতি।

"উদ্যানে সরণিঃ সর্ব্বফলপুষ্পলতাক্রমাঃ।
পিকালিকেকিহংসাদ্যাঃ ক্রীড়াবাপ্যধ্বগস্থিতিঃ।" (কবিকল্পলতা)

২ জল। "বনমুচে নমুচেরয়ে শিরঃ" (রঘু ৯।২২
৪ আলয়। ৫ চমসাখ্য যজ্ঞপাত্র ভেদ। "অধ্বর্য্যবঃ কর্ত্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ বনে নিপূতং বন উন্নয়ধ্বম্।" (ঋক্ ২।১৪।৯) 'বনে সম্ভজনীয়ে বন উদকে নিপূতমাপ্যায়নেন শোধিতং সোমমুন্নয়ধ্ব-মূর্দ্ধং নয়ত। যদ্বা বনে তদ্বিকারে চমসে নিপূতং দশাপবিত্রেণ শোধিতং সোমং বনে চমসে উন্নয়ধ্বং।' (সায়ণ)

৬ প্রস্রবণ। (হেমচন্দ্র) বন ষণ সম্ভক্তৌ ভ্বাদিং পরস্মৈং বন্যতে সেব্যতে শীতাদিবারণায়, যদ্বা বনতি হিংসার্থঃ বন্যতে হিংস্যতেঽনেন তমঃ অথবা বনু যাচনে তনাদি আত্মনেং বন্যতে যাচ্যতে বৃষ্টিপ্রদানায়, কিংবা বন শব্দে ভূং পব বন্যতে শব্দ্যতে স্তূয়তে স্তোতৃভিরিতি পুংসি সংজ্ঞায়াং বন-ঘ। ৭ রশ্মি। (নিঘণ্টু ১।৫।৮) (পুং) ৮ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বিশেষের উপাধি। যে সন্ন্যাসী আশাপাশ বিমুক্ত হইয়া সুরম্য নির্ঝরের নিকট বনে বাস করেন, তাঁহাকে বন বলা যায়।

"সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে ॥"
(প্রাণতোষিণী অবধূতপ্রকরণ)

৯ স্তবক। ১০ কুসুম।

বনআচু (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনআদা (দেশজ) আদ্রকভেদ, বুনোআদা।

বনওকড়া (দেশজ) ওকড়াভেদ।

বনকচু (পুং) কচুভেদ, বুনো কচু, ইহা মানকচু হইতে ভিন্ন জাতি। এই কচুর শাক খাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কচু খাওয়া যায় না।

বনকণা (স্ত্রী) বনপিপ্পলী। (বৈদ্যকনিং)

বনকণ্ডুল (পুং) মধুর শূরণ, উত্তম ওল। (বৈদ্যকনিং)

বনকদলী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কদলী। কাষ্ঠকদলী, বুনোকলা।

বনকন্দ (পুং) বনজাতঃ কন্দঃ। বনশূরণ, বুনো ওল। শ্বেতশূরণ। ধরণীকন্দ। (রাজনিং)

বনকপীবৎ (পুং) পুলহের পুত্রভেদ।

বনকরিন্ (পুং) বনহস্তী।

বনকর্কটী (স্ত্রী) আরণ্যকর্কটী, বনকাঁকড়ী। (রসেন্দ্রসারসং)

বনকর্কোট (পুং) অরণ্যকর্কটিকা, চলিত কাঁকরোল।

বনকর্ণিকা (স্ত্রী) সল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিং)

বনকাম (ত্রি) বনভ্রমণেচ্ছু।

বনকার্পাসী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কার্পাসী। বনোদ্ভব কার্পাস। পর্য্যায়—ত্রিপর্ণা, ভারদ্বাজী, বনোদ্ভবা। (রত্নমালা)

বনকুঁচ (দেশজ) কুচভেদ, বুনোকুঁচ।

বনকুক্কুট (পুং) বন-তাম্রচূড়, বুনো কুক্ড়া।

বনকুঞ্জর (পুং) হস্তিভেদ, বুনো হাতী।

বনকোকিলক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৭টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার সপ্তম, ষষ্ঠ এবং চতুর্থ অক্ষরে যতি। এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর লঘু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছন্দঃ কোকিলক নামেও প্রসিদ্ধ।

ইহার উদাহরণ—

"লসদরুণেক্ষণং মধুরভাষণমোদকরং
মধুসময়াগমে সরলকেলিভিরুল্লসিতম্।
অতিললিতদ্যুতিং রবিসুতা বনকোকিলকং
ননু কলয়ামি তং সখি! সদা হৃদি নন্দসুতম্ ॥" (ছন্দোমং)

ইহার লক্ষণ—

"হয়-ঋতু-সাগরৈর্যতিযুতং যদি কোকিলকং" (ছন্দোমঞ্জরী)

বনকুণ্ডলিন্ (পুং) বনশূরণ, বুনো ওল। (বৈদ্যকনিং)

বনকেন্দ্রাণী (স্ত্রী) শ্বেতনির্গুণ্ডী, শ্বেতনিসিন্দা। (বৈদ্যকনিং)

বনকোদ্রব (পুং) বনজ কোদ্রবধান্য, বুনো কদোধান। (ভাবপ্রং)

বনকোলি (স্ত্রী) বনোদ্ভবা কোলিঃ। বনজ বদরী, বুনো কুল। পর্য্যায়—কর্কশিকা, ফলকর্কশা।

বনক্রক্ষ (ত্রি) ১ সোমপাত্রের বুধ্নোদ্গমন। ২ বিভিন্ন কাষ্ঠ কাষ্ঠপাত্রে স্থাপিত। 'কাষ্ঠেষু পাত্রেষু বিপ্রকীর্ণং যদ্বা উদকানা-মর্থকং' (ঋক্ ৯।১০৮।৭ সায়ণ)

বনক্রীড়া (স্ত্রী) বনে ক্রীড়া। বনকেলি, বনে যে খেলা করা যায়, তাহাকে বনক্রীড়া কহে।

বনখণ্ড (ক্লী) বনবিশেষ। একটী বন।

বনগ (ত্রি) বনং গচ্ছতি গম-ড। বনগামী।

বনগজ (পুং) বনোদ্ভবঃ গজঃ। বনহস্তী।

বনগব (পুং) বনগো, গবয়।

বনগরু (দেশজ) গবয়।

বনগহন (ক্লী) গভীর বন।

বনগুপ্ত (পুং) গুপ্তচর।

বনগুল্ম (পুং) বনজাত গুল্ম।

বনগো (স্ত্রী) বনস্য গৌঃ। গবয়। (রাজনিং)

বনগোচর (পুং) বনং গোচরো দেশো যস্য। ১ ব্যাধ। বনং জলং গোচরো নিবাসস্থানং যস্য। ২ নারায়ণ। (ভাগং২।১৮।৩টীকায় স্বামী) (ত্রি) ৩ জলচর।

"মুকুন্তমক্ষা স্বরুচোহরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ।" (ভাগং ৩।১৮।২)

৪ কাননবিহারী। (মনু ৮।২৫৯)

বনঘোলী (স্ত্রী) অরণ্যঘোলী।

বনঙ্করণ (ক্লী) শরীরের অংশবিশেষ। সায়ণাচার্য্যের মতে, "বনং উদকং ক্রিয়তে বিসৃজতে যেন" এই অর্থে জলকারী মেঘাদি বুঝায়।

বনচন্দন (ক্লী) বনজাতং চন্দনং। ১ অগুরু। ২ দেবদারু। (বিশ্ব)

বনচন্দ্রিকা (স্ত্রী) বনে চন্দ্রিকা জ্যোৎস্নেব। মল্লিকা। (রাজনি°)

বনচম্পক (পুং) বনজাতশ্চম্পকঃ। বনজ চম্পকপুষ্পবৃক্ষ। পর্য্যায়—বনদীপ, হেমাহ্ব, সুকুমার। গুণ—কটু, উষ্ণ, বাত ও কফনাশক, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক, ব্রণরোপণ ও বয়ঃস্তম্ভকারক।

বনচর (ত্রি) বনে চরতীতি বন-চর-ট। ১ বনচারী, বনেচর। ২ শরভ নামক অষ্টপদী বনজন্তুবিশেষ।

বনচর্য্যা (স্ত্রী) ১ বনচারী। ২ বনবাসী।

বনচারিন্ (ত্রি) বনে চরতীতি চর-ণিনি। বনে বিচরণকারী, বনেচর।

বনচাঁড়াল (দেশজ) গুল্মভেদ (Hedysarum gyrans)।

বনচাঁদড় (দেশজ) বৃক্ষভেদ (Flagellaria Indica)। অপর নাম বনচান্দ্র।

বনচালিতা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনছাগ (পুং) বনস্থ ছাগঃ। অরণ্যছাগল। পর্য্যায়—এড়ক, শিশুবাহ্বক। (ত্রিকা°) বনে ছাগ ইব। ২ শূকর। (শব্দমালা)

বনছিদ্ (ত্রি) বনকর্ত্তনকারী মাত্র। (পুং) কাঠুরিয়া।

বনচ্ছেদ (পুং) কাষ্ঠকর্ত্তন।

বনজ (ক্লী) বনে জলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ অম্বুজ:

> "দীর্ঘেষমী নিয়মিতাঃ পটমণ্ডলেষু
> নিদ্রাং বিহায় বনজাক্ষ ! বনায়ুদেশ্যাঃ।
> বক্ত্রোষ্মণা মলিনয়ন্তি পুরোগতানি
> লেহ্যানি সৈন্ধবশিলাশকলানি বাহাঃ॥" (রঘু ৫।৭৩)

(ত্রি) ২ বনজাত, বনোদ্ভবমাত্র, বনে যাহা উৎপন্ন হয়। (পুং) ৩ মুস্তক। (মেদিনী) ৪ গজ। (বিশ্ব) ৫ বনশূরণ, বুনোওল। ৬ তুম্বুরুফল। (রাজনি°) ৭ বনবীজপূরক, বুনো লেবু। ৮ বনতিলক। ৯ বনকুলথ। (বৈদ্যকনি°)

বনজতাম্রচূড় (পুং) বনকুক্কুট, বুনো কুকড়া।

বনজমূর্দ্ধজা (স্ত্রী) কর্কটশৃঙ্গী। চলিত কাঁকড়া শৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°) পুস্তকান্তরে 'বনমূর্দ্ধজা' পাঠও দেখা যায়।

বনজলপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনজবৃত্তিকা (স্ত্রী) হ্রস্বমেষশৃঙ্গী। (বৈদ্যকনি°)

বনজা (স্ত্রী) বনে জায়তে ইতি জন-ড স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মুদ্গপর্ণী। ২ অরণ্যকার্পাসী। ৩ নিগুণ্ডী, চলিত নিসিন্দা। ৪ শ্বেতকণ্টকারী। ৫ বনতুলসী। ৬ বনোপোদিকা, চলিত বনপুঁই। ৭ অশ্বগন্ধা। ৮ গন্ধপত্রা। ৯ মিশ্রেয়া, চলিত মউরি। ১০ ঐন্দ্র। (রাজনি°)

বনজার, ভারতবাসী পণ্যজীবি-জাতিবিশেষ, উত্তর-ভারত অপেক্ষা দক্ষিণভারতেই ইহাদের অধিক বাস। বহু প্রাচীনকাল হইতেই এই জাতির বাণিজ্যপ্রভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। আরিয়ান্ (India, xi.) এই জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দশকুমার-চরিতেও ইহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ব-বিদ্‌গণ বাণিজ্ বা বাণিজ্যকার হইতে অপভ্রংশে বণিজার বা বনজার শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করেন। এলিয়ট্ সাহেব পারসী "বীরঞ্জার" অর্থাৎ ধান্যবাহী অর্থ হইতে এইরূপ নাম-করণ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি এই শব্দনিদর্শন হইতে ভারতবাসীর সহিত পারসিক জাতির প্রাচীন সংস্রবের সূচনা মীমাংসা করিয়া যান। অধ্যাপক কাউএল উক্তমত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি বলেন, হিন্দি বন্-জালনা বা বন্ঝারণা শব্দার্থ হইতেই অধিক সম্ভব "বন্জার" শব্দের বুৎপত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

এই জাতির নামোৎপত্তিপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেরূপ সিদ্ধান্তেই সমুপস্থিত হউন না কেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ইহারা হিন্দু-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐতিহাসিক উক্তিই তাহা সমর্থন করিতেছে। দাক্ষিণাত্য-বাসী বনজারগণের মধ্যে মাথুরিয়া, লবাণ ও চারণ নামে তিনটী শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহারা আপনাদিগকে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। মাথুরিয়া শ্রেণী মথুরা হইতে এই অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অধিক সম্ভব, রাজপুত চারণগণ তীর্থযাত্রা উদ্দেশে এবং লবাণেরা লবণের বাণিজ্য লইয়া এদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তাহারা সবর্ণা কন্যার অভাবে অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া মূল জাতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ইহারা সকলেই শিখগুরু নানককে ধর্ম্মগুরু বলিয়া স্বীকার করে।

মুসলমান ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, দিল্লীর সম্রাট্‌গণের দাক্ষিণাত্য-বিজয়প্রসঙ্গের সময় হইতে সময়ান্তরে রাজাদেশে রসদ লইয়া বন্জারগণ দক্ষিণভারতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সিকন্দর বাদশাহের ঢোলপুর আক্রমণ সময়ে প্রথম বনজারদিগের উপনিবেশ ঘটে। চারণগণ রাঠোরবংশীয়। ইহারা ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি আসফ্‌জাহের অধীনে দাক্ষিণাত্যে আগমন করে। ঐ সময়ে তাহাদের স্বশ্রেণীর ভঙ্গী ও জঙ্গী নায়কেরা এখানে আসে। আসফ্‌জাহ্ তাহাদের কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাম্রপত্রে

স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া একখানি সনদ দেন। উহাতে এইরূপ লিপি আছে :—

"রঞ্জন কা পানি, ছাপ্পর কা ঘাস।
দিন কা তিন খুন মু'য়াফ্।
আউর জহান আসফ্ জান্ কি ঘোড়ে
বাহন ভঙ্গি ঝঙ্গী কা বএল্।"

ঐ ভঙ্গী বংশধরগণের নিকট অদ্যাপি এই ছাড় পত্র আছে। হায়দরাবাদের নিজাম তাহা দেখিয়া তাহাদের খেলাত দিয়াছিলেন।

ইহারা যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করে এবং অনেকে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায়। ভুত তাড়াইবার জন্য ইহারা নানা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। জ্বর, বাতব্যাধি ও উদরাময় প্রভৃতি রোগ ইহারা ডাইনের দৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কোন রমণীকে ডাইনী ধরিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে, ইহারা তাহাকে বন মধ্যে লইয়া মারিয়া ফেলিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ইহারা সাধারণতঃ হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। বালাজী, মহাকালী (মরিয়াই), তুলজাদেবী, শিব, মিঠু-ভুখিয়া ও সতীমূর্ত্তি ইহাদের প্রধান উপাস্য, এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি ছোট খাট ঠাকুরও ইহারা ভক্তিসহকারে পূজা করে। দস্যুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহারা স্ব স্ব উপনিবেশের পার্শ্বস্থ মিঠু ভুখিয়ার মন্দিরে গমন করে। দস্যুতায় লিপ্ত হইবার পূর্ব্বসন্ধ্যা ভিন্ন ঐ ঘরে কেহ গমন করেন না। তথায় প্রথমে ইহারা দস্যুপতি মিঠুর পূজা দিয়া একটী সতীমূর্ত্তি আনয়ন করে এবং একটী ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া বর্ত্তিকালোকে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিতে থাকে। যদি ঐ বর্ত্তিকায় শুভ লক্ষণ প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে ইহারা সদলে বহির্গত হইয়া উক্ত গৃহ সম্মুখস্থ পতাকাতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক অভীষ্ট পথে যাত্রা করে। লুণ্ঠনকালে ইহারা কোন কথা কহে না, ইহাদের সংস্কার, যদি কেহ ভুলিয়া পথিমধ্যে কথা কয়, তাহা হইলে সে যাত্রায় শুভ হইবে না জানিয়া ইহারা পুনরায় মিঠু-ভুখিয়ার মন্দিরে প্রত্যাগত হয় এবং পুনরায় প্রদীপালোকে শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া লুণ্ঠনে বহির্গত হইয়া থাকে। পথে হাঁচি পড়িলেও ইহারা কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিবে মনে করে।

কাহারও পীড়া হইলে ইহারা বালাজীর নামে উৎসর্গীকৃত হটাদিয়া (হট্ট-আঢ্য) নামক বৃষের পূজা দিয়া থাকে। এই বৃষের উপর কেহ কখন কোনরূপ বোঝা চাপায় না, বরং লাল কাপড় ও কড়ির গহনা পরাইয়া সজ্জিত রাখে। ইহারা গুরু নানককে ধর্ম্মজগতের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে এবং একমাত্র ঈশ্বরের সর্ব্বাধারত্ব স্বীকার করিয়া থাকে।

যুক্তপ্রদেশবাসী বন্জারদিগের মধ্যে চৌহান, বহুরূপ, গৌড়, যাদব, পণবার, রাঠোর ও তুর্খার নামক শ্রেণীবিভাগ আছে। বহুরূপ ও গৌড় ব্যতীত সকল বংশোপাধিগুলিই ইহাদের রাজপুত জাতিত্বের পরিচায়ক। কিংবদন্তী এই যে, ইহারা একসময়ে অযোধ্যা ও হিমালয় সন্নিহিত নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। বরেল্লী হইতে জঙ্ঘার রাজপুতবর্গ ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়, ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পাঠানসর্দ্দার রসুল খাঁ বরাইচ জেলার নানপাড়া পরগণা হইতে এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে চাক্লাদার হকিম্ মেহেন্দী সিজোলী পরগণা হইতে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। খেরী জেলার জাঙ্গ্রে রাজপুতগণ তাহাদের মিত্র বন্জারদিগের নিকট হইতে খয়রাগড় প্রাপ্ত হন শাহরানপুর জেলার দেওবাঁধ নগর ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

হার্দোই জেলার গোপামৌ নগরের বনজার টোলাবাসী বন্জারেরা বলে যে, তাহারা মুসলমান সাধু সৈয়দ সালরের বংশধর, আবার মান্দ্রাজবাসী বন্জারগণের মুখে শুনা যায় যে, তাহারা রামানুচর বানরপতি সুগ্রীবের বংশে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বন্জার কোন একটী বিশিষ্ট জাতীয় সংজ্ঞা নহে। সময়ে সময়ে বিভিন্ন জাতি বা বংশের ব্যক্তিবর্গ স্থানান্তরে প্রবাসী হইয়া ইহাদের বৃত্তি অবলম্বন করায় বন্জার নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ দস্যুবৃত্তি বা শস্যবাণিজ্য হেতু বন্জার শ্রেণীভুক্ত হইলেও বর্ত্তমান জাতীয় পেষা অনুসারে মুজঃফরনগরবাসী বন্জারদিগের মধ্যে এইরূপে ধানকুটা, লবাণ, নন্দবংশী, জাট, ভুখিয়া গুয়াল, কোটবার, গৌড়, কোড়া ও মুজহর প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে।

পশ্চিম প্রদেশের বন্জারগণ সাধারণতঃ পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে তুর্কিয়া বা মুসলমান শ্রেণীতে ৩৬টী গোত্র প্রচলিত আছে, যথা—তোমর, চৌহান, গহলোত, দিলবারী, আল্বী, কনোঠী, বুড়কী, তুর্কি, শেখ, নাথমীর, অববান্, বদন, চকিরাহ, বহরারী, পদড়, কণিকে, ঘাড়ে, চন্দোল, তেলী, চরকা, ধঙ্গগিয়া, ধানকিকা, গঙ্গী, তিতর, হিন্দিয়া, রাহ, মরৌথিয়া, খাগর, কড়েয়া, বহলীম্, ভট্টি, বন্দারী, বরগঙ্গা, আলিয়া ও খিলজী। ইহারা রোস্তম খাঁর অধীন মুলতান হইতে প্রথমে মুরাদাবাদ এবং তৎপরে বিলাসপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে আসিয়া বাস করিয়াছে।

বৈদ-বন্জারগণ ভাট্নের হইতে আসিয়াছে। ইহাদের সর্দ্দারের নাম দুল্হা। ঝলোই, তওার, হতাব, কপাহী, দণ্ডেরি, কছনী, তারিণ, ধরপাহি, কীরি ও বহ্লীম নামে ১১টী গোত্র ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। লবাণ (লবণবাহী) বন্জারগণ আপনাদিগকে গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে

এবং সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময়ে রণস্তম্ভগড় হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া প্রবাসী হয়। ইহাদের মধ্যেও ১১টী গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা সকলেই কৃষিজীবী।

মুকেরী বন্জারগণ বলে যে, মক্কায় তাহাদের এক নায়কের তাণ্ডা (শিবির) ছিল। তথা হইতে ঐ বংশ ঝাঝর নগরে আসিয়া বাস করিলে তাহারা সাধরণে মক্কাই বা মুকেরী নামে পরিচিত হয়। এই কথা সমর্থনের জন্য তাহারা অত্যদ্ভুত উপাখ্যানের কল্পনা করিয়াছে। সে যাহাই হউক, তাহাদের কুলগত নামে হিন্দু ও মুসলমানের সংমিশ্রণ দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা উক্ত উভয় জাতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত বংশাখ্যা প্রচলিত দেখা যায়, যথা—অঘবান্, মোগল, মোথর, চৌহান, সিম্লী, চৌহান, ছোট-চৌহান, পঞ্চতকিয়া চৌহান, তান্‌হর, কাঠেরিয়া, পাঠান, তরীন্-পাঠান, ঘোড়ী, ঘোড়ীবাল, বঞ্জারোয়া, কাষ্টিয়া ও বহ্‌লীম।

বহরূপ বনজারগণ সাধারণতঃ হিন্দু। ইহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। মুসলমান শ্রেণীর ন্যায় বনজার হিন্দুগণ গৃহস্থাশ্রমাচারী নহে। ইহাদের মধ্যে রাঠোর, চৌহান, পণবার, তোমর ও ভূর্ত্তিয়া নামে কয়টী বংশবিভাগ দেখা যায়। ঐ সকল বংশের মধ্যে আবার গোত্রবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। রাঠোর বংশের মধ্যে মুছারী, বাহুকী, মুর্হাবৎ ও পণোত নামে চারিটী থাক আছে, তন্মধ্যে মুছারীতে ৫২টী, বাহুকীতে ২৭টী, মুর্হাবতে ৫৬টী এবং পণোতে ২৩টী গোত্র প্রচলিত আছে। চৌহানদিগের মধ্যে ৪২ টী গোত্র বিদ্যমান, ইহারা মৈনপুরী হইতে এদেশে আসিয়াছে। ভূর্ত্তিয়াগণ গৌড়ব্রাহ্মণের সন্তান। চিতোর রাজধানীতে ইহাদের বাস ছিল। সেথান হইতে ইহারা দাক্ষিণাত্যবাসী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫২টী গোত্র প্রচলিত। পণবারগণ দিল্লীবাসী ছিলেন। তাহাদের মধ্যে ২০টী গোত্র আছে।

এই বহরূপ বনজারগণ অন্যান্য জাতির ন্যায় সগোত্রে বিবাহ দেয় না। নাট জাতির কন্যাগ্রহণ করে বটে, কিন্তু আপনাদের কন্যা তাহাদিগকে সমর্পণ করে না। নাএক বা নায়ক বনজারগণ এই জাতিভুক্ত হইলেও সামাজিকতায় সাধারণ শ্রেণী অপেক্ষা অনেক উন্নত। ইহাদের মধ্যে রাজপুতেরই সংখ্যা অধিক। গোরখপুর বিভাগের নাএকগণ আপনাদিগকে সনাঢ্য ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে এবং পিলিভিতে তাহাদের আদিবাস ছিল বলিয়া জানায়। ইহারা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। সমাজে ইহাদের বহু বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার পিতাকে একটী জাতীয় ভোজ দিতে হয় এবং কন্যাকে সত্যনারায়ণের কথা শুনাইয়া পবিত্র করিয়া লওয়া হয়। বিবাহের সময় বরের পিতার হস্তে কন্যার পিতার "তিলকদান" স্বরূপ কিছু টাকা দিবার বিধি আছে, পঞ্চায়তের বিচারে সকলেই ব্যভিচারিণী পত্নীকে ত্যাগ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নাই বলিয়া ঐ রমণী আর স্বজাতি-সমাজে পরিণীতা হইতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংস্কার তাহারা যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া থাকে। শবদেহ দাহ ও অশৌচান্তে শ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন করে। সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল কার্য্যে ইহাদের যাজকতা করিয়া থাকে।

বিবাহকালে ইহারা উপর্য্যুপরি ৪টী করিয়া সাত থাক ঘড়া সাজায় এবং তাহার মধ্যস্থলে দুটী মুষল ও একটী জলের কলস রাখিয়া দেয়। ইহার সম্মুখে মৃত্তিকালিপ্ত স্থানে চৌকা কাটিয়া পুরোহিত হোম করে। তদনন্তর সেই নবদম্পতী গাইট ছড়া বাঁধিয়া সেই মুষলের চারিদিকে সাতপাক ঘুরে। পরে তাহারা একস্থানে আসিয়া বসিলে কন্যার পিতা বরের পা পূজা করে এবং কন্যা সম্প্রদানের যৌতুক স্বরূপ ২টী বা ৪টী টাকা দেয়। ইহাই বড় ঘরের বিবাহ। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যাকে বরের গৃহে লইয়া 'ধরৌনা' মতে বিবাহ দেওয়া হয়। তদনন্তর স্বজাতিভোজ হইয়া থাকে।

বনজীর (পুং) বনোদ্ভবো জীরঃ। বনজাত জীরক, কটুজীরক, চলিত বনজীরে। ইহার পর্য্যায়—বৃহৎপালী, সূক্ষ্মপত্র, অরণ্যজীর, কণ। গুণ—কটু, শীতল ও ব্রণনাশক। পাকে—কটু, কৃমিঘ্ন, দীপন, জীর্ণজ্বরহর ও রুচ্য।

বনজীবিন্ (পুং) কাঠুরিয়া। যাহারা বন হইতে কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে।

বনতণ্ডুলী (স্ত্রী) তণ্ডুলীয়ভেদ। (Amblogina polygonoides) ২ বনতণ্ডুলীয় শাক।

বনতরু (পুং) অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বৈদ্যকান°)

বনতিক্ত (পুং স্ত্রী) বনেষু বনোদ্ভবেষু মধ্যে তিক্তঃ, তিক্তা বা। হরীতকী।

বনতিক্তা (স্ত্রী) শ্বেতবুহ্না বা গ্রীষ্মা নাম লতাভেদ।

বনতিক্তিকা (স্ত্রী) বনতিক্তা-কন্। টাপি অত ইত্বং। ১ পাঠা, চলিত আকনাদি। [ইহার গুণাদির বিষয় পাঠাশব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ উৎপলশাক। ইহার গুণ তিক্ত ও শীতল এবং কটু ও কফপিত্তঘ্ন। (চরকসূ° ২৩ অঃ)

বনত্রপুষ[ক] (পুং) ১ আরণ্যত্রপুষ। ২ ইন্দ্রবারুণী। (বৈদ্যকনি°)

বনদ্ (ত্রি) ১ প্রশংসাকারী। ২ স্তোতা বা পূজক। 'বনদঃ বনস্তঃ সম্ভক্তারঃ যদ্বা বনদোহবনদঃ ভৃশং শব্দয়ন্তঃ স্তোতারঃ।'

(ঋক্ ২।৪।৫ সায়ণ)

দুর্গাদাস 'বনদঃ' শব্দে 'বনদাঃ' অর্থাৎ অভীষ্ট পূজোপহার-দানকারী অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান টীকাকারগণ 'বনদ' শব্দে প্রবল ইচ্ছাযুক্ত এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

বনদ (পুং) বনং জলং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ। (ত্রি) ২ বনদাতৃ-মাত্র।

বনদমন (পুং) বনজাতো দমনঃ। অরণ্যদমনক বৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত বনদনা।

বনদারক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনদাহ (পুং) দাবদহন। অগ্নিযোগে বনপ্রজ্বলন।

বনদীপ (পুং) বনস্য দীপ ইব। বনচম্পক।

বনদীয়ভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার।

বনদুর্গা (স্ত্রী) ১ তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তি। পূর্ব্ববঙ্গে বনদুর্গাপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত হইয়া থাকে। এই পূজা প্রায়ই কোন প্রসিদ্ধ বিটপিবেষ্টিত খোলা বা উন্মুক্ত চত্বরে সমাহিত হয়। মানসিক করিয়াও অনেকে এই পূজা দেন।

২ তন্নামক তন্ত্রভেদ। ৩ উপনিষদ্‌ভেদ।

বনদেবতা (স্ত্রী) বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (উত্তরচরিত ২)

বনদ্রু (পুং) চারবৃক্ষ। (রাজনি°) চলিত পিয়াল গাছ।

বনদ্রুম (পুং) ১ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ২ কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

বনদ্বিপ (পুং) বনহস্তী।

বনধারা (স্ত্রী) বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথ।

বনধিতি (স্ত্রী) ১ ছেত্তব্য বৃক্ষসমূহে নিধাতব্য (কুঠারাদি অস্ত্র)। ২ মেঘমালা। "দিগ্মা যদ্বনধিতিরপস্যাৎসূরো অধ্বরে পরিরোধনা গোঃ" (ঋক্ ১।১২১।৭) 'বনধিতির্বনে ছেত্তব্যে বৃক্ষসমূহে নিধাতব্যা, * * * যদ্বা বনমুদকমস্যাং ধীয়ত ইতি বনধিতি-র্মেঘমালা।' (সায়ণ)

বনধেনু (পুং) অরণ্যজাত গো। গবয়, চলিত বুনো গরু।

বনন (ক্লী) ১ ধন। ২ ইচ্ছা, বাসনা। স্ত্রিয়াং টাপ্।

বনন মিশ্র, তর্কসংগ্রহটিপ্পনপ্রণেতা।

বননিত্য (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ।

বননীয় (ত্রি) বাঞ্ছনীয়।

বনন্বৎ (ত্রি) উদকবিশিষ্ট। "পাথঃ সুমেকং স্বধিতির্বনন্বতি।" (ঋক্ ১০।৯২।১৫) 'বনন্বতি উদকবতি' (সায়ণ)

২ সম্ভক্তব্য ধন। (ঋক্ ৭।৮১।৩)

বনপ (পুং) ১ বনবাসী। ২ কাঠুরিয়া। ৩ বনরক্ষক।

বনপন্নগ (পুং) বনস্থ সর্প।

বনপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের তৃতীয় অংশ। এই অংশে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের কাম্যকবনে অবস্থিতি বিবরণ বিবৃত আছে।

বনপলাণ্ডু (পুং) বনজাত পলাণ্ডু (Urginea Indica, syn. Scilla Indica.) indian squill. বনপিয়াজ। হিন্দী—জংলী পিয়াজ। তেলঙ্গ—নক্কবুল্লিগড্ড। বোম্বে—রাণকান্দা।

বনপল্লব (পুং) বনমিব নিবিড়ঃ পল্লবো যস্য। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, চলিত সজিনাগাছ।

বনপাংশুল (পুং) বনে পাংশুলঃ পাপিষ্ঠঃ। ব্যাধ। (শব্দরত্না°)

বনপাদপ (পুং) বনজবৃক্ষ।

বনপার্শ্ব (পুং) বনের পার্শ্বস্থিত স্থান। বনসমীপ।

বনপাল (পুং) বনরক্ষক।

বনপিপ্পলী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা পিপ্পলী। চলিত বনপিপুল, ছোট পিপুল। মরাঠী—রাণপিপুল, কনাড়ী—কাহিপিপ্পলী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সূক্ষ্মপিপ্পলী, ক্ষুদ্রপিপ্পলী, বনকণা। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ ও রুচ্য। এই বনপিপুল কাঁচা অবস্থায় গুণযুক্ত, শুষ্ক হইলে গুণ কমিয়া যায়।

"আমা ভবেদ্‌গুণাঢ্যাস্তু শুষ্কাঃ স্বল্পগুণাঃ স্মৃতাঃ" (রাজনি°)

বনপীত (পুং) ভূমিজাত গুগ্‌গুলু। ২ কণগুগ্‌গুলু।

বনপুষ্পা (স্ত্রী) বনমিব নিবিড়ং পুষ্পং যস্যাঃ, টাপ্। শতপুষ্পা, শতাহ্বা। (রাজনি°)

বনপুষ্পাময় (ত্রি) বনপুষ্পসম্ভব।

বনপুষ্পোৎসব (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনপূতিকা (স্ত্রী) আরণ্যপূতিকা, চলিত বনপুঁই। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ ও রুচ্য।

বনপূরক (পুং) বনজাতঃ পূরকঃ বীজপূরকঃ। বনবীজ-পূরক। (রাজনি°) পাঠান্তর—'বনপূর'।

বনপূর্ব্ব (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।

বনপ্রক্ষ (ত্রি) জলচারী। বনক্রক্ষ। [বনপ্রক্ষ দেখ।]

বনপ্রবেশ (পুং) বনগমন। কোন দেবমূর্ত্তি গঠনাভিলাষে বনজ বৃক্ষ (দারু) ছেদনার্থ সদলবলে বনমধ্যে যাত্রোৎসববিশেষ।

বনপ্রস্থ (ক্লী) ১ অধিত্যকাস্থিত বন। ২ স্থানবিশেষ। ৩ বানপ্রস্থ।

বনপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) বনগমনকারী।

বনপ্রিয় (ক্লী) বনেষু বনজাতেষু মধ্যে প্রিয়ং। ১ ত্বক্। (রাজনি°) (পুং) ২ কোকিল।

"অয়ি বনপ্রিয় বিস্মৃত এব কিং
বলিভুজো বিঘসো ভবতাধুনা।
যদনয়ৈব কুহূরিতি বিস্তয়া,
নপততশ্চরণৌ ধরণৌ তব॥" (উদ্ভট)

৩ বিভীতক বৃক্ষ। ৪ শঠী, চলিত শটী। ৫ শম্বরমৃগ।

বনফল (ক্লী) বনজ বৃক্ষ ফলভেদ। ইহা খাইতে মিষ্ট।

বনফুল (ক্লী) পুষ্পবৃক্ষভেদ। ইহার মালা গাঁথিলে সুন্দর দেখায়। শ্রীকৃষ্ণ বনফুলের মালা পরিয়া "বনমালী" হইয়াছিলেন।

বনবর্ব্বটী (দেশজ) বর্ব্বটীভেদ।

বনবর্ব্বর (পুং) কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°)

বনবর্ব্বরিকা (স্ত্রী) বনজাত অর্জ্জক জাতীয় পত্রশাক, চলিত বনবাবুই তুলসী। মবাঠী—আজবলা মেদ্বু। কণাড়ী—সুগন্ধি অঞ্জরা। ইহার গুণ—সুগন্ধ, উষ্ণ, কটু, বমিঘ্ন, পিশাচ ও ভূতঘ্ন এবং ঘ্রাণ-সন্তর্পণ। (রাজনি°)

বনবরাহ (দেশজ) শূকরজাতিবিশেষ (The wild Hog)। ইহাদের ওষ্ঠের পার্শ্বদেশ দিয়া গজদন্তসদৃশ দন্ত বাহির হয়। ঐ দন্ত দ্বারা তাহারা ক্রোধের সময় শত্রুকে আঘাত করিয়া তাহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। আর্য্যশাস্ত্রে এই মাংস পবিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই কারণে অনেকে ইহার মাংস খাইতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। [বরাহ দেখ।]

বনবর্হিণ (পুং) বন্য ময়ুর।

বনবাহ্যক (পুং) জাতিবিশেষ।

বনবিড়াল (পুং) বিড়াল জাতিভেদ, (Felis caracal) ইংরাজিতে Tiger cat বলে। ইহারা ব্যাঘ্র জাতীয় এবং দেখিতে অনেকটা বাঘের মত; সাধারণতঃ বাঘ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা মেষ-শাবক, হাঁস প্রভৃতি মারিয়া খায়। কিন্তু মানুষ দেখিলে ভয়ে সরিয়া যায়। [বিড়াল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বনবীজ (পুং) বনস্য বনোদ্ভবো বা বীজো বীজপূবকঃ। বনবীজ-পূরক, বনমাতুলঙ্গ। (রাজনি°)

বনবীজক (পুং) বনবীজ-স্বার্থে কন্। বনবীজপূরক। (রাজনি°)

বনবীজপূরক (পুং) বনোদ্ভবো বীজপূরঃ। আরণ্যজাত বীজপূর। পর্য্যায়—বনজ, বনবীজক, বনবীজ, অত্যম্লা, গন্ধাম্লা, বনোদ্ভবা, দেবদূতী, পীড়া, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলঙ্গিকা, পর্চনী, মহাকলা। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, উষ্ণ, রুচিপ্রদ, এবং বাত, আমদোষ, কৃমি, কফ ও শ্বাসনাশক। (রাজনি°)

বনভদ্রিকা (স্ত্রী) বনে ভদ্রং যস্যাঃ ততষ্টাপি অত ইত্বং। ভদ্রবলা।

বনভুজ্ (পুং) বনং ভুঙ্‌ক্তে ইতি বন-ভুজ্-কিপ্। ঋষভৌষধ।

বনভূ (স্ত্রী) বনময় স্থান।

বনভূষণা (স্ত্রী) কোকিলা। (বৈদ্যকনি°)

বনভোজন (দেশজ) পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া কোন বনে বা কোন বাগান বাড়ীতে নিজেরা রাঁধিয়া বাড়িয়া আমোদ-উৎসবের সহিত যে খাওয়া দাওয়া করে, তাহার নাম বন-ভোজন। পরস্পর চাঁদা দিয়া খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিয়া কোন বাড়ীতে রান্ধিয়া খাওয়ার নামও বনভোজন। ইহা দেশান্তরের প্রথা। ইংরাজীতে ইহাকে Pic-nic বলে। আমাদের দেশেও বনভোজন শাস্ত্রসম্মত বলিয়া প্রচলিত। বনভোজন—পুণ্যাহ-বচন-প্রয়োগ এবং বনভোজন-বিধি গ্রন্থ পাঠ করিলে উহার বিশেষত্ব জানিতে পারা যায়। কলিকাতার নিকট আজ কাল ওলাবিবির পূজা দিয়া এই সূত্রে বনভোজন প্রচলিত হই-য়াছে। তথায় ভোজনাদি সমাপনের পর সায়ংকালে গৃহপ্রত্যাগত ব্যক্তি গৃহকর্ত্রীকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "ঘরে কেন আলো"? গৃহাভ্যন্তর হইতে গৃহিণী উত্তর দেন "গিন্নি গেছেন বনভোজনে ছেলেপিলে আছে ভালো।" গৃহকর্ত্তৃগণ পুত্রগণের মঙ্গল কামনায় ওলাউঠা দেবীর পূজা লইয়া যান এবং দেবীস্থানের সমীপস্থ বনাবৃত স্থানে স্বীয় ব্যয়ে বনভোজন করিয়া আসেন।

বনমউলা (দেশজ) বৃক্ষভেদ।

বনমঞ্জরী (স্ত্রী) বননির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

বনমক্ষিকা (স্ত্রী) বনস্য মক্ষিকা। দংশ। চলিত ডাঁশ।

বনমরিচ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বনমল্লিকা (স্ত্রী) ১ স্বনামখ্যাত লতা, চলিত সেওতি। ২ সেওতি ফুলের গাছ।

বনমল্লী (স্ত্রী) বনোদ্ভবা মল্লী, বনজাত মল্লিকা। (শব্দরত্না°)

বনমানুষ (দেশজ) ১ বনজাত মানুষ। ২ বনবাসী।

৩ স্বনামপ্রসিদ্ধ স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জীববিশেষ, অনেকাংশে গরিলা বা পুচ্ছহীন জাতীয় বা স্বল্পপুচ্ছ বানরের মত; কিন্তু বানরের ন্যায় পুচ্ছচিহ্ন বা গণ্ডস্থলী নাই। য়ুরোপীয় প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ বিশেষভাবে ইহাদের হস্ত পদ, বক্ষ প্রভৃতি অঙ্গ এবং দন্তাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনুষ্যজাতির সঙ্গে ঐ সকলের যথাযথ সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই জাতীয় পশুগুলি চতুষ্পদ বানর ও মানবের মধ্যস্থলে আসন লাভ করিতে পারে। মনুষ্যের সহিত পার্থক্যের মধ্যে ইহাদের পদাঙ্গুষ্ঠ ও পদাগ্রভাগ লম্বা ও কোমল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পদাঙ্গুলিগুলি পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। আরও ইহাদের কঙ্কালের সহিত নরকঙ্কালের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যাপেক্ষা ইহাদের হস্ত ও পদের অঙ্গুলি বৃহৎ, জানু হইতে পাদসন্ধি এবং জানু হইতে জঙ্ঘাসন্ধি খর্ব্বাকার, মণিবন্ধ হইতে কনুই পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্জরাস্থিগুলি নিম্নদিকে অধিক বিস্তৃত, কটির অস্থি সরু অথচ লম্বা; করোটী চেপ্টা ও মুখের দিকে বিস্তৃত। দন্ত=কর্ত্তন $\frac{2}{2}$; শৌবন (Canine) $\frac{1}{1}$; দ্বিমূলী $\frac{2}{2}$; চর্ব্বণ $\frac{3}{3}$=মোট ৩২টী। মোট কথায়, দেহোর্দ্ধভাগের গঠন ধরিয়া বলিতে গেলে শিম্পাঞ্জীর সহিত মানব কঙ্কালের অধিক সাদৃশ্য আছে এবং উত্তমাঙ্গের কীলকাকৃতি করোটি পার্শ্বাস্থি (Sphenoid with the parietal bones), দ্বাদশ পঞ্জরাস্থি, স্কন্ধাস্থির বিস্তৃতি (Scapula in its greater breadth) ও অধোদেহের অস্থিগঠন লক্ষ্য করিলে ওরঙ্গ-উটন্‌কেই মানবের অতি নিকট সাদৃশ্যসম্পন্ন বলিতে হইবে। এইরূপ

অস্থিসংস্থান লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদিগকে ওরঙ্গ, শিম্পাঞ্জী ও গিবোঁ নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ওরঙ্গ ও শিম্পাঞ্জীই আমাদের দেশে বনমানুষ নামে পরিচিত।

মলয় দ্বীপের ভাষায় 'ওরঙ্গ-উটান' শব্দে বুনোমানুষ বুঝায়। এইজন্য তথাকার অধিবাসিবর্গ এবং বর্ণিও ও সুমাত্রাদ্বীপবাসিগণ দ্বিপদচারী এবং শাখা-মৃগের ন্যায় হস্তপদ-ব্যবহারকারী মনুষ্যাকার এই বন্য পশুকে ওরঙ্গ-উটান শব্দেই উল্লেখ করিয়া থাকেন। পরে ইংরাজ-ভ্রমণকারীদিগের অনুগ্রহে এই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জজাত জীব দেশীয় ভাষায় orang-outang শব্দে পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্ লিনিয়াস ইহাদিগকে Simia শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় ইহারা Pithocus জাতিগত Chimpanzeeর একটী শাখা মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ বানরশ্রেণীর জীবসঙ্ঘকে (Simiadæ) আকৃতি-প্রভেদে, অথবা জাতিগত পার্থক্য অনুসারে যেরূপ বিশিষ্ট থাকে বিভক্ত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত হইল। ঐ তালিকা হইতে বানরের সহিত ইহাদের কতদূর পার্থক্য, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বানরজাতি (Simiadæ)

Siminæ	Hybolatinæ	Colobinæ	Papioninæ
	উল্লূক (Gebbon)	(হনুমান্).	(নীলবানর)

Siminæ:

শিম্পাঞ্জী (আফ্রিকা)	গরিলা (আফ্রিকা)	বনমানুষ
(Troglodytes nigar)	(Tr. gorilla)	(Simia satyrus)

[বিস্তৃত বিবরণ বানর শব্দে দেখ।]

এই বানর জাতির মধ্যে S. Satyrus শ্রেণীর বনমানুষ নামক পশুগুলি দেখিতে ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের মুখাগ্র (muzzle) বিস্তৃত ও সূচ্যগ্র এবং মূলদেশে কিছু গোল, কপাল পশ্চাদ্দিকে চেপ্টা, ঊর্দ্ধ অক্ষিপুটাস্থি (Supraciliary ridges) হ্রস্ব, কিন্তু করোটীর উভয় পার্শ্বাস্থি-মধ্যস্থ অগ্রপশ্চাদমুখী বাণসেবনীসন্ধি (Sagittal and lamboidal crests) অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। মুখকোণ ৩০°; হৃদ্‌কোষ ক্ষুদ্র, উভয় পার্শ্বে দ্বাদশটী পঞ্জরাস্থি। বুকাস্থি দুই ভাগে বিভক্ত (Sternum in double alternate row), হস্তদ্বয় গুল্‌ফগ্রন্থিবিলম্বী, পা লম্বা ও সরু, অনেক সময় নখ থাকে না; দ্বিতীয়বার দন্তোদ্গমের সময় হনু ও তাহার আভ্যন্তরিক অস্থি সংযত হইয়া যায়। ইহারা প্রায় ৫ ফিটের উচ্চ হয় না। সুমাত্রা ও বর্ণিও দ্বীপে ইহাদের বাস আছে।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, জীবজাতির পশু শ্রেণীর মধ্যে গরিলা নামক পশু প্রথম স্থান অধিকারে সমর্থ। শিম্পাঞ্জী ঠিক তাহার নিম্নাসনে অধিষ্ঠিত এবং ওরঙ্গ-উটান তৃতীয় স্থানের অধিকারী। কারণ প্রাকৃতিক জ্ঞানেও ইহাদের মধ্যে তদনুরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ তিন শ্রেণীর মধ্যে ওরঙ্গগণ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকার এবং সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের আকৃতিবিশিষ্ট। ইহাদের বক্ষ, বাহু ও হস্তের গঠন মানুষের ন্যায় তুল্যপরিমাণবিশিষ্ট। মানুষেরও যেমন পরস্পরে আকৃতির ভেদাভেদ দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যেও সেইরূপ মুখাকৃতির ইতর বিশেষ আছে। ওরঙ্গের মধ্যে যাহারা বেশী বুদ্ধিমান্, তাহারা অনায়াসেই মুখের ভাবে ও হাবভাবে বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত হৃদয়নিহিত ভাবগুলি প্রকটন করিতে সমর্থ এবং কোন কোন বনমানুষ মনুষ্যজাতির স্বভাবজাত হর্ষক্রোধাদি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিও প্রকাশ করিতে পারে।

ওরঙ্গ উটান্।

ইহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের বনমালা-পরিব্যাপ্ত সমতল প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তথায় ইহারা মধ্যমাকার বৃক্ষের ৪০ ফিট্ উচ্চ চূড়া অথবা মৃত্তিকা হইতে ২৫ ফিট্ উচ্চে তের্ফাঁক্‌ড়া ডালের উপর গাছের পাতা ও ভাঙ্গা ডাল

লইয়া এক খানি কুড়ে ঘর প্রস্তুত করে। ঘরখানির ব্যাস ২ ফিট্। ইহারা গাছের ডালগুলি চেটাই বুনার ন্যায় এড়ো ও লম্বাভাবে সাজায়। বন মধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হইলে মানুষকে কুঠার বা ছুরীর অভাবে বৃক্ষশাখা দিয়া যেরূপ "ছৎরি" প্রস্তুত করিয়া সুখে শয়ন করিতে হয়, ইহারাও ঠিক তদনুরূপ ঘরের পাটাতন করে। তৎপরে তাহার উপর গাছের কচি ও কোমল পাতা বিছাইয়া সেই কোমল শয্যায় ইহারা চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে। নিদ্রাকালে ইহারা হাত বা পা বাড়াইয়া নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত দৃঢ় শাখা ধরিয়া সুখে নিদ্রা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এই পত্রগুলি শুকাইয়া ছিন্ন ভিন্ন না হয়, ততদিন তাহারা স্বচ্ছন্দে তদুপরে শুইয়া থাকে; কারণ বৃক্ষশাখাগুলি পল্লববিচ্যুত হইলে সহজেই অসুখদায়ক হইয়া থাকে।

বোর্ণিও-দ্বীপবাসী ওরঙ্গগণ অত্যন্ত বিবাদপটু। বনমধ্যে ফল ফুল খাইতে যাইয়া কোন সামান্য কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহারা আপনাপন শৌবন দন্ত দ্বারা পরস্পরে কামড়াকামড়ি করিয়া ক্ষত বিক্ষত হয়। ঐ শৌবন-দন্ত তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ। বিরোধের সময় তাহারা শত্রুর হাত বা মাথা টানিয়া লইয়া হাতের অঙ্গুলিগুলি অথবা ওষ্ঠদ্বয় কামড়াইয়া লয়। যদি কখন কোন মনুষ্য বা হস্তী ঘটনাক্রমে তাহাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের তাড়াইয়া দিবার জন্য বৃক্ষের শাখা ও প্রস্তরখণ্ড লইয়া তাহাদের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিতে থাকে। হস্তিগণ পাছে গাছ ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাসা নষ্ট করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহারা হস্তী দেখিলেই তাড়াইতে অগ্রসর হয়। সময় সময় তাহারা বনমধ্যগামী অসহায় পথিকদিগকে অথবা সিংহদিগকে উপরোক্ত রূপ শস্ত্রে পরিবৃত হইয়া আক্রমণ করে। কুভিয়ার ও কাপ্তেন পাইনের বর্ণনা জানা যায় যে, এক সময়ে তাহারা নিগ্রো বালিকাদিগকে হরণ করিয়া বন মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

পিঞ্জরাবদ্ধ শিম্পাঞ্জীর অনুকরণপ্রিয়তা ও সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ডাঃ ট্রেল বলেন যে, তাহাদের স্বভাব বড়ই বিস্ময়প্রদ। তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিত্যই নূতন গল্প সঙ্কলন করা যাইতে পারে। তাহারা সহজেই বশীভূত হয়, এমন কি, যাহারা তাহাকে ভালবাসে, তাহার পার্শ্বে বসিয়া ভোজন করে, যে ব্যক্তি নিরন্তর তাহাদের জ্বালাতন করে, তাহাকে দেখিলেই বিরক্তি-ভাব প্রকাশ করিয়া সরিয়া যায়। য়ুরোপীয় প্রথায় তাহারাও করমর্দ্দন করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। তাহাদের গাত্র-চর্ম্ম লোমবহুল হইলেও, তাহারা শীতপ্রধান স্থানে বাস করিতে ভালবাসে না। শীতপ্রধান য়ুরোপখণ্ডে তাহারা কম্বল জড়াইয়া সুখে পড়িয়া থাকে। রাগিয়া উঠিলে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে এবং সুমিষ্ট খাবার পাইলে তাহারা "হাম, হাম" শব্দ দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে।

শিম্পাঞ্জী।

শরাবক হইতে সর্ জেমস্ ব্রুক্ কলিকাতাস্থ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর যাদুঘরে ৭টী দীর্ঘাকার বনমানুষের কঙ্কাল পাঠাইয়া দেন। মিঃ ব্লাইদ্ উহাদের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া ৫টী বিভিন্ন থাক নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—১ Pithecus Brookei বা মিয়াস্ রম্বি; ২ P. Satyrus বা মিয়াস্ পাপ্পান্; ৩ P. Curtus বা মিয়াস্ ছাপিন্; ৪ P. morio বা মিয়াস কসর এবং P. Owenii, ঐ সকল বিভিন্ন থাকের বনমানুষ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন অংশে বাস করে। সুমাত্রার উত্তরাংশে P. morio এবং দক্ষিণাংশে P. Owenii জাতির বাস দেখা যায়। জীবতত্ত্ববিদ্ জার্ডন ঐ দ্বীপে Simia Satyrus ও S. morio নামের দুই জাতীয় বনমানুষের উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিম আফ্রিকার গিবুন নদীতীরপ্রদেশবাসী T. gorilla ও T. nigar থাকের শিম্পাঞ্জী ও গরিলা জাতির বিস্তৃত বিবরণ স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য। [বানর দেখ।

বনমাল (ত্রি) ১ বনমালা। (পুং) ২ কৃষ্ণ বা বিষ্ণু। ৩ প্রাগ্‌জ্যোতিষের ভগদত্তবংশীয় একজন রাজা। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।]

বনমালদেব, শিলালিপি বর্ণিত একজন রাজা।

বনমালা (স্ত্রী) বনোদ্ভবা পুষ্প-রচিতা মালা, মধ্যপদলোপী। শ্রীকৃষ্ণের মালা, যে মালা সকল ঋতুর সকল রকম কুসুম সমূহে সুশোভিত, জানু পর্য্যন্ত লম্বিত এবং মধ্যস্থল স্থূলাকার কদম্বযুক্ত, তাহারই নাম বনমালা।

'আজানুলম্বিনী মালা সর্ব্বর্ত্তুকুসুমোজ্জ্বলা।
মধ্যে স্থূলকদম্বাঢ্যা বনমালেতি কীর্ত্তিতা ॥' (শব্দমালা)

২ বনপুষ্পরচিত সাধারণ মালা।

"প্রথিতমৌলিরসৌ বনমালয়া
তরুপলাশসবর্ণতনুচ্ছদঃ।" (রঘু ৯।৫১)

৩ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৮টী অক্ষর। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৪, ও ১৭ বর্ণ লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩ ও ১৬ বর্ণ লঘু এবং ৬, ৮, ১২, ১৪ ও ১৫ গুরু।

বনমালাধর (ত্রি) ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ ছন্দোভেদ।

বনমালিকা (স্ত্রী) ১ আস্ফোতা। চলিত হাপরমালী। ২ বনমল্লিকা, চলিত সেউতি। ৩ বারাহীকন্দ। (রাজনি°)

বনমালিদাস, বনমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালিন্ (পুং) বনমালা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ শ্রীকৃষ্ণ। (অমর) ২ নারায়ণ। (প্রদ্যুম্নবিজয় ৩ অঙ্ক)

বনমালিন্, ১ অদ্বৈতসিদ্ধিখণ্ডনপ্রণেতা। ২ চণ্ডমারুত ও মারুতখণ্ডনরচয়িতা। ৩ দ্রব্যশোধন-বিধানপ্রণেতা। ৪ প্রায়শ্চিত্তসার-কৌমুদী-রচয়িতা। ৫ ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা। ৬ ভগবদ্‌গীতার এক টীকাকার। ৭ মুক্তাবলী নামক বেদান্ত গ্রন্থরচয়িতা। ৮ বেদান্তদীপ ও স্ফুটচন্দ্রার্কী নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা। ৯ একজন প্রাচীন কবি।

বনমালিভট্ট, একজন গীতগোবিন্দ-টীকাকার।

বনমালিনী (স্ত্রী) ১ দ্বারকাপুরী। (ত্রিকা°) ২ বারাহী। (রাজনি°)

বনমালি-মিশ্র, বৈয়াকরণভূষণ-মতোন্মজ্জিনী ও সিদ্ধান্ততত্ত্ব-বিবেক নামক গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি কোণ্ড ভট্টের ছাত্র। ২ সারমঞ্জরী নামক জ্যোতিগ্রন্থপ্রণেতা।

বনমালী মিশ্র, ব্রহ্মানন্দীয় খণ্ডন ও বনমালিমিশ্রীয় নামক বেদান্ত-রচয়িতা।

বনমালীশা (স্ত্রী) রাধা।

বনমুচ্ (পুং) বনং জলং মুঞ্চতীতি মুচ্-ক্বিপ্। ১ মেঘ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ জলবর্ষণকারিমাত্র। (রঘু ৯।২২)

বনমুগ (দেশজ) কলায়ভেদ। [বনমুদ্গ দেখ]

বনমুদ্গ (পুং) বনোদ্ভবো মুদ্গঃ। মকুষ্টক, চলিত বনমুগ। (রাজনি°) পর্য্যায় বরক, নিগূরক, কুলীনক, খণ্ডী। (হেম) [ইহার অন্য পর্য্যায় ও গুণ মুকুষ্ট ও মকুষ্ট শব্দে দ্রষ্টব্য।] যথা—"বনমুদ্গ-কলায়-মকুষ্ট-মসূরমর্দ্দল্যচণক-সতীন-ত্রিপুটকহরেণাঢকী প্রভৃতয়ো বৈদলাঃ।" (সুশ্রুত ১।৪৬) স্ত্রিয়াং টাপ্। (স্ত্রী) ২ মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী। (রাজনি°)

বনমূত (পুং) বনং জলং মূতং বদ্ধং যেন, বনং মুঞ্চতীতি বা। মেঘ। অমরটীকায় ভরত জীমূত শব্দের যেরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন, তদনুসারে এই বনমূত শব্দেরও ব্যুৎপত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল।

বনমূর্দ্ধজা (স্ত্রী) বনস্য মূর্দ্ধ্নি জায়তে ইতি জন্ ড। ১ বনবীজপূরক। ২ কর্কটশৃঙ্গী, চলিত কাঁকড়া শৃঙ্গী। (রাজনি°)

বনমূল (দেশজ) গুল্মভেদ।

বনমূলফল (ক্লী) বনজাত কন্দ ও ফল।

বনমৃগ (পুং) হরিণবিশেষ।

বনমেথী (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Trifolium Indicum)

বনমেথিকা (স্ত্রী) আরণ্যমেথিকা, চলিত বনমেতি।

বনমোচা (স্ত্রী) বনোদ্ভবা মোচা, কাষ্ঠ কদলী। চলিত বনকদলী গাছ। (রাজনি°)

বনযমানী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত হ্রস্ব ক্ষুপ। (Lingusticum diffusum) চলিত বনযমান। উৎকলী নাম—বিলযমানী।

বনয়িতৃ (ত্রি) হারয়িতা।

বনযূঁই (দেশজ) যূথিকাভেদ।

বনযোআন (দেশজ) যমানীভেদ।

বনর (পুং) বানর-পৃষোদরাদিত্বাৎ আকার হ্রস্বঃ। বানর।

বনরক্ষক (ত্রি) যে বন, উপবন বা উদ্যান রক্ষা করে।

বনরম্ভা (স্ত্রী) কাষ্ঠকদলী।

বনরসি, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১৩°১৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১১´ ৩১´´ পূঃ। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ইরালপ্প দেবের উৎসবে ৯ দিন স্থায়ী একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় আনুমানিক এক লক্ষ গবাদি পশু বিক্রীত হইয়া থাকে।

বনরসুন (দেশজ) লশুনভেদ।

বনরাই (দেশজ) সর্ষপভেদ।

বনরাজ (পুং) বনস্য বনে বা রাজা, ইতি বনরাজন্-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ১ সিংহ। ২ বনের অধিপতি, বনের মালিক। ৩ অশ্মন্তক বৃক্ষ, চলিত আবুটা। মরাঠী—আংপটা। (বৈদ্যকনি°)

বনরাজ্ (পুং) বটবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনরাজি [জী] (স্ত্রী) ১ বনশ্রেণী, বনসমূহ। ২ বন মধ্যস্থ পথ।

বনান্তর (ক্লী) অন্যৎ বনং। অপর বন, অন্যবন।

বনান্তরাল (ক্লী) বনপার্শ্ব।

বনাপগ (ক্লী) বনোদ্ভব নদী। এই শব্দ আর্য, আর্যপ্রয়োগ বলিয়া আকার হ্রস্ব হইয়া বনাপগা স্থানে বনাপগশব্দ হইয়াছে।
"মহার্ণবং সমাসাদ্য বনাপগ শতং যথা।" (রামায়ণ ৭।১৯।১৬)
'বনং জলং তৎপূর্ণং নদীশতং আর্ষো হ্রস্বঃ' (টীকা)

বনাব্জিনী (স্ত্রী) জলপদ্ম।

বনাভিলাব (ত্রি) বনধ্বংসকারী।

বনামল (পুং) বনস্থ আমলঃ আমলক ইব। কৃষ্ণপাকফল। (Carissa caraudus)

বনাম্বিকা (স্ত্রী) দক্ষকন্যা শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

বনাম্র (পুং) বনস্থ আম্র ইব। কোশাম্র। (রাজনি°)

বনায় (দেশজ) বন্ধুতা, মেলামেশা। যেমন, লোকটা বেশ বনিয়ে নিলে।

বনায়ু (পুং) ১ দেশবিশেষ। বনায়ু জাতির বাসভূমি।
'গয়া গযশ্চ বনায়ুর্নায়ুর্গতসাম্ব্রতং।' (শব্দরত্না°)
২ দানববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৩০) ৩ পুরূরবার পুত্রভেদ। ৪ বনায়ু জাতি।

বনায়ুজ (পুং) বনায়ৌ দেশে জায়তে জন-ড। বনায়ু-দেশোদ্ভব ঘোটক। এই শব্দের রূপান্তর বানায়ুজ। (শব্দরত্না°)

বনারপুর, প্রাচীন নগরভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড ৫৮।১৭)

বনারিষ্টা (স্ত্রী) বনজাতা অরিষ্টেব। বনহরিদ্রা। (রাজনি°)

বনার্চ্চক (পুং) বনস্থ অর্চ্চক ইব নিয়তপুষ্পচারিত্বাৎ তথাত্বং। পুষ্পজীবী, মালাকার। (জটাধর)

বনার্দ্রক (পুং) বনোদ্ভব আর্দ্রকঃ। বন আদা।

বনার্দ্রকা (স্ত্রী) বনার্দ্রক।

বনালক্ত (ক্লী) গৈরিক, গেরিমাটী। (বৈদ্যকনি°)

বনালয় (পুং) বন মধ্যস্থিত বাসগৃহ।

বনালয়জীবিন্ (পুং) বনজাত দ্রব্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

বনালিকা (স্ত্রী) বনং অলতি ভূষয়তি অল-ণ্বুল্-টাপ্ টাপি-অত ইত্বং। হস্তিশুণ্ডী লতা, চলিত হাতিশুঁড়ী। (হারাবলী)

বনালী (স্ত্রী) বনরাজি, বনশ্রেণী।

বনাশ্রম (পুং) বনমেব আশ্রমঃ। বনরূপ আশ্রম।

বনাশ্রমিন্ (ত্রি) বনাশ্রমঃ অস্ত্যর্থে ইনি। যিনি বনাশ্রয় করিয়াছেন, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী।

বনাশ্রয় (পুং) বনমেব আশ্রয়ো যস্য। দ্রোণ কাক। (জটাধর)
(ত্রি) ২ অরণ্যাশ্রয়ী, যিনি বন আশ্রয় করিয়াছেন।
"সীদিষ্যত্যখিলো লোকস্ত্বয়ি ভূপ বনাশ্রয়ে।"
(মার্কপু° ১০৯।৪৩)

বনাশ্রিত (ত্রি) ১ যে বনে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ২ বান-প্রস্থাচারী।

বনাহির (পুং) বনস্থ আহিরঃ। শূকর। (ত্রিকা°)

বনি (পুং) বন (খনি কষি অজি অসি বসি সনি ধ্বনি গ্রন্থি বলিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৩৯) ইতি ই। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

বনিকা (স্ত্রী) কুঞ্জবন।

বনিকাবাস (পুং) ১ উপবনমধ্যস্থ কুঞ্জ। ২ প্রাচীন গ্রামবিশেষ।

বনিত (ত্রি) বন-ক্ত। ১ যাচিত। ২ সেবিত। (মেদিনী)

বনিতা (স্ত্রী) বন-ক্ত-টাপ্। ১ প্রিয়া, অনুরক্তা ভার্য্যা। ২ স্ত্রী সামান্য। (মেদিনী) ৩ ষড়ক্ষরাত্মক ছন্দোভেদ। ইহার ১, ২, ৪, ৫ বর্ণ লঘু এবং ৩ ও ৬ বর্ণ গুরু।

বনিতাদ্বিষ্ (পুং) স্ত্রীদ্বেষী।

বনিতাভোগিন্ (পুং) ১ সর্পবৎ ক্রূরা স্ত্রী। ২ নাগকন্যা।

বনিতামুখ (পুং) ১ জাতিবিশেষ। (মার্কপু° ৫৮।৩০)
(ক্লী) ২ স্ত্রী-মুখমণ্ডল।
"নলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলাবিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধিবিদধের্বনিতামুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥" (উদ্ভট)

বনিতাবিলাস (পুং) ১ স্ত্রীলোকের ভোগেচ্ছা। ২ স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা।

বনিতাস (ক্লী) প্রাচীন বংশভেদ।

বনিতৃ (ত্রি) ১ যাচক। ২ অধিকারী।

বনিন্ (পুং) বনং আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি বন-ইনি। বানপ্রস্থ।
"বনী বর্ষাসু শ্যামাকৈবাপৎকল্পৈস্তৈঃ পুরাতনৈর্বা।"(শ্রাদ্ধচিন্তা)

বনিন (ক্লী) বনজাত পলাশাদি। "ব্রতাপ ওষধীর্বনিনানি যজ্ঞিয়া" (ঋক্ ১০।৬৬।৮) 'বনিনানি বনেভবান্ পলাশাদীন্' (সায়ণ)
(ত্রি) ২ বারিদানকারী। ৩ জলদাতা। ৪ বনবাসী। ৫ বনোদ্ভব। ৬ ইচ্ছাশীল। ৭ পূজা বা স্তুতিকারী।

বনিয়াদ্ (পারসী) ভিত্তি।

বনিয়াদী (পারসী) উৎকৃষ্ট ভিত্তিযুক্ত। যাহার মূল সৎ, সদ্বংশ, পুরাতন বড়মানুষ, পুরাতন গৃহস্থ। যথা—বনিয়াদী ঘর।

বনিষ্ঠ (ত্রি) দাতৃতম, অতিশয় দাতা। "বসুদেবয়তে বনিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৭।১৮।১) 'বনিষ্ঠঃ দাতৃতমো ভবসি' (সায়ণ)

বনিষ্ঠু (পুং) যজ্ঞে প্রদাতব্য পশুর অন্ত্রবিশেষ। স্থবিরান্ত্র। (সায়ণ)

বনিষ্ণু (পুং) অপান। (উণ্ ৪।২)

বনী (স্ত্রী) বন। (অমরটীকাভরত)
"কেলিবনীয়মপি বঞ্জুলকুঞ্জমঞ্জুঃ" (সাহিত্যদ° ২ প°)

বনীক (ত্রি) যাচক। (অমরটীকা সারসু°)

বনীয়ক (ত্রি) বনিং যাচনমিচ্ছতীতি ক্যচ্ ততো ণ্বুল্। যাচক।

বনীয়স্ (ত্রি) বন-ঈয়সুন্। অতিশয় যাচক।
"অন্যথা তেঽব্যক্তগতের্দর্শনং নঃ কথং নৃণাং।
নিতরাং ম্রিয়মাণানাং সংসিদ্ধস্য বনীয়সঃ॥" (ভাগব° ১।১৯।৩৬)
'বনয়িতা যাচয়িতা বনয়িতৃতমঃ বনীয়ান্' (স্বামী)

বনীবন্‌• (ত্রি) বননবিশিষ্ট, বননযুক্ত। "বনীবানো মম দূতাস ইন্দ্রং" (ঋক্ ১০।৪৭।৭) 'বনীবানো বননবন্তঃ' (সায়ণ)

বনীবাহন (ক্লী) একস্থান হইতে অন্য স্থানে আনয়ন। ইতস্ততঃ সঞ্চালন বা স্থানপরিবর্তন।

বনু (পুং) হিংসা। "সাতৌ বনুং বা যে" (ঋক্ ১০।৭৪।১) 'বনুং হিংসাং' (সায়ণ)

বনুই (দেশজ) ভগিনীপতি। বোনাই।

বনুয়া (দেশজ) বনসম্বন্ধীয়। বুনো।

বনুষ্ (ত্রি) হিংসক। "বনুষোঽর্য্যতং মদং" (ঋক্ ১০।৯৬।১) 'বনুষঃ বনু হিংসায়াং হিংসকস্য' (সায়ণ) ২ সংভক্তা। "অগ্নে বনুষঃ স্যামঃ" (ঋক্ ১।১৫০।৩) 'বনুষঃ সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

বনে-কিংশুক (পুং) বনে কিংশুক ইব। অযাচিত প্রাপ্ত। আশা নাই এরূপ দ্রব্যপ্রাপ্তি।

বনে-ক্ষুদ্রা (স্ত্রী) বনে ক্ষুদ্রা অলুক্ সমাসঃ। করঞ্জ। (রত্নমালা)

বনে-চর (ত্রি) বনে চরতীতি চর ইতি ট, তৎপুরুষে কৃতীত্য-লুক্। অরণ্যচারী।
"বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥
(কুমারসম্ভব ১ সঃ)

বনেজ্য (স্ত্রী) ৪ অরণ্যে জায়মান। "বসতির্বনেজাঃ অরণ্যে জায়মানঃ' (ঋক্ ৬।৩।৩ সায়ণ)

বনেজ্যা (পুং) বনে ইজ্যঃ। ১ বন্ধুরসাল, আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ পর্পটক, ক্ষেৎপাপড়া। (বৈদ্যকনি°)

বনেভবা (স্ত্রী) শাকবিশেষ, লোনীশাক। (বৈদ্যকনি°)

বনেবিল্বক (পুং) বনে বিল্ব বৃক্ষের ন্যায়, যাহা অযাচিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বনেযু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৫)

বনেরাজ (স্ত্রী) বনে রাজতে রাজ-ক্বিপ, অলুক্ সমাসঃ। দাবা-নলরূপে অরণ্যে বিরাজমান। "তেজিষ্ঠা যস্যারতির্বনেরাট্" (ঋক্ ৬।১২।৩) 'বনেরাট্ দাবরূপেণারণ্যে রাজমানা' (সায়ণ)

বনেরুহা (স্ত্রী) ত্রিপর্ণী কন্দ, চলিত তিলকন্দ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বনেশয় (ত্রি) বনবাসী।

বনেষাট্ (ত্রি) বনে কাষ্ঠেব অভিভবিতা। "দ্বিবর্তনির্বনেষাট্" (ঋক্ ১০।৬১।২০) 'বনেষাট্ বনেকাষ্ঠানাং অভিভবিতা' (সায়ণ)

বনেসর্জ্জ (পুং) বনে সর্জ্জ ইব। অসন বৃক্ষ। (রত্নমালা)

বনৈকদেশ (পুং) বনের একাংশ।

বনোৎসাহ (পুং) গণ্ডার।

বনোৎসর্গ, দেবমন্দির, পুষ্করিণী, উপবনাদি উৎসর্গরূপ শাস্ত্রীয় ক্রিয়া বিশেষ।

বনোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূ-পরিমাণ ৫৮ বর্গ মাইল। এখানকার অধি-কারীরা এখন ইংরাজরাজকে বার্ষিক ১৯৫০ টাকা কর দিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বনোদ্দেশ (পুং) ১ বনসমীপ। ২ বনমধ্যস্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান।

বনোৎসব (পুং) আম্রবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বনোদ্ভব (ত্রি) বনে উদ্ভবো যস্য। ১ বন্যতিল। (রাজনি°) ২ বনমাতুলুঙ্গ, চলিত টাবা লেবু। ৩ শৃগালকোলী, শেয়াকুল। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৪ বনশূরণ। (বৈদ্যকনি°) ৫ বনবীজপূরক। স্ত্রিয়াং টাপ্=বনোদ্ভবা। ৬ বনকার্পাসী। ৭ কাষ্ঠমল্লিকা। ৮ মুদ্গপর্ণী, মুগানি। (রাজনি°)

বনোপপ্লব (ক্লী) ১ বনদহন। ২ দাবানল।

বনোর্ব্বী (স্ত্রী) বনসমীপস্থ স্থান।

বনৌকস্ (পুং) বনমেব ওকো গৃহং যস্য। ১ বানর। (ত্রি) ২ বনবাসী, অরণ্যবাসী।
"ধর্ম্মোঽগ্নিঃ কশ্যপঃ শক্রো মুনয়ো যে বনৌকসঃ।
চরন্তি দক্ষিণীকৃত্য ভ্রমন্তো যৎ সতারকাঃ॥" (ভাগবত ৪।৯।২১)
(স্ত্রী) ৩ অজমোদা, রাঁধুনি। ৪ শুকশিম্বী, চলিত আলকুশী।

বনৌঘ (পুং) ১ বনসমূহ। (বৃহৎস° ২৪।২০) ২ ভারতের পশ্চিমদিকস্থ একটী পর্ব্বত ও তৎসমীপস্থ জনপদ।

বনৌষধ (স্ত্রী) ভেষজাদি।

বন্তি (হিন্দী) বনাৎ, পশমী শীতবস্ত্রভেদ।

বন্তৃ (ত্রি) বন-সংভক্তৌ তৃচ্। সংভক্তা। "রায়ো বন্তারো বৃহতঃ" (ঋক্ ৩।৩০।১৮) 'বন্তারঃ সংভক্তারঃ' (সায়ণ)

বন্থলি (বামনস্থলী), বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর সৌরাষ্ট্র-প্রান্তস্থ একটী প্রাচীন নগর। জুনাগড় হইতে ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°২২´ ১৫´´ পূঃ। স্থানীয় প্রবাদ, ভগবান্ নারায়ণ বামনরূপে এই নগরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে পরে এই স্থান বামনস্থলী নামে খ্যাত হয়। লোকে ইহাকে বামনপুর বা বামনধাম, আবার দেবতার লীলাস্থল বিবেচনায় অনেকে দেব-স্থলী বা দেথলী বলিয়াও থাকে। এখানে লৌহ ও তাম্রপাত্র-নির্ম্মাণের বিস্তৃত কারবার আছে।

বন্দ্, অভিবাদন, বন্দন, প্রণাম,। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বন্দতে। লিট্ ববন্দে। লুঙ্ অবন্দিষ্ট।

বন্দক (ত্রি) বন্দতে ইতি বন্দ-ণ্বুল্। বন্দনাকারী। স্তুতিপাঠক।

বন্দকা (স্ত্রী) বন্দক-টাপ্। বন্দা, চলিত পরগাছা।

'বন্দাকা শেখরী সেব্যা বন্দা চ বন্দকেষ্যতে।' (হড্ডচন্দ্র)

বন্দথ (পুং) বন্দতে স্তৌতি বন্দ্যতে স্তূয়তে ইতি বা অথ (বন্দ-শীঙ্‌শপিরুগমিবঞ্চিজীবিপ্রাণিভ্যোঽথ)। ১ স্তোতা। ২ স্তুত্য। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বন্দি ধাতুর অথ প্রত্যয়ে এই শব্দ নিষ্পন্ন।

বন্দন (ক্লী) বন্দতেঽনেনেতি বন্দ-করণে ল্যুট্। ১ বদন। (শব্দচ°) বন্দভাবে ল্যুট্। ২ প্রণাম। ইহা ষোড়শ প্রকার ভক্তির অন্তর্গত ভক্তিবিশেষ।

হরিভক্তিবিলাসে ১৬ প্রকার ভক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যে বন্দন এক প্রকার ভক্তি। ভক্ত ভববন্ধনচ্ছেদের জন্য ভগবানে ১৬ প্রকার ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।

"আদ্যন্তু বৈষ্ণবং প্রোক্তং শঙ্খচক্রাঙ্কনং হরেঃ।
ধারণঞ্চোর্দ্ধপুণ্ড্রাণাং তন্মন্ত্রাণাং পরিগ্রহঃ॥
অর্চ্চনঞ্চ জপো ধ্যানং তন্নামস্মরণং তথা।
কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং॥
তৎপাদোদকসেবা চ তন্নিবেদিতভোজনং।
তদীয়ানাঞ্চ সংসেবা দ্বাদশীব্রতনিষ্ঠতা॥
তুলসীরোপণং বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
ভক্তিঃ ষোড়শধা প্রোক্তা ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥"
(হরিভক্তিবি° ১১ বি°)

দেবপূজায় ষোড়শোপচারের মধ্যে শেষ উপচার, দেবতাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে হইলে শেষে বন্দন করিতে হয়।

"আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমনস্নান-বসনাভরণানি চ।
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং তথা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

হরিভক্তিবিলাসে বন্দনের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ভগবানের স্তুতিপাঠ করিয়া বন্দন করিতে হয়। বন্দনের সময় বাহুযুগল দ্বারা ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া শিরোদেশ অবনত করিয়া "হে ঈশ! মৃত্যুর আক্রমণরূপ সমুদ্র হইতে ত্রস্ত ও আপনার আশ্রিত, আমাকে পবিত্রাণ করুন" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বন্দন করিবে।

"শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ॥" (হরিভবি° ৮ বি°)

ইহা ভিন্ন বাহুযুগল, চরণযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন অষ্টাঙ্গ দ্বারা বন্দনরূপ প্রণাম করিবে। জানুযুগল, বাহুযুগল, শিরোদেশ, বচন ও বুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারাও বন্দন করা যায়। এই বন্দন নিখিল যজ্ঞের মধ্যে প্রধান। একমাত্র বন্দন দ্বারা মন বিশুদ্ধ হইয়া হরিকে লাভ করিতে পারে। বন্দনকালে যতসংখ্যক ধূলিকণা তাহার দেহে সংলগ্ন হয়, ততশত মন্বন্তর তাহার স্বর্গে বাস হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অসংখ্য পাপ করিয়া অজ্ঞানে মুগ্ধ থাকে, সেই ব্যক্তি কেবল মাত্র ভক্তিপূর্ব্বক হরিকে বন্দন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে সমর্থ হয়। অতএব দেববন্দন পাপনাশক ও স্বর্গজনক। দেবপ্রতিমা দেখিলেই তাহাকে বন্দন করিতে হয়, অজ্ঞানতা বশতঃ দেববন্দন না করিলে তাহার নিরয় হইয়া থাকে।

(হরিভক্তিবি° ৮ বি°) [প্রণাম ও নমস্কার শব্দ দেখ]

৩ বিষবিশেষ। ৪ অসুর। ৫ রাক্ষসবিশেষ। (ঋক্ ৭।৫১।২)

বন্দন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ ও তৎপাদস্থিত গণ্ডগ্রাম।

বন্দনমালা (স্ত্রী) বন্দনার্থং মালা যত্র সা। ১ তোরণ। (হলায়ুধ) বন্দনার্থ মালা। ২ রম্ভাস্তম্ভ-চতুষ্টয়বেষ্টিত আম্রপত্ররচিত মালা। চারিটী কলাগাছ পুতিয়া আম্রপত্র দ্বারা যে মালা রচনা করা হয়, তাহাকে বন্দনমালা কহে।

"কুর্য্যাদ্বন্দনমালাং যো রম্ভাস্তম্ভৈঃ সুশোভনৈঃ।
চূতবৃক্ষোদ্ভবৈঃ পত্রৈর্জাগরে চক্রপাণিনঃ॥
যুগানি পত্রসংখ্যানাং স্বর্গে তস্যোৎসবো ভবেৎ।
পূজ্যতে বাসবাদ্যৈশ্চ ক্রীড়তে চাপ্সরোবৃতঃ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১৩ বি°)

বন্দনমালিকা (স্ত্রী) বন্দনমালা স্বার্থে কন্ টাপ্, ইত্বং। বহির্দ্বারোপরি শুভদা মালা।

'তোরণোর্দ্ধে তু মাঙ্গল্যং দাম বন্দনমালিকা।' (হেম)

বন্দনশ্রুৎ (ত্রি) বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। ইদিত্বান্নুম্—ভাবে ল্যুট্ তেষাং শ্রোতা। শ্রু শ্রবণে ক্বিপি তুগাগমঃ। স্তুতির শ্রোতা। "হরীবন্দনশ্রুদা কৃধি" (ঋক্ ৫।৫।১৭)

'বন্দনশ্রুৎ বন্দনানাং স্তুতীনাং শ্রোতঃ' (সায়ণ)

বন্দনা (স্ত্রী) বন্দ-(ঘট্টি-বন্দি-বিদিভ্যশ্চেতি বাচ্যং। পা৩।৩।১০৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা যুচ্, টাপ্। ১ স্তুতি। পর্য্যায়—সমীচী। (ত্রিকা°) ২ বন্দন, প্রণাম। ৩ হোম ভস্মদ্বারা তিলক, হোমের ফোটা।

"ঐশান্যামাহরেদ্ভস্ম শ্রুচা বাথ স্রুবেণ বৈ।
বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃকণ্ঠাংশকেষু চ।
কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথাস্বক্রমযোগতঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

কবিগণ গ্রন্থারম্ভে নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থের পরিসমাপ্তিকামনায় দেবতার বন্দনা করিয়া থাকেন।

বন্দনী (স্ত্রী) বন্দ-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ নতি, স্তুতি। ২ জীবাতু। ৩ বটী। ৪ যাচনকর্ম্ম। (মেদিনী) ৫ গোরোচনা। (বৈদ্যকনি°) ৬ চিহ্নবিশেষ।

বন্দনীয় (ত্রি) বন্দি-অনীয়র্। স্তবনীয়, বন্দ্য, বন্দিতব্য, নমস্ত, স্তবের যোগ্য। (পুং) ২ পীতভৃঙ্গরাজ। (রাজনি°)

বন্দনীয়া (স্ত্রী) বন্দনীয়-টাপ্। ১পূজনীয়া। ২ গোরোচনা। (ত্রিকা°)

বন্দর (পারসী) সমুদ্র প্রভৃতির উপকূলে জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য করিবার স্থান, সমুদ্রকূলে প্রধান সহর, যেখানে বন্দর থাকে, তথায় জাহাজাদি রাখিবার স্থান থাকে। (A port)

বন্দা (স্ত্রী) বন্দতে অপরবৃক্ষমিতি বদি-অচ্-টাপ্। বৃক্ষোপরি বৃক্ষ, চলিত বাঁদু, বা পরগাছা। (Epidendrum tessellatum) পর্য্যায়—বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবন্তিকা, বন্দাকা, শেখরী, সেব্যা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, বন্দাকী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া। (শব্দচ°) ২ লতাবিশেষ, ভিক্ষুকী। পর্য্যায় পাদপরুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, কামবৃক্ষ, শেখরী, কেশরূপা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভুজ্, শ্যামা, উপদী। গুণ—তিক্ত, শিশির, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক, বৃষ্য, কষায়, রসায়ন। (ভাবপ্র°)

বন্দাক (পুং) বৃক্ষোপরিবৃক্ষ, পরগাছা। [বন্দা দেখ।]

বন্দাকা (স্ত্রী) বন্দা। (ভরতধৃত হড্ড)

বন্দাকী (স্ত্রী) বন্দা। (শব্দরত্না°)

বন্দারু (ত্রি) বন্দতে স্তৌতি অভিবাদয়তীতি বন্দ (শৃবন্দ্যোরারুঃ। পা ৩।২।১৭২) ইতি আরু। বন্দনশীল। পর্য্যায় অভিবাদক, অভিবাদয়িতা। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ স্তোত্র। (ঋক্ ৪।৪৩।২) ৩ বন্দাক, পরগাছা। (বৈদ্যকনি°)

বন্দি (স্ত্রী) বন্দতে স্তৌতি নৃপাদিকং স্বমুক্ত্যর্থমিতি বদি (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। আকৃষ্ট মনুষ্য গবাদি, চলিত কয়েদী, পর্য্যায় প্রগ্রহ, উপগ্রহ, বন্দী, বন্দিকা। (শব্দরত্না°) ২ গ্রহ। (ভাগ° ৬।১।২২) (পুং) ৩ স্তুতিপাঠক, যাহারা রাজা প্রভৃতির স্তব পাঠ করিয়া থাকে।

বন্দিগ্রাহ (পুং) বন্দিমিব গৃহস্থং গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ক। অগ্ন্যায়ুধ দেবতাগারভেদক, চলিত ডাকাইত। ইহারা গৃহস্থকে বন্দির ন্যায় রুদ্ধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া থাকে। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, রাজা ইহাদিগকে শূল আরোপ করিবেন।

"বন্দিগ্রাহাংস্তথা বাজি-কুঞ্জরাণাঞ্চ হারিণঃ।
অসহ্যঘাতিনশ্চৈব শূলানারোপয়েন্নরান্ ॥"
(মিতাক্ষরা ব্যবহারাধ্যা°)

বন্দিচৌর (পুং) বন্দিমিব বিধায় চৌরঃ অপহারকঃ গৃহস্থং বন্দিমিব কৃত্বা সমস্তদ্রব্যাণামপহারকত্বাদস্য তথাত্বং। বন্দিগ্রাহ, পর্য্যায়—মাচল, বন্দীকার। (ত্রিকা°)

বন্দিতব্য (ত্রি) বন্দ-তব্য। বন্দনার্হ, বন্দনার উপযুক্ত।

বন্দিতৃ (ত্রি) বন্দ-তৃচ্। বন্দক, বন্দনাকারী।

বন্দিদেশ, প্রাচীন জনপদভেদ। সম্ভবতঃ ইহাই রাজপুতনার অন্তর্গত বুন্দিরাজ্য। (তাপীখ° ৪৭ অঃ)

বন্দিন্ (পুং) বন্দতে স্তৌতি নৃপাদীন্নিতি বদি স্তুতৌ ণিনি। রাজাদির যাত্রাদিতে বীর্য্যাদি স্তুতিকারক। পর্য্যায় স্তুতিপাঠক, মাগধ, মগধ। প্রতিযামে জয়ঘোষণাদি দ্বারা রাজাদিগের স্তুতি-পাঠ করাই ইহাদের বৃত্তি। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ।" (মনু ১০অ°)

শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিত আছে যে, শ্রাদ্ধের পর ইহাদিগকে যথা-শক্তি দান করিতে হয়, ইহাদিগকে যদি কিছু দান না করা হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইয়া থাকে। আবার শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধের পর দান করিতে নাই, কিন্তু অন্যস্থলে লিখিত আছে, শ্রাদ্ধোত্তরকালে বন্দীদিগকে যথাশক্তি দান করিবে, ইহার মীমাংসা এইরূপ যে, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে ভোজ্যাদি ইহাদিগের জন্য উৎসর্গ করিয়া শ্রাদ্ধের পর ঐ উৎসর্গীকৃত ভোজ্য ইহাদিগকে দান করিবে।

"বন্দিভ্যশ্চৈবমর্থিভ্যোঽন্যার্থিভ্যশ্চান্নমর্থিতঃ।
যদি তত্র ন দদ্যাত্তু বিফলং শক্তিতো ভবেৎ ॥

'বন্দিনো বীর্য্যস্তোতারঃ। অর্থিতঃ সন্ যদি এভ্যোঽন্নং ন দদ্যাৎ তদা শ্রাদ্ধং বিফলং ভবেদিতি।'

'সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ।
বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥'

ইত্যুক্তেঃ, ইত্থঞ্চ শ্রাদ্ধোত্তরদাননিষেধাৎ শ্রাদ্ধে বন্দি-প্রভৃতিভ্যো দানাকরণে নিন্দাশ্রবণাচ্চ শ্রাদ্ধাৎ পূর্ব্বং তদর্থং ভোজ্যাদিকং উৎসৃজেৎ" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব) ২ ভৃত্য।

"ওমিত্যাদেশমাদায় নত্বা তং সুরবন্দিনঃ।"(ভাগ° ১১।৪।১৫)

'সুরবন্দিনো দেবভৃত্যাঃ' (স্বামী)

বন্দিনীকা (স্ত্রী) দাক্ষায়ণীর নামান্তর।

বন্দিপাঠ (পুং) ভট্ট কবিগণের গীত বা বংশকীর্ত্তিবর্ণনা।

বন্দিমিশ্র, বালচিকিৎসারচয়িতা।

বন্দিবাস (বন্দিবাসু), মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ বা তালুক। ভূপরিমাণ ৪৬৬ বর্গমাইল। এই স্থান শস্যশালী নহে। সমতল প্রান্তরে পরিব্যাপ্ত হইলেও তথাকার অধিকাংশ মৃত্তিকা বালুকা ও কঙ্কর মিশ্রিত। মধ্যে মধ্যে লাল বা কৃষ্ণবর্ণের মৃত্তিকাখণ্ড দেখা যায়; কিন্তু উহা ক্ষার মিশ্রিত থাকায় শস্যোৎপাদনের উপযোগী হয় না। এই উপবিভাগে দুএকটী গণ্ডশৈলও উন্নত শিখরে দণ্ডায়মান আছে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং বন্দিবাস উপবিভাগের বিচার সদর। অক্ষা° ১২°৩০´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩৮´৪০´´ পূঃ। এই স্থানের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। বিগত কর্ণাটক যুদ্ধের সময়ে এই স্থানেও যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। আর্কটের নবাববংশের আত্মীয় এক জন মুসলমান সামন্ত বন্দিবাস-দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি মেজর লরেন্স বন্দিবাস আক্রমণ করেন। তদনন্তর ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন অল্ডারকোম নগর দগ্ধ করিয়াও দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। তৎকালে ঐ দুর্গমধ্যে অবস্থিত ফরাসী সৈন্য পুনঃ পুনঃ ইংরাজদিগকে হটাইয়া দিয়াছিল। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মোনসোন ভীমবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্গজয়ে অসমর্থ হইয়া স্বীয় সেনাদল লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দুর্গস্থ ফরাসী সেনাদল বিদ্রোহী হয়। ইংরাজ সেনাপতি আয়ারকুট সুযোগ বুঝিয়া সেই অবসরে দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গবাসিগণ কিছুদিন অবরোধের পর, ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করে। ফরাসীর মুখগ্রাস হস্তচ্যুত দেখিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই সেনাপতি লালী সদলে দুর্গ সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দুই দিবস মধ্যেই বুশি ৩ হাজার মরাঠা সেনাসহ সেই রণপ্রাঙ্গণে আসিয়া সমবেত হইলেন। ফরাসী সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল; নিরুপায় বুঝিয়া সর্ আয়ারকুট একদিন দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক সশস্ত্র ও সদলবলে সম্মুখে উপনীত হইলেন। দুই দলে ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীরা পরাজিত হইল। বুশি ইংরাজ-করে বন্দী হইলেন। ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজরাজের ভারতে আর কোথাও এরূপ যুদ্ধ ঘটে নাই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৩বৎসর কাল লেপ্টনান্ট ফ্লিট বিশেষ কৌশলের সহিত মহিসুরপতি হাইদার আলীর প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়দারের আক্রমণকালে আয়ারকুটও দুইটী যুদ্ধে তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন এবং অপরগুলিতে তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত স্বীয় বাহিনী রক্ষাপূর্ব্বক শত্রুদলকে বিদূরিত করেন।

বন্দী (স্ত্রী) বন্দি 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইতি ঙীষ্। বন্দী, স্তুতিপাঠক।
"গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ।
প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্॥" (কুমার ২।৫২)

বন্দীক (পুং) ইন্দ্র।

বন্দীকার (পুং) বন্দীবৎ গৃহস্থং করোতীতি কৃ-অণ্। বন্দিগ্রাহ, ডাকাইত। পর্য্যায়—মাচল, প্রসহ্যচৌর, চিল্লাভ। (ত্রিকা°)

বন্দীকৃত (ত্রি) কারাবরুদ্ধ। অপরাধী বোধে রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত।

বন্দীপাল (পুং) কারারক্ষী (Jailor)।

বন্দুক (তেলগু) আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

বন্দোবস্ত (পারসী) কোন একটী বিষয় বা কার্য্যের নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া।

বন্দ্য (ত্রি) বন্দ্যতে স্তূয়তে ইতি বদি-ণ্যৎ। বন্দনীয়, স্তুত্য, বন্দনের যোগ্য।
"আশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণেকৃত্বা কৃপাং কুরু।" (সাহিত্যদ°)
স্ত্রিয়াং টাপ্। বন্দ্যা, বন্দা, পরগাছা। ২ গোরোচনা।

বন্দ্যতা (স্ত্রী) বন্দ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। বন্দ্যত্ব, বন্দ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, বন্দন।

বন্দ্র (ত্রি) বন্দতে স্তৌতি দেবাদীন্ পূজাকালে ইতি বন্দি-রক্। পূজক। (উজ্জ্বল)

বন্ধুর (ক্লী) ১ রথের নীড়বন্ধনাধারভূত অক্ষসহ ঈষুদ্বয়। ২ সারথির বসিবার স্থান। সায়ণাচার্য্য বেদভাষ্যে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন;—'নীড় বন্ধনাধারভূতম্, উন্নতানতরূপবন্ধনকাষ্ঠম্, বেষ্টিতং সারথেঃ স্থানম্ যদ্বা সারথ্যাশ্রয়স্থানম্।' [পবর্গে দেখ]

বন্ধুরস্থ (ত্রি) রথাসনে উপবিষ্ট। রথারূঢ়।

বন্ধুরায়ু (ত্রি) বন্ধুরযুক্ত। 'বন্ধুরায়ুঃ রথে নিবাসাধারভূতকাষ্ঠো বন্ধুরং তদ্বান্।' (ঋক্ ৪।৪৪।১ সায়ণ)

বন্ধুরেষ্টা (ত্রি) রথোপবিষ্ট (ইন্দ্র)। (ঋক্ ৩।৪৩।১)

বন্ন, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য, তিনখানি গণ্ডগ্রাম লইয়া গঠিত। ভূপরিমাণ ২৪ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসীরা এখন ছয় অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। মোট রাজস্ব ২২৩১০১, তন্মধ্যে ইংরাজরাজ বার্ষিক ৩৭১৫ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব ২৭৭ টাকা পাইয়া থাকেন।

বন্য (ত্রি) বনে ভব, বন-যৎ। ১ বনোদ্ভূত, যাহা বনে উৎপন্ন হয়। "হৈয়ঙ্গবীনমাদায় ঘোষবৃদ্ধানুপস্থিতান্
নামধেয়ানি পৃচ্ছন্তৌ বন্যানাং মার্গশাখিনাম্॥" (রঘু ১।৪৫)
(ক্লী) ২ ত্বচ্। (রাজনি°) ৩ কুটন্নট।
"কুটন্নটং পরং বন্যং মুস্তাভঞ্চ পরীলবং।" (বৈদ্যকরত্না°)
(পুং) ৩ বনশূরণ, বুনো ওল। ৩ বারাহীকন্দ। ৫ দেবনল। (রাজনি°) ৬ ক্ষীরবিদারী। (বৈদ্যকরত্না°) ৭ শঙ্খ। ৮ লতাশাল।

বন্যজা (স্ত্রী) বনোপোদকী, বনপুঁই। (বৈদ্যকনি°)

বন্যজীরক (ক্লী) বনজ কটুজীরক, বনজীরা। (বৈদ্যকনি°)

বন্যদমন (পুং) বনজ দমনক্ষুপ, বনদনা। মহারাষ্ট্র—রাণদবণা, কলিঙ্গ—কাদবণা। গুণ—বীর্য্যস্তম্ভক, বলপ্রদ ও আমদোষনাশক।

বন্যদ্বীপ (পুং) বন্যহস্তী।

বন্যধান্য (ক্লী) নীবার, উড়িধান। (পর্য্যায়মু°)

বন্যপক্ষী (পুং) বনজাত পক্ষী। যাহারা স্বচ্ছন্দে বনে বিহার করে। পিঞ্জরাবদ্ধ পালিতপক্ষীর বিপরীত।

বন্যবৃক্ষ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২ বুনো গাছ।

বন্যবৃত্তি (স্ত্রী) বন্যোপজীবিকা। অরণ্যবাসীর জীবনোপায়।

বন্যসহচরী (স্ত্রী) পীতঝিণ্টী, পীতঝাঁটী। (রাজনি°)

বন্যা (স্ত্রী) বনানামরণ্যানাং জলানাং বা সংহতিঃ বন্ (পাশাদিভ্যো যঃ। পা ৪।২।৪৯) ইতি য-টাপ্। ১ বনসমূহ, বনসংহতি। (মেদিনী) ২ মুদ্গপর্ণী। ৩ গোপালকর্কটী। ৪ গুঞ্জা। ৫ মিশ্রেয়া। ৬ ভদ্রমুস্তা। ৭ গন্ধপত্রা। ৮ অশ্বগন্ধা। (বৈদ্যকনি°) ইহার পাঠান্তর কোন স্থলে বল্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ৯ জলপ্লাবন, জলসংহতি, বান। নদীতে বান আসিয়া চারিদিকে জলপ্লাবিত হইলে বন্যা হয়।

বন্যাশন (ত্রি) বন্যফলাশী।

বন্যাশ্রম (পুং) বনাশ্রম।

বন্যেতর (ত্রি) ১ গৃহ পালিত। ২ শিক্ষিত। ৩ সভ্য।

বন্যোপোদকী (স্ত্রী) বন্যা বনোদ্ভবা উপোদকী। লতাবিশেষ, বনপুঁই। পর্য্যায়—বনজা, বনসাহ্বয়া। গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রোচন। (রাজনি°)

বন্ম (পুং) বনতি ভাগমর্হতি বনসংভক্তৌ (ঋজ্রেন্দ্রাগ্রবপ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ প্রত্যয়ঃ। অংশী, ভাগী। (উজ্জ্বল)

বপ, ১ ক্ষেত্রে বীজবিকিরণ, ক্ষেত্রে বীজ ছড়ান, বপন। ২ গর্ভাধান, নিষেক। ৩ ছেদন, মুণ্ডন। ভ্বাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বপতি-তে। লিট্ উবাপ, উপতুঃ, উবপিথ, উবপ্থ। উপে। লুট্ বপ্তা। লৃট্ বপ্স্যতি-তে। আশীর্লিঙ্ উপ্যাৎ, বপ্সীষ্ট। লুঙ্ অবাপ্সীৎ, অবাপ্তাং অবাপ্সুঃ। অবপ্ত, অবপ্সাতাং অবপ্সত। সন্ বিবপ্সতি-তে। যঙ্ বাবপ্যতে। যঙ্লুক্ বাবপ্তি। ণিচ্ বাপয়তি। লুঙ্ অবীবপৎ।

নি+বপ=নিবাপ, পিতৃদিগের উদ্দেশে দান। নির্+বপ=দান, উৎসর্গ। প্র+বপ=দান, প্রক্ষেপ। প্রতি+বপ=বিন্যাস।

বপ (পুং) বপ-ঘ। ১ কেশমুণ্ডন। ২ বীজবপন।

বপন (ক্লী) বপ-ভাবে ল্যুট্। ১ কেশমুণ্ডন, মাথা মুড়ান।

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।" (মনু ৫।১৪০)

শূদ্রেরা একমাস অন্তর মস্তক মুণ্ডন করিবে। ২ বীজাধান। ভূমিতে বীজ বপন করিতে হইলে জ্যোতিষোক্ত দিন দেখিয়া করিতে হয়, অদিনে বীজবপন করিলে তাহাতে ফল হয় না, এইজন্য উত্তম দিনে বপন করিতে হয়।

"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনস্ত বিধিঃ স্মৃতঃ।
চিত্রায়াঞ্চাশুভে ক্ষেত্রে স্থিরস্বমনুজোদরে॥" (জ্যোতিঃসারস°)

পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে; চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে; শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থ হইলে; স্থিরলগ্নে বা জন্মলগ্ন ও মিথুন, তুলা, কন্যা, কুম্ভ ও ধনুর্লগ্নের পূর্ব্বভাগে বীজবপন করিলে শুভ হয়। যথানিয়মে হলচালনা করিয়া বীজবপন করিলে তাহাতে সুফল হইয়া থাকে।

বপনী (স্ত্রী) উপ্যতে মস্তকাদিকমস্যামিতি বপ-অধিকরণে ল্যুট্, ঙীপ্। ১ নাপিতশালা, যে স্থলে ক্ষৌরকার্য্য হইয়া থাকে। ২ তন্তবায়শালা, তাঁতঘর। ৩ মাকু।

বপনীয় (ত্রি) বপ-অনীয়র্। ১ বপনের যোগ্য, বীজবপনের উপযুক্ত। ২ নিষেকযোগ্য।

"আয়ুরিষ্যতা কদাচিৎ ন পরজায়ায়াং বপনীয়ঃ"
(মনু ৯।৪১ টীকায় কুল্লুক)

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি কখনও পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিবেন না।

বপারু (পুং) কেশরাজ, চলিত কেশুত্তে। কোথাও কশুক্তে বলে।

বপা (স্ত্রী) উপ্যতেঽত্রেতি বপ্ ভিদাদ্যঙ্, টাপ্। ১ ছিদ্র, রন্ধ্র।

"অথ বল্মীকবপা সুষিরা ব্যধ্বে নিহিতা ভবতি"(শত°ব্রা°৬৷৩৷৩৫)

২ মেদোধাতু, চর্ব্বি।

বপাটিকা (স্ত্রী) অবপাটিকা। (সুশ্রুত চি° ২০ অ°)

বপাবৎ (ত্রি) বপা-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। প্রবৃদ্ধ, হৃষ্টপুষ্ট।

"বিপ্রা বপাবন্তং নাগ্নিনা তপন্তঃ" (ঋক্ ৫।৪৩।৭)
'বপাবন্তং প্রবৃদ্ধং পশুং' (সায়ণ) ২ মেদোবিশিষ্ট।

বপাবহ (ক্লী) মেদস্থান রূপ কোষ্ঠাঙ্গ। (চরকসং° ৭ অ°)

বপিল (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-ইলচ্। পিতা, জনক। (উজ্জ্বল)

বপুন (পুং) বপ-উনচ্ বা বয়ুন পৃষোদরাদিত্বাৎ যস্য পঃ। দেবতা। (শব্দরত্না°)

বপুনন্দন, একজন প্রাচীন কবি।

বপুর্ধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্, বপুসো ধরঃ। দেহধারী।

বপুষা (স্ত্রী) হবুষা। (ভাবপ্র°)

বপুষ্টমা (স্ত্রী) ১ পদ্মচারিণী লতা। (জটাধর) ২রূপ। (ঋক্ ৩।২।১৫) ৩ কাশীরাজের কন্যা, পরীক্ষিৎতনয় জনমেজয়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। হরিবংশে লিখিত আছে, রাজা জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অশ্বহনন করেন, বপুষ্টমা এই হত অশ্বের সমীপে উপবিষ্টা ছিলেন। তৎকালে দেবরাজ সেই রাজমহিষীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেখিয়া তাহাকে কামনা করেন। ইন্দ্র তখন অশ্বশরীরে প্রবেশ করিয়া বপুষ্টমার সহিত সঙ্গত হন। জনমেজয় অশ্বকে জীবিত দেখিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা ইন্দ্রের দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করেন। তখন রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে

অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, ইন্দ্র! তুমি যেরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, এই দুষ্কর্ম্মের ফলে অদ্যাবধি কেহ আর অশ্বমেধ যজ্ঞে তোমার অর্চ্চনা করিবে না এবং ঋত্বিক্‌দিগের অমনোযোগে ইহা ঘটিয়াছে বুঝিয়া তাঁহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে বপুষ্টমাকে নানারূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিশ্বাবসু নামে গন্ধর্ব্বরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি ত্রিশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এইজন্য ইন্দ্র তাঁহার ইন্দ্রত্বলোপের আশঙ্কা করিয়া রম্ভা নামক অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এই রম্ভাই কাশীরাজদুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই বপুষ্টমাই রম্ভা নাম্নী অপ্সরা। ইন্দ্র এই ছলে আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না, ইহার কালই একমাত্র কারণ। ঋত্বিক্‌দিগকে অবমাননা করায় আপনার পুণ্যক্ষয় হইয়াছে। আপনা হইতে ইন্দ্রের যে ভয় ছিল, তাহা দূর হইয়াছে, অতএব আপনি বপুষ্টমাকে বৃথা তিরস্কার করিবেন না, ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করুন, ইহাতে দোষ হইবে না। বিশ্বাবসুর কথায় রাজা জনমেজয় ইহাকে পুনরায় গ্রহণ করেন। (হরিব০ ১৯২-১৯৬ অ০)

বপুষ্মৎ (ত্রি) বপুস্ প্রশস্তার্থে মতুপ্। ১ প্রশস্তশরীরী, উত্তম-শরীরবিশিষ্ট। ২ (পুং) শাল্মলীদ্বীপপতি।

বপুষ্য (ত্রি) বপুস্-হিতার্থে যৎ। শরীরের হিতকর।

"বপুর্বপুষ্যা সচতামিয়ং" (ঋক্ ১।১৮৩।২)

'বপুষ্যা বপুষি হিতা' (সায়ণ)

বপুস্ (ক্লী) উপ্যন্তে দেহান্তরভোগসাধন-বীজীভূতানি কর্ম্মাণ্য-ত্রেতি বপ্ (অর্ত্তি-পৃ-বপি-যজীতি। উণ্ ২।১১৮) ইতি উসি। ১ শরীর, দেহ। "একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং

নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ।" (রঘু ২।৪৭)

২ প্রশস্তাকৃতি। (মেদিনী) ৩ অংশ।

"অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ।" (মনু ৫।৯৬)

'বপুস্তেজোহংশঃ' (মেধাতিথি) (স্ত্রী) ৩ স্বনামখ্যাতা দক্ষকন্যা। ইনি ধর্ম্মরাজের পত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু০ ৫০।২১)

বপুঃপ্রকর্ষ (ত্রি) শারীরিক সৌন্দর্য্য।

বপুঃস্রব (পুং) বপুষঃ শরীরাৎ স্রবঃ ক্ষরণং যস্য। শরীরস্থিত রসধাতু। (রাজনি০)

বপুস্সাৎ (অব্য০) শরীরাকারে।

বপোদর (ত্রি) পীবরোদর, ভুঁড়ি। "তুবিগ্রীবো বপোদরঃ" (ঋক্ ৮।১৭।৮) 'বপোদরঃ পীবরোদরঃ' (সায়ণ)

বপ্তব্য (ত্রি) বপ-তব্য। বপনীয়, বপনযোগ্য। পরস্ত্রীতে বীজ বপন করিতে নাই।

"যথা বীজং ন বপ্তব্যং পুংসা পরপরিগ্রহে।" (মনু ৯।৪২)

বপ্তৃ (পুং) বপতি বীজমিতি বপ-তৃচ্। ১ জনক, পিতা। ২ কবি। ৩ নাপিত। "বপ্তেব শ্মশ্রু বপসি" (ঋক্ ১।১৪২।৪) 'বপ্তা নাপিতো বপতি' (সায়ণ) (ত্রি) ৪ বাপক। ৫ কর্ষক।

"যথেরিণে বীজমুপ্ত্বা ন বপ্তা লভতে ফলং।

তথা নৃচে হবির্দত্ত্বা ন দাতা লভতে ফলং॥" (মনু ৩।১৪২)

বপ্প (পুং) ১ বাপ। ২ পূজ্য দেবগুরুজন প্রভৃতি। ৩ মেবারের রাণাদিগের পূর্ব্বপুরুষ।

বপ্পটদেবী (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ।

বপ্পিয় (পুং) একজন হিন্দু রাজা।

বপ্পীহ (পুং) চাতক (Coculus Melanoleucus)।

বপ্যট, মগধের পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালের পিতা।

বপ্যনীল (পুং) জনপদভেদ।

বপ্র (পুং ক্লী) উপ্যতেঽত্রেতি বপ-(কৃষিবপিভ্যাং রন্। উণ্ ২।২৭) ইতি রন্। ১ দুর্গ ও নগরাদির প্রান্তস্থ পরিখা হইতে উদ্ধৃত মৃত্তিকাস্তূপ দ্বারা উপরিবদ্ধ প্রাকারবিশেষ। অর্থ-শাস্ত্রে আছে, খাত হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা বপ্র নির্ম্মাণ করিবে এবং তদুপরি প্রাকার সন্নিবেশ হইবে। ইহার পর্য্যায়,—চয়, মৃত্তিকাস্তূপ। (শব্দরত্না০) প্রাকারের আধার স্বরূপ উত্তোলিত কৃত্রিম মৃত্তিকাস্তূপের নামই বপ্র। যথা—

"মহোদ্যানাং মহাবপ্রাং তড়াগ-শতশোভিতাম্।

প্রাকার-গৃহসম্বাধামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥" (বিষ্ণুপু০ ২২অঃ)

বপতি বীজমত্রেতি। ২ ক্ষেত্র, চলিত ক্ষেৎ। ইহার পর্য্যায়—কেদার, ক্ষেত্র, নিষ্কুট, বনজ, বাজিকা, গাটীর। (জটাধর) বৃহৎসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—শুক্র বর্ষাধিপ হইলে, শৈলো-পম জলদজাল বারি বর্ষণ করে, তাহাতে বপ্র বা ক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইয়া যায়, পৃথিবী নানা নূতন শোভায় শোভিত হইয়া উঠে, তাহাতে প্রচুর শালি ও ইক্ষু জন্মে।

"শালীক্ষুমত্যপি ধরা ধরণী ধরাভ-

ধারাধরোজ্‌ঝিতপয়ঃপরিপূর্ণবপ্রা।" (বৃহৎসং ১৯।১৭)

৩ রেণু। ৪ তট। "বপ্রান্তস্খলিতবিবর্ত্তনং পয়োভিঃ" (কিরাত ৭।১১) ৫ পর্ব্বতসানু। "নানা-রত্নজ্যোতিষাং সন্নিপাতৈঃ ছন্নেষন্তঃ সানুবপ্রান্তরেষু"। (কিরাত ৫।৩৩) বপ-রন্ (বৃধি-বপিভ্যাং রন্। উণ্ ২।২৬) ৬ সীসক। (হেম)

"সীসং বধ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্র০ পূ০প্র)

বপতি বীজমিতি বপ-রন্। ৭ পিতা। (মেদিনী) ৮ প্রাকার। ৯ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)। ১০ দ্বাপরযুগের চতুর্দ্দশ বিভাগের ব্যাসভেদ। ১১ চতুর্দ্দশ মনুর পুত্রভেদ

বপ্রক (পুং) গোলবৃত্তির পরিধি।

বপ্রক্রিয়া, বপ্রক্রীড়া (স্ত্রী) তটাঘাত। হস্তী বা বৃষের শৃঙ্গ দন্তাদি দ্বারা উচ্চভূমিতে আঘাতরূপ ক্রীড়া।

"বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।" (মেঘদূত)

বপ্রবাদ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। তিলপর্ণী নদীতটে অবস্থিত। (ভবিষ্যব্রহ্মখং° ৪২।২১৩)

বপ্রা (স্ত্রী) বপ-রন্-টাপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।] ২ জৈন অবসর্পিণীর একবিংশ অর্হৎ নেমিনাথের মাতা।

বপ্রানত (ত্রি) ক্রীড়ার্থ উচ্চভূমি সম্মুখে অবনত মস্তক।

বপ্রান্তর (অব) তটদ্বয় মধ্যবর্ত্তী (স্থান)।

বপ্রাভিঘাত (পুং) বপ্রক্রীড়া।

বপ্রান্তঃস্রুতি (স্ত্রী) নদীকূলবাহী স্রোতোজল। ২ শাখানদী।

বপ্রান্তস্ (ক্লী) তীরবাহী স্রোতোজল।

বপ্রি (পুং) বপতি বীজমত্র বপ-ক্রিন্ (বহ্ব্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৬৬) ১ ক্ষেত্র। (সিদ্ধান্তকৌ০) ২ দুর্গতি। ৩ সমুদ্র।

বপ্রী (স্ত্রী) বম্রী পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত 'ম' স্থানে প। ১ বল্মীক। (হলায়ুধ) চলিত উইঢিপী। ২ গণ্ডশৈল।

বব (পুং) একাদশ করণের অন্তর্গত প্রথম করণ, এই করণের অধিপতি ইন্দ্র। ইহাতে বিহিত কর্ম্ম যথা—

"পৌষ্টিকস্থিরশুভানি ববাখ্যে॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই করণে জন্মিলে মানব বলবান্, অতিধীরপ্রকৃতি, কৃতী ও অতি বিচক্ষণ হয়। লক্ষ্মী নিয়ত তাহার আলয়ে বাস করিতে থাকেন।

"ববাভিধানে জননং হি যস্য, শূরোঽতিধীরো মনুজঃ কৃতী স্যাৎ।
পদ্মালয়া তন্নিলয়ে নিবাসং করোতি নিত্যং সুবিচক্ষণঃ স্যাৎ॥"

(কোষ্ঠীপ্র০)

দাক্ষিণাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে 'বব' শব্দের প্রথম বকার বর্গীয় এবং শেষ বকার অন্তঃস্থ।

বব্বলিয়া (দেশজ) ১ মিথ্যাবাদী। যাহারা অর্থ লইয়া আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দেয়। গঙ্গাজোলে শব্দও ইহার অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বভ্র, গতি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ বভ্রতি।

বভ্রু (পুং) মণ্ডলী সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প০ ৪ অ°)।

২ যদুবংশীয় জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। (শিশুপাল ২ অ°)

বভ্রুধাতু (পুং) সুবর্ণ-গৈরিক, চলিত স্বর্ণগেরিমাটী।

বভ্রুবাহন, অর্জ্জুনের পুত্র। [পবর্গ দেখ]

বপ্সস্ (ক্লী) ১ রূপ। ২ বপু। "উত স্যা বাং রুশতো বপ্সসো গীস্ত্রিবর্হিষি সদসি পিন্বতে নৄন্" (ঋক্ ১।১৮১।৮) 'রুশতো দীপ্তস্য বপ্সসো রূপস্যৈব বপুষো বা' (সায়ণ)

বম্ (দেশজ) গৃহছাদোপরি পারাবতাদি বসাইবার জন্য বংশনির্ম্মিত ছত্‌রি বিশেষ। ইহা একটী বংশদণ্ডের উপর চতুষ্কোণ আকারে সমতল পৃষ্ঠে আঁটা থাকে। উহা শূন্য স্থানে বিলম্বিত থাকে বলিয়া সম্ভবতঃ ব্যোম শব্দের অপভ্রংশে কথিত হইয়া থাকে।

বম্ (অমর) শিবপূজান্তে কপোলবাদ্যভেদ। উহা উকার, অকার ও মকারাত্মক শিবের প্রণব স্বরূপ। যথা—

"ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিম্ ডিম্ ডিডিমরুডমরুং বাদয়ন্ সূক্ষ্মনাদং
বম্ বম্ বম্ বম্ ববম্ বম্ ভ্রমিতদশশিরাস্তালমানেন নৃত্যন্।
কর্পূরাসিক্তভস্মাপটিতপটুজটালম্বিরুদ্রাক্ষমালো
মায়াযোগী দশাস্যো রঘুরমণপুরঃ প্রাঙ্গণে প্রাদুরাসীৎ॥"

(রামলীলামৃত)

২ বরুণবীজ। যথা—"নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা' ইত্যাদি (তন্ত্রসার ভূতশুদ্ধিপ্র০)

বম্‌কী (দেশজ) বমন।

বম, উদ্গিরণ, বমন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ বমতি. লিট্ ববাম, ববমতুঃ ববমুঃ। লুট্ বমিতা। লৃট্ বমিষ্যতি। লুঙ্ অবমীৎ অবমিষ্টাং অবমিষুঃ। কেহ কেহ লিটের উস্ করিয়া 'বেমুঃ' পদ সিদ্ধিবিষয়েও মত প্রকাশ করেন। "বেমুশ্চ কেচিদ্রুধির" মিতি দেবীমাহাত্ম্য সন্ বিবমিষতি, যঙ্ বংবম্যতে, যঙ্ লুক্ বংবন্তি। ণিচ্ বাময়তি, বময়তি। উপসর্গপূর্ব্বক— উদ্‌বময়তি। ঘঞ্-বাম। অপ্ বম। ক্ত্বা—বমিত্বা,বান্ত্বা। অথুচ্— বমথু। কেবল বম ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিলে 'জ্বল হ্বল' ইত্যাদি প্রযুক্ত বিকল্পে হ্রস্ব হইবে, কিন্তু উপসর্গপূর্ব্বক হ্রস্ব নিত্যই হইবে। যথা—বময়তি, বাময়তি। প্রবময়তি। (দুর্গাদাস)

বম (পুং স্ত্রী) বম-অচ্। বমন। বমি করা।

বমথু (পুং) বমনমিতি বম-অথুচ্ (ট্বিতোঽথুচ্ পা৩।৩।৮৯) ১ বমি।

"দৌর্ব্বল্য-শ্বাসকাশ-জ্বর-বমথুমদা-পাণ্ডুতাদাহমূর্চ্ছাঃ"

(সুশ্রুত উত্তর ৪৫ অঃ)

২ হস্তিশুণ্ড হইতে নির্গত জলকণা। ইহার পর্য্যায়— করশীকর।

"রজনিবমথুপ্রালেয়াম্ভঃকণক্রমসম্ভৃতৈঃ॥" (নৈষধ ১৯।৬)

বমন (ক্লী) বম-ভাবে ল্যুট্। ১ ছর্দ্দন। উদরস্থ খাদ্যাদির উদ্গারণ।

"মধুরাম্লৌ রসৌ বাপি বমনায় প্রদাপয়েৎ।" (সুশ্রুত ১।২)

জ্বরাদিতে রোগীকে আবশ্যক মত বমন করান যাইতে পারে। (বাভট)

২ বমনদ্রব্য। "স দত্ত্বা বমনং কৃচ্ছ্রান্মৃতকল্পমজীবয়ৎ॥"

(কথাসরিৎসা০ ৬৪।১৭)

৩ অর্দ্দন। (মেদিনী) ৪ আহুতি। (বিশ্ব) ৫ আহার।

" যা সৌরাজ্য প্রকাশাভির্ব্বভৌ পৌরবিভূতিভিঃ।
স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতা॥" (রঘু ১৫।২৯)

বমতীব গুরুবর্ণমিতি বম-ল্যু। ৬ শণ। (রাজনি০)

বমনী (স্ত্রী) বমন-ঙীপ্। জলৌকা। (রাজনি॰)
[বিস্তৃত বিবরণ জলৌকা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বমনকল্প॰ (পুং) বমননিমিত্ত মদনাদি নানাবিধ যোগ-যোজন বিধি। তন্মধ্যে এই মদনকল্পই প্রশস্ত। (সুশ্রুত, সূ॰ ৪৩ অ॰)

বমনদ্রব্য (ক্লী) উর্দ্ধগুণভূয়িষ্ঠ অগ্নি ও বায়ুগুণাধিক বান্তিকর দ্রব্য, বমিকারক বস্তু। বমিকর দ্রব্য যথা—ময়নাফল, কুড়চি ফল, দেয়াতাড়া পুষ্প, তিৎলাউ ফুল, ঘোষা ফল, শ্বেতঘোষা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ,পিপুল, করঞ্জ, নাগেশ্বর, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, নিম, অশ্বগন্ধা, বেতস, বান্ধুলি, অপরাজিতা, আতুসী, তেলাকুচা, বচ, রাখালশশা এবং শ্বেতরাখালশশা প্রভৃতি। (সুশ্রুতসূ॰৩৯অ॰)

বমনবিধি (পুং) বমনক্রিয়া। বমনক্রিয়ার কাল—পূর্ব্বাহ্ণ। বিচক্ষণ চিকিৎসক শরৎ, বসন্ত ও বর্ষাকালেই রোগীকে রেচন এবং বমন করাইবেন।

"শরৎগ্রীষ্মবসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্।
বমনং রেচনং চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥" (ভাবপ্র॰)

যে রোগী কফাক্রান্ত, বলবান্, হিক্কারোগাদি দ্বারা নিপীড়িত ও বীরচিত্ত, তাদৃশ রোগীকেই বমন করাইবে।

"বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদি-নিপীড়িতং।
তথা বমনসাত্মঞ্চ ধীরপিত্তঞ্চ বাময়েৎ॥" (ভাবপ্র॰)

বিষদোষ, স্তন্যরোগ, অগ্নিমান্দ্য, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, বিসর্প, মহাজীর্ণ, বিদারিকা, অপচী, কাস, শ্বাস, পীনস, বৃদ্ধি, অপস্মার,জ্বরোন্মাদ, রক্তাতিসার,নাসা তালু ও ওষ্ঠ পাক, কর্ণস্রাব, অধিজিহ্বক, গলশুণ্ডী, অতিসার, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, মেদোরোগ ও অরুচি ; এই সকল রোগে চিকিৎসক বমন করাইবেন।*

বমন-নিষেধ-বিষয়—কম্প, উপলেপ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য, দৌর্গন্ধ বিষজনিত উপসর্গ, কফপ্রসেক, ও গ্রহণী প্রভৃতি দোষ বমনকারী ব্যক্তির কখন থাকে না। বমনের গুণ,—বমনে শ্লেষ্ম শোধন হয়, তাই তজ্জনিত সমস্ত বিকার প্রশমিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে বমন করাইবে না। যথা—চক্ষুরোগী, উর্দ্ধবাত, গুল্মোদর, প্লীহ ও ক্রিমিরোগগ্রস্ত, শ্রমার্ত্ত, স্থূল, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, অতিবৃদ্ধ, মূত্রাতুর, কেবল বাতরোগী, স্বরোপঘাতী, অধ্যয়নরত, দুশ্ছর্দ্দি, দুঃকোষ্ঠ, তৃষ্ণার্ত্ত, বালক, উর্দ্ধাস্র, পিত্ত, ক্ষুধিত, নিরূক্ষ ও গর্ভিণী প্রভৃতি। অবম্য বমনে রোগ সকল কৃচ্ছ্র হইয়া উঠে, অথবা একেবারে অসাধ্য হইয়া পড়ে, তাই ইহাদিগকে বমি করাইবে না। (১)

অতি বমনে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞারাহিত্য, জিহ্বানিঃসরণ, চক্ষুর্ব্যাবৃত্তি, হনুসংহতি, রক্তচ্ছর্দ্দি ও কণ্ঠপীড়া প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

[বমনকল্পীয় অন্যান্য বিধি ব্যবস্থার বিষয় বাভট কল্পস্থানের প্রথম অধ্যায়ে ও সুশ্রুত প্রভৃতি চিকিৎসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

বমনব্যাপৎ (স্ত্রী) বমন-অসিদ্ধি পক্ষে আধ্মানাদি বিকার।
[বিস্তৃত বিবরণ সুশ্রুত চিকিৎসিতস্থানের ৩৪ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

বমনীয়া (স্ত্রী) বময়তীতি বমণ্যর্থবিবক্ষায়ামভিধানাৎ কর্ত্তরি অনীয়র-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মক্ষিকা। (রাজনি॰) ২ (ত্রি) বমন-যোগ্য, বমনার্হ।

বমাল্ (পারসী) নষ্টদ্রব্য বা বস্তুবিশেষ সহিত।

বমি (স্ত্রী) বমনমিতি-বম (সর্ব্বধাতুভ্য ইন। উণ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বমন, ছর্দ্দন, প্রচ্ছর্দ্দিকা, রোগভেদ, বমিরোগ। এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈদ্যকে এইরূপ আছে—অতিরিক্ত তরলবস্তু পান, অতিশয় স্নিগ্ধ দ্রব্যভোজন, অধিক লবণভোজন, অকাল বা অপরিমিত ভোজন এবং শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ, কৃমিদোষ, গর্ভাবস্থা ও যে কোন ঘৃণাজনক কারণসমূহ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ উৎক্লিষ্ট হইয়া বমনরোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দোষ সকল বেগে উপস্থিত হইয়া মুখকে পীড়িত ও আচ্ছাদিত,এবং সর্ব্বাঙ্গে ভঙ্গবৎ পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে।

এই বমনরোগ পাঁচ প্রকার। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ। এই রোগের পূর্ব্বরূপ বমি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃল্লাস, অর্থাৎ বমনোদ্বেগ, উদ্গারাবরোধ, মুখ-প্রসেক ও মুখ লবণাক্ত বোধ হয় এবং আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যে অত্যন্ত বিদ্বেষ হইয়া থাকে।

বমির সামান্য লক্ষণ—যে রোগে কুপিত দোষ অত্যন্ত বেগ ও অঙ্গপীড়নের সহিত উর্দ্ধদেশে অর্থাৎ মুখের দিকে ধাবিত হইয়া মুখকে পরিপূরণ করত বহির্গত হয়, তাহাকে ছর্দ্দি বা বমিরোগ কহে।

---

* "বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেঽগ্নৌ শ্লীপদেঽর্ব্বুদে।
হৃদ্রোগে কুষ্ঠবিসর্পে মহাজীর্ণপ্রমেষু চ॥
বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু।
অপস্মারে জ্বরোন্মাদে তথা রক্তাতিসারিষু॥
নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেঽধিজিহ্বকে।
গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা।
মেদোরোগেঽরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্ভিষক্।" (ভাবপ্র॰)

(১) "ন বাময়েৎ তৈমিরিকোর্দ্ধবাত-গুল্মোদর-প্লীহক্রিমি-শ্রমার্ত্তান্।
স্থূলক্ষতক্ষীণকৃশাতিবৃদ্ধমূত্রাতুরান্ কেবলবাতরোগান্॥
স্বরোপঘাতাধ্যয়নপ্রসক্তদুঃচ্ছর্দ্দিদুঃকোষ্ঠতৃড়ার্ত্তবালান্।
উর্দ্ধাস্রপিত্তক্ষুধিতা নিরূক্ষগর্ভিণ্যুদাবর্ত্তিনিরূহিতাংশ্চ॥
অবম্যবমনাৎ রোগাঃ কৃচ্ছ্রতাং যান্তি দেহিনাং।
অসাধ্যতাং বা গচ্ছন্তি নৈতে বাম্যাস্ততঃ স্মৃতাঃ।
এতেঽপ্যজীর্ণব্যথিতা বাম্যা যে চ বিষাতুরাঃ।
অতীবচোম্বণকফাস্তে চ স্যুর্মধুকাম্বুনা॥" (সুশ্রুত)

বাতজ লক্ষণ—বাতজ বমনে হৃদয় ও পার্শ্বদেশে বেদনা, মুখশোষ, মস্তক ও নাভিস্থলে শূলবেদনার ন্যায় বেদনা, কাস, স্বরভেদ, অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, এবং অতি কষ্টের সহিত অতিমাত্র বেগ, প্রবল উদ্গার, ও অতিশয় শব্দের সহিত ফেন-মিশ্রিত বিচ্ছিন্ন (থামিয়া থামিয়া) পাতলা ও কষায় রসবিশিষ্ট বস্তু বমন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

পিত্তজ লক্ষণ—পিত্তজ বমনরোগে মূর্চ্ছা, পিপাসা, মুখশোষ, মস্তক, তালু ও চক্ষুর্দ্বয়ে সন্তাপ, অন্ধকার দর্শন, এবং পীত, হরিৎ, বা ধূম্রবর্ণযুক্ত, ঈষৎ তিক্ত, অতি উষ্ণ পদার্থের বমন, ও বমন সময়ে কণ্ঠদেশে জ্বালা, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

কফজ লক্ষণ—কফজ বমনরোগে মুখ মধুর রসবিশিষ্ট, কফস্রাব, ভোজনে অনিচ্ছা, নিদ্রা, অরুচি, দেহের গুরুতা, স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসযুক্ত ও শ্বেতবর্ণ পদার্থ বমন এবং বমনকালে শরীরে রোমাঞ্চ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ লক্ষণ—সন্নিপাতজ বমনরোগে শূল, অজীর্ণ, দাহ, পিপাসা, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং লবণ রসযুক্ত উষ্ণ, নীল বা লোহিত বর্ণের ঘন পদার্থ বমন প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হয়।

আগন্তুজ বমন—কুৎসিত দ্রব্য ভোজন ও কোনরূপ ঘৃণা-জনক বস্তুর আঘ্রাণ বা দর্শনাদি কারণে যে বমন উপস্থিত হয়, অথবা স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় যে বমি হয়, কৃমিরোগ বা আমরসের জন্য যে বমি হইয়া থাকে, তাহাকে আগন্তুজ বমি কহে। এই বমনরোগে বাতাদি দোষ ত্রয়ের মধ্যে যে দোষের লক্ষণ অধিক প্রকাশিত হয়, তদনুসারে তাহাকে সেই দোষজ বমনরোগ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কেবল মাত্র কৃমিজন্য বমনরোগে অত্যন্ত বেদনা, অধিক বমনরোগ এবং কৃমিজ হৃদ্রোগের কতিপয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। আগন্তুজ বমনের কারণ পাঁচটী বলিয়া ইহাও পাঁচ প্রকার, যথা—অসাত্ম্যজ, কৃমিজ, আমজ, বীভৎসজ ও দৌর্হৃদজ। এই আগন্তুজ বমনে বাতজাদি দোষের লক্ষণ অনু-সারে ইহারও বাতজাদি কারণ স্থির করিতে হইবে।

এই রোগের উপদ্রব—কাস, তমক শ্বাস, জ্বর, পিপাসা, হিক্কা, বিকৃতচিত্ততা, হৃদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ।

বমনরোগের সাধ্যাসাধ্যতা—বমনরোগে যদি কুপিত বায়ু, মল, মূত্র, স্বেদ ও জলবাহী স্রোতঃসমূহকে রুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধগত হয় এবং তজ্জন্য যদি রোগীর কোষ্ঠ হইতে পূর্ব্ব সঞ্চিত পিত্ত, কফ বা বায়ু দূষিত স্বেদাদি ধাতুসমূহ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, আর বমি যদি মলমূত্রের ন্যায় গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বমন-রোগাক্রান্তরোগী তৃষ্ণা, শ্বাস, ও হিক্কাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া হঠাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে বমনরোগে রোগী ক্ষীণ হইয়া যায়, এবং সর্ব্বদা রক্তপূয়াদি মিশ্রিত পদার্থ বমন করে, অথবা বমিতে যদি ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়, কিংবা বমনরোগের সহিত যদি কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, তৃষ্ণা, ভ্রম, হৃদ্রোগ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বমনরোগ অসাধ্য। এই সকল লক্ষণ ভিন্ন অপর সকল প্রকার বমনের চিকিৎসা করিলে আশু প্রতীকার হয়।

চিকিৎসা—সকল প্রকার বমনরোগই আমাশয়ে দোষ সঞ্চিত হইয়া উৎপন্ন হয়, এই জন্য বমনরোগে সর্ব্বপ্রথমে লঙ্ঘন দেওয়াই কর্ত্তব্য। তাহার পর কফ ও পিত্তনাশক সংশোধন (বমন বিরেচন) ঔষধ সেবন করান বিধেয়। কিন্তু একটু বিশেষ এই যে, কেবল বাতজ বমনরোগে লঙ্ঘন অকর্ত্তব্য। বাতজ বমিরোগে তুল্য জলযুক্ত দুগ্ধ, সৈন্ধব লবণ ও ঘৃতমিশ্রিত মুগ বা আমলকীর যূষ পান করিতে দেওয়া উচিত। গুলঞ্চ, ত্রিফলা, বহেড়া, আমলকী, নিম্ব, ও পোলতা এই সকলের কাথ, মধুসংযোগে পান করিলে পিত্তজ বমিরোগ ভাল হয়। হরী-তকীচূর্ণ মধু দ্বারা লেহন করিলে দোষকে অধোগামী অর্থাৎ বিরেচিত করে, এ কারণ শীঘ্রই বমি নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও শুণ্ঠী চূর্ণ সমভাবে গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত কিংবা বিড়ঙ্গ, কৈবর্ত্তমুস্তক ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লেষ্মজ বমিরোগ বিনষ্ট হয়।

আমলকী, খৈ ও চিনি ৮ তোলা, একত্র পেষণ করিয়া, তৎসঙ্গে ৮ তোলা মধু এবং ৩২ তোলা জলমিশ্রিত করিয়া বস্ত্র-দ্বারা ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে উহা পান করিলে ত্রিদোষজ বমিরোগ নিবারিত হয়। গুলঞ্চ দ্বারা হিম (শীতকষায়) প্রস্তুত করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য ত্রিদোষজ বমিও হঠাৎ প্রশমিত হয়।

হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে ত্রিদোষজ বমি ও অরুচি নষ্ট হয়। বেলছাল, গুলঞ্চের কাথ ও ক্ষেত পাপড়ার কাথ মধু সহযোগে পান করিলে সান্নিপাতিক বমি নিরাকৃত হয়। আমের আঁটি ও বিল্বের কাথ মধু ও চিনি সহযোগে পান করিলে বমি ও অতীসার বিনষ্ট হয়। জাম ও আমের পাতা দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে খৈচূর্ণ ও মধুসংযোগে পান করিলে উষ্মাজন্য বমি, অতীসার ও পিপাসা নষ্ট হয়।

অশ্বত্থবৃক্ষের ছাল শুকাইয়া অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, পরে উহা জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল পান করিলে অতিদুঃসাধ্য বমিরোগ নিরাকৃত হয়। এলাচি, লবঙ্গ, নাগকেশর, কুলের আটির শাঁস, খৈ, প্রিয়ঙ্গু, মুস্তক, রক্তচন্দন ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ এই ত্রিবিধ বমিরোগই প্রশমিত হয়।

বীভৎস বমি হৃদয়গ্রাহী দ্রব্য দ্বারা, দৌহৃদজ বমি অভিলষিত ফল দ্বারা, ও আমজ বমি লঙ্ঘন দ্বারা নিবারণ করিতে হয়। উদগার আধিক্যের সহিত বমি হইলে মূর্ব্বা, ধনে, মুস্তক, যষ্টিমধু ও রসাঞ্জনচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া মধুসহযোগে লেহন অথবা সৌবর্চ্চল লবণ, কৃষ্ণজীরা, চিনি ও মরিচচূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করিলে সদ্যঃ বমি নিবারিত হয়।

(ভাবপ্রং বমিরোগাধিং সুশ্রুত)

ডাবের জল, মুড়ি বা পোড়ারুটি ভিজাজল, অথবা বরফজল বমন নিবারণের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বড় এলাইচের কাথ সেবনে বমনরোগ আশু নিবারিত হয়। রাত্রিতে গুলঞ্চ ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতঃকালে সেই জল মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার বমি নিবারিত হয়। ক্ষেতপাপড়া, বিল্বমূল বা গুলঞ্চের কাথ মধুর সহিত বা মূর্ব্বা মূলের কাথ চাউল ধোয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বমিই ভাল হইতে পারে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়। আমলকীর রস ১ তোলা ও কতবেলের রস ১ তোলা, কিঞ্চিৎ পিপুলচূর্ণ, ও মরিচচূর্ণ মধুর সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল বমনও নিবারিত হয়। তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩।৪ টী দানা জলে ভিজাইয়া ঐ জল একটু একটু খাইলে অতিপ্রবল বমিও তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

শ্বেতচন্দন ২ তোলা, আমলকীর রস ২ তোলা একত্র কিঞ্চিৎ মধুপ্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বমি থামিয়া যায়। ভাজা মুগ ১ পল, জল ২ সের, শেষ ২ পল, খইচূর্ণ ২ পল ও কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া এই জল পান করিলে বমি, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর নিবারিত হয়। ইহা ভিন্ন এলাদিচূর্ণ, রসেন্দ্র, বৃষধ্বজরস ও পদ্মকাদ্যঘৃত প্রভৃতি বমনরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ভৈষজ্যরত্নাং বমিরোগাধিং)

এই রোগের পথ্যাপথ্য।—বমি হইলেই আমাশয়ের উৎক্লেশ হয়, এই জন্য প্রথমে লঙ্ঘন দেওয়া উচিত। বমনবেগ নিরস্ত হইলে লঘুপাক, বায়ুর অনুলোমক ও রুচিকর আহারাদি ক্রমশঃ দেওয়া আবশ্যক। বমনের বেগ থাকিতে যদি আহার দিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ভাজামুগের কাথের সহিত খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া আহার করিতে দিবে। এইরূপ আহার দিলে বমন, ভেদ, জ্বর, দাহ ও পিপাসার শান্তি হইয়া থাকে। বমনবেগ নিরস্ত হওয়ার পর সহ্যমত সকল দ্রব্য আহার এবং জ্বরাদি উপসর্গ না থাকিলে অভ্যাসমত স্নানাদি করিতে পারা যায়। পরিষ্কার পানাহার, পরিষ্কৃত স্থানে বাস, সুগন্ধ আঘ্রাণ এবং মনের প্রফুল্লতা এইগুলি এই রোগে বিশেষ উপকারী। যে সকল কারণে ঘৃণা জন্মিতে পারে, সেই সকল কারণ ও রৌদ্রাদির আতপ সেবন প্রভৃতি বমনরোগে বিশেষ অনিষ্টকারক।

শূলরোগ ও অম্লপিত্ত রোগে বমন করাইলেই উপকার হয়। ঐ সকল রোগে যে সকল যোগ সেবন করাইয়া বমন করাইতে হয়, তাহা তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

বমতি উদ্গিরতি ধূমাদিকমিতি 'ইক্ কৃষ্যাদিভ্যঃ' ইতি ইক্। ২ অগ্নি। (মেদিনী) ৩ ধূর্ত্ত। (শব্দরত্নাং)

বমিত (ত্রি) বম্-ক্ত। বান্ত। বমনযুক্ত। কৃতবমন। পীড়িত।

"বমিতং লঙ্ঘয়েৎ প্রাজ্ঞো লঙ্ঘিতং ন তু বাময়েৎ।
বমনে ক্লেশবাহুল্যাৎ হন্যাল্লঙ্ঘনকর্ষিতং॥" (উদ্ভট)

২ বমনকৃত বস্তু।

বমিতব্য (ত্রি) বমনের উপযুক্ত। বমনোদ্রেককারী।

বমিন্ (ত্রি) ১ বমনকারী। ২ পীড়িত।

বমী (দেশজ) উদরস্থ দ্রব্যের উদ্গমন। বমন।

বম্বেটিয়া (দেশজ) ১ জলদস্যু। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমুদ্রোপকূলে খর্ব্বাকার মুসলমান জলদস্যুগণ পণ্যবাহী নৌকাচালনের ভাণ করিয়া বণিকদিগের নিকট আসে এবং সুবিধা পাইলে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, 'বম্বে' (জনপদ) ও বেটিয়া (খর্ব্বকার) বা বম্বেবাসী অর্থ হইতে এই দস্যু সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু তাহারা যেরূপ নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে যাতায়াত করে, ইংরাজীতে তাহা Bum-boat নামে খ্যাত। অধিক সম্ভব এই 'বম্বোট' শব্দ হইতেই জলদস্যু সম্প্রদায়ের বম্বেটে নাম হইয়াছে।

২ বর্ত্তমান সময়ে দস্যুসদৃশ দৃঢ়কায় পুরুষকেও লোকে বম্বেটে বলিয়া সম্বোধন করে। ৩ যে সকল কর্ম্মচারী ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া সমুদ্রমুখে আসিয়া বৈদেশিক বণিকদিগের জাহাজ ধরিয়া এজেন্টের হাতে বা খালাশবোঝাই সমিতির নিকট আনিয়া দেয়, তাহারাও বম্বোট নামে খ্যাত।

বম্ভ (পুং) বংশ, বাঁশ। (শব্দরত্নাং)

বম্ভারব (পুং) হম্বারব (গবাদি)।

বম্মাগ (স্ত্রী) জনপদভেদ।

বভ্র (পুং) ১ উপজিহ্ব। (ঋক্ ৮।৯১।২১) বম্র স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ উপজিহ্বিকা। "বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো অদানং।" (ঋক্ ৪।১৯।৯) 'বম্রীভিরুপজিহ্বিকাভিঃ' (সায়ণ)

(পুং) এক জন বৈদিক ঋষি—বম্র বৈখানস, ইনি ঋগ্বেদের ১০।৯৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

বভ্রীকূট (স্ত্রী) বল্মীক।

বভ্রক (পুং) হ্রস্বজাতীয় পিপীলিকা।

বয়্, গতি। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ বয়তে। লোট্ বয়তাং। লৃট্ বয়িষ্যতে লুট্ ববয়ে। লুট্ বয়িতা।

বয় (পুং) তন্তুবায়। বস্ত্রবয়নকারী। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বয়ী স্ত্রী তন্তুবায়ী।

বয়ৎ (ত্রি) বয়নকার্য্য।

বয়ত (পুং) ঋগ্বেদ-বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ঋক্ ৭।৩৩।২)

বয়ন (ক্লী) বস্ত্রাদির সূত্রগ্রহণরূপ কার্য্যবিশেষ।

বয়নবিদ্যা, ঊর্ণা বা কার্পাসাদি সূত্রজাত বস্ত্রনির্ম্মাণরূপ শিল্প-বিদ্যাবিশেষ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ইহাকে Art of weaving বলিয়া থাকে। কিরূপে কত পরিমাণ তুলা লইয়া কত বিভিন্ন নম্বরের মোটা ও সরু সূতা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার পর সেই সূতাগুলি টানা দিয়া দিয়া নরাজে গুটাইতে হয়; তদনন্তর নরাজ তাঁতে সংযোজিত করিয়া তাহার সূতার খেইগুলি প্রথমে দুইটী ঝাপের মধ্যে দিয়া ও পরে সানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দিতে হয়; তৎপর যথানিয়মে তাঁতযন্ত্র সূত্রাদিসহ সুসম্বদ্ধ করিয়া, তন্তুবায় বা বস্ত্রবয়নকারী কিরূপেই বা মাকু নামক যন্ত্রাংশ-সাহায্যে বস্ত্র বুনিতে পারেন, তৎসমুদায় যাহাতে শিখিতে বা বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে বস্ত্রবয়নবিদ্যা বলে।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য জগৎবাসী সভ্যজাতিগণ প্রখর বুদ্ধি-প্রভাবে হস্তচালিত এ দেশীয় তাঁতের অনুকরণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিপ্রতিষ্ঠিত একপ্রকার লৌহযন্ত্রময় তাঁতের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সকল কলে এককালে সূতা প্রস্তুত হইতে বস্ত্রবয়ন পর্য্যন্ত এতৎ শিল্পসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যন্ত্রচালনা হইতে বিভিন্ন প্রকারের সূতা (Yarn) নির্ম্মাণ, সূতা রঙ্গ (Dyeing) ও বস্ত্রবয়ন সকল প্রকার কার্য্যই শিক্ষণীয়। বিভিন্ন প্রকার তাঁতের বিবরণ ও চালনা এবং তাহার শিক্ষা প্রণালী পরে বিবৃত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আমরা কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সভ্য জনপদসমূহে দেহাচ্ছাদক বস্ত্রের (ঋক্ ১।২৬।১) প্রচলন দেখিতে পাই। প্রাচীনেরা তৎকালে বস্ত্রবয়নকৌশল সুচারুরূপে অবগত ছিলেন। ঋক্‌সংহিতার ১।১৪০।১, ১।১৫২।১, ২।১৪।৩, ৯।৮।৬, ৯।৯৬।১ প্রভৃতি মন্ত্র আলোচনা করিলে বেদী ও রঙ্গস্থানের আচ্ছাদন-বস্ত্রের বহুল ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম হয়। এই বস্ত্র সাধারণতঃ শুক্লবর্ণ ও কল্যাণকর (ঋক্ ৩।৩৯।২) এবং ভদ্রজনোচিত ও আবশ্যকীয় (ঋক্ ১।১৩৪।৪, ৫।২৯।১৫)। ইহা তৎকালে সাধারণে ধনস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল (ঋক্ ৬।৪৭।২৩)। মাতা স্বয়ং পুত্রাদির পরিধেয় বাস নির্ম্মাণ করিতেন—"বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি।" (ঋক্ ৫।৪৭।৬); উহার সূত্রগুলি পরস্পর নিবিড় হইত। অথর্ব্ববেদের ৫।১।৩, ৯।৫।২৫, ১২।৩।২১, ১৪।২।৪১ মন্ত্রে বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১৪।১।২০), আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে (১।৮।১২), গোভিলগৃহ্য (৩।২।৪২), এবং পারস্করগৃহ্য (৩।১০) সূত্রে বস্ত্রের আবশ্যকতা ও ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৌষীতকীব্রাহ্মণে (২।২৯) কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের প্রচলন দেখিয়া মনে হয়, তখনকার ঋষিগণ শুক্লেতর কৃষ্ণাদি বর্ণ দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন করিয়া ব্যবহার করিতেন এবং তাঁহারা যে রঞ্জনপ্রণালী অবগত ছিলেন এই মন্ত্র হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়।

পৌরাণিক যুগে নানা-বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রধারণের প্রভূত প্রচলন ঘটিয়াছিল। তাই বৃন্দাবনবিহারী বনমালী স্বীয় শ্যামতনু পীতবসনে সমাচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। দেবদেবীগণও রক্তবাস বা নীলবাস পরিধৃত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে কৌশেয়বস্ত্র (রামায়ণ ২।৩২।১৬) দান করিয়াছিলেন। অযোধ্যাকাণ্ডের ৩৭ অধ্যায়ে রাম ও লক্ষ্মণের শুভবসনদ্বয় পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর ধারণ করিবার কথা আছে। আবার ২।৫২।৮২ শ্লোকে সীতা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র ও অন্নপ্রদানের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, তখন নানা রঙ্ ও ঊর্ণাদি নানা দ্রব্যজাত বস্ত্র প্রচলিত ছিল। মহাভারতে বিভিন্ন রাজগণের বেশভূষা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ-প্রসঙ্গে যথেষ্ট বস্ত্রপার্থক্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৭৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে অযোধ্যাধিপতি দশরথ স্বীয় পুত্র ও পুত্রবধূ চতুষ্টয়কে লইয়া জনকগৃহ হইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্বজনবর্গ বিবিধ কাম্যবস্তু দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। তখন কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী এবং অন্যান্য রাজপত্নীরা ক্ষৌম্যবাস পরিধান করিয়া পুত্রবধূ রাজকুমারী চতুষ্টয়ের সহিত মঙ্গল আলাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের সমভিব্যাহারে দেবালয়ে পূজা দিতে গমন করেন। এই সকল আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামায়ণীয় যুগে শুক্ল, কাশায়রঞ্জিত বস্ত্র এবং শুভকার্য্যে ক্ষৌম্যবাসের প্রচলন ঘটিয়াছিল।

ভগবান্ মনুরচিত স্মৃতিগ্রন্থের ৩।৫২, ৯।২১৯ ও ১১।১৮১ শ্লোকে বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ঐ পরিধেয় বাস তখনও সম্পত্তি মধ্যে গণ্য ছিল এবং বস্ত্রহরণকারী বধদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন (৮।২২১ শ্লোঃ)। উক্ত গ্রন্থে অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় বস্ত্র বিভাগেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

যদি কেহ ঊর্ণাশণাদি অথবা কার্পাসিকসূত্র অপহরণ করে, তাহা হইলে সে তত্তদ্দ্রব্যের যথামূল্যের দ্বিগুণ দিতে বাধ্য (মনু ৮।৩২৬)। তন্তুবায় যদি বস্ত্রবয়নার্থ কোন ব্যক্তির

নিকট ১০ পল পরিমিত সূত্রগ্রহণ করে এবং বস্ত্রাধিকারীকে ভক্তমণ্ডমিশ্রণের জন্য ১১ পলমান বস্ত্র না দেয়, তাহা হইলে রাজদণ্ডানুসারে সে ১২ পল দিতে বাধ্য হইয়া থাকে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" (মনু ৮।৩৯৭)

উপরোক্ত তুলার পরিমাণ দৃষ্টে উপলব্ধি হয় যে, তৎকালে যে সকল প্রমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা দীর্ঘ ও প্রস্থে প্রায়ই বর্ত্তমান প্রমাণ বস্ত্রের অনুরূপ ছিল।

তৎকালে কার্পাস, রেশম ও পশমী বস্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল। তাঁহারা জলপ্রক্ষালন দ্বারা কার্পাসবস্ত্র এবং ক্ষারজমৃত্তিকা দ্বারা রেশমী ও পশমী বস্ত্র বিশুদ্ধ করিয়া লইতেন :—

"অদ্ভিস্তু প্রোক্ষণং শৌচং বহূনাং ধান্যবাসসাম্।
প্রক্ষালনেনত্বল্পানামদ্ভিঃ শৌচং বিধীয়তে॥
চেলবৎ কর্ম্মাণাং শুদ্ধির্বৈদলানাং তথৈব চ।
শাকমূলফলানাঞ্চ ধান্যবৎ শুদ্ধিরিষ্যতে॥
কৌষেয়াবিকয়ারূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ॥
ক্ষৌমবৎ শঙ্খশৃঙ্গানাং অস্থিদন্তময়স্য চ।
শুদ্ধির্বিজানিতা কার্য্যা গোমূত্রেনোদকেন বা॥"
(মনুসংহিতা ৫।১১৮-১২১)

উক্ত গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে ৩৫ ও ৫২ শ্লোকে নিষাদচণ্ডালাদি হীনজাতীয়ের মৃতচেল পরিধানের বিধি আছে; কিন্তু অন্যের পক্ষে মৃতের বাস ত দূরের কথা—রজককর্ত্তৃক ভ্রমক্রমেপ্রদত্ত পরবাসও গ্রহণ করিতে নাই। মনুসংহিতায় উহার নিষেধ-বচন বিধিবদ্ধ আছে,—

"শাল্মলী ফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।
ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ॥" ৮।৩৯৬ শ্লোক

তৎকালে কুসুম্ভাদি দ্বারা রক্তরঞ্জিত শাণক্ষৌমাজিনাদি নির্ম্মিত বস্ত্র * বিক্রয় ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ নিষিদ্ধ ছিল (মনু ১০।৮৭)।

এই সকল আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বৈদিকযুগ হইতে স্মৃতিযুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় আর্য্যসমাজে বয়নযন্ত্র ও বয়নবিদ্যার প্রভূত প্রচলন ছিল। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে তাহার প্রভাব আরও বিস্তৃত দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে এবং পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণরঞ্জিত বস্ত্রের বহুল ব্যবহারের প্রমাণ আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহার কোন নিদর্শন নাই।

যদি জগতের প্রাচীন বস্ত্রশিল্পের নিদর্শন দেখিতে হয়, যদি জগতের সর্ব্বপ্রাচীন তাঁতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একবার প্রাচীন মিশররাজ্যের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে সকল সন্দেহই মিটিয়া যাইবে। তথাকার মামি-গহ্বরের মধ্যে (Mummy pits of Egypt) অনুসন্ধান করিলে আজিও শবাচ্ছাদিত বস্ত্রের (মড়াজড়ান কাপড়) প্রভৃত নিদর্শন পরিলক্ষিত হইবে। মিশরের এই লিনেন্ বস্ত্র পরিচ্ছন্ন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী দেখিয়া তথাকার লোকে সমাদরে উহাকে শবদেহের অন্ত্যেষ্টি-ব্যাপারে নিয়োজিত করিয়াছে। রোজেটার প্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় যে, তথাকার রাজসরকার হইতে পুরোহিতদিগকে তাঁহাদের চিরপ্রিয় কার্পাসবস্ত্র দেওয়া হইত। তথাকার উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্তলোকেরা কার্পাস ও পশমী বাস পরিধান করিত এবং দরিদ্রগণ একমাত্র পশমী বস্ত্রই অঙ্গে ধরিত। এই পশমী বস্ত্র ভারী ও তাহাতে পোকা লাগে বলিয়া তথাকার পুরোহিত সম্প্রদায় লিলেনবস্ত্রেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

হিব্রু জাতির ধর্ম্মযাজক ও পদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উৎকৃষ্ট লিলেন বস্ত্রই ব্যবহার করিতেন। বাইবেল গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদে তাঁহাদের যে রেশমী বস্ত্র ব্যবহারের কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাদিক, কেন না, প্রাচীন হিব্রু বা আসীরীয়দিগের মধ্যে রেশম ব্যবহারের বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের British museum নামক জাদুঘরে প্রাচীন সূক্ষ্ম লিলেন বস্ত্রের যে নিদর্শন আছে, তাহার সূতা ১ পাউণ্ড ওজনে প্রায় ১০০ হাঙ্ক (Hank) এবং ১ ইঞ্চ স্থানের মধ্যে টানায় (warp) ১৪০ খাই ও পোড়েনে (woof) ৬৪ খাই সূতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

থেবিস্ নগরে ও অন্যান্য স্থানে প্রাচীন মিশরীয় তাঁতের যে সকল নমুনা বিদ্যমান আছে, তাহার বয়ন-প্রণালী অবিকল ভারতীয় তাঁতেরই অনুরূপ; কেবল প্রভেদের মধ্যে এই যে, মিশর-দেশীয় তাঁত খাড়া-ভাবে পাতা (vertical), আর ভারতীয় তাঁত পাটাভাবে পাড়া (Horizontal)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ যে প্রথায় বস্ত্রবয়ন করিয়া আসিতেছেন, সেই চিরন্তন প্রথাসিদ্ধ তাঁত ক্রমে পারস্য হইয়া প্রাচীনকালে য়ুরোপে প্রবেশ লাভ

* কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন,—"No trace of linen cloth made from flax is to be found in Manu or in any other earlier works of the Hindus, and it is probable that flax has never been made from the linseed plant for the manufacture of yarn for weaving.' কিন্তু মনুসংহিতায় ১০।৮৭ শ্লোকের "সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণং ক্ষৌমাবিকানি চ।" চরণ পাঠ করিলে সেকথা মনে হয় না, বরং ভারতবাসী আর্য্যদিগকে সকল প্রকার সরু ও মোটা সূত্রে বস্ত্রবুনিতে সুদক্ষ বলিয়াই বিবেচনা করা যায়।

করিয়াছিল। ভাটিকানের ভার্জ্জিল-পুথিতে মণ্টফসোন (Montfauçon) কর্ত্তৃক মধ্যযুগীয় যে তাঁতের চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দের বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। উহার সহিত ভারতীয় তাঁতের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে, তবে দু এক স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তনও দৃষ্টিগোচর হয়। চীন জাতির রেশমী বস্ত্র-বুনা-তাঁত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং চীনজাতির স্বকপোলকল্পিত, ইহাতে যন্ত্রপরিপাট্য অনেক অধিক। সম্ভবতঃ এই তাঁতের অনুকরণে বর্ত্তমান হাণ্ডলুম সকল গঠিত হইয়াছে। আরিষ্টটলে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রীক ও রোমকদিগের সুখসমৃদ্ধির সময় তাহাদের বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে চীন হইতে রেশম ও তাঁত য়ুরোপে নীত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পূর্ব্বে য়ুরোপে রেশমের আর ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখা যায় না।

বয়নযন্ত্র।

বস্ত্রবুনান শিখিতে হইলে শিক্ষার্থীর নিপুণতা, ধৈর্য্যশীলতা, হস্ত-সঞ্চালনাদির পটুতা শিক্ষা করা আবশ্যক। সহস্রাধিক সূক্ষ্ম সূতা লইয়া তাহার প্রত্যেক সূতাটী যথানিয়মে প্রস্তুত এবং পৃথক্‌ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক। কোন অংশ জোড়া তাড়া দিয়া তাড়াতাড়ি করা অসহিষ্ণুতার ফল ও অত্যধিক বিলম্বের কারণ।

আমাদের দেশে হিন্দু তাঁতি এবং মুসলমান জোলা আছে, এখনও ইহারা ½ ইঞ্চি চওড়া এক ফুট লম্বা চুঙ্গির মধ্যে ধরে এরূপ সরু সূতার প্রমাণ চাদর বুনিতে পারে। ম্যাঞ্চেষ্টরে বস্ত্রবয়ন-শিল্পের প্রতিষ্ঠা হেতু ধীরে ধীরে আমাদের দেশ হইতে এই শিল্পনিপুণতা অপসৃত হইল—ম্যাঞ্চেষ্টারের শুভাগমনেই এই বয়নশিল্পের বিপর্য্যয় ঘটিল এবং অন্নাভাবে জোলা ও তাঁতির অন্ন ফুরাইল। স্থূল-বুদ্ধি তাঁতিরা লাভের আশায় সূক্ষ্ম সূতার আশ্রয় লইল এবং সূক্ষ্ম-বুদ্ধি তাঁতিরা মোটা সূতার কাজ আরম্ভ করিল। ফলে "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট," আর "জোলার গায়ে গিমটি তাঁতির পরনে নেংটি।" এই প্রবাদ বাক্য রচিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই উভয় জাতির জাতীয় ব্যবসা এক হইলেও কাপড় বুনানি সম্বন্ধে সকল বিষয়েই জোলা ও হিন্দু তাঁতি পরস্পরে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। নিম্নে উভয় পক্ষের বয়নোপযোগী যন্ত্রের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

১ তাঁত (Loom)—তাঁত ভারতবর্ষে কতকাল হইতে যে প্রচলিত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে তাঁত বহুপূর্ব্ব হইতে এতদ্দেশে চলিয়া আসিতেছে; তাহাকে হাতের তাত বা বাঙ্গালা তাঁত বলে, উহা তাল কাষ্ঠে প্রস্তুত এবং সুদীর্ঘকালস্থায়ী; এমন কি, ৩।৪ পুরুষ পর্য্যন্ত একই তাঁতে কাজ চলিতেছে এরূপ শুনা যায়। ইহার মাকু এক হাতে চালাইয়া অপর হাতে ধরিতে হয়; বেশী চওড়া কাপড় ইহাতে বুনান অসুবিধা, তবে এই তাঁতের দ্বারা ইচ্ছামত মোটা সরু সব রকম বুনানি করা যাইতে পারে; ইহাতে সূতা খুব কম ছিঁড়ে এবং যেরূপ সরু বুনানির কাজ হয়, হাণ্ড লুমের দ্বারা সেরূপ হওয়া দুষ্কর, তবে বাঙ্গালা তাঁতের দ্বারা কাজ বেশী দ্রুত হয় না, একজন সুদক্ষ তাঁতি এই তাঁতে প্রতি মিনিটে ৩০।৩৫ বার মাকু চালাইতে পারে। ইহার প্রধান দোষ এই যে, মাকু দাঁড়াইবার জন্য ইহাতে কোন আশ্রয় স্থান নাই এবং চালাইতে সকল বার ঠিক সরলভাবে বা সমান জোরে চালান ঘটে না, তজ্জন্য মাকু অনেক সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

কলের তাঁত (Fly shuttle loom)—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ কে নামক একজন সাহেব প্রথমে এই তাঁত প্রচলন করেন, ইহা সম্পূর্ণ বিদেশী নহে, কেবল বাঙ্গালা তাঁতের অভিনব সংস্করণ (Improvement) মাত্র। মূলতঃ তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। ভাল সেগুণ বা শাল কাষ্ঠ দিয়া উক্ত দুই প্রকার তাঁতই প্রস্তুত হইয়া থাকে; কাঠটি বেশ মজবুদ ও শুষ্ক হওয়া আবশ্যক; নতুবা কিছুদিন পরে উহা বাঁকিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবার সম্ভাবনা। ইহার অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কোন একটী অংশ বাঁকিয়া গেলেই কার্য্য অচল হইয়া পড়ে। তাঁতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল,—

দক্তি (Lay)—যাহার উপর দিয়া মাকু যাতায়াত করে সেই কাঠখানি ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ বাক্স দুইটি একত্র দক্তি নামে খ্যাত, বাঙ্গালা তাঁতে বাক্সবিহীন ঐ কাঠটী দক্তি নামে পরিচিত ছিল, বিলাতী তাঁতে তাহাই উন্নত (Improved) আকারে ঐ রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহাতে ২ খানি কাষ্ঠ আছে, উপরের খানির সহিত নীচের খানি অতি সুন্দর ভাবে সংযোজিত। যখন মাকু অনবরত যাতায়াত করিতে করিতে কাঠের উপরিভাগটী ক্ষয়, পাতলা বা অসমতল (uneven) হইয়া আইসে, তখন সামান্য ব্যয়ে কাঠখানি বদলাইয়া লইলে আবার সেই তাঁত ঠিক নূতনের ন্যায় কাজ করে। সেগুণের অপেক্ষা ইহা পুরাতন পাকা শাল কাঠের হওয়াই ভাল। এই কাঠখানিকে "রেল" (Shuttle race) বলে, উহার উপর দিয়া মাকুর চাকা চলে বলিয়াই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই দক্তিখানির নির্ম্মাণচাতুর্য্যের উপরই অধিক পরিমাণে সমস্ত যন্ত্রের ভালমন্দ নির্ভর করে। এই কাঠখানি ২½ কি ৩ ইঞ্চি পরিসর, নিম্নভাগ সমতল, উপরিভাগ উপর হইতে নীচের দিকে ক্রমে ঢালু অর্থাৎ কারিকরের ঠিক কোলের

দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহা ২ ইঞ্চি উঁচু হইলে অপর প্রান্ত আধ ইঞ্চি হইবেক। এই ঢালু (Slope) ঠিক হিসাব মত হওয়া চাই। ঢালু হঠাৎ বেশী (Abrupt) হইলে মাকু উলটিয়া পড়ে বা সানার সহিত বেশী ঝুকিয়া চলিতে থাকায় সানা সত্বর নষ্ট হইয়া যায় এবং ঝাঁপ (বুনিবার সময় পা দিয়া চাপিয়া মাকু চলিবার রাস্তা করা) বেশী জোড়ে চাপিতে হয়; তজ্জন্য "ব" এর সুতা এবং টানার সুতা বেশী কাটিবার সম্ভব। আবার যদি ঢালু কম হয়, তবে মাকু পড়িবার কথা এবং ঝাঁপে সুতা ভাল টান হয় না। এই রেলটীর ঢালুদিকে একটী জুলি কাটা (Groove) আছে, সেটী সানা বসাইবার স্থান। সেটী ঠিক সরল ও সানার মাপ মত সরু হওয়া আবশ্যক। সানা বসাইতে বেঁকা তেড়া বা ঢিল না হয়, কারণ তাহা হইলেই মাকু পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। দক্তিখানি বেশ সোজা এবং পালিশ-যুক্ত হওয়া নিতান্ত দরকার। কাপড় বুনানির সময় এই দক্তিকে কোলের দিকে টানিয়া "প'ড়েনের" সুতা চাপিয়া লইতে হয়। ইহা বেঁকিয়া গেলে কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে। কোটের ছিট বা বিছানার চাদর ইত্যাদি মোটা কাজের জন্য এই দক্তিখানি একটু মোটা রকম ও শাল কাঠের হওয়াই দরকার, আর সরু কাপড় বুনানির পক্ষে ইহা হালকা অর্থাৎ সেগুণের হইলেই সুবিধা।

বাক্স (Shuttle box) —পূর্ব্ব-বর্ণিত রেলের দুই পার্শ্বে খাঁচার মত দুইটী ঘেরা স্থান আছে, তাহাকে বাক্স বলে। মাকুটী এক বাক্স হইতে চালিত হইয়া অপর বাক্সে যাইয়া দাঁড়ায়। ঐ বাক্স ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং মাকুর অনুরূপ চওড়া। কলের তাঁতে এই নূতন উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই বাক্সটী মাকুর গতিকে নিয়মিত (Regulate) করিয়া দেয়। বাক্সের মধ্যে একটি জুলি কাটা (Groove) থাকে, তাহাতে চৌপলা একটি কাঠের টুক্‌রা (wooden block) বসান আছে, ঐ টুক্‌রাকে "মেড়া" (Picker) বলে। একটি লোহার শিক ঐ মেড়ার উপবাংশ ভেদ করিয়া একদিকে বাক্সের মুড়ার কাষ্ঠে ও অপর দিকে পাথার সংলগ্ন একটি হুকে আবদ্ধ আছে। মেড়ার এক প্রান্ত জুলির মধ্যে ও অপর প্রান্ত শিকের সহিত লাগান থাকায় বেশ খাড়া হইয়া বসিয়া থাকে। মেড়াটির বাহিরের দিকে দুইটি ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরান হয়। সেই দড়ির সহিত তাঁত ঝুলাইবার জন্য দড়ির যোগাযোগ আছে, মেড়া ঐ বাক্সের একেবারে প্রান্তভাগে এবং মাকুটা সম্পূর্ণ বাক্সের মধ্যে থাকে। হ্যাণ্ডেল ধরিয়া টানিলেই মেড়ায় টান পড়ে, এবং মড়াটী শিকের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া মাকুর অগ্রভাগকে আঘাত করে। তখন সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মাকু ছুটিতে থাকে, কিন্তু বাক্সটি মাকুর দুই পার্শ্বে ঘেঁসিয়া থাকে বলিয়া উহার গতি নিয়মিত (Regulated) হয়। বাক্স বেশী চওড়া হইলে মাকু লাফাইয়া উঠে এবং রেল চওড়া হইলে পড়িয়া যায়। মেড়ার সহিত দড়িটাও বেশ হিসাব করিয়া বাঁধা দরকার, যেন উহার টানে মেড়াটি সহজ ভাবে ও কাত না হইয়া আসিতে পারে এবং আঘাতটি যেন বেশ জোরের সহিত ঋজুভাবে লাগে। শাল কাঠের মেড়াই ভাল, সেগুণ বা অন্য কাঠ হইলে শীঘ্র নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। অনেক তাঁতে চামড়ার মেড়া দেখা যায়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

মুট-কাট (Top-batten)—ইহা একখানি ২″ বা ২½″ দলের নীরস শাল বা সেগুণ কাঠ; ইহার উপরিভাগ অর্দ্ধ বৃত্তাকার, নিম্নভাগ চেপ্টা এবং তাহার মধ্য দিয়া দক্তির রেলের জুলির অনুরূপ ঋজু ও সরু জুলি (Groove) আছে। ঐ কাঠখানি রেলের সমান্তরাল করিয়া তাঁতের উভয় পার্শ্বস্থিত কোল পাথার সহিত এরূপ খাঁচ করিয়া বসাইতে হইবে যে, ইচ্ছা-মত মুটকাঠ উপরে তোলা বা খোলা যায়। এই উপর ও নীচের জুলি দুইটির মধ্যে সানা বসিবে। এই দুইটি জুলি ঠিক সরল এবং সানার অনুরূপ সরু না হইলে সানা লাগান দুরূহ হয় এবং "প'ড়েনের" সুতায় ভাল ঘা লাগে না। সরু বুনানির পক্ষে সেগুণ এবং মোটা বুনানিতে শাল কাষ্ঠের ভারী রকম-মুট-কাঠ ভাল।

পাথা (Side-bar)—কোন কোন তাঁতে দুই পার্শ্বে ৪″ বা ৫″ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি তক্তা লাগান থাকে; কুষ্টিয়ায় যে প্রকার তাঁতে বস্ত্রবয়ন হয় তাহার প্রথমে দুই পার্শ্বে দুইখানি ২ বা ২½″ চওড়া এবং আবার তাহার দুই পাশে দুইখানি ১″ ইঞ্চি সরু পাথা থাকে। ঐরূপ বেশী লম্বা তাঁতে ৪ খানি পাথা দিলে বেশী মজবুদ হয়; এই পাথা দুইখানির নিম্নভাগে জুলি কাটিয়া মুট-কাঠ বসান থাকে। জুলি এক দিকে ৪ বা ৫ ইঞ্চি ও অন্যদিকে ৭″ বা ৮″ ইঞ্চি। মুট-কাঠটী সানা পরাইবার সময় বাহির করা দরকার, সে জন্য যে দিকে বেশী জুলি থাকে, মুট কাঠটীর সেই মাথা উপর দিকে টানিলে সহজে সে মুখ বাহির হইয়া যায়, তৎপরে অপর মুখ বাহির করা আবশ্যক। কুষ্টিয়ার তাঁতের পাথাগুলি অন্য তাঁতের পাথা অপেক্ষা কিছু লম্বা, ইহাতে ব্যাসার্দ্ধ বড় হওয়ায় দক্তি দিয়া ঘা দিবার সময় কম জোরে আসিয়া ঘা লাগে বলিয় টানার সুতায় বেশী জোর লাগে না এবং পড়েনের সুতাও বেশ সহজে ঋজুভাবে চাপিয়া যায়।

মাথা-কাঠ (Top-bar)—তাঁতের উপরস্থিত একখানি লম্বা কাঠ; ইহা পাথাগুলিকে ধরিয়া থাকে। এখানি তাঁতের দক্তির ঠিক সমান্তরাল থাকায় সমগ্র যন্ত্রটী একটী সম-চতুর্ভুজ

আকারে পরিণত হইয়াছে। এই মাথাকাঠ দক্তি অপেক্ষা দুই দিকেই কিছু কিছু ছোট থাকে। মাথা কাঠের দুইপাশে দুইটী সরু লোহার শিক লাগান আছে, তাহার উপর সমস্ত তাঁত ঝুলিতে থাকে।

ফ্রেম (Frame)—তাঁতের মাপ লইয়া ফ্রেমটী প্রস্তুত করিতে হয়। তাঁতের মাথাকাঠটী যত লম্বা হইবেক, ফ্রেমটীও তত লম্বা হইবে। ফ্রেমটির উপরে নীচে 'বাতা' (কাঠ) দিয়া আঁটিয়া খুটী কয়টীর উপরে এড়ো দিকে ২টী পৃথক ছড় (Bar) লাগাইতে হয়; সেই ছড় ইচ্ছামত উপরে উঠান বা নীচে নামাইবার জন্য খুঁটীর পার্শ্বদিকে ভুলি কাটা আবশ্যক। উপরের ছড়ের সঙ্গে দড়ি লাগাইয়া ইচ্ছামত তাঁত নামান বা উঠান যাইতে পারে।

মাকু (Shuttle)—বাঙ্গালা বা দেশী তাঁতে যে মাকু ব্যবহৃত হয়, তাহা সম্পূর্ণ লৌহ বা পিত্তল নির্ম্মিত। কলের তাঁতে কাঠ ও লৌহনির্ম্মিত মাকুর ব্যবহার আছে। তবে কোন কোন হ্যাণ্ডলুমে (Chatterton's Handloom) সম্পূর্ণ লৌহ-নির্ম্মিত মাকুই ব্যবহৃত হয়; কলের তাঁতের মাকু কিছু বেশী লম্বা-চওড়া। উভয় প্রান্তে লোহার ঠেস লাগান ১৪।১৫ ইঞ্চি লম্বা একখানি কাঠ মাকু বলিয়া পরিচিত। তাহার অগ্রভাগ কলার মোচার মত সুচাল (pointed) এবং ক্রমে মোটা হইয়া কাঠের সঙ্গে এরূপভাবে মিশিয়া থাকে যে, জোড়া স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। ইহার কাঠেরও কোনরূপ আঁশ দেখা যায় না। প্রান্তস্থিত সূচ্যগ্রভাগ মাকুর ভার-কেন্দ্রের সঙ্গে এক সরল রেখায় থাকে। মাকুর মধ্যভাগে ৫ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের দুই পার্শ্বে ⅛" কাঠ রাখিয়া ভিতরের কাঠ কাটিয়া ফেলে, ঐ ফাঁকের বামদিকে একটী লোহার পেঁচ আর দক্ষিণ দিকে একটী সরু ছিদ্র (Eye) থাকে। ঐ ছিদ্রটীর মধ্যে একটী লৌহ চুঙ্গি দিতে হয়। চুঙ্গিটীর পরিবর্ত্তে কাঁচের মতি দিলে ভাল হয়। প'ড়েনের সূতার নলী বা থালীর গোড়ায়ও পেঁচ কাটা থাকে। সূতা-ভরা-নলী মাকুর পেঁচে আঁটিয়া সূতার একপ্রান্তে অর্থাৎ সেই মাকুর অপর দিকের ছিদ্র সংলগ্ন লৌহ-চুঙ্গির মধ্য দিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। মাকুর নীচের দিকে দুই পার্শ্বে দুইখানি লোহার চাকা দুইটী স্ক্রুর দ্বারা লাগান থাকে, তাহাতেই মাকু দ্রুতগতিতে চলে ও বেশী সংঘর্ষণ হয় না। চাকার স্ক্রুটী ঢিল করিয়া দিলে বা একটু তৈল দিয়া লইলে চাকা ভালরূপ ঘুরিতে থাকে। সরু কাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সরু মাকুই ভাল। মাকু খুব ভারী বা খুব পাতলা ভাল নহে। তেতুল, বেল, শিরীষ প্রভৃতি আঁশশূন্য কাষ্ঠের মাকুই প্রশস্ত। মাকুর পেঁচের সহিত প'ড়েনে নলীর সূতা লাগান থাকে, তাহা সময় সময় ছুটিয়া যায় ও সূতা ছিঁড়িয়া পড়ে। এই কারণে ইস্প্রিংএর মাকু ব্যবহৃত হইয়াছে। কাজের সময় মাঝে মাঝে মাকুর তলে ও পার্শ্বে তৈল দিতে হয়।

হাতল (Handle)—সেগুণ কাঠে প্রস্তুত একটী ছোট দণ্ড। উহা হাত দিয়া ধরিতে হয়। ইহার সহিত তাঁতের সমস্ত দড়ি এবং মেড়ার দড়ির যোগ থাকে। ইহা ধরিয়া টানিলেই মেড়া যাতায়াত করে। এই হাতলটী বেশী মোটা বা ভারী হওয়া ভাল নহে, কেন না এই হ্যাণ্ডেলের ভারেও বাক্সের মধ্য হইতে মাকু বাহির হইতে পারে।

তারাজুৎ—ফ্রেমের উপরে তাঁতের মাথাকাঠের সমান্তরাল আর একটী কাঠের ছড় বা সরল বংশ দণ্ড। উহা ফ্রেমের এড়োকাঠের (Cross bar) সঙ্গে আঁটা থাকে। ইহাকে "শব্দ"ও বলে।

হাত খিল বা খিল কাটি—ইহা এক ফুট বা সওয়া ফুট সরু একখানি কাষ্ঠখণ্ড। ইহা একদিকে সরু করিয়া নরাজের ছিদ্রের মধ্যে দিতে হয় এবং ইহাতে একটী দড়ি লাগান থাকে। কাপড় জড়াইয়া হাত খিল লাগাইয়া ফ্রেমের সহিত একটী ফাঁশি দিয়া রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বাহির-নরাজের মধ্যেও ঐরূপ একটী কাঠি দিয়া মাটীতে আটকাইয়া রাখিতে হয়। এই কাঠটীকে খিল বা মোড়ানি বলে। নরাজের সহিত 'Toothed wheel' লাগান থাকিলে এই কাঠের আবশ্যক হয় না।

পাশা বা পাদল (Treadles)—ফ্রেমের নিম্নে লম্বা কাঠের মাঝখানে ইহা লাগান থাকে। ইহা পা দিয়া চাপিতে হয়। "ব" এর বেলনার সহিত দড়ি দিয়া এই পাদল বাঁধা থাকে। আবশ্যকমত এক একখানি করিয়া চাপিতে ও ছাড়িতে হয়।

নরাজ (Beams or Rollers)—প্রত্যেক তাঁতে দুইটী করিয়া নরাজ থাকে। একটী কোল-নরাজ আর একটী বাহির নরাজ। ইহাকে গুটি এবং পাটিও বলে। নরাজ সেগুন কাষ্ঠের ভাল, শালের হইলে আরও স্থায়ী হইতে পারে বটে, কিন্তু ভারী হয়। কেহ কেহ দেবদারু, ছাতিম প্রভৃতি কাঠের করেন, কিন্তু তাহা সহজে ফাটিয়া বা বাঁকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। নরাজ প্রায়ই সকলেই কুঁদাইয়া গোল করিয়া থাকেন, তবে শ্রীরামপুর অঞ্চলে চৌপলা নরাজও চলিত আছে। যাহা হউক, এরূপ চৌরস (Plane) হওয়া আবশ্যক যে, কোনরূপ উঁচু নীচু বা তেড়া বাঁকা না থাকে, তাহা হইলে সূতা ঘোঁচ হইয়া বুনানির সময় বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ফ্রেমটি যত বড় লম্বা হইবে, নরাজও তত বড় লম্বা করিতে হইবে এবং তাহার দুই মাথায় দুইটী গলা করিয়া ফ্রেমের খুঁটীর মধ্যে কতক প্রবেশ করাইয়া যাহাতে সুন্দররূপে আটিয়া থাকে, এরূপ করিবে; কারণ

তাহাতে বুনানির সময় নরাজ ডাহিনে বা বামে সরিয়া কাপড় তেড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁতে যত প্রস্থের কাপড় বুনানি হইবে, নরাজের মধ্য দিয়া ততদূর পর্য্যন্ত আধ ইঞ্চি চওড়া একটী লম্বা জুলি থাকিবে। নরাজের মধ্যবিন্দু ঠিক করিয়া তথায় একটী চক্রাকার দাগ দিয়া লওয়া ভাল। সেইরূপ ৪২″, ৪৩,″৪৪″, ৪৫″ ইঞ্চি স্থানেও দাগ দিয়া বিভিন্ন রং দ্বারা রঞ্জিত করিয়া লইলে কাজের সুবিধা হয়। নরাজের দক্ষিণ দিকে ½″বা ¾″ইঞ্চি কাঠি যাইতে পারে, এইরূপ দুইটি ছিদ্র থাকা উচিত। কেহ কেহ নরাজের দক্ষিণ প্রান্তে লোহার দাঁতওয়ালা চাকা (Toothed wheel) লাগাইয়া তাহার উপরে একটি ছেনী আঁটিয়া লয়েন।

কোল-নরাজ (Cloth Beam)—এইটী কারিকরের ঠিক কোলের দিকে থাকে বলিয়া ইহার নাম কোল-নরাজ। ইহার নিম্ন দিয়া পা চালাইতে হয়। তাঁত ফ্রেমে ঝুলাইতে হইলে চেয়ারে বসিয়া যে স্থানে ঝুলাইতে হইবে এবং মাটিতে তাঁত বসাইলেও বসিবার স্থানের ঐরূপ একটুকু উপরে বসাইয়া লইতে হইবে। সে: জন্য ফ্রেমের সঙ্গে একেবারে না আঁটিয়া চামড়ার দল বা ফিতা দিয়া ঝুলাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। কোল নরাজে এবং বাহির নরাজে প্রথমে সূতা টান করিয়া লইতে হয়, পরে যেমন বুনানি হইতে থাকে, তেমনই কোল নরাজে কাপড় জড়াইতে এবং বাহির নরাজ ঢিল দিয়া সূতা ছাড়িতে হয়।

বাহির-নরাজ (Warp Beam)—এই নরাজে টানার সূতা জড়ান থাকে। ইহা ফ্রেমের অপর দিকে কোল নরাজের অপেক্ষা কিছু নীচে লাগাইয়া লইতে হয়। তাহাতে টানার সূতা বেশ টান্ টান্ থাকে। তাঁত মাটিতে বসাইলে এই নরাজ ২টী ও যথাস্থানে ছোট ছোট খুঁটির উপরে বসাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ওসারি বা মতি (Stretcher)—কাপড় বুনিবার সময় দুই নরাজের দ্বারা যেমন সূতা ও কাপড় লম্বাভাবে টান্ রাখিতে হয়, সেইরূপ যে অংশ বুনা হইতেছে, তাহার বহরের দিকেও টান্ থাকা আবশ্যক; সেইজন্য তাহার মুখে টান রাখিবার অভিপ্রায়ে দুইখানি বাঁখারির সরু কাবারি ধনুকের মত করিয়া লাগাইতে হয়। ঐ কাবারি দুইখানির অগ্রভাগে আলপিন্ বা সরু লৌহ বাঁধিয়া লইয়া তাহাই পাড়ের কাছে বিঁধিয়া দিতে হয়। কাবারি দুইখানির মাঝখানে এইরূপ ভাবে সূতা দিয়া বাঁধা থাকা দরকার; যেহেতু ইচ্ছামত ধনুকে বেশী জোর বা কম জোর দেওয়া যায়। কাপড়ের ওসার রাখে বলিয়া ইহার নাম "ওসারি"।

বেলনা বা তলপসর—শাল বা সেগুন অথবা অন্ত কাঠের ১ বা ১½ ইঞ্চি মোটা এবং ৩ ফুট লম্বা একখানি কাঠের দণ্ড। তাহাতে ছিদ্র করা বা খাঁচ কাটা থাকে, তাহার উপর দিকে "ব"এর ঝাঁপের শরের সহিত ও নিম্ন দিকে পাদলের সহিত দড়ি দ্বারা সংযোজিত থাকে।

ঝাঁপ (Healds)—ইহা ঠিক সানার পরেই থাকে এবং ইহার মধ্যে দিয়া টানার সূতা চলিয়া সানার ছিদ্র পার হইয়া যায়। সূতায় সূতায় একরূপ শিকলের মত আঁকড়া থাকে, তাহাকে "ব" বলে। ঐরূপ "ব" চারি পংক্তি এবং 'ব' এর উপরে নীচে ও মধ্যস্থানে একএকটি শর (Heald Shaft) সংলগ্ন দেখা যায়। উপরের শর নাচনির সহিত সূতা দিয়া এবং নীচের শর বেলনার সহিত আবদ্ধ থাকে। পাদলের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব'ও উঠা নামা করে, ইহাকে "ঝাঁপ তোলা" বলে। ঝাঁপের সঙ্গে সঙ্গে সানার কোলের দিকেও একটী ফাঁক হয় তাহাই মাকু চলিবার পথ। পায়ে এই ঝাঁপ তোলায় সঙ্গে সঙ্গে হাতল টানিবার একটী তাল আছে। সেইটী অভ্যস্ত লইলে দ্রুত কাপড় বুনিবার আর ব্যাঘাত হয় না।

সানা বা নাছ (Reed)—বাঁশের সরু খিল বা শরের সরু কাঠি দ্বারা এই সানা তৈয়ারি হয়। ইহা দেখিতে ঠিক চিরুণীর ন্যায়। ইহার খিল এবং ফাঁক সমান ভাবে থাকে। যে সকল মুসলমান কেবল এই সানা প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "নাছি" বলে। বাঁশের বা শরের উপরিভাগটি খুব পাতলা করিয়া চাঁচিয়া ২″ বা ২½″ ইঞ্চি লম্বা সরু সলা করিয়া বাঁধিয়া যায়। ইহার উপর ও নীচে অতি পাতলা বাঁশের বেতী আছে, তাহা সূতার মধ্যে থাকায় দেখা যায় না; তাহাতেই সানা শক্ত থাকে। বাঁশের অপেক্ষা শরের সানা ভাল; খুব পাকা বাঁশের সানা হইলে তাহার ধার বেশী হয়, আবার খুব কাঁচা বাঁশের হইলে তাহার খিল বাঁকিয়া যাইতে পারে। গামছা ইত্যাদিতে ৬০০।৭০০ সানা এবং ৪০ নং সূতায় ১০৫০ বা ১১০০ সানার ব্যবহৃত হয়। ৪০″ ইঞ্চ দৈর্ঘ্যের মধ্যে যত কাটি থাকে, তাহাই সানার সংখ্যা ধর হয়। কাপড় বুনানির সময়ে বা কাপড় এক প্রস্থ উঠিয়া গেলে সানায় তেল দিয়া লইতে হয়। তাহাতে সানা মজবুদ হয় এবং সুতাও ভাল চলে। যদি দক্তির রেল অপেক্ষা সানা ছোট হয় তবে সানা মধ্যভাগে বসাইয়া দুই পার্শ্বে মোটা কাগজ দিয়া সানা সহিত মিল করিয়া লইতে হয়। এই মিল ভাল না হইলে মাকু পড়িয়া যায়। এইরূপ কাগজ দিয়া না লইলে মাকু সে ফাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। সানার মধ্যে কো স্থানে ২।১টি খিল ভাঙ্গিয়া গেলে পাশের যে স্থানটী কাপড়ে বাহিরে থাকে, তথা হইতে ২।১টী খিল খসাইয়া ঐ ভগ্ন খি বদলাইতে হয়। সানা হঠাৎ না ভাঙ্গিয়া গেলে ২ বা ৩ বৎসর চলে।

নাচ্‌নি (Levers)—সেগুণ কাঠের ৫ কি ৬ ইঞ্চি সরু তক্তা। ইহার মধ্যভাগে একটী ছিদ্র এবং উভয় প্রান্তে দুইটী খাঁজ কাটা থাকে। মধ্যভাগের ছিদ্র মধ্যে সরু দড়ি বা সূতা দিয়া উপরে তারাজুতে যে কড়া আছে, তাহার সহিত বাঁধিতে হয়; আর দুই পাশে যে ২টী খাঁজ কাটা আছে "ব" এর শর (Heald shaft) পেঁচাইয়া সূতা আনিয়া ঐ খাঁচের সহিত বাধাইয়া দিতে হয়। নাচ্‌নি কাপড়ের বহর বিবেচনায় ৩,৪ বা ৫টী করিয়া দিতে হয়। যে কয়টী দিলে "ব"র বেশ টান থাকে, তাহাই দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু টেরছা ছিট বা বিছানার চাদর বুনিতে ৮ পাটি "ব" লাগে; তাহাতে ৬টী কি ৯টী নাচনির আবশ্যক। সময়ে সময়ে নাচনি না লাগাইয়া ছোট ছোট ধনুক উপরের তারাজুতের সঙ্গে বাঁধিয়া লইলে ঐরূপ কাজ চলে, ঐ ধনুকগুলি স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট (Elastic) হওয়ায় পাদল ছাড়িয়া দিলেই "ব" আপনি আবার উঠিয়া আইসে।

নাচনির পাটি—আড়াই কি তিন ইঞ্চি টুকরা তক্তা। ইহার দুই প্রান্তে ২টী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া নাচনির দড়ি পেঁচাইয়া উপরে তারা-জুতের সহিত বাঁধিতে হয়। যদি "ব" উঠান বা নামান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে পাতি ধরিয়া নীচে বা উপর দিকে টান দিতে হইবে। তদনুরূপ ইহাতে বিশেষ কৌশলে দড়ি লাগাইতে হয়। সে জন্য এই দড়িকে "ধাঁদ্ম"র দড়ি বলে। মতান্তরে এই পাতি না দিয়া সোজাসুজি নাচনির সহিত উপরে তারা-জুতের কড়া পেঁচাইয়া দড়ি বেড় দিয়া আনিয়া দড়ির অগ্রভাগ দড়ির পাকের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও ঐরূপ ছোট বড় করিতে পারা যায়।

মেচ্‌কা—একটী লোহার সরু সূচ; অগ্রভাগে বড়শীর ন্যায় আঁকড়া আছে, কোন সূতা ছিড়িয়া গেলে ইহার সাহায্যে ছিন্ন-সূত্র "ব" এর অথবা সানার মধ্য দিয়া আনা হয়। মোজা বুনিবার কাঁটা লইয়া অথবা বাঁশের চটায় খাঁজ কাটিয়া কাজ চলে।

শর বা ডাঙ্গি (Shaft)—বাঁশের বা সুপারির ½ ইঞ্চি দলের ছড়ি, ইহা সুগোল করিয়া চাঁচিতে হয় এবং বক্র থাকিলে অগ্নির উত্তাপে সোজা করিয়া লইতে হয়।

শির ডাঙ্গি—অতি সরু ও পাতলা বাঁশের শর। উল্লিখিত শরের উপরেও "ব" সূতার মোচড়ার মধ্যে, ঝাঁপের উপরে একটী ও নীচে একটী থাকে। ইহাতে মোচড়াগুলি আঁটা থাকে।

জো-শর (Lease maker)—ইহাও বাঁশের পাতলা ছড়ির মত, এইরূপ তিনটী জো শর ঝাঁপের পরেই পাশাপাশি থাকে এবং কাপড়ের জো ঠিক রাখে। কাপড় যেমন বুনা হইতে থাকে, তেমনি এই কাঠিগুলি সরাইয়া দিতে হয়। এই শরগুলি তল্লা বাঁশের হইলেই সুবিধা।

উল্লিখিত কয়েক প্রকারের শর উত্তমরূপ চাঁচিয়া শিরীষ কাগজ দ্বারা এরূপ পালিশ করিয়া লওয়া আবশ্যক, যেন কোন রূপে সূতার আঁশ না উঠে।

গুলটো খোলপুত বা "ব" পাটি—সেগুণ কাঠের ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৩ ইঞ্চি পরিসর একখান টুকরা কাঠ। ইহার চেহারা কতকটা "ব" এর মত; একদিকে সরু অপরদিকে ৩ ইঞ্চি পরিসর। সরু দিকে একটী ছিদ্র আছে; কাঠখানি খুব পালিশযুক্ত ও পাতলা। "ব" বাঁধিবার সময় ইহার আবশ্যক।

চরকি (Swift)—ছোট একখানা বাঁশ কি সুপারীর কাবারিকে একটী ধুরার (axle) মত করিয়া এবং তাহার দুইদিকে গাড়ীর চাকার পাটির ন্যায় পাতলা কাবারির পাটি লাগাইয়া সূতা দিয়া উভয় দিকের পাটিগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়; পরে উহা একটী বাঁশের চুঙ্গির মধ্যে বসাইয়া লইলেই চরকিতে পরিণত হয়। চরকির একদিকের চাকা কিছু ছোট হওয়া আবশ্যক। সেই দিকে সূতা পরাইয়া মোটা দিকে চাপিয়া চাপিয়া দিলে সূতা বেশ আঁট হইয়া থাকে। সূতার টানে সহজে ঘুরে, এরূপ হাল্কা চরকি হওয়া আবশ্যক।

চরকি ছোট বড় দুই তিন রকমের হয়; প্রথম রকম খাড়া (vertical) চরকি; সেগুলি একটী কাঠির উপরে বসান থাকে। দ্বিতীয় রকম গাড়ী-চরকি (horizontal); ধুরা সমেত গাড়ীর দুই চাকা দুইটী খুঁটিতে ঝুলাইয়া রাখিলে যেরূপ হয়, এগুলিও সেইরূপ। তৃতীয় রকম মোচা হাত-চরকি (Conical), এগুলি ছোট এবং মোচার মত ক্রমে সূচাল, এই চরকিতে ছোট ফাঁদের সূতা পরাইবার বেশ সুবিধা। জোলারা টানা দিবার সময় এই চরকি ব্যবহার করে; চতুর্থ—বাওয়া-হাত-চরকি—ইহার গঠন প্রথম প্রকারের ন্যায়, কেবল সরু ফাঁদের সূতার জন্যই ইহার দরকার। ইহা এরূপ হাল্কা যে সামান্য বায়ুবেগে ঘুরে, সে জন্য ইহাকে "বাওয়া" চরকি বলে।

নাটা বা নাটাই (Reel)—ইহা অনেকটা ঘুড়ি উড়ানো নাটাইএর ন্যায়, তবে ইহার মাঝখান সরু নহে।—গোড়া মোটা, ক্রমে আগার দিক্ অল্প অল্প সরু হইয়া মধ্যস্থিত দণ্ডের সহিত মিশিয়াছে। ইহাও ছোট বড় দুই রকম। সূতা পেঁচাইবার জন্য যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হাত নাটাই, আর সূতা বলানের (sizing) সময় যাহা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি কিছু বেশী মোটা ও লম্বা অর্থাৎ তাহাতে ৪।৫ স্থানে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া সূতা নাটান যাইতে পারে। নাটাইএর পাটিগুলি বেশ পালিশযুক্ত অথচ মজবুদ হয়। বেশী পাতলা হইলে সূতা জড়াইতে জড়াইতে মাঝখানে সরু হইয়া যায়, তখন সূতা বাহির করা যায় না।

ঘুরণী কাঠ—নাটাই ঘুরাইবার ছোট ২″×৩″ ইঞ্চি টুকরা

তক্তা ; ইহার মধ্যে দোয়াতের মত একটী গর্ত্ত কাটা আছে। নাটাইএর গোড়া উহার মধ্যে রাখিয়া ঘুরাইতে হয়।

টেকো—একটী সরু লোহার শিক। ইহার একদিকে স্ক্রুর ন্যায় পেঁচ আছে এবং অন্যদিক্ সূচের ন্যায় সরু। পেঁচওয়ালা মুখের সঙ্গে পেঁচের থালি অর্থাৎ প'ড়েনের ছোট নলী (Pirn) ও সূঁচাল দিকে বড় নলী (Bobbin) পরাইয়া সূতা জড়ান হইয়া থাকে। চরকার চক্রের সম্মুখস্থ দণ্ডের সহিত ইহা লাগাইতে হয়।

চরকা (Spinning wheel)—স্বনামপ্রসিদ্ধ "চক্রাকার" যন্ত্রবিশেষ। একখানি কাষ্ঠ চক্রের পরিধি বেড়িয়া একটী জুলি কাটিয়া লইতে হয়, অথবা ৮ খানি কাঠের পাটি লইয়া দুইখানি চাকা প্রস্তুত পূর্ব্বক আর একটী কাঠের ধুরার (axle) সহিত তাহা আবদ্ধ করিবে, পরে সেই চাকা উভয় প্রান্তোপরি পাটি, বেত, সূতা বা সরু পাতলা তক্তা দ্বারা আঁটিয়া লইবে। ধুরাটী দুইটী খুঁটার ছিদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে ও ঐ ধুরার এক প্রান্তে একটী হাতল লাগাইয়া দিবে। তৎপরে এই চক্রের সম্মুখেই হাড়-কাঠের মত মধ্যে ফাঁক বিশিষ্ট একটী কাঠের খুঁটা পুতিবে। একটী সূতা বা ফিতা (মাল বলে) চরকার চক্র বেড়িয়া এই হাড়-কাঠের সংলগ্ন টেকোতে জড়াইয়া রাখিয়া হাতল দিয়া চরকা ঘুরাইলে এই টেকো ঘুরিতে থাকে। চরকা যত বড় হইবে, টেকো তত শীঘ্র ঘুরিবে।

টানার নলী (Bobbin)—এগুলি আকারে ৪ ইঞ্চি লম্বা, দুই পার্শ্বে গাড়ীর চাকার ন্যায় এবং মধ্যভাগে সরু। টেকোয় লাগাইবার জন্য ইহার মধ্য দিয়া লম্ব-ভাবে ছিদ্র থাকে। নলী সেগুণ বা অন্য কাঠের হয়। টানার সূতা পেঁচাইতেই ইহার ব্যবহার। বাঁশের কঞ্চি দিয়াও কারিকরেরা নলী করিয়া থাকে।

থালি বা প'ড়েনের নলী (Pirn)—ইহা নরম রকমের বাজে কাঠে প্রস্তুত। ইহার গোড়া মোটা এবং ক্রমে সরু হইয়া অগ্রভাগ সূচাল ; গোড়ায় স্ক্রুপের ন্যায় পেঁচ আছে, টেকোর পেঁচের সঙ্গে লাগাইয়া ইহাতে প'ড়েনের সূতা জড়াইতে হয়। টানার নলীর মতও একরকম সরু প'ড়েনের নলী আছে।

টানা-কল (Bobbin Frame)—সেগুণ কাঠের আলনার ন্যায় থাড়া বা পায়রার বোমের মত একটী ছত্রী বা একটি ফ্রেম। ৩" বা ৪" ইঞ্চি অন্তর লম্বভাবে (Lengthwise) এক একখান পাতলা ছড়-লাগান, তাহার মধ্য দিয়া ২½ ইঞ্চি অন্তর খুব সরু লোহার শিক পার হইয়া গিয়াছে। টানার নলী এই সমস্ত শিকে পরাইতে হয়। ইচ্ছামত এই ফ্রেমটী ছোট বা বড় আকারে গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু বড় হইলে যদিও বেশী নলী ধরে, তথাপি তাহা টানিয়া ঘুরিয়া বেড়ান কঠিন। কেহ বড় টানা কল ব্যবহার করিতে চায় না। সচরাচর প্রায় ১০৫টী নলী ধরে, এইরূপ ফ্রেম ব্যবহৃত হয়। তাহাতে ৩ ফুট প্রস্থ ও চারি ফুট লম্বা করিলেই চলিতে পারে। ইহার মাঝখানে দুই পাশে ধরিবার দুইটী হাতল আছে।

বার বা চালি (Lease-taker)—ইহা সেলেটের ন্যায় এক ফুট পরিমাণ লম্বা ও চারি দিকে তক্তার ফ্রেমে গাঁথা, ঐ সরু সরু অনেকগুলি কাবারি চিকের মত ফাঁক রাখিয়া সাজাইয়া লইয়া তাহার চারিদিকে ফ্রেম গাথা হয়। সমস্ত কাবারিগুলির মধ্যস্থানে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। টানা দিবার সময় বার খানি দক্ষিণে এবং বামে টানিলেই জালা বা ঝাঁপ হইতে থাকে।

টানাহাটা শর—কিছু মোটা রকম বাঁশের দণ্ড। অনূ্ন ১৩টী বা ১৭টী টানা দিবার কালে আবশ্যক। এই শরগুলি একটু মজবুদ হওয়া দরকার, কারণ ইহা মাটীতে থাড়া ভাবে পুতিয়া রাখিতে হয়।

হল্‌কি—একথান কঞ্চির অগ্রভাগ চিরিয়া তাহার মধ্যে কাঁচের ছোট একটি কড়া লাগাইতে হয়। ঐ কড়ার মধ্যে সূতা পুরিয়া টানা দিতে হয়।

মুড়াবাড়ি বা পালাবাড়ি—সরু সরল বংশদণ্ড তিনহাত পরিমাণ লম্বা। ইহা উত্তমরূপ চাঁচিয়া লইতে হয়। টানার পরে নরাজে জড়াইবার সময় এবং সানা ভরার সময় ইহা আবশ্যক।

ঝাড়ন—সরু সরু ছোট কাঠি। নরাজে জড়াইবার সময় ইহা দ্বারা টানার সূতাগুলিকে যথাস্থানে সংযত করিতে হয়।

টানা-পেচা ডাঙ্গি—একটি মোটা রকম সুপারির বা বাঁশের শর। টানা জড়াইবার সময় আবশ্যক, ইহা নরাজের ছিদ্র মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে হয়।

সাতাশি বা চিয়ড়—বাঁশের ১½ ইঞ্চি চওড়া দুইখানি পাতলা কাবারি। তাহার এক প্রান্ত খুব চোখা, অপর প্রান্তে সমদূরে দুইটী ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র মধ্যে একটি শলাকা দিতে হয়, তাহাতে কাবারি দুইখানি থাড়া হইয়া থাকে। "ব" বাঁধার সময় ইহা আবশ্যক। মোটা শরকেও চিয়ড় বলে।

ফুল্‌কি—বেণার অগ্রভাগ তুলির মত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। জোলারা ইহা দ্বারা মাড় এবং জল দেয়। তাসনের সময় ইহার প্রয়োজন। কিন্তু তাঁতিরা বড় ব্যবহার করে না।

মাজন বা ব্রাস—এই ব্রাস দেড় হাত পরিমিত লম্বা ; "হির" নামে একপ্রকার শিকড় উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়, তদ্দারা এই ব্রাস তৈয়ার হয়। মোটা সূতার কাজ করিতে জোলারা প্রায়ই এই ব্রাস দ্বারা মাড় দেয়, ইহাকে তাসন করা বলে। তাঁতিরা আদৌ ইহা স্পর্শ করে না।

এতদ্ভিন্ন ছুরি, কাঁচি, খুন্তা, মুগুর, দড়ি, হাতত্রাস, মাজন-ফিতা, গজ, কোদাল, দা, বাঁশ প্রভৃতি আবশ্যক।

বয়ন-প্রক্রিয়া

বস্ত্র বুনানির প্রথম সোপান সুতা-প্রস্তুত (Preparation of the yarn)। সর্ব্বাগ্রে সুতাকে বয়নোপযোগী করিয়া লইতে হয়। পাড়াগাঁয়ে এই সুতা প্রস্তুত ব্যাপারটা প্রায়ই কারিকরদের মেয়েরা করে। তাহারা সুতা প্রস্তুত করিয়া একেবারে তাঁতে চড়াইবার উপযোগী করিয়া দিলে কারিকরেরা কাপড় বুনিতে থাকে। কারিকরেরা এক চড়ন বুনিতে বুনিতে ঐ সময়ের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা আর এক চড়নের সমস্ত যোগাড় করিয়া দেয়।

পূর্ব্বে এদেশে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে চরকা কাটার রীতি ছিল। ব্রাহ্মণকুমারীর কাটাসুতা আজিও বিবাহাদি শুভকার্য্যে চলিয়া থাকে। কবচাদি ধারণেও কুমারীর "ব" সুতা না হইলে চলে না। সেই চরকা কাটার জন্য তাঁহারা সুতার সরু মোটা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন। এক ফেটি সুতার মজুরী।৵০ আনা পর্য্যন্ত ছিল। তৎকালে চরকার জন্য এদেশে অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছিল না। সকলেই বাল্যাবস্থা হইতে চরকা কাটিয়া কিছু না কিছু রোজগার করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনাদের মুখে এখনও চরকার প্রভাবজ্ঞাপক এইরূপ একটী কিংবদন্তী শুনা যায়—

"চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দরজায় বাঁধা হাতি॥"

লোকপরম্পরায় অবগত হওয়া যায় যে, 'সে কালে চরকা কেটে সুতা করে তাঁতির বাড়ী দিলে সে ছয় আনা মজুরি নিয়ে যে কাপড় বুনে দিত, তাহা পুরা এক বৎসরেও ছিঁড়িত না।' ইহার কারণ এই যে, তখনকার চরকা কাটা সুতা রীতিমত পাকান হইত, তাহা সহজে ছিঁড়িত না, সুতরাং বুনানিও সহজে হইত। ইহাতে গৃহস্থেরও বস্ত্রব্যয় অনেক কম পড়িত। চরকা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আমাদের দেশে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; কলের সুতা নিতান্ত আল্‌গা, সুতরাং তাহাকে বয়নোপযোগী করিতে অনেক মজুরী পড়ে, সুতাকে শক্ত, সুচিক্কণ এবং শৃঙ্খলাযুক্ত করিতে না পারিলে আদৌ বস্ত্রবয়ন চলিতে পারে না। কাপড়ের লম্বাভাবে যে সুতা থাকে, তাহাকে টানার সুতা (warp) এবং ঐ টানার সুতাকে দুই ভাগ করিয়া কতক সুতার উপর দিয়া ও কতক সুতার নীচে দিয়া মাকুর সাহায্যে যে সুতা কাপড়ের পরিসর দিকে থাকে, তাহাকে "পড়েনের সুতা" (weft thread) বলে।

টানার সুতা (warp) প্রস্তুত কালে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। টানার সুতা বেশ মাজা বা "ভাতান বলান" চাই; প'ড়েনের সুতা (weft thread) পরিপাটী করিতে কিছু নরম থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না, কিন্তু টানার সুতার খাটুনি খুব বেশী, তাহা বেশ শক্ত, বিচ্ছিন্ন এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক।

সুতা-ভাঙ্গা (Unfastening)—সুতা কিনিবার সময় সুতায় বেশী গুটী বা কাটা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। প্রতি মোড়ায় ২০ কুড়ি শিকলি সুতা থাকে। দুই শিকলি করিয়া সুতা পৃথক্ করিবে। দুই হাঁটুর উপর বাধাইয়া শিকলি ভাগ করিয়া লওয়াই সুবিধা। ইহাকেই সুতা-ভাঙ্গা বলে।

সুতা ভিজান (Wetting)—একটী গামলা বা বাল্‌তির মধ্যে পরিষ্কার জলে সুতা ভিজাইয়া রাখিবে। টানার সুতা এইরূপে তিন দিন ভিজাইয়া রাখা চাই। প্রত্যহই জল বদলাইয়া দেওয়া উচিত। পড়েনের সুতা এক দিনের বেশী জলে রাখার দরকার হয় না। সুতা ভিজাইলে মজবুদ্ হয়, কিন্তু তাই বলিয়া খুব বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা উচিত নহে। রঙ্গিন সুতা বেশী ভিজাইতে হয় না।

নাটা-করা (Winding the reels)—চতুর্থদিনে সুতার জল নিংড়াইয়া তাহার মধ্যস্থ অন্য সুতার বাঁধা ফেটি (skein) গুলি পরস্পরে খসাইয়া লইবে। পরে একটি চরকিতে পরাইয়া চরকিটা ১১।১২ হাত দূরে বসাইবে। চরকির সুতাগুলি তখন দুই হাতে চিরিয়া ফেটি-(skein) গুলি পর পর সাজাইয়া লইবে। তাহাতে যদি একাধিক খেই বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার একটি মাত্র লইয়া নাটার এক পাটীতে (কাবারী দণ্ডে) জড়াইয়া লইবে এবং অপর খেই-গুলি চরকির এক প্রান্তে জড়াইয়া রাখিবে; নতুবা চরকি ঘুরিবার সময় সুতায় সুতায় জড়াইবার সম্ভাবনা। তৎপরে "ঘুরণী কাঠের" মধ্যস্থিত দোয়াতের ন্যায় গর্ত্তের মধ্যে নাটার দণ্ডের আগাটী রাখিয়া এবং নাটার গোড়া উপরের দিকে করিয়া নাটাই-দণ্ডের মধ্যস্থল ধরিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বামদিক্ হইতে দক্ষিণে ও অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা দক্ষিণ হইতে বামে মোচড়া দিলেই নাটাই বেশ ঘুরিতে থাকে। তখন বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর দ্বারা সুতাটী সহজ ভাবে টিপিয়া ধরিবে। তাহাতে সুতার সহিত কোনরূপ জঞ্জাল বা গিরা যাইতে পারে না।

মোচ্‌ড়া (Piecing)—সুতা মাঝে মাঝে ছিঁড়িলে গিরা দেওয়া ব্যতীত এই উপায়ে জুড়িয়া লইতে হয়। দুইটী সুতার অগ্রভাগ বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া দক্ষিণ হাতের ঐ ঐ অঙ্গুলি দিয়া উপর মুখে চাপিয়া পাক্ দিয়া সেই পাকের সঙ্গে সঙ্গে নীচ দিকে আনিয়া দক্ষিণের সুতার সহিত মিলাইয়া নীচদিকে একটু চাপিয়া একটী মোচড়া দিতে হইবে।

ইহাতে সূতায় কোনও গিরা পড়িবে না, অথচ এরূপ জুড়িয়া যাইবে যে, অন্য স্থান ছিঁড়িবে, তবুও জোড়া খুলিবে না। মোচড়া ভালরূপ দেওয়া না হইলে বস্ত্রবয়নকালে অনেক ভুগিতে হয়।

এই মোচড়া দেওয়ার মধ্যেও তাঁতি এবং জোলাদের ভেদ আছে। উহাদের পরস্পরের বিপরীত প্রণালী। উপরে জোলাদের মোচড়ার কথা লিখিত হইয়াছে। হিন্দু তাঁতিরা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যে দুই সূতার অগ্রভাগ লইয়া নীচদিকে পাক দিয়া ঐ সঙ্গে সঙ্গে উপর দিকে জুড়িয়া দেয়। সরু সূতায় তাঁতিদের মোচড়া ভাল, আর মোটা সূতায় জোলাদের জোড়া দেওয়াই সুবিধাজনক।

সূতা ভাতান ও বলান (Sizing)—মোটা সূতায় ভাতের মণ্ড অথবা চিঁড়া ও খয়ের মিশ্রিত মণ্ড এবং সরু সূতায় খৈএর মণ্ড ব্যবহৃত হয়। একখানি পাথর বা পাত্রে মাড় লইয়া প্রথমে সূতার ফেটী বাম হাতে ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার পৃষ্ঠে উত্তমরূপে মাড় মাখাইয়া লয়। পরে ঐ সূতা মাড়ের মধ্যে এরূপ ভাবে চট্‌কাইতে হইবে যে, সমস্ত সূতার গায়ে ভালরূপ মাড় লাগে অথচ সূতা বিশৃঙ্খল না হয়। তদনন্তর ছোট চরকির মাথায় ঐ সূতার ফেটী লাগাইয়া বড় নাটা দ্বারা পূর্ব্ববৎ নাটাই করিবে। প্রথমে ভাতের মণ্ড দিয়া সমস্ত মাড়ের কাজ হইত বলিয়া আজও ইহাকে "ভাতান" বলে এবং মাড় দিবার পর সূতা নাটাই করিলে সূতার দৈর্ঘ্য কিছু বাড়িয়া যায় বলিয়া ইহার নাম "বলান"।

শুকান (Drying)—নাটাকরা হইলে ঐ নাটাই রৌদ্রে দিয়া সূতা শুকাইতে হয়। শুকাইয়া গেলে পূর্ব্ব প্রকারে সূতা খুলিয়া একটী চটার বা বাঁশের উপর গুছাইয়া রাখিবে। এই সকল কার্য্যে যত শৃঙ্খলা রাখা যাইবে, ততই জটিলতা কম হইবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং রৌদ্রে সূতা শুকাইবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে অগ্নির উত্তাপে সূতা শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে। বেশী বাদলার সময় কারিকরেরা প্রায় সূতায় মাড় দেয় না।

নলীভরা (Winding the bobbins)—সূতা শুকাইয়া গেলে সূতার ফেটী বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ক্রমে মোচড়াইয়া বেশ উল্টাইয়া দিবে, এইরূপ করিলে সূতায় মাড়ের আটা ছাড়া হয়, তখন ছোট বাওয়া চরকিতে ঐ ফেটী পরাইবে। যেখানে সূতার খেই জড়াইয়া বাঁধা আছে, তাহা ছিঁড়িয়া লইয়া একটী খেই টানার নলীর (Bobbin) গায়ে একটু জড়াইয়া ঐ নলী টেকোর সরু সুচাল দিকে আঁটিয়া, ডানহাতে চরকায় পাক দিতে থাকিবে এবং বাম হস্তের দুই অঙ্গুলি দ্বারা সেই খেই ধরিয়া সমস্ত নলীর গায়ে সূতা জড়াইবে। যেন নলী বেশ আঁট হয় অথচ সহজে সূতা খুলিয়া আইসে। নলীর মধ্যভাগে মোটা এবং দুই দিকে সরু করিয়া সূতা জড়াইলে ভাল হয়। টানার ফ্রেমের মধ্যে পরস্পর বাধিয়া না যায়, সেই বিবেচনায় নলীতে সূতা জড়ান উচিত। প'ড়নের সূতা ও থালিতে (Pirn) ঐরূপ প্রকারে চরকার সাহায্যে জড়াইতে হয়,তবে থালি টেকোর পেঁচ-যুক্ত মুখের সহিত আটিতে হয়। মাকুর মধ্যে সহজে প্রবেশ করাইতে পারা যায় এইরূপ মোটা করিয়া সূতা জড়াইবে।

টানার ফ্রেম-সাজান ও বার-গাঁথা—যত জোড়া কাপড় একেবারে আরম্ভ করা হইবে তাহার আবশ্যক মত নলী (Bobbin) পাকান হইলে টানাকলের মধ্যস্থিত শিকে ঐ নলগুলি পরাইবে; তৎপরে প্রত্যেক নলীর সূতার খেই বাহির করিয়া একটি বারের দুই শলাকার মধ্যস্থ ফাঁকের মধ্য দিয়া টানিয়া লইবে; এইরূপে যত নলী থাকিবে, অর্দ্ধেক বারের ছিদ্র মধ্যে এবং অর্দ্ধেক সলার ফাঁক দিয়া সূতার খেইগুলি প্রবেশ করাইয়া একত্র করিয়া একটী গিরা দিয়া বাঁধিতে হয়।

টানা হাটা (Warping)—চলিত কথায় টানা কাড়াও বলে। তাঁতিরা প্রায় এক সঙ্গে ৪ জোড়া হইতে ১২ জোড়া পর্য্যন্ত টানা দিয়া থাকে। যত হাত কাপড় হইবে বা তাহা ১২।২ হাত বেশী লম্বা টানা দেওয়া উচিত। টানা চক্রাকারে বা চতুষ্কোণ করিয়া দেওয়া যায়। ১০ × ৫ হাত স্থানে ৪০ হাত লম্বা টানা দিতে পারা যায়। প্রথমে দুই প্রান্তে ৩ বা ৩½ হাত লম্বা ২টী খুঁটা পুতিবে। প্রথম খুঁটার ৬ বা ৭ ইঞ্চি দূরে বামভাগে ২টী এবং ডানদিকে ৩টী শর পুতিবে, পরে ২½ বা ৩ হাত দূরে দূরে এক এক লাইনে ২টী করিয়া শর পুতিবে। তখন টানার কল (Bobbin frame) এবং বার আনিবে, সূতার খেইগুলি যে একটি গিরা দেওয়া আছে, তাহা খুলিয়া প্রথম খুঁটায় বাঁধিবে এবং বারখানি ডান হাতে ধরিয়া সরাইলেই যেমন একটি জো বা জালা (Lease) হইবে, অমনি বাম হাত দিয়া তাহার এক প্রস্থ সূতা ১ম শরের মধ্যে ও ২য় শরের বাহিরে দিবে এবং অপর প্রস্থ সূতা ১ম শরের বাহির ও ২য় শরের মধ্য দিয়া চালাইয়া দিবে। এই নিয়মে সমস্ত ঘুরাইয়া ১ম খুঁটার নিকট আসিতে হইবে। ফলতঃ অর্দ্ধেক সূতা প্রত্যেক শরের বাহিরে এবং অর্দ্ধেক সূতা তাহার ভিতর দিকে থাকিবে। কিন্তু খুঁটা দুটীকে ঐরূপে না পেঁচাইয়া কেবল খুঁটার বাহির দিকেই সব সূতা ঘুরিয়া যাইবে।

যে দিকে ২টী শর সেই দিকে টানা আরম্ভ এবং যে দিকে ৩টী শর, সেই দিকে টানা শেষ করিতে হইবে। কাপড়ের বহর

যেরূপ হইবে এবং যেরূপ ঘন বা পাতলা বুনিতে হইবে, সেইরূপ সানা লাগিবে। সুতরাং সেই হিসাব করিয়া জমির ও কোল পাড়ের এবং পাড়ের সুতার সংখ্যা ঠিক করিবে। বহরের হিসাব করিবার সময়েও ২ ইঞ্চি বেশী ধরিয়া লইতে হয়, কারণ, বুনানির সময় তাহা কমিয়া যায়। টানা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুতা গণনা করিয়া প্রতি একশত সুতা গোছ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। কলের সাহায্যে পাড়ের টানা না দিয়া পৃথক্ ভাবে দেওয়া কর্ত্তব্য, কেননা পাড়ে ও কোল পাড়ে (ইহাকে কছিও বলে) দোহর (দুই হার বা থেই একত্র) সুতা দিতে হয়, অর্থাৎ দুই থেই এক সঙ্গে এক নাটায় জড়াইয়া সেই দোহর সুতা একটী "বাওয়া" চরকিতে লাগাইয়া চরকিটা বাম হাতে ধরিয়া ডান হাতে একটি "হল্‌কি" লইবে, চরকি হইতে দোহর সুতার থেই বাহির করিয়া হল্‌কির আংটার মধ্য দিয়া ১ম খুঁটায় বাঁধিয়া লইতে হয়। পরে হল্‌কির সাহায্যে ঐ সুতা একটী শরের ভিতর দিয়া ও অপরটির বাহির দিয়া ঘুরাইয়া লইবে। এক দিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা শেষ হইলে শরগুলি ক্রমে ক্রমে উলটিয়া পুতিয়া লইবে এবং অপর দিকের কাজও উক্তরূপে সম্পন্ন করিবে।

অন্যথা প্রথমে একদিকের পাড় ও কোল পাড়ের টানা দিয়া কাপড়ের জমির বা খোলের টানা শেষ করিবে, পরে অন্য দিকের পাড় ইত্যাদির টানা দিলে আর শর ঘুরাইতে হয় না। আজ কাল টানা-হাটার কল হওয়ায় কাজ অনেক সহজ এবং স্বল্প সময়-সাধ্য হইয়াছে, নচেৎ দুই জোড়া কাপড়ের টানা দিতেই দেড় দিন লাগিত। টানা শেষ হইলে মোটা শরের পরিবর্ত্তে সরু জো শর পুবিয়া এবং প্রথম খুঁটা পেঁচাইয়া যে সুতা আছে, সেই সুতা কাটিয়া লইয়া যে দিকে ২টী শর আছে, সেই দিক্ হইতে সাবধানে সুতা জো শরের সঙ্গে জড়াইয়া যাইবে। যেখানে ৩টী শর আছে, সেই প্রান্তে আসিয়া আন্দাজ ১½ হাত সুতা বাহিরে রাখিয়া সেই সুতাগুলি বিস্তার করত উপরে ও নীচে দুইখানি "চিয়ড়" দিয়া আরো একটু জড়াইয়া লইবে এবং দড়ি দ্বারা চিয়ড়ের সহিত শরগুলি বাঁধিয়া লইবে। যে ৩টী জো বাহিরে রহিল, তাহাও ঐ দড়ির আর এক মুড়া দিয়া যেখানে যেমন শর আছে, সেই ভাবেই পেঁচ দিয়া রাখিবে, যেন পড়িয়া না যায়। কেবল এই ৩টি জো রাখিলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু কোন কারণে মধ্য হইতে সুতা কাটা পড়িলেও অসুবিধা হইবে না বলিয়া তাঁতিরা বেশী জোশর রাখিয়া থাকে।

সানা গাঁথা—উল্লিখিত প্রকারে টানা পেঁচা ও বাঁধা হইয়া গেলে চালের বাতায় বা ঐরূপ কোন একটা উচ্চ স্থানে জড়ান সুতা বাঁধিয়া যে দিকে ৩টী শর আছে, সেই দিক্ ঝুলাইয়া দিবে। তখন এক প্রান্ত হইতে ২০।২৫টী সুতা একত্র করিয়া ঝুঁটি বাঁধিয়া যাইবে এবং ঐ ঝুঁটির মধ্যে একটী পালাবাড়ী চালাইয়া দিলেই সুতাগুলি বেশ ফাঁক ফাঁক হইয়া থাকিবে। তৎপর কাপড়ের বহর বিবেচনায় সানার ও কাপড়ের মধ্যস্থান ঠিক করিয়া পালাবাড়ীর সহিত সানাখানা আট্‌কাইয়া লইবে। এক প্রান্ত হইতে ঝুঁটি খুলিয়া জো শরের নিকট হইতে বাছিয়া এক জোড়া (ভিতর বাহিরের) সুতা সানার একঘরে প্রবেশ করাইবে। এই সময়ে দুইজন লোকের আবশ্যক। একজন সুতার জোড়া সানার ফাঁকে ধরিবে, আর একজন অপর দিক্ হইতে মেঁচ্‌কা বা কাঁটা দিয়া সুতা সানার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে; এইরূপে বিশেষ সতর্কতার সহিত সানা গাঁথিয়া যাইতে হইবে। যেমন গাঁথা হইয়া যাইবে, অমনই ২০।৩০টী সুতা একত্র পাক দিয়া মোচ্‌ড়াইয়া রাখিবে। কলেও (mills) সানা গাঁথিতে ঐরূপ ২ জন লোক লাগে, তাহাদিগকে Reacher in এবং Drawer in বলে। জোলার নিয়মে সানাভরা সহজ, কারণ উহারা সুতার মুড়া কাটে না, এক সঙ্গে জোড়া থাকে বলিয়া একজনেই সানা গাঁথিতে পারে।

নরাজে জড়ান (Beaming)—ইহা বিশেষ সাবধানতার সহিত সম্পাদন করা আবশ্যক। সানা গাঁথা হইলে সুতার প্রান্তগুলি ঝুঁটি বাঁধিয়া বাহির নরাজের ও সানার মধ্যস্থল ঠিক মিল করিয়া তাহার মধ্যে একটী সরু শর দিয়া বাহির নরাজের জুলির মধ্যে ঐ শরটী বসাইয়া দিবে এবং একজন টানার অপর প্রান্ত মধ্যে একটী পালাবাড়ী দিয়া তাহা টান্ টান্ করিয়া রাখিবে। তখন নরাজের ছিদ্র মধ্যে একটি টানা-পেঁচা-ডাঙ্গি দিয়া একজনে ঘুরাইবে, আর একজন যথাস্থানে সুতা স্থাপিত হইতেছে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া যাইবে, মধ্যে মধ্যে সুতা ঢিল বা টান না পড়ে, তজ্জন্য সরু জোশর এক একটা জড়ানের সময় দিবে, অথবা স্থানে স্থানে পাতা বা কাগজ দিয়া যাহাতে টানার সুতা উচ্চ নীচ না হয় সেরূপ ব্যবস্থা করিবে। জোলারা টানার যে প্রান্তে সানা গাঁথে, সেই প্রান্ত হইতে নরাজের সুতা জড়াইতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে সানা অন্য প্রান্তে লইয়া যায়। ইহাতে যথাস্থানে সুতা স্থাপন করার বেশ সুবিধা হয়, কিন্তু তাঁতিরা যে প্রান্তে সানা গাঁথে, তাহার বিপরীত দিক্ হইতে নরাজে জড়াইতে থাকে।

"ব" বাঁধা প্রণালী—নরাজে সুতা জড়ান হইলে নরাজটির দুই দিক্ দুইটি খুঁটার সহিত একটু উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হয় এবং তাহার অপর প্রান্তে যে মুড়া-বাড়ি আছে, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইখানা ৯।১০ ইঞ্চি লম্বা খুঁটা পুতিয়া এরূপভাবে আবদ্ধ করা উচিত যে, তাহাতে যেন সুতাগুলিতে সম্পূর্ণ সমানভাবে টান

পড়ে। পূর্ব্বোল্লিখিত প্রান্তস্থিত ৩টি জোশরের দ্বারা ২টি "জো" (Lease) হয়, উক্ত "জো"এর মধ্য দিয়াই "ব" বাঁধিতে হয়। প্রথমতঃ সম্মুখের "জো"র ভিতর ১ খানা "চিয়ড়" পরাইয়া পার্শ্ব গতিতে উহা ফিরাইলেই সুতাগুলি ফাঁক হইয়া যাইবে। ১টি হাত-চরকিতে "ব" বাঁধিবার সুতা পরাইয়া ঐ চরকিটি ১½ বা ২ হাত দূরে মাটিতে পুতিবে। চরকীর সুতার অগ্রভাগ একটা লম্বা শরের মাথায় বাঁধিয়া "জো"র ভিতর দিয়া বিশেষ সাবধানে প্রবেশ করাইয়া অপর দিক্ দিয়া বাহির করিয়া লইবে। গুলটের সরু দিকের ছিদ্রে ৩ বা ৪ হাত লম্বা এক পাই মোটা সুতা বাঁধিবে। ডান হাত দিয়া সম্মুখস্থ "জো"-এর ভিতরের "ব" বাঁধা সুতাটি এমন ভাবে তুলিবে, যেন তাহাতে চিয়ড়ের উপরের এক এক গাঁছা টানার সুতা পেঁচাইয়া উঠে। "ব" সুতা উঠাইয়া গুলটের উপরিস্থ শির-ডাঙ্গির নীচ দিয়া ঘুরাইয়া ঐ শির-ডাঙ্গির সহিত একটি পেঁচ আঁটিয়া সুতাগাছাকে গুলটের নীচ দিয়া সম্মুখের দিকে আনিলেই একটি সুতার "ব" বাঁধা হইবে। এইরূপে একটি একটি করিয়া চিয়ড়ের উপরের সম্পূর্ণ সুতার "ব" বাঁধিবে। একপাটি "ব" বাঁধা শেষ হইলেই গুলটের সরু পার্শ্বসংলগ্ন সুতাগাছা একটি মোটা শরের সহিত বাঁধিয়া শিরের নীচ দিয়া "ব"র ভিতর পূরিবে। "ব"র মধ্যে শর পরান হইলে শরের উভয় প্রান্ত শিরডাঙ্গির সহিত দুইটি গাঁইট দিবে, তৎপর উল্লিখিত ভাবে অপর "জো"র ভিতর উক্ত "চিয়ড়" খানাকে পরাইলে নীচের "জো"র সুতা উপরে উঠিবে এবং ঐরূপে ঐ সুতাগুলিরও "ব" বাঁধিতে হইবে। এইরূপে একদিকের দুই পাটি "ব" বাধা শেষ হইয়া গেলে নবাজ উল্টাইয়া অপর পৃষ্ঠের "ব" বাঁধিবে, এই 'ব' বাঁধিবার সময় সুতা এমন ভাবে "জো"র মধ্যে পরাইতে হইবে যে, সেই সুতাগাছা যেন পূর্ব্ব বাঁধা "ব"র মধ্য দিয়া যায়। একাধিক টানার সুতা যাহাতে এক 'ব'র মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন।

তাঁতে চড়ান (Looming the yarn.)—"ব" বাঁধা সমাধা হইলে বাহির নরাজের সহিত সমস্ত সুতা ও "ব" ইত্যাদি তাঁতে আনিয়া বসাইবে। প্রথমে বাহির নরাজটী যথাযথরূপে ঝুলাইয়া মুঠকাঠ উঠাইয়া সানাটী দক্তির জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; তদনন্তর কোল নরাজের জুলির মধ্যে, মধ্যভাগ ঠিক করিয়া বসাইবে; পরে কোল নরাজের জুলির মধ্যে একটা শর পূরিয়া তাহার সহিত দ্বিতীয় যে একটা শর টানার সুতার মধ্যে পূর্ব্বেই প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, সেইটি ঠিক সমান্তরাল করিয়া একফুট্ দূরে সরু দড়ি বা সুতা দিয়া বাঁধিয়া লইবে। এরূপ করিলে অকারণ গোড়ার কাপড় বেশী নষ্ট হইবে না। তখন "ব" জোত উপরে নাচনির সহিত এবং নীচে বেল্নার সহিত বাঁধিবে; তৎপরে বেল্না পাদলের সহিত বাঁধিয়া লইবে।

তাসন-করা (Sizing and Brushing)—টানা শেষ হইলে শর সমেত টানা উঠাইয়া দুই প্রান্তে দুইটি পালাবাড়ি পরাইয়া প্রত্যেক পালাবাড়ির দুই মুড়ায় দড়ি বাঁধিয়া সেই ২টি দড়ি কিছু দূরে আনিয়া একটী ত্রিভুজের ন্যায় করিয়া একসঙ্গে গিরা দিবে এবং টানা কোমর পর্য্যন্ত উচ্চ থাকে, এরূপভাবে দুই প্রান্তে দুইটি মজবুদ্ খুঁটার সহিত বাঁধিবে। তৎপরে শর ও পালাবাড়ির উপর সুতা বিস্তার করিয়া মাজনে (Brush) মাড় মাখাইয়া সুতার উপর দিয়া টানিবে এবং মধ্যে মধ্যে ফুল্‌কি দিয়াও সুতার মাড় মাখাইয়া লইবে। সুতার মধ্যস্থিত শরগুলি দুই হাতে ধরিয়া ফাঁক করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইবে, ইহাকে "উজানো ভাটানো" বলে। উক্ত প্রকারে ৫।৭ বার ব্রাস করিলে সুতা পরিমার্জ্জিত এবং মাড়মাখানো শেষ হয়। মধ্যে মধ্যে শরগুলি উল্টাইয়া টানার অপর পিঠেও ঐরূপে ব্রাস করিবে। সুতায় মাড় বসিলে ঐরূপ রাখিয়াই টানা চিপিয়া লইবে এবং সুতা বিছাইয়া দিয়া পুনরায় ২।১ বার ব্রাস টানিয়া একটু বিলম্ব করিলেই মাড় শুকাইয়া আসিবে, তখন ব্রাসে তৈল মাখাইয়া "তেলমাজন" করিবে, ইহাতে সুতা বেশ সুচিক্কণ এবং বিচ্ছিন্ন হইবে। এইরূপে মাজন দিতে দিতে সুতা লম্বা হয়, সুতরাং মধ্যে মধ্যে প্রান্তস্থিত খুঁটা সংলগ্ন দড়ি টানিয়া দিতে হয়। কিছু কষ্টসাধ্য হইলেও জোলাদের এই প্রণালীটি (বিশেষতঃ মোটা সুতার কাজে) উত্তম এবং অতি অল্প সময় মধ্যে "ভাতান বলানের" কার্য্য সমাধা হয়। প্রাতঃকালেই তাসন করিতে হয়, বেশী রৌদ্র বা বাতাসের মধ্যে ইহা হয় না।

তাঁত-খাটান (Setting the loom)—এ কার্য্যটী বেশ সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করা আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকেই এ বিষয়ে বিশেষ অমনোযোগী। তৈয়ারি ফ্রেমে তাঁত ঝুলানো বড় শক্ত নহে। তাঁতের দৈর্ঘ্যের অনুরূপ ফ্রেম লম্বা হইবে এবং প্রস্থে তিন ফুটের বেশী হইবে না। উক্ত প্রস্থপরিমাণকে ৩ ভাগ করিয়া ২ ভাগ বাহির নরাজের দিকে ছাড়িয়া তাঁত খানি ফ্রেমের পার্শ্বস্থিত এড়ো কাঠের (cross bar) উপর ঝুলাইবে এবং না সরিয়া যায়, এইজন্য ঐ কাঠে গাঁজ কাটিয়া তাহাতে তাঁতের লোহা বসাইয়া দিবে। বসিবার স্থানের ৪" বা ৫" ইঞ্চি উপরে কোল-নরাজ ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলাইবে বাহির নরাজ উহা অপেক্ষা ৩" বা ৪" ইঞ্চি নীচে নামাইয়া ঝুলাইবে তখন দক্তির জুলির মধ্যে সানা পরাইয়া সানার উচ্চতা মাথাড়ের সহিত কোল নরাজ সমান্তরাল করা উচিত, তজ্জ

আবশ্যক মত উক্ত এড়ো কাঠখানি উঠাইয়া বা নামাইয়া লইতে হইবেক। তৎপরে তারাজুতের সহিত দড়ি দিয়া নাচ্‌নির পাটি ও নাচ্‌নি ঝুলাইয়া তাহার সহিত "ব" জোত এরূপে বাঁধিবে যে, সানার মাঝাড় এবং "ব" এর কেওড়া (যাহার মধ্য দিয়া টানার সূতা থাকে) যেন সমান্তরাল থাকে। ঝাঁপের নীচে যে শর আছে, তাহার সহিত সমান্তরাল করিয়া বেল্‌না এবং বেল্‌নার সহিত পাদল বাঁধিবে। এখন হিসাব করিয়া দড়ি গুলি এমন করিয়া বাঁধা আবশ্যক যে সহজে হাতল ধরিয়া টানা যায় এবং হাতল টানিলে সহজে মেড়া আসে। প্রথমে ২।৩ হাত লম্বা ১নং দড়ির মধ্যভাগ তারাজুতের উপরে কোন একটি উচ্চস্থানে বাঁধিবে, দুই দিকে সওয়া হাত পরিমিত দড়ি ছাড়িয়া তথায় ২।৩ নং দড়ি লম্বাভাবে ঝুলাইয়া দাও এবং ১নং দড়ির প্রান্ত দুইটি দক্ষিণে ও বামে ফ্রেমের এড়োকাঠের সঙ্গে টিল করিয়া বাঁধিবে। হাতলের মাথায় যে ২টি ছিদ্র আছে ৪নং সরু একগাছি দড়ি হাতলে খানিক জড়াইয়া (ইচ্ছামত উচ্চ নীচ বাঁধিবার জন্য) ঐ দড়ির দুই প্রান্ত উক্ত দুই ছিদ্রের মধ্য দিয়া একহাত আন্দাজ বাহির করিয়া লম্বাভাবে প্রলম্বিত ২।৩ নং দড়ির (১নং দড়ির সন্ধিস্থলের অনুমান সওয়া হাত নীচে) সহিত বাঁধিবে, তৎপর মেড়া দুই বাক্সের শেষ প্রান্তে সরাইয়া দিয়া ২।৩নং দড়ির মুড়া মেড়ার ছিদ্র মধ্যে ঘুরাইয়া বাঁধিবে, ৩ ও ৪নং দড়ির সন্ধিস্থল হইতে মেড়ার বন্ধনস্থান ন্যূনাধিক দেড় হাত হইবে।

ফ্রেম এবং তাঁতের উচ্চতা ও দৈর্ঘ্যের উপর এই মাপ নির্ভর করে, মোটামুটি একটী ধারণা জন্মাইবার জন্য ঐরূপ মাপ দেওয়া হইল। ফলতঃ দুই পার্শ্বের একসেট রজ্জু সমদূরে যাইয়া অপর সেট রজ্জুর সহিত মিলিবে।

বাঁশের ফ্রেম করিতে হইলে তাহাও ঠিক কাঠের ফ্রেমের মত করিতে হইবেক, তবে তাহাতে নরাজ ঝুলাইবার জন্য পৃথক্ ছোট খুঁটি আবশ্যক এবং মাটিতে গর্ত্ত করিয়া বসিতে হইলে পাদল গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া লইতে হয়। মেজের চেয়ারে বসার ন্যায় পা গর্ত্ত মধ্যে ঝুলাইয়া বসিয়া কাজ করিতে হয়। জোলারা নারিকেলের মালার ছিদ্রের মধ্যে দড়ি বাঁধিয়া তাহাই বেলনার সহিত বাঁধিয়া পাদলের কাজ করে।

বস্ত্রবয়ন।

কাপড় বুনিবার জন্য তাঁতে বসিবার সময় ওসারি, মাকু, মেচ্‌কা, ছুরী, হাতত্রাস, জল প্রভৃতি জিনিস আবশ্যক। কাজের সময় সে গুলি একেবারে হাতের কাছে লইয়া বসিবে। তৎপরে প্রথমে পাদল টিপিয়া ঝাঁপ ঠিক মত উঠিতেছে কি না, দক্তিখানি কোলের দিকে টানিয়া তাহা যথানিয়মে ঝুলান হইয়াছে কি না এই সকল পরীক্ষা করিবে, যদি কোন দোষ থাকে, তবে প্রথমে তাহা সংশোধন করিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। জোশর কয়টিকে পরস্পর একটি সরু দড়ি দিয়া আট্‌কাইয়া তাহাতে সামান্য একটা ভার ঝুলাইয়া দিবে।

বর্ত্তমান প্রচলিত দেশী ফ্লাইসাট্‌ল তাঁতের সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে এবং বয়নকৌশল জানিলে ধুতি, শাড়ী, রেপার, টুইল, তোয়ালে, রুমাল, ছিট, মশারি প্রভৃতি সকল রকম বুনানির কাজ চলিতে পারে। চেষ্টা করিলে পশম ও তসরের বস্ত্রাদিও প্রস্তুত করিতে পারা যায়।

শ্রীরামপুর ও কুষ্টিয়ার তাঁতে হাত ও পায়ের সঞ্চালন আবশ্যক। কার্য্যে বিশেষ পটুতা থাকিলে বুনানি ভাল হয়। প্রথমে মুঠকাঠ ঝাঁপের দিকে বামহস্তে ঠেলিয়া একটী পাদল টিপিয়া ঝাঁপ তুলিবে, ইহাকে ইংরাজীতে Shedding motion বলে; তৎপরে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি হাতলের মাথার উপর দিয়া মুঠার মধ্যে হাতলটি ধরিয়া, নিম্নদিকে একটু তেরছা করিয়া টানিলেই মেড়ায় টান পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাকু চলিবে, ইহাকে Picking motion বলে। তদনন্তর সে ঝাঁপ ছাড়িয়া পূর্ব্বকথিত প্রণালীতে অন্য ঝাঁপ উঠাইয়া মুঠকাঠ কোলের দিকে টানিয়া পড়েনের সূতায় ঘা দিবে, ইহাকে Beating up motion বলে। এইরূপে তাল ঠিক রাখিয়া যত শীঘ্র এই ৩টি টান চালাইতে পারিবে, তত সত্বর কাপড় বুনানি হইবে। প্রতি মিনিটে যে যন্ত্র দ্বারা ১২০ বার মাকু চালান যায়, সেই যন্ত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সেই কারিকরকে সুনিপুণ কারিকর বলা যায়।

দেশী তাঁতে সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ৮৫ বার মাকু চালাইতে পারা যায়। আবার অপেক্ষাকৃত মাঝারি রকম কারিকরেরা ৭০।৭৫ বারও চালাইতে পারে। কিন্তু কেবল টানিলেই যে কাজ শিক্ষা হইল তাহা নহে, তাহার মাত্রাও ঠিক হওয়া চাই। পাদলে হঠাৎ বেশী জোর দিয়া চাপিলে টানার সূতা ছিঁড়িবে, পাদলে আবার জোর কম হইলে ভালরূপ ঝাঁপ না উঠায় মাকু চলিবার সময় সূতা ছিঁড়িয়া যাইবে বা নলিফোঁড় হইবে, অথবা মাকু সূতার মধ্য হইতে গলিয়া পড়িবে। ডান পাদল টিপিয়া ডান দিকের এবং বাম পাদল টিপিয়া বামদিকের মাকু ছাড়িবে। এইরূপ করিতে করিতে পদসঞ্চালনের সঙ্গে হস্তসঞ্চালনও অভ্যস্ত হইয়া ঠিক কলের মত হইয়া যাইবে। হাতল ধরিয়া টানিবার সময়ও খুব বেশী জোরে টানা উচিত নহে, তাহাতে মাকু বাক্সের প্রান্তে যাইয়া আবার ফিরিয়া আইসে এবং পড়েনের সূতা টিল পড়িয়া যায়, তজ্জন্য হাত দিয়া ঐ সূতা টানিয়া না দিলে পাড় ফুঁপি উঠা হয়। সেজন্য নরম হাতে এরূপ জোরে টান দেওয়া দরকার যে, মাকুটা এক বাক্স হইতে ঠিক অপর

বাক্সের প্রান্তে যাইয়া পৌছে। এই টান ঠিক না হইলে কাপড় বুনানি ভাল হয় না। মুঠকাঠ টানিবারও মাত্রার হিসাব আছে। বস্ত্রবিশেষে কম বা বেশী জোরে মুঠকাঠ টানিতে হয় অর্থাৎ যদি সরু সূতার কাজ হয়, অথবা বেশী থাপি বুনিবার অভিপ্রায় না থাকে,তবে অপেক্ষাকৃত কিছু কম জোরে টানা আবশ্যক, আর যদি ছিট্‌, রেপার প্রভৃতি মোটা কাজ হয় এবং চাপা বুনানির প্রয়োজন হয়, তবে কাজেই একটু বেশী জোরে মুঠকাঠ টানা দরকার। কাপড়ের ভালমন্দ এই টানের উপরে নির্ভর করে। ৭।৮ ইঞ্চি বোনা হইলেই বাহির নরাজ ঢিল দিয়া কোল নরাজে কাপড় জড়াইয়া লইবে এবং তৎপরে "ব" ইত্যাদিও সরাইয়া লইতে হইবে। মুঠকাট টানিলে যদি দক্তি পড়েনের সূতায় ঘা না দিয়া দূরে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, কোল নরাজ বেশী জড়ান হইয়াছে, সুতরাং আবশ্যক মত কোল নরাজ ঢিল করিয়া দিবে বা তাঁতখানি কোলের দিকে সরাইয়া লইবে। কোল নরাজে কাপড় জড়াইবার পূর্ব্বে তরল মাড় দিয়া বোনা অংশ ভিজাইয়া কড়ি বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাঁতিরা ভালরূপ মাজিয়া থাকে, ইহাতে কাপড় বেশ মসৃণ এবং জমাট হয়।

মাকুর যে দিকে ঢাকা আছে, সেই দিক্ দক্তির উপর ও যে দিকে ছিদ্র (Eye) আছে, তাহা কারিকরের কোলের দিকে রাখিয়া মাকুর মধ্যে থালি (Pirn) লাগাইয়া পূর্ব্বকথিতরূপে বুনিতে থাকিবে। টানার সূতা কতকগুলি একত্র ঝুঁটি বাঁধা থাকে বলিয়া প্রথমেই পড়েনের সূতা টানার সূতার ঠিক সমকোণ ভাবে বসান যায় না। ২।৩ ইঞ্চি বুনা হইলে পর ছিলে দিয়া রীতিমত কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিবে। ৪″ বা ৫″ ইঞ্চি বুনিবার পরে ওসারি লাগাইবে, কিন্তু তাহাতে যেন বেশী জোর না লাগে। প্রথমে বুনিবার সময় টানার সূতা মাঝে মাঝে ছিড়িবে, কিন্তু যেমন ছিঁড়িবে তেমনই সেই সূতাটি "ব"র মধ্য হইতে বাহির করিয়া জোশরের উপর উল্টাইয়া রাখিবে; নচেৎ পাশের অন্য সূতার সঙ্গে জড়াইয়া ঝাঁপ উঠিবার বিঘ্ন ঘটাইবে, এরূপ কতকটুকু বুনিবার পর ছিন্ন সূতাটি মেচ্‌কার সাহায্যে "ব" এবং সানার মধ্য দিয়া আনিয়া যথাস্থানে জুড়িয়া দিবে,এ বিষয় আলস্য করিলে কাপড় বুনা ভাল হইবে না। যদি বেশী সূতা ছিঁড়ে, তবে যে জন্য ঐরূপ হইতেছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।

চেক, ছিট্‌ বা রেপার বুনিতে যে যে রঙ্গের সূতার দরকার, তাহা ভিজাইয়া নলী করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মাকুর মধ্যে পুরিয়া লওয়াই সুবিধা, যখন যে রঙ্গের সূতার দরকার হইবে, তখন সেই মাকুটি ব্যবহার করিবে।

পাড় বুনিবার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ যে সূতার জমি বুনানি হয়, পাড়ে সেই সূতার ২টি বা ৩টি একত্র করিয়া একটি সানায় পুরিয়া দেওয়া আবশ্যক; কারণ সেগুলিতে বেশী চাপ পড়ে; সুতরাং বুনিবার সময় মাঝে মাঝে বাড়িয়া যায়, তাহা ওসারি লাগাইয়া ঠিক করিতে হয়।

মাড়প্রকরণ—(size) আমাদের দেশে মোটা সূতায় সাধারণতঃ ভাতের মণ্ড এবং সরু সূতায় খইএর এবং মাঝারি সূতায় চিড়া ও খইমিশ্রিত মণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আতপ চাউল ভালরূপ গলাইয়া গাঢ় মণ্ড করিবে, পরে ব্যবহার করিবার সময়ে তাহাতে একটু চুণের জল ও তেঁতুল মিশাইয়া জল দিয়া পাতলা করিবে ও কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। টাট্‌কা খই থালায় (Plate) বা পাথরে চট্‌কাইয়া লইলে একটু আটা মত হইবে, তখন উহা দ্বারা মাড়ের কাজ করিবে। বেশী খই-ভিজান মাড় ভাল নহে।

বর্ত্তমান সময়ে আলু, কচু, বার্লি ইত্যাদির মাড় ব্যবহারেরও চেষ্টা হইতেছে। ফলতঃ মাড় কিছু আঠা রকম হইবে, অথচ একপ না হয় যে, সূতায় সূতায় জোড়া লাগে, সেজন্য উহাতে তৈলাক্ত পদার্থ থাকাও দরকার, জোলারা ভাতের মাড় দেওয়ার পরে তেল মাজন পৃথক্ দিয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন, ৵৮ সের চাউল, ৵২ সের সাগুদানা, জিঞ্জিলী তেল অভাবে বাদাম তৈল ৵২ সের এবং ১৬ গ্যালন জল একত্র সিদ্ধ করিলে উত্তম মাড় তৈয়ার হয়। অবশ্য প্রথমে উক্ত দ্রব্যাদি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া নামাইবার পূর্ব্বে তৈল দেওয়া উচিত।

রং করা—(Dyeing) সূতার রং করার ব্যাপারটি বড় সহজ নহে। রেশম বা পশমে পাকা রং ফলান সহজ, কিন্তু কাপাসের সূতার পাকা রং করা অতি কঠিন, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সংযোগ ও অনেক যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন হয় না। আমাদের দেশে কেবল নীল, লাল, কাল ও হরিদ্রাদি রঙ্গের সূতা ছোপান হইতেছে। ঐ রঙ্‌গুলি বিলাতী রঙ্‌ অপেক্ষা অনেক খারাপ। নীল রং করিতে নীল বড়ি, মাত গুড়, সাজিমাটি ও দুণ কাঠ আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে এদেশীয় সূতার রঙ্‌ বেশ পাকা হইয়াছে। তবে রজকের কৃপায় অন্য রঙ প্রায়ই ক্ষারে জ্বলিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

সূতা—(Yarns) তাঁতি জোলারা বলে "চরকা উঠিয়া গিয়া কাপড় বুনিবার সুখ উঠিয়া গিয়াছে।" বাস্তবিকই চরকায় সূতা ভালরূপ পাকান হইত এবং বেশী শক্ত ছিল। এখনকার কলে পাকান সূতা নিতান্ত আল্‌গা, সুতরাং মাড় ইত্যাদি কৃত্রিম উপায় দ্বারা কাজ করা ভিন্ন উপায় নাই। যদি সে বিষয়ে একটু ত্রুটি ঘটে, তাহা হইলে কষ্টের একশেষ। আমাদের দেশে পুনরায় চরকার প্রচলন না হইলে এ অভাব কিছুতেই দুর হইবে না।

এক বাণ্ডিল সূতার ওজন ৫ পাউণ্ড। এখানে বোম্বে, নাগপুর, গুজরাট, মহিসুর প্রভৃতি স্থানে এখনও হাতের চরকায় ও দেশী কলে সূতা হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বিলাত হইতে আসিতেছে। দেশীকলে ৩০।৪০ নং অপেক্ষা সরু সূতা জন্মিতেছে না। নম্বর যত উর্দ্ধ হইবে, সূতাও তত সূক্ষ্ম হইবে। প্রতি বাণ্ডিলে সিকি মোড়া সূতা এবং প্রতি মোড়ায় কুড়ি ছড়ি (Skein অর্থাৎ ১২০ গজ) সূতা থাকে।

১৬ নং সূতায় উত্তম গামছা, ঝাড়ন ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ২০ নং হইতে ২২ নং সূতায় রেপার, ছিট, বিছানার চাদর ইত্যাদি এবং ৩০ হইতে ৫০ নং সূতায় বেশ সাধারণ পরিবার কাপড় হইতে পারে। ৬০ নং হইতে ৯০ বা ততোধিক নং পর্য্যন্ত সূতায় সরু ধুতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উর্দ্ধ নম্বরের সূতায় ধুতি করিলে অতি পাতলা হয়, তবে খুব সরু সূতায় উত্তম উড়ানি প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। ৯০ নং পর্য্যন্ত প্রচলিত ফ্লাইসাটেলে বেশ বুনা যায়।

তাঁতগৃহ এবং জল-বায়ুর ক্রিয়া (Weaving shed and atmospheric influence)।—নিম্নবঙ্গের জল হাওয়া বস্ত্রবয়ন কার্য্যের বিশেষ অনুকূল হইলেও সূতার ধাত নরম রাখিবার জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা না হইলে সকল সময়ে ভালরূপ বুনানি হয় না। দেশীতাঁতে যে সূতা লাগান হয়, তাহা মাড় দেওয়া থাকে; সুতরাং গরম পড়িলে তাহা পটপট্ ছিঁড়িতে থাকে। এই কারণে সকল তাঁত ঘরেই অল্পবিস্তর বৈজ্ঞানিক উপায়ে সূতা নরম রাখিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে।

কারখানাসমূহের মধ্যস্থ বায়ু যথেষ্ট জলীয় বাষ্পপূর্ণ রাখিবার জন্য মিলগুলিতে Humidifiers প্রভৃতি নানা যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ দেশীয় গরীব কারিকরেরা এই কার্য্য অতি সহজে ও উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করে। তাহারা মেঝের মধ্যে গর্ত্ত করিয়া তাঁতখানি গর্ত্তের ঠিক আধ হাত উপরেই পাতিয়া লয় এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে আবার জল দিয়া লেপিয়া দেয়। আলো রাখিবার সামান্য পথ রাখিয়া ঘরটী বেশ আঁটিয়া রাখে, ইহাতে মৃত্তিকা মধ্য হইতে জলীয় বাষ্প সমুত্থিত হইয়া উপরিস্থিত টানার সূতাকে বেশ নরম রাখে এবং বাহিরের গরম বায়ু আসিতে না পারায় গৃহমধ্যস্থ বায়ু বেশ শীতল থাকে। বাষ্পপূর্ণ বায়ু শুষ্কবায়ু অপেক্ষা পাতলা। শুনা যায়, ঢাকাই মসলিন মৃত্তিকা-গর্ভস্থ কুটীর মধ্যে প্রস্তুত হইত।

মাঞ্চেষ্টারের বয়নশিল্পকুশল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত Mr. William Thomson F. C. S. পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ১০০ তোলা সূতার মধ্যে যখন ৮ তোলা জলীয় বাষ্প থাকিবে, তখনই উহা বস্ত্রবয়নের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হইবে।

উল্লিখিত কারণে চেয়ারে বসিয়া কাপড় বুনা বিশেষ সুবিধা-জনক নহে। ঐরূপ প্রক্রিয়ায় কাজ করিতে হইলে গরমের দিনে তাঁতের ফ্রেমের নীচে তৎপরিমাণ মেঝে অল্প নিম্ন করিয়া খনন করিয়া তাহাতে ১ ইঞ্চি আন্দাজ জল ভরিয়া রাখিলে এবং তাঁতের তিন দিক্ কাপড় ভিজাইয়া জড়াইয়া দিলে সূতার ধাত নরম রাখা যাইতে পারে। উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে টানার সূতা অত্যন্ত চড়া হইয়া থাকিলে ভিজাইয়া তাহা নরম করা উচিত নহে, তাহাতে মাড় ধুইয়া যাইয়া উহা একেবারে বয়নের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

নবাবিষ্কৃত তাঁত ও যন্ত্রাদি।

বর্ত্তমান সময়ে "স্বদেশী আন্দোলনে" স্বদেশী ব্যবহারের প্রয়াস বর্দ্ধিত হওয়ায় দেশী বাঙ্গালা তাঁতের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতেছে। অনেকে বৈদেশিক তাঁতের অনুকরণে দেশীয় তাঁতসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ের সংস্কার করিয়াছেন; তন্মধ্যে এককালে ৬টী বা ১২টী নাটাইয়ে সূতা জড়াইবার জন্য বর্ত্তমান আবিষ্কৃত তারিণীযন্ত্র; এককালে ৬টী, ১২টী বা ২৪টী টানার নলীতে (Bobbin) চরকার সাহায্যে একজনে সূতা জড়াইবার জন্য সরলাযন্ত্র (ইহার দ্বারা পড়েনের নলীতেও সূতা জড়ান যায়) এবং সাধু মিস্ত্রীপ্রবর্ত্তিত টানা দেওয়ার সুন্দর কল উল্লেখযোগ্য।

সূতাচক্র বা New spinning wheel—ইহা ঠিক সেলাইয়ের কলের মত চেয়ারে বসিয়া পা দিয়া পাদল টিপিতে হয়। তূলা হইতে একেবারে ২টী সূতাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি নূতন তাঁত—(Improved Hand-loom) উদ্ভাবিত হইয়াছে, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাদের পরিচয় দেওয়া হইল,—

১। জাপানী তাঁত—(Japanese Handloom)—বিলাতী তাঁত অপেক্ষা জাপানী তাঁত বিশেষ কার্য্যকারী। তবে কারখানায় কতক চলিতে পারে। ব্যক্তিগত হিসাবে উহা কাজ চালাইবার উপযুক্ত নহে।

২। হ্যাটারস্‌লি তাঁত—(Hattersly Domestic Hand-loom) দেখিতে শুনিতে এবং মজবুত হিসাবে হ্যাটারস্‌লি তাঁত খুব ভাল এবং আজকাল ইহার দামও সস্তা করিয়া ১২০৲ টাকা করা হইয়াছে; কিন্তু ইহার যান্ত্রিক অংশ ততদূর সহজ নহে, হঠাৎ বিগড়াইলে বিপদে পড়িতে হয়, কাজও বন্ধ থাকে। ইহাতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করিলে ৪৫ গজ ৪৪″ ইঞ্চি বহরের ৫ থান কাপড় হয় বুনা যায়। ইহা পরিচালনা করা শক্তিশালী

লোকের দরকার। কেহই তিন ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারে না। এঞ্জিন যোগে চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

৩। লাহোরের উন্নত তাঁত—(Lahore Improved Handloom) ইহার নির্ম্মাণকৌশল তাদৃশ জটিল নহে। আমাদের দেশের জলবায়ুর পক্ষে অনেকটা উপযোগী।

বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক তাঁতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—

৪। Jacquard Looms of reed space 82″=ইহাতে টেবিল ঢাকার জন্য নানারূপ কাপড় বুনা হয়।

৫। Drop Box Looms 85″ with 1 shuttle=চেক, ড্রিল, ডুরিয়া, সাড়ী প্রভৃতি বুনা হয়।

৬। Drill mations Looms 60″ with 1 shuttle= ড্রিল ও জিন্‌কাপড় প্রভৃতি বুনা চলে।

৭। Doby Looms 48″ with 1 shuttle=পাড়ে অক্ষর ও ফুল বুনার জন্য।

৮। Dhuty Looms 48″ with 1 shuttle=ধুতি ও সাড়ী কাপড় বুনা হয়।

৯। Calico cloth Looms 48″ with 1 shuttle= কেলিকো-কাপড় প্রস্তুতের জন্য।

১০। Plain Looms 42″ with 1 shuttle=রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি বুনা হয়।

১১। Drill mation 42″ with 1 shuttle=ইহাতে কামিজ ও কোটের নানারূপ কাপড় বুনা যায়।

একখানি দেশী তাঁতে কত খরচ পড়ে এবং উপরোক্ত ভাবে কাজ চালাইলে কিরূপ আয় হইতে পারে, সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী আয়ব্যয়ের তালিকা প্রদত্ত হইল,—

ব্যয়—দেশী ফ্লাইসাটেল্ তাঁত ফ্রেম ও সরঞ্জাম ৪০৲ এবং অতিরিক্ত সানা মাকু ও সূতা ইত্যাদি ১০৲ মোট=৫০৲ টাকা।

আয়—১ জোড়া ৪০ নং ধুতি প্রস্তুত করিতে ৩ মোড়া সূতা লাগে, প্রতি মোড়া ।৵০ আনা হিঃ=১৵০ মাড় ইত্যাদি—৴০, রঙীন সূতার জন্য অতিরিক্ত—৵০, প্রতি জোড়ায় যোগান খরচা—।/০ মোট=১৷৵০।

প্রতি চড়নে ৪ হইতে ১২ জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় বুনানি হয়। ন্যূনকল্পে ৪ জোড়া সূতার বর্ত্তমান নিয়মে পাট করিতে ৪ দিন বা ৫ দিন লাগিতে পারে। পল্লিগ্রামে কারিকরের বাড়ীতে সূতা দিলে মোড়া প্রতি ‹১০৷১৫ খরচে সূতা পাট হয়। তদভাবে ৪।৫ টাকা বেতনে কারিকর-বালকও পাওয়া যায়। তবুও আমরা এস্থলে ৭॥০ টাকা হিসাবে বেতন ধরিলাম। প্রতি জোড়া ২৲ টাকা (আমাদের এখানে ২।০ বিক্রয় হইতেছে) বিক্রয় হইলে জোড়া প্রতি ।৵০ আনা অর্থাৎ মাসিক ১১।০ বা ১২৲ টাকা থাকিতে পারে। কিন্তু পাকা কারিকর না হইলে দৈনিক ১ জোড়া বুনিতে পারে না। দৈনিক ৩ খানা প্রমাণ রেপার প্রস্তুত হইয়া থাকে। তিনখান রেপার প্রস্তুত করিতে ৪ মোড়া সূতা লাগে, প্রতি মোড়ার দাম ॥০ আনা হিসাবে—২৲। সূতার অতিরিক্ত রং এবং মাড় খরচ—।৵০; ৭ জোড়া রেপার এক চড়নে হয়, তাহার যোগানে ৫ দিন লাগে,সে হিসাবে—।১০ মোট=২৷৵১০। প্রতি জোড়া রেপার ২॥০ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইলে তিন খানার দাম ৭॥০,তাহা হইলে দৈনিক ১৲১০ পয়সা অর্থাৎ মাসিক ৩২৸০ আনা হয়। উল্লিখিত নিয়মে বস্ত্র ও রেপার বুনানির গড় পড়তা ধরিলে মাসিক ২২॥০ হইতে ২৩৲ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু অনবরত বুনানি সমানভাবে চলে না এবং কারিকরকেও যোগানের কাজ দেখিয়া লইতে হয়। সেজন্য উক্ত আয় অপেক্ষা কিছু কম দাঁড়াইবে। এতদ্ভিন্ন রেপার ৩।৪ মাসের বেশী বিক্রয় হয় না বলিয়া দুঃস্থ কারিকরেরা ঐরূপ আয় করিতে পারে না। কিন্তু অবস্থাপন্ন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত নিয়মে আয় করা অসম্ভব নহে।

শিল্প ও বাণিজ্য।

যদ্যপি কথিত দেশীয় তাঁতের বিশেষ কোনরূপ সংস্কার সাধিত না হইলেও এবং তাহাতে বয়ন বহু পরিশ্রমসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে ভারতে বস্ত্রশিল্প পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবাসীর অধ্যবসায়ে ও অমানুষিক পরিশ্রমে এবং অসাধারণ হস্তকৌশলে বহুকাল হইতে যে সকল সূক্ষ্ম, সুন্দর ও বহুমূল্য বস্ত্র জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে, জগতের আর কোথাও সেরূপ শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহেই আসবাবরূপে তাঁত বিরাজিত আছে। তথাকার রমণীগণ যেন বৈদিকমার্গানুসারী হইয়াই আপনাদের স্বামি-পুত্রের ও স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য কার্পাস ও রেশমী জামার কাপড়, রুমাল ও উড়ানি প্রভৃতি বুনিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি ততদূর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে, কতকটা মোটা রকমের। চীন ও জাপানে আজকাল রেশমী শিল্পের বিশেষ আদর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা আদৌ ভারতীয় শিল্পের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

ভারত হইতে বয়ন-শিল্প একপ্রকার লোপ হইলেও, আজিও কার্পাস, শণ, রেশম ও পশমের যে সকল বস্ত্রশিল্পনিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয় এবং তাহার শিল্পচাতুর্য্যের বিষয় অনুধাবন করিলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ সমুদিত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, ইংরাজ কোম্পানির অনুকম্পায় এহেন সুন্দর শিল্প ভারত হইতে অন্তর্হিতপ্রায়। মাঞ্চেষ্টার বণিক্‌সমিতির প্রযত্নসাধ্য ধুতি ও সাটীর বাণিজ্য

রক্ষা করিতে ধীরে ধীরে এদেশের তন্তুবায় জাতির চিরপোষিত বস্ত্রবাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে, এখন হতাশ্বাস তন্তুবায়কুল আর সেরূপ উত্তমে কার্য্য করিতে পারে না। প্রাচীন শিল্পিগণ ইহজগৎ হইতে অপসৃত, সুতরাং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প একরূপ অবসাদ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন যাহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তি বজায় রাখিতে যত্নবান্ আছেন, তাঁহারাও বৈদেশিক বস্ত্রের তুলনায় লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতির অংশ বেশী দেখিয়া স্ব স্ব ব্যবসায়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কাজে কাজেই পূর্ব্বাপেক্ষা বস্ত্রশিল্পে অনেক দৈন্যতা আসিয়া পড়িয়াছে, তবে এই শ্রীহীন বাণিজ্যেরও গৌরব করিবার এখনও অনেক আছে।

বারাণসীর সুবিখ্যাত জরির ফিতা, সোণা বা রূপার তন্তুদ্বারা প্রস্তুত গুলবাহার সাটী, জামদানী, কামদানী ও জগতের অতুলনীয় কিংখাপ বস্ত্র এখনও শিল্পচাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ কার্পাস বা রেশমী সূত্রের উপর জরির ফুলদিয়া বুনা হইয়া থাকে। বুর্হানপুর, মহিসুর, আর্কট, দিল্লী ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এখনও তন্তুশিল্পের যথেষ্ট আদর ও বিস্তার দেখা যায়। মন্বাদি-লিখিত সেই সুপ্রাচীনযুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী সকল বর্ণের রমণীদিগের মধ্যে চরকা কাটার প্রথা দেখা যায়। এখনও উপরিউক্ত স্থানসমূহে রমণীগণ চরকা কাটিয়া সরু সূতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দে ভারতে ইংলণ্ডাদি নানা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশজাত দ্রব্যের আমদানী হওয়ায় দেশীয় চরকাদ্বারা সূতা প্রস্তুত ও প্রচারের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু এখনও যে যে স্থলে রেশমীবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তত্তৎস্থানে প্রভূত পরিমাণে চরকার প্রচলন আছে।

বাঙ্গালার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সদরে দেশী তাঁতে রেশমী গরদ বস্ত্র এবং মানভূম জেলার রঘুনাথপুরে এখনও গুটী হইতে চরকার সূতা কাটিয়া তসর-বস্ত্র বুনা হইতেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও গুটী হইতে সূতা প্রস্তুত এবং বস্ত্রবয়নকার্য্যের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান আছে।

এখন মাঞ্চেষ্টারের কলে নির্ম্মিত কার্পাস সূত্রের প্রভূত আমদানী হওয়ায় বাঙ্গালার রমণীগণ চরকা কাটা বন্ধ করিয়াছেন। বিলাতী সূতা দরে সস্তা ও অনায়াসলভ্য, এজন্য দেশীয় সভ্যবৃন্দ আর স্বকুলকামিনীকুলকে সূতা কাটার কষ্ট সহ্য করিতে দেন না, বস্তুতঃ সেই বিলাসিতার প্রভাবে বাঙ্গালায় আজ চির দৈন্য আসিয়া সমুপস্থিত। বঙ্গবাসীকে অঙ্গাচ্ছাদন-বাসের জন্য আজ পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত ও সৌখীন বাঙ্গালীগণ কুলকামিনীদিগকে চরকা কাটায় কষ্ট হইতে অব্যাহতি দিয়া আজ তাহাদের কটিবাসের অভাব ঘটাইয়াছেন। তন্তুবায়কুল স্বার্থহানি দেখিয়া জাতীয় ব্যবসায় জলাঞ্জলি দিয়াছে, তাহারাও বৃথা পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া স্বদেশবিরাগী বিদেশভক্ত বাঙ্গালীগণের অনুগ্রহলাভের প্রত্যাশা রাখে না, তাই দেশে এতকাল পরে বস্ত্রবয়নশিল্পের এরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। প্রকৃতই বলিতে কি, পূর্ব্বে যে শিল্পের জন্য সমগ্র ভারত, এমন কি, সমগ্র সভ্যজগৎ বাঙ্গালার চির আকাঙ্ক্ষিত যে বস্ত্রের জন্য লালায়িত হইত, সে বস্ত্র আজ বাঙ্গালা হইতে লুপ্ত হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তে এবং তাহারই অনুকরণে ইংরাজ-বণিক্-সমিতির অনুগ্রহে আজ সাদা ও ডোরাদার ডুরিয়া, মলমল, অথবানি, সুইস, আব্দি প্রভৃতি সৌখীন জনমনোলোভা সূক্ষ্মবস্ত্ররাজি বাঙ্গালার প্রেরিত হইয়া বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল করিতেছে।

ঢাকার সেই সুবিখ্যাত মসলিন্ বস্ত্রের কথা মনে হইলে—বাঙ্গালার সেই গৌরবকীর্ত্তির ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, একদিন বাঙ্গালার তাঁতিকুল বস্ত্রবয়নশিল্পের শীর্ষস্থানে সমারূঢ় হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরাজ-পর্য্যাটক রাল্‌ফ ফিচ্ সুবর্ণগ্রামে আসিয়া এখানকার কার্পাস-বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রভূত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তখনকার বঙ্গরাজধানী ঢাকা সহরে যে সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহা "ঢাকাই মসলিন" নামে পরিচিত। উহা প্রকৃত মোগল নগরজাত মসলিন বস্ত্র হইতেও উৎকৃষ্ট। এখনও য়ুরোপের বিভিন্ন রাজ্যে তাহার অনুকৃত বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইতেছে। প্রকৃত ঢাকাই মসলিন মহার্ঘ ছিল, ধনী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ উহা ক্রয় করিতে পাইত না। শুনা যায় তুরস্কের সুলতান ঢাকাই মস্‌লিনের শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিতেন।

ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী নানামত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই গুলি আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই প্রাচীন বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও তদানীন্তন কারিগরগণের কার্য্যনিপুণতার পরিচয় পাইতে পারি। মিঃ টেলর লিখিয়াছেন যে, ঢাকার কারিগরগণ বিশেষ যত্নে চরকা কাটিয়া যে সূক্ষ্মতম সূতা প্রস্তুত করিত, তাহাতে ৭৷৹ছটাক ওজনের একফেটি সূতা লম্বাভাবে ছড়াইয়া গেলে ১৫০ মাইল ছাড়াইয়া যাইতে পারে। স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্পপ্রধান স্থানে সূতা কাটিলে কার্পাসের আঁশ নরম হওয়ায় শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকাই তাঁতিরা প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহা সারিয়া লয়। যখন বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হয়, তখন তাহারা চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য্য করে। তাহাতে বায়ু জলসিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে

প্রাতঃকাল হইতে ৯টা বা ১০টা পর্য্যন্ত তাহারা মাঝারী সূতা কাটে। বৈকালে ৩ বা ৪ টার সময় হইতে সূর্য্যাস্তের অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূতা কাটা হইয়া থাকে। ডাঃ ওয়াট্‌সন ঢাকাই, ফরাসী ও ইংলিস্ মস্‌লিন্ সূতার অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন, য়ুরোপে যত প্রকার সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির অপেক্ষা ঢাকাই মসলিনের সূতার ব্যাস অনেক কম এবং য়ুরোপীয় সূতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই সূতার আঁশও (filaments) অনেক পরিমাণ কম দেখা যায় ; কিন্তু ঢাকাই সূতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments or fibres) য়ুরোপে প্রস্তুত সূতার তুলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই দুই কারণেই ঢাকার সূতা সূক্ষ্মতায় ও দৃঢ়তায় অন্যান্য সকল দেশীয় সূতাকে পরাস্ত করিয়াছে। আরও বিশেষত্বের মধ্যে এই যে তূলার আঁশ মোটা হওয়ায় এবং সূতা চরকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চ সূতায় পাক বেশী হয়।* এখনও ফরাশডাঙ্গা (চন্দন নগর), সিমলা (কলিকাতা), বগড়ী, যশোর, শান্তিপুর, কলমে, রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের বিস্তৃত আড়ত আছে। বারাণসী ধামে রেশমী সূতা ও কার্পাস সূতার উপর যেমন জরির ফুলদার বা গুলবাহার সাটী প্রস্তুত হয়, অধুনা ঢাকার সহরেও একমাত্র সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের উপর ও বিভিন্ন বর্ণের নীলাম্বরীর উপর জরির ফুলদার পাড় কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

এতভিন্ন মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা স্থানে বস্ত্রবয়নের বিস্তৃত কারবার আছে। গুজরাট, আহ্মদাবাদ, সুরাট ও ভরোচে, নানারূপ ছিটের সাড়ী পাওয়া যায়। রঙ্গপুরে লাল ও কালা সূতার একপ্রকার সুন্দর ছিট প্রস্তুত হয়, তাহাতে নানা পৌরাণিক চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। পুণা, য়েওলা, নাসিক ও ধারবাড়ে নানারূপ রঙ্গিন সূতার সাড়ী প্রস্তুত হয়, মহারাষ্ট্র-রমণীগণের উহা বড়ই আদরের জিনিষ। নন্দের, মুটকল, ধনবরম্, অমরচিন্তা ও আর্ণিতে এখনও ঢাকার অনুরূপ মসলিন্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারাণসী সাটী বা ধুতি, কিংখাব প্রভৃতি বস্ত্রের ন্যায় বস্ত্রসমূহ পৈঠান, বুর্হাণপুর, নারায়ণপেট, ধনবরম্, য়েওকলা প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হইতেছে। কাশ্মীর, নূরপর, লুধিয়ানা, অমৃত সর প্রভৃতি স্থানে পশমী শাল বুনা হয়। রঙ্গপুর, ভাগলপুর, বারাণসী, আগ্রা, লাখ্‌নৌ, বরেলী, ফতেগড়, লাহোর, মুলতান, হিসার প্রভৃতি স্থানে কার্পাস ও পশমী কার্পেট প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ কার্পাস কার্পেটগুলি আকৃতি ও বয়নপ্রক্রিয়া ভেদে, গালিচা ও দুলিচা (Cotton pile carpet) নামে খ্যাত। পশমী শুঁয়া উচ্চ হইলে গালিচা (Woollen pile carpet) বলা যায়। মছলিপটমের ছিট্, পালমপোর ও কার্পেট এবং গোদাবরী 'ব'দ্বীপস্থিত মাধম-পলম্ নামক স্থানজাত মাডাপালম্ আজকাল "বৃটীশ গুডস্" রূপে ভারতে আমদানী হইতেছে। মাধবপলমে আর সে বস্ত্র বোনা হয় না। ইংরাজ-বণিক্‌গণ ঐ বস্ত্র একচেটিয়া করিবার জন্য তথায় কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাহারই নমুনা লইয়া স্বদেশ হইতে সেই মাডাপালম্ বস্ত্র রপ্তানী করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদেরই কুহকে এ স্থানের সেই বস্ত্রবাণিজ্য লুপ্ত হইয়াছে।

এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বয়নশিল্পের যথেষ্ট সমাদর আছে। স্থান বিশেষে উত্তম কার্পেট, কোন স্থানে বা উৎকৃষ্ট গালিচা, কোথাও কার্পাস রেশমাদি বিনির্ম্মিত সূক্ষ্মবাস, কোথাও পশমজ শাল কম্বল এবং কোথাও জরি, সল্মা প্রভৃতির পাড় বোনা হইতেছে। বর্ত্তমান (১৯০৬ খৃঃ) স্বদেশী আন্দোলনে উক্ত শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিবার সম্ভাবনা। নিম্নে উৎপন্ন-বস্ত্রাদি ও তাহার স্থান ও বিভাগের নাম নির্দ্দেশ করা গেল।

আজমীঢ়, আলই, আলিগড়, আলাহাবাদ, আলবার, অম্বালা, অমৃতসর, অনন্তপুর, অহ্মগাও, আর্কট, আদোনী, আগ্রা, আহ্মদাবাদ, আর্ণি, আরা, আসাম, আরঙ্গাবাদ, আজমগড়, বগরু, বহাবরী, বরাইচ, বঙ্গলুর, বাঁকুড়া, বন্নু, বারাবাঁকী, বরাহনগর, বরাড়, বর্দ্ধমান, বরেল্লী, বহরমপুর (মান্দ্রাজ), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), বড়োদা, বসাহর, বস্তি, বত্তালা, বক্সার, বেলগাম, বেল্লারী, বারাণসী, ভাচুয়া, ভাগলপুর, ভাণ্ডারা, বহাবলপুর, ভেরা, বিকানের, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, বগুড়া, বোম্বাই, ভরোচ, বুলন্দসহর, বুর্হানপুর, কলিকাতা, কালিকট, কাম্বে, কাণপুর, চম্বা, চম্পারণ্য, চান্দা, চন্দেরী, ছত্রিশগড়, চিঙ্গলপৎ, কাকনাড়া, কাঞ্চীপুর, কড়াপা, কটক, ঢাকা, দরভাঙ্গা, দত্তিয়া, দিল্লী, দেরা গাজী খাঁ, দেরা ইস্মাইল খাঁ, ধরবাড়, দিনাজপুর, দীন নগর, দোগাছি, এলিমবড়ু, ইলোরা, থরুখাবাদ, ফিরোজপুর, গোদাবরী, রাজমহেন্দ্রী, গোলকণ্ডা, গুন্টুর, গুগেরা, গুজ্‌রান্‌বালা, গুজরাট, গুলবর্গা, গুরুদাসপুর, গোয়ালিয়র, গয়া, হায়দরাবাদ (দাক্ষিণাত্য), হায়দরাবাদ (সিন্ধু), হামামকুণ্ড, হৰ্দা, হসন্-আবদাল, হাজারা, হিসার, হোসঙ্গাবাদ, হাবড়া, হুসিয়ারপুর,

প্রর. জাফরগঞ্জ,

* "These causes—combined with the ascertained result that the number of twists in each of length in the Dacca yarn amounts to 110·1 and 80·7, while in the British it was only 68·8 and 56·6—not only account for the superior fineness, but also for the durability of the Dacca over the Europian fabric." Balfour's Cyclo. India.

জম্মলমদুগু, ঝঙ্গ, ঝাঁসী, ঝিলাম, যোধপুর, খেড়া, কালাদগি, কালহস্তী, কল্মী, কনোজ, কাঙ্ড়া, করাচী, করৌলী, কর্ণাল, কর্ণুল, কাশ্মীর, শ্রীনগর, কসুর, কাঠিয়াবাড়, খাজবানা, কৃষ্ণা, কোহাট্, কোটা, কোট, কামালিয়া, কুম্ভঘোনম্,লাহোর, ললিতপুর, লোহারডাঙ্গা, লাখ্নৌ, লুধিয়ানা, মান্দ্রাজ, মথুরা, মলবার, মালদহ, মালেগাম, মানভূম, মণিপুর, মছলীপটম্, মৌ (আজমগড়), মৌ (ঝাঁসী), মেদেরপাক, মীরাট, মেদিনীপুর, মীর্জাপুর, মোবাদাবাদ,মল্লারী, মন্দসোর, মথুরা, মুজঃফরগড়, মুজঃফর নগর, মহিসুর, নাভা, নদীয়া, নাগপুর, নেপাল, নূরপুর, উর্চ্ছা, পাবনা, পালম্কোট্ট, পাতিয়ালা, পাটনা, পৌনী, পেশাবর, পুণা, প্রতাপগড়, পুরী, রায়চূড়, রামপুর বোয়ালিয়া, রামপুর (যুক্তপ্রদেশ), রঙ্গপুর, রৎলাম, রত্নগিরি, রাবলপিণ্ডি, রেবাদণ্ড, রেবা, রোহতক (পঞ্জাব), সালেম, সম্বলপুর, সম্বর (কাশ্মীর), সাদনের, শান্তিপুর, সারণ, শারঙ্গপুর, সাতক্ষীরা, সাবন্তবাড়ী, শিওনী, শাহপুর (পঞ্জাব), শাহপুর-মিসৌলী, শিকারপুর, শোলাপুর, শিয়ালকোট, সিকেন্দরাবাদ, সিমলা (পঞ্জাব), সিংহভূম, শীর্ষা (পঞ্জাব), সীতামাড়ী, সুলতানপুর (পঞ্জাব), সুরাট্, তাঞ্জোর, ঠান', তিলোবানাথ (পঞ্জাব), তিরুপপিলিয়ম্, তোড়গড়, টাটরা বসিরহাট, ত্রিবাঙ্কোড়, ত্রিচীনপল্লী, উজ্জয়িনী, রঙ্গবাড়ী (মান্দ্রাজ), বিশাখপাটম্, বৃদ্ধাচলম্, বাল্লাজ (মান্দ্রাজ), যেওলা, যবঙ্গল যেরোবদা, জেলগণ্ডল।

এই সকল স্থানে সাধারণতঃ কার্পাস ও রেশমী সাড়ী এবং জরির ফিতা, লেস, সলমার পাড় প্রভৃতি বুনা হইয়া থাকে। অনেক স্থানে পশমী শাল ও কম্বল প্রস্তুত হয়। নিম্নে বয়নশিল্পে সমুৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদির নাম উল্লেখ করা গেল—

দরি, সতরঞ্জী, গালিচা, দুলিচা, দোপাট্টা, সরবতী, মশমল, আধি, তরন্দম, ডুরিয়া, শৌগাতি, আব্রাবান্, সব্নাম, মসলিন, গড়া, একসুতি, দোসুতি, চারখানা, সুসি, লুঙ্গী, খেশ, কোকৃতি, ফোটা, মাগনা, নিমজা, গব্রুণ (লুধিয়ানা), গাজি, খাকি, বড়কাপড়, খনিয়া কাপড়, ছেলেঙ্গ, গামছা ও পবিদিয়া কাপড় (আসাম) এবং পাটসো, তামিয়েন, থিন্দৈঙ্গ (মণিপুর) প্রভৃতি কার্পাসবস্ত্র।

রেশমী বস্ত্রের মধ্যে এড়ি, মুগা, তসর ও গরদের ধুতি, সাড়ী, চাদর, পীতাম্বর, মসরু, সওঙ্গি, দোপাট্টা, গুলবদন, রুমাল, ওড়না, হাওয়ার কাপড়, লুঙ্গী, খেশ, মেখলা, এড়া, বড়কাপড়, দুকাঠিয়া, রিহা, গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। পশমিনা বস্ত্রের মধ্যে রামপুর ও কাশ্মীরী শাল, রামপুরী চাদর, আলোয়ান, একতারা, মলিদা, লুঙ্গী প্রভৃতি।

কার্পাস এবং রেশম বা পশমাদি মিশ্রিত বস্ত্র—গর্ভসুতি (বাঁকুড়া ও মানভূম), আসমানি (বাঁকুড়া), বাফ্তা (ভাগলপুর), মেখলি (রঙ্গপুর), আজিজ্ উল্লা বা আজিজি (ঢাকা), সেরাজা (ঢাকা), সাদা ও লাল আসমানি সেরাজা, মছলি কাঁটা, সবজিকতার, লালকাতার, বুলবুল-ছাসম, লাল কদমফুলী, সাদা কদমফুলী, কাল পাটাদার, লাল পাটাদার, সর্দ্দার, সেরাজা, সাদা বড় কদমফুলি, সফেদ কারদার, লাল কীরদার, কালা মছলিকাটা, কোস্কনী মসরু, সুজাখানি, ইলাইছা, লুঙ্গী, চন্দ্রকলা, দোপাট্টা, সুসি ইত্যাদি।

ছিটের কাপড়—গঞ্জি, গাড়া, ধোতিজোড়া, ফর্দ, রেজাই, লিহাফ্, পালঙ্গপোষ, বুন্দুদি, বন্দ-সুর্থ, জাজিম, ফরাস, সামিয়ানা, ছিঁট জরদা, তোষক, ছিঁট-কান্দি, ছিট-বুটিদার, খেরুয়া, নাথনি, চপেটা, ছিট-আগ্রেবাড়, গোলবুটি, অঙ্গোছা, শাল্, চুনরি, আব্রা, কলমদার, ধূপছায়া, ময়ূরকণ্ঠি, বেগুনি, মৌজলপুর, চাঁদতারা, পাঁচপাত, সুতিফুলাল, নরুণসই, ঝিলমিলি, লহরিয়া, ফুলাল, নামাবলী, পটোলা, পীতাম্বর ইত্যাদি।

সোণা বা রূপার তার (তন্তু) প্রস্তুত করিয়া জরির ফিতা, গোটা, কিনারা, আঁচলা, কালাবতুন্, সুর্থ বা সুন্হেবী, রূপালী, ধানক, লাচ্কা, পাট্রী, বাঁকড়ী, পাটা, গখ্রী, গঙ্গাযমুনা, কিরণ, পাইমক, সল্মা, কারচিকন, কারচোব, ধুতি বা সাড়ীর পাড়, হাঁসিয়া, তাস, লপ্পো, ফিট্, পল্লব, কিংখাব, লুঙ্গী, বেলদার, বুটেদার, শীকাবগা, জঙ্গলা, মীনা, জালদার, খণ্ড, চাঁদতারা, চসমফুল, মোহরবুটী, কামদানী, জামদানী, করেলা, তোড়াদার, টেরছা, জালছার,পান্নাহাজারা, ডুবিয়া, গেঁদা, শাবুর্গা, চিকনদাজী, কশিদা, ঝাপান, মুগা-চারখানা-কাশিদা, কাটারুমিকাশিদা, নীলাচারখানা কাশিদা, সমুদ্রলহর ইত্যাদি। এই শেষোক্ত বস্ত্রগুলির পাড় রেশম জরি ও কার্পাসসূত্রযোগে বুনা হয়।

সূচীর সাহায্যে তসর বা গরদের কাপড়ের পাড়ে, রুমালে, স্ত্রীলোকদিগের অঙ্গরাখায় এবং বালকদিগের পরিধেয় বাসে চিকনের কাজ হইতেছে। রেশম ও কার্পাসমিশ্রণে সুজনী প্রস্তুত হয়,রমণীরাই প্রধানতঃ তাহার উপর সূচের কাজ করে। কাশ্মীর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, নূরপুর, শিয়ালকোট ও গুরুদাসপুরে শাল ও শালের পাড় বোনা হয়। কাশ্মীরী তাঁতে বুনা শাল—তিলিবালা, তিলিকার, কাণিকার ও বিনৌট এবং সূচে বুনাগুলি অম্লিকার বলিয়া খ্যাত। ফুলকারী উড়ানিতে কার্পাস বস্ত্রোপরি রেশমের পাড় দেওয়া থাকে। মোটাসুতার কার্পেট গুলি গালিচা, দুলিচা সতরঞ্চ প্রভৃতি নামে খ্যাত। পশমেও গালিচা (Carpet), কম্বল প্রভৃতি বুনা হইতেছে।

মাদুর, শীতলপাটী ও খস্খসের পরদা এবং পাটের চট, থলে প্রভৃতির উৎপত্তি বয়নসাপেক্ষ হইলেও উহাদিগকে বয়ন-

শিল্পের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কেননা, উহাতে সূক্ষ্মতা ও শিল্পচাতুর্য্যের সেরূপ পরিচয় নাই। অধুনা ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, মান্দ্রাজ, বেলোর, তিন্নেবল্লী প্রভৃতি ভারতের নানা স্থানে মাদুর বুনা হইয়া থাকে। এই মাদুর কাটী ও বালান্দা ভেদে দুই প্রকার। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে বেতের ছাল চাঁচিয়া অতি সূক্ষ্ম ও শিল্পযুক্ত শীতলপাটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। [তত্তৎশব্দ দেখ।]

বয়নাড়ু, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য উপবিভাগ। [বৈনাড় দেখ।]

বয়লপাড়, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৮৩১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। বয়লপাড় তালুকের বিচার-সদর। এই নগর মদনপল্লী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

বয়স (পুং) ১ পক্ষী। (ক্লী) ২ জীবনকাল।

বয়সিন্ (ত্রি) বয়সে স্থিত। প্রাপ্তবয়স্ক।

বয়স্ক (ত্রি) বয়সযুক্ত। অভিনববয়স্কা = নবযৌবনসম্পন্না স্ত্রী।

বয়স্কৃৎ (ত্রি) আয়ুষ্যপ্রদ। পরমায়ুর্ব্বৃদ্ধিকর। (ঋক্ ১৩১৯১০)

বয়ঃক্রম (পুং) ক্রমিক বয়সকাল।

বয়স্থ (ত্রি) বয়সি যৌবনে তিষ্ঠতীতি বয়স্-স্থা-ক। ১প্রাপ্তবয়স্ক। ২ যুবা, যুবক। "পিত্রা পুত্রো বয়স্থোঽপি সততং বাচ্য এব তু।"

বয়সি তিষ্ঠতি এই বাক্যে 'ঙ' প্রত্যয়েও 'বয়স্থ' পদ নিষ্পন্ন হয় এবং বিকল্পে বিসর্গ লোপে 'বয়ঃস্থ' এবং 'বয়স্থ' দ্বিবিধ পদই হইবে। বাল্যাদি, পক্ষী ও মাত্র যৌবন এই তিন অর্থেই এস্থানে বয়স্ শব্দের ব্যবহার। ৩ সমবয়স্ক ব্যক্তি।

বয়স্থা (স্ত্রী) বয়ো যৌবনং তিষ্ঠত্যনয়েতি বয়স্-স্থা-ঘঞর্থে কঃ। নিপাতনে বিকল্পে বিসর্গ-লোপঃ। ১ আমলকী। ২ হরীতকী। ৩ সোমবল্লরী। ৪ গুড়ূচী। ৫ সূক্ষ্মৈলা। ৬ কাকোলী। ৭ আলী। ৮ শাল্মলি। ৯ ক্ষীরকাকোলী। ১০ অত্যম্লপর্ণী।

"বচা বয়স্থা গোলোমী হরিতালং মনঃশিলা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসশ্চৈব তৈলার্থে বর্গ উচ্যতে॥" (সুশ্রুত উ° ৩২)

১১ মৎস্যাক্ষী। ১২ যুবতী। (রাজনি°)

বয়স্ফোড়া, মুখব্রণবিশেষ। বয়সকালে গণ্ডদেশে উদ্গত হয়।

বয়স্থান (ক্লী) যৌবন।

বয়স্থাপন (ত্রি) যৌবনরক্ষা।

বয়স্য (পুং) বয়সা তুল্যঃ বয়স (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। ১ সমানবয়স্ক, একবয়সী। পর্য্যায়—স্নিগ্ধ, সবয়স্।

"বহু যোষিতি লাক্ষারুণশিরসি বয়স্যেন দয়িতে উপহসিতে।
তৎকালকলিতলজ্জা পিশুনয়তি সখীষু সৌভাগ্যম্॥"(আর্য্যাস°৪০৩)

বয়স্যা (স্ত্রী) বয়স্য-টাপ্। ১ সখী। (অমর) ২ ইষ্টকা।

"একয়া ন বিংশতির্বয়স্যাস্তা একচত্বারিংশদ্দ্বিতীয়া চিতিঃ" (শত° ব্রা° ১০।৪।৩।১৫) 'বয়স্যা সংজ্ঞকা ইষ্টকা উপদধাতি' (মহীধর)

বয়স্যক (পুং) বন্ধু। সমবয়স্ক মিত্র।

বয়স্যত্ব (ক্লী) বয়স্যস্য ভাবঃ ত্ব। বয়স্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

বয়স্যভাব (পুং) বয়স্যস্য ভাবঃ। সখ্য ভাব, বন্ধুত্ব ভাব।

বয়স্বৎ (ত্রি) অন্নযুক্ত। "বায়ঃ স্যাম রথ্যো বয়স্বতঃ" (ঋক্ ২।২৪।১৫) 'বয়স্বতোঽন্নযুক্তস্য' (সায়ণ)

বয়ঃসন্ধি (পুং) বয়সঃ সন্ধিঃ। বাল্য যৌবনের সন্ধিকাল। যৌবনের প্রাক্‌কাল।

"যৌবনের চারিভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন॥
তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।
তার পরে বৃদ্ধভাব বুঝ বিচক্ষণ॥" (ভারতচ° রসমঞ্জরী)

বয়ঃসম (ত্রি) বয়সা সমঃ। সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক। (রামা°৭।৪।২৯)

বয়া (স্ত্রী) ১ শাখা। "মূর্দ্ধনি বয়া ইব রুরুহু" (ঋক্ ৬।৭।৬) 'বয়া ইব শাখা ইব' (সায়ণ) ২ বয়স্। (ঋক্ ১।৭৫ ১৫)

বয়া (পারসী) জাহাজ বাঁধিবার লৌহযন্ত্রবিশেষ (Buoy)।

বয়াকিন্ (ত্রি) শাখাবিশিষ্ট। "তরুভিঃ সুতে গৃভং বয়াকিনং" (ঋক্ ৫।৪৪।৫) 'বয়াকিনং বয়াঃ শাখা বয়াকা লতাঃ তদ্বন্তং সোমং' (সায়ণ)

বয়াটে (দেশজ) উচ্ছৃঙ্খল (যুবক)।

বয়াড়া (দেশজ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বণিজ্‌দ্রব্য বিশেষ। বিভীতক।

বয়াদা (দেশজ) বাওয়া ডিম্ব। যে ডিম্ব পুং শুক্র ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে।

বয়ান্ (আরবী) ১ ব্যাখ্যা, অর্থ। (বদনশব্দজ) ২ মুখ।

বয়ার্ (দেশজ) ১ বায়ু। ২ মহিষ।

বয়াল্ (দেশজ) ১ ভারবাহী বলদ। যে বৃষ লাঙ্গল বা গাড়ী টানে।

বয়িযু (ত্রি) বস্ত্রাদি। (ঋক্ ৮।১৯।৬৭)

বয়ুন (ক্লী) বীয়তে গম্যতে প্রাপ্যতে বিষয়া অনেনেতি অজ গতৌ (অজি যমি শীঙ্ভ্যশ্চ। উণ্ ৩।৬১) সচ কিৎ। অজে-বীভাবঃ। ১ জ্ঞান।

"হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোদূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ॥" (ভাগবত ১০।৮)

'শিক্যভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতদধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং' (স্বামী)

২ দেবতাগার। (উজ্জ্বল) (পুং) ৩ ধিষণা গর্ভজাত কৃশাশ্বের পুত্র। (ভাগ° ৬।৬।২০)

বয়ুনবৎ (ত্রি) প্রকাশযুক্ত, প্রকাশবিশিষ্ট। "সূর্য্যেণ বয়ুনবচ্চকার" (ঋক্ ৬।২১।৩) 'বয়ুনবৎ প্রকাশবৎ' (সায়ণ)

বয়ুনশস্ (অব্য°) বয়ুন-শস্। জ্ঞানক্রম, জ্ঞানানুরূপ।

"অধ্বরং হোতর্বয়ুনশো যজ" (ঋক্ ৬।৫২।১২)
'বয়ুনশো জ্ঞানক্রমেণ' (সায়ণ)

বয়ুনাবিদ্ (ত্রি) বয়ুনাং বেত্তি বিদ-কিপ্। প্রজ্ঞাবেত্তা, জ্ঞানবিশিষ্ট। "হোত্রা দধে বয়ুনাবিদ্" (ঋক্ ৫।৮২।১) 'বয়ুনাবিদ্ বয়ুনমিতি প্রজ্ঞানাম তত্তদমুজ্ঞানবিষয়প্রজ্ঞাবেত্তা' (সায়ণ)

বয়েদ্ (আরবী) ১ শাস্ত্রবাক্য। ২ শ্লোকের চারি চরণ।

বয়োগত (ক্লী) বয়সে গতং। বয়োহানি, বৃদ্ধত্ব।
"বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ।" (উদ্ভট)

বয়োজু (ত্রি) বলবৃদ্ধিকরণ।

বয়োঽতিগ (ত্রি) বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত।

বয়োধস্ (পুং) বয়ো যৌবনং দধাতীতি বয়স্ ধা অসি, (বয়সি ধাঞঃ। উণ্ ৪।১২৮) স চ ডিৎ। ১ যুবা। ২ অন্ন। "বয়োধসাধীতেনাধীতং জিন্ব" (বাজসনেয়স° ১৫।৭) "বয়োধসা বয়ো দধাতি পুষ্ণাতি বয়োধা অন্নং' (মহীধর) (ত্রি) ৩ আয়ুর্দাতা। "অগ্নিমিন্দ্রং বয়োধসং" (বাজসনেয়সং ২৮।২৪) 'আয়ুর্দধাতি বয়োধাস্তমায়ুষো দাতারং ধারয়িতারং বা' (মহীধর)

বয়োধা (ত্রি) ১ বলদাতা। ২ অন্নদাতা। (সায়ণ) ৩ যুবা। ৪ শক্তি। বল, সামর্থ্য।

বয়োঽধিক (ত্রি) বয়সা অধিকঃ। বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ, বয়ঃপ্রবীণ। "সস্ত্রীবালবয়োঽধিকা" (রামায়ণ ২।৪৭।১০)

বয়োধেয় (ক্লী) ১ অন্নদান। "ত্বং নঃ সোম সুক্রতুর্বয়োধেয়ায় জাগৃহি"(ঋক্ ১০।২৫।৮) 'বয়োধেয়ায় অন্নদানায়' (সায়ণ) ২ শক্তি।

বয়োনাধ (ত্রি) ১ প্রাণ। "সজূর্দেবৈর্বয়োনাধৈরগ্নয়ে ত্বা" (বাজসনেয় ১৪।৭) 'বয়ো বাল্যাদি নহ্যন্তি বধ্নন্তি তে বয়োনাধাঃ প্রাণাঃ' (মহীধর)

বয়োবয়ঃশয় (ত্রি) খাত্তদ্রব্যপূর্ণ স্থানে বাস।

বয়োবস্থা (স্ত্রী) জীবনকাল। বাল, তরুণ ও বৃদ্ধাদি অবস্থা।

বয়োবিধ (ত্রি) পক্ষীপ্রকৃতিসম্বন্ধীয়।

বয়োবৃদ্ধ (ত্রি) বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত। বয়োজ্যেষ্ঠ।

বয়োবৃধ্ (ত্রি) বলবর্দ্ধনকারী (প্রাতঃ ও সায়ংকালীন মরুৎ)।

বয়োহানি (স্ত্রী) যৌবনহ্রাস। বৃদ্ধ।

বয্য (ত্রি) বয্য কুলোৎপন্ন তুর্ব্বীতি রাজা। "তুর্ব্বীতিং বয্যং শতক্রতো" (ঋক্ ১।৫৪।৬) 'বয্যং বয্যকুলজং তুর্ব্বীতিনামানং রাজানং' (সায়ণ)

বয়োবঙ্গ (ক্লী) বয়সা বঙ্গমিব। সীসক। (রাজনি°)

বর, ১ বরণ। ২ বারণ। অদন্ত চরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। বারয়তি। বোপদেবের মতে এই ধাতু পরস্মৈপদী, কিন্তু মতান্তরে এই ধাতু উভয়পদী দেখা যায়। আত্মনেপদের প্রয়োগ—বারয়তে।

বর (ক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃ কর্ম্মণি অপ্। ১ কুঙ্কুম। ২ মনাক্‌প্রিয়। শ্রেষ্ঠ।
"বরং প্রাণাস্ত্যাজ্যা ন চ শিশুবিনাশেষভিরুচি-
র্বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং।
বরং ক্লীব্যং ভাব্যং ন চ পরকলত্রাভিগমনং
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনানাং হি হরণম্।"(বামনপু°৪৬অ°)
৩ ত্বক্, দারুচিনি। ৪ বালক। ৫ আর্দ্রক, আদা। (রাজনি°) ৬ সৈন্ধব লবণ। ৭ সুগন্ধ তৃণ। (বৈদ্যকনি°) বৃ-অপ্ (পুং) ৮ বরণ। পর্য্যায়—বৃতি। ৯ দ্বিবেষ্টন। প্রার্থনাবিশেষ। (ভরত) ১০ দেবতার নিকট বৃত, দেব সকাশ হইতে যাচিত।
"তপোভিরিষ্যতে যস্ত দেবেভ্যঃ স বরো মতঃ।" (ভরত)
১২ জামাতা। "প্রমুদিতবরপক্ষমেকতস্তৎ" (রঘু ৬।৮৬) ১৩ বিড়ঙ্গ, বিটু। (মেদিনী) ১৪ গুগ্‌গুলু। ১৫ পতি। (হেম) ১৬ নিগ্রহ। "ন যো বরায় মরুতামিব স্বনঃ সেনেব সৃষ্টা দিব্যা যথাশনিঃ।" (ঋক্ ১।১৪৩।৫) 'যোঽগ্নির্ব্বরায় বরণায় নিগ্রহায় শক্যো ন ভবতি।' (সায়ণ) (ত্রি) ১৭ শ্রেষ্ঠ। (অমর)
"রাজাসনং রাজচ্ছত্রং বরাশ্বা বরবারণাঃ।
যস্ত পুণ্যানি তস্তৈতে মন্বৈতৎ শাম্য পুত্রক।" (বিষ্ণুপু° ১।১১।১৮)
১৮ পিয়াল বৃক্ষ। ১৯ বকুলবৃক্ষ। ২০ বিকঙ্কত বৃক্ষ। ২১ হরিদ্রা বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

বর, পর্ব্বতভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৩২।৫) সম্ভবতঃ ইহাই বেহারের অন্তর্গত বরাবর শৈল।

বরম্ (অব্যয়) মনাক্‌প্রিয়। শ্রেয়স্কর, উহাপেক্ষা ভাল।
'মনাগিষ্টে বরং ক্লীবং কেচিদাহুস্তদব্যয়ম্।' (মেদিনী)

বরংবরা (স্ত্রী) বরং বৃণোতীতি বৃ-অচ্-মুম্‌চ। ১ চক্রপর্ণী, চলিত চাকুলিয়া। (শব্দচ°)

বরক (ক্লী) ব্রিয়তেঽনেন ইতি বৃ-অপ্ ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। ১ পোতাচ্ছাদন। (হারাবলী) ২ ধৌত বা অধৌত সাধারণ বস্ত্র। (শব্দরত্না°) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-অপ, ততঃ কন্। (পুং) ৩ বনমুদ্গ, চলিত মুগানী। (হেম) ৪ পপটক, চলিত ক্ষেৎপাপড়া। (রাজনি°) ৫ প্রিয়ঙ্গু নামক তৃণধান্তভেদ, চলিত চীনাধান, কাংনীধান। ইহার পর্য্যায়—স্থূলকঙ্গু, রুক্ষ ও স্থূলপ্রিয়ঙ্গু। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ, কষায় ও বাতপিত্তকর। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ হ্রস্ববদরী ফল। (মদ° ব° ৬) বর স্বার্থে কন্। (পুং) ৭ প্রার্থনাবিশেষ।
"স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণম্।
দ্বিতীয়ং বরকং বব্রে পিতৄণাং পাবনেচ্ছয়া॥"(মহাভা° ৩।১০৭।৫৩)

বরকৎ (আরবী) আশীর্ব্বাদ। সৌভাগ্য। দেবানুগ্রহ।

বরকন্দাজ (পারসী) বন্দুকধারী সৈন্য।

বর্‌কন্নার্ (পারসী) ১ বিশ্রাম। ২ দার্ঢ্য।

বরকল্যাণ (পুং ক্লী) রাজভেদ।

বরকন্দা (স্ত্রী) ক্ষীরীশ বৃক্ষ। (প° মু°)

বরকাষ্ঠিকা (স্ত্রী) ১ বৃক্ষভেদ। ২রাটিকা।

বরকীর্ত্তি (স্ত্রী) পঞ্চতন্ত্রোক্ত ব্যক্তিবিশেষ।

বরক্রতু (পুং) বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ক্রতবো যস্য শতাশ্বমেধিত্বাৎ তথাত্বং। যদ্বা বরঃ ক্রতুর্যস্মাৎ শতক্রতুত্বাৎ তথাত্বং। ইন্দ্র। (হেম)

বরকোদ্রব (পুং) কোবিদারবৃক্ষ। (রাজনি°)

বরখাস্ত (পারসী) কর্ম্মে জবাব।

বরখেলাফ (পারসী) বিপরীতে।

বরখেলাফী (পারসী) বিপরীত ভাব।

বরগ (ক্লী) নগরভেদ।

বরগা (দেশজ) গৃহচ্ছাদস্থ কাষ্ঠখণ্ড, দুইটী কড়ির উপরে এড়ো ভাবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দেওয়া এবং তদুপরি টালি ছাওয়া যায়।

বরগী (দেশজ) মহারাষ্ট্রদস্যু। [পবর্গে বর্গী ও মহারাষ্ট্র দেখ।]

বরঘণ্টিকা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ। বরঘণ্টী নামেও পরিচিত।

বরঙ্গল, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর, হায়দরাবাদ নগর হইতে ৪৩ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৫৮´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪০´পূঃ। এই নগর নিজামের শাসনাধীন। ইহার পশ্চিমোপকণ্ঠে করিমাবাদ (৪৫৬৫ জনসংখ্যা) এবং এক মাইল উত্তর পশ্চিমে মৎবারা (৮৮১৫ জনসংখ্যা) নগর আজিও বরঙ্গলের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে।

প্রাচীন তেলিঙ্গ রাজ্যের অন্ধ্রবংশীয় হিন্দু নরপতিগণের সমৃদ্ধি সময়ে এই নগর রাজধানী রূপে গণ্য হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রকৃত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন তেলিঙ্গানা আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি রাজ্য জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া বহুক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হন। এই সময় হইতেই মুসলমান ইতিহাসে বরঙ্গলের প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে মালিক কাফুর বরঙ্গল দুর্গ অবরোধ পূর্ব্বক অধিকার করেন এবং তথাকার হিন্দু নরপতিকে কর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দীন্ তোগলকের রাজত্বকালে মুসলমানগণ পুনরায় বরঙ্গল অধিকার করে বটে, কিন্তু অধিক-দিন নির্ব্বিরোধে রাজ্যপালন করিতে পারে নাই; কারণ মহম্মদ তোগলকের শাসনকালে হিন্দুগণ পুনরায় নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিয়া লয়।

অতঃপর দাক্ষিণাত্যে বাহ্মণী রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হইলে এতদুভয় জনপদবাসী হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলরাজ হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির জন্য আবেদন পাঠাইলে পুনরায় উভয় পক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বরঙ্গলরাজ গোলকোণ্ডা রাজ্য হারাইতে বাধ্য হন এবং তাঁহার পুত্র বন্দিভাবে বাহ্মণীরাজ সমীপে নীত ও নিহত হইয়াছিলেন। উক্ত হিন্দুরাজ্যের অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ১৫১২ হইতে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হস্তগত করিয়া কুলী কুতবশাহ কুতবশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গোলকোণ্ডায় তাহার রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে এখনও অনেক হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নয়নপথে সমুদিত হইয়া থাকে। [সাতবাহন বংশ ও গোলকোণ্ডা দেখ।]

বরঙ্গাওন (বরণগাঁও), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভুষাবল উপবিভাগের সদর হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এইস্থানের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ছিল। ভুষাবলে বিভাগীয় সদর স্থাপিত হওয়ায় এই স্থান ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজ এই স্থান ইংরাজ করে সমর্পণ করেন। ইহার পূর্ব্বে এই নগর যথাক্রমে মোগল, নিজাম ও পেশবাদিগের অধিকারে ছিল। মিউনিসিপালিটি থাকায় নগরের শোভা ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই।

বরচন্দন (ক্লী) বরং শ্রেষ্ঠং চন্দনং। ১কালীয় চন্দন। ২দেবদারু।

বরজ (ত্রি) জ্যেষ্ঠ। (পা ৬।৩।১৬, বরেজ পাঠও দেখা যায়

বরজ (দেশজ) ১ যেখানে পর্ণলতার চাষ হয়। একটী ক্ষেত্রের চারিদিক্ বাঁখারি ও পাখাটী দিয়া ঘিরিয়া ও তাহার উপরে ছাদের ন্যায় পাখাটীর আচ্ছাদন বাঁধিয়া যে গৃহাকার পর্ণক্ষেত্র রচিত হয়, তাহা পানের বরজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ২ ব্রজবুলিতে "ব্রজ" শব্দ অপভ্রংশে 'বরজ' লিখিত হইয়া থাকে।

বরজ, ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ°৩০।৪৭-১৫৪)

বরজানুক (পুং) ঋষিভেদ।

বরজীবন্ (পুং) সঙ্কর জাতিবিশেষ। ১ ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত। ২ গোপ ও তন্তুবায়ের সংযোগ উৎপন্ন জাতি।

বরঞ্চ (অব্য) সংস্কৃত বরং—চ যোগে নিষ্পন্ন। ইহাপেক্ষা ভাল।

বরট (ক্লী) ব্রিয়তে ইতি বৃ-অটন্, (শকাদিভ্যোঽটন্। উণ্ ৪।৮১) ১ কুন্দপুষ্প। (শব্দরত্না°) বরতি সেবতে সরোবর-মিতি বৃঞ্-সেবায়াং অটন্। (পুং) ২ হংস। (মেদিনী) ৩ বেদিকা, কীটবিশেষ, চলিত বোলতা। ইহার পর্য্যায়—গন্ধোলী, বরটা, গন্ধোলি, বরলা, বরলী, ক্ষুদ্রা, ক্রুরা, ক্ষুদ্রবর্ব্বণা। (রাজনি°)

বরটক (পুং) কুস্তবীজ। [বরট দেখ।]

বরটা (স্ত্রী) বরট-টাপ্। ১ হংসী।

"মদেকপুত্রা জননী জরাতুরা
নবপ্রসূতির্বরটা তপস্বিনী।" (নৈষধ ১।১৩৫)

২ কুসুম্ববীজ। ইহার গুণ—
"বরটা মধুরা স্নিগ্ধা রক্তপিত্তকফাপহা।
কষায়া শীতলা গুর্ব্বী স্যাদবৃষ্যানিলাপহা॥" (ভাবপ্র০পূ০প্র)০
৩ বরলা, অগ্নিপ্রকৃতি কীটভেদ, চলিত বোল্‌তা। ৪ বঙ্গ।

বরটী (স্ত্রী) বরট-জাতৌ ঙীষ্‌। ১ হংসী। (মেদিনী০) ২ গন্ধোলী। (ত্রিকা০)
"সূক্ষ্মতুণ্ডোচ্চিটিঙ্গ-বরটীশতপদীশূকবলভিকাশৃঙ্গী-
ভ্রমরাঃ শূকতুণ্ডবিষাঃ।" (সুশ্রুত কল্পস্থান ৩ অঃ)

বরট্টিকা (স্ত্রী) কুসুম্ববীজ। পর্য্যায়—বরটা। ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু, অবৃষ্য ও বায়ুহর। (ভাবপ্র০)

বরণ (ক্লী) বৃ-ভাবে ল্যুট্‌। ১ মনোনয়ন বা পছন্দ করিয়া কার্য্যে নিয়োজন। যাহাকে কোন মঙ্গল কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতেছে, তৎপ্রতি শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাঁহার সম্মাননারূপ তদীয় সর্ব্বাঙ্গের সম্বর্দ্ধনা। ২ কন্যাবিবাহে বর-বরণের রীতি।
"ন চ বিপ্রেষ্বধীকারো বিদ্যতে বরণং প্রতি।
স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়াণামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ॥" (মহাভা° ১।১৯০।৭)

হোমসাধ্য যে কোন বিহিত কর্ম্মেই হোম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যজমান আপন শিষ্ট ও বিনীতভাব দেখাইবার জন্য আচার্য্য প্রভৃতিকে স্বয়ং বরণ করিয়া দিবেন। আচার্য্য প্রভৃতি বরণীয় ব্রাহ্মণদিগকে গন্ধাদি দ্বারা প্রীতি বিধান করিয়া কর্ম্ম-করণার্থ প্রেরণ করার নামই বরণ। দানবাচন, অন্নাবস্ত্র, বরণ ও ব্রত প্রভৃতি স্থলে যজমান-কর্ত্তৃতাই বুঝিতে হইবে। বরণ-কালীন যজমানকে পূর্ব্বমুখ এবং আচার্য্য প্রভৃতিকে উত্তরমুখ হইয়া বসিতে হইবে।

"সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখঃ।" (স্মৃতি)

কাত্যায়ন বরণবিধি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—প্রথমে যজমান আসন আনিয়া বলিবেন,—'সাধু ভবান্‌ আস্তা-মর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং।' বরণীয় ব্রাহ্মণ উত্তর করিবেন, 'সাধ্বহমাসে' হরিশর্ম্মা বলেন—'অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং' এই কথার পর 'অর্চ্চয়' এইরূপ প্রতিবচন প্রযোজ্য। (সংস্কারতত্ত্ব)

যে কর্ম্মে বরণ করিতে হইবে, তাহাতে নিম্নোক্তরূপ সঙ্কল্প করিয়া বস্ত্র ও উপবীতাদি দিতে হইবে।

যাহাকে বরণ করিতে হইবে তাহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া "বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং অমুককর্ম্মকরণায় এভির্বস্ত্রপুষ্পমাল্যাদিভিরভ্যর্চ্চ ভবন্তমহং বৃণে" এবং ঋত্বিক্‌, "বৃতোঽস্মি" বলিবেন। পরে যজমান বলিবেন—"যথাবিহিতং অমুক কর্ম্ম কুরু।" ঋত্বিক্‌ 'যথাজ্ঞানং করবাণি' এই কথা বলিবেন।

এইরূপে ঋত্বিক্‌ বরিত হইয়া তাঁহার সঙ্কল্পিত কর্ম্ম আরম্ভ করিবেন। যজমান নিজে কর্ম্ম করিতে না পারিলে পুরোহিত প্রভৃতিকে বরণ করিয়া দিবেন, পুরোহিত ঐ পূজাদি কর্ম্মে ব্রতী হইয়া কার্য্য সমাধা করিবেন। বিবাহেও জামাতাকে প্রথমে বরণ করিয়া পরে কন্যাসম্প্রদান করিতে হয়। বিবাহে বরণ স্থলে বর ও কন্যার উদ্ধতন তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিয়া বরণ করিতে হয়।

"বিবাহে যো বিধিঃ প্রোক্তো বরণে স বিধিঃ স্মৃতঃ।
বাক্যং ত্রৈপুরুষিকং কার্য্যং ত্রিবাবৃত্তিবিবর্জ্জিতে॥"(উদ্বাহতত্ত্ব)

বিবাহে বরণবাক্য এইরূপ হইবে। সংপ্রদাতা বরের দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া—বিষ্ণুরোম্‌ তৎসদোমদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুক-প্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রং অমুকগোত্রং অমুকপ্রবরং শ্রীঅমুকদেব-শর্ম্মাণং বরং; অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং অমুকগোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং শ্রীঅমুকীদেবীং কন্যাং দাতুমেভির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে" বলিবেন। পরে জামাতা 'বৃতোঽস্মি' বলিবেন। যথাবিধি বরণ করিয়া দিলে তবে তাহার কার্য্যে অধি-কার হয়, এইজন্য ব্রতাদিতে পুরোহিতাদিকে বরণ করিতে হয়।

প্রতিনিধি বা উপযুক্ত ব্যক্তিনিয়োগের নামই বরণ। যেমন রাজপদে বরণ। এই জন্য মাঙ্গলিক কার্য্যাদিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সম্মানার্থ কতকগুলি মাঙ্গলিক দ্রব্য দ্বারা তাহার সম্বর্দ্ধনা করা হইয়া থাকে। যে পাত্রে ঐ মাঙ্গলিক দ্রব্যগুলি একত্র সন্নিবেশিত থাকে, তাহাকে বরণডালা বলে।

২ বেষ্টন। ৩ পূজার্চ্চনাদি। (পুং) ৪ প্রাকার। ৫ বরুণবৃক্ষ। (অমর) ৬ উষ্ট্র। ৭ সংক্রম, চলিত সাঁকো। (হলায়ুধ)

বরণক (ত্রি) বরণকারী। আচ্ছাদন।

বরণডালা (দেশজ) মাঙ্গলিক দ্রব্যপূর্ণ একখানি পিত্তলের থালা বা বংশখণ্ডনির্ম্মিত গোলাকার ডালা। কুলকামিনীগণ সে পাত্রে খুরি রাখিয়া তাহাতে নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলি সাজাইয়া দেন। পুরোহিত তাহার একটী একটী তুলিয়া বরকে বরণ করেন। স্ত্রী-আচারের সময়ে সধবা কামিনীগণও কএকখানি ঐরূপ পাত্র বিভিন্ন দ্রব্যে সাজাইয়া মাথায় লইয়া বরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং নির্ম্মঞ্ছন করে।

বরণডালার দ্রব্য :—মহী (মৃত্তিকা), শ্বেতচন্দন, শিলা (নুড়ি), ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, হরিদ্রা, চাউল, সোণা, রূপা, তামা, শ্বেতসর্ষপ, দর্পণ, সূত্র, চামর, দীপ, লোহ।

বরণমালা (স্ত্রী) বরণায় যা মালা। বরণস্রজ্, বরণসময়ে যে পুষ্পমাল্যাদি দেওয়া যায়।

বরণসী (স্ত্রী) বারাণসী। (শব্দরত্না°)

বরণস্রজ্ (স্ত্রী) বরণমালা। (রাজতর° ১।৬১)

বরণা, পঞ্জাবদেশোদ্ভবা একটী নদী। (পা ৪।২।৮২) প্রাচীন গ্রীক ভৌগলিকগণ ইহাকে Aornos নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে আটকের বিপরীত দিকে প্রবাহিত। ইহা এখন বরণস নামে খ্যাত।

বরণা (স্ত্রী) বরণ-টাপ্। নদীবিশেষ। (শব্দরত্না°) এই নদী বারাণসীর উত্তর সীমা এবং অতিশয় পুণ্য নদী। এই নদীতে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি পাতক বিদূরিত হয়। বিষ্ণুর দক্ষিণপাদ হইতে এই নদী এবং বাম পাদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গতা হইয়াছে, এই জন্য এই দুই নদীই পুণ্যবর্দ্ধিনী ও পাপনাশিনী। এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তীস্থান বারাণসী নামে খ্যাত। ইহার তুল্য পুণ্য স্থান স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে আর নাই। (বামনপু° ৯ অ°)

২ তুবরী। (নকুল ১৩অ°) চলিত অড়হর কলাই।

বরণীয় (ত্রি) বৃ-অনীয়র্। বরণের যোগ্য, যাহাকে বরণ করা যায়, বরণার্হ। ২ প্রার্থনীয়। ৩ শ্রেষ্ঠ।

বরণ্ড (পুং) বৃণোতীতি বৃ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃ বৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ অণ্ডরাবেদি, চলিত বারাণ্ডা। ২ সমূহ। ৩ মুখরোগভেদ, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বড়িশ-সূত্র, গাঁঠরী।

বরণ্ডক (পুং) বরণ্ড স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ মাতঙ্গবেদি, হাতীর হাওদা। ২ যুধ্যমান গজদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিনী ভিত্তি, দেওয়াল। ৩ যৌবনকণ্টক, চলিত বয়সফোড়া। (মেদিনী) ৪ বর্ত্তুল, গোল। (ত্রি) ৫ বিশাল। ৬ ভীত। ৭ কৃপণ। (শব্দরত্না°) ৮ বরণ্ডশব্দার্থ।

বরণ্ডা (স্ত্রী) বরণ্ড-টাপ্। ১ সারিকা। ২ বর্ত্তি। ৩ শস্ত্রভেদ।

বরণ্ডালু (পুং) বরণ্ড এব আলুরত্র। এরণ্ড বৃক্ষ, কন্দশাক-বিশেষ। (ত্রিকা°)

বরতরফ্ (পারসী) কার্য্য হইতে জবাব দেওয়া।

বরতরফী (পারসী) যাহাকে বরতরফ্ করা হইয়াছে, যাহাকে জবাব দেওয়া হইয়াছে।

বরতনু (ত্রি) ১ সুন্দরী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রত্যেক চরণে ১২টী অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২,৩,৪,৬,৭,৯,১১ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

বরতন্তু (পুং) একজন প্রাচীন ঋষি। "কৌৎসঃ প্রপেদে বরতন্তু-শিষ্যঃ" (রঘু) বহু বচনে বরতন্তুর বংশধর বুঝায়।

বরতিক্ত (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠস্তিক্তস্তিক্তরসো যস্য। ১ কুটজ বৃক্ষ, কুড়চি গাছ। ২ নিম্ববৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ পর্পটক, ক্ষেত পাপড়া। ৪ রোহিতক বৃক্ষ, রয়না গাছ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

বরতিক্তিকা (স্ত্রী) বরতিক্ত স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বং। ১ পাঠা, আকনাদি। 'বরতিক্তকা' এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বরতোয়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (শত্রুঞ্জয়মা° ১।৫৪)

বরৎকরী (স্ত্রী) রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ°)

বরত্রা (স্ত্রী) ব্রিয়তেঽনেনেতি বৃ (বৃঞশ্চিৎ। উণ্ ৩।১০৭) ইতি অত্রন্ টাপ্। হস্তিকক্ষ-রজ্জু, করিবন্ধন, চলিত কাছদড়ী। পর্য্যায় —চূষা, কক্ষ্যা, কক্ষা। ২ চর্ম্মরজ্জু। (ঋক্ ১০।৬০।৮)

বরত্বচ (পুং) বরা হিতকরী ত্বচা যস্য। ১ নিম্ববৃক্ষ। (রত্নমালা)

বরদ (ত্রি) বরং দদাতীতি দা (আতোঽনুপসর্গেতি। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ অভীষ্টদাতা, পর্য্যায়— সমর্দ্ধক, বাঞ্ছিতার্থদ। "বরদং তং বরং বব্রে সাহায্যং ক্রিয়তাং মম।" (ভারত ১।২।২১৭)

২ প্রসন্ন, যিনি অভিলষিত বরপ্রদান করেন।

বরদ, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থিত শোণনদতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৮।৩৭)

২ বঙ্গের একটী প্রাচীন বিভাগ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১০।৩)

বরদ, দাক্ষিণাত্যবাসী একজন সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত, তোণ্ডীর-মণ্ডলে ইহার বাস, ইহার পিতার নাম শ্রীনিবাস। ইনি অনঙ্গ-জীবন নামে একখানি ভাণ রচনা করেন।

বরদকবি, কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

বরদক্ষিণা (স্ত্রী) ১ বিবাহকালে কন্যার পিতা বরকে যে যৌতুক বা উপহার দেন। ২ নষ্টবস্তু উদ্ধারের যে বৃথা খরচ পত্র হয়, তাহাকে বরদক্ষিণা বলা যায়।

বরদচতুর্থী (স্ত্রী) বরদা চতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী।

বরদত্ত (ত্রি) ১ বর বা অনুগ্রহরূপে প্রাপ্ত।

বরদদেশিকাচার্য্য, ১ কাঞ্চীবাসী সুদর্শনের পুত্র, ইনি 'বসন্ত-তিলক' নামে একখানি ভাণ রচনা করেন।

২ একজন দার্শনিক। ইনি তত্ত্বত্রয় ও বেদান্তকারিকাবলী নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদনাথ, তত্ত্বত্রয়চুলুকার্থসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ইহার পুত্র ঐ গ্রন্থের উপর রহস্যত্রয়চুলুক নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বরদনায়কসূরি, দাক্ষিণাত্যের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। ইনি তত্ত্বনিরূপণ নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

বরদমূর্ত্তি, বাজপেয়াদি সঙ্কল্পনির্ণয় নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদযোগ, বাঙ্গালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। (ভবিষ্য-ব্রহ্মখ°৩৮।২২) বর্ত্তমান নাম বজ্রযোগিনী। [বজ্রযোগিনী দেখ।]

বরদরাজ, ১ একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি তর্ককারিকা, তার্কিকরক্ষা এবং সারসংগ্রহ নামে তার্কিকরক্ষার টীকা রচনা করেন।

২ একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ, ইহার পিতার নাম দুর্গাতনয়। পাণিনি-ব্যাকরণ আশ্রয় করিয়া ইনি গীর্ব্বাণপদমঞ্জরী, মধ্যসিদ্ধান্ত-কৌমুদী, লঘুকৌমুদী এবং সারসিদ্ধান্তকৌমুদী বা সারকৌমুদী নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

৩ একজন বিখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত, বামনাচার্য্যের পুত্র ও অনন্ত নারায়ণের পৌত্র। ইনি ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্য, নিধানসূত্রবৃত্তি, প্রতিহারসূত্রবৃত্তি, মশককল্পসূত্রভাষ্য এবং বরদরাজদীক্ষিতীয় নামক শ্রৌতগ্রন্থরচয়িতা।

৪ একজন মীমাংসক, রঙ্গরাজের পুত্র, দেবরাজের পৌত্র এবং সুদর্শনাচার্য্যের শিষ্য, মীমাংসানয়বিবেকদীপিকাপ্রণেতা।

৫ একজন নৈয়ায়িক, রামদেবমিশ্রের পুত্র, হরিদাসের ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকার একজন টিপ্পনীকার।

৬ শিবসূত্রবার্ত্তিকরচয়িতা।

৭ ব্যবহারকাণ্ড বা ব্যবহারনির্ণয়প্রণেতা।

৮ যাগপ্রায়শ্চিত্তব্যাখ্যাকার।

৯ আনন্দতীর্থ রচিত মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ের মন্দ-সুবোধিনী নামে টীকাকার।

১০ ভাষামঞ্জরী ও প্রমাণপদার্থ নামক ব্যাকরণ-গ্রন্থরচয়িতা।

১১ ন্যায়দীপিকাপ্রণেতা।

১২ তত্ত্বনির্ণয় নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

১৩ কিরণাবলীর জনৈক টীকাকার।

১৪ পুরুষসূক্তের জনৈক ভাষ্যকার।

১৫ কবিজনবিনোদ নামে সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ আচার্য্য, নামমাতৃকানিঘণ্টুরচয়িতা।

বরদরাজ চোলপণ্ডিত, বিবেকতিলক নামধেয় রামায়ণের জনৈক টীকাকার।

বরদরাজভট্ট, সামান্যপদমঞ্জরী নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বরদরাজ ভট্টারক, কামন্দকীয় নীতিসারের টীকাকার।

বরদরাজীয় (ত্রি) বরদরাজলিখিত।

বরদর্শিনী (স্ত্রী) দেখিতে সুলক্ষণা বা সুন্দরী। (রামায়ণ ২।৫৫,২) কেহ বরবর্ণিনী এই পাঠ অনুমান করেন।

বরদবিষ্ণুসূরি, জৈন সূরিভেদ।

বরদা (স্ত্রী) বরদ-টাপ্। ১ কন্যা। (মেদিনী) ২ আদিত্য-ভক্তা। ৩ অশ্বগন্ধা। (ভাবপ্র°) ৩ অভীষ্টফলদাত্রী। ৪ প্রসন্ন-চিহ্নসূচক হস্তাদি বিন্যাসরূপ মুদ্রাবিশেষ। ৬ সুবর্চ্চলা, চলিত হুড়হুড়ে। ৫ বারাহীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

বরদা, হিমপাদবিনিঃসৃত নদীভেদ। (হিমবৎখ° ৪।৬৯) এখানে অষ্টাদশভুজা দেবীমূর্ত্তি বিরাজিতা। (হিম° ৪১।৩৯-৪৪)

বরদা (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

বরদাচতুর্থী (স্ত্রী) বরদাখ্যা চতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থী। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন গৌরীপূজা করিতে হয়, এই দিন গৌরীপূজা করিলে তিনি বরদায়িনী হইয়া থাকেন, এইজন্য এই চতুর্থীকে বরদাচতুর্থী কহে। এই তিথিতে গৌরীপূজা করিলে সৌভাগ্য ও অতুল শ্রী লাভ হয়। এই চতুর্থীতে গৌরী পূজা করিয়া পঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা করিতে হয়।

"চতুর্থী বরদা নাম তস্যাং গৌরী সুপূজিতা।
সৌভাগ্যমতুলং কুর্য্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ং॥" (তিথিতত্ত্ব)

বরদাচার্য্য, কয়েকজন বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যথা—

১ অনঙ্গব্রহ্মবিদ্যাবিলাস ও অম্বালভাণ নামে ভাণরচয়িতা।

২ অধিকারসংগ্রহ-ভাষ্যকার।

৩ অভয়প্রদান ও অভয়প্রদানসার-প্রণেতা।

৪ উৎপ্রেক্ষামঞ্জরী নামে অলঙ্কার-গ্রন্থরচয়িতা।

৫ কান্তালীয়খণ্ডনমণ্ডনকার।

৬ পরতত্ত্বনির্ণয়কার।

৭ কারিকাদর্পণপ্রণেতা।

৮ প্রমেয়মালা নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

৯ ভগবদ্ধ্যানমুক্তাবলীকার।

১০ মঙ্গলময়ূরমালিকা নামে অলঙ্কার গ্রন্থরচয়িতা।

১১ যতিরাজবিজয় বা বেদান্তবিলাসনাটককার।

১২ বিরোধপরিহারকার।

১৩ ব্যাকরণলঘুবৃত্তিপ্রণেতা।

১৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ভাষ্যকার।

১৫ সাবিত্রী-পরিণয় নামে কাব্যরচয়িতা।

বরদারু (পুং) দদাতীতি দা তুন্, বরস্য দাতুঃ। বৃক্ষবিশেষ, শাকবৃক্ষ, সেগুণগাছ, হিন্দী ভুঁইসহ, পর্য্যায় ভূমিসহ, দ্বারদারু, খরচ্ছদ। গুণ—শিশির ও রক্তপিত্তপ্রশমন। (ভাবপ্র°)

বরদাতৃ (ত্রি) দা-তৃণ্, বরস্য দাতা। অভীষ্ট ফলপ্রদাতা, যিনি বর দেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বরদাত্রী।

বরদাধীশ যজ্বন্, একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত বেঙ্কটাধীশের পুত্র। ইনি প্রয়োগবৃত্তি ও প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপিকা রচনা করেন।

বরদান (ক্লী) বরস্য দানং। অভিলষিত বিষয়-প্রদান।

বরদানময় (ত্রি) বরদান স্বরূপে ময়ট্। বরদান স্বরূপ।

বরদানিক (ত্রি) বরদানসম্বন্ধীয়।

বরদাভূমি, জনপদভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ০ ৬।২৭)

বরদাযোগিনী, বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী। এখানে গৌড়াধিপ রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী) বর্ত্তমান নাম বজ্রযোগিনী।

বরদার্ (পারসী) ১ বেহারা। (ত্রি) ২ ধারণকারী।

বরদারী (পারসী) বেহারার কার্য্য।

বরদারু (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (Tectona Grandis) (ত্রি) শ্রেষ্ঠদারু। অশ্বত্থ বটাদি সুবৃহৎ বৃক্ষ।

বরদারুক (পুং) বৃক্ষভেদ। ইহার পত্রগুলি বিষময়।

বরদাশ্বস্ (ত্রি) বরদ।

বরদাস্ত (পারসী) সহ, সহিষ্ণুতা।

বরদেব, একজন বাঠোর রাজবংশপ্রতিষ্ঠাতা। ইনি কামধ্বজ উপাধিধারী ত্রয়োদশ মহাশাখার একতমের আদিপুরুষ। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকর্ত্তৃক বারাণসী ও ৮৪টী নগরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক পাবকপুরে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ পাবক কামধ্বজ নামে খ্যাত।

বরদ্রুম (পুং) বৃহদাকার বৃক্ষভেদ। অগুরুভেদ। (Agallochum)

বরধর্ম্ম (পুং) শ্রেষ্ঠকার্য্য।

বরধর্ম্মকৃৎ (ত্রি) অপরের মঙ্গলজনক কার্য্যকারী।

বরনারী (স্ত্রী) সুন্দরী স্ত্রী।

বরনিশ্চয় (ত্রি) পতিনির্ব্বাচন।

বরন্দা (দেশজ) তৃণবিশেষ। সম্ভবতঃ বালাণ্ডা ঘাস, যাহাতে মাদুর প্রস্তুত হয়।

বরপক্ষ (পুং) বরযাত্র।

বরপাত্র (দেশজ) বর।

বরপক্ষিণী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ।

বরপক্ষীয় (ত্রি) বরের সম্পর্কীয় বা বরযাত্রসম্বন্ধীয়।

বরপণ্ডিত, কথাকৌতুক নামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

বরপর্ণাখ্য (পুং) বরাণি পর্ণান্যস্য, বরপর্ণেতি আখ্যা যস্য। ক্ষীরকঞ্চুকী বৃক্ষ। চলিত ক্ষীরকড়ার। (রত্নমা°)

বরপীত[ক] (পুং) হরিতাল।

বরপুত্র (পুং) যিনি দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। যেমন কালিদাস সরস্বতীর বরপুত্র।

বরপোত (পুং) শ্রেষ্ঠ শাক। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

বরপ্রদ (ত্রি) বরং প্রদাতীতি দা-ক। বরদাতা, যিনি বর প্রদান করেন। স্ত্রিয়াং টাপ্=বরপ্রদা—লোপামুদ্রা।

বরপ্রদান (ক্লী) বরস্য প্রদানং। বরদান, বর দেওয়া।

বরপ্রভ (ত্রি) ১ অতি প্রভাবিশিষ্ট। বোধিসত্ত্বভেদ।

বরপ্রস্থান (ক্লী) বরযাত্রা। বিবাহনিমিত্ত আত্মীয় কুটুম্বসহ বরের কন্যালয়ে আগমন।

বরফ (পারসী) তুষার। জল জমিয়া শ্বেতবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় হইলে তাহাকে বরফ কহে। [পবর্গে দেখ।]

বরফল (পুং) বরং ফলমস্য। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (ক্লী) ২ নারিকেল ফল। ৩ শ্রেষ্ঠফল।

বরবাহ্লীক (ক্লী) কুঙ্কুম। জাফরান্।

বরযাত্রা (স্ত্রী) বরস্য যাত্রা। বিবাহ করিতে বরের কন্যাগৃহে গমন। পৃথিবীর কি সভ্য কি অসভ্য সকল সম্প্রদায়ের সকল জাতির ভিতরই বরযাত্রা প্রথা প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ-পদ্ধতি সকল জাতির সমান নহে। আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন উৎসব ও আমোদের রীতি নীতি এবং আদব কায়দাগুলি এক একটু করিয়া উলাট পালট হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন শুধু যে উচ্চ সম্প্রদায়ের ভিতর ঘটিতেছে তাহা নয়; উচ্চ সম্প্রদায়ের যথাসম্ভব আদর্শ লইয়া ধীরে ধীরে নিম্ন সম্প্রদায়ের সাজ-সজ্জা, চাল-চলন, রীতি-পদ্ধতি প্রভৃতি গঠিত হইতেছে। এরূপ পরিবর্ত্তনের প্রথা কালের হিল্লোলে ভাসিয়া সকল জাতিকেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে বরিয়া লইতে হইতেছে। তবে কথা এই, বাহিরের চাল-চলনাদির পরিবর্ত্তন-পরিমার্জ্জন কিছু কিছু হইলেও কোন জাতিই এ সকল ব্যাপারে আপন আপন ধর্ম্মোজ্জ্বল কর্ম্মক্রম এখনও ত্যাগ করেন নাই।

বাঙ্গলার সর্ব্ববর্ণের হিন্দু—বিশেষতঃ উচ্চ বর্ণ ধনী হিন্দুগণের মধ্যে এই বরযাত্রা স্থানভেদে কচিৎ কোথাও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকার দেখা যায়। তবে এই ব্যাপারের মাঙ্গলিক ধর্ম্মকর্ম্মগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই সমান।

যাত্রা করিবার পূর্ব্বে অবস্থানুসারে বরের সাজ-সজ্জা হয়। কোন কোন বর হয় ত কিরীট-কুণ্ডল-কঞ্চুকাদি-মণ্ডিত হইয়া যাত্রা করেন এবং কাহাকেও বা শুদ্ধ বসনে শুদ্ধ উত্তরীয়ে আবৃত হইয়া যাত্রা করিতে হয়। তবে ধনীর ত কথাই নাই, বর দরিদ্র হইলেও বরযাত্রা ব্যাপারটীতে সর্ব্বত্রই সমৃদ্ধিসম্পদের কিছু না কিছু পরিচয় থাকিবেই। অতি দরিদ্র নিরক্ষর ব্যক্তিও ভাবী শ্বশুরভবনে প্রথমগমনে সম্ভবমত স্ব স্ব সম্পন্ন ও সমৃদ্ধভাবেরই পরিচয় দেয়।

বর উপবাসী থাকিয়া যথাকালে যাত্রা করে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বরের ললাটফলক চন্দন-চর্চ্চিত হয়। বাড়ীর রমণীগণ বরের ললাটে শ্বেত চন্দন লেপিয়া দেন এবং বরের বিঘ্নবিনাশের

জন্ত তাহার চন্দনাঙ্কিত ললাট মধ্যে 'দুর্গা বা হরি' প্রভৃতি ভগবৎ নাম লিখিয়া রাখেন। যাত্রাকালে একটী দধি-মধু-লাঞ্ছিত সফলপল্লব পূর্ণকুম্ভ বরের সম্মুখে রাখা হয়। বর তাহার দিকে তাকাইয়া 'দুর্গা গণেশ মাধব' প্রভৃতি ভগবৎ নাম স্মরণ করিতে করিতে যাত্রা করে। এই সময় গুরু পুরোহিত কিংবা অন্ত কোন্ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা' প্রভৃতি যাত্রামঙ্গল মন্ত্র পাঠ করেন, বর যাত্রা করিয়া অগ্রে দেব, ব্রাহ্মণ ও পিতামাতা প্রভৃতি অন্যান্য নমস্তবর্গকে প্রণাম বা নমস্কার করে। তখন নমস্কৃত ব্যক্তিগণ বরকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকেন। এই সময় আত্মীয় কুটুম্ব রমণীগণ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করেন। অনেক স্থানে দেখা যায়, রমণীগণ পাঁচ সাত জনে মিলিয়া এই সময় মাঙ্গলিক সঙ্গীত গাইতে থাকেন। পূর্ণকুম্ভের পার্শ্বে একখানি বরণ-ডালা থাকে। এই বরণ ডালায় স্বস্তিক, সিন্দুর, ধান্য, দূর্ব্বা, প্রদীপ প্রভৃতি বহু মাঙ্গলিক দ্রব্য সজ্জিত রাখিতে হয়। বর যাত্রা করিয়া যাইবার সময় কোন রমণী দুগ্ধ দিয়া তাহার হাত ধুয়াইয়া দেন।

দেশভেদে প্রথামত কলার মাঝ, মাছ-কাটারী, ছুরী, কাটারী জাঁতি দর্পণাদি বামহস্তে লইয়া বর ঘর হইতে বাহির হইয়া আইসেন। এইবার বরের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় অন্তরঙ্গ প্রভৃতিও চলিতে থাকেন। অবস্থাভেদে ও চলাচলের সুবিধাবিশেষে বর যান, নৌকা, পাল্কী, বা অশ্বে গমন করেন। অবস্থাপন্ন বড় ঘরের বর, পথের সুগম ও সুযোগ হইলে প্রায়ই হস্তী, চতুর্দ্দোল বা মূল্যবান্ অশ্বযানে যাত্রা করিয়া থাকেন।

রাজা জমীদারের ত কথাই নাই। যিনি ধনী অথচ সহরবাসী, তাঁহাদের বরযাত্রাব্যাপার বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য। যাঁহার ধন আছে, তিনি অন্য বাবদে যত ব্যয় করুন আর নাই করুন, বরযাত্রাব্যাপারে ঘরের গৃহিণী বা অন্য পরিজনের খাতিরে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রায়ই মুক্তহস্ত হইতে দেখা যায়। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বা মিশ্রবর্ণের চন্দ্রাতপ-রাজিত রৌপ্য বা পিত্তল দণ্ডমণ্ডিত বহু বাহক-বাহিত ঝালর-ঝলমলীকৃত সুন্দর চতুর্দ্দোলের লোহিত মখ্‌মল-মণ্ডিত বেদিকায় চড়িয়া কিরীট-কুণ্ডল কঞ্চুক পরিয়া কোন রাজপুত্র বা নবাবপুত্রবৎ বর চলিতে থাকেন। দুই পার্শ্বে দুইটী স্ত্রী বেশধারী বালক চামর লইয়া তাঁহাকে বাতাস করে, অন্যান্য বরযাত্রিকগণ অবস্থানুসারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশ ভূষা করিয়া বরের সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে থাকেন। সকলেই বেশ মিছিল বাঁধিয়া চলেন, নানা রঙ্‌ বেরঙের রোশনাই হয়। নানা ঢঙের দেশী বিদেশী বাজনা বাজে, কোথাও বা হরেক রকম বাজী পুড়ে। আশাসোটা লইয়া কোথাও বা ঢাল তরোয়াল ধরিয়া বিবিধ পাগড়ী-বাঁধা বহু সুসজ্জিত অনুচর সহচর কাতারে কাতারে বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া চলে; কাগজের হাতী, কাগজের অশ্ব, কাগজের নৌকা ও তদুপরি বাইনাচ, খেমটা নাচ প্রভৃতি কত কি রং-বেরং সং চলিতে থাকে। অগণিত আলোক-সজ্জায় দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। এরূপ মিছিল দেখিবার জন্য রাস্তার দুই ধারে দলে দলে লোক জমিয়া যায়।

বর যখন সদলবলে কন্যাকর্ত্তার বাড়ী গিয়া পৌছেন, তখন কন্যাকর্ত্তৃপক্ষ বর ও বরযাত্রিকদিগকে সসম্মানে মিষ্ট আহ্বানে গৃহে লইয়া যান।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শূদ্রাদি মধ্যে অবস্থানুসারে চলাচলের সুগম সুযোগে বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপই। তবে যাঁহাদের অর্থানুসার তেমন নাই, তাঁহারা সমারোহের ভাগ অনেকটা কমাইয়া দেন।

ভারতের, শুধু ভারতের বলি কেন—পৃথিবীর সভ্য অসভ্য সমৃদ্ধ অসমৃদ্ধ যাবতীয় জাতিরই বরযাত্রা ব্যাপার এইরূপ অল্প-বিস্তর আমোদ উৎসব ও সমারোহ আড়ম্বরেই পরিপূর্ণ। তবে জাতিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের রীতি পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। [বিবাহ দেখ।]

বরযাত্রিন্ (ত্রি) বরযাত্রা-অস্ত্যর্থে ইনি। যাহারা বরের অনুগমন করে। বরের সহিত যাহারা যায়, তাহাদিগকে বরযাত্রী কহে।

বরয়িতৃ (পুং) বর-ণিচ্-তৃচ্। ১ ভর্ত্তা, স্বামী, প্রণয়ী। ২ বরণকারয়িতা।

বরয়িতব্য (ত্রি) বর-ণিচ্-তব্য। বরণের যোগ্য। (হেম)

বরযু (পুং) ভারত বর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

বরযুবতি (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর হইবে। তাহার মধ্যে ১,৪,৬,৮,৯, ও ১৬ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"ভো নয়না নগৌ চ যস্তাং বরযুবতিরিয়ং" (ছন্দোম°)

২ রূপযৌবনসম্পন্না স্ত্রী।

বরযোগ্য (ত্রি) ১ বর, আশীর্ব্বাদ বা উপহার পাইবার যোগ্য। ২ বরণীয়।

বরয়োনিক (পুং) কেসর। (নিঘণ্টুপ্রকা°)

বররুচি (পুং) বরা রুচির্যস্য। একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও প্রসিদ্ধ কবি, তাঁহার অপর নাম পুনর্ব্বসু। (ত্রিকা°) অষ্টাধ্যায়ীবৃত্তি, একাক্ষরকোষ, একাক্ষরনিঘণ্টু, একাক্ষরনামমালা, একাক্ষরাভিধান, ঐন্দ্রনিঘণ্টু, কারকচক্রকারিকা, দশগণকারিকা, পত্র-কৌমুদী, প্রয়োগবিবেক, প্রয়োগবিবেকসংগ্রহ, প্রাকৃত-প্রকাশ, ফুল্লসূত্র (পুষ্পসূত্র), যোগশতক, রাক্ষসকাব্য, রাজনীতি, লিঙ্গ-বিশেষবিধি, লিঙ্গবৃত্তি, লিঙ্গানুশাসন, বররুচিবাক্যকাব্য, বাদ-

তরঙ্গিণী, বার্ত্তিক, শব্দলক্ষণ, শ্রুতবোধ ও সমাসপটল প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু বস্তুতঃই তিনি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তদ্বিষয়ে নানা সন্দেহ আছে। অনেকে স্ব স্ব গ্রন্থ প্রচারের জন্য বররুচির নামে প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। মহাকবি কালিদাসের নামেও অন্যের রচিত অনেকগ্রন্থ প্রচারিত দেখা যায়। একমাত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রাকৃত-প্রকাশ এবং বাক্যপদীয় আদি বররুচির রচনা বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ভোজপ্রবন্ধে তাঁহার রচিত অনেকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত আছে।

সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে, বররুচির অপর নাম কাত্যায়ন। তিনি বৈয়াকরণ পাণিনির সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণ অথবা তাঁহার নামে প্রচারিত বা তৎ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিসূত্রের বৃত্তি ও বার্ত্তিকাদি নানা ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখিয়া পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব সোমদত্তের পুত্র কাত্যায়ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু পাণিনির সূত্র ও বার্ত্তিক আলোচনা করিলে সূত্রকার ও বার্ত্তিককারকে কখনই এক সময়ের লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না, বরং সূত্রের বহু শতবর্ষ পরে বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। [পাণিনি দেখ।]

বার্ত্তিক ও প্রাকৃতপ্রকাশকারকেও আমরা অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না। প্রাকৃত-প্রকাশে বররুচির অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়া মনে হয় যে প্রাকৃত ও পালীভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎ-পত্তি ছিল। উক্ত গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কণকালে তাহার ভূমিকায় অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল্ লিখিয়াছেন, বররুচি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দের লোক ছিলেন। গারেট সাহেবের মতে তিনি খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে এবং চন্দ্রগুপ্তেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অভিধানকার হেমচন্দ্রবিরচিত স্থবিরাবলীচরিতে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় রাজা ৯ম নন্দের রাজত্বকালে মগধের অন্তর্গত পাটলীপুত্র নগরে বররুচি জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে নন্দবংশের আবির্ভাবকাল। এ দেশের অনেকেরই বিশ্বাস যে বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা জ্যোতির্ব্বিদাভরণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন,—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥" (নবরত্ন)

কিন্তু উক্ত নবরত্ন যে এক সময়ের লোক নহেন, শ্লোকটী কবিকল্পনামাত্র তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। [বরাহমিহির দেখ।]

নন্দবংশের উপাখ্যানে বররুচির অপরাপর বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। [নন্দ দেখ।]

২ শিব।

বররুচিতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (স্কান্দে নাগরখ° ১২৫ অঃ)

বররূপ (ত্রি) সুন্দর রূপবিশিষ্ট। (পুং) বুদ্ধভেদ।

বরল (পুং স্ত্রী) বৃণাতীতি বৃ-অলচ্। বরট। চলিত বোল্‌তা।

'বিষস্ফী ভৃঙ্গরোলো বরলস্তুণষট্‌পদঃ।' (শব্দমা°)

বরলব্ধ (পুং) বরঃ উৎকর্ষো লব্ধঃ পুষ্পেষু যেন। ১ চম্পকবৃক্ষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) বরেণ লব্ধঃ। ২ বরপ্রাপ্ত, যিনি বর দ্বারা লাভ করিয়াছেন। ৩ রক্তকাঞ্চন। ২ নাগকেশর চম্পক।

বরলা (স্ত্রী) বরল-টাপ্। ১ হংসী। (মেদিনী) ২ বরটা।

বরলী (স্ত্রী) বরল-ঙীষ্। বরটা। (জটাধর) চলিত বোল্‌তা।

বরবৎসলা (স্ত্রী) বরে জামাতরি বৎসলা। শ্বশুরভার্য্যা, শাশুড়ী। (শব্দমালা)

বরবরাহ (পুং) অসভ্য। বর্ব্বর বা কুঞ্চিত কেশযুক্ত বন্য মনুষ্য। ভাষাবিদ্‌গণ অনুমান করেন, এই শব্দ হইতে গ্রাক Barbaros, রোমক Barbarus ও ইংরাজী Barbarian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে,

বরবর্ণ (পুং) ১ সুবর্ণ। ২ শ্রেষ্ঠবর্ণ।

বরবর্ণিন্ (ত্রি) সুন্দর বর্ণশালী।

বরবর্ণিনী (স্ত্রী) বরঃ শ্রেষ্ঠো বর্ণঃ প্রশস্তঃ পীতাদির্বাস্ত্যস্যা ইতি বরবর্ণ-ইনি-ঙীপ্। ১ অত্যুত্তমা স্ত্রী, পর্য্যায়—বরারোহা, মত্ত-কামিনী, উত্তমা, মত্তকাশিনী। (ভারত)

"রত্নভূতা চ কন্যেয়ং বাক্ষের্য়ী বরবর্ণিনী।
ভবিষ্যৎ জানতা পূর্ব্বং ময়া গোভির্বিবর্দ্ধিতা॥"(বিষ্ণুপু° ১।১৫।৭)

২ লাক্ষা। ৩ হরিদ্রা। ৪ রোচনা। ৫ ফলিনী, প্রিয়ঙ্গু। ৬ সাধ্বী স্ত্রী। ৭ গৌরী, ভগবতী।

"ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি॥" (ভারত ৬।২২।২১)

৮ লক্ষ্মী। ৯ সরস্বতী। (শব্দরত্না°)

বরবারণ (পুং) ১ জাঙ্গল জীববিশেষ। ২ সুন্দর হস্তী।

বরবাসি (পুং) জাতিবিশেষ।

বরবাহ্লীক (ক্লী) শ্রেষ্ঠ কুঙ্কুম, কুঙ্কুম। (অমরটীকা)

বরবৃত (ত্রি) বর বা আশার্ব্বাদীরূপে প্রাপ্ত।

বরবৃদ্ধ (পুং) বরঃ শ্রেষ্ঠো বৃদ্ধঃ। পুরাতন। শিব। (ত্রিকা°)

বরশঠ, স্বর্ণগ্রামের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ স্থান।(ভবিষ্যব্র°খ°৮।৪৩)

বরশিখ (পুং) অসুরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সপরিবারে নিহত করেন। "যেনাবধীর্বরশিখস্য শেষঃ" (ঋক্ ৬।২৭।৪)

'বরশিখস্য বরশিখো নাম কশ্চিদসুরঃ' (সায়ণ)

বরশীত (ক্লী) ত্বচ্, দারুচিনি। (বৈদ্যকনি০)

বরশ্রেণী (স্ত্রী) হ্রস্বমূর্ব্বা। লঘুমোরবেল। (বৈদ্যকনি০)

বরস্ (ক্লী) ১ তেজঃ। "পর্য্যৃক্ষবরাংসি" (ঋক্ ৬।৬২।১) 'বরাংসি তেজাংসি' (সায়ণ)

বরসদ্ (ত্রি) আদিত্য, সূর্য্য। "নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা" (ঋক্ ৪।৪০।৫)
'বরসদ্ বরে বরণীয়ে মণ্ডলে সীদতীতি বরসদাদিত্যঃ' (সায়ণ)

বরসান (পুং) বৃ (ছন্দস্তশানচ্ সৃজ্ভ্যাম্। উণ্ ২।৮৬) ইতি শানচ্। দারিক। (উজ্জ্বল)

বরসুন্দরী (স্ত্রী) ১ সুন্দরী স্ত্রী। ২ ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১৪টী অক্ষর। ১,৫,৯,১৩,১৪ বর্ণ গুরু ও তদ্ভিন্ন লঘু।

বরসুরত (ত্রি) সুরতক্রিয়াভিজ্ঞ। উচ্ছৃঙ্খল।

বরসেন (পুং) গিরিসঙ্কটভেদ।

বরস্ত্রী (স্ত্রী) সুন্দরী নারী।

বরস্যা (স্ত্রী) বরণীয়া, বরণের যোগ্যা। "বরস্যা যাম্যধ্রিগুহূবে" (ঋক্ ৫।৭৩।২) 'বরস্যা বরণীয়া' (সায়ণ)

বরস্রজ্ (স্ত্রী) কন্যাকর্তৃক বরের গলায় যে মাল্য দেওয়া হয়।

বরহক (ক্লী) জনপদভেদ।

বরহি, পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

বরা (স্ত্রী) বৃ-অচ্-টাপ্। ১ ফলত্রিক। (মেদিনী) ২ রেণুকা-নামক গন্ধদ্রব্য। (শব্দচ০) ৩ গুড়ূচী। ৪ মেদা। ৫ ব্রাহ্মী। ৬ বিড়ঙ্গ। ৭ পাঠা। ৮ হরিদ্রা। (রাজনি°) ৯ শ্রেষ্ঠা। ১০ শণ-পুষ্পী। ১১ বাতিঙ্গন, বেগুণ। ১২ ওড্রপুষ্প, জবাফুল। ১৩ বন্ধ্যা-কর্কোটকী। ১৪ মদ্য। ১৫ শ্বেতাপরাজিতা। ১৬ সোমরাজি। (বৈদ্যকনি০) ১৭ শতমূলী, ব্রাহ্মীশাক। (রাজনি০)

বরাক (পুং) বৃণীতে তচ্ছীল ইতি (জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্টবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫) ইতি ষাকন্। ১ শিব। (মেদিনী) ২ যুদ্ধ। (হেম) (ত্রি) ৩ শোচনীয়। ৪ অবর।

"নাথে শ্রীপুরুষোত্তমে ত্রিজগতামেকাধিপে চেতসা
সেব্যে স্বস্য পদস্য দাতরি পরে নারায়ণে তিষ্ঠতি।
যং কঞ্চিৎপুরুষাধমং কতিপয়গ্রামেশমল্পার্থদং
সেবায়ৈ মৃগয়ামহে নরমহো মূঢ়া বরাকা বয়ম্॥"(মুকুন্দমালা ১৭)

৫ পর্পটক, ক্ষেত্পাপড়া। (বৈদ্যকনি০)

বরাকপুর, একটী প্রাচীন গ্রাম।

বরাগাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকান্থা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য ও তাহার প্রধান নগর। এখানে ঠাকুর উপাধিধারী সামন্তরাজ রায়সিংহ রেহবাড়বংশীয় রাজপুত। জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা নাই। রাজস্ব ৯৫০০ টাকা।

বরাঙ্গ (ক্লী) বরমঙ্গানাং। ১ মস্তক। ২ গুহ্য। (অমর) ৩ গুড়ত্বক্। ৪ যোনি। (ত্রিকা°) ৫ শ্রেষ্ঠাবয়ব। ৬ চোচ।

"ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটং।" (ভাবপ্র০)

৭ উপস্থ। ৮ কস্তুষ্ঠ। (বৈদ্যকনি০) ৯ পাঠা, আকনাদি। ১০ হরিদ্রা। ১১ মেদা। (রাজনি০) (পুং) বরাণি সুলানি অঙ্গানি যস্য। ১২ হস্তী। (ত্রিকা°) ১৩ বিষ্ণুর সহস্রনামের অন্তর্গত নামভেদ।

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।" (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

১৪ তিন শত চব্বিশ দিনব্যাপী নক্ষত্রবৎসরভেদ।

বরাঙ্গক (ক্লী) বরমঙ্গমস্য কপ্। ১গুড়ত্বক্। দারুচিনি। (অমর) (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠাবয়বযুক্ত।

বরাঙ্গদল (ক্লী) প্রিয়ঙ্গুপত্র। (চরক চি০ ৩ অ০)

বরাঙ্গনা (স্ত্রী) বরা শ্রেষ্ঠা অঙ্গনা স্ত্রী। অতিপ্রশস্তাঙ্গযুক্তা স্ত্রী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী স্ত্রী।

"শিরঃ স পুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ বরাঙ্গনাসেবনমল্পভোজনম্।
অনগ্নশায়িত্বমপর্ব্বমৈথুনং চিরপ্রনষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥"
(লক্ষ্মীচরিত্র)

বরাঙ্গরূপোপেত (ত্রি) অঙ্গানাং রূপাণি অঙ্গরূপাণি বরাণি অঙ্গরূপাণি তৈরুপেতঃ। শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, সুন্দর। পর্য্যায় সিংহসংহনন।

বরাঙ্গিন্ (ত্রি) বরাঙ্গমস্ত্যস্যেতি বরাঙ্গ-ইনি। ১ শ্রেষ্ঠাঙ্গযুক্ত, বরাঙ্গবিশিষ্ট। (পুং) ২ অম্লবেতস। ৩ গজ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। বরাঙ্গিনী।

বরাঙ্গী (স্ত্রী) বরমঙ্গমস্তরবয়বো যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ নাগদন্তী, বড়দন্তী। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি০)

বরাজীবিন্ (পুং) জ্যোতির্ব্বিদ্। গণক।

বরাজ্য (ক্লী) উৎকৃষ্ট ঘৃত। মাখন জ্বালান ঘৃত।

বরাট (পুং) বরমন্দমটতীতি অট কর্ম্মণি অণ্। ১ কপর্দ্দক, কড়ি। (রাজনি°) শ্রেষ্ঠ, মধ্য এবং কনিষ্ঠভেদে তিন প্রকার। পাতবর্ণ গেঁটে ছয় মাষা ওজনের কড়ি শ্রেষ্ঠ, চারি মাষা ওজনের মধ্য এবং তিন মাষা ওজনের কড়ি কনিষ্ঠ মধ্যে গণ্য। বৈদ্যক মতে এইরূপ কড়িই বরাটক সংজ্ঞায় অভিহিত।

"পীতাভা গ্রন্থিলা পৃষ্ঠে দীর্ঘবৃত্তা বরাটিকা।
সার্দ্ধনিষ্কভবা শ্রেষ্ঠা নিষ্কভাবা চ মধ্যমা।
পাদোননিষ্কভাবা চ কনিষ্ঠা পরিকীর্ত্তিতা॥" (রসেন্দ্রসা০)

বরাট বা কড়ির শোধনপ্রণালী যথা—কড়ি এক প্রহর কাল কাঁজিতে স্বেদ দিলে তবে তাহা শুদ্ধ হয়। প্রকারান্তর—মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পাতা পাতিয়া তুষ পূরিয়া মধ্যে বাড়ির মূষা রাখিয়া পালিকানামক যন্ত্রে ঘুঁটের আগুনে দগ্ধ করিলে কড়িভস্ম বা বিশুদ্ধ হয়। এই বিশোধিত কড়ি সর্ব্বরোগহর। অন্যমতে

আমলকী জম্বীর কিংবা অন্য কোন অম্লরসে কড়ি ভিজাইয়া উহা পীতবর্ণ হইলে পরে উঠাইয়া ধুইয়া গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই কড়ি শোধন হইয়া যাইবে। * শোধিত কড়ির গুণ—পরিণাম-শূল, ক্ষয় ও গ্রহণীনাশক। কটু, তিক্ত, অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত ও কফ-হর।

২ রজ্জু। (ত্রিকা°) ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটক (পুং স্ত্রী) বরাট স্বার্থে কন্। ১ কপর্দ্দক, চলিত কড়ি। লীলাবতীতে বরাটকের সংখ্যাভেদে এইরূপ নামনিরুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এক কুড়ি কড়ির নাম কাকিনী, চারি কাকিণীতে একপণ, ষোল পণে এক দ্রম্য এবং ষোল দ্রম্যের নাম নিষ্ক।

"বরাটকাণাং দশকদ্বয়ং যৎ,
সা কাকিনী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্য ইবাবগম্যো,
দ্রম্যৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥" (লীলাবতী)

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, আশী বরাটকে এক পণ, ষোড়শ পণে এক পুরাণ এবং সপ্ত পুরাণে এক রজত হয়।

"অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্ত তৈঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ত°)

দক্ষিণায় বরাটক দিবার ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্মণেতরে দান ও দক্ষিণাহীন যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, তাই এক কুড়ি বা এক পণ কড়ি অথবা একটী ফল বা একটী পুষ্পও অন্ততঃ দক্ষিণা দিবে।

"হুতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তস্মাৎ স সফলো ভবেৎ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

(পুং) ২ রজ্জু। ৩ পদ্মবীজ। (মেদিনী)

বরাটকরজস্ (পুং) বরাটক ইব রজো যত্র। ১ নাগকেশর বৃক্ষ।

বরাটকবিষ (ক্লী) বরাটক নামক ত্বক্‌সারনির্যাস বিষ। (সুশ্রুত কল্প ২ অঃ)

---

* "বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"

মতান্তরং—
ভূগর্ভে চ সমে শুদ্ধে পুত্তলীং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
তুষেণ পূরয়েৎ তস্যাঃ কিঞ্চিন্মধ্যং ভিষগ্বরঃ॥
বরাটৈঃ পূরিতাং মূষাং তন্মধ্যে বিনিবেশয়েৎ।
কারীষাগ্নিং ততো দদ্যাৎ পালিকা যন্ত্রমুত্তমম্॥
অনেন ম্রিয়তে নূনং বরাটঃ সর্ব্বরোগজিৎ॥
অন্যচ্চ,—বরাটং তত্র চাম্লেষ্বী জম্বীরাণাং রসেন বা।
অন্যেষামপ্যম্লানাং যাবৎ পীতং ন গচ্ছতি॥
পরিণামাদিশূলঘ্ন ক্ষয়হা গ্রহণীহরা।
কটুকা দীপনা তিক্তা বৃষ্যা বাতকফাপহা॥" (রসেন্দ্রসা° জারণমারণ অঃ)

বরাটিকা (স্ত্রী) বরাট-স্বার্থে কন্। ততষ্টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। ১ কপর্দ্দক। (ভরত)

"বহুকম্বুমণির্বরাটিকাগণনাটৎকরকর্কটোৎকরঃ।" (নৈষধ ২।৮৮)

২ তুচ্ছবাচিকা।

"প্রয়াগে মৃত্যাতে যেন তস্য গঙ্গা বরাটিকা॥" (উদ্ভট)

৩ নাগেশ্বরবৃক্ষ।

বরাটকী (ত্রি) বরাটক সম্বন্ধীয়। (প্রবরাধ্যায়)

বরাটী (দেশজ) রাগিণীভেদ।

বরাড়ী (স্ত্রী) রাগিণীভেদ। [রাগ ও রাগিণী দেখ।]

বরাণ (পুং) ব্রিয়তে ইতি বৃ-যুচ্, পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত দীর্ঘ। ১ ইন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ বরুণবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বরাণস (ত্রি) বরণা ও অসিসম্বন্ধীয় (কাশী)। (পা ৪।২।৮)

বরাণসী (স্ত্রী) পৃষোদরাদিত্বপ্রযুক্ত আকার হ্রস্ব। কাশী, বারাণসী। 'কাশী বরাণসী বারাণসী শিবপুরী চ সা' (হেম)
[বারাণসী বা কাশী দেখ।]

বরাৎ (পারসী) দরকার, প্রয়োজন। (দেশজ) ২ অদৃষ্ট। ৩ নিজ দেয় অংশ স্বয়ং না দিয়া অপরের নিকট হইতে পাওয়াই-বার অঙ্গীকার। যেন সে অমুকের কাছে বরাৎ দিয়াছে।

বরাতী (পারসী) দরকারী ও প্রয়োজনীয়।

বরাতুষ্ট (ক্লী) বৌদ্ধভেদ।

বরাদন (ক্লী) বরৈ রাজভিরদ্যতে ইতি অদ-ল্যুট্। রাজাদন।

বরান্ন (ক্লী) বরং অন্নং। ভর্জ্জিতধান্য, দ্বিদলকৃত শ্রেষ্ঠান্ন। শমীধান উত্তমরূপে ভাজিয়া তাহার দাইল করিতে হয়, পরে উহা জলে উত্তমরূপে পাক করিয়া সুসিদ্ধ হইলে তাহাকে বরান্ন কহে।

"শমীধান্যস্য ভৃষ্টস্য দালিষ্কৃত্বা মুনিস্তুষাং।
পক্বোদকে সুসিদ্ধা সা বরান্নমিতি চক্ষতে।
কুরুতে মলসংস্তম্ভং সতুষং কুরুতে জরাম্॥" (দ্রব্যগু°)

বরাননা (স্ত্রী) বরং আননং যস্যাঃ। সুন্দরী স্ত্রী।

বরাভিদ (পুং) অম্লবেতস। (রাজনি°)

বরাবর (পারসী) ১ সোজাসুজি। ২ সকাশে। ৩ চিরকাল। ৪ সমতল। ৫ মসৃণ।

বরাবর, বেহার প্রদেশের অন্তর্গত একটী গণ্ড শৈলশ্রেণী। গয়া জেলার জাহানাবাদ উপবিভাগে অবস্থিত। এই শৈল শিখরোপরি এক প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। তাহাতে সিদ্ধেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছে। প্রবাদ দিনাজপুরের শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী অসুররাজ এখানে এই দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দক্ষিণে পর্ব্বতপাদমূলে 'সাতঘর' নামে একটী বিস্তৃত গুহা দৃষ্ট হয়। ঐ গুহা ৭টীর মধ্যে কর্ণছোপার, সুদামা, লোমশঋষি ও বিশ্বামিত্র

নামে চারিটীর স্বতন্ত্র নাম পাওয়া যায়। গুহামধ্যস্থ পালি অক্ষরে লিখিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে উহার সর্ব্ব প্রাচীনটী খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকটী ২৯৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার অদূরে পাতাল-গঙ্গা ও নাগার্জ্জুনী নামে জলধারা, তৎসন্নিকটে গোপী,বাপীয় ও বাদিথী নামক অপর তিনটী গুহা। এই তিনটী গুহাই খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দে অশোক-পৌত্র দশরথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপী গুহায় সম্রাট্ অশোকের সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে। [পবর্গে বরাবার দেখ।]

বরামদ্ (পারসী) দোষারোপ। নালিশ।

বরাম্র (পুং) শ্রেষ্ঠোহম্লোহত্র, রস্ত লত্বম্। করমর্দ্দ। (রত্নমালা) ইহার পাঠান্তর করাম্র।

বরারক (ক্লী) বরং শ্রেষ্ঠং ধনিনম্ ঋচ্ছতি গচ্ছতি ঋ-ণ্বুল্। হীরক।

বরারক্ষক, বিন্ধ্যপর্ব্বতপার্শ্বস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ৮।৪৩)

বরারণি (পুং) মাতা।

"দদর্শ রাবণস্তত্র গোবৃষেন্দ্রবরারণিম্" (রামা° ৭।২৩।২২)

'গোবৃষেন্দ্রো মহাবৃষস্তস্য সাক্ষাৎ মাতরম্' (তট্টীকা)

বরারোহ (পুং) হস্তিনঃ উচ্চত্বাৎ আয়তপৃষ্ঠত্বাচ্চ বরঃ আরোহো যত্র। ১ হস্ত্যারোহ অবরোহ। উৎকৃষ্ট সওয়ার। ২ বিষ্ণু। (বিশ্ব) ৩ পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বরারোহা (স্ত্রী) বরঃ আবোহো নিতম্বো যস্যাঃ। উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী স্ত্রী।

"যদা তু বৈদিকী দীক্ষা দীক্ষা পৌরাণিকী তথা।
ন স্থাস্যতি বরারোহে তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"
(মহানির্ব্বাণত° ৪।৪৭)

২ কটি। (হেম) ৩ সোমেশ্বর স্থিত দাক্ষায়ণি মূর্ত্তিভেদ।

বরার্থিন্ (ত্রি) আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী। ঈপ্সিত বস্তুলাভেচ্ছু।

বরার্দ্দি [বরাদ্দ] (পারসী) নিত্য বা অবধারিত ব্যবস্থা। কোন বিষয়ে কত টাকা বা দ্রব্যাদি লাগিবে, তাহার স্থিরতা।

বরার্দ্ধক (ক্লী) একভাগ কুঙ্কুম, একভাগ চন্দন ও একভাগ জল একত্র করিলে বরার্দ্ধক হয়।

"চন্দনং কুঙ্কুমং বারিত্রয়মেতদ্বরার্দ্ধকম্।" (রাজনি°)

বরার্হ (ত্রি) বরদানের উপযুক্ত। মহামূল্য। শ্রেষ্ঠ, সম্মানার্হ।

বরাল (পুং ক্লী) ১ লবঙ্গ। (বৈদ্যকনি°) স্বার্থে কন্। বরালক = বরালশব্দার্থ।

বরালি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ বরাড়ী রাগিণী।

বরালিকা (স্ত্রী) বরা আলিকা সখী জয়াদির্যস্যাঃ। ১ দুর্গা।

বরাশি (পুং) স্থূলবস্ত্র, মোটা কাপড়। পর্য্যায়—স্থূলশাটক, বরাসি, স্থূলশাটিকা, স্থূলপট্টক। (শব্দরত্না°) জটাধর এইশব্দ ক্লীব-লিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বরাসন (ক্লী) বরায়ৈ দুর্গায়ৈ অস্যতে ক্ষিপ্যতে দীয়তে ইতি যাবৎ, আস-ল্যুট্। ১ ওড়্পুষ্প। (শব্দমালা) বরং শ্রেষ্ঠ-মাসনং। ২ উত্তম আসন, শ্রেষ্ঠ আসন, সিংহাসন। (পুং) বরাং স্বীয়াং নারীং অস্যতি ত্যজতীতি অস-ল্যু। ৩ ষিড়্গ। বরাম্নপি জনান্ অস্যতি দূরীকরোতি। ৪ দ্বারপাল। (বিশ্ব)

বরাসন, একটী প্রাচীন নগর, দুর্জ্জয় পর্ব্বতের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে অবস্থিত, এই নগরের দক্ষিণে ক্ষোভক নামক মহাশৈল ও ক্ষোভক নগর বিদ্যমান। (কালিকাপু° ৭০।১৬১)

বরাসি (পুং) বরৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ অস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি অস-ইন্। স্থূলশাটক, মোটা কাপড়। বরোহসির্যস্য। ২ খড়্গধর। (ধরণি)

বরাসী (স্ত্রী) ম্লানবাস, মলিনবস্ত্র। (শব্দমালা)

বরাহ (পুং) ১ বিষ্ণু। ২ মানভেদ। ৩ পর্ব্বতভেদ। ৪ মুস্তা। (মেদিনী) ৫ শিশুমার। ৬ বারাহীকন্দ। (রাজনি°) ৭ অষ্টাদশ দ্বীপের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ।

"গন্ধর্ব্বো বরুণঃ সৌম্যো বরাহঃ কঙ্ক এব চ।
কুমুদশ্চ কসেরুশ্চ নাগো ভদ্রারকস্তথা॥
চন্দ্রেন্দ্রমলয়াঃ শঙ্খযবাঙ্গকগভস্তিমান্।
তাম্রাকুশ্চ কুমারী চ তত্র দ্বীপা দশাষ্টভিঃ॥" (শব্দমালা)

৮ কৃষ্ণপিণ্ডীর। (বৈদ্যকরত্ন°)

বরাহ (অবতার), বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, ভগবান্ বিষ্ণু বরাহ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। এই অবতারের বিষয় ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে—প্রলয়পয়োধিজলে পৃথিবী নিমগ্না হইলে স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার নিকট আসিয়া স্থান প্রার্থনা করেন। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবে প্রবৃত্ত হন। এমন সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটী বরাহপোত নির্গত হইল, এই বরাহ-পোত নির্গত হইবামাত্রই দেখিতে দেখিতে আকাশ প্রমাণ বাড়িয়া উঠিল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাষাণের ন্যায় অতিদৃঢ় হইল। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ইহাকে ভগবানের অবতার স্থির করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রলয়পয়োধিজলে প্রবেশ-পূর্ব্বক পৃথিবীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে রসাতলে যাইয়া তথায় পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি প্রলয়-কালে শয়নেচ্ছু হইয়া সর্ব্বজীবাধার ঐ ধরাকে আপনার জঠরে ধারণ করিলেন। অনন্তর অক্লেশে নিজ দন্ত দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তিনি রসাতল হইতে নির্গত হইলেন। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে দেবগণ

স্তব করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি দৈত্যরাজ হিরণাক্ষকে জলমধ্যে বধ করেন। [হিরণ্যাক্ষ দেখ]

(ভাগবত ৩।১৩-২০ অ০)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বরাহদেব ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীতে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন, ধরা তাঁহার ভার কিছুতেই সহ্য করিতে না পারিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন মহাদেব বরাহরূপী বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, দেব! আপনি যে জন্য বরাহদেহ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, এখন ধরা আপনার বহনে অসমর্থা হইয়া বিশীর্ণা হইতেছেন, অতএব আপনি বরাহশরীর ত্যাগ করুন। বিশেষতঃ আপনি জলময় প্রদেশে কামিনী পৃথিবীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্ত্রীধর্ম্মিণী পৃথিবী আপনার তেজে দারুণ গর্ভধারণ করিয়াছেন। সেই গর্ভ হইতে যাহার উৎপত্তি হইবে, সেই পুত্র দেবদ্বেষী অসুরভাবাপন্ন হইবে। রজস্বলাসঙ্গমে দুষ্ট অনিষ্টকারক এই কামুক বরাহদেহ ত্যাগ করুন।

বরাহদেব মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, মহাদেব! তোমার বাক্যানুসারে আমি এই বরাহ দেহ ত্যাগ করিব এবং পুনরায় লোকহিতের জন্য আশ্চর্য্য বরাহদেহ ধারণ করিব। বরাহদেব এই কথা বলিয়া সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বরাহদেব অন্তর্হিত হইলে মহাদেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

বরাহদেব সেইস্থান হইতে যাইয়া লোকালোক পর্ব্বতে বরাহরূপিণী মনোরমা পৃথিবীর সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। বরাহরূপী বিষ্ণু পৃথিবীর সহিত বহুকাল ক্রীড়া করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিলেন না। তদনন্তর বরাহদেবের বীর্য্যে পৃথিবীর গর্ভে মহাবলশালী সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামে তিনটী পুত্র জন্মিল। বরাহদেব এই সকল পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া নানারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই ভারে পৃথিবীর মধ্যদেশ নম্র হইয়া পড়িল। অনন্তদেব কূর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া পৃথিবী মধ্যস্থায়ী বরাহদেবের বহনব্যথায় ভগ্নমস্তক ও আতঙ্কিত হইলেন। এইরূপে পুত্র-পরিবৃত বরাহদেবের ভারে পৃথিবীতে নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল, সুমেরুর শৃঙ্গ সকল ভগ্ন, মানসাদি সরোবর আবিল ও কল্পদ্রুম ভগ্ন হইল।

অনন্তর দেবগণ লোকহিতের নিমিত্ত দেবেন্দ্র ও দেবযোনি সমূহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা যে ভয়ে ভীত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, আমা দ্বারা কি প্রকারে সেই ভয়ের শান্তি হইবে, তাহা শীঘ্র করিয়া বল। দেবগণ কহিলেন, বরাহের ক্রীড়া হেতু পৃথিবী দিন দিন শীর্ণা হইতেছেন, লোক সকল সেই উদ্বেগে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছে না। শুষ্ক অলাবু ফলের উপর আঘাত করিলে তাহা যেরূপ ভগ্ন হইয়া যায়, বরাহের ক্ষুরের আঘাতে পৃথিবীও সেই প্রকার বিদীর্ণ হইতেছেন। আপনি সৃষ্টিস্থিতির জন্য আপনার এই ভয়ঙ্কর রূপ সংহার করুন।

তখন জনার্দ্দন দেবগণের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা ও মহাদেবকে বলিলেন, জগতের দুঃখের কারণস্বরূপ এই বরাহদেহ আমি ত্যাগ করিব, কিন্তু সুখাসক্ত এই দেহকে স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব ব্রহ্মন্! তুমি মহাদেবকে নিজ তেজে পুষ্ট কর, দেবগণ মহাদেবকেও আপ্যায়িত করুন। রজস্বলার সঙ্গমে এবং ব্রাহ্মণাদির বধহেতু পাপপূর্ণ প্রাণকে আমি স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিব। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের আদেশে বরাহদেহ হইতে স্বকীয় তেজ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তেজ আকৃষ্ট হইলে বরাহদেহ সত্বহীন হইল দেখিয়া মহাদেব দেবগণের সহিত তেজোহীন বরাহদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবের তেজোবিস্তারের নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন এবং নিজ নিজ তেজ মহাদেবের দেহে সঞ্চার করায় তিনি অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর মহাদেব ঊর্দ্ধ এবং অধোদেশে অষ্টচরণসমন্বিত ভয়ানক শরভরূপ ধারণ করিলেন। তখন বরাহ ও শরভে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে শরভরূপী মহাদেব কর্ত্তৃক বরাহদেব যুদ্ধে নিহত এবং তৎপরে তাহার মহাবলশালী পুত্র পৌত্রগণও শরভের দারুণ আঘাতে বিনষ্ট হন।

এইরূপ কৌশলে বরাহদেব নিহত হইলে তাহার দেহ হইতে যজ্ঞ সকল প্রাদুর্ভূত হইল। শরভকর্ত্তৃক বরাহদেহ বিদারিত হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও প্রমথগণের সাহিত মহাদেব জল হইতে সেই দেহকে গ্রহণ করিয়া আকাশে গমন করিলেন এবং বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দ্বারা সেই দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। এই বরাহদেবের ভ্রূদ্বয় ও নাসিকাদেশের সন্ধিভাগ জ্যোতিষ্টোম নামক যজ্ঞরূপে পরিণত হইল। কপোলদেশের উচ্চস্থান হইতে কর্ণমূলের মধ্যস্থিত সন্ধিভাগ বহ্নিষ্টোমযজ্ঞ, চক্ষু ও ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিভাগ পৌনর্ভবস্তোম যজ্ঞ, জিহ্বামূলীয় সন্ধিভাগ বৃদ্ধস্তোম এবং বৃহৎস্তোম, জিহ্বাদেশের অধোভাগ হইতে অতিরাত্র এবং বৈরাজ যজ্ঞ হইল। অশ্বমেধ, মহামেধ এবং নরমেধ প্রভৃতি প্রাণিহিংসাকর যে সকল যজ্ঞ আছে, হিংসাপ্রবর্ত্তক সেই সকল যজ্ঞ চরণসন্ধি হইতে; রাজসূয়, বাজপেয় এবং গ্রহযজ্ঞ সকল পৃষ্ঠসন্ধি হইতে; প্রতিষ্ঠা, উৎসর্গ, দান, শ্রদ্ধা এবং সাবিত্রী প্রভৃতি যজ্ঞ হৃদয়সন্ধি হইতে; উপনয়নাদি সংস্কারক যজ্ঞ এবং প্রায়শ্চিত্ত-

বিধায়ক যজ্ঞ সকল মেঢ্রসন্ধি হইতে; রাক্ষসযজ্ঞ, সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি সকল প্রকার অভিচার যজ্ঞ, গোমেধ এবং বৃক্ষজাপ প্রভৃতি যজ্ঞ ক্ষুর হইতে; মায়েষ্টি, পরমেষ্টি, গীষ্পতি, ভোগজ এবং অগ্নিষোম যজ্ঞ লাঙ্গুলসন্ধি হইতে; তীর্থপ্রয়োগ, মাস, সঙ্কর্ষণ, আর্ক এবং আথর্ব্বণ নামক যজ্ঞ নাড়ীসন্ধি হইতে; ঋচোৎকর্ষ, ক্ষেত্রযজ্ঞ, পঞ্চমার্গ, লিঙ্গসংস্থান এবং হেরম্বযজ্ঞ জানুদেশ হইতে উৎপন্ন হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে অষ্টাধিক সহস্র যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। অদ্যাপিও এই সকল যজ্ঞ প্রজা সকলের উৎপত্তি সাধন করিতেছে।

বরাহের শ্রোত্র হইতে স্রুক্, নাসিকা হইতে স্রুব, গ্রীবা হইতে প্রাক্‌বংশ (হোমগৃহের পূর্ব্বভাগস্থ গৃহ), কর্ণরন্ধ্র হইতে ইষ্টাপূর্ত্ত, দন্ত হইতে যূপ, রোম হইতে কুশ, দক্ষিণ ও বামপাদ হইতে অধ্বর্য্যু ও হোতা, মস্তিষ্ক হইতে পুরোডাশ, মধ্যদেশ হইতে যজ্ঞবেদী, এবং মেঢ্র হইতে যজ্ঞকুণ্ড, পৃষ্ঠদেশ হইতে যজ্ঞগৃহ এবং হৃৎপদ্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইল। বরাহের আত্মা যজ্ঞপুরুষ হইলেন, তাহার কক্ষা হইতে মুক্তার উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহের দেহ হইতে ভাণ্ড হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় সকল প্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হইল। যজ্ঞরূপে সর্ব্বজগৎ আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত বরাহদেবের দেহ যজ্ঞরূপে পরিণত হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া বরাহদেবের সুবৃত্ত, কনক ও ঘোর নামক মৃত পুত্রদিগের নিকট গমন করিয়া সুবৃত্তাদির দেহত্রয়কে মুখবায়ু সঞ্চারিত করিলে সেই দেহ হইতে দক্ষিণাগ্নির উৎপত্তি হইল। কেশব কনকের শরীর মুখবায়ু দ্বারা পূর্ণ করিলে সেই দেহ হইতে গার্হপত্য অগ্নি, ও মহাদেব ঘোরের দেহ মুখপবনে পরিপূর্ণ করিলে তাহা হইতে আহবনীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। এইরূপে বরাহদেব হইতে যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল এবং বরাহপুত্র হইতে যজ্ঞীয় অগ্নির উৎপত্তি হইল। (কালিকাপু০ ১৯—২২ অ০)

বরাহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার লক্ষণাদির বিষয় হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—বরাহমূর্ত্তির মুখের বিস্তার অষ্টকলা, কর্ণ দ্বিগোলক, হনুদেশ সপ্তাঙ্গুল, সৃক্কণী দ্বি-অঙ্গুল, বদন সপ্তাঙ্গুল, দশনদ্বয় সার্দ্ধ এককলা, নাসিকাবিবর তিনযব, নেত্রদ্বয় যবহীন, মুখ ঈষদ্দান্ত-বিরাজিত, কর্ণযুগল রন্ধ্রদ্বয়বিশিষ্ট সম ও আয়ত হইবে। কর্ণের মধ্যভাগ চারিকলা, এবং উচ্চতা দুইকলা হইবে। গ্রীবাদেশ অষ্টাঙ্গুল, উচ্চতা নেত্রপরিমাণ, অবশিষ্ট অঙ্গ সকল নৃসিংহ দেবের ন্যায় হইবে। শেষ নাগ নৃ-বরাহ দেবের চরণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বরাহ বাহু দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। ইহার বামভাগে শঙ্খ ও পদ্ম, দক্ষিণভাগে গদা ও চক্র। এইরূপ বরাহদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলে ভববন্ধন দূর হয় এবং ইহলোকে নানা সুখ সৌভাগ্য হইয়া থাকে।

"বক্তুং কলাষ্টকায়ামং শ্রোত্রমস্য দ্বিগোলকং।
হনু সপ্তাঙ্গুলে তস্য সৃক্কণী দ্ব্যঙ্গুলে মতে॥
সপ্তাঙ্গুলং মুখং প্রোক্তং রদৌ সার্দ্ধকলৌ দ্বিজ।
নাসারন্ধ্রং ভবেৎত্র্যং যবহীনেঽক্ষিণী মতে॥
কিঞ্চিদ্দন্তেস্মিতে শ্রোত্রে দ্বিগোলকসমায়তে।
চতুষ্কলং কর্ণমধ্যং তদর্দ্ধেন তদুচ্ছ্রিতং।
বসুঙ্গুলা ভবেদ্‌গ্রীবা নেত্রৈকং চোন্নতা তু সা।
শেষং নৃসিংহবৎ কার্য্যং বরাহস্য তু বিগ্রহম্॥
শেষাহিবিধৃতং পাদং বাহুনা ধারয়ন্ ধরাং।
শঙ্খং বামে তথা পদ্মং গদাচক্রে তু দক্ষিণে॥
এবং নরবরাহঞ্চ কৃত্বা যঃ স্থাপয়েন্নরঃ।
ভবোদধিসমুত্তারং রাজ্যঞ্চ হতকণ্টকং॥" (হরিভক্তিবি০ ১৮বি০)

বরাহ (পুং) বরান্ আহন্তি বর-হন-ড। পশুবিশেষ, চলিত বরা, পর্য্যায়—শূকর, ঘৃষ্টি, কোল, পোত্রী, কিরি, কিটি, দংষ্ট্রী, ঘোনী, স্তব্ধরোমা, ক্রোড়, ভূদার, কির, মুস্তাদ, মুখলাঙ্গূল, স্থূলনাসিক, দন্তায়ুধ, বক্রবক্তু, দীর্ঘতর, আখনিক, ভূক্ষিৎ, বহুসূ। (শব্দরত্না০) ইহার মাংসগুণ—বৃষ্য, বাতঘ্ন, বলবর্দ্ধন, বহুমূত্রকারক এবং রুক্ষ। বন্যবরাহমাংসগুণ—মেদ, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি০)

ইহার মাংস বিষ্ণুকে নিবেদন করিতে নাই। শাস্ত্রে পঞ্চনখ জন্তুর মাংস ভক্ষণ বিহিত আছে, বরাহ পঞ্চনখীর মধ্যে হইলেও গ্রাম্যবরাহ ভোজন নিষিদ্ধ। বরাহমাংস ভোজন করিয়াও বিষ্ণুর পূজা করিতে নাই, যদি কেহ বরাহমাংস ভক্ষণ করে, তবে তাহার অধোগতি হইয়া থাকে। বরাহভোজী বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া দশ বৎসর বনে বিচরণ করে, পরে ব্যাধ হইয়া ১১ বৎসর, কুমিরূপে ৭ বৎসর, মূষিকরূপে ১৪ বৎসর, রাক্ষসরূপে ১৯ বৎসর, শল্লকরূপে ৮ বৎসর, পরে আবার ব্যাধরূপে ৩০ বৎসর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে বরাহমাংস ভোজনের পাপ বিনষ্ট হয়।

অজ্ঞানতঃ বরাহমাংস ভোজন করিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, ঐ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথম ৫ দিন গোময় ভোজন, পরে ৭ দিন তণ্ডুলকণভোজন, তৎপরে ৭ দিন কেবল জলপান, তদনন্তর ৭ দিন অক্ষারলবণভোজন, তিন দিন শক্তুভোজন, ৭ দিন তিলভোজন, ৭ দিন পাষাণভোজন, তৎপরে ৭ দিন দুগ্ধপান, এইরূপে ৪৯ দিন আহার সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিলে এই পাপ বিদূরিত হয়। এইরূপ

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপ নষ্ট হইলে তখন আবার বিষ্ণুপূজায় অধিকার জন্মে। বিষ্ণুভক্তের পক্ষে বরাহমাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। *

বন্যবরাহ-মাংসভোজন শ্রাদ্ধাদিতে বিহিত আছে। শ্রাদ্ধে বন্যববাহমাংস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইতে পারে, তাহাতে পাপ হয় না। কিন্তু বিষ্ণূপাসক কখনও এই মাংস ভোজন করিবেন না।

"বন্যবরাহমাংসং শ্রাদ্ধাদৌ বিহিতং। যথা অশ্নন্তীত্যনুবৃত্তৌ হারীতঃ। মহারণ্যবাসিনশ্চ বরাহাংস্তথেতি। এবঞ্চ বিবদন্তে অগ্রাম্যশূকরাংশ্চেতি, বশিষ্ঠোক্তং শ্বেতাশ্বেতয়া ব্যবস্থিতং। কল্পতরুস্তু—শ্রাদ্ধে নিযুক্তানি যুক্ততয়েতি, বিষ্ণূপাসকস্য সর্ব্বথা নিষেধঃ। যথা বারাহে ভগবদ্বাক্যং—

"ভুক্ত্বা বরাহমাংসন্তু যস্ত মামুপসর্পতি।
বরাহো দশ বর্ষাণি ভূত্বা বৈ চরতো বনে॥ (একাদশীতত্ত্ব)
"ঐণরৌরববারাহ-শশৈর্মাংসৈর্যথাক্রমং।
মাসবৃদ্ধ্যাভিতৃপ্যন্তি দত্তেনেহ পিতামহাঃ॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত যাজ্ঞবল্ক্য)

এই শ্রেণীর স্তন্যপায়ী পশুগুলিকে পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ Suidae নামক পশুজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বন্য ও পালিতভেদে এই বরাহ জাতি দুইভাগে বিভক্ত—বন-বরাহ (Sus Indicus) ইংরাজীতে পুং (wild boar) ও স্ত্রী (swine) ভেদে গৃহীত হইয়াছে। শূকরজাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার জীব। সাধারণতঃ বন্য বা পালিত স্ত্রীবরাহগুলিই শূকর (pig) নামে অভিহিত। এই শ্রেণীর অনেক পুংবরাহেরও দন্তোদ্‌গম হয় না। ইহারা চতুষ্পদ, চারি পায় চারিটী খুর আছে। বন্য পুং বরাহগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া গজদন্ত সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্র, দন্ত নির্গম হইয়া থাকে। দন্তবিহীন বরাহগুলিই প্রধানতঃ শূকরপদবাচ্য।

ভারতের নানাস্থানে এবং যুরোপে যে সকল বরাহ দেখা যায়, তাহাদের অপেক্ষা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ শূকরগুলি অনেক ক্ষুদ্র। বন্যবরাহগুলি প্রায়ই দিবাভাগে বনান্তরাল প্রদেশে লুক্কায়িত থাকে এবং রজনীর অন্ধকারে জগৎ তমসাবৃত হইয়া আসিলে তাহারা আপন আপন আশ্রয়কেন্দ্র পরিত্যাগ করিয়া বহির্গত হয় এবং নিকটবর্ত্তী পল্লীর শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত শস্য দ্বারা উদর পূরণ করে। বরাহ ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে সেই মাট যেন চসিয়া ফেলে, তাহাতে বহুসংখ্যক চারা গাছ নষ্ট হইয়া যায় এবং প্রচুর শস্য উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মে। স্থানে স্থানে বরাহেরা মৃত্তিকা খনন করিয়া মানকচু, খামআলু প্রভৃতি কন্দ উত্তোলনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। যেখানে এই সকল উদ্ভিদাদির অভাব ঘটে এবং তাহারা স্বেচ্ছায় কন্দমূলাদি আহার করিতে পায় না, তথায় তাহারা মৃত উষ্ট্রাদি পশুমাংসও উদরসাৎ করে। ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীর নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা হইতে স্বীয় আহার্য্য বাছিয়া খায়। মানববিষ্ঠাতেও তাহাদের বিলক্ষণ রুচি দেখা যায়।

এসিয়ার নানাস্থলে যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বন্যবরাহ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদের মধ্যে ৭টী শাখা বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতীয় বন্যবরাহের একটি শাখা যাহা অধুনা য়ুরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে যাহার অনুরূপ বরাহ-জাতি বিদ্যমান আছে, তাহা য়ুরোপীয় সমাজে 'চাইনীজ ব্রীড' (Chinese breed) নামে কথিত। বিভিন্ন শাখাভুক্ত হইলেও এই শূকরজাতি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত আছে। নিম্নে বিভিন্ন দেশীয় নাম ও তাহাদের জাতিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করা গেল—

বিভিন্নদেশীয় নাম,—আরব ও পারস্য—খান্‌জির, খানজর; সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—বরাহ; কণাড়ি—হণ্ডি, সিকা, জেবাড়ি, দিনেমার—Svun; ওলন্দাজ Varken, zwijn; ফরাসী—

* "ভুক্ত্বা বারাহমাংসন্তু যো বৈ মামুপসর্পতি।
পতনং তস্য বক্ষ্যামি তথা ভবতি সুন্দরি॥
বরাহো দশবর্ষাণি ভূত্বা বৈ চরতে বনে।
ব্যাধোভূত্বা মহাভাগে সমাঃ সপ্ত চ সপ্ততিঃ॥
কৃমির্ভূত্বা সমাঃ সপ্ত তিষ্ঠতে তস্য পুষ্কলে।
অথোচ্চৈর্ম্মূষিকো ভূত্বা বর্ষাণাঞ্চ চতুর্দ্দশ॥
একোনবিংশবর্ষাণি যাতুধানশ্চ জায়তে।
শল্লকশ্চাষ্টবর্ষাণি জায়তে ভবনে বহু॥
ব্যাঘ্রস্ত্রিংশতিবর্ষাণি জায়তে পিশিতাশনঃ।
এষ সংসারিতাঙ্গত্বা বারাহামিষভক্ষকঃ॥
অস্য প্রায়শ্চিত্তং
তরন্তি মানবা যেন তির্য্যক্ সংসারসাগরাৎ।
গোময়েন দিনং পঞ্চ কণাহারেণ সপ্ত বৈ॥
পানীয়ন্তু ততো ভুক্ত্বা তিষ্ঠেৎ সপ্তদিনং ততঃ।
অক্ষারলবণং সপ্ত শক্তূভিশ্চ তথা ত্রয়ঃ॥
তিলভক্ষো দিনান্ সপ্ত সপ্ত পাষাণভক্ষকঃ।
পয়োভুক্ত্বা দিনং সপ্ত কারয়েচ্ছুদ্ধিমাত্মনঃ॥
শান্তদান্তপরাঃ কৃত্বা অহঙ্কারবিবর্জ্জিতাঃ।
দিনান্তেকোনপঞ্চাশচ্চরেত কৃতনিশ্চয়ঃ॥
প্রমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ সসংজ্ঞো বিগতজ্বরঃ।
কৃত্বা তু মমকর্ম্মাণি মম লোকায় গচ্ছতি॥"

(বরাহপু° বরাহমাংসভক্ষণপ্রায়শ্চিত্ত)

Verrat, Cochon, Pourceau ; জর্ম্মাণ Eber, Schwein ; গোঁড়—পদ্দি ; গ্রীক—Choiros, হিন্দি—শূয়ার, জঙ্গলীশোর, ইতালী ও পর্ত্তুগাল—Verro, Porco ; লাটিন Sus Porcus, মলয়—ববি, ববি-আলস, ববি-উটান ; মহারাষ্ট্র ডুকর, রুষ—Svinza, স্পেন Verraco, Puerco, সুইডেন Svin ; তেলগু আদাবি-কোকু, পণ্ডি ; ওয়েলস—Hweh Hweh, হিব্রু—হাজির্ ছজির্ ; শিঙ্গাপুর—বলুর।

এসিয়ার নানাস্থানে এবং ভারত সমীপবর্ত্তী স্থানে যে বিভিন্ন বরাহশ্রেণী দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ ৭ ভাগে বিভক্ত, ঐ ৭টি শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Sus Indicus বা S. scrofa ভারতীয় সাধারণ বন্যবরাহ—জর্ম্মণীর বন্যবরাহ হইতে এই জাতির অনেক পার্থক্য, কিন্তু তন্নিবন্ধন ইহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র শাখাভুক্ত করা যায় না। ভারতীয় বরাহের মস্তক বৃহৎ ও কোণাকার এবং কপালাস্থিতল চেপ্‌টা, কিন্তু য়ুরোপায় বরাহগুলির উহা কুব্জপৃষ্ঠবৎ। ভারতীয় বরাহের কাণ ছোট ও ছুঁচাল, পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বরাহের বড় ও লোটান। ভারতীয় বরাহ দৃঢ়কায় এবং দ্রুত-গমনশীল ; জর্ম্মণদেশীয় বরাহ দৃঢ়কায় হইলেও স্থূলোদর। এই দুই দেশের বন্য ছাড়া, পালিত বরাহের মধ্যেও নানাবিষয়ে এইরূপ পার্থক্য দেখা যায়।

ভারতে উক্ত শ্রেণীর বরাহই প্রধান। বাঙ্গালার নানা স্থানে এই শ্রেণীর বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়। আহারান্বেষণে বন হইতে গ্রামে বরাহ প্রবেশ করিলে গ্রামবাসিগণ দন্তাঘাতে আহত হইবার ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং বহু লোক একত্র হইয়া বরাহ মারিতে উদ্যত হয়। দেশীয় লোকে বনমালাচ্ছাদিত ভূমে যাইয়া কুকুর সাহায্যে বরাহ শীকার করে ; কিন্তু য়ুরোপীয় শীকারীরা প্রধানতঃ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বড়সা হস্তে শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হয়, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় Pig-sticking বলে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা এই যে, এই শ্রেণীর বরাহের চীনদেশ জাত শাবকাদি হইতে য়ুরোপের ও উত্তর-আফ্রিকার শূকরকুলের উৎপত্তি। উত্তরপশ্চিম ভারতে এই শ্রেণীর শূকরগুলি কখনও ৩৬ ইঞ্চের ঊর্দ্ধ হয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণতঃ উহারা ৪৪ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বড় হয়। রোমরাজ্যে যে সকল শূকর দেখা যায়, তাহারা প্রধানতঃ চীন, কোচীন-চীন ও শ্যামরাজ্য-জাত শাবকাদি হইতে উৎপন্ন ; আন্দালুসিয়া, হাঙ্গেরিয়া, তুরুষ্ক, সুইজর্ল ও এবং দক্ষিণপূর্ব্ব য়ুরোপে বিদ্যমান শূকরগুলি এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত।

বাঙ্গালায় অপর এক শ্রেণীর শূকর (S. Bengalensis) আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সহিত এই শ্রেণীর শারীরিক গঠন বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। আন্দামান দ্বীপের শূকরগুলি S. Andamensis এবং মলয়-প্রায়োদ্বীপ ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান-জাত শূকরবংশ S. Malayensis নামে খ্যাত। যবদ্বীপের স্থানে স্থানে S. verrucosus শ্রেণীর শূকর আছে। উহাদের গণ্ডদ্বয়ের পার্শ্বস্থ মাংসপিণ্ড অপেক্ষাকৃত স্থূল ও দীর্ঘ, মুখাকৃতি দেখিলেই ভয়ের উদ্রেক হয় ; কিন্তু অপরাপর বরাহশ্রেণীর অপেক্ষা ইহারা স্বভাবতঃই ভীরু। সিংহল, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের S. barbatus শ্রেণীর শূকর S. Indicus শ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বোর্ণিও দ্বীপজাত বরাহের করোটীর সাদৃশ্য এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পার্থক্য দেখিয়া মিঃ ব্লাইথ্ S. Zeylanensis নামে আরও একটী শাখার উল্লেখ করিয়াছেন। নিউগিনিদ্বীপজাত বরাহ S. Papuensis নামে খ্যাত। উত্তর-ভারতের শাল-বনে এক প্রকার ক্ষুদ্রকায় শূকর (Porcula sylvania) আছে, দেশীয় লোকে উহাদিগকে ছোট শূয়র বা সানো বেনেল বলে। উহারা বনের নিবিড়তম দেশে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। উহাদের পুং শূকরগুলি প্রধানতঃ দলরক্ষা করিয়া থাকে। Guinea-pig নামে আরও একটী অতিক্ষুদ্র শূকর জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। উহারা সাধারণতঃ মৃত্তিকাগর্ভে বা তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রে বাস করে এবং তৃণপল্লবাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

জাপান ও ফর্ম্মোজা দ্বীপে Sus leucomystax নামে আরও একশ্রেণীর শূকর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জাপানে আরও এক প্রকার বিকৃতমুখ ও দীর্ঘ-শৃঙ্গবিশিষ্ট শূকর আছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদিগকে S. pliciceps শাখাভুক্ত করিয়াছেন। উহাদের গাত্রচর্ম্ম লম্বমান গভীর ও কুঞ্চিত। ইংরাজীতে ইহাদিগকে musked pig বলে। আফ্রিকায়ও Musked Boarএর অভাব নাই। য়ুরোপজাত অপরাপর বরাহের অপেক্ষা ইহাদের গণ্ডাস্থি প্রবর্দ্ধিত, শৌবন-দন্ত-স্থানীর অস্থি অপেক্ষাকৃত বিবর্দ্ধিত ও উন্নত ; এই কারণে ইহাদের উভয় দিকের হনুদেশ (maxillary bone) ও দন্তমূলাস্থির মধ্যে একটী খাল (Canal) হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য উহার শেষভাগে মাংসের গুটী (Tubercle) সমুৎপাদিত দেখা যায়। পার্শ্ব গণ্ডদ্বয় স্ফীত এবং নাসিকাস্থি সমুন্নত না হওয়ায় ইহাদের মুখ অতি কদাকার ও ভীতিপ্রদ হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্ F. Cuvier বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা Babirussa নামে আর একটী বরাহশ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মলয় ভাষার 'ববি' শব্দে বরাহ ও 'রুসা' শব্দে হরিণ গ্রহণ করিয়া এই শ্রেণীকে একটী মাঝামাঝি নাম দিয়াছেন।

ভারতীয় Sus scrofa হইতে এই শ্রেণীর অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। নিম্নে উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের দন্তধারা লিখিত হইল :—

S. scrofa :—কর্ত্তক $\frac{৬}{৬}$, শৌবন $\frac{১—১}{১—১}$; চর্ব্বণ $\frac{৭—৭}{৭—৭}$ = ৪৪টী, কিন্তু Babirussa পক্ষে—কর্ত্তক $\frac{৪}{৪}$; শৌবন $\frac{১—১}{১—১}$; চর্ব্বণ $\frac{৫—৫}{৫—৫}$ = ৩২টী।

মালাক্কাদ্বীপের কোন কোন অংশে, বোরুদ্বীপে এবং সিলেবিস্ ও টার্ণেট দ্বীপে B. alfurus শাখার বরাহ দেখা যায়। ইহাদের দেহ স্থূলকায়, কিন্তু পদ চতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত সরু। গাত্র প্রায় লোমশূন্য ও ধূসরবর্ণ। ইহাদের উপরের বৃহদ্দন্তগুলি মুখচর্ম্মের উপরে উঠিয়া নাসাফলকাস্থির উপর বৃত্তাকারে নত হইয়া পুনরায় মুখদেশ স্পর্শ করিয়াছে। উহার নিম্নে আরও দুইটি ক্ষুদ্রাকার দন্ত আছে। স্ত্রীবরাহদিগের দন্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কোন কোনটীর আদৌ নাই। নিম্নে এই জাতীয় একটি পুং-বরাহের চিত্র প্রদত্ত হইল—
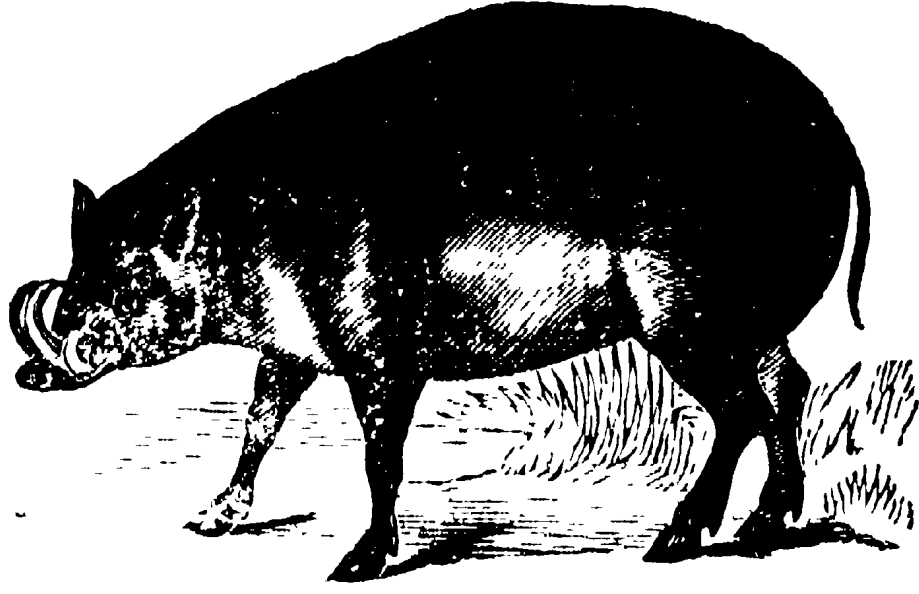
ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জবাসীদিগের বিশ্বাস, এই বরাহশ্রেণী ক্ষুদ্রাকৃতি হরিণ ও বরাহের যোগে উৎপন্ন। তাহারা এবং দ্বীপবাসী বৈদেশিক বণিক্‌বৃন্দ সাহ্লাদে ইহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। উহা অতি সুস্বাদু। ইহারা ক্ষুদ্রাকার দন্তদ্বারা শত্রুকে আক্রমণপূর্ব্বক আহত করিতে পারে বটে, কিন্তু ভারতীয় সদন্ত বরাহের ন্যায় ততদূর দুর্দ্দান্ত নহে। ইহাদের দীর্ঘাকার দন্তগুলি বিশেষ কার্য্যকারী নহে। যখন তাহারা সবেগে নিবিড় বনে প্রবেশ করে, তখন ঐ দন্ত কেবল লতা গুল্ম সরাইয়া তাহাদের চক্ষুকে রক্ষা করে মাত্র।

Phacochœrus ও Æliani P. Æthiopicus নামে কৃষ্ণবর্ণ ভীষণদন্ত ও স্থূলমুখী দুই প্রকার বরাহ দেখা যায়; তন্মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী অপেক্ষা শেষোক্ত শ্রেণী দীর্ঘাকার ও ভীষণমুখ। ইংরাজীতে এই শ্রেণিকে Wart-hog বলে। ইহাদের দন্ত-পঙ্‌ক্তি স্বতন্ত্র, তবে ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে দুইটী করিয়া যে দীর্ঘ দন্ত আছে, তাহা পার্শ্বভাগে বিস্তৃত। ইহাদের উপরের কর্ত্তন-দন্ত ২টী ত্রি-পল (triquetrous), কিন্তু নীচে ছয়টী ছোট ছোট ও সরল। দীর্ঘদন্ত সরল ও ঈষৎ উপরমুখী, কিন্তু অন্যান্য সকল প্রকার বরাহের অপেক্ষা বৃহৎ ও মোটা। গণ্ডদ্বয় মাংসল এবং স্থূল পিণ্ডবৎ (Wart), পুচ্ছ ক্ষুদ্র এবং পদদ্বয় ভারতীয় বন্য-বরাহের ন্যায় দৃঢ়কায়। পৃষ্ঠদেশ শক্ত ও দীর্ঘ লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের দন্তধারা—

কর্ত্তক $\frac{২ বা ০}{৬ বা ০}$, শৌবন $\frac{১—১}{১—১}$, চর্ব্বণ $\frac{৩—৩}{৩—৩}$ = ১৬ বা ২৪।

কুভিয়ার বলেন, কেপরাজ্যে (Cape Colony) যে ওয়ার্ট হগ্ দেখা যায়, তাহাদের উপর ও নিম্ন হনুতে ৩টী করিয়া চর্ব্বণ-দন্ত আছে ; কিন্তু P. Æliani শাখার উপরের চর্ব্বণ দন্ত ৪টী। ইহা ভিন্ন P. Æliani ও Cape Wart hogএ অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। নিম্নে আফ্রিকার স্থূলমুখ বরাহের (P. Æliani) চিত্র প্রদত্ত হইল—
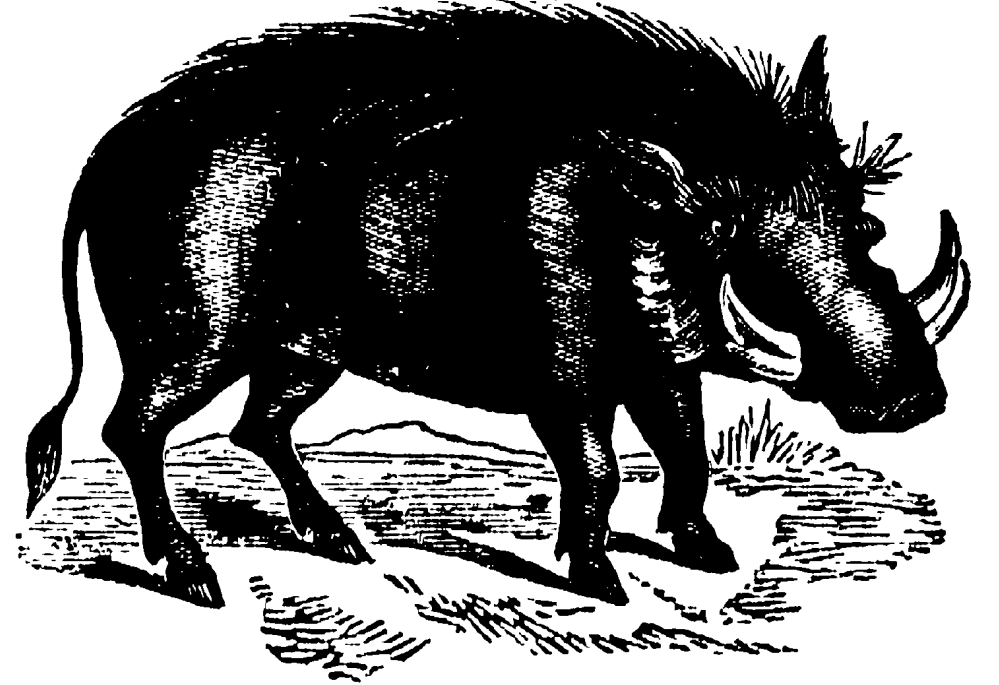
দক্ষিণ আমেরিকার আর্কান্সাস্ হইতে ব্রেজিল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে পুচ্ছবিহীন এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার শূকর (Dicotyles) দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে যে গুলির গলদেশে সাদা দাগ আছে, সেগুলি D. torquatus এবং যেগুলির ওষ্ঠপ্রান্ত শ্বেত বর্ণবিশিষ্ট, সেগুলি D. labiatus নামে খ্যাত। ইংরাজিতে প্রথমোক্ত শ্রেণীর পশুগুলি the Coloured Peccary এবং শেষোক্ত শ্রেণী The white lipped Peccary বলিয়া পরিচিত। মেক্সিকো এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে যে শূকরশ্রেণী দেখা যায়, তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা অনেক বিষয়ে ভারতীয় Sus শ্রেণীর অনুরূপ, কেবলমাত্র পদতল, দন্ত ও শারীরিক গঠনে সামান্য প্রভেদ আছে। ইহাদের করভাস্থি (Metacarpus) ও প্রপদাস্থি (Metatarsus) পরস্পরে সংলগ্ন।

দন্তপঙ্‌ক্তি—কর্ত্তক $\frac{৬}{৬}$, শৌবন $\frac{১—১}{১—১}$, চর্ব্বণ $\frac{৬—৬}{৬—৬}$ = ৩৮

এই শ্রেণীর পশুর পাছার (loins) উপরে একটী সছিদ্র গ্রন্থি আছে, তাহা হইতে নিয়তই এক প্রকার দুর্গন্ধময় রস নির্গত হইয়া থাকে।

D. torquatus ও D. labiatus শাখার শূকরেরা একত্র

দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। কখন কখন এক একটী দলে সহস্রাধিক বরাহও দেখা যায়। সজ্জিত সেনাদলের ন্যায় তাহারা সুদূর বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া গমন করিতে থাকে এবং এক বা ততোধিক বরাহ তাহাদের নেতা হইয়া অগ্রভাগে অগ্রসর হয়। যদি সম্মুখে তাহারা নদী পায়, তাহা হইলে তীরে আসিয়াই তাহারা থামিয়া পড়ে। অতঃপর কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করিয়া পরে একে একে সকলেই নদীবক্ষে লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক নদীসন্তরণ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে যদি শস্যক্ষেত্রাদি নিপতিত হয়, তাহা হইলে তাহারা সমূলে ক্ষেত্রজাত শস্যাদি নষ্ট করিয়া ভূস্বামীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যদি পথে কোন অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া তাহারা ভীতচকিত হয়, তাহা হইলে তাহারা বেশ ধীরতার সহিত ঐ বিসদৃশ বস্তুটী দর্শনের জন্য ভয়বিহ্বলভাবে দন্ত কড়মড়ি করিয়া উঠে এবং ভয়ের কোন কারণ না দেখিলে তাহারা অবিলম্বে সে স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর যদি কোন শীকারী ঐ সময়ে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে সদলে ঘেরিয়া দীর্ঘদন্ত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত বা নিহত করিয়া ফেলে। D. labiatus সাধারণতঃ ৩ হইতে ৩॥০ ফিট্ লম্বা ও প্রায় ১০০ পাউণ্ড ওজনের হয়, কিন্তু D. torquatus গুলি ৩ ফুটের বেশী লম্বা ও ৫০ পাউণ্ডের অধিক ভারি হয় না। রিজেন্ট পার্কের রাজকীয় পশুরক্ষিণা উদ্যানে Choiropotamus Africanus নামে আর এক প্রকার বরাহ রাখা হইয়াছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতে জগতে বরাহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ধরায় তৃতীয় অবতাররূপ প্রকটন ও ধরিত্রীকে উদ্ধার কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকাকে রূপক বলিয়া বরাহকে জগতের তৃতীয় জীবসর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলেও অপ্রাসঙ্গিক হয় না। [পৃথিবী দেখ।]

ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, টার্সিয়ারি ভূপঞ্জর-সংস্থিত জীবদেহাস্থিসমূহের মধ্যে মাইওসিন্ যুগের দ্বিতীয় বিভাগে এবং প্লিওসিন্ যুগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে বরাহের অস্থি-নিদর্শন পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের পুরাতত্ত্বেও টাইফোন দেবের পবিত্র বরাহের উল্লেখ আছে। চীনদেশীয় একখানি গ্রন্থে ৪৯০০ বৎসর পূর্ব্বে বরাহের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। মনুসংহিতায় বরাহ-মাংসের বিধিনিষেধ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। মহাভারতে বরাহাকারে রণক্ষেত্রে সৈন্যসজ্জার কথা পাওয়া যায়। গুজরাতের (কল্যাণের) চৌলুক্যবংশীয় রাজগণ রাজচিহ্নস্বরূপ বরাহ-লাঞ্ছন ব্যবহার করিতেন। এই বংশের প্রচারিত স্বর্ণমুদ্রাতেও বরাহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকায় তাহা বরাহমুদ্রা নামে খ্যাত হইয়াছিল।

ভারতে রাজপুতবীরগণ বাসন্তীমহোৎসবে মত্ত হইয়া বন্য-বরাহের মৃগয়ায় লিপ্ত হইতেন। ঐ দিন জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া তাঁহারা বরাহ-শীকারে বনে প্রবেশ করিতেন। ঐ দিন বরাহ শীকার করিতে না পারিলে রাজপুত-জাতির বড়ই নিগ্রহ ঘটিবে, তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার ছিল। এই দৈব ঘটনায় জগন্মাতা উমাদেবী তাঁহাদের প্রতি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এইরূপ তাঁহারা মনে করিতেন। রাজপুত জাতির আহেরিয়া উৎসবেও গৌরীর সমক্ষে বরাহবলি দিবার রীতি আছে।

বসন্তকালে বরাহ-শীকার শকজাতির একটি চিরপ্রথা। স্কন্দনাভ-বাসী অসিজাতির মধ্যে বসন্তকালে "ফ্রিয়া" দেবীর মহোৎসবে বরাহ-বলি দিবারও রীতি দেখা যায়। তদ্দেশবাসিগণ ঐ দিবস ময়দা ও নানামসলায় প্রস্তুত বরাহ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐরূপ ফরাসী দেশেও বর্ষারম্ভের প্রথম দিন "Cochelin"-দগ্ধ সেবনের প্রথা বিদ্যমান। হেরোদোতাসের বিবরণীতে মিসরবাসীকর্তৃক ময়দাখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত দগ্ধ শূকরাকৃতি-ভক্ষণের উল্লেখ আছে।

বরাহ, একজন অভিধানপ্রণেতা। ইনি শাশ্বতের সমসাময়িক ছিলেন।

বরাহক (পুং) ১ হীরক, চলিত হীরে। ২ শিশুমার, শুশুক।

বরাহকন্দ (পুং) বরাহপ্রিয়ঃ কন্দঃ। বরাহী, বারাহীকন্দ, চলিত চামর আলু। বঙ্গে অঞ্চলে ইহার নাম ভুকরকন্দ।

বরাহকর্ণ (পুং) ১ যক্ষভেদ। ২ বাণভেদ।

বরাহকর্ণিকা (স্ত্রী) যুদ্ধাস্ত্রভেদ।

বরাহকর্ণী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা (Physalis flexuosa)।

বরাহকল্প, কল্পভেদ, এই কল্পে ভগবান্ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

বরাহকবচ, ধারণীয় মন্ত্রৌষধবিশেষ। স্কন্দপুরাণে ইহা লিখিত আছে।

বরাহকান্তা (স্ত্রী) বরাহস্য কান্তা প্রিয়া। বারাহীবৃক্ষ।

বরাহকালিন্ (পুং) সূর্য্যমণি পুষ্পবৃক্ষ, চলিত সূর্য্যমণি ফুলের গাছ। পর্য্যায়—সূর্য্যাবর্ত্ত। (হারাবলী)

বরাহকালী (স্ত্রী) আদিত্যভক্তা, চলিত হুড় হুড়িয়া। (বৈদ্যকনি°)

বরাহক্রান্তা (স্ত্রী) বরাহেণ ক্রান্তা অতিপ্রিয়ত্বাৎ। ১ ক্ষুপ-বিশেষ। (শব্দমা°) পর্য্যায়—লজ্জালু, সমঙ্গা, রাজকারিকা, বরাহনামা, বদরা, শূকরী, তিক্তগন্ধিকা, নমস্কারী, গণ্ডকারী, খাদিরী, লজ্জালুকা, অঞ্জলিকারিকা, কৃতাঞ্জলি, গণ্ডকারী, সমীচ্ছদা। ২ বারাহী, চলিত চামরালু। (সুভূতি)

বরাহগ্রাম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগ্রাম্ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

বরাহতীর্থ, তীর্থভেদ। (কূর্ম্মপু॰)

বরাহদংষ্ট্র (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত বরাহদন্ত। (মাধবনি॰) স্ক্রিয়াং টাপ্।

বরাহদত্ত, বণিকভেদ। (কথাসরিৎসা° ৩৭।১০০)

বরাহদৎ (স্ত্রী) বরাহদন্ত।

বরাহদন্ত (ত্রি) বরাহদন্তবিশিষ্ট। (পুং) বরাহের দাঁত।

বরাহদেব স্বামিন্, গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যা-রচয়িতা।

বরাহদ্বাদশী (স্ত্রী) মাঘমাসের শুক্লাদ্বাদশীতে বরাহরূপী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে আচরণীয় কৃত্যভেদ।

বরাহদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। [বরাহ দেখ।]

বরাহনগর, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। কলিকাতা রাজধানীর উত্তর উপকণ্ঠে এক মাইল দূরে গঙ্গানদীর বামকূলে অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বে বাণিজ্যপ্রধান ছিল। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানকার কাঁচি ধুতির বাণিজ্য পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ওলন্দাজ বণিকগণের এখানে একটী কুঠী ছিল। চুঁচুড়ায় আসিবার সময় ওলন্দাজ সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া থাকিত।

এই স্থানের বরাহনগর নামকরণ সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। ঐ সময়ের একখানি প্রাচীন কাগজপত্রে প্রকাশ ওলন্দাজগণ এখানে বরাহহত্যা করিত বলিয়া এই স্থানের বরাহনগর নাম হইয়াছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ যে, বিষ্ণুর বরাহ মূর্ত্তি হইতে এই স্থান দেব নামে কীর্ত্তিত হয়। আবার অনেকে বলেন যে, এখানে একজন দস্যু সর্দ্দার ছিল, সে বরাহ অবতারের উদ্দেশে এই নগর স্থাপন করে। যাহাহউক, বরাহনগর স্থান ও নাম নিতান্ত আধুনিক নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসিয়া এখানে ভাগবতাচার্য্যকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। আজও বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের পাট আছে। [ভাগবতাচার্য্য দেখ।]

এখানকার ওলন্দাজ কীর্ত্তি-নিদর্শন স্বরূপ এখনও অনেক চিত্রিত টালির ভগ্নখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ গভর্মেণ্ট এই স্থান ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ওলন্দাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এখানে একটী পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ইংরাজাধীনে এখানে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হইয়াছে, উহা 'নর্থসুবর্ব্বান্ মিউনিসিপালিটী অব কালকাটা' নামে পরিচিত। এখানে গঙ্গাতীরে অনেক ধনী ও বণিকের বাগানবাড়ী আছে। কএকখানি ঠাকুরবাড়ীও গঙ্গাসৈকত-ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। আলমবাজারের রেড়ীর তৈলের কল ও তাহার বাণিজ্য এবং বোর্ণিও কোম্পানীর চটের কল এখানকার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। আলমবাজারের উত্তরাংশে সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী। পূজ্যপাদ পরমহংস রামকৃষ্ণদেব এখানে অবস্থান করিতেন।

বরাহনামন্ (পুং) বরাহস্য নামেব নাম যস্য। বারাহীকন্দ।

বরাহনির্যূহ (পুং) বরাহমাংসরস। (চরক সূত্রস্থা॰)

বরাহপণ্ডিত, প্রয়োগসংগ্রহবিবেক নামে ব্যাকরণরচয়িতা।

বরাহপত্রী (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা। (রাজনি॰)

বরাহপিত্ত (ক্লী) শূকরপিত্ত। ইহার শোধনপ্রণালী—শূকর-পিত্ত শুকাইয়া লইয়া পরে নিম্বরসে ভাবনা দিলে একদিনেই বিশুদ্ধ হয়। মৎস্যাদির পিত্ত শোধনপ্রণালীও এইরূপ।

[মৎস্যপিত্ত দেখ।]

বরাহপুরাণ (ক্লী) বরাহপ্রোক্ত একখানি মহাপুরাণ।

[পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বরাহভূম (বরাহভূমি), মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম ও পুলিস থানা। এই নামে এখানে একটী পরগণাও আছে।

বরাহমাংস (ক্লী) শূকরমাংস, বন্য ও গ্রাম্যভেদে দুই প্রকার। বন্য বরাহ মাংসের গুণ—গুরু, বাতহর, বৃষ্য এবং বল ও স্বেদকর। গ্রাম্য বরাহ মাংস—গুরু, মেদ, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

"বরাহমাংসং গুরুবাতহারি বৃষ্যং বলস্বেদকরং বনোত্থম্।
তথা গুরুং গ্রামবরাহমাংসং তনোতি মেদোবলবীর্য্যবৃদ্ধিম্॥"
(রাজনি॰)

বরাহমিহির, ভারতে যত জ্যোতির্বিদ্ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বরাহমিহিরকেই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সকলে মনে করেন। সাধারণের বিশ্বাস, বরাহমিহির রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে একজন। এসম্বন্ধে অনেকেই জ্যোতির্বিদাভরণের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

অনেকের বিশ্বাস, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রণেতা কবি কালিদাস উক্ত জ্যোতির্বিদাভরণের রচয়িতা, সুতরাং তিনি বরাহমিহিরের সমসাময়িক বটেন। প্রমাণস্থলে অনেকে জ্যোতির্বিদাভরণ হইতে এই শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"বর্ষৈঃ সিন্ধুরদর্শনাম্বরগুণৈ-(৩০৬৮) র্যাতে কলৌ সংমিতে
মাসে মাধবসংজ্ঞিতে চ বিহিতো গ্রন্থক্রিয়োপক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ৩০৬৮ গত কল্যব্দে বা ২৪ বিক্রম-সংবতে জ্যোতির্বিদাভরণের রচনাকাল হইতেছে, কিন্তু পরে জ্যোতির্বিদাভরণের মধ্যেই—

"শাকঃ শরাম্ভোধিযুগোনিতো হৃতো মানং খতর্কৈরয়নাংশকাঃ স্মৃঃ ॥"

ইত্যাদি স্থলে ৪৪৫ শকের উল্লেখ এবং "মত্বা বরাহমিহিরাদি-মতৈঃ" ইত্যাদি প্রসঙ্গ থাকায় জ্যোতির্বিদাভরণকে খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর গ্রন্থ অথবা এই গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারে বরাহমিহিরকে নবরত্নের একটী রত্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

আবার কেহ কেহ ব্রহ্মগুপ্তটীকাকার পৃথুস্বামীর দোহাই দিয়া এই বচনটী বলিয়া থাকেন—

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।"

৫০৯ শকে বরাহমিহিরাচার্য্য স্বর্গগমন করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবের(Weber) আমরাজের দোহাই দিয়া উক্ত ৫০৯ শক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথুস্বামী বা আমরাজের টীকায় ঐরূপ কোন কথার আভাস নাই।

আবার হলমঞ্জরীর দোহাই দিয়া কোন কোন মহারাষ্ট্র-জ্যোতির্বিদ্ এই বচনটী পাঠ করিয়া থাকেন,—

"স্বস্তি শ্রীনৃপসূর্য্যসূনুজশকে যাতে দ্বিবেদাম্বর-
ত্রৈমানাব্দমিতে ত্বনেহসি জয়ে বর্ষে বসন্তাদিকে ॥"
"চৈত্রে শ্বেতদলে শুভে বসুতিথাবাদিত্যদাসাদভূদ্-
বেদাঙ্গে নিপুণো বরাহমিহিরো বিপ্রো রবেরাশিভিঃ ॥"

অর্থাৎ ৩০৪২ যুধিষ্ঠিরের অব্দে বা ২ বিক্রমসংবতে চৈত্র মাসে আদিত্যদাসের ঔরসে সূর্য্যের আশীর্ব্বাদে বেদাঙ্গনিপুণ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, এই শ্লোকটীও কোন প্রাচীন জ্যোতির্গ্রন্থে না থাকায় বিশ্বাসযোগ্য নহে। *

সুতরাং দেখা যাউক, বরাহমিহির আপনার গ্রন্থে কিরূপ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বৃহজ্জাতকের উপসংহারাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ কাপিত্থকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্ হোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে বরাহমিহিরের পিতার নাম আদিত্যদাস, তিনি অবন্তীবাসী। কাপিত্থ নামক স্থানে তিনি সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া বরলাভ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার রোমক-সিদ্ধান্তের অহর্গণ স্থির উপলক্ষে বরাহমিহির লিখিয়াছেন—

"সপ্তাশ্বিবেদসংখ্যং শককালমপাস্য চৈত্রশুক্লাদৌ।
অর্দ্ধাস্তমিতে ভানৌ যবনপুরে ভৌমদিবসাদ্যঃ ॥"

উক্ত শ্লোক অনুসারে, ৪২৭ শকে চৈত্র শুক্ল প্রতিপদ্ মঙ্গলবার পাওয়া যাইতেছে। নিজ সময় ধরিয়াই জ্যোতির্বিদ্‌গণ অহর্গণ স্থির করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আমরা বরাহমিহিরকেও ঐ সময়ের লোক বলিয়া স্থির করিতে পারি।

* শঙ্কর বালকৃষ্ণদীক্ষিত রচিত "ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র" দ্রষ্টব্য।

এদেশে বরাহমিহির ও খনা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কেহ কেহ খনাকে বরাহমিহিরের কন্যা, কেহ বা পত্নী, কেহ বা পুত্রবধূ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ঐ সকল অনুমান বা প্রবাদের মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে করি না।

বরাহমিহির তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচখানি সিদ্ধান্তের আশ্রয় করিয়া পঞ্চসিদ্ধান্তিকা রচনা করেন। ঐ পঞ্চসিদ্ধান্তের নাম—

"পৌলিশ-রোমক-বাসিষ্ঠ-সৌর-পৈতামহাস্তু পঞ্চসিদ্ধান্তাঃ ॥"

পৌলিশ, রোমক, বাসিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত।

বাসিষ্ঠ ও পৈতামহ এই দুইখানি সিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত-লেখকগণ খৃঃ পূর্ব্ব ১৩শ শতাব্দীর সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পৌলিশ ও রোমক এই দুইখানির নাম দেখিয়া অনেকে মনে করেন বরাহমিহির প্রাচীন পাশ্চাত্য জ্যোতিষেরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৌলিশসিদ্ধান্তে যবনপুর বা আলেকজাণ্ড্রিয় হইতে দেশান্তর গৃহীত হইয়াছে। এদিকে আবার রোমকসিদ্ধান্তে গত দিনসংখ্যা-নির্ণয়ার্থ যবনপুরের মধ্যাহ্ন ধরা হইয়াছে।[১]

প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বীরুণী লিখিয়াছেন, পৌলিশ সিদ্ধান্ত যুনানীর পৌলসের রচনা। তদনুসারে কেহ কেহ মনে করেন যে, গ্রীকভাষায় Paulus Alexandrinus এর যে জ্যোতি-গ্রন্থ আছে, পৌলিশসিদ্ধান্ত তাহারই সংস্কৃত অনুবাদ; কিন্তু যাঁহারা উক্ত গ্রীকগ্রন্থ মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে গ্রীকগ্রন্থের সহিত উহার কিছুমাত্র মিল নাই। বিশেষতঃ পৌলিশ সিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টীকাকার পৃথূদক ও ভট্টোৎপল পৌলিশসিদ্ধান্ত হইতে কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল শ্লোকের সহিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার অন্তর্গত পৌলিশসিদ্ধান্তের কোনরূপ ঐক্য নাই। সৌর ও আর্য্যভট-সিদ্ধান্তের মতের সহিত বরং মিল আছে।

রোমকসিদ্ধান্ত নাম শুনিয়াও অনেকে স্থির করিয়া বসিয়া-ছেন যে, আলেকজাণ্ড্রিয়ার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ টলেমীর মূল গ্রন্থ অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাঠ করিলে তাহা মনে হয় না। লাট, বশিষ্ঠ, বিজয়নন্দী ও আর্য্যভট এই চারিজনের গণনা ভিত্তি করিয়া শ্রীষেণ রোমকসিদ্ধান্ত রচনা করেন। ভট্টোৎপল ও অল্‌বেরুণীও তাহাই বলিয়াছেন।

(১) "যবনাচ্চরজা নাড্যঃ সপ্তাবন্ত্যাস্ত্রিভাগসংযুক্তাঃ।
বারাণস্যাং ত্রিকৃতিঃ সাধনমন্যত্র বক্ষ্যামি ॥" (পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় পৌলিশ)

বরাহমিহির যে ৫ খানি সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সৌর বা সূর্য্যসিদ্ধান্ত সমালোচনা করিয়া জ্যোতিষিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সিদ্ধান্তখানি শকাব্দারম্ভের সময় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে পৌলিশ এবং পৌলিশের পূর্ব্বে রোমকসিদ্ধান্ত রচিত হয়। গ্রীক জ্যোতিষী হিপার্কস্ প্রায় ১৫০ বর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত। তাঁহার পরিদর্শনকাল লইয়া টলেমি প্রায় ১৫০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার গ্রন্থের সহিত রোমকসিদ্ধান্তের মিল নাই। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুপূর্ব্বে রচিত রোমকসিদ্ধান্ত হিপার্কসের গ্রন্থ দেখিয়া সঙ্কলিত হইয়াছে এরূপ কথাও বলিতে পারা যায় না।

এই মাত্র বলিতে পারি যে, বরাহমিহির যবনাচার্য্যগণের মতও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ব্যতীত তিনি বৃহৎসংহিতা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক প্রভৃতি বহু জ্যোতিগ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন আরূঢ়জাতক, কালচক্র, ক্রিয়াকৈরবচন্দ্রিকা, জাতককলানিধি, জাতকসরসী, জাতকসার বা লঘুজাতক, দৈবজ্ঞবল্লভা, প্রশ্নচন্দ্রিকা, বৃহদষ্টবর্গ, বৃহদ্‌যাত্রা, ময়ূরচিত্রক, মুহূর্ত্তগ্রন্থ, যোগযাত্রা, যোগার্ণব, বটকণিকা, সারাবলী ও বরাহমিহিরীয় নামক কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।

বরাহমিহির, একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক।

বরাহমুক্তা (স্ত্রী) মুক্তাভেদ। [মুক্তাশব্দ দেখ।]

বরাহমূল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ। এখানে বরাহরূপী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। [কাশ্মীর দেখ।]

বরাহয়ু (ত্রি) বরাহ-ইচ্ছুক, শূকরাভিলাষী কুক্কুর। "বরাহয়ু-র্বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ।" (ঋক্ ১০।৮৬।৪) 'বরাহয়ুর্ব্বাহমিচ্ছন্‌শ্বা'

বরাহবৎ (অব্য) বরাহসদৃশ বা তদনুরূপে।

বরাহবপুষ (ক্লী) বরাহের দেহ (ত্রি) বরাহদেহধারী।

বরাহশর্ম্মন্, জ্যোতিরত্নপ্রণেতা।

বরাহশিম্বী (স্ত্রী) শূকরভোজ্য শিম্বী।

বরাহশিলা, হিমালয়শিখরস্থ একটী পবিত্র স্থান।

বরাহশৃঙ্গ (পুং) শিব।

বরাহশৈল (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বরাহসংহিতা (স্ত্রী) ১ বরাহমিহিরবিরচিত জ্যোতিগ্রন্থভেদ, বৃহৎসংহিতা। ২ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাজ্ঞাপক একখানি গ্রন্থ।

বরাহস্বামিন্ (পুং) পৌরাণিক রাজভেদ।

বরাহাঙ্গী (স্ত্রী) ক্ষুদ্রদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

বরাহাদ্রি (পুং) বরাহ পর্ব্বত।

বরাহাবতার (পুং) বিষ্ণুর অবতারভেদ। [বরাহ দেখ।]

বরাহাশ্ব (পুং) দৈত্যবিশেষ।

বরাহিকা (স্ত্রী) কপিকচ্ছু। (রাজনি°)

বরাহী (স্ত্রী) বরাহো ভক্ষকত্বেনাস্ত্যস্যেতি বরাহ-অচ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ভদ্রমুস্তা। ২ শূকরকন্দ। ৩ অশ্বগন্ধা। ৪ কৃষ্ণচটকা। (বৈদ্যকনি°)

বরাহু (পুং) ১ প্রধান শত্রুর ঘাতক, ২ উত্তম বৃষ্ট্যুদকহন্তা।

"অয়োদংষ্ট্রান্ বি ধাবতো বরাহূন্।" (ঋক্ ১।৮৮।৫)

'বরস্য উৎকৃষ্টস্য শত্রোর্হন্তৄন্।' (সায়ণ) ৩ হবির্ভক্ষয়িতা।

বরিক, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

বরিতৃ (ত্রি) ১ আচ্ছাদনকারী। ২ পছন্দকারী।

বরিন্ (পুং ক্লী) বিশ্বেদেবাদির অন্তর্গত দেবতাভেদ। (ভারত)

বরিমন্ (ত্রি) ১ বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি, পরিধি। (ঋক্ ১।৫৫।১) ২ বরতম, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট, মহত্ত্বযুক্ত, বরিষ্ঠ।

বরিয়া (বারিয়া), বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত প্রদেশের রেবাকান্থা বিভাগের অন্তর্গত মিত্ররাজ্য। অক্ষা° ২২°২১´ হইতে ২২°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪১´ হইতে ৭৪°১৮´ পূঃ মধ্য। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ইংরাজাধিকৃত পঞ্চমহল বিভাগ, উত্তরে সঞ্জেলী ও সুঁত নামক সামন্তরাজ্য এবং দক্ষিণে ছোট উদয়পুর। ইহার দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৩০ মাইল এবং বিস্তৃতি ৮১৩ বর্গমাইল। এই সামন্তরাজ্যের দক্ষিণে ও পূর্ব্বভাগ পর্ব্বতময় এবং রন্ধিকপুর, ঢুধিয়া, উমারিয়া, হাবেলী, কাকদখিলা, শাগতালা ও রাজগড় নামক ৭টী উপবিভাগে ইহা বিভক্ত, এই সকল উপবিভাগ ও পূর্ব্বকথিত পর্ব্বতের অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল নহে, জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতানিবন্ধন এই স্থান নানা রোগের আকর হইয়াছে। বনভাগে শাল বৃক্ষ আছে। চাসবাসের মধ্যে কলাই ও তৈলকর শস্যই প্রধান।

এখানকার সর্দ্দারগণ চৌহানবংশীয় রাজপুত। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাকর্ত্তৃক তাঁহারা দাক্ষিণাভিমুখে বিতাড়িত হইয়া চম্পানের দুর্গ অধিকার করেন। এখানে তাঁহারা প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দকাল রাজত্ব করিবার পর ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জরপতি মহম্মদ বৈগাড়া কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজ্যের বনান্তরাল প্রদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে একটী বংশ ছোট উদয়পুরে এবং অপরটী বরিয়ায় রাজপাট স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে সহায়তা করায় এখানকার সামন্তরাজ ইংরাজের বিশেষ অনুগ্রহ এবং ইংরাজ গবর্মেণ্ট বরিয়াভীল সেনাদল রক্ষার জন্য সর্দ্দারকে মাসিক ১৮৮০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করেন। এখানকার সামন্তরাজ দেবগড় বরিয়ার মহারাবল বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান সামন্তরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে বার্ষিক ৯৩৩০ টাকা কর দিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতৃসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, কিন্তু দত্তকগ্রহণে রাজাদের অধিকার নাই। রাজার সেনাসংখ্যা ২৬৩ জন। তিনি ইংরাজরাজের নিকট হইতে মান্যসূচক ১০৮ তোপ পাইয়া থাকেন। পলিটিকাল এজেণ্টের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। রাজার ব্যয়ে ১৫টী বিদ্যালয় ও একটি চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে এবং গুজরাত হইতে মালব পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার যে অংশ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে তাহা এবং আরও কএকটি রাস্তা পাকা করা হইয়াছে।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। বড়োদা রাজধানী হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°.৪ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৮´ ৩০´´পূঃ।

বরিয়ু, মার্ত্তাবানবাসী একজন বণিক্, প্রকৃত নাম মগদু। শ্যামরাজের অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি ক্রমে তথাকার একজন অমাত্য হইয়া উঠেন। রাজা কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে, তাঁহাকে রাজধানীর শাসনকর্ত্তা করিয়া যান, এই সময়ে তিনি শ্যামরাজকন্যাকে অপহরণ করিয়া মার্ত্তাবানে পলাইয়া আসেন এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা আলেইন্‌মাকে বিনাশ করিয়া মার্ত্তাবানের শাসনকর্ত্তা হন। ১২৮১ খৃষ্টাব্দে শ্যামরাজ তাঁহার পদাধিকার স্বীকার করেন। এই সময় হইতে ইতিহাসে তিনি রাজা বরিয়ু নামে পরিচিত। অতঃপর বরিয়ু কানপালানি রাজ্য জয় করিয়া রাজকন্যার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক আপনার শাসনশক্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি চীনসেনার অত্যাচার হইতে পেগুরাজকে রক্ষা করিবার জন্য সেনা সাহায্য করিয়া ছিলেন, কিন্তু অচিরে উভয় রাজায় বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি মার্ত্তাবান নগরে "ময়থিরেনমা" পাগোদা স্থাপন করিয়া যান।

বরিবস্ (ত্রি) ১ অন্তরীক্ষ। "এবশ্ছন্দঃ বরিবশ্ছন্দঃ" (বাজসনেয় স° ১৫।৪) 'বরিবঃ প্রভামণ্ডলেন ব্রিয়ত ইতি বরিবোঽন্তরিক্ষম্' (মহীধর) ২ ধন। "সুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ।" (ঋক্‌১।৫৯।৫) 'বরিবোঽসুরৈরপহৃতং ধনং' (সায়ণ) ৩ পূজা, শুশ্রূষা।

বরিবস্কৃৎ (ত্রি) ধনকর্ত্তা। "এষ ইন্দ্রো বরিবস্কৃৎ" (ঋক্ ৮।১৬।৬) 'বরিবস্কৃৎ ধনস্য কর্ত্তা' (সায়ণ)

বরিবস্যা (স্ত্রী) বরিবসঃ পূজায়াঃ করণম্, বরিবস্-ক্যচ্। (নমোবরিবসশ্চিত্রঙঃ ক্যচ্। পা ৩।১।১৯) ততঃ অঃ,ততষ্টাপ্। শুশ্রূষা। "হুবে যদ্বাং বরিবস্যা গৃণানো" (ঋক্ ১।১৮১।৯)

বরিবস্থিত (ত্রি) বরিবস্যা সঞ্জাতা অস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। অথবা বরিবস্য-ক্ত, (ক্যস্য বিভাষা। পা ৬।৪।৫০) পক্ষে যলোপাভাবঃ। উপাসিত, যাহাকে উপাসনা, শুশ্রূষা বা সেবাকরা হইয়াছে। (অমর)

বরিবোদ (ত্রি) বরিবঃ ধনং দদাতীতি বরিবস্-দা-ক। ধনদাতা। (শুক্লযজুঃ ১৭।১৪)

বরিবোধা (ত্রি) ধনদাতা। "শ্রুষ্টীবানং বরিবোধামভি প্রয়ঃ।" (ঋক্ ১।১১৯।১) 'বরিব ইতি ধনং নাম বরিবসো• ধনস্য দাতারম্।' (সায়ণ)

বরিবোবিদ্ (ত্রি) ধনলম্ভয়িতা, যিনি ধন লাভ করাইয়া বা পাওয়াইয়া দেন। 'বিদ্ৢ লাভে, অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ' ইনি (ঋক্ ১।১০৭।১ ভাষ্যে সায়ণ)

বরিণী (স্ত্রী) বড়িশী। (শব্দরত্না°)

বরিষ (ক্লী) বৃ-সঃ বাহুলকাৎ ইট্। বৎসর। (শব্দরত্না°) 'বর্ষঃ স্যাদ্‌বরিষোঽপি চ' (উজ্জ্বলদত্তধৃত)

বরিষা (স্ত্রী) বৃ-সঃ বহুবচনাৎ ইট্। বর্ষা। (দ্বিরূপকো°)

বরিষাপ্রিয় (পুং) বরিষা বর্ষা প্রিয়া যস্য। চাতকপক্ষী। (শব্দরত্না°)

বরিষিতে (দেশজ) বর্ষণ করিতে, বৃষ্টি করিতে,ছড়াইয়া দিতে।

বরিষ্ঠ (ক্লী) অতিশয়েন বরমিতি বর-ইষ্ঠন্। তাম্র, তামা। "রক্তং বরিষ্ঠং ম্লেচ্ছাখ্যং তাম্রং শুল্বমুডুম্বরম্॥" (বৈদ্যকরত্নমালা) ২ মরিচ। (মেদিনী)

বরিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বর উরুর্বা ইষ্ঠন্। প্রিয়-স্থিরেতি বরাদেশঃ। ১ বরতম।

"হত্বা স্বরিক্থস্পৃধ আততায়িনো।
যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।" (ভাগবত ১।১০।১)

২ উরুতম। (ঋক্ ৪।৫৬।১) ৩ বৎস। (অজয়) ব—ইষ্ঠন, পুং। ৪ তিত্তিরিপক্ষী।৫ নাগরঙ্গ বা নারঙ্গ বৃক্ষ। চলিত নারাঙ্গা লেবুর গাছ। (রাজনি°) ৬ চাক্ষুষ মনুর পুত্র।

"বরিষ্ঠো নাম ভগবান্ চাক্ষুষস্য মনোঃ সুতঃ॥"
(ভারত ১৩।২৮।২০)

৭ ধর্ম্ম-সাবর্ণি মন্বন্তরের জনৈক ঋষি।

"হবিষ্মাংশ্চ বরিষ্ঠশ্চ ঋষ্টিরন্যস্তথারুণিঃ।
নিশ্চরশ্চানঘশ্চৈব বিষ্টিশ্চান্যো মহামুনিঃ॥
সপ্তর্ষয়োঽন্তরে তস্মিন্নগ্নিদেবশ্চ সপ্তমঃ॥"(মার্ক° পু°৯৪।১৯)

৮ দৈত্যবিশেষ।

"বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠশ্চ ভূতলোন্মথনোবিভুঃ।
সুপ্রসাদঃ কিরীটী চ সূচীবক্ত্রো মহাসুরঃ॥" (হরিবং ১৩২।১৩)

বরিষ্ঠা (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, হুড়হুড়ে। (রাজনি°) ২ হরিদ্রা। (বৈদ্যকনি°) ৩ গুল্মভেদ (Polasina Icosandra)

বরিষ্ঠক (ত্রি) বরতম। শ্রেষ্ঠ, গরীয়ান্।

বরিষ্ঠাশ্রম (পুং) স্থানবিশেষ।

বরিহিষ্ঠ (ক্লী) উশীর। ২ বালক, চলিত বালা। (সুশ্রুত° চিকি° ১৮ অ°)

বরিহিষ্ঠমূল (ক্লী) উশীর মূল। (সুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান১৮অ°)

বরী (স্ত্রী) বৃণোতীতি বৃ-পচাদ্যচ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। শতাবরী (অমর) ২ সূর্য্যপত্নী। (ত্রিকা°) ৩ লঘুশতাবরী। ৪ মহাশতাবরী। (বৈদ্যকনি°) ৫ বাজীকামাগ্নিসন্দীপনরস।

বরীতৃ (ত্রি) আচ্ছাদনকারী। আচ্ছাদক।

বরীতাক্ষ (পুং) দৈত্যভেদ। (মহাভারত)

বরীদাস (পুং) গন্ধর্ব্ব নারদের পিতা।

বরীধরা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার ১ম ২য় ও ৪র্থ চরণে ১১টি অক্ষর এবং ১, ২, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১ বর্ণ গুরু ও অপর লঘু। ৩য় চরণে ১, ৩, ৬, ৭ ও ৯ লঘু এবং তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।

বরীমন্‌ (ত্রি) পরিধি, বিস্তৃতি। [বরিমন্‌ দেখ]

বরী[য়স্‌]য়ান্‌ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন উরুর্বরো বা ঈয়সুন্‌। প্রিয়স্থিরেতি বরাদেশঃ। ১ শ্রেষ্ঠ। "বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতো নৃপ!" (ভাগবত ২।১।১) ২ বরিষ্ঠ। ৩ অতি যুবা। (মেদিনী) (পুং) ৪ বিষ্কম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত অষ্টাদশ যোগ। এই যোগে জন্মিলে মানব দয়ালু, দাতা, সুন্দর, সুবেশ, সৎকর্ম্মকারী, মধুরস্বভাব এবং ধন-জন-বল-সম্পন্ন হয়।

"দাতা দয়ালুঃ সুতবাং সুবেষঃ,
সৎকর্ম্মকর্ত্তা মধুরস্বভাবঃ।
নরো বলীয়ান্‌ ধনবান্‌ জনাঢ্যো
যোগো বরীয়ান্‌ যদি জন্মকালে।" (কোষ্ঠীপ্র°)

৫ পুলহের পুত্র। (ভাগবত ৪°।১।৩৪) স্ত্রিয়াং ঙীষ্‌। বরীয়সী শতমূলী। (রাজনি°)

বরীবর্দ্দ (পুং) বলীবর্দ্দ। (অমরটীকা রমানাথ)

বরীবৃত (ত্রি) পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন।

বরীষু (পুং) কামদেব। (ত্রিকা°)

বরু (পুং) ১ রাজা। ২ সকলের বরণায়। (ঋক্‌ ৮।২৩।২৮ সায়ণ)

বরুক (পুং) কুধান্যভেদ, বরক, চীনাধান। (সুশ্রুত সূ° ৪অ°)

বরুট (পুং) ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ, বরুড়।

'পুলিন্দা নহলা নিষ্ট্যাঃ শবরা বরুটা ভটাঃ।
মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥' (হেম)

বরুড় (পুং) নীচ জাতিবিশেষ। পরাশরপদ্ধতিমতে কৈবর্ত্তের কন্যাগর্ভে এবং শৌণ্ডিকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"কৈবর্ত্তকস্য কন্যায়াং শৌণ্ডিকাদেব সৌচিকঃ।
সৌচিকাৎ শৌণ্ডিকাজ্জাতো নটো বরুড় এব চ॥"

এই জাতি অন্ত্যজ মধ্যে গণ্য।

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ যদি এই জাতির স্ত্রীগমন করে এবং ইহাদের অন্নভোজন বা ইহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে পতিত হয়, আর জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে ঐ সকল জাতির সমতা প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞানপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠানে প্রায়শ্চিত্ত করিলে পাপের শান্তি হইয়া থাকে।

"এতেষান্তু স্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বরুণ (পুং) বৃণোতি সর্ব্বং ব্রিয়তে অন্যৈরিতি বা বৃ-উনন্‌, (কৃদাদিভ্য উনন্‌। উণ্‌ ৩।৫৩) ১ দেবতাবিশেষ, অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে উৎপন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, চর্ষণী নাম্নী পত্নীর গর্ভে ভৃগু ও বাল্মীকি নামে ইহার দুই পুত্র জন্মে। ইনি পশ্চিমদিক্‌-পাল এবং জলের অধিপতি বলিয়া পূজিত। পর্য্যায়—প্রচেতস্‌, পাশিন্‌, যাদশাম্পতি, অপ্পতি, যাদঃপতি, অপাম্পতি, জম্বুক, মেঘনাদ, জলেশ্বর, পরঞ্জয়, দৈত্যদেব, জীবনবাস, নন্দপাল, বারিলোম, কুণ্ডলিন্‌, রাম, সুখাস। (জটাধর)

জলাশয়োৎসর্গ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে বরুণদেবের পূজা করিতে হয়। হয়শার্ষপঞ্চরাত্রে ইহাঁর পূজা পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে। পূজাকালে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রয়োজন। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রত্নরাজি দিয়া বরুণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া লইতে হয়। ইহাঁর দুই ভুজ, ইনি হংসপৃষ্ঠে আসীন। ইহাঁর দক্ষিণহস্তে অভয় এবং বামহস্তে নাগপাশ। বামভাগে জলরাশি এবং দক্ষিণে ইহাঁর পুত্র পুষ্কর। ইনি নানা নদনদী, নাগ, জলধি ও বিবিধ জলজন্তু দ্বারা পরিবৃত। জলাশয়ের তীরে বা প্রান্তভাগে বরুণদেবের এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠান্তে অর্চ্চনা করিবে। (১) ইহাঁর ধ্যান যথা—

"প্রসন্নবদনং সৌম্যং হিমকুন্দেন্দুসন্নিভম্‌।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তং সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতম্‌॥

---

(১)"অথ বাপ্যামতঃ কুর্য্যাৎ সূক্ষ্মরত্নাদিনির্ম্মিতম্‌।
দ্বিভুজং হংসপৃষ্ঠস্থং দক্ষিণেনাভয়প্রদম্‌॥
বামেন নাগপাশন্ত ধারয়ন্তং শুভোগিনম্‌।
সলিলং বামমাভোগং কারয়েদ্‌যাদসাম্পতিঃ॥
বামে তু কারয়েদ্বৃদ্ধিং দক্ষিণে পুষ্করং শুভম্‌।
নাগৈর্নদীভির্যাদোভিঃ সমুদ্রৈঃ পরিবারিতম্‌॥
কৃত্বৈবং বরুণং দেবং প্রতিষ্ঠাবিধিনার্চ্চয়েৎ॥" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

কিরণৈঃ শীতলৈঃ সৌম্যৈঃ প্রীণয়ন্তমবস্থিতম্।
লবণ্যামৃতধারাভিস্তর্পয়ন্তমিব প্রজাঃ।
রাজহংসসমারূঢ়ং পাশব্যগ্রকরং শুভম্।
পুষ্করাদ্যৈর্গণৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্॥
• গৌর্য্যা কান্ত্যা চানুগতং নদীভিঃ পরিবারিতম্।
নাগৈর্যাদোগণৈর্যুক্তং ব্রাহ্মণামিব চাপরং ॥
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং নারায়ণমিবাপরম্ ॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পরে পূজা করিতে হইবে।

বরুণের মন্ত্র—ওঁ বৌ।

"অষ্টাবিংশান্তবীজেন চতুর্দ্দশস্বরেণ চ।
অর্দ্ধেন্দুবিন্দুযুক্তেন প্রণবোদ্দীপিতেন চ॥" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রণব দ্বারা নিবোধমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মুষ্টি অন্তর্গত করিলেই নিবোধ-মুদ্রা হইয়া থাকে। পরে পাশমুদ্রায় দেবতার সান্নিধ্য করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়।

"প্রতিমায়াং স্থিতিং কৃত্বা প্রণবেন নিবোধয়েৎ।
পূজয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদৌঃ সান্নিধ্যং পাশমুদ্রয়া॥" (হয়শীর্ষ)

বরুণের নমস্কার-মন্ত্র যথা—

"বরুণো ধবলো বিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপম্।
পাশহস্তো মহাবাহুস্তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ॥"(জলাশয়োৎসর্গতত্ত্ব)

দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বরুণার্চ্চনা ও বরুণমন্ত্র জপে সুবৃষ্টি হয়। অনাবৃষ্টির কারণ বরুণার্চ্চনা করিতে হইলে তখন স্বতন্ত্র ধ্যান আছে। সেই ধ্যানে বরুণের রূপ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিবে।

"পুষ্করাবর্ত্তকৈর্মেঘৈঃ প্লাবয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসন্নদ্ধং তোয়াত্মানং নমাম্যহম্॥
যস্য কেশেষু জীমূতো নদ্যঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু।
কুক্ষৌ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে বরুণকে আরাধনা-পূর্ব্বক মূল মন্ত্র জপ করিবে। জপের পূর্ব্বে বিনিয়োগ করিয়া লইতে হয়। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা এতাবদ্রাষ্ট্রমভিব্যাপ্য সুবৃষ্ট্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।" মন্ত্র গুরু-মুখ হইতেই জানিয়া লইতে হয়। সেই মন্ত্র যথা—

"ওঁ বৃষ্টিরিহানাব্যন্তরয়ো মরুতাম্পৃশতীং
গচ্ছ বশাপৃগ্নির্দ্দৃত্বা দিবং গচ্ছত তেনো বৃষ্টিমাবহ॥"

এই মন্ত্র সহস্রবার জপের পর নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। মন্ত্রান্তর যথা—কূর্চ্চ লক্ষ্মী ও মায়াবীজ, (হুঁ শ্রীঁ হ্রীঁ, এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র যদি নাভি পর্য্যন্ত জলে মগ্ন হইয়া জপ করা হয়, তবে অনাবৃষ্টি দূর হয়, এবং সদ্য সদ্য দেশে মহাবৃষ্টি হইতে থাকে। মন্ত্র জপের সংখ্যা অষ্ট সহস্র, কিন্তু তাহার চতুর্গুণ, অর্থাৎ বত্রিশ হাজার জপ করিতে হইবে। তিনদিনের পর চতুর্থ দিনে এই জপের সমাপ্তি।

"নাভিমাত্রং জলে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ।
বসুসহস্রং জপেন্মন্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য যত্নতঃ॥" অথবা—
"ষট্‌সহস্রং জপেন্নিত্যং তদা বৃষ্টির্ভবেদ্ধ্রুবম্।" (ষট্‌কর্ম্মদীপিকা)

কেহ কেহ অনাবৃষ্টিকালে বরুণের একাক্ষর মন্ত্র জপেরও ব্যবস্থা করেন। একাক্ষর মন্ত্র 'বং'।

মনু বলিয়াছেন,—মহাপাতকী ব্যক্তির যে, ধন দণ্ড করা হইবে, সাধুচরিত্র রাজা তাহা কখন গ্রহণ করিবেন না। কেন না লোভে পড়িয়া তাহা গ্রহণ করিলে, সেই মহাপাতকীর দোষেই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হয়। এই জন্য জলে প্রবেশ করিয়া রাজা সেই দণ্ডদ্বারা লব্ধ ধন বরুণকে অথবা সদ্‌বৃত্তি-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। কারণ, বরুণ দণ্ডকর্ত্তা, তিনি রাজা-দিগেরও দণ্ডধর। আর যিনি বেদপারগ ব্রাহ্মণ তিনি সর্ব্ব জগ-তেরই প্রভু।* (মনু ৯ অঃ)

অতি প্রাচীন কাল হইতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণদেবের উপা-সনা প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদে তিনি রাজা, বিশুদ্ধ বল, বিমান-চারী, বেগবান্ ও পরাক্রমশালী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। উক্ত রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ (উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন মার্গ) বিস্তার করিয়া থাকেন। তিনি মূলরহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধে ধারণ করেন, সেই রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ, কিন্তু তাহার মূল উর্দ্ধে, তদ্দ্বারা তিনি জীবের মরণ রোধ করেন। তাঁহার শত সহস্র ওষধি আছে, অর্থাৎ তিনি ওষধিপতি। তিনি নির্ঋতিকে পরাঙ্মুখ করিয়া মনুষ্য-দিগের দুরিত নাশ করিতে সমর্থ। তিনি পরমায়ু দান ও গ্রহণ-কারী, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়; তিনি বিদ্বান্ ও অহিংসিত বন্ধনমোচনকারী ও মুক্তিদাতা এবং তাঁহার কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত। 'হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্য দানদ্বারা তোমার ক্রোধ অপনোদন করি। হে অসুর! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃতপাপ শিথিল কর। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া, নীচের

* "নাদদীত নৃপঃ সাধুর্মহাপাতকিনো ধনম্।
আদদানস্তু তল্লোভাত্তেন দোষেণ লিপ্যতে॥
অপ্সু প্রবেশ্য তং দণ্ডং বরুণায়োপপাদয়েৎ।
শ্রুতবৃত্তোপপন্নে বা ব্রাহ্মণে প্রতিপাদয়েৎ॥
ঈশো দণ্ডস্য বরুণো রাজ্ঞাং দণ্ডধরো হি সঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতো ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ॥" (মনু ৯ অঃ)

পাশ নীচে দিয়া এবং মধ্যের পাশ মধ্য দিয়া খুলিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতিপুত্র! আমরা তোমার ব্রতখণ্ডন না করিয়া পাপরহিত হইয়া থাকিব।' (ঋক্ ১।২৪।৬—১৫)

এইরূপে বেশ বুঝা যায় যে, বরুণ দিক্‌পতি বা লোকপাল, তিনি যমের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচার বা নিগ্রহকর্ত্তা। তিনি ধনাধিকারী (ঋক্ ১।১৩৩।৪) এবং ধৃতব্রত। (ঋক্ ২।১।৪) ঋক্‌সংহিতার ১।১৬১।১৪ মন্ত্রে লিখিত আছে, বরুণ সমুদ্র-জলের সহিত আগমন করিতেছেন। ৭।৮৭।৬ মন্ত্রে তৎকর্ত্তৃক সমুদ্রকে স্থাপনের কথা আছে। তাঁহার ভিতর তিনপ্রকার দ্যুলোক নিহিত আছে; তিন প্রকার ভূমি, ছয় অবস্থায় ইহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে। তিনি অন্তরীক্ষে হিরণ্ময় দোলার ন্যায় দীপ্তির জন্য সূর্য্যকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি জলবিন্দুর ন্যায় শ্বেতবর্ণ, গৌর মৃগের ন্যায় বলবান্. উদকের নির্ম্মাতা ও সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। ৫।৪।৭ মন্ত্রে তিনি সূর্য্যকর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছেন। ঋক্‌সংহিতার ৭ম মণ্ডলের ৮৭-৮৯ সূক্তে মন্ত্র-নিচয়ে বরুণ দেবতার নানা স্তুতি আছে।

এতদ্ভিন্ন উক্ত সংহিতার ১।১৫৬।৪, ২।২৭।১০, ২।২৮।৯, ৪।১।৫, ৪।৪২।১-২, ১০।৯৯।১০, ১০।১৩২।৪ স্থলে বরুণ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ, রাজা ও শক্তিমান্ এবং স্তোত্রবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদেও বরুণ দেবগণের মুখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত। "সোমো ভগ ইব যামেষু দেবেষু বরুণো যথা।" (অথর্ব্ব ৬।২১।২)

ঋক্‌সংহিতার ৮।৪১ ও ৮।৪২ সূক্তে বরুণদেবের স্তুতি আছে। ৫।৮৫ সূক্তের মন্ত্রনিচয়ে অত্রিঋষি বরুণ দেবতার এই-রূপ স্তব করিয়াছেন, 'তিনি নিখিল ভুবনের অধিপতি ও বৃষ্টিপাতদ্বারা পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে আর্দ্র করেন।' এই ঋকের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হয়, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরই বরুণ। ঈশ্বরের কার্য্যাবলী স্বতন্ত্র অভিধা প্রাপ্ত হইয়া বরুণে আরোপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ প্রকৃতির বিস্ময়-কর কার্য্যপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া বরুণ ইন্দ্রাদিদেবের স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহারা সেই কার্য্যপরম্পরার ঐক্য উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের একত্ব হৃদয়ে অনুভব করেন। 'যিনি সূর্য্যদ্বারা অন্তরীক্ষের পরিমাণ লয়েন (৫।৮৫।৫), তিনিই নদী সকলকে এক মহাসমুদ্রে-প্রেরণ করেন, অথচ সেই মহা সমুদ্র পূর্ণ হয় না (৫।৮৫।৬), আবার তিনিই মনুষ্যের পাপ বিনাশ ও অপরাধ খণ্ডন করিয়া থাকেন। তিনি সূর্য্যের আস্ত-রণার্থ এবং বৃক্ষ সকলের উপরিভাগে অন্তরীক্ষকে বিস্তারিত করিয়াছেন, তিনি অশ্বগণের বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ ও হৃদয়ে সংকল্প দান করিয়া থাকেন। তিনিই জলে অগ্নি, অন্তরীক্ষে সূর্য্য ও পর্ব্বতে সোমলতা স্থাপন করিয়াছেন।' ইত্যাদি স্তুতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপরায়ণ বৈদিক ঋষিগণ বরুণ ও ঈশ্বরকে এক ও অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

এই একত্ব হেতুই ১।১৩৬-১৩৭ সূক্তে পরুচ্ছেপ ঋষি, ১।১৫১-১৫২ সূক্তে দীর্ঘতমা ঋষি এবং ঋগ্বেদের ৭।৬৩-৬৬ সূক্তে বশিষ্ঠ ঋষিকর্ত্তৃক প্রাতে মিত্র ও বরুণের* স্তুতিমন্ত্র গীত হইয়াছে। তাঁহারা নামপার্থক্যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন মঙ্গলজনক ক্রিয়া সম্পা-দনকর্ত্তা হইলেও মূলে এক মহান্ ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তাই আমরা ঋক্‌সংহিতার ১।১৫৬।৪ মন্ত্রে বিষ্ণু ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে একত্র সখাবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞে মিলিত দেখিতে পাই। শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্রে (২।২০।৪) ঐরূপ বিষ্ণু-বরুণের সংযোগ ও একাধারত্ব বর্ণিত হইয়াছে। গোভিল ৩।৬।১২ সূত্রে যমবরুণের একযোগত্ব এবং শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণ ১৮।১০ ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (১০।৮।২৭) অগ্নি বরুণের একাধারত্ব নির্দ্দেশিত আছে। ঋক্ ৪।১।২ মন্ত্রে অগ্নি-বরুণের সখিত্ব ও ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ আরোপিত †।

অথর্ব্ববেদের "ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হ্যজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ সংবিদানঃ।" (অথর্ব্ব ৩।৪।৬) মন্ত্রে ইন্দ্র ও বরুণের একমতিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বাজসনেয়-সংহিতায় ইন্দ্র ও বরুণের একত্ব দেখা যায়। তাঁহারা দেবগণের সম্রাট্, সুতরাং সেই ইন্দ্রাবরুণ মিত্রাবরুণের ন্যায় কিছুতেই ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহই হইতে পারেন না। তবে স্থানবিশেষে তাঁহাকে মিত্র, অগ্নি, ইন্দ্র, যম বা বায়ুর সহিত ঐশকর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেখিয়া তাঁহার মৌলিক ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই মাত্র বলা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের ১।১২৬-১৩৬ সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করিলে তাঁহা-দের পরস্পরের কিছুই বিশেষত্ব উপলব্ধি হয় না বরং তাঁহাদের একত্বই নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। ঋক্ ১।১৩৬।৮-৭ মন্ত্রে আছে যে "আমি সূর্য্য, পৃথিবী, আকাশ, মিত্র, ও বরুণ এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী ও সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, অর্য্যমা ও ভগকে স্তব কর। * * * আমরা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, * * * ইন্দ্র অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্ হইয়া যেন সেই সুখভোগ করি।" ১।১৫৩ সূক্তে ইন্দ্র ও বায়ুর এবং ১।১৩৩ সূক্তে ইন্দ্র ও বরুণের

* অথর্ব্ববেদ ৩।৪।৪ মন্ত্রে মিত্রাবরুণের প্রসঙ্গ আছে।

† "স ভ্রাতরং বরুণমগ্ন আ ববৃৎস্ব অচ্ছা সুমতী যজ্ঞবনসং জ্যেষ্ঠং যজ্ঞবনসম্।
ঋতাবানমাদিত্যং চর্ষণীধৃতং রাজানং চর্ষণীধৃতম্॥
সখে সখায়মভ্যা ববৃৎস্বাশুং ন চক্রং রথ্যেব রংহ্যাস্মভ্যং দস্ম রংহ্যা।
অগ্নে মৃলীকং বরুণে সচা বিদো মরুৎসু বিশ্বভানুষু। [ঋক্ ৪।১।২-৩]

সাহচর্য্য সূচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা স্পষ্টই এই দেবতামণ্ডলীর একত্ব ও ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। আবার—শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৮।৩৭ মন্ত্রে "ইন্দ্রশ্চ সম্রাড্‌বরুণশ্চ রাজা তৌ তে ভক্ষং চক্রতুরগ্র এতম্।" পাঠ করিলে উভয়কে এক বলিয়াই মনে হয়। উহার ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন ;—"তৌ দেবৌ ইন্দ্রবরুণৌ তে তব এতং সোমমগ্রে প্রথমং ভক্ষং চক্রতুঃ। তৌ কৌ ইন্দ্রো বরুণশ্চ চকারৌ সমুচ্চয়ে, কিম্ভূত ইন্দ্রঃ সম্রাট্ পরমৈশ্বর্য্যযুক্তঃ বাজপেয়যাজীত্যর্থঃ। কিংভূতো বরুণঃ রাজা রাজসূয়যাজী রাজা বৈ রাজসূয়েনেষ্ট্বা ভবতি সম্রাড্বাজপেয়েনেতি শ্রুতেঃ।"

ঋক্‌সংহিতার ১।১২৩।২ মন্ত্রে উষাকর্ত্তৃক বরুণের গৃহ আলোকীকরণের কথা আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদের "পস্ত্যাসু চক্রে বরুণঃ সধস্থমপাং শিশুর্মাতৃতমাস্বন্তঃ"(১০।৭) মন্ত্রপাঠে বুঝিতে পারি যে, সমুদ্র বা জলগর্ভই বরুণের গৃহ। তিনি জলের শিশু, জলই তাঁহার নিবাসস্থান। ঐ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর লিখিয়াছেন—'যা এবম্বিধা আপস্তাসু অন্তর্মধ্যে বরুণো দেবঃ সধস্থং সহস্থানং চক্রে কৃতবান্ সহ স্থীয়তে যস্মিন্ তৎ সধস্থং। কিম্ভূতো বরুণঃ অপাং শিশুঃ বালক অপাং বা এষ শিশুর্ভবতি যে রাজসূয়েন যজত ইতি শ্রুতেঃ কিম্ভূতাস্বপ্সু পস্ত্যাসু। পস্ত্যমিতি গৃহনামসু পঠিতম্। গৃহরূপাসু সর্ব্বেষামাধারত্বাৎ তথা মাতৃতমাসু অতিশয়েন জগন্নির্ম্মাত্রীষু।"

উক্ত সংহিতার ৬।২২ মন্ত্রে বরুণের পাশসমন্বিত স্থানের ভয়ভীত মানবের মুক্তি প্রার্থনার কথা আছে ;—"ধাম্নো ধাম্নো রাজংস্ততো বরুণ নো মুঞ্চ। যদাহুরঘ্ন্যা ইতি বরুণেতি শপামহে ততো বরুণ নো মুঞ্চ।" আবার শুক্লযজুঃ ৯।৩৯ মন্ত্রের "বৃহস্পতির্বাচমিন্দ্রো জ্যৈষ্ঠায় রুদ্রঃ পশুভ্যঃ মিত্রঃ সত্যো বরুণো ধর্ম্মপতীনাম্।" এখানে মন্ত্রাংশে বরুণকে ধর্ম্মপতি বলা হইয়াছে। উহার ভাষ্যে মহীধর তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন, "ধর্ম্মপতীনাং ধর্ম্মেশ্বরাণাং ধর্ম্মশীলানামাধিপত্যেত্বাং সুবতাং। সবিত্রাদয়োঽষ্টৌ দেব সুহবিষাং দেবতাস্বাং নানাধিপত্যানি দদত্বিতি বাক্যার্থঃ।' উহার পরবর্ত্তী মন্ত্রে (৯।৪০) বরুণাদি দেবতা কর্ত্তৃক রাজাদিগকে মহতী ক্ষত্রপদবীতে নিয়োগের প্রার্থনা দেখা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।১।২।৭ মন্ত্রের "ক্ষত্রস্থ রাজা বরুণোঽধিরাজঃ" পদে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে।*

অথর্ব্ববেদের ১।১০।১ মন্ত্রে বরুণ দীপ্তিশালী ও সত্যভাষণশীল বলা হইয়াছে। অনৃতাদি ভাষণহেতু তাঁহার কোপে পড়িলে লোকে অচিরে জলোদরাদি রোগার্ত্ত হইয়া পড়ে। ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা বা বরুণবিষয়ক স্তুতিরূপ হবির্দ্বারা বা অতি তীক্ষ্ণ স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলে তাঁহার অনুগ্রহে রোগোন্মোচন ও লোকে বলপ্রাপ্তি ঘটে †।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (১।২৪) পাঠ করিলে জানা যায় যে, জলাধিপতি দেবরাজ বরুণ দিক্‌পালরূপে অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, আদিত্যগণ তাঁহার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দেবতাদের ভীতি অপনোদন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থের (৭।১৪-.৫) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, ঐক্ষ্বাকু রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদের আদেশে পুত্রকামী হইয়া বরুণ দেবের তপস্যা করেন। তাঁহার আরাধনায় তৃপ্ত হইয়া বরুণদেব তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, হে রাজন্! তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি,তুমি বর প্রার্থনা কর। তাহাতে রাজা পুত্রবর প্রার্থনা করিলে বরুণ দেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তোমার পুত্র জন্মিবে, কিন্তু তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই পুত্রকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আমার প্রীত্যর্থে বলি দিবে। রাজা স্বীকৃত হইলে তাঁহার রোহিত নামে এক পুত্র জন্মিল। বরুণ পুনঃপুনঃ পুত্রকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজাও বারংবার অনুরোধ, বিনয় ও নানা আপত্তি দেখাইয়া পুত্রের প্রাণরক্ষার উপায় স্থির করিতেছিলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে রোহিত দশম বর্ষে উপস্থিত হইলে বরুণ দেব আসিয়া বলিলেন, এখন আপনার পুত্র যজ্ঞীয় পশু হইবার যোগ্য হইয়াছে। রাজা তাহাকে সমাবর্ত্তনের পর নরমেধ যজ্ঞের বাসনা জানাইয়া বিদায় দিলেন এবং পুত্রকে সমীপে ডাকিয়া বলিলেন, হে প্রিয়! যে তোমাকে আমায় দিয়াছেন, আমি যজ্ঞীয় পশুরূপে নিহত করিয়া তাঁহার করে তোমায় সমর্পণ করিব। পিতার এবংবিধ বাক্যশ্রবণে পুত্র "না না" বলিয়া স্বীয় ধনুক সঙ্গে লইয়া বনে প্রবেশ করিল। যথাসময়ে বরুণ দেব রাজসকাশে আসিয়া 'মহারাজ যজ্ঞ করুন' বলিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা তখন দেবতাকে আমূল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বরুণের শাপে রাজা জলোদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন।

পিতার এই রোগের ব্যাপার অবগত হইয়া রোহিত বনদেশ ছাড়িয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণরূপে ইন্দ্র তাহাকে

* ঋগ্বেদের অনেক স্থলে বরুণকে সুক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু সেখানে ক্ষত্রিয় অর্থে বলবান্, তখন ক্ষত্রিয় নামে স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তাঁহারা বলের অধিপতি এই কারণে পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণযুগে ক্ষত্রিয় (বলশালী) রাজাদিগের বর্ণনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে বরুণকেও ক্ষত্রিয়ের রাজাদিগের অধিপতি দণ্ডদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ৭।৬৫।২ মন্ত্রে—

"আরাজানামহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্ব্বাক্।"
মন্ত্রে বরুণকে সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থ অন্যরূপ।

† "অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ।
ততস্পরি ব্রহ্মণা শাসদানং উগ্রস্য মন্যোরুদিমং নয়ামি।" অথর্ব্ব ১।১০।১।

দেখা দিয়া বলিলেন, তুমি মূঢ়, রাজসংসারের দুঃখপরাকাষ্ঠা কেন ভোগ করিতে যাইবে, অতএব আমার পরামর্শে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে থাক। ভবিষ্যতে তোমার সুখোদয় হইবে।

এইরূপে তিনি ব্রাহ্মণরূপে বৎসরান্তে ষষ্ঠ বৎসর পর্য্যন্ত রাজপুত্রকে যুক্তিযুক্ত বচনে নিষেধ করিয়া যান। এই বৎসরে রাজপুত্র সুথবসপুত্র অজীগর্ত্ত ঋষির আশ্রমে আসিয়া বলিলেন, হে ঋষিশ্রেষ্ঠ আমি আপনাকে শত গাভী দান করিব। আপনি স্বীয় পুত্রত্রয়ের এক জন দ্বারা আমার পশুরূপে যজ্ঞে বলি হওয়ার পথরোধ করুন। তাহাতে ঋষি তাঁহাকে শুনঃশেফ নামে মধ্যম পুত্রটীকে দান করেন। রাজকুমার ঋষিকে শত গাভীদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুমার শুনঃশেফকে লইয়া পিতৃসকাশে উপনীত হইলেন এবং বলিলেন এই বালককে দিয়া আমি অব্যাহতি লাভ করিব। তদনন্তর রাজা যজ্ঞে ব্রতী হইলে বরুণ স্বয়ং রাজসূয়যজ্ঞের অভিষেচনীয় করিয়া দিয়াছিলেন :—

"স পিতরমেত্যোবাচ তত হন্তাহমনেনাত্মানং নিষ্ক্রীণা ইতি স বরুণং রাজানমুপসসারানেন ত্বা যজা ইতি তথেতি ভূয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদিতি বরুণ উবাচ তস্মা এতং রাজসূয়ং যজ্ঞক্রতুং প্রোবাচ তমেতমভিষেচনীয়ে পুরুষং পশুমালেভে।"

(৭।১৫)

বরুণ বলিলেন, ক্ষত্রিয় পশু হওয়া অপেক্ষা ব্রাহ্মণই যজ্ঞে পশু হওয়া ভাল, তখন যজ্ঞারম্ভ হইল। বিশ্বামিত্র হোতা, জমদগ্নি অধ্বর্য্যু, বশিষ্ঠ ব্রহ্মা এবং অযাস্য উদ্গাতা হইলেন। শুনঃশেফ যখন বুঝিলেন যে, তিনি পশুরূপে যজ্ঞে নিহত হইতেছেন, তখন তিনি যথাক্রমে প্রজাপতি (ঋক ১।২৪।১) অগ্নি (ঋক্ ১।২৪।২) সবিতা (ঋক্ ১।২৪।৩-৫) ও তদনন্তর বরুণের (ঋক্ ১।২৪।৬-১৫, ১।২৫।১-২১) স্তুতি করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ১৪—১৭ অধ্যায়েও এই ঘটনা বিস্তৃত ভাবেও প্রকারান্তরে লিখিত আছে।

[শুনঃশেফ ও বিশ্বামিত্র শব্দ দেখ।]

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।১।৪।৮, ১।৪।১০।৬ এবং শতপথব্রাহ্মণের ১২।৮।৩।১০ ও ১৩।৩।৪।৫ স্থলে বরুণ দেবের পূজা বিহিত হইয়াছে।

এই উপাখ্যানদ্বারা বরুণকে প্রজাপ্রদ, প্রজাপালক ও প্রজাসংহারক দেবতা বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা পরম পুরুষ। তিনি রাজাদিগকে রাজ্যে স্থিতি করিয়া থাকেন। "তদয়ং রাজা বরুণস্তথাহ স স্বায়মন্বৎ স উপেদমেহি।"

(অথর্ব্ব ৩।৪।৫)

আবার মনু সংহিতায় তিনি রাজাদিগের দণ্ডদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (মনু ৯।৪৫)

বেদে বরুণকে দেবতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত দেখা যায়। তিনি জলদেবতা বলিয়া কথিত। যখন সমস্ত তমোরাশি-সমাচ্ছন্ন ও প্রসুপ্তের ন্যায় ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় মহাভূতাদির বিকাশ হইতে থাকে। আদিতে অপ্ সৃষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ জলই ঈশ্বরত্বের আদি বিকাশ; সুতরাং জলাধিপতি বরুণকে ঈশ্বর এবং দেবগণের মধ্যে প্রথম বলিয়া কল্পনা করা কিছু অসম্ভব নহে।

মহাভারতের উদ্যোগ ও শল্যপর্ব্বে তিনি উদকপতিরূপে বর্ণিত আছেন। তিনি এই আধিপত্য সর্ব্বলোক পিতামহের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "অপাং রাজ্যে সুরাণাঞ্চ বিদধে বরুণং প্রভুম্।" (ভারত স্ত্রীপর্ব্ব)

ভাগবতে বরুণদেব কাশ্যপপত্নী অদিতির পুত্ররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন,—

"অথাতঃ শ্রূয়তাং বংশো যোঽদিতেরনুপূর্ব্বশঃ।
যত্র নারায়ণো দেব স্বাংশেনাবতরদ্বিভুঃ॥
বিবস্বানর্য্যমা পূষা ত্বষ্টাথ সবিতা ভগঃ।
ধাতা বিধাতা বরুণো মিত্রঃ শত্রু উরুক্রমঃ॥"

(ভাবত ৬।৬।৩৮—৩৯)

হরিবংশ ৩য় অধ্যায়ে বরুণাদি দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই একই বিবরণ গৃহীত হইয়াছে। আবার ঋকসংহিতার ১০।৭২।৮ মন্ত্রে অদিতির আট পুত্রের জন্মকথা আছে।* অদিতি আটটীর মধ্যে মার্ত্তণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অপর সাতটীকে লইয়া স্বর্গগমন করিলেন। ঋগ্বেদের ২।২৭।১ মন্ত্রে ছয় জন আদিত্য এবং ৯।১১৪।৩ মন্ত্রে সাত আদিত্যের বর্ণনা আছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ এই অষ্ট আদিত্যের কথা আছে; কিন্তু মহাভারত † ও বিষ্ণু ‡

* "অষ্টৌ পুত্রাসঃ পুত্রা মিত্রাদয়োঽদিতের্ভবন্তি যোঽদিতেস্তম্বঃ পরিশরীরাজ্জাতা। উৎপন্নাঃ। অদিতেরষ্টৌ পুত্রা। অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণে পরিগণিতাঃ। তথা হি তানমুক্রমিষ্যামো মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চার্য্যমা চাংশশ্চ ভগশ্চ বিবস্বাদিত্যশ্চেতি। * * * [তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৫।৬।১]। (সায়ণভাষ্য)

এতদ্ব্যতীত শতপথ ব্রাহ্মণে ৩।১।৩।৩ উক্ত ঋক্ মন্ত্রের প্রকৃষ্ট বিবরণ প্রদ হইয়াছে।

† ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোঽংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
(ভারত আদিপর্ব্ব ১।৬৫।১৫ এবং ১২১ অঃ)

‡ তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ। (বিষ্ণুপু০ ১।১৫।১৩০)

প্রভৃতি পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। শতপথ-ব্রাহ্মণের ১১।৬।৩।৮ মন্ত্রে দ্বাদশ মাসের সূর্য্যকে দ্বাদশ আদিত্য বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ২।২৭।১ মন্ত্রে দক্ষ অদিতির পুত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। নিরুক্তে (১১।২৩) যাস্ক লিখিয়াছেন,—"অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্ধ অদিতিঃ পরি" অর্থাৎ দক্ষ হইতেই অদিতির উৎপত্তি। আবার ঋক্ ৬।৫০।২ মন্ত্রে সূর্য্যকে দক্ষ হইতে সম্ভূত বলা হইতেছে। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন মীমাংসা করা যায় না। তবে উক্ত সূক্তের ১ম মন্ত্রে লিখিত আছে, 'হে দেবগণ! আমি সুখের নিমিত্ত স্তোত্র সহকারে অদিতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, অর্য্যমা, ভগ ও সমুদায় রক্ষাকারী দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।' এই সকল আলোচনা করিলে বরুণকে আদিত্যগণের একতম বলিয়াই মনে হয়।

মনুসংহিতায় বরুণ অদ্বিতীয় তেজঃসম্পন্ন § এবং পাশহস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পাশবদ্ধ ব্যক্তি পাপপ্রশমনার্থ বারুণ ব্রতাচরণ ‖ করিলে মুক্তি পাইয়া থাকেন। বরুণ মন্ত্রের দ্বারা সলিল বিকারে বরুণের পূজা এবং তাহার দ্বারা নাভিজলে দাঁড়াইয়া জপ ও হোম করিতে হয়।

"সলিলবিকারে কুর্য্যাৎ পূজাং বরুণস্য বারুণমন্ত্রৈঃ।"

(বৃহৎস° ৪৬।৫১)

হরিবংশের ৪৫ অধ্যায়ে বরুণদেবের রূপবর্ণনা এইরূপ লিখিত আছে :—

"চতুর্ভিঃ সাগরৈর্গুপ্তো লেলিহৃদ্ভিশ্চ পন্নগৈঃ।
শঙ্খমুক্তাঙ্গদধরো বিভ্রত্তোয়ময়ং বপুঃ।
কালপাশস্তু সংগৃহ্য হয়ৈঃ শশিকরোপমৈঃ।
বাদ্মীরিতজলোদ্গারৈঃ কুর্ব্বন্ লীলা সহস্রশঃ॥
পাণ্ডুরোদ্ধূতবসনঃ প্রবালরুচিরাধরঃ।
মণিশ্যামোত্তমবপুর্হারোত্তমবিভূষিতঃ॥
বরুণঃ পাশভৃন্মধ্যে দেবানীকস্য তস্থিবান্।
যুদ্ধবেলামভিলষন্ ভিন্ন বেল ইবার্ণবঃ॥" (হরিবংশ ৪৫।১২।১৫)

তিনি হংসারূঢ় এবং পাশভৃৎ। (বৃহৎস° ৫৮।৫৭) তাঁহার এই পাশাস্ত্র কাল বা বরুণপাশ নামে খ্যাত। (রামায়ণ ১।২৭।৯) এই অস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি দেবাসুরসংগ্রামে দেবপক্ষীয় দিক্‌পতিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।২৪) তাহা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত আছে। রামায়ণেও বরুণের যুদ্ধ-কুশলতার পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

"পাশহস্তো বিপাশস্তু রণে বরুণ এব চ।
ভগ্নঃ প্রয়াতঃ সহসা ময়া সীতে হ্যপাংপতিঃ॥"

(রামায়ণ ৩।৫৪।৯)

ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও বরুণের সখিত্ব বা অভেদত্বের যে আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, গীতায় তাহা পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত দেখা যায়। স্বয়ং ভগবান্‌ই বলিতেছেন :—

"অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৄণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্॥" (গীতা ১০।২৯)

আবার মহাভারতে কৃষ্ণ ও বরুণের বিরোধের কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ জলজন্তুসমাকীর্ণ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া সলিলান্তর্গত বরুণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

"প্রবিশ্য মকরাবাসং যাদোভিরভিসংবৃতম্।
জিগায় বরুণং সংখ্যে সলিলান্তর্গতং পুরা।"

(ভারত দ্রোণপর্ব্ব ১১ অঃ)

ভাগবতে এই কৃষ্ণবরুণবিদ্বেষের আভাস উপাখ্যানরূপে বিবৃত হইয়াছে। একদা নন্দ একাদশীতে নিরাহারী থাকিয়া জনার্দ্দনের অভ্যর্চ্চনা করেন এবং দ্বাদশী তিথিতে আসুরী বেলায় স্নানার্থ কালিন্দীসলিলে অবগাহন করিলে জলমগ্ন হইয়া বরুণভৃত্য কর্ত্তৃক বরুণালয়ে নীত হন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বরুণকর্ত্তৃক পিতাকে অপহৃত শুনিয়া বরুণসমীপে গমনপূর্ব্বক পিতাকে উদ্ধার করেন। বরুণ তখন শ্রীকৃষ্ণের পাদবন্দনা করিয়াছিলেন—

"অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥" (ভাগবত ১০।২৮।৫)

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডান্তর্গত বরুণাপুরী মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

একদা শৌনক সূতকে বরুণাপুরের মাহাত্ম্য-বিবৃত্তি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে,নানা রত্নরাজিবিরাজিতা মনোরমা বরুণের একটী পুরী ছিল। সেই ক্ষেত্রের জনপদবাসী লোক সকল ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ। তত্রস্থ লোকসমূহ জ্যোতিষ্টোম বিধি দ্বারা রামকে আরাধনা করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞে দেবতা ও পিতৃগণ সাতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। পরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া বরুণকে বলিয়াছিলেন, হে জলাধিপ বরুণ! তুমি তোমার ভবন সদৃশ আমার একটী ভবন নির্ম্মাণ কর, এই ভবন নানারত্নবিভূষিত ও সদা মুনিগণ সেবনীয় হইবে। বরুণদেব পরশুরামের এই কথা শুনিয়া স্বীয় ভবন নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পুর পরশুরামকে নিবেদন করেন। তখন পরশুরাম ঐ নানারত্নাদি খচিত সুরম্য ভবন দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই ভবন অদ্যাবধি বরুণাপুর নামে খ্যাত হইবে এবং পরশুরাম এই পুরের অধিপতি থাকিবেন। একদা মধুমাসে শুক্রবার

§ মনু ৯।৩০৩।
‖ মনু ৯।৩০৮।
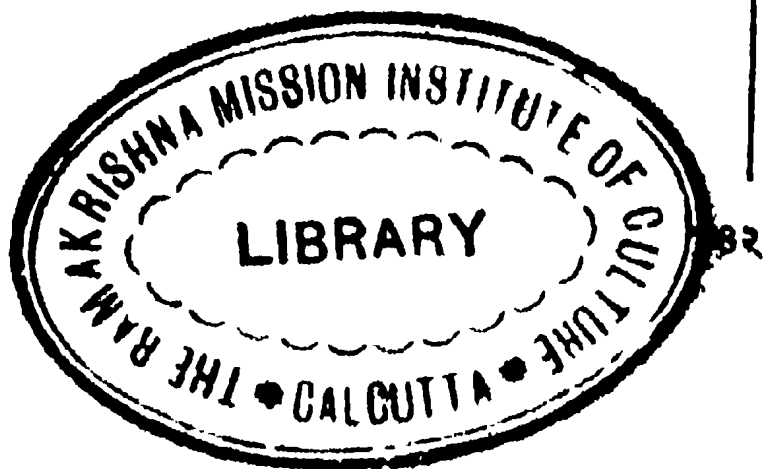
নবমী তিথিতে সর্ব্বলোক একত্র হইয়া সপ্তদিনব্যাপী রামের মহোৎসব করিতে ছিলেন। এই সময় এক মহাদৈত্য তথায় উপস্থিত হইয়া রামমহোৎসবকারী লোকসমূহকে অতিশয় পীড়িত করিতে লাগিল। বরুণালয়বাসী লোকসমূহ দৈত্য কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে পরশুরাম তাহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! তোমরা আমার সুখাবহ বাক্য শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমাদের দৈত্যপীড়া বিদূরিত হইবে। আমি দৈত্যদানব নাশের জন্য বরুণ নির্ম্মিত পুরীতে মহামায়াকে স্থাপন করিয়াছি, তোমরা সকলে তাহার শরণাগত হও, তাহা হইলে এই ভয় নষ্ট হইবে। তখন বরুণালয়বাসী বিপ্রগণ পরশুরামের আদেশানুসারে মহালসা নামে মহামায়ার শরণাগত হইয়া তাঁহার স্তব ও পূজাদি করিতে লাগিলেন। মহামায়া ব্রাহ্মণদিগের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমাদের ভয় নাই, আমি এই দৈত্যকে বিনাশ করিতেছি। এইরূপে তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া তিনি ঐ দৈত্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামায়া দৈত্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া তাহার মস্তক কর্ত্তন এবং বামহস্তে গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। তখন দৈত্যভয় বিদূরিত হইল, দেবগণ আকাশে পুষ্পবৃষ্টি ও গন্ধর্ব্ব সকল গান করিতে লাগিল। নির্ব্বিঘ্নে রাম-মহোৎসব শেষ হইল। সেই অবধি মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে কামনা করিয়া ও ভক্তিপরায়ণ হইয়া যে সকল ব্যক্তি ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী মহামায়াকে পূজা করে, দেবী তাহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন।

(স্কন্দপু॰ সহ্যাদ্রিখ॰ বরুণাপুরীমাহাত্ম্য ১-২ অঃ)

যে অন্তরীক্ষ দেখিয়া বৈদিকযুগের আর্য্যদিগের অন্তরে ঈশ্বরের অভিব্যক্তি প্রতিভাত হইয়াছিল, বেদে তিনিই বরুণদেব বলিয়া বর্ণিত। সেই অন্তরীক্ষপ্রখ্যাত দেবতাদিগের রাজা বরুণের সহিত গ্রীকপুরাণোক্ত উরেনাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। বৈদিক উপাখ্যানে দ্যৌস্ কর্ত্তৃক যেমন বরুণের পদচ্যুতি ও জলপতিরূপে নিয়োগের কথা আছে; সেইরূপ গ্রীসের পুরাতত্ত্বে জিউস কর্ত্তৃক উরেনাসের পদচ্যুতি বিবৃত হইয়াছে। বরুণ বৃষ্টিদাতা এবং জলগৃহবিহারী, উরেনাস্ও সেই সেই কার্য্যের অধিপতি। কিন্তু বস্তুতঃই মেনা ও অশ্বিনী এবং অগ্নি ও বরুণের সহিত অন্যান্য বিষয়ে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। বরং জলাধিকারিত্বে নেপচুনের সহিত বরুণের বিশেষ মিল আছে। [নেপচুন দেখ।]

৩ স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—বরুণ, সেতু, তিক্তশাক, কুমারক, অশ্মরীঘ্ন, সেতুক, বরাণ, শিখিমণ্ডন, শ্বেতবৃক্ষ, শ্বেতদ্রুম, সাধুবৃক্ষ, তমাল, মারুতাপহ। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, রক্তদোষ ও শীতীবাতহর, স্নিগ্ধ, দীপন, এবং বিদ্রধি-রোগঘ্ন। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্।
নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-কৃমাংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রূক্ষকো গুরুঃ॥" (ভাবপ্র॰)

রাজবল্লভমতে ইহার গুণ,—বায়ু ও শূলহর, ভেদক, উষ্ণ, ও অশ্মরীনাশক। বরুণের পুষ্পগুণ—পিত্তঘ্ন ও আমবাতহর। (রাজবল্লভ) ৩ জল (মেদিনী)। ৪ সূর্য্য। (বিশ্ব)

"ধাতামিত্রোঽর্য্যমা শক্রো বরুণস্ত্বংশ এব চ।
ভগোবিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমস্তথা॥" (মহাভা॰১।৬৫।১৫)

৫ মুনিগর্ভজাত কশ্যপপুত্র-বিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩)

বরুণক (পুং) বরুণবৃক্ষ (Cratæva Roxburghii)

বরুণগুড়, ঔষধবিশেষ। (চিকিৎসাসার ১০৬)

বরুণগৃহীত (ত্রি) ১ বরুণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত। ২ উদরী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত।

বরুণগ্রস্ত (ত্রি) বরুণপ্রাপ্ত। জলনিমগ্ন।

বরুণগ্রহ (পুং) অশ্বের তন্নামক দুষ্ট গ্রহ বিশেষ। অশ্ব এই গ্রহাবিষ্ট হইলে তালু, জিহ্বা, নেত্র, বৃষণ ও মেঢ্র, কৃষ্ণবর্ণ গাত্রের গুরুতা ও স্বেদ নির্গম হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ—

"তালুজিহ্বে চ নেত্রে চ বৃষণো মেঢ্রমেব চ।
শ্যাবং রূপঞ্চ যস্য স্যাদ্গাত্রগৌরবমেব চ।
তস্য স্বেদপরীতস্য বুদ্ধিমান্ বরুণগ্রহৈঃ।
কৃতং দোষং মহাঘোরং শুদ্ধাঙ্গস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(জয়দত্ত ৫৭ অধ্যায়)

বরুণগ্রাম, একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মখ॰ ৫৭।২৫৯)

বরুণগ্রাহ (পুং) বরুণ কর্ত্তৃক আক্রমণ বা বন্ধন।

(তৈত্তিরীয়স॰ ৬।৬।৫।৪)

বরুণঘৃতম্, অশ্মরীর একটী ঔষধ। ঘৃত ৪ সের, কাথার্থ কুটিত বরুণছাল ১২।৹ সের, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বরুণমূলের ছাল, কদলীমূল, বিল্ব মূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, কাঁকড় বীজ, দূর্ব্বা, তিলনালের ক্ষার, পলাশ ক্ষার, যুঁইমূল প্রত্যেক ২ তোলা। স্থল বিবেচনা করিয়া মাত্রা স্থির করিবে। জীর্ণ হইলে প্রথমতঃ পুরাতন সংযুক্ত দধির মাত সেবনীয়। ইহাতে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

বরুণতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। কালিকাপুরাণে এই তীর্থ-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, দর্পটনদের পূর্ব্বদিকে অগ্নিমান্ পর্ব্বত। তাহার সম্মুখভাগে কংসকর পর্ব্বততটে বরুণকুণ্ড নামক পবিত্র সরোবর। এখানে জলাধিপ বরুণ নিত্য বাস করেন। কংসকর

পর্ব্বতে বরুণদেবের পূজা দিয়া বারুণকুণ্ডে স্নান করিলে মনুষ্য বরুণলোক প্রাপ্ত হয়। ম হইতে পঞ্চমবর্ণ ব'কারে অনুস্বার যোগ করিলে বরুণবীজ হইয়া থাকে। ঐ বীজমন্ত্রে বরুণদেবের পূজা কর্ত্তব্য। (কালিকা ৭৯।১০-১৭)

বরুণত্ব (ক্লী) বরুণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বরুণদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।৩।৮৪)

বরুণদেব (ত্রি) বরুণ যাহার দেবতা। (পুং) ২ শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ৩২।২০) ৩ বরুণ দেবতা।

বরুণদৈবত (ত্রি) শতভিষা নক্ষত্র। (বৃহৎস° ১০।২)

বরুণধ্রুৎ (ত্রি) ১ বরুণকে প্রবঞ্চনা বা লোভপ্রদর্শনকারী। ২ বরুণকর্ত্তৃক হিংসিত। 'বরুণেন হিংসিতঃ'। (ঋক্ ৭।৬০।৯ সায়ণ)

বরুণপাশ (পুং) ১ বরুণের অস্ত্র। ২ নক্র, হাঙ্গর।

বরুণপুরুষ (পুং) বরুণের ভৃত্য। (আশ্ব° গৃহ্য ১।১।৫)

বরুণপ্রঘাস (পুং) আষাঢ়ী বা শ্রাবণী পূর্ণিমায় বরুণের উদ্দেশে আচরণীয় দ্বিতীয় কৃত্যভেদ। জলনিমগ্ন বা গ্রাহনক্রাদির হস্তরূপ বরুণপাশ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এই ব্রতাচরণ করিতে হয়। ঐ পর্ব্বদিনে বরুণের প্রীত্যর্থে যবচূর্ণ ভক্ষণ করিতে হয়।

বরুণপ্রশিষ্ট (ত্রি) বরুণ কর্ত্তৃক শাসিত বা পরিচালিত।

বরুণপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমস্থ নগরভেদ। (ভ°ব্রহ্মখ° ৫৭।১১৪)

বরুণভট্ট (পুং) একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্।

বরুণমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

বরুণমিত্র (পুং) গোভিলভেদ।

বরুণমেনি (স্ত্রী) বরুণের ক্রোধ। (তৈত্তিরীয় স° ৫।১।৫।৩)

বরুণরাজন্ (ত্রি) বরুণ যেখানে রাজরূপে অধিষ্ঠিত। (তৈত্তিরীয়স° ৩।৫।৮।১)

বরুণলোক (পুং) ১ লোকভেদ। (কৌশিকীউপ° ১।৫) কাশীখণ্ডের ১০৮ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ আছে। ২ বরুণের অধিকার স্থান বা জল। (তর্কসংগ্রহ ৭)

বরুণশর্ম্মন্ (পুং) দেবাসুর যুদ্ধে দেবপক্ষীয় সেনাপতিভেদ।

বরুণশেষস্ (ত্রি) ১ বরুণের অপত্য। (ঋক্ ৫।৬৫।৫ সায়ণ) ২ রক্ষাকারী পুত্রাদি বিশিষ্ট। 'বারকাঃ পুত্রাঃ যেষাং' (সায়ণ)

বরুণশ্রাদ্ধ (ক্লী) শ্রাদ্ধকৃত্যভেদ।

বরুণসব (পুং) বরুণের অভিপ্রেত যজ্ঞ। "যো রাজসূয়ঃ স বরুণসবঃ" (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৭।৬।১)

বরুণসেন, শিলালিপি বর্ণিত রাজভেদ।

বরুণসেনা [সেনিকা] (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎ৪৪।৪৪)

বরুণস্রোতস্ (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব) বরুণশ্রোতস্ পাঠও দেখা যায়।

বরুণাঙ্গরুহ (পুং) ১ বরুণের বংশধর। ২ অগস্ত্যঋষির গোত্রাপত্য।

বরুণাত্মজা (স্ত্রী) বরুণস্য জনস্য আত্মজা। তদুদ্ভবত্বাৎ। বারুণীমদ্য, এই মদ্য সমুদ্র মন্থনকালে উদ্ভূত হইয়াছিল।

বরুণাদিক্বাথ, বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ যবক্ষার ২ মাষা, পুরাতন গুড় ২ মাষা। এই ক্বাথ পান করিলে বহুকালের বায়ুজ অশ্মরীর শান্তি হয়।

বৃহদ্‌বরুণাদি—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর বীজ, তালমূলী, কুলথকলাই, কুশাদিতৃণপঞ্চমূল মিলিত ২ তোলা, জল ॥০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, প্রক্ষেপার্থ চিনি ২ মাষা, যবক্ষার ২ মাষা। ইহাতে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

বরুণছালের ক্বাথ বা কল্কের সহিত পুরাতন গুড় এবং সজিনা মূলের উষ্ণক্বাথ সেবন করিলে অশ্মরী ও তজ্জনিত যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

বরুণাদিগণ (পুং) দ্রব্যগণভেদ, সুশ্রুতে এই গণে নিম্নোক্ত দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—বরুণবৃক্ষ, নীলঝিণ্টী, শিগ্রু, মধুশিগ্রু (লাল সজিনা), জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, পূতিকা, নাটাকরঞ্জ, মোরাটা, অগ্নিমন্থ, ঝিণ্টী, লালঝাঁটি, আকন্দ, বসির, চিতা, শতমূলী, বিল্ব, অজশৃঙ্গী, দর্ভ, বৃহতী, কণ্টিকারী। এই বরুণাদিগণ কফ ও মেদোনাশক এবং শিরঃশূল, গুল্ম ও আভ্যন্তরিক বিদ্রধি-নাশক। (সুশ্রুত সূ° ৩৮ অ°)

বরুণাদ্রি (পুং) পর্ব্বতভেদ।

বরুণানী (স্ত্রী) বরুণস্য পত্নী বরুণ (ইন্দ্রবরুণভবেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। বরুণপত্নী। (জটাধর)

বরুণাপুর, সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থ একটী প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। (সহ্যাদ্রিখণ্ড বরুণাপুরমাহাত্ম্য) [বরুণ দেখ।]

বরুণালয় (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবাস (পুং) সমুদ্র, সাগর।

বরুণাবি (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

বরুণিক (পুং) বরুণদত্তের সংক্ষিপ্ত নাম। বরুণিয় ও বরুণিন্ পদও প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বরুণেশ (ত্রি) শতভিষানক্ষত্র, বরুণ যাহার অধিপতি।

বরুণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বরুণোদ (ক্লী) সাগর।

বরুণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

বরুণোপপুরাণ, একখানি উপপুরাণ। কূর্ম্মপুরাণে এবং রেবা-মাহাত্ম্যে ইহার উল্লেখ আছে।

বরুণ্য (ত্রি) বরুণ-সম্ভব, বরুণ হইতে উৎপন্ন।

"মুঞ্চন্তু মা শপথ্যাদথো বরুণ্যাদুত।" (ঋক্ ১০।৯৭।১৬)

'বরুণ্যাৎ বরুণসম্ভবাৎ' (সায়ণ)

বরুত্র (ক্লী) বৃণোতি আবৃণোত্যনেনেতি বৃ-উত্র (আশিত্রাদিভ্য ইত্রোত্রৌ। উণ্ ৪।১৭২) উত্তরীয় বস্ত্র। (সিদ্ধান্তকৌ° উণা°বৃ°)

বরুয়ী, নামরূপের অন্তর্গত নদীভেদ। (ভবিষ্য ব্রহ্মখ° ১৬।৫০)

বরুল (পুং) বৃ-উল। সংভক্ত। (সংক্ষিপ্ত সা° উণা°)

বরুষ, স্থানভেদ। পুরাণে 'উরষ' নামে খ্যাত।

বরূতৃ (ত্রি) রক্ষিতা, রক্ষক। "এতাম্নহশ্চিদসি ত্যজসো বরূতা।" (ঋক্ ১।১৬৯।১) 'বরূতা বরিতা রক্ষিতাসি।' (সায়ণ)

বরূথ (ক্লী) ব্রিয়তে শরীরমনেনেতি বৃ-বরণে উথন্ (জৃবৃঞ্ভ্যামূথন্।' উণ্ ২।৬।) ১ তনুত্রাণ। (হেম) ২ চর্ম্ম। (মেদিনী) ৩ গৃহ। (ঋক্ ১।৫৮।৬) গৃহার্থক বরূথশব্দের 'ব' বর্গীয় বকার বলিয়া গণ্য। (নিঘণ্টু) ৪ সৈন্য। "দ্বন্দ্বং বরূথমভিপত্তিরথাশ্বযোধৈঃ।" (ভাগবত ৯।১০।২০)। ব্রিয়তে বয়োঽনেনেতি বৃঞ্ বরণে উথন্। (পুং) ৫ শত্রুকৃত অস্ত্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য রথসন্নাহের ন্যায় আবরণ প্রভৃতি দ্রব্যভেদ। ইহার পর্য্যায়—রথগুপ্তি, রথসংবৃতি। (জটাধর)

"উরগধ্বজদুর্দ্ধর্ষং সুবরূথং স্বপস্করম্।" (রামায়ণ ৬।৫৭।২৬)

৬ গ্রামবিশেষ। (রামায়ণ ১।৭১।১১)

বরূথশস্ (অব্যয়) সঙ্ঘশঃ, বহু সংখ্যাক।

"পশ্চ প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতোঽ-

প্যলঙ্কৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।" (ভাগবত ৪।৩।১১)

বরূথাধিপ (পুং) বরূথানাং সৈন্যানামধিপঃ,রক্ষিতা। সেনাপতি।

বরূথাধিপতি (পুং) সেনানী, সেনানায়ক।

"কচ্চিদ্ বরূথাধিপতির্যদূনাং

প্রদ্যুম্ন আস্তে সুখমঙ্গ বীর।" (ভাগবত ৩।১।২৭)

বরূথিন্ (পুং) বরূথঃ অস্ত্যস্তীতি বরূথ—ইন্। গজোপরিস্থ গজাকার কাষ্ঠ বা রথগুপ্তিযুক্ত। (শুক্লযজুঃ ১৬।৩৫) ২ বরূথার্থক বস্তুমাত্রযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বরূথিনী। ৩ সেনা।

"চিক্লিগুর্ভশতয়া বরূথিনী মত্তটা ইব নদীরয়াঃ স্থলীম্।"

(রঘু ১১।৫৮)

বরূথ্য (ত্রি) ১ বরণীয়, সম্ভজনীয়। ২ পরিধিসমূহে পরিবৃত। "ত্রাতা শিবো ভবা বরূথ্যঃ।" (ঋক্ ৫।২৪।১) 'বরূথ্যো বরণীয়ঃ, সম্ভজনীয়ঃ। যদ্বা বরূথৈঃ পরিধিভিবৃর্তঃ।' (সায়ণ) ৩ গৃহার্হ, গৃহযোগ্য। (ঋক্ ৫।৪৬।৫) ৪ শীতবাতাতপনিবারক। (ঋক্ ৬।৬৭।২) ৪ গৃহোচিত ধন। (ঋক্ ৮।৪৭।৩)

বরেটী (দেশজ) তৃণভেদ (Cyperus verticillatus)।

বরেণ (পুং) বোল্‌তা। বরোল।

বরেণা (স্ত্রী) বরেণ্যা শব্দের অপভ্রংশ।

বরেণ্য (পুং) ব্রিয়তে লোকৈরিতি বৃ-এণ্যঃ, (বৃঞ এণ্যঃ। উণ্ ৩।৯৮।) (ত্রি) ১ প্রধান। "সন্তর্পণো নাকসদাং বরেণ্যঃ।" (ভট্টি ১।৪) ২ বরণীয়। (মল্লিনাথ) "সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং, বধূং সুখগ্রাহ্যনিবন্ধনেন।" (কুমার ৭।৯°) (পুং) ৩ পিতৃগণের অন্যতম। "বরো বরেণ্যো বরদো পুষ্টিদস্তুষ্টিদস্তথা" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৬।৪৫) ৪ ভৃগুপুত্রভেদ। (মহাভা° ১৩।৮৫।১২৯) ৫ মহাদেব। "বরো বরাহো বরদো বরেণ্যঃ সুমহাস্বনঃ॥"

(মহাভারত ১৩।১৭।১৩৬)

৬ কুঙ্কুম। (রাজনি°) (ক্লী) ৭ সকলের উপাস্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্বরূপে সম্ভজনীয়। (ঋক্ ৩।৬২।১০)

বরেণ্যক্রতু (ত্রি) বরণীয় প্রজ্ঞাযুক্ত হোতা। (ঋক্ ৮।৪৩।১২)

বরেন্দ্র (পুং) ১ রাজা। ২ সামন্তরাজ। ৩ ইন্দ্র। ৪ বাঙ্গালা দেশের উত্তরস্থ একটী বিভাগ। বরেন্দ্রভূমি নামে খ্যাত। দেশাবলীতে লিখিত আছে, এক সময়ে নাটোরই বরেন্দ্রভূমির রাজধানী ছিল। [বঙ্গদেশ ও বারেন্দ্র দেখ।]

বরেন্দ্রগতি, পরতত্ত্বপ্রকাশিকা নাম্নী বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা।

বরেন্দ্রী (স্ত্রী) গৌড়দেশ। (ত্রিকা°) বরেন্দ্রভূমি।

বরেয় (পুং) সূর্য্য। 'বরেয়ং বরণীয়ায়াঃ সূর্য্যায়াঃ সম্বন্ধিনং বরৈর্যাচিতব্যং বা। সূর্য্যমিন্যর্থঃ।'(ঋক্ ১০।৮৫।১১-ভাষ্যে সায়ণ)

বরেয়া (দেশজ) বাঁশের লম্বা বাঁখারী।

বরেয়ু (ত্রি) প্রণয়প্রার্থী। বিবাহার্থ কন্যার যাচ্ঞাকারী।

বরেশ (ত্রি) সর্ব্বেশ্বর, বরদানকর্ত্তা ভগবান্।

"বরং বরয় ভদ্রংতে বরেশং স্বাভিবাঞ্ছিতম্।" (ভাগবত ২।৯।২১)

বরেশ্বর (ত্রি) শিব।

বরোট (ক্লী) বরাণি শ্রেষ্ঠানি উটানি দলানি অস্য। মরুবক।(শব্দমা°)

বরোৎপল (ক্লী) শ্বেত রক্তপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজের রাজস্ব ২১ হাজার। তন্মধ্যে তিনি জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক ২৭৮ টাকা এবং বড়োদাপতিকে ১২৫২ টাকা কর দিয়া থাকেন।

বরোদ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখন দুই অংশে বিভক্ত। এখানকার অধিকারীরা বড়োদার গাইকোবাড়কে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

বরোরু (পুং) বরঃ উরুঃ, কর্ম্মধা। ১ শ্রেষ্ঠ উরু, যাহার জানুর উপরিভাগ সুন্দর ও সুলক্ষণ। "দ্বিরদকরপ্রতিমৈর্বরোরুভিঃ।" (বৃহৎস° ৬৮।৪) বরঃ উরুর্যস্যেতি বহুব্রীহি। (ত্রি) ২ শ্রেষ্ঠ

উরুশালী। "যো বিশ্বস্পৃগ্ বজ্জগতং বরোরু মামনাগসং দুর্ব্বচসাঽকরোত্তিরঃ।" (ভাগবত ৪।৩।২৪)

বরোল (পুং স্ত্রী) বৃ-ওলচ্। ১ বরট। ২ ভৃঙ্গরোল। (ত্রিকা°) চলিত ভীমরুল।

বরোহশাখিন্ (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ। (রাজনি°)

বরৌষধী (স্ত্রী) ১ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ২ ব্রাহ্মীশাক। (বৈদ্যকনি°)

বর্কণা (স্ত্রী) তরুণ ছাগী। (সুশ্রুত চি° ১ অঃ)

বর্কর (পুং) বৃক্যতে গৃহ্যতে ইতি বৃক-আদানে বহুলবচনাৎ অর। (উজ্জ্বল ৩।১৩১) ১ যুবপশু। (অমর) ২ মেষশাবক। (ভরত) ৩ পরিহাস। আমোদপ্রমোদ।

"কান্তঃ কেলিরুচির্যুবা সহৃদয়স্তাদৃক্পতিঃ কাতরে।
কিন্নো বর্করকর্করৈঃ প্রিয়শতৈরাক্রম্য বিক্রীয়তে॥" (অমরুশতক৭)

৪ ছাগ। (মেদিনী)

বর্করকর্কর (ত্রি) নানা রকমের।

বর্করাট (পুং) বর্করং পরিহাসং অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচ্। ১ কটাক্ষ। ২ তরুণ তপনপ্রভা। ৩ কামিনীর পয়োধরপার্শ্বে কান্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত নখক্ষত। (মেদিনী)

বর্করীকুণ্ড (স্ত্রী) কাশীস্থ সরোবরভেদ। ইহা একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। [কাশী দেখ।]

বর্কট (পুং) গজাল, কাঁটা, পিন্, খিল, অর্গল।

বর্করীতীর্থ, তীর্থভেদ। (কুমারিকা ১০৭।১।৭)

বর্গ (পুং) বৃজ্যতে ইতি বৃজি-বর্জ্জনে ঘঞ্। সজাতীয়সমূহ।

"ব্রতায় তেনানুচরেণ ধেনো-
র্ন্যষেধি শেষোঽপ্যনুযায়িবর্গঃ।" (রঘু ২।৪)

২ সমানধর্ম্মী প্রাণী বা অপ্রাণিগণোপলক্ষিত বৃন্দ বা সমূহ। যথা—কবর্গ। কত্ব খত্ব প্রভৃতির বিজাতীয়ত্ব থাকিলেও উহাদিগের স্থানসাম্য আছে। ব্যাকরণ মতে বর্গ পাঁচটী, যথা—কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ ও পবর্গ। কবর্গ বলিলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ; চবর্গ বলিলে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ; এইরূপ টবর্গ বলিলে ট হইতে 'ণ' পর্য্যন্ত, তবর্গ বলিলে 'ত' হইতে 'ন' পর্য্যন্ত এবং পবর্গ বলিলে 'প' হইতে 'ম' পর্য্যন্ত পাওয়া যাইবে। ক চ ট ত প প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চ পাঁচ পাঁচ বর্ণ লইয়াই ব্যাকরণের বর্গসংজ্ঞা। "কচটতপাঃ পঞ্চ বর্গাঃ" "তে বর্গাঃ পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ" ইত্যাদি।

অভিধানে এই সমষ্টি বা সমার্থে স্বর্গপাতালাদি বর্গ, নানার্থ বর্গ, ভূমিবনৌষধি বর্গ, অব্যয় বর্গ, ব্রহ্ম বর্গ, ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাদি বর্গেরও উল্লেখ দেখা যায়। (অগ্নিপু° ৩৬৯-৩৭৫ অ°)

ফলিত জ্যোতিষে লিখিত আছে, অবর্গের অধিপতি সূর্য্য, কবর্গের অধিপতি মঙ্গল, চবর্গের শুক্র, টবর্গের বুধ, তবর্গের বৃহস্পতি, পবর্গের শনি, য ও শবর্গের অধিপতি চন্দ্র। ইহার দ্বারা গণনা করিলে নামাদি জানা যায়।

৩ গ্রন্থ পরিচ্ছেদ। কোন গ্রন্থ বা কোন প্রবন্ধপ্রবাহের মাঝে মাঝে যে একটা ছেদ দেওয়া হয়, সেই ছেদ, উচ্ছ্বাস, বা অঙ্ক প্রভৃতির নামান্তর বর্গ।

"সর্গো বর্গপরিচ্ছেদোদ্ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ।
উচ্ছ্বাসঃ পরিবর্ত্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমস্ত্রিয়াম্॥
স্থানং প্রকরণং পর্ব্বাহ্নিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়ঃ॥" (ত্রিকা°শে)

৪ আয়ুর্ব্বেদোক্ত গণ। ৫ (স্ত্রী) অপ্সরোবিশেষ। এই অপ্সরা মুনিশাপে গ্রাহরূপ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন হইতে ইহার উদ্ধার হয়। [বিস্তৃত বিবরণ মহাভারতে ১।২১৭ অঃ দ্রষ্টব্য।]

৬ সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ। পর্য্যায়—কৃতি। বর্গে করণসূত্র দুইটী বৃত্ত বা সমান রাশির গুণফল। লীলাবতীতে ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছে—

"সমদ্বিঘাতঃ কৃতিরুচ্যতেঽথ স্থাপ্যোঽন্ত্যবর্গো দ্বিগুণান্ত্যনিঘ্নঃ।
স্বস্বোপরিষ্টাচ্চ তথাপরেঽঙ্কাস্ত্যক্ত্বান্ত্যমুৎসার্য্য পুনশ্চ রাশিং।
খণ্ডদ্বয়স্যাভিহতির্দ্বিনিঘ্নী তৎখণ্ডবর্গৈক্যযুতা কৃতির্বা।
ইষ্টোনযুগ্রাশিবধঃকৃতি স্যাদিষ্টস্য বর্গেণ সমন্বিতো বা॥" (লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশক বা মন্তব্য নিম্নোক্ত বিধিদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

"সখে নবানাঞ্চ চতুর্দ্দশানাং
ব্রূহি ত্রিহীনস্য শতত্রয়স্য।
পঞ্চোত্তরস্যাপ্যযুতস্য বর্গং
জানাসি চেদ্বর্গবিধানমার্গম্॥"

এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ৯,১৪,২৯৭ ও ১০০০৫ রাশির বর্গফল নির্ণয় করিতে হইলে যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা ৮১,১৯৬,৮৮২০৯ ও ১০০১০০০২৫ রাশি পাওয়া যায়, অথবা অন্য প্রক্রিয়ায় ৯ সংখ্যার খণ্ড ৪ ও ৫ লইয়া নিম্নোক্ত প্রকারের অঙ্কফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। উক্ত রাশিদ্বয়ের গুণফল ২০। উহার দ্বিনিঘ্নী ৪০। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলসমষ্টি—

৪×৪=১৬; ৫×৫=২৫; ১৬+২৫=৪১; সুতরাং ৪০+৪১ যোগ করিলে ৮১ পাওয়া যায়। উহাই ৯ বর্গমূলের বর্গফল। এইরূপে ১৪এর খণ্ড ৬ ও ৮; ইহাদের গুণফল ৪৮ দ্বিনিঘ্ন ৯৬। উহাদের প্রত্যেক খণ্ডের বর্গফলের সমষ্টি ৩৬+৬৪=১০০। উহাদের যোগে ৯৬+১০০=১৯৬; অথবা ১০ ও ৪=১৪ রাশির খণ্ড ধরিয়া ঐরূপ প্রথায় অঙ্ক কসিলে ঐ ফলই লব্ধ হইবে।

অন্য উপায়—২৯৭ রাশিকে তিন দ্বারা উন করিয়া যে

পৃথকচ্যুত রাশি লব্ধ হয়, তাহাকে ২৯৪×৩০০ দ্বারা গুণ করিলে ৮৮২০০ গুণফল হয়। পরে তাহাতে পূর্ব্বত্যক্ত ৩ সংখ্যার বর্গফল ৯ যোগ করিলে ৮৮২০৯ বর্গফল পাওয়া যায়। এইরূপ প্রথায় সকল রাশিরই বর্গফলনির্ণয় হইতে পারে।

বর্গকর্ম্মন্ (ক্লী) গণিতোক্ত বর্গফলনির্ণায়ক অঙ্কপ্রক্রিয়া-সমাধানকার্য্য।

বর্গচর (পুং) পাঠীনমৎস্য, চলিত চিতল মাছ। (বৈদ্যকনি°)

বর্গঘন (ক্লী) কোন বর্গরাশির ঘনফল।

বর্গঘনঘাত (পুং) অঙ্কশাস্ত্রোক্ত রাশির পঞ্চম বর্গপাত (Fifth power)।

বর্গণা (স্ত্রী) গুণন (Multiplication।)

বর্গপদ (ক্লী) বর্গ (Square root)

বর্গপাল (পুং) দলরক্ষক। যাত্রীদিগের নায়ক।

বর্গপ্রকৃতি (স্ত্রী) গণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ (an affected square in arithmatic)

বর্গপ্রথম (পুং) কাদি বর্গের প্রথম বর্ণ।

বর্গপ্রশংসিন্ (ত্রি) স্ব স্ব দলের প্রশংসাকারী।

বর্গফল, কোন একটী রাশিকে তাহার সমান রাশির দ্বারা গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়।

বর্গমূল (ক্লী) বর্গস্য সমানাঙ্কদ্বয়স্য মূলং আদ্যাঙ্কঃ। পূরিত সমান অঙ্কদ্বয়ের আদ্যাঙ্ক। বর্গমূলে করণসূত্র বৃত্ত হইয়া থাকে। লীলাবতীতে বর্গমূলের বিবরণ এইরূপ আছে—

"ত্যক্ত্বান্ত্যাদ্বিষমাৎ কৃতিং দ্বিগুণয়েন্মূলং সমে তদ্ধৃতে
ত্যক্ত্বালব্ধকৃতিং তদাদ্যবিষমাল্লব্ধং দ্বিনিঘ্নং ন্যসেৎ।
পঙ্‌ক্ত্যাং পঙ্‌ক্তিহৃতে সমেঽন্যবিষমাৎ ত্যক্ত্বাপ্তবর্গং ফলং
পঙ্‌ক্ত্যাং তদ্দ্বিগুণং ন্যসেদিতি মুহুঃ পঙ্‌ক্তের্দলং স্যাৎ পদম্॥"
(লীলাবতী)

ইহার উদ্দেশক যথা—

"মূলং চতুর্ণাঞ্চ তথা নবানাং
পূর্ব্বং কৃতানাঞ্চ সখে কৃতীনাম্।
পৃথক্ পৃথগ্বর্গপদানি বিদ্ধি
বুদ্ধের্ব্বিবৃদ্ধির্যদি তেঽত্র জাতা॥"

রাশির বর্গনির্ণয়কালে যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়, বর্গমূলে তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২ রাশির বর্গ ৪; কিন্তু ৪ রাশির বর্গমূল ২।

ইংরাজীতে ইহাকে Square root বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সংখ্যাকেই তাহার বর্গের বর্গমূল কহা যায়। যে সকল সংখ্যার বর্গমূল কোন অখণ্ড সংখ্যা বা ভগ্নাংশের ঠিক সমান তাহাদিগকে পূর্ণবর্গ বলে; কিন্তু যে সকল অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশের সর্ব্বদক্ষিণস্থ অঙ্ক ২, বা ৩, বা ৭, বা ৮, তাহা পূর্ণবর্গ নহে। ৪০০এর অনধিক পূর্ণ-বর্গসংখ্যাগুলির বর্গমূল নামতার সাহায্যে নির্ণীত হইতে পারে; কিন্তু দুইএর অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইলে সেই সংখ্যার বর্গমূল নির্ণয় করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

একক স্থানীয় অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া বামদিকে প্রত্যেক দ্বিতীয় স্থানীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন কর। তাহা হইলে উক্ত রাশির উপরে এইরূপ যতগুলি বিন্দু স্থাপিত হইবে, সেই রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ততগুলি অঙ্ক বা সংখ্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন—

৩১৩৬ এর বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ২ অঙ্কবিশিষ্ট এবং ১৫৬২৫ রাশির বর্গমূলের অখণ্ডাংশ ৩টী অঙ্ক বিশিষ্ট। উদাহরণ যথা—

```
       ১৫৬২৫ | ১২৫
       ১
২২ )   ৫৬
       ৪৪
২৪৫ )  ১২২৫
       ১২২৫
```

যে অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপিত হয়, তাহা এবং তাহার বাম ভাগের অঙ্কটী লইয়া একটী অংশ হয়। এস্থলে ১, ৫৬ ও ২৫ এক একটী অংশ। প্রথমে এমন একটী গরিষ্ঠ সংখ্যা নির্ণয় কর যাহার বর্গ প্রথম অংশের অনধিক। সেই সংখ্যাই বর্গমূলের প্রথম সংখ্যা হইবে। প্রথমাংশ হইতে ঐ সংখ্যার বর্গফল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার দক্ষিণদিকে দ্বিতীয় অংশটী নামাও। ইহাতে নূতন ভাজ্য (৫৬) পাওয়া গেল। এখন লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া তাহাকে ভাজকরূপে এই ভাজ্যের বামদিকে স্থাপন পূর্ব্বক ঐ ভাজকদ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিয়া প্রথম একটী বা দুইটী সংখ্যাকে ভাগ কর। তাহাতে যে ভাগফল হয়, তাহা পূর্ব্বে লব্ধ মূলাংশের দক্ষিণে (১২) এবং উক্ত ভাজকের দক্ষিণে রাখ, এখন নূতন ভাজক ২২কে শেষ লব্ধ মূলাঙ্ক ২ দ্বারা গুণ করিয়া সেই গুণফল ভাজ্য ৫৬ হইতে বিয়োগ কর। যাহা অবশিষ্ট রহিল তাহার দক্ষিণে তৃতীয় অংশ নামাও। তাহা হইলে নূতন ভাজ্য ১২২৫ হইল। এই ভাজ্যের বামে লব্ধ মূলাংশের সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া (২৪) ভাজকরূপে পুনরায় স্থাপন কর। এখন এই ভাজক দ্বারা উক্ত ভাজ্যের শেষ অংশ ত্যাগ করিলে যে অংশ হয় (১২২) তাহাকে ভাগ কর এবং ভাগফল ৫ কে লব্ধ মূলাংশের (১২৫) দক্ষিণে এবং উক্ত ভাজক ২৪এর দক্ষিণে (২৪৫) রাখিয়া পুনরায় ভাগফল ৫ দিয়া ভাজক ২৪৫কে গুণ কর। সেই গুণফল ভাজকের সহিত হরণ করিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। তখন স্থির হইল ১৫৬২৫এর বর্গমূল ১২৫।

ভাগদ্বারা বর্গমূল নির্ণয় করিতে গিয়া যদি কোন নির্ণীত অঙ্ক অধিক হইয়াছে দেখা যায়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর অংশ গ্রহণ করিবে। অথবা ভাগদ্বারা বর্গমূলের কোন অংশ

নির্ণয়কালে যদি ভাজ্য অপেক্ষা ভাজক বড় হয় এবং যদি দেখা যায় যে, ভাগফল ১ কিন্তু অধিক গ্রহণীয় নয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব লব্ধ মূলাংশের দক্ষিণে এবং ভাজকের দক্ষিণে এক একটী শূন্য বসাইয়া পরবর্ত্তী অংশ নামাইয়া লইবে এবং পূর্ব্ব প্রক্রিয়ায় অঙ্ক নিষ্পন্ন করিবে। বর্গমূলাকর্ষণের সময় কখন কখন ভাজক অপেক্ষা বৃহত্তর অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যে কোনও পূর্ণবর্গ-সংখ্যাকে অনায়াসে মৌলিক উৎপাদকে পরিণত করা যায়, তাহার বর্গমূল অতি সহজেই নির্ণীত হইতে পারে।

$$\sqrt{৮১০০}=\sqrt{২^২\times ৫^২\times ৩^২\times ৩^২}=২\times ৫\times ৩\times ৩=৯০$$

দশমিক ভগ্নাংশের বর্গমূলাকর্ষণপ্রক্রিয়া অখণ্ড সংখ্যার ন্যায় বিন্দু স্থাপনের সময় প্রথম বিন্দু এককস্থানীয় অঙ্কের উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং তৎপরে আবশ্যক মত বাম ও দক্ষিণদিকের প্রত্যেক দ্বিতীয় অঙ্কের উপর বিন্দু স্থাপন করিবে। অখণ্ডাংশ হইতে মূলের যে অঙ্কগুলি পাওয়া যায়, তাহার দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পড়িবে। যে অখণ্ড সংখ্যা বা দশমিক ভগ্নাংশ পূর্ণ বর্গ নহে, তাহার বর্গমূল একটী অসীম দশমিক ভগ্নাংশ হইবে। এরূপ স্থলে কতিপয় দশমিক স্থান পর্য্যন্ত বর্গমূল নির্ণীত হইতে পারে। আবশ্যক মত শূন্য যোগ করিয়া বর্গমূল নির্ণয়কালে দশমিক অঙ্ক-সংখ্যা যোগ করিয়া লইতে হয়।

বর্গমূলঘন, বর্গঘন (ক্লী) সজাতীয়াঙ্কত্রয়স্য ঘাতঃ ঘনঃ। সজাতীয় অঙ্কত্রয়ের পরস্পর গুণফল অথবা কোন একটী রাশির বর্গফলের সহিত সেই রাশিদ্বারা পুনরায় গুণ, তাহাকে মূলরাশির ঘনফল (Cubic root) বলে। লীলাবতীতে এই ঘনমূল প্রকরণ স্বতন্ত্র। ইহার করণসূত্র ত্রিবৃত্তাত্মক। তদ্‌যথা—

"সমত্রিঘাতশ্চ ঘনঃ প্রদিষ্টঃ
স্থাপ্যো ঘনোঽন্ত্যস্য ততোঽন্ত্যবর্গঃ।
আদিত্রিনিঘ্নস্তত আদিবর্গ
স্ত্যন্ত্যাহতোঽথাদিঘনশ্চ সর্ব্বে ॥
স্থানান্তরত্বেন যুতা ঘনঃ স্যাৎ
প্রকল্প্য তৎ খণ্ডযুগং ততোঽন্ত্যম্।
এবং মুহুর্ব্বর্গঘনপ্রসিদ্ধা
বাদ্যাঙ্কতো বা বিধিরেষকার্য্যঃ ॥
খণ্ডাভ্যাং বা হতো রাশিস্ত্রিঘ্নঃ খণ্ডঘনৈক্যযুক্।
বর্গমূলঘনস্বঘ্নো বর্গরাশের্ঘনো ভবেৎ ॥" ইহার উদ্দেশক—

"নবঘনং ত্রিঘনস্য ঘনং তথা
কথয় পঞ্চঘনস্য ঘনঞ্চ মে।
ঘনপদঞ্চ ততোঽপি ঘনাৎ সখে
যদি ঘনেঽস্তি ঘনা ভবতো মতিঃ ॥"

৯, ২৭, ১২৫ এই তিনটী রাশির যথাক্রমে গুণনদ্বারা ঘনফল ৭২৯, ১৯৬৮৩ ও ১৯৫৩১২৫ হয়। অথবা ৯ রাশির ৪ ও ৫ খণ্ড ধরিয়া কসিলে অন্য উপায়ে উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ ৯ এবং ৪ ও ৫ রাশি, ঐ রাশিত্রয়ের পরস্পর গুণফল ১৮০। তাহার ত্রিনিঘ্ন বা তিনগুণ ৫৪০। খণ্ড রাশিদ্বয়ের এক একটীর ঘনসমষ্টি = ৪ × ৪ × ৪ = ৬৫, ৫ × ৫ × ৫ = ১২৫ ; ৬৪ + ১২৫ = ১৮৯। লব্ধ রাশি দুইটীর যোগফল ৫৪০ + ১৮৯ = ৭২৯। ইহাই ৯ রাশির বর্গঘন। অথবা ২৭ রাশির খণ্ড ২০ ও ৭। ইহাদের পরস্পর গুণফল ও ত্রিনিঘ্ন সংখ্যা ২৭ × ২০ × ৭ = ৩৭৮০ × ৩ = ১১৩৫০; খণ্ড রাশিদ্বয়ের ঘনফল সমষ্টি—২০ × ২০ × ২০ = ৮০০০ + ৭ × ৭ × ৭ = ৩৪৩ = ৮৩৪৩ এই জাতঘন সমষ্টি ও পূর্ব্বোক্তরাশির যোগফল ১১৩৪০ + ৮৩৪৩ = ১৯৬৮৩।

অথবা ৪ রাশি—ইহার বর্গমূল ২ ও ঘনফল ৮। ইহাদের স্বঘ্ন অর্থাৎ পরস্পরের গুণফলের ৪ গুণ = ৬৪ বর্গরাশির ঘনফল হইয়া থাকে। এইরূপে ৯ রাশি—ইহার মূল ৩ ও ঘন ২৭। ইহার বর্গ—৯ এর ঘন ৭২৯ অর্থাৎ ৩ × ২৭ × ৯ = ৭২৯। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে যাহা বর্গরাশিঘন তাহাই বর্গমূলঘনবর্গ = ৩ × ৩ × ৩ = ২৭ × ২৭ = ৭২৯। ঘনমূল নিষ্পাদনার্থ করণসূত্র দ্বিবৃত্তও আছে—

"আদ্যং ঘনস্থানমথাঘনে দ্বে
পুনস্তথান্ত্যাদ্‌ঘনতো বিশোধ্যম্।
ঘনপৃথক্‌স্থং পরমস্য কৃত্বা
ত্রিঘ্ন্যা তদাদ্যং বিভজেৎ ফলস্তু ॥
পঙ্‌ক্ত্যাং ন্যসেত্তৎকৃতিমন্ত্যনিঘ্নীং
ত্রিঘ্নীং ত্যজেত্তৎপ্রথমাৎ ফলস্য।
ঘনং তদাদ্যাদ্‌ঘনমূলমেবং
পঙ্‌ক্তির্ভবেদেবমতঃ পুনশ্চ ॥" (লীলাবতী)

[ঘন ও ঘনমূল শব্দে দেখ।]

বর্গবর্গ (পুং) বর্গের বর্গফল (Biquadratic number)

বর্গশস্ (অব্য) দলে দলে।

বর্গস্থ (ত্রি) দল মধ্যস্থ। স্বদলানুরক্ত।

বর্গী, (বর্গাহ, বর্গাহি), উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতি-বিশেষ। রাজপুতগৃহে দাস্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকার্জ্জন করা তাহাদের প্রধান ব্যবসা। এই শ্রেণীর রমণীগণও গৃহস্থপরিবারে, বিশেষতঃ রাজপুত-সর্দ্দার গৃহে রাজকুমারদিগের ধাত্রীরূপে বাস করে এবং স্তনদুগ্ধ দিয়া তাহাদের লালন পালন করিয়া থাকে। তাহারা বলে যে কনোজে তাহাদের আদি বাস ছিল। গহরবাড়-রাজপুতগণের সঙ্গে তাহারা আদি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া নানা-স্থানবাসী হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা গোয়াল আহীরগণের কুটুম্ব বলিয়া পরিচিত।

তাহারা স্বজাতির মধ্যেই আদান প্রদান করে। গোত্র-বিভাগ না থাকায় পিণ্ডদোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে তাঁহারা কএক পুরুষ বাদ দিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ব্ব কুটুম্বিতা-স্মৃতি লোপ হয়, ততদিন পরে সেই পরিবারে আর পুত্র কন্যার বিবাহাদি দেয় না। বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। অধিক বয়সেই সাধারণতঃ বিবাহ হয়। বিবাহ উৎসব তিন দিন মাত্র থাকে। প্রথম দিন শিল অর্থাৎ উঠানের মধ্যস্থলে শিল পাতিয়া চাল গুড়ঁান হয় এবং ব্রাহ্মণ আসিয়া গৌরী পূজা করিয়া যায়। ঐ দিন স্বজাতির বা জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হয়। দ্বিতীয় মাইন্ দিন—ঐ দিনে মাতৃপূজা ও আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ এবং তৎপরে ভোজ। তৃতীয় দিন বরাত—ঐ দিন মহাসমারোহে বর কন্যার গৃহাভিমুখে সদলে যাত্রা করিয়া থাকে।

বর আসিয়া উপস্থিত হইলে যথালগ্নে বর ও কন্যাকে লইয়া মাঁড়ো নামক ছত্রতলে লইয়া বসায়। তার পর কন্যার পিতা আসিয়া বরের পদে হস্ত দিয়া কন্যা সম্প্রদানের অনুরোধ জানায় এবং দানের দক্ষিণাস্বরূপ জামাতার হস্তে একটী ফল দেয়। তদনন্তর উভয়ের বস্ত্রের খুট লইয়া "গাঁটছড়া" বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং বর ও কন্যা মাঁড়োর চৌদিকে ৭ পাক ঘুরিয়া আইসে। ইহার পর কন্যার পিতা বরের কপালে হরিদ্রা ও চাউল ঠেকাইয়া দেয় এবং জামাতা ও কন্যাকে লইয়া কোহাবারে (বাসরঘরে) লইয়া যায়। এখানে গৃহস্থিত অপরাপর রমণীরা উপস্থিত হইয়া হাস্য পরিহাস করে এবং বরকে দিয়া দুইটী প্রজ্বলিত বর্ত্তিকার আলোকশিখা পরস্পরে সম্মিলিত করাইয়া উভয়ের অভিন্নহৃদয়তা জ্ঞাপন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ বা দেবর-বিবাহ নাই। মহাবীর ও পাঁচপীর ইহাদের প্রধান উপাস্য। অনেকে কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকে।

বর্গাইঞা, রাজপুত জাতির একটী শাখা। গাজিপুরে ইহাদের বাস। ইহারা আপনাদিগকে মৈনপুরী জেলাবাসী চৌহান জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া মনে করে।

বর্গালা, বুলন্দসহর জেলাবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ইহারা আপনাদের চন্দ্রবংশী বলিয়া পরিচিত করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। এই কারণে ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ুয়া জাতির সমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদিগকে দৃকপাল ও ভট্টিপালের বংশধর বলিয়া পরিচিত করে। বংশেতিহাসে প্রকাশ, উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় ইন্দোর হইতে মালবে আসিয়া বাস করেন। মহম্মদ ঘোরী রাজা পৃথ্বীরায়কে আক্রমণ করিলে, ইহারা দিল্লীর সেনার অধিনায়ক হইয়া রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্যকালে এই শাখার অনেকে ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল।

বর্গিন্ (ত্রি) দলভুক্ত। কোন পক্ষের অনুগত।

বর্গী, মথুরার সন্নিকটবাসী জাতি বিশেষ। দাসবৃত্তি, কৃষি অথবা বনে পশু শীকার করিয়া ইহারা জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে।

বর্গী (দেশজ) মহারাষ্ট্রদস্যু। [পবর্গে দেখ।]

বর্গীণ (ত্রি) দলভুক্ত। সমশ্রেণীভুক্ত। বংশগত।

বর্গীয় (ত্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। যেমন কবর্গীয়, চবর্গীয় ইত্যাদি।

বর্গোত্তম (ত্রি) বর্গেষু উত্তমঃ। রাশিদিগের শ্রেষ্ঠ অংশ। গ্রহগণ বর্গোত্তমে থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। চররাশি অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশির প্রথম অংশ বর্গোত্তম, এই সকল রাশির প্রথম অংশে গ্রহগণ থাকিলে শুভফলদ হইয়া থাকে। এইরূপ স্থির রাশির (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির) পঞ্চমাংশ; দ্ব্যাত্মক রাশির (মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীনরাশির) নবমাংশ বর্গোত্তম।

"চরাণাং প্রথমে চাংশে স্থিরাণাং পঞ্চমে তথা।
নবমে দ্ব্যাত্মকানাঞ্চ বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহা ভিন্ন রাশিদিগের স্বকীয় নবাংশকেও বর্গোত্তম কহে। রাশির স্বীয় নবাংশে গ্রহগণ অবস্থিত হইলে তাহাদিগকেও বর্গোত্তমস্থ বলা যায়।

"স্বনবাংশস্থ রাশীনাং বর্গোত্তম ইতি স্মৃতঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বর্গ্য (ত্রি) বর্গসম্বন্ধীয়। (পুং) সভার সভ্য। সহযোগী।

বর্চ্চ, দীপ্তি। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বর্চ্চতে। লুঙ্ অবর্চ্চিষ্ট।

বর্চ্চটী (স্ত্রী) ১ ধান্যভেদ। ২ বেশ্যা।

বর্চ্চস্ (ক্লী) বর্চ্চতে ইতি বর্চ্চ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ রূপ। ২ বিষ্ঠা। (সুশ্রুত উত্তর ৩৪ অ°) ৩ তেজঃ (মেদিনী) ৪ অন্ন। "অরাতীর্বর্চ্চোধা যজ্ঞবাহস্য" (ঋক্ ১।৬৬।২১) 'বর্চ্চোধাঃ অন্নং ধেহি' (সায়ণ) (পুং) ৫ চন্দ্রপুত্র। (মেদিনী)।

"রোহিণ্যামভবদ্বর্চ্চা বর্চ্চস্বী যেন চন্দ্রমাঃ।"(অগ্নিপু°সতীদেহত্যাগ°)

বর্চ্চস্ক (পুং ক্লী) বর্চ্চস্ স্বার্থে কন্। ১ বিষ্ঠা। (অমর) ২ দীপ্তি, তেজঃ। (ভারত ১৩।২৫।১৯)

বর্চ্চস্য (ত্রি) বর্চ্চসে হিতং যৎ। তেজোবর্দ্ধক, তেজোবিষয়ে হিতকর। "আয়ুষ্যং বর্চ্চস্যং রায়স্পোষমৌদ্ভিদম্" (শুক্লযজুঃ৩৪।৫০) 'বর্চ্চস্যং বর্চ্চসে তেজসে হিতং' (মহীধর)

বর্চ্চস্বৎ (ত্রি) ১ জীবশক্তিসম্পন্ন। বলসম্পন্ন। ২ সমুজ্জ্বল, দীপ্তিশালী।

বর্চ্চস্বিন্ (পুং) বর্চ্চোঽস্যাস্তীতি বর্চ্চস্ (অস্মায়ামেধেতি। পা ৫।২।১২১) ইতি বিনি। ১ চন্দ্র। (অগ্নিপু°) (ত্রি) ২ তেজস্বী।

বর্চ্চিন্ (পুং) ঋগ্বেদবর্ণিত অসুরভেদ। ইন্দ্র ইহাকে সবংশে

নিহত করেন। (ঋক্ ২।১৪।৬)। আবার ঋগ্বেদের অন্যস্থলে (৭।৯৯।৫) বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র ও বিষ্ণু ইহাকে নিহত করিয়াছিলেন।

বর্চ্চোগ্রহ (পুং) মলরোধ। গুহ্যদেশের সঙ্কোচন।

বর্চ্চোদা [ধা] (ত্রি) শক্তিদ। বলদানকারী।

বর্জ্জক (ত্রি) বর্জ্জয়তীতি বৃজ-ণ্বুল্। বর্জ্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জ্জন (ক্লী) বৃজ-ল্যুট্। ১ ত্যাগ। ২ হিংসা। ৩ মারণ।

বর্জ্জনীয় (ত্রি) বৃজ-অনীয়র্। বর্জ্জনযোগ্য, ত্যক্তব্য। যে সকল দ্রব্য বর্জ্জন করিতে হয়।

"রাজান্নং নর্ত্তকান্নঞ্চ তক্ষোহন্নঞ্চকারিণঃ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষণ্ডান্নঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥" (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৬অ°)

রাজার অন্ন, নর্ত্তকের অন্ন, সূতারের অন্ন, কুমারের অন্ন, গণান্ন, গণিকার অন্ন এবং বৃষলের অন্ন বর্জ্জনীয়।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে—উদয় বা অস্ত অবস্থায় সূর্য্যদর্শন বর্জ্জনীয়। রাহুগ্রস্ত সূর্য্য, জল প্রতিবিম্বিত সূর্য্য এবং আকাশমণ্ডলের মধ্যগত সূর্য্যকে দর্শন করিতে নাই। বৎসবন্ধনের রজ্জু উল্লঙ্ঘন, বারিবর্ষণকালে দৌড়িয়া গমন এবং জলে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন বর্জ্জনীয়। কামোন্মত্ত হইলেও রজোদর্শনের নিষিদ্ধ দিনত্রয়ে গমন বা রজস্বলা স্ত্রীভোজন করিতেছে, এমন সময় ভার্য্যাকে অবলোকন; হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযত ভাবে বসিয়া আছে, এমন সময়ে ভার্য্যাকে অবলোকন; নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলম্রক্ষণ করিতেছে বা সন্তান প্রসব করিতেছে, এমন সময়ে ভার্য্যাকে অবলোকন করিতে নাই। একবস্ত্র পরিধান করিয়া অন্নভোজন, বিবস্ত্র হইয়া স্নান; বর্জ্জনীয় পথে, ভস্মের উপর, গোচারণস্থলে, ফাল-কর্ষিত ভূমিতে, জলে, অগ্নিতে, শ্মশানস্থ চিতায়, পর্ব্বতে, জীর্ণমন্দিরে, কৃমিকৃত মৃত্তিকারাশির উপর যে সকল গর্ত্তে প্রাণিদিগের বাস, এই সকল স্থলে মল মূত্র ত্যাগ বর্জ্জন করিবে। গমন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া, বায়ু, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, জল ও গো এই সকলের সম্মুখ অবলোকন করিতে করিতে মলমূত্রত্যাগ করিতে নাই। মুখ দ্বারা ফুঁদিয়া অগ্নিপ্রজ্বালন, পত্নীকে উলঙ্গ দর্শন, ও অগ্নিতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ বর্জ্জনীয়। অগ্নিতে পা উত্তাপিত করিবে না। শয্যার অধোদেশে অগ্নিরক্ষণ নিষিদ্ধ। যাহাতে প্রাণে আঘাত লাগে, এইরূপ কর্ম্ম করিতে নাই। সন্ধ্যাবেলায় ভোজন, ভ্রমণ এবং শয়ন করিতে নাই। রেখাদি দ্বারা ভূমি খনন করিবে না, অমেধ্যলিপ্ত অর্থাৎ বিষ্ঠামূত্রাদিলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন, বাসশূন্যগৃহে একাকী শয়ন, শ্রেষ্ঠ জনকে নিদ্রা হইতে প্রবোধিত করণ, রজস্বলা স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ ও অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে গমন বর্জ্জন করিবে। গাভী যখন জল বা দুগ্ধ পান করে, তখন তাহাকে নিবারণ করিতে নাই, কিংবা জল বা দুগ্ধ পান করিতেছে দেখিয়া উহা কাহাকেও বলিয়া দিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্ম্মিক লোকের বাস তথায় বাস নিষিদ্ধ। যে স্থানের লোক সকল বহুদিন ধরিয়া ব্যাধিযুক্ত, তাদৃশস্থলেও বাস নিষিদ্ধ। দূরপথে একাকী গমন, দীর্ঘকাল পর্ব্বতে বাস, শূদ্রবশবর্ত্তী জনপদে বাস, ও বেদবহিভূর্ত পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক আক্রান্তদেশে বাস বর্জ্জনীয়। যে সকল পদার্থের স্নেহময় সারভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন, এবং অতি প্রাতে বা অতি সায়ংকালে ভোজন বর্জ্জন করিবে। যাহাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কোন ফল নাই, তাদৃশ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। অঞ্জলি দ্বারা জল পান, ও উরুর উপর রাখিয়া কোন দ্রব্য ভোজন করিবে না। প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতূহলী হইবে না।

অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত বা বাদিত্র বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আস্ফোট ধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ, বা অনুরাগভরে গর্দ্দভাদির ন্যায় চীৎকার করিতে নাই। কাংস্যপাত্রে পদধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন বা যে পাত্রে ভোজন করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন বর্জ্জনীয়। অন্যের ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা, বস্ত্র, উপবীত, মাল্য, ও অলঙ্কার ব্যবহার করিতে নাই। অবিনীত, ক্ষুধিত, ব্যাধিপীড়িত, ভগ্নশৃঙ্গ, উৎপাটিতনয়ন, বিদীর্ণক্ষুর, বা যাহার বালামচি ছিন্ন হইয়াছে এমন অশ্ব প্রভৃতি চড়িয়া গমন করিতে নাই।

প্রথমোদিত সূর্য্যতাপ, চিতাধুম এবং ভগ্ন আসন বর্জ্জন করিবে। আপনা আপনি নখ ও লোম ছেদন, কিংবা দন্তদ্বারা নখ কর্ত্তন করিতে নাই। মৃত্তিকা বা লোষ্ট্র অকারণ মর্দ্দন, নখদ্বারা তৃণচ্ছেদ ও নিষ্ফলকর্ম্ম, এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মে অসুখোদয় হইবে তাদৃশ কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। কি লৌকিক, কি শাস্ত্রীয় কোন নিবন্ধ সহকারে পণবন্ধনাদিদ্বারা কোন কথাই কহিবে না। কণ্ঠস্থমালা উত্তরীয়ের বহির্দ্দেশে ধারণ, গোরুর পৃষ্ঠে আরোহণ, প্রাচীরাদি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামে বা গৃহে দ্বারাদি ভিন্ন অন্যস্থান দিয়া প্রবেশ, রাত্রিকালে বৃক্ষতলে অবস্থান বা বৃক্ষতল দিয়া গমনাগমন, ব্যবহৃত চর্ম্মপাদুকা হস্তে লইয়া গমন, শয্যায় বসিয়া ভোজন, হস্ততলে প্রভূত অন্ন লইয়া ক্রমে ক্রমে ভোজন, আসনে ভোজ্য দ্রব্য রাখিয়া ভোজন, রাত্রে তিল বা তিলদ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যভোজন, নগ্নাবস্থায় শয়ন, ও উচ্ছিষ্টমুখে কোন স্থানে গমন, এই সকল বর্জ্জন করিবে।

পতিত, চণ্ডাল, পুক্কশ, মূর্খ, ধনাদিমদে গর্ব্বিত ও রজকাদি নীচ জাতি ইহাদের সহিত ব্রাহ্মণ কিছুকালের জন্যও এক ছায়াতে উপবেশন করিবেন না।

বর্জ্জনীয় অন্ন—মত্ত, ক্রুদ্ধ ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিতে নাই। কেশকীটাদিযুক্ত অন্ন, বা ইচ্ছাধীন পদস্পৃষ্ট অন্ন, ভ্রূণঘাতী কর্তৃক দৃষ্ট অন্ন, ঋতুমতী নারী কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, পক্ষিগণ কর্তৃক অবলীঢ় অন্ন, কুক্কুর কর্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন, গাভী যে অন্নের আঘ্রাণ লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, যে অন্নের ঘোষণা করা হইয়াছে অর্থাৎ কে ক্ষুধিত আছ আইস, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে, ডিণ্ডিমাদি দ্বারা এইরূপে সাধারণ আগন্তুকের জন্য যে অন্নরাশি উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাদৃশ অন্ন, বহুজন মিলিত মঠবাসীদিগের অন্ন, বেশ্যার অন্ন এই সকল অন্ন বর্জ্জনীয়। ইহা ভিন্ন চৌর, গীতবাদ্যোপজীবী, তক্ষণ-বৃত্ত্যুপজীবী, বৃদ্ধি উপজীবী এই সকল ব্যক্তির অন্ন, কৃপণের অন্ন, মহাপাতকী, ক্লীব, ব্যভিচারিণী স্ত্রী ও কপট ধর্ম্মচারীর অন্ন বর্জ্জন করিবে। পর্য্যুষিত অন্ন, শূদ্রের অন্ন, উচ্ছিষ্ট অন্ন, চিকিৎসকের অন্ন, মৃগাদি পশুহন্তা ব্যাধের অন্ন, ক্রূরব্যক্তির অন্ন, উচ্ছিষ্ট ভোজনকারীর অন্ন, নিষ্ঠুর কর্ম্মকারীর অন্ন, অশৌচান্ন, এই সকল অন্ন যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। পতিপুত্রবিহীনা অবীরা স্ত্রীর অন্ন, দ্বেষকারীর অন্ন, শত্রুর অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যে অন্নের উপর হাঁচিয়াছে তাদৃশ অন্ন, যে ব্যক্তি পরোক্ষে পরাপবাদ করে, যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, যে ধনলোভে যজ্ঞফল বিক্রয় করে, ইহাদের অন্ন, নটবৃত্ত্যুপজীবীর অন্ন, যে বস্ত্রাদি সীবন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি উপকারীর অপকার করে, কর্ম্মকার, নিষাদ, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার, বেণুবিদারক, লৌহবিক্রয়ী, কুক্কুরপোষণকারী, শৌণ্ডিক, বস্ত্রধারক, বস্ত্রাদির রঙ্‌কারী, নিষ্ঠুর এই সকল ব্যক্তির অন্ন বর্জ্জনীয়। যাহার স্ত্রীর উপপতি আছে, যে জ্ঞাতসারে স্ত্রীর উপপতি সহ্য করে, যে ব্যক্তি সকল প্রকারে স্ত্রীজিত, এই সকল ব্যক্তির অন্ন এবং রাজার অন্ন বর্জ্জন করিবে। (মনু ৪।৫ অঃ)

বর্জ্জয়িতব্য (ত্রি) বৃজ-ণিচ্‌ তব্য। বর্জ্জনীয়, বর্জ্জনের যোগ্য।

বর্জয়িতৃ (ত্রি) বৃজ্‌-ণিচ্‌-তৃচ্‌। বর্জ্জনকারী, ত্যাগকারী।

বর্জ্জিত (ত্রি) বৃজ-ক্ত। ত্যক্ত।

"অবজ্ঞাতঞ্চাবধূতং সরোষং বিস্ময়ান্বিতং।
গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংকারবর্জ্জিতম্॥" (কূর্ম্মপু° ১৬অ°)

বর্জ্জিন্ (ত্রি) ত্যাজ্য। ত্যাগকারী।

বর্জ্জ্য (ত্রি) বৃজ-ণ্যৎ। বর্জ্জনীয়, বর্জ্জনযোগ্য।

বর্ণ, ১ বর্ণন। ২ প্রেরণ। ৩ রাগ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্‌। লট্‌ বর্ণয়তি। লুঙ্‌ অববর্ণৎ। এই ধাতু অদন্ত চুরাদি।

বর্ণ (ক্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-অচ্‌। কুঙ্কুম। (হেম)

বর্ণ (পুং) ব্রিয়তে (ইতি বৃ-কৃবৃজ্‌ষিক্রুগুপন্জনিস্বপিভ্যো ণিৎ। উণ্‌ ৩।১০) স চ ণিৎ। ১ জাতি।

জাতি চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারি বর্ণ বা চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বেদোক্তি আছে যে, যখন ভগবান্ পুরুষরূপে সৃষ্টিবিস্তারে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার দেহ হইতে চারিটী বর্ণের উৎপত্তি হয়। ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"(ঋক্‌ ১০।৯০।১২)

শাস্ত্রে এই বর্ণচতুষ্টয়ের পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ণীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়কে শাস্ত্রাদেশে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্মানুসারেই চলিতে হয়।

ভগবান্ মনু বর্ণচতুষ্টয়ের এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম নির্দিষ্ট করিয়াছেন—ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম—প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন এবং নৃত্যগীত ও বনিতোপভোগাদিতে আত্যন্তিক অনাসক্তি। বৈশ্যের ধর্ম্ম—পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদবৃত্তি এবং কৃষিকর্ম্ম। শূদ্রের ধর্ম্ম—অসূয়াহীন হইয়া উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা।

"সর্ব্বস্যাস্য তু ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপাজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" (মনু ১।৮৭-৯১)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল বর্ণেরই শাস্ত্রশাসনে যথাবিধি আশ্রমী হইতে হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের আশ্রম চারিটী। যথা—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। উপনয়নের পর জিতেন্দ্রিয় হইয়া গুরুগৃহে বাস ও সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিতে হয়, ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। বেদাধ্যয়ন সমাপনের পর দারপরিগ্রহান্তে স্বধর্ম্মাচরণ-পুরঃসর গৃহস্থ হইতে হয়। এই আশ্রমের নাম গার্হস্থ্য। তৎপরে পুত্রোৎপাদনের পর বনে বাস, অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ ও ঈশ্বরের আরাধনা, ইহাই হইল বানপ্রস্থাশ্রম। তৎপরে গৃহাদি সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগপূর্ব্বক মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক কৌপীন পরিয়া, দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, নির্জ্জন প্রদেশে বা তীর্থাদিতে বাস এবং একমাত্র পরমেশ্বরের আরাধনা। ইহারই নাম—সন্ন্যাস আশ্রম।

[এই আশ্রম চারিটীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ হইল। ঐ সকলের বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ইহাদিগের পক্ষে শেষোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়া প্রথমোক্ত ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিনটী আশ্রমই প্রশস্ত। এতদ্ভিন্ন শূদ্রের পক্ষে শুধু গৃহস্থাশ্রমই নির্দ্দিষ্ট। অন্য কোন আশ্রমে শূদ্রের অধিকার নাই।

ঈশ্বরের আরাধনা সকল বর্ণের—সকল আশ্রমেরই সাধারণ ধর্ম্ম। তন্মধ্যে যিনি বিষ্ণু উপাসক, তিনি বৈষ্ণব, শিবোপাসক শৈব, দুর্গা প্রভৃতি শক্তি-সাধক শাক্ত, সূর্য্যোপাসক সৌর এবং গণেশোপাসক গাণপত্য নামে খ্যাত। ইহা পৌরাণিক মত।

চারিবর্ণের বিভিন্ন কর্ম্ম সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ দান করিবেন, বেদাধ্যয়ন-পরায়ণ হইবেন এবং যজ্ঞাদি দ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণকে নিত্যোদকী হইতে হইবে ও অগ্নিপরিগ্রহ করিতে হইবে। জীবিকার জন্য যাজন ও অধ্যাপন করিবেন এবং যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে ধনার্জ্জন করিয়াছে, তাহার নিকট হইতেই ন্যায়তঃ প্রতিগ্রহ লইবেন। ব্রাহ্মণ সকলের হিতসাধন করিবেন, কখন কাহার অহিত বা অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বভূতে মৈত্রীস্থাপনই ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। পরকীয় প্রস্তর কিংবা রত্ন উভয় বস্তুতেই ব্রাহ্মণ তুল্যজ্ঞান হইবেন। ঋতুকালে পত্নীগমন করিবেন। *

ব্রাহ্মণ উপনীত হইয়া বেদাভ্যাসে তৎপর হইবেন। এই সময় তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রমনে গুরুগৃহে বাস করিতে হইবে। তথন শৌচ ও আচারবান্ হইয়া গুরুর শুশ্রূষা করিবেন এবং নিয়মস্থ হইয়া পবিত্র বুদ্ধিতে বেদ গ্রহণ করিবেন। উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত হইয়া অগ্নি ও সূর্য্যোপাসনা এবং গুরুকে অভিবাদন করিতে হইবে। গুরু দাঁড়াইলে দাঁড়াইতে হইবে, গমন করিলে গমন করিতে হইবে এবং উপবেশন করিলে, নিম্নাসনে উপবেশন করিবে। কখনও গুরুর প্রতিকূলাচরণ করিবে না। গুরুর আদেশে গুরুর অভিমুখে বসিয়া অনন্যচিত্তে বেদপাঠ করিবে। তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে। অগ্রে আচার্য্যের জলাবগাহন হইলে, পরে সেই জলে অবগাহন করিবে। গুরুগৃহে বাসকালীন সমিৎ ও জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তু প্রতিদিন প্রতিপ্রভাতে স্বয়ং আহরণ করিয়া আনিবেন। তৎপরে যখন অবশ্য অধ্যেতব্য বেদ অধ্যয়ন শেষ হইবে, তখন গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া ও যথাশক্তি গুরুদক্ষিণা দিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। পরে যথাবিধি দারপরিগ্রহ ও স্বীয় বৃত্তি দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া সাধ্যমত যাবতীয় গৃহস্থোচিত কার্য্য-সম্পন্ন করিতে থাকিবে। নিবাপ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে, যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে, অর্ঘদানে অতিথিদিগকে, স্বাধ্যায়ে মুনিদিগকে অপত্যোৎপাদনে প্রজাপতিকে, বলিকর্ম্মে ভূতবর্গকে এবং বাৎসল্য প্রকাশে সমগ্র জগৎকে আপ্যায়িত করিবেন। পুরুষ স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত লোক সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কি ভিক্ষাভোজী, কি পরিব্রাজক, কি ব্রহ্মচারী, গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই ইহাঁদিগের সকলেরই প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য গার্হস্থ্য ধর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান।

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন, তীর্থস্নান ও পৃথিবী দর্শন এই তিন কার্য্যের জন্য সমস্ত বসুধা পর্য্যটন করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের কোন গৃহসংস্থা নাই, যাঁহারা আহার ত্যাগ করিয়াছেন, যেথানে সায়ংকাল, সেই খানেই যাঁহাদিগের গৃহ, অর্থাৎ যাঁহারা সায়ংগৃহ, তাঁহাদিগের গৃহস্থাশ্রমী ব্যক্তিই প্রতিষ্ঠা এবং গৃহস্থই তাঁহাদিগের মূল। তাঁহারা গৃহাগত হইলে, গৃহস্থ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণাদি মধুর বাক্য বলিবেন এবং শয়ন আসন ও পান ভোজনাদি দানে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিবেন। কেন না, অতিথি গৃহ হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময় নিজ দুষ্কৃতির বিনিময়ে গৃহস্থের সুকৃতি লইয়া চলিয়া যান। অবজ্ঞা, অহঙ্কার, দম্ভ, পরিতাপ, উপঘাত ও পারুষ্য প্রভৃতি গৃহস্থ ব্যক্তির পক্ষে প্রশস্ত নহে। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঐ গুলি পরিত্যাগ করিবেন। যে গৃহস্থ বিপ্র এই ভাবে সুচারুরূপে গৃহধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, তিনি চরমে পরম স্থান লাভ করেন।

গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের যখন বয়ঃপরণতি ঘটিবে, গৃহধর্ম্ম যথাবিধি প্রতিপালিত হওয়ায় তিনি যখন কৃতকার্য্য হইবেন, তখন পুত্রদিগের উপর ভার্য্যারক্ষার ভার দিয়া অথবা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বন গমন করিবেন। এই আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ। এথানে আসিয়া তাঁহাকে কেশ, শ্মশ্রু ও জটাধারী হইতে হইবে। ফল মূল ও পত্র তাঁহার আহার হইবে। ভূতলে শয়ন করিবেন। মুনিব্রতগ্রহণ করিয়া আশ্রমাগত সকল অতিথিরই আতিথ্য করাইবেন। কৃষ্ণাজিন কাশ ও কুশ দ্বারা আপনার পরিধান ও উত্তরীয় করিয়া লইবেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিন বেলা স্নান করিবেন। দেবার্চ্চনা, হোম, অভ্যাগতগণের অর্চ্চনা, ভিক্ষা ও ভূতবর্গকে বলিপ্রদান, এই সকল কাজ বানপ্রস্থাশ্রমীর প্রশস্ত। বনবাসী হইয়া বনজাত স্নেহ পদার্থেই নিজ গাত্রাভ্যঙ্গ সমাধা করি-

* "দানং দদ্যাদ্‌যজেদ্দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায়তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নিপরিগ্রহম্।
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চান্যানন্যানধ্যাপয়েত্তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহং দানং শুক্লার্থান্ন্যায়তো দ্বিজঃ।
সর্ব্বলোকহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কস্যচিদ্‌দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্তভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্।
গ্রাবণি রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধির্ভবেদ্দ্বিজ।
ঋতাবভিগমঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিবঃ॥" (বিষ্ণুপু॰ ৩।৮ অঃ)

বেন। তপস্যা করিতে করিতে ক্রমে শীতগ্রীষ্মাদিসহিষ্ণু হওয়া আবশ্যক। যে বানপ্রস্থাশ্রমী নিয়মরত হইয়া উক্তরূপে যথাবিধি আপন আশ্রমধর্ম্ম পালন করেন, তিনি অগ্নিবৎ দোষরাশি দগ্ধ করিয়া সেই সনাতন পদ পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া লয়েন।

তাহার পর চতুর্থাশ্রম। এই আশ্রমই শেষ আশ্রম। ইহা যতি বা ভিক্ষুর আশ্রম। সমস্ত মাৎসর্য্য ত্যাগ করিয়া পুত্র, মিত্র, কলত্র ও সমস্ত দ্রব্য সম্পদের মায়া মমতা বা স্নেহ আসক্তি ছাড়িয়া এই আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়। এ আশ্রমে ত্রৈবর্ণিককেই সর্ব্বারম্ভ ত্যাগ করিতে হইবে। সর্ব্বজন্তুতে মিত্রাদিবৎ মৈত্রী স্থাপন করিবে। বাক্য, মন ও কর্ম্মদ্বারা জরায়ু ও অণ্ডজ প্রভৃতি কোন প্রাণীরই কখন কোনরূপ দ্রোহাচরণ করিবে না। সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। গ্রামে একরাত্র পর্য্যন্ত বাস করিবে। পুরে পঞ্চরাত্র পর্য্যন্ত বাস করিবে। তদ্ভিন্ন নিজ প্রীতি অনুসারে ভিক্ষু যেখানে সেখানে বাস করিতে পারেন। যখন গৃহস্থের গৃহের পাকাগ্নি ও পাকধূম নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, গৃহস্থেরও আহারকার্য্য শেষ হইবে, তখন ভিক্ষু বা যতি যথাকালে প্রাণযাত্রানির্ব্বাহের জন্য উচ্চ বর্ণদিগের গৃহে ভিক্ষার্থ গমন করিবেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও গর্ব্বাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিয়া নির্ম্মম ও নিস্পৃহ ভাবে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিবেন। কোন হিংস্র জীব জন্তু হইতেই তাঁহার কোন ভয় থাকিবে না। কারণ মুনিরা সর্ব্বপ্রাণীকেই অভয় দিয়া চলেন, তাঁহারও কখন কোন প্রাণী হইতেই ভয় উৎপন্ন হয় না। যে বিপ্র ভৈক্ষোপগত হবির্দ্বারা অগ্নিহোত্র নিজ শরীরসংস্থ করিয়া মুখে শরীরাগ্নি বহন করেন, তিনি অগ্নিচারীদিগের সালোক্য প্রাপ্ত হন। এইরূপে শুচি ও কৃতবুদ্ধি হইয়া যিনি যথোক্ত মোক্ষাশ্রম ধর্ম্ম পালন করেন, অনিন্ধন প্রশান্ত জ্যোতির ন্যায় তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ২য় অংশ ৮৯ অঃ)

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে নিজ ইচ্ছামত দান করিবেন। বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যয়ন করিবেন। শস্ত্র ধারণ করিয়া মহীরক্ষাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা, ধরিত্রী পরিপালনই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কার্য্য। রাজ্যরক্ষা ও রাজ্যে শান্তিস্থাপনাদি ব্যাপারেই তাঁহাকে কৃতকার্য্য হইতে হইবে। দুষ্টের শাসন ও শিষ্টের পালন ক্ষত্রিয়েরই ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয় রাজপদে অধিষ্ঠিত হইবেন। ক্ষত্রিয় রাজাকে সর্ব্ববর্ণের সংস্কারক হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় এইরূপে শাস্ত্রসঙ্গত স্বধর্ম্ম পালন করিয়া চরমে পরম পদের অধিকারী হইতে পারেন।

বৈশ্যের ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত আছে, পশুপালন, বাণিজ্য, ও কৃষি-কর্ম্ম এই তিনটী বৈশ্যের ধর্ম্ম-সঙ্গত জীবিকা। সৃষ্টিকর্ত্তা [illegible] জীবিকাই বৈশ্যপক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বৈশ্য অধ্যয়ন, নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞ এবং দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। বৈশ্যের কর্ম্ম দ্বিজাতি সংগ্রহে সম্পন্ন হইবে এবং ক্রয়বিক্রয়জাত ধন বা কারুকার্য্যজাত ধন দ্বারা তিনি দান ক্রিয়া সমাধা করিবেন। *

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণদ্বয়ের মোটামুটী গার্হস্থ্য জীবনের জীবিকাধর্ম্ম ঐরূপই। তবে আশ্রমান্তর পরিগ্রহে যথাশাস্ত্র তত্তৎ আশ্রমধর্ম্মই পালন করিতে হয়।

শূদ্রও দান করিবে এবং পাকযজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষ প্রভৃতির অর্চ্চনা করিবে।

"দানঞ্চ দদ্যাৎ শূদ্রোঽপি পাকযজ্ঞৈর্যজেদপি।
পিত্রাদিকঞ্চ সর্ব্বং বৈ শূদ্রঃ কুর্ব্বীত তেন চ ॥" (বিষ্ণুপু°)

কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকল বর্ণেরই ভৃত্য, অমাত্য ও আত্মীয়বর্গের পরিপালন করা কর্ত্তব্য। সকলেই যথাকালে দারপরিগ্রহ করিয়া ঋতুকালে স্ব স্ব স্ত্রীতে অভিগমন করিবেন। সর্ব্বপ্রাণীর প্রতিই দয়া থাকা চাই, তিতিক্ষা থাকা চাই। কোন বর্ণই অভিমানী বা গর্ব্বান্ধ হইবেন না। সত্য-শৌচ, অনায়াস মঙ্গলচেষ্টা, প্রিয়ভাষণ, সর্ব্বত্র মৈত্রবন্ধনস্পৃহা এবং অকার্পণ্য ও অনসূয়া এই সকল সর্ব্ববর্ণেরই সাধারণ গুণ।

"ভৃত্যাদিভরণার্থায় সর্ব্বেষাঞ্চ পরিগ্রহঃ।
ঋতুকালাভিগমনং স্বদারেষু মহীপতে ॥
দয়া সমস্তভূতেষু তিতিক্ষা নাভিমানিতা।
সত্যং শৌচমনায়াসো মঙ্গলং প্রিয়বাদিতা।
মৈত্রী স্পৃহা তথা তদ্বদকার্পণ্যং নরেশ্বর।
অনসূয়া চ সামান্যা বর্ণানাং কথিতা গুণাঃ ॥" (বিষ্ণুপু°)

* "দানানি দদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ীত চ পার্থিব ;
শস্ত্রাজীবো মহীরক্ষাপ্রবরা তস্য জীবিকা।
তস্যাপি প্রথমে কল্পে পৃথিবীপরিপালনম্ ॥
ধরিত্রীপালনেনৈব কৃতকৃত্যো নরাধিপঃ।
ভবন্তি নৃপতেরংশা যতো ধর্ম্মাদিকর্ম্মণাম্ ॥
দুষ্টানাং শাসনাদ্রাজা শিষ্টানাং পরিপালনাৎ।
প্রাপ্নোত্যভিমতান্ লোকান্ বর্ণসংস্কারকো নৃপঃ ॥
পাশুপাল্যং বাণিজ্যঞ্চ কৃষিঞ্চ মনুজেশ্বর।
বৈশ্যায় জীবিকাং ব্রহ্মা দদৌ লোকপিতামহঃ ॥
তস্যাপ্যধ্যয়নং যজ্ঞো দানধর্ম্মশ্চ শস্যতে।
নিত্যনৈমিত্তিকাদীনামনুষ্ঠানঞ্চ কর্ম্মণাম্ ॥
দ্বিজাতিসংশ্রয়ং কর্ম্ম তাদর্থ্যং তেন পোষণম্।
ক্রয়বিক্রয়জৈর্বাপি ধনৈঃ কারুভবেন বা ॥"
দানঞ্চ দদ্যাৎ * * * (ইত্যাদি)
(বিষ্ণুপু° [illegible])

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ করিতে পারেন এবং ক্ষত্রিয়েরও বৈশ্যবৃত্তি লইবার বাধা নাই। তবে ঐ উভয় বর্ণ কোন কালেই শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। এই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি লইবেন, কি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি লইবেন। কিন্তু ইহারা কখন শূদ্রবৃত্তি লইবেন না, ইহা শুধু একান্ত আপৎকালেরই বিধি। পারতপক্ষে উভয় বর্ণের উহা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। সহসা কেহই এই কর্ম্মসঙ্কর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।*

বর্ণগণের আপদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের মতে সর্ব্বাগ্রে এক তেজোময় দিব্য পদ্ম সৃষ্টি হইল। সেই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্মিলেন। ব্রহ্মা হইতে মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রজা সৃষ্টির প্রারম্ভেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিলেন, ব্রাহ্মণ আত্মতেজে অগ্নি ও সূর্য্যবৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। তার পর সত্য, ধর্ম্ম, তপঃ, ব্রহ্মপদার্থ, আচার ও শৌচ প্রভৃতি ব্রহ্মা হইতে সৃষ্ট হইল। এই সকল সৃষ্টির পর দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, দৈত্য, অসুর, মহোরগ, যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ ও মনুষ্য সকল সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি প্রকার বর্ণসৃষ্টি হইল। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বর্ণ সিত, ক্ষত্রিয়ের লোহিত, বৈশ্যের পীত এবং শূদ্রের বর্ণ অসিত অর্থাৎ কৃষ্ণ।

মান্ধাতা নারদের কাছে প্রশ্ন করেন—আচ্ছা, যদি শ্বেতপীতাদি বর্ণের পার্থক্যেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ-বিভাগ হইয়া থাকে, তবে ত সকল বর্ণেরই বর্ণসঙ্কর দেখা যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা প্রভৃতির আধিপত্য ত সর্ব্বত্র। মূত্র পুরীষাদি সকলেই ত্যাগ করে, মৃত্যু সকলের প্রভু, দেহ-ক্ষয় সকলেরই অনিবার্য্য। সুতরাং এ অবস্থায় বর্ণবিভাগ হইল কিরূপ এবং তাহাতে ফলই বা কি? আর এক কথা—জগতে স্থাবর জঙ্গম কত অসংখ্য জাতি রহিয়াছে, তাহাদিগের বর্ণও নানা প্রকার; সুতরাং বর্ণনির্ণয় কেমন করিয়া হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নারদ বলিয়াছিলেন, রাজন্! বর্ণসমূহের কোনই বিশেষত্ব নাই। এই সমগ্র জগৎই ব্রহ্মময়। ব্রহ্মা সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মসৃষ্ট সকলেই এক ব্রাহ্মণ, তবে কর্ম্মানুসারে এক এক সম্প্রদায় ও এক এক বর্ণ অধ্যায় অভিহিত। যে সকল ব্রাহ্মণেরা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কামভোগে রত, যাঁহার তীক্ষ্ণ স্বভাব, ক্রোধন, প্রিয়সাহস ও লোহিতাঙ্গ, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন। যাঁহারা কৃষিকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, গবাদি পশুপালনে আসক্ত হইলেন, স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাদের দেহ পীতবর্ণ ছিল, তাঁহারাই বৈশ্যজাতি মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। আর যাঁহারা হিংসা ও অসত্য আশ্রয় করিলেন, যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, শৌচাচার ত্যাগ করিলেন, এবং অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব হইয়া উঠিলেন, তাঁহাদের বর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তাঁহারা দ্বিজ হইলেও তাঁহারাই শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণেরাই বিভিন্নবর্ণে বিভক্ত হন। চারিবর্ণের জন্যই বেদবাণী বিহিত ছিল, লোভে ও অজ্ঞানে পড়িয়া অনেকে সে ব্রাহ্মী বাণী হারাইয়াছিলেন। যাঁহারা ধর্ম্মতন্ত্রে একান্ত আসক্ত ছিলেন বলিয়া সে ব্রাহ্মীবাণী ভুলেন নাই এবং যাঁহারা বেদাবলম্বন, বেদবোধিত নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত-নিয়ম ও শৌচ সদাচারাদি সাধুসেবিত পথে থাকিয়া ব্রহ্মসৃষ্ট দেবপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

নারদ মান্ধাতার প্রশ্নের উত্তরে চাতুর্বর্ণের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, যথা—যিনি জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত, শুচি ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যিনি শৌচাচারে রত থাকিয়া যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, যিনি নিত্য গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী ও সত্যরত, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। সত্য, দান, আনৃশংস্য, অদ্রোহ, কৃপা, ঘৃণা ও তপস্যা এই কয়টী যাঁহার কাছে নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

যিনি বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া নিয়ত ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম আচরণ করেন, যিনি দান ব্যতীত কখন প্রতিগ্রহ করেন না, তাহাকে ক্ষত্রিয় বলা যায়। যিনি পবিত্রভাবে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন হইয়া পশুপালন ও কৃষিকর্ম্মে রত, তাঁহারই নাম বৈশ্য।

যাহার কোন খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, সর্ব্বদা অপবিত্র অবস্থায় যে কোন কর্ম্মেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাদৃশ বেদবর্জ্জিত, সদাচারহীন ব্যক্তিই শূদ্রনামে খ্যাত। (মহাভা° ও পদ্মপু° স্বর্গখণ্ড)

চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা মন্বাদি স্মৃতিসংহিতায় এবং তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত পুরাণেই চতুর্বর্ণের ধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ক বিস্তৃত উল্লেখ আছে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত উদ্ধৃত হইল না। নরসিংহ-পুরাণ ৫৯ অধ্যায়, মার্কণ্ডেয়পুরাণের মদালসা উপাখ্যান, কূর্ম্ম-পুরাণের ২ ও ৩ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫, ২৬ ও ২৭ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অধ্যায়, এবং গরুড়পুরাণের [illegible] অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বর্ণ (পুং) ১ গজচিত্রকম্বল, চলিত হাতীর ঝুল। পর্য্যায়—

* "ক্ষত্রং কর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শৌদ্রং কর্ম্ম ন চৈতয়োঃ।
সামর্থ্যে সতি [illegible] পার্থিব।
[illegible] কর্ম্মসঙ্করম্।" (বিষ্ণুপু° [illegible])

প্রবেণী, আস্তরণ, পরিস্তোম (পুং) কুথ, কুথা (অমর) প্রবেণি, পরিষ্টোম (স্ত্রী) কুথ। (ভরত) ২ শুক্লাদি, চলিত রঙ্।

এই বর্ণ বা রঙ্ বহু প্রকার, যথা - শ্বেত, পাণ্ডু, ধূসর, কৃষ্ণ, পীত, হরিত, রক্ত, শোণ, অরুণ, পাটল, শ্যাব, ধূম্র, পিঙ্গল এবং কর্ব্বুর (অমর)। সুখবোধের মতে ছয় মাসের সময় গর্ভস্থ বালকের বর্ণ হয়।

৩ যশ। ৪ গুণ। ৫ স্তুতি। (মেদিনী) ৬ স্বর্ণ। ৭ ব্রত। বর্ণ্যতে ভিদ্যতে ইতি বর্ণ-ঘঞ্ (পুং স্ত্রী) ৮ ভেদ। ৯ গীতক্রম। ১০ চিত্র। ১১ তালবিশেষ। ১২ অঙ্গরাগ। (হেম) বর্ণ্যতে ভিদ্যতে অনেনেতি বর্ণ-ঘঞ্। ১৩ রূপ। বর্ণয়তি বর্ণ-অচ্। ১৪অক্ষর। বর্ণ্যতে রজ্যতে ইতি বর্ণ ঘঞ্। ১৫বিলেপন। (মেদিনী)

বর্ণ দুই প্রকার—ধ্বন্যাত্মক এবং অক্ষরাত্মক। দেহিগণের মূলাধারে একটী নাড়ী আছে। ঐ নাড়ীটী সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীভূত। উহা সর্ব্বদা মূলাধার মধ্যে কুণ্ডলাকারে থাকে বলিয়া উহার নাম কুণ্ডলী। কুণ্ডলী চন্দ্র সূর্য্য ও অনলরূপিণী, দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ ভূতলিপিমন্ত্রশালিনী এবং পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী অর্থাৎ মাতৃকাবর্ণস্বরূপিণী। ঐ কুণ্ডলী সকল বর্ণে পরস্পর মিলিত হইয়া মন্ত্রময় জগৎ প্রকাশ করে। এই কুণ্ডলী শব্দ ও শব্দার্থের প্রবর্ত্তিনী এবং ত্রিপুষ্কর অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ, মধ্য ও কনিষ্ঠভেদে তীর্থত্রয় ও উদাত্ত অনুদাত্ত প্রভৃতি স্বর সমাহারের প্রকাশক। তন্ত্রশাস্ত্রে কুণ্ডলী পরম দেবতা নামে অভিহিত।*

বক্ত্র ও শ্রোত্রপথ অপরিষ্কার থাকে, তাই ঐ কুণ্ডলী যখন অস্পষ্ট বর্ণে অর্থাৎ অস্ফুট ধ্বনিতে আলাপাদি করিতে উদ্যত হয়, তখন মূলাধারে গিয়া ধ্বনিত হয় এবং সুষুম্না নাড়ীও বার বার ঐ ধ্বনিতে আলোড়িত হইতে থাকে। ক্রমে এই ভাবেই বিস্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে বর্ণসমষ্টি প্রকাশমান হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বে যে তন্ত্রোক্ত পরদেবতা কুণ্ডলীর কথা কহিয়াছি, তিনি দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণে মিলিত হইয়া এইরূপ ক্রমপরম্পরায় অকার হইতে সকার পর্য্যন্ত দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালার উদ্ভাবন করেন। এই দ্বিচত্বারিংশদাত্মক বর্ণমালাই ভূতলিপি মন্ত্র। কুণ্ডলিনী সর্ব্বশক্তিময়ী ও শব্দব্রহ্মরূপিণী। তিনি যে ক্রম ধরিয়া বর্ণমালা প্রসব করেন, তাহা এইরূপ, যথা—প্রথমতঃ কুণ্ডলিনী হইতে শক্তির বিকাশ। শক্তি হইতে ধ্বনি। ধ্বনি হইতে নাদ। নাদ হইতে নিরোধিকা। নিরোধিকা হইতে অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধেন্দু হইতে বিন্দু; বিন্দু হইতে ক্রমে অন্যান্য সমস্ত। সমস্ত অক্ষর উৎপত্তি সম্বন্ধেই পরম্পরা এইরূপ। (১)

চিচ্ছক্তি সত্বসম্বলিত হইয়া শব্দপদবাচ্য হয়। তিনি আবার ঐ সত্বসম্বলিত অবস্থায় আকাশস্থ হইয়া রজোগুণে অনুবিদ্ধ হইলে ধ্বনি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ধ্বনি অক্ষর অবস্থায় তমোগুণে অনুবিদ্ধ হইয়া নাদশব্দবাচ্য হয়। ঐ অব্যক্তাবস্থা তমোগুণের আধিক্যবশে নিরোধিকা শব্দে অভিহিত। ঐ নিরোধিকা আবার রত ও মত উভয়গুণের আধিক্য হেতু অর্দ্ধেন্দু শব্দে অভিধেয়। অলঙ্কারকৌস্তভ ও পদার্থাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে,—

পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী, অবস্থাভেদে বর্ণের এই কয়েকটী সংজ্ঞাসঙ্কেত আছে। বর্ণ যখন নাদরূপে মূলাধার হইতে প্রথম উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে পরা বলে। পরে যখন ঐ বর্ণ নাদরূপে মূলাধার হইতে উঠিয়া ক্রমে হৃদয়গত হয়, তখন তাহা পশ্যন্তী, তৎপশ্চাৎ যখন হৃদয় হইতে উঠিয়া ক্রমে বুদ্ধি বা সঙ্কল্পের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন উহা মধ্যমা এবং তাব পর যখন বুদ্ধি হইতে উঠিয়া ক্রমে কণ্ঠগত হইয়া মুখদ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা বৈখরী। এই বৈখরী অবস্থাপন্ন নাদ হইতেই পবন প্রেরিত হইয়া বর্ণসমূহ বাহিরে সকলের গোচরীভূত হয়। পরা ও পশ্যন্তী দশাপন্ন বর্ণ যোগীদিগেরই প্রত্যক্ষ হয়, অন্যের পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ হওয়া অসম্ভব। (২)

ব্যাকরণ মতে, বর্ণসমূহের উৎপত্তিস্থান আটটী। যথা—হৃদয়, শির, জিহ্বা, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠদ্বয় এবং তালু*। ইহার মধ্যে অ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, হ, ও বিসর্গ (ঃ) এই কয়েকটী বর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ই,চ, ছ, জ, ঝ,ঞ, য, শ,এই কয়টী বর্ণের উচ্চারণস্থান তালু; ঋ,ট, ঠ,ড, ঢ, ণ, র, ষ, ইহাদিগের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা

---

* "কুণ্ডলীভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥
দ্বিচত্বারিংশদ্বর্ণাত্মা পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণী।
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা॥
বিশ্বাত্মনাপবুদ্ধা সা সূতে মন্ত্রময়ং জগৎ।
একধা গুণিতা শক্তিঃ সর্ব্ববিশ্বপ্রবর্ত্তিনী।
ত্রিপুষ্করং স্বয়ান্ দেবী ব্রহ্মাদীনাং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥" (সারদাতিলক)

(১) "দ্বিচত্বারিংশতা মূলে গুণিতা বিশ্বনায়িকা।
সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ॥
শক্তিস্ততো ধ্বনিস্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিরোধিকা।
ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দুস্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ॥" (সারদাতিলক)

"মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যাঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্যজন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ॥" (অলঙ্কারকৌস্তভ)

* "অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃকণ্ঠশিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥" (শিক্ষাসূত্র)

৯, ৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স ইহাদিগের উচ্চারণস্থান দন্ত। উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম, আর উপধ্মানীয় ইহাদিগের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। 'ব' দন্ত ও ওষ্ঠ; 'ঐ ঐ, কণ্ঠ ও তালু এবং জিহ্বামূলীয়ের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল।

"অবর্ণ-কবর্গ-হ-বিসর্জনীয়াঃ কণ্ঠ্যাঃ। ইবর্ণ চবর্গ-যশা-স্তালব্যাঃ। ঋবর্ণ-টবর্গ-রষাঃ মূর্দ্ধন্যাঃ। ৯বর্ণ-তবর্গ-লসা দন্ত্যাঃ। উবর্ণ-পবর্গোপধ্মানীয়া ওষ্ঠ্যাঃ। বো দন্ত্যোষ্ঠ্যঃ। এ ঐ কণ্ঠ্যতালব্যৌ। ও ঔ কণ্ঠ্যোষ্ঠ্যৌ। জিহ্বামূলীয়স্য জিহ্বামূলম্।" (শিক্ষাসূত্র)

প্রপঞ্চসারের তৃতীয় পটলে দেহমধ্য হইতে পঞ্চাশৎবর্ণ বা অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—বর্ণসমূহ সমীর-সঞ্চালিত হইয়া সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্র মধ্য দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। পরে কণ্ঠাদি স্থান আলোড়িত করিয়া বদনবিবর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায়। উচ্চ উন্মার্গ বায়ু উদাত্ত স্বর উৎপাদন করে। ঐ বায়ু নীচগত হইয়া অনুদাত্ত এবং তির্য্যগ্‌ভাবে গিয়া স্বরিত স্বরের উৎপাদক হয়। এইরূপে একার্দ্ধ, এক, দ্বি ও ত্রিসংখ্যক মাত্রায় লিপি সকলের সৃষ্টি। উহারা ব্যঞ্জন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত সংজ্ঞায় অভিহিত।*

[বর্ণাভিধানে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত প্রতি বর্ণে বর্ণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও অর্থাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বর্ণক (ক্লী) বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্। ১ হরিতাল। (রত্নমা°) ২ গাত্রানুলেপনযোগ্য পিষ্ট বা ঘৃষ্ট সুগন্ধি দ্রব্য। ৩ চন্দন। (শব্দরত্না°) (পুং) ৪ বিলেপন। বর্ণয়তি নৃত্যাদীন্ বিস্তারয়তি। ৫ চারণ। (মেদিনী) ৬ মণ্ডল। (পুং স্ত্রী) বর্ণ্যতে রজ্যতে-ঽনেনেতি, বর্ণ-ঘঞ্, স্বার্থে কন্। ৭ হিঙ্গুল হরিতাল কাচ নীলিকাদি। (অমরভরত)

"কস্তাং নিন্দতি লুম্পতি কঃ স্মরফলকস্য বর্ণকং মুগ্ধঃ।
কো ভবতি রত্নকণ্টকমমৃতে কস্যারুচিরুদেতি॥" (আর্য্যাস° ১৮৯)

বর্ণক (পুং স্ত্রী) ১ মল্ল। (লিঙ্গ ৭।২৩) ২ মুখোস, অভিনেতৃ-বর্গের পরিচ্ছদ। ৩ বিলেপনদ্রব্য।

বর্ণকণ্ট (ক্লী) তুত্থ, (বৈদ্যকনি°) চলিত তুঁতে বা তুতিয়া।

বর্ণকদণ্ডক (পুং) ১ চিত্রকরের তুলিকাদণ্ড। ২ ছন্দোভেদ।

বর্ণকময় (ত্রি) বিচিত্র বর্ণমণ্ডিত।

বর্ণকবি (পুং) কুবেরপুত্র। (ত্রিকা°)

বর্ণকিত (ত্রি) বর্ণবিশিষ্ট। (পা ৫।২।৩৬ তারকাদিগণ)

বর্ণকূপিকা (স্ত্রী) বর্ণানাং কূপিকেব। মস্যাধার। মাছের পাত্র।
'মসীধানী মসিমণির্মেলান্ধুর্বর্ণকূপিকা।' (ত্রিকা°)

বর্ণকৃৎ (ত্রি) বর্ণদানকারী।

বর্ণক্রম (পুং) ১ রঙের পর্য্যায়। ২ উচ্চনীচতাভেদে জাতি-পরম্পরা। ৩ অক্ষরশ্রেণী।

বর্ণগত (ত্রি) ১ বর্ণসম্বন্ধীয়। ২ জাতিগত। ৩ বীজগণিতঘটিত।

বর্ণচারক (ত্রি) বর্ণান্ নীলাদীন্ চারয়তি বিস্তারয়তি চর-ণিচ্ ণ্বুল্। চিত্রকার। (শব্দমালা)

বর্ণচোরা (দেশজ) প্রকৃত বর্ণের অপলাপ। "বর্ণচোরা আম।"

বর্ণজ (ত্রি) বর্ণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। জাতি। বর্ণোদ্ভব।

বর্ণজ্যেষ্ঠ (পুং) বর্ণেষু চতুর্ষু মধ্যে জ্যেষ্ঠঃ প্রথমোৎপন্নাৎ গুণোৎ-কৃষ্টত্বাচ্চ। ১ ব্রাহ্মণ। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছেন। [ব্রাহ্মণ দেখ।]

(ত্রি) বর্ণেন জ্যোতিষোক্তপারিভাষিকবর্ণেন জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ। স্ববর্ণাপেক্ষা উত্তমবর্ণ, নিজে যে বর্ণ, সেই বর্ণ হইতে উত্তমবর্ণ। বিবাহে বর্ণমেলক দেখিতে হয়। হীনবর্ণ পুরুষ বর্ণজ্যেষ্ঠা নারীকে বিবাহ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

"মীনকর্কট-বৃশ্চিকবিপ্রাঃ সিংহতুলাধনুঃক্ষত্রিয়া উক্তাঃ।
কুম্ভনরদ্বয়মেষবিশঃ স্যুর্মকরবৃষস্ত্রী কথিতা বরজাতিঃ॥
বর্ণজ্যেষ্ঠা চ যা নারী বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্।
তয়োর্বিবাহে মৃত্যুঃ স্যাৎ ষণ্মাসে নাত্র সংশয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[মেলক শব্দ দেখ।]

বর্ণতনু (স্ত্রী) সরস্বতী দেবীর উদ্দেশক মন্ত্রবিশেষ।

বর্ণতা (স্ত্রী) বর্ণ-তল্-টাপ্। বর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বর্ণতাল (পুং) রাজভেদ।

বর্ণতূলি (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলিরিব। লেখনী। (শব্দরত্না°)

বর্ণতূলিকা (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলিকেব। লেখনী। (হারাবলী)

বর্ণতূলী (স্ত্রী) বর্ণানাং তূলীব। লেখনী। (ত্রিকা°)

বর্ণত্ব (ক্লী) বর্ণস্য ভাবঃ ত্ব। বর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম।

বর্ণদ (ক্লী) বর্ণং দদাতীতি দা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ কালীয়ক। (ত্রি) ২ বর্ণদাতা।

বর্ণদাতৃ (ত্রি) বর্ণস্য দাতা। বর্ণদায়ক।

বর্ণদাত্রী (স্ত্রী) বর্ণং দদাতীতি দা-তৃচ্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। হরিদ্রা।

বর্ণদূত (পুং) বর্ণা এব দূতা যত্র। লিপি। পর্য্যায়—লেখ, বাচিক, হারক, স্বস্তিমুখ। (ত্রিকা°)

---

* "সমীরিতঃ সমীরেণ সুষুম্নারন্ধ্রনির্গতাঃ।
ব্যক্তিং প্রয়ান্তি বদনে কণ্ঠাদিস্থানঘট্টিতাঃ॥
উচ্চৈরুন্মার্গগো বায়ুরুদাত্তং কুরুতে স্বরম্।
নীচৈর্গতোঽনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং তির্য্যগাগতঃ॥
অর্দ্ধৈকদ্বিত্রিসংখ্যাভির্মাত্রাভির্লিপয়ঃ ক্রমাৎ।
সব্যঞ্জনহ্রস্বদীর্ঘপ্লুতসংজ্ঞা ভবন্তি তাঃ॥" (প্রপঞ্চসার ৩ পটল)

বর্ণদূষক (ত্রি) বর্ণান্ দূষয়তীতি দূষ-ণ্বুল্। বর্ণসমূহের দোষোৎপাদক। জাতিভ্রংশকর।

"যত্র ত্বেতে পরিধ্বংসা জায়ন্তে বর্ণদূষকাঃ।

রাষ্ট্রিকৈঃ সহ তদ্রাষ্ট্রং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥" (মনু ১০।৬১)

বর্ণদেশনা (স্ত্রী) শব্দশিক্ষা।

বর্ণদ্বয়ময় (ত্রি) দুইটী পদাংশসম্বলিত।

বর্ণধর্ম্ম (পুং ক্লী) বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং ধর্ম্মঃ। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বর্ণশব্দে উক্ত চারি বর্ণের যথাকর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্মের বিধিনিষেধাদি এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিষয়ে বর্ণবিশেষের আচারাদি বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্মাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম শব্দে যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল। এতদ্ভিন্ন অনুলোম ও প্রতিলোম প্রভৃতি বিভিন্নজাতির মহাভারতবর্ণিত ধর্ম্মবিধান নিম্নে বিবৃত হইতেছে :—

ভীষ্ম কহিলেন, পূর্ব্বকালে প্রজাপতি যজ্ঞের নিমিত্ত চতুর্ব্বর্ণের কর্ম্ম-সমুদয় এবং কেবল বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের চারি ভার্য্যা, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণকন্যা ও ক্ষত্রিয়কন্যাতে যে পুত্র জন্মে, তিনি ব্রাহ্মণের আত্মা বা ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যায় মাতৃজাতীয় পুত্রগণ ক্রমান্বয়ে পূর্ব্বোক্ত উভয় হইতে হীনরূপে প্রসূত হয়। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে শব অর্থাৎ শবস্থান শ্মশান-তুল্য, শূদ্র অপেক্ষা পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা শূদ্রা-পুত্রকে পারশব কহিয়া থাকেন। সেই পুত্র স্বকীয় কুলের শুশ্রূষক হইবে এবং নিয়ত নিজ চরিত্র পরিত্যাগ করিবে না। সে সমস্ত উপায় অবধারণ করিয়া নিজ কুলের উপকরণ সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিবে; পারশব ব্রাহ্মণাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ব্রাহ্মণের নিকট কনিষ্ঠের ন্যায় ব্যবহার ও শুশ্রূষা করিবে এবং দানপরায়ণ হইবে। ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যাত্রয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্রা ভার্য্যাতে হীনবর্ণ উগ্র-নামক শূদ্র জাতি জন্মে, ইহাই স্মরণ আছে। বৈশ্যের দুই ভার্য্যা, দুই পত্নীতেই উহার বৈশ্য পুত্র জন্মে। শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা, তাহাতে শূদ্রজাতীয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নিজ জনক হইতে অবশিষ্ট অধম পুত্র যদি ব্রাহ্মণ-দারাদি প্রধর্ষণ করে, তবে চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিগর্হিত চণ্ডালাদি বাহ্যবর্ণ উৎপাদন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণীতে চতুর্ব্বেদের বহির্ভূত ভূপতিগণের স্তুতিকারক সূত-জাতীয় সন্তানের জন্ম দান করে। বৈশ্য ব্রাহ্মণীতে অন্তঃপুর-রক্ষণ-কার্য্যকারী সংস্কারানর্হ বৈদেহ-জাতীয় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। শূদ্র ব্রাহ্মণীতে অতি উগ্রস্বভাব বধার্হ চৌরাদির শিরশ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্যের কারণ গ্রাম-বহির্ভাগে বসতিকারী চণ্ডাল-পুত্র উৎপাদন করে; এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জাতি সকল কুলপাংসন। ইহারাই বর্ণসঙ্করজাত। বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে বাক্যজীবী বন্দী মাগধজাতীয় পুত্র জন্মে, আর শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াতে ব্যতিক্রমে মৎস্যঘাতী নিষাদ পুত্র উৎপন্ন হয়, আর বৈশ্যাতে গ্রাম্যধর্ম্মবিশিষ্ট পুত্র জন্মে, তাহাকে আয়োগব বলা যায়; স্বধনজীবী তক্ষা ব্রাহ্মণগণের অপ্রতিগ্রাহ্য। অম্বষ্ঠ, পারশব, উগ্র, সূত, বৈদেহক, চণ্ডাল, মাগধ, নিষাদ ও আয়োগব, ইহারা সযোনি ও অনন্তর যোনিতে অর্থাৎ ব্যবহিত নীচ যোনিতে সদৃশবর্ণ ও মাতৃজাতীয় পুত্র প্রসব করে। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি ভার্য্যাদ্বয়ে স্বজাতীয় সন্তান সম্ভূত হয়, স্বজাতির আনন্তর্য্য বশতঃ প্রধানানুসারে বাহ্যবর্ণ সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারাও সযোনিতে সদৃশ বর্ণ উৎপাদন করে, আর পরস্পরের পত্নীতে বিগর্হিত পুত্রসমুদয়ের জন্ম দান করিয়া থাকে। শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রূপ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বর্ণ প্রসূত হইয়া থাকে। অগম্যাগমন নিবন্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত বর্ণ সকলের মধ্যে সৈরন্ধ্রী ও মাগধজাতিতে ভূপালগণের প্রসাধন-কার্য্যজ্ঞ এবং তাঁহাদিগের দিব্য অঙ্গরাগঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা সন্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। মাগধ-বিশেষ কর্ত্তৃক সৈরন্ধ্র-যোনিতে বাগুরাবন্ধজীবী আয়োগব জাতির উৎপত্তি হয়। মাগধীতে বৈদেহ-কর্ত্তৃক মদ্যকর মৈরেয়ক নামক পুত্র উৎপাদিত হইয়া থাকে। নিষাদজাতি মদ্গুর অর্থাৎ মদ্গু নামক মৎস্যোপজীবী ও নৌকোপজীবী দাস-সন্তান প্রসব করে, আর চণ্ডাল শ্বপাক নামে বিখ্যাত মৃতপ অর্থাৎ শ্মশানাধিকারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে। মাগধী বাগুরোপজীবী ক্রূর পুত্রচতুষ্টয় প্রসব করে, তাহাদিগের কার্য্য মাংসবিক্রয় ও মাংস-সংস্কার। এই কার্য্য হইতেই উহাদের দুই জনের মাংস ও স্বাদুকর নাম হইয়াছে; অপর দুই জন ক্ষৌদ্র ও সৌগন্ধ নামে কথিত আছে। এইরূপ মাগধজাতির বৃত্তিচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আয়োগবীতে পাপিষ্ঠ, বৈদেহ হইতে মাংসোপ-জীবী ক্রূর, নিষাদ হইতে খরযানগামী মদ্রনাভ এবং চণ্ডাল হইতে খরাশ্বগজ-ভোজী পুল্কশজাতি জন্মে, ইহারা মৃতের বস্ত্র ঢাকে এবং ভিন্ন ভাজনে ভোজন করিয়া থাকে; আয়োগবীতে এই তিন হীনবর্ণ জন্ম গ্রহণ করে। নিষাদীতে বৈদেহ হইতে ক্ষুদ্র, অন্ধ্র ও আরণ্যপশু-হিংসোপজীবী কোমার-নামক চর্ম্মকার এই পুত্রত্রয় প্রসূত হয়, ইহারা গ্রামের বহির্ভাগে বসতি করিয়া

থাকে। নিষাদীতে চর্ম্মকার হইতে কারাবর ও চাণ্ডাল হইতে বেণুব্যবহারোপজীবী পাণ্ডুসৌপাক জাতি জন্মে। বৈদেহীতে নিষাদ-কর্তৃক আহিণ্ডক নামক পুত্র প্রসূত হয়। চণ্ডাল হইতে সৌপাকে চাণ্ডালসম-ব্যবহার-বিশিষ্ট পুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষাদী চণ্ডাল হইতে বাহ্যবর্ণের বহিষ্কৃত শ্মশান-বাসী অন্ত্যাবশায়ী সন্তান প্রসব করে। পিতৃ-মাতৃ-ব্যতিক্রম-বশতঃ এই সমুদয় সঙ্করজাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা প্রচ্ছন্নভাবেই থাকুক অথবা প্রকাশ্যভাবেই থাকুক, ইহাদিগের স্বধর্ম্ম দ্বারাই ইহাদিগকে জানা যায়। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, অপরাপর ধর্ম্মহীন জাতিভেদের মধ্যে কাহারও ধর্ম্মের নিয়ম অথবা ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় হইতে অনুলোম-জাত ছয় এবং বিলোমজাত ছয়, এই দ্বাদশবিধ সঙ্কীর্ণ বর্ণ হইতে ষট্‌ষষ্টি অনুলোমজাত এবং ষট্‌ষষ্টি প্রতিলোমজাত; এতদ্দ্বারা ১৩২ প্রকার বর্ণসঙ্কর জাতি হয়, অপিচ তাহা-দিগের অনুলোম ও প্রতিলোম গণনা দ্বারা অনন্ত ভেদ হইয়া উঠে, অতএব এই সমুদয়েরই প্রাগুক্ত পঞ্চদশ ভেদের মধ্যে অন্তর্ভাব হইয়া থাকে, এজন্য সকলের পরিসংখ্যা প্রদর্শিত হয় নাই। যদৃচ্ছাক্রমে অর্থাৎ জাতিগত নিয়ম না থাকায় মিথুনী-ভাবপ্রাপ্ত, যজ্ঞ ও সাধুগণ হইতে বহিষ্কৃত বাহ্য বর্ণসঙ্কর-জাতি সকল যদৃচ্ছাক্রমে কর্ম্মানুসারে জীবিকা ও জাতিবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহারা চতুষ্পথ, শ্মশান, শৈল ও অন্যান্য বনস্পতির নিকট সকলের বিজ্ঞাত হইয়া বাস ও নিয়ত কৃষ্ণবর্ণ লৌহময় অলঙ্কার পরিধান করিয়া নিজ কর্ম্ম দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবে এবং অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ দ্রব্যসমুদয় প্রস্তুত করিতে থাকিবে। ইহারা গো ব্রাহ্মণ সকলের সাহায্য করিবে, সংশয় নাই। আনৃশংস্য, দয়া, সত্যবাক্য, ক্ষমা এবং স্বশরীর দ্বারা বিপন্নগণের পরিত্রাণকরণ বাহ্যবর্ণসমূহের সিদ্ধির কারণ; হে নরবর! সে বিষয়ে আমার সংশয় নাই। বুদ্ধিমান্ মানব উপদেশানুসারে পরিকীর্ত্তিত হীনজাতি বিবেচনা করিয়া পুত্রোৎ-পাদন করিবে; যেহেতু জল-মধ্যে তরণেচ্ছু মানবকে প্রস্তর যেমন অবসন্ন করে, তদ্রূপ নিতান্ত হীনযোনিজাত-তনয় বংশকে অবসন্ন করিয়া থাকে। ইহলোকে রমণীগণ বিদ্বান্ অথবা অবিদ্বান্ ব্যক্তিকে কাম-ক্রোধের বশীভূত করিয়া নিতান্ত কুপথে লইয়া যায়। নারীগণের স্বভাবই দোষের আকর, অতএব বিপশ্চিৎ ব্যক্তি সকল প্রমদাগণে অতিশয় প্রসক্ত হন না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, পাপযোনিজ হীনবর্ণ ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জানিয়া আর্য্যগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আর্য্যরূপ অথচ উৎপত্তি বশতঃ অনার্য্য ব্যক্তিকে আমরা কি প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হইব?

ভীষ্ম কহিলেন, অনার্য্যগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব ও চেষ্টা-সমন্বিত মানবকে সঙ্করযোনিজ জানিবে, আর সজ্জনাচরিত কর্ম্ম দ্বারা যোনিশুদ্ধতা বিজ্ঞাত হইবে। ইহলোকে অনার্য্যতা, অনাচার, ক্রূরতা ও নিষ্ক্রিয়াত্মতা কলুষযোনিজ পুরুষেই প্রকাশ হইয়া থাকে। সঙ্কীর্ণজাতি পিতার অথবা মাতার চরিত্র কিংবা পিতা মাতা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সে কখনও আপন প্রকৃতি গোপন রাখিতে পারে না। তির্য্যক্‌যোনিজাত ব্যাঘ্র প্রভৃতি যেমন বিচিত্র বর্ণের সহিত মাতা পিতার রূপের সদৃশ হইয়া জন্মে, তদ্রূপ পুরুষ স্বীয় যোনি প্রাপ্ত হয়। বংশস্রোতসংচ্ছন্ন হইলে যাহার যোনিসঙ্কর হয়, সেই মানব যে ব্যক্তির ঔরসে জন্মে, তাহার অল্প অথবা বহুচরিত্র অবশ্যই আশ্রয় করে। আর্য্যরূপে কৃত্রিমপথে বিচরণশীল ব্যক্তি শোভন বর্ণ বা নিকৃষ্ট বর্ণ, ইহার নিশ্চয়-বিষয়ে তাহার স্বভাবই তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। সুবর্ণ যেমন বাহ্যতঃ কঠিন হইয়াও কার্য্যকালে মৃদু হয় এবং দুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ রজত যেমন নিয়ত মৃদু থাকিয়া কার্য্যকালে কঠিন হইয়া উঠে, সুজাত ও দুর্জ্জাত পুরুষগণের জন্ম ও চরিত্র তদ্রূপ। বিবিধকর্ম্মরত বহুবিধ চরিত্র জীবগণের জন্ম ও চরিত্র উপচিত ব্যবহার পরিহার করিয়া অন্যথারূপে অবস্থান করে। সঙ্করজাত বর্ণের শরীর শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দ্বারা নীচমার্গ হইতে আকৃষ্ট হয় না, বীজগুণের প্রবলতা বশতঃ কালভেদে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য হইলেও শরীরারম্ভক স্বত্ত্বের জ্যেষ্ঠত্ব, মধ্যমত্ব ও অবরত্ব অনুসারে যাহা তুল্য হয়, তাহাই প্রমুদিত হইয়া থাকে, অন্য স্বত্ব উৎপন্ন হইবামাত্র, শরৎকালের মেঘের ন্যায়, লীন হইয়া যায়। বর্ণজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদাচার-বিহীন হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে না, আর শূদ্র যদি সদাচারসম্পন্ন ও ধর্ম্মজ্ঞ হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম, সুশীলতা, সচ্চরিত্র ও কুল দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করে, কুল নষ্ট হইলে পুরুষ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পুনরায় অবিলম্বে তাহার উদ্ধার করিয়া থাকে। এই সমস্ত সঙ্কীর্ণ ও ইতর যোনির মধ্যে পুত্রোৎপাদন করিতে নাই, পণ্ডিত ব্যক্তি এরূপ বনিতা পরিত্যাগ করিবেন।* (ভারত অনুশাসন ৪৮ অঃ)

---

* "ভীষ্ম উবাচ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্ম্মাণি চাতুর্বর্ণ্যঞ্চ কেবলম্।
অসৃজৎ স হি যজ্ঞার্থে পূর্ব্বমেব প্রজাপতিঃ॥
ভার্য্যাশ্চতস্রো বিপ্রস্য দ্বয়োরাত্মা প্রজায়তে।
আনুপূর্ব্ব্যাদ্দ্বয়োর্হীনৌ মাতৃজাত্যৌ প্রসূয়তঃ॥
পরং শবাদ্ব্রাহ্মণস্যৈষ পুত্রঃ শূদ্রাপুত্রং পারশবং তমাহুঃ।
শুশ্রূষকঃ স্বস্য কুলস্য স স্যাৎ স্বচারিত্রং নিত্যমথো ন জহ্যাৎ॥
সর্ব্বানুপায়ানথ সম্প্রধার্য্য সমুদ্ধরেৎ স্বস্য কুলস্য তন্তুম্।
জ্যেষ্ঠো যবীয়ানপি যো দ্বিজস্য শুশ্রূষয়া দানপরায়ণঃ স্যাৎ॥

বর্ণন (ক্লী) বর্ণস্তুতৌ বিস্তারে রঞ্জনাদৌ ল্যুট্। ১ স্তবন।
"ইত্থং নিশম্য দমঘোষসুতঃ স্বপীঠা-
দুত্থায় কৃষ্ণগুণবর্ণনজাতমন্যুঃ।" (ভাগ° ১০।৭৪।৩০)
২ বিস্তরণ। ৩ শুক্লাদিবর্ণযোজন।

বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়সম্বন্ধাদ্দ্বয়োরাত্মাস্ত জায়তে।
হীনবর্ণাস্তৃতীয়ায়াং শূদ্রা উগ্রা ইতি স্মৃতিঃ॥
যে চাপি ভার্য্যে বৈশ্যস্য দ্বয়োরাত্মাস্ত জায়তে।
শূদ্রা শূদ্রস্য চাপ্যেকা শূদ্রমেব প্রজায়তে॥
অতোঽপি শিষ্টস্বধমো গুরুদারপ্রধর্ষকঃ।
বাহ্যং বর্ণং জনয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যবিগর্হিতম্॥
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়ো বাহ্যং সূতং স্তোমক্রিয়াপরম্।
বৈশ্যো বৈদেহকং চাপি মৌদ্গল্যামপবর্জ্জিতম্॥
শূদ্রশ্চাণ্ডালমত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ।
এতে মতিমতাং শ্রেষ্ঠ বর্ণসঙ্করজাঃ প্রভো॥
বন্দী তু জায়তে বৈশ্যান্মাগধো বাক্যজীবনঃ।
শূদ্রান্নিষাদো মৎস্যঘ্নঃ ক্ষত্রিয়ায়াং ব্যতিক্রমাৎ॥
শূদ্রাদায়োগবশ্চাপি বৈশ্যায়াং গ্রামধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈরপ্রতিগ্রাহ্যস্তক্ষা স্বধনজীবনঃ॥
এতেঽপি সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে হ্যবরা হীনযোনিষু॥
যথা চতুর্ষু বর্ণেষু দ্বয়োরাত্মাস্য জায়তে।
আনন্তর্য্যাৎ প্রজায়ন্তে তথা বাহ্যাঃ প্রধানতঃ।
তে চাপি সদৃশং বর্ণং জনয়ন্তি স্বযোনিষু।
পরস্পরস্য দারেষু জনয়ন্তি বিগর্হিতান্॥
যথা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্বাহ্যশ্চাতুর্ব্বর্ণাৎ প্রজায়তে॥
প্রতিলোমং তু বর্দ্ধন্তে বাহ্যাদ্বাহ্যতরাং পুনঃ।
হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু॥
অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্॥
অতশ্চায়োগবং সূতে বাগুরাবন্ধজীবনম্।
মৈরেয়কং চ বৈদেহঃ সম্প্রসূতেঽথ মাধুকম্॥
নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।
মৃতপং চাপি চাণ্ডালঃ শ্বপাকমিতি বিশ্রুতম্॥
চতুরো মাগধী সূতে ক্রূরং মায়োপজীবিন।
মাংসং স্বাদুকরং ক্ষৌদ্রং সৌগন্ধমিতি বিশ্রুতম্।
বৈদেহকাচ্চ পাপিষ্ঠং ক্রূরং মায়োপজীবিনম্।
নিষাদান্মদ্রনাভং চ খরযানপ্রযায়িনম্॥
চাণ্ডালাৎ পুক্কসং চাপি খরাশ্বগজভোজিনম্।
মৃতচৈলপ্রতিচ্ছন্নং ভিন্নভাজনভোজিনম্॥

বর্ণনা (স্ত্রী) বর্ণ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ গুণকথন, পর্য্যায়—ইড়া, স্তব, স্তোত্র, স্তুতি, নুতি, শ্লাঘা, প্রশংসা, অর্থবাদ।
"বিদগ্ধা অপি বর্ণ্যন্তে বিটৈর্বর্ণনয়া স্ত্রিয়ঃ।"(কথাসরিৎসা° ৩২।১৩৬)

আয়োগবীষু জায়ন্তে হীনবর্ণাস্ত তে ত্রয়ঃ।
ক্ষুদ্রো বৈদেহকাদন্ধ্রো বহির্গ্রামপ্রতিশ্রয়ঃ॥
কারাবরো নিষাদ্যাং তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।
চণ্ডালাৎ পাণ্ডুসৌপাকস্বকসায়ব্যবহারবান্॥
আহিণ্ডকো নিষাদেন বৈদেহ্যাং সম্প্রসূয়তে।
চাণ্ডালেন তু সৌপাকে চণ্ডালসমবৃত্তিমান্॥
নিষাদী চাপি চাণ্ডালাৎ পুত্রমন্তেবসায়িনম্।
শ্মশানগোচরং সূতে বাহ্যৈরপি বহিষ্কৃতম্॥
ইত্যেতে সঙ্করে জাতাঃ পিতৃমাতৃব্যতিক্রমাৎ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥
চতুর্ণামেব বর্ণানাং ধর্ম্মো নান্যস্য বিদ্যতে।
বর্ণানাং ধর্ম্মহীনেষু সংখ্যা নাস্তীহ কস্যচিৎ॥
যদৃচ্ছয়োপসম্পন্নৈর্যজ্ঞসাধুবহিষ্কৃতৈঃ।
বাহ্যাবাহ্যৈশ্চ জায়ন্তে যথাবৃত্তি যথাশ্রয়ম্॥
চতুষ্পথশ্মশানানি শৈলাংশ্চান্যান্ বনস্পতীন্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারং পরিগৃহ্য চ নিত্যশঃ॥
বসেয়ুরেতে বিজ্ঞাতা বর্ত্তয়ন্তঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
যুঞ্জন্তো বাপ্যলঙ্কারাংস্তথোপকরণানি চ॥
গোব্রাহ্মণার্থে সাহায্যং কুর্ব্বাণা বৈ ন সংশয়ঃ।
আনৃশংস্যমনুক্রোশঃ সত্যবাক্যং তথা ক্ষমা॥
স্বশরীরৈরপি ত্রাণং বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।
ভবন্তি মনুজব্যাঘ্র তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥
যথোপদেশং পরিকীর্ত্তিতাসু নরঃ প্রজায়েত বিচার্য্য বুদ্ধিমান্।
নিহীনযোনির্হি সুতোঽবসাদয়েত্তিতীর্ষমাণং হি যথোপলোঽপ্লবে॥
অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
নয়ন্তি হ্যুৎপথং নার্য্যঃ কামক্রোধবশানুগম্॥
স্বভাবশ্চৈব নারীণাং নরাণামিহ দূষণম্।
অত্যর্থং ন প্রসজ্জন্তে প্রমদাসু বিপশ্চিতঃ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ণাপেতমবিজ্ঞায় নরং কলুষযোনিজম্।
আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কথং বিদ্যামহে বয়ম্॥

ভীষ্ম উবাচ।

যোনিসঙ্কলুষে জাতং নানাভাবসমন্বিতম্।
কর্ম্মভিঃ সজ্জনাচীর্ণৈর্বিজ্ঞেয়া যোনিশুদ্ধতা॥
অনার্য্যত্বমনাচারঃ ক্রূরত্বং নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥
পিত্র্যং বা ভজতে শীলং মাতৃজং বা তথোভয়ম্।
ন কথঞ্চন সঙ্কীর্ণঃ প্রকৃতিং স্বাং নিযচ্ছতি॥
যথৈব সদৃশো রূপে মাতাপিত্রোর্হি জায়তে।
ব্যাঘ্রশ্চিত্রৈস্তথা যোনিং পুরুষ স্বাং নিযচ্ছতি॥

বর্ণনাশ (পুং) বর্ণস্য নাশঃ ৬তৎ। বর্ণের নাশ।

"বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।

ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাদ্বর্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥" (উমাপতিধর)

বর্ণনীয় (ত্রি) বর্ণ কর্ম্মণি অনীয়র্। বর্ণ্য, বর্ণিতব্য, বর্ণনার যোগ্য। ২ স্তবার্হ।

"এতত্তে আদিরাজস্য মনোশ্চরিতমদ্ভুতম্।

বাণতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু ॥" (ভাগবত ৩।২২।৩৭)

বর্ণপত্র (পুং) মসৃণ কাষ্ঠফলকবিশেষ। যাহার উপর বিভিন্ন রঙ্ রাখিয়া চিত্রকর রঙ্ ফলায়।

বর্ণপাত (পুং) বর্ণস্য পাতঃ। উচ্চারণকালে শব্দান্তর্গত বর্ণ-বিশেষের পতন বা উচ্চারণরাহিত্য।

বর্ণপাত্র (ক্লী) বর্ণস্য পাত্রং। চিত্রকারের রঙ্ রাখিবার পাত্র, যে আধারে নীলী প্রভৃতি রঙ্ থাকে।

'মল্লিকা বর্ণপাত্রং স্যাৎ তূলিকা লেখ্যকূর্চ্চিকা।' (শব্দমালা)

বর্ণপুষ্প [ক] (পুং) বর্ণবন্তি পুষ্পাণি যস্য কপ্। রাজতরুণী পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি০)

বর্ণপুষ্পা (স্ত্রী) বর্ণবন্তি পুষ্পাণি যস্যাঃ ঙীষ্। উষ্ট্রকাণ্ডী পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি০)

বর্ণপ্রকর্ষ (পুং) বর্ণের আতিশয্য, ঔজ্জ্বল্যের আধিক্য।

বর্ণপ্রসাদন (ক্লী) বর্ণস্য প্রসাদনং যস্মাৎ। অগুরুচন্দন। (রাজনি০)

বর্ণবিপর্য্যয় (পুং) বর্ণের বিপর্য্যয়। যেমন—হিংস ধাতু হইতে অক্ষরবিপর্য্যয় হইয়া সিংহ হইয়াছে।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং ॥"

(কাতন্ত্রটীকায় দুর্গসিংহ)

কুলে স্রোতসি সংচ্ছন্নে যস্য স্যাদ্‌যোনিসঙ্করঃ।
সংপ্রশ্রয়েত্তোব তচ্ছীলং নরোঽল্পমথবা বহু ॥
আর্য্যরূপসমাচারং চরন্তং কৃতকে পথি।
সুবর্ণমন্যবর্ণং বা স্বশীলং শাস্তি নিশ্চয়ে ॥
নানাবৃত্তেষু ভূতেষু নানাকর্ম্মরতেষু চ।
জন্মবৃত্তসমং লোকে সুশ্লিষ্টং ন বিরজ্যতে ॥
শরীরমিহ সত্ত্বেন ন তস্য পরিকৃষ্যতে।
জ্যেষ্ঠমধ্যাবরং সত্ত্বং তুল্যসত্ত্বং প্রমোদতে ॥
জ্যায়াংসমপি শীলেন বিহীনং নৈব পূজয়েৎ।
অপি শূদ্রং চ ধর্ম্মজ্ঞং সদ্‌বৃত্তমভিপূজয়েৎ ॥
আত্মানমাখ্যাতি হি কর্ম্মভির্নরঃ সুশীলচারিত্রকুলৈঃ শুভাশুভৈঃ।
প্রনষ্টমপ্যাশু কুলং তথা নরঃ পুনঃ প্রকাশং কুরুতে স্বকর্ম্মতঃ ॥
যোনিষেতাসু সর্ব্বাসু সঙ্কীর্ণাস্বিতরাসু চ।
যত্রাত্মানং ন জনয়েদ্‌বুধস্তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥" (অনুশাসন ৮৪ অঃ)

বর্ণভেদ (পুং) বর্ণস্য ভেদঃ। বর্ণের ভেদ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিন্নতা। ২ রঙের ভেদ।

বর্ণভেদিনী (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

বর্ণময় (ত্রি) বর্ণবিশিষ্ট।

বর্ণমাতৃ (স্ত্রী) বর্ণস্য মাতেব ককারাদ্যক্ষরপ্রসূত্বাৎ। ১ লেখনী।

বর্ণমাতৃকা (স্ত্রী) বর্ণানাং বর্ণমালানাং মাতৃকেব। সরস্বতী।

বর্ণমাত্রা (স্ত্রী) বর্ণস্য মাত্রা। ককারাদি বর্ণের হ্রস্বদীর্ঘাদি মাত্রা।

বর্ণমালা (স্ত্রী) বর্ণানাং মালা। ১ জাতিমালা, বর্ণশ্রেণী। ২ অক্ষরশ্রেণী। সংস্কৃতে বর্ণমালা ৫০টী, জপবিষয়ে বর্ণমালা ৫১টী। তন্ত্রে ৫১টী বর্ণমালার নির্দেশ ও তাহার জপের বিধান আছে। ইংরাজী বর্ণমালা ২৬টী, ফরাসী ২৩টী, আরবীয় ২৮টী, পারসীয় ৩১টী, তুরকী ৩৩টী, হিব্রু ২২, রুষীয় ৪১, গ্রীক্ ২৪, লাটিন্ ২১, ডচ্ ২৬, স্পানীস্ ২৭, ইতালীয় ২০, তাতার ২০২, ব্রহ্ম ১৯, চীনদেশে বর্ণমালা শব্দাত্মক, এই শব্দের সংখ্যা প্রায় ৮০০০০ হাজার। [বর্ণলিপি দেখ।]

বর্ণয়িতব্য (ত্রি) বর্ণনীয়, বর্ণনাযোগ্য।

বর্ণরাশি (পুং) বর্ণসমূহ, বর্ণমালা।

বর্ণরেখা (স্ত্রী) বর্ণা লিখ্যন্তেঽনয়েতি লিখ-করণে ঘঞ্ বলয়োরৈক্যং। কঠিনী, খড়ি। (ত্রিকা০)

বর্ণলিপি, বর্ণ বা অক্ষরপ্রকাশক লেখনপ্রণালী (Alphabetic writing।)

সভ্যজাতি স্ব স্ব ভাষায় মনোভাব ও স্বরপ্রকাশ করিবার জন্য যে সকল চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাকেই আমরা সাধারণতঃ বর্ণ বা অক্ষর বলিয়া থাকি। জগতে সভ্যজাতির সংখ্যাও যত বেশী, ভাষাভেদে তাঁহাদের মধ্যে অক্ষরের প্রকারভেদও তত বেশী। সভ্যতার পুষ্টির সহিত বর্ণমালার সৃষ্টি।

ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর বা বর্ণমালার উৎপত্তি হইলেও সর্ব্বপ্রথম কোথায় ও কি রূপে বর্ণমালার উৎপত্তি হইল, তাহাই আমাদের প্রথম আলোচ্য।

বর্ত্তমান সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, ঋগ্বৈদিক সভ্যতাই জগতের সর্ব্বাদিম সভ্যতা। ভারতীয় আর্য্যগণ সেই বৈদিক সভ্যগণের বংশধর। দেখা যাউক, বৈদিককালে বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছিল কি না এবং ভারতীয় বর্ণলিপির কোন্ সময়ে উৎপত্তি হইল।

পাশ্চাত্য মত।

মোক্ষমূলরপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কথা এই, খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতে লিপি বা লেখনপদ্ধতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, অথচ তাহার সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও সূত্রভাগ প্রচলিত হইয়াছিল। একমাত্র ঋগ্বেদের ১০টী মণ্ডলের

মধ্যে ১০৫৮০টী ঋক্ এবং প্রায় ১৫৩৮২৬টী শব্দ পাওয়া যায়। যখন লিপি অজ্ঞাত ছিল, তখন এতগুলি ঋক্ বিশুদ্ধ ও সংপূর্ণ ছন্দোবন্ধে কিরূপে রচিত ও এত দীর্ঘকাল রক্ষিত হইল? তাহা কেবল স্মৃতি দ্বারা মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। মোক্ষমূলর বলেন, একথা শুনিতে বিস্ময়জনক বটে, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ভারতীয় ছাত্রগণের কিরূপ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও পাঠ্যাবস্থায় কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি ছিল, তাহা আলোচনা করিলে আর সন্দেহ থাকিবে না। তিনি নিজ উক্তির সমর্থনের জন্য খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের শেষে লিখিত চীন-পরিব্রাজক ইৎসিং বর্ণিত শিশুশিক্ষার পদ্ধতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইৎসিং ভারতীয় বালকদিগের এইরূপ শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন—'প্রথমে শিশু ৪৯টী অক্ষর শিখে, তৎপরে ৬ষ্ঠ বর্ষে ছয়মাসের মধ্যে ১০০০০ যুক্তাক্ষর বা আর্কফলা অভ্যাস করে। ইহাতে তাহাদের দ্বাত্রিংশৎ অক্ষরাত্মক (বা অনুষ্টপ্ ছন্দের) ৩০০ শ্লোক অভ্যাস করা হয়। পরে আট বৎসরে তাহারা পাণিনিব্যাকরণ শিক্ষা করে; ইহাতে ১০০০ সূত্র আছে, শিখিতে ৮ মাস সময় লাগে। তৎপরে ধাতুপাঠ ও ৩টী খিল শিখিতে আরম্ভ করে। দশ বর্ষ বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে খিল পাঠ শেষ হয়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাণিনির সূত্রভাষ্য শিখিতে আরম্ভ করে, ৫ বর্ষ মধ্যে পাঠ সমাধা হয়। সূত্রভাষ্য পাঠকালে একদণ্ড আলস্য করিলে চলিবে না। দিবারাত্র মুখস্থ করিতে হইবে। এই সূত্রভাষ্য সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে অপর শাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার জন্মে না।' এই প্রকার শিক্ষারীতির উল্লেখ করিয়া ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, 'ঐরূপ ব্যক্তি একবার মাত্র পাঠ করিয়া দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিতে পারে।' তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন, 'তাঁহারা তাঁহাদের চারিবেদকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, ঐ চারি বেদে প্রায় লক্ষ শ্লোক আছে। বেদচতুষ্টয় কাগজে লিখিত হয় না, মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক বংশেই এমন কতকগুলি ব্রাহ্মণ আছেন যে, সেই লক্ষ বেদমন্ত্র আবৃত্তি করিতে পারেন। আমি স্বচক্ষে এরূপ লোক দেখিয়াছি।' ইৎসিংএর বিবরণী প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলিতে চান যে, সেই প্রাচীন বৈদিকযুগে শিক্ষারীতি অতি সুপ্রণালীবদ্ধ থাকিলেও তৎকালে পুস্তক, গ্রন্থ, চর্ম্ম, পত্র, কলম, লিপি বা মসির কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতবাসী এই সকলের নাম পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের বিশাল সাহিত্য ছিল বটে, সে সমুদায়ই অতিযত্ন সহকারে মুখে মুখে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।*

তবে কোন্ সময়ে ভারতে বর্ণলিপির উৎপত্তি হইল? ইহার উত্তরে মোক্ষমূলর বলেন যে, এ পর্য্যন্ত ভারতে যত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অশোকলিপি সর্ব্বপ্রাচীন। দুই প্রকার অশোকলিপি পাওয়া গিয়াছে—এক প্রকার লিপি দক্ষিণ হইতে বামদিকে লিখিত, এই লিপি স্পষ্টতঃ অরমীয় (Aramæan) বা সেমিটিক্ বর্ণলিপি হইতে উৎপন্ন। অপর প্রকার লিপি বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে লেখা। এই লিপি ভারতীয় ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যথানিয়মে সেমিটিক্ বর্ণলিপি হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় নানা প্রাদেশিক লিপির এবং বৌদ্ধাচার্য্যগণের হস্তে ভারতের বাহিরে বহু দূরদেশে যে সকল লিপি ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে সমুদায়ের মূলই উক্ত দ্বিতীয় প্রকার বর্ণলিপি। তবে এটাও অসম্ভব নহে যে, অতি প্রাচীন কালে সেমিটিক লিপি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তামিল বর্ণলিপি গৃহীত হইয়াছিল।† এইরূপে অধ্যাপক মোক্ষমূলর যে যুক্তি দ্বারা ও অক্ষর-বিন্যাস দেখিয়া ভারতীয় বর্ণলিপিকে বিদেশীয় লিপিজাত বলিতে চান, তাহা নূতন কথা নহে। তাঁহার বহু পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সর্ উইলিয়ম্ জোন্স ভারতীয় লিপির সেমিটিক উদ্ভবের আভাস দিয়া যান।

তৎপরে কপ্, লেপ্সিয়াস, বেবের, বেন্‌ফী, হুইট্নি, পট, বেস্টারগার্ড, নর্স্, লেনরমণ্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও অশোকলিপির আকারের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় লিপির সেমিটিক-মূলতা ঘোষণা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক বেবের সাহেবের বিশেষ মত এই যে, পুরাতন ফিনিক বর্ণলিপি হইতে এবং ডিকের মতে প্রাচীন দক্ষিণ সেমিটিক দিয়া আসীরীয় কীললিপি হইতে বাহির হইয়াছে। টেলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ভারতীয় লিপি দক্ষিণ আরবের কোন প্রকার সেবীয় (Sabian) লিপি হইতে উদ্ভূত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রাচীন কোন সেবীয় লিপি আবিষ্কৃত না হওয়ায় অবশেষে তিনি এরূপও প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় লিপির আদি নিদর্শন হয় ত ওমান্, হাড্রাম্, অরমা, নেবা অথবা অন্য কোন অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এদিকে অধ্যাপক ডৌসন, টমাস, কানিংহাম্ প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ভারত স্বীয় বর্ণমালার জন্য কোন দেশের নিকট ঋণী নহেন। ডৌসন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—ভারতবাসী আপনারাই যে অক্ষরের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। ভাষাতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিষয়ে হিন্দুগণ সভ্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহারা

* Max Müller, India, what can it teach us, p. 207-216.

† Max Müller's India, what can it teach us, p. 206.

শব্দশাস্ত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর-তানের যেরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্য জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে অক্ষরের উদ্ভাবন একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। এ ছাড়া তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের চিহ্নগঠনে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও অনন্যসাধারণ। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম্ বলেন যে, ভারতবাসীর অক্ষর মিশর দেশের চিত্রলিপির ন্যায় একই উপায়ে স্বাধীনভাবে গঠিত হইয়াছে। যেমন খননযন্ত্র হইতে অশোকলিপির খ, যব হইতে অন্তঃস্থ য, দন্ত হইতে দ, পাণিতল হইতে প, বীণা হইতে ব, লাঙ্গল হইতে ল, হস্ত হইতে হ, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে শ। ইত্যাদি।

ইহার পর কেনেডি সাহেব প্রকাশ করেন যে, ৭০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বাবিলনের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্য চলিয়াছিল। ফিনিক জাতিই সর্ব্বপ্রথম ভারতের সহিত বাণিজ্যকার্য্যে লিপ্ত হন। সেই সময়েই ভারতীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

উভয় পক্ষের মতামত আলোচনা করিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-শাস্ত্রবিৎ ডাক্তার বুহ্‌লর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রকাশ করেন—কানিংহাম যে ভারতীয় চিত্রলিপির উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অসমীচীন। দাক্ষিণাত্যে ভট্টিপ্রোলু হইতে যে লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে কখনই চিত্রলিপির সহিত সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে না। বুহ্‌লর নিজমত সমর্থন করিবার জন্য প্রকাশ করেন,—

খৃষ্টপূর্ব্ব ৮৯০ অব্দে উৎকীর্ণ মেসার পাহাড়ে যে প্রাচীনতম সেমিটিক অক্ষরের ধ্বন্যাত্মক (Phonetic) লিপি দৃষ্ট হয়, তাহার সহিত ব্রাহ্মীলিপির বহু অক্ষরের অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তন্মধ্যে হ এবং ত এই দুইটী আবার দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ার খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগের হে এবং তউ এই দুই ফিনিক অক্ষর হইতে বাহির হইয়াছে। এইরূপে শ এবং ষ এই অক্ষরও খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অরমীয় অক্ষর হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্যিক ও লিপিশাস্ত্রীয় প্রমাণে ৬০০ ও ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে যে সকল অরমীয় লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি হইতে পারে না, এরূপ অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতক্ষেত্রে প্রাচীন অরমীয় লিপির অনুরূপে আধুনিক স, ষ, শ, অক্ষর গঠিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। ৮৯০ ও ৭৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যেই ভারতে সেমিটিক বর্ণমালা প্রবেশ লাভ করিয়া থাকিবে। বৌদ্ধদিগের বাবেরুজাতক পাঠে জানা যায় যে, বাবেরু (Babylon) হইতে ভারতে বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দ পর্য্যন্ত পশ্চিমভারতে ভরুকচ্ছ (ভরোচ) ও সূর্পারক (সুপারা) নামক স্থান সমুদ্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। বৌধায়ন ও গৌতমধর্ম্মসূত্রেও যাত্রীর উপর শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। ঋগ্বেদেও সমুদ্র-যাত্রার উল্লেখ আছে। সিরীয় বণিক্‌গণ বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। এইরূপে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রায় ২৭০০ বর্ষ হইতে চলিল ফিনিকীয় (Phoenician) বণিক্‌দিগের যত্নেই ভারতে সেমিটিক লিপি আসিয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহাই যুক্ত-স্বরবর্ণ সহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়া খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভারতীয় লিপিতে পরিণত হইয়াছে।

ডাক্তার বুহ্‌লর যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, যে যে প্রমাণ ও যুক্তিবলে প্রসিদ্ধ জর্ম্মণপণ্ডিত ফিনিকলিপি হইতে ভারতীয় বর্ণমালার সৃষ্টি স্বীকার করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ ফিনিক বর্ণমালা এত অসম্পূর্ণ ও এত অল্প সংখ্যক যে, তদ্দ্বারা ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহের উচ্চারণপ্রক্রিয়া বা লিখনপ্রণালী কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। তিনি যে যে লিপির সহিত ব্রাহ্মী লিপির তুলনা দেখাইয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় ঠিক নহে। উভয় প্রকার লিপি পাশা পাশি রাখিলে আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ৪৮টী বর্ণমালার মধ্যে দুই একটীর সামঞ্জস্য দেখিয়া সকলগুলিকে ফিনিক-বর্ণমালার সন্ততি বলিয়া কোনক্রমে গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে আমাদের যুক্তি ও প্রমাণ পরে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

বৈদিক বর্ণমালার উৎপত্তিকাল।

অতীত ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে যে বহু সহস্র বর্ষ, এমন কি হিমপ্রলয়ের পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যসভ্যতার সুবীজ অঙ্কুরিত হয়। যখন হিমালয় ভূগর্ভ হইতে মস্তকোত্তোলন করে নাই, যখন সমুচ্চ আল্‌পশৈল একটী নাত্যুচ্চ পর্ব্বতরূপে উঠিতেছিল, যখন বর্ত্তমান এসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমষ্টির আধার ছিল, ভূতত্ত্ববিদ্যা আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে, সেই সুদূর অতীত যুগে পশ্চিমে উত্তর স্কন্দনাভ হইতে পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকা পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির 'প্রত্নোকস্' বা আদি জন্মভূমি সুবিস্তৃত ছিল। আজ যে স্থান চির তুষারময় বলিয়া সুধী মানবের কষ্টদায়ক ও অসহ্য এবং উপাদেয় ফলমূলবৃক্ষাদি উৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেছে, সেই উত্তর-মহাদেশই এক সময় আর্য্যদেবগণের নন্দনকানন বলিয়া গণ্য ছিল। যতদিন হিমপ্রলয় ঘটে নাই, যতদিন তুষারসম্পাতে আর্য্য-

ভূমি সুমেরুর (Arctic regions) প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই,—সেই অতীত যুগে এসিয়া ও য়ুরোপের উত্তর মেরু শীতল গ্রীষ্ম এবং উষ্ণ শীত ঋতুমণ্ডিত অর্থাৎ চিরবসন্ত বিরাজিত সকল উপাদেয় ফল মূলের উদ্যান স্বরূপ ছিল, সেও ২১০০০ বর্ষেরও পূর্ব্বকার কথা।' তখন হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের মধ্যে সভ্যতার স্রোত বহিতেছিল, তখন হইতে তাঁহারা নানা যাগযজ্ঞ ও জ্যোতিষিক তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

নানা সত্রের সম্পাদনকল্পে ঋষিগণের হৃদয়ে জ্যোতিষিক কঠিন সমস্যা উদিত হইয়াছিল। [বেদ দেখ] অঙ্কবিদ্যা ব্যতীত সেই সকল সমস্যাপূরণ সম্ভবপর নহে! অঙ্কপাত ব্যতীত কঠিন গণনা সাধিত কিরূপে হইত? কোন প্রকার চিহ্ন বা বর্ণবিন্যাস ব্যতীত কিরূপে অঙ্কপাত করা যাইবে? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতিপ্রাচীন যুগ হইতেই বর্ণ বা অক্ষর-বিশেষের উৎপত্তি। কিন্তু কিরূপ লিপির সাহায্যে সেই সকল বর্ণ বা অঙ্কপাত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে যে সেই আদি বৈদিকযুগেই নানাবর্ণমালার বা অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বৈদিকমন্ত্র আলোচনা করিলেই জানা যায়। নানা বর্ণ বা অক্ষর সমাধান ব্যতীত সকল বৈদিক শব্দ সমুচ্চারিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে যখন বৈদিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তখন মোটামুটী স্বীকার করা যায় যে, বৈদিক বর্ণমালার বিকাশও সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। প্রাতিশাখ্য বা প্রতিশাখার বৈদিক পঠনপাঠনবিধি অনুসারে প্রতি মন্ত্রই 'স্বরতঃ' ও 'বর্ণতঃ' পাঠ করিবার নিয়ম আছে। সুতরাং আদি বৈদিক মন্ত্রসমূহ কেবল যে স্বরানুস্রিত হইত তাহা নহে, বর্ণবিশিষ্ট ছিল, তাহাও সকলে জানিতেন। অবশ্য এমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই যে, আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে সুমেরু-নিবাসী বৈদিক দেবর্ষিগণ যে সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা অবিকৃত আকারেই আর্য্যাবর্ত্তে পৌছিয়াছিল এবং এখন যে সকল বৈদিক মন্ত্র পাওয়া যাইতেছে, তাহার সমস্তই হিমপ্রলয়ের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এটা অসম্ভব নহে, হিমপ্রলয়ের সময়ে বিষম তুষারসমুদ্রের তরঙ্গাঘাত হইতে যে কয়জন আর্য্যসন্তান রক্ষা পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের শ্রুতিবিভ্রম ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ মেরু (Pamir) ও সমুচ্চ হিমালয় প্রদেশে অবস্থানকালে তাঁহাদের মুখেই যে আদি বৈদিক মন্ত্র শুনিয়াছিলেন, তাহাই 'শ্রুতি' বলিয়া গণ্য হইয়াছে। দেশ, কাল, পাত্র ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে পরবর্ত্তিকালে সেই শ্রুতির উচ্চারণের যে কিছু কিছু পার্থক্য না ঘটিয়াছিল, তাহা নহে এবং স্থানবিশেষে আর্য্যসন্তান যে কেহ সেই আর্য মন্ত্রগুলিও স্ব স্ব ব্যবহারোপযোগী করিয়া না লইয়াছিলেন, এমন নহে।

বেদের মন্ত্রপরিচায়ক ব্রাহ্মণগ্রন্থে লিখিত আছে—

"পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রাজানাৎ। বাগ্ বৈ পথ্যা স্বস্তিঃ। তস্মাদুদীচ্যাং দিশি প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উ এব যন্তি বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষা হি বাচো দিক্ প্রজ্ঞাতা।"*

(শাঙ্খায়নব্রাহ্মণ ৭।৬)

অর্থাৎ পথ্যাস্বস্তি উত্তর দিক্ জানেন। পথ্যাস্বস্তিই বাক্। উত্তরদিকেই বাক্য প্রজ্ঞাত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। লোকেও উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে যায়। যে লোক সেই দিক্ হইতে আসিয়া থাকেন, সকলে 'তিনি বলিতেছেন' এই বলিয়া তাঁহার (বেদবাণী) শুনিতে ইচ্ছা করেন। কারণ এই স্থান বাক্যের দিক্ বলিয়া খ্যাত।

ঐ উত্তরদিক্ কোথায়? সেই স্থান কশ্মীরের উত্তরে* মেরুর নিকট, যে স্থান হইতে সরস্বতী নদী বাহির হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের ন্যায় পারসিকদিগের বেদ বা আদিধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তাতেও 'হরকুইতি' বা সরস্বতী বাগুৎপত্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আবস্তিক মতাবলম্বিগণ সারস্বত প্রদেশ ছাড়িয়া অনার্য্যসমাকুল সুদূর উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়ায় স্থানীয় প্রভাব ও বহু পুরুষ ধরিয়া ধর্ম্মবিপ্লবহেতু আদি আবস্তিক বা বৈদিক বাক্ বা শ্রুতি কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাই অবস্তায় এবং বেদে ভাষায় ও উচ্চারণে এত পার্থক্য ঘটিয়াছে। কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তবাসী বৈদিক আর্য্যসন্তানগণ সারস্বতসংস্রব পরিত্যাগ না করায় এবং উত্তরদিকের সেই প্রাচীন বাক্‌ধারা শ্রুতিতে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসায় ভারতীয় বেদ আজও প্রাচীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। তাই আমাদের বেদ আজও "শ্রুতি" নাম বহন করিতেছে।

ভারতীয় বর্ণমালা ও লিপির উৎপত্তি।

ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত জ্যোতিষিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথব্রাহ্মণে এখন হইতে

(১) B. G. Tilak's Arctic Home in the Vedas, p. 26.

* শাঙ্খায়ন-ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন,—

'প্রজ্ঞাততরা বাগুদ্যতে কাশ্মীরে সরস্বতী কীর্ত্যতে।'

এইরূপে তিনি কশ্মীরই সরস্বতীর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণমতে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান বিন্দুসর (১২০।৬৪), বর্ত্তমান নাম সরীকুল হ্রদ। এক সময়ে এই সরীকুল পর্য্যন্ত কশ্মীর দেশ বিস্তৃত ছিল। ইহা আর্য্যজাতির বাক্ বা বৈদিকী ভাষা শিক্ষার স্থান বলিয়া সরস্বতীর অপর নাম বাক্ বা ভাষা হইয়াছে।

প্রায় ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বকার জ্যোতিষিক বিবরণ রহিয়াছে, সুতরাং শতপথব্রাহ্মণের কতকাংশ যে ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শতপথব্রাহ্মণেরও বহুপূর্ব্বে যজুঃসংহিতা এবং তাহার বহুপূর্ব্বে ঋকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক তৈত্তিরীয়সংহিতা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, বাসন্ত বিষুবদিন মৃগশিরা-সংক্রমিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতীয় আর্য্যজাতি জ্যোতিষিক আলোচনা করিতেন এবং ঋকসংহিতার প্রাচীনতর জ্যোতিষাংশ গণনা করিয়া দেখিলে স্থির হইবে যে, ৬০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিন্দুগণ জ্যোতিষিক অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কেবল মহামতি তিলক বলিয়া নহে। প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-জ্যোতিষী ও পুরাতত্ত্ববিদ্ জাকোবি (Jacobi) বেদের জ্যোতিষাংশ আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুগণ ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বা এখন হইতে প্রায় ৫০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ধ্রুব-নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। [জ্যোতিষ শব্দে ২৭২-২৭৪ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উদ্ধৃত প্রমাণবলে বলিতে পারা যায়, বেদসংহিতা ও তদন্তর্গত জ্যোতিষসিদ্ধান্ত সংরক্ষণ করিবার জন্য অন্ততঃ ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বৈদিক বর্ণমালা ও কোন প্রকার লিপি-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এখানে এই আপত্তি করিতে পারেন, বেদের কোন অংশ যদি লিপিবদ্ধই হইয়া থাকিবে, তবে বেদের অপর নাম শ্রুতি হইল কেন? এবং বেদসংহিতায় বা প্রাচীন কোন বৈদিক গ্রন্থে লিপি বা লিপিবাচক কোন প্রকার শব্দের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বা কেন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হিমপ্রলয় উপস্থিত হইলে আদি বাস ছাড়িয়া আর্য্যসন্তানগণ পূর্ব্ব শ্রুতি লইয়া দক্ষিণমুখে সরপস্ (পৌরাণিক বিন্দুসর ও বর্ত্তমান সরীকুল) হ্রদের নিকট আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই পরবর্ত্তী বৈদিক ও আবস্তিক আর্য্যজাতির নিকট, পরে "প্রত্নৌকস্" বা প্রাচীনবাসভূমি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। বেদের অনেক মন্ত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই স্থান হইতেই বৈদিক আর্য্যগণ সিন্ধু, শতদ্রু, আপয়া, গঙ্গা ও সরস্বতী-প্রবাহিত পঞ্চনদ ও সারস্বত ভূভাগে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাহা ঋকসংহিতা হইতেই পাওয়া যায়। [আর্য্যশব্দ দেখ।] আর্য্যসন্তানগণ যে "শ্রুতি" লইয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই ঋকসংহিতায় (১০।৭১।৪) আমরা এইরূপ মন্ত্র পাইতেছি—

"উতত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥"

উক্ত ঋকটীর ভাবার্থ এই—কোন কোন লোক বাক্যকে দেখে অথচ দেখে না। আবার অপর লোকে বাক্যকে শুনে, অথচ শুনে না। অপর লোক শুনাইলেও বাক্য তাহার নিকট অশ্রুতের মত থাকে, অর্থাৎ শুনাইলেও সে বুঝিতে পারে না। কাময়মানা রমণী শোভনবস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিতা হইয়া নিজ পতিকে যেরূপ দেহ সমর্পণ করে, বাক্য সকলও সেইরূপ (পূর্ব্বোক্ত) দ্বিবিধ লোক ব্যতীত অন্য এক প্রকার লোককেই নিজ মূর্ত্তি বা অঙ্গ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

উদ্ধৃত প্রমাণে মন্ত্রের দর্শন, শ্রবণ ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ হইতে আমরা কি মনে করিতে পারি না যে অজ্ঞ, বিজ্ঞ ও মন্ত্রসিদ্ধ এই তিন প্রকার পাঠকই ছিল এবং এই সঙ্গে দর্শনের বিষয়ীভূত বর্ণলিপি, শ্রবণের বিষয়ীভূত শ্রুতি ও মন্ত্রমূর্ত্তি বা মূর্ত্তিবিশিষ্ট লিপি এই তিনেরই আভাস পাওয়া যাইতেছে। কোন অক্ষর বা চিহ্ন না থাকিলে বাক্যকে দর্শন করা যায় কিরূপে? সংহিতার অর্থ ব্রাহ্মণে অনেকটা বিশদীকৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৩।৪) আছে—

"তে বা ইমে ইতরে ছন্দসী গায়ত্রী মভ্যবদেতাং বিত্তং নাবক্ষরাণ্যনু পর্য্যাগুরিতি নেত্যব্রবীদ্ গায়ত্রী যথাবিত্ত মেব ন ইতি তে দেবেষু প্রশ্ন মৈতাং তে দেবা অব্রুবন্ যথাবিত্ত মেব ব ইতি তস্মাদ্ধাপ্যেতর্হি বিত্ত্যাং ব্যাহুর্যথাবিত্ত মেব ন ইতি ততো অষ্টাক্ষরা গায়ত্র্যভবত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুবেকাক্ষরা জগতী সাষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন মুদযচ্ছন্ ন শশাক ত্রিষ্টুপ্‌ ত্র্যক্ষরা মাধ্যন্দিনং সবনমুদযন্তুং তাং গায়ত্র্যব্রবীদায়ান্যপি মেঽত্রাস্ত্বিতি সা তথেত্যব্রবীৎ ত্রিষ্টুপ্‌ তাং বৈ মৈতৈরষ্টাভিরক্ষরৈরুপসন্ধেহীতি তথেতি তা মুপ সমদধাদেতদ্বৈ তদ্গায়ত্র্যৈ মধ্যন্দিনে যন্মরুত্বতীয়-স্তোত্রে প্রতিপদো যশ্চানুচরঃ সৈকাদশাক্ষরা ভূত্বা মাধ্যন্দিনং সবন মুদযচ্ছন্" ইত্যাদি।

অর্থাৎ সেই অপর দুইটী ছন্দ (ত্রিষ্টুপ্‌ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমরা যে যাহা পাইয়াছ, তাহা আমাদের; সেই অক্ষর কয়টী আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন—না, আমরা যে যাহা পাইয়াছি, তাহাই তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগণের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন—তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। তখন গায়ত্রী আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল। সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুপ্‌ মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন—আমি আসিতেছি, এখানে আমারও স্থান হউক। ত্রিষ্টুপ্‌ বলিলেন—তাহাই হইবে, তবে তুমি সেই আমাকে আট অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক বলিয়া তাঁহাকে

আট অক্ষর যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে মরুত্বতীয় শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। ত্রিষ্টুপ্‌ও একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্য স্থলেও (১।১।৫) দেখা যায়—

"অনুষ্টুভৌ স্বর্গকামঃ কুর্ব্বীত দ্বয়োর্বা অনুষ্টুভোশ্চতুঃষষ্টিরক্ষরাণি।"

যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি দুইটী অনুষ্টুভ্‌ ব্যবহার করিবেন। 'দুই অনুষ্টুভে ৬৪ অক্ষর আছে।

ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের মতেও অনুষ্টুভে ৬৪ অক্ষর আছে,—

"দ্বাত্রিংশদক্ষরানুষ্টুপ্‌ চত্বারোঽষ্টাক্ষরাঃ সমাঃ।" (ঋক্‌প্রা° ১৬।২৭)

অর্থাৎ প্রতিপাদে ৮টী অক্ষর করিয়া চারি পাদে ৩২টী অক্ষরে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্যস্থানেও "তেভ্যোঽভিতপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বর্ণা অজায়ন্ত অকারঃ উ-কারঃ মকারঃ ইতি তানেকধা সমভবৎ তদেতৎ ওমিতি।" অর্থাৎ তাহার ভিতর তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে—অকার, উকার ও মকার; এই তিনটী একত্র হইয়া তবে 'ওম্‌' হইয়া থাকে।

এইরূপ উক্তি দ্বারা অক্ষর শব্দের স্পষ্টই বর্ণবাচকতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১।৪।৪)

"স্তোরিতোতৈরেবৈনং তৎ কামৈঃ সমর্দ্ধয়তীতি নু পূর্ব্বং পটলং"

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রেও উদ্ধৃত প্রমাণটী পাওয়া যায়। (আশ্বলায়ন শ্রৌত° ৪।৬।৩)

এখানে 'পূর্ব্ব পটল' গ্রন্থাংশবাচী, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই অতীব প্রাচীন কালেও গ্রন্থবিভাগ ছিল এবং বৃক্ষত্বক্‌ প্রভৃতি কোন কিছুতে গ্রন্থ লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে ঐরূপ স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলেও কেবল পাশ্চাত্য য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়া নহে, এদেশীয় ইংরাজী অভিজ্ঞ অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, বেদ মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছে, বৈদিক কালে লিখিবার প্রথা ছিল না। এ কারণ বেদে লিখিবার উপকরণ বা লিপির কোন্‌ উল্লেখ নাই,—এমন কি কিছুতেই তাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, বৈদিক আর্য্যগণ লিপির ব্যবহার জানিতেন। যাঁহারা সেই বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহাদের সমকক্ষ সে সময়ে অপর কেহ ছিল কি না সন্দেহ, তাঁহারা পড়িতে জানিতেন, অথচ লিখিতে জানিতেন না,—তাঁহারা নিরক্ষর (unlettered) ও লিপিজ্ঞানবর্জ্জিত * ছিলেন, এরূপ উক্তি কি প্রলাপবাক্য নহে?

* Isaac Taylor's Alphabet, Vol. I. p. 2-3.

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ঋগ্বেদের সময় অক্ষর ছিল, বর্ণ ছিল এবং মন্ত্রমূর্ত্তিও অনেকের জানা ছিল। শুক্লযজুর্ব্বেদে (১৫।৪)—"অক্ষরপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ পদপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ বিষ্টারপঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দঃ" এইরূপ মন্ত্র পাওয়া যায়। এখানে ভাষ্যকার মহীধর ক্ষুরোভ্রজশ্ছন্দের অর্থ করিয়াছেন, 'ক্ষুর বিলেখন-খননয়োঃ ক্ষুরতি বিলিখতি ব্যাপ্নোতি সর্ব্বমিতি' 'ভ্রাজতে দীপ্যতে ইতি ভ্রজঃ' অর্থাৎ ক্ষুর অর্থে বিলেখন ও খনন। বিলেখন ও খনন দ্বারা অক্ষরবদ্ধ যে ছন্দঃ ভ্রাজমান বা প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুরভ্রজশ্ছন্দ বলে। এই ক্ষুরভ্রজ শব্দ দ্বারা কি মনে হইতেছে না যে, এখন যেমন উড়িষ্যায় খন্তী নামক ক্ষুরশলাকা আছে, বৈদিককালে সেইরূপ খুদিয়া লিখিবার উপযুক্ত কোন প্রকার লেখনী ছিল এবং লেখনী দ্বারা ছন্দঃ লেখা হইত। এই লেখন দ্বারা কি মনে হয় না যে, বৈদিক আর্য্যগণ কোন প্রকার বর্ণলিপির ব্যবহার জানিতেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যগুলিকে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, নিরুক্তের পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন, কারণ নিরুক্তকার যাস্ক পাণিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

[পাণিনি দেখ।]

পাণিনি লিপি, লিবি, লিপিকর, গ্রন্থ, বর্ণ, অক্ষর প্রভৃতি যে বহুতর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সময়ে যে বর্ণলিপি ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, তাহার সময় "শিশুক্রন্দীয়" নামক বালবোধক পুস্তক প্রচলিত ছিল, সে কথাও পাণিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাণিনির পূর্ব্বে বেদের প্রাতিশাখ্যের রচনা। এরূপ স্থলে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রাতিশাখ্যের কাল ধরিতে হইবে। বেদের বিভিন্ন শাখার পঠন পাঠনে যে কিছু ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সকল দোষপরিহারের জন্য প্রাতিশাখ্যের সৃষ্টি।

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "লোপোঽদর্শনম্‌" অর্থাৎ কোন বর্ণের অদর্শনকে লোপ বলা হয়। এই লোপ সম্বন্ধে সুপ্রাচীন প্রাতিশাখ্যগুলিতেও বহু সূত্র দৃষ্ট হয় যথা—

"লোপ উদঃস্থাস্তম্ভোঃ সকারস্য।" (অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য ২।১।১)—
(বাজসনেয়প্রাঃ ৪।৯৫, তৈত্তিরীয়প্রাঃ ৫।১৪।)

"অন্তস্থোষ্মসু লোপঃ।" (অথর্ব্বপ্রা° ৩।৩২, = ঋক্‌প্রাতি° ৪।৫, বাজসনেয় প্রাতি° ৪।১, তৈত্তিরীয়প্রাতি° ১৩।২।)

বেদ কেবল শ্রোতব্য হইলে, কখনই লোপের সার্থকতা থাকে না। তার পর রেফের প্রয়োগ। ঋক্‌, যজুঃ, অথর্ব্ব

প্রভৃতি সকল প্রাতিশাখ্যেই রেফের নিয়োগ ও রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববিধান বর্ণিত আছে।

(ঋক্‌প্রাতি° ১৫, বাজসনেয়প্রা° ১।১০৪, অথর্ব্বপ্রা° ১।৫৮)

পুষ্পঋষি-প্রণীত সামপ্রাতিশাখ্যতেও এইরূপ লোপ, রেফ ও অবগ্রহের কথা পাইতেছি।

বেদ যদি কেবল শ্রুতিতে পর্য্যবসিত থাকিত, তাহা হইলে বেদে রেফ্, অবগ্রহের প্রয়োগ ও লোপ কোথায় হইবে এবং দ্বিত্ব কোথায় হইবে; এরূপ নিয়ম বিহিত হইবার কোন কারণ ছিল না।

তৈত্তিরীয়সংহিতায় দেখিতে পাই যে, সেই অতি পূর্ব্বকালে ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল এবং ইন্দ্রই সর্ব্বাদিম শাব্দিক। যথা—"বাক্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ। তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু। সোঽব্রবীৎ বরং বৃণৈমহ্যং চৈব বায়াব চ সহ গৃহ্যতা ইতি। তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ্যাত। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য ব্যাকরোৎ। তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে তদেতদ্ব্যাকরণস্য ব্যাকরণত্বম্॥"*

ভাবার্থ এইরূপ—পুরাতনী বাক্ অর্থাৎ বেদরূপ বাক্য প্রথমে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় অখণ্ডাকারে আবির্ভূত ছিল। তন্মধ্যে কতটা বাক্য, কতটা পদ তাহা কেহ বুঝিত না। তখন দেবগণ প্রার্থনা করেন যে, বাক্য প্রকাশ করুন। ইন্দ্র বেদরূপ বাক্যকে মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাক্য, পদ, প্রত্যেক পদের প্রকৃতি স্পষ্ট করিয়াছিলেন। বাক্য, পদ ও পদের অন্তর্গত প্রকৃতি-প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ বিশেষরূপে ব্যক্ত করাই ব্যাকরণের কার্য্য। ব্যাকরণ যখন ছিল, তখন বর্ণলিপি থাকিবারই কথা। বেদ হইতে আরও দুই একটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। বাজসনেয়-সংহিতায় (১৭।২) আছে—"একা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ শতঞ্চ সহস্রঞ্চ সহস্রং চাযুতঞ্চ চাযুতং চ নিযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ প্রযুতং চার্ব্বুদঞ্চ ন্যর্ব্বুদং চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চ অন্তশ্চ পরার্দ্ধঃ।"

পরার্দ্ধ সংখ্যা বুঝাইতে কেবল শ্রুতির সাহায্য লইলে চলিবে না, অঙ্কপাত করিয়া বুঝাইতে হইবে। ঋক্‌সংহিতায় (৫।৪০।৯) দেখুন—

"যং বৈ সূর্য্যং স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥"

ভাবার্থ এই—অসুর রাহু নিজ ছায়ার দ্বারা সূর্য্যকে যে বিদ্ধ করে, সে বেধ অত্রিগণই জানিতেন, অন্য ঋষিরা তাহা জানিতে সমর্থ হন নাই।

উক্ত ঋক্ হইতে সহজেই মনে উদয় হইবে যে, আত্রেয়গণই গ্রহণগণনার আদি গুরু। গ্রহবেধ যে মুখে মুখে হইতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বৈদিক যুগে যদি বর্ণলিপির বিদ্যমানতা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে গুরুমুখে শুনিয়া মুখে মুখে বেদাভ্যাস করিবার নিয়ম রহিয়াছে কেন? এমন কি, খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে চীনপণ্ডিত ইৎসিং ভারতে আসিয়া স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ঐরূপ বেদাধ্যয়নের কথা লিপিবদ্ধ করিলেন কেন?

ধর্ম্মশাস্ত্র গুরুর মুখে শুনিয়া শিষ্য কণ্ঠস্থ করিবে, এইরূপই নিয়ম ছিল। কেবল বেদ বলিয়া নহে;—ইৎসিংএর বিবরণ পাঠ করিলে জানিতে পারি যে, বৌদ্ধসমাজেও ঐরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ গুরুমুখে শুনিয়া কণ্ঠস্থ কবিবার রীতি ছিল।*

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার পদ্ধতি ঐরূপ থাকিলেও বেদ লিপি-বদ্ধ হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। বেদের নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন,—

"সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ঋষয়ো বভূবুস্তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃত-ধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে বিল্ম গ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমাম্নাসিষুর্বেদঞ্চ বেদাঙ্গানি চ॥" (নিরুক্ত ১।২০)

যাঁহারা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার বা দর্শন লাভ করিয়াছেন, সেই সকল ঋষি, যাঁহারা ধর্ম্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন নাই অর্থাৎ শ্রুতর্ষিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্রসমূহ প্রদান করেন, সেই শ্রুতর্ষিগণ আবার উপাধ্যায়রূপে উপদেশ দ্বারা 'গ্রন্থতঃ' ও 'অর্থতঃ' মন্ত্রগুলি শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারা আবার অর্থ-গ্রহণে অক্ষম শিষ্য দেখিয়া খেদযুক্ত হইয়া বুঝাইবার জন্য এই গ্রন্থ (নিঘণ্টু), বেদ ও বেদাঙ্গ সঙ্কলন করেন। কাহার দ্বারা সেই বেদ বেদাঙ্গ সঙ্কলিত হয়? তদ্বিষয়ে নিরুক্তটীকাকার দুর্গাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ। তে একবিংশতিধা বহ্বৃচ্যম্। একশতধা আধ্বর্য্যবং সহস্রধা সামবেদং। নবধা আথর্ব্বণং। বেদাঙ্গান্যপি। তদ্ যথা। ব্যাকরণমষ্টধা নিরুক্তং চতুর্দ্দশধা ইত্যেবমাদি। এবং সমাম্নাসিষুর্ব্বেদেন গ্রহণার্থং। কথং নাম ভিন্নান্যেতানি শাখান্তরাণি লঘূনি সুখং গৃহ্ণীয়ুরেতে শক্তিহীনা অল্পায়ুষো মনুষ্যা ইত্যেবমর্থং সমাম্নাসিষুরিতি।"

সহজবোধ্য করিবার জন্য ব্যাসের দ্বারা তাঁহারা বেদ সঙ্কলন করাইলেন। (তন্মধ্যে) বহ্বৃক্‌যুক্ত ঋগ্বেদ ২১টী শাখায়, অধ্বর্য্যুর কার্য্য সম্বন্ধীয় যজুর্ব্বেদ ১০১ শাখায়, সামবেদ ১০০০ শাখায়, অথর্ব্ববেদ ৯টী শাখায় বিভক্ত হয়। বেদাঙ্গও এইরূপে ভাগ করা হইয়াছিল, (যথা) ব্যাকরণ ৮ ভাগ, নিরুক্ত ১৪ ভাগ।

* 'অত্র পরাচী পুরাতনী বাক্ বেদরূপিণী অব্যাকৃতা মেঘধ্বনিবদখণ্ডা-কারা অবিদিতপদবাক্যপ্রভেদেতি যাবৎ। তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য বিচ্ছিন্ন এতাবদিদং বাক্যং বাক্যে চৈতানি পদানি পদেষু চৈতাঃ প্রকৃতয়ঃ এতে চ প্রত্যয়া ইত্যেবমবক্রমণং অখণ্ডয়া বাচোবিচ্ছেদনং কৃতেত্যাদি' (ভাষ্য)

* Max Muller's India, what can it teach us? p. 311.

এরূপ সঙ্কলনের কারণ কি? এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সহজেই শক্তিহীন অল্পায়ু মনুষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। *

বেদ গ্রন্থাকারে যে লিপিবদ্ধ হইত, মহাভারতের এই বচন কয়টী পাঠ করিলে তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ থাকিবে না।—

"যদেতদুক্তং ভবতা বেদশাস্ত্রনিদর্শনম্।
এবমেতদ্যথা চৈতন্নিগৃহ্ণাতি তথা ভবান্॥
ধার্য্যতে হি ত্বয়া গ্রন্থ উভয়োর্ব্বেদশাস্ত্রয়োঃ।
ন চ গ্রন্থস্য তত্ত্বজ্ঞো যথাতত্ত্বং নরেশ্বর॥
যো হি বেদে চ শাস্ত্রে চ গ্রন্থধারণতৎপরঃ।
ভারং স বহতে তস্য গ্রন্থস্যার্থং ন বেত্তি যঃ।
যস্তু গ্রন্থার্থতত্ত্বজ্ঞো নাস্য গ্রন্থাগমো বৃথা॥"

(শান্তিপর্ব্ব ৩০০।১১-১৪)

(বশিষ্ঠ জনককে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন)—আপনি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের যে এই নিদর্শন বলিলেন এবং মনে মনে যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা ঐরূপই বটে। আপনি বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় গ্রন্থই অভ্যাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহার যথাবৎ অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যিনি বেদের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গ্রন্থ অভ্যাসে অনুরক্ত হইয়া তাহার তত্ত্ব যথাবৎ গ্রহণ করিতে না পারেন; তাঁহার গ্রন্থ অভ্যাস বিফল। যিনি গ্রন্থের অর্থ বুঝিতে না পারেন, তাঁহার পক্ষে গ্রন্থের ভারবহনই সার। আর যিনি গ্রন্থের অর্থ যথাযথরূপে জানিতে পারেন, তাঁহার অভ্যাস বিফল হয় না।

এখন আমরা নিঃসন্দেহে জানিতেছি যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ ও 'গ্রন্থ' বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাই মনুসংহিতার (৭।৪৩) টীকায় কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—

"ত্রিবেদীরূপবিদ্যাবিদ্ভ্যঃ ত্রিবেদীমর্থতো গ্রন্থতশ্চাভ্যসেৎ।"

রঘুনন্দনও বৃহস্পতির প্রাচীন বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"ষাণ্মাসিকেঽপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টাণি পত্রারূঢান্যতঃ পুরা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

অর্থাৎ ৬ মাসের পর লোকের ভুল হইয়া থাকে, তাই বিধাতা পুরাকালে অক্ষর সৃষ্টি করিয়া পত্রনিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

অতি পূর্ব্বকাল হইতেই যে ভারতে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বর্ণলিপি অভ্যাস করিতেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে জানিতে পারি যে, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর হনুমান্ অশোকবনে উপস্থিত হইয়া সীতার দর্শন পাইলেন এবং আপনার ও রামের পরিচয় দিয়াও যখন সীতার সন্দেহ দূর করিতে পারিলেন না, তখন তিনি সীতার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক বাহির করিয়া দেখাইয়াছিলেন।

"বানরোঽহং মহাভাগে দূতো রামস্য ধীমতঃ।
রামনামাঙ্কিতঞ্চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্॥" (সুন্দরকাণ্ড৩৬।২)

উদ্ধৃত শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই, প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই ঐ শ্লোকটী ধরিয়াছেন। রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীর উপর সুন্দরকাণ্ডের ভিত্তি স্থাপিত। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্লোকটী বাল্মীকির নিজস্ব। তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যসূত্রে পূর্ব্বতন আচার্য্যরূপে বাল্মীকির নাম গৃহীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বাল্মীকির সময়ে অর্থাৎ বৈদিকযুগের শেষভাগে অন্ততঃপক্ষে খৃঃপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দেরও পূর্ব্বে ভারতীয় শিক্ষিত-স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও বর্ণলিপিজ্ঞান ছিল, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই যে ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ এস্থলে অনাবশ্যক। সুতরাং খৃঃ পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দীর পর ফিনিক (Phœnician) নামক বণিক্‌দিগের নিকট হইতে ভারতবাসী লিপিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছেন, এ যুক্তির কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দে শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়। তাঁহার নির্ব্বাণের কিছু পরেই তাঁহার ধর্ম্মোপদেশসমূহ রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণ একত্র হইয়া ১ম বৌদ্ধসঙ্ঘ আহ্বান করেন। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) ও রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয় "ললিতবিস্তরের" সমালোচনাকালে দেখাইয়াছেন যে, ললিতবিস্তরের মধ্যে যে সকল গাথা আছে, তাহা ঐ সময়ে (খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছিল। * সেই গাথায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

---

* "সাক্ষাৎকৃতো যৈর্ধর্ম্মঃ সাক্ষাদ্দৃষ্টঃ প্রতিবিষ্টেন তপসা। তে যে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণঃ। কে পুনস্তে ইতি উচ্যতে। ঋষয়ঃ ঋষন্তি অমুষ্মাৎ কর্ম্মণ এবমাবতা মন্ত্রেণ সংযুক্তাদমুনা প্রকারেণৈবং লক্ষণফলবিপরিণামো ভবতীতি ঋষয়ঃ ঋষির্দর্শনাদিতি বক্ষ্যতি। তদেতৎকর্ম্মণঃ ফলবিপরিণামদর্শনমৌপচারিক্যা বৃত্ত্যোক্তং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণ ইতি। ন হি ধর্ম্মস্য দর্শনমস্ত্যঽস্তাপূর্ব্বো হি ধর্ম্মঃ। আহ কিং তেষামিত্যুচ্যতে। তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্ম্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। তে যে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মাণস্তেঽবরেভ্যোঽবরকালীনেভ্যঃ শক্তিহীনেভ্যঃ শ্রুতর্ষিভ্যঃ। তেষাং হি শ্রুত্বা ততঃ পশ্চাদৃষিত্বমুপজায়তে ন যথা পূর্ব্বেষাং সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মণাং শ্রবণমন্তরৈব। আহ—কিং তেভ্য ইতি। তেঽবরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধ্যায়িকয়া বৃত্ত্যা মন্ত্রান্ তেভ্য ইতি। তেঽবরেভ্য উপদেশেন শিষ্যোপাধ্যায়িকয়া বৃত্ত্যা মন্ত্রান্ গ্রন্থতোঽর্থতশ্চ সম্প্রাদুঃ সম্প্রত্তবন্তঃ। তেঽপি চোপদেশেনৈব জগৃহুঃ। ...উপদেশায় উপদেশার্থং। কথং নাম উপদিশ্যমানমেতে শক্নুয়ুর্গ্রহীতুমিতি এবমর্থমধিকৃত্য গ্লায়ন্তঃ খিদ্যমানাঃ তেষগৃহ্ণৎস্থ তদনুকম্পয়া তেষামায়ুষঃ সঙ্কোচমবেক্ষ্য কালানুরূপাঞ্চ গ্রহণশক্তিং বিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং গবাদিদেবপত্ন্যন্তং সমাম্নাসিষুঃ কিং মতমেতেনেত্যুচ্যতে।"

* Dr. Rajendra Lal Mitra's Lalita Vistara, Intro. p. 56,

"সা গাথলেখলিখিতে গুণ অর্থযুক্তা
যা কন্ত ঈদৃশ ভবেন্ মম তাং বরেথাঃ।" (ললিতবিস্তর১২অঃ)
(শাক্যসিংহ বলেন) যে কন্যা গাথালেখ লিখিতে এবং গাথার অর্থগ্রহণে গুণবতী হইবেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিব।

উক্ত গাথা হইতে কি আমরা জানিতে পারিতেছি না যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে লিপিজ্ঞানকুশলা সম্ভ্রান্ত-মহিলারও অভাব ছিল না। আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে যেখানে কন্যা লিপিকুশলা না হইলে রাজকুমারের পত্নী হইবার যোগ্যা হইতেন না, সে দেশে বর্ণলিপির চর্চ্চা কত প্রাচীন তাহা সহজেই অনুমেয়। ললিতবিস্তরের গাথাতেই লিপিশাল (১) ও লিপিশাস্ত্রের(২) উল্লেখ থাকায় স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সেই পুরাতন কালেও লিপিশিক্ষা দিবার উপযোগী পাঠশালা এবং নানা দেশীয় লিপিজ্ঞানের উপযুক্ত লিপিশাস্ত্র (Palæography and Epigraphy) প্রচলিত ছিল।

ব্রাহ্মী প্রভৃতি লিপির উৎপত্তিকাল।

যে প্রাচীন কালের কথা হইতেছে, সে সময়ে ভারতে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহাই এখন আলোচ্য।

উক্ত ললিতবিস্তরে ৬৪ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয় যথা—ব্রাহ্মী ১, খরোষ্ঠী ২, পুষ্করসারী ৩, অঙ্গলিপি ৪, বঙ্গলিপি ৫, মগধলিপি ৬, মাঙ্গল্যলিপি ৭, মনুষ্যলিপি ৮, অঙ্গুলীয়লিপি ৯, শকারিলিপি ১০, ব্রহ্মবল্লীলিপি ১১, দ্রাবিড়লিপি ১২, কিনারিলিপি ১৩, দক্ষিণলিপি ১৪, উগ্রলিপি ১৫, সংখ্যালিপি ১৬, অনুলোমলিপি ১৭, অর্দ্ধধনুর্লিপি ১৮, দরদলিপি ১৯, খাস্যলিপি ২০, চীনলিপি ২১, হূণলিপি ২২, মধ্যাক্ষরবিস্তরলিপি ২৩, পুষ্পলিপি ২৪, দেবলিপি ২৫, নাগলিপি ২৬, যক্ষলিপি ২৭, গন্ধর্ব্বলিপি ২৮, কিন্নরলিপি ২৯, মহোরগলিপি ৩০, অসুরলিপি ৩১, গরুড়লিপি ৩২, মৃগচক্রলিপি ৩৩, চক্রলিপি ৩৪, বায়ুমরুল্লিপি ৩৫, ভৌমদেবলিপি ৩৬, অন্তরীক্ষদেবলিপি ৩৭, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি ৩৮, অপরগৌড়াদিলিপি ৩৯, পূর্ব্ববিদেহলিপি ৪০, উৎক্ষেপলিপি ৪১, নিক্ষেপলিপি ৪২, বিক্ষেপলিপি ৪৩, প্রক্ষেপলিপি ৪৪, সাগরলিপি ৪৫, বজ্রলিপি ৪৬, লেখপ্রতিলেখলিপি ৪৭, অনুদ্রুতলিপি ৪৮, শাস্ত্রাবর্ত্তলিপি ৪৯, গণনাবর্ত্তলিপি ৫০, উৎক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫১, বিক্ষেপাবর্ত্তলিপি ৫২, পাদলিখিতলিপি ৫৩, দ্বিরুত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৪, দশোত্তরপদসন্ধিলিপি ৫৫, অধ্যাহারিণীলিপি ৫৬, সর্ব্বরুতসংগ্রহিণীলিপি ৫৭, বিদ্যানুলোমলিপি ৫৮, বিমিশ্রিতলিপি ৫৯, ঋষিতপস্তপ্তালিপি ৬০, ধরণীপ্রেক্ষণলিপি ৬১, সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দালিপি ৬২, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ৬৩ ও সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি ৬৪, এই ৬৪ প্রকার লিপি। (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

যে ললিতবিস্তরে উক্ত লিপিমালার নাম উদ্ধৃত হইল, সেই গ্রন্থখানি চু-ফ-লন্ কর্ত্তৃক ৬৯ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়*। এরূপ স্থলে মূল গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রচারিত এবং তৎপরে চীনদেশে নীত হইতে অল্প সময় লাগে নাই। পাশ্চাত্য ও এ দেশীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রপ্রমুখ পণ্ডিতগণ ললিতবিস্তরকে খৃঃ পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা কিন্তু তদপেক্ষা প্রাচীন বলিয়াই মনে করি। সম্রাট্ অশোকের যত্নে যেমন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ পশ্চিমে গ্রীস, উত্তরে মোঙ্গলীয়, পূর্ব্বে কম্বোজ ও দক্ষিণে সিংহল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সভ্যজগতের প্রায় সকল স্থান হইতে লোক আসিয়া অশোকের সাম্রাজ্য মধ্যে নানাকার্য্য উপলক্ষে বসতি আরম্ভ করিয়াছিলেন,—এসময়ে ভারতে নানা বিদেশীয় সংস্রবে যত প্রকার লিপি বা বর্ণমালা প্রচলিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে আর কোন সময়ে এমন হইয়াছিল বলিয়া আমরা মনে করি না।† ভারতীয় বৌদ্ধগণের সেই সুবর্ণযুগে এখানে যতপ্রকার লিপি প্রচলিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ললিতবিস্তরকার সেই সমুদয় লিপিরই উল্লেখ করিয়াছেন।

সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মতে, ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ এবং নির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩২৫ খৃঃপূর্ব্বাব্দে অশোকের সাম্রাজ্যাভিষেককার্য্য সম্পন্ন হয়। [প্রিয়দর্শী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

তৎপরে অশোকের রাজধানীতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত থাকা কিছু বিচিত্র নহে। ঐ সময়ে গ্রীক নাবিক নিয়ার্খসের (Nearchus) বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভারতবাসী কার্পাসবস্ত্র অথবা কাগজে অক্ষরযোজনা করিত। তাঁহার কিছুকাল পরে

(১) "শাস্ত্রাণি যানি প্রচরন্তি চ দেবলোকে
সংখ্যা লিপিশ্চ গণনাঽপি চ ধাতুতন্ত্রং।
যে শিল্পযোগ পৃথু লৌকিক অপ্রমেয়া-
স্তেষ্বেষু শিক্ষিতু পুরা বহুকল্পকোটীঃ॥
কিন্তু জনস্য অনুবর্ত্তনতাং করোতি
লিপিশালমাগতুং সুশিক্ষিতশিক্ষণার্থং।" (ললিতবিস্তর ১০ অঃ)

(২) "লোকোত্তরেষু চতুঃ সত্যপথে বিধিজ্ঞো
হেতু প্রতীত্যকুশলো যথ সম্ভবতি।
যথ চানিরোধক্ষয়ু সংস্কৃতশীতিভাব-
স্তস্মিন্বিধিজ্ঞঃ কিমথো লিপিশাস্ত্রমাত্রে॥" ঐ

* Beal's Romantic Legend of Sakya Buddha, Introduction.

† শকাধিপ কনিষ্কের অধিকার উত্তরে খোতন, পশ্চিমে পারস্য এবং পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন; তৎপূর্ব্বে যে ললিতবিস্তর রচিত হয়, তাহা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর চীন অনুবাদ হইতেই প্রমাণিত।

গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ মগধরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসী ১০ ষ্টেডিয়াম্ অন্তর শাখাপথ ও তদন্তর্বর্ত্তী স্থানের দূরত্ববিজ্ঞাপক ক্রোশাঙ্কযুক্ত প্রস্তরফলক (mile-stone) রাখিতেন। প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা সে সময় বিশেষ প্রচলিত ছিল; অশোকের অনুশাসন এবং তাঁহারও বহুপূর্ব্বে কপিলবাস্তর নিকটবর্ত্তী পিপরাবা গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ-সংরক্ষিত প্রস্তরপাত্রের উপর উৎকীর্ণ খোদিত লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। পিপ্‌রাবা-লিপি হইতে এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, খৃঃ পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে প্রস্তরে লিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক ও ভীমজরাসন্ধের রণরঙ্গভূমির মধ্যস্থলে চিত্র-লিপি ও কীলরূপা শিল্পলিপির মধ্যাকারের লিপি পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার উপর দিয়া বহুকাল হইতে গো-মহিষাদির গমনাগমনের পথ হওয়ায় সেই প্রাচীনতর লিপি অনেকটা অস্পষ্ট ও অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যতপ্রকার লিপি আবিষ্কৃত হই-য়াছে, তন্মধ্যে সেই মগধলিপি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কে বলিতে পারে, তাহা জরাসন্ধের সময়কার লিপি নহে?

যাহা হউক, এখন আমরা জানিতেছি যে ২২ শতবর্ষ পূর্ব্বে ভারতবাসী ৬৪ প্রকার লিপি অবগত ছিলেন। ঐ ৬৪ লিপির মধ্যে কতকগুলি সম্রাট্ অশোকেরও বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। জৈনদিগের সুপ্রাচীন "সমবায়সূত্র" নামক ৪র্থ অঙ্গে লিখিত আছে—

"বম্ভী এণং অঠারসবিহ লেখ্‌কবিহানে। বম্ভী জবণালিয়া দষউরিয়া * থরোট্টিয়া পুক্‌খরসারিয়া † পহারাইয়া উচ্চর-কুরিয়া অখ্‌করপুত্থিয়া ভোমবইয়া ‡ বেকৃথেইয়া. নিখ্‌কেইয়া § অংকলিবি গণিঅলিবি গন্ধব্বলিবি আদস্‌সগলিবি মাহেসরলিবি দামিলিলিবি বোলিদিলিবি।"

ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লেখনপ্রক্রিয়ার নাম—ব্রাহ্মী ১, যবনানী ২, দশোত্তরিকা ৩, খরোষ্ট্রীকা ৪, পুষ্করসারিকা ৫, পার্ব্বতিকা ৬, উত্তরকুরুকা ৭, অক্ষরপুস্তিকা ৮, ভোমবহিকা ৯, বিক্ষেপিকা ১০, নিক্ষেপিকা ১১, অঙ্কলিপি ১২, গণিতলিপি ১৩, গন্ধর্ব্বলিপি ১৪, আদর্শকলিপি ১৫, মাহেশ্বরলিপি ১৬, দ্রাবিড়ী-লিপি ১৭ ও বোলিদী বা পোলিন্দা লিপি (?)।

জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পন্নবনা (প্রজ্ঞাপনা) সূত্রে উক্ত ১৮টী লিপির উল্লেখ আছে। লিপিকরের দোষে বিভিন্ন পুঁথিতে সামান্য পাঠভেদ মাত্র লক্ষিত হয়। প্রজ্ঞাপনাসূত্রের টীকাকার মলয়গিরি লিখিয়াছেন—

"ব্রাহ্মী যবনানীত্যাদয়ো লিপিভেদাস্তু সম্প্রদায়াদবশেষঃ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মী, যবনানী ইত্যাদি ১৮ প্রকার লিপি বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে উদ্ভব।

জৈনশাস্ত্র মতে জৈনাঙ্গসমূহ মহাবীর স্বামীর সময়ে প্রথম প্রচারিত এবং বীরনির্ব্বাণের ১৬৪ বর্ষ পরে (৩৬৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে সংগৃহীত হয়। এরূপ স্থলে বলিতে পারা যায় যে, সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্বে ভারতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল।

যবনানী।

যবনানীলিপি দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে চান যে, মাকিদন-বীর আলেক্‌সান্দারের সময় এদেশে গ্রীক যবনগণ যে লিপি প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই যবনানীলিপি। এই যবনানী শব্দের উল্লেখ পাইয়া মোক্ষমূলর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য অধ্যাপক অষ্টাধ্যায়িসূত্রকার পাণিনিকেও ঐ সময়ের লোক বলিতে চান। কিন্তু পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার ও মহাভাষ্যকার 'যবনানী' শব্দের লিপি * অর্থ করিলেও পাণিনি কোথাও স্পষ্টাক্ষরে এরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই, স্ত্রীলিঙ্গে যে সকল শব্দের উত্তবে 'আনুক্' হয়, তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই সকল শব্দের মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন †। যাহা হউক, যবনানী শব্দ আধুনিক সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। যবন (Ionian)-দিগের অভ্যুদয় অতি প্রাচীন। আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে, খৃঃ পূর্ব্ব ১০ম শতাব্দে যবন বা যোনজাতির পরাক্রম সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে যবনজাতির অভ্যুদয়। রামায়ণ মহা-ভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও যবনজাতির বিশেষ উল্লেখ আছে। যবনানী বলিলে বহু প্রাচীন কীলরূপা (Cuneiform) লিপিই বুঝাইত। [যবন দেখ।]

পুষ্করসারী।

সমবায়াঙ্গ ও ললিতবিস্তরে যে "পুষ্করসারী" লিপির উল্লেখ আছে, তাহাও ভারতের এক অতি প্রাচীন লিপি। পাণিনি পুষ্কর-সারীর উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরকুরুকা ও গন্ধর্ব্বলিপি প্রভৃতি।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ আছে।

---

* 'খরসাবিয়া—পাঠান্তর। † 'দোষউরিয়া'—পাঠান্তর।

‡ 'ভোগবয়ত্তা'—পাঠান্তর।

§ 'বেয়ণতিয়া' 'ণিন্নাহইয়া' বা 'বেণণিয়া নিহইয়া'—পাঠান্তর

* 'যবনাল্লিপ্যাম্ ইতি বক্তব্যম্'—বার্ত্তিক। 'যোযো যবো যবানী। যবনাল্লিপ্যাম্। যবনানী লিপিঃ।'—মহাভাষ্য (৪।১।৪৯। সূত্রে)

† 'ইন্দ্রবরুণভবশর্ব্বরুদ্রমৃড়হিমারণ্যযব-যবনমাতুলমার্য্যাণামানুক্' পা০৪।১।৪৯।

তথায় বৈদিক যাগ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাহাও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়। যাগ যজ্ঞের নির্দ্ধারণের জন্য যেমন জ্যোতিষের প্রয়োজন, সেইরূপ শুল্বসূত্রও জানা আবশ্যক। [শুল্বসূত্র দেখ।] এই জন্য অঙ্কলিপি ও গণিতলিপিও সেই প্রাচীনকালে প্রচলিত হইয়াছিল। গন্ধারে প্রচলিত লিপিই সম্ভবতঃ গন্ধর্ব্বলিপি। গন্ধারের সহিত অতি প্রাচীনকাল হইতেই বৈদিক আর্য্যগণের সংস্রব। এখানকার লিপিও নিতান্ত আধুনিক নহে। খরোষ্ঠীলিপির প্রসঙ্গে এ বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

মাহেশ্বরলিপি।

পাণিনিসূত্রে যে ১৪টী প্রত্যাহার আছে, সেই ১৪টী শিবসূত্র বলিয়া বররুচি, পতঞ্জলি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নিকট পরিচিত। এদেশে সর্ব্বসাধারণ বৈয়াকরণগণের বিশ্বাস যে, মহেশ্বরই সর্ব্বপ্রথম ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। বেদাঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষাতেও দেখা যায় যে মহেশ্বরই ৬৪ অক্ষর প্রকাশ করেন। যাহা হউক, পাণিনির বহু পূর্ব্বে যে শিবসূত্রের উৎপত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনপরিব্রাজক ইৎসিং খৃষ্টীয় ৭মশতাব্দের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রশিক্ষা করেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, 'সিদ্ধিরস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণমালাসম্বন্ধীয় যে মহেশ্বর রচিত "সিদ্ধান্ত" ৬ বর্ষের বালকেরা প্রথম মুখস্থ করিয়া থাকে, ইহাতে ৪৯টী অক্ষর, তাহার সংযুক্তাক্ষরগুলি আবার ১৮শ ভাগে বিভক্ত, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০০০ শব্দ এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দের ৩০০ শ্লোক।' অধ্যাপক মোক্ষমূলরের বিশ্বাস যে উহাই 'শিবসূত্র'।(১) কিন্তু ইৎসিং পাণিনিরচিত ১০০০টী সূত্রকেই শিবের প্রত্যাদিষ্ট সূত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

সেই শিবসূত্র যে লিপিতে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাই সম্ভবতঃ মাহেশ্বরলিপি। অথবা পাণিনিতে যে মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের ব্যবহৃত লিপিই মাহেশ্বর লিপি।

আদর্শকলিপি।

পতঞ্জলি মহাভাষ্যে আর্য্যাবর্ত্তের সীমানির্দ্দেশকালে লিখিয়াছেন,—"প্রাগাদর্শাৎ প্রত্যক্‌কালকবনাৎ," আদর্শের পূর্ব্বে ও কালকবনের পশ্চিমে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও পরিপাত্রের উত্তরে আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় আদর্শ। মনুসংহিতায় আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় সমুদ্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এরূপস্থলে সমুদ্রের পূর্ব্ব পার হইতে আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থান স্থির করিতে হয়। বিষ্ণুপুরাণাদিতেও ভারতের পশ্চিম সীমা যবন (Ionia) নির্দ্দেশ আছে। এরূপ স্থলে আদর্শ প্রাচীন মিশর বা তুরুষ্ক রাজ্য হওয়াই সম্ভব। তথাকার সুপ্রাচীন লিপিই সম্ভবতঃ আদর্শকলিপি। সেই লিপির আদর্শ লইয়া পাশ্চাত্য সভ্যজাতিসমূহের লিপির উৎপত্তি হওয়ায় সেই সুপ্রাচীন চিত্রলিপির "আদর্শলিপি" নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

দ্রাবিড়ীলিপি।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা বুর্ণেল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীলিপি অশোকের (ব্রাহ্মী) লিপি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও ইহাও সেই এক মূল লিপি বা সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। দ্রাবিড়ের বট্টেলেত্তু নামক প্রাচীন লিপির "ই" ও "উ" এই দুইটী স্বর "য" ও "ব" হইতে সামান্যই পৃথক্, অথচ সেমিটিক লিপির সহিত সাদৃশ্য আছে। ভারতের ব্যবহারোপযোগী করিয়া লইলেও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। ডাক্তার বুহ্‌লর বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের ভট্টি-প্রোলু হইতে যে সুপ্রাচীন অশোকাক্ষরের লিপি বাহির হইয়াছে, উত্তরভারতীয় অশোকলিপি হইতে ইহার সামান্যই পার্থক্য লক্ষিত হয়। দক্ষিণভারতীয় উক্ত লিপির 'আ' উত্তরভারতীয় 'অ'কারের মত; উত্তরভারতীয় অশোকলিপির ব্যঞ্জনের সহিত আকারের চিহ্ন একটী সমান্তর রেখা, কিন্তু দক্ষিণভারতীয় লিপিতে ঐরূপ সমান্তর রেখার পরিবর্ত্তে ব্যঞ্জনের মাথায় (।) এইরূপ একটী উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই দুই লিপির কিছু কিছু পার্থক্য ছিল। উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, ফিনিকীয় বণিক্‌দিগের সহিত দক্ষিণভারতের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। বাইবেলে সলোমনের ময়ূর 'তুকি' নামে পরিচিত, দ্রাবিড়ে এখনও ময়ূরকে 'তোকেই' বলে। সুতরাং বাইবেলোক্ত 'তুকি' দক্ষিণভারত হইতে গিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে দক্ষিণভারতে বাণিজ্যকল্পে ফিনিকদিগের যত্নে যে লিপি প্রচারিত হয়, তাহাই উত্তরভারতে ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

দ্রাবিড়ের সহিত ফিনিকদিগের বহু পূর্ব্বকাল হইতে সংস্রব ঘটিলেও ফিনিকলিপি দ্রাবিড়েরা গ্রহণ করিয়াছেন, অনুমান ভিন্ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণের অভাব। রামায়ণের সময় হইতে দ্রাবিড়ে বৈদিক আর্য্যসভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, দাক্ষিণাত্যবাসী হনুমান্ সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী বেদজ্ঞ বলিয়াই বাল্মীকির রামায়ণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, তিনি রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরী লইয়া লঙ্কায় গিয়াছিলেন। এরূপস্থলে সলোমনের বহুপূর্ব্বে যে দক্ষিণাপথের কৃতবিদ্য জনগণের মধ্যে বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। দ্রাবিড়ী সভ্যতা অতীব পুরাতন, তাহা পুরাবিদ্ মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, দ্রাবিড়ী সভ্যতায় ফিনিক-

(১) Maxmuller's India, what can it teach us, p. 343.

(২) "আসমুদ্রাৎ তু বৈ পূর্ব্বাৎ আসমুদ্রাৎ তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।" (২।২২)

গণ আলোকিত হইয়া থাকিবেন। এ সম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি না।

ফিনিক-(Phœnician)-গণ প্রাচীন গ্রীক ও জর্ম্মণগণের নিকট ফোনিক বা ফনিক নামে পরিচিত। ফনিক্ জাতিকে আদি বণিক্‌জাতি বলা যাইতে পারে। ফণিক্ ও বণিক্ শব্দে উচ্চারণগত বেশী পার্থক্য নাই। সেমিটিক ফে=প।

ঋগ্বেদের বহুস্থানে 'পণি' শব্দের উল্লেখ আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য 'পণি' শব্দের 'বণিক্' অর্থ করিয়াছেন। এদিকে পাণিনির উণাদিসূত্র অনুসারে 'পণ'ধাতু হইতে 'বণিক্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং পণিক্ ও বণিক্ একই কথা। ঋগ্বেদে পণি-গণ গোদুগ্ধ-ব্যবসায়ী অথচ সমৃদ্ধিশালী জাতিরূপেই পরিচিত। দুগ্ধ, ক্ষীর ও ঘৃতাদি প্রস্তুত করিবার উপযোগী তাঁহাদের 'চতুঃশৃঙ্গ' ও 'দশযন্ত্র উৎস' (৬।৪৪।২৪) নামক যন্ত্র ছিল। অঙ্গিরা প্রভৃতি বেদোক্ত যাজ্ঞিকগণ তাঁহাদের ঘোর শত্রু ছিলেন; সর্ব্বদাই তাঁহাদের গোধন কাড়িয়া লইতেন। একারণ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইত। পণিগণ 'অক্রতু' ও 'অযজ্ঞ' বলিয়া ঋষিদিগের নিকট হেয় ছিল। ঋক্‌সংহিতা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে যে, বৈদিক আর্য্যগণ ভারতে যখন প্রবেশ করেন, সেই সময়ে পণিগণ এখানে বসতি করিতেছিল। তৎকালে এখানকার লোক সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাও ঋক্‌সংহিতা হইতে জানা যায়। পণিরা ব্যবসা বাণিজ্য করিত (১।৩৩।৩)। অনেকের বেশ টাকা কড়ি ছিল (৪।২৫।৭)। টাকাও ধার দিত। বুদ্ধিমান্ বলিয়াও গণ্য ছিল। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দে হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন, 'ফিনিক্‌গণই আদি বণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা পূর্ব্বে পারস্যোপসাগরকূলে বাস করিত'। কেহ কেহ এরূপও লিখিয়াছেন যে, আফগানিস্থানেই তাহাদের আদিবাস।* ফিনিকগণ 'কেদমস্' (Kedmus) বা প্রাচ্য বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিত। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পূর্ব্বভারতকে (মগধ) Prasii বা প্রাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে মনে হয় যে, পণিগণের সর্ব্বাদিম বাস কীকট বা মগধ। ঋগ্বেদেও কীকটের গোপ্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে†। গোই পণিগণের সর্ব্বস্বধন। বৈদিক যাজ্ঞিকগণের উৎপীড়নে ও আক্রমণে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহারা কেহ দাক্ষিণাত্যে, কেহ বা পশ্চিম দিয়া প্রথমে আফগানিস্থান, তথা হইতে পারস্যোপসাগরের উপকূল, তথা হইতে আরব এবং আরব হইতে তাহারা তাহাদের সৌভাগ্যকেন্দ্র ফিনিসিয়ায় গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল। তৎপরে সভ্যতার লীলাস্থলী মিশরপ্রান্ত ও ভূমধ্যসাগর তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়।

এখন কথা হইতেছে, পণিক-(ফনিক) গণ যখন ভারত হইতেই য়ুরোপে গিয়াছে, তখন য়ুরোপীয় ফনিক হইতে ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের বিশ্বাস, সভ্যতার লীলাভূমি ভারত হইতেই অসম্পূর্ণ ফণিকলিপির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকিবে। পণিগণের মধ্যে যাহারা দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারাই দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার মূল। তাহারা যজ্ঞবিদ্বেষী ছিল এবং স্থানত্যাগের সহিত তাহাদের স্বভাবপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে তাহাদেরই কোন শাখা রাক্ষসরূপে এবং তাহাদের মধ্যে অপর কোন শাখা বন্য ফল মূল দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত বলিয়া "বানর" নামে প্রসিদ্ধলাভ করিয়া থাকিবে। অতি পূর্ব্বকালে তাহাদের এক শাখা মিসরে গিয়া তথাকার চিত্রলিপি ভাঙ্গিয়া ৫ হাজার বর্ষ পূর্ব্বে সঙ্কেত লিপির (Hieratic) সূত্রপাত করেন। দক্ষিণভারতের সুপ্রাচীন বট্টেলেত্তু লিপির 'অ', 'ই' প্রভৃতির রূপ সেই অতি প্রাচীন সঙ্কেত লিপির অনুরূপ, হইতেও কতকটা দাক্ষিণাত্যের সংস্রব সূচিত হইতেছে।

বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সামান্য লেখা পড়ার দরকার। সুতরাং পণিকদিগের বৈদিক বা সংস্কৃত বর্ণমালার মত বহুসংখ্যক বর্ণলিপির প্রয়োজন হয় নাই, এই কারণেই ফণিক-বর্ণমালায় অতি অল্প সংখ্যক অক্ষর দেখা যায়। খরোষ্ঠীলিপিমালার উৎপত্তিপ্রসঙ্গে এবিষয় আলোচিত হইবে। দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা সমুদ্রপথে সুদূর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জনপদসমূহে বিস্তৃত হইলেও ভারতে আর্য্যবৈদিকগণের প্রভাবে তাহা অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছিল। এখানে অগস্ত্যাদি আর্য্যঋষিগণ দ্রাবিড়ী সমাজের সংস্কার করিয়া তাহাকে আর্য্যভাবাপন্ন করিয়া লইয়া ছিলেন। তাই আজও অগস্ত্যঋষি দ্রাবিড়ে বর্ণমালা ও ব্যাকরণ-প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিগণিত এবং দ্রাবিড়ীলিপিতে ব্রাহ্মীলিপির আদর্শে বর্ণমালার সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি।

অল্ বেরুণী ভারতীয় পণ্ডিতগণের মুখে শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরাশরপুত্র বেদব্যাসই বর্ণলিপির উদ্ভাবয়িতা। জৈনদিগের মতে, ঋষভদেব দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ১৮ প্রকার লিপি শিক্ষা দেন,* তন্মধ্যে আদি লিপির নাম ব্রাহ্মী। ভাগবতের মতে ঋষভদেব ভগবানের ৮ম অবতার। (১।৩।১৩) তিনি লোক, বেদ, ব্রাহ্মণ এবং গো সকলের পরম গুরু,

* Pococke's India in Greece, p. 218.

† কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবঃ।" (ঋক্ ৩।৫৩।১৪)

* "অথ শ্রীঋষভদেবেন ব্রাহ্মী দক্ষিণহস্তেন অষ্টাদশ লিপয়ো দর্শিতাঃ।"
(লক্ষ্মীবল্লভগণিরচিত কল্পসূত্রকল্পদ্রুমকলিকা)

তিনি সকল ধর্ম্মের মূল গুহ্য ব্রাহ্ম ধর্ম্ম (বেদরহস্য) ব্রাহ্মণদর্শিত মার্গানুসারে শাখাদি উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক সাধারণকে উপদেশ করিয়াছিলেন। (৫।৬ অঃ) ব্রহ্মাবর্ত্তে ব্রহ্মর্ষিগণের সভায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। (৫।৪।১৬-১৯) রাজর্ষি ভরত এই ঋষভ দেবের পুত্র। তাঁহা হইতেই ভারতবর্ষের নামকরণ। তিনি ব্রহ্মাক্ষর জপ করিতেন। (৫।৮।১১)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥"

(শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১৫)

ব্রাহ্মণ হইতেই বর্ণান্তর প্রাপ্ত চারি বর্ণেরই ব্রাহ্মী ভাষা পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ, ব্রাহ্মী অর্থ বৈদিকী। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্ম-বিদ্যার জন্য লিপিকৌশল উদ্ভাবন করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মী লিপি বলিলে পুরাকালে বৈদিকী লিপিই বুঝাইত। বেদ যে লিপিবদ্ধ হইত, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ঋষভদেবই সম্ভবতঃ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার উপযোগী ব্রাহ্মী লিপি প্রচার করেন, হয়ত সেই জন্যই তিনি ৮ম অংশাবতার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে এই লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ব্রাহ্মীলিপি নাম হইলেও হইতে পারে। বেদসঙ্কলনকালে বেদব্যাস এই লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনিও লিপিপ্রচারক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

যাহা হউক, ব্রাহ্মীলিপিই ভারতীয় আর্য্যগণের আদিলিপি, এই ব্রাহ্মীলিপি হইতেই ভারতীয় সকল লিপির উৎপত্তি।

ডাক্তার বুহ্লর্ অশোকলিপিকেই ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারিলাম না। অশোকের সময়েই ভারতে ৬৪ প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। তৎকালে পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজধানী। এরূপ স্থলে তাঁহার অনুশাসনগুলিকে মাগধ-ব্রাহ্মীলিপি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল অশোক-লিপি বাহির হইয়াছে, তাহার বর্ণ ও শব্দযোজনা অবিকল একরূপ নহে। বেহারের বরাবরের গিরিলিপিতে 'অনপিতম্' আবার দাক্ষিণাত্যের স্তম্ভলিপিতে 'অনপয়িসতি' ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের স্তম্ভলিপিতে 'আনাপিসতি' পাঠ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদেশীয় লিপিতে 'এতারিসম্' ও 'অনথেসু', কিন্তু উত্তরদেশীয় লিপিতে 'এতাদিসম্' ও 'অণথেসু' এই বর্ণবিপর্য্যয় দেখা যায়। এ ছাড়া দক্ষিণদেশীয় ও উত্তরদেশীয় লিপির মধ্যেও ব্যঞ্জনের হত যুক্ত আকার ও ইকারের প্রভেদ দেখা যায়। ইহাতে সহজেই মনে হইবে যে, দেশভেদে যেমন ভাষার সামান্য ভেদ ছিল, বর্ণলিপিরও সেইরূপ সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, অশোকের পূর্ব্বে তদনুরূপ এক প্রকার লিপি ছিল। বর্ণযোজনার পার্থক্য, প্রয়োগ ও রীতি অনুসারে এক ব্রাহ্মী লিপি হইতে সকল দেশীয় লিপির উৎপত্তি ঘটে।

এখন পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে কপিলবাস্তু (বর্ত্তমান পিপ্রাবা) গ্রামের বৌদ্ধলিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। এই লিপিখানি প্রায় ৪৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের অর্থাৎ ২৩৫০ বর্ষের পূর্ব্বতন। এই লিপির সহিত এখানকার অশোক-লিপির অক্ষরের পার্থক্য নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ব্রাহ্মী লিপিরই পরিণাম মগধলিপি প্রচলিত ছিল। উক্ত লিপির পূর্ব্ববর্ত্তী লিপি এ পর্য্যন্ত সাধারণে প্রচারিত না হওয়ায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের বিশ্বাস যে, অশোকই প্রথম অনুশাসন প্রচারের বন্দোবস্ত করেন, তৎপূর্ব্বে এরূপ অনুশাসনপ্রচারের ব্যবস্থা ছিল না; এরূপ বিশ্বাসের মূল নাই। যতদিন পিপ্রাবার বৌদ্ধলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই, ততদিন পুরাবিদ্গণের এরূপ বিশ্বাস ছিল বটে, কিন্তু এখন তাঁহাদের সে বিশ্বাস দূর হইয়াছে। অশোকাবদান প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্ম-রাজিকা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু এখন তন্মধ্যে ২৫।২৬টী মাত্র বিদ্যমান। এরূপ স্থলে মনে করিয়া দেখুন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কীর্ত্তিগুলির কি পরিণাম! সে দিনও বারাণসীর পার্শ্বস্থ সারনাথের ১০ হাত মৃত্তিকার নিম্ন হইতে বহুতর প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি, অশোকানুশাসন ও কনিষ্কের লিপি বাহির হইয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিলে বহু নিম্ন ভূগর্ভ হইতেও যে প্রাচীনতর লিপি বাহির হইতে না পারে, এমন নহে। শত শত বার ভূকম্পে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে লক্ষ লক্ষ সুপ্রাচীন ভারতীয় কীর্ত্তি ভূগর্ভশায়ী হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? যখন ৮৪ হাজার অশোককীর্ত্তির মধ্যে মাত্র ২০।২৫টী পাওয়া যাইতেছে, তখন সহজেই অনুমেয় যে, তৎপূর্ব্বেকার কত লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তি বিলুপ্ত! সুতরাং পিপ্রাবার বৌদ্ধলিপির পূর্ব্বতন কোন শিলালিপি এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই বলিয়া এমন আমরা মনে করিব না যে, তৎপূর্ব্বে রাজকীয় শাসনলিপির প্রচলন ছিল না।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি অধিকাংশই যে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি। [স্মৃতি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সকলেই রাজলেখা ও রাজানুশাসন-লিপির উল্লেখ করিয়াছেন।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য* নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং তু কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥
পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মনশ্চ মহীপতিঃ॥
প্রতিগ্রহপরিমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্তকালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥" (১।৩১৭।৯)

রাজা ভূমিদান বা কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে ভাবী ভদ্র নৃপতিগণকে জানাইবার উপযোগী লেখ্য করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে নিজ বংশীয় পিতৃপুরুষগণের ও প্রতিগৃহীতার নাম, প্রতিগ্রহের পরিমাণ ও গ্রাম ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবেন। উক্ত পত্রে তাঁহার নিজ দস্তখত, সন তারিখ ও নিজ মুদ্রার চিহ্নিত শাসন করিয়া দিবেন।

গ্রীকলেখক নিয়ার্খস্ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দে যে কার্পাসাদি লেখ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত 'পট' বলিয়া মনে করিতে পারি।

অশোকলিপির পূর্ব্বতন পিপ্রাবার বৌদ্ধলিপির অক্ষর পূর্ণাবয়বসম্পন্ন। এই লিপির পূর্ণাবয়ব গঠিত হইতে বহু শত বর্ষ অতীত হইয়াছিল। যখন ঐরূপ সুপ্রাচীন লিপিতে ভারতীয় সকল বাম হইতে দক্ষিণ লিপির মূল পাওয়া যাইতেছে, তখন ব্রাহ্মী লিপিকেও আমরা ঐরূপ লিপি বা তাহার প্রাচীন রূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। শ্রুতি, স্মৃতি ও সুপ্রাচীন হিন্দু-রাজগণের অনুশাসন সেই ব্রাহ্মী লিপিতেই লিখিত হইত।

ঋগ্বেদে দর্শনযোগ্য মন্ত্রমূর্ত্তি ও বর্ণের উল্লেখ আছে। মিসরে যেমন একই সময়ে চিত্রলিপি (Hieroglyphics) ও তাহার সঙ্কেত লিপি (Hieratic characters) প্রচলিত ছিল, বৈদিক আর্য্যদিগের মধ্যেও সেইরূপ মন্ত্রমূর্ত্তিরূপ চিত্রলিপি ও বর্ণলিপি প্রচলিত ছিল। পাপিরস্ (Papyrus) নামক পত্রে যেমন মিসরীয় আদি সঙ্কেত লিপি অঙ্কিত হইত, বৈদিক কালেও সেইরূপ ভূর্জ্জপত্রে অথবা ক্ষুরভ্র দ্বারা কোন পটে লিখিবার প্রথা ছিল।

বেদাঙ্গের অন্যতর শিক্ষাগ্রন্থে বর্ণিত আছে,—'শম্ভুর মতে—প্রাকৃতে এবং সংস্কৃতে যথাক্রমে ত্রিষষ্টি ও চতুঃষষ্টি বর্ণ প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে স্বরবর্ণ একবিংশতিটী, স্পর্শ বর্ণ অর্থাৎ ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্গীয় বর্ণ পচিশটী, যাদি বর্ণ অর্থাৎ য ব র ল শ ষ স হ এই আটটী এবং যম বা যুগ্মবর্ণ (?) চারিটী। এতদ্ভিন্ন অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপধ্মানীয়, দুঃস্পৃষ্ট ৯কার এবং প্লুত, এই সমষ্টি লইয়া চতুঃষষ্টি বর্ণ।

'আত্মা বুদ্ধির সহিত মিলিয়া বচনরচনবাসনায় মনকে প্রেরণ করেন। তখন মন কায়াগ্নিকে আহত করিতে থাকে। অগ্নি বায়ুকে প্রেরণ করে। বায়ু হৃদয়দেশে বহিয়া ধীরে ধীরে স্বর উৎপাদন করে। ঐ স্বর প্রাতঃস্নানের সাহচর্য্যে গায়ত্রী-ছন্দে, মধ্যাহ্নে কণ্ঠোত্থিত মধ্যম ত্রিষ্টুভ্ছন্দে এবং সায়াহ্নে অত্যুচ্চ শীর্ষণ্য জগতীচ্ছন্দে পরিণত হয়। বায়ু ক্রমে উত্থিত হইয়া শীর্ষদেশে অভিহত হয়, পরে তথা হইতে মুখে আসিয়া বর্ণ-সমষ্টি প্রকাশ করিতে থাকে। ঐ বর্ণসমষ্টি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা,—স্বর, কাল, স্থান, প্রযত্ন ও অনুপ্রদান। বর্ণাভিজ্ঞগণ উক্ত পাঁচ ভাগেই বর্ণ বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'স্বর ত্রিবিধ—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। অচ্ বা স্বর বিষয়ে উক্ত তিন স্বর এবং হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত ইহারাই কালতঃ নিয়ত বা নিয়মবদ্ধ। উদাত্ত স্বর হইতে নিষাদ ও গান্ধার, অনু-দাত্ত হইতে ঋষভ ও ধৈবত, এবং স্বরিত হইতে ষড়্জ, মধ্যম এবং পঞ্চম স্বরের উদ্ভব।'

'বর্ণ-সমষ্টির উচ্চারণের স্থান আটটী, যথা—হৃদয়, কণ্ঠ, শির, জিহ্বামূল, দন্তসমূহ, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। 'ও' ভাব, বিবৃত্তি, শ ষ স, রেফ, জিহ্বামূল ও উপধ্মা, এই আটটী হইল উষ্ম বর্ণের প্রসিদ্ধ গতি। 'ও' ভাবটী উকারান্তাদি পদে সংহত দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ পদ স্বরান্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অপরত্র যে যে পদে উষ্মবর্ণের অভিব্যক্তি, সেই সেই পদও তদ্রূপ স্বরান্ত বলিয়াই বিজ্ঞেয়। হকার পঞ্চ স্বরে ও অন্তস্থ বর্ণসমূহে মিলিত হইলে তাহা হৃদয়োৎপন্ন আর অমিলিতাবস্থায় কণ্ঠোত্থিত বলিয়াই জানিতে হইবে।'*

* এখন যে কয়খানি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত দেখা যায়, তন্মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার সহিত মানবধর্ম্মসূত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য। এই কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিকে অতি প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। মনুর নাম দিয়া যে সকল শ্লোক রামায়ণ ও মহাভারতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অনেক শ্লোক আমরা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে পাইয়াছি। এরূপ স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ধর্ম্মশাস্ত্রকে বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গ্রহণ করিতে আর আপত্তি থাকিতেছে না।

* "ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ।
প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা॥
স্বরা বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
যাদয়শ্চ স্মৃতা হ্যষ্টৌ চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ॥
অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ≍ ক ≍ পৌ চাপি পরাশ্রিতৌ।
দুঃস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্ঞেয়ো ৯কারঃ প্লুত এব চ॥
আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্মনো যুঙ্ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥

প্রথমতঃ ৬৩ বা ৬৪টী বর্ণ বেদাঙ্গে স্থির হইলে বেদে তাহার প্রয়োগ থাকিলেও লৌকিক ভাষায় অনেকগুলি অক্ষর পরিত্যক্ত হয়। ললিতবিস্তর হইতে জানিতে পারি যে, বুদ্ধদেব ৪৫টী মাত্র বর্ণলিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন।

যথা—অ, আ ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ।
ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ।
ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম। য র ব।
শ ষ স হ ক্ষ। (ললিতবিস্তর ১০ অধ্যায়)

আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত বর্ণমালার মধ্যে উত্তর ভারতে প্রচলিত ঋ ৠ ৯ ৡ এবং দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ৯ ৡ ও ল মোট এই ৫টী বর্ণ এককালেই নাই। অথচ ললিতবিস্তরের গাথা মধ্যে ৡ, ল ব্যতীত অপর চারিটী অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে।

ললিতবিস্তরে অকারাদি ক্ষকারান্ত উক্ত ৪৫টী অক্ষরমাতৃকা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে ৫০টী মাতৃকা ও ৪২টী ভূত-লিপি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যথা—

"কুণ্ডলী ভূতসর্পাণামঙ্গশ্রিয়মুপেয়ুষী।
ত্রিধামজননী দেবী শব্দব্রহ্মস্বরূপিণী॥
গুণিতা সর্ব্বগাত্রেণ কুণ্ডলী পরদেবতা।" (সারদাতিলক)

"দ্বিচত্বারিংশদিতি ভূতলিপিমন্ত্রময়ী,পঞ্চাশদিতি মাতৃকালিপিঃ।"

যাহাহউক, উত্তরভারতে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দে যে প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল, অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল। দেখা যায়, অশোকলিপি হইতেই ক্রমশঃ ভারতীয় সকল লিপি পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

প্রজ্ঞাপনাসূত্র নামক জৈনদিগের উপাঙ্গে লিখিত আছে—
"জেণং অদ্ধ মগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জস্স য নং বম্ভী বিপবত্তই।"

অর্থাৎ অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অশোকের পূর্ব্বে ব্রাহ্মী প্রভৃতি ১৮টী লিপি প্রচলিত ছিল, তখনও মগধলিপি, অঙ্গলিপি প্রভৃতির বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই। সে সময় জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিও সুপ্রাচীন ব্রাহ্মীলিপিতেই লিখিত হইত, তাই বোধ হয় পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ মগধাদি স্থানে প্রচারিত অশোকলিপিকেও ব্রাহ্মী-লিপি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে সঙ্কলিত জৈনধর্ম্মশাস্ত্র নন্দীসূত্রে ৩৬ প্রকার লিপির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—হংসলিপি ১, ভূত-লিপি ২, যক্ষলিপি ৩, রাক্ষসীলিপি ৪, উড্ডীলিপি ৫, যাবনী-লিপি ৬, তুরুক্কীলিপি ৭, কীরীলিপি ৮, দ্রাবিড়ীলিপি ৯, সৈন্ধবী-লিপি ১০, মালবীলিপি ১১, নড়ীলিপি ১২, নাগরীলিপি ১৩, পারসীলিপি ১৪, লাটীলিপি ১৫, অনিমিত্তলিপি ১৬, চাণক্কী-লিপি ১৭, মৌলদেবী ১৮। নন্দীসূত্রের মতে এই ১৮টী লিপি ঋষভদেবের দক্ষিণ হস্তে প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া অন্য ১৮ প্রকার লিপির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—লাটী ১৯, চৌড়ী ২০, ডাহলী ২১, কাণড়ী ২২, গুজরী ২৩, সোরঠী ২৪, মরহঠী ২৫, কোঙ্কনী ২৬, খুরাসানী ২৭, মাগধী ২৮, সৈংহলী ২৯, হাড়ী ৩০, কীরী ৩১, হম্বীরী ৩২, পরতীরী ৩৩, মসী ৩৪, মালবী ৩৫ ও মহাযোধী ৩৬। নন্দীসূত্রের রচনাকালে এই ৩৬ প্রকার লিপি ভারতে প্রচলিত ছিল। নন্দীসূত্রের মতে দেশবিশেষের নামানুসারে ঐ সকল লিপি ও ভাষার নামকরণ হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে শেষ-কৃষ্ণ ৬টী মূল প্রাকৃত ও ২৭টী অপভ্রংশ ভাষার উল্লেখ করিয়া-ছেন। ঐ সকল প্রাকৃত ভাষার ন্যায় তৎকালে বিভিন্ন লিপিও প্রচলিত ছিল। শেষকৃষ্ণের প্রাকৃতচন্দ্রিকা হইতে এইরূপ নাম পাই—মহারাষ্ট্রী ১, অবন্তী ২, সৌরসেনী ৩, অর্দ্ধমাগধী ৪, বাহ্লীকী ৫, মাগধী ৬, ব্রাচণ্ড ৭, লাট ৮, বৈদর্ভী ৯, উপনাগরী ১০, নাগরী ১১, বার্ব্বরী ১২, আবন্ত্য ১৩, পাঞ্চাল ১৪, টাক্ক ১৫, মালবী ১৬, কৈকয় ১৭, গৌড় ১৮, উড্র ১৯, দৈব ২০, পাশ্চাত্য ২১, পাণ্ড্য ২২, কৌন্তল ২৩, সৈংহল ২৪, কালিঙ্গ্য ২৫, প্রাচ্য ২৬, কর্ণাটী ২৭, কাঞ্চ্য ২৮, দ্রাবিড় ২৯, গৌর্জ্জর ৩০, আভীর ৩১, মধ্যদেশীয় ৩২ ও বৈড়াল ৩৩।

[দেবনাগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

মারুতস্তূরাস চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্।
প্রাতঃসবনযোগং তং ছন্দোগায়ত্রমাশ্রিতম্॥
কণ্ঠে মাধ্যন্দিনযুগং মধ্যমং ত্রৈষ্টুভানুগম্।
তারং তার্ত্তীয়সবনং শীর্ষণ্যং জাগতানুগম্॥
সোদীর্ণো মূর্দ্ধাভিহতো বক্ত্রমাপদ্য মারুতঃ।
বর্ণান্ জনয়তে তেষাং বিভাগঃ পঞ্চধা স্মৃতঃ॥
স্বরতঃ কালতঃ স্থানাৎ প্রযত্নানুপ্রদানতঃ।
ইতি বর্ণবিদঃ প্রাহুর্নিপুণং তন্নিবোধতঃ॥
উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ।
হ্রস্বো দীর্ঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অপি॥
উদাত্তে নিষাদগান্ধারাবনুদাত্ত ঋষভধৈবতৌ।
স্বরিতপ্রভবা হ্যেতে ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥
অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃকণ্ঠঃ শিরস্তথা।
জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥
ওভাবশ্চ বিবৃত্তিশ্চ শষসা রেফ এব চ।
জিহ্বামূলমুপধ্মা চ গতিরষ্টবিধোষ্মণঃ॥
যদ্যোভাবপ্রসন্ধানমুকারাদিপরং পদম্।
স্বরান্তং তাদৃশং বিদ্যাদ্‌যদন্যদ্ব্যক্তমূষ্মণঃ॥
হকারং পঞ্চভির্যুক্তমন্তস্থাভিশ্চ সংযুতম্।
ঔরস্যং তং বিজানীয়াৎ কণ্ঠ্যমাহুরসংযুতম্।" (পাণিনীয় শিক্ষা)

ভারতবর্ষে এইরূপে নানা লিপি প্রচলিত থাকিলেও সকল লিপির ঠিক রূপ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে কোন্ বংশের ব্যবহৃত লিপি কতদূর প্রচলিত ছিল, সংক্ষেপে তাহারই পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মাগধ ব্রাহ্মী বা মৌর্য্যলিপি।

'মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক যে ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহার করিতেন, হিমালয়ের তরাই হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সেই লিপির নিদর্শন বাহির হইয়াছে। মহাবংশ হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, অশোকের এক পুত্র ও এক কন্যা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত মাগধ ব্রাহ্মীলিপিও গিয়াছিল, তাহারই নিদর্শন সিংহলে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দে উৎকীর্ণ অভয়গামিনীর শিলালিপিতে পাওয়া গিয়াছে। কেবল সিংহল বলি কেন, চীনসমুদ্রের তীরবর্ত্তী কম্বোজ ও অন্নম্ রাজ্য হইতেও ব্রাহ্মী লিপির বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার ভট্টিপ্রোলু হইতে যে দ্রাবিড়-ব্রাহ্মীলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার যুক্তস্বরের সামান্য প্রভেদ ছাড়া অপরাপর বর্ণের সহিত সেরূপ পার্থক্য নাই। স্থানভেদে লিপিকরের হাতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল।

পিপ্রাবার খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লিপি ও তৎপরবর্ত্তী খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ নানাঘাটের অন্ধ্রলিপি অর্থাৎ ঐ সময়ের আর্য্যাবর্ত্তের সমুদয় লিপি প্রায় একই রূপ;—ইহাতে বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫০০ বর্ষ কাল একই লিপি সমভাবে চলিয়াছিল, পিপ্রাবার পূর্ণাবয়ব লিপি হইতে মনে হইবে যে, তৎপূর্ব্বেও অন্ততঃ ৫০০ বর্ষ কাল অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩০০০ বর্ষ ভারতে সেই এক প্রকার ব্রাহ্মীলিপি প্রচলিত থাকাই সম্ভবপর। যাহা হউক, আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিয়া মনে হইতেছে, প্রাচীন লিচ্ছবিবংশ, নন্দবংশ, মৌর্য্যবংশ, চেতবংশ এবং শুঙ্গমিত্রবংশের রাজত্বকালে প্রায় এক প্রকার ব্রাহ্মী লিপিই প্রচলিত ছিল।

তৎপরে ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমায় শকাধিপত্য বিস্তারের সহিত ব্রাহ্মী লিপির আকার সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন হইতে থাকে; সেই ব্রাহ্মীলিপি ইতিহাসে শকলিপি নামে গণ্য হইবার যোগ্য। মথুরা, সুরাষ্ট্র প্রভৃতি স্থান হইতে শকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন-রাজবংশের যে সকল লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য্য বা শকলিপির সংস্কার বলিয়াই মনে করি। নাসিকে কাদম্ব, জুন্নর ও জগয্যপেটে অন্ধ্রভৃত্য এবং কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে পল্লব রাজবংশের যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, শকলিপির অক্ষরের সহিত ঐ সকল লিপির সাদৃশ্য আছে। এই শকব্রাহ্মী লিপি হইতে কিরূপে বর্ত্তমান উত্তর-ভারতীয় নাগরী ও গৌড়লিপি উৎপত্তি হইল, অপর পৃষ্ঠায় ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির তালিকা দেখিলেই জানা যাইবে।

দাক্ষিণাত্যলিপি।

বিন্ধ্যাদ্রির দক্ষিণে গুজরাত, কাঠিয়াবাড় পর্য্যন্ত যে লিপি প্রচলিত, তাহাকেই আমরা দাক্ষিণাত্য লিপি বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পূর্ব্বে যে দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মী লিপির কথা লিখিয়াছি, তাহাই সমস্ত দাক্ষিণাত্য লিপির জননী।

কৃষ্ণা জেলার ভট্টিপ্রোলু হইতে আবিষ্কৃত দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মীর কথা পূর্ব্বে জানাইয়াছি, আর্য্যাবর্ত্তে গুপ্ত ও তদনুবর্ত্তী বিভিন্ন বংশের লিপির ন্যায় দাক্ষিণাত্যেও সেই দ্রাবিড়ী লিপি হইতে তথাকার অন্ধ্র, শক, গুপ্ত, বলভী, গুর্জ্জর, বাকাটক, কদম্ব, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চালুক্য, চের, চোল, পল্লব, গঙ্গ, রাষ্ট্রকূট, কাকতীয়, বাণ, পাণ্ড্য প্রভৃতি রাজবংশের বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত লিপিসমূহ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়াছে।

জুনাগড়, গিরনার প্রভৃতি স্থানের খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর শকক্ষত্রপ লিপি, নাসিক, কুড়, জুন্নর, কর্ণেরি প্রভৃতি স্থান হইতে খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৩য় শতাব্দীর সাতবাহন-লিপি, কৃষ্ণা জেলার জগয্যপেট হইতে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দে উৎকীর্ণ অলঙ্কৃত ইক্ষ্বাকুরাজ 'সিরিবীর পুরিসদত্তে'র লিপি, কাঞ্চীপুর হইতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ পল্লবলিপি, সাঞ্চী ও মন্দসোর হইতে খৃষ্টীয় ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দে প্রচলিত গুপ্তলিপি, সুরাষ্ট্র ও গুজরাত হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দে উৎকীর্ণ বলভী-রাজবংশের লিপি, ৬ষ্ঠ ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ গুর্জ্জর-রাজবংশের লিপি, মধ্যপ্রদেশে ৫ম ও ষষ্ঠ শতাব্দে উৎকীর্ণ বাকাটক রাজবংশের লিপি, নাসিক জেলার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ কদম্বরাজগণের লিপি, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্র হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দের প্রতীচ্য চালুক্য রাজবংশের লিপি, গোদাবরী ও কৃষ্ণা জেলা হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের প্রাচ্য চালুক্য রাজগণের লিপি, কাঞ্চী ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর পল্লবরাজগণের লিপি, মহিসুর হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর গঙ্গ (দক্ষিণশাখা) ও চেররাজগণের লিপি, গুজরাত ও কর্ণাট হইতে আবিষ্কৃত রাষ্ট্রকূটলিপি, কলিঙ্গের খৃষ্টীয় ৯ম হইতে ১২শ শতাব্দে উৎকীর্ণ গঙ্গরাজগণের লিপি উল্লেখযোগ্য। ঐ সকল বিভিন্ন লিপি আলোচনা করিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি কলিঙ্গের গঙ্গলিপি হইতে বর্ত্তমান উড়িয়া, চালুক্যলিপি হইতে বর্ত্তমান তেলগু ও কণাড়ী এবং চের ও চোললিপি হইতে তামিল লিপি গঠিত হইয়াছে।

দাক্ষিণাত্যের লিপিতত্ত্বপ্রণেতা ডাক্তার বুর্ণেল, দাক্ষিণাত্যের লিপিমালাকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ তেলগু-কণাড়ী, ২ গ্রন্থতামিল, ৩ বট্টেলেত্তু ও ৪ দক্ষিণীনাগরী। বেঙ্গী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যচালুক্য ও যাদবলিপি তেলগু কণাড়ীর অন্তর্গত, ঐ সকল লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তেলগু ও কণাড়ী লিপির পুষ্টি। চের ও চোললিপি গ্রন্থতামিলের অন্তর্গত অর্থাৎ ঐ দুই প্রাচীন লিপি হইতেই প্রাচীন ও আধুনিক তামিল-গ্রন্থ ও তুলু-মলয়াল লিপির উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রাচীন তামিল লিপির পূর্ব্বে বট্টেলেত্তু নামক একপ্রকার খাঁটী দ্রাবিড়লিপির উৎপত্তি হইয়া অল্প দিন হইল অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বট্টেলেত্তু।

বট্টেলেত্তু অর্থাৎ বর্ত্তুললিপি, এই লিপি গোল গোল হাতের মত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে। কত পূর্ব্বে এই লিপির উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয় করা একপ্রকার অসম্ভব।

ডাক্তার বুর্ণেল সাহেবের মতে, এই লিপি অশোকলিপি হইতে সমুদ্ভূত নহে। অশোকলিপির সহিত ইহার ধন্ধ্যাত্মক সাদৃশ্য নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণদিগের দাক্ষিণাত্যে আগমনের পূর্ব্বে এই লিপিই দ্রাবিড়লিপিরূপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে, অশোকের মৌর্য্যলিপির ন্যায় এই সুপ্রাচীন লিপিও সেমিটিক লিপি হইতে উদ্ভূত। লেনরমণ্ট বট্টেলেত্তু ও সাসনীয় (পহলবী) লিপি মিলাইয়া উভয় অক্ষরে যথেষ্ট সাদৃশ্য বাহির করিয়াছেন। কিন্তু বট্টেলেত্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মীদ্রাবিড়ী-লিপির প্রভাবে ক্রমেই অচল হইতে থাকায় ইহার প্রাচীনতম রূপ বাহির হইতেছে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তরভারত হইতে পণিকগণের এক শাখা দাক্ষিণাত্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আদি বট্টেলেত্তুলিপি ব্যবহার করিত, তাহারা সেই অতি প্রাচীনকালে কাহারও নিকট হইতে লিপি গ্রহণ করে নাই। মিসরে অতিপ্রাচীন সঙ্কেত (Hieratic) লিপিতে অকার ও ইকার লিপি উচ্চারণের যে সঙ্কেত আছে, তাহার সহিত বট্টেলেত্তুর সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমরা মনে করিতে পারি, দ্রাবিড়বাসী পণিকদিগের বাণিজ্যলিপি সুদূর মিসরে প্রচারিত হইয়া সঙ্কেত-লিপির আকার ধারণ করিয়াছে। ডাক্তার টেলর দেখাইয়াছেন যে সেই সঙ্কেতলিপিই সিদোন, মোআব, অরমা, সেবীয়, যোক্তান প্রভৃতি স্থানীয় ফিনিক বা সেমিটিক লিপির জননী। সুতরাং দ্রাবিড়ের আদি লিপিকেও আমরা সুপ্রাচীন বহু পাশ্চাত্য-লিপির মূল বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে দ্রাবিড়ের হিন্দুরাজগণ সিরীয়-দিগকে যে শাসন দান করেন, তাহাতেও বট্টেলেত্তু অক্ষর পাওয়া গিয়াছে। ঐ সময়েরই অল্পকাল পরে (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে) চোলরাজগণ মদুরা অধিকার করিয়া তামিল অক্ষর চালাইতে থাকেন, এই সময় হইতেই বট্টেলেত্তু বিরলপ্রচার হইল, অবশেষে খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দে দ্রাবিড় হইতে এই লিপি একবারে উঠিয়া গেল। কেবল মলবার উপকূলে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুগণ ঐ লিপি ব্যবহার করিতেন। এই সময়ে বট্টেলেত্তু অক্ষরই একটু বিকৃত করিয়া কোলেলেত্তু নাম ধারণ করে, হিন্দুরাজগণ দানপত্রে ঐ লিপি চালাইয়া গিয়াছেন। তেলি-চেরি ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসী মাপ্পিলাগণ সে দিন পর্য্যন্ত বট্টেলেত্তু অক্ষরেই লেখাপড়া করিত, সম্প্রতি ধর্ম্মের গোঁড়ামীতে তাহারা ঐ লিপি ছাড়িয়া আরবী অক্ষর ব্যবহার করিতেছে।

নন্দী নাগরী।

দাক্ষিণাত্যে যে নাগরী লিপি প্রচলিত হয়, তাহা নন্দী-নাগরী নামে প্রসিদ্ধ। ১০৩১ খৃষ্টাব্দে অলবীরুণী যে 'সিদ্ধমাতৃকা' লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সময়ে এই লিপি বারাণসী, মধ্যদেশ ও কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল, তাহাই খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দে দাক্ষিণাত্যে আনীত হয়। তাই আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধমাতৃকার ব্যবহার দেখি না, সমস্তই ১০ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। কেবল মহাবলিপুরের শালবনকুপ্পং নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী অতিরণচণ্ডেশ্বরের মন্দিরে দাক্ষিণাত্য-লিপির সহিত নাগরীলিপি দৃষ্ট হয়, এই লিপিখানি দাক্ষিণাত্য-বাসীর জন্য নহে, উত্তরভারতীয় তীর্থযাত্রীর উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই বোধ হয়। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে দাক্ষি-ণাত্যে মুসলমান অভিযান ঘটিলে এবং সংস্কৃতচর্চ্চার লীলাভূমি বিজয়নগর মুসলমানকবলিত হইলে সংস্কৃত ও দেশীয় সাহিত্যের অধঃপতনের সহিত এখানে নাগরীলিপির প্রচারও বিরল হইয়া পড়িল। এ সময়ের পর দাক্ষিণাত্যে যে সকল নাগরীলিপি (হলকণ্ণড়) পুথি ও শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতে লিপি-পদ্ধতির বিকৃতি ও অধোগতিই দৃষ্ট হয়।

মরাঠারা তঞ্জোর অধিকার করিয়া এখানে যে নাগরী প্রচলিত করেন, তাহা 'বালবোধ' নামে সাধারণতঃ পরিচিত।

গ্রন্থলিপি।

দাক্ষিণাত্যে এক সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিতে যে লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহাই "গ্রন্থ" নামে পরিচিত। এই গ্রন্থলিপি আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে তঞ্জোরপ্রদেশের ব্রাহ্মণেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা চতুরস্র এবং অরকদু ও মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী জৈনেরা যে লিপি ব্যবহার করেন, তাহা কতকটা বর্ত্তুলাকার। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশ ধর্ম্মগ্রন্থই উক্ত গ্রন্থলিপিতে লিখিত। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে তুলু-মলয়ালম্ নামে আর একপ্রকার গ্রন্থলিপি বহুকাল হইতে প্রচলিত

জয়াপীড় কর্তৃক গৌড়ের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণাদির উত্তরপুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ, মন্ত্রী পশুপতি, কায়স্থপ্রবর সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ঘটককারিকামতে, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পর আদিশূরের সময়ে তাঁহাদের দারপুত্রাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস এই তিন জন কায়স্থ (দারাদিসহ) আসিয়াছিলেন।

সেনরাজগণ। ইতিপূর্ব্বে আদিশূরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু ৺রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ সময়প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে, "১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয় (১)" এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেককাল অবধারণ করিয়াছেন (২)।

দানসাগরে লিখিত আছে—

'অত্র সম্বৎসরাদি সময় বিশেষ পরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণ কালস্যৈব সম্বৎসরত্ব প্রতিপাদনায় লিখ্যতে।

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্ বল্লালসেনেন পূর্ণে।

শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥

রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যান্তে।

ক্রমশোহত্র সংপরীদানুদাদ্যা বৎসরাঃ পঞ্চ॥

তদেবমেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রাবেহঙ্কিতে শাকে।

সম্বৎসরাঃ পঞ্চাস্মি বিশ্বপরারম্ভঃ চ।

সম্বৎসরপরিবৎসরইদাবৎসরউদ্বৎসরাঃ॥"

[দানসাগর হস্তলিপি ২২০ পত্র-১ পৃঃ]

চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিভগণকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই সংবৎসরাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে। সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা সময়ে 'সংবৎসর' নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর 'সংবৎসর' বর্ষ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত চূর্ণক দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—'অত্র সংবৎসরাদিসময়বিশেষপরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে"—

(তেন) রবিভগণাঃ—১০৯১ শকে

১৯৫৫৮৮৪২৭০, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট "০" শূন্য থাকে। ইহাতে সংবৎসর নামক বর্ষই হইবে কারণ অতীত বিষয়ই অবশিষ্ট থাকিবে।

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই মুখ্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য এবং অপরাপর প্রমাণ কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

দেবীবর, বাচস্পতি, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের মতে বল্লালসেন অম্বষ্ঠকুলজাত মিত্রসেনের পুত্র। আবার কেহ আদিশূরের পুত্র, কেহ বিশ্বক্সেনের পুত্র, কেহ শুকসেনের পুত্র, কেহ ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র, আবার কেহ তাঁহাকে জারজ বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* যে যাহাই বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহ অথবা একদেশী অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি ও তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে।

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় শতাধিকবার "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব" এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৪)।

[১] "নিখিল নৃপচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন পূর্ণে নবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।" ৺রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ধৃত সময়প্রকাশ।

কিন্তু আমরা যে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে "পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে" এইরূপ প্রকৃত পাঠ আছে।

[২] তাঁহাদের মতে, "আবুলফজেলের মতানুসারে বল্লালের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ অঃ।" কিন্তু আবুলফজল আইন-অকবরীর কোথাও বল্লালসেনের সময় নিরূপণ করেন নাই। তাঁহার মতে, গৌড়দুর্গস্থাপয়িতা বল্লাল ৫০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। (See H. S. Jarrett's Ain i Akbari. Vol. II, p. 146.)

* বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত রিস্‌লিসাহেব-রচিত "বঙ্গ ও বেহারের জাতিতত্ত্ব" গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনরাজগণকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। (See H. H. Risley's Tribes and Castes of Bengal Vol. I. p. 47) কিন্তু সেনরাজগণ স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'চন্দ্রবংশীয়' ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং রিস্‌লিসাহেবের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। (Journ. As. Soc. Bengal, 1865, pt. p. I. 143-154 দেখ।)

(৩) "হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকে-

কল্পান্তঃ স্বগণৈরদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।

তদনু বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো

দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্॥...

দৈত্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সক্ষোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং

শ্রীবল্লালনৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাবগৌড়েশ্বরঃ।"

দানসাগর (সূচনা)।

(৪) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব ও লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনদেব ও স্ব স্ব প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপিপাঠে জানা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র, যশোদেবীর গর্ভজাত।

অতএব যখন দেখা যাইতেছে, শিলালিপি ও দানসাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তৎপুত্র কেশবসেনদেব স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' (১) ও 'সোমবংশ-প্রদীপ' (২) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন

কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠবৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয়চরিত্রের আভাস দিয়াছেন। (৩)

বিজয়সেন কর্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে খোদিত আছে, বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। (৪)

(১) "ভূমীভুজঃ ক্ষ ট্রমথোষধিনাথবংশে"

Journ. As. Soc. Bengal. 1875. pt. I. p. 11.

(২) "সেনকুল-কমলবিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপঃ"

Journ. As. Soc. Bengal. Vol. VII. p. 45.

(৩) "ছন্দোভিশ্চৈকবন্ধে ক্ষতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্য্যা।
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।"

দানসাগর (সূচনা)

(৪) ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কেহ শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয় (Noblest Kshatriya) লিখিয়াছেন। [Journ. As. Soc. Bengal. 1856. pt. I. p. 144.] শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ব্রহ্মক্ষত্রের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়েরেব কৈশ্চিত্তপো বিশেষাৎ ব্রাহ্মণং লব্ধমিতি।" (বিষ্ণুপু° ৪।২১।৪টী)

স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হইয়াছে। যথা—

"পরশুরাম উবাচ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো।।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করম্। ১৩॥
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিত্য শঙ্কর।
আরাধিতোঽপি তপসা ধনুর্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে॥" ১৪ ॥

রেণুকামাহাত্ম্য ১৫ অঃ।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইলেও পুরাণকার তাঁহাকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থগণ অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ—সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতকগুলি গৌড়কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন; তাঁহারা বহুদিন হইল গৌড়দেশের সংস্রব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে প্রকৃত "কায়স্থ" বলিয়া জানেন।

বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন (৬) ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্তপদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিকপদে নিযুক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহকার শূলপাণি (৮) দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় "কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ কায়স্থ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত এবং ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। এখন বোধ হইতেছে, আদিশূরের ন্যায় কুলবিধাতা বল্লালসেনও ঐরূপ

এদিকে বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে দেখা যায় যে, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণ 'ব্রহ্মক্ষত্র' নামে কথিত হইয়াছেন। পুরাণের মতে, ক্ষেমকেই শেষ ব্রহ্মক্ষত্র রাজা। তাঁহার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রবংশের লোপ হয়। সুতরাং পুরাণ-অনুসারে সেনরাজগণ ক্ষেমকবংশসম্ভূত হইতে পারেন না। যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ।

(৫) H. H. Risley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 441.

(৬) ধ্রুবানন্দমিশ্রপ্রণীত মহাবংশাবলী মতে, লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণাদির সমীকরণ করেন।

(৭) তৎকালে কোন বৈদ্যজাতি যে এরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। (৮) Notices of Sanskrit Mss. Vol. II. p. 104.

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন। আইন অকবরীমতে, বল্লালসেন ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ হয়, বল্লাল শেষাবস্থায় সংসারাশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই যদি তাঁহার রাজত্বকালের শেষ অব্দ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আইন-অকবরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০০১ শকে (১১১৯ খৃঃ) তাঁহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার রচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে পরিচয় দিয়াছেন—শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করেন।" (ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব ১।১২)।

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহা-মাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তদ্বিরচিত সূক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে * ॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতোরকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে ॥"

সূক্তিকর্ণামৃত ৫ম প্রবাহ।

১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনরাজের ৩৭ বর্ষে ফাল্গুনমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণা-মৃত রচনা করেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব ১১৬৯খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। সূক্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা যাইতেছে, যে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩৭ বর্ষ রাজত্ব চলিতেছে।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের অনুবর্ত্তী হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজা লক্ষ্মণসেন বহুদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে, ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখক মিন্হাজুদ্দীন্ লিখিয়াছেন, 'বখ্‌তিয়ারের সমস্ত সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল, (নদীয়া) নগরের চারিপার্শ্ব অধিকৃত হইল ;—রায় লখ্‌মণিয়া সকনাট (সমতট) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।' (১০)

---

* ৺ রাজেন্দ্রলাল সদুক্তিকর্ণামৃতের যে হস্তলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।" এইরূপ পাঠ আছে।

Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. p. 14.

(৯) তবকাৎ-ই নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেভার্টি সাহে-বের মতে, বখ্‌তিয়ার ৫৯০ হিজিরি অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন (Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 550n.) ব্লকম্যান সাহেবের মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (Blochmann's Contribution to the 'Geography and History of Bengal, in J. A- S- B- 1873, pt. I. p, 211), উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে (Asiatic Resoarches, Vol. IV. p. 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঘটনা হইয়াছে। (Thomas, Initial Coinage of Bengal). শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

(১০) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p. 658. মিন্হাজের মতে—রায় লখ্‌মণিয়া ৮০ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই—'লখ্‌মণিয়া যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, এখন সন্তান ভূমিষ্ট হইলে নিতান্ত হতভাগ্য হইবে, আর দুই ঘণ্টা পরে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়া রাজছত্র ধারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা আদেশ করিলেন—'যতক্ষণ না শুভলগ্ন হয়, ততক্ষণ আমার পা দুইটি উপরদিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার দুই ঘণ্টা পরে রায় লখ্‌মণিয়া ভূমিষ্ট হইলেন। রাজমাতা সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্‌মণিয়াকে রাজা করিলেন।

(Tabakat-i-Nasiri, p. 555)

মিন্হাজ এই গল্পটি বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর পরে একজন মুসলমানের নিকট লক্ষ্মণাবতী (গৌড) নগরে শ্রবণ করেন। এরূপ স্থলে এই উপাখ্যানটি কতদূর সত্য?—সম্ভবতঃ আজগুবি বলিয়া বোধ হয়।

৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন পুরাবিদ্ এ লখ্‌মণিয়াকে 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বখ্‌তিয়ারের সম-সাময়িক রায় লাক্ষ্মণেয়ের অপর নাম অশোকসেন (চন্দ্র) তিনি লক্ষ্মণ-সেনের পৌত্র। (Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 251.)

আবার কেহ লিখিয়াছেন, "বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের ৫৩ বৎসর অব্দে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৪৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই।...অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বোধ হইল না। ১ম, লখ্‌মণিয়া হইতে লাক্ষ্মণেয় শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে পশ্চিমাঞ্চলে লছ্‌মন, লছমণিয়া ও লখ্‌মণিয়া নাম সচরাচর চলিত। মিন্হাজ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। তিনি 'লখ্‌মণিয়া' শব্দে লক্ষ্মণসেনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য়, বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমন্দির হইতে অশোকচন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন নাই।

তৎকালে নদীয়া হইতে লক্ষ্মণাবতী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড মুসলমানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিন্‌হাজুদ্দীন্ ঐ ঘটনার ৫৫ বর্ষ পরে লিখিয়াছেন, "অদ্যাপি বঙ্গে লখ্‌মণিয়ার বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাজত্ব করিতেছেন।" (১১)

বাস্তবিক লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গে ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অক্‌বরীর মতে, ইনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বালককাল হইতেই দেবী সরস্বতীর প্রসাদে কবিত্ব শক্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমায়ুনের আল্‌মোরানগরের অনতিদূরবর্ত্তী 'যোগেশ্বর' মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দ্বারা মাধবসেনের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে (১৩)। কেবল মাধবসেনই যে হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সহিত ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণবংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম কেদারভূমির বালেশ্বরমন্দিরমধ্যস্থ তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' নামে আপনার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম তাম্রশাসনে অথবা তৎসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আইন-অক্‌বরীর মতে, কেশবসেনের পর সদাসেন বা সুরসেন (১৮ বর্ষ,) তৎপরে রাজা নৌজা বা নারায়ণ (৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিন্‌হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন (১৫)।

এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বল্লালের বংশাবলী ও তাঁহাদের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *।

বিজয়সেন
|
বল্লালসেন (১১১৯ খৃঃ অঃ)
|
লক্ষ্মণসেন (১১৬৯ খৃঃ অঃ)
|
মাধবসেন (১২০৬ খৃঃ) কেশবসেন (১২১৬ খৃঃ অঃ)
|
(?) সুরসেন (১২৩১ খৃঃ অঃ)
|
(?) নারায়ণ (১২৪৯ খৃঃ অঃ)
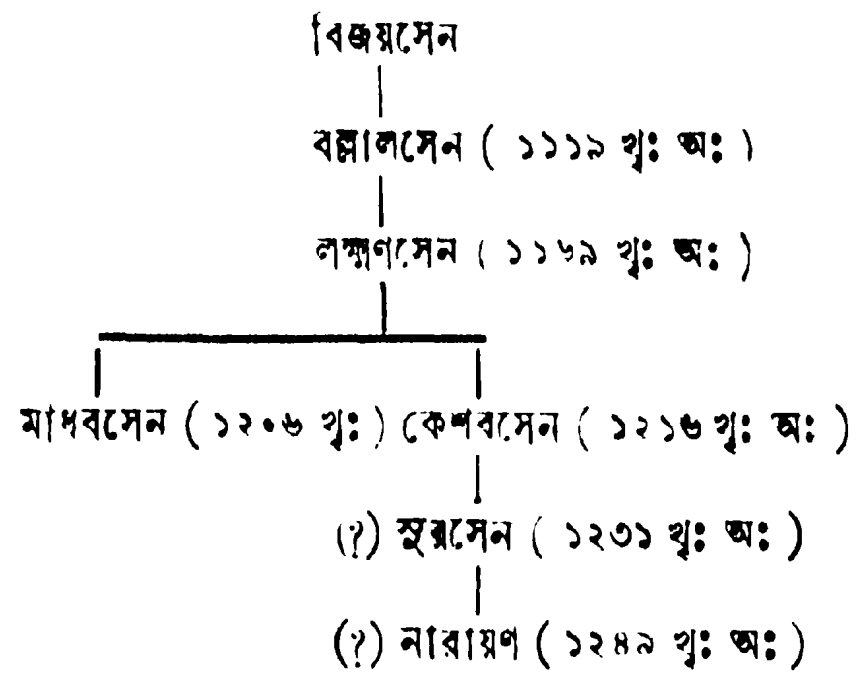
বল্লালকৃত শ্রেণীবিভাগ।—বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থগণ বঙ্গজ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্গে মকরন্দঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, দশরথবসুবংশীয় লক্ষ্মণ ও পূষণবসু, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগুহ ও কালিদাস মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বল্লালসেন মুখ্য কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচন করেন।

তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন "মধ্যল্য" হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি, পালিতবংশীয় জন, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহাবংশীয় কৃষ্ণরাহা, ভদ্রবংশীয় দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় আদিপতি কুণ্ড, সোমবংশীয় বংশধরসোম, সিংহবংশীয়

তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন অথবা সেনরাজগণের সহিত কোন সংস্রব ছিল কি না, শিলালিপিপাঠে কিছুমাত্র জানা যায় না। ঐ শিলালিপির শেষে "ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদামতীতরাজ্যে" এই মাত্র খোদিত থাকায় কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনবংশীয় বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অশোকচল্লের শিলালিপির অন্তে যে সময় লিখিত হইয়াছে; তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। ইত্যাদি কারণে ঐ শিলালিপি দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার উপায় নাই। সুতরাং অশোকচল্লকে সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর অথবা তাঁহার অপরনাম 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৩য়, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের প্রমাণাভাব। প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ে বখ্‌তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। তখন দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

(১১) Raverty's Tabakat-i-Nasiri, p 558.

(১২) মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস সদুক্তিকর্ণামৃতে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

(১৩) E. Atkinson's Himalayan District, p. 492.

(১৪) ১১৪৫ শকে ক্রাচল্লদেব কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। তাম্রশাসনে রুদ্রশর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে "বঙ্গজ ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে। (See E. Atkinson's Kumaon, p. 516.)

(১৫) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLII. pt. I. p. 212.

* বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সংস্রব ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেনরাজগণের সময় নিরূপণ করা উচিত বোধে সেনরাজগণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর লিখিত হইল।

(১৬) ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে ইঁহার বংশীয়গণ "অর্দ্ধকুলীন" বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মৌদ্‌গল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রত্নাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয়, নারায়ণরক্ষিত, অঙ্কুরবংশীয় বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশীয় দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্যবংশীয় ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দনবংশীয় উষাপতি নন্দন এই ২০ জন বল্লালসেন কর্ত্তৃক "মহাপাত্র' নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)।

দক্ষিণরাঢ়ীয়।—ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বসু বংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুই ও গুই, এই ছয়জন প্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কায়স্থদিগকে যেরূপ কুল-বদ্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রাজা দনুজমর্দ্দন রায় বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বরণিকৃত তারিখ-ই-ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাস পাঠে জানা যায়—এই দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলতান্ বলবন্ যৎকালে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দীন্ তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃঃ) দনুজরায় সম্রাট্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) ছিলেন। এই দনুজরায় অবশেষে উত্ত্যক্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন।

(১৭) "বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকে॥
চন্দ্রশেখরদাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥
দামোদরকরঃ খ্যাতো দামন্তু বাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞা স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ।
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ।
নির্দ্দিষ্টা বঙ্গজা এতে বল্লালেন মহাত্মনা॥" দেবীবর।

(১৮) Tarikh-i-Firoz Shahi in *The History of India as told by its own Historian*, by H. M. Elliot, vol. III, p. 116.

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র *, গুহ।

মধ্যল্য।—মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

মহাপাত্র।—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(নিম্ন) মহাপাত্র।—কর, দাস, পালিত, চন্দ, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন।

অচলা।—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাক্রি, বন্ধু, শাক্রি, হেস, সুমসু, গণ্ড, বাণা, বাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, খাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সগ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বহু, অগ্র, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুক্রি, গণ্ডু, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দুত ইত্যাদি। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা।

দনুজরায়ের পর চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বরাবর "সমাজপতি" ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য "সমাজপতি" হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থগণের রাজত্বকালে বঙ্গজকায়স্থগণ প্রধানতঃ চারিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—চন্দ্রদ্বীপ (শিরস্থান), যশোর (বাহুস্বরূপ), বিক্রমপুর (উরুদ্বয়), ফতেয়াবাদ (পাদদ্বয়)।

রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরসমাজ, বারভূঁয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরসমাজ এবং সুবিখ্যাত বীর মুকুন্দরায় কর্ত্তৃক ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাজু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত হয়। [চন্দ্রদ্বীপ, যশোর ও কুলীন শব্দ দেখ।]

রাঢ়ীয়।—রাঢ়ীয় কায়স্থেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—কুলাচার্য্য কারিকামতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ শুক্তি বাগাণ্ডা সমাজে ও গুই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন বংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা—

বংশজ ঘোষদিগের আমড়েশ্বর, দীর্ঘাঙ্গ, করাতি, শেয়াখালা, খনিয়া ও শাঁকরালি।

* বঙ্গজ মিত্র পুত্রহীন হওয়ায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তদবধি বঙ্গজ মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে।

বংশজ বসুদিগের—নিমার্কা, শাল্মলী, চিত্রপুর, দীর্ঘাঙ্গ, গোহরি ও পঞ্চমূলী।

বংশজমিত্রদিগের—দাবড়াকুপি, চাঁদড়া, দাঁতিয়া, চাকলাই, কুমারহট্ট ও বালিয়া।

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় সুনিয়ম স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান্ হুসেনশাহের রাজস্বমন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) একজাই করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংস্কার করেন। যথা—

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র।

সিদ্ধমৌলিক।—দেব, দত্ত, কর, পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ * এই আট ঘর।

সাধ্যমৌলিক।—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিন্দিং, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দানা, খিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বৰ্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বর্ম্মা, শর্ম্মা, হুই, গুই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গুত, বই, গুপ্ত, বেদ, যশ, ভুই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেশ, দণ্ডী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, থাম, ক্ষেম, খঞ্জ, বন্ধু এই ৭২ ঘর।

উত্তররাঢ়ীয়।—পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক মেল বন্ধ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন।

জেমুয়াকান্দী, পাঁচথুবি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দী প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

(১) যাঁহারা প্রথম কুলভঙ্গ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা মালাধরবসুর (উপাধি গুণরাজ খাঁ) নাম প্রাপ্ত হই, ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। উজীর পুরন্দর খাঁ ইঁহার আত্মীয় ছিলেন।

* পুরন্দর খাঁর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা কুলীনমধ্যে পরিগণিত হন নাই, এইরূপ তৎকালে মৌদ্গল্যগোত্রজ দত্তের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত 'সিদ্ধমৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হন।"

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন।—ঘোষ, সিংহ।

সন্মৌলিক।—দাস, দত্ত, মিত্র।

সামান্যমৌলিক।—দাস, ঘোষ, কর, সিংহ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস ($\frac{1}{2}$) ও কর ($\frac{1}{2}$) উভয়ে অৰ্দ্ধঘর মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর গণিত হয়।

বারেন্দ্র।—বল্লালসেনের বহু পরে ভৃগুনন্দী, নরদাস ও মুরারি চাকী বারেন্দ্রসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধসাধ্যভাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্দ্র কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন।

সিদ্ধ বা কুলীন।—নন্দী, দাস, চাকী।

সাধ্য বা মৌলিক।—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ।

হেজ বা নিকৃষ্ট—দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পরস্পর সাতঘরের মধ্যে পাইলে আর হেজ বা নিকৃষ্টের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না।

উক্ত সাতঘর যে যেথানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা সমাজের নামে পরিচিত হন। যথা—

দাসবংশ—বাঁকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, নাগরা, ময়দানদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিহি।

নন্দী—পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুখালি, দিলপসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেথুড়িয়া, করঞ্জ।

চাকী—চক্রবাস্ত, মৌরট্ট, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্দ্রপুর, নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিষা, মেদবাড়ী, মুরহর, ছলর্ত্তপুর, ঢাকচৈর, রামদায়া, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমুলিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর।

নাগ—শৌলকুপা, সত্রগ্রাম, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথ্রাইল্, মালঞ্চ, সিঙ্গা, গাড়াদহ, নন্দনকাঁদি, ফতেউল্লাপুর ঘুড়কা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্গাপাড়া, আতালিয়া, সিমুলিয়া।

সিংহ—করতাজা, চোয়া, উধুনিয়া।

দেব—কাণসোণা, কাকদহ, হিড়িমদিয়া, চিহলিয়া, তাড়াস।

দত্ত—বটগ্রামী, কাউয়াড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভিন্ন অপর যে কায়স্থ বরেন্দ্রভূমে বাস করে, তাহারা বারেন্দ্রসমাজভুক্ত নহে।

গোত্র ও প্রবর।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত। যথা—

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ*	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
গুহ†	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(কাশ্যপগোত্রের প্রবর)
	আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
	সৌপায়ন	সৌপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
নাগ	সৌকালীন	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
নাথ	কাশ্যপ	,,
সেন	আলম্যান	,,
	কাশ্যপ	,,
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
সিংহ	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
	গৌতম	,,
	বাৎস	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ	,,
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	মৌদ্গল্য	,,
	গৌতম	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
কর	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
দাম	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
পালিত	ভরদ্বাজ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
চন্দ্র	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	মৌদ্গল্য	,,
পাল	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
নন্দী	কাশ্যপ	,,
	আলম্যান	,,
দেব	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	বাৎস্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	আলম্যান	,,
	বশিষ্ঠ	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
কুণ্ডু	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
সোম	লৌহিত	,,
	কাশ্যপ	,,
রাহা	শাণ্ডিল্য	,,
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশরী, দেবল।
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	
ধর	কাশ্যপ	,,
রক্ষিত	বাৎস্য	,,
	মৌদ্গল্য	,,
অঙ্কুর	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
বিষ্ণু	ব্যাঘ্রপাদ	সাঙ্কৃতি
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	গৌতম	,,
আঢ্য (আঢ্ড)	মৌদ্গল্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
নন্দন	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
হোড়	মৌদ্গল্য	,,
রাণা	দাল্ভ্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	হংসল	হংসল, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
বল	আলম্যান	,,
চাকী	গৌতম	,,
রাহুত	আলম্যান	,,
আদিত্য	ঐ	,,
গুপ্ত	ঐ	,,
রুদ্র	কাশ্যপ	,,

* বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ আছে, তাহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা পায় নাই।

† কৰ্কীস ও কবিবগোত্রীয় গুহেরা বাহান্তরে কায়স্থ।

পরিচয়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশূন্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতালাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রজ্ঞ। কিন্তু শ্রুতিশাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত (১)।

ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা * বলা হয় নাই।

বোধ হয়, অধ্যাত্মব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র। মনুর মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে অনুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২) [ব্রাত্য দেখ।]

যাহা হউক, বহুদিন অনুপনীত থাকিলেও কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা, তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)।

[বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ব্রাহ্মণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০।

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায় বঙ্গে ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে—

কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারা ডেঙ্গর নামে খ্যাত।

ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্টজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা সন্মৌলিক বলিয়া সমাজে চলিত হইতে পারে না। শুদ্ধাচারী কুলীন ও সন্মৌলিকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন।

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে অপরাপর কথা কুলীন, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে 'করণকায়স্থ' নাম শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজাত করণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দরত্নাকর সাধারণের এই সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

করণ (ক্লী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পুং ক্লী) ৪ যুদ্ধ। ৫ কায়স্থভেদ।

(১) "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্গতাঃ।
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥" মিশ্রকারিকা।

* শূদ্র বলিলেও ক্ষত্রিয়জাতিত্বলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন, দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের লোপ হয় না।

(২) 'বাচস্পত্য' রচয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতেও কনোজাগত কায়স্থবংশীয় কুলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসম্ভূত।

* মহাভারতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীগর্ভজ যুযুৎসুকে করণ বলা হইয়াছে।

বৈশ্য ও শূদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতন্ত্রজাতি তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

করণের 'কায়স্থভেদ' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে কায়স্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্তর্গত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরা (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায়) করণকায়স্থকে স্বতন্ত্রভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

"ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারাই করণ (২)। এই হেতু করণেরা 'সঙ্কর' বলিয়া গণ্য (৩)। উড়িষ্যায় ইহাদের প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ আছে। শুদ্ধকরণ ও সৃষ্টিকরণ (উড়িয়া সৃষ্টিকরণ)। শুদ্ধকরণেরা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে যে, তাহারা বাঙ্গালা দেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেশবহিষ্কৃত হয় এবং উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে। সৃষ্টিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা শুদ্ধকরণদিগের ভৃত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণদিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, শুনা যায় যে সৃষ্টিকরণেরা তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তুত কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেকস্থলে অন্যান্য শুদ্ধজাতির লোকও করণজাতি মধ্যে গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী খণ্ডাইত করণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ভে সন্তান হয়, এই সন্তানেরা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না।

আর একজাতীয় করণ আছে, তাহারা নৌলীকরণ অর্থাৎ উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে—এক সময় কোন একজন উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্শ্বে দুইটি সদ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক দুটি যমজ বলিয়া বোধ হইল। রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, একজন ধোপানীকে ও অপরটি একজন হাড়িনীকে লালনপালন করিতে দিলেন। বালক দুইটি বড় হইলে রাজার নিকট আনীত হইল। রাজা তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার জন্য নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সন্তানের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, রাজা ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, তবে, ইহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় করণ হউক। তৎপরে রাজাও আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদেরই বংশীয়েরা 'নৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারা উপবীত লইবার সময় একটি কৌতুকজনক কার্য্য করে। একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুঁতিয়া তাহার উপর সোলার টোপর ও অন্যান্য সোলার ভূষণ পরাইয়া দেয় এবং চেলির কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখে। একপার্শ্বে একজন সধবা ধোপানী ও অপরপার্শ্বে একজন সধবা হাড়িনী দাঁড়াইয়া থাকে। বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়া এই দণ্ডমূলে প্রণাম করে। ইহারা বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাত্রী দ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। নৌলীকরণেরা শুদ্ধকরণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু সৃষ্টিকরণদিগের সহিত কোন কার্য্য করে না।

করণকায়স্থের মধ্যে এই কয় গোত্র আছে—আত্রেয় ভরদ্বাজ, কস্তশস, কাশ্যপ, মুদ্গল, নাগশ, পরাশর, শঙ্খ। ইহাদের ৪ সমাজ—খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা।

ইহারা শৈশবেই কন্যার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮।১৯ বৎসরেও কন্যার বিবাহ হয়। করণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের ন্যায় কন্যার রজোদর্শনের পূর্ব্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়মে অর্থাৎ দিবসে ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে।

ইহারা বৈষ্ণব। উৎকল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। মিতাক্ষরা মতে শভুকর-বাজপেয়ীর বিরতি অনুসারে ইহাদের সকল কার্য্য হয়।

উড়িষ্যায় করণকায়স্থ, ব্রাহ্মণের পরই আসন পায়। ইহারা নবশাখা ব্যতীত অন্য জাতির জল গ্রহণ করে না।

---

[২] কিন্তু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়। তাহারা মিশ্রজাতি নহে, তাহাদের বিবরণ দেখ।

[৩] মনু, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কায়স্থা (স্ত্রী) কায়ঃ তিষ্ঠতি অনয়া, কায়-স্থা-ক। ১ হরীতকী। ২ আমলকীবৃক্ষ। ৩ কাকোলী। ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। ৫ তুলসী। ৬ কায়স্থ স্ত্রীজাতি।

কায়স্থৈর্য্য (ক্লী) কায়স্য স্থৈর্য্যং, ৬তৎ। ১ রসায়ন ঔষধাদি দ্বারা শরীরের স্থিরতা। ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি।

কায়া (দেশজ) কায়, শরীর।

কায়াকাশসম্বন্ধসংযম (পুং) পাতঞ্জলসূত্রোক্ত সংযম-বিশেষ। ইহার লক্ষণ যথা,—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেরাকাশগমনম্।"

কায়াগ্নি (পুং) কায়স্থিতোঽগ্নিঃ, মধ্যলো°। শরীরস্থ অগ্নি-বিশেষ, পাচকাগ্নি, পিত্ত।

কায়িক (ত্রি) কায়েন নিষ্পাদিতঃ নির্বৃত্তো বা, কায়-ঠক্। ১ শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন। ৩ শরীর-সম্বন্ধীয়।

কায়িকা (স্ত্রী) কায়েন কায়িকব্যাপারেণ নির্বৃত্তা; কায়-ঠক্। ১ গোরু বলদ প্রভৃতির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি নিষ্পাদিত হয়।

"দোহবাহ্যকর্ম্মযুক্তা কায়িকা সমুদাহৃতা।" ব্যাস।

২ মূলধনের হানি না হয়, এইরূপে প্রতিবৎসর যে লাভ হইয়া থাকে।

কায়িরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Mimosa rubicanlis.)

কার (পুং) কৃ-ঘঞ্। ১ বধ। ২ নিশ্চয়। ৩ (কং সুখং ঋচ্ছতি অনেন, ক-ঋ-ঘঞ্) স্বামী। ৪ তুষারপর্ব্বত। ৫ কোন কর্ম্ম-পদ পূর্ব্বে থাকিলে কর্ত্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম্ম-কার ইত্যাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন আকার, ককার ইত্যাদি "বর্ণস্বরূপে কারতকারৌ" ইতি ব্যাকরণ। ৮ পূজার উপকরণ, বলি।

কারক (ক্লী) ক্রিয়াভিরন্বিতং, ভাষ্যমতে করোতি ক্রিয়াং নির্বর্ত্তয়তি, কৃ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথবা ক্রিয়ানিষ্পাদক। বৈয়াকরণভূষণমতে ক্রিয়াজনক-শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য। যদিও দ্রব্যাদির ঐ শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। কারক শব্দের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল কারকই, কর্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদানুসারে তাহার করণাদিভেদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মঞ্জুষায় ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,—"কর্তুঃ কারকপ্রবর্ত্তকব্যাপারঃ; করণস্য ক্রিয়াজনকব্যাপারবিশিষ্ট-ব্যাপারঃ; ক্রিয়াফলেনোদ্দেশ্যস্বরূপব্যাপারশ্চ কর্ম্মণঃ; কর্তৃ-কর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো অধিকরণস্য; প্রেরণানু-মত্যাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানস্য; অবধিভাবোপগমব্যাপারো ঽপাদানস্যেতি।" অন্য কারকের প্রবর্ত্তনকারীর নাম কর্তৃ-কারক; ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্ত্তী কারণের নাম করণ; ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্ম্ম; কর্তৃকর্ম্ম ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণ-শীল কারকের (ক্রিয়ার আধার) নাম অধিকরণ; প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপাদান।

কারক ছয় প্রকার,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। পাণিনিমতে কর্তৃকারকের লক্ষণ, "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৫৪। ক্রিয়ায় স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় বিবক্ষিত কারকের নাম কর্ত্তা। কর্ত্তা উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যত্র প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা;—"প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা।" পা ২। ৩। ৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। "সম্বোধনে চ।" পা ২।৩।৪৭। অন্যকে যে শব্দ দ্বারা নিজের সম্মুখীন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন; তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। "কর্তৃকরণয়ো-স্তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্তৃকারক ও করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ম্মলক্ষণ যথা;—"কর্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৯। কর্ত্তা ক্রিয়া দ্বারা যে ঈপ্সিততম পদার্থ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নাম কর্ম্ম। "তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্।" পা ১। ৪। ৫০। ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিত পদার্থের ন্যায় কোন অনীপ্সিত পদার্থ নিষ্পন্ন হইলেও তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অকথিতং চ।" পা ১। ৪। ৫১। অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা সণৌ।" পা ১। ৪। ৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসান অর্থে অণিজন্ত-কালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "হৃক্রোরন্য-তরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৫৩। হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "অধিশীঙ্-স্থাসাং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৬। অধি পূর্ব্বক শী, স্থা ও আস ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অভিনিবিশশ্চ।" পা ১। ৪। ৪৭। অভি ও নী পূর্ব্বক বিশ ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে, ইহার ব্যভিচারদর্শনে ইহা বিকল্প বিধি বলিয়া স্বীকৃত আছে।

যথা,—'পাপে প্রাভিনিবেশঃ।' "উপান্বধ্যাঙ্ বসঃ।" পা ১। ৪। ৪৮। উপ, অনু, অধি ও আঙ্‌পূর্ব্বক বসধাতুর কর্ম্ম-সংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৩৮। উপসর্গবিশিষ্ট ক্রুধ ও দ্রুহ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়।

কর্ম্ম তিন প্রকার, নির্ব্বর্ত্ত, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। কর্ম্ম-কারক উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ২। অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—'অন্তরান্তরেণ যুক্তে।" পা ২। ৩। ৪। অন্তরা ও অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ৮। কর্ম্ম ও প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। [প্রবচনীয় দেখ।] 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে।" পা ২।৩।৫। কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়।

করণের লক্ষণ যথা, "সাধকতমং করণম্।" পা ১।৪।৪২। ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে যাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণসংজ্ঞা হয়। "দিবঃ কর্ম্ম চ।" পা ১। ৪। ৪৩। দিব ধাতুর সাধক কারকের কর্ম্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।' পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অপবর্গে তৃতীয়া।' পা ২। ৩। ৬। ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় কাল ও অধ্ববাচক শব্দের নিরন্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সহযুক্তেঽপ্রধানে।" পা ২। ৩। ১৯। সহার্থ শব্দের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সহার্থ শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সহার্থ শব্দ যথা,—'সহ, সাকং, সার্দ্ধং, সমং।' "যেনাঙ্গবিকারঃ।" পা ২। ৩। ২০। যে বিকৃতি অঙ্গের দ্বারা শরীরের বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "ইত্থম্ভূতলক্ষণে।" পা। ২। ৩। ২১। যে চিহ্ন দ্বারা কোন রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্ম্মণি।" পা ২। ৩। ২২। সংপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকল্পে কর্ম্মে তৃতীয়া হয়। "হেতৌ।" পা ২। ৩। ২৩। ফলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সম্প্রদানলক্ষণ যথা,—"কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।" পা ১। ৪। ৩২। যাহার উদ্দেশে দানকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ।" পা ১। ৪। ৩৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থাৎ যাহার প্রীতি তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "শ্লাঘহ্নুঙ্‌স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ।" পা ১। ৪। ৩৪। শ্লাঘ হ্নু, স্থা ও শপ্‌ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই অর্থ অনুভবকারকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "ধারেরুত্তমর্ণঃ।" পা ১। ৪। ৩৫। ণিজন্তধৃধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "স্পৃহেরীপ্সিতঃ।" পা ১। ৪। ৩৬। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে অভীষ্ট পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ।" পা ১। ৪। ৩৭। ক্রোধ, অপকার, ঈর্ষ্যা, ও অসূয়া অর্থ প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট হইলে তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ।" পা ১। ৪। ৩৯। রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন করা হয়, তাহার সম্প্রদান-সংজ্ঞা হয়। "প্রত্যাঙ্‌ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্ব্বস্য কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৪০। প্রতি ও আঙ্‌পূর্ব্বক শ্রু ধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবর্ত্তনব্যাপারের যে কর্ত্তা, তাহার সম্প্রদান-সংজ্ঞা হয়। "অনুপ্রতিগৃণশ্চ।" পা ১। ৪। ৪১। অনু ও প্রতিপূর্ব্বক গৃ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্ত্তন-ব্যাপারের কর্ত্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৪৪। যাহা দ্বারা নিয়তকালের জন্য অধিকার সাধিত হয়, বিকল্পে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "চতুর্থী সম্প্রদানে।" পা ২। ৩। ১৩। সম্প্রদান অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্যান্য স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান যথা— "ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ। পা ২। ৩। ১৪। ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমনর্থে কর্ম্মে চতুর্থী হয়। "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ।" পা ২। ৩। ১৫ তুমর্থ-প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে চতুর্থী হয়। "নমঃ স্বস্তি স্বাহা স্বধালং বষট্‌যোগাচ্চ।" পা ২।৩।১৬। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট্‌ শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। "মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে বিভাষা২প্রাণিষু।" পা ২। ৩।১৭। মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিব্যতীত অন্য কর্ম্ম-পদে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়; বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি।" পা ২। ৩। ১২। গত্যর্থ ধাতুর কায়কৃত ব্যাপার অর্থে অধ্ব ভিন্ন কর্ম্মস্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন তাদর্থ্য অর্থে, কৢপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত বিষয়ে এবং হিতশব্দের যোগে চতুর্থী হইয়া থাকে।

অপাদান—লক্ষণ যথা,—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।"

পা ১। ৪। ২৪। বিশ্লেষবিষয়ে অবধীভূত কারকের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ।" পা ১।৪।২৫। ভয়ার্থ ও রক্ষার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়হেতুর অপাদানসংজ্ঞা হয়। "পরাজেরসোঢ়ঃ।" পা ১। ৪। ২৬। পরা পূর্ব্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য অর্থের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ।" পা ১। ৪। ২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত বিষয়ের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি।" পা ১। ৪। ২৮। ব্যবধানসত্বে যৎকর্তৃক স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "আখ্যাতোপযোগে।" পা ১। ৪। ২৯। যথারীতি অধ্যয়ন অর্থে যে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ।" পা ১। ৪। ৩০। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "ভুবঃ প্রভবঃ।" পা ১। ৪। ৩১। প্রপূর্ব্বক ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "অপাদানে পঞ্চমী।" পা ২। ৩। ২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যস্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অন্যারাদিতরর্ত্তে দিক্ শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি যুক্তে।" পা ২। ৩। ২৯। অন্য, আরাৎ, ইতর, ঋতে, দিক্-শব্দ, অঞ্চূত্তর শব্দ, আচ্ ও আহি এই সকল শব্দযোগে পঞ্চমী হয়। "পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ।" পা ২। ৩। ১০। অপ, আঙ্ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। "প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ।" ২। ৩। ১১। প্রতিনিধি ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শব্দের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "অকর্ত্তর্য্যৃণে পঞ্চমী।" পা ২। ৩। ২৪। কর্ত্তৃশূন্য ঋণ হেতু-স্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। "বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্।" পা ২। ৩। ২৫। অস্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব্দ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। "পৃথগ্বিনা নানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২। ৩। ৩২। পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য।" পা ২। ৩। ৩৩। অদ্রব্যবাচী স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দের উত্তর করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ।" পা ২। ৩। ৩৫। দূর ও সমীপার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "পঞ্চমী বিভক্তে।" পা ২। ৩। ৪২। যাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ-লক্ষণ যথা,—"আধারোঽধিকরণম্।" পা ১। ৪। ৪৫। ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মের যে আধার, তাহার অধিকরণসংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। "সপ্তম্যধিকরণে চ।" পা ২। ৩। ৩৬। অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।" পা ২। ৩। ৩৭। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়। "ষষ্ঠী চানাদরে।" পা ২। ৩। ৩৮। অনাদর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ। পা ২। ৩। ৩৯।" স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ ও প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "আযুক্তকুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্।" পা ২। ৩। ৪০ আযুক্ত ও কুশলশব্দের যোগে তাদর্থ্যে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যতশ্চ নির্দ্ধারণম্।" পা ২। ৩। ৪১। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্বারা একদেশ মাত্র যাহা হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সাধুনিপুণাভ্যামর্চ্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।" পা ২। ৩। ৪৩। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পূজা অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়; কিন্তু প্রতিশব্দের প্রয়োগে হয় না। "প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ।" পা ২। ৩। ৪৪। প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "নক্ষত্রে চ লুপি।" পা ২। ৩। ৪৫ লুবন্ত নক্ষত্র শব্দে অধিকরণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে।" পা ২। ৩। ৭। শক্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।" পা ২। ৩। ৯। যাহা হইতে অধিক, অথবা যাহার ঈশ্বর, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু শব্দের প্রয়োগে এবং কর্ম্মপদযোগে নিমিত্তবাচক শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ॥"

এই সকল কারকগণের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে পরবর্ত্তী কারকই হইয়া থাকে। যথা—

"অপাদান-সম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্তুশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে॥"

সম্বন্ধের কারকতা নাই, এজন্য তাহা কারকমধ্যে পরিগণিত নহে। সম্বন্ধ অর্থ এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝাইলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠী শেষে।" পা ২। ৩। ৫০। কারক ও প্রাতিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বীকার স্বামিতাবাদি সম্বন্ধে নাম শেষ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত কারক বিভক্তিসমূহের ন্যায় অর্থবিশেষেও ষষ্ঠী বিভক্তির

বিধান আছে। যথা'—"ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।" পা ২। ৩। ২৬। হেতুশব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতুশব্দ উভয়স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।" পা ২। ৩। ২৭। হেতু-শব্দপ্রয়োগে সর্ব্বনাম শব্দ ও হেতুশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন।" পা ২। ৩। ৩০। অতসুচ্ অর্থে কপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "এনপা দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ৩১। এনপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্।" পা। ২। ৩। ৩৪। দূর ও সমীপার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ওপঞ্চমী বিভক্তি হয়। "জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে।" পা ২। ৩। ৫১। অজ্ঞানার্থ জ্ঞা ধাতুর করণ-বিবক্ষায়ও ষষ্ঠী হয়। "অধীগর্থ-দয়েশাং কর্ম্মণি।" পা ২। ৩। ৫২। স্মরণার্থ শব্দের যোগে, এবং দয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "কৃঞঃ প্রতি যত্নে।" পা ২। ৩। ৫৩। কৃ ধাতুর গুণান্তরা-ধান অর্থে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "রুজার্থানাং ভাববচনানা-মজ্বরেঃ।" পা ২। ৩। ৫৪। ভাবকর্ত্তাবিশিষ্ট জ্বরভিন্ন রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "আশিষি নাথঃ।" পা ২। ৩। ৫৫। আশীর্ব্বাদার্থ নাথ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "জাসি-নি-প্র-হণ-নাট-ক্রাথ-পিষাং হিংসায়াম্" পা ২। ৩। ৫৬। হিংসার্থ জাস, নি-প্র, হন, নাট, ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ।" পা ২। ৩। ৫৭। বি ও অব-পূর্ব্বক হৃ এবং পণ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "দিবস্তদর্থস্য।" পা ২। ৩। ৫৮। দ্যূতার্থ বা ক্রয়বিক্রয় ব্যবহারার্থ দিব ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "বিভাষোপসর্গে।" পা ২। ৩। ৫৯। উপসর্গযুক্ত হইলে দিব ধাতুর কর্ম্মবিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "প্রেষ্য-ব্রুবোর্হবিষো দেবতা সম্প্রদানে।" পা ২। ৩। ৬১। লোট্ বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচনান্ত ইষ ও ব্রূ ধাতুর দেবতা সম্প্রদান-অর্থে হবিস্ শব্দ কর্ম্ম হইলে তাহাতে ষষ্ঠী হয়। "কৃত্বোর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে।" পা ২।৩।৬৪। 'কৃত্বা' এই অর্থপ্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে ষষ্ঠী হয়। কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি। পা ২। ৩। ৬৫।" কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। "উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি। পা ২। ৩। ৬৬।" কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়ের ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী হইবে। "ক্তস্য চ বর্ত্তমানে।" পা ২।৩।৬৭। বর্ত্তমানার্থ ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "অধিকরণবাচি-নশ্চ।" পা ২। ৩। ৬৮। অধিকরণবাচক ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্।" পা ২। ৩। ৬৯। ল, উ, উক, অব্যয়, নিষ্ঠা, খলর্থ ও তৃন্ প্রত্যয়প্রয়োগে ষষ্ঠী হয় না। "অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ।" পা ২। ৩। ৭০। ভবিষ্যৎ অর্থে অক, ভবিষ্যৎ অর্থে আধমর্ণ্য এবং ইন প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয় না। "কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা।" পা ২। ৩। ৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়াঽন্যতরস্যাম্।" পা ২। ৩। ৭২। তুলা ও উপমা শব্দ ব্যতীত অন্য তুল্যার্থ শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। তুলা ও উপমা শব্দ প্রয়োগে নিত্য ষষ্ঠী হয়। "চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্য-মদ্র-ভদ্র-কুশল-সুখার্থহিতৈঃ।" পা ২। ৩। ৭৩। আশীর্ব্বাদ, আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র, কুশল ও সুখার্থ শব্দের যোগে, এবং হিত শব্দের যোগে বিকল্পে চতুর্থী ও ষষ্ঠী হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইয়া দেয়। ধাত্বর্থের সহিত কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ায় সম্বন্ধের কারকতা নাই। যেহেতু কারকের প্রধান লক্ষণ—

"ক্রিয়াপ্রকারীভূতোঽর্থঃ কারকম্।"

ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদানুসারে যাহাদের কোন-রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকেই কারক কহে। ২ বর্ষশিলা-জাত জল। ৩ (ত্রি) কর্ত্তা।

কারকদীপক (ক্লী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ।]

কারকবাদ (পুং) রুদ্রপ্রণীত কারকসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

কারকবান্ [ৎ] (ত্রি) কারকোঽস্ত্যস্য, কারক-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ কারকবিশিষ্ট। ২ কর্ত্তৃযুক্ত।

কারকবিভক্তি (স্ত্রী) কারকশক্তিবোধিকা বিভক্তিঃ, মধ্যলো°। কর্ম্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি।

[কারক দেখ।]

কারকর (ত্রি) কারং করোতি, কার-কৃ-ট। ক্রিয়াকারক ভৃত্য প্রভৃতি।

কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি-ছ। ১ শাল্বদেশ। ২ (তত্র ভবঃ অণ্, তস্য লুক্) তদ্দেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচ-নান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

(শাল্বাস্ত কারকুক্ষীয়াঃ। হেম ৪। ২৩।)

কারজ (ত্রি) কারাৎ ক্রিয়াতো জায়তে, কার-জন-ড। ১ ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ ভবঃ, করজস্য ইদম্ বা, করজ-অণ্) নখজাত। ৩ নখসম্বন্ধীয়।

কারকল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উডিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ১৩° ১২´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ১´ ৫০´´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৩৩৭২, তন্মধ্যে

২৭১৭ জন হিন্দু। বহুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের প্রাধান্ত ছিল। জৈন-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শুমতারায়নামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে শুমতা বলে। এখানে একটী ছোট পাহাড় আছে, ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের উপরই শুমতা স্থাপিত। উহা ১৩৪৮ শকে খোদিত হয়। জৈনদিগের অন্যান্ত মন্দিরও এই পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড আছে, উহার তলদেশ প্রশস্ত, কিন্তু উর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজস্তম্ভ বলে। এখানে হিন্দুদিগের অনন্তদেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিস আছে। কারকল চাউলের একটী প্রধান আড়ং।

কারঞ্জ (ত্রি) করঞ্জস্ত ইদম্, করঞ্জ-অণ্। ১ করঞ্জফলজাত তৈলাদি। ২ করঞ্জসম্বন্ধীয়।

কারঞ্জতৈল (ক্লী) করঞ্জাৎ জাতং তৈলম্, মধ্যলো°। করঞ্জফলজাত তৈল। সুশ্রুতে এই তৈলের গুণ লেখা আছে,—করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শজিনা, সর্ষপ, সুবর্চ্চলা, বিড়ঙ্গ ও লতাফট্কী, এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুপাক, ভেদক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক।

কারণ (ক্লী) কার্য্যতে অনেন, কৃ-ণিচ্-ল্যুট্। যাহা ব্যতীত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—হেতু, বীজ, নিমিত্ত, প্রত্যয়।

কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে বস্তুর অভাব উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু যদি অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়। [অন্যথাসিদ্ধি দেখ।]

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা। নৈয়ায়িকগণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্তভেদে কারণের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কার্য্য যাহাতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ কহে। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তু। সমবায়িকারণ সমবেত কারণকে অসমবায়িকারণ এবং উক্ত কারণদ্বয় হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায়। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তুবায়গণ।

পাতঞ্জলদর্শনে কারণ নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥"

পাতঞ্জল ২।২৮ সূ° ভাষ্য।

উৎপত্তি, স্থিতি; অভিব্যক্তি (প্রকাশ), বিকার, জ্ঞান, প্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, অন্যত্ব এবং ধারণ। কার্য্যভেদে এই নববিধ কারণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—উৎপত্তি জ্ঞানের প্রতি কারণ মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ আলোক, পচনীয় বস্তুর বিকার কারণ অগ্নি, ধূমজ্ঞান অগ্নিপ্রত্যয়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিবেকপ্রাপ্তির কারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান।

এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানই অশুদ্ধি-বিয়োগের কারণ। বলয়কারী সুবর্ণকার কুণ্ডলরূপ স্বর্ণের অন্যত্বকারণ, ঈশ্বর এই জগতের এবং ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ধৃতির কারণ।

চার্ব্বাকগণ বলে যে, কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অসঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কার্য্যের সর্ব্বদা বিদ্যমানতা উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তাহার পূর্ব্বেও ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পরচিত্তগত সংশয়াদি দূরীকরণমানসে শব্দপ্রয়োগাদিও নিষ্ফল হইয়া উঠে। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তুর বিদ্যমানতা লাভ হয় না, কিম্বা যে বস্তু থাকিলেই যে বস্তু বিদ্যমানতা লাভ করে, পণ্ডিতগণ সেই বস্তুকেই সেই বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মৃত্তিকার অভাব হইলে ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় বলিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে স্থিরীকৃত হয়। কারণ না থাকিলে সমুদয় বস্তুই নিত্য হইতে পারে, এই জন্য কারণ নামক পদার্থ স্বীকার করা চার্ব্বাকগণেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কণাদ প্রভৃতিদার্শনিকগণ পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ) বলেন। তাহাদের মতে পরমাণুসকল পরস্পর-সংযুক্ত হইলে এক একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন না এবং কণাদমতের উপর এই দোষ প্রদর্শন করেন যে, নিরয়ব পরমাণুতে কখনও ঐকদেশিক সংযোগ হইতে পারে না। যে বস্তুর কোনও অবয়ব নাই, সেই বস্তুর একদেশ থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে অব্যাপ্যবৃত্তি (ঐকদেশিক) সংযোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ হওয়ার অসম্ভবপ্রযুক্তই পরস্পরসংযুক্ত পরমাণু হইতে

(১) কুসুমাঞ্জলিতে লিখিত হইয়াছে "কার্য্যং সকারণং কাদাচিৎকত্বাৎ" এই অনুমান দ্বারা কারণত্ব সিদ্ধ হয়।

মহদবয়বী কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্যসমুদয় অজ্ঞান দ্বারা পরমব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেও অজ্ঞান দ্বারা কার্য্যসমূহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় জগৎ প্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জগৎকল্পনায় অধিষ্ঠান বলিয়াই বৈদান্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী) বলিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহাতেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে, চেতনের সাহায্য না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ ভ্রমমূলক বলিয়া অনুভূত হয়।

নৈয়ায়িকগণ পারিমাণ্ডল্যকে (অণুপরিমাণ) কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না! তাহারা এই কথা বলেন যে, পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ অর্থাৎ যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। যেমন তন্তুপরিমাণ-সমুৎপন্ন বস্ত্রপরিমাণ তন্তুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যদি অণুপরিমাণকে কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরিমাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও অণুতর হইতে পারে।

সাধারণ ও অসাধারণভেদে কারণ দুই প্রকার, ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধারণ অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায়। আর যাহারা বিশেষ (এক এক) কার্য্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ বলা যায়, যেমন আম্রবৃক্ষের প্রতি আম্রবীজ, এই আম্রবীজ কেবল আম্রবৃক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষের নহে, সুতরাং উক্ত বীজ উক্ত বৃক্ষের অসাধারণ কারণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ স্বার্থে অণ্) কর্ম্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে স্বার্থে ণিচ্ ল্যুট্।) বধ। ৬ আদি, মূল। ৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ শরীর। ১০ হেতু। ১১ উদ্দেশ্য। ১২ (কারণং অস্ত্যস্তি, কারণ-অচ্) উত্তরবিশেষ। ১৩ তান্ত্রিকগণ তন্ত্রানুসারে পূজাদি করিয়া যে মদ্যপান করেন, তাহার নামও কারণ।

(পুং) ১৪ কায়স্থ। ১৫ বাদ্যবিশেষ। ১৬ গানবিশেষ। ১৭ বিষ্ণু। ১৮ শিব।

কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণম্, স্বার্থে কন্। কারণ।

কারণকারণ (ক্লী) কারণস্য কারণম্, ৬তৎ। ১ কারণের কারণ; ইহাও একটী পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। যেমন পুত্রের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুত্রের জন্মের কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। ২ পরমেশ্বর। ৩ প্রয়োজক। (কারণকারণস্য অকারণত্বেঽপি প্রয়োজকত্বং অস্ত্যেব।" নৈয়াং।)

কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কারণ-গম-ক্ত। কারণনিষ্ঠ, কারণস্থ।

কারণগুন (পুং) কারণস্য গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান কারণের গুণ। ইহাই কার্য্যগুণের উৎপাদক।

("কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" ন্যায়।)

কারণগুণই কার্য্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ কারণের শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বস্ত্ররূপ কার্য্যেরও শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে।

কারণগুণপূর্ব্বকত্ব (ক্লী) কারণগুণঃ পূর্ব্বে যস্য তস্য ভাবঃ ত্ব। কারণের গুণবিশিষ্টতা।

কারণগুণোৎপন্নগুণত্ব (ক্লী) কারণগুণেন উৎপন্নো যো গুণঃ তস্য ভাবঃ ত্ব। কারণগুণ দ্বারা যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। যথা,—"স্বাশ্রয়সমবায়িমাত্রসমবেতস্ব-সজাতীয়গুণজন্যবৃত্তিঃ পৃথক্ত্বসংখ্যাত্বাতিরিক্ত ভাবনা বৃত্ত্যন্যা চ যা জাতিস্তাদৃশজাতিমত্ত্বে সত্যপাকজত্বম্।"

কারণগুণোদ্ভব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবোঽস্য বহুব্রী। উপাদানকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ।

কারণগুণোদ্ভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, কর্ম্মধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই কয়েকটী কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, দ্রবতা, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক-সংস্কার।

কারণজল (ক্লী) কারণরূপং জলম্। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির কারণস্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলমাত্রেরই সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

("অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" মনুর্স ১।৮।)

কারণতা (স্ত্রী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ-তল্। কারণের ধর্ম্ম, হেতুতা।

কারণত্ব (ক্লী) কারণস্য ভাবঃ, কারণ-ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ২।১।১১৯।) কারণের ধর্ম্ম, হেতুতা। ("কারণত্বং ভবেত্তস্য।" ভাষাপ°।)

কারণদূর্ব্বা (দেশজ) তৃণবিশেষ (Poa karundubi, *Buch*)

কারণধ্বংস (পুং) কারণস্য ধ্বংসঃ ৬তৎ। কারণের নাশ। সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের ধ্বংস হইলে কার্য্যেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্য্যধ্বংস হয় না।

কারণধ্বংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ-ধ্বংস-ণ্বুল্। কারণধ্বংসকারক।

কারণধ্বংসী [ন্] (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি, কারণ-ধ্বংস-ণিনি। কারণনাশক।

কারণনাশ (পুং) কারণস্য নাশঃ, ৬তৎ। কারণের বিনাশ।

কারণনাশক (ত্রি) নাশয়তি, কারণ-নশ্-ণিচ্-ণ্বুল্ কারণস্য নাশকঃ। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়।

কারণফল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Amyris heptaphylla)

কারণভূত (ত্রি) কারণং ভূয়তে যেন, কারণ-ভূ-ক্ত। কারণ-স্বরূপ।

কারণমালা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"পরং পরং প্রতি যদা পূর্ব্বপূর্ব্বস্য হেতুতা।
তদা কারণমালা স্যাৎ।" সাহিত্যদর্পণ।

যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্ত্তী বাক্যের হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,—

"শ্রুতং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাৎ।
লোকানুরাগো বিনয়ান্ন কিং লোকানুরাগতঃ॥"

পণ্ডিতগণের সংসর্গে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকানুরাগ এবং তাহা হইতে কি না হইতে পারে? এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকানুরাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ায় কারণ-মালা-অলঙ্কার হইল।

কারণবাদী [ন্] (ত্রি) কারণং বদতি, কারণ-বদ্-ণিনি। যাহারা সকল বিষয়েই কারণ স্বীকার করেন।

কারণবারি (ক্লী) কারণস্বরূপং বারি, মধ্যলো°। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির কারণস্বরূপ একার্ণব জল।

কারণশরীর (ক্লী) কারণং অবিদ্যা সৈব শরীরম্ কর্ম্মধা°। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংস্কার-মাত্রে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বেদান্তমতে তাহাকেই কারণশরীর কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—আনন্দময় কোষ ও সুষুপ্তি।

কারণা (স্ত্রী) কারয়তি হিংসয়তি, কৃ-ণিচ্-যুচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭।)। টাপ্। ১ যাতনা। ২ অত্যন্ত বেদনা। ৩ নরকযন্ত্রণা।

কারণাভাব (পুং) কারণস্য অভাবঃ, ৬ তৎ। কারণের অভাব, কারণ না থাকা।

কারণিক (ত্রি) করণৈঃ কারণৈর্বা চরতি, করণ বা কারণ-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮।) ১ পরীক্ষক। (কারণিকঃ পরীক্ষকঃ। হেম ৩।১৪৩।) ২ (করণস্য ইদম্, করণ-ঠঞ্ ক্রিঠ্ বা) করণসম্বন্ধীয়।

কারণোত্তর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্, ৩তৎ। বিচারস্থলে বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম কারণোত্তর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর 'প্রত্যবস্কন্দন' এই কারণোত্তর তিন প্রকার, বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্ব্বল। বলবৎ যথা,—'আমি তোমার নিকট একশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।' তুল্যবল যথা,—বাদী বলিল, আমি পুরুষানুক্রমে এই জমী ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদীও তাহার উত্তরে ঐ কথাই বলিল। দুর্ব্বল যথা,—আমি এই জমী পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার। বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমারই; তাহা হইলে এই উত্তর দুর্ব্বল হইল। (ব্যবহারতত্ত্ব।)

কারণ্ট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কারণ্ডব (পুং) রম্-ড, রণ্ডঃ; কু ঈষৎ রণ্ডঃ কারণ্ডঃ কোঃ কাদেশ; কারণ্ডং বাতি, অথবা করণ্ডস্য ইদং কারণ্ডং তদা কারং বাতি। কারণ্ড-বা-ক (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) হংসবিশেষ, খড়হাঁস।

("কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলতীরদেশাঃ।" ঋতু সং ৮।)

কারণ্ডববতী (স্ত্রী) কারণ্ডবঃ হংসবিশেষঃ অস্তি অস্যাম্, কারণ্ডব-মতুপ্ মস্য বঃ ঙীপ্। নদীবিশেষ।

কারণ্ডব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ।

কারন্ধম (পুং) করন্ধমস্য অপত্যম্, করন্ধম-অণ্। ১ করন্ধম-পুত্র, অবীক্ষিৎ। ২ করন্ধমস্য গোত্রাপত্যম্। করন্ধমের পৌত্র মরুত্ত। ৩ (ক্লী) নারীতীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উৎপত্তিকথা লিখিত আছে,—অর্জ্জুনের তীর্থ

ভ্রমণসময়ে তপস্বিগণ তাঁহাকে অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজতীর্থনামক পঞ্চতীর্থ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন সেই সকল তীর্থ জনশূন্য দেখিয়া ঋষিদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, এই পঞ্চতীর্থে জলজন্তুর অত্যন্ত ভয়, এজন্য কেহ ইহাতে অবতরণ করে না। অর্জ্জুন এই বাক্য শ্রবণের পর একটি তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজন্তু তাহার পাদদেশ ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত না হইয়া বলপ্রয়োগে কুম্ভীরকে তীরে উত্তোলন করিলেন। সেই কুম্ভীর তীরে উত্থিত হইয়াই সুন্দর নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কেন এইরূপ কুম্ভীরমূর্ত্তিতে জলমধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি অপ্সরা; এক সময়ে আমি আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এক রূপবান্ ব্রাহ্মণযুবককে তপস্যা করিতে দেখিয়া, আমরা তাঁহার তপস্যাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন,—তোমরা জলজন্তু হইয়া চিরকাল জলে বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করায়, তিনি বলিয়া দিলেন, যে সময়ে তোমরা কুম্ভীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, তখনই শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমরা যে সকল জলাশয়ে জলজন্তুরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে। ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। আমরা কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অল্পদিন-মধ্যেই আমাদের মুক্তিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া এই পাঁচটী স্থান আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, অল্পদিন-মধ্যেই অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিবেন। সেই আশায় এই এক একটী জলাশয়-মধ্যে আমরা এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম। মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছি, এইরূপ আমার সখী চারিটীকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া উপকৃত করুন। অর্জ্জুন তদনুসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত আদি ২১৭ অ°)

কারন্ধমী [ন্] (পুং) কর এব কারঃ তং ধমতি, কার-ধ্মা-ইনি (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কাঁসারি। ২ যে ধাতুপাত্র বাজায়।

(কারন্ধমী কাংস্যকারে ধাতুবাদরতেঽপি চ। মেদিনী।)

কারপচব (পুং) দেশবিশেষ, এই দেশ যমুনানদীর নিকটবর্ত্তী।

কারভ (ত্রি) করভস্য ইদম্, করভ-অণ্। ১ হস্তিশাবকসম্বন্ধীয়। ২ উষ্ট্রসম্বন্ধীয় দুগ্ধমূত্রাদি। সুশ্রুতে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—উষ্ট্রদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ লবণ ও স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, কৃমি, কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রদধি—ঈষৎ ক্ষাররস, গুরু, ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদররোগে হিতকারক। উষ্ট্রঘৃত,—পাকে কটুরস, অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, শোথ, ক্রিমি ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু, কৃমি এবং অর্শনাশক।

("শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুতকৃমিনাশনম্।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষঞ্চ বিষাপহম্॥"
সুশ্রুত সূঃ ৪৫ অঃ।)

কারভূ (স্ত্রী) কর এব কারঃ তস্য ভূঃ, ৬তৎ। রাজা যে সকল স্থানের কর গ্রহণ করেন।

কারমিহিকা (স্ত্রী) কারং জলসম্বন্ধং মেহতি, কার-মিহ্-ক স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। যদ্বা কারস্য তুষারশৈলস্য মিহিকা নীহার ইব, উপমি°। কর্পূর।

কারম্ভা (স্ত্রী) কু ঈষৎ রম্ভা ইব, কাদেশঃ। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

কারয়িতব্য (ত্রি) কৃ-ণিচ্-তব্য। করাইবার উপযুক্ত।

কারয়িতা [তৃ] (পুং) কারয়তি, কৃ-ণিচ্-তৃচ্। অপর দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া লয়।

কারয়িষ্ণু (ত্রি) কৃ-ণিচ্-ইষ্ণুচ্। কারয়িতা।

কারব (পুং) কা ইতি রবো যস্য কুৎসিতো রবো যস্য বা বহুব্রী। কাক।

কারবল্লী (স্ত্রী) কারা ইতস্ততো বিক্ষিপ্তা বল্লী যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ করেলা। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ।

কারবার (পারস্য) ব্যবসায়।

কারবার বা কারবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কানাড়ার প্রধাননগর। অক্ষা° ১৪°৫০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬°১৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৬১। কারবার একটী বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখে উপসাগরে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কন্তরদ্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়।

দেবগড়ে একটী আলোকগৃহ আছে। সমুদ্র হইতে ১৪০ হস্ত উচ্চে তাহার অগ্নিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক ১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপন্ন জাহাজ রাত্রিকালে এই আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, অদূরে বন্দর আছে। তদনুসারে সেই দিকে জাহাজ পরিচালিত করে।

কারবারের উপকূল হইতে ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে অঞ্জিদ্বীপ নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ধীবরগণের বাস ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি আরম্ভ। এখন ৯টী গ্রাম কারবার মিউনিসিপালিটীর অধীন।

পুরাতন কারবার নূতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। কারবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনার, তত্ত্বাবধায়ক বিজয়পুররাজের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা হুগলী অঞ্চলে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার তাঁত নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল মস্‌লিন কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, দারুচিনি, শুঁট ও দঙ্গাড়ি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজী তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০৲ টাকা শুল্ক আদায় করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কারবারের ফৌজদার ইংরাজদিগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবৎসর নগর দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। বরং ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি যত্নই করিয়াছিলেন। তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রভুদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠী উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এক বিষম কাণ্ড ঘটে। বিলাতি জাহাজের বিলাতি নাবিক হিন্দুর গোরু চুরি করে। এই কার্য্য হিন্দুদিগের অসহ্য হইল। ইংরাজদিগের কুঠি উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে শুঁটের ব্যবসায় ছিল, তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজেরা বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সময় ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয়গণ কারবারে আসিয়া লুটপাট করিয়া ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া সাম্রাধিপতি সদাশিবগড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অসহ্য হওয়ায় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সাম্রারাজের তোষামোদে ক্রটী করে নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার আসিলেন, কিন্তু দুই বৎসর পরে পর্ত্তুগীজগণ রণতরী লইয়া আসিয়া সদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজগণ কারবাড়ের বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া করিয়া লইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা কারবার উঠাইয়া দিলেন।

কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত দেবাস নামে যে রাজ্য আছে, তাহার দুই জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই নিজ নিজ রাজাভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়া রাখিয়াছেন। সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। দুই রাজার কার্য্য তিনি একাই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কারবী (স্ত্রী) কৃ হিংসায়াং স্বার্থে ণিচ্ ক্বিপ্, কারং অবতি, কার-অব-অণ্-ঙীষ্। ১ মৌরী। ২ কৃষ্ণজটা। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ কৃষ্ণজীরা। ৫ হিঙ্গুপত্রী। ৬ ছোট করেলা। ৭ করেলা মাত্র। ৮ স্ত্রীজাতি কাক।

কারবীরেয় (ত্রি) করবীরেণ নির্বৃত্তঃ, করবীর-ঢক্ঞ্, সংখ্যাদিত্বাৎ (বুঞ্ছণকঠজিলসেনিরঢঞিণ্যাদি। পা ৪। ২। ৮০।) ১ করবীর হইতে উৎপন্ন। ২ করবীরসম্বন্ধীয়।

কারবেল্ল (স্ত্রী) কারেণ বাতগমনেন বেল্লিতঃ চলিতঃ, কার-বেল্ল-অচ্। ২ করেলা। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কঠিল্ল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, বায়ুকর নহে, এবং জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন ও পটু। রাজবল্লভের মতে ইহার পুষ্পগুণ—ধারক ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। ফলগুণ—রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক।

[উচ্ছে ও করেলা দেখ।]

কারবেল্লক (পুং) কারবেল্ল এব স্বার্থে কন্। করেলা। এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

("তদ্বৎ কর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।"

সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ।)

কারবেল্লিকা (স্ত্রী) কারবেল্লক টাপ্ অত ইত্বম্। ক্ষুদ্র করেলা, উচ্ছে।

কারবেল্লী (স্ত্রী) কারবেল্ল অল্পার্থে ঙীষ্। ছোট করেলা, উচ্ছে।

কারব্য (ত্রি) [বৈ] কারু (গায়ক) সম্বন্ধীয় অথর্ব্ববেদের মন্ত্রবিশেষ।

কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটব্যবহার। ২ প্রতারণা।

কারসীয় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Grewia hisdida, *Buch.*)

কারস্কর (পুং) কারং বধং করোতি. কৃ-ট (হেতুতাচ্ছিল্যাস্থলোমেষু। পা ৩। ২। ২০।) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু, করক্রম, রম্যফল, কুপীলু ও কালকূট। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, বায়ু, রক্ত, কণ্ডু, কফ, অর্শ ও ব্রণনাশক।

কারস্করাটিকা (স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি, কারস্কর-অট্-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। কর্ণজলৌকা, কেন্নুই।

কারা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে সিরাথু নামক তহশীলের একটি নগর। গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা° ২৫°৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮১°২৪´২১´´ পূঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০৮০। উত্তরপশ্চিমে ৯টী প্রধান তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটী, এখানে কালেশ্বরের মন্দির আছে, সেইজন্য ইহার একটী নাম কালনগর। পুরাতন তাম্রশাসনে কালথল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। ইহার আর একটী নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া সতীদেবীর করের একটী অংশ এখানে পতিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই তীর্থের কথা লিখিত হইয়াছে। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গা-স্নান করে।

এখানে একটী অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্নদশা। দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৬০০ হস্ত ও ৩৫০ হস্ত হইবে। সম্বৎ ১০৯৫ (খৃঃ ১০৩৫) অব্দে রাজা যশোপালের সময়ে কতক-গুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্গটি যে আরও কত দিনের পুরাতন, তাহার ঠিক নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, কনোজরাজ জয়চন্দ্র উহা নির্ম্মাণ করেন।

দুর্গের নিম্নভাগের বাজারঘাটে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চবুতরা (বা দালান) আছে। সেই দালানে দুর্গার মস্তকশূন্য একটী মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। একস্থানে একটী শিবলিঙ্গ ও স্থানান্তরে নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয়, যবনেরাই এই মন্দিরের এই দশা করিয়া থাকিবে। ঘাটের নিকটেই একটী কূপ আছে, তাহার চারিদিকে স্তম্ভাকৃতি গাঁথুনি। লোকে ইহাকে মিনার বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের অনেক কীর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খাজা-কারকের গোরস্থান, কমল গোরস্থান, জামি মসজিদ, সেখ সুলতানের রোজা, সাধুর আল্লার গোরস্থান, এইগুলি প্রধান। নিকটে দারানগরে একটী মসজিদ ও দুইটী গোরস্থান, কচঅরিয়া নামক গ্রামের কুতব আলমের রোজা, ইস্‌মাইলপুরে ফকির হোসেনের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খাঁর মসজিদগুলিও দেখিবার জিনিস।

পূর্ব্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিশালী ও অনেক বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত। পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধান নগর ছিল। সম্রাট্ অকবরসাহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়া লইয়া যাওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি নষ্ট হইল।

কারা বা কোরা নগর মুসলমান আমলেও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। অযোধ্যার নবাব আসফ্-উদ্দৌলা কারার ভাল ভাল বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্ণৌনগরে নিজের ইমারত নির্ম্মাণ করেন।

কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন হয়। কাগজও উত্তম প্রস্তুত হয়। অযোধ্যা ও ফতেপুরের সহিত কাপড় কাগজ ও শস্যের ব্যবসা চলে।

কারা (স্ত্রী) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে দণ্ডার্হো যস্যাম্ কৃ-অঙ্ গুণঃ (ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। ৭।৪।১৬।) গুণে দীর্ঘত্বঞ্চ নিপাতনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বন্ধনালয়, বধাঙ্গক। ২ দূতী। ৩ বীণার অধঃস্থিত বক্রকাষ্ঠ বা লাউ। ৪ সুবর্ণকারিকা। ৫ বন্ধন। ৭ পীড়া। ৮ শব্দ।

কারাকুবেট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Calamus latifolius)

কারাগার (ক্লী) কারা এব আগারং, কারায়ৈ বন্ধনায় বা আগারম্। বন্ধনগৃহ।

কারাগুপ্ত (ত্রি) কারায়াং বন্ধনাগারে গুপ্তঃ বদ্ধঃ, ৭তৎ। কারারুদ্ধ, কয়েদী। (চারঃ কারাগুপ্তো। হেম ৩। ৫৭০।)

কারাগৃহ (ক্লী) কারা এব গৃহম্, কারায়ৈ বন্ধনায় বা গৃহম্। কারাগার।

কারাগোলা। বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়াজেলার একটি গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষা° ২৫° ২৩´ ৩´´ উঃ, দ্রাঘি°

৮৭° ৩০´ ৫১´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল হয় নাই, তখন লোকে কারাগোলা দিয়া দার্জ্জিলিঙ্গ যাইত। এখনও সাহেবগঞ্জ হইতে একখানি ষ্টীমার কারাগোলা গতায়াত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার সম্মুখে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত ষ্টীমার সকল সময়ে ঠিক কারাগোলায় যাইতে পারে না—তথা হইতে ১ ক্রোশ দূরে আরোহিগণকে নামাইয়া দেয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীরপৈন্তি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মেলা কারাগোলায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে দারভাঙ্গা মহারাজের এক খণ্ড বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেলা ১০ দিন থাকে। তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে। দেশী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ত্র লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গালার খেলনা অবধি সকল প্রকার প্রয়োজন-সামগ্রী এখানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, ভোজালে, কুকরি, বেত, চামর, লাক্ষা ও টাটু ঘোড়া লইয়া আসে। প্রায় ৩০।৪০ সহস্রলোক এই মেলায় সমবেত হয়।

কারাঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Giatiola amara)

কারাধুনী (স্ত্রী) কারায়াঃ শব্দস্য আধুনী উৎপাদিকা, ৬তৎ। শব্দ-উৎপাদক শঙ্খ প্রভৃতি।

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ; লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

("অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণোঽপ্যাত্মসম্ভবম্।
শাসনাদ্রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ॥" রঘু ১৫।৩০।)

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা-পাল-অচ্। কারাগার-রক্ষক।

কারাভূ (স্ত্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় ভূঃ স্থানম্। বন্ধনস্থান।

কারায়িকা (স্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানত্বেন গৃহ্লাতি, ক-আ-রা-ণ্বুল্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। বলাকা, বক।

কারাবর (পুং) চর্ম্মকার জাতিবিশেষ; নিষাদ জাতির ঔরসে এবং বৈদেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

("কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।" মনু ১০।৩৬)

কারাবাস (পুং) কারায়াং বাসঃ ৭তৎ। কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকা।

কারাবেশ্ম [ন্] (ক্লী) কারা এব কারায়ৈ বা বেশ্ম গৃহম্। কারাগার।

কারাষ্ট্র (পুং) ১ করাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। ২ করাষ্ট্রদেশ। মহাভারতে করহাটক নামে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম করাড়। [করাষ্ট্র দেখ।]

কারি (স্ত্রী) ক্রিয়তেঽসৌ, কৃ-ইঞ্। (বিভাষা খ্যানপরিপ্রশ্নয়োরিঞ্ চ। পা ৩।৩।১১০।) ১ ক্রিয়া। (ত্রি) করোতি, কৃ-ইঞ্ (কৃঞ উদীচাং কারুষু। উণ্ ৪।১২৮।) শিল্পী, যে শিল্পকার্য্য করে।

(কারিঃ স্ত্রিয়াং ক্রিয়ায়াং স্যাদ্বাচ্যলিঙ্গস্তু শিল্পিনি। মেদিনী।)

কারিক (ক্লী) কারি স্বার্থে কন্। ক্রিয়া, কার্য্য।

কারিকর (ত্রি) কারিং ক্রিয়াং শিল্পকর্ম্ম ইতি যাবৎ করোতি কারি-কৃ-ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্য্য করিতে পারে।

কারীকরী (স্ত্রী) কারিকর-ঙীপ্। শিল্পকারিণী।

কারিকা (স্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বা-কৃ ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ নটস্ত্রী, অভিনেত্রী। ২ ক্রিয়া। ৩ বিবরণ। ৪ শ্লোক। ৫ শিল্প। ৬ যাতনা। ৭ বৃদ্ধি, সুদ। ৮ কণ্টকারী। ৯ বহু অর্থ-বোধক অল্প অক্ষরবিশিষ্ট কবিতা। ১০ কর্ত্রী। ১১ মর্য্যাদা।

কারিকাল্, তামিল ভাষায় ইহাকে 'কারিখাল'—অর্থাৎ মৎস্যের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞ্জোররাজ্য ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর। এই প্রদেশটীতে ১১০টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ৯১৪৮৭। কাবেরীনদীর পাঁচটী মুখ এই স্থান দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। নগর অক্ষা° ১০° ৫৫´ ১০´´ উঃ দ্রাঘি° ৭৯° ৫২´২০´´ উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অবস্থিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাউলের বাণিজ্য হয়। এতদ্ব্যতীত আণ্ডামান দ্বীপের সহিত ও ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে নানাস্থানে ভারতীয় কুলি চালান হয়। কারিকাল বন্দরে একটী আলোকগৃহ আছে। উহা সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উর্দ্ধে স্থাপিত।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা কারিকালে আসিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অল্পকাল পরেই রাজার সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল তাঞ্জোররাজ সসৈন্যে কারিকাল আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখে তঞ্জোরাধিপতি কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১টী গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা কারিকাল অবরোধ করেন। ফরাসীরা দশদিন অনবরত যুদ্ধ করিয়া শেষ ৫ই এপ্রেল তারিখে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর আর তিনবার কারিকাল ইংরাজহস্তে আইসে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী-

দিগকে দেওয়া হয়। এখনও ইহা ফরাসী অধিকারে আছে। ভারতে ফরাসীদিগের প্রধান স্থান পুঁদিচারী; পুঁদিচারীর গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এখানে ও ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রপ্রথা প্রচলিত। মিউনিসিপালের কৌন্সিল ব্যতীত এখানে আর একটি সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কৌন্সিল বলে। তাহাতে নগরস্থ মিউনিসিপালিটীর অধিকার ব্যতীত অপর বিষয়ের আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী সভা আছে, তাহার নাম কাঁসাই জেনেরাল (Consul General) পুঁদিচারীতে ইহার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতের প্রত্যেক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রতিনিধিগণ অবশ্য প্রজাগণের নির্ব্বাচিত। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভায় ও ডিপুটী সভায় এক এক জন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি থাকেন। সেই প্রতিনিধি এখানকার প্রজাগণ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এখানে বন-বিভাগে, পূর্ত্তবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জন করিয়া (Chief) কর্ত্তা আছে। সকলের উপর শাসনকর্ত্তা। ইনিই স্থানীয় বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এখানে একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি আছেন।

কারিকুরি (দেশজ) শিল্পকার্য্যে যে সকল নিপুণতা দেখান হয়।

কারিগর (পারস্য) কারিকর, শিল্পকারক।

কারিগরী (পারস্য) কারিকুরি, নিপুণতা।

কারিণী (স্ত্রী) করোতি, কৃ-ণিনি-ঙীপ্। ১ যে শব্দের পরে থাকে, তৎকার্য্যের নিষ্পাদয়িত্রী, যে স্ত্রী তৎকার্য্যাদি নিষ্পাদন করে।

কারিত (ত্রি) কৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। অন্য কর্ত্তৃক যাহা সম্পাদিত হইয়াছে।

("বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ।"
মার্ক ৮১। ৬৫।)

কারিতা (স্ত্রী) কারিত-টাপ্। অধিক সুদ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—কারিকা ও কারিতা-বৃদ্ধি।

"ঋণিকেন তু যা বৃদ্ধিরধিকা সম্প্রকীর্ত্তিতা।
আপৎকালকৃতা নিত্যং দাতব্যা সা তু কারিতা॥"

ঋণী ব্যক্তি আপৎকালে অধিক সুদ দিবার অঙ্গীকার করিলে, তাহা নিয়তই দিতে হয়; এই নিয়মের নাম কারিতা। (বিবা° সেতু।)

কারিয়াকোকসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (A species of Tetrodon.

কারিন্ [ন্] (পুং) করোতি, কৃ-ণিনি। কোন শব্দের পরে থাকিলে তৎকর্ম্মের কারক বা কর্ত্তা বুঝায়।

কারী (স্ত্রী) কৃণাতি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, কৃ-ইঞ্-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ; কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে ইহা দুই প্রকার। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কারিকা, কার্য্যা, গিরিজা ও কটু-পত্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও মধুর রস পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকারক, কণ্ঠশোষকারক এবং গুরু।

কারীর (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-অঞ্ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪।৩।১৪১।) ১ বাঁশের কাণ্ড। ২ বাঁশের ভস্ম।

কারীরী (স্ত্রী) কং জলং ঋচ্ছতি, ক-ঋ-বিচ্; কারং সজল-মেঘং ঈরয়তি, কার ঈর অণ্-ঙীষ্। বৃষ্টিজন্য কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

কারীর্য্য (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-ষ্যঞ্। কারীর, বংশকাণ্ড বা বংশভস্ম।

কারীষ (ক্লী) করীষাণাং সমূহঃ, করীষ-অণ্। করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশি।

কারীষগন্ধি (ত্রি) কারীষস্যেব গন্ধো যস্য, ইত্বম্। শুষ্ক গোময়ের গন্ধযুক্ত।

কারীষি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষ। ২ বংশবিশেষ।

কারু (পুং) করোতি, কৃ উণ্ (কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১।১।) ১ বিশ্বকর্ম্মা। ২ (ভাবে উণ্) শিল্প। ৩ (ত্রি) কারক। ৪ শিল্পী। ৫ সূপকারাদি, পাচক প্রভৃতি।

("ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্॥
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥" মনু। ১০।১২০)
'কারবঃ সূপকারাদয়ঃ' কুল্লূ। ৬ কর্ম্ম।

কারুক (ত্রি) কারু স্বার্থে কন্। শিল্পী।

("কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।"
মনু ৪। ১২৯।)

কারুচৌর (পুং) কারুণা শিল্পেন চোরয়তি, কারু-চুর-অচ্। সন্ধিচোর, যাহারা সিঁদ কাটিয়া চুরি করে।

কারুজ (পুং) কং জলং আরুজতি, ক-আ-রুজ-ক। ১ করভ। ২ ফেন। ৩ বল্মীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিমাটী। ৬ (কারুতো জায়তে, কারু-জন-ড) শিল্পিনির্ম্মিতচিত্র। ৭ শরীরে আপনা হইতেই তিলের ন্যায় কাল কাল যে চিহ্ন জন্মে।
[তিলকালক দেখ।]

কারুণিক (ত্রি) করুণায়াং শীলমস্য, করুণা-ঠক্। দয়ালু।

কারুণ্ডিকা (স্ত্রী) কারুণ্ডী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। জলৌকা, জোঁক।

কারুণ্ডী (স্ত্রী) কুৎসিতা ঈষৎ বা রুণ্ডী মূর্দ্ধাকীমা ইর কোঃ কাদেশঃ। জলৌকা, জোঁক।

কারুণ্য (ক্লী) করুণস্য ভাবঃ, করুণা এব বা, করুণা-ষ্যঞ্। করুণা, দয়া ; স্বার্থপরিত্যাগপূর্ব্বক পরদুঃখনিবারণের ইচ্ছা। ("মুনেঃ শিষ্যসহায়স্ত কারুণ্যং সমজায়ত।" রামা ১।২।১৫।)

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের অধিপতি, দন্তবক্র। ২ করূষোঽভিজন এষাম্, করূষ-অণ্। পুরুষানুক্রমে করূষদেশবাসী। এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। ৩ মনুর পুত্র।

কারূষক (ত্রি) কারূষ স্বার্থে কন্। ১ করূষদেশবাসী। ২ (পুং করূষদেশের রাজা।

সার কানিংহামের মতে বর্ত্তমান শাহাবাদজেলাই প্রাচীন করূষদেশ।

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের রাজা। ২ করূষদেশবাসী। ৩ জাতিভেদ। ব্রাত্য বৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন।

"বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" মনু ১০।২৩।

কারূষ্য (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-ষ্যঞ্। ১ দন্তবক্র। ২ (ক্লী) নেত্রমল।

কারেণব (ত্রি) করেণোরিদম্, করেণু-অণ্। হস্তিসম্বন্ধীয়। কারেণুর দুগ্ধাদিগুণ যথা—হস্তিদুগ্ধ—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ—কষায়যুক্ত মধুররস ও মলবন্ধকারক। ঘৃতগুণ—মলমূত্ররোধক, তিক্তরস, অগ্নিকর, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষরোগ ও ক্রমিনাশক। মূত্রগুণ—ঈষৎতিক্তযুক্তলবণরস, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ। ইহা কিলাসরোগে উপকারী।

কারেণুপালি (পুং) করেণুপালস্য অপত্যম্, করেণুপাল-ইঞ্। হস্তিপালকের পুত্র।

কারেলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Cleome pentaphylla.)

কারোত্তম (পুং) কারেণ সুরাগালনেন উত্তমঃ। সুরার অগ্রভাগ।

কারোত্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার-উৎ-তৃ-অর। সুরামণ্ড, মদের মাত। ২ কূপ। ৩ বংশাদি-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, চালনী।

কার্কটেলব (ক্লী) কর্কটূনাং নিবাসোঽত্র, কর্কটু-অঞ্ (ওরঞ্। পা ৪।২।৭১।) কর্কটুপক্ষীর নিবাসস্থল।

কার্কণ (ত্রি) কৃকণস্য ইদম্, কৃকণ-অঞ্। ১ কৃকণ পক্ষি-সম্বন্ধীয়। ২ ক্রমিসম্বন্ধীয়। ৩ দেহস্থ বায়ুবিশেষসম্বন্ধীয়।

কার্কন্ধব (ত্রি) কর্কন্ধূনাং বিকারঃ অবয়বো বা, কর্কন্ধু-অণ্ বিল্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) ১ কর্কন্ধুর বিকার। ২ কর্কন্ধুর অবয়ব।

কার্কলাসেয় (ত্রি) কৃকলাসস্য ইদম্, কৃকলাস-ঢক্ (শুভ্রাদি-ভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কৃকলাসসম্বন্ধীয়!

কার্কবাকব (ত্রি) কৃকবাকোরিদম্, কৃকবাকু-অণ্। কুক্কুট-সম্বন্ধীয়।

কার্কশ্য (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ, কর্কশ-ষ্যঞ্। ১ কর্কশতা। ("কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমালম্বতে"। ২ কঠিনতা। ৩ নির্দ্দয়তা। [অমরু শঃ। ২৪।)

কার্কষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কার্কষকায়নি (পুং) কার্কষস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্কষ-ফিঞ্ কুগাগমশ্চ (বাকিনাদীনাং কুক্ চ। পা ৪।১।১৫৮।) কার্কষের পুত্র।

কার্কষি (পুং) কর্কষ-ফিঞো বিকল্পবিধানাৎ ইঞ্। কার্কষের পুত্র।

কার্কারী [ন্ [ত্রি) [বৈ] নিজের আবাধকর।

("যমদূত নমস্তেঽস্তু কিং ত্বা কার্কারিণোঽব্রবীৎ।"
কার্কারিণ ইতি ষষ্ঠী দ্বিতীয়ার্থা ছান্দসী, তেন অস্মদ্বাধকং কিমুক্তবান্ ইত্যর্থঃ।)"

কার্কীক (ত্রি) কর্কঃ শুক্লোঽশ্বঃ স ইব, কর্ক ঈকক্। শ্বেত-অশ্বতুল্য।

কার্কোটক (ক্লী) নগরবিশেষ। বর্ত্তমান নাম কারা।

কার্থরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Curcuma Zerumbet)

[কচ্চুর দেখ।]

কার্ণ (পুং) কর্ণস্য অপত্যম্ পুমান্ কর্ণ-অণ্। ১ কর্ণের পুত্র, বৃষকেতু। ২ (ত্রি) কর্ণেন্দ্রিয়সম্বন্ধী।

কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহস্য অপত্যম্ পুমান, কর্ণগ্রাহ-ঠক্, (রৈবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬।) নাবিকপুত্র, মাঝির ছেলে।

কার্ণছিদ্রক (ত্রি) কর্ণছিদ্রস্য ইদম্, কর্ণছিদ্র-অণ্ স্বার্থে কন্। কর্ণছিদ্রসম্বন্ধীয়।

কার্ণবেষ্টকিক (ত্রি) কর্ণবেষ্টকাভ্যাম্, সম্পাদি, কর্ণালঙ্কা-রাভ্যাং অবশ্যং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক-ঠঞ্ (সম্পা-দিনি। পা ৫।১।৯৯।) কর্ণবেষ্টন অলঙ্কার দ্বারা যে শোভা পায়।

কার্ণশ্রবস (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ণাটক (পুং) কর্ণাটঃ অভিজনোঽস্য, কর্ণাট-অণ্ স্বার্থে কন্। কর্ণাটদেশবাসী। ২ (ত্রি) কর্ণাটদেশসম্বন্ধীয়।

কার্ণাটভাষা (স্ত্রী) কার্ণাটানাং কার্ণাটদেশীয়ানাং ভাষা, ৬তৎ। কর্ণাটদেশীয়দিগের ভাষা।

কার্ণায়নি (ত্রি) কর্ণেন নির্বৃত্তম্, কর্ণ-ফিঞ্, (বুঞ্ছণ কঠজিল-সেনিরচঞ্ঞপাযককৃফিক্রিত্যাদি। পা ৪।২।৮০) কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত।

কার্ণি (ত্রি) কর্ণ-ফিঞ্, বিধানস্ত বিকল্পত্বাৎ ইঞ্। ১ কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিক (ত্রি) কর্ণস্ত ইদম্, কর্ণ-ঠঞ্। কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিশ (দেশজ) ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে যে অল্প বিস্তৃত স্থান বাহির দিকে প্রস্তুত করা হয়।

কার্ত্ত (ত্রি) কৃতঃ কৃৎপ্রত্যয়স্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ, কৃৎ-অণ্। ১ কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। ২ (কৃতস্ত ইদম্) কৃতসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ (কৃতমেব স্বার্থে অণ্) সত্যযুগ। ("কিং কারণং কার্ত্তযুগঃ প্রধানঃ।" ভারত আঃ ৯০ অঃ।) ৩ (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্র।

কার্ত্তকৌজপাদি (পুং) পাণিনিব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত এই সকল শব্দের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় (কার্ত্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬।২।৩৭।) গণ যথা—কার্ত্তকৌজপৌ, সাবর্ণিমাণ্ডুকেয়ৌ, অবন্ত্যশ্মকাঃ পৈলশ্যাপর্ণেয়াঃ, কপিশ্যাপর্ণেয়াঃ, শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ, কটুকবাধূলেয়াঃ, শাকলশুনকাঃ, শাকলশণকাঃ শণকবাভ্রবাঃ, আর্চ্চাভিমৌদ্গলাঃ, কুন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, চিন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, তণ্ডবতণ্ডাঃ, অবিমত্তকামবিদ্ধাঃ, বাভ্রবশালঙ্কায়নাঃ, বাভ্রবদানচ্যুতাঃ, কঠকালাপাঃ, কঠকৌথুমাঃ, কৌথুমলৌকাক্ষাঃ, স্ত্রীকুমারম্, মৌদপৈপ্পলাদাঃ, বৎসজরন্তঃ, সৌশ্রুতপার্থবাঃ, জরামৃত্যু, যাজ্যানুবাক্যে।"

কার্ত্তযশ (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ত্তযুগ (পুং) কৃতমেব কার্ত্তঃ, কার্ত্তশ্চাসৌ যুগশ্চেতি, কর্ম্মধা। সত্যযুগ।

কার্ত্তবীর্য্য (পুং) কৃতবীর্য্যস্ত অপত্যম্ পুমান্। কৃতবীর্য্য-অণ্। ১ চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্য্য রাজার পুত্র। ইহার নামান্তর—হৈহয়, দোঃসহস্রভৃৎ ও অর্জ্জুন। মাহীষ্মতীপুরী কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানী ছিল। ইনি দত্তাত্রেয়ের যোগবলে যুদ্ধসময়ে সহস্র হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইয়া ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ দিগ্বিজয়কালে ইহারই নিকট পরাজিত হইয়া নিগড়বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাহার পিতামহ পুলস্ত্যমুনি আসিয়া মুক্ত করিয়া দেন। জমদগ্নির আশ্রম হইতে সবৎসা ধেনু অপহরণ করিয়া, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হইয়াছিল। (ভারত অনু° ১৫২অঃ।) ২ জৈনরাজচক্রবর্ত্তিবিশেষ, ইহার অপর নাম সুভূম।

কার্ত্তবীর্য্যদীপ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যোদ্দেশেন দীয়মানো দীপঃ, মধ্যলো°। কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত দীপ। এই দীপ-প্রদানের বিধি যথা—উড্ডামেশ্বরতন্ত্রে—কোন শুদ্ধ স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণ-মণ্ডল করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্দ্দিকে কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা ষট্‌কোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে মূলমন্ত্র লিখিত হইবে। মন্ত্রের উপর ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিবে—

"কার্ত্তবীর্য্য মহাবাহো ভক্তানামভয়প্রদ।
গৃহাণ দীপং মদ্দত্তং কল্যাণং কুরু সর্ব্বদা॥
অনেন দীপদানেন কার্ত্তবীর্য্যস্ত প্রীয়তাম্॥"

শুভফল কামনায় দীপদানকালে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে; অভিচারকার্য্যে তিনটি প্রদীপ দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নষ্ট বস্তুপ্রাপ্তিকামনায় দীপ দান করিলে, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ স্থাপন করিবে। চতুর্বর্গ ফল পাইবার জন্য একশত দীপ দিতে হয় এবং মারণকার্য্যে এক সহস্র বা দশসহস্র দীপ দান বিধেয়। রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, লৌহ, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগচূর্ণ দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে কার্য্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীভূত, তাম্রদ্বারা শত্রুভয়নাশ, কাংস্য দ্বারা হিংসাকার্য্য সম্পাদিত হয়, মারণকার্য্যে লৌহদ্বারা, উচ্চাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধূমচূর্ণ দ্বারা, শত্রুমুখস্তম্ভনের জন্য মাষকলায় দ্বারা, সন্ধিকার্য্যে নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা দ্বারা, অথবা অন্য বস্তুর অভাব হইলে সকল কার্য্যেই কেবল তাম্র দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই দীপে কার্য্যানুসারে এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি সলিতা অল্পকার্য্যে অল্প এবং মহৎ কার্য্যে অধিক সংখ্যক দেওয়াই বিধি। শুক্ল, পীত, রক্ত, কুসুম্ভফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষে ব্যবহার করিতে হয়। অভাবে কেবল শুক্ল সূত্র দ্বারা সলিতা করিলেই চলে।

কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে এইরূপ দীপদানবিধি দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে কার্ত্তবীর্য্য উপাস্য কেন? কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যানমধ্যে চক্রাবতারত্বের উল্লেখ আছে যথা—

"উদ্যৎসূর্য্যসহস্রকান্তিরখিলক্ষৌণীধবৈর্ব্বন্দিতো
হস্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিষূংস্তাবতা।
কণ্ঠে হাটকমালয়া পরিবৃতশ্চক্রাবতারো হরেঃ
পায়াৎ স্যন্দনগোহরুণাভবসনঃ শ্রীকার্ত্তবীর্য্যো নৃপঃ॥"

কার্ত্তবীর্য্যারি (পুং) কার্ত্তবীর্য্যস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রম হইতে হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

কার্ত্তবেশ (ত্রি) কৃতবেশস্য ইদম্, কৃতবেশ-অণ্। কৃতবেশসম্বন্ধীয়।

কার্ত্তস্বর (ক্লী) কৃতস্বরে তদাখ্য-আকরবিশেষে ভবম্, অথবা কৃতাঃ পঠিতাঃ স্বরা যেন সঃ কৃতস্বরঃ সামগায়কঃ, তস্মৈ দক্ষিণাত্বেন দেয়ম্ কৃতস্বর-অণ্ (শেষে পা ৪। ২। ৯২।)

("স তপ্তকার্ত্তস্বরভাস্বরাম্বরঃ।" মাঘ ১। ২০।)

১ স্বর্ণ। ২ কনকধুতূরা।

কার্ত্তান্তিক (পুং) কৃতান্তং বেত্তি, কৃতান্ত-ঠক্ (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাট্ঠক্। পা ৪। ২। ৬০।) ১ জ্যোতির্ব্বিদ্। ২ দৈবজ্ঞ।

কার্ত্তায়নি (পুং) কার্ত্র্যাস্য অপত্যম্, কার্ত্র্য-ফিঞ্ (অণোদ্ব্যচঃ। পা ৪। ১। ১৫৬) যলোপঃ। কর্ত্তার পৌত্র।

কার্ত্তিক (পুং) কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে, কৃত্তিকা-অণ্। ১ বৈশাখাদি দ্বাদশমাসমধ্যে সপ্তম মাস। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বাহুল, ঊর্জ্জ, কার্ত্তিকিক ও কৌমুদ। ইহা চান্দ্র সৌরভেদে দুই প্রকার, চান্দ্র কার্ত্তিক মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিলে ঐ মাসকে মুখ্য চান্দ্র কার্ত্তিক বলা যায় এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র কার্ত্তিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে সময় সূর্য্য তুলারাশিতে অবস্থান করিবেন ঐ কালকে সৌর কার্ত্তিকমাস বলা হয়।

"মীনাদিস্থো রবের্যেষামারম্ভপ্রথমক্ষণে।
ভবেত্তেঽব্দে চান্দ্রমাসাশ্চৈত্রাদ্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥" ব্যাস।

এক্ষণে বঙ্গদেশে এই মাসেরই প্রকল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয় বলিয়াই ইহার নাম কার্ত্তিক হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহা একটী পুণ্যমাস বলিয়া কথিত আছে, এজন্য উক্তমাসে আস্তিক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

এই মাসে প্রত্যহ অতিপ্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি কখন প্রাতঃস্নানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফলতঃ এই কালে উক্ত সময়ে স্নান করিলে সকলেরই স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মপিপাসায় স্নান করিবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত সংকল্পবাক্য ও মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

সংকল্পবাক্য—ওঁ তৎসদদ্য কার্ত্তিকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথাবারভ্য তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

প্রত্যহ স্নান করিবার সময় প্রত্যহ সংকল্প করিতে ইচ্ছা করিলে "তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ" ইহা না বলিয়া কেবলমাত্র বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে।

স্নানমন্ত্র—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥"

এই মাসে প্রত্যহই নিশামুখে বিষ্ণুগৃহে বা আকাশাদিতে ঘৃততৈলাদি দ্বারা প্রদীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদীপ দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে।

"ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

যাহারা প্রদীপ-প্রদানে বিশেষ ফল কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দীপদানের পূর্ব্বে স্নানবৎ সংকল্প করিয়া তদনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া দীপ দান করিবেন।

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতুর্দ্দশীদিবসে স্নানানন্তর যমতর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মস্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শীতলোষ্ঠসমাযুক্তঃ সকণ্টকদলান্বিতঃ।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

ঐ দিবস লোকাচার হেতু চতুর্দ্দশ শাক ভোজন করা বিধেয়। আজকাল এই প্রদেশে যেরূপ প্রচলন দেখা যায়, তাহাতে যে কোনও শাক চতুর্দ্দশটী সংগ্রহ করিয়া ভোজন করা হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া শাস্ত্রোক্ত—ওল কেমুক, বাস্তুক, সর্ষপ, কাল, নিম্ব, জয়ন্তী, শালিঞ্চা, হিলমোচিকা, পলতা, শুলফ, গুড়ূচী, ভণ্টাকী ও সুষিনা শাক ভোজন করাই বিধেয়। বোধ হয় অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্রহ করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দ্দশটী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর অমাবস্যার দিন বালক, আতুর ও বৃদ্ধলোক ব্যতিরেকে সকলেরই দিবাভোজন নিষিদ্ধ। ঐ দিবস পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিয়া প্রদোষকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উল্কাদান করিবে। যদি কেহ কোনও কারণে শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে উল্কাদান করিতে হইবে। এই দিবস প্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা আস্তিক ধার্ম্মিকগণের কর্ত্তব্য।

অনন্তর প্রভাতে অর্থাৎ প্রতিপৎতিথিতে অক্ষক্রীড়াদি

করিবে। যদিও দ্যূতক্রীড়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তথাপি এই দিবস সমস্ত বর্ষের শুভাশুভ বিজ্ঞান জন্ত ক্রীড়া করা একান্ত আবশুক। এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হয়, সংবৎসর তাহারই শুভ হয় এবং যাহার পরাজয় হয়, সংবৎসর তাহার অশুভ হয়। কেবল ক্রীড়া কেন এই দিবস—

"যো যো যাদৃশভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
বর্ষদৈত্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি॥"

যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন্দে বা অসুখে কালযাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়। অতএব যাহাতে ঐ দিবস মনঃসুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাকা আবশুক।

অনন্তর দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহস্তে ভোজন করা বিধেয়। ঐ দিবস সকলেরেই স্ব স্ব ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করা এবং ভগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্ব্বক ভোজন করা একান্ত আবশুক। উক্তদিবস যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমদূতগণ ও যমুনার পূজা করিয়া ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

যদি ভগিনী জ্যেষ্ঠা হন তবে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" এই বলিয়া গণ্ডূষ প্রদান করিবে।

এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ দিবস অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া কীর্ত্তিত। কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে, ঐ সকল তিথিতে বকেরাও মৎস্য ভক্ষণ করে না, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও মাংসাদি ভোজন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতচতুর্দ্দশীর পর অমাবস্যায় কালীপূজা, শুক্লা নবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সংক্রান্তির দিবস কার্ত্তিকপূজা হইয়া থাকে। পূজাপদ্ধতি নানাবিধ বলিয়া এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না।

কোষ্ঠীপ্রদীপমতে এই মাসে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ, ব্যবসাপটু, নানাবিধ শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুবক্তা এবং অতিশয় সুন্দরাকৃতি হইয়া থাকেন।

গরুড়পুরাণমতে—এই মাসে বিষ্ণুকে তুলসীদান কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা অযুত গোদানের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে—দেবগৃহে, আকাশে ও মণ্ডপে ঘৃতাদি দ্বারা দীপদান করিবে; ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে—এই মাসে হবিষ্যান্নভোজন করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। হবিষ্যদ্রব্য যথা—অখিন্ন হৈমন্তিকধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গুধান্য, নীবারধান্য, বাস্তুক (বেতো) ও হেলেঞ্চা-শাক, কালশাক, মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় নাই এরূপ দুগ্ধ; কাঁটাল, আম, হরীতকী, তেঁতুল, জীরা, নারঙ্গানেবু, পিপুল, কলা, লবলীফল, আমলকী, ইক্ষু, গুড়, অতৈলপক্ব দ্রব্য দ্বারা হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। নারদীয়পুরাণ-মতে—মৎস্য, কূর্ম্ম ও অন্যান্য সকল জন্তুর মাংসই কার্ত্তিকমাসে ভোজন করা নিষিদ্ধ; যেহেতু তাহাতে চণ্ডালতুল্য হইতে হয়। মহাভারতেও সর্ব্বমাংসপরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্মপুরাণমতে—ওল, পটোল, কদম্ব, বেগুন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ। এই মাসে উত্থান একাদশী, এইদিনে হরি শয্যা ত্যাগ করেন। মনুষ্যদিগকে যথানিয়মে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্ত্তিকমাসে এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাদি বিবিধ যাতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। ২ বর্ষবিশেষ; কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্ত্তিক বর্ষ কহে। (মলমাসতত্ত্ব।) ৩ (কৃত্তিকানাং অপত্যম্) কার্ত্তিকেয়।

("দৃষ্ট্বা তান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয়বিহ্বলমানসাঃ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্জ্জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

৪ চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের জনৈক সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই প্রদেশের কসাই জাতিবিশেষ। ইহারা হিন্দুর অস্পৃশ্য।

কার্ত্তিকমহিমা [ন্] (পুং) কার্ত্তিকস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য। ২ কার্ত্তিকেয়দেবের মাহাত্ম্য।

কার্ত্তিকব্রত (ক্লী) কার্ত্তিকে কর্ত্তব্যং ব্রতম্, মধ্যলো°। প্রাতঃস্নানাদি কার্ত্তিকমাসে কর্ত্তব্য নিয়ম। [কার্ত্তিক দেখ।]

কার্ত্তিকশালি (পুং) কার্ত্তিকে পরিপক্বঃ শালিঃ মধ্যলো° যে সকল ধান্য কার্ত্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্ত্তিকশালি।

কার্ত্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) মুগ্ধবোধব্যাকরণের একজন টীকাকার।

কার্ত্তিকিক (পুং) কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ মাসে, কার্ত্তিক-ঠক্ (বিভাষা ফাল্গুনীশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩।) ১ কার্ত্তিক মাস। ২ কার্ত্তিকীযুক্ত পক্ষ। ৩ কার্ত্তিক-নামক বর্ষবিশেষ।

কার্ত্তিকী (স্ত্রী) কার্ত্তিকস্য ইদম্, কার্ত্তিক-অণ্-ঙীপ্। ১ দেশ-

শক্তিবিশেষ। ২ নবপত্রিকার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। ৩ কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা।

কার্ত্তিকেয় (পুং) কৃত্তিকানামপত্যম্ পাল্যত্বেন, ইতি শেষঃ; কৃত্তিকা-ঢক্ (স্ত্রীভ্যো ঢক্। পা ৪। ২। ১৩।) শিবপুত্র; পার্ব্বতীসহ শিবের কেলি-সময়ে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, ভূমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শরবনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কল্পবিশেষে ইনি পুনর্ব্বার অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিবীর্য্যে ও গঙ্গাগর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইহার প্রতিপালন করেন। কৃত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইঁহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহাদের প্রতিপালিত বলিয়াই কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (রামায়ণ।)

উভয় জন্মেরই একরূপ কারণ জানিতে পারা যায়। দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাহাকে নিধন করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কন্দর্প-সাহায্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে, কন্দর্পবাণবিদ্ধ মহাদেব পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীর প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তারকাসুর নিধন করেন। অপর কল্পেও ঐরূপ তারকাসুরের উৎপীড়নে ব্রহ্মা দেবগণকে অগ্নির আরাধনা করিতে বলেন; তদনুসারে তাঁহারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ করিয়া অতি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরত বিঘ্ন জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্খলিত বীর্য্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি রুদ্রতেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। তাহা হইতে কার্ত্তিকেয় দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার নামান্তর—মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহুলেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্ত্তি, অনমেয়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, প্রিয়ক, গাঙ্গ, স্বামী, দ্বাদশলোচন, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, দেবসেনাপতি, বালচর্য্য, কুক্কবাকুধ্বজ, মহাবাহু, যুদ্ধরঙ্গ, শিখিধ্বজ, পাবকাত্মজ, রুদ্রসূনু, ষট্‌শিরা ও দিতিজান্তক।

কার্ত্তিকেয়দেবের ধ্যান যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥"

মহাভাগ কার্ত্তিকেয় ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শক্তিহস্ত, বরদাতা, দ্বিভুজ, শত্রুনাশন, নানালঙ্কারাবভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদায় সেনাপরিবৃত।

(কার্ত্তিকপূজাপদ্ধতি।)

অনেকের বিশ্বাস যে, কার্ত্তিকের বিবাহ হয় নাই, তিনি চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। ইহার পত্নী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা ষষ্ঠীদেবী বলিয়া থাকি। বোধ হয়, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী পত্নী বলিয়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনায় কার্ত্তিকেয়ব্রত করিয়া থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কার্ত্তিকেয়ের সমান। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে—

"কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরোপরি সংস্থিতা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ তত্র অম্বিকা গুহরূপিণী॥"

কুমারশক্তি কার্ত্তিকেয়সদৃশ মূর্ত্তিধারণ ও শক্তিগ্রহণ করিয়া ময়ূরবাহনোপরি আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকেয়পুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুমাউন জেলার মধ্যে দানপুর পরগণায় হজুর নামক তহসীলের অন্তর্গত নগর। এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ। ইহা অক্ষা° ২৯° ৫৪′ ২৪″ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৩৯′ ২৮″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে রাঞ্জুলা নামক একটী পুরাতন দুর্গ আছে। তাহার মধ্যে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। সেগুলিতে এখন শস্যাদি রাখা হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উদয়পালদেবের

খোদিত ২ খণ্ড প্রস্তরলিপি এখানে আছে। তাহার উপর ক্রমাগত জল পড়িয়া তাহার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে ১১২৪ শকে ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত একখণ্ড তাম্রলিপি অদ্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটীতে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নিম্নে ১৪২১ শক ও একটী গণেশের মূর্ত্তির নিম্নে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখা আছে।

কার্ত্তিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কার্ত্তিকেয়ং প্রসূতে যা, কার্ত্তিকেয়-প্র-সূ-ক্বিপ্‌। দুর্গা, পার্ব্বতী। যদিও পার্ব্বতীতে শিববীর্য্য পতিত হইবার কালে দেবগণ বিঘ্ন উৎপাদন করায়, তাহা ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীর্য্যপতন বিষয়ে পার্ব্বতীই মূলকারণ, এজন্য তিনিই কার্ত্তিকেয়প্রসূ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কার্ত্তিকোৎসব (পুং) কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকীপৌর্ণমাস্যাং ভবঃ উৎসবঃ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কার্ত্র্য (পুং) কর্ত্তুরপত্যম্, কর্ত্তৃ-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কর্ত্তার পুত্র।

কার্ৎস্ন (স্ত্রী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ,কৃৎস্ন-অণ্‌। ১ সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্য (স্ত্রী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন ষ্যঞ্‌। ১ সাকল্য, সমুদায়। ২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্যেন (অব্যয়) সমুদায়রূপে, বিশেষরূপে।

কার্দ্দম (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-অণ্‌। (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানং ইত্যত্র অণপীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪।২।২ বাঃ) কর্দ্দম দ্বারা যে বস্ত্র রঙ্গ করা হয়; কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্দ্দমিক (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-ঠক্ (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানম্। পা ৪।২।২। বাঃ) কাদায় ছোপান কাপড়।

কার্পট (পুং) কর্পট ইব আকারোঽস্যাস্তি, কর্পট-অণ্‌। ১ জতু, জৌ। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটো জতু কার্য্যিণোঃ। মেদিনী।)
৩ (কর্পট এব স্বার্থে অণ্‌) জীর্ণবস্ত্রখণ্ড, নেকড়া।

কার্পটগুপ্তিকা (স্ত্রী) কার্পটেন খণ্ডবস্ত্রেণ গুপ্তা, ততৎ, কার্পটগুপ্তা স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌ অত ইত্বম্। ১ বেটুয়া। ২ ঝুলি।

কার্পটিক (পুং) কার্পটং অস্ত্যত্বং বেত্তি, কর্পটেন রচতি বা কার্পট-ঠক্। ১ মর্ম্মবেদী। ২ তীর্থযাত্রাসেবক।
"সায়ং চ তত্রৈব বহিঃ সকুটুম্বস্তরোস্তলে।
সমাবসৎ কার্পটিকৈঃ সোঽত্রদেশাগতৈঃ সহ॥" কথাসরিৎসা°।

কার্পণ্য (স্ত্রী) কৃপণস্য ভাবঃ, কৃপণ-ষ্যঞ্‌। ১ কৃপণতা। ২ দীনতা।

কার্পাণ (স্ত্রী) [বৈ] যুদ্ধ।

কার্পাস (পুং, স্ত্রী) কার্পাস এব, স্বার্থে অণ্‌। ১ কাপাস-গাছ। বৈদ্যকমতে ইহার পত্রাদি দ্বারা সর্পবিষ নিবারিত হয়। চিকিৎসাক্রম যথা—দংশনমাত্রই রোগীকে কাপাস পাতার রস ২.০ তোলা পান করাইবে এবং ক্ষত স্থান জল দ্বারা পরিষ্কার করিয়া এই পাতার রস তাহাতে মর্দ্দন করিবে। এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানেও এই পাতার রস মাখাইয়া দিবে।

কার্পাস বা তূলা—সূক্ষ্ম কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পদার্থ। ইহা কার্পাস নামক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে। কার্পাস-বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে, এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উষ্ণ প্রদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্ভিত্তত্ত্ববিদ্‌গণ এই গাছ Malvacæ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। কার্পাসের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। যথা—

১, Gossypium arboreum—বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব-কার্পাস, সুরমা; সাঁওতালীরা বুদি কাসকম্, ভোগকার্সকম্; বুন্দেলখণ্ডে যোগাদি ও সুরমা; উত্তরপশ্চিমে মনুয়া, রধিয়া ও সুরসা; পঞ্জাবে কার্পাস; মধ্যভারতে মনুয়া, দেব; বোম্বাইয়ে দেব কার্পাস; মহারাষ্ট্রে দেও কপাস, মহীসুরে দেওকাপাস, তামিলভাষায় সেমপারুথি; তৈলঙ্গীভাষায় পত্তি ও ব্রহ্মদেশে হুওয়া বলে।

২, Gossyium herbaceum—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাপাস বা তূলা; সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে রুই বা কপাস; পঞ্জাবে রুই; সিন্ধুদেশে বোম; বোম্বাইয়ে কাপাস, রুই; গুজরাটে রু, কাপাস; দাক্ষিণাত্যে কপাস; তামিলভাষায় বনপরুত্তি বা পারুত্তি; তৈলঙ্গীভাষায় পাউত্তি, এত্তুদি, পরত্তি বা পরিত্ত; ব্রহ্মদেশে ওয়া বা বা; আরবীতে কতান্ বা উস্কুল ও পারসীতে পম্ব নামে প্রচলিত।

৩, এদেশে আর একপ্রকার তূলা জন্মে, তাহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium barbadense; এদেশে মার্কিন তূলা বলে।

কার্পাসবৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পত্রগুলি করাকার বা হস্তের মত, যেন তিনটি পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যের অংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে স্বতন্ত্র কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে তূলা বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। ফুটিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বৃক্ষে স্বতন্ত্র ফুলও হইয়া থাকে। ফুল ফুটিলেই

তূলা সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা রৌদ্র ও শিশিরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কার্পাসের পাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে। তূলার ভিতর হইতে বীজগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

স্থানভেদে কার্পাস-বীজ বপনের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সচরাচর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই বপনের উত্তম সময়। ছাই গোবর বা সোরা অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন রাখিয়া বীজগুলি লইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অধিক শুষ্ক করাও নিষিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ কর্ষিত জমিতে ১ হাত বা ১॥ হাত অন্তর ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া ৩।৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া আল্গা মাটী চাপা দিতে হয়। অল্পদিন পরেই চারা বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট, সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইস্থানে রাখিয়া অপরগুলি লইয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কার্পাসের বীজ বড় ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কোন জমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর কার্পাস জন্মিলে, তাহার পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিন্তু কার্পাসবীজের খইল দিলে জমির উর্ব্বরতাশক্তি কতকটা থাকিয়া যায়। সকল প্রকার খইলই কার্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। খইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুষ্ক মৃত্তিকা সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার পর উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মণ বা একমন তূলা হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন করিলে এক বিঘায় ৬৲ ছয় মণ কার্পাস পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা চাষের এইরূপ খরচা ধরা যাইতে পারে। যথা—চাষ :১৲৹, আলিবাঁধা ৸৵৹, বপন ৵১০, জলসেচন ॥৹, নালা ৵৹, নিড়ান ২৸৹, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া, ৷৹, কার্পাসসংগ্রহ ৵৹, সার ও ভূমির কর ২৷৵১০, সমুদায়ে ৮।৹। কিন্তু সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তূলা জন্মে না, সকল জমিতে খরচও সমান নহে।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন্ সময় বৃক্ষ রোপণ করা হয় আর কোন্ সময় তূলা সংগ্রহ করা হয়, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

	বপনের সময়	তুলিবার সময়।
কটক	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	কার্ত্তিক	চৈত্র
চট্টগ্রাম	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ
	জ্যৈষ্ঠ	পৌষ
দ্বারভাঙ্গা	কার্ত্তিক	ভাদ্র
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	চৈত্র, বৈশাখ
মানভূম	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
	অগ্রহায়ণ, পৌষ	চৈত্র, বৈশাখ
মেদিনীপুর	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	আষাঢ়	চৈত্র
	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
লোহারডাঙ্গা	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
সারণ	আষাঢ়	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	মাঘ	ভাদ্র, আশ্বিন

বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডাঙ্গা, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। পাটনা অঞ্চলে খালি খাকি রঙ্গের এক প্রকার কার্পাস জন্মে। সাঁওতালগণ ইহাকে খড়ুয়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কার্পাসকে হাক্রয়া-কাপাস বলিয়া থাকে। সারণে ভাগবা, ভোচরি, কতুয়া, কোকতা প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তূলা জন্মে। গয়া অঞ্চলে ব্রাইস বা বঙ্গীয়, রাঢ়ী, ভোচার এই তিন প্রকার দেখা যায়। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের কোকটী, তৈরা ও ভাগলা এই তিন প্রকার কার্পাসের নাম প্রচলিত। কটক অঞ্চলে আচুয়া ও হল্দিয়া এই দুই প্রকার প্রসিদ্ধ।

ভারতের কার্পাসের কাটতি পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পাসের অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রপ্তানি হয় বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে। যথা—

ধল্লেরা—বরদা, কচ্ছ ও কাঠিবাড়প্রদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহার ভাওনগর, মণ্ডিয়া, বাদবাহির, বীরম গাঁ, বেরাবল, কচ্ছ এই প্রকার ভেদ আছে।

বাঙ্গাল—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে।

অমরা বা অমরাবতী—ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে।

খান্দেশ—খান্দেশ হইতে আনীত।

ওমরা—বেরার প্রদেশে জন্মে।

বিলাতী খান্দেশ—অমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকে।

ওয়েষ্টারনস্—মান্দ্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত।

ধারবার—ধারবার, বিজয়পুর ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র হইতে আইসে।

কুমতা—বিজয়পুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মে।

বরোচ—বরদা, বরোচ ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

কোকনদ—বর্ণ লাল, মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলায়, নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জন্মে।

ত্রিনবল্লী—ত্রিনবল্লী, কোয়েম্বাতুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া তুঁতকুড়ি হইতে রপ্তানি হয়।

হিঙ্গনঘাট—মধ্য প্রদেশে জন্মে ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয়।

সিন্ধু—সিন্ধুদেশজাত।

আসাম—আসামজাত।

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও প্রণালী লক্ষিত হয়।

কার্পাসের আঁশ যত লম্বা হইবে, যত দৃঢ় হইবে, আর যত পরিষ্কার হইবে, তত উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

কার্পাসের ইতিহাস।—ভারতবাসী কতকাল হইতে তুলার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বেদেও ইহার বিবরণ আছে—

"মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।"

ঋকসংহিতা ১।১০৫।৮।

মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে।

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে, তন্তুবায়ের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল বাসে। সুতরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তৎকালে কার্পাস হইতে বস্ত্রবয়নের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। [বয়ন দেখ]

সূতায় মাড় দিয়া সূতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মূষিকের তাহার উপর এত লোভ হইবে কেন? (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ৯।৪ ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র ২।৬।১ প্রভৃতি বৈদিকসূত্রে কার্পাস শব্দের উল্লেখ আছে।) কার্পাসের ব্যবহারের কথা মনুসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" মনু ২।৪৪

ব্রাহ্মণের উপবীতসূত্র কার্পাসের সূতা হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয়, মন্দির ও মঠের নিকট কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়।

"ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিষু।" মনু ৪।৭৮।

মনুর মতে—তুলার বীজ, তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না।

"কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥" মনু ১১।১৬৯

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"শতে দশপলবৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূত্রে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা॥" ২।১৮২।

উর্ণাসূত্র ও স্থূল কার্পাস সূতায় শতকরা মাড় দিয়া ১০ পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি কাপড়ে ৫ পল ও সূক্ষ্ম হইলে ৩ পল দিবে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" মনু ৮।৩৯৭

তন্তুবায় কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা লইলে, মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। যদি ইহার নূন দেয়, তবে (রাজকর্তৃক দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাসের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া ক্রমে ব্যবহৃত হয়। তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্ভবতঃ আরবী "কাতন" শব্দ হইতেই য়ুরোপের 'ইতালীয়গণ 'কতোন', ফরাশিরা 'কোতান', ইংরাজেরা 'কটন' শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারসী 'কুরপাস' শব্দ সংস্কৃত কার্পাসের অপভ্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রীক 'করপসন্' শব্দে পাট বুঝায়। গ্রীক-ভৌগোলিক হিরোদোতাস্ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন; "তথায় বন্য বৃক্ষের ফল হইতে এক প্রকার পশম বাহির হয়, সৌন্দর্য্যে উহা মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট—ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে।" থিয়ফ্রাষ্টস্ নামক আর একজন ভৌগোলিক কার্পাসের বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস ভারতবাসীর পরিধেয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "উহারা গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পায়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর স্কন্ধদেশে একখানি চাদর আর মস্তকে একটী উষ্ণীষ, ইহাই তাহাদের সমস্ত পোষাক।" দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর এখনও এই পরিধেয়। প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক

একজন গ্রীকভ্রমণকারী আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে অদুলি নামক স্থানে কার্পাস লইয়া গিয়া ব্যবসায় করিতেন। ক্রমে তথা হইতে ভারতের পাতিয়াক, অরিয়ক ও বারিগাজা (আধুনিক বরোচ) নগরের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথায় কার্পাসবস্ত্র রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে ভারতে মসুলিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন) নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই মসলিন শব্দ হইয়াছে। ঢাকার মসলিন্ তখনও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কূলে যে সকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাঙ্গিতিকি বলিত। চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্যে ও পশ্চিমদিকে গ্রীশ ও রোমে কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি হইতে লাগিল। তুলা যে কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ত্র পাইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তুলার চাষের দিকেও লক্ষ্য পড়িল। তুলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরস্কে ও তথা হইতে য়ুরোপের দক্ষিণ বিভাগে কার্পাসবৃক্ষের চাষ চলিত হইল। য়ুরোপীয়গণ কার্পাসজাত তুলা হইতে লেপ, বালিস, কেহ বা কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু চীনে তখনও কার্পাসবৃক্ষের চাষের কোন চেষ্টা হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঔটী নামক সম্রাট্ একখানি কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের লোক শুনিল যে, একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কার্পাস জন্মে, ঐ বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন্য চীনেরা বাগানে কার্পাস বৃক্ষ রাখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। সুতরাং চীনে তুলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনেরা কার্পাসের আদর বুঝিয়াছেন। কি ছোট কি বড়, চীনেরা সকলেই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকায় গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আমেরিকাতেও কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথায় কার্পাসের ব্যবহার দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উহা আমেরিকায় গিয়াছে, কি আমেরিকায় স্বভাবতঃ জন্মে; কি আমেরিকার লোকে আপনারাই উহার গুণ-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গ্রাহ্য হইতে পারে।

মুসলমানগণের অভ্যুত্থান সময়ে তাঁহারাই কার্পাসের ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত হইল। ক্রমে ওলন্দাজেরা স্বয়ং কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ঐ সকল দ্রব্যের আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অনুকরণে কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড তুরস্ক হইতে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজেবথের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন। ভারত হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইংলণ্ডে কার্পাস ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।

কলিকাট হইতে কার্পাসবস্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো প্রিণ্টিং বলিত।

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে তখন বড়ই সমাদর। সমাদর এত বাড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলণ্ডের পশমের বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কার্পাসবস্ত্রই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

বিলাতের অজ্ঞ লোকে পসম ও তুলার প্রভেদ জানিত না; তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাহারা বলিতে লাগিল যে, কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পশমব্যবসায়িগণ দেশের লোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিল। পুস্তকের নাম "The ancient Trades decayed and repaired again"। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল, চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে একটি আইন হইল; আইনের আদেশ নিজের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ নিজের পোষাকের জন্য বা গৃহস্থিত দ্রব্যাদির জন্য কার্পাস ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে ক্রেতার বা

বিক্রেতার ২০০ পাউণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোঁক যে, গোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপ দিয়া ছিট ও ভারতের ছিট উভয়ে মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃই হ্রাস করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জন্য কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়োজন, সুতরাং অন্ততঃ ইহার জন্যও কার্পাসের প্রয়োজন। আইন ইহা নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস যে দেশীয় পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ তারিখে পার্লেমেণ্টে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে। এরূপ অর্থনাশ জাতীয় স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকর। ইতিহাসের সেই কথা এখন ভারতে প্রতিফলিত। মনসাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখেন যে, বৎসর ৫০,০০০ খণ্ড করিয়া কার্পাসবস্ত্র বিলাতে আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে খরচ পড়ে ৩৷৷০ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০৲ টাকায়। সুতরাং লাভ যথেষ্ট। কোম্পানি এত লাভ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, লাভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডিফো সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক "Weekly Review" নামক পত্রে লিখিলেন যে, "ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে পশমের কারবার অর্দ্ধেক নষ্ট হইল, ইংলণ্ডের অধিবাসীর অর্দ্ধাংশ জন্মের মত অন্নহীন হইয়া গেল।"

১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার একটী আইন হইল, তাহাতে কি ইংলণ্ড, কি স্কট্‌লণ্ড, কি আয়র্লণ্ড কোথাও কোন ব্যক্তি কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে। আবার বিছানায় বালিসে জানালার পর্দ্দাতে অথবা অন্য কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। বেশভূষার আইন তাহাদের হস্তে। পুরুষের আইন কি করিবে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পুরুষ জাতিকে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাসবস্ত্রের টানা যদি [লিনেন] পাটের সূতা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা করিলে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। তাহার পর ৩৫ বৎসরমধ্যে ওয়াট আর্করাইট প্রভৃতি সাহেব নানাবিধ কলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বহুবিধ সুলভ মূল্যে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থাও হইল। কল কারখানায় বস্ত্রবয়নের জন্য তখন কার্পাসতূলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাসতূলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানায় অনেক তূলার প্রয়োজন। ভারতের তূলার উপর আবার আমেরিকার তূলাও তথায় যাইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতূলা আমদানী চলিল। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার তূলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে মার্কিনতূলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক পরিমাণে তূলা যায়। কিন্তু মার্কিনতূলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তূলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিন তূলার সহিত ভারতীয় তূলার বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে। আমেরিকার লম্বা আঁশযুক্ত তূলার আদর, আর ভারতের ছোট আঁশযুক্ত তূলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তাহার উপর ভারতের তূলায় অধিক ভেজাল দেওয়ায় অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আমেরিকার মত তূলা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানকার কৃষি ও পুষ্পসমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট আথ্‌ড়া নামক স্থানে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া কার্পাসের চাষ করা হইল। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। এজন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বীজ ও নূতন নূতন লাঙ্গল লইয়া দশজন পারদর্শী লোক ভারতে আনীত হইল, তন্মধ্যে তিন জন বোম্বাই, তিন জন মান্দ্রাজ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল; অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল দর্শিল না। শেষে মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে দেওয়া হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় যুদ্ধ বাধে। তাহাতে তথাকার

তুলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে যাহাতে আমেরিকার মত তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের তুলারও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনকোটী টাকার কার্পাস মাত্র যাইত। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দে ৩৭ কোটী টাকার তুলা রপ্তানি হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার বিসম্বাদ মিটিয়া গেল, অমনি রপ্তানি কমিয়া গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কম মাল রপ্তানি হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইপ্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন কটন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে বোম্বাইয়ে তুলার ভেজাল নিবারণের জন্ম আইন হইল। শেষে বিদেশীয় বীজ ছাড়িয়া দিয়া যত্ন দ্বারা দেশীয় কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। এখনও বিলাতে ভারতের তুলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তুলার গাঁইট গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা ১৬,৬৪,০১০, ভারত ১০,৬৩,৫৪০, ব্রজিল ৪,০২,৭৬০, মিসর ২,১৯,৯২০, ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১,১২,১০০ গাঁইট। ভারতের তুলার সের করা ॥৶০ এগার আনা মূল্য পড়িয়াছে।

ভারতের তুলার আদর ইংলণ্ডে কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক আছে। ইংলণ্ড ছাড়া যুরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের কার্পাস রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অষ্ট্রিয়ায় ৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, জর্ম্মণিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুষিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কার্পাস তুলা রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে যুরোপের অন্যান্য দেশে উহা নীত হইতেছে। চীনে সর্ব্বত্রই তুলা জন্মে, তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন।

কার্পাস রপ্তানি করিবার জন্য তুলার গাঁইট প্রস্তুত করিতে হয়। আমদানী-রপ্তানিকার্য্যে জাহাজের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের খোলে অল্প স্থানের ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে স্থানের ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক মাল সম্ভব, তাহা পূরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশে তুলার গাঁইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

তুলার পরিমাণ অনুসারে গাঁইট ছোট বড় হয়। জাহাজের জন্য তুলার গাঁইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্য এদেশে বিলাতী বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের ২৪৯টী ঐরূপ কলের সংখ্যা ছিল।

ভারতের তুলা ইংলণ্ডে যায়। তাহাতে ইংলণ্ডের বহুতর কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল। কলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডের বস্ত্র যুরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের বস্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাটতি হইল। ক্রমে মান্‌চেষ্টারের কলে ভারতের লোকের পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইল।—সামান্য লোকে স্বল্প মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করাতে ভারতের তাঁতি-কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসামাত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। বিলাতে মজুরির মূল্য অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তুলা লইয়া গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে আনিতেও খরচ আছে। ভারতেই বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিলে এ সকল ব্যয় নিবারিত হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে, ইংলণ্ড হইতে কল আনাইতে আর তাহা বসাইতে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক খরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই সুবিধা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটী সমিতি গঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতি মধ্যে ২৩টী ও বোম্বাইসহরে ৫২টী, ইন্দোরে ১টী, জব্বলপুরে ১টী, হিঙ্গনঘাটে ১টী, নাগপুরে ১টী, বুদনেবায় ১টী, আরঙ্গাবাদে ১টী, হায়দ্রাবাদে ১টী, কলবর্গায় ১টী, কানপুরে ৪টী, আগরায় ১টী, কলিকাতার নিকট ৭টী, মান্দ্রাজে ৭টী, বেল্লারিতে ১টী, কলিকাটে ১টী, কোয়েম্বাতুরে ১টী, তুঁতকুড়িতে ১টী, ত্রিনবল্লীতে ১টী, ত্রিবাঙ্কুরে ১টী, বাঙ্গালোরে ২টী, পুঁদিচারীতে ১টী। এই ১০৮টীর মধ্যে ৫০ টীতে সূতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। ৫৩টীতে শুদ্ধ সূতা, আর ৫টীতে শুদ্ধ কাপড় বোনা হয়। এই সমস্ত কলে ২২,১৫৬টী তন্ত এবং ২,৬৮৭৯,৯২২টি টাকু আছে। এই গুলিতে বৎসর ৪৩ লক্ষ মণ তুলা লাগে; ৫৩,৩১৭ জন

পুরুষ, ১৮,০৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,০০৯টি যুবা ও ৩৪৬৯ বালক-বালিকা নিযুক্ত আছে।

কার্পাস পরিষ্কারকরণ।—কার্পাসবৃক্ষ হইতে তূলা সংগ্রহ করিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। তূলার মধ্যে মধ্যে অনেক বীজ জড়াইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। এইজন্য একটী সমতল প্রস্তরখণ্ডে বা সমতল স্থানে তূলাগুলি বিছাইয়া তাহার উপর একটী এক হস্ত দীর্ঘ লৌহদণ্ড রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাড়া হয়। তাহাতে বীজগুলি নিম্নে পড়ে, আর পরিষ্কৃত তূলা উপরে থাকিয়া যায়। তূলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য আর একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে খাউই বলে। উহা আকমাড়া কলের মত দুইটী লৌহ বা কাষ্ঠনির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বী এরূপ সংলগ্ন যে ঘুরাইলে দুইটীই গায়ে গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। এই দুইটীর মধ্যে একহস্তে অপরিষ্কৃত তূলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে একদিকে বীজগুলি পড়িয়া যায়, অপরদিকে পরিষ্কৃত তূলা বাহির হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে। আমেরিকায় এই উদ্দেশে স-জিন নামক একপ্রকার কলও গঠিত হইয়াছে। এদেশে তূলা পরিষ্কার করিবার এক-প্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ধুনুচি বলে। যাহারা উহা দিয়া তূলা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধুনুরি বলে। হিন্দুস্থানে উহারা 'পিঞ্জারী' নামে অভিহিত। বেরারপ্রদেশে ঐ কাষ্ঠ-খণ্ডটীর নাম কামান্। কামানে একটী তাঁত বেশ টান ভাবে বাঁধা। ধুনুরি সম্মুখে তূলারাশি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী ধরিয়া ধুনুচির তাঁতটী তূলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দস্তর নামক একটী দণ্ড দ্বারা তাঁতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাহাতে তাঁতসংলগ্ন তূলা পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

কার্পাসবস্ত্র।—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পরিষ্কৃত তূলা লইয়া হস্ত দ্বারা তাহার আঁশগুলি স্বতন্ত্র করা হইত। একার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিত। তূলা পিঁজা হইলে চরকা দ্বারা সূতা কাটা হইত। পূর্ব্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেরই ঘরে এক একটী চরকা থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ম্ম সারিয়া অবসর-কালে চরকায় বসিয়া সূতা কাটিতেন। সূতা নলীতে গুটান থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূতার ভিন্ন ভিন্ন নলী থাকিত, বস্ত্রবয়ন তন্তুবায়জাতির কার্য্য ছিল। তন্তুবায়গণ গৃহস্থের বাটী হইতে নলী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তন্তুবায়রমণীগণ খইয়ের মণ্ড দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, ঐরূপ সুদৃঢ় করার নাম পাট করা। তন্তুবায়গণ ঐ পাটকরা সূতা তাঁতে চড়াইয়া বস্ত্রবয়ন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে দেশের সকল লোকের পরিধেয় এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র হইত ও তাহা সমাদরে বিদেশীয় বণিক্‌গণ লইয়া গিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেন। ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র আর কোথাও হইত না। নিম্নে কয়েকটির নাম দেওয়া যাইতেছে।

১। মলমল—অব্‌রোয়ান, তানজেব, মলমল—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সাবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দম এই কয়েক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাফ্‌তা—যথা, হাম্মাম, ডিমটী, সান, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ এইগুলি তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

২। দোরিয়া—ডোরাকাটা, মসলিন্ (মিহিবস্ত্র), রাজ-কোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, কাগজাহি, কলাপাত।

৩। চারখানা—ছিট মসলিন্ ছয়প্রকার ; যথা—নন্দনসাহী আনারদানা, কবুতারখোপ, সাকুতা, বাছাদার ও কুণ্ডিদার।

৪। জামদানী—সাহেবেরা ইহাকে নয়নসুখ বলিতেন। সাধারণতঃ এগুলি বুটিদার হইত ; যথা—সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল, দুবলিজাল, মেল, তেরছা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী চিরপ্রসিদ্ধ।

কার্পাসের কত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, আর সেই সূতায় কত সৌখীন বস্ত্রবয়ন করা যাইতে পারে তাহা এই ঢাকাই তন্তুবায়গণ সুন্দররূপ দেখাইয়া গিয়াছে ও এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখাইলে বুঝা যায়। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক কন্যা এই ঢাকাই কাপড় পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভর্ৎসনা করেন। উত্তরে কন্যা বলি-লেন, "তবু আমি সাতপুর কাপড় পড়িয়াছি।" নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে এক তাঁতি একখানি ধোয়া কাপড় ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গরুটী ঘাস খাইতে আসিয়া সেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ খাইয়া ফেলে। মিহির (সূক্ষ্মতার) পরিচয় অধিক আর কি হইবে। এই সকল সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে। তাহাও গ্রীষ্মের সময় বুনিবার যো নাই। বর্ষাকালেই ঐরূপ কার্পাসবস্ত্র বুনিবার উত্তম সময়। উহার মূল্য ৩০০৲। ৪০০৲ টাকার কম নহে। যে সকল

স্ত্রীলোক এই সকল সূক্ষ্ম সূতা কাটিত, তাহারা অনেকেই গতাসু। দুই একজন এখনও আছে। এখন ঐ সকল বস্ত্রের আদৌ আদর নাই; আর যে কখন হইবে তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড়ে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক এখনও দেশীয় কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, কলমি, বরাহনগর, কৈকালা, শ্রীরামপুর, সাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবাশন, যোগাছি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও শাটী বোনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সূতা আসে। পূর্ব্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন কেবল তুলা রপ্তানি হয়। সুতরাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহারা অনেকে অন্নহীন বা অন্য ব্যবসায়-আশ্রিত। বঙ্গদেশের ধুতি, উড়ানি, শাটী ব্যতীত কার্পাসের অন্যান্য দ্রব্যাদি এখনও প্রস্তুত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্জী, একসুতি, মলমল, চারখানা, গুণি ও লুঙ্গি। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে কোকটী নামক একজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, নিমজা, লুঙ্গি, চারখানা নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসাম-প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র তৈয়ার হয়। স্ত্রীলোকেরাই সূতা কাটে ও বস্ত্র বয়ন করে। তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহাদের বর কাপড়, খনিয়া কাপড়, পরিধিয়া কাপড় গামছারিহা ও মেখলা নামক বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। মণিপুরে পটসস, তামিয়েন, খিনডইণী ও সোজনামীয় বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন্ (মিহি কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণসূত্রে বোনা হয়। পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের দোপাট্টাও অতি সুন্দর। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্ হয়, নেপালে তাহার কাটতি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, মলমল, আধি ও তারন্দম নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায় বেরিলি জেলায় জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের তাণ্ডা নামক স্থানে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম মসলিন্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্য্যেরও অধঃপতন হইয়াছে। রামপুরের কার্পাসনির্ম্মিত খেস সেদিন কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে। মুরাদাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিসাউলি, আলিগড়, ঝান্সির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত গারহা, গাজি ও ধুতিযোড়া নামক কার্পাসবস্ত্র উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের সামান্য লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে।

পঞ্জাব-প্রদেশে পূর্ব্বে একপ্রকার মসলিন্ হইতে সুন্দর পাগড়ি প্রস্তুত হইত। সে কাপড় এখন আর দেখা যায় না। হুসিয়ারপুর, সিরসা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাগড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট নহে। রোহতকে তাঞ্জেব নামক একপ্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্ দেখা যায়। জালন্ধরে ঘাটি নামক মাকিনের মত পুরু কাপড় হয়। ইহার উপর একপ্রকার কারুকার্য্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্ষুকে আদর্শ করিয়া উহা বোনা হয় বলিয়া ইহাকে "বুলবুল চসম্" বলে। এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুঙ্গি ও গুণি নামক মিহি ও দোসুতি, গাড়হা ও গাজি নামক মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতানাতেও শেষোক্ত চারি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চান্দেরি নামক স্থানে যে মসলিন্ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাও বড় মন্দ নহে। দেবাস্‌রাজ্যের অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি প্রস্তুত হয়।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, ভাণ্ডারা ও চান্দা জেলায় এখনও কার্পাসের সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, চান্দাপ্রদেশে একটী প্রদর্শনী হয়, তাহাতে হস্তনির্ম্মিত (কলের নহে) সূতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সূতা এত সূক্ষ্ম যে, উহার অর্দ্ধসেরের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে তুলার কল হওয়াতে ঐ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। কিন্তু কলের সূতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এই জন্য গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসঙ্গাবাদে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা বরং বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে থাকিরঙ্গের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন্ তৈয়ার হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক স্থানের মিহি মসলিন্ অতি উৎকৃষ্ট।

বোম্বাই-প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর হইলেও

এখনও গ্রামে গ্রামে দেশী মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। সামান্ত লোক মোটা মোটা শাড়ী ও পাগড়ির বিশেষ আদর করে।

অনেক স্থানে কার্পাসের সূতার সহিত রেসম বা পশমের সূতা মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় তৈয়ার হয়। কোথাও কোথাও কার্পাসবস্ত্রে রেসমের পাড় দেওয়া হয়। কোথাও রেসমের ফুল, জরির ফুল ছুঁচে তোলা, কোথাও বা বোনা হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। যথা—কারচোপ, কালাবর্ত্তু, কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও জামদানী। জামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। যথা—করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরচা, জলবায়, পান্নাহাজারা ইত্যাদি।

কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাটা নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার নিকট প্রস্তুত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে।

কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও তাহার উপর নানা প্রকার ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়া যাইত বলিয়া ইংরাজেরা তাহার কেলিকো (Calico) নাম দিয়াছিলেন। রং করার নাম কেলিকো-ডাইং (Calico-dying) আর ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করার নাম (Calico Printing) কেলিকো প্রিন্টিং। কার্পাসবস্ত্রে রং করা বঙ্গদেশে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ্গ করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে। কোন কোন কাপড়ের উপর সোণালির ছাপও দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপ দিয়া নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, লেপের খোল, তোষক, পালঙ্গপোষ, জাজিম, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে সালু অতি উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুমুরি নামক কাপড় অধিক দেখা যায়।

এ দেশে রজকেরাই কার্পাসবস্ত্র ধোলাই করিয়া থাকে। বঙ্গীয় রজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের রজকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি সুন্দর ধোলাই করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে ধোলাইকারী রজকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া রজক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

বিলাতী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসশিল্প ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। এখনও যাহা আছে, কালে তাহাও থাকিবে না, এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্র দেশের প্রয়োজনে লাগিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন শিল্পী অন্নহীন।

ভাবপ্রকাশমতে—কার্পাসবৃক্ষের গুণ—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পাতা—বায়ুনাশক, রক্তকারক ও মূত্রবর্দ্ধক। ইহার ফল—পিণ্ডিকা, আনাহ ও পূযস্রাবনাশক। বীজ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

২ (ত্রি) কার্পাসস্য বিকারঃ অবয়বো বা, কর্পাসী-অণ্ (বিল্বাদিভ্যোঽণ্। পা ৪। ৩। ১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাদি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফাল ও বাদর।

"শুক্লং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদু চাজিনম্।" ভারত ২।৫০।২৪

কার্পাসবস্ত্র (পুং, ক্লী) কার্পাস স্বার্থে কন্। কার্পাসগাছ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কার্পাস, কার্পাসী, তুণ্ডকেরী ও সমুদ্রান্তা।

কার্পাসধেনু (স্ত্রী) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতা ধেনুঃ, মধ্যলো°। দানের জন্য কার্পাসাদিনির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণোক্ত ইহার দানবিধি যথা—"বিষুবসংক্রান্তিদিনে, যুগজন্মদিনে, গ্রহপীড়া, দুঃস্বপ্নদর্শন ও অরিষ্টদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে পবিত্র দেবালয়ে অথবা বিশুদ্ধ গোচারণস্থলে গোময় দ্বারা দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধ্যস্থলে ধেনু স্থাপন করিয়া বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কুশহস্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে তাহা দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই কার্পাসধেনু ৪ ভার বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস প্রস্তুত করিতে হয়। এই ধেনুর দন্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা ক্ষুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, তাহার গর্ভস্থল দ্বিবিধ রত্নপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপে যথাবিধি, ধেনুদান করিলে অন্তিমে ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

কার্পাসনাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসস্য নাসিকা ইব, উপমি°। তর্কু, টেকো।

কার্পাসপর্ব্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতঃ পর্ব্বতঃ মধ্যলো°। দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে ইহার দানবিধানাদি এইরূপ লিখিত আছে—"দেবালয় প্রভৃতি পবিত্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে কুশ ও তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত স্থাপন করিয়া, যথাবিধি পূজাসমাপনান্তে কুশহস্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে

এই কার্পাসরাশি বিংশতি ভার হইলে উত্তম,' দশ ভার মধ্যম এবং পঞ্চভার অধম বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিবিধ ধান্য প্রভৃতি নানাপ্রকার ওষধি ও রস সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। কার্পাসপর্ব্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রত্ন এবং নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যযুক্ত চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়া দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয়।"

কার্পাসসৌত্রিক (ত্রি) কার্পাসসূত্রেণ নির্ব্বৃত্তঃ, কার্পাসসূত্র-ঠক্, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি।

কার্পাসাস্থি (ক্লী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তৎ। কার্পাস-বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্র-কারক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

কার্পাসিক (ত্রি) কার্পাসাজ্জাতম্, কার্পাস-ঠক্। কার্পাস দ্বারা নির্ম্মিত।

কার্পাসিক (স্ত্রী) কার্পাসী স্বার্থে কন্-টাপ্ পূর্ব্বহ্রস্বঃ। কার্পাসের গাছ, কার্পাসী।

কার্পাসী (স্ত্রী) কার্পাস জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কার্পাসগাছ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, সারিণী, চব্যা, তূলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর। [গুণাদি কার্পাস শব্দে দেখ।]

কার্ম্ম (ত্রি) কর্ম্মণ্ শীলং অস্য, ছত্রাদিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ সাধুঃ (কার্ম্মস্তাচ্ছীল্যে। পা ৬। ৪। ১৭২।) ১ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করে। ২ কর্ম্মশীল।

কার্ম্মণ (ক্লী) কর্ম্ম এব, কর্ম্ম স্বার্থে অণ্ (তদ্যুক্তত্বাৎ কর্ম্মণো-হণ্। পা ৫। ৪। ৩৬।) ১ মূলকর্ম্ম, ঔষধাদির মূল দ্বারা যে ত্রাসন, উচ্চাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য করা হয়, তাহাকেই কার্ম্মণ কহে। ২ মন্ত্রতন্ত্রাদিযোগ। ৩ (ত্রি) কর্ম্মসাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-অণ্। কর্ম্মদক্ষ।

(কার্ম্মণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোজনে কর্ম্মঠেহপি চ। মেদিনী।)

কার্ম্মণেয়ক (পুং ক্লী) জনপদবিশেষ।

কার্ম্মার (পুং) কর্ম্মার এব, কর্ম্মার স্বার্থে অণ্। ১ কর্ম্মকার, কামার। ২ (কর্ম্মকারস্য অপত্যম্) কর্ম্মকারের পুত্র।

কার্ম্মারক (ত্রি) কর্ম্মারেণ কৃতম্, কর্ম্মার-বুঞ্ (কুলালা-দিভ্যো বুঞ্। পা ৪। ৩ ১১৮।) কর্ম্মকারকৃত কার্য্য, কর্ম্ম-কার যাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

কার্ম্মার্য্য (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ষ্যঞ্। ১ কর্ম্ম-কারের পুত্র। ২ (ত্রি) কর্ম্মকারস্য ইদম্। কর্ম্মকারসম্বন্ধীয়।

কার্ম্মার্য্যায়ণি (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ফিঞ্ (কৌশল্যকার্ম্মার্য্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪। ১। ১৫৫।) নিপাতনাৎ কার্ম্মার্য্যাদেশঃ। কর্ম্মকারপুত্র।

কার্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্মণা চিত্রকর্ম্মণা নির্বৃত্তঃ, কর্ম্ম-ঠক্। বিচিত্র বস্ত্র; যেবস্ত্রে নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা চক্রস্বস্তিকাদি চিহ্নে চিত্রিত করা হয়। (মিতাক্ষরা)

("কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ১৮৩।)

কার্ম্মিক্য (ক্লী) কর্ম্মিকস্য ভাবঃ কার্ম্মিক-যক্ (পত্যন্তপুরো-হিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮) কর্ম্মশীলতা, পরিশ্রম।

কার্ম্মুক (ক্লী) কর্ম্মণে প্রভবতি, কর্ম্মণ-উকঞ্ (কর্ম্মণ উকঞ্। পা ৫। ১। ১০৩।) ১ ধনুঃ। (পুং) ২ কার্ম্মুকং ধনুঃ সাধ্য-ত্বেন অস্ত্যস্য, কার্ম্মুক-অচ্। বাঁশ। ৩ (ত্রি) কার্য্যক্ষম।

(কার্ম্মুকং ধনুষি স্ত্রী বেণৌ কর্ম্মক্ষমেহন্যবৎ। মেদিনী।)

৪ শ্বেতখদির। ৫ হিজ্জল। ৬ মহানিম্ব। ৭ মেষ প্রভৃতির মধ্যে নবমরাশি।

("কার্ম্মুকস্য পরিত্যজ্য ঋষং সংক্রমতে রবিঃ।

প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ স্নানং কুর্য্যাৎ পরেহহনি॥"

কালমাধবধৃত ভবিষ্য° ।)

৮ (ত্রি) ক্রমুকস্য ইদম্, ক্রমুক-অণ্। শ্বেতখদিরসম্বন্ধীয়। ৯ তূলা ধুনিবার যন্ত্র, আচড়া।

কার্ম্মুকভৃৎ (ত্রি) কার্ম্মুকং বিভর্ত্তি, কার্ম্মুক-ভৃ-ক্বিপ্। ধনুর্দ্ধারী।

কার্ম্মুকাসন (ক্লী) আসনবিশেষ। "পদ্মাসন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিদ্বয় এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করিলে কার্ম্মুকাসন হয়।" (রুদ্রযামল)

কার্ম্মুকী [ন্] (পুং) কার্ম্মুকং অস্যাস্তি, কার্ম্মুক-ইনি। ধনুর্দ্ধারী।

কার্য্য (ক্লী) ক্রিয়তে যৎ তৎ, কৃ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩। ১। ১২৪।) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; যাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা প্রবর্ত্তিত হয়। ২ কর্ত্তব্য, করিবার উপযুক্ত। ৩ হেতু। ৪ প্রয়োজন। ৫ ঋণাদি বিবাদ।

("নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।" মনু ৮।৪৩। 'কার্য্যং ঋণাদিবিবাদম্।' কুল্লূকঃ।)

৬ অপূর্ব্ব। ৭ উদ্দেশ্য। ৮ ব্যাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয়। ৯ আরোগ্য। ১০ (ভাবে ণ্যৎ) কর্ম্ম, ব্যাপার। ১১ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত জন্ম-লগ্ন হইতে দশমস্থানের নাম।

("কার্য্যাধীশঃ স্বগৃহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতো বীক্ষিতো বা।"

জাতক।)

১২ প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিশিষ্ট, জন্য; যথা—বস্ত্র প্রভৃতি। [কর্ম্ম দেখ।]

কার্য্যকর (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ট। যে কার্য্য-নির্ব্বাহ করে।

কার্য্যকর্ত্তা [তৃ] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-তৃচ্। কার্য্যকারক।

কার্য্যকারক (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণ্বুল্। কার্য্যকর।

কার্য্যকারণ (ক্লী) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। মিলিত কার্য্য ও কারণ।

কার্য্যকারণতা (স্ত্রী) কার্য্যকারণয়োর্ভাবঃ, কার্য্যকারণ-তল্। কার্য্য ও কারণ উভয়ের পরস্পরাপেক্ষী ধর্ম্ম। যেমন ঘট ও দণ্ড উভয়ের ধর্ম্ম—ঘট দণ্ডের কার্য্য এবং দণ্ড ঘটের কারণ। সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্য্যকারণতা-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে।

কার্য্যকারণভাব (পুং) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োর্ভাবঃ, ৬তৎ। কার্য্যকারণতা।

কার্য্যকারী [ন্] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণিনি। কার্য্যকারক।

কার্য্যকাল (পুং) কার্য্যাণাং উপযুক্তঃ কালঃ, মধ্যলো°। কার্য্যের উপযুক্ত সময়।

কার্য্যকুশল (ত্রি) কার্য্যেষু কুশলঃ দক্ষঃ, ৭তৎ। কার্য্যদক্ষ, যে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

কার্য্যক্ষম (ত্রি) কার্য্যেষু ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে ক্ষমতাযুক্ত।

কার্য্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্য্যাণাং গুরুতা গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যের গুরুত্ব, কার্য্যের নিতান্ত আবশ্যকতা।

কার্য্যগৌরব (ক্লী) কার্য্যাণাং গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যগুরুতা।

কার্য্যচিন্তক (ত্রি) কার্য্যং চিন্তয়তি, কার্য্য-চিন্তি-ণ্বুল্। কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তাকারক।

কার্য্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্য্যস্য কার্য্যেষু বা চিন্তা, ৬ বা ৭তৎ। ১ কার্য্যের চিন্তা। ২ কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা।

কার্য্যচ্যুত (ত্রি) কার্য্যাৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যভ্রষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে যে পরিত্যক্ত হয়।

কার্য্যত্ব (ক্লী) কার্য্যস্য ভাবঃ, কার্য্য-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কর্ত্তব্যতা।

কার্য্যদর্শক (ত্রি) কার্য্যাণাং দর্শকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধারক। ২ কার্য্যের পরীক্ষা

কার্য্যদর্শন (ক্লী) কার্য্যাণাং দর্শনম্, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধান। ২ কার্য্যপরীক্ষা।

কার্য্যদর্শী [ন্] (ত্রি) কার্য্যং পশ্যতি, ইদং সম্যক্ কৃতং ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কার্য্য-দৃশ-ণিনি। কার্য্যদর্শক, কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইতেছে কি না যে ব্যক্তি তাহা দেখে; তত্ত্বাবধায়ক।

কার্য্যদ্বেষ (পুং) কার্য্যে কর্ত্তব্যনিষ্পাদনে দ্বেষ অনিচ্ছা, ৭তৎ। ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। ২ আলস্য।

কার্য্যনির্ণয় (পুং) কার্য্যস্য নির্ণয়ঃ স্থিরীকরণম্, ৬তৎ। নিশ্চয়রূপে কার্য্য স্থির করা।

কার্য্যনির্ব্বাহক (ত্রি) কার্য্যং নির্ব্বাহয়তি সম্পাদয়তি, কার্য্য-নির-বহ-ণ্বুল্। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যনিষ্পত্তি (স্ত্রী) কার্য্যস্য নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্, ৬তৎ। কার্য্যসমাধা, কাজশেষ হওয়া।

কার্য্যপটু (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে পটুঃ নিপুণঃ ৭তৎ। কার্য্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে।

কার্য্যপুট (পুং) কার্য্যাং কর্ত্তব্যে ন পুটতি শ্লিষ্যতি কারি-পুট-ক, ১ ক্ষপণক, বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। ২ উন্মত্ত। ২ অনর্থকারক।

(কার্য্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী।)

কার্য্যপ্রদ্বেষ (পুং) কার্য্যং প্রদ্বেষ্টি অনেন, কার্য্য-প্র-দ্বিষ করণে ঘঞ্। ১ আলস্য। ২ কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

কার্য্যপাত্র (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগিপাত্রম্, মধ্যলো°। কার্য্যে আবশ্যক পাত্র।

কার্য্যপ্রেষ্য (ত্রি) কার্য্যেষু প্রেষ্যঃ, ৭তৎ। ১ কার্য্যসম্পাদন জন্য নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত। ২ দূত।

কার্য্যভাজন (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগিভাজনম্, মধ্যলো°। কার্য্যে উপযোগী।

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্য্যাং ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যচ্যুত, যাহার আর কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবিশিষ্টতা, কার্য্যবানের ধর্ম্ম।

কার্য্যবত্ত্ব (ক্লী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-ত্ব।

(তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কার্য্যবত্তা।

কার্য্যবশ (পুং) কার্য্যস্য বশঃ বশ্যতা। ১ কার্য্যের অনুরোধ। ২ (ত্রি) কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহজন্য আবদ্ধ।

কার্য্যবস্তু (ক্লী) কার্য্যার্থং বস্তু, মধ্যলো°। কার্য্যনিষ্পাদন জন্য আবশ্যক দ্রব্য।

কার্য্যবান্ [ৎ] (পুং) কার্য্যমস্যাস্তি, কার্য্য-মতুপ্ মস্য বঃ। কার্য্যবিশিষ্ট, কার্য্যে আবদ্ধ।

কার্য্যবিপত্তি (স্ত্রী) কার্য্যেষু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হয়।

কার্য্যশব্দিক (ত্রি) কার্য্যঃ শব্দ ইত্যাহ, কার্য্য-শব্দ-ঠক্ (তবাহেতি মা শব্দাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৪। ৪। ১। বা ১।) 'কার্য্যং শব্দঃ' এইরূপ বাক্যবাদী নৈয়ায়িকবিশেষ; ইহারা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্য এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্য্যশেষ (পুং) কার্য্যস্য শেষঃ, ৬তৎ। ১ আরব্ধ কার্য্যের নিষ্পত্তি। ২ কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ।

কার্য্যসন্দেহ (পুং) কার্য্যে কার্য্যস্য নিষ্পত্তিবিষয়ে সন্দেহঃ, ৭তৎ। কার্য্যনিষ্পত্তিবিষয়ে অনিশ্চয়তা।

কার্য্যসম (পুং) ন্যায়মতে চতুর্ব্বিংশতিজাতির অন্তর্গত জাতিবিশেষ। লক্ষণ যথা—

"প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ।" (ন্যায় সূ ৫।১।৩৭)

প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক বলিয়া কার্য্যসম নামক কার্য্যবিশেষ জাতি হয়। যেমন "শব্দোঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" ইত্যাদি। মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য স্বীকার করেন; যেহেতু তাঁহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত দ্বারা শব্দে প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—শব্দ অনিত্য এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা "শব্দো ঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত অনুমান বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই অনুমানবাক্যে এইরূপ আপত্তি করেন যে,—এই অনুমান দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও জন্য সকল বস্তুই প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্তু সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রযত্ন দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে; যেমন যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলে বস্ত্র দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই তাঁহারা "কার্য্যসম" বা "কার্য্যবিশেষ" জাতি বলেন।

কার্য্যসম প্রভৃতি জাতিসমূহ দোষদাতার স্বপক্ষ ক্ষতিকারক বলিয়া, 'অসদুত্তর' ও 'স্বব্যাঘাতক' উত্তরনামে অভিহিত হয়। [জাতি দেখ।]

কার্য্যসাধক (ত্রি) কার্য্যং সাধয়তি, কার্য্য-সাধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যসাধন (ক্লী) কার্য্যস্য সাধনম্ নিষ্পাদনম্, ৬তৎ। কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্য-নিষ্পত্তি।

কার্য্যসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যস্য সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি। ২ অভীষ্টসিদ্ধি।

("বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ম্।" তিথিতত্ব।)

৩ জ্যোতিষোক্ত সহমবিশেষ।

কার্য্যস্থান (ক্লী) কার্য্যস্য স্থানম্, ৬তৎ। ১ কার্য্যনিষ্পাদন করিবার স্থান। ২ চাকুরী স্থান।

কার্য্যা (স্ত্রী) কৃ-ণ্যৎ-টাপ্। কারীবৃক্ষ।

কার্য্যাকার্য্যবিচার (পুং) কার্য্যস্য অকার্য্যস্য তয়োঃ বিচারঃ, ৬তৎ। ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এইরূপ বিচার।

কার্য্যাক্ষম (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অপারগ।

কার্য্যাধিপ (পুং) কার্য্যস্য অধিপঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যাধ্যক্ষ। ২ জ্যোতিষোক্ত কার্য্যস্থানের অধীশ্বর, অর্থাৎ লগ্নস্থান হইতে দশম স্থানের অধিপতি।

কার্য্যাধীশ (পুং) কার্য্যস্য অধীশঃ অধিপতিঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধিপ।

কার্য্যাধ্যক্ষ (পুং) কার্য্যস্য অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার তত্ত্বাবধানে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কার্য্যানুরোধ (পুং) কার্য্যস্য অনুরোধঃ, ৬তৎ। কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন।

কার্য্যান্ত (পুং) কার্য্যস্য অন্তঃ ৬তৎ। কার্য্যের শেষ।

কার্য্যান্তর (ক্লী) অন্যৎ কার্য্যং, ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ। অন্য কার্য্য, এককার্য্য হইতে অপর কার্য্য।

কার্য্যান্বিত (ত্রি) কার্য্যেণ কর্ত্তব্যেন অন্বিতো যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যবোধক পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট।

কার্য্যারম্ভ (পুং) কার্য্যস্য আরম্ভঃ, ৬তৎ। কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান।

কার্য্যার্থসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যার্থস্য কার্য্যপ্রয়োজনস্য সিদ্ধিঃ ৬তৎ। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

("বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ॥"
মনু ৭। ১৬৭।)

কার্য্যার্থী [ন্] (ত্রি) কার্য্যস্য অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী।

কার্য্যিক (ত্রি) কার্য্য-বুন্। কার্য্যবিশিষ্ট।

কার্য্যী [ন্] (পুং) কার্য্যং অস্ত্যস্য, কার্য্য-ইনি। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। ৩ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান।

কার্য্যেশ (পুং) কার্য্যাণাং ঈশঃ তত্ত্বাবধারণেন সম্পাদকঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যৈক্য (ক্লী) কার্য্যাণাং ঐক্যম্ ৬তৎ। ন্যায়মতে ছয় প্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্য্যানুকূলতা অর্থাৎ কার্য্যের সমানতা।

কার্য্যোৎসুক (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যসম্পাদনে উৎসুকঃ ৭তৎ। কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যগ্র।

কার্য্যোদ্যম (পুং) কার্য্যেষু উদ্যমঃ চেষ্টা, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে চেষ্টা।

ার্য্যোদ্যুক্ত (ত্রি) কার্য্যেষু উদ্যুক্ত উদ্যমশীলঃ, ৭তৎ। কার্য্যসাধনে উদ্যমবিশিষ্ট।

ার্য্যোদ্যোগ (পুং) কার্য্যস্য উদ্যোগঃ ৬তৎ। কার্য্য-আরম্ভের চেষ্টা।

ার্য্যোদ্ধার (পুং) কার্য্যস্য উদ্ধারঃ সম্যক্‌সাধনম্, ৬তৎ। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি।

ার্লি—একটী পর্ব্বতের গুহা। অক্ষা° ১৮° ৪৫′ ২০″ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৩১′ ১৬″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পুনা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে অর্দ্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে সমুদ্রের দিকে অল্পদূর গমন করিলেই পর্ব্বতের উপত্যকায় কার্লিগুহা দেখা যায়। সহ্যাদ্রিপর্ব্বত হইতে কার্লিপাহাড় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। ইহা লানৌলি ষ্টেশনের অতি নিকট।

এই গুহায় একটী সুন্দর মন্দির খোদিত আছে। তাহতে পর্ব্বতের ভিতর খোদিত নানাস্থানে নানাপ্রকার মন্দির আছে। কিন্তু গঠনবৈচিত্র্য কার্লির ন্যায় কোনটীই নহে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্য বৌদ্ধগণ পর্ব্বতের গুহার ভিতর এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার গির্জ্জার মত। গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুইদিকে দুইটী প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটী মাত্র দেখা যায়। অপর স্তম্ভের স্থানে একটী ছোট প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অথবা একটী স্তম্ভই বরাবর ছিল, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তম্ভটী গোলাকার, তদুপরি ৩২টী পল দৃষ্ট হয়। উহা ভূমি হইতে সমভাবে ঊর্দ্ধে
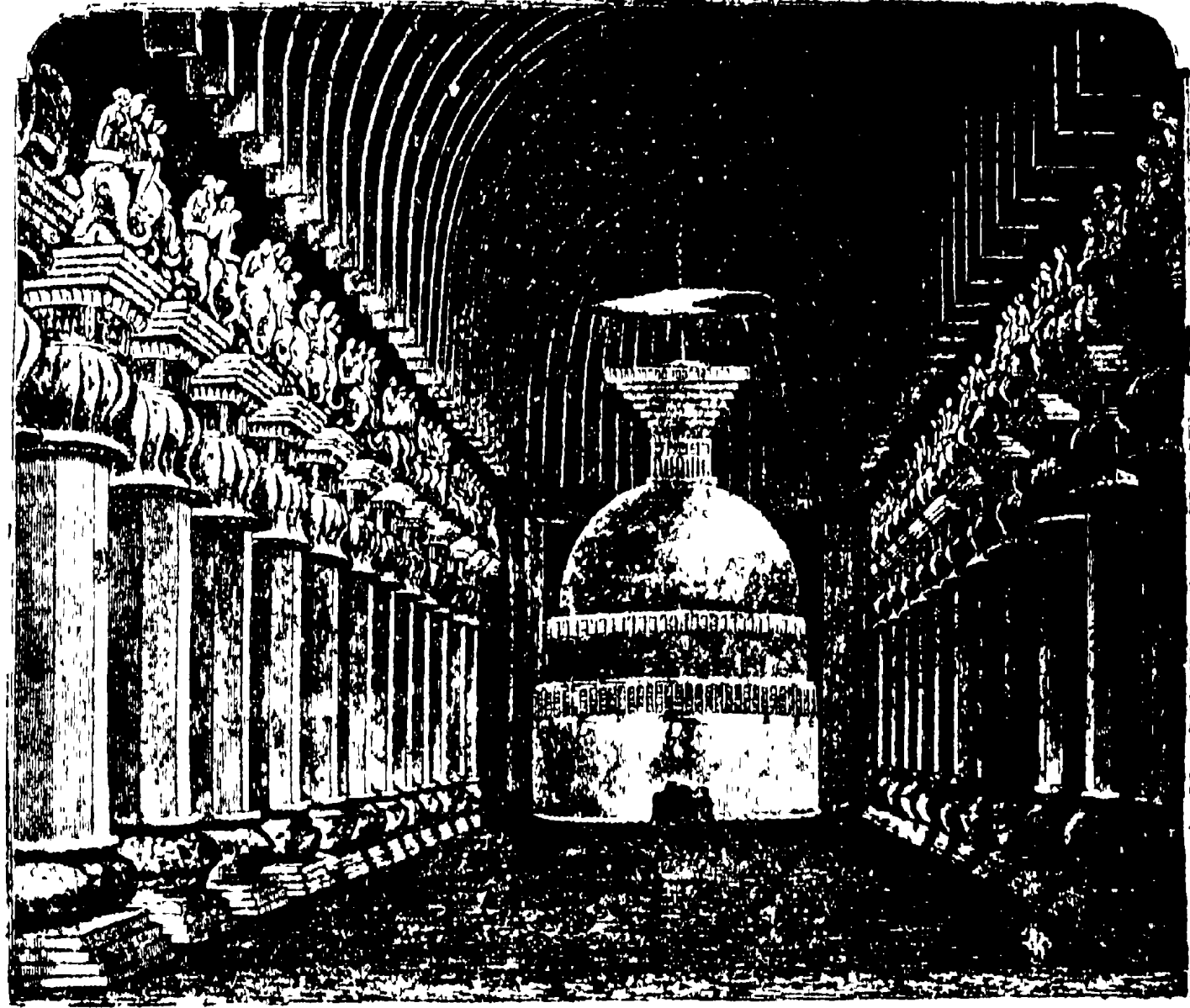
কার্লি।

উঠিয়াছে। স্তম্ভের উপরিভাগে কার্ণিস। কার্ণিসের উপর চারিদিকে চারিটী সিংহমূর্ত্তি খোদিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই মূর্ত্তিগুলি একটী চক্রধারণ করিত। সিংহদ্বার পার হইয়াই আর একটী দ্বার। উহার বিস্তার প্রায় ৩৪ হস্ত হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ, দুইটীই অষ্টকোণ বা অষ্টপলবিশিষ্ট। স্তম্ভ দুইটী সাদা সিদা, নিম্নে বা উপরিভাগে কোন কারুকার্য্য দ্বারা সাজান নহে। তবে উপরিভাগে দুই স্তম্ভে দুইখানি প্রশস্ত প্রস্তরফলক আছে। তাহার পর আবার খানিক ঊর্দ্ধে একটী কার্ণিস। তাহা হইতে চারিটী স্তম্ভাকৃতি কতদূর নামিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী দ্বার আছে। এই দ্বার কয়েকটী উন্মুক্ত, কোনরূপ কপাট নাই। তিনটী দ্বারই

এক সারিতে প্রাচীরবৎ প্রস্তরখণ্ডে সংলগ্ন। এই প্রাচীর ছাদের মাথা পর্য্যন্ত সমতল ভাবে অবস্থিত। ইহার উপরিভাগে শূন্য। এই স্থান দিয়া মন্দিরে আলো প্রবেশ করে। শূন্যের উপর প্রকাণ্ড খিলান। খিলানটী মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বার পার হইয়া গেলে, অভ্যন্তরের অপূর্ব্ব শোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কি শিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম! দুই পার্শ্বে দুইটী বারান্দা দুই দিকে বিস্তৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের মণ্ডপ। প্রবেশদ্বারের অপর দিকে গম্বুজাকৃতি চৈত্যের স্থান। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, সারি সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বের স্তম্ভের পরে দুইদিকে বারান্দা। বারান্দা হইতে মধ্যস্থলে মণ্ডপে আসিতে হইলে দুই পার্শ্বের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে স্থান আছে, তাহা দিয়া আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত মাপিলে বোধ হয় ত্রিশ হস্ত হইবে। এক একটী স্তম্ভের বর্ণনা করাই অসম্ভব; সমস্তের বর্ণনা কি করিব। কি কারিকুরি! তলভাগে ক্রমান্বয়ে ৪টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে। তাহার খানিকটা গোলাকৃতি। তাহার উপর সমান ভাবে অষ্টপল, তদুপরি থামের মস্তক। তদুপরি কার্ণিস। কার্ণিসের উপর দুইদিকে হস্তিমূর্ত্তি, হস্তিপৃষ্ঠে কোথাও দুইটী মানব, কোথাও দুইটীই মানবী, কোথাও বা একটী মানব ও একটী মানবী মূর্ত্তি। মণ্ডপের স্তম্ভশ্রেণী পার হইয়া একটী গম্বুজাকৃতি দেখিতে পাইবে। গম্বুজের উপরিভাগে এই "+" অক্ষরের ন্যায় একটী পদার্থ ও তাহার উপর একটী ছত্র। এক্ষণে এই ছত্রটির কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গম্বুজের পশ্চাদ্‌ভাগে অষ্টপলবিশিষ্ট আবার ৭টী স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির গড়ন সাদাসিদা বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে এই স্তম্ভগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত ৮৪ হস্ত হইবে। প্রস্থে দুই দিকের স্তম্ভের মধ্যস্থান ১৬॥ হস্ত হইবে। বারান্দাগুলির পরিসর অপেক্ষাকৃত ছোট—৬ হস্তের অধিক হইবে না। ঐ বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কাষ্ঠের কড়ি। কড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খিলানের একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত কড়ির মত সরল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের সহিত সমভাবে শূন্যে অবস্থিত। এ গুলির আধার নাই। কিরূপে ওইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইল, তাহা এখন কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে পারে না। ঐ চৈত্য যে কত দিনের পুরাতন, তাহা কে বলিতে পারে? বাহিরের সিংহস্তম্ভে কয়েকটী খোদিত অক্ষর দেখা যায়। কথিত আছে, মহারাজ ভূতি বা দেবভূতি দ্বারা অক্ষরগুলি খোদিত। পাশ্চাত্যমতে, ভূতি রাজা খৃষ্টাব্দের ৭৮, বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাহার পূর্ব্বে যে গঠিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

কার্শকেয় (পুং) কৃশকস্য ঋষেরপত্যম্, কৃশক-ঢঞ্। কৃশক মুনির পুত্র।

কার্শকেয়ীপুত্র (পুং) কার্শকেয্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কৃশক-ঋষির দৌহিত্র, জনৈক শিক্ষক।

কার্শানব (ত্রি) কৃশানোরিদম্, কৃশানু-অণ্। কৃশানুসম্বন্ধীয়, অগ্নিসম্বন্ধীয়।

কার্শাশীয় (ত্রি) কৃশাশ্বেন নির্বৃত্তম্, কৃশাশ্ব-ছণ্ (বৃহণকৃষ্ট-জিলেত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন।

কার্শ্মরী (স্ত্রী) কৃশ স্বার্থে-ণিচ্ ভাবে মনিণ্, কার্শ্মং রাতি কার্শ্ম রা-ক-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ কাশ্মরী, গাম্ভারীগাছ। ২ শ্রীপর্ণীগাছ।

কার্শ্য (পুং) কৃশ স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ সালবৃক্ষ। ২ লকুচগাছ। ৩ কর্চ্চূর বৃক্ষ। ৪ (ক্লী) কৃশস্য ভাবঃ, কৃশ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্চ। পা ৫।১।১২৩।) কৃশতা।

কার্ষ (ত্রি) কৃষিঃ শীলমস্য, কৃষি-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) কৃষিকর্ম্মকারক।

কার্ষক (পুং) কার্ষ্য স্বার্থে কন্; অথবা কর্ষতি কৃষ-ক্ন (কৃষের্বৃদ্ধিশ্চোদীচাম্। উণ্ ২।৩৮।) কৃষিকর্ম্মকারক, কৃষক। (কার্ষকঃ কৃষীবলঃ, কৃষকঃ সএব। উজ্জ্বলদত্ত।)

কার্ষাপণ (পুং, ক্লী) কর্ষস্য অয়ম্ কার্ষঃ, পণঃ পরিমাণে—অণ্; কার্ষস্য কার্ষেণ বা আপণঃ ব্যবহারো যত্র, বহুব্রী। ১ ষোড়শপণ, এক কাহন। এক কাহন কড়ির মূল্যে পরিমিত তাম্রাদি ধাতু।

কার্ষাপণক (পুং ক্লী) কার্ষাপণ-স্বার্থে কন্। কার্ষাপণ, কাহন।

কার্ষাপণিক (ত্রি) কার্ষাপণেন আহার্য্যং কার্ষাপণ-টিঠন্ (কার্ষাপণাদ্বা প্রতিশ্চ। পা ৫।১।২৫। বার্ত্তি° ২।) কার্ষাপণদ্বারা আহরণের উপযুক্ত।

কার্ষি (ত্রি) কর্ষতি, কর্ষঃ স্বার্থে ইঞ্। ১ কৃষক। ২ অন্তর্গত মলনাশক।

কার্ষিক (পুং) কর্ষ স্বার্থে ঠক্। ১ কার্ষাপণ। ২ (কর্ষঃ শীলমস্য, কর্ষ-ঠক্) কৃষক। ৩ (কর্ষস্য অয়ম্) শাস্ত্রীয় পণের চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষঃ পরিমাণমস্য) কর্ষপরিমিত মূল্য দ্বারা যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে।

কার্ষিবন (পুং) [বৈ] যে কৃষিকার্য্য করে, কৃষক, চাষী।

কার্ষ্ট্য (স্ত্রী) কৃষ্টস্য ভাবঃ, কৃষ্ট-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্টতা, কর্ষিতস্থানের ভাব।

কার্ষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণস্য ইদম্, কৃষ্ণ-অণ্। ১ কৃষ্ণমৃগসম্বন্ধীয়। ২ কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়। ৩ (কৃষ্ণঃ দেবতা অস্য) কৃষ্ণদেবের অনুগত, কৃষ্ণভক্ত।

কার্ষ্ণাজিনি (পুং) কৃষ্ণাজিনস্য বরেরপত্যম্ কৃষ্ণাজিন-ইঞ্। ১ কৃষ্ণাজিনমুনির পুত্র। ২ পিঙ্গকবিশেষ। ৩ জনৈক বিজ্ঞানবিদ্। মীমাংসাসূত্র, ব্রহ্মসূত্র ও কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। ৪ জনৈক স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা। পৈঠীনসি, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কার্ষ্ণায়ন (পুং) কৃষ্ণস্য ব্যাসস্য গোত্রাপত্যম্ কৃষ্ণ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) ১ ব্যাসবংশীয় ব্রাহ্মণ। ২ বসিষ্ঠবংশীয়, বাসিষ্ঠ।

কার্ষ্ণায়স (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য অয়সো বিকারঃ, কৃষ্ণ-অয়স্-অণ্। কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত দ্রব্য।

কার্ষ্ণি (পুং) কৃষ্ণস্য অপত্যম্, কৃষ্ণ-ইঞ্। ১ কামদেব। ২ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ৩ ব্যাসপুত্র শুকদেব।

কার্ষ্ণী (স্ত্রী) কার্ষ্ণ-ঙীপ্। [illegible]

[illegible]

কার্ষ্ণ্য (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য ভাবঃ, কৃষ্ণ-ষ্যঞ্ ([illegible]। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণবর্ণতা।

কার্ম্ম [ন্] (স্ত্রী) কর্ষতি অত্র, কৃষ পার্থে শিচ্, [illegible] মনিন্। [বৈ] ১ যুদ্ধ। ২ (ভাবে মনিন্) কর্ষণ।

কার্ম্মরী (স্ত্রী) কার্ম্ম কর্ষণং রাতি দদাতি, কার্ম্ম-রা-ক-ঙীপ্। শ্রীপর্ণীবৃক্ষ।

কার্ম্মর্য্য (পুং) কার্ম্মর্য্যা বিকারঃ, কার্ম্মরী-বৎ। শ্রীপর্ণীবৃক্ষের অবয়ব।

কার্ষ্য (পুং) কৃষ-ক-স্বার্থে ষ্যণ্। শালগাছ।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ